PHONE :—B. B. 6392 REGD. No. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 5th November, 1945. সোমবার, ১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৫২ [২৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিচার চাই

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বোম্বাইয়ে ভারতীয় ক সমিতির সম্বর্দ্ধনা সভায় বলিয়াছেন যে, ঙ্গলার দুর্ভিক্ষের জন্য যদি কাহাকেও ফাঁসী দিতে ত তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিনলিথগোকেই ওয়া উচিত।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মোরাদাবাদের জন-ায় বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ মানুষের এবং ভারত সরকার ও বাঙ্গলা সরকারের তা ও মূর্খতার ফল। বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষে ৩৫ লক্ষ ক মারা গিয়াছে এবং প্রায় এক কোটি লোক অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়।

পণ্ডিত জওহরলাল দুর্ভিক্ষের ফলে মৃত ও বন্ম তদের যে সংখ্যা দিয়াছেন "আর্থিক জগৎ" অন্যান্য পত্রিকা, পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি প্রভৃতি তিষ্ঠান সেই সংখ্যাগুলিই প্রকৃত বলিয়া বার বার াইয়াছেন, কিন্তু আমাদের সদাশয় ও সত্যবাদী র্ণমেণ্ট তাহা কখনও স্বীকার করেন নাই। কালীন ভারত-সচিব মিঃ আমেরি, ভারত কারের সুযোগ্য খাদ্য-সচিব শ্রীযুক্ত জাওলাপ্রসাদ বাঙ্গলার বর্ত্তমান গভর্ণর মিঃ কেসী এই তিরঞ্জিত সংখ্যা" এবং "দুর্দ্দশার অতিরঞ্জিত রণ প্রচারের অপচেষ্টা" নিবারণকল্পে অনেক ভুল তথ্য" প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন। থর বিষয় জনসাধারণ উহা কিছুতেই মানিয়া তে পারে নাই। তাহাদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভই জ সর্দ্দার বল্লভভাই ও পণ্ডিত জওহরলালের রের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার শার প্রতিকার করিতে হইবে, বাঙ্গলাকে আবার ন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, কিন্তু তাহারই ঙ্গে প্রয়োজন মানুষের ইতিহাসে এই তম মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের জন্য যাহারা দায়ী াদের বিচার ও শাস্তির। শুধু তৎকালীন াট লর্ড লিনলিথগো নহে, তাঁহার খাদ্য-সচিব ওলাপ্রসাদ, বাঙ্গলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্যার জিমুদ্দীন, সর্ব্বোপরি অসামরিক সরবরাহ সচিব দ সুরাবর্দ্দী সাহেবকে কাঠগড়ায় তুলিতে বে। বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের জন্য প্রধানতঃ দায়ী কয়জনকে কাঠগড়ায় তুলিতে পারিলে পণ্ডিত হরলাল যে সমস্ত ঘৃণ্য মজুতদার ও মুনাফাখোর-ফাঁসী দিতে বলিয়াছেন তাহাদেরও সন্ধান লিবে। আজ বিচার চাই! যাহারা বাঙ্গলাকে শ্মশান করিয়াছে, বাঙ্গলার উর্ব্বর ভূমিকে মরু-প্রান্তরে পরিণত করিয়াছে, বাঙ্গলার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছে, তাহাদের বিচার চাই।

বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ

টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ কৃষ্ণরাজ থ্যাকার্সে সম্প্রতি ঐ বোর্ডের সভায় এক বক্তৃতায় ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের কাপড়ের কলসমূহ গত কয় বৎসর যাবৎ যথাসম্ভব বেশী কাপড় উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট জন-সাধারণের ব্যবহারোপযোগী কাপড় উৎপাদনে মিলের কার্য্যক্ষমতা বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য যে ইউটিলিটি ক্লথ স্কীম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে বোম্বাই অঞ্চলের মিলসমূহে সাধারণ বস্ত্রের উৎপাদন পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। সামরিক প্রয়োজনে যে বস্ত্রের অর্ডার দেওয়া হইত বর্ত্তমানে তাহার পরিমাণ গবর্ণমেণ্ট হ্রাস করিয়াছেন। ইহাতেও দেশে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইবার একটা সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। তবে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে বর্ত্তমানে কতকগুলি অসুবিধাও রহিয়াছে। যুদ্ধকালীন বিধিনিষেধ বলবৎ থাকার জন্য ও যানবাহনের অব্যবস্থার জন্য কাপড়ের কলগুলি বর্ত্তমানে তুলার উপযুক্ত যোগান পাইতেছে না। যে তুলা মিলসমূহে পৌছিতেছে, রেলের মালভাড়া বেশী থাকার দরুণ তাহার মূল্যও খুব বেশী পড়িতেছে। বস্ত্রের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইলে যথাসম্ভব শীঘ্র এইসব অসুবিধা দূর করিতে হইবে। মিঃ থ্যাকার্সে কয়লার যোগান পাওয়ার অসুবিধা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু সেদিক দিয়াও এখন পর্য্যন্ত নিদারুণ বিঘ্ন দেখা যাইতেছে। বাঙ্গলার পশ্চিম প্রান্তে খনি অঞ্চলে প্রচুর কয়লা

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক	৫৭৯-৮৪
বাঙ্গলা সরকারের পুনর্গঠন পরিকল্পনায় গলদ	৫৮৫-৮৬
কলিকাতা যানবাহন বোর্ড	৫৮৭-৮৮
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৫৮৯-৯০
খেয়ালীর খাতা	৫৯১-৯২
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৫৯৩-৯৮
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৫৯৯
বাজারের হালচাল—	৬০০-৬০৪

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা। বি, মুখার্জ্জী

ফোন : পি কে—২৬৮১ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

রহিয়াছে। কিন্তু সেখান হইতে বাঙ্গলার কল-সমূহে রীতিমত কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা না হওয়ায় বাঙ্গলার মিলসমূহকে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। ঢাকেশ্বরী মিলের মত একটি বড় মিলকে পূর্ব্বে কয়েকবার কাজ বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। কয়লার সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দেওয়ায় সম্প্রতি আবার ঐ মিলে বস্ত্রের উৎপাদন স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। বস্ত্রের দিক দিয়া লোকের অভাব যেখানে এখনও কাটে নাই সেখানে এইভাবে মিলের উৎপাদন বন্ধ হওয়া খুবই শোচনীয় ব্যাপার। দেশের লোকের একান্ত দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া বস্ত্র উৎপাদনের সকল প্রকার অসুবিধা দূরীকরণ সম্পর্কে আমরা গবর্ণমেণ্টকে অচিরে মনোযোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

বস্ত্রের মূল্য হ্রাসের সমস্যা

টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ থ্যাকার্সে তাঁহার বক্তৃতায় এদেশে বস্ত্রের মূল্য হ্রাসের সুযোগ-সম্ভাবনা সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ড গত দুই বৎসর হইতে বস্ত্রের মূল্য ক্রমে ক্রমে হ্রাস করিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ মূল্যের হার ইতিমধ্যে কতকটা কমিয়া আসিয়াছে। নূতন করিয়া ১লা নবেম্বর হইতে ভারতীয় তুলা হইতে প্রস্তুত মোটা কাপড়ের দাম টাকায় দুই আনা হারে হ্রাস করা হইয়াছে। কতিপয় শ্রেণীর সূতার মূল্যও প্রতি ১০ পাউণ্ডে পূর্ব্বের তুলনায় বার আনা হারে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে কাপড়ের কলগুলির উপর সরকারী ট্যাক্সনীতির চাপ যেরূপ বেশী পরিমাণে নিপতিত হইয়াছে, তাহাতে ঐদিক দিয়া তাহাদের বোঝা লাঘবের ব্যবস্থা না হইলে অদূর ভবিষ্যতে কাপড়ের মূল্য আরও হ্রাস করিবার সুবিধা হইবে কিনা, সন্দেহের বিষয়। যুদ্ধের সময়ে শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর উচ্চ হারে যে অতিরিক্ত মুনাফা-কর বসিয়াছিল যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় অন্যান্য দেশে বর্ত্তমানে তৎসম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা হইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে অতিরিক্ত মুনাফা-করের হার শতকরা ৬০ ভাগে সীমাবদ্ধ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মার্কিন গবর্ণমেণ্ট আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের পর হইতে ঐ কর একেবারে তুলিয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ভারতে অতিরিক্ত মুনাফা-কর সম্পর্কে এখনও সেরূপ কোন পুনর্ব্বিবেচনা হইতেছে না। শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে ও উৎপন্ন পণ্যের মূল্য হ্রাসের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অবিলম্বে ঐ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা মিঃ থ্যাকার্সের ঐ দাবী সর্ব্বথা সমীচীন বলিয়াই মনে করি।

বাঙ্গলায় বেকার সমস্যা

আগামী ছয় মাসের মধ্যে বাঙ্গলায় বেকার-সমস্যা কিরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে ইতিমধ্যেই বাঙ্গলা সরকারের হিসাবে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা সরকার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, আগামী ছয় মাসের মধ্যে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক এবং কেরাণী মিলাইয়া ৪ লক্ষ ১৫ হাজার লোক বেকার হইবে। ইহার মধ্যে সামরিক বিভাগের ৫৫ হাজার লোকও ধরা হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় উহার মধ্যে মাত্র ৯২,৫৫৫ জন লোক কাজ পাইতে পারে।

সরকারী পরিকল্পনার উপর আমাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নাই এবং উহা দ্বারা বেকার-সমস্যার কোন সমাধান হইবে বলিয়াও আমরা বিশ্বাস করি না। ৪ লক্ষ ১৫ হাজার বেকারের মধ্যে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় (যদি কার্য্যে পরিণত হয়) মাত্র ৯২ হাজার লোকের কাজের সংস্থান হইতে পারে একথা প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট উহা পরিষ্কারভাবেই স্বীকার করিয়াছেন যে, বেকার-সমস্যা সমাধানের কোন ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। এতদ্ব্যতীত বেকারের সংখ্যা ৪ লক্ষ ১৫ হাজারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে ইহা মনে করাও ভুল। যুদ্ধকালেও বাঙ্গলার শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত শ্রেণীর কিছু লোক বেকার ছিল; যুদ্ধের দৌলতে সকলেই কাজ পাইয়া গিয়াছিল এমন নহে। বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময় সরকারের অনুগ্রহে নিদারুণ মুদ্রাস্ফীতির ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ না পাইয়া রুজি-রোজগারের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় আগামী ছয় মাসের মধ্যে বেকারের প্রকৃত সংখ্যা সরকারী হিসাব অপেক্ষাও অনেক বেশী হইবে সন্দেহ নাই।

লোকায়ত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সুনির্দ্দিষ্ট ও ব্যাপক পরিকল্পনা ব্যতীত এই আসন্ন ও ভয়াবহ বেকার সমস্যা সমাধানের কোন উপায় নাই।

বাঙ্গলায় চিনি উৎপাদন সম্পর্কে বিধিনিষেধ

উপযুক্ত পরিমাণ ইক্ষুর যোগান না পাওয়ায় গত ১৯৪৪-৪৫ সালে বাঙ্গলায় ৮টি চিনির কলের মধ্যে ৪টির কাজ বন্ধ ছিল। যে ৪টি কল চালু ছিল তাহাতেও রীতিমতভাবে চিনি উৎপাদনের কাজ পরিচালনা সম্ভবপর হয় নাই। বাঙ্গলার চিনির কলসমূহের এই অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের সুবিধার্থে সম্প্রতি এক অর্ডার (Bengal Gur, Sugar and Sugar Products Order, 1945) জারী করিয়াছেন। এই অর্ডারে বলা হইয়াছে :—(১) বাঙ্গলার চিনির কলগুলি যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ ইক্ষুর যোগান পাইতে পারে বাঙ্গলা সরকার সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কলের জন্য এক একটি এলাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। (২) ঐ নির্দ্দিষ্ট এলাকায় আগামী ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোন লোক ইক্ষু হইতে গুড় তৈয়ার করিতে পারিবে না। (৩) ঐ এলাকার লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে আমদানীকৃত গুড় সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে। (৪) চিনির কলগুলি সরকারীভাবে নির্দ্ধারিত নিম্নতম মূল্যে ঐ নির্দ্দিষ্ট এলাকার সমস্ত ইক্ষু ক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে। (৫) নির্দ্দিষ্ট এলাকায় কোন লোক আগামী ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে গুড় তৈয়ারের কোন যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে পারিবে না। (৬) গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট এলাকার নাম ও বিবরণ প্রকাশ করিবার পর (শীঘ্রই তাহা তাঁহারা প্রকাশ করিবেন) সেই অঞ্চলে গুড় তৈয়ারের কাজ করিতে হইবে।

বাঙ্গলার চিনির কলসমূহে রীতিমত চালাইয়া উহাদের উৎপাদন যথোচিত পরিমাণে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হউক তাহা আমরা চাই। সেজন্য ইক্ষুর যোগান পাইবার সুযোগসুবিধা প্রসারিত করাও আমারা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কিন্তু ইক্ষু হইতে গ্রামাঞ্চলে গুড় তৈয়ারের কাজ নিষিদ্ধ করিয়া যে অর্ডার গবর্ণমেণ্ট জারী করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, নানা কারণে বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। ইক্ষু হইতে কৃষকদের নিজ কারখানায় গুড় তৈয়ার করা গ্রামাঞ্চলে লাভজনক শিল্প হিসাবে পরিণত হইয়াছে। কৃষক পরিবারের সমস্ত স্ত্রী পুরুষ অবসর সময়ের জন্য ঐরূপ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া সুবিধা পায় বলিয়া তাহার সার্থকতা নানাদিক দিয়া খুবই বেশী। কাজেই সহর অঞ্চলের কলকারখানা শিল্পের কল্যাণে সরকারী অর্ডার দ্বারা গ্রামাঞ্চলের ঐ শিল্প বন্ধ করিয়া দিতে যাওয়া অনুচিত। কিন্তু কলে ইক্ষু বেচিয়া উপযুক্ত লাভের সুযোগ থাকিলে কৃষকেরা নিজেদের গরজেই তাহা করিতে চাহিবে। কাজেই গুড় উৎপাদনের রীতি নিষেধ না করিয়া কলওয়ালাদের ক্রীত ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য যথোচিতভাবে বৃদ্ধি করাই গবর্ণমেণ্টের সঙ্গত। গুড় উৎপাদনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইলে গ্রামাঞ্চলে চিনির স্বাভাবিক যোগান বন্ধ হইবে। গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, ভিন্ন বাহির হইতে আমদানীকৃত গুড় সরবরাহ করিয়া গ্রামবাসীদের প্রয়োজন মিটাইবেন। গবর্ণমেণ্টের বণ্টন ব্যবস্থার ভিতর সাধারণতঃ যেরূপ দেখা যায় তাহাতে কার্য্যতঃ তাঁহারা এই গ্রামাঞ্চলের লোকদের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি না। যদি তাঁহারা তাহা পারেনও তথাপি এ প্রশ্ন গ্রামাঞ্চলগুলিকে প্রয়োজনীয় গুড়ের জন্য এইভাবে বাহিরের আমদানীর উপর নির্ভর করিয়া রাখা আমরা আপত্তিকর বলিয়া মনে করিব।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতি
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রক
ব্যাঙ্কিং ক
করা হয়
পিপলস্ ব্যাঙ্ক নি
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লে
কলিকাতা
ফোন : কলি: ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনায়

ত্যুৎ কোম্পানী ক্রয় সম্পর্কে ব্যবস্থা

ভবিষ্যতে ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই রেশনের সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সরকারী কর্ত্তৃত্বে র কার্য্য পবিচালনাব ব্যবস্থা সম্পর্কে বাঙ্গলা কারের সহিত উক্ত কোম্পানীর একটি চুক্তি ইয়াছে। এই চুক্তিতে বলা হইযাছে—গবর্ণমেণ্ট চ্ছা করিলে আগামী ১৯৫০ সালের ১লা নুয়ারী হইতে ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই র্পোরেশনেব সমস্ত সম্পত্তি কিনিয়া লইতে ারিবেন। ঐ সময় তাহা ক্রয় না করিলে ০ বৎসরের আগে অর্থাৎ ১৯৭০ সালের আগে াহারা আর সে সুযোগ পাইবেন না। গবর্ণমেণ্ট সময়ে ঐ কোম্পানীর স্বত্ব ক্রয় করিবেন তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে কোম্পানীকে সেই ঙ্কল্প জ্ঞাপন করিতে হইবে। ১৯৫০ সালে কাম্পানীব সম্পত্তি ক্রয় করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে াজার দর অনুযায়ী সম্পত্তির মূল্য এবং সেই সঙ্গে মূল্যেব আরও শতকরা ২০ ভাগ অতিরিক্ত অর্থ দিতে হইবে। তাহা ছাড়া কোম্পানীর এক বৎসরের আয়ের সমপরিমাণ টাকাও তাহাদিগকে পরিশোধ কবিতে হইবে।

ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন র্ঘকাল যাবৎ কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহে ত্যুৎ সববরাহের ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছে। ই কোম্পানীব কার্য্যধারা যেরূপ ব্যাপক উহার কচেটিয়া লাভের সুবিধাও তেমনই খুব বেশী। ছ বিদেশীদেব দ্বারা গঠিত ও পবিচালিত বলিয়া কোম্পানীব লাভ এদেশের লোকদের কোন কাজে আসিতেছে না। উহা একান্তভাবে লাতী অংশীদাবদেবই পকেট ভর্ত্তি করিতেছে, বিদেশী কোম্পানী বলিযা উহার লভ্যাংশের ারফতে যে কেবল প্রভূত অর্থই দেশের বাহিরে লিযা যাইতেছে তাহা নহে ইউবোপীযদের পরিচালনায সস্তাদরে বিদ্যুৎ পাওয়াব সুবিধা নাই লিয়া তাহাতে কলিকাতার সাধারণ অধিবাসীদিগকে ও কলকারখানার মালিকদিগকে যথেষ্ট তি স্বীকার করিতে হইতেছে। এইসব ধরণের তি বন্ধ করিবার জন্য ও বিদ্যুৎ সববরাহ সম্পর্কে শের স্বার্থ সংবক্ষণেব জন্য গত কতিপয বৎসর ইতে কলিকাতা কর্পোবেশন এই কোম্পানীটিকে নিয়া লওয়াব চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট র্পোরেশনকে সে সুযোগ দেন নাই। লাইসেন্সেব র্ত্ত অনুযায়ী কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ ১৯৩৮ সালে ্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের পত্তি কিনিয়া লওয়ার জন্য ১৯৩৬ সালে কাম্পানীর উপব নোটিশ দিয়াছিলেন। কিন্তু র্য্যকালে গবর্ণমেণ্ট কর্পোবেশনকে উহা কিনিবার নুমতি প্রদানে বাজী হন নাই। কলিকাতা র্পোরেশনকে বিদ্যুৎ কোম্পানীর কার্য্যভার গ্রহণরিবার সুযোগ দিলে চড়া দরে বিদ্যুৎ পাইয়া ও দেশী অংশীদারদিগকে অপবিমিত মুনাফা যোগাইযা তাবাসীকে গত কয় বৎসর অযথা ক্ষতিগ্রস্ত ত না। যাহা হউক বাঙ্গলা সরকার জাতীয়তি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানে বিদ্যুৎ কটি অত্যাবশ্যকীয় শিল্পকে সবকাবে য়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন হইতে ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সম্পত্তি কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে এই কোম্পানীব সহিত একটি কার্য্যকরী চুক্তি করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। আমরা গবর্ণমেণ্টকে স্থির সঙ্কল্প নিয়া শেষ পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছি। ১৯৫০ সালে কোম্পানীর স্বত্ব কিনিয়া লইতে না পারিলে এবিষয়ে পুনরায় সুযোগ পাওয়াব জন্য আগামী ১৯৭০ সাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কবিতে হইবে। ১৯৫০ সালে যে স্থলে প্রতিষ্ঠানটি খাস করিযা লওয়া সম্ভবপর সেখানে দেশের স্বার্থ দেখিতে হইলে ১৯৭০ সালের জন্য সে কাজ ফেলিয়া রাখা অনুচিত। কাজেই ১৯৫০ সালে যাহাতে ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনটি কিনিয়া লওয়া কার্য্যতঃ সম্ভবপব হয় সেজন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে ১৯৪৭ সালে কোম্পানীকে প্রয়োজনীয় নোটিশ প্রদান সম্পর্কে ও তৎপর উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতেই কৃতসঙ্কল্প হইতে অনুবোধ কবিতেছি। সরকারী টালবাহনার জন্য যদি ঐ সুযোগ ব্যর্থ হয তবে তাহা নিতান্ত ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় হইবে।

পরলোকে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায়

বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস কোম্পানীব ম্যানেজিং ডিবেক্টর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় গত ১৯শে অক্টোবর নিমোনিয়া রোগে মাত্র ৪২ বৎসব বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। হিমালয় ভ্রমণে গিযা জেমুয়েসিযারে এইভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাঁহার মত উদ্যোগী পুরুষ ও কৃতী শিল্প ব্যবসাযীব এই শোচনীয মৃত্যুতে আমরা যারপরনাই মর্ম্মাহত হইযাছি। ১৯২৬ সালে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে বি-ই উপাধি লাভ করিয়া তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেসাচুসেট ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোলজিতে ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিতে যান। সেখান হইতে কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা লইয়া ভারতে আসিয়া বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস কোম্পানীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার বলে এই প্রতিষ্ঠানটি আজ বাঙ্গালীব শিল্প সাধনার একটি গৌরবস্তম্ভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেঙ্গল ল্যাম্প ওয়ার্কস ছাড়া ওরিয়েণ্টাল মার্কেণ্টাইল কোম্পানী ও য়োকোনাট লিমিটেড নামে অন্য দুইটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও তাঁহার উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সব কোম্পানীর কর্ণধার ছিলেন। দেশের অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাঁহার সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছিল। গত ৫ বৎসর তিনি যাদবপুব ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সেক্রেটারী হিসাবেও কাজ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলায় শিল্প-বাণিজ্যেব উন্নতিতে তাঁহাব দান ভুলিবার নহে। অকালে মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে তিনি দেশের কল্যাণে আবও অনেক কিছু করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। তাঁহার পবলোকগমনে তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কর্ম্মচ্যুত সৈন্যদিগকে জমি দিবার ব্যবস্থা

গত ১লা নভেম্বর রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিব এক সভায় বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এন, এম, খান বলেন যে, যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে বাঙ্গলার ৪২ লক্ষ ৯২ হাজার একর পতিত জমির দুই লক্ষ একর জমি ৯,৫৫০টী কর্ম্মচ্যুত সৈনিক পবিবারকে দেওয়া হইবে বলিযা স্থির হইয়াছে। উক্ত দুই লক্ষ একর জমি ১৯১টী ব্লকে ভাগ কবা হইবে এবং প্রত্যেক ব্লকে ৫০টী পরিবারের বসতির ব্যবস্থা হইবে। প্রত্যেক পরিবার এক একর জমি নিজেদের ইচ্ছামত চাষ আবাদের জন্য পাইবে এবং বাকী জমি ঐকত্রিক (Collective) ভাবে কলের লাঙ্গল ইত্যাদির সাহায্যে চাষ করা হইবে।

এতদ্ব্যতীত কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচ্যুত সৈন্যরা যাহাতে নিজ নিজ জেলায় বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য বিভিন্ন জেলায় এক একটী কেন্দ্র স্থাপন, ২৯টী বীজ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতির উল্লেখও মিঃ খান কবিযাছেন। মিঃ খান বাঙ্গলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও মন্তব্য করিয়াছেন।

কর্ম্মচ্যুত সৈনিকদের পরিবারবর্গকে পতিত জমি দিযা তাহাদের কৃষিজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং বাঙ্গলাব কৃষির উন্নতিতে সহায়তা করার প্রস্তাবে আমাদেব পূর্ণ সহানুভূতি আছে, কিন্তু একমাত্র এই পবিকল্পনাব ফলেই বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এমন ভবসা আমবা পাইতেছি না। দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত বাঙ্গলার পুনর্গঠন পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বাঙ্গলা সরকার কেবলমাত্র কর্ম্মচ্যুত সৈনিকদের মধ্যে পতিত জমি বিতরণ সীমাবদ্ধ না রাখিয়া জমিহীন কৃষকদের মধ্যে পতিত জমি বিলি-বন্দোবস্ত কবিলে অবস্থার প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস কবি। তাহা না করিয়া কেবলমাত্র যুদ্ধ-প্রত্যাগত একদল লোককে কিছু পুরস্কার দিয়া অনুগত রাখার নীতি অনুসরণ করিলে বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে ইহা মনে করা ভুল।

ভারতে ডাক ও তারের প্রসার

ভারত সরকারের পোষ্টস্ এণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটাবী স্যার গোপীনাথ বিওর এদেশে ডাক ও তারের প্রসার সম্পর্কে সম্প্রতি একটি সরকারী পবিকল্পনার কথা ঘোষণা করিযাছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধোত্তব যুগে ভারতেব লোকেরা ডাক ও তাব সম্পর্কে যথাসম্ভব সুযোগ সুবিধা পায গবর্ণমেণ্ট ইহা চান। আর সেজন্য ঐ

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, হাটখোলা, ইটালী মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।
স্থাপিত :- ১৯২৬
1926
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস, আর, দাশ

বিষয়ে অদূর ভবিষ্যতে সুব্যবস্থা অবলম্বন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কাজেই কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির মত ডাক ও তার সম্পর্কেও একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইতেছে। এই পরিকল্পনার মিয়াদ হইবে ১৫ বৎসর। ঐ সময়ে ভারতের গ্রামাঞ্চলে গবর্ণমেণ্ট ১৯ হাজার নূতন ডাকঘর গড়িয়া তুলিবেন। সহর অঞ্চলে ১০ হাজার টেলিগ্রাফ আফিস স্থাপনেরও ব্যবস্থা হইবে। গ্রামাঞ্চলে দশ হাজার লোকের এক একটি ইউনিট বা অঞ্চল ধরিয়া সেখানে এক একটি ডাকঘর এবং ২০ হাজার লোকের এক একটি ইউনিট ধরিয়া এক একটি টেলিগ্রাম আফিস প্রতিষ্ঠা করা হইবে। মফঃস্বলে রাস্তাঘাটের অভাব রহিয়াছে বলিয়া ও উপযুক্ত যানবাহন নাই বলিয়া দূরাঞ্চলে ডাক চলাচলের পক্ষে বর্ত্তমানে খুবই বিলম্ব হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধন করিয়া ও মোটরযোগে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া এ বিষয়ে যথাসম্ভব দ্রুত সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হইবে। দেশে টেলিফোনের প্রসার সম্পর্কেও বর্ত্তমান পরিকল্পনায় উপযুক্ত নির্দ্দেশ রহিয়াছে বলিয়া স্যার গোপীনাথ বিওর প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ২০ হাজার লোকবিশিষ্ট এক একটি জেলা সহরে এক একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ গড়িয়া তোলা হইবে।

দুনিয়ার উন্নতিশীল দেশসমূহে বর্ত্তমানে ডাক ও তারের দিক দিয়া জনসাধারণ বেশীরকম সুখ-সুবিধা ভোগ করিতেছে। ভারতের লোকেরা এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সুবিধা পাইবে দূরের কথা দেশের অনেক অঞ্চল এখনও ডাক বিভাগের নিকট সংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতের যুদ্ধোত্তর উন্নতির অন্যতম পরিকল্পনা হিসাবে স্যার গোপীনাথ বিওর দেশে ডাক ও তার প্রসারের কতকগুলি সরকারী প্রস্তাব ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা খুবই সুখের বিষয়। এদেশে ডাকঘরের সংখ্যা বর্ত্তমানে যেরূপ কম তাহাতে ভবিষ্যতে ১৯ হাজার নূতন ডাকঘর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব খুবই ভাল কথা। গবর্ণমেণ্ট দেশের যুদ্ধোত্তর উন্নতির জন্য এতদিন অনেক বিষয়ে অনেক বড় বড় বুলি আওড়াইয়া এখনও সে সমস্ত কার্য্যে পরিণত করা সম্পর্কে কোন আন্তরিক মনোযোগ দিতেছেন না। ফলে সরকারী যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই দেশের লোক আস্থা হারাইতে বসিয়াছে। ডাক ও তারের প্রসার সম্পর্কে উপরোক্ত সরকারী প্রস্তাবগুলিও শুধু লোক-ভোলানো আড়ম্বরে পর্য্যবসিত হইলে তাহা খুবই পরিতাপের বিষয় হইবে।

ভারতীয় জাহাজী ব্যবসা

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে জাহাজ তৈরী করিবার জন্য মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ প্রমুখ ভারতীয়দের অশেষ চেষ্টার বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষ নানা অজুহাত দেখাইয়া এই শিল্পে ভারতীয়দের অগ্রগতির বিশেষ বাধা জন্মাইয়াছেন। কিন্তু সামরিক প্রয়োজনে তাঁহারা এই বজ্রমুষ্টি কথঞ্চিৎ শিথিল করিয়াছেন এবং ১৯৪১ সালে ভিজাগাপট্টমে একটি জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত হয়। অবশ্য সমুদ্রগামী জাহাজ একটিও আজ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিতে সরকার দেন নাই। যুদ্ধের অবসানে বিশ্বের জাহাজী ব্যবসার হিসাব নিকাশ হইতে দেখা যায়, পূর্ব্বের অবস্থা বর্ত্তমানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে ক্যানাডার স্থান যুদ্ধের পূর্ব্বে জাহাজী ব্যবসায়ে নগণ্য ছিল, তাহা বর্ত্তমানে বিশ্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করিতেছে। জাপানের নৌশক্তি বিধ্বস্ত হওয়ায় পূর্ব্বাঞ্চলে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বর্ত্তমানে বিশ্বের জাহাজী ব্যবসায়ে বৃটেনের সমর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চলিয়াছে; অবশ্য এখনও মার্কিন জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যয় বৃটিশ জাহাজ নির্ম্মাণ ব্যয় হইতে অনেক বেশী। ভারতীয় জাহাজী ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রবল বাধা উপস্থিত হইবে বৃটেন হইতে। কারণ যে সব বাজারে ভারতীয় জাহাজ চলাচল করিতে পারে তাহাদের প্রায় প্রত্যেক বাজারেই বৃটিশ জাহাজও মাল নিয়া যাতায়াত করে। সুতরাং ভারতীয় ও বৃটিশ জাহাজী ব্যবসার স্বার্থ সংঘর্ষ অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি ভারতের বাণিজ্য সচিব স্যার আজিজুল হক এ সম্বন্ধে শিপিং পলিসি কমিটিতে এক বিবৃতি দিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতিতে আমরা লক্ষ্য করিলাম যে, এতদিন পরে ভারত সরকার স্বীকার করিয়াছেন যে, দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরে ভারতীয় জাহাজ শিল্পের সম্প্রসারণ আবশ্যক। ভারত সরকারের পক্ষে এই স্বীকৃতি ভরসার কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু কার্য্যে এই স্বীকৃতি কতদূর ফলপ্রসূ হইবে তাহাই আমরা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিব। ভারতীয় জাহাজ শিল্পে প্রয়োজনীয় মূলধন ইত্যাদির অভাব হইবে না বলিয়া বাণিজ্য সচিব স্বীকার করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় সরকারী আনুকূল্য লাভ করিলেও এই শিল্প ভারতে সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে।

কীট-পতঙ্গ নাশের নব উপাদান

কীট-পতঙ্গ নাশের জন্য যে ডি ডি টি পা আবিষ্কৃত হইয়াছে, 'আর্থিক জগতে'র গত সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় আমরা তাহা নিয়া আ করিয়াছি। সম্প্রতি আমরা জানিয়া সুখী হই দক্ষিণ-আমেরিকার ভেনেজোলা রাষ্ট্রের ডাঃ এ ওয়ার্ড মর্গান নামক বৈজ্ঞানিক এক শ্রেণীর ঘা আবিষ্কার করিয়াছেন, বিভিন্ন শ্রেণীর পোকা-মাক ও হিংস্র সাপের আক্রমণ নিবারণে যাহা খু উপযোগী। এই ঘাসটির ইংরাজী নাম melin minutiflora। উহা উত্তর-আফ্রিকার বি স্থানে বেশী পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ ঘা ভিতর এক প্রকার তেল জাতীয় উপাদান আ যাহার গন্ধ কীট-পতঙ্গসমূহ সহ্য করিতে পারে না এই ঘাসের উপর কখনও কোন পোকা-মাক বিচরণ করিতে দেখা যায় না; পিঁপড়া ও ম প্রভৃতি উহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে উহার গন্ধ পাইলে হিংস্র সাপ পর্য্যন্ত কাছে ঘেষি সাহস পায় না। কুকুর ও গবাদি পশুর লো ভিতর যে আঁটালি পোকা থাকে, পশুদিগকে এ ঘাসে বিচরণ করিতে দিলে উহার গন্ধে সেই পোক আপনি খসিয়া পড়ে। অপর দিকে এই ঘাস প খাদ্য হিসাবে খুবই উপাদেয়। গরু, ঘোড়া, খ প্রভৃতি উহা খাইয়া সচ্ছন্দে জীবন ধারণ ক পারে। আফ্রিকার কঙ্গো (পর্ত্তুগীজ) দে লোকেরা এই ঘাসটির গুণ ভালরূপই অব আছে। পোকা-মাকড় প্রভৃতি যাহাতে গৃহপা হাঁস, মুরগী ও কুকুর প্রভৃতির বাচ্চাদের আক্র করিতে পারে সেজন্য ঐ ঘাস দিয়া তাহারা উহ

জলপাইগুড়ি
ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক লিঃ
ক্লিয়ারিংএর সকল সুযোগসহ ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান
সেণ্ট্রাল অফিস:ঃ ৮৭, ওল্ড চীনাবাজার, কলিকাতা ফোন ঃ বি বি ১৮৫৮
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—শ্রীমোহিনীমোহন সাহা
এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন সাহা, বি-এস-সি
হেড অফিস ঃ মালদহ।

গ্রাম : কেরীয়ার স্থাপিত : ১৯৩০
সেণ্ট্রাল পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
১, শম্ভু মল্লিক লেন, (বড়বাজার), কলিকাতা।
শাখা
বাঁকুড়া, নবীনগর (গয়া), গয়া, বেনারস, কটক।
জাপলা ও পাটনা শাখা
গত ২রা নভেম্বর খোলা হইয়াছে।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বি, এন, আগরওয়াল, চেয়ারম্যান। বি ম্যানে

বরণ ও বাসা প্রস্তুত করিয়া থাকে। উষ্ণ মণ্ডলের দেশসমূহে কীট-পতঙ্গ ও পদ্রব খুব বেশী। ডাঃ মর্গান তাই সেই গ ঐ শ্রেণীর ঘাস প্রচলন করার কথা ন।

লিনিস মিনিউটিফ্লোবা নামক ঘাসেব যে গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন দেশে সর চাষ প্রচলন করা সম্পর্কে ডাঃ মর্গানের আমবা খুব প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। করিযা ভারতে মশক, পোকা-মাকড ও আধিক্য যেরূপ বেশী তাহাতে এই দেশে াড়ীব চতুষ্পার্শে ও কৃষি ভূমিতে অন্য ফসল দের সঙ্গে যথাসম্ভব পরিমাণে ঐ ঘাসের চাষ সঙ্গত। সম্প্রতি রোডেসিয়া ও দক্ষিণ কায় ঐ ঘাসের চাষ সুরু হইয়াছে। উপযুক্ত ংগ্রহ করিয়া ভারতে অদুর ভবিষ্যতে ঐ ঘাস পরিমাণে প্রচলন করা যায় তাহা ভারত রের পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই ঘাস প্রচলিত হইলে তাহাতে ম্যালে-বাহী মশককুলেব ধ্বংসলীলা প্রশমনের, র উপদ্রব নিবারণের ও পোকা মাকড হইতে রক্ষার সুবিধা হইবে—ইহা কম কথা নহে।

ভারতে বিলাতী বস্ত্র আমদানী

প্রতি একটি সংবাদে প্রকাশ, সাড়ে ছয় লক্ষ মী বস্ত্র ও প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের সূতী যুক্তরাজ্য হইতে ভারতে শীঘ্রই আসিতেছে। মদানী হায়দরী মিশনের ব্যবস্থানুযায়ী ভারতীয বস্ত্রশিল্পকে প্রয়োজনানুরূপ ণের সুযোগ-সুবিধা না দিযা এবং তিব্বত ও ভৃতি দেশে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে ভাবত বস্ত্র রপ্তানী করিযা ভারতীয বাজারে এক অভাব সৃষ্টি করা এবং বিলাতী দ্রব্য দ্বারা অভাব পূবণেব অপচেষ্টাব বিরুদ্ধে আমরা ও প্রতিবাদ জানাইযাছি এবং এখনও ইতেছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বস্ত্র (টেক্সটাইল কণ্ট্রোল) বোর্ডের যুদ্ধোত্তর না কমিটি নাকি আগামী পাঁচ বৎসরে ভারতীয কলসমূহ ৭২০ কোটী গজ ও ত তাঁতসমূহ ২০০ কোটী গজ মোট ৯২০ গজ বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারে তাহার এক ল্পনা করিযাছেন। ভবিষ্যতে বস্ত্রশিল্পে রযোগ্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ভারতে আমদানী হইবে তাহা টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের পরিকল্পনানুসারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রা হইবে। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই এবং ও আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসৃত হইলে এই ল্পনা ভবিষ্যতে ভারতকে বস্ত্রের দিক দিয়া স্বী দেশে পরিণত করিতে পারিবে, তাহাও অস্বীকার করি না; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের আন্তরি-প্রতি আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদি বস্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণই তাঁহাদের আন্তরিক ত তাহা হইলে বিলাত হইতে বস্ত্র রার চেষ্টা না করিয়া সেই টাকার ল্পের উপযোগী উৎপাদক দ্রব্যসম্ভার রা চেষ্টা করিতেন। তবে ছে বহু রক্তপাত ও আত্মোৎ-ী বস্ত্র ব্যবহারের যে নীতি ও অভ্যাস দেশবাসী অবলম্বন করিয়াছেন, ২।১ বৎসরের অসুবিধায় এবং বিদেশী বণিকপুষ্ট সরকারের দুরভিসন্ধির ফলে সে নীতি ও অভ্যাস তাঁহারা ত্যাগ করিবেন না।

শ্রমিক বিক্ষোভ

যুদ্ধোত্তব পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রমিক বিক্ষোভ আগুনেব মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমেরিকা-বৃটেন হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই ধর্ম্মঘটের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। ভারত-বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম্মঘটে লিপ্ত শ্রমিকদের সংখ্যা অর্দ্ধ লক্ষের কম হইবে না। কলিকাতায় ট্রাম শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট মিটিতে না মিটিতেই বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য কারখানায় ১২ হাজারের অধিক শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রেলওয়ে, কর্পোরেশন, ইলেকট্রিক কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিকদের মধ্যেও গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই ব্যাপক ধর্ম্মঘট ও শ্রমিক চাঞ্চল্যের কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, প্রধানতঃ মজুরী হ্রাস ও ছাঁটাই এই অশান্তির জন্য দায়ী। যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে, কাজেই বিভিন্ন কারখানায় যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যেভাবে কাজ চলিতেছিল এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই। যুদ্ধকালীন বিপুল চাহিদা বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে কারখানার মালিকরা শ্রমিক ছাঁটাই করিতে বাধ্য হইতেছেন এবং খাটুনীর সময় কমাইয়া দিয়া মজুরী কমাইয়া দিতেছেন। মালিকদেব পক্ষে ইহা অসঙ্গত নয়, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহারা যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহা সর্ব্বথা সমর্থন-যোগ্য নহে। যুদ্ধ থামিয়া গেলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় কোন জিনিষই সুলভ হয় নাই, বরং অনেকক্ষেত্রে আরও দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় খাটুনীর সময় কমাইয়া বা অন্য যে কোনও ভাবে মজুরী হ্রাস করিলে শ্রমিকদের চরম দুর্গতি উপস্থিত হইবে। মালিকদের ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, যুদ্ধের সময় এবং এখনও তাঁহারা প্রচুর মুনাফা

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্ডভুক্ত ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস ঃ ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্থাপিত—১৯২৯

ফোন: ক্যাল ২৩৩৯ (৩ লাইন)

অনুমোদিত মূলধন—
১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন—
১২,৫৮,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
আদায়ীকৃত মূলধন—
১০,২১,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

চট্টগ্রাম ও ডিব্রুগড় শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস্, সি, পাল

টেলি, ক্যাল ৫৪১

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গ্রাম কয়েনস

হেড অফিস ৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ | ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে. সি. চক্রবর্ত্তী।

মধ্য ও পূর্ব্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(১৯০৮ সালে বরোদায় সংগঠিত—সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ)

বরোদার মাননীয় মহারাজা গায়কোয়াড়এর গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

অনুমোদিত মূলধন	...	...	২,৪০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	...	...	২,০০,০০,০০০৲	,,
তাগিদ দেওয়া মূলধন	...	...	১,০০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত মূলধন (৩১-৮-৪৪)	...	...	৯৯,৯৯,৫৮০৲	,,
মজুত তহবিল	...	...	১,০০,০০,০০০৲	,,

হেড অফিস ঃ—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস ঃ—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

শাখাসমূহ ঃ

আমেদাবাদ (ভদ্রা), আমেদাবাদ (পাঁচকুভা), আমরেলী, অমৃতসর (পাঞ্জাব), ভবনগর, বিলিমোরা, বোম্বাই (ফোর্ট), বোম্বাই (জাভেরী বাজার), কোয়াম্বাটোর, কলিকাতা, দাওয়, ধুলিয়া (পশ্চিম খান্দেস), দ্বারকা, হারিজ, জালগাঁও (পূর্ব্ব খান্দেস), কাঁদী, কালল, কপদ্বঞ্জ, কারজন, মেসানা, মিঠাপুর, নবসারী, পাটন, পেঠলাদ, পোর্ট ওখা, সুখেদা, সিথপুব, সুরাট, উন্‌ঝা (এন, জি), ভিসনগর ভায়ারা।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ডব্লিউ জি গ্রাউণ্ডওয়াটার, জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা।

এম, জি, পারিখ, এক্টিং ম্যানেজার, কলিকাতা

করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এছাড়া যুদ্ধ সময়ের ভারত সরকারের শ্রমিক সংক্রান্ত কমিটি মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে শতকরা ৭৫ ভাগ ভাতা দিবার সুপারিশ করিলেও বোম্বাই ও আমেদাবাদ ছাড়া অন্য কোথাও ঐ হারে ভাতা দেওয়া হয় নাই। উহার ফলে দরিদ্র শ্রমিকরা কার্য্যতঃ ন্যায্য মজুরীর শতকরা পাঁচ হইতে ষাট ভাগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মালিকরা যদি একথাগুলি স্মরণ রাখেন তাহা হইলে শ্রমিক অশান্তি এভাবে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। দরিদ্র শ্রমিকরা কাহারো বা কোন দলের উস্কানীতে ধর্ম্মঘট করিয়া স্বেচ্ছায় নিজেদের অসহনীয় দারিদ্র্যকে আরও অসহনীয় করিয়া তুলিতেছে ইহা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল।

যুদ্ধোত্তর ভারতে শ্রমিক অশান্তির জন্য কেবলমাত্র বিভিন্ন কারখানার মালিকরা দায়ী ইহা মনে করিলেও ভুল করা হইবে। বর্ত্তমান শ্রমিক বিক্ষোভের প্রধান দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের। যুদ্ধের সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট নিজেই বহু কলকারখানা গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং অন্যান্য কারখানার সম্প্রসারণে উৎসাহ দিয়াছেন। আজ যুদ্ধের প্রয়োজন মিটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের ছাঁটাই এবং ভারতীয় শিল্পকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য তাঁহাদের বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়াছেন। "কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরলেই পাজী" এই নীতি ভারত সরকার যেমন নির্লজ্জভাবে অনুসরণ করিতেছেন আর কোথাও তাহার তুলনা মেলে না।

ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার অনেক গালভরা কথা শুনা যাইতেছে, কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনার নির্গলিতার্থ হইল ভারতবর্ষকে বৃটেনের পণ্য বিক্রয়ের বাজার রূপে বজায় রাখার নিখুঁত ব্যবস্থা। যে পরিকল্পনা ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির পরিপন্থী সেই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্পই আজ ভারত সরকার দেখাইতেছেন। যুদ্ধসংক্রান্ত বহু কারখানায় সাইকেল ও অন্যান্য জিনিষপত্র প্রস্তুত করা সম্ভব। অনেক কারখানায় শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞগণ নিজেরা উদ্যোগী হইয়াই এ বিষয়ে তাঁহাদের পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহাতে শুধু যে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন তাহা নহে, বিরক্তি ও রোষ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর ভারতে জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূলে শিল্পনীতি অনুসৃত হইলে শ্রমিক ছাঁটাই বা শ্রমিকদের মজুরী হ্রাসের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বর্ত্তমানের যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে ভারতবর্ষের শিল্প সম্প্রসারণের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। আজিকার দিনে এই সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করিয়া রেলওয়ে প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তম মালিক হিসাবে গভর্ণমেণ্ট যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন সেই নীতিরই প্রতিক্রিয়া আমরা মালিক-শ্রমিক বিরোধের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি।

নিখিল বঙ্গ খাদ্য, বস্ত্র ও পুনর্গঠন সম্মেলন

গত ৩০শে ও ৩১শে অক্টোবর ডাঃ মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ খাদ্য, বস্ত্র ও পুনর্গঠন সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন জেলা হইতে তিন শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। ১লা নবেম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক বিরাট জনসমাবেশে উক্ত সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ ঘোষণা করা হয়। বিগত দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙ্গলা দেশ যে ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার তুলনা মেলে না। প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিতেও এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। দুর্ভিক্ষের ফলে যাহারা মরিয়াছে তাহাদের কথা ভাবিয়া লাভ নাই, কিন্তু যে বিপুল সংখ্যক নরনারী ও শিশু (যাহাদের সংখ্যা ৬০ লক্ষের কম হইবে না) জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছে তাহাদের সুস্থ করিয়া তুলিবার এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা ভাবিতেই হইবে। কারণ, এই সমস্যা উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গলায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার কথা চিন্তা করা বাতুলতামাত্র। বাঙ্গলার বহু কর্ম্মী ও নেতার মনে এই সমস্যা যে আ[illegible] সৃষ্টি করিয়াছে ইহা আশার কথা।

নিখিল বঙ্গ খাদ্য, বস্ত্র ও পুনর্গঠন স[illegible] সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে সেগুলির [illegible] মেণ্টের ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া [illegible] সম্মেলনে গৃহীত সমস্ত প্রস্তাবই সকলে [illegible] লইবেন এমন না হইতেও পারে, কিন্তু ইহা [illegible] আলোচনা করা এবং পন্থা নির্দ্ধারণের চেষ্টা [illegible] সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

বাঙ্গলা সরকার বড় বড় যুদ্ধোত্তর প[illegible] লইয়া মাতিয়া রহিয়াছেন, জনসাধারণের মত[illegible] প্রতি তাঁহারা দৃষ্টিপাতও করেন না। গবর্ণ[illegible] এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য [illegible] পরিকল্পনাসহ আন্দোলন গড়িয়া তোলার [illegible] প্রয়োজন আছে।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লি[illegible]

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১[illegible]

অনুমোদিত মূলধন—	২,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	১,০০,০০,০০০৲	,,
বিক্রীত মূলধন—	১,০০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কলসহ)	৬০,০০,০০০৲	টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৫,০০,০০০৲	,, ,,
আমানত—	১০,৭৫,০০,০০০৲	,, ,,
কার্য্যকরী মূলধন—	১২,০০,০০,০০০৲	টাকার উপর

বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্রে ও বোম্বাইতে শাখা আছে।

সকল প্রকার বৈদেশিক বিনিময়ে কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট[illegible]

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্ট[illegible]

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট। ফোন : কলি [illegible]

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস [illegible])

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহ[illegible] দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগ[illegible] দৌলতগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগ[illegible] দ্বারভাঙ্গা।

যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী— মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং [illegible] মি[illegible]

বাঙ্গলা সরকারের পুনর্গঠন পরিকল্পনার গলদ

লা সরকার আড়াই শত কোটি টাকা ব্যয়ের শবার্ষিকী যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা শ করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে আমরা সংক্ষেপে ার আলোচনা করিয়াছি। এই পরিকল্পনার দ্ধে আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, বাঙ্গলার ান্নতির প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া যেভাবে উহাতে স কৃষি উন্নতির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে তে উহা দ্বারা আমাদের প্রকৃত জাতীয় উন্নতি পর নহে। লোকের খাদ্য সংস্থান এবং দেশের ক উন্নতির জন্য কৃষির সমুচিত উৎকর্ষ বিধানের প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা আমরা অস্বীকার না। সেজন্য যাবতীয় সম্ভবপর বিধিব্যবস্থা র্বিত হউক, ইহা আমরা চাই। কিন্তু শিল্পের দিয়া এদেশ যেরূপ পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে তে শিল্পোন্নতির প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া ও ল কৃষির উপর জোর দিয়া এদেশের সম্যক ক অগ্রগতি সম্ভবপর নহে। বাঙ্গলা সরকার াছেন, সাধারণ লোকদের জীবনযাত্রার মান করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। কিন্তু শিল্প রের কথা বাদ দিয়া সেই লক্ষ্য সাধন করা দের মতে কঠিন। বাঙ্গলার বেশীর ভাগ লোক ানে কৃষির উপর নির্ভরশীল। অথচ কৃষির দ্বারা এত লোকের ভরণপোষণ সম্ভবপর নহে। তুলনায় শিল্প ব্যবসায় অনেক বেশী লাভ- কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাইবার শিল্পের অগ্রগতি প্রয়োজন। সেজন্য নিক যুগে অনেক দেশই শিল্পোন্নতির উপর পরিমাণে জোর দিতেছে। আধুনিক উন্নত লীতে কৃষির উৎকর্ষ সাধন করিতে গেলে লায় চাষাবাদ কার্য্যের জন্য বর্ত্তমানের তুলনায় নেক কম লোকের দরকার হইবে। কাজেই ড়তি লোকদিগকে জীবনযাত্রার সুযোগ দিতে লে শিল্প প্রসারের দিকে পরিপূর্ণ মনোযোগ করিতে হইবে। ইহা কেবল আমাদেরই নহে, ভারতের অনেক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও ীতিবিদেরও তাহাই ধারণা। সুবিখ্যাত জ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা সম্প্রতি কলিকাতায় ষ্ঠিত খাদ্য, বস্ত্র ও পুনর্গঠন সম্মেলনে সভাপতির ভিভাষণ প্রদান করিতে গিয়া সেইদিক হইতে ঙ্গলা সরকারের পুনর্গঠন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে র সমালোচনা করিয়াছেন। ডাঃ সাহা একজন ক্ষণ চিন্তাশীল লোক বলিয়া সুপরিচিত। সম্প্রতি ণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়া পরিভ্রমণ করিতে া ঐ সব দেশের জাতীয় উন্নতিমূলক কার্য্যধারা নি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও আসিয়াছেন। জেই বাঙ্গলার পুনর্গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁহার য ও নির্দ্দেশ আমরা সকলের পক্ষেই খুব বিবে- যোগ্য বলিয়া মনে করি।

সাহা বলিয়াছেন, বাঙ্গলা সরকার প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের পরি- বে কেবল জমি ও চাষাবাদের উৎকর্ষ জোর দিয়াছেন তাহাতে এপ্রদেশের ক ও সামাজিক অগ্রগতির পথ স্ত হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। গ্রামাঞ্চলের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের বর্ত্তমান পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এদেশের গ্রামগুলি যেরূপ বেশী জনাকীর্ণ তাহাতে কেবল চাষাবাদের উন্নতির জন্য কিছু সুব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াই তাহাদের জীবনযাত্রার মান সমুচিত উন্নত করা যাইবে না। বিশিষ্ট অর্থ-নীতিবিদদের মত হইতেছে এই যে, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি যত বেশীই হউক না কেন এবং চাষাবাদের যত সুযোগই থাকুক না কেন কেবল কৃষির সুবন্দোবস্ত দ্বারা গ্রামাঞ্চলে প্রতি বর্গ মাইলে আড়াই শতের বেশী লোকের উন্নত জীবনযাত্রার সংস্থান হইতে পারে না। বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলে যেখানে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ৭৫০ জন লোক বাস করিয়া থাকে এবং কোন কোন জেলায় ঘন বসতির মাত্রা যেখানে প্রতি বর্গমাইলে ১২০০ জনের উপর দাঁড়াইয়াছে সেখানে কেবল কৃষি উন্নতির দ্বারা গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার সম্যক অগ্রগতি সম্ভবপর নহে। ডাঃ সাহার এই মন্তব্য খুবই সমীচীন। বাঙ্গলা সরকার গ্রামাঞ্চলের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্পর্কে তাঁহাদের শুভ-সঙ্কল্প প্রচার করিতে গিয়া সেভাবে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থার উপর জোর দেন নাই, ইহা দুঃখের বিষয়।

কৃষির প্রকৃত উৎকর্ষ সাধনের কথাও যদি ধরা যায় সর্ব্বাঙ্গীণ বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থা ছাড়া তাহাও কার্য্যে রূপায়িত হইয়া উঠা কঠিন। ডাঃ সাহা বলিয়াছেন, আদিম অনুন্নত প্রক্রিয়ায় জমি চাষাবাদের কাজ চালানো হয় বলিয়া এদেশে একর প্রতি ফসলের উৎপাদন কম। বাঙ্গলা দেশের শতকরা ৭৪ জন লোক কৃষিকার্য্যের সহিত জড়িত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও লোকের প্রয়োজনোপযোগী খাদ্যশস্য এদেশে উৎপন্ন হয় না। অপর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১২ ভাগ কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তাহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য এবং তুলা ও তিষি প্রভৃতি বাণিজ্য পণ্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইতেছে। ডাঃ সাহার এই মন্তব্যের ভিতর এদেশে কৃষির একটি মূলগত গলদ ধরা পড়িয়াছে। কৃষি-কার্য্যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রচলনের বিলম্বই এদেশে কৃষির অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ অবস্থার কারণ। কৃষির পরিপূর্ণ উন্নতি সাধন করিতে

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বার্লি বলিতে
ডেসেটের
রেড ক্রশ বার্লিকেই বুঝায়
ডসেট এণ্ড কোং (ইষ্টার্ণ) লিঃ
১২৭/বি, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা

তবে এ কাজে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য এবং উন্নতিশীল ব্যাঙ্কের সহযোগিতাই প্রশস্ত।
৩৫টী বিভিন্ন স্থানে শাখা আছে।
আমাদের নিকট সকলপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন।
বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ
পোষ্ট বক্স ২৪০৩: হেড অফিস ১৫/বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা টেলিগ্রাম: লেনদেন: কলি:
B&4UPG.

হইলে অন্যান্য দেশের অনুকরণে এদেশে চাষাবাদ কার্য্যে নানা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের পরিকল্পনায় এ বিষয়ে কতকগুলি ছোটখাট বিধিব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে আরও ব্যাপকভাবে ঐ দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। বাঙ্গলা সরকার কৃষি উন্নতির জন্য সেচকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। সেজন্য দামোদর স্কীমের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেচকার্য্যের জন্য ও অন্যান্য ধরণের উন্নত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সুবিধার্থ বাঙ্গলার অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহের পরিকল্পনা তাঁহারা স্থির করেন নাই। কৃষির প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ে উপযুক্ত কার্য্যপন্থার কথাও অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে।

এদেশে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ এত বেশী যে, উপযুক্ত কাজ নাই বলিয়া গ্রামাঞ্চলের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোককেই বর্ত্তমানে বেশীর ভাগ সময় বেকার বসিয়া থাকিতে হইতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া চাষাবাদের সমুচিত উন্নতির ব্যবস্থা হইলে তাহাতে কম লোক নিয়োগ করিয়া বেশী পণ্য উৎপাদনের সুবিধা হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে অন্য দিকে এই বাড়তি লোকদের কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করা দরকার। সে বিষয়ে শিল্পোন্নতির ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে অবলম্বনীয়। ডাঃ সাহা তাঁহার বক্তৃতায় উহার উপর খুবই জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে কৃষিকার্য্যে যে পরিমাণ লোক নিয়োজিত আছে ভবিষ্যতে অন্য ধরণের জীবিকার সুযোগ দিয়া তাহাদের অর্দ্ধেককে কৃষিকার্য্য হইতে সরাইতে হইবে। সেজন্য সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনায় সেরূপ শিল্প প্রসারের নির্দ্দেশ না থাকায় জাতীয় উন্নতি সাধনের দিক দিয়া তাহা অনেক পরিমাণে অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। শিল্পের দিক দিয়া সমুচিত অগ্রগতি সাধন করিয়া ইউরোপের লোকেরা ভারতের লোকদের তুলনায় গড়ে মাথাপিছু ২০ গুণ হইতে ৩০ গুণ বেশী আয়ের অধিকারী হইয়াছে। এদেশের লোকদিগকে স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার সুযোগ দিতে হইলে তাহাদের মাথাপিছু আয় অনেক বাড়াইতে হইবে। সেজন্য জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনায় শিল্পকে প্রধান স্থান দিতে হইবে। ডাঃ সাহার এই মন্তব্য আমরা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

ডাঃ সাহা তাঁহার বক্তৃতায় এদেশে শিল্প প্রসারের প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা নিয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আধুনিক প্রক্রিয়ায় দেশে শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করিতে গেলে সেজন্য বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজনীয়তা খুবই বড় হইয়া দেখা দিবে। ভারতে বর্ত্তমানে যদিও বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন নিতান্ত কম, সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে তাহার উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো যাইতে পারে। কয়লা ও জলস্রোতই বিদ্যুৎ শক্তির প্রধান উৎস। বাঙ্গলায় এই দুই সম্পদের অভাব নাই। বাঙ্গলার পশ্চিম প্রান্তে সুবিস্তীর্ণ খনি অঞ্চল রহিয়াছে। তাহা ছাড়া এ প্রদেশে নদীর সংখ্যাও প্রচুর। বাঙ্গলা ও বিহারের গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত একযোগে দামোদর নদীর জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের এক স্কীম গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে এক দামোদর নদীর জলস্রোত হইতেই ১০০ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। বাঙ্গলার অন্যান্য নদী যথা তিস্তা, ধারিষা, সুর্ম্মা, গোমতী ও কর্ণফুলীর জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা এখনও কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়া দেখেন নাই। উপযুক্ত রূপ গবেষণা পরিচালনা করিয়া ঐ বিষয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে জলশক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া বাঙ্গলার অনেক অঞ্চলেই তাহা ব্যাপকভাবে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। বিদ্যুৎ শক্তি সুপ্রাপ্য হইলে বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে তখন বড বড শিল্প কারখানা স্থাপনের পথ প্রশস্ত হইবে। সাধারণ যন্ত্রপাতি লইয়া সর্ব্বপ্রকার অনুন্নত অবস্থার ভিতর এদেশে কুটির শিল্পের কাজ পরিচালিত হওয়ায় এই শিল্প বাহিরের প্রতিযোগিতার সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কুটির শিল্প লাভের সুযোগ কম বলিয়া দিন দিনই উহা পাইতে বসিয়াছে। নদীস্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া তাহা গ্রামাঞ্চলে সরবরাহ ক ব্যবস্থা হইলে এদেশে কুটির শিল্পের পুনঃ সঞ্জী এবং বহুল প্রচলন সম্ভবপর হইতে পারে। তাহ ছাড়া বিদ্যুৎ শক্তির যোগান বাড়িলে গ্রামাঞ্চ কৃষি ভূমির জল সিঞ্চনের কাজ তাহা দ্বারা সহ করিয়া তোলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে এই ভা গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও শিল্পোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি করিয়া বিপুল জাতীয় সমৃদ্ধি গড়িয়া তোলা হ য়াছে। সমভাবে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সা করিয়া বাঙ্গলার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি এবং এপ্রদেশের লো দের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য প্রণালীতে এপ্রদেশেও কার্য্য সুরু হওয়া প্রয়োজ ডাঃ মেঘনাদ সাহার এই নির্দ্দেশ খুবই সুচি সন্দেহ নাই। এই সব নির্দ্দেশ অনুযায়ী শিল্পে ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে উপযুক্ত প্রস্ত সংযোজিত করিয়া ঙ্গলা সরকারের পুনর্গ পরিকল্পনাটিকে অ পুনর্গঠন করিয়া ল দরকার।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ফোন : ক্যাল ৪০৫৩

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

লিমিটেড

৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

শাখা :—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম)।

চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস শতকরা ২॥০

স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটী নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ
মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর
দেব বর্ম্মণ

চীফ অফিস : আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।
রেজিষ্টার্ড অফিস :—গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ :
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, ভাদুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাদু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।

কলিকাতা যানবাহন বোর্ড

বিগত ৩১শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ট্রাম কোম্পানীর ক্রয়মূল্য নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে কলিকাতা কর্পোরেশন উক্ত প্রতিষ্ঠানের চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে কোম্পানীর যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ট্রাম কোম্পানীর সহিত চুক্তির মেয়াদ অন্তে কলিকাতায় ট্রাম পরিচালনার দায়িত্ব কর্পোরেশন স্বহস্তে গ্রহণ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তাহাতে বাঙ্গলা সরকারও জড়িত ছিলেন। তদানীন্তন নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ট্রাম পরিচালনাভার গ্রহণ করা সমর্থন না করিয়া কলিকাতার জন্য একটী যানবাহন বোর্ড গঠন করিয়া ট্রাম পরিচালনাভার উক্ত বোর্ডের হস্তে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত করেন। নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার পতনের পর বর্ত্তমান বাঙ্গলা সরকারও এই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করেন নাই। বস্তুতঃ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের যে বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চলসমূহের ট্রাম ও বাস্ পরিচালনা কার্য্যের জন্য একটী যানবাহন বোর্ড গঠন স্বরাষ্ট্র বিভাগের অন্তর্গত একটী প্রথম শ্রেণীর (Class I Scheme) পরিকল্পনা হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে।

কলিকাতার যানবাহন পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব এবং দায়িত্ব নীতি হিসাবে কর্পোরেশনের উপরই ন্যস্ত করা বিধেয়। কিন্তু কলিকাতার যানবাহন সমস্যা একমাত্র কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যেই নিবদ্ধ নয়; হাওড়া এবং নিকটবর্ত্তী শিল্পাঞ্চলসমূহের যানবাহনও এই সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। প্রধানতঃ এই যুক্তিতেই গভর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের এই দায়িত্ব গ্রহণে রাজী হন নাই। গভর্ণমেণ্ট হয়ত কর্পোরেশনের দাবী অগ্রাহ্য করিয়াই প্রস্তাবিত বোর্ড স্থাপনের প্রয়াস করিবেন। কিন্তু উক্ত বোর্ড যদি জনসাধারণের শ্রদ্ধা এবং আস্থাভাজন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত না হয় এবং বোর্ডের কার্য্যপ্রণালী যদি জনস্বার্থের অনুকূলে না হয় তবে গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত বোর্ড গঠন না করিয়া ট্রাম কোম্পানীর বর্ত্তমান কর্ত্তৃত্ব কায়েমী রাখিলেও জনসাধারণের দিক হইতে আমরা বিশেষ আপত্তির কারণ দেখি না।

বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বোর্ডের গঠন এবং কর্ম্মপন্থাই বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। বোর্ড সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, পাঁচজন সদস্য নিয়া এই বোর্ড গঠিত হইবে। তন্মধ্যে বোর্ডের সভাপতি এবং অপর একজন সদস্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। বাকী তিনজন সদস্য যথাক্রমে কলিকাতা কর্পোরেশন, বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং রেল কোম্পানীসমূহ দ্বারা মনোনীত হইবেন। আপাতদৃষ্টিতে এরূপ বোর্ড সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু কার্য্যকালে সদস্য মনোনয়নের পর বোর্ডে ইউরোপীয় প্রভাব থাকিবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা না করিয়া পারিতেছি না। বোর্ডের সভাপতি মনোনয়ন করিবে কোন ভাগ্যবান ইংরেজ সিভিলিয়ান হয়ত অবসর হইতেই দিন গণিতেছেন। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার দোহাই দিয়া গভর্ণমেণ্ট সভাপতি পদে যে একজন প্রবীণ ইউরোপীয় আই, সি, এস্‌কেই নিয়োগ করিবেন তাহা মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যায়। রেল কোম্পানীসমূহের মনোনীত প্রতিনিধিও এদেশীয় হইবেন না ইহা একপ্রকার নিশ্চিত। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের মনোনীত প্রতিনিধি ভারতীয় কিংবা ইউরোপীয় হইবেন, মনোনয়ন প্রথার বিশদ বিবরণ না জানা পর্য্যন্ত তৎসম্পর্কে কিছু বলা কঠিন। কিন্তু বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স যে এই ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকিবেন তাহা মনে হয় না। মোট কথা সরকারী প্রস্তাবের অন্তরালে আমরা ইউরোপীয় প্রভাবের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। তাহাতেও আমাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু বোর্ডের সভ্য মনোনয়ন ব্যাপারে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—যাহারা ট্রামে-বাসে যাতায়াত করিয়া বোর্ডের কর্ম্মচারীদের অন্নবস্ত্র যোগাইবে—তাহাদের কোন প্রকৃত প্রতিনিধি থাকিবে না ইহা আমরা সমর্থন করি না। আমাদের মতে বোর্ডের সভ্যসংখ্যা আরও বেশী হওয়া উচিত এবং তাহাতে ট্রাম ও বাসে যাতায়াত করেন এরূপ সভ্যের স্থান হওয়া কর্ত্তব্য।

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাকৃসন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—মিঃ এস বি বিশ্বাস

জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতি...

জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতি ভারতের ভবিষ্যৎ পল্লীগ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আমাদের দেশে প্রতিবৎসর কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ও অন্যান্য নানা সংক্রামক রোগের যে প্রকোপ দেখা দেয় তার মূল কারণ গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ জলের অভাব। এই অভাব দূর করে সুপরিচিত মায়া পপুলার টিউবওয়েল পাম্প গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও আনন্দবর্দ্ধনে সহায়তা করছে। কার্য্যকারিতা ও উৎকৃষ্টতার জন্য মায়া পাম্প ভবিষ্যৎ পল্লীগ্রাম উন্নয়নে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।

মায়া পপুলার পাম্প চারটি বিভিন্ন ধরণে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। (১) চামড়ার বাকেটযুক্ত (২) সম্পূর্ণ ধাতু-নির্ম্মিত (৩) ধূলি-নিরোধক বন্ধ মাথাযুক্ত এবং (৪) রোটারী (ঘোরানো) হাতলযুক্ত। সবিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

মায়া পপুলার পাম্প

প্রচারকঃ—মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
৩৬এ, রসা রোড, কলিকাতা।

AD- SYN. JOB. NO. M.E. 175

বোর্ডের গঠন ব্যতীত এই সম্পর্কে আরও কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা সমীচীন হইবে যথা—(১) কর্ম্মচারী নিয়োগ, (২) ট্রাম ও বাস যাত্রীদের সুখসুবিধা এবং (৩) ট্রাম কোম্পানীর হস্তান্তর সম্পর্কে কোম্পানীর সহিত লেনদেন।

ট্রাম কোম্পানীতে বর্ত্তমানে যে সমস্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারী উচ্চপদে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের বেতন ও ভাতা বাবদ বহু অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। যে সমস্ত ইউরোপীয় স্থায়ী কর্ম্মচারী আছেন তাঁহাদের অবসর গ্রহণান্তে এই সমস্ত পদে দেশীয় শিক্ষিত এবং উপযুক্ত প্রার্থিগণকে নিযুক্ত করা উচিত। এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর বর্ত্তমান ট্রাফিক বিভাগে বহুসংখ্যক অল্পশিক্ষিত এবং অনুপযুক্ত লোক আছে। ইহাদের অনেকে কলিকাতার একটী বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষিত এবং উপযুক্ত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগের তুলনায় ইহাদের বেতনের হার অধিক। এই বৈষম্য দূর করিয়া সকল কর্ম্মচারীকেই সমান সুবিধা প্রদান করিতে হইবে। ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার এবং কোম্পানীর কারখানার নিম্নস্তরের কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি এবং উপযুক্ত ছুটীর ব্যবস্থাও বাঞ্ছনীয়।

ট্রাম কোম্পানী একটী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হইলেও যুদ্ধের বাজারে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রিগণের সুখসুবিধা অপেক্ষা কোম্পানীর আয়ের অঙ্কের প্রতিই বিশেষ মনোযোগ রাখিয়াছেন। ট্রান্সফার টিকেট এবং দ্বিপ্রহরের সস্তা ভাড়া উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক লাইনে গাড়ীর সংখ্যাও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাসের প্রতিযোগিতা যখন আরম্ভ হয় তখন কোম্পানী বিজলী পাখা, গদী-আঁটা বসিবার আসন ইত্যাদি প্রবর্ত্তন করিয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস করিয়াছিলেন এবং সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে মনে হয় কোম্পানী জনসাধারণের সহানুভূতির অপেক্ষা করেন না। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে কোম্পানীর কর্ত্তৃত্ব হস্তান্তরিত হইবে বলিয়াই বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। বোর্ডের পরিচালনাধীনে এরূপ মনোভাবের স্থান নাই। যতদূর সম্ভব সস্তা ভাড়া এবং দক্ষ পরিচালনা (Efficient service) এই হইবে কার্য্যকরী নীতি। বাস পরিচালনা সম্পর্কেও একই নীতি প্রযোজ্য। বর্ত্তমান বাস কণ্ডাক্টারগণের ব্যবহার সম্পর্কে কলিকাতার জনসাধারণের অনেকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। যাত্রী এবং কর্ম্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সৃষ্টি না করিতে পারিলে বোর্ড অকৃতকার্য্য হইবেন।

বর্ত্তমান ট্রাম কোম্পানীর সম্পত্তি ক্রয় সম্পর্কে যে হিসাবনিকাশ এবং লেনদেন হইবে তজ্জন্য সরকারী পরিকল্পনায় একটী ট্রাইবিউনেল গঠনের প্রস্তাব আছে। কোম্পানীর অংশীদারগণকে মূল্য এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ কি পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে উক্ত ট্রাইবিউনেলের বিচারসাপেক্ষ হইবে। এই সমস্ত ব্যাপার সাধারণতঃ ট্রাইবিউনেল বা কমিটী কর্ত্তৃকই মীমাংসিত হইয়া থাকে। কিন্তু দেখিতে হইবে উক্ত ট্রাইবিউনেল যেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হয়। ট্রাম কোম্পানীর হস্তান্তর ব্যাপারে ট্রাম কোম্পানীর সহিত পরোক্ষভাবেও সংশ্লিষ্ট এরূপ কোন ব্যক্তিকে ট্রাইবিউনেলের সদস্য নির্ব্বাচন করা অনুচিত হইবে। ট্রাইবিউনেলের উপদেষ্টারূপে কোন একটী বিখ্যাত দেশীয় কারখানার ম্যানেজার কিংবা প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রস্তাবিত বোর্ডকে ট্রাম কোম্পানীর স্বত্ব ক্রয়ের জন্য ঋণ করিয়াই অর্থসংগ্রহ করিতে হইবে। এই ঋণের সুদ এবং আসল পরিশোধ সম্পর্কে বাংলা সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকিবে বলিয়া সরকারী পরিকল্পনায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। কাজেই এই ব্যাপারে জনসাধারণের বিশেষ স্বার্থ রহিয়াছে। কোম্পানীর অংশীদারগণ বাজারদর মত শেয়ার এবং সম্পত্তির মূল্য দাবী করিবেন সন্দেহ নাই। অবশ্য এই বাজারদর নির্দ্ধারণ করিতে ট্রামগাড়ী, ট্রাম লাইন এবং কোম্পানীর অন্যান্য কলকব্জার ক্ষয় (Depreciation) বাদ দেওয়া হইবে। কিন্তু এই সম্পর্কে আমরা আরও প্রস্তাব করি যে, বর্ত্তমানে লণ্ডন প্রভৃতি বড় বড় সহরের ট্রাম কর্ত্তৃপক্ষের যে সমস্ত নব প্রবর্ত্তিত এবং বেশী কার্য্যক্ষম (Efficient) কলকব্জা আছে তাহাদের মূল্যও বিবেচনা করা হইবে এবং এই সমস্ত নূতন কলকব্জার তুলনায় কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর বর্ত্তমান যন্ত্রপাতির দাম বাজার দর মত যত কম হইবে মোট ক্রয়-মূল্য হইতে সেই পরিমাণ টাকা যেন বাদ দেওয়া হয়।

দি টিনিটি মিউচুয়াল এ্যাসিওরেন্স কোং
লিমিটেড—(বোম্বাই)
কোম্পানীর সমুদয় লভ্যাংশ কেবলমাত্র বীমাকারিগণই পাইবার অধিকারী।
বীমাকর্ম্মীদের সর্ত্ত অতীব সুবিধাজনক।
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেন্ট
রায় এণ্ড সন্স
৮৪-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা।
পোষ্ট বক্স—জি পি ও, ১৩৪ ফোন—ক্যাল: ৬১৩৩

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
গ্রাম : মেমোর্য্যাণ্ডাম্ ফোন : ক্যাল ৫৭৬৬
হেড অফিস : উদাপুর (বেহার)
কলিকাতা অফিস : ২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড
শাখাসমূহ :
শিয়ালদহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পুরাণবাজার, মালদহ, টঙ্গিবাড়ী, সিরাজদিঘা, পাটকেলঘাটা (খুলনা), নরসিংদি।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ মনকুমার নাগ
কলিকাতা এজেন্ট : মিঃ হরিহর চক্রবর্ত্তী

শুধু "জীবন" নয়
যে কোন প্রকার বীমা, যথা—
"লাইফ", "ফায়ার", "মেরিণ"
"এক্সিডেণ্ট", "মোটরগাড়ী"—
ইত্যাদি সর্বপ্রকার বীমার জন্য প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—
হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং, লিঃ
চেয়ারম্যান : কর্মবীর আলামোহন দাশ
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ভারতের সাধারণ নির্ব্বাচনের দিন আর বেশী দূরে নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সর্ব্বত্র ব্যস্ত আয়োজন চলিতেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রাক-নির্ব্বাচনী অভিযানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের সাধারণ নির্ব্বাচন ইতিপূর্ব্বে আর কোন দিন এতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। নির্ব্বাচনের ফলাফল হইবে সমগ্র দেশের প্রকৃত লক্ষ্য ও সঙ্কল্পেরই প্রতিফলন। দেশবাসী অর্জ্জিত ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহারের দ্বারা সারা দুনিয়াকে জানাইয়া দিবে, তাহারা জাতি হিসাবে আগাইয়া যাইবে, না পিছাইয়া থাকিবে? তাহারা কি প্রগতির পক্ষ সমর্থন করিবে, না প্রতিক্রিয়াপন্থীদের প্রশ্রয় দিবে? ভারতের জাতীয় প্রগতির ধারক ও বাহকরূপে কংগ্রেস আজ নির্ব্বাচন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের প্রতিপক্ষ হইতেছে মূর্ত্তিমান প্রতিক্রিয়া—মুসলিম লীগ। মুক্তিকামী ভারত কংগ্রেস মনোনীত ও কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট দিয়া মুক্তির পথ নিষ্কণ্টক করিবে।

* * *

আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের জয় অবধারিত হইলেও নির্ব্বাচনের ফলাফলের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবে না বলাই বাহুল্য। নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের উচ্চারিত আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যে উদ্বেল পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে তাহাই আমাদের বিলম্বিত স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করিয়া আনিবে। এবারের সাধারণ নির্ব্বাচন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত শক্তি-পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। গত ২৬শে অক্টোবর কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ড বার দফা সমন্বিত যে নির্ব্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে অহেতুক উচ্ছ্বাস নাই সঙ্কল্প আছে, রঙীন ভাবালুতা নাই স্পষ্ট লক্ষ্য আছে, বাগাড়ম্বর নাই, স্থির বুদ্ধির দ্যুতি আছে। ঐ বার দফা ইস্তাহার একাধারে কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উপায়ের সংক্ষিপ্ত পরিপ্রকাশ। এই ঐতিহাসিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে:

(১) কংগ্রেস স্বীকার করে যে, ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার অধিকার আছে। (২) সকল সম্প্রদায় ও ধর্ম্মগত দলের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। (৩) জনসাধারণকে তাহাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুসারে নিজেদের বিকাশ করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইবে। (৪) বৃহত্তর আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া স্বাধীনভাবে নিজেদের উন্নতি বিধান করার অধিকার যে প্রত্যেক দলের আছে তাহা কংগ্রেস স্বীকার করিতেছে। (৫) ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশ ভাগ করার প্রস্তাব কংগ্রেস সমর্থন করে। (৬) সমাজের অন্যায় উৎপীড়ন যাহারা সহ্য করিতেছে কংগ্রেস তাহাদের অধিকারকে স্বীকার করে এবং সমস্ত বাধা দূর করার জন্য কংগ্রেস সর্ব্বদাই সচেষ্ট। (৭) কংগ্রেস এমন একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করিতেছে, যেখানে সকলেই নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে। (৮) কংগ্রেস এরূপ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র রচনা করিতে চায় যাহা দ্বারা প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা দেওয়া হইবে। (৯) ভারতের প্রধান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কংগ্রেস করিবে। দারিদ্র্য দূর করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা হইবে। (১০) আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি ও শিল্পকে পরিচালিত করার প্রস্তাব কংগ্রেস সমর্থন করে। সকলের সহযোগিতার ভিত্তিতে ভারতে যাহাতে একটি সাধারণতন্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে তজ্জন্য ধনসম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা জনসাধারণ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। (১১) আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস স্বাধীন রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের পক্ষপাতী। (১২) কংগ্রেস সমস্ত পরাধীন জাতির স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকার করিবে এবং পৃথিবী হইতে সাম্রাজ্যবাদ দূর করার চেষ্টা করিবে।

* * *

এই নির্ব্বাচনী ইস্তাহার আগষ্ট প্রস্তাবের অক্ষয় ভিত্তির উপর রচিত। ইহার আবেদন তাই অপ্রতিরোধ্য, অনিবার্য্য। ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী কংগ্রেসের পক্ষে সুবিপুল সাড়া জাগিয়াছে ও জাগিতেছে। অনেক স্থলে ইতিমধ্যে নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই নির্ব্বাচনে জয় লাভ ঘটিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সমস্ত মনোনয়নপত্র দাখিল করা হইয়াছে তাহা পরীক্ষান্তে বহু কংগ্রেস প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এতাবৎ ২৫ জন কংগ্রেস প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইলেন। এই সব বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ, শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সিংহ, শ্রীকৃষ্ণ দত্ত পালিওয়াল, মিঃ টি এ রামলিঙ্গম, শ্রীযুক্ত মোহনলাল শাকসেনা, সর্দ্দার যোগেন্দ্র সিং, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মার নাম উল্লেখযোগ্য।

বাতাস যে কোন্ দিকে বহিবে পূর্ব্বাহ্নের এই জয়লাভ তাহারই নিঃসংশয়িত পূর্ব্বাভাষ।

* * *

প্রতিক্রিয়াও তোড়জোড় আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মুসলিম লীগ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য এক দিকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক জিগির তুলিয়া বিভ্রান্ত মুসলিম জনসাধারণের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেছে, আর একদিকে বিকৃত অপভাষণের আশ্রয় লইয়া হিংসাত্মক আবহাওয়া উস্কাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সচেতন মুসলিম সমাজ শেষ পর্য্যন্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রার্থীদেরই ভোট দিবেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহাদের ও হিন্দু সমাজের জাতীয় স্বার্থ অভিন্ন। মুসলিম ভারতের সম্মুখে আজ এক সন্ধিক্ষণ প্রত্যাসন্ন। তাহারা কি পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়া জাতীয় আত্মহত্যার পথ বাছিয়া লইবে, না লীগ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক জীবনের অগ্রগতির পথে জয়যাত্রা আরম্ভ করিবে? জাতির ভবিষ্যৎ ইষ্টানিষ্টের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিতে হইবে—এখানে দ্বিধার স্থান নাই, সংশয়ের লেশ থাকিলে চলিবে না। বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার ন্যায় মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানদের এক বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে। এখানে হিন্দুরা যাহাকেই ভোট দিক না কেন, তাহা পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই যাইবে। কিন্তু ভারত বিভক্ত হইবে কি অখণ্ড রহিবে সেই কথা চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হইবে মুসলমানদেরই ভোটের দ্বারা। কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী বা কংগ্রেস-সমর্থিত মুসলিম প্রার্থী কিংবা কৃষক প্রজা পার্টি প্রমুখ কংগ্রেসের ন্যায় সুস্পষ্ট ও অকৃত্রিম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুসলিম সংগঠনের প্রার্থীকে ভোট দিয়া মুক্তিকামী মুসলিম বঙ্গ তথা মুসলিম ভারতকে আসন্ন নির্ব্বাচনের অভিযানে বৈদেশিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের চিতা-শয্যা রচনা করিতে হইবে।

* * *

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কোনও মার্কিন রাষ্ট্রপতির সহিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোনও বিশিষ্ট প্রতিনিধির এই প্রথম সাক্ষাৎকার। আলাপ-আলোচনার পরে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও শ্রীযুক্তা পণ্ডিত উভয়েই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। উভয়ের আলোচ্য বিষয় কি-কি ছিল

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ইং

হেড অফিস: ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি: ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস:—পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলি:), ভবানীপুর (কলি:) বেলিয়াঘাটা (কলি:), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বড়, লক্ষ্ণৌ, টি' নগর (মাদ্রাজ), মেদিনীপুর, তেজপুর, মালদহ, রাজসাহী. ঝাড়গ্রাম, রাঁচি।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: জি সি পাল, বি এল

তাহা জানা যায় নাই। তবে সুদূর প্রাচ্যের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও ভারতের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই কারণে উক্ত সাক্ষাৎকারকে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

* * *

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব সহকারী রাষ্ট্রসচিব মিঃ সাম্‌নার ওয়াল্‌সে এক প্রবন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং সমস্যা সমাধানে নেতৃত্ব গ্রহণে অসমর্থ হওয়ার সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশের অধিবাসীরা যখন স্বাধীনতার জন্য বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময় বিশ্বশান্তি অসম্ভব।"

* * *

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ইণ্ডিয়ানাপোলিস-এ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "এশিয়ায় পাশ্চাত্য উপনিবেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী নীতির দ্বারা শাসিত হয়। এই নীতি ফ্যাসিজমেরই যমজ ভাই। যত দিন ইহা পরিপুষ্ট হইবার সুযোগ পাইবে, ততদিন ইহা দ্বারা নিকৃষ্টতম ফ্যাসিবাদ নীতিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। যবদ্বীপে আজ আমরা শোচনীয় পরিণতি দেখিতেছি। ফরাসী উপনিবেশেরও ঐ একই অবস্থা। মার্কিন ঋণ-ইজারা দ্রব্যের সাহায্যে ঐ সব স্থানে ইংরেজ আজ স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করিতে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করিতেছে।"

* * *

বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ উইলিয়ম কোভ ভারতের আসন্ন নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, "পাকিস্তান যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে অসম্ভব তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ভারতের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, পাকিস্তানের পক্ষে ভোটের অর্থ স্বাধীনতার বিপক্ষে ভোট। মিঃ জিন্নার প্রকৃত ভূমিকা হইতেছে ভারতের স্বাধীনতার গতিরোধ করা। তাঁহার এই মনোভাব অতীব শোচনীয় এবং প্রতিক্রিয়াশীল। ইহা কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই নহে, পরন্তু আন্তর্জ্জাতিক সাম্রাজ্যবাদেরও সহায়ক।... ধর্ম্মকে প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বা করিতে দেওয়া প্রকৃত ধর্ম্মবোধের অভাবের নামান্তর।"

* * *

মার্কিন নৌ-দিবস উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১২ দফা বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। চতুর্থ দফায় বলা হইয়াছে, "আমরা বিশ্বাস করি যে, যে সকল জাতি আত্ম-কর্তৃত্ব লাভের জন্য প্রস্তুত, তাহাদিগকে নিজেদের মনোমত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বাছিয়া লইবার জন্য অনুমতি দিতে হইবে। তাহাদের স্বাধীন মত প্রকাশে কোন প্রকার বৈদেশিক হস্তক্ষেপ থাকিতে পারিবে না। ইহা ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও পশ্চিম গোলার্দ্ধের সর্ব্বত্র প্রযোজ্য।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতক্ষণ সক্রিয় হস্তক্ষেপের জন্য অগ্রসর না হইবে, ততক্ষণ এই জাতীয় শুভেচ্ছার মূল্য আমাদের কাছে বিশেষ কিছু নাই। তবে উক্তির দিক হইতে ইহা মিঃ চার্চ্চিলের "আটলাণ্টিক চার্টার ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে" ঘোষণার অপেক্ষা যে ভাল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

* * *

চোলনের চীনা সম্প্রদায়ের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকার প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, "জাপান সামরিক দিক হইতে পরাজিত হইলেও সুদূর প্রাচ্যে আদর্শের দিক হইতে মিত্রপক্ষকে পরাজিত করিয়াছে। জাপান সারা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় শ্বেতকায় জাতির বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্বেষ প্রচার করিয়া মিত্রপক্ষের এই পরাজয় ঘটাইয়াছে।"

* * *

অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি সম্প্রতি এক পত্রে লিখিয়াছেন, "মেকলে একদা বলিয়াছিলেন যে, ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের দিন হইবে সেই দিবস যেদিন বৃটেন ভারতকে বলিতে পারিবে: হে ভারত, তোমার নিজস্ব জাতীয় পথে শির উন্নত করিয়া চলিবার শুভক্ষণ এইবার সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি বহুদিন যাবৎ এই অভিমতই পোষণ করিয়া আসিতেছি যে, মেকলে ঠিক কথা বলিয়াছিলেন। আমি মনে করি যে, সেই শুভক্ষণ এখন আসিয়াছে।...আমি আশা করি, ভারতের তরুণ মুসলিম সম্প্রদায় একথা উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, সাম্প্রদায়িক সুবিধা অর্জ্জনের চেষ্টা করা অপেক্ষা ভারতের স্বাধীনতা এবং ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করাই অধিকতর কাম্য।"

* * *

ব্রহ্মের জাতীয়তাবাদী নেতা আউঙ্গ সান রয়টারের প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "যথাসত্বর স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে এক সম্মিলিত অভিযান পরিচালনার জন্য অবিলম্বে এশিয়ার পরাধীন জাতিসমূহের একটি 'এশিয়ার পটস্‌ডাম সম্মেলন' আহ্বান করা প্রয়োজন। ইহাতে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, ফিলিপাইন, চীন ও জাপানের (অবশ্য যদি জাপানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়) প্রতিনিধি থাকিবে। আমাদের মিলিত হইবার শ্রেষ্ঠ উপায় বাহির করিতে হইবে—পরস্পরের রাজনীতি ও অর্থনীতি পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।"

অতঃপর আউঙ্গ সান পাকিস্তান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "আমরা অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীন দেখিতে চাই। পাকিস্তান সম্পর্কে আমি শুধু এ কথাই বলিব যে, ইহা যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হয়, তবেই ইহা যুক্তিযুক্ত। যদি তাহা না হয়, পাকিস্তান গ্রহণীয় নয়। আমি আশা করি, পাকিস্তান প্রয়োজন হইবে না। যাহা হউক, ইহা ভারতীয়দের নিজস্ব ব্যাপার।...আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা এক হউক, ইহা আমি চাই।"

* * *

ডাঃ সৈয়দ আবদুল লতিফকে অনেকে পাকিস্তান পরিকল্পনার উদ্ভাবক বলিয়া থাকেন। মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগের পাণ্ডারা একদা তাঁহার নিকট হইতেই ভারত-ব্যবচ্ছেদের সন্ধান শিখিয়াছেন। অবশ্য কিছুকাল যাবৎ ডাঃ লতিফ আর লীগের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়াছে। তিনি আর লীগের অন্ধ সমর্থক নহেন। সম্প্রতি মাদ্রাজের এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অবশিষ্ট ভারতের সহিত অঙ্গাঙ্গী যোগ না থাকিলে পাকিস্তান দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদের কি উপকারে আসিবে? মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের কোন্ পথে চালিত করিতেছে তৎসম্পর্কে মুসলিম সংখ্যা-লঘিষ্ঠ বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানদের সতর্ক থাকিতে হইবে। পাকিস্তান হউক বা না হউক, এই সব প্রদেশের মুসলমানদের বিপুল-সংখ্যক হিন্দুর মধ্যে বাস করিতে হইবে। বিচার ও শুভবুদ্ধি তাহাদের বুঝাইয়া দিবে, গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিয়া বসবাস করা চলে না।"

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]

বীমা করুন

— এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য —

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

দস্তিদার এণ্ড সন্স

চীফ এজেন্টস্

২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস :: কলিকাতা।

ফোন :—ক্যাল : ১০১৮

নর্দার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :

৫ এবং ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, শ্যামবাজার, হাটখোলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরীচ, হাওড়া, কদমতলা (হাওড়া), চাপাডাঙ্গা (হুগলী), পাবনা, সাতবেরীয়া (পাবনা), মেদিনীপুর, সম্বলপুর, বেনারস, এলাহাবাদ।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ এ, রায়চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার

খেয়ালীর খাতা

ওয়াল্টার স্টোনম্যান বিলাতের প্রধানমন্ত্রীদের "সরকারী" অর্থাৎ official ফটোগ্রাফার। বিলাতের ন্যাশন্যাল পোর্ট্রেট গ্যালারীতে প্রধান মন্ত্রীদের ছবি থাকে। বর্ত্তমানে তাহা প্রায় সবই ওয়াল্টার স্টোনম্যানের তোলা। সম্প্রতি স্টোনম্যান প্রধানমন্ত্রী এটিলির ছবি তুলিয়াছেন। স্টোনম্যানের মতে এটিলি ফটোগ্রাফারদের পক্ষে একজন ideal লোক, পনর মিনিট ধীর, শান্তভাবে তিনি sitting দিয়াছেন। স্টোনম্যান গত পঞ্চাশ বছর যাবৎ ইংলণ্ডের বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রীদের ছবি তুলিয়াছেন। তাঁহাদের সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্যগুলি লক্ষ্য করিবার মতো। ব্যালফোরকে স্টোনম্যান বলেন "অত্যন্ত ভদ্র"। এ্যাস্কুইথ নাকি ছিলেন "একেবারে নির্লিপ্ত, মনে হতো যেন অন্য জগতের মানুষ", লয়েড জর্জ্জকে স্টোনম্যান মনে করেন most interesting. চেম্বারলেন ছিলেন ফটোগ্রাফারের পক্ষে অত্যন্ত "নীরস"। চার্চ্চিল সম্পর্কে স্টোনম্যান বলিয়াছেন, "লোকটা বড় বেশী তড়্‌বড়ে। বেশীক্ষণ চুপ করে বসে থাকা তাঁর স্বভাবে নাই। ছবি তুলতে বসে তিন মিনিট পরেই চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলেন, ব্যস্, হয়ে গেছে।" স্টোনম্যানের কাছে গত পঞ্চাশ বছরের প্রায় সমস্ত মন্ত্রী ও বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীদেরই ছবি আছে। তার মধ্যে ১১ জন লর্ড চ্যান্সেলর, ২১ জন ফিল্ড মার্শাল। শীঘ্রই স্টোনম্যান একটি বই প্রকাশ করিবেন তার নাম হইবে "Fifty years of faces."

* * *

কলিকাতায় বোধ হয় একমাত্র বোর্ণ এণ্ড সেফার্ডের কাছে বাংলা দেশের অনেক বিশিষ্ট লোকের ফটোগ্রাফ আছে। অন্য কোন দেশীয় ফটোগ্রাফারের কাছে আছে কিনা জানি না। স্মরণ হইতেছে যুদ্ধের আগে বোর্ণ এণ্ড সেফার্ড তাঁহাদের শো-কেসে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি রাখিতেন। এখন আর তাহা দেখি না। বিলাতের ন্যাশন্যাল পোর্ট্রেট গ্যালারীর মতো এদেশে কি একটা কিছু করা যায় না যেখানে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ফটোগ্রাফ বা তৈলচিত্র সংরক্ষিত হইতে পারে? আমাদের পূর্ব্বগামী যে-সকল কৃতী পুরুষেরা দেশসেবা, সমাজসেবা এবং বিদ্যাবত্তায় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের ছবি দেখিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইবারও উহা একটি বিশিষ্ট উপায়। কলিকাতা কর্পোরেশন এদিকে দৃষ্টি দেন না কেন? চৌরঙ্গীর কোন জায়গায় এ-রকম একটি 'জাতীয় চিত্রশালা' স্থাপন করা নিশ্চয়ই কঠিন নয়। দর্শনার্থীদের নিকট হইতে কিছু সামান্য দক্ষিণা প্রবেশমূল্য হিসাবে আদায় করিলে খরচেরও অনেকটা সঙ্কুলান হইতে পারে।

* * *

রেড রোডটি সম্প্রতি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কয়েক বছর ধরিয়া উহা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। প্রথমে উহা এরোপ্লেনের ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হইত। তাহার পরে উহা ভাঙ্গা মিলিটারী লরী ও মোটরকার জমা করিবার "ডাম্প"-এ পরিণত হইয়াছিল। এই রাস্তাটি বন্ধ রাখাতে চৌরঙ্গীতে যানবাহনের ভীড় অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল, সুতরাং উহা খুলিয়া দেওয়াতে লোকের সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। ঢাকুরিয়া লেকের দক্ষিণ পাড়টিও দীর্ঘকাল যাবৎ মিলিটারীর দখলে। তাহা তাহারা কবে ছাড়িয়া দিবেন? কলিকাতার মত ঘিঞ্জি সহরে ফাঁকা জায়গার একান্তই অভাব। লেকের পাড়ে বেড়াইয়া সাধারণ লোকেরা একটু খোলা হাওয়া খাইতে পারিত। উহা বন্ধ করিয়া যে-অসুবিধা করা হইয়াছে তাহা দূর করিতে দেরী হওয়া উচিত নয়। আমরা জানি, চাপ না পড়িলে এদেশের কর্ত্তারা নিজের উদ্যোগে কিছুই করিবেন না। রেড রোডটি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারীর আগে খোলা হইবে না বলিয়া সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ফতোয়া দিয়াছিলেন। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার জোর আন্দোলনেই তাঁহারা এখন সেই মত পরিবর্ত্তনে বাধ্য হইয়াছেন। অবশ্য আলীপুর অঞ্চলের বড় বড় সাহেবদের মোটর গাড়ী অনেকখানি ঘুরিয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটে আসিতে হইত বলিয়াই ষ্টেটস্‌ম্যান রেড রোড সম্পর্কে অতখানি উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি। ঢাকুরিয়া লেকে যাহারা বেড়াইতে আসিত বা আসে, তাহারা প্রায় সবই ভারতীয়। কাজেই উহা লইয়া ষ্টেটস্‌ম্যানের

প্রতিদিন ৩৪ লক্ষ টাকা
খাটানো হয়েছে

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়।

এখন ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন (১৯৫৯-৬১) প্রবর্তিত হওয়ায় আগের মতই সুবিধাজনক সর্তে টাকা দাদন করার সুযোগ হ'লো। এই সুযোগ গ্রহণ করলে আপনি জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেশকে সাহায্য করবেন ও সেই সঙ্গে ঘরে বসে প্রতি ছয় মাস অন্তর আয়কর বাদ দিয়ে বার্ষিক শতকরা তিন টাকা সুদ পাবেন। এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা ন্যস্ত করতে পারেন—১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে ভারত সরকার আপনার ঋণ শোধ করবেন। এর মধ্যে আপনার টাকার দরকার হ'লে আপনার লোন বণ্ড হস্তান্তর ক'রে যে কোনো সময় টাকা তুলতে পারবেন। আপনার বার্ষিক আয় যদি আয়করমুক্ত হয় কিংবা যদি আপনাকে অপেক্ষাকৃত কম হারে আয়কর দিতে হয়, তা হলে আপনার লভ্যাংশের উপর ধার্য আয়করও ফেরত পাবেন। এই ঋণের জন্য আপনার ব্যাঙ্কারকে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের অফিসে কিংবা গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে লিখুন।

AAA 228

আপনার সঞ্চয়
১৯৫৯—৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

মাথাব্যথা না হওয়ারই কথা। কিন্তু আমাদের জাতীয়তাবাদের 'সোল এজেন্ট' বাগবাজার ও বর্ম্মণ ষ্ট্রীট কি এদিকে একটু দৃষ্টি দিতে পারেন না?

* * *

আসল কথা, মিলিটারীরা যাইতেছেন কবে? যুদ্ধ শেষ হইল পুরা চার মাস হইতে চলিল। কিন্তু খাকীওয়ালাদের তো নড়িবার চড়িবার লক্ষণ দেখিতেছি না। যুদ্ধের দোহাই পাড়িয়া ইহাদের যে দৌরাত্ম্য গত চার পাঁচ বছর আমরা বে-সামরিকেরা সহ্য করিলাম, তাহা শেষ হইতে আর কতদিন বাকী? সহরের রাস্তাঘাট ইহাদের বেপরোয়া মোটর চালনা ও যদৃচ্ছ পথচারী চাপা দেওয়ার হাত হইতে কবে মুক্ত হইবে, রেলগাড়ী ইহাদের বাক্স, পেটারা, লটবহরসহ সদর্প প্রবেশ হইতে রক্ষা পাইবে এবং বাড়ীঘরগুলি ইহাদের পাইকারী দখল হইতে ছাড়া পাইবে কবে? হাট-বাজারে মিলিটারী কণ্ট্রাক্টর আসিয়া দেড়গুণ দামে সমস্ত মাছ, তরকারী কিনিয়া লইবে না, দেশের গরু বাছুর, ছাগল, হাঁস, মুরগী শ' হিসাবে নিহত হইবে না, সিনেমায় চারদিন আগে 'হাউস্ ফুল' হইবে না—এমন দিন কি হবে মা তারা!

* * *

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোনাল্ডস্ গত শুক্রবার দার্জ্জিলিঙে পৌছিয়াছেন। সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ, উদ্দেশ্য লাটসাহেব ও তাঁহার পরামর্শদাতাদের সঙ্গে আলোচনা করা, কী ভাবে সামরিক ও আনুষঙ্গিক কার্য্য হইতে ছাড়-পাওয়া লোকদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। কিছুদিন আগে গবর্ণমেণ্টের অন্যতম এডভাইসর ওয়াকার সাহেবের সঙ্গে কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য দিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে রাজী আছেন। বেকার-সমস্যা নিবারণের জন্য প্রাদেশিক সরকার মোট যত টাকা খরচ করিবেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাহার এক-চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত দিতে রাজী আছেন। কিন্তু বাংলা সরকার এ সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা করিয়াছেন কি? অন্ততঃ কিছুদিন আগেও লাট-প্রাসাদের এক সাংবাদিক সম্মেলনে যে তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতো খুব আশাপ্রদ মনে হইল না। বরং ভাবটা যেন অনেকটা এই রকমই মনে হইল যে, গবর্ণমেণ্ট টাকার ভাবনা অপেক্ষা টাকা কী ভাবে খরচ করিবেন সেই ভাবনায়ই বেশী পড়িয়াছেন। অত্যন্ত কৌতুকজনক অবস্থা সন্দেহ নাই!

* * *

দুইটি সহজ পন্থার উল্লেখ করিতে পারি। অবশ্য মৌলিকতা দাবী করিতেছি না। গতমাসে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটির দিল্লীতে যে অধিবেশন বসিয়াছিল, সেখানে এই পন্থা দুইটির আলোচনা হইয়াছে। প্রথমটি বাড়ীঘর তৈয়ার। বিল্ডিং প্রজেক্টস্। গবর্ণমেণ্ট ইট, চূণ, সুরকী, লোহা ও কাঠ বেসামরিক ক্রেতাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়ার ব্যবস্থা করিলে বেসরকারী প্রচেষ্টায়ই অনেক বাড়ীঘর তৈয়ার হইবে। অনেক লোকের হাতেই এখন টাকা আছে, তাহারা সে-টাকা কাজে লাগাইবার পথ পাইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট নিজেও বাড়ীঘর তৈরী সুরু করিতে পারেন—কিছুটা নিজের প্রয়োজনে, কিছুটা জনসাধারণের ব্যবহার্থে। কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, দার্জ্জিলিঙ প্রভৃতি সহরে গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি ও ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট (যেখানে আছে) একযোগে মিলিয়া অনেক বাড়ী ও ফ্ল্যাট তৈয়ার করিতে পারেন যেখানে লোক ভাড়া দিয়া থাকিতে পারিবে। ইহাতে অনেক লোকের যেমন কাজের সংস্থান হইবে, অনেকের তেমনই মাথা গুঁজিবারও ঠাঁই হইবে। গবর্ণমেণ্টেরও টাকা খরচটা একেবারে দান-খয়রাত মনে হইবে না। কারণ যে-টাকা ব্যয় হইবে, তাহার ভালো 'রিটার্ণ' পাওয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট নিজে যদি সরাসরি বাড়ীওয়ালার ভূমিকায় নামিতে অনিচ্ছুক হন, তবে অন্ততঃ লণ্ডন ট্রান্সপোর্ট বোর্ড অথবা বি, বি, সির ন্যায় বেসরকারী বোর্ড গঠন করিয়া তাঁহাদের হাতে টাকা দিতে পারেন। তাঁহারা ঐ রকম ফ্ল্যাট ও বাড়ী তৈয়ার ও ভাড়ার ব্যবস্থা করিবেন। এদেশে ঐ রকম সরকারী অর্থ-সাহায্যপুষ্ট ও অনেকটা সরকারী তত্ত্বাবধানে বে-সরকারী বোর্ডের দৃষ্টান্ত সম্প্রতি গঠিত বেঙ্গল ক্লথ এসোসিয়েসান, যাঁহারা বাংলাদেশে বর্ত্তমানে কাপড় সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছেন।

* * *

কলিকাতায় অনেক লোক জায়গা কিনিয়া অমনি ফেলিয়া রাখিয়াছে। কারও হয়তো বাড়ী করিবার মতো হাতে নগদ টাকা নাই, কারও হয়তো বা বাড়ী করা উদ্দেশ্যই নয়। মতলব, সস্তায় জমি কিনিয়া কিছুদিন ফেলিয়া রাখিয়া, জমির দাম বাড়িলে মোটা লাভে বেচিয়া দেওয়া। এই দুই শ্রেণীর লোককেই গবর্ণমেণ্ট বাড়ী করিতে সাহায্য এবং বাধ্য করিতে পারেন। প্রথম শ্রেণীর জায়গার মালিকদের সরকারী অর্থে গঠিত 'হাউসিং বোর্ড' জমির জামীনে বাড়ী তৈয়ারের প্রয়োজনীয় অর্থ ধার দিতে পারেন। বাড়ীর মালিক কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা শোধ করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবসাদারদের জন্য প্রয়োজন সহরের মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন। আইন করা যাইতে পারে যে, জায়গা কিনিয়া দুই বছরের মধ্যে বাড়ী তুলিতে হইবে নতুবা হাউসিং বোর্ড ঐ জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন এবং তাঁহাদের নিজের ইচ্ছা মতো বাড়ী করিয়া ভাড়া দিবেন। ভাড়ার টাকায় জমির দাম উঠিলে সে-টাকা জমির মালিককে দেওয়া হইবে। "হাউসিং প্রব্লেম" বলিয়া একটা ইংরেজী কথা বিলাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে সুরু করিয়া সংবাদপত্র, সভা, সমিতি, জনসাধারণের প্রধান চিন্তা ও আলোচনার বিষয় হইয়াছে। এদেশে গবর্ণমেণ্টের তো কোন ভাবনা চিন্তার বালাই-ই নাই। কারবা গোহাল, কেবা দিবে ধুনো?

* * *

লোকজনের কাজের সংস্থান করিবার দ্বিতীয় উপায়—রাস্তাঘাট তৈরী। এটাও গবর্ণমেণ্টেরই কাজ। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে পথঘাট তৈরীর প্রয়োজনও অত্যন্ত বেশী। ছোট প্রদেশ আসাম বা বিহারে মোটর চড়িবার মতো যত রাস্তা আছে, বাংলায় তত নাই। পথ-ঘাটের সম্প্রসারণের জন্য সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে অনেক পরিকল্পনা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাহার মধ্যে বাংলাদেশে কয়েকটা কি অবিলম্বেই সুরু করা যায় না? মোটর চালন-যোগ্য পথ বেশী তৈয়ার হইলে শুধু বর্ত্তমানেই অনেক লোক কাজে লাগিবে তাহা নয়, বাস সার্ভিস প্রবর্ত্তনের সুবিধা দ্বারা ভবিষ্যতেও বহু লোকের অন্নসংস্থান হইবে। কৃষিজাত দ্রব্য বাজারে আনিবার ও বিদেশে চালান হইবার সুবিধা দেখা দিবে। কৃষকেরা পর্য্যন্ত উপকৃত হইবে।

—খেয়ালী

অক্ষয় কুমার লাহা
বেটিয়াম মার্বল সিমেন্ট কলার
বাড়ীর রং কারখানার রং
১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

কিনিতে চাই
একটী নূতন বা পুরাতন বরফকল সাজসরঞ্জামসহ কিনিতে চাই। বিস্তৃত বিবরণ ও মূল্য জানাইয়া পত্র লিখুন।
শ্রীহরিনারায়ণ দাস,
পুরাণবাজার, ত্রিপুরা।

জীবনযাত্রার পাথেয়
আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে?—
হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।
জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে জীবনবীমা মানুষের প্রধান পাথেয়।
১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ইউরোপে খাদ্যশস্য—আগামী শীতকালে ভ্যানকুভার হইতে ইউরোপে নাকি ৫০ লক্ষ বুশেল অর্থাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য জাহাজযোগে পাঠান হইবে।

বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে—বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ের নাম আগামী ১লা নভেম্বর হইতে বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে হইবে।

৯ কোটি টাকার হীরক আটক—টোকিওর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন কর্তৃপক্ষ সরকারী জাপান গবর্ণমেণ্ট কনট্রোল এজেন্সীর ৯ কোটির অধিক টাকা মূল্যের হীরক আটক করিয়াছেন। মিতসু ট্রাষ্ট কোম্পানীর ভণ্টে ভ্যাকুয়ামফ্লাস্কের মধ্যে এই হীরক রাখা হইয়াছিল।

ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার—প্রকাশ, ভারতীয় বাহিনীর ২০ লক্ষ সৈন্যের শিক্ষার জন্য ভারতীয় বাহিনী এক বিরাট শিক্ষা-ভিযান আরম্ভ করিয়াছে। ১০ লক্ষ সৈন্যের নিরক্ষরতা দূর করিয়া তাহাদিগকে মাতৃভাষায় শিক্ষিত করাই সৈন্যবাহিনীর শিক্ষার ডিরেক্টর বোর্ডের লক্ষ্য। অবশিষ্ট যাহাদের অক্ষরজ্ঞান আছে, তাহারা যাহাতে বেসামরিক জীবনে ফিরিয়া যাইবার উপযুক্ত হয়, তাহার জন্য তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। সৈন্যদিগকে নাগরিকতা, চলতি ঘটনাবলী ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং নিরক্ষর ব্যক্তিদিগকে উর্দু, হিন্দী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গলা, মারাঠি, নেপালী, কানারীজ, তেলেগু, তামিল ও মালয়ালম এই কয়টি ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে এবং হিসাব করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। নিরক্ষর ব্যক্তিগণ তাহাদের ইচ্ছামত ইংরাজী অথবা হিন্দুস্থানীতে সাধারণ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। হস্তশিল্পও শিক্ষা দেওয়া হইবে। উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ব্যবসায় বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হইবে।

বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি—বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে অর্থ এবং জিনিষপত্র সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কমিটি নিম্নলিখিত সাহায্য পাইয়াছেন:—লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান রিলিফ কমিটি মেডিকেল এডভাইসরি বোর্ড শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননের মারফৎ প্রায় ৫০ হাজার টাকার ঔষধ পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছেন; কেপ টাউনের কেপ রিলিফ কমিটি ৪৯ হাজার টাকা; সাউথ আফ্রিকার ট্রান্সভাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস ২৭ হাজার টাকা, জোহান্সবার্গের ভারতীয় দুর্ভিক্ষ সাহায্য তহবিল ৫২ হাজার টাকা; ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীযুক্ত এন এম যোশীর মারফৎ লণ্ডন হইতে ১৩ হাজার টাকা; বঙ্গীয় খৃষ্টান সাহায্য তহবিল ৩ হাজার ৬শত টাকা। ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন বিভিন্ন স্থানে ডাক্তারী সাহায্য ছাড়াও রিলিফ কমিটি গ্রাম্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া পুস্তিকা এবং ছায়াচিত্র সহযোগে রোগ প্রতিষেধক প্রচারকার্য্য চালাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা জানা গিয়াছে যে, এই সম্পর্কে এক পরিকল্পনা রচনা করা হইতেছে এবং তাহা আগামী জানুয়ারী মাস হইতে চালু হইবে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্য—বাংলা গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টা মিঃ আর এল ওয়াকার সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করেন যে, যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার সমাধানে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে শতকরা ২৫ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবত দিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। মিঃ ওয়াকার বলেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট পত্রযোগে বাংলা গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের এই অভিপ্রায়ের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, বাংলাকে এই বাবত ১০ কোটি টাকা দেওয়া হইবে। তবে এই সম্পর্কে এই সর্ত্ত আছে যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট বেকার সমস্যার সমাধান বাবত যদি সর্ব্বসাকুল্যে ৪০ কোটি টাকার অধিক অর্থব্যয় না করেন তবেই তাঁহারা শতকরা ২৫ টাকার সাকুল্য অর্থ পাইবেন।

কেন্দ্রীয় বাজেট—প্রকাশ, কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন ১৯৪৬ সালের ২১শে জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে। সাধারণতঃ যে সময় ইহা আরম্ভ হয় এই বার সেই সময় হইতে তিন সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে আরম্ভ হইবে। এই বৎসর কেন্দ্রীয় পরিষদের কোন শারদ অধিবেশন হয় নাই।

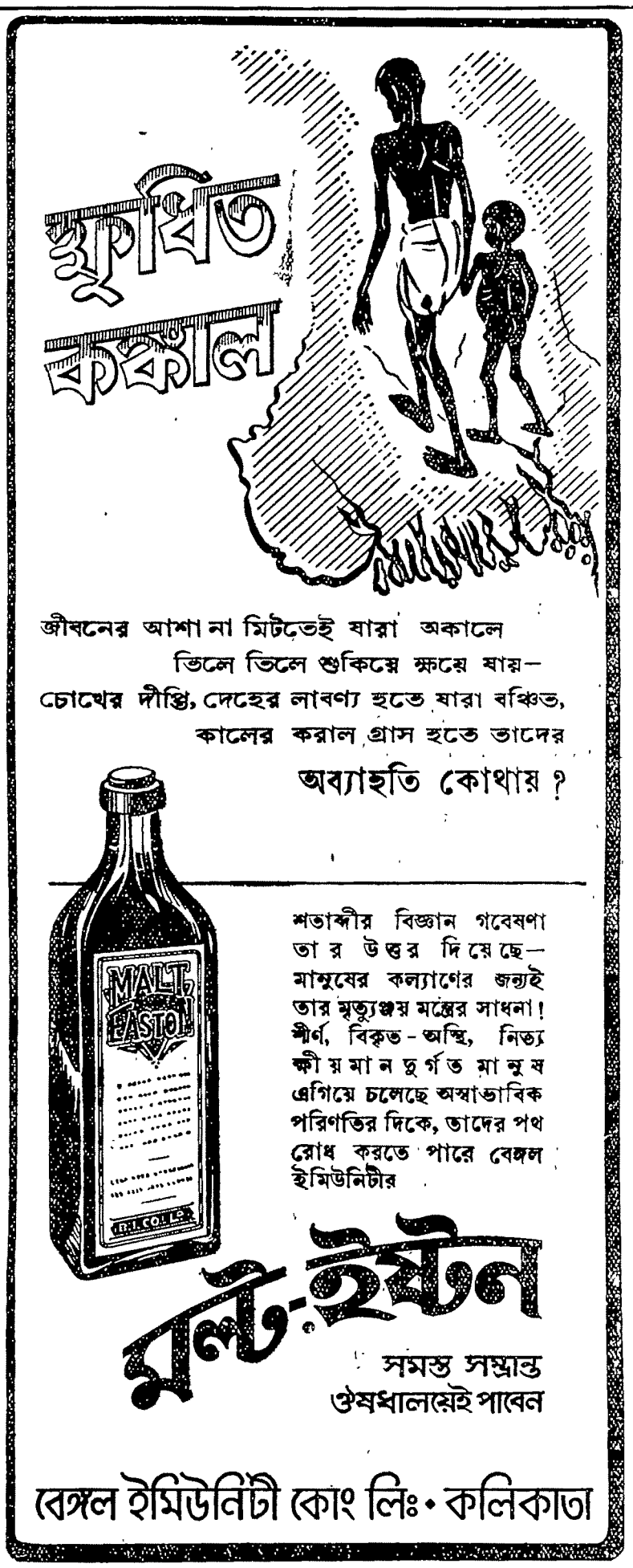

নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলপথ—গত মে মাসে নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলপথ কর্ত্তৃক ইস্পাত দ্বারা রেলকামরা নির্ম্মাণ করিবার যে পবিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহা নাকি কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কামরাগুলির নক্সা মঞ্জুর হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলিতে এইরূপ কামবা তৈয়ারী করিবার অর্ডারও নাকি দেওয়া হইয়াছে। মুঘলপুরা রেল কারখানাগুলি সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছিল—বর্ত্তমানে তাহারা একটীও মজুর না ছাঁটাইয়া বেসামরিক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া—প্রকাশ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কলিকাতা শাখার পাবলিক ডেট ডিপার্টমেণ্ট (যাহা বর্ত্তমানে কানপুরে অবস্থিত) ১০ই নবেম্বর তাবিখে কানপুর হইতে উঠিয়া পরবর্ত্তী ২৬শে তারিখ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবে। কানপুর অফিসের সরকারী খাতাপত্র কানপুর হইতে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে সরাইয়া নেওয়া হইবে বলিয়া ২১শে অক্টোবর হইতে কানপুর অফিসে কোন সরকারী সিকিউরিটি গৃহীত হইবে না; পরন্তু এই সব সিকিউরিটি কলিকাতার ৮, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট ঠিকানায় অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কেব অফিসে গৃহীত হইবে। ভবিষ্যতে যে সব চিঠিপত্র কানপুর অফিসে ১০ই নবেম্বরের মধ্যে পৌছিতে পারিবে না সে সব ম্যানেজার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, পাবলিক ডেট অফিস, ৮, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট (পোষ্ট বক্স নং ৫৫২), কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সাম্রাজ্যিক বিজ্ঞান সম্মেলন—প্রকাশ, সাম্রাজ্যিক বিজ্ঞান সম্মেলনের (এম্পায়ার সায়েন্স কনফারেন্স) আগামী ১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মকালে লণ্ডন অধিবেশনে ১৪ জন বৈজ্ঞানিক ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করিবেন। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়া এই প্রতিনিধিদল গঠিত হইবে—স্যার জে সি ঘোষ, স্যার সি ভি রমণ, ডাঃ জীবরাজ মেহতা, ডাঃ এস কৃষ্ণন, ডাঃ মাতা প্রসাদ, স্যার জে জে গান্ধী, ডাঃ এম কুরেশী, ডাঃ ডি আর মলহোত্রা, ডাঃ এইচ জে ভাভা, ডাঃ ডি ডি বল, এ এস কলাপেশী, স্যার এস এস ভাটনগর এই দলের নেতৃত্ব করিবেন।

মিশরে ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ক্রেডিট ব্যাঙ্ক—মিশরের অর্থসচিব নাকি ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন নিয়া একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ক্রেডিট ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। মোট মূলধনেব শতকরা ৫১ ভাগ সরকার ক্রয় করিবেন, ২৫ ভাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রয় করিবে এবং অবশিষ্ট ২৪ ভাগ জনসাধারণের নিকট বিক্রীত হইবে।

বিহারে ইক্ষুর সর্ব্বনিম্নমূল্য নির্দ্ধারিত—বিহার সরকার বিহার প্রদেশে ৸৶০ আনা মণ হিসাবে ইক্ষুর সর্ব্বনিম্নমূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। বিহারের চিনির কলগুলি ১৯৪৫-৪৬ সালের পেষণ সময়ের জন্য এই দরের কমে ইক্ষু কিনিতে পারিবে না। চিনির কলগুলিতে প্রতি-মণ চিনির জন্য ৴০ আনা করিয়া কর (সেস্) দিতে হইবে।

পকেট রেডিও ফোন—হার্ভে ওয়েলস্ কমুনিকেশনস্-এর জেনারেল ম্যানেজার রিচার্ড ম্যাহ্লার ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ছয় মাসের মধ্যেই পকেট্ সাইজ রেডিও-ফোন বেসামরিক ব্যবহারের জন্য মাত্র ২৫ ডলার অর্থাৎ ৭৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে। এই যন্ত্রটি তিন মাইল পর্য্যন্ত দূরত্বের মধ্যে কার্য্যকরী হইবে। ম্যাহ্লার আরও বলিয়াছেন যে, বিমান যুদ্ধে ব্যবহৃত রাডার যন্ত্রের প্রথম প্রস্তুতকারক হার্ভে ওয়েলস কোম্পানী কর্ত্তৃক ৬ ইঞ্চি লম্বা ও অর্দ্ধ পাউণ্ড (এক পোয়া) ওজনের এই যন্ত্রটি শীঘ্রই তৈরী হইবে।

তুরস্কে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—তুরস্ক সরকার নাকি তুরস্কের রসায়ন, খনিজ ও বস্ত্রশিল্পের জন্য ৫ কোটী পাউণ্ড ব্যয়ের একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। অপর একটি পরিকল্পনা দ্বারা তুরস্কের কয়লা উৎপাদন আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ৩০ লক্ষ হইতে ৭০ লক্ষ টন বৃদ্ধি করার সঙ্কল্প হইয়াছে।

ঘড়ির আমদানী বৃদ্ধি—সুইজারল্যাণ্ড হইতে নাকি শীঘ্রই হাতঘড়ি ও পকেট ঘড়ি বহুল পরিমাণে ভারতে আসিবে—কতক পরিমাণ নাকি ইতিমধ্যেই জাহাজে রওনা করিয়াছে। মেরামতের জন্য কলকব্জা ও ঘড়ির অংশসমূহও আসিতেছে বলিয়া

গ্রাম : জনসম্পদ ফোন : ক্যাল ২৭৬৭

পরিকল্পনা—আজিকার দিনের অন্যতম বিষয়

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মারফৎ ক্লিয়ারিংএর ব্যবস্থা আছে।

শিল্প সম্প্রসারণ ও ব্যবসার উন্নতিবিধানকল্পে সেই পরিকল্পনাই প্রদান করিয়া থাকে।

ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আমাদের একশো বছর আগে

● ১৮২০ সালে জন্মেছিলেন ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্। রোগী ও আহতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে তিনি সেবাব্রতের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

● আমাদের সুরু হয়েছিলো ১৯২০ সালে। তারপর থেকে রোগের চিকিৎসায় এবং রোগীর শুশ্রূষায় প্রয়োজনীয় রবারের জিনিষ আমরা তৈরী করে আস্ছি।

আমাদের তৈরী

রবার ক্লথ, হট্ওয়াটার ব্যাগ, আইস্ ব্যাগ, হাওয়া বালিশ ও বিছানা, এয়ার রিং, এয়ার কুশন, ডাক্তারী দস্তানা ইত্যাদি।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

প্রকাশ। সুইজারল্যাণ্ডে ১৯৪৪ সালে এবং ১৯৪৫ সালের প্রথমভাগে যে সব মাল মজুত ছিল তাহা হইতেই বর্ত্তমানে এই সব ঘড়ি রপ্তানী করা হইতেছে। ওয়াচসমূহ আসিতে থাকিলেও টাইমপীস এবং ক্লক (বড ঘড়ি) প্রয়োজনীয় পরিমাণে আসিতে এখনও দেরী হইবে; কারণ শেষোক্ত দুই প্রকারের দ্রব্য সুইজারল্যাণ্ড হইতে আসিত না ইহারা জার্ম্মানী ও জাপানের প্রায় একচেটিয়া ছিল। সুতরাং জার্ম্মানী ও জাপানের এই শ্রেণীর দ্রব্য ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা হইতে আসিবে বলিয়া মোট চাহিদার তুলনায় সরবরাহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইতে বিলম্ব হইবে।

রপ্তানীর জন্য জাভা চিনি—জাভার সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, জাভায় প্রায় দশ লক্ষ টন চিনি রপ্তানীর জন্য মজুত আছে। নূতন উৎপাদন ব্যতীতই সেখানে ১৪ লক্ষ টন চিনি আছে; আনুমানিক ৪ লক্ষ টন জাভার আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট দশ লক্ষ টন চিনি রপ্তানী হইতে পারে। রপ্তানীযোগ্য চিনির এই পরিমাণ যুদ্ধপূর্ব্ব রপ্তানীর পরিমাণ অপেক্ষা অধিক বলিয়া উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে।

নেপালে নোট প্রচলন—নেপাল রাজ্যে এই প্রথম নোট প্রচলিত হইল। গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে সেখানে নেপাল রাজ্যের রাজার প্রতিকৃতি সম্বলিত ৫৲ টাকা, ১০৲ টাকা ও ১০০৲ টাকার নোট প্রচলিত হইয়াছে।

কৃত্রিম রেশম হইতে টায়ার—গুড ইয়ার টায়ার এণ্ড রবার কোম্পানী দাবী করিতেছেন যে, তাঁহারা কার্পাস সূত্রের স্থলে কৃত্রিম রেশম সূত্রের সাহায্যে টায়ার নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে নাকি টায়ারগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাইল অতিক্রম করিতে পারিবে।

পাটমূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ—গত ৬ই অক্টোবরের ইণ্ডিয়া গেজেটে পাট মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৪৫ নামে এক আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে। এই আদেশ দ্বারা ১৯৪৪ সালের পাট মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাতিল করা হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের আদেশ কেবল ৫ ও ৬ নং অনুচ্ছেদ ব্যতীত অন্য সব বিষয়ে ১৯৪৪ সালের আদেশের অনুরূপ। ৫নং অনুচ্ছেদে নিম্ন বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে:—পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানীযোগ্য গাঁইটসমূহ লোহার বেড়ী দ্বারা এবং অপর গাঁইটগুলি দড়িদ্বারা বাঁধিতে

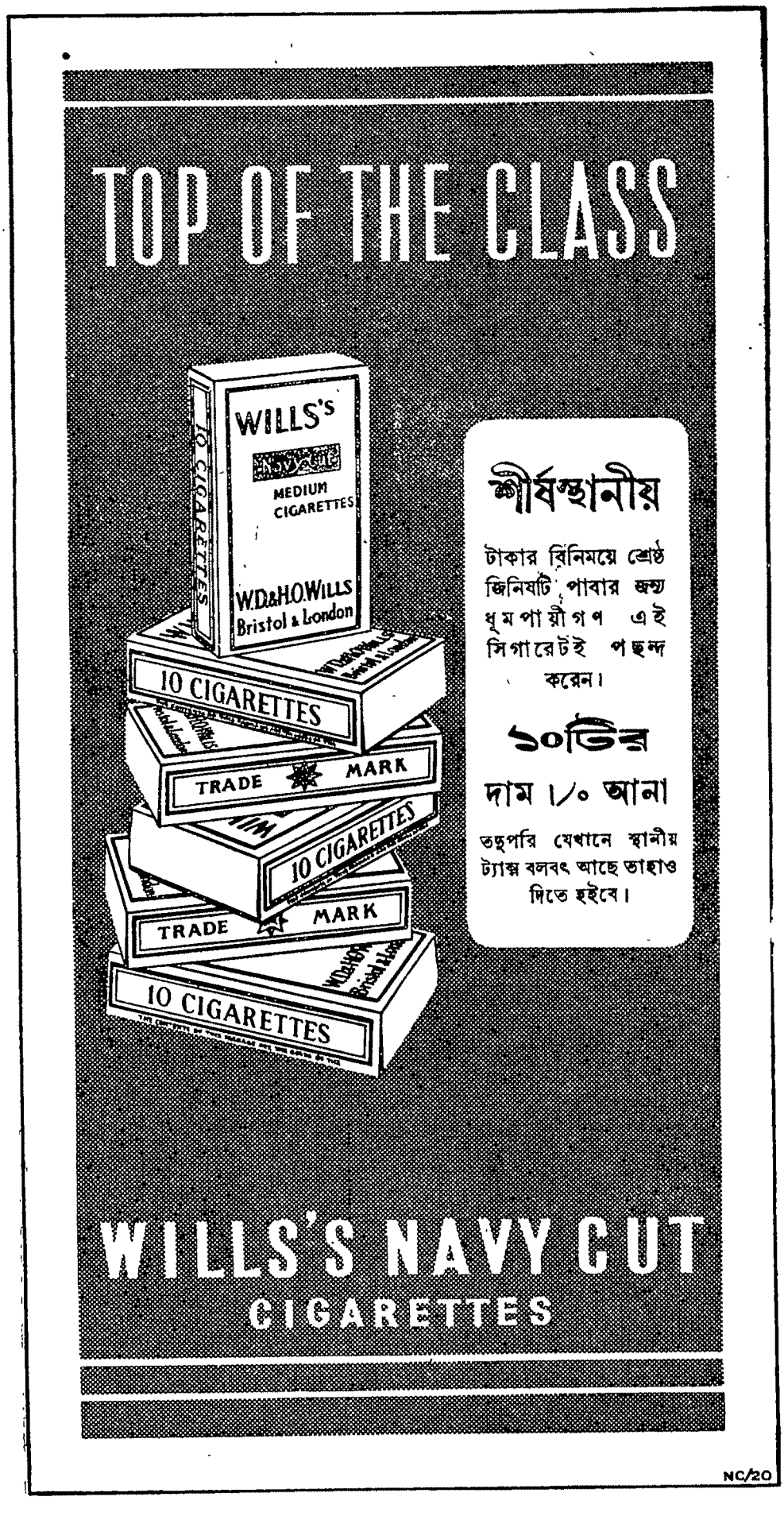

হইবে। ৬নং অনুচ্ছেদে নিম্ন বিষয় বিধিবদ্ধ আছে :— পাট রপ্তানীকারকগণ শিপিং বিল কালেক্টর অব কষ্টমস্-এর নিকট উপস্থিত করিবার সময় মূল্য সম্পর্কে এই প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ করিবেন যে, যে মূল্যে ইহা রপ্তানী করা হইতেছে উহা এই আদেশ অনুযায়ী নির্দ্ধারিত সর্ব্বনিম্ন মূল্যাপেক্ষা কম নহে।

মিঃ এম কে ভেলোডী—ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ এম কে ভেলোডী লণ্ডনে ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ১লা নবেম্বর তাঁহার নূতন কর্ম্মে যোগ দিবার জন্য ভারত ত্যাগ করিবেন। মিঃ ধবমবীর তাঁহার স্থলে টেক্সটাইল কমিশনার নিযুক্ত হইবেন বলিয়া প্রকাশ।

ভারতীয় রবার কারখানা—ভারতে নিম্নলিখিত রবার কারখানাসমূহ বিদ্যমান :—

প্রদেশ অথবা দেশীয় রাজ্য :—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ৮, বাংলা ৩০, বোম্বাই ৪০, পাঞ্জাব ১৯, দক্ষিণ ভারত (হায়দরাবাদ রাজ্য সহ) ১১, দিল্লী ৬, মধ্যপ্রদেশ ২, সিন্ধু ২, যুক্তপ্রদেশ ১, মোট ১১৯।

জাপানে ব্যাপক অর্থনীতিক পরিকল্পনা—প্রকাশ, মিত্রপক্ষের সামরিক শাসনের আওতায় থাকিয়াই জাপান তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। জাপানের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী ব্যারণ কিজুরো সিদেহারা তাঁহার সরকারী বাসভবনে পাঁচজন উচ্চপদস্থ মন্ত্রীর সহিত আলোচনা করেন এবং এক ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন বলিয়াও প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, জাপানী গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৬ সালে ৪৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যসম্ভার আমদানীর জন্য জেনারেল ম্যাক-আর্থারের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি উপলক্ষে সূতা সংগ্রহ—মহাত্মা গান্ধীর ৭৭তম জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁহাকে উপহার দেওয়ার জন্য শুদ্ধ খাদি ভাণ্ডার খাদি প্রেমিকদের নিকট হইতে ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৯ শত ৫১ গজ হাতেকাটা সূতা পাইয়াছেন। উক্ত সূতা এবং নগদ ৯॥৶০ আনা নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের হাতে দেওয়া হইবে।

সুদূর প্রাচ্য পরামর্শ কমিশন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাগ জানাইয়াছেন যে, গত ৩০শে অক্টোবর হইতে যে সুদূর প্রাচ্য পরামর্শ কমিশনের বৈঠক আরম্ভ হইবে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হিসাবে স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী তাহাতে যোগ দিবেন। স্যার গিরিজাশঙ্কর ওয়াশিংটনে ভারত গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট জেনারেলের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

জলে আণবিক বোমার পরীক্ষা—এডমিরাল জেঃ আর্ণেষ্ট কিং সম্প্রতি জানান যে, নৌবহরের উপর আণবিক বোমার ফল কি হয়, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য মার্কিন নৌবহর দুইটি পরিকল্পনা লইয়া কাজ করিতেছে। বহুদূরে একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের ৮০ হইতে ১০০টি জাহাজ ইহার জন্য নাকি প্রয়োজন হইবে। এই সম্পর্কে এডমিরাল কিং আরও বলেন যে, আণবিক শক্তির গবেষণা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কংগ্রেস যে প্রতিষ্ঠান গঠন করিবে, উক্ত পরিকল্পনাসমূহ কার্য্যকরী করা তাহার অনুমতিসাপেক্ষ। জলের উপরিভাগে বোমা বিস্ফোরণ করিয়া একটি পরিকল্পনার পরীক্ষা করা হইবে এবং অপর পরিকল্পনাটির পরীক্ষা হইবে জলের নীচে বোমা বিস্ফোরণ করিয়া। উভয় ক্ষেত্রেই ৪০টি হইতে ৫০টি জাহাজ প্রয়োজন হইবে বলিয়াও এডমিরাল কিং উল্লেখ করেন।

জাপানে আণবিক বোমার গবেষণা নিষিদ্ধ—টোকিওর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, সর্ব্বোচ্চ মিত্রপক্ষীয় সমর দপ্তর জাপানীদিগকে আণবিক বোমা সম্বন্ধে গবেষণা করিতে নিষেধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ট্রাম কোম্পানী ক্রয়—কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী ক্রয়ের জন্য উহার ক্রয়মূল্য নিরূপণকল্পে কলিকাতা কর্পোরেশন উহার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডি এন গাঙ্গুলীকে কোম্পানীর সম্পত্তি, ষ্টক প্রভৃতি অনুসন্ধান করিবার জন্য নিয়োগ করিয়াছেন। প্রকাশ, মিঃ গাঙ্গুলী গত সপ্তাহে উক্ত অনুসন্ধান কার্য্য সুরু করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ নবেম্বরের মাঝামাঝি উক্ত কার্য্য সমাপ্ত করিবেন।

পকেট ডায়েরির আয়তন বৃদ্ধি—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট কাগজ নিয়ন্ত্রণ (ব্যয় সঙ্কোচ) আদেশটির সংশোধন করিয়াছেন এবং পকেট ডায়েরির আকার আরও বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দিয়াছেন। পূর্ব্বে ৪″×৩½″ পর্য্যন্ত পকেট ডায়েরি ছাপিতে পারা যাইত, এখন হইতে ৫″×৩½″ পর্য্যন্ত ছাপান যাইবে।

রেলওয়ের টেলিপ্রিণ্টার ব্যবহার—মাদ্রাজের সাম্প্রতিক সংবাদ প্রকাশ যে, সমগ্র ভারতের প্রধান রেলওয়েগুলি টেলিপ্রিণ্টার দ্বারা সংযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতীয় রেলওয়েসমূহের উন্নতিমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কিত ব্যাপারেই ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, ১০ হাজার মাইল নূতন ট্রাঙ্ক টেলিফোন, ট্রেন নিয়ন্ত্রণ ও টেলিগ্রাফ সাফট্ নির্ম্মিত হইতেছে।

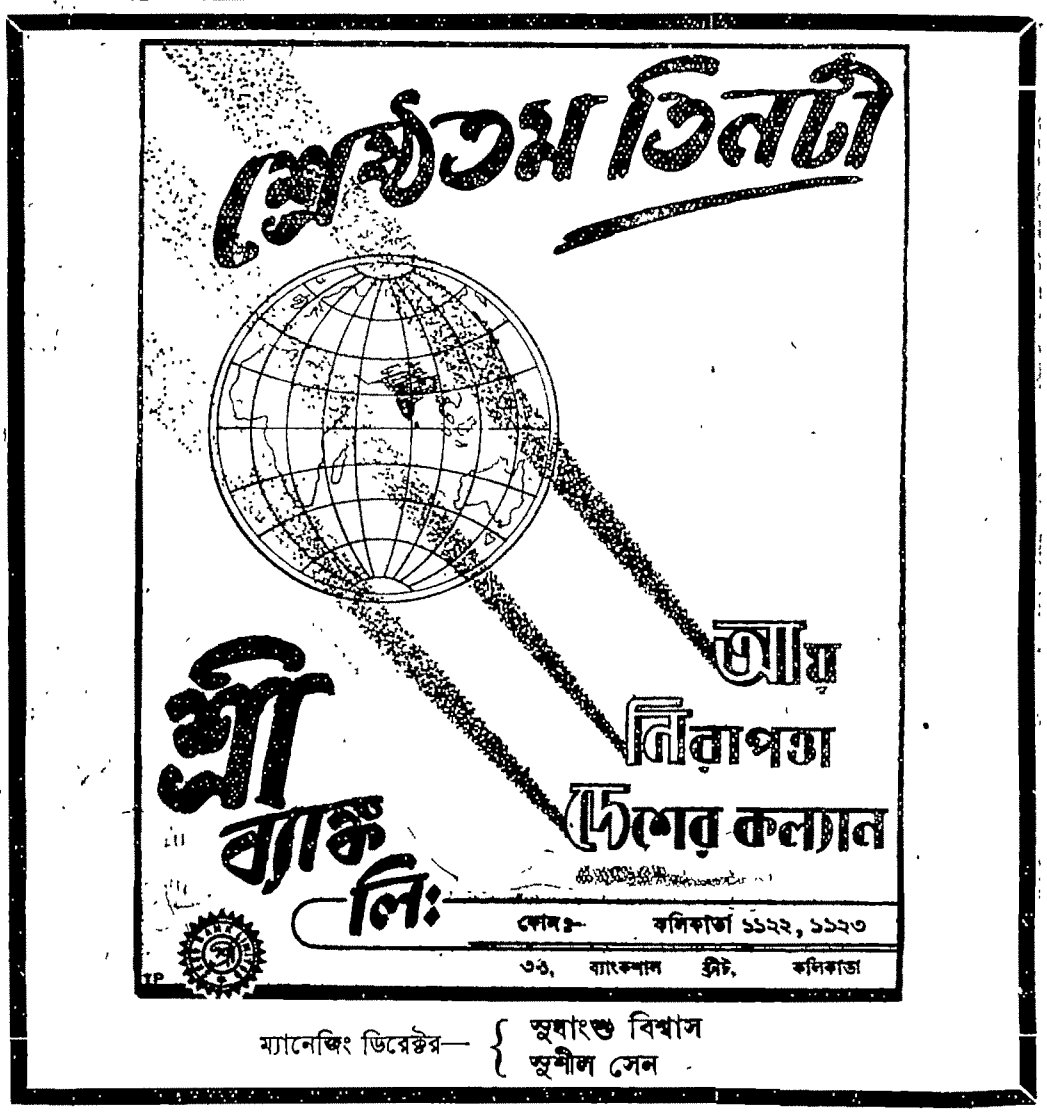

ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন—নয়াদিল্লীর সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ১৯৪৪ সালের ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরিচালনায় যে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা হইয়াছিল তাহার ফলাফল বিচার করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট মোট ৫৯ জন প্রার্থীকে শিক্ষানবীশরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউণ্টস্ সার্ভিসে ১ জন, ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে একাউণ্টস্ সার্ভিসে ২ জন, ইম্পিরিয়াল কাষ্টমস সার্ভিসে ৬ জন, ইনকামট্যাক্স অফিসার (১নং ও ২নং গ্রেড) পদে ১৯ জন, রেলওয়ে ট্রান্সপোর্টেশান (ট্র্যাফিক এণ্ড কমার্শিয়াল) ডিপার্টমেণ্টগুলিতে ২৭ জন এবং পোষ্ট্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (২নং গ্রেড) পদে ৪ জন নিযুক্ত হইয়াছেন। নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মিঃ নীহার দত্ত, মিঃ অনিলকুমার চক্রবর্ত্তী, মিঃ অবিনাশচন্দ্র সেন শর্ম্মা, মিঃ অরুণকুমার রায় প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালীও আছেন।

জাহাজ সংক্রান্ত তারবার্ত্তা—নয়াদিল্লীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, জাহাজ হইতে প্রেরিত বেতার সংবাদ ছাড়া জাহাজ সংক্রান্ত সকল প্রকার টেলিগ্রামের উপর হইতেই বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ভারতের অন্তর্গামী ও বহির্গামী সকল টেলিগ্রাম সম্পর্কেই উহা প্রযোজ্য হইবে বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

নূতন ধরণের চিঠি পাঠাইবার ব্যবস্থা—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বিদেশস্থ সৈন্যরা যাহাতে তাহাদের ভারতস্থ আত্মীয়-স্বজনের নিকটে সহজে অল্প সময়ে চিঠি-পত্র আদান-প্রদান করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ নূতন এক ধরণের চিঠির ফর্ম্ম বাহির করিতেছেন। উক্ত ফর্ম্মের নাম হইবে 'লেটার ফোলডার'। নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে উক্ত ফর্ম্ম পোষ্ট অফিসসমূহে পাওয়া যাইবে এবং উহার মূল্য /১০ পয়সা করা হইবে।

ডিম ও হাঁস-মুরগী বিক্রয়ের ব্যবস্থা—প্রকাশ, জনসাধারণকে উন্নত শ্রেণীর হাঁস-মুরগী পুষিতে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে বাংলা গবর্ণমেণ্ট ডিম ও হাঁস-মুরগী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাংলার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের নিকট আবেদন করিলে উক্ত বিভাগের রাণাঘাট, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, জামালগঞ্জ ও মেদিনীপুরস্থিত হাঁস, মুরগীর ফার্ম্ম হইতে ডিম ও হাঁস-মুরগী সরবরাহ করা হইবে বলিয়াও জানান হইয়াছে।

ইক্ষুচারা বিতরণ পরিকল্পনা—প্রকাশ, বাংলার যে সমস্ত অঞ্চলে ইক্ষু উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত অঞ্চলের কতিপয় বাছাইকরা স্থানের কৃষকগণের মধ্যে ইক্ষুচারা বিতরণ করার এক পরিকল্পনা বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনায় ৮৩ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। জিলার কৃষিসংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের মারফৎ এই সমস্ত চারা সরবরাহ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা—আগামী মরশুমে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বাংলা গবর্ণমেণ্ট সিমলা, আসাম, দার্জ্জিলিং, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বিহার হইতে যথাক্রমে ১ লক্ষ ১০ হাজার মণ, ৬০ হাজার মণ, ৩০ হাজার মণ, ১০ হাজার মণ ও ১০ হাজার মণ আলুর বীজ আমদানী করার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত পরিমাণ আলুর বীজ কৃষকগণের মধ্যে বিতরণ করা হইবে।

দিল্লীতে খারিব শস্য সম্মেলন—নয়াদিল্লীতে গত ২২শে অক্টোবর খারিব শস্য সম্মেলনের

বেশী লোকে কেন পরে

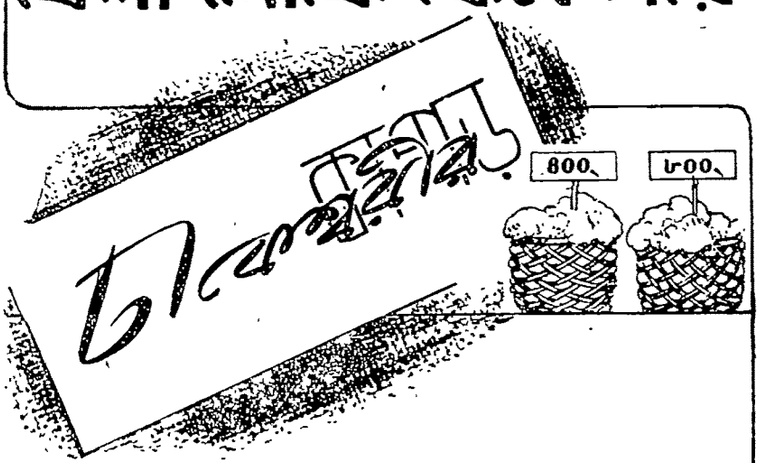

২ দামী তুলা কম দামী কাপড়ে। তুলার মধ্যে মার্কিণী এবং মিশরী তুলাই যে শ্রেষ্ঠ আর ঢাকেশ্বরী মিলে যে কাপড় তৈরী হয় তাতে যে খাস মার্কিণ ও মিশর দেশজাত তুলা, উহার সমশ্রেণী দেশজ তুলা ও শ্রেষ্ঠ ভারতীয় তুলা ছাড়া অন্য কোন তুলা ব্যবহার করা হয়না—এ কথা এখন সবাই জেনেছেন। কিন্তু মার্কিণ, মিশর প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের নাম শুনে মুগ্ধ হওয়ার মত কিছু নেই। কোন বিশেষ দেশে যত তুলা উৎপন্ন হয়, তার সবগুলিই কিছু গুণের দিক থেকে সমান হয় না। তাদের ভালমন্দ স্তর বিভাগ থাকেই, বিভিন্ন স্তরের তুলার দামেও যথেষ্ট প্রভেদ থাকে। প্রতি গাঁটের দাম আটশ' টাকা এমন তুলাও আছে, আবার প্রতি গাঁট চারশ' টাকা এমন তুলাও আছে। কিন্তু কম দামী তুলা দিয়ে তৈরী কাপড়ের পরমায়ু-ও যে কম হবে, তা সহজেই বোঝা যায়। সে জন্যই ত ঢাকেশ্বরী মিলে কম দামী তুলা ব্যবহার করা হয় না; প্রকৃতপক্ষে ঢাকেশ্বরী মিলে ব্যবহৃত তুলার গড়পড়তা দাম দেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। অথচ ঢাকেশ্বরীর কাপড় কত সস্তা! তাইত বলি—

যে কখানা ঢাকেশ্বরীর কাপড় আপনার আছে, তাই বিশেষ যত্ন করে পরুন; কেননা বর্ত্তমান অবস্থায় যত চান তত ঢাকেশ্বরীর কাপড় জোগান সম্ভব নয়।

শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পরতে হলে

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড
ম্যানেজিং ডিরেক্টার — শ্রী সূর্য্যকুমার বসু

DCB—20

উদ্বোধনী বক্তৃতায় ভারত গবর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ ক্রিষ্টি আগামী ১৯৪৫-৪৬ সালের খারিব শস্যের উৎপাদন সম্বন্ধে এবং ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম হইতে ভারতে চাউল আমদানী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী স্যার ফিরোজ খাঁর গোট ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শস্যাদির উৎপাদন সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করিবার পর কয়েকটি ঘাটতি এলাকার প্রতিনিধিবর্গ আগামী বৎসরে তাঁহাদের এলাকার প্রয়োজনীয় শস্যাদির পরিমাণ সম্মেলনের উক্ত বৈঠকে উল্লেখ করেন এবং আসাম, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের অঞ্চলের বাড়তি শস্যের পরিমাণ উল্লেখ করেন। প্রকাশ, বাড়তি ও ঘাটতি শস্যের পরিমাণের উপরে ভিত্তি করিয়া কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগ শস্য বণ্টনের একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন।

সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনার পর্য্যালোচনা—বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্ম সংক্রান্ত শিক্ষা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগীয় উপদেষ্টা ডাঃ জন সার্জ্জেণ্ট যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন তাহা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। গত ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর তারিখে নয়া দিল্লীতে উক্ত কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত অধিবেশনে রাজকুমারী অমৃত কাউর, মিসেস রেণুকা রায়, স্যার এস রাধাকৃষ্ণণ, মিঃ শ্রীপ্রকাশ এবং ডাঃ সার্জ্জেণ্টও যোগদান করিয়াছিলেন।

সংখ্যাসূচী দ্বারা বস্ত্রশিল্পে ভারতীয় কাঁচামালের মূল্য নির্দ্দেশ—প্রকাশ, ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে যে সমস্ত কাঁচামালের প্রয়োজন হয় তাহাদের ওজন এবং মূল্যের আনুপাতিক হিসাব কষিয়া সাপ্তাহিক সংখ্যা-সূচী (ইনডেক্স নম্বর) প্রকাশের ব্যবস্থা নূতন করিয়া করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে দ্রব্যাদির পাইকারী দর প্রতি সপ্তাহে জানিবার সুবিধা হইবে। নানা জাতীয় শ্রমশিল্পের কাঁচামালের চাহিদা বাজারে খুব বেশী হইলেও, এইগুলির মূল্য সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া সহজ নয়। সেই জন্য তুলা, সূতা, রেশম ইত্যাদি কৃষিজাত মাল, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র প্রভৃতি ধাতু এবং চামড়া, রবার প্রভৃতি অন্যান্য জিনিষ সম্বন্ধে উপরোক্ত পরিকল্পনানুসারে "সূচক-সংখ্যা" দ্বারা মূল্য নির্ণয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। মোট ১৯ প্রকার মাল ইহাতে ধরা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

পিতল ও তামার বাসনের মূল্য হ্রাস—যুদ্ধের সময়ে চড়া মূল্যে হাতে-তৈরী পিতল ও তামার প্রচুর পরিমাণ বাসনপত্র ক্রয় করিয়া রাখায় এবং অনেক বাসনপত্র এখনও দোকানে মজুত থাকায় বাসন-ব্যবসায়িগণ পিতল ও তামার বাসনপত্রের বিক্রয়মূল্য সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের নূতন আদেশটি আরও কিছুদিন পরে চালু করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে আগামী ১৯শে নবেম্বর হইতে ঐ আদেশ চালু করিতেছেন বলিয়া সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বাল্‌বের মূল্য হ্রাস—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে সমস্ত বিজলী বাতির বাল্‌ব ভারত গবর্ণমেণ্ট আমদানী করিবেন তাহাদের খুচরা মূল্য আগামী ১৫ই নবেম্বর হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গত ১লা নবেম্বর হইতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানীকৃত বাল্‌বের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে।

মাদ্রাজে কৃত্রিম রেশম বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, মাদ্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী কৃত্রিম রেশম বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে সরকার মনোনীত ব্যবসায়িগণ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে উহা বিক্রয় করিতে পারিবেন। মাদ্রাজ, মাদুরা, সালেম, ভেল্লোর, কুইম্বাটোর, মাঙ্গালোর, বেজোয়াদা, ত্রিচিনপল্লী, কোকনদ, কানানোর ও অন্যান্য কতকগুলি স্থানে কৃত্রিম রেশম বিক্রয়ের ঐরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

রবার-মোড়া টেলিগ্রাফের তারের ব্যবসায়—এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, রবার-মোড়া টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির আমদানী মূল্যের উপরে কতটা লাভ রাখিয়া আমদানীকারী মহাজন, বিক্রেতা, ব্যবসায়ী, এজেণ্ট, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা প্রভৃতির মধ্যে বিকি-কিনি চলিবে গবর্ণমেণ্ট তাহার হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

উড়িষ্যায় সংবাদপত্র সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ—গত ৩০শে অক্টোবর হইতে উড়িষ্যা প্রদেশে সর্ব্বপ্রকার সংবাদপত্র দমননীতি প্রত্যাহৃত হইল। গত ৩০শে অক্টোবর উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া ১৯৪২ সালের ৯ই নবেম্বর আরোপিত সংবাদপত্র সম্পর্কিত সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়াছেন।

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪ নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হেডঅফিস বি.বি. ৪২৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি. ২৯৮০
প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।
— সুদের হার —
কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।
অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।
চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

সাবান প্রস্তুতের
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
কোন :—
বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস
" :— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

মূল্য কমিল !!!
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, মাদার টিংচার, স্পিরিট, সুগার অব্ মিল্ক, বাইওকেমিক ট্রিটুরেশন ও ট্যাবলেট, গ্লোবিউল, ব্ল্যাঙ্ক ট্যাবলেট, ডিস্কেট, শিশি, কর্ক, আলফালফা টনিক, সিনেরেরিয়া মেরিটিমা (সাক্কাস,) মেল্লোলা টনিক, ট্যাবলেট ইত্যাদি।
মূল্য তালিকা বিনামূল্যে।
প্রস্তুতকারক : হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং কোং
ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ও প্রধান অফিস—৪২,৫৬ ও ৫৭, সাউথ এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা
কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ৩৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বেনারস ব্রাঞ্চ : গোধুলিয়া, বেনারস সিটি, ইউ, পি।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

নূতন যৌথ কোম্পানী

বাজপেয়ী ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর শ্রী কে বাজপেয়ী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। যোগটা কোল কোং, লিঃ-এর ম্যানেজিং এজেন্টস্।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিজনেস্ সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯।৭, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা।

এস্কে লিঃ (১২৬২৯)—ডিরেক্টর—মিঃ শান্তি কে বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৭, ওল্ড চীনা-বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এজেন্সি, ম্যানেজিং এজেন্টস ও সেক্রেটারীজ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠান।

দি পাইওনীয়ার ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি লিঃ—ডিরেক্টর—ডাঃ এন এস লাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা।

নিউ বেঙ্গল ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। জমি উন্নতি ও বিক্রয় সম্পর্কিত ব্যবসা।

মডার্ণ ফার্ম্মস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন দত্ত মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০১এ, বালীগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। কৃষি, ডেয়ারী, ফার্ম্মিং এবং মৎস্য চাষের ব্যবসা।

গোপীনাথ রায় এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জি এন রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৯, পঞ্চাননতলা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৪০ হাজার টাকা। লোহা, ইস্পাত প্রভৃতির ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

নেলীমারলা জুট মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **প্রেসিডেন্সী জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **শ্রীকৃষ্ণ রাজেন্দ্র মিলস্ লিঃ (মহীশূর)**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **খাটাউ মাকাঞ্জি স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৪৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **খাসকাজোরা কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ওয়েষ্ট-জামুরিয়া কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৭॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নিউ মানভূম কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসেও প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **শিবপুর কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০ শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২১৩।৶০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও প্রতি শেয়ারে অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **টাটা অয়েল মিলস্ কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১১৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরে প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **চিটাভলসা জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **এম্পায়ার জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কেলভিন জুট কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

টেলিগ্রাম: আসামব্যাঙ্ক — টেলিফোন দি ক্যাল: ৬৯৪০

ব্যাঙ্ক অব আসাম লিঃ

স্থাপিত : ১৯০৬

হেড অফিস : টেলিগ্রাম : ব্যাঙ্কআসাম
শিলং— টেলিফোন : ২০ (২ লাইন)

কলিকাতা অফিস—৬নং ক্লাইভ রো।

শাখাসমূহ :—বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, নওগাঁ (আসাম)

অনুমোদিত মূলধন—২০,০০,০০০ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত—১০,০০,০০০ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কলসহ)— ৫,৬৩,০০০ ,, উপর
রিজার্ভ ফণ্ড— ৭৫,০০০ টাকা
আমানত— ৬০,০০,০০০ ,, উপর
কার্য্যকরী মূলধন— ৭৫,০০,০০০ ,, ,,

এইচ ব্যানার্জ্জি, বি-এ, এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।
কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা প্রাপ্ত।
আমাদের
"পেন্‌সন্ সার্টিফিকেটে"
৫,০০০৲ টাকা জমা দিলে
১০,০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।
পত্র লিখিলেই বিস্তারিত জানান হয়।
বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ২১টি শাখা দ্বারা জাতির সেবায় নিযুক্ত
অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ড পাইয়াছেন।

১৯৪২ সনে	শতকরা	৫৲
১৯৪৩ সনে	,,	৫৲
১৯৪৪ সনে	,,	৭॥০

আর, রায়,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১৭,৯০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৩,০০,০০০৲

P 36005

শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, ভিনশুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম

শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, রামপুরহাট বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী এফ, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২রা নবেম্বর :—টাকার চাহিদার তুলনায় যোগান আলোচ্য সপ্তাহেও প্রচুর আছে। অন্যান্য দিক দিয়াও আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা। ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের জন্য আলোচ্য সপ্তাহে মোট টেণ্ডারের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইলেও গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হারে অবনতি না হইয়া বরং পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা উন্নতিই হইয়াছে। গত ৩০শে অক্টোবর, মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। মোট ৩ কোটী ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯৸৵৯ পাই মূল্যের সমুদয় টেণ্ডার এবং শতকরা ৯৯৸৵৬ পাই মূল্যের টেণ্ডারসমূহের শতকরা আনুমানিক ৫৩ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। মোট ২ কোটী টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং গৃহীত টেণ্ডারসমূহের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।/১০ পাই ধার্য্য হইয়াছে। গত সপ্তাহে গৃহীত টেণ্ডারসমূহের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।/৪ পাই ধার্য্য হইয়াছিল। আগামী ৬ই নবেম্বর, মঙ্গলবার সকল কেন্দ্রেই বেলা ১১টা পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে তাহাদিগকে পরবর্ত্তী শুক্রবার, ৯ই নবেম্বর টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। ২৬শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে মোট ১ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

গত ২২শে অক্টোবর মাদ্রাজ সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। মোট ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার উপস্থাপিত টেণ্ডারের মধ্যে শতকরা ৯৯৸৵৬ পাই মূল্যের টেণ্ডারসমূহের শতকরা আনুমানিক ৭১ ভাগ গৃহীত এবং নিম্নতর মূল্যের টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইয়াছিল। মোট ৫০ লক্ষ টাকার গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার ধার্য্য হইয়াছে শতকরা বার্ষিক ।/০ আনা।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে টেলিঃ হুণ্ডিতে যথেষ্ট কারবার হইয়াছে এবং সেখানে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৩½ পেঃ
ঐ দর্শনী („)	„ „ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ ৬৩½ „
ডি এ চার মাস („)	„ ৬৩½ „
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—গত ১৯শে অক্টোবরের হিসাব হইতে দেখা যায় ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৫৯ কোটী ৮৫ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৫৯ কোটী ৯৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। গত ১৯শে অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৫৮ কোটী ১০ লক্ষ ৭৪ হাজার ও ২৬২ কোটী ৩৬ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৫৫ কোটী ৪২ লক্ষ ৯৫ হাজার ও ২৬০ কোটী ৮৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২রা নবেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রায় অধিকাংশ শেয়ারেরই বিকি-কিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ থাকে এবং মূল্যের দিক হইতেও স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগ এবং শেষভাগে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের উল্লেখযোগ্য তেজীভাব কলিকাতার শেয়ার বিক্রেতাগণের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে; ফলে সপ্তাহের মধ্যভাগ এবং শেষভাগে প্রায় অধিকাংশ শেয়ারেরই মূল্যের দিক দিয়া লক্ষণীয় উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য সপ্তাহেও চাহিদার তুলনায় টাকার যোগানের প্রাচুর্য্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকার দরুণ লাভান্বেষিগণ টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে শেয়ার বাজারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। মোটামুটিভাবে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অনেকটা মন্দাভাব দেখা গেলেও সপ্তাহের মধ্যভাগ এবং শেষভাগে প্রায় অধিকাংশ শেয়ারেরই বিকি-কিনি বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকি-কিনি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও সপ্তাহের আগাগোড়া তেজীভাব বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র ৯৭।/০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০৩।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৯৯৸০ আনা, ৩ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ৯৮॥৵০ আনা, ৩৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৭০-৭৫) ৯৭।০ আনা পর্য্যন্ত বিকি-কিনি হইয়াছে। শতকরা ৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ১১৩।০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে উঠিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের কোন বিকি-কিনি হয় নাই।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকলসমূহের মূল্যবৃদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আলোচ্য সপ্তাহে অদূর ভবিষ্যতেই পাটজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে,—বাজারে এইরূপ মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার দরুণ চটকলসমূহের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের চাহিদা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও যথেষ্ট উন্নতি পরি-

সঞ্চয়-অপচয়

অপচয়ের সমস্যা সমাধানের নামই সঞ্চয়—সঞ্চিত অর্থে শুধু অপব্যয়ের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না—ইহা দুর্দ্দিনেও একান্ত বন্ধুর কাজ করে, অধিকন্তু জাতীয় শিল্প উন্নতিতে সাহায্য ক'রে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করে।

*

এই অপচয়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কি ভাবে সঞ্চয়ী হ'তে পারেন সেই সুপরামর্শ দিতে পারে একটি সুপরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান—

ক্যাল্‌কাটা
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্‌ভুক্ত
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

স্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে অকল্যাণ্ড ৩৮৮৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৫৬৪॥০ আনা, কামারহাটি ৮২১৲ টাকা, হাওড়া ৯৯৸৶০ আনা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৩৬২৲ টাকা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কয়লাখনির শেয়ারসমূহের বিকিকিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও, মূল্যের দিক হইতে অনেকটা স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে বরাকর ৪৪৲ টাকা, সাউথ করণপুরা ৪০৸০ আনা, ইকুইটেবল ৭১৸৶০ আনা, নিউ বীরভূম ৪৬৸৶০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজ-কর্ম্মে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই; তবে মূল্যের দিক হইতে অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারেরই তেমন কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে তেজপুর ২১।৶০ আনা, বড়ধেমো ৮৪।০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২রা নভেম্বর :—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে সকলদিকেই মন্দা বিরাজ করে। চটের দালালগণের নিকট হইতে জানা যায় যে, বৈদেশিক চাহিদা প্রায় নাই বলিলেই চলে এবং অল্প যে চাহিদার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা আসিতেছে ভবিষ্যতের বিক্রীর উদ্দেশ্যে ফাটকাওয়ালাগণের নিকট হইতে। এই সব কারণে পাটের ও পাটজাত দ্রব্যের মূল্যে আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট অবনতি দেখা যায়। রাজনৈতিক কারণেও পাটের বাজারে মন্দা ঘনীভূত হইতেছে। সুদূর প্রাচ্যের অনিশ্চয়তাই রাজনৈতিক কারণসমূহের মধ্যে প্রধান। সুদূর প্রাচ্যস্থিত বাজারের উপর ভারতীয় পাটব্যবসা অনেকখানি ভরসা করিতেছিল। আমেরিকা বারলেপ (এক প্রকার পাটজাত বস্ত্র) আমদানী হ্রাস করিবে বলিয়াও সংবাদ রটিয়াছে। অবশ্য এ সংবাদ সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই। (কাঁচা) পাটের বাজারেই মন্দা বিশেষভাবে আলোচ্য সপ্তাহে দেখা গিয়াছে। আগামী বৎসরের সম্ভাব্য পাট চাষ ও পাট মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ আগামী বৎসরও বলবৎ থাকিবে কি না এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। পাট মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্পর্কে বাজারে কিছু অস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। মূল আদেশে এমন কিছু নাই যাহাতে জানা যাইতে পারে যে এই আদেশের মেয়াদ কবে শেষ হইবে। কিন্তু গত ২৬শে অক্টোবর, শুক্রবারে যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এই আদেশ ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। পাট মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন পরিষ্কার সরকারী আদেশ জারী করিয়া এই প্রকার অস্পষ্ট ধারণা দূর করা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য। এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট আদেশ প্রচারিত হইলে বাজারে বর্ত্তমান মন্দা ও অনিশ্চয়তার ভাব দূরীভূত হইতে পারে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন কারবার হয় নাই। সুতরাং চাহিদার অভাবে এবং ফাটকাবাজীর দরুণ পাটজাত দ্রব্যের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ মন্দা দেখা যায়। তবে মনে হয় যদিও মিলসমূহ বর্ত্তমানে বিশেষ কাজ করিতেছে না কিন্তু ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে তাহারা কারবার করিতে স্বীকৃত হইতে পারে।

আলগা পাটের বাজারে সর্ব্বনিম্নদরে ইউরোপীয় প্যাকিং ও ১৩৸০ আনা দরে স্পেশ্যাল জাত তোষা বটম শ্রেণীর মালে কিছু কারবার হইয়াছে। বিক্রেতাগণের মাল বিক্রয়ে খুব আগ্রহ থাকিলেও সকল শ্রেণীর মালের মূল্যই সর্ব্বনিম্ন মানেই আছে।

পাকা গাঁইট বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। সর্ব্বপ্রকার মালই সর্ব্বনিম্ন দর পাইয়াছে।

মফঃস্বলের বাজারসমূহে আবহাওয়ার উন্নতির ফলে পাট যথেষ্ট আমদানী হইতেছে কিন্তু ক্রেতাগণের আগ্রহের অভাবে বিকিকিনি বিশেষ হইতেছে না।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা,২রা নবেম্বর—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। দীপালী উৎসবের মরশুমে সোনার চাহিদা বৃদ্ধি উহার প্রধানতম কারণ। এতদ্ব্যতীত লাভান্বেষিগণ সোনা ক্রয়ের ব্যাপারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ উৎসাহ দেখান। চাহিদার তুলনায় টাকার যোগান এখনও প্রচুর; তাই টাকা খাটানোর নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে প্রচুর পরিমাণ সোনা মজুতের দিকেই লাভান্বেষিগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ। মনে হয় চাহিদার তুলনায় টাকার যোগানের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান থাকাকালীন সোনার বাজারে তেমন স্থায়ী অবনতি দেখা দিবে না। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার দর ছিল যথাক্রমে ৭৭৸৶০ আনা ও ৭৮॥৶০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৭৮॥৶০ আনা ও ৭৮।৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড গিনি বর্ত্তমানে ৫৩৲ টাকা ও ৫৪৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিলেও, রূপার দরে কিন্তু অবনতিই পরিলক্ষিত হইয়া উঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সঙ্গে অর্থনৈতিক আলাপ-আলোচনা বিফল হওয়ার দরুণ সপ্তাহের প্রথমভাগে রূপার দরে সাধারণভাবে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইলেও, সপ্তাহের মধ্যভাগে এবং শেষভাগে রূপার দরে অবনতি দেখা যায়। বাজারে প্রচুর পরিমাণ রূপার ষ্টকের বিদ্যমানতাই উহার প্রধানতম কারণ। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩৪।০ আনা ও ১৩২॥০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ১৩২।০ আনা ও ১৩১।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২রা নবেম্বর—বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও গত সপ্তাহের তুলনায় অবনতি দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর টাকা দাদনের বিনিময়ে ভারতীয় তুলার রপ্তানী বাজার অধিকার করার ফলে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারের বিক্রেতাগণ অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন, ফলে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দরের হ্রাস ঘটে। গত শুক্রবার জানুয়ারী, মার্চ্চ এবং মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল যথাক্রমে ৩৯১৸০ আনা, ৪১০।০ আনা এবং ৪২২৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৩৯০॥০ আনা, ৪০০॥০ আনা ও ৪১১॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, বস্ত্র ব্যবসায়িগণ টেক্সটাইল কমিশনারের কোনরূপ নির্দ্দেশ না পাইলে ২৮ দিন পর বিদেশী কাপড় বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারেন। উক্ত সরকারী নির্দ্দেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কলিকাতা বস্ত্র ব্যবসায়িগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দে টেক্সটাইল কমিশনারকে সম্প্রতি এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, কোনরূপ বৈষম্য না দেখাইয়া ভারতীয় মিল হইতে উৎপন্ন বস্ত্রাদি সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থার সুবিধা অবিলম্বে প্রদান করা উচিত। শ্রীযুক্ত দে মনে করেন যে, বর্ত্তমানে মিহি কাপড়ের চাহিদা মজুত মাল অপেক্ষা অনেক কম।

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn., CALCUTTA,

Phone : Cal. 3436

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৬শে অক্টোবর	২৯শে অক্টোবর	৩০শে অক্টোবর	৩১শে অক্টোবর	১লা নবেম্বর	২রা নবেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৭৸/০	৭৮।০	৭৮।০	৭৮।০	৭৮/০	৭৮॥৶০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৮॥৵০	৭৮৸৶০	৭৮৸০	—	৭৮৶০	৭৮।৵০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৪।০	১৩৩৸০	১৩৩৸০	১৩৩৸০	১৩৩।০	১৩২।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩২॥০	১৩৩॥/০	১৩৩॥৵০	—	১৩২॥০	১৩১।০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৩৲	৫৩।০	৫৩।০	৫৩৲	৫৩৲	৫৩৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫৩॥০	৫৩৸০	৫৩৸০	—	৫৪।০	৫৪৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	৯৭।/০	—	৯৭।/০	৯৭।/০	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০৩৲-১০২৸৶০	১০৩৵-১০২৸৵০	১০৩৶০-১০৩/০	১০৩৲-১০২৸৵০	১০৩৶০-১০২৸৵১০	১০৩।০-১০৩৲
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	৯৭।৶০	—	৯৯॥/১০	৯৯৸০	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	৯৮৸০	৯৮॥৶০-৯৮॥/১০	—	৯৮॥৵১০-৯৮॥৵০	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	১১৩॥৵০	১১৩৵০	—	১১৩।০	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪১॥৵০-৪১।৵০	৪১॥০-৪১।৵০	৪১।৶০-৪১।০	৪১॥৶০-৪১॥/০	৪১৸৵০-৪১॥৵০	৪২৶০-৪১৸৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৫৶০-৩৫/০	৩৫।০-৩৪৸৶০	৩৪৸৶০-৩৪৸/০	৩৫৶০-৩৫৲	৩৫।০-৩৫৲	৩৫।৶০-৩৫।০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১১।০-১১৲	১১৵০-১০৸৶০	১১৶০-১১৲	১১।০-১১৲	১১৲	১১/০
ব্রইতওয়েইট ...	—	১৫৲	১৪৸৵০	১৪৸০	—	—
জেসপ ...	২৭।/০	২৭॥০	২৭॥০-২৭৶০	২৭৵০-২৭৲	২৭।০-২৬৸/০	২৭৵০-২৭৲
মার্শালস ...	৬।৶০-৬।৵০	৬।৵০	৬।৶০-৬।৵০	৬॥০-৬।/০	৬॥০-৬।৶০	৬।৵০-৬।/০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১১॥৵০	১১॥৵০-১১॥/০	১১৸০	—	১১৸০-১১॥৶০	১১৸/০
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	—	—	২২॥৵০
হিন্দুস্থান মোটরস ...	৮৸৶৫	৮৸৶১০-৮৸৶০	৮৸৶১০-৮৸৶০	৮৸৶০-৮৸৵১০	৮৸৶০-৮৸৵১০	৮৸৶০-৮৸৵১০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	—	—	—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৬॥৵০-৬॥০	৬॥/০-৬।৶০	৬॥০-৬।৵০	৬॥০-৬।৵০	৬।৵০-৬।/০	৬।৶০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩।৵০-৩।/০	৩।৶০-৩।/০	৩।৵০-৩।/০	৩।৵০-৩।/০	৩।৵০-৩।/০	৩।/০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৪৭৲	১৪৭॥০-১৪৬৲	১৪৮৲-১৪৭৲	১৪৮৲-১৪৭৲	১৪৯৲-১৪৭৲	১৪৮॥০
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৩১৲	৩০৸০	৩১৲-৩০॥০	৩০॥০	৩১৲-৩০॥০	৩০৸০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	১৬৲	—	—	—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩।৶১০	১৩॥০-১৩।৶০	১৩॥৬-১৩॥০	১৩॥৵০-১৩॥০	১৩॥৶০-১৩॥৵০	১৩॥৶০-১৩॥৵০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৪৸৵০	১৪৸৵০-১৪॥৵০	১৪৸০-১৪॥৵০	—	১৪৸৵০-১৪৸০	১৪৸৵০-১৪৸০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	১০/০	—	—	—	—	১০/০
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	১০॥৵০-১০॥০	১০॥৵০-১০॥০	১০॥০
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৫৩৲	—	—	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	৩৫৵০	—	—	৩৫।০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৫।০-৪৪৸৶০	৪৪৸৶০-৪৪।৵০	৪৪॥৵০-৪৪৲	৪৪॥০-৪৪৶০	৪৪।/০-৪৩৸/০	৪৪॥০-৪৪।৵০
তালচের " " ...	১২৸/০-১২॥৶০	১২৸/০-১২৸০	১২॥/০-১২॥০	১২॥৵০	১২॥/০	১২॥৶০
রাণীগঞ্জ " " ...	৬৪৸০-৬৪॥৵০	৬৪॥০	৬৪॥০-৬৪।৵০	—	—	—
ইকুইটেবল " " ...	৭২॥৵০-৭২॥০	৭২৸০-৭২॥০	৭২৲—৭১৸০	৭১৸৵০-৭১॥৵০	৭১।৵০-৭১।০	৭১॥০
সাউথ করণপুরা " ...	৪০৸৶০-৪॥/০	৪০॥৵০-৪০।০	৪০॥৶-৪০।৵০	৪০॥০-৪০৶০	৪০।৶০-৪০৵০	৪০॥/০-৪০।/০
ভুলনবরারি ...	—	৩৬৲	—	—	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—	—	—	—
নিউ চুকলিয়া ...	—	১৪।৶০	—	—	—	১৪।৵০-১৪।০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৬৸৵০	৪৭৵০	৪৬৸০	৪৭৲-৪৬৸০	৪৬৸৵০	—

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ২১২৫,৬৪৮৩।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান

—শাখাসমূহ—

আলিপুর দুয়ার	দিনাজপুর	বাঁকুড়া	লালমণিরহাট
আসানসোল	হুবরাজপুর	বালুরঘাট	শ্যামবাজার
আজমগড়	নিউ মার্কেট	বেনারস	সাউথ কলিকাতা
এলাহাবাদ	নীলফামারী	ভাটপাড়া	সাহাজাদপুর
কাঁচরাপাড়া	নৈহাটী	রায়বেরিলী	সিরাজগঞ্জ
কুচবিহার	পাটনা	রংপুর	সিউড়ী
জলপাইগুড়ি	পাবনা	লক্ষ্ণৌ	সৈয়দপুর
জৌনপুর	বর্দ্ধমান	লাহিড়ী মোহনপুর	হিলি

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

সেক্রেটারী—মিঃ সুধেন্দুকুমার নিয়োগী ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, রায়।

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস :
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
ফোন : কলিঃ ৩০৯৯

চেয়ারম্যান :
শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৬শে অক্টোবর	২৯শে অক্টোবর	৩০শে অক্টোবর	৩১শে অক্টোবর	১লা নবেম্বর	২রা নবেম্বর
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮৲	৮৲	৮৵০-৮৲	৮।৶০-৮৲	৮৸০-৮৲	৮॥৶০৮।৶০
বেনারস ...	—	—	—	১০৸৵০-১০॥৵০	১১৲-১০৸০	১১॥০-১১।০
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	—	১২৸০-১২৸৵০	১২॥৶০	১২৸৵০-১২॥৵০	১২৸৶০-১২৸৵০	১৩৲
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	—	৬৬॥০	৬৬৸০	—	—	৬৭।৵৮-৬৭৲
কেশোরাম ...	—	—	—	—	১৯৵০-১৮।৵০	১৯৲
বঙ্গশ্রী ...	১৪৵০	১৪৲	১৪৶০-১৪৴০	১৪।৵০-১৪।০	১৪।৴০-১৪।০	১৪।৵০-১৪।৴০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৸৵০-৭॥৵০	৮৲	৭৸৶০-৭৸৴০	—	৭৸৴০-৭॥৶০	৭।৵০-৭।৴০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২৩১৲	২৩৩৲-২৩২৲	—	—	২৩২৲-২৩১৲	২৩২৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	—	১৮৸০	—	—	—	—
টিটাগড় ...	৩২৸৶০-৩২॥৵০	৩৩।০-৩২॥৵০	৩৩৲-৩২॥৵০	৩২॥৵০-৩২॥০	৩২॥০	৩২॥৵০-৩২॥০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	—	৩৭৩৲-৩৭১৲	৩৭৭৲-৩৭১৲	৩৮৬৲-৩৮২৲	৩৮৭ -৩৮১৲	৩৮৮৲-৩৮৪৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৫৬৪৲-৫৬৩॥০	৫৬৪॥০-৫৬১৲	৫৬২৲-৫৬০৲	৫৬০৲-৫৫৭৲	৫৫৫৲-৫৫৩৲	৫৬২৲-৫৫৮৲
কামারহাটি " " " ...	৮১০৲	৮১৩৲-৮১২৲	৮১৮৲-৮১২৲	৮২১৲	৮১৭৲-৮১৬৲	৮১৫৲
নদীয়া " " " ...	১৪৫৲-১৪৩॥০	১৪৬৲-১৪৩।০	১৪৪৸৵-১৪২॥০	১৪৭৲-১৪৩৲	১৪৬৲-১৪৪॥০	১৪॥০-১৪৪।০
প্রেসিডেন্সী " " " ...	১৪।০	১৪৶০-১৪৵০	১৪।০-১৪৶০	১৪৶০-১৪৵০	১৪।০-১৪৵০	১৪।০-১৪৶০
রিলায়েন্স " " " ...	৮৬৸০-৮৬॥০	৮৮৲-৮৭৲	৮৯॥৲-৮৮৵০	৯০৲৮৮৸৵০	৯০।০-৮৮৸০	৯১৲-৮৯৸৵০
কাঁকনাড়া " " " ...	৭০৪৲	৭০৪৲-৭০১৲	৭১২৲-৭০৬৲	৭১৪৲-৭১০৲	৭০৬৲	৭১৩৲-৭১২৲
হাওড়া " " " ...	৯৭/০-৯৬॥০	৯৮।০-৯৭/০	৯৯৸০-৯৮॥/০	৯৯৸৶০-৯৮।৵০	৯৮।৶০-৯৭৸৵০	৯৯।৵০-৯৭৸৶০
ডালহৌসী " " " ...	৪৪৩৲-৪৪২৲	৪৪৪॥০-৪৪১৲	৪৪১৲-৪৪০৲	৪৪৩৲	৪৪০৲	৪৪৮৲-৪৪২৲
বজবজ " " " ...	৬১৭৲-৬১২৲	৬১৫৲	৬১২৲-৬০৫৲	৬১৩৲-৬১২৲	৬১৬৲-৬১৩৲	৬১৬৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " " " ...	—	৩৪০৲	৩৪১৲	৩৫৮৲৩৫৩৲	৩৬১॥০-৩৫৯৲	৩৬২৲-৩৬০৲
এলায়েন্স " " " ...	৭৫৪৲	৭৫৫৲	৭৪৬৲-৭৪৫৲	—	—	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৬৲	১৬।০-১৫৸৵০	১৫৲	১৫৸০-১৫॥৵০	১৫॥৵০-১৫॥০	—
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪২৵০-৪১৸৵০	৪০৲	৩৯৸৵০-৩৯॥০	৩৯৸০-৩৯॥৶০	৪০৵০ ৩৯॥৶০	৩৯৸৵০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩২৸০-৩২৲	৩২।৶০-৩২৶০	৩২৸৶০-৩২৶০	৩২॥০-৩২৵০	৩২॥০-৩২৵০	৩২।৵০-৩২।০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " " ...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী " " " ...	—	৪৯৲-৪৮৲	৫০৲-৪৯৲	—	৫১॥০ ৫১৲	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	১১৵০	—	—	১১।০-১১৲	১১৵০	—
তেজপুর " " " ...	—	২১।৵০-২১।৴০	২১।৵০	২১।৵০	২১।৵০	২১।৵০
বিশ্বনাথ " " " ...	—	—	—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৫৵০-১৪৸৵০	১৫।৴০-১৫৵০	১৫।৴০	১৫॥০-১৫।৵০	১৫॥৵০-১৫॥০	১৫৸৵০-১৫৸০
বি আই কর্পোরেশন ...	—	৭॥০-৭।৶০	৭॥০-৭।০	৭॥০	৭।৵০	৭॥৴০-৭॥০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৭২৲-১৭৪৲	১৭৪৲	১৭২৲-১৭১॥০	১৭২৲	১৭৩৲-১৭১৲	১৭২৲-১৭১৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৫৲-১৪৸০	১৪৸৶০-১৪৸৴০	১৪৸৵০-১৪॥৵০	১৪৸৵০	১৫৴০-১৫৲	১৫।০১৫৲
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২১৯৲-২১৫৶০	২১৯॥০-২১৮৲	২১৮৲-২১৬৲	২১৭॥০	—	২১৭৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " " ...	২৩।০-২১৸৵০	২২॥৶০-২২৶০	২২।০-২১।৴০	২২৸৵০ ২১॥৵০	২২।৵০ ২২৵০	২২।৵০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	১২৲	—	১৩৲	—	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১০॥৴০	—	—	১০॥০	১০॥৵০	১০।০

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট
ফোন : বড়বাজার—৯৮৭

পাটনা সিটি শাখা ১১ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখ অফিস আছে।

চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

LOTUS brand OILS

The name you can trust

LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

আর মিত্রের ময়ূরমার্কা তিলতৈল

মাথা ঠাণ্ডা রাখে চুল উঠা বন্ধ করে

আর মিত্র — পারফিউমার

২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

কেশ গৌরব মালা নং ৩ ★★ বৈষ্ণব সাহিত্যে ★★

'চিকুর গলয়ে জল ধারা
সেহ বরিখে জনু মোতিম হারা'

বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রমুখ বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের প্রেমগীতি মুখরিত পদাবলী-সাহিত্য রসরচনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপিকাগণ প্রেমভক্তির খনি হ'লেও তাদের সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব বর্দ্ধনে কেশ-প্রসাধন ছিল অপরিহার্য্য।

সেদিন নীলাম্বরী পরিহিতা সম্ভ্রান্তা শ্রীরাধিকার সুদীর্ঘ কেশপাশ হ'তে শুভ্র মুক্তারাজির ন্যায় জলবিন্দু গড়িয়ে পড়ার শোভা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ভাবান্তর হ'য়েছিল—তিনি ভাবলেন যেন ঘন কৃষ্ণ মেঘ হ'তে মোতির মালা ঝ'রে পড়ছে। কেশ-শোভাবর্ণনায় বৈষ্ণব সাহিত্যে উপমার অন্ত নেই,—'চাঁচর চিকুর,' 'কবরী ভরে চামরী' 'সামর চামর কেশ,' 'পদমবিলম্বিত কেশ' প্রভৃতি পদবিন্যাস কেশ গৌরবেরই পরিচায়ক। এ যুগে 'হিমকল্যাণ' আপনার কেশের সে গৌরব, বৃদ্ধি করতে অতুলনীয়।

ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

মহোপকারী আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

UPCO HK-10

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

২৮-৯-৪৫ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল	২৮,১১,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	১,৯০,৪৪,০০০৲
আমানত	২,৯৮,৪৫,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	৩,৫১,৪২,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

দি

মার্চ্চেণ্টস ইউনিয়ন

ব্যাঙ্ক লিঃ

৩নং ম্যাঙ্গো লেন।

স্থাপিত—১৯৩২

নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।

সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিসকাউন্ট করা হয়।

ফিক্সড্ ডিপোজিট্ এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।

শেয়ার মার্কেটের যাবতীয় শেয়ার কেনাবেচা করা হয়।

হিলি শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এল, এ, মান্নান

লিলি বার্লি

আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

লিলি বিস্কুট

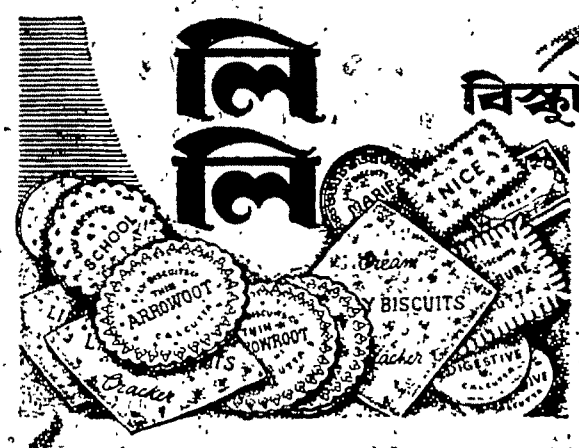

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382. REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 12th November, 1945. সোমবার, ২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৫২ [২৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতের কৃষিঋণ

১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি বৃটিশ ভারতে কৃষকদের ঋণভার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তাহা ৯০০ কোটি টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর এতদিন ঐ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যবিবরণ সংগ্রহ করিবার আর কোন ব্যবস্থা হয় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার সালিশী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া এদেশে কৃষিঋণ লাঘবের একটা চেষ্টা করেন। ইহাতে অনেক কৃষকের পুরাতন ঋণ কতক পরিমাণে মকুব হইয়া যায় ও বাকী অংশ কিস্তীবন্দী হারে পরিশোধের রীতি বিধিবদ্ধ হয়। এইভাবে ঋণের পরিমাণ কমিয়া বর্ত্তমানে কি পরিমাণে দাঁড়াইয়াছে তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। সুখের বিষয়, ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিভাগ একটি সাব কমিটি বসাইয়া এ বিষয়ে তদন্তকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন এবং সেই কমিটির রিপোর্ট সম্প্রতি তাঁহারা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ রিপোর্টে বাঙ্গলায় কৃষকদের বর্ত্তমান ঋণভার ৯৭ কোটি টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশে এই শ্রেণীর ঋণের পরিমাণ এইরূপ দেখানো হইয়াছে :—আসাম ২২ কোটি টাকা, বিহার ১৪৮ কোটি টাকা, বোম্বাই ৫৮ কোটি টাকা, মধ্যপ্রদেশ ৩৬ কোটি টাকা, মাদ্রাজ ২০০ কোটি টাকা, পাঞ্জাব ১৪০ কোটি টাকা এবং যুক্তপ্রদেশ ১২৪ কোটি টাকা। উড়িষ্যা, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কৃষিঋণ সম্পর্কে কোন বিবরণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। এই তিন প্রদেশ ছাড়া বাকী ৮ প্রদেশের মোট কৃষিঋণ ৮২৫ কোটি টাকা বলিয়া কমিটি সাব্যস্ত করিয়াছেন। ১৯৩১ সালে বৃটিশ ভারতের সমস্ত প্রদেশ মিলাইয়া মোট কৃষিঋণ ছিল ৯০০ কোটি টাকা। ১৯৪৫ সালে কয়েকটি প্রদেশ বাদেই বৃটিশ ভারতের ঐ ঋণের পরিমাণ ৮২৫ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে কৃষকদের ঋণভার আসলে কমে নাই বলিয়াই মনে হইতেছে। পুরাতন ঋণ মোচন হওয়ার সঙ্গে কৃষকেরা নূতন ঋণভারে জড়িত হইয়া পড়িতেছে বলিয়াই অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে সন্দেহ নাই।

এদেশের পল্লী অঞ্চলে চাষাবাদের প্রয়োজনে কৃষকদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। তাহার ফলে কৃষকেরা মহাজনের নিকট হইতে চড়া সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া এইভাবে গুরুতর ঋণভারে জড়াইয়া পড়িতেছে। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইতে কৃষকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের নিয়োজিত উপরোক্ত সাব কমিটি এদেশের গ্রামে গ্রামে উপযুক্ত সমবায় ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। উঁহাদের এই নির্দ্দেশ খুবই সঙ্গত। এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ হইলে সমবায় প্রথায় অল্প সুদে সময়োচিত ধার প্রদানের ব্যবস্থা হইয়া কৃষকদের ঋণের বোঝা ভবিষ্যতে অনেকটা লাঘব হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩০৫-১০
শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি	৬১১-১২
ভারতীয় শর্করা শিল্পের সমস্যা	৬১৩-১৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৬১৬
খেয়ালীর খাতা	৬১৭-১৮
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৬১৯-২৬
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৬২৭-২৮
বাজারের হালচাল—	৬২৯-৩৬

ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত ৬ই নবেম্বর, মঙ্গলবার শেষরাত্রে আত্রাই পুলের নিকট দার্জ্জিলিং মেল ও নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের ফলে এ পর্য্যন্ত ১০ জন লোক মারা গিয়াছে এবং ৫১ জন লোক অল্পাধিক আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ট্রেণ দুর্ঘটনা যেরূপ ঘন ঘন হইতেছে তাহাতে ট্রেণে চলাচল সম্পর্কে স্বভাবতঃই লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে বিহিটা ট্রেণ দুর্ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৫ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত ২৫টী বড় রকমের ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে বিভিন্ন প্রকার ট্রেণ দুর্ঘটনার ফলে ৬,৮৩৫ জন নিহত এবং ৯,৪৩৭ জন আহত হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় ঘটনার দুসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক তথাপি হতাহতের এই সংখ্যা আতঙ্কজনক।

যুদ্ধের সময় পুরাতন ইঞ্জিন প্রভৃতি ব্যবহার করিতে কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল একমাত্র এই অজুহাত দেখাইয়া মূলগত বহু সমস্যা এড়ানোর চেষ্টা করা নিন্দনীয়। বর্ত্তমান ট্রেণ দুর্ঘটনার কারণ কি তাহা আশা করি তদন্তে প্রকাশ পাইবে। কিন্তু ট্রেণ

Bicomby

গ্রাম :

P.C.B.Ld

ক্লি
য়া
রিং

— এর সুবিধাযুক্ত —

পাইওনিয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমগ্রভাবে দেখিলে আমাদের ইহাই মনে হয় বিপুল মুনাফা অর্জন করিয়াও রেল কর্ত্তৃপক্ষের যাত্রী ও কর্ম্মচারীদের প্রতি অত্যন্ত নিন্দনীয় অবহেলা ও ঔদাসীন্যই প্রধানতঃ এই সকল দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সহস্র সহস্র টাকা বেতন দিতে কর্ত্তৃপক্ষ কুণ্ঠিত নহেন, কিন্তু যাহাদের দৈনন্দিন পরিশ্রম ও সতর্কতার উপর লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জীবন ও ধন-প্রাণ নির্ভর করে তাহাদের সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের কার্পণ্যের অন্ত নাই। যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছে এই অজুহাতে ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ লোকের চাকুরী খতম করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। অথচ বিভিন্ন কারখানা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে একদিকে যেমন বেকার সমস্যার সমাধান হয় তেমনই আর একদিকে বাহিরের আমদানির উপর নির্ভর না করিয়া দেশের ভিতরেই রেলওয়ের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন বিভাগে অধিক সংখ্যায় এবং উপযুক্ত বেতনে লোক নিয়োগ করিলে খাটুনীর পরিমান হ্রাস এবং কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। ক্রমবর্দ্ধমান ট্রেণ দুর্ঘটনা নিবারণের এই গুলিই প্রকৃষ্ট উপায়।

ভারতের জাহাজী ব্যবসা

ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার আজিজুল হক তাঁহার এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতি সম্পর্কে অনেক আশা ভরসা দিয়াছেন। সমুদ্রপথে দূরবর্ত্তী দেশসমূহের সহিত ভারতের যে মাল আদান প্রদান হয় তাহাতে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ীদের স্থান অতি নগণ্য। জাহাজযোগে ভারতের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে ও ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের যে উপকূলবাণিজ্য পরিচালিত হয় তাহাতেও দেশীয় জাহাজ কোম্পানীর তুলনায় এখনও বিদেশী জাহাজ কোম্পানীরই বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাইতেছে। স্যার আজিজুল হক জানাইয়াছেন, ভবিষ্যতে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলি যাহাতে ঐ সব বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে ভারত গবর্ণমেণ্ট তৎবিষয়ে কার্য্যকরীভাবে উদ্যোগী হইবেন। এ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের মূল লক্ষ্য হইবে এইরূপ :—(১) ভারতের উপকূলবাণিজ্যে (সিংহল ও ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সহ) ভারতীয় জাহাজ ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের নিজ জাহাজে বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী যাত্রী ও মাল চলাচলের সুযোগ দেওয়া। (২) ভারতের নিকটবর্ত্তী দেশ—যথা ইরাক, ইরাণ, পূর্ব্ব আফ্রিকা ও মালয়ের সহিত জাহাজযোগে ভারতের যে বাণিজ্য হইতেছে তাহার একটি বড় অংশ ভারতীয় জাহাজ ব্যবসায়ীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা। (৩) সুদূর প্রাচ্যে জাপানী জাহাজের মারফতে যে বাণিজ্য পরিচালিত হইত, জাপানী জাহাজী ব্যবসা অচল হওয়ার সঙ্গে তাহার একটি অংশ ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ীদিগকে পাইতে দেওয়া। (৪) ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ড, ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও আমেরিকার যে বাণিজ্যগত আদান-প্রদান হয় তাহাতে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসাকে ন্যায্য স্থান অধিকার করিতে দেওয়া।

যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতি সম্পর্কে স্যার আজিজুল হকের এই সব উক্তি আমরা খুব ভরসার বিষয় বলিয়াই মনে করি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা বলা প্রয়োজন যে, ভারতীয় উপকূলবাণিজ্যে বর্ত্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের অংশ কিছু বেশী হইলেই এই বিষয়ে আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে না। জগতের অধিকাংশ দেশই তাহাদের উপকূলবাণিজ্য সর্ব্বতোভাবে নিজেদের জাহাজী ব্যবসায়ের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া থাকে। এদেশের উপকূলবাণিজ্য সেভাবে ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার আজও কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। ফলে দেশীয় জাহাজী কোম্পানীগুলির সহিত অবৈধ ও অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিয়া এদেশের উপকূল বাণিজ্যের বেশীর ভাগ অংশই বিদেশী জাহাজ কোম্পানী সমূহ নিজেদের আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে ও ভারতের সহিত সিংহল ও ব্রহ্মদেশের যে উপকূলবাণিজ্য পরিচালিত হয় তাহাতে প্রায় ১৬২ কোটি টাকার মালপত্র আদান প্রদান হইয়া থাকে (১৯৩৫-৩৬ সালের হিসাব)। এই পরিমাণ মালপত্রের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগই শুধু দেশীয় কোম্পানীর জাহাজ দ্বারা চলাচল হইয়া থাকে। বাকী সমস্ত ভাগই বিদেশী কোম্পানীর জাহাজ দ্বারা চলাচল করা হয়। উহাতে উপকূলবাণিজ্যের মোটা লাভই বিদেশী বণিকদের হাতে যায়। ভারতের উপকূলবাণিজ্যে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীসমূহের এই কায়েমী প্রভাব আমাদের জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে খুবই ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভবিষ্যতে ভারতের উপকূলবাণিজ্যে দেশীয় জাহাজ ব্যবসায়ীদের অংশ কিছু বাড়াইলেও তাহা দ্বারা আমাদের জাতীয় দাবী পরিপূরিত হইবে না। বিদেশী বণিকদের হটাইয়া দিয়া এই ব্যাণিজ্য সর্ব্বতোভাবে দেশীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করা যদি ভারত সরকারের অভিপ্রেত হইয়া থাকে তবে সে সম্পর্কে অবিলম্বেই সুসঙ্কল্পিত কার্য্যনীতি, অবলম্বন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া

বাঙ্গলায় এবার অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির ফলে বহুস্থানে ফসল হয় নাই অথবা নষ্ট হইয়াছে। গত দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড আঘাতে বাঙ্গলার কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর একটা বিরাট অংশ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলায় ফসল উৎপাদনের উপর ইহার প্রতিক্রিয়াও উপেক্ষণীয় নহে। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে বাঙ্গলার ফসলের এই আশঙ্কাজনক অবস্থা স্বীকার করিতে না চাহিলেও পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করিয়া বাঁকুড়ার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের কিছুটা চৈতন্য হইয়াছে। বাঁকুড়ায় বর্ত্তমানে দ্রুত চাউল প্রেরণ করা হইতেছে এবং নবেম্বর মাসের মধ্যেই প্রায় ২ লক্ষ ৬৫ হাজার মণ চাউল প্রেরিত হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যে ভারত-সরকারও প্রয়োজন হইলে ১৯৪৬ সালে বৃহত্তর কলিকাতার জন্য খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহাতে দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক অনেকটা প্রশমিত হইবে। কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী মূল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করিয়া এইরূপ বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড ভাবে বিপদ এড়াইবার চেষ্টা করিলে জনসাধারণের জীবন নিরাপদ হইবে না। আমাদের মতে গবর্ণমেণ্টের অবিলম্বে নিম্নলিখিত কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করা উচিত :—(১) দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বা অন্নাভাবগ্রস্ত অঞ্চলে অবিলম্বে চাউল প্রেরণ এবং বিতরণের সুব্যবস্থা করা, (২) কৃষকদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য দান করিয়া ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, (৩) ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি চাউল রপ্তানীকারী দেশগুলি হইতে চাউল আমদানির জন্য উপযুক্তসংখ্যক জাহাজাদির ব্যবস্থা করা।

জাহাজের অভাবে চাউল আমদানির অসুবিধার অজুহাত যখন গবর্ণমেণ্ট তুলিতেছেন ঠিক তখনই জাপানী জাহাজগুলির উপর মার্কিন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ আণবিক বোমার শক্তি পরীক্ষার মতলব ভাঁজিতেছেন। এশিয়ার জনগণকে লইয়া মিত্রপক্ষের এই নির্ম্মম পরিহাস আর কতদিন চলিবে?

বাঙ্গলায় দুগ্ধবতী গাভী আমদানীর সমস্যা

পাঞ্জাব সরকার বাঙ্গলা সরকারের নিযুক্ত ব্যবসায়ীকে পাঞ্জাব হইতে দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ ক্রয় করিবার অনুমতি দেন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। পাঞ্জাব সরকার প্রথমে নিষেধাজ্ঞা জারী করিলেও পরে প্রতি মাসে বাঙ্গলায় এক হাজার দুগ্ধবতী গো-মহিষ রপ্তানী করিতে রাজী হইয়াছিলেন অকস্মাৎ তাঁহাদের এই মতপরিবর্ত্তনের কারণ কি তাহা জানা যায় নাই। বিহার সরকার এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় গো-মহিষ রপ্তানী সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন নাই।

বাঙ্গলায় দুগ্ধের অভাবে শিশুরা ধুঁকিয়া মরিতেছে, বিদেশী গোয়ালারা কলিকাতায় দুগ্ধের পরিবর্ত্তে শ্বেতবর্ণ জল বিক্রয় করিয়া হাজার হাজার টাকা মুনাফা লুটিতেছে, তথাপি নিয়ন্ত্রিতভাবে দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ রপ্তানী করিতেও পাঞ্জাব ও বিহার সরকার গররাজী। আমরা এই মনোভাবের নিন্দা করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ত্রুটিবিচ্যুতি

ভারতে 'চার্টার্ড' ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া অষ্ট্রেলিয়া এণ্ড চায়না'র চীফ এডভাইজর মিঃ ডি লেইড্‌ল এই ব্যাঙ্কের কাজ হইতে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কাজে তাঁহার ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। ভারত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এক সাংবাদিক বৈঠকে সেই অভিজ্ঞতা হইতে তিনি এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের অনেকগুলি ব্যাঙ্ক, বিশেষ করিয়া যে সব ব্যাঙ্ক অধুনা স্থাপিত হইয়াছে, নানা ঝুঁকিদারী কাজকারবারে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিতেছে এবং তাহা দ্বারা নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা নিয়া নানা জিনিষপত্র কিনিয়া ব্যবসায়ীরা দাম চড়িবার আশায় তাহা ধরিয়া রাখে। আকস্মিকভাবে দাম পড়িয়া গেলে তাহাদের ও ব্যাঙ্কের ক্ষতি অনিবার্য্য হইয়া দেখা দেয়। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে হইলে এই শ্রেণীর কারবারে অর্থ নিয়োগের রীতি বন্ধ করা উচিত। বর্ত্তমানে ইনসলভেন্সি আইনে নানারূপ গলদ থাকায় দেউলিয়া ব্যবসায়ীরা অতি সহজে তাহাদের দায় হইতে অব্যাহতি পায়। ইনসলভেন্সি আইনে কতকগুলি কড়া বিধান সংযোজিত করিয়া সেভাবে লোকের অব্যাহতি পাওয়ার সুযোগ খর্ব্ব করা কর্ত্তব্য। তাহা ছাড়া মিঃ লেইডল বলেন, উপযুক্ত আয়ের সুবিধা না হইলেও ভারতে অনেক ব্যাঙ্ক অংশীদারদিগকে বেশী লভ্যাংশ দেওয়ার ঝোঁক দেখাইয়া থাকে। প্রথমে উপযুক্ত মজুত তহবিল গড়িয়া না তুলিয়া এইভাবে লভ্যাংশ প্রদান করিতে যাওয়া অসঙ্গত। যতদিন পর্য্যন্ত কোন ব্যাঙ্ক তাহাদের মূলধনের অন্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগ অনুপাতে মজুত তহবিল গঠনে সমর্থ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে লভ্যাংশ ঘোষণা করার সুযোগ দেওয়া অনুচিত। এদেশের অনেক নূতন ব্যাঙ্ক তাহাদের পরিচালকদের নির্দ্দেশে তাহাদের লাভের সুবিধার জন্য নানা কাজে অর্থ নিয়োগ করিতেছে। পরিচালকেরা যে সব কোম্পানীর সহিত জড়িত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের টাকা সেই সব কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে নিয়োজিত হইতেছে। ব্যাঙ্কের অংশীদার ও আমানতকারীদের স্বার্থের দিক হইতে এই শ্রেণীর কার্য্য মোটেই নিরাপদ বলা যায় না। নূতন বীমা আইনের বিধান অনুসারে ভারতে বীমা কোম্পানীর ব্যালান্স সীটে তাহাদের দাদনী টাকার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের দাদন সম্পর্কে পরিপূর্ণ নজর রাখিবার জন্য বীমা কোম্পানীর মত ব্যাঙ্কের দাদনী টাকা সম্পর্কেও উহাদের ব্যালান্স সীটে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার বাধ্যতামূলক নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ আলোচনা করিতে গিয়া মিঃ লেইড্‌ল বলেন—এদেশের অনেক ব্যাঙ্কব্যবসায়ী এদেশ হইতে বিদেশী বিনিময় ব্যাঙ্কগুলিকে হটাইয়া দিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু বিদেশী বিনিময়ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের বিবেচনাসম্মত পরিচালনা ও সুবিন্যস্ত কার্য্যধারার বলে যে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে সহজে তাহাদের স্থান অধিকার করা ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ যদি সেদিক দিয়া প্রকৃত অগ্রগতি দেখাইতে চায় তবে প্রথমে উপরোক্ত ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার দিকে তাহাদিগকে আন্তরিকভাবে মনোযোগী হইতে হইবে।

মিঃ লেইড্‌ল যে-সব ত্রুটিবিচ্যুতির কথা বলিয়াছেন এদেশে অনেকগুলি ব্যাঙ্কের না হইলেও কতগুলি ব্যাঙ্কের কার্য্যধারায় সে সব ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে এই শ্রেণীর গলদ যে দূর করা প্রয়োজন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা বিদেশী বিনিময়ব্যাঙ্কগুলিকে হটাইয়া দিয়া আজও যে তাহাদের স্থান অধিকার করিতে পারিতেছে না উপরোক্ত ত্রুটিবিচ্যুতিই তাহার প্রধান কারণ নহে। ভারতে বিদেশী ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা সম্প্রসারণ সম্পর্কে এদেশের গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নানা দিক দিয়া অহেতুক সুযোগ-সুবিধা দিতেছেন। সেই পক্ষপাতিত্বের জন্যই উহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা দেশীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদেশী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের বিশ্বস্ত একজন এজেণ্ট হিসাবে মিঃ লেইড্‌ল সে প্রতিবন্ধকের কথা চাপিয়া যাওয়াই সুবিবেচনার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিয়াছেন। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কল্যাণ দেখিতে হইলে সে প্রতিবন্ধক অনতিবিলম্বে অপসারিত হওয়া প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ-চালিত রেলওয়ে

বিংশ শতাব্দীর শিল্প সভ্যতার মূলভিত্তি যে বিদ্যুৎ ইহা অস্বীকার করা যায় না। যুদ্ধোত্তর ভারতের শিল্পোন্নতি বহুল পরিমাণে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর নির্ভর করিবে ইহাও বলা বাহুল্য। বিদ্যুতের ব্যবহারের দ্বারা একদিকে যেমন কয়লা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের অযথা অপচয় নিবারণ করা যায় তেমনই আর একদিকে ঐ সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযোগ্য ব্যবহারেও লাগানো যায়। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া স্যার পদমজী পি, গিনওয়ালা "রেলওয়ের বিদ্যুতীকরণের দ্বারা শিল্প সম্প্রসারণ" নামক যে পুস্তিকা রচনা (ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের কলিকাতা শাখার উদ্যোগে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র) করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত গিনওয়ালা প্রথমতঃ কয়লার খনি অঞ্চলে বিদ্যুৎ-চালিত রেলওয়ে প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

উহার ফলে কয়লা অপচয় নিবারিত হইবে। ভারতের কয়লা সম্পদ অপরিমেয় নহে এবং বিশেষজ্ঞদের মতে নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যেই কয়লা নিঃশেষিত হইবে। রেলওয়েগুলি বৎসরে ৮০ লক্ষাধিক টন কয়লা ব্যবহার করে। কয়লা হইতে উৎপাদিত তাপ-শক্তির শতকরা মাত্র চার ভাগ রেলওয়ের কাজে লাগে। ইহা হইতেই অপচয়ের পরিমাণ যে কী বিপুল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কয়লা হইতে আলকাতরা, বেনজিন, এ্যামোনিয়া প্রভৃতি বহুবিধ অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কাজেই কয়লার ঐরূপ অপচয়ে এই সকল জিনিষ হইতেও দেশ বঞ্চিত হয়। শ্রীযুক্ত গিনওয়ালা দেখাইয়াছেন যে, কলিকাতা হইতে মোগলসরাই পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেন প্রবর্ত্তন করা সম্ভব। এই অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ নিকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লা বিক্রয় করা লাভজনক নহে। অথচ এই কয়লা হইতে ঐ সকল অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেন প্রবর্ত্তিত হইলে বাঙ্গলা ও বিহারের রেল লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে সহজে এবং সস্তায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সম্ভব হইবে। শ্রীযুক্ত গিনওয়ালার এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মফঃস্বলের সহরগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ-প্রবাহের জন্য জনসাধারণকে যে হারে মূল্য দিতে হয় তাহাতে বর্ত্তমান অবস্থায় মফঃস্বলের, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের লোকের পক্ষে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এরূপ অবস্থায় রেলওয়েতে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইলে রেল লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম্য জনসাধারণ সস্তায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পাইবে এবং শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সকল দিকেই ইহার ফল দূরপ্রসারী হইবে। বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেন প্রবর্ত্তিত হইলে যাত্রীরাও কয়লার ধোঁয়া ও গুঁড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। যাত্রীদের নিকট হইতে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যে বিপুল মুনাফা করিতেছেন সেদিক হইতেও যাত্রীদের সুখ-সুবিধার কথা তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত।

গঙ্গা, শোন, দামোদর ও বরাকর নদী হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাও শ্রীযুক্ত গিনওয়ালা পরিষ্কারভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। দামোদর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া গভর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে এই সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পদমজীর হিসাবে বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেন প্রবর্ত্তনের মোট খরচ পড়িবে ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ব্যয় হইবে ৪৭ লক্ষ টাকা। রেলওয়ের আয়ের তুলনায় এই ব্যয় কিছুই নহে। শ্রীযুক্ত গিনওয়ালার প্রস্তাব ভারত সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

খনিগর্ভে নারী শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ

যুদ্ধের সময় শ্রমিকের অভাবের অজুহাতে খনিগর্ভে নারী শ্রমিক নিয়োগ সম্পর্কে যে বিধিনিষেধ ছিল তাহা সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছিল। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হইয়াছে যে, ১৯৪৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে উক্ত বিধিনিষেধ পুনরায় বলবৎ হইবে।

খনিগর্ভে পদে পদে যেরূপ বিপদের আশঙ্কা এবং যে ধরণের পরিশ্রমসাধ্য কাজ করিতে হয়, তাহাতে নারী শ্রমিকদের তথায় কাজ করিতে দেওয়া আদৌ সঙ্গত নহে। শ্রমিক মঙ্গল সংক্রান্ত আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট খনিগর্ভে

নারী শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ-কালীন অসুবিধার অজুহাতে উক্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের সমালোচনার পাত্র হইয়াছিলেন। খনির মজুরদের অবস্থার উন্নতি সাধনের সুব্যবস্থা না করিলে মূল সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। নারী শ্রমিক নিয়োগের দ্বারা শ্রমিক সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই, পরন্তু আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ করা হইয়াছে এবং অমানুষিকতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। খনিসমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্ত্তন, শ্রমিকদের মজুরী ও অন্যান্য বিষয়ে সুবিধাদান প্রভৃতির দ্বারাই উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে এই দিকে নজর দিলে সমস্যার সমাধান হইবে।

গবর্ণমেণ্ট খনিগর্ভে নারী শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ পুনরায় বলবৎ করিবার বিজ্ঞপ্তি দিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শ্রমিক পরিবারের গড় আয় হ্রাস পাইয়া আর্থিক সঙ্কটের সৃষ্টি না করে তৎসম্পর্কেও গবর্ণমেণ্টকে অবহিত হইতে হইবে।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

হায়দরী মিশনের মারফতে ইংলণ্ড হইতে ভারতে বেশী পরিমাণে বিলাতী জিনিষ আমদানীর যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যে শোচনীয় অবনতির সূচনা দেখা গিয়াছে। গত এপ্রিল ও মে মাসে ভারতীয় মালের রপ্তানীর তুলনায় ভারতে বাহির হইতে বেশী মালপত্র আমদানী হইয়াছিল ও তাহার ফলে বহির্ব্বাণিজ্যের মোট হিসাবে ঐ দুই মাসে যথাক্রমে ভারতের ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ও ৪ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত (রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর আধিক্য) দাঁড়াইয়াছিল। সম্প্রতি ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গত জুন মাসের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ দিক দিয়া অবস্থার গতি আরও অধিক শোচনীয় হইয়া দেখা দিয়াছে। ঐ মাসে ভারতে বিদেশ হইতে মোট ২৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছে। অপর দিকে ভারত হইতে বাহিরে মাত্র ১৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। ফলে ঐ মাসে রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর ৫ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা আধিক্য দাঁড়াইয়াছে। জুন মাসে যে সব জিনিষের আমদানী বাড়িয়াছে তাহার মধ্যে খনিজ তৈল, পশম, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কাগজ এবং লোহা ও ইস্পাত প্রধান। গত মে মাসে বাহির হইতে ৬ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার খনিজ তৈল আসিয়াছিল। জুন মাসে তাহার আমদানী ৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। এবার খাদ্যদ্রব্য, তুলা ও যন্ত্রপাতির আমদানী পূর্ব্ব মাসের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। বর্ত্তমান খাদ্যাভাবের দিনে বাহির হইতে খাদ্যসামগ্রীর যোগান পাওয়া খুবই দরকার। কাপড় তৈয়ারের জন্য এদেশে বিদেশী তুলার আমদানী বৃদ্ধির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া এ দেশের শিল্পোন্নতি গড়িয়া তুলিবার জন্য লোকে বাহির হইতে উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি আনাইবার দাবী করিতেছে। বেশী পরিমাণে এই সব জিনিষ আমদানী করিয়া যদি ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দাঁড়াইত, তবে তাহা কতকটা সান্ত্বনার বিষয় হইত। কিন্তু লোকের প্রয়োজন সত্ত্বেও দেশে ঐ সমস্ত দ্রব্যের আমদানী হ্রাস পাইতেছে। দেশে কাগজ, রসায়ন দ্রব্য ও ঔষধ প্রভৃতির প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে, কাজেই ঐ সবও যে বেশী পরিমাণে আমদানী করা দরকার তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ভারতে প্রয়োজন মত লোহা ও ইস্পাত তৈয়ারের যেখানে প্রকৃত সম্ভাবনা রহিয়াছে সেখানে ঐ বিষয়ে সুব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া বাহির হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া বেশী পরিমাণে লোহা ও ইস্পাত আমদানীর কি যৌক্তিকতা আছে তাহা আমরা বুঝি না।

পূর্ব্বে আমদানী বাণিজ্যের তুলনায় রপ্তানী বাণিজ্য সর্ব্বদাই বেশী হইত, আর সে অনুকূল উদ্বৃত্ত দ্বারা ভারতবর্ষ বিশেষভাবে লাভবান হইত। এক্ষণে ভারতের আমদানী বাণিজ্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু ঐ সঙ্গে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বাহিরে বিলাতী পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা সম্পর্কে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতেছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ নির্দ্দেশে ভারত সরকার এদেশে বিলাতী মাল কাটতির জন্য হায়দরী মিশনের মারফতে ইতিমধ্যে তাহাদের সহিত একটি চুক্তিও করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু বাহিরে কোন দিক দিয়া এদেশীয় পণ্যের রপ্তানীর সুযোগ বৃদ্ধি করিতে তাঁহারা এখনও কোন চেষ্টা করিতেছেন না। ইঁহাদের এই অদূরদর্শী নীতির জন্য বহির্ব্বাণিজ্যের অনুকূল উদ্বৃত্তের ভিতর দিয়া ভারতের উপর নূতন বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে। এই বিপদ সম্বন্ধে সজাগ হইয়া এখন হইতে তৎপ্রতিকারে যত্নপর হওয়া ভারত সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য।

রাজপথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে যানবাহন সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষৎ ও যানবাহন সংক্রান্ত নীতিনির্দ্ধারণ কমিটির সভায় যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজপথসমূহ নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী আছেন। ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ পথ জাতীয় রাজপথ বলিয়া অভিহিত হইবে। ভারত সরকারের এই প্রস্তাবের দুইটী দিক আছে। প্রথমতঃ বর্ত্তমান রাজপথগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নূতন নূতন রাজপথ নির্ম্মাণের দ্বারা সমগ্র দেশের যোগাযোগব্যবস্থা আরও ঘনিষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হইবে, ফলে আর্থিক উন্নতির পথ সুগম হইবে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধোত্তরকালে যে বেকার-সমস্যা দেখা দিতেছে তাহার অনেকটা সমাধান হইবে। তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রধান প্রধান রাজপথগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করিলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট অনেকখানি দায়িত্ব হইতে রেহাই পাইবেন এবং পল্লী-অঞ্চলের রাস্তাগুলির দিকে মন দিতে পারিবেন। উল্লিখিত পরিকল্পনায় জাতীয় রাজপথসমূহ বলিতে আন্তঃপ্রাদেশিক এবং দেশীয় রাজ্য ও বৃটিশ ভারতের মধ্যস্থিত রাজপথগুলি বুঝাইতেছে। ঐ সকল রাজপথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ হাজার মাইল। উহার মধ্যে বৃটিশ ভারতের এলাকার ভিতর ১৫ হাজার মাইল এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের এলাকার মধ্যে ৩ হাজার মাইল রাজপথ ধরা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ী পর্য্যন্ত একটী নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের পরিকল্পনাও স্থান পাইয়াছে।

বর্ত্তমান রাজপথসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও নূতন নূতন রাজপথ নির্ম্মাণের ফলে যাহাতে রেল ও বাস কোম্পানীগুলির মধ্যে অযথা প্রতিযোগিতার ফলে উভয় পক্ষের ক্ষতি না হয় তজ্জন্য যুক্ত বাস ও রেল কোম্পানী গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—ঢাকা, রেনারস ও বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ)
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস :—
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪
গ্রাম—যেশখু

শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল,
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
২৫শে জুলাই খুলনা শাখা খোলা হইয়াছে।
যশোহর, নড়াইল ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

অধিকাংশ প্রদেশই এই নীতি মানিয়া লইয়াছেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বর্ত্তমান রাজপথগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন।

রাস্তা নির্ম্মাণ ও মেরামতের জন্য ইতিমধ্যেই বৃটেনে প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের এক হাজার রোলারের অর্ডারও দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে রোলার নির্ম্মিত হয় ইহাই নাকি গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা, তবে উহার জন্য রাজপথ নির্ম্মাণ ও সংস্কারের পরিকল্পনা যাহাতে পড়িয়া না থাকে তজ্জন্যই এক হাজার রোলারের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সদিচ্ছা বিজ্ঞাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাইতেছে যে, অষ্ট্রেলিয়ার কারখানাগুলির নিকট হইতে তিন হাজার রোলারের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। সরকারী সদিচ্ছার অর্থ কি?

রাজপথ সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনার আমরা বিরোধী নই এবং দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান বিশেষ প্রয়োজন বলিয়াও আমরা মনে করি, কিন্তু এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত ও অশোভনীয় ব্যস্ততা আমাদের মনে বিস্ময় ও সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছে। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধানই আমাদের দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকল্পনা কৃষি ও শিল্প-সংক্রান্ত পরিকল্পনার অংশ মাত্র। কিন্তু কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধানের মূল পরিকল্পনার প্রতি কোন দৃষ্টি না দিয়া গবর্ণমেণ্ট একটি আংশিক পরিকল্পনার দিকে এত নজর দিলেন কেন? এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বৃটেনে ইতিমধ্যেই কোটি কোটি টাকার জিনিষের ফরমায়েস দেওয়া হইতেছে, কিন্তু ভারতীয় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কলকব্জা আমদানীর সময়েই বাধা ও অসুবিধার অন্ত নাই। গবর্ণমেণ্ট সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করুন, ইহাই আমরা চাই।

বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ অবসানের আশা নাই

দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া যখন বাঙ্গালীর মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে ঠিক তখনই বাঙ্গলায় বস্ত্র-সঙ্কট আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই আরও কঠিন আকার ধারণ করিবে বলিয়া আভাষ পাওয়া গিয়াছে। বোম্বাই হইতে "অমৃতবাজার পত্রিকা"র নিজস্ব প্রতিনিধি জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলার ন্যূনতম প্রয়োজন হইতেছে মাসে ১২ হাজার বেল ধুতি ও শাড়ীর, কিন্তু টেক্সটাইল এসোসিয়েশন এবং বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধিরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও মাসে ৪ হাজার বেলের অধিক কাপড় আমদানীর ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। বাকী ৮ হাজার বেল ঘাটতি যে কি ভাবে পূরণ করা যাইবে তাহা সরকারী কর্ম্মচারীরাও বলিতে পারেন না।

এই বিপুল পরিমাণ ঘাটতির কারণ দর্শাইতে গিয়া জনৈক সরকারী মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, মিলমালিকরা অধিক মুনাফার জন্য রঙ্গীন ও ছাপা শাড়ী অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিতেছে। টেক্সটাইল কনট্রোল বোর্ড যে সকল তাঁতে ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত হইতেছে সেগুলির সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ করিলেও প্রকৃতপক্ষে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ইতিপূর্ব্বেই ঐ সকল তাঁতের শতকরা ৫০ ভাগ ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুতের জন্য নিযুক্ত ছিল; কাজেই উক্ত সুপারিশের ফলে শতকরা ১০ ভাগ মাত্র তাঁত বেশী পাওয়া যাইবে। উক্ত মুখপাত্র বলেন যে, আগামী বৎসরের জন্য সামরিক বিভাগের বিপুল পরিমাণ বস্ত্রাদির অর্ডার থাকায় এবং ৪০ কোটি গজ কাপড় রপ্তানীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বস্ত্রাভাব অনিবার্য্য।

ভারতবর্ষের সহরে ও গ্রামে কোটি কোটি নরনারী যখন আদিম যুগের মানুষের মত উলঙ্গ বা অর্দ্ধোলঙ্গ থাকিতে বাধ্য হইতেছে এবং লজ্জা নিবারণে অক্ষম হইয়া গ্রামে গ্রামে বহু নারী আত্মহত্যা করিতেছে তখন বস্ত্র-সমস্যার সমাধানে এইরূপ নির্লজ্জ ও হৃদয়হীন ঔদাসীন্য একমাত্র ভারত সরকার ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও গবর্ণমেণ্ট দেখাইতে সাহসী হইত কি না সন্দেহ।

মিলমালিকরা অতিরিক্ত মুনাফার জন্য যদি সত্যই অধিক পরিমাণে রঙ্গীন ও ছাপা শাড়ী প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী গবর্ণমেণ্ট কি তাহা বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না? গবর্ণমেণ্টের অব্যবস্থা বা অকর্ম্মণ্যতার জন্য মিলমালিকদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সরকারী মুখপাত্রের নাকী কান্নার কারণ আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ মিটিয়া যাইবার পরও সামরিক বিভাগের বিপুল অর্ডার বহাল রাখিবার কি কারণ আছে? বিদেশী সৈন্যরা নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। আমেরিকা ও বৃটেনের ন্যায় শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলির সৈন্যদের (বিশেষ করিয়া যুদ্ধাবসানের পর) পরিচ্ছদ যোগাইবার জন্য শিল্পে অনুন্নত দরিদ্র ভারতের বস্ত্রখণ্ড লইয়া টানাটানি করা হইতেছে কেন?

তৃতীয়তঃ, ভারতের বস্ত্রশিল্পকে পঙ্গু করিয়া বিলাতী কাপড় আমদানীর ষড়যন্ত্র যখন বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে ঠিক তখনই আবার ভারতের জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া ভারতবর্ষের মিলজাত ৪০ কোটি কাপড় বাহিরে রপ্তানী করিতে দিবার অর্থ কি? ভারতের সামান্য পরিমাণ বস্ত্র দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য রাখিয়া বৃটেন ও আমেরিকাই ত আপাততঃ বস্ত্র রপ্তানীর ভার লইতে পারেন।

মোটের উপর আমরা সরকারী নীতির কোন হদিশ খুঁজিয়া পাইতেছি না। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি উদাসীন বিদেশী আমলাতন্ত্রের নীতি কখনই কল্যাণকর হইতে পারে না, ইহা জানিয়াই আমরা দাবী করিতেছি যে, নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ ব্যতীত সামরিক বিভাগের কাপড়ের সমস্ত অর্ডার বাতিল করিয়া দেওয়া হউক এবং বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হউক। ইহার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবিলম্বে শিথিল করিয়া এবং যত শীঘ্র সম্ভব তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া, যন্ত্রপাতি আনয়নের সুবিধা দিয়া বস্ত্রশিল্প সম্প্রসারণের সর্ব্ববিধ সুযোগ দেওয়া হউক।

শিক্ষকদের দাবী

গত ২রা নভেম্বর কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষকগণের দাবী সম্পর্কে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উল্লেখযোগ্য :—(১) প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকুরীর উন্নতি বিধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে হইবে—(ক) বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত (Trained) প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মাসিক অন্যূন ৫০৲ টাকা এবং বিশেষ শিক্ষাহীন (untrained) শিক্ষকদের জন্য মাসিক অন্যূন ৪০৲ টাকা বেতন বা মাসোহারা, (খ) অবিলম্বে প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা, (গ) মনিঅর্ডার কমিশন বাদ না দিয়া নিয়মিতভাবে মাসের শেষভাগে শিক্ষকদের বেতন বা মাসোহারা দিয়া দেওয়া, (ঘ) কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন

মূল্য কমিল !!!

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, মাদার টিংচার, স্পিরিট, সুগার অব্ মিল্ক, বাইওকেমিক ট্রিটুরেশন ও ট্যাবলেট, গ্লোবিউল, ব্ল্যাঙ্ক ট্যাবলেট, ডিস্কেট, শিশি, কর্ক, আলফালফা টনিক, সিনেরেরিয়া মেরিটিমা (সাক্কাস), মেল্লোলা টনিক, ট্যাবলেট ইত্যাদি।

মূল্য তালিকা বিনামূল্যে।

প্রস্তুতকারক : হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং কোং

ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ও প্রধান অফিস—৪২,৫৬ ও ৫৭, সাউথ এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ৩৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বেনারস ব্রাঞ্চ : গোধুলিয়া, বেনারস সিটি, ইউ, পি।

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল

— ব্যাঙ্ক লিঃ —

হেড অফিস :—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

বড়বাজার (কলিকাতা), দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, চৌমুহনী, বসুরহাট, কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, সিরাজদীঘা, রাজাপাড়া, জামুগুড়িহাট, রহা, রাসড়া, আজমীর, হিঙ্গলগঞ্জ, বেওয়াড়।

বহুবাজার শাখা :—১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে শীঘ্রই খোলা হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার : মিঃ আর, চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ জে, ভৌমিক

অভিযোগ থাকিলে যথাযোগ্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক তাহার তদন্ত না করিয়া এবং এক মাসের নোটিশ না দিয়া সেই শিক্ষককে অপসারণ করা চলিবে না, (ঙ) কোন শিক্ষককে বিনা দোষে অপসারণ করা হইলে তিনি যত বৎসর চাকুরী করিয়াছেন তত মাসের বেতন তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হইবে, (চ) সরকারী নিয়মানুসারে শিক্ষকগণকে ছুটি দিতে হইবে। (২) যতদিন পর্য্যন্ত উপরিউক্ত বেতনের হার প্রবর্ত্তিত না হইতেছে, ততদিনের জন্য প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষকের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা বিশেষ বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তদুপরি প্রত্যেক শিক্ষককে আরও ১৫৲ টাকা হিসাবে মাসিক মাগ্‌গী ভাতা দিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ। সমস্ত সভ্য ও স্বাধীন দেশে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি নাই, কিন্তু সভ্য ইংরাজ জাতির শাসনাধীনে ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা লক্ষ্য করিলে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। যে শিক্ষকদের হাতে জাতির শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবে তাহাদের শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিলে অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। অধ্যাপক নাজিমুদ্দীন সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, যেখানে স্কুল বোর্ড আছে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষকরা মাসিক ১৮৲ হইতে ২১৲ টাকা এবং যেখানে স্কুল বোর্ড নাই সেখানে শিক্ষকরা মাসিক ৫৲ হইতে ৭৲ টাকা মাত্র বেতন পাইয়া থাকেন। এই আয়ে জীবনধারণ করাই কঠিন—ভদ্রভাবে জীবনধারণ করা ত দূরের কথা। বিংশ শতাব্দীতে এই অবস্থা এখনও যে গবর্ণমেণ্ট বজায় রাখিয়াছেন তাঁহাদের দেশ শাসনের অধিকার আছে কি না এই প্রশ্ন তুলিবার যেমন সময় আসিয়াছে তেমনই যে দেশের জনসাধারণ আজ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাকে সহ্য করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাদেরও মাথা তুলিয়া উহার আমূল পরিবর্ত্তন দাবীর সময় উপস্থিত হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যূনতম দাবীগুলি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

মার্কিন সামরিক হাসপাতাল

বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ৭টী মার্কিন হাসপাতালের মধ্যে ৪টী হাসপাতালের ঔষধপত্র ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিতে রাজী হইয়াছেন। বাঙ্গলার ন্যায় রোগব্যাধিপীড়িত প্রদেশে আরও হাসপাতাল ও ঔষধপত্রের যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। মার্কিন হাসপাতালের জিনিষপত্র হাতছাড়া না করিয়া বাঙ্গলা সরকার সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। তবে আমরা মার্কিন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এগুলি বিনামূল্যে দিবেন বলিয়াই আশা করিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সম্পর্কে একটী আবেদনও প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা ব্যবসায়পটু মার্কিনীদের হৃদয় স্পর্শ করে নাই।

যুদ্ধব্যপদেশে দীর্ঘকাল এদেশে থাকিয়া দুর্ভিক্ষ ও মহামারী-বিধ্বস্ত বাঙ্গলার জনসাধারণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াও মার্কিন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এইটুকু উদারতা ও সহানুভূতি দেখাইতে পারিলেন না, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়।

ভারতে বাণিজ্য প্রসারে ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধ

মার্কিন ব্যবসায়ীদের ভারত গমনের ছাড়পত্র দেওয়া সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিধিনিষেধ আরোপ করায় মিঃ এডমণ্ড সেলার নামক মার্কিন কংগ্রেসের জনৈক সভ্য উহার পাল্টা জবাবে বৃটিশ ব্যবসায়ীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসিতে না দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি মার্কিন সহকারী সচিব মিঃ ক্লেটনের নিকট ঐ সম্পর্কে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের লোকেরা "আমাদের পুঁজি ও মালপত্র চাহিতেছে এবং ভারতে উহার গুরুতর অভাব রহিয়াছে। কিন্তু মার্কিন ব্যবসায়ীরা যাহাতে ভারতে গিয়া তাহাদের মাল দেখাইতে ও বিক্রয় করিতে না পারে তজ্জন্য বৃটেন দৃঢ়সঙ্কল্প।" মিঃ সেলার বলেন যে, ভারতের পাওনা ডলারের অতি সামান্য অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ভারতের পাওনা রহিয়াছে ২৫০ কোটি ডলার অর্থাৎ ৮৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক! এই টাকা দিয়া ভারতবর্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মাল কিনিতে পারে। ইহাতে বাধা দিবার পরও মার্কিন ব্যবসায়ীদের ভারত গমন নিয়ন্ত্রণ করিয়া বৃটেন "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা" দিয়াছে।

ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের জন্য মার্কিন ধনিকরা আগ্রহান্বিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সহিত স্বাধীনভাবে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিলে ভারতবর্ষও লাভবান হইবে। কিন্তু বৃটিশ ধনিকশ্রেণীর একচেটিয়া ব্যবসা তাহা হইলে আর থাকে না। এই কারণেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অত বিধিনিষেধ আরোপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মার্কিন ধনিকশ্রেণী যে বিনাস্বার্থে ভারত-দরদী হইয়া উঠেন নাই অথবা মিঃ সেলার যে ভারতের দুঃখ লাঘবের জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়েন নাই তাহা আমরা জানি; কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কি আজও মনে করিতেছেন যে, ভারতবর্ষে তাঁহাদের জমিদারী চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়াও তাঁহারা মার্কিন ধনিকদের দাবী উপেক্ষা করিতে পারিবেন, এমন ভরসাই বা তাঁহারা কোথা হইতে পাইতেছেন?

পেট্রলের অভাবে বাস বন্ধ

পেট্রলের অভাবে ১লা নবেম্বর হইতে হাওড়ায় শতকরা ৮০খানি বাস চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং যাত্রীদের দুর্গতি চরমে উঠিয়াছে। প্রকাশ, ১৯৩৭ সাল ও তৎপূর্ব্বে নির্ম্মিত বাসগুলি গ্যাসে চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু জলীয় হাওয়ার জন্য এদেশে গ্যাসে বাস ভাল চলে না বলিয়া বাসচালকরা নাকি সেই আদেশ পালন করেন নাই। ফলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পেট্রল সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে; কাজেই আদেশ পালন হয় নাই বলিয়া যাত্রীদের শোচনীয় দুর্দ্দশার মধ্যে ফেলিয়া পেট্রল বন্ধ করিয়া দিবার কি কারণ থাকিতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা আশা করি, অবিলম্বে পেট্রল সরবরাহ করিয়া গবর্ণমেণ্ট বাসচালকদের ক্ষতির হাত হইতে এবং যাত্রীদের দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি দিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিবেন।

হাওড়ায় বাস সম্পর্কে সাময়িক যে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে ইহার সহিত আমরা ইহাও লক্ষ্য করিতেছি যে, এখনও পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলার সহর ও মফঃস্বল অঞ্চলে যানবাহন চলাচলের সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখনও ট্রেনে ভীড়ের চাপে লোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাইতেছে। ষ্টীমার চলাচলের পূর্ব্বাবস্থা এখনও পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসায় নদীবহুল বাঙ্গলাদেশে লোকের যাতায়াতে যে কি অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। গবর্ণমেণ্ট আর কতকাল নির্ব্বিকার থাকিবেন?

সাবান প্রস্তুতের
কোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত
মোহিনী মিলস্ লিঃ
এই মিলের
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।
১নং মিল — কুষ্টিয়া (নদীয়া)
২নং মিল — বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)
ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি

যুদ্ধের সময়ে ভারতে যে সব শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের সংরক্ষণ সম্পর্কে বিবেচনার জন্য ভারত সরকার একটি টেরিফ বোর্ড বা শিল্প সংরক্ষণ মণ্ডলী গঠন করিয়াছেন। স্যার সন্মুখন চেট্টি উহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। মিঃ সি সি দেশাই ও অধ্যাপক এইচ্ এল দেকে উহার সদস্য হিসাবে লওয়া হইয়াছে। অপর একজন সদস্যের নাম শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, যুদ্ধের সময়ে এদেশে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ৪০টি শিল্পের পক্ষ হইতে রক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থার জন্য ইতিমধ্যে আবেদন পেশ করা হইয়াছে। এই আবেদন অনুযায়ী রক্ষণ শুল্কের দাবী বিবেচনা করিতে হইলে প্রত্যেক শিল্পের অবস্থা, বিশেষ করিয়া যুদ্ধের সময়ে কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার, ফসফরিক এসিড, রবার দ্রব্য, উড্ স্ক্রুজ্, ষ্টীল হুপ্স প্রভৃতি যে সব শিল্প স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বে ভালভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। সে ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের সংরক্ষণ সম্পর্কে যথোপযুক্ত নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত টেরিফ বোর্ড গঠন করিয়াছেন। সামরিক কারণে যুদ্ধের সময়ে ভারতে এলুমিনিয়াম বাইক্রোমেট্, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম কারবাইড, শ্বেতসার ও ইস্পাতের নল ও টিউব নির্ম্মাণের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা গিয়াছিল। এদেশে ঐ সব শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উৎসাহ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্পর্কে শিল্পোদ্যোগীদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই শিল্পগুলির মধ্যে এপর্য্যন্ত বাইক্রোমেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং শ্বেতসার সম্পর্কেই গবর্ণমেণ্টের নিকট উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য আবেদন পেশ করা হইয়াছে। উহাদের দাবী বিবেচনার ভারও গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত টেরিফ বোর্ডের হাতেই অর্পণ করিয়াছেন। যুদ্ধের পর শিল্প-বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত যে ট্রেনজিসন পিরিয়াড চলিতে থাকিবে, টেরিফ বোর্ডকে সেই সময়ের জন্যই শুধু সংরক্ষণ ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিতে বলা হইয়াছে। যুদ্ধকালীন শিল্পের জন্য রক্ষণ শুল্কের সুপারিশ প্রদান করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে উহার মেয়াদ ৩ বৎসরে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। প্রথম দফায় তিন বৎসরের বেশী সময়ের জন্য কোন শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়া হইবে না।

যুদ্ধোত্তর যুগে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ সম্পর্কে সুনির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট গত কয় বৎসর যাবৎ একটি টেরিফ বোর্ড বা শিল্প সংরক্ষণমণ্ডলী স্থাপনের কথা বলিয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘদিনের টালবাহানার পর বর্ত্তমানে ঐ বোর্ড গঠিত হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু যে সীমাবদ্ধ লক্ষ্য নিয়া যেভাবে ঐ বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে উহা দ্বারা দেশের প্রয়োজন মিটিবার কোন সম্ভাবনাই আমরা দেখিতেছি না। ঐ বোর্ড সম্বন্ধে আমাদের ক্ষোভের বিষয় এই যে, উহা অস্থায়ীভাবে গঠিত হইয়াছে এবং যুদ্ধের সময়ে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় ধরণের নূতন শিল্প ছাড়া রক্ষণ শুল্ক সম্পর্কে অন্য কোন শিল্পের দাবী উহা দ্বারা বিবেচিত হইবে না। শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে এই আংশিক ব্যবস্থা ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুদার কার্য্যনীতি ও তাঁহাদের স্বাভাবিক অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক বলা চলে। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় এদেশবাসীর সহযোগিতা পাওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট গত কয় বৎসর যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির কথা বড় করিয়া প্রচার করিয়াছেন। সে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে একটা পরিকল্পনা গঠনের আয়োজনও তাঁহারা দেখাইয়াছেন। যুদ্ধের পরে শিল্পোন্নতির সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে পুরানো শিল্পকারখানা সম্প্রসারণ সম্পর্কে ও সুযোগ সম্ভাবনা বুঝিয়া নূতন শিল্প স্থাপন সম্পর্কে দেশের লোকদিগকে সকল রকমে উৎসাহিত করা দরকার। সেইরূপ উৎসাহ সঞ্চারের জন্য রক্ষণ শুল্ক সম্পর্কে একটা উদার সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। যুদ্ধের পরে ভারতের হাটে বিদেশী মালের প্রতিযোগিতা তীব্র হইয়া দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। উপযুক্ত রক্ষণ শুল্কের সাহায্য ছাড়া এদেশের অনেক শিল্পই সেই প্রতিযোগিতার সমক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। কাজেই পুরানো শিল্পকারখানার কাজ সম্প্রসারণ করিতে হইলে প্রয়োজনীয় রক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটা আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি শিল্পোদ্যোগীরা অবশ্যই দাবী করিবেন। নূতন করিয়া কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে উহার সংরক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চিত ভরসা না পাইয়া কাহারও পক্ষে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া চলিবে না। এই অবস্থায় ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির জন্য একটি স্থায়ী টেরিফ বোর্ড গঠন করা এবং উহার মারফতে রক্ষণ শুল্ক সম্পর্কে দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিল্পের দাবীই উদারভাবে বিবেচনার ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য। ১৯২৪ সালে ইণ্ডিয়ান ফিসক্যাল কমিশন সংরক্ষণ সম্পর্কে যে গোড়া নীতি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহারও সংস্কার দরকার। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন না করিয়া ট্রেনজিসন পিরিয়াডের জন্য যুদ্ধের সময়ে স্থাপিত কতিপয় শিল্প সম্পর্কেই শুধু সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করিতে রাজী হইয়াছেন। আর সেজন্য একটি অস্থায়ী টেরিফ বোর্ডই তাঁহারা গঠন করিয়াছেন। রক্ষণ শুল্ক সম্পর্কে আগেকার সঙ্কীর্ণ গোড়া নীতি পরিহার করিতে গবর্ণমেণ্ট যে এখনও প্রস্তুত নহেন এবং শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তাঁহাদের বড় বড় বুলি যে নিছক ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছু নহে ইহা হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে।

অবশ্যই ভারত সরকারের প্ল্যানিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বিভাগের সচিব তাঁহার বক্তৃতা ও বিবৃতিতে এই অস্থায়ী ব্যবস্থা সম্পর্কে আগেই একটি কৈফিয়ৎ দিয়া রাখিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে ভারত সরকারের সাধারণ পরিকল্পনা কমিটির (General Policy Committee) যে বৈঠক হয় তাহাতে স্যার আর্দ্দেশির দালাল এক বক্তৃতায় বলেন, আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিকক্ষেত্রে অবস্থার গতি এখনও যেরূপ অনিশ্চিত দেখা যাইতেছে তাহাতে শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে কোন স্থায়ী নীতি নির্দ্ধারণ

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যতে সুখ-শান্তি ভোগের জন্য সুখস্বপ্নই বর্ত্তমানকে ক'রে তোলে কর্ম্মময়—সেই কর্ম্মশক্তির উদ্দীপনা মানুষকে এনে দেয় আয়ের সংস্থান—তখন মানুষ উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রতে যায় ভুলে—স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে।

*

ভবিষ্যতের আশা পূরণ ক'রতে হ'লে যে সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় চালিত হওয়া দরকার উহাই—

!!!

ক্যালকাটা
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

করিবার পক্ষে অসুবিধা আছে। আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক ও কমিটি বা কমিশনের মারফতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সমস্ত দুনিয়ার জন্য একটি মূলনীতি স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ নিজের জন্য একা সে বিষয়ে কোন পাকা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। যদি কেবল ভারতের স্বার্থে এবিষয়ে কোন স্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তবে তাহাতে অন্যান্য দেশের ক্ষতি ঘটিয়া তাহাদের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখিবার পক্ষে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে। স্যার আর্দ্দেশিরের এইরূপ মন্তব্য শুনিয়া অনেকেই তখন তাহার বিরুদ্ধে সময়োচিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ভারতের মত পশ্চাদ্‌পদ দেশে শিল্পোন্নতির যাবতীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা অচিরে দরকার। এই শিল্পোন্নতির জন্য যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন তাহা দেশের স্বার্থ বুঝিয়া একা ভারতের পক্ষেই স্থির করা সঙ্গত। জগতের শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক ও কমিটি বা কমিশনের সার্থকতা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ভারতের মত পরাধীন দেশের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে সেখানে কোন ন্যায় বিচার হওয়ার আশা নাই। আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাই নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। ভারতের সহিত বাণিজ্যে তাঁহারা তাঁহাদের কায়েমী সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখিবার জন্য যেরূপ সচেষ্ট তাহাতে এদেশের স্বার্থ বুঝিয়া পরিপূর্ণ শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ তাঁহারা কখনও দিতে চাহিবেন না ইহা নিশ্চিত। কাজেই আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক হইতে নির্দ্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকিলে কিংবা কোন দেশের বিরাগভাজন হওয়ার ভয় থাকিলে ভারতের মত অনুন্নত দেশে শিল্পোন্নতির জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ কখনও হইবে বলিয়া মনে হয় না। এদেশের স্বার্থ দেখিতে হইলে ভারত সরকারের কর্ত্তব্য এদেশের প্রয়োজন বুঝিয়া প্রথমে একটি স্থায়ী সংরক্ষণ নীতি স্থির করা এবং দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক প্রভৃতিতে যোগদানের সর্ত্ত হিসাবে সেই নীতি যথাযথ বজায় রাখার দাবী উত্থাপন করা। তাহা না করিয়া বৃটেন ও আমেরিকার স্বার্থনির্দ্দেশে পরিচালিত হইলে ভারতবর্ষ কোনদিন তাহার শিল্প-বাণিজ্যের পরিপূর্ণ উন্নতি সাধনে সমর্থ হইবে না। ভারত সরকার এই প্রকার যুক্তি সম্পর্কে কর্ণপাত না করিয়া স্থায়ী টেরিফ বোর্ড গঠন ও স্থায়ী সংরক্ষণ নীতি বিশ্লেষণ সম্পর্কে এখনও অবহেলা দেখাইতেছেন, ইহা আমরা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় বলিয়াই মনে করি।

অন্যান্য শিল্পের দাবী ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া ভারত সরকার শুধু যুদ্ধের সময়ে স্থাপিত মুষ্টিমেয় নূতন শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা বিবেচনার জন্য একটি অস্থায়ী টেরিফ বোর্ড গঠন করিয়াছেন। কিন্তু যে সব লোক নিয়া এই বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে এবং এই বোর্ডের কর্ম্মনীতি সম্পর্কে যে সব সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তাহাতে উহার কার্য্যধারার ফলে যুদ্ধের সময়ে স্থাপিত নূতন শিল্পগুলিও ভবিষ্যতে উপযুক্ত রক্ষণ শুল্কের সুবিধা পাইবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। স্যার সন্মুখন চেট্টি ভারতের হইয়া যে অটোয়া চুক্তি সমাধা করিয়াছিলেন তাহাতে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের দাবী উপেক্ষা করিয়া বৃটিশ বাণিজ্যস্বার্থ সম্পর্কে তাঁহার নির্লজ্জ ধামাধরা-বৃত্তির নমুনা আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছি। তাঁহার মত লোক টেরিফ বোর্ডের সভাপতি মনোনীত হওয়ায় এবং মিঃ সি সি দেশাইয়ের মত একজন বিশ্বস্ত সরকারী সিভিলিয়ান বোর্ডের সদস্য ও সেক্রেটারী হওয়ায় এই বোর্ড দেশীয় শিল্পের স্বার্থে তাহাদের দাবী-দাওয়া নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশা করা যায় না। ডাঃ এইচ এল দে পূর্ব্বে ভারতে শিল্প সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার সেই মত এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না জানি না। যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার সহযোগিতা ও সাহায্য পাওয়ার আশা বৃথা।

গবর্ণমেণ্ট সর্ত্ত করিয়াছেন যুদ্ধকালে স্থাপিত কোন শিল্পের সম্পর্কে সংরক্ষণ ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেওয়ার পূর্ব্বে টেরিফ বোর্ডকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে :—(১) যে শিল্পকে রক্ষণ শুল্কের সুযোগ দেওয়া হইবে, সেই শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত ও উহার ব্যবসা বিবেচনাসম্মত উপায়ে পরিচালিত কি না। (২) এই শিল্পের স্বাভাবিক সুযোগ-সম্ভাবনা যেরূপ তাহাতে উপযুক্ত সময় মধ্যে ন্যায্য খরচে পণ্য উৎপাদনের সুবিধা পাইয়া উহা রক্ষণ শুল্কের সাহায্য ব্যতীত বাহিরের প্রতিযোগিতার সমক্ষে দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে কি না। ১৯২২ সালে ইণ্ডিয়ান ফিস্‌ক্যাল কমিশন এদেশে শিল্পের সংরক্ষণ সম্পর্কে যে কতকগুলি অনুচিত গোঁড়া নীতি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান সর্ত্তগুলিও তাহাকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। এদেশে কোন শিল্প ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকিলে এবং তাহার পরিচালনাপদ্ধতি আদর্শ-শ্রেণীর না হইলে যদি তাহাকে রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দেওয়া না হয় তবে ঐ সুবিধা পাওয়ার আশায় কোন নূতন শিল্প স্থাপন করিতে যাওয়া নিতান্তই বৃথা। যুদ্ধের সময়ে যে সব শিল্প স্থাপিত হইয়াছে কড়াকড়িভাবে ঐ নীতির দিক হইতে বিবেচনা করিতে গেলে তাহাদের মধ্যেও অনেক শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হইবে সন্দেহ নাই। শিল্পের স্বাভাবিক সুযোগ-সম্ভাবনা অর্থে কাঁচামালের সুপ্রাপ্যতাই গবর্ণমেণ্ট বড় করিয়া দেখিয়াছেন। টেরিফ বোর্ডও নিশ্চয়ই সেভাবেই বিষয়টি বিবেচনা করিবেন। কিন্তু কাঁচামালের উপযুক্ত যোগান না থাকিলেই কোন শিল্প আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে না বলিয়া ধারণা করিয়া লওয়া ভুল; তাহাকে রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দিতে অস্বীকার করাও অন্যায়। তুলার উপযুক্ত যোগান না থাকা সত্ত্বেও জাপান ও ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্প পরম সমৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইয়াছে। রবারের অভাব সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রবার দ্রব্য তৈয়ারের শিল্প শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে। সে সব বিষয় বিবেচনা না করিয়া আগেকার যুগের গোঁড়া নীতির ভিত্তিতে একটি অস্থায়ী টেরিফ বোর্ডের সাহায্যে এদেশে যুদ্ধকালীন শিল্পের সংরক্ষণ দাবী বিচারের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে ঐ মুষ্টিমেয় শিল্পের যথোচিত উন্নতির পথও প্রশস্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

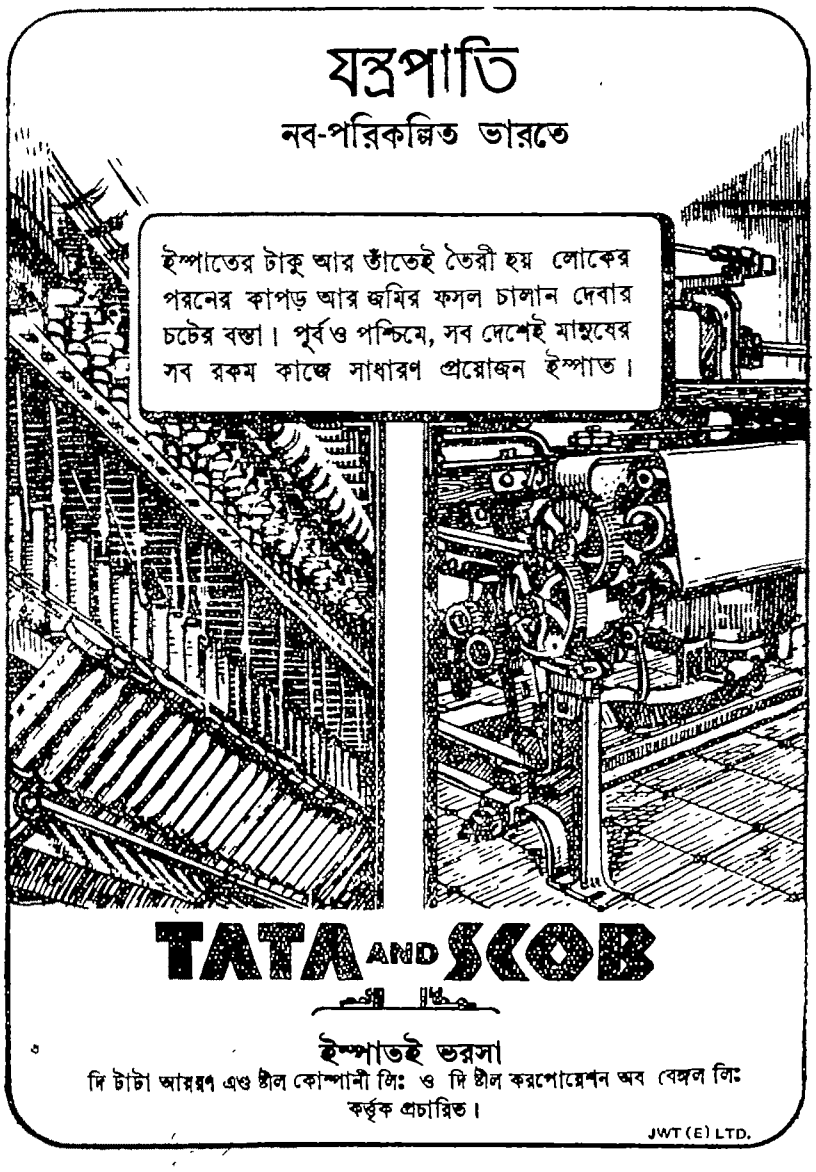

ভারতীয় শর্করা-শিল্পের সমস্যা

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্ এসোসিয়েশনের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি লালা গুরুশরণ লাল যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় শর্করাশিল্পের বর্ত্তমান সমস্যাসমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। লালাজী তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে শর্করার উৎপাদন হ্রাস, শর্করাশিল্পের পুনর্গঠন, ইক্ষু চাষের উন্নতি, চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যাপারে চাষী এবং জনসাধারণের বিশেষ স্বার্থ রহিয়াছে এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি।

১৯৪৪-৪৫ সালের মরশুমে (নবেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত অনধিক ছয় মাস চিনির কলসমূহের কার্য্যকাল) সমগ্র ভারতে প্রায় ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে এতদপেক্ষা প্রায় ৩ লক্ষ টন বেশী চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৩-৪৪-এর তুলনায় বিগত মরশুমে একমাত্র মাদ্রাজ ব্যতীত সকল প্রদেশেই উৎপন্ন চিনির পরিমাণ কম হইয়াছে। চিনি উৎপাদনের কেন্দ্র সংযুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে যথাক্রমে প্রায় ২ লক্ষ টন এবং ৫০ হাজার টন কম হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশেও প্রায় ২ হাজার টন কম হইয়াছে। বাঙ্গলায় যে ৮টী চিনির কল আছে তাহা হইতে প্রতি বৎসর ৭০ হাজার টন চিনি পাওয়ার কথা। কিন্তু ইক্ষুর যোগান না পাওয়ায় বিগত মরশুমে ৪টী কলে কাজ হয় নাই এবং ফলে বাঙ্গলার কলসমূহ হইতে যে পরিমাণ চিনি পাওয়ার কথা তাহার প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ পাওয়া গিয়াছে। এই ক্ষতির জন্য জনসাধারণের নিকট গবর্ণমেণ্টই দায়ী। বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে উক্ত ৪টী কলে কাজ চালু হইয়া উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ৭০ হাজার টন না হইলেও অন্ততঃ ৩০।৩৫ হাজার টন করা যাইত। বিগত মরশুমের চিনি উৎপাদনের তথ্যতালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের চৈতন্যোদয় হইয়াছে এবং বর্ত্তমান মরশুমের জন্য গুড় প্রস্তুত এবং ইক্ষু বিক্রয় সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ জারী করিয়াছেন। 'আর্থিক জগতের' বিগত সংখ্যায় উক্ত সরকারী নির্দ্দেশ সম্পর্কে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছি। চিনির উপর সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও পল্লী অঞ্চলে ইহা দুষ্প্রাপ্য। অনেক গ্রামে নিকৃষ্ট শ্রেণীর গুড়ও ৸০ সের দরে ক্রয় করিতে হয়। সরকারী আদেশের ফলেই চিনির কলসমূহে ইক্ষুর যোগান বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ আশা করা বৃথা। স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণের শৈথিল্য এবং অসাধুতার দরুণ গোপনে গুড় প্রস্তুত চলিবে এবং জনসাধারণকে হয়ত চোরাবাজার হইতে এই গুড় আরও উচ্চমূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে।

বর্ত্তমান বৎসরে সমগ্র ভারতে চিনির উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। এবৎসর ইক্ষু চাষের কতকটা প্রসার হইয়াছে এবং সামরিক বিভাগের প্রয়োজনও অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার কতকটা কম। ১৯৪৩-৪৪ এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে সামরিক বিভাগের রসদ বাবদ যথাক্রমে ১ লক্ষ ৩ হাজার টন এবং ৮১ হাজার টন চিনি দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে সামরিক প্রয়োজন আরও কম হইবে বলিয়া ভারত সরকারের শর্করা কণ্ট্রোলার সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়াছেন। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে চিনির যোগান বৃদ্ধি পাইলেই যে জনসাধারণ তদনুযায়ী চিনি পাইবে, সরকারী বণ্টনের অব্যবস্থা বর্ত্তমান থাকিতে তাহার ভরসা খুব কম।

বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ চিনি বাঙ্গলা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময় মালগাড়ীর অভাবে চিনি রপ্তানী বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালের তুলনায় ১৯৪৪-৪৫ সালে মালগাড়ীর অভাব বেশী ছিল, মিঃ গুরুশরণ লাল তথ্যতালিকা দিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি বর্ত্তমান বৎসরে এই অসুবিধা দূরীভূত হইবে।

ইক্ষু চাষ এবং শর্করাশিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি একটী কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটী স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কমিটীর একটী সাব-কমিটী বর্ত্তমানে শর্করাশিল্প সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন এবং ভবিষ্যতে শর্করাশিল্পের কি উপায়ে প্রসার করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন। কোন্ কোন্ স্থানে নূতন চিনির কল স্থাপন অনুমোদন করা হইবে তৎসম্পর্কেও উক্ত সাব-কমিটী মতামত প্রকাশ করিবেন। নূতন চিনির কল স্থাপনের জন্য যে লাইসেন্স দেওয়া হইবে তৎসম্পর্কে সম্পূর্ণ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকা উচিত বলিয়া মিঃ গুরুশরণ লাল অভিমত ব্যক্ত

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

রজত-জয়ন্তী
১৯৪৫

জনসাধারণের সেবায় আমাদের পঁচিশ বছর পূর্ণ হইল। এই উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও বন্ধুবর্গকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহাদের শুভেচ্ছা কামনা করিতেছি।

সম্মেলন

১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪৫ :
হেড অফিস :—পাণিহাটী (কলিকাতা)

১৪ই নভেম্বর, ১৯৪৫ :
বোম্বাই শাখা :—৩৭৭, হর্ণবি রোড, বোম্বাই
নাগপুর কারখানা :—ঘাট রোড, নাগপুর।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ
কলিকাতা • বোম্বাই • নাগপুর

করিয়াছেন। শিল্পোন্নতি সম্পর্কে ভারত সরকারের যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও এরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে। সমগ্র ভারতের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নূতন চিনির কল স্থাপনের জন্য এই লাইসেন্স দেওয়া হইবে। এই নীতি আমরা সমর্থন করি; কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে-সমস্ত প্রদেশে চিনির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশী অথচ চিনির কল স্থাপনের সুযোগ-সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শর্করাশিল্পের উন্নতি ঘটে নাই, সেই সমস্ত প্রদেশের দাবী যেন বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয় এবং প্রাদেশিক সরকারের অভিপ্রায়ানুযায়ী লাইসেন্স দেওয়া হয়। এদেশে চিনি উৎপাদন করিতে মোট যে ব্যয় লাগে তাহার অর্দ্ধেকেরও বেশী ইক্ষুর মূল্য এবং ইক্ষু ক্রয়ের খরচ বাবদ ব্যয়িত হইয়া থাকে। ইক্ষু চাষের প্রচার হইলে এবং ইক্ষুর ফলন বৃদ্ধি পাইলে এই ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া আরও কম খরচে চিনি উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। ইক্ষু চাষের উন্নতি সম্পর্কে সরকারী এবং বেসরকারী বহু পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে এবং সরকারী কৃষি বিভাগসমূহও এই ব্যাপারে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এদেশে ইক্ষুর গড়পড়তা ফলন মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। মিঃ গুরুশরণ লাল যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত প্রতি একরে গড়পড়তা যথাক্রমে ১৫.৩ টন, ১৫.৬ টন এবং ১৫.৫ টন ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে ১৯৪২-৪৩ সাল পর্য্যন্ত গড়পড়তা ফলন ১৫ টনের বেশী হয় নাই। জাভা এবং হাউই দ্বীপে প্রতি একরে ইহার প্রায় তিনগুণ ইক্ষু উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবহাওয়া এবং মাটীর দোষে এদেশে ইক্ষুর ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতেছে না বলিয়া অনেকের ধারণা। মিঃ গুরুশরণ লাল বিশেষজ্ঞ মহলের সহিত আলোচনান্তে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যথোপযুক্তভাবে কাজ করিলে ১০ বৎসরকাল মধ্যে সংযুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বাঙ্গলায় প্রতি একরে ৯০০ মণ, বিহারে ৭০০ মণ এবং অন্যান্য উষ্ণ প্রদেশে ১২০০ মণ পর্য্যন্ত ইক্ষু উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

এদেশে চিনির কলে সাধারণতঃ ৪ হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত কাজ চলে। ইহার কারণ প্রথম এবং শেষ দিকে ইক্ষুর যোগান থাকে না। দেশের সমগ্র ইক্ষু ফসলই এক সময়ে এবং অল্পকাল মধ্যে পাকিয়া যায়। কিউবা, হাউই এবং জাভায় চিনির কলে ৮ হইতে ১০ মাস কাল পর্য্যন্ত কাজ চলে। তথায় নানা শ্রেণীর ইক্ষু চাষ হইয়া থাকে। কোন কোন ইক্ষু মরশুমের প্রথম দিকে, কোন শ্রেণীর ইক্ষু মধ্যভাগে এবং কোন কোন ইক্ষু শেষভাগ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। এদেশে সেভাবে ইক্ষুর চাষ না হওয়ায় চিনির কলসমূহের কার্য্যকাল অল্প এবং ব্যয়ের হারও স্বভাবতঃই বেশী। নানা শ্রেণীর ইক্ষুর প্রচলন হইলে কলসমূহে অন্ততঃ আরও ২।৩ মাস বেশী কাজ হইতে পারে। ইহাতে একাধারে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ যেরূপ বৃদ্ধি পাইবে উৎপাদন ব্যয় এবং চিনির মূল্যও তদনুপাতে হ্রাস পাইবে। ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে লালাজী যে সমস্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা মোটামুটি সমর্থন করি। কিন্তু চিনির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্য তিনি যে দাবী জানাইয়াছেন তাহাতে আমরা একমত হইতে পারি না। চাউল, গম, তামাক ও তুলা প্রভৃতির মূল্যের তুলনায় চিনির মূল্য কম বৃদ্ধি হইয়াছে এবং চিনির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম থাকাতেই চিনির উৎপাদনও হ্রাস পাইয়াছে। চিনির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিলেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে—এই তাঁহার যুক্তি। বর্ত্তমানে চিনির যে দাম আছে (প্রতি মণ ১৬।০) তাহাতেও চিনির কলের মালিকগণ যে লাভবান হইতেছেন, লালাজী ইহা অস্বীকার করিবেন না। দেশের এই দুঃখ-দুর্দ্দশার দিনে তাঁহারা যদি লাভের মাত্রা আর বৃদ্ধি না করিতে প্রয়াস পান, তবে তাঁহারা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাই অর্জ্জন করিবেন। দ্বিতীয়তঃ চিনির মূল্য বৃদ্ধি করিলেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে—আমরা এরূপ ধারণা পোষণ করি না। চিনির মূল্য উচ্চহারে বজায় থাকা সত্ত্বেও বিগত মরশুমে প্রায় ৩ লক্ষ টন কম চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। মূল্য বৃদ্ধির এই দাবী আমরা সমর্থনের অযোগ্য মনে করি।

১৯৫৯ – ৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন
সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)-এ এগার মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকার উপর জমা হবার পর, এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ হয়।

প্রথম ভিক্টরি লোনের মতই সুবিধাজনক সর্তে ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন প্রবর্তিত হ'লো এবং জারি থাকবে যতদিন পর্যন্ত না সরকারী বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই ঋণ গ্রহণ বন্ধ হয়।

আপনার ব্যাঙ্কারকে লিখলেই তাঁরা সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। তা না হ'লে, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিসে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখা অফিসে, কিংবা ট্রেজারিতে এই উদ্দেশ্যে লিখুন।

আয়কর বাদ দিয়ে শতকরা তিন টাকা হারের সুদ ১৫ই অগস্ট ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি আপনার ঠিকানায় পাঠানো হবে। এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা খাটাতে পারবেন। এতে আপনার মূলধন সম্পূর্ণ নিরাপদ। ১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে আপনার টাকা ফেরত পাবেন।

এ-ছাড়া হস্তান্তরের বাধা না থাকায়, আপনি যে কোনো সময়ে এই লোন বণ্ড বিক্রি ক'রে আপনার টাকা ফেরত পাবেন। এই বেলা দরখাস্ত করুন।

যাঁদের আয়কর দিতে হয় না, কিংবা অপেক্ষাকৃত কম হারে দিতে হয়, তাঁরা এই ঋণের সুদের উপর বার্ষ আয়করও ফেরত পাবেন।

AAA 223

আপনার সঞ্চয়ের
১৯৫৯–৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

ইহা প্রস্পেক্টাস নহে, একটি ঘোষণা মাত্র

কোম্পানীর একখণ্ড প্রস্পেক্টাস বাংলার যৌথ কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে।
কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিমিটেডের নিকট আবেদন করা হইবে।

এলাইড আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—১২নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	----	----	৫,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রয়ার্থ মূলধন	----	----	৪,০০,০০০৲ টাকা

প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা করিয়া ৮০০টি প্রেফারেন্স শেয়ারে, প্রত্যেকটি ৫০৲ টাকা করিয়া ৬,০০০টি অর্ডিনারী শেয়ারে ও প্রত্যেকটি ৫৲ টাকা করিয়া ৪,০০০ ডেফারড্ শেয়ারে বিভক্ত। উক্ত প্রেফারেন্স শেয়ারসমূহে আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৫।০ টাকা হারে কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্সিয়েল লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। অধিকন্তু কোম্পানীর লভ্যাংশেও নিম্ন-বর্ণিত বিশেষ অধিকার থাকিবে। অর্ডিনারী শেয়ারসমূহকে শতকরা ৭॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়ার পর ডেফারড্ শেয়ারসমূহ শতকরা ১২॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী হইবে, উহার পরও যদি কোন কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তাহা ১০, ৪৫ ও ৪৫ হারে তিন ভাগে ভাগ করা হইবে, প্রথম ভাগ প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ অর্ডিনারী ও ডেফারড্ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে স্ব স্ব শেয়ারের অনুপাতে বিতরণ করা হইবে।

টাকা দেওয়ার নিয়ম—প্রেফারেন্স ও ডেফারড্ শেয়ারের শতকরা ৫০৲ টাকা দরখাস্তের সঙ্গে ও শতকরা ৫০৲ টাকা বিলির পর দেয়। অর্ডিনারী শেয়ারের শতকরা ২৫৲ টাকা দরখাস্তের সঙ্গে, শতকরা ২৫৲ টাকা বিলির পর এবং বাকী সমান দুই কিস্তিতে ডিরেক্টরগণ যখন "কল" দিবেন, তখন দিতে হইবে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী "কলের" তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যে কোন "কল" দেওয়া হইবে না। ডিরেক্টরবর্গ, ম্যানেজিং এজেন্টস ও তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধববর্গ ১,৬০০ আর্ডিনারী শেয়ার ও ৪,০০০ ডেফারড্ শেয়ার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, বাকী শেয়ারসমূহ এক্ষণে সমমূল্যে বিক্রয়ার্থ ছাড়া হইল।

ডিরেক্টরবর্গ

বি এন চতুর্ব্বেদী, এস্কোয়ার, প্রেসিডেন্ট, ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিঃ, পার্টনার, দামোদর চৌবে এণ্ড কোং (ষ্টক শেয়ার ব্রোকারস), ডিরেক্টর, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ, ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোং লিঃ ইত্যাদি, ৭, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

এইচ সি চ্যাটার্জ্জি, এস্কোয়ার, ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিঃর কমিটির মেম্বার, ডিরেক্টর, আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট সিণ্ডিকেট লিঃ, পার্টনার, এন এল রায় এণ্ড কোং (ষ্টক এণ্ড শেয়ার ব্রোকারস) ইত্যাদি, ৭, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, এস্কোয়ার, এম এল এ, সলিসিটর, ডিরেক্টর, ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ ইত্যাদি, ২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বি কে ভৌমিক, এস্কোয়ার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বৃটিশ ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড পাম্পস লিঃ, ২০, মুলেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জে সি মৈত্র, এস্কোয়ার, ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল, ডিরেক্টর, মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ, আর্য্য ইনসিওরেন্স কোং লিঃ ইত্যাদি, ১০, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা। (এক্স-অফিসিও)।

এন এন পাল, এস্কোয়ার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কে সি পাল এণ্ড কোং লিঃ, ২১৫।১৬, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

ডি এন ঘোষ, এস্কোয়ার, ম্যানেজার, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ, হ্যারিসন রোড, ১২, উত্তরপাড়া লেন, কলিকাতা।

জি দে, এস্কোয়ার, ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ, ফিনিক্স ব্যাঙ্ক লিঃ, ৫৪।৪-বি, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

এফ দত্ত, এস্কোয়ার, প্রোপ্রাইটার, এফ দত্ত এণ্ড কোং, ১২, ডালহৌসী স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা। (এক্স-অফিসিও)।

এন কে ঘোষ, এস্কোয়ার, গবর্ণিং ডিরেক্টর, দ্বারকনাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪০।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেন্টস

মেসার্স এফ দত্ত এণ্ড কোং,
১২, ডালহৌসী স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কারস

পাঞ্জাব ন্যাশানেল ব্যাঙ্ক লিঃ
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ।

অডিটারস

মেসার্স সাহা এণ্ড কোং,
রেজিষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টস,
পি-৬৯৫, ডোভার লেন, কলিকাতা

সলিসিটরস

মেসার্স জি সি চন্দ্র এণ্ড কোং,
৬, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রোকারস

মেসার্স এন এল রায় এণ্ড কোং,
মেসার্স দামোদর চৌবে এণ্ড কোং,
৭নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড অফিস

১২, ডালহৌসী স্কোয়ার, ইষ্ট,
কলিকাতা।

ফ্যাক্টরীসমূহ

৪৩।৪, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২২, পশুপতি বোস লেন, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য ও সম্ভাবনা

সাধারণভাবে মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে বর্ণিত উদ্দেশ্য এবং বিশেষ করিয়া ইলেকট্রিক ফ্যান, ষ্টোভ, হীটার, ছোট মোটর ও রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে।

কোম্পানী লাভ অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এলাইড আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোংকে গ্রহণ করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ফ্যাক্টরীতে সুবিখ্যাত "ইয়ন্ট" ফ্যান প্রস্তুত হইতেছে, ইহার ফ্যাক্টরী আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষা করার আধুনিক যন্ত্র ইত্যাদি সমন্বিত এবং এখানে একজন বিশেষজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ইঞ্জিনীয়ারের অধীনে একদল সুদক্ষ কারিগরের দ্বারা কাজ চলিতেছে। এই কোম্পানী ১৯৪৫ সালের ৩১শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের কাজের উপর শতকরা ২০৲ টাকার মত লাভ করিয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ইটালী, জাপান ও অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী করিয়া ইলেকট্রিক ফ্যানের বিরাট চাহিদা মিটাইতে হইত এবং এই খাতে দেশের কোটি কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যাইত। এক্ষণে যুদ্ধের পর, আমদানীর কারবার সম্পর্কে বলা চলে যে, এই সমস্ত দেশ এক্ষণে আর প্রতিযোগী হিসাবে আসিতে পারিতেছে না, কাজেই এখানে ঐ সমস্ত দ্রব্যের বিরাট বাজারের সুবিধা পাওয়া যাইবে। কোম্পানী এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া একটি বিরাট আকারের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং এইভাবে জাতীয় সম্পদকে বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পথ যথাসাধ্য নিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "ইয়ন্ট" শেরা ফ্যান, ইতিপূর্ব্বেই যাহা দেশের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে কোম্পানীর সম্পত্তি। তা'ছাড়া অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রী যথা, ষ্টোভ, হীটার, কেটলী, ছোট মোটর ইত্যাদি যে সমস্ত দ্রব্যের বিরাট চাহিদা ও উত্তম বাজার রহিয়াছে, সেই সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত করার ব্যবস্থাও কোম্পানী করিয়াছেন।

উদ্যোক্তাদের বহুল অভিজ্ঞতা, কৃতী কারিগরদের কর্ম্মকুশলতা এবং সুসজ্জিত ফ্যাক্টরীসমূহ হাতে পাওয়ায়, কোম্পানী কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় হইতেই উত্তম লাভ অর্জ্জন করিয়া অদূর ভবিষ্যতে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

শেয়ারের জন্য দরখাস্ত

কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে বা কোম্পানীর ব্রোকারদের নিকট বা ব্যাঙ্কারদের নিকট উহাদের শাখাসমূহে শেয়ারের দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে।

দালালী

অনুমোদিত দালালদের মারফৎ তাঁহাদের ষ্ট্যাম্পযুক্ত যে সমস্ত শেয়ারের দরখাস্ত পাওয়া যাইবে, তাহার লিখিত মূল্যের উপর শতকরা ২॥০ টাকা হারে দালালী দেওয়া হইবে।

"এই ইস্যুর জন্য ভারতরক্ষা আইনের ৯৪(এ) ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্ডারদ্বারা অনুমতি দিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ কপি কোম্পানীর হেড অফিসে সর্ব্বসাধারণের দেখার জন্য রহিয়াছে। একথা পরিষ্কারভাবে জানান যাইতেছে যে, এই অনুমতি দ্বারা ভারত সরকার এতদর্থে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার আর্থিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা বিবৃতি বা মতামতের যথার্থতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ওয়ার্দ্ধার ৪ঠা নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, কস্তুরবা স্মৃতি ট্রাষ্ট ও চরকা সঙ্ঘের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার পর মহাত্মা গান্ধী আগামী ৩০শে নবেম্বর তারিখে বাঙ্গলা অভিমুখে যাত্রা করিবেন। প্রকাশ, মহাত্মাজী বাঙ্গলায় দশদিন অবস্থানের পর মাদ্রাজে যাইবেন।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কোনও অনিবার্য্য কারণে পরিবর্ত্তিত না হইলে গান্ধীজী কলিকাতায় ২রা ডিসেম্বরের মধ্যে পদার্পণ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি।

মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তির পর হইতে এই দীর্ঘকাল বাঙ্গলা তাঁহার আসার পথ চাহিয়া উন্মুখ হইয়া আছে। এতদিনে মহাত্মাজী বাঙ্গলায় আসিতেছেন। এই শুভ সংবাদে সমগ্র প্রদেশ উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার যুদ্ধের আমলের শেষ তিন বছরের ইতিহাস দুরপনেয় কলঙ্কের ইতিহাস —সরকারী অত্যাচার ও বেসরকারী অনাচারের ইতিহাস—অবাধ অর্থগৃধ্নুতা ও অমানুষিকতার ইতিহাস। আঘাতের পর আঘাতে এই দুর্ভাগা প্রদেশ সর্ব্বাধিক জর্জ্জরিত হইয়াছে। মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষের সর্ব্বনাশা দাপট মানুষের শত লক্ষ সাজান সংসার শ্মশান করিয়া ছাড়িয়াছে। পথে-ঘাটে, গ্রামে-নগরে লক্ষ লক্ষ শিশু আর বৃদ্ধ আর যুবক-যুবতী না খাইয়া ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার আগে স্বার্থান্ধ মানুষের বিরুদ্ধে তাহাদের অবরুদ্ধ নালিশ বাংলার আকাশে-বাতাসে জমা রাখিয়া গিয়াছে। সেই পঞ্চাশ লক্ষাধিক মৃত নরনারীর অভিসম্পাতের সঙ্গে তাহারও বহুগুণ জীবন্মৃতের পীড়িত দীর্ঘনিঃশ্বাস মিশিয়া জাতির সম্মুখে জবাবদিহির যে দায় রাখিয়া গিয়াছে সেই কথা বাঙ্গালী বিস্মৃত হয় নাই, হইতে পারে না। মহাত্মাজীকে কাছে পাইয়া বাঙ্গলী তাই মৃতের জন্য শুধুই কাঁদিতে বসিবে না, তাহাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্ব্বাধিনায়কের উপস্থিতিতে নূতন করিয়া দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের পাঠ লইবে। মহাত্মাকে কাছে পাইয়া বাঙ্গলার কংগ্রেসের ভেদবিসংবাদ ও স্বার্থ-সংঘাতের লেশটুকু পর্য্যন্ত দূরীভূত হউক। তাঁহার উপস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে বাঙ্গালী নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চয় করুক। আমরা এখন হইতেই বাঙ্গলার পশ্চিম দিকে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় চাহিয়া আছি। স্বাগত মহাত্মাজী!

* * *

দিল্লীর লাল কেল্লার অভ্যন্তরে গত ৫ই নবেম্বর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মামলা আরম্ভ হইয়াছে। ভারত-সম্রাট সাজাহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্গে বর্ত্তমান ভারতের এক অলিখিত ঐতিহাসিক অধ্যায় লিখিত হইতে চলিয়াছে। সারা ভারতের বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি আজ দিল্লীর লাল কেল্লার দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

উক্ত দিবস বেলা ১০-১৫টায় সামরিক আদালতের কাজ আরম্ভ হয়। আদালতের প্রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য সদস্যদের শপথ গ্রহণের পর আসামী ক্যাপ্টেন শাহ নাওয়াজ, ক্যাপ্টেন পি কে সাইগল ও লেঃ গুরুবক্স সিং ধীলনকে কোর্টে হাজির করা হয়। আসামীরা সারিবদ্ধ হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হন। আসামীপক্ষ সমর্থনের জন্য স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, কুনোয়ার স্যার দলীপ সিং, মিঃ আশফ আলী, ডাঃ কে এন কাটজু প্রমুখ ভারতের বিশিষ্ট আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। ২২ বৎসর পরে পণ্ডিত নেহরু এই প্রথম ব্যারিষ্টারের পোষাক পরিলেন। ফরিয়াদী পক্ষে ছিলেন এডভোকেট জেনারেল স্যার এন পি ইঞ্জিনীয়ার ও মিলিটারী প্রসিকিউটর লেঃ কর্ণেল ওয়ালস্।

যথা সময় আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি যথারীতি পঠিত হইল। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, নরহত্যা ও তাহাতে সহায়তা করা—আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কে তাঁহারা নিজেদের নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করেন।

স্যার এন পি ইঞ্জিনীয়ারের উদ্বোধন বক্তৃতার পরে সরকার পক্ষের প্রথম সাক্ষী লেঃ ডি সি নাগের জবানবন্দী গৃহীত হয়। দ্বিতীয় দিবসের পুনরধিবেশনেও লেঃ নাগের জবানবন্দী লওয়া হয়। পূর্ব্ব দিনের অধিবেশনে আসামী পক্ষ হইতে অনুরোধ করায় দ্বিতীয় দিবস আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে বিচারের শুনানী আগামী ২১শে নবেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে। প্রকাশ, আসামী পক্ষের সাক্ষীর সংখ্যা ১২৫ জন। তন্মধ্যে ঝাঁসীর রাণী বিগ্রেডের অধিনায়িকা ডাঃ মিস লক্ষ্মী ও ব্রহ্মের জাতীয় বাহিনীর ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক আউঙ্গ সান্ রহিয়াছেন।

* * *

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, আগামী এক পক্ষ কালের মধ্যে অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথক দফা বিচার পুনরায় আরম্ভ হইবার সময় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দফা বিচার আরম্ভ হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে লাল কেল্লায় তিনটি বিচারই এক সঙ্গে চলিবে। দ্বিতীয় দফায় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ হইতেছেন ক্যাপ্টেন বসিদ আলি, জমাদার ফতে খাঁ ও সুবেদার সিংগারা সিং। তৃতীয় দফায় অভিযুক্ত হইতেছেন ক্যাপ্টেন বুরহানুদ্দিন।

* * *

একদিকে লাল কেল্লার অভ্যন্তরে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সন্তানদের বিচার চলিতেছে, আর এক দিকে কেল্লার বাহিরে সমগ্র দেশব্যাপী উদ্বেল জনসমুদ্রে বিক্ষোভের ঢেউ উঠিয়াছে। কে কাহার বিচার করিতেছে? দীর্ঘ পৌণে দুই শত বৎসর-ব্যাপী ছলে, বলে ও কৌশলে পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ লোক অধ্যুষিত এক মহাদেশের মত সুবিশাল ও সম্পদশালী দেশকে যাহারা অবাধে শুষিয়া নির্জ্জীব করিয়া আনিয়াছে, তাহারাই আজ পুঞ্জীভূত অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেই দেশেরই কতিপয় সন্তানের বিদ্রোহকে অপরাধ আখ্যা দিয়া বিচার করিতে বসিয়াছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শৃঙ্খল কাটিবার জন্য ভুল বুঝিয়া ভুল পথে গিয়াছিল কিনা সেই চুলচেরা বিচার-বিতর্ক নিরর্থক। দেশবাসী এক-বাক্যে এবং বিদেশেরও নিরপেক্ষ ও শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার না করিয়া পারিবেন না, দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তাঁহারা সামরিক সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এতাবৎ যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত ও যে সব তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ জাপ সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় হিসাবে কাজ করে নাই। তাহাদের নিজস্ব লক্ষ্য ছিল, স্বতন্ত্র পন্থা ছিল। এই ঐতিহাসিক বাহিনীর পিছনে ছিল যে অস্থায়ী ভারতীয় জাতীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা সম্পূর্ণ ভারতের স্বার্থে পরিচালিত হইত—জাপানের স্বার্থে নহে। এই গবর্ণমেণ্টকে ৯টি রাষ্ট্র (জাপান ও জার্ম্মানী সহ) মানিয়া লইয়াছিল। সুতরাং এই অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জাতীয় বাহিনীর অধিনায়কদের বিচারে আন্তর্জ্জাতিক বিধিবিধান মানিয়া চলিতে হইবে। আমাদের কাছে আইন-কানুনের খুঁটিনাটি বড় কথা নয়। আসল কথা, অস্থায়ী ভারতীয় জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ও তাহার জাতীয় সৈন্যবাহিনী ভারতকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার যে সুযোগ আসিয়াছিল তাহারই সদ্ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিল। দেশাত্মবোধ যদি অপরাধ হইয়া থাকে তাহা হইলে উহারা নিঃসন্দেহে অপরাধী। আর দেশাত্মবোধ যদি গর্ব্বের বস্তু হয়, তাহা হইলে ইহাদের জন্য আজ সমগ্র দেশ গর্ব্ব অনুভব করিবে।

আমরা আশা করি, গর্ব্বান্ধ বৈদেশিক শাসকগণের বোধোদয় হইবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত লোকজনকে তাঁহারা ছাড়িয়া দিবেন। ইহাদের বিচার করিবার নৈতিক অধিকার বিদেশী শাসকশ্রেণীর নাই। বিচার যদি করিতেই হয়, সেই অধিকার আছে একমাত্র স্বাধীন ভারতের স্বাধীন গবর্ণমেণ্টেরই।

* * *

ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি আবার জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৬২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ক্লিয়ারিং
এর সুবিধাসহ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান
গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত ঃ ১৯২৮ ঃঃ টেলি ঃ "PURSE"-CAL.
হেড অফিস—88-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বেলিয়াঘাটা, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ী ও সৈয়দপুর (রংপুর)।
শ্রীমঙ্গল (শ্রীহট্ট) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
— জীবনবীমার জন্য —
দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।
বি সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

খেয়ালীর খাতা

কালীনাথ বাবু বউদির মেজভাই। সেক্রেটারিয়েটে একজন বড়বাবু। সেদিন ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে এক খাবারের দোকান হইতে বাহির হইতেছেন দেখিলাম। আমাকে কি তিনি দেখিতে পান নাই? কি জানি। মনে তো হইল পাইয়াছেন। কাছে যাইয়া ডাকিতেই অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "আর ভাই বল কেন? বাড়ীতে মেয়েদের বায়না। আমাকেই নিজে দেখে শুনে খাবার কিনতে হবে। কেন, চাকরদের বল না! না, আজ ভাইফোঁটা, চাকরেরা পারবে না, আমাকেই না কি আসতে হবে। যত সব ইয়ে—।" বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, স্ত্রীর ভাইর জন্য এমন অনেক কিছুই করিতে হয়, যাহা নিজের ভাইর জন্য করিতে রাজী নই। সুতরাং ভদ্রলোকের ক্ষোভের যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। আসল কথা, ভদ্রলোক লজ্জিত হইয়াছেন। এক হাতে সন্দেশের ঠোঙা, অপর হাতে রসগোল্লার ভাঁড়—এ-অবস্থায় কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হউক ইহা ঠিক পছন্দ করেন নাই। অথচ নিশ্চিত জানি, ঠিক এই কালীনাথবাবুকেই যদি নিউ মার্কেট হইতে কেক বা পেষ্ট্রি কিনিয়া বাহির হইতেছেন দেখিতাম তবে তাঁহার লজ্জা পাওয়ার কারণ থাকিত-না। তফাৎটা শুধু দোকানের নয়,—তফাৎ পাত্রের। চকোলেট বা কেক্, পেষ্ট্রি ইত্যাদি কাগজের সুদৃশ্য বাক্সে বিক্রীত না হইয়া শালপাতার ঠোঙায় কিনিতে হইলে ফারপোর দোকান হইতে কিনিলেও আধুনিক তরুণেরা তাহা হাতে করিয়া ঘরে ফিরিতে উৎসাহ বোধ করিতেন না!

* * *

এই প্যাকিংএর কথাটাই কানাডার ভারতীয় ট্রেড কমিশনার মিঃ আহুজার এক বক্তৃতায় নতুন করিয়া তোলা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ হইতে কানাডায় মোটা ধরণের সুতীবস্ত্র, খেলার সরঞ্জাম, গেঞ্জী ইত্যাদি চালান করিবার সুযোগ আছে। কিন্তু ঐ জিনিষগুলি বর্ত্তমানে যে-রকম বিশ্রীভাবে প্যাক করিয়া পাঠান হয়, সে-ভাবে পাঠাইলে সেখানকার বাজারে বিকাইবে না। প্যাকিং উন্নত করিতে হইবে। প্রায় বছর খানেক আগে আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব ট্রেড কমিশনার মিঃ মালিকের সঙ্গে একবার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারও ঐ মত। ভারতীয় জিনিষপত্র আমেরিকার বাজারে যাহা পাঠানো হয়, খারাপ প্যাকিংএর দোষে তাহার বেশীর ভাগ মার খায়। সুদৃশ্য প্যাকিংএর উপরে যে বিক্রয়ের অনেকখানি নির্ভর করে এ তথ্য আমাদের ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এখনও ভালো করিয়া শিখেন নাই। অথচ বিলাতী প্রসাধন দ্রব্য, লজেঞ্জুস, টফী, সাবান ইত্যাদি অনেকগুলি যে শুধু প্যাকিংএর বাহারেই বাজারে কাটে সে-কথা আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে জানি। হাসের ডিমের আকারের সুদৃশ্য বাক্সটির জন্যই ইডিনিং অব প্যারি সেণ্ট কিনিয়াছি, বালতীর মত আকৃতি আধারে প্যাক করা টফীর চাইতে বালতীটাই যে বেশী পছন্দ করিয়াছি—Contents এর চাইতে Container—তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। কলিকাতায় সন্দেশ যে-দিন হইতে কার্ড বোর্ডের বাক্সে বিক্রীত হইতেছে, সে-দিন হইতে তাহার কদরও বাড়িয়াছে।

* * *

আমাদের দেশে ভালো প্যাকিংএর, বিশেষ করিয়া খাবার জিনিষ ভালো করিয়া প্যাক্ করিবার কিছু কিছু অন্তরায়ও অবশ্য আছে। সন্দেশ কাগজের বাক্সে ভরিয়া বিক্রয় হইতে অসুবিধা নাই। কিন্তু রসগোল্লা বা রাবড়ি কিনিতে গেলে মাটির ভাঁড় ছাড়া গতি নাই। তাহা সত্ত্বেও টিনের কৌটায় রসগোল্লা ও ক্র্যাফট্ কাগজের থলেতে সিঙ্গাড়া কচুরী বিক্রয় করিবার দৃষ্টান্ত কলিকাতায় একটি বাঙ্গালী খাবারের দোকান দেখাইয়াছেন। যতদূর জানি, তাহাতে তাহার ক্ষতি হয় নাই।

সমান পরিমাণতো বটেই
-এমন কি বেশিই-

এই ছোট টিনে পুরো এক পাউণ্ড ল্যাক্টোজেন আছে
জানতে পারলে নিশ্চয় আপনি অবাক হবেন।

নতুন ও উন্নত ধরনের
ল্যাক্টোজেন

পাউডার আগেকার তুলনায় অনেক কম বলে ছোট পাত্রে আরামে প্যাক করা সম্ভব। আগেকার বড় টিনের খাদ্য যত দিন চলতো এই নতুন টিনের খাদ্য ততদিনই চলবে। এই নতুন পাউডার আগেকার চেয়ে মিহি, সহজে চামচের মধ্যে মেশে আর তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না। কিন্তু মনে রাখবেন নতুন তালিকা অনুসারে এবার থেকে খাদ্য পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। কারণ আগে যতটা ল্যাক্টোজেনের দরকার হোতো এখন তার চেয়ে কমে সেই একই পরিমাণ তৈরি হয়।

দোকানীর কাছে "উন্নত ধরণের ল্যাক্টোজেন" কেনবার চেয়ে নিন। তাতে নতুন খাদ্য-তালিকা ছাপা আছে।

PS-NL-5

অনেক শ্বেতাঙ্গকেও সে দোকান হইতে বাংলা খাবার কিনিতে দেখিয়াছি।

* * *

বিক্রয়ের ব্যাপারে আরও একটী কথা আছে। সেলস্‌ম্যান। দোকানের কর্ম্মচারী, যাহারা খরিদ্দারকে জিনিষ দেখায়। এদিক দিয়া আমাদের দেশীয়—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত আনাড়ি। কোন সাহেব দোকানে একবার ঢুকিলে, দরকার না থাকিলেও সামান্য কিছু না কিনিয়া বাহির হওয়ার উপায় থাকে না—ইহা শুধু বিলাতে নয়, এদেশের হোয়াইটওয়ে, ফেলপস্‌, হল এণ্ডারসন প্রভৃতি দোকানেও অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কারণ আর কিছুই নহে। সেখানকার সেলস্‌ম্যান—ঠিকমতো বলিতে হইলে সেলস-ওম্যান—খরিদ্দারকে এমন খাতির যত্ন করে যে, একেবারে খালি হাতে বাহির হইয়া আসিতে চক্ষু লজ্জায় বাধে। আপনি একটা জিনিষ কিনিতে গেলে পাঁচটা দেখাইবে। যতক্ষণ আপনার পছন্দ না হইতেছে, রকমারী জিনিষ আনিয়া হাজির করিবে। আমাদের বাঙ্গালী দোকানদারেরা খরিদ্দারকে জিনিষ বিক্রয় করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন না। আমাদের দরকার আছে, কিনিতেই হইবে—এইজন্য সেখান হইতে জিনিষ কিনি, সেলস্‌ম্যানের কৃতিত্ব তাহাতে একটুকুও নাই।

* * *

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। একটি নামকরা বাঙ্গালী দোকান ও একটি সাধারণ,—সাহেবী নহে, অবাঙ্গালীর দোকানের কথাই ধরা যাউক। কাপড়ের। যুদ্ধের আগের কথা বলিতেছি, কারণ এখনতো কাপড় দূরে থাকুক, গামছা কেনাই দায়। নিউমার্কেটে একটি সিন্ধী শাড়ীর দোকানে স্ত্রীর বোনের বিবাহে উপহারের জন্য একটি জর্জ্জেট শাড়ী কিনিতে গিয়াছিলাম। দোকানে যাওয়া মাত্র একটি সুদর্শন ভদ্রলোক দশটাকা দামের জাপানী জর্জ্জেট হইতে সুরু করিয়া ষাট টাকা দামের সিফন্‌ শাড়ী একটির পর একটি আনিয়া টেবিলের উপর জড় করিতে লাগিলেন। আমি বেশী দামের জিনিষ চাই না বলা সত্ত্বেও বার বার নানারকম শাড়ী দেখাইলেন। "না কিনিলেও দেখিয়া যান, হয়তো কিছুদিন পরে আপনার এ রকম শাড়ী কেনার দরকার হইতে পারে।" একটি খরিদ্দারের জন্য যত গুলি শাড়ী বাহির করিলেন, তাহা ভাঁজ-পাট করিয়া আবার আলমারীতে তুলিতেও অন্ততঃ আধঘণ্টা লাগিবে। তাহাতে সিন্ধী সেলসম্যানদের আপত্তি বা আলস্য নাই। ফলও তাহারা হাতে হাতেই পায়। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় ঠিক করিয়াছিলাম টাকা পঁচিশ দামের মধ্যে কিনিব। যখন বাহির হইলাম, হাতে তখন একটি নয় দুইটি শাড়ী। একটি গৃহিণীর এমনই পছন্দ হইয়া গেল যে, তাহা না কিনিয়া বাহির হওয়ার উপায় ছিল না। তাহার বোনের শাড়ীটিও পঁচিশের অঙ্কে রহিল না। "যখন আর পাঁচ টাকা বেশী দিলেই অনেক ভালো একটি শাড়ী মিলিতেছে তখন পাঁচজনে দেখিবে ইত্যাদি" যুক্তি দ্বারা ত্রিশ টাকাই খরচ করিতে হইল।

* * *

ঠিক তাহারই মাসখানেক পরে পূজার মর্শুম। গোলদিঘীতে একটি নামকরা বাঙ্গালীর কাপড়ের দোকানে আসিলাম। প্রথমতঃ দোকানে সেলস্‌মানের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। কিছুক্ষণ বসিয়া না থাকিলে, অর্থাৎ সেলস্‌ম্যানের হাতের খরিদ্দারটি বিদায় না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার দিকে কেহ মনোযোগ দিতেই অপারগ। তাহার পর যখন আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল, প্রথমেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হইল "কত দামের মধ্যে চান?" ঠিক সেই দামের মধ্যে যে-সকল কাপড় আছে তাহার বেশী অন্যকিছু দেখিবার আপনার অধিকার নাই। এমন কি আপনি যদি খান তিন চার চার টাকা জোড়া দামের ধুতি দেখিয়া তাহার চাইতে কিছু কম দামের জিনিষ দেখিতে চান, সেলস্‌ম্যান অমনি মুখে রাজ্যের বিরক্তি আনিয়া বলিবে, "আগে বললেই পারতেন যে সস্তা কাপড় চান!" রকমারী পছন্দ করিবার ব্যাপারেও আপনাকে যথেষ্ট সাবধান হইতে হইবে। দোকানী প্রথমে উপরের দিকে তাকাইয়া চেঁচাইয়া বলিবে, "ফ্যালরে, অম্বিকা, ৯৫১ ধুতি।" আপনি বসিয়া আছেন। তাগিদ দিলে আবার সেই তারস্বরে চীৎকার—"কৈরে, অম্বিকা, ৯৫১ ধুতি চাইলাম।" যে 'ফেলিবে' তাহার অপরাধ নাই। সেও একা মানুষ, নীচে চারজনের "ফ্যাল্‌রে" তামিল করিতেছে। যখন কাপড় আসিল, আপনি হয়তো বলিলেন, "অন্য কোন পাড় আছে?" সেলস্‌ম্যান অমনি জিজ্ঞাসা করিল, "কী রকম পাড় চান?" ভালো প্রশ্ন! যদি কি রকম পাড় চাই তাহা আমি বাড়ী হইতেই ঠিক করিয়া যাইব, তবে আর দোকানে কাপড় দেখিবার দরকার কী, সেলস-ম্যানই বা আছে কিসের জন্য? যতক্ষণ দোকানে রহিবেন সর্ব্বদাই এই কথা মনে হইবে, যে যত গরজ সবই আপনার। সেলস্‌ম্যান আপনাকে একটা অনুগ্রহ করিতেছে। দোকান হইতে কাপড় কিনিয়া যখন বাহির হইলাম, তখন প্রায় ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়ার মতো। মস্ত একটা দুঃসাধ্য সাধন করিলাম।

—খেয়ালী

অক্ষয় কুমার লাহা
জার্মান মার্কা সিমেন্ট কলার
বাঁ ভাঁজ কারখানার রং
১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

ঘোষণা
আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং গ্রাহকগণের প্রতি।
আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।
আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।
দি
নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Back up your BUSINESS by BLOCKS
PROMPT DELIVERY IS OUR POLICY
CONSULT
UNITY REPRODUCTION SERVICE
10, PREM CHAND BARAL ST, CALCUTTA.

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

আণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন—আণবিক বোমার জন্মস্থান আমেরিকার অন্তর্গত লস্ এলামস্ এর এক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বৃটিশ ডিরেক্টার ডঃ ওপেনহিমার বলিয়াছেন যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যেই আণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, যেখানে এক পাউণ্ড কয়লা হইতে মাত্র এক কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় সেখানে এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম হইতে ১ কোটী ৫০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতে পারে।

ভারতে মার্কিন দ্রব্যসম্ভার—সামরিক প্রয়োজনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে সমস্ত দ্রব্যসম্ভার এ পর্য্যন্ত ভারতে আমদানী করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এখনও অনেক মাল এদেশে পড়িয়া আছে। এই সমস্ত মালের মূল্য হইবে আনুমানিক ৫০ কোটী ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৫০ কোটী টাকা এবং ইহাদের একটা অংশ হয় নষ্ট করিতে হইবে অথবা আমেরিকায় ফিরাইয়া দিতে হইবে। যে সমস্ত মালের কর্ত্তৃত্বভার ভারত সরকার গ্রহণ করিবেন তাহাদের মূল্য ১০০ হইতে ২০০ কোটী টাকা বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ভারতের খনিজ সম্পদ—ভারতের খনিজ সম্পদের উন্নত প্রণালীতে ব্যবহারের জন্য ভারত সরকার খনিজ নীতি সম্পর্কে একটি কমিটি (মিনারেল পলিসি কমিটি) গঠন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। যুদ্ধের সময় ভারত সরকার ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের (জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া) অধীনে একটি খনিজ ব্যবহার কমিটি গঠন করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ। সামরিক প্রয়োজনে এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ত্তমানে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই।

বৈদ্যুতিক কোম্পানী সম্পর্কে নূতন আইন—প্রকাশ, ভারতীয় ইলেকট্রিক কোম্পানীগুলির মূলধন নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য সাত জন সদস্য নিয়া একটি কমিটি শীঘ্রই গঠিত হইবে। ভারত সরকারের ইলেকট্রিক্যাল কমিশনার মিঃ ম্যাথুস এই উদ্দেশ্যে একটি মেমোরেণ্ডাম প্রস্তুত করিয়াছেন এবং উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে মূল নীতিগুলি দুইটি চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট ফার্ম—বোম্বাইয়ের মেসার্স বিলিমোরিয়া ও কলিকাতার মেসার্স লাভলক স্মুইস-এর নিকট তাঁহাদের মতের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। বিদ্যুৎ সম্পর্কীয় আইনের খসড়াটিও নাকি তৈরী আছে এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে উহা উপস্থিত করা হইবে।

ভারত হইতে তামাক রপ্তানী—ভারত সরকার নাকি শীঘ্রই ভারত হইতে শ্রেণী বিভাগ হয় নাই এরূপ তামাকের রপ্তানী নিষেধ করিবেন। কিন্তু তামাক দ্রব্যের যেসব বৃটিশ প্রস্তুতকারী ভারত হইতে তাহাদের এজেণ্টের মারফতে তামাক ক্রয় করিয়া থাকে তাহাদের উপর এই নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না। ভারত সরকার ভারতীয় তামাককে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিবেন বলিয়াও প্রকাশ।

বাড়তি উৎপাদন ও চা

লড়াই বাধবার পর থেকে অন্য সব দেশের মতো ভারতবর্ষকেও বাড়তি উৎপাদনের জন্য উঠে পড়ে লাগতে হয়েছে। কিন্তু কাজটা অন্য দেশগুলিতে যতোটা সহজ হয়েছে ভারতবর্ষের পক্ষে মোটেই তা হয়নি। কারণ যুদ্ধরত সৈন্যদের চাহিদা অনুযায়ী মাল জোগাবার জন্য যে-সব বাড়তি যন্ত্রপাতি দরকার, যুদ্ধের জন্য বিদেশ থেকে সেগুলোর আমদানি বন্ধ, তার উপরে কারখানার কাজ-জানা মজুরেরও অভাব। এ সব অসুবিধে সত্ত্বেও বর্তমানে ভারতবর্ষের কারখানাগুলিতে যে পরিমাণ মাল উৎপন্ন হচ্ছে আগেকার দিনে তা ভাবাও যেতো না।

এই কৃতিত্বের মূলে ভারতীয় চায়ের দান যে কতোখানি তা ভাবলে সত্যি আশ্চর্য হতে হয়। আগেকার দিনে দেখা যেতো কাজের শেষের দিকে উৎপাদনের পরিমাণ অনেকটা কমে যায়। কিন্তু এখন আর এ কথা কেউ মানবে না, কারণ স্পষ্টই দেখা গেছে একটানা খাটুনির পর শ্রমিকদের চা দেওয়ার ফলে তাদের উদ্যম ফিরে আসে এবং মনোযোগও বাড়ে। তাই শেষপর্যন্ত মোট উৎপাদনের পরিমাণ চরমেই থাকে।

এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁরা কলকাতায় ১০১ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যান্ শান্ বোর্ড' থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 241

ঘি ইত্যাদিতে শ্রেণী বিভাগের যে "আগমার্ক" নীতি প্রচলিত আছে, তামাকের বেলায়ও সেই নীতি গ্রহণ করা হইবে।

ভারতের যুদ্ধকালীন বহির্ব্বাণিজ্য—সম্প্রতি ভারত সরকার ভারতের যুদ্ধকালীন বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তুলনার সুবিধার্থে ১৯৩৮-৩৯ সালের বাণিজ্যকে ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত মোট আমদানী-রপ্তানীর ভিতর রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও পরে উহা হ্রাস পাইতে পাইতে ১৯৪৪-৪৫ সালে যুদ্ধ-পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় মোট বহির্ব্বাণিজ্যের শতকরা মাত্র ৫৩ ভাগে পর্য্যবসিত হয়। আমদানীর খাতেও যুদ্ধ-পূর্ব্ব কালের তুলনায় ১৯৪৩-৪৪ সালে মোট বহির্ব্বাণিজ্যের শতকরা মাত্র ৩৯ ভাগ আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া যুদ্ধ-পূর্ব্ব কালের তুলনায় শতকরা ৭১ ভাগ হয়।

১৯৪৪-৪৫ সালে মজুত পাটের পরিমাণ—ভারতীয় পাটকল সমিতি (ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন) ১৯৪৪-৪৫ সালের জন্য নিম্ন হিসাব পেশ করিয়াছেন :—

১৯৪৪ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত পাটকল সমিতির হাতে মজুত পাট—২৩ লক্ষ ৪২ হাজার গাঁইট; ১৯৪৪-৪৫ সালে পাটকল সমিতির সদস্য-শ্রেণীভুক্ত কলসমূহ কর্ত্তৃক ক্রীত পাট—৫৪ লক্ষ ৩৫ হাজার গাঁইট; মোট ৭৭ লক্ষ ৭৭ হাজার গাঁইট; পাটকল সমিতির অন্তর্ভুক্ত কলসমূহ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত পাট (সংক্ষিপ্ত হিসাব)—৫৭ লক্ষ ৭৮ হাজার গাঁইট; ১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মজুত পাট ১৯ লক্ষ ৯৯ হাজার গাঁইট।

সিন্ধু গবর্ণমেণ্টের চাউল প্রেরণ—করাচীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ভারতের বিভিন্ন ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণের জন্য সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট ২ লক্ষ টন চাউল দিতে রাজী হইয়াছেন। এই চাউল প্রধানতঃ বাংলা, মাদ্রাজ এবং সিংহলে প্রেরিত হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

কলিকাতায় সংক্রামক হাসপাতাল—প্রকাশ, কলিকাতায় একটি সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। হাসপাতালটি বেলিয়াঘাটা এলাকায় (২৮নং ওয়ার্ড) স্থাপিত হইবে বলিয়াও প্রকাশ। এই উদ্দেশ্যে বাংলা গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই ১৬ একর জমি লইতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতা-দিল্লী রাস্তা নির্ম্মাণ—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত একটি দীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত রাজপথ নির্ম্মাণ রাস্তাঘাট সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র ভারতবর্ষে যাহাতে যানবাহন চলাচলের সুবিধা হয়, তজ্জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। বাংলাদেশের হুগলী ও বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়া এই পথ নির্ম্মিত হইবে। হুগলী জেলায় যে রাস্তার যে অংশ পড়িবে বাংলা গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই নাকি তাহা দখলে আনিবেন। প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্ট একমাত্র হুগলী জেলায় চণ্ডীতলা, হরিপাল ও ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত ১ হাজার ১ শত ১৬ একর জমি দখল করিবেন। ১৯৪৭ সালের মধ্যে উক্ত রাস্তার বাংলার অংশের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাংলার আগষ্ট শহীদ—বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে যাঁহারা নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম-ধাম, বয়স ইত্যাদি পরিচয় সহ বিবিধ বিবরণ সংগ্রহের জন্য 'কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ' বিভিন্ন জেলার কর্ম্মীদিগকে অনুরোধ জানাইতেছেন। এই সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ অবিলম্বে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের কার্য্যালয়ে (সি ১৮।১৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা) প্রেরিতব্য। শ্রীসুবোধ ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ মিত্র, যুগ্ম-সম্পাদক, কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ।

খনির নীচে নারীশ্রমিক নিয়োগ—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট কয়লাখনিসমূহের নীচে নারীশ্রমিকদের নিয়োগ সম্পর্কে ১৯৪৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে পুনরায় নিষেধাজ্ঞা জারী করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জরুরী অবস্থার অবসান হইবামাত্র খনির নীচে নারী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করা হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যে নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তদনুসারেই এই নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

কয়লার সরবরাহ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা—গেজেট অব ইণ্ডিয়ার সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট কয়লা নিয়ন্ত্রণ

ফোন :—ক্যাল ১৪৬৪ ও ১৪৬৫ গ্রাম :—"Aryoplants"

দি মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

মূলধন

অনুমোদিত		২৫,০০,০০০৲ টাকা।
বিলিকৃত ...	১১-১০-৪৫ পর্য্যন্ত	১৬,৮৯,৮২৫৲ ,,
আদায়ীকৃত ...	১১-১০-৪৫ পর্য্যন্ত	১৪,৮৪,৮০০৲ ,,

* গত ত্রিশ বৎসরকালের মধ্যে এদেশে বিদ্যুৎশিল্পের ব্যাপক উন্নতির ইতিহাসকে আধুনিককালের অভ্র-শিল্পেরই ইতিহাস বলা যায়।
* এক্ষণে যুদ্ধোত্তর যুগের শিল্পোন্নতিতে বিদ্যুৎ শিল্পের উন্নতির উপরে এদেশে ছোট বড় সমস্ত শিল্প, কৃষি, যানবাহন ইত্যাদির উন্নতি নির্ভর করিবে।
* বিদ্যুৎশিল্প সম্পূর্ণভাবে অভ্রের উপর নির্ভরশীল।
* ভারতে খনিগর্ভে প্রচুর পরিমাণে অত্যুৎকৃষ্ট শ্রেণীর অভ্র থাকায় এবং এদেশে অভ্র উত্তোলনের জন্য শ্রমিকের প্রাচুর্য্যের দরুণ ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে এই শিল্পে একাধিপত্য করিতেছে।

শেয়ারসমূহ :—

প্রেফারেন্স শেয়ারের সমস্ত বিলি হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি অর্ডিনারী শেয়ার এখনও শেয়ারের সমমূল্যে পাওয়া যায়।

অর্ডিনারী শেয়ার প্রতি শেয়ার ২৫৲ টাকা হিসাবে—প্রতি শেয়ারের আবেদনের সহিত ২॥০ আনা হিসাবে, প্রতি শেয়ার বিলি হইবার ৩০ দিনের মধ্যে ১০৲ টাকা হিসাবে এবং বাকী প্রতি শেয়ারে শেয়ার বিলি হইবার ৬০ দিনের মধ্যে ১২॥০ আনা হিসাবে পরিশোধনীয়। প্রতি আবেদন পত্রের সঙ্গে ১৲ টাকা এ্যাড্‌মিশন ফি দিতে হইবে।

শেয়ারের জন্য আবেদন

কোম্পানীর হেড অফিসে আবেদনের ফরম ও প্রস্‌পেক্টাস পাওয়া যাইবে এবং সেইখানে উহা দাখিল করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ এবং পাইয়োনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ-এর যে কোন অফিসে উক্ত আবেদনের ফরম এবং প্রসপেক্টাস পাওয়া যাইবে এবং সেইখানে উহা দাখিল করাও চলিবে।

ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের নিয়মাবলীর ৯৪-ক ধারা অনুসারে বর্ত্তমান শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। একথা সুনিশ্চিতভাবে বুঝিতে হইবে যে, এই অনুমতি দিয়া ভারত সরকার কোম্পানীর অর্থনীতিক ক্ষমতা অথবা এতদসম্পর্কিত কোন বিবৃতি কি এতদসম্পর্কে প্রকাশিত কোন মতামতের সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

টেলিফোন—কলিঃ ৯৮৪ টেলিগ্রাম—"ARTCLAYS" কলিকাতা

ইহা বিজ্ঞপ্তি মাত্র—প্রসপেক্টাস নহে

ষ্ট্যাণ্ডার্ড সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে গঠিত)

অনুমোদিত মূলধন	৫,00,000৲ টাকা
বর্ত্তমানে বিক্রয়ার্থ মূলধন	৩,00,000৲ ,,
(ক) প্রতি শেয়ার ১০৲ টাকা হিসাবে ২,৬০০০ অর্ডিনারী শেয়ার	২,৬০,০০০৲ টাকা
(খ) প্রতি শেয়ার ৫৲ টাকা হিসাবে ৪০০০ ডেফার্ড শেয়ার	২০,০০০৲ টাকা
(গ) প্রতি শেয়ার ১০০৲ টাকা হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা লভ্যাংশ ২০০ প্রেফারেন্স শেয়ার	২০,০০০৲ টাকা
	৩,০০,০০০৲ টাকা

শেয়ারের টাকা পরিশোধের সর্ত্ত

প্রেফারেন্স শেয়ার

আবেদনের সহিত প্রতি শেয়ারে ২৫৲ টাকা, বিলি হইবার পর প্রতি শেয়ারে ২৫৲ টাকা, বাকী ৫০৲ টাকা ২টী সমান কিস্তিতে দেয়।

সাধারণ শেয়ার

আবেদনের সহিত প্রতি শেয়ারে ২৲ টাকা, বিলি হইবার পর প্রতি শেয়ারে ২৲ টাকা এবং বাকী ৬৲ টাকা ৩টী সমান কিস্তিতে দেয়।

ডেফার্ড শেয়ার

আবেদনের সহিত প্রতি শেয়ারে ১৲ টাকা, বিলি হইবার পর প্রতি শেয়ারে ১৲ টাকা এবং বাকী ৩৲ টাকা ৩টী সমান কিস্তিতে দেয়।

পৃষ্ঠপোষক ঃ—

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম-বি
কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন,
ডিরেক্টর, বেষ্ট ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল কোং লিঃ
চিকিৎসক, ক্যাম্বেল হাসপাতাল।

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্

১। **মিঃ বি, এন, ঘোষ,** এম-এ
ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল, বালিগঞ্জ গার্লস্ কলেজ
কলিকাতা।

২। **মিঃ শচীনন্দন সাহা,**
ব্যাঙ্কার্স ও মার্চেন্টস্, ঢাকা।

৩। **মিঃ জি, এল, ব্যানার্জ্জি,** বি-এস, সি
কন্ট্রাক্টার, ঢাকা।

৪। **মিঃ এস, এন, পাঠক,**
মার্চেন্ট, ঢাকা।

৫। **মিঃ এ, মুখার্জ্জি,** বি-এস, সি।

৬। **মিঃ এস, মজুমদার,** ডিরেক্টর, কেমিক্যাল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল গ্লাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ।

৭। **মিঃ পি, সি, মুখার্জ্জি,** বি-এস-সি, বি-কম
ডিরেক্টর, এসিয়াটিক্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সি কোং, লিঃ।

ব্যাঙ্কারগণ

(১) **কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ**
(২) **এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ**
(৩) **হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ**

সিরামিক বিশেষজ্ঞগণ

মিঃ এস রায়, এম-এস-সি, সিরামিক রিচার্স কেমিষ্ট।

মিঃ জে সি বসু, বি-এস-ই, এরো ইঞ্জিনিয়ার (মিচিগান, ইউ এস এ)।

অডিটারগণ

মেসার্স রায় এণ্ড বাগচী,
রেজিষ্টার্ড একাউন্টেন্টস্

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ

৭ নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য

মেমোরেণ্ডামে বর্ণিত নানাবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষতঃ টেবিলে ব্যবহারযোগ্য পোরসেলিনের দ্রব্যাদি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, 'টি ও ডিনার সেট', 'সেনিটারি ফিটিংস' এবং ল্যাবরেটরীর সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুতিকরণের উদ্দেশ্যে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে।

কোম্পানীর প্রগতিশীল মনোভাব আছে। যে সমস্ত দ্রব্যাদির জরুরী চাহিদা রহিয়াছে তাহা প্রস্তুত করাই শুধু কোম্পানীর ইচ্ছা নহে অধিকন্তু, গ্রেফাইট-ক্রুসিবল্ ও কেমিক্যাল পোরসেলিন' প্রস্তুত করারও ইচ্ছা আছে (গ্রেফাইটক্রুসিবল্ ও কেমিক্যাল পোরসেলিন পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত)।

সিরামিক শিল্পের সুযোগ-সম্ভাবনা

ভারতে পটারি শিল্পের উন্নতির প্রচুর সুযোগ-সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমদানীকৃত মাল অপেক্ষা দেশে প্রস্তুত মালপত্র ব্যবহারের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড যুক্তি এই যে, বিভিন্ন প্রকারের সিরামিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতিকরণের কাঁচামাল পত্রাদি সমস্তই ভারতে পাওয়া যায়। এই কারণেই এই শিল্পের গুরুত্ব এবং সুযোগ-সম্ভাবনার কথা ক্রমে ক্রমে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে এবং সিরামিক শিল্প, বিশেষতঃ যুদ্ধ-কালীন চাহিদানুযায়ী, দ্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে।

কোম্পানী খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাঃ বি এন ঘোষ, এম-এস-সি (ক্যাল), ডি-এস-সি (লণ্ডন), পি-আর-এস এবং মিঃ এস রায়, এম-এস-সি সিরামিক শিল্পাভিজ্ঞের সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইয়াছে। মিঃ রায় গত ১২ বৎসর যাবৎ ভারতীয় কাঁচামালের সাহায্যে কাজ করিতেছেন এবং সমস্ত উপাদানের যথোপযুক্ত সংমিশ্রন দ্বারা তিনি উন্নত ধরণের পোরসেলিন প্রস্তুত করিতে সমর্থ (মূল্যের পড়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া) হইয়াছেন। ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, কোম্পানী যে কাঁচামাল ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা অতি উন্নত ধরণের।

চীনামাটির দ্রব্যাদির চাহিদা অধুনা আমাদের দেশে খুব ব্যাপক এবং এই যুদ্ধে তাহাও অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে, সন্দেহ নাই। ভারতের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) ক্রমোন্নতির জন্য সাধারণ পোড়ামাটির পাত্র অপেক্ষা চীনামাটির পাত্রের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিভিন্ন শিল্প প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় নানা প্রকারের পোরসেলিন ইনসুলেটারের চাহিদাও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রো-ইলেক্-ট্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং ফলে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী। বিদ্যুতের বর্দ্ধিত ব্যবহারের অর্থ বৈদ্যুতিক-ইনসু-লেটারের ব্যবহার বৃদ্ধি।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, ভারতে সিরামিক দ্রব্যাদির চাহিদা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারত সরকার যুদ্ধের সময় এই শিল্পের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন এবং আমদানীকৃত দ্রব্যসামগ্রীর সহিত তুলনীয় চীনামাটির বাসনপত্র ও ইনসুলেটার নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় কাঁচামাল যাহাতে ব্যবহার করা যায় সেই উদ্দেশ্যে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালাইবার জন্য কলিকাতায় একটি সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের সিলিকেট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হইতেছে।

কোম্পানী ২৭শে আগষ্ট তারিখে ব্যবসা আরম্ভ করিবার জন্য অনুমতিপত্র (সার্টিফিকেট) পাইয়াছেন এবং অবিলম্বেই কারখানা স্থাপন ও কাজ আরম্ভ করিবার জন্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। অতিশয় আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, কলিকাতায় **ট্যাংরা রোডে** অভিজ্ঞ সিরামিক রিসার্চ্চ কেমিষ্টের তত্ত্বাবধানে কোম্পানী অতি শীঘ্রই পুরাদমে কাজ আরম্ভ করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে অধিকাংশ যন্ত্রপাতিই যোগাড় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ণ সাফল্যের জন্য কোম্পানী দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে।

আবেদন পত্র

শেয়ারের জন্য আবেদনপত্রের ফরম কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস হইতে অথবা এজেন্টগণের নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ পি সি মুখার্জ্জি, বি-এস-সি, বি-কম।

সেক্রেটারী—
মিঃ এইচ্, পি, দত্ত, বি-কম

ক্ষমতাপন্ন পদস্থ ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে এজেন্সির জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হইতেছে।

শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কোন নোটিশ না দিয়াই শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। অনুমতিপত্র কোম্পানীর হেড অফিসে আসিলেই দেখিতে পাইবেন। ইহা সুস্পষ্টরূপে মনে রাখিতে হইবে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার এতদর্থে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা কোনও বিবৃতি অথবা সত্যতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

আদেশ সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত গেজেটে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যাহাতে সাধারণে আরও সস্তা দরে কয়লা পাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে কয়লা ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট দালাল ও পাইকারদের প্রতি টনে লভ্যাংশ ছয় আনা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত দুই তিন বৎসর দেখা গিয়াছে যে, দালালগণ এরূপ ক্ষেত্রে টন পিছু ৪ টাকা হইতে ৬ টাকা পর্য্যন্ত লাভ রাখিয়া মাল ছাড়িয়াছেন। উক্ত গেজেটের বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সাধারণ ব্যবহারের জন্য সরাসরি কয়লাখনি হইতে কয়লা কিনিলে ক্রেতাকে নিয়ন্ত্রিত মূল্য ছাড়া আর কোন কমিশন দিতে হইবে না। কয়লাখনির মালিক নিয়ন্ত্রিত দরে কয়লা বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাইবেন তাহা হইতেই দালালকে লভ্যাংশ দিবেন। দালাল যদি সমস্ত ঝুঁকি নিজে লইয়া কাহাকেও কয়লা কিনিয়া দেন, তবে দালালিস্বরূপ শক্ত কোক কয়লায় টন পিছু ৪ টাকা এবং নরম কোকের জন্য টন প্রতি ১৷৷০ টাকা তিনি রাখিতে পারিবেন। কয়লার পরিমাণ যদি এক মালগাড়ী ভর্ত্তি বা তাহা অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে এই আদেশ খাটিবে না, কারণ খুচরা কারবার সম্পর্কে এই আদেশ জারি করা হয় নাই।

বৃটেনে পাউরুটি রেশন—লণ্ডনে ডক শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ফলে পাউরুটি রেশন করা হইবে বলিয়া মিস উইলকিন্‌সন সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন, বৃটিশ খাদ্য সচিব স্যার বেন স্মিথ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, অবস্থা এখনও যেরূপ আছে তাহাতে ভবিষ্যতে বৃটেনে পাউরুটি রেশন করার কোন আশঙ্কা নাই।

বীমা আইনের সংশোধন—শীঘ্রই নাকি গেজেট অব ইণ্ডিয়ায় বীমা-আইন সংশোধনের জন্য দুইটি বিল প্রকাশিত করা হইবে। ইহাদের মধ্যে একটি স্যার কওয়াস্‌জী জেহাঙ্গীর কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। অপরটি কেন্দ্রীয় পরিষদের গত অধিবেশনে সরকার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুরাতন বীমা বিল। কেন্দ্রীয় পরিষদের অতীত আলোচনার ধারানুযায়ী এবং গত গ্রীষ্মকালে মাদ্রাজে যে বীমা পরামর্শদাতা কমিটি (ইনস্যুরেন্স এডভাইসারী কমিটি) বসিয়াছিল তাহার সুপারিশ অনুসারে পুরাতন বিলটির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

স্যার আকবর হায়দরী—কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী স্যার আকবর হায়দরীকে স্যার সুলতান আহ্‌মদের স্থলে অস্থায়ীভাবে সংবাদ ও প্রচার বিভাগের সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মিঃ নোয়েল হল—প্রকাশ, কয়েক মাসের জন্য বাংলা সরকারের অর্থনীতিক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করার জন্য মিঃ নোয়েল হল সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে মিঃ হল লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক ও লণ্ডনস্থ ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর ইকনমিক এণ্ড সোসায়েল রিচার্চ-এর ডিরেক্টর ছিলেন।

কফির রপ্তানীর নিয়ন্ত্রণ—প্রকাশ, মাদ্রাজ সরকার বেসামরিক সরবরাহ কমিশনারের আদেশ ব্যতিরেকে মাদ্রাজ সহর হইতে অন্য কোন স্থানে কফির বীজ অথবা কফির চূর্ণ চালান নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে নাকি দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার একটি সমৃদ্ধতম অঞ্চল হিসাবে গড়িয়া তোলা হইতেছে। নারিকেল তৈল ও হাঙ্গরের তৈল নিষ্কাশনের এবং কাঠ রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য নাকি পরিকল্পনাও তৈরী হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে যে, এই দ্বীপপুঞ্জ ভবিষ্যতে আর দ্বীপান্তরে দণ্ডিত ব্যক্তিদের নির্ব্বাসনস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হইবে না।

বৃটিশ বাজেটের খুঁটিনাটি—সম্প্রতি উপস্থাপিত বৃটিশ বাজেটে প্রায় ১০ কোটী পাউণ্ড ট্যাক্স মাপ করা হইয়াছে এবং আয়কর ও অতিরিক্ত লাভকর ইত্যাদি খাতে আরও প্রায় ৩০ কোটী পাউণ্ড মাপ করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত লাভকর খাতে প্রায় ২৩ কোটী পাউণ্ড প্রত্যর্পিত হইবে বলিয়াও বাজেটে উল্লিখিত হইয়াছে।

যুদ্ধে ভারতের দান—আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ভারত সরকার সম্প্রতি সমাপ্ত যুদ্ধে ভারতের দানের পরিমাণ জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। জেনারেল পলিসি কমিটির গত অধিবেশনে জনৈক সদস্য অর্থসচিবকে এক প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, অপরাপর শক্তিবর্গ তাহাদের যুদ্ধপ্রচেষ্টার সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করিলেও ভারত সরকার কেন আজও তাহা করিতেছেন না; ভারত সরকারের অর্থসচিব নাকি সেই প্রশ্নের উত্তরে উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অর্থসচিব নাকি ইহাও বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার এম্পায়ার ডলার পুল সম্পর্কেও তথ্যাদি প্রকাশ করিবেন।

ভারতে যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা—ভারত সরকার ভারতে যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনা সম্পর্কে চিন্তা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। ভারতে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী মেসার্স ফোর্ড, বেকন এণ্ড ডেভিস্-এর মিঃ বেকনকে ভারত সরকার ভারতে আগমনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

THE UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা।

বিলিকৃত মূলধন— ৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ২ ,, ,,
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৭৷৷০ লক্ষ ,,

বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্

মিঃ জি ডি বিড়লা (চেয়ারম্যান)
মিঃ এম এ ইস্পাহানি (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি সরাইয়া (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ অনন্তচরণ লাহা
মিঃ মহাদেও এল্ দহনুকর
মিঃ নবীনচন্দ্র মফৎলাল
মিঃ মদনমোহন আর রুইয়া
মিঃ মতিলাল তাপুরিয়া
মিঃ বৈজনাথ জালান
মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা
স্যার আদমজী হাজী দায়ুদ কে, টি

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ বি টি ঠাকুর (জেনারেল ম্যানেজার)

ভারতের সর্ব্বত্র এবং বাহিরে শাখা ও পে-অফিস আছে।

কলিকাতা মেন—ও এইচ্ ঘিওয়ালা, ম্যানেজার
বড়বাজার—জে পি সেনগুপ্ত, ম্যানেজার
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—এ পাল, ম্যানেজার
ভবানীপুর—এম্ এম্ ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার

"হিন্দুস্থান টেন"—এক প্রেস সম্মেলনে মিঃ জি ডি বিড়লা বলিয়াছেন যে, আগামী জানুয়ারী মাসে ভারতে সর্ব্বপ্রথম একত্রীকৃত (এসেম্বল্‌ড) মোটরগাড়ী "হিন্দুস্থান টেন" ভারতীয় বাজারে আত্মপ্রকাশ করিবে। মিঃ বিড়লা ইহাও বলিয়াছেন যে, এই মোটরগাড়ীর মূল্য প্রতিযোগিতামূলক হারে নির্দ্ধারিত হইবে।

১৯৪৫-৪৬ সালে বাংলার ধান্যশস্য—বাংলার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের অফিস হইতে জানান হইয়াছে যে, ১৯৪৫-৪৬ সালে বাংলায় ধান্য-শস্য গত বৎসরের অনুপাতে শতকরা ৮১ ভাগ হইবে। ১৯৪৫ সালে বাংলায় ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫ হাজার ৩ শত একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল কিন্তু গত বৎসর ২ কোটি ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩ শত একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল।

জার্ম্মান শাসন ব্যবস্থা—সম্প্রতি বার্লিন হইতে কলম্বিয়া বেতার প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং রাশিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছে যে, ফ্রান্সের বিরোধিতা সত্ত্বেও জার্ম্মানদের লইয়া একটি কেন্দ্রীয় জার্ম্মান শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইবে।

ক্যান্সার রোগের ঔষধ আবিষ্কার—প্যারিস নৃতত্ত্ব বিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক ডাঃ রাওলএষ্টিপা ক্যান্সার রোগ হইতে মুক্তি পাইবার একপ্রকার সিরাম আবিষ্কার করিয়াছেন। ডাঃ এষ্টিপা অবশ্য তাঁহার সিরামে সকল প্রকার ক্যান্সার রোগ নিরাময় করিবার দাবী করেন না। প্রকাশ, তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র উক্ত ক্যান্সার-প্রতিষেধক সিরাম প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

নির্ব্বাচনের জন্য পেট্রল সরবরাহ—নয়া দিল্লীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, নির্ব্বাচনের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পেট্রল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

বাংলার মার্কিন হাসপাতালসমূহের যন্ত্রপাতি ক্রয়—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বাংলার মার্কিন হাসপাতালসমূহের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। এই সম্পর্কে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা

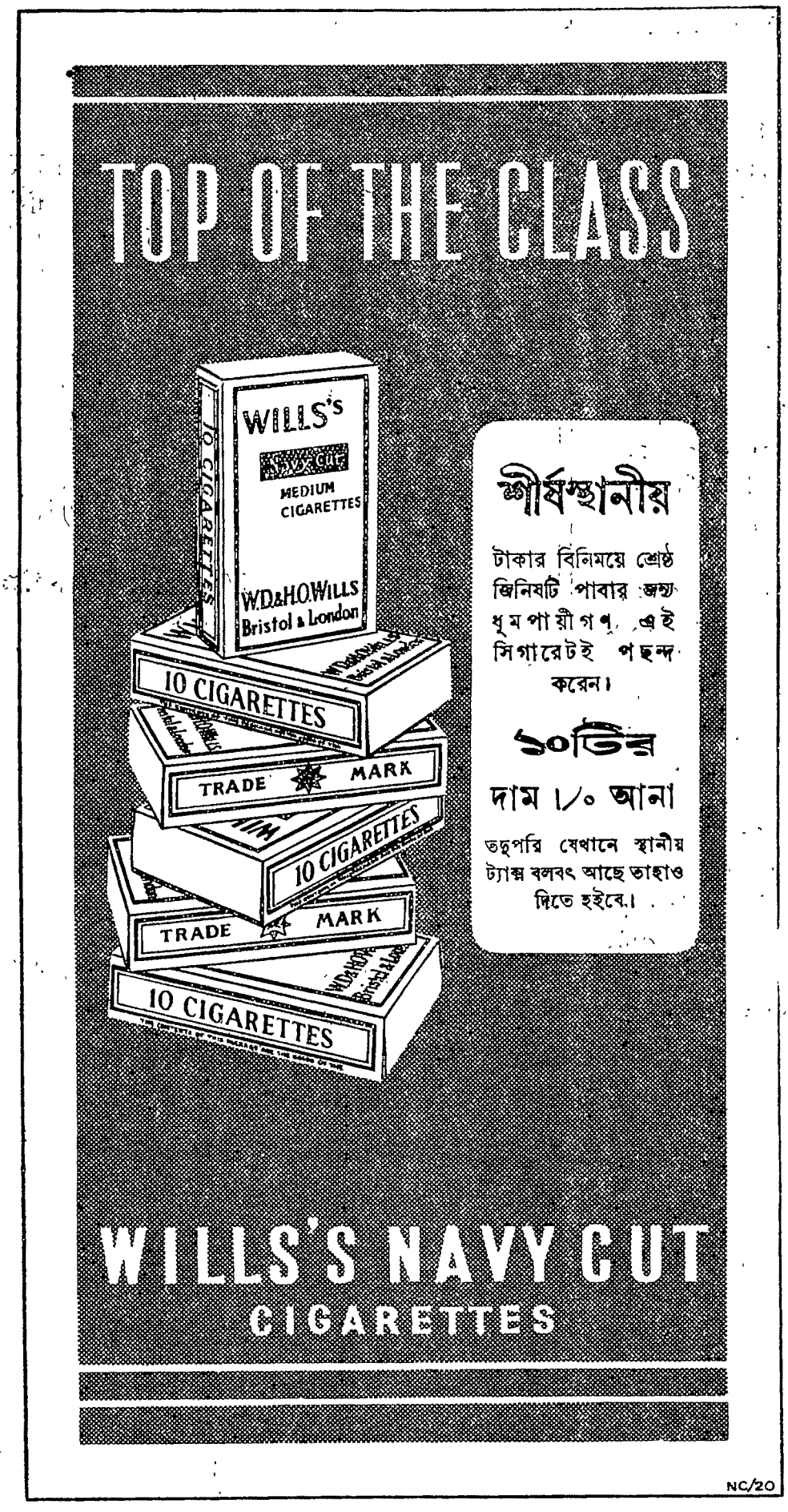

হইয়াছে যে, বাংলা গবর্ণমেণ্টের সহিত মার্কিন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের ইতিমধ্যেই এক চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশে অবস্থিত ৭টি প্রকাণ্ড মার্কিন হাসপাতালের মধ্যে ৪টির সমস্ত যন্ত্রপাতি তাঁহারা ক্রয় করিবেন। বাকী ৩টি হাসপাতালের মধ্যে আরও দুইটি ক্রয় করিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট মার্কিন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন। একটি হাসপাতালের যন্ত্রপাতি মার্কিন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বাংলার এক মিশনারী সোসাইটিকে বিক্রয় করিয়াছেন বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইতেছে।

ভারতের টেলি-কম্যুনিকেশন সার্ভিস—সাম্রাজ্যিক টেলি-কম্যুনিকেশন সার্ভিস জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্পর্কে গত জুলাই মাসে লণ্ডনে এক সম্মেলন হইয়াছিল। প্রকাশ, উক্ত সম্মেলনের সুপারিশগুলি ভারত গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐসব সুপারিশ অনুযায়ী ভারতের টেলি-কম্যুনিকেশন সার্ভিসগুলি কিনিয়া লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান রেডিও এণ্ড কেবল্ কম্যুনিকেশনস্ কোম্পানী লিমিটেড বর্ত্তমানে ভারতের টেলি-কম্যুনিকেশন সার্ভিস চালাইতেছেন। এই বিষয়ে উক্ত কোম্পানী পূর্ব্ব হইতেই ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত নাকি এক চুক্তি করিয়া নিয়াছেন। প্রকাশ, ঐ চুক্তি অনুসারে উক্ত টেলি-কম্যুনিকেশন সার্ভিস কিনিয়া লইতে হইলে ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কোম্পানীকে এক বৎসরের নোটিশ দিতে হইবে। এই নোটিশ জারি করা এবং কোম্পানীর সম্পত্তি কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

ভারতে ভেষজ শিল্প—ভারতের ভেষজ শিল্প যুদ্ধকালীন বহু জরুরী প্রয়োজন মিটাইয়াছে। যুদ্ধের দরুণ বিদেশ হইতে সময়মত সমস্ত ঔষধপত্র না পাওয়ার জন্য যে অসুবিধা হইয়াছে, ভারতে প্রস্তুত ঔষধপত্র এবং চিকিৎসার সরঞ্জাম বহুলাংশে তাহার অভাব মিটাইয়াছে। অস্ত্র চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি ভারতে পূর্ব্বে প্রস্তুত না হইলেও যুদ্ধের সময় হাসপাতাল এবং সামরিক চিকিৎসাকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসার অন্যান্য সরঞ্জামের শতকরা ৮৫ ভাগই ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইয়াছে।

বিদেশ হইতে আমদানীকৃত মোটর-গাড়ী—নয়াদিল্লী হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৯৪৫ সালের মোটর গাড়ী নিয়ন্ত্রণ আদেশানুযায়ী কোন মোটর গাড়ীর আমদানীকারক অনুমতি পত্র ব্যতীত কোন ক্রেতার নিকট বিদেশ হইতে আমদানীকৃত মোটর গাড়ী বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

অস্থায়ী কেরাণীগিরির পরীক্ষা বাতিল—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে সাময়িকভাবে অনেক লোককে বিভিন্ন বিভাগে চাকুরীতে নিযুক্ত করা হইতেছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধ শেষ হওয়ায় স্থায়ী চাকুরীতে লোক নিযুক্ত করাই ভারত গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অস্থায়ীভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রার্থিগণের জন্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লাহোর, দিল্লী, সিমলা, বোম্বাই, এলাহাবাদ এবং কলিকাতায় গত ৭ই, ৮ই ও ৯ই নবেম্বর (১৯৪৫) তারিখে উক্ত পরীক্ষা হইবার কথা ছিল। গবর্ণমেণ্ট তাহা বাতিল করিয়াছেন এবং নির্ব্বাচিত পরীক্ষার্থিগণকে তারযোগে সেই সংবাদ দিয়াছেন।

ভারত-ফিলিপাইন তারবার্ত্তা চলাচল—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত ১লা নবেম্বর হইতে ভারতবর্ষ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সকল প্রকার তারবার্ত্তা আদান-প্রদান আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ঐ সকল তারবার্ত্তা এখনও সেন্সর করা হইবে এবং সেই সমস্ত গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য দেরী হইতে পারে। ঐ সকল তারবার্ত্তার মাশুলের হার পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ গাইডের চলতি সংখ্যায় দেওয়া আছে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ক্রোম মিশ্রিত ধাতুর নিয়ন্ত্রণ আদেশ—গত ৩রা নবেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারত রক্ষা আইন বলে পটাসিয়াম এবং সোডিয়াম ক্রোমেট ও বাইক্রোমেট এবং ক্রোম মিশ্রিত ফটকিরির বিক্রয় ও বিলিব্যবস্থা নিষিদ্ধ

দেশের ও দশের সেবায়—

আমরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুবিধা-জনক সর্ত্তে বাসগৃহ ও জমি ক্রয়-বিক্রয় করি। দুগ্ধ, মৎস্য ও শস্য উৎপাদন দ্বারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানের অভিনব পরিকল্পনা নিশ্চয়ই নানাভাবে আপনাকেও সাহায্য করিবে।

বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন ঠিকানায় অদ্যই লিখুন বা অনুসন্ধান করুন।

বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

ফোন—কলি: ১৪৫৩

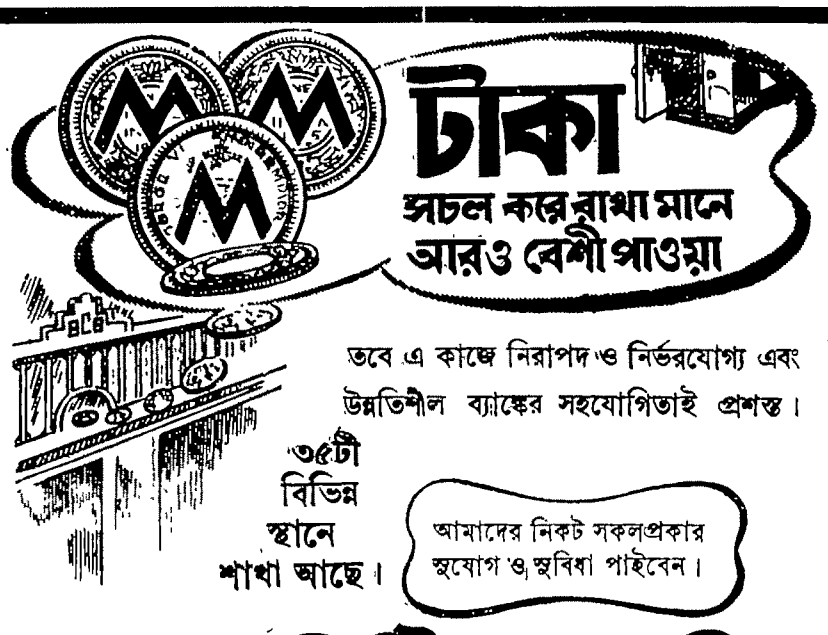

ফোন—কলি: ২৩৬৪ দি ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ টেলি—Nalex

৩-৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ফরিদপুর ও ঢাকা। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীরাজলক্ষ্মী মজুমদার, বি-এ।

করিবা দিয়াছেন। শুধু সরবরাহ বিভাগের রসায়ন শাখার ডিরেক্টর বা বোম্বাইয়ের টেক্সটাইল কমিশনারের নিকট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত লোকের নিকটেই ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থ বিক্রয় করা চলিবে। কাপড়ের কলগুলির প্রয়োজনীয় ক্রোম মিশ্রিত ধাতুর জন্য টেক্সটাইল কমিশনার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সরবরাহ বিভাগের রসায়ন শাখার ডিরেক্টর লাইসেন্স বিলি করিবেন বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্রোম মিশ্রিত ধাতুর উৎপাদক, মজুতদার, বিক্রেতা ও ব্যবহারকারিগণকে ঐ সকল পদার্থের যথাযথ হিসাব-নিকাশ রাখিতে হইবে।

মণিহারীদ্রব্যের পাইকারী দর—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার জেনারেল ভারতে প্রস্তুত কাগজ ও পিসবোর্ডে তৈয়ারী মণিহারী দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার মণিহারী দ্রব্যের সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে প্রস্তুতকারকের দরের উপর ব্যবসায়িগণ খুচরা খরিদ্দারের নিকট হইতে শতকরা ৮০৲ টাকা বেশী লইতে পারিবেন।

ট্রামওয়ে কোম্পানী ক্রয়ের সিদ্ধান্ত—কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ট্রামওয়ে কোম্পানী ক্রয় এবং ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে নিজেদের প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে উহার পরিচালনার যে সিদ্ধান্ত কর্পোরেশনের গত ১২ই সেপ্টেম্বরের সভায় গৃহীত হইয়াছিল তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের পাব্লিক ইউটিলিটি এণ্ড মার্কেটস কমিটির গত ৭ই নবেম্বরের এক সভায় এজেণ্ট নিয়োগের সাধারণ নিয়ম ও সর্ত্তসমূহ অনুমোদনের জন্য কর্পোরেশনের নবেম্বর মাসের প্রথম অধিবেশনে পেশ করা হইবে এবং অনুমোদিত হইলে টেণ্ডার আহ্বান করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে। ইতিমধ্যে যাঁহারা টেণ্ডার দাখিল করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা সাধারণ নিয়ম ও সর্ত্তসমূহ কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সহিত দেখা করিয়া জানিতে পারেন।

লবণের বরাদ্দ বৃদ্ধি—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, অদ্য ১২ই নবেম্বর, সোমবার হইতে লবণের বরাদ্দ প্রতি ৪ সপ্তাহে মাথাপিছু অর্দ্ধসেরের স্থলে ৩ পোয়া করা হইবে।

দি

ব্যাঙ্ক অফ আসাম

লিমিটেড

(সিডিউল্ড)

আসামের সর্ব্বপ্রথম

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

হেড অফিস:
শিলং
ফোন: ২০ (২ লাইন)
গ্রাম: BANKASSAM.

কলিকাতা অফিস:
৬, ক্লাইভ রো
ফোন: ক্যাল্ ৬৯৪০
গ্রাম: ASSAMBANK.

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:
এইচ্ ব্যানার্জী
বি-এ, সার্ট, এ, আই, বি (লণ্ডন)।

ভারতের জন্য ফিল্ম সরঞ্জাম—ভারত গবর্ণমেণ্টের সংবাদ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ পি, এন থাপার সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে এই নবেম্বর মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে ৩৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ফিল্ম সংক্রান্ত সরঞ্জাম প্রেরিত হইবে এবং ইহার সহিত ২২৪টি ভ্রাম্যমাণ ফিল্মদল ১৯৪৬ সালে ভারতের দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহে পর্য্যটন করিবেন। মিঃ থাপার আরও বলেন যে, এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে, ১৯৪৬ সালে ভারতের প্রত্যেক জেলায় একটি ফিল্মদল ভ্রমণ করিবেন।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৬১৬ পৃষ্ঠার পর)

ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে গবর্ণর-জেনারেল ডাঃ ভ্যান মুক এক শাসন সংস্কার পরিকল্পনা প্রচার করিয়াছেন। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের মধ্যে অংশীদার হিসাবে থাকিবার এই পরিকল্পনা বিবেচনা করার জন্য এক গোল টেবিল বৈঠকেরও প্রস্তাব করা হইয়াছে। উক্ত ঘোষণার জবাবে ইন্দোনেশিয়ান গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুকর্ণ দৃঢ়তার সহিত জানাইয়াছেন, "ভ্যান মুকের প্রস্তাব পুরাতন প্রস্তাব ও বিতর্কেরই—পুনরাবৃত্তিমাত্র। দুই মাস যাবৎ সমগ্র পৃথিবীর লোক প্রত্যক্ষ করিতেছে যে, ডাচ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত হইবার জন্য ইন্দোনেশিয়ানরা কিরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। আমরা চাই, আমাদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি—আমাদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ করিবার সুযোগ। ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ যদি গায়ের জোরে ইন্দোনেশিয়ায় তাহাদের শাসন পুনঃস্থাপন করিতে চাহে, তবে তাহার ফলে কেবল অবিরাম রক্তপাত ও লোকক্ষয় হইবে।"

* * *

সর্দ্দার অমর সিং গিল, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বসু, শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র ও ডাঃ পবিত্র রায়—এই চারিজন বন্দীর মৃত্যুদণ্ড বড়লাট মকুব করিয়াছেন। এই সংবাদে দেশবাসী আশ্বস্ত হইবে সন্দেহ নাই। মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টাতেই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত উক্ত চারিজন ভারতবাসীর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

* * *

চীনের জটিল গৃহবিরোধ এবার ব্যাপক গৃহযুদ্ধে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে। উত্তর চীনের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া কুয়োমিণ্টাং ও কমিউনিষ্ট বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। উভয় পক্ষই পরস্পরের উপর দোষারোপ করিতেছে। বিদেশী সংবাদ-পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলি যে সব পরস্পর-বিরোধী খবর পাঠাইতেছে তাহা হইতে প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার উপায় নাই। ওদিকে চুংকিং ও ইয়ানানের মধ্যে এখনও আপোষ-মীমাংসার কথাবার্ত্তা চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। স্পষ্টতঃই মীমাংসার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। চীনের গৃহযুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যেও ভবিষ্যৎ সংঘাতের সম্ভাবনা এখন আর উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে।

* * *

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সহিত আলোচনার জন্য আমেরিকায় গিয়াছেন। আলোচনার বিষয়বস্তু লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। তবে এ্যাটম বোমা যে অন্যতম আলোচ্য বিষয় তাহা দুইটি ব্যাপারের দ্বারা সমর্থিত হয়। মিঃ এটলির আমেরিকা যাত্রার অব্যবহিত পরেই অক্টোবর বিপ্লব-বার্ষিকী উপলক্ষে এক বক্তৃতায় মঃ মলোটভ এ্যাটম বোমার রহস্য গোপন রাখা চলিবে না—উহাতে সকলকে অংশ গ্রহণ করিতে দিতে হইবে বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অনুরোধ নহে, রীতিমত হুমকি। ওদিকে কমন্স সভায় মিঃ চার্চ্চিলও তাঁহার বক্তৃতায় এ্যাটম বোমাকে বৃটেন, কানাডা ও আমেরিকার একচেটিয়া অস্ত্র করিয়া রাখিবার কথা বলিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, তৃতীয় মহাযুদ্ধের অঙ্কুর বেশ দ্রুতগতিতেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

* * *

গত ৫ই নবেম্বর তারিখের 'আর্থিক জগতে' আমরা মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে কতিপয় অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম বলিয়া আমাদের জনৈক মুসলমান পাঠক উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া চিঠি দিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা জানাইতে চাই যে, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আমরা একান্তভাবে স্বীকার করি এবং উহা বিশ্বাস করি যে, যতদিন পর্য্যন্ত দেশে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন হিন্দু মুসলমান কাহারও মঙ্গল নাই। কিন্তু গত কয়েক বৎসরে মুসলীম লীগের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বর্ত্তমানে লীগ হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। কংগ্রেসের ন্যায় লীগ যদি দেশের স্বাধীনতা লাভের সমস্যাকে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া মনে করিত তাহা হইলে অনেক দিন পূর্ব্বেই এদেশে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত এবং বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষের ফলে ৬০ লক্ষ লোক (যাহারা মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান) অকালে প্রাণত্যাগ করিত না। আজ বাঙ্গলার ন্যায় একটী মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশের ৬ কোটী অধিবাসী অন্নবস্ত্রের অভাবে যে ভাবে তিল তিল করিয়া মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইতেছে, দেশ স্বাধীনতা লাভ করিলে তাহাও সম্ভবপর হইত না। আমরা মুসলমান ভ্রাতাগণকে বলিতে চাই—মিলনের পথই বাঁচিবার পথ এবং যাহারা দেশে ভেদবুদ্ধি উস্কাইয়া দিয়া বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তিবৃদ্ধি করিতেছে তাহাদিগকে বর্জ্জন করাই প্রকৃত পন্থা। দেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমান এই সত্য উপলব্ধি করিয়া আজ কংগ্রেসের সহিত কাঁধ মিলাইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুর্গম পথে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমাদের পত্রপ্রেরককেও আমরা এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য সসম্মানে আহ্বান করিতেছি।

রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

'গ্রাম—"গোল্ডনেষ্ট" 'ফোন—কলি: ৪০৩৮

শাখাসমূহ

বালীগঞ্জ এবং ভবানীপুর	বাদুড়িয়া
বসিরহাট	সোনারপুর
বসিরহাট বাজার	লক্ষ্মীকান্তপুর
জয়নগর-মজিলপুর	মাল (জলপাইগুড়ি)

ইত্যাদি

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ : কুমার শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়, এম্-এ, বি-এল (জোড়াসাঁকো রাজ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ লালমোহন মুখার্জি

সেক্রেটারী : মিঃ ডি, এল, ঘোষ রায়, বি-এ

BB/RB

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা স্থাপিত — ১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত—	৩,০০,০০,০০০৲	
বিলিকৃত ও বিক্রীত—	১,০০,০০,০০০৲	
আদায়ীকৃত—	৫৫,০০,০০০৲	উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৫,০০,০০০৲	উপর

শাখাসমূহ—কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই-মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৭ই নবেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রাক্তন সভ্য ডাঃ সৈয়দ মামুদের সভাপতিত্বে ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ-এর ছাপরা শাখার শুভ উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন সি দত্ত, এম-এ, বি-এল, এতদুপলক্ষে কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে এক সময়োচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ-এর করাচী শাখার শুভ উদ্বোধন উৎসব গত ২০শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। সহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যবসায়িগণ উক্ত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন উৎসবের দিন ব্যাঙ্কের ভাল কাজকর্ম হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

এলাইড আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ

মেসার্স এলাইড আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী 'ইয়ন্টা' নামক বৈদ্যুতিক পাখা প্রস্তুতে নিয়োজিত ছিল। সম্প্রতি কলিকাতার কতিপয় উদ্যোগী ব্যবসায়ী ঐ প্রতিষ্ঠানটির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া উহাকে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে গঠন করিয়াছেন। অন্যত্র এই কোম্পানীর একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে ৪ লক্ষ টাকার শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। ঐ ৪ লক্ষ টাকা ১০০ টাকা মূল্যের ৮০০ প্রেফারেন্স শেয়ার, ৫০ টাকা মূল্যের ৬ হাজার অর্ডিনারী শেয়ার এবং ৫ টাকা মূল্যের ৪ হাজার ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত।

মেসার্স এলাইড আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী 'ইয়ন্টা ফ্যান' প্রস্তুতের জন্য সুসজ্জিত কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য অভিজ্ঞ কারিগর ও ইঞ্জিনিয়ারও তাঁহাদের ছিল। নূতন কোম্পানীটি সেই কারখানা হাতে লইয়া অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদের সহযোগিতায় ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক পাখা তৈয়ারের কাজে ব্রতী হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইয়ন্টা ফ্যান ইতিমধ্যেই দেশে সমাদর লাভ করিয়াছে। ইহা প্রস্তুত করিয়া মূলধনের উপর শতকরা ২০ ভাগ নিট লাভও পাওয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় নূতন কোম্পানীটি ব্যাপকভাবে এই পাখা তৈয়ারে প্রবৃত্ত হইয়া ভবিষ্যতে বেশ ভাল মুনাফা করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পাখা ছাড়া অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, যথা—ষ্টোভ, হিটার, কেটলী, ছোট মোটর ও রেফ্রিজারেটার প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবস্থাও কোম্পানী করিয়াছেন। এদেশে বিদেশ হইতে ঐসব দ্রব্যের আমদানী কম হওয়ায় বর্ত্তমানে ঐসমস্ত তৈয়ার করিয়া যথেষ্ট লাভের সুযোগ দেখা দিয়াছে। এই কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের ভিতর অনেক কৃতী ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। কাজেই কোম্পানীটি ভবিষ্যতে উন্নতি দেখাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা এই শ্রেণীর কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করার সঙ্গে নিজেদের লাভের পথ প্রশস্ত করিতে পারেন।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড সেরামিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

অন্যত্র ষ্ট্যাণ্ডার্ড সেরামিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেডের একটি বিজ্ঞপ্তি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে মোট ১ লক্ষ টাকার শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। ঐ ১ লক্ষ টাকা ১০ টাকা মূল্যের ৬ হাজার অর্ডিনারি শেয়ারে, ৫ টাকা মূল্যের ৪ হাজার ডেফার্ড শেয়ারে ও ১১০ টাকা মূল্যের ২০০ প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত।

উন্নত ধরণের মৃৎশিল্পজাত দ্রব্য যথা—পোর্সিলেন টেবলস্‌ওয়ারস, চা ও খানাপিনার আসবাব, মিলিটারী ফিটিংস্, লেবরেটরীর সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর প্রভৃতি তৈয়ারের উদ্দেশ্য নিয়া এই কোম্পানীটি স্থাপিত হইয়াছে। এদেশে গ্রাফাইট ক্রুসিবেলাস্ এবং ক্যামিকেল পোর্সিলেন প্রস্তুতের সঙ্কল্প ও এই কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের রহিয়াছে। ভারতে মৃৎশিল্পজাত এই শ্রেণীর দ্রব্য সামগ্রীর কদর ও ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে

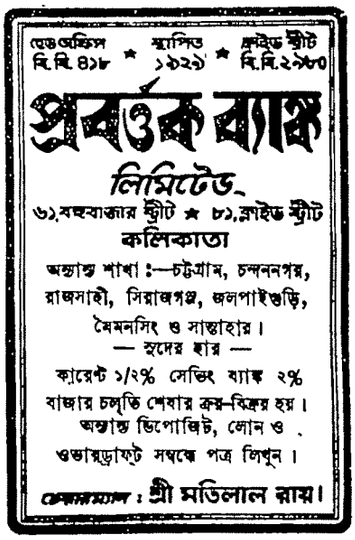

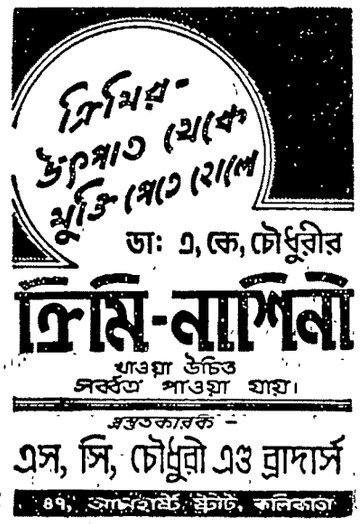

কাজেই উন্নত ধরণের বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ব্যাপকভাবে এই সমস্ত তৈয়ার করিতে পারিলে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে তাহাতে ব্যবসায়ীর লাভের খুবই সুযোগ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। ষ্ট্যাণ্ডার্ড সেরামিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ তাহাদের কাজ সুরু করিবার মত উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অধিকাংশই ইতিমধ্যে সংগ্রহ করিয়াছে। কলিকাতায় এই কোম্পানীর কারখানা স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ডাঃ এম এন সরকার, মিঃ বি এন ঘোষ, মিঃ এস পাঠক, মিঃ ডি এন ব্যানার্জ্জি, ও মিঃ জি ব্যানার্জ্জিকে নিয়া এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে। ইঁহাদের অনেকেই নানা ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ও সেরামিক টেক্নোলজিষ্ট ডাঃ বি এন ঘোষ ও মিঃ এস কে রায় এই কোম্পানীর কাজে তাঁহাদের সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হইয়াছেন। কাজেই কোম্পানীটি উন্নত ধরণের মৃৎ সরঞ্জাম তৈয়ারে সাফল্য লাভ করিয়া ভবিষ্যতে ব্যবসায়িক উন্নতি ও সমৃদ্ধি দেখাইতে পারিবে বলিয়া মনে হইতেছে। এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ও তাহাতে নিজেদের লাভের সুযোগ বিবেচনা করিয়া দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা উহার শেয়ার ক্রয়ে আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। কলিকাতায় ৭নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে এই কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস অবস্থিত।

নূতন যৌথ কোম্পানী

শ্রীদুর্গা কেমিকেলস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ গৌরীপ্রসাদ খৈতান। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবসা।

ইউনিক টোব্যাকো কোং লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীসৎনারাইন পোদ্দার। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, কনভেণ্ট রোড, ইণ্টালী, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৭০ লক্ষ টাকা। তামাক, চুরুট ও সিগারেটের ব্যবসা।

হিমাদ্রি কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীদ্বিজেন্দ্রমোহন মুখার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, রজনী চৌধুরী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। প্রসাধন দ্রব্য, ঔষধ এসিড, প্রভৃতি প্রস্তুতকারক।

দি প্রেস এণ্ড লিটারেচার লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে সি চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১/এ, কনভেণ্ট রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। বই, সংবাদপত্র ইত্যাদির প্রকাশক ও আমদানী-রপ্তানী-কারক।

শ্রীদুর্গা কেমিক্যালস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীগৌরীপ্রসাদ খৈতান। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ঔষধ, অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসা।

Buy NATIONAL SAVINGS CERTIFICATE
From
N.K.KUNDU.
THE RELIABLE AUTHORISED AGENT
GOVT. OF BENGAL
146, AMHERST STREET.
CALCUTTA.

দিগ্বিজয়ের পথে—

আপনার শিশুর মধ্যেই হয়তো আকবর কি অশোকের প্রতিভা নিহিত আছে,—হয়তো সে মানুষের সুখের জন্য এক নূতন জগৎ জয় করিবে। মহান কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া তাহাকে গড়িয়া তোলাই আপনার কর্ত্তব্য। আপনাকে অবশ্যই দেখিতে হইবে সে যাহাতে আধুনিক শিক্ষার প্রত্যেকটি সুযোগ পায় এবং এ বিষয়ে আমাদের কোম্পানীর এডুকেশন্যাল প্ল্যান অনুযায়ী একখানি পলিসি গ্রহণ করিলেই আপনি শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইবেন।

দি
নিউ এসিয়াটিক
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
এখানে জীবন, অগ্নি, সামুদ্রিক ও দুর্ঘটনা বীমা করা হয়।
হেড অফিস :
লাইফ—নিউ এসিয়াটিক বিল্ডিং, কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী
সাধারণ অফিস—৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।
বোম্বাই শাখা—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, এসেন্স কোর্ট
মাদ্রাজ শাখা—২৯৮, লিঙ্গ চেট্টি ষ্ট্রীট, জি, টি,
—অন্যান্য শাখাসমূহ—
কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, করাচী, নাগপুর, ইন্দোর, জেলগাঁও, হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ত্রিচিনপল্লী, কালিকট, বেজোয়াদা ও কলম্বো।

বাজারের সাথে যোগাযোগ বিভিন্ন ধরণের কাজ
১। স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
২। ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
৩। হুণ্ডী ও বিল ডিস-কাউণ্ট করা হয়।
আমাদের মধ্যস্থতায় বাজারের সংস্পর্শে আসুন
ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৮, লায়ন্স রেঞ্জ
কলিকাতা

ক্যালকাটা ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।
CALCUTTA NATIONAL BANK LTD.
শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	(দিল্লী)	ভাণ্ডহার্ষ্ট রোড
শ্যামবাজার	আগ্রা	(বম্বে)
ভবানীপুর	মীরাট	আমেদাবাদ
বালীগঞ্জ	বেনারস	মসকটিবাজার
ঢাকা	এলাহাবাদ	(আমেদাবাদ)
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা	করাচী
ময়মনসিংহ	(এলাহাবাদ)	আজমীর
চট্টগ্রাম	লক্ষ্ণৌ	রায়পুর
কটক	আমিনাবাদ	নাগপুর
পাটনা	(লক্ষ্ণৌ)	ইটওয়ারী
গয়া	কাণপুর	(নাগপুর)
মজঃফরপুর	মেষ্টন রোড	জব্বলপুর
বেরিলী	(কাণপুর)	জব্বলপুর ক্যাণ্ট
মাদ্রাজ	অমরাবতী	অমৃতসর
		লাহোর

লণ্ডন এজেন্টস্—
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৯ই নবেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। টাকার যোগান এখনও প্রচুর এবং চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা বার্ষিক ॥০ আনা, বোম্বাইয়ে ।০ আনা। ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারী বিলের জন্য আলোচ্য সপ্তাহে মোট টেণ্ডারের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় সামান্য হ্রাস পাইয়াছে এবং গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হারের উন্নতি না হইয়া বরং পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা সামান্য অবনতিই ঘটিয়াছে। গত ৬ই নবেম্বর, মঙ্গলবার ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। মোট ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯৸৵৯ পাই মূল্যের সমুদয় টেণ্ডার এবং শতকরা ৯৯৸৵৬ পাই মূল্যের টেণ্ডারসমূহের শতকরা আনুমানিক ৫২ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। মোট ২ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং গৃহীত টেণ্ডারসমূহের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৵৯ পাই ধার্য্য হইয়াছে। গত সপ্তাহে গৃহীত টেণ্ডারসমূহের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৵১০ পাই ধার্য্য হইয়াছিল। আগামী ১৩ই নবেম্বর, মঙ্গলবার বোম্বাইয়ে ১১টা পর্য্যন্ত (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ১২ই নবেম্বর, সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ২ কোটি টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৬ই নবেম্বর, শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। ১৬ই নবেম্বর, শুক্রবার ছুটির দিন হইলে ১৫ই নবেম্বর, বৃহস্পতিবার এবং বৃহস্পতি এবং শুক্রবার উভয় দিনই ছুটির দিন হইলে আগামী ১৭ই নবেম্বর, শনিবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ২রা নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে মোট ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে টেলিঃ হুণ্ডিতে যথেষ্ট কারবার হইয়াছে এবং সেখানে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ	৫৬৷৷ পেঃ
ঐ দর্শনী („)	„	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ	৬৬৷৷ „
ডি এ চার মাস („)	„	৬৬৷৷ „
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা	

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—গত ২৬শে অক্টোবরের হিসাব হইতে দেখা যায়, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৫৬ কোটি ১২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৫৯ কোটী ৮৫ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। গত ২৬শে অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৫৮ কোটি ৪০ লক্ষ ৬৮ হাজার ও ২৬৪ কোটি ৮৮ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৫৮ কোটি ১০ লক্ষ ৭৪ হাজার ও ২৬২ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৯ই নবেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে সাধারণভাবে তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং প্রায় সমস্ত বিভাগেরই অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং কর্ম্মপ্রবণতাও বিশেষ বৃদ্ধি পায়। লাভান্বেষিগণ বিভিন্ন জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের কাজকারবারের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইতে আরম্ভ করায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজার যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আলোচ্য সপ্তাহে চটকলসমূহের শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিই কলিকাতার শেয়ার বাজারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কতকগুলি বিশিষ্ট কোম্পানী চটকলসমূহের লাভজনক লভ্যাংশ ঘোষণা করায় এবং লাভান্বেষিগণ 'হাওড়ার' শেয়ারের ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখানোই আলোচ্য সপ্তাহে চটকলসমূহের উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধির কারণ। চটকলসমূহের মূল্যবৃদ্ধির দরুণ আলোচ্য সপ্তাহে অন্যান্য বিভাগসমূহেরও বিশেষতঃ কয়লাখনির শেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। মোটের উপর আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রায় সমস্ত বিভাগেরই উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং শেয়ার বাজারের সমস্ত বিভাগেরই কর্ম্মপ্রবণতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহেও কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড
৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। ফোন : কাল ৪০৫৩
শাখা :—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম), শিয়াখালা।
আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, মাননীয় ময়ূরভঞ্জাধিপতির পিতৃব্য রৌত্রেয়ী সাহেব শ্রীশ্রীদামচন্দ্র ভঞ্জ দেও বাহাদুর এবং মহারাজা বাহাদুরের ভ্রাতা কুমার নিমাইচন্দ্র ভঞ্জ দেও (লাল সাহেব) অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন।
ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণ—
এস্, কে, ভট্টাচার্য্য
এন্, এল্, মুখার্জ্জী

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের মেদিনীপুর, পুরী, হাটখোলা ও জলপাইগুড়ি শাখা খোলা হইয়াছে।
বেনারস শাখাও খোলা হইয়াছে।
দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
(সিডিউল্ড্)
অনুমোদিত মূলধন— ... ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন— ২২,৫০,০০০৲ „
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড— ১২,৭২,৬৩১৲ „
আমানত— ... ... ২,০০,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন— ... ২,৫০,০০,০০০৲ „
পৃষ্ঠপোষক—
মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্-আই
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
প্রধান অফিস—
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)
রেজিষ্টার্ড অফিস—
আখাউড়া (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)
কলিকাতা অফিসসমূহ—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।

উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র ৯৭।/১০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০৩॥০ আনা পর্য্যন্ত বিকি-কিনি হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্র-সমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৩-৫৫) ১০১৸০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৭০-৭৫) ৯৭।/০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকলসমূহের মূল্যবৃদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আলোচ্য সপ্তাহে কতকগুলি বিশিষ্ট কোম্পানী লাভজনক লভ্যাংশ ঘোষণা করার দরুণ লাভান্বেষিগণের দৃষ্টি স্বভাবতঃই চটকল-সমূহের শেয়ারের দিকে নিবদ্ধ হয় এবং ফলে চটকলসমূহের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। আলোচ্য সপ্তাহে এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৫৮০৲ টাকা, কামারহাটি ৮৪০৲ টাকা, কাঁকনাড়া ৭৩৩৲ টাকা, নদীয়া ১৫২৲ টাকা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কয়লাখনির শেয়ারসমূহের বিকি-কিনি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে বরাকর ৫৭৸০ আনা, ভালগোরা ২৯।০ আনা, ইকুইটেবল্ ৭৩॥০ আনা, নিউ বীরভূম ৪৭।/০ আনা, সাউথ করনপুরা ৪১৲ টাকা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কর্ম্ম-প্রবণতা পরিলক্ষিত না হইলেও মূল্যের দিক হইতে সাধারণভাবে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে লেবং এণ্ড মিনারেল ১১৵০ আনা, তেজপুর ২২৵০ আনা, কল্যাণী ৫৩৲ টাকা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারের কাজকর্ম্ম অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও, মূল্যের দিক হইতে উন্নতিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে বেলসুন্দ ১৬৵০ আনা, চম্পারণ ৪০।০ আনা আনা, কেরু এণ্ড কোং লিঃ ৩২॥/০ আনা, বলরামপুর ১৬৸/০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজকর্ম্ম অনেকটা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে নিউ ভিক্টোরিয়া ৮॥৵০ আনা, বেনারস ১১৸৵০ আনা, কানপুর টেক্সটাইলস ১৩।/০ আনা, এলগিন কটন মিলস লিঃ ৬৭৸০ আনা, কেশোরাম ১৯।৶০ আনা, বঙ্গশ্রী ১৪৸৵০ আনা এবং বঙ্গেশ্বরী কটন ৭৸৵০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাগজের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের বিকি-কিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও, মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২৩৬৲ টাকা, শ্রীগোপাল ১৯৵০, টিটাগড় ৩৫।/০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজকর্ম্ম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৪২॥৶০ আনা, জেসপ ২৭৸৵০ আনা, মার্শালস ৬৸০ আনা, আর্থার বাটলার ২২৸০ আনা পর্য্যন্ত বিকি-কিনি হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৯ই নবেম্বর,—পাটের বাজারে এ-সপ্তাহেও বিশেষ মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। রপ্তানীকারকদের দিক হইতে কোন উল্লেখযোগ্য দাবীদাওয়া হয় নাই। চটকলওয়ালারাও পাট ক্রয় সম্পর্কে নিতান্ত অনাগ্রহের ভাব দেখাইয়াছে। পাট বিক্রয়ের সুযোগ না বাড়িলেও আবহাওয়ার অবস্থা ভাল হওয়ার সঙ্গে মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় উহা বেশী পরিমাণেই আমদানী হইতেছে। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল, গত অক্টোবর মাসে সেস্থলে ৭ লক্ষ ৫ হাজার বেল পাট আসিয়াছে। এবার গত জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত মোট ২৩ লক্ষ ৪০ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে পাট আসিয়াছিল ২১ লক্ষ ৯০ হাজার বেল। বেশী পাট আমদানীর সঙ্গে বিক্রেতারা উহা কিছু কম দরে ছাড়িয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিকিকিনির পরিমাণ বাড়িতেছে না।

ফোন কলিঃ—৪৪৯৮ স্থাপিত—১৯২০

কাশীপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কাশীপুর (যশোহর) ব্রাঞ্চ—লোহাগড়া (যশোহর)
সেণ্ট্রাল অফিস—১, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ খোলা হইবে।
সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
জেনারেল ম্যানেজার—এস, কে, সমাদ্দার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ ডি, বি, চ্যাটার্জ্জী

লক্ষ্মীনারায়ণ আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ

আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ প্রস্তুতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

পরিচালকমণ্ডলী আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, কোম্পানী ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রত্যেকটা ১০৲ টাকা মূল্যের ২,৫০,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এতৎসম্পর্কে যথাসময়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে।

—উচ্চ কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক—

ম্যানেজিং এজেন্টস্ঃ—সাহা গোস্বামী এণ্ড কোং
৫৩, নর্থ ব্রুক হল রোড, ঢাকা।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

ক্যালকেমিকোর
গ্রাফিনা
স্বাস্থ্য ও শক্তিবর্দ্ধক স্নেহানাশক
এই শক্তিশালী রসায়নের সঙ্গে যদি
ক্যালকেমিকোর
চ্যবনপ্রাশ
নিয়মিতভাবে মাত্র তিন মাস সেবন করেন,
সারা বৎসর আপনি সুস্থ ও নীরোগ থাকিবেন।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কলিকাতা

পাকা বেল বিভাগে রপ্তানীকারকদের দিক হইতে এবার পাটের বিশেষ কোন দাবীদাওয়া হয় নাই। ইংলণ্ডে রপ্তানীর জন্য 'ডাণ্ডি ডেইজি' শ্রেণীর পাট সামান্য পরিমাণে বিক্রীত হইয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে দীপালিপর্ব্ব উপলক্ষেও বেচাকিনার পরিমাণ তেমন কিছু বাড়ে নাই। ইণ্ডিয়ান জাত বটম শ্রেণীর পাট ১২ টাকা মণ দরে ও তোষা বটম ও মিডল শ্রেণীর পাট যথাক্রমে মণপ্রতি ১৩।৶০ আনা ও ১৬।০ আনা দরে কিছু পরিমাণে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে চটের বাজারেও নিতান্ত মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৯ই নভেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় সাধারণভাবে সামান্য উন্নতিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর টাকা দাদনের বিনিময়ে ভারতীয় তুলার রপ্তানী বাজার অধিকার করায় ফলে বিগত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারের বিক্রেতাগণের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা গিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা অনেকটা বিদূরিত হইয়াছে এবং সেই জন্যই আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দরে তেজীভাব দেখা যায়। গত শুক্রবার জানুয়ারী, মার্চ্চ এবং মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল যথাক্রমে ৩৯০॥০ আনা, ৪০০॥০ আনা ও ৪১১॥০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৪০১৸০ আনা, ৪০৯৸০ আনা ও ৪২১৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। চাহিদার তুলনায় কাপড়ের যোগান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবে আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে 'প্রচুর পরিমাণ বিদেশী বস্ত্র বিক্রীর জন্য শীঘ্রই বাজারে ছাড়া হইবে'—এইরূপ গুজব সঞ্চারিত হওয়ার ফলে বস্ত্র-মূল্যভাব-পীড়িত জনগণের মনে অনেকটা উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত, 'টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের এক সাম্প্রতিক সভায় 'বস্ত্র-সামগ্রীর সর্ব্বোচ্চ মূল্য আগামী ডিসেম্বর হইতে হ্রাস করা হইবে'—এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়ার দরুণও জনসাধারণের মধ্যে অনেকটা আশার সঞ্চার হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে গরমবস্ত্রাদির অভাব একান্তভাবে অনুভূত হইতেছে। যে সমস্ত গরমবস্ত্রাদি বাজারে পাওয়া যাইতেছে, মূল্য অত্যধিক বলিয়া কলিকাতার জনসাধারণের অধিক সংখ্যকই তাহার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৯ই নবেম্বর—গত সপ্তাহের তুলনায়ও আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে লক্ষণীয় উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে সোনার চাহিদা বৃদ্ধিই উহার প্রধানতম কারণ। টাকার যোগান চাহিদার তুলনায় এখনও প্রচুর। 'অদূর ভবিষ্যতে সোনার দরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা দিবে না'—লাভান্বেষিগণ এই মনোভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া প্রচুর পরিমাণ সোনা মজুত করিতেছেন। আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরের মূল্য বৃদ্ধির উহাও প্রধানতম কারণ। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার দর ছিল যথাক্রমে ৭৮॥৶০ আনা ও ৭৮।৶০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৮০৸৶০ আনা ও ৮১।৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড গিনি বর্ত্তমানে যথাক্রমে ৫৪৲ টাকা ও ৫৬।০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের উন্নতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রূপার দরেও আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বাজারে প্রচুর পরিমাণ রূপার ষ্টক বিদ্যমান থাকিলেও, লাভান্বেষিগণ আবার রূপা মজুত ব্যাপারে উৎসাহ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। লাভান্বেষিগণের আবার রূপা মজুত ব্যাপারে উৎসাহই আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরের তেজীভাবের কারণ। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩২।০ আনা ও ১৩১।০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ১৩৪।০ আনা ও ১৩৪।৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

আপনার মেয়ের জন্য

পণপ্রথা আজ নিষ্ঠুর রূপ নিলেও এর প্রচলন হয়েছিল স্নেহের পথ ধরে। কন্যার বিবাহিত জীবনের নূতন নীড় রচনায় বাপ-মার সাহায্য করবার ইচ্ছা ও চেষ্টা খুবই স্বাভাবিক। বিবাহের যৌতুক সেই জন্যই দেওয়া হ'তো। কাজেই পণপ্রথা যদি উঠেও যায় বাপমার যথাসাধ্য যৌতুক দেবার আগ্রহ ও চেষ্টার শেষ হবে না। অতএব আপনার আদরের কন্যার জন্য একটি 'ম্যারেজ পলিসি' নেওয়া আপনার পক্ষে আনন্দ ও সুবিবেচনার কাজ হবে।

ন্যাশন্যাল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

৭ নং, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট

ফোন : ক্যাল : ৫৭২৬

ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্ত্তমান।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,১৮,৯০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৬,০৯,৩০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৫ তারিখে) ৯৭,৩৬,৬৭,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এইচ, দি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেণ্টস্ : বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট : দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; হাটখোলা—৭৫, শোভাবাজার ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগড়িয়া, রকসউল, নৌগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনবংশি, বক্সার। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২রা নবেম্বর	৫ই নবেম্বর	৬ই নবেম্বর	৭ই নবেম্বর	৮ই নবেম্বর	৯ই নবেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৮॥৶০	বাজার বন্ধ	৭৮॥৶০	৭৮৸/০	৭৮॥/০	৮০৸/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৮।৶০		৭৮৸৶০	৭৯।০	৭৯।৶০	৮১।৶০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩২।০		১৩৩।০	১৩৩৲	১৩৩॥০	১৩৪।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩১।০		১৩২॥৶০	১৩২॥৶০	১৩২।৶০	১৩৪।৶০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৩৲		৫৩।০	৫৫৲	৫৩।৶০	৫৪৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫৪৲		৫৪॥০	৫৩।০	৫৫৲	৫৬।০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲		৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—		—	৯৭।/০	৯৭।/০	৯৭।/১০
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০৩।০-১০৩৲		১০৩॥০-১০৩৲	১০৩৲-১০৩৶০	১০৩৶০-১০২৶০	১০৩৶০-১০৩৶০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—		—	৯৮॥০	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—		৯৮॥৶০-৯৮॥৶৬	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—		—	১১৩।/০	১১৩।০	১১৩।১০
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—		—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪২৶০-৪১৸৶০		৪২।/০-৪২/০	৪২৸০-৪২।৶০	৪২॥/০-৪২।০	৪২॥৶০-৪২।০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৫।৶০-৩৫।০		৩৬।/০-৩৫॥৶০	৩৭৶০-৩৬।০	৩৭৲-৩৬॥৶০	৩৬৸৶০-৩৬॥৶০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১১/০		১১৶০-১১৶০	১১৶০-১১৲	১১॥০-১১৶০	১১॥/০-১১৶০
ব্রইতওয়েইট ...	—		১৫।০	১৫।০-১৫/০	১৪৸৶০	১৪৸০
জেসপ ...	২৭৶০-২৭৲		২৭।৶০	২৭৸০-২৭।৶০	২৭৸০-২৭॥/০	২৭৸৶০-২৭॥৶০
মার্শালস ...	৬।৶০-৬।/০		৬॥৶০-৬॥০	৬॥৶০-৬॥/০	৬॥৶০-৬॥৶০	৬৸০-৬॥৶০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১১৸/০		১১॥০	১১৸০	১১॥৶০-১১॥৶০	১১৸/০-১১॥৶০
আর্থার বাটলার ...	২২॥৶০		—	২২৸০	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস ...	৮৸৶০-৮৸৶১০		৮৸৶১০-৮৸৶০	৮৸৶০-৮৸৶১০	৮৸৶০	৮৸/০-৮৸০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—		—	১৮॥০-১৮৲	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৬।৶০		৬।৶০-৬।/০	—	৬।৶০	৬৸/০-৬॥০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩।/০		৩।৶০-৩।/০	৩।৶০-৩৶০	৩॥৶০-৩।/০	৩।৶০-৩।/০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৪৮॥০		১৫১৲-১৪৮॥০	১৫১৲-১৪৮৲	১৫২৲-১৫০৲	১৫১৲-১৫০৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৩০৸০		৩১৸০-৩১৲	৩২৲-৩১॥০	৩২॥০-৩২৲	৩৫৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—		১৬৶০-১৬৲	১৬৶০-১৬৲	১৫॥০	১৬৶০-১৬৲
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩৩॥৶০-১৩৩॥৶০		—	১৪/০-১৩৸/০	—	১৪৶০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৪৸৶০-১৪৸০		১৪৸৶০-১৪৸০	১৪৸৶০-১৪৸০	১৪৸৶০-১৪৸০	১৪৸৶০-১৪৸০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	১০/০		—	—	১০৲	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	১০॥০		—	১০॥৶০	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—		৫৮৲	৫৭।০-৫৭৲	৫৭৲-৫৬৲	৫৬৲
নাথ ব্যাঙ্ক ...	৩৫।০		—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৪॥০-৪৪।৶০		৪৫/০-৪৪।৶০	৪৬।০-৪৫/০	৪৬৲-৪৫॥/০	৪৫॥৶০-৪৫।৶০
তালচের ,, ,, ...	১২॥৶০		—	১৩।০-১২৸৶০	১৩॥০-১৩৶০	১৩৸৶০-১৩॥/০
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	—		—	—	৬৫৲-৬৪৸৶০	—
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৭১॥০		৭২৲-৭১৸০	৭২/০-৭১৸৶০	৭৩॥০-৭২।০	—
সাউথ করণপুরা ,, ...	৪০॥/০-৪০।/০		৪০৸০-৪০।০	৪০৸৶০-৪০॥৶০	৪০॥৶০-৪০॥৶০	৪১৲-৪০॥৶০
ভুলনবরারি ...	—		—	—	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—		—	—	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	১৪।৶০-১৪।০		—	১৪।৶০-১৪।০	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—		—	৪৭॥৶০-৪৭৲	৪৭॥০-৪৭।০	—

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম : ইকনমিক্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, রবার্টসগঞ্জ, জৈতপুর, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া, মোরাদাবাদ, গান্ধিনগর, দিল্লী, মীরাট, আগ্রা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

মেহেরপুর শাখা গত ১৮ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)

হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

CALCUTTA CITY BANK LIMITED

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, আরামবাগ, চাঁপাডাঙ্গা, মিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, দীঘিরপাড়, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, নাথনগর, ঘারভাঙ্গা, রায়পুর, পাটনা, পাটনা সিটি, ভিজিয়ানাগ্রাম, বোলাঙ্গীর, কাটাবঞ্জী (পাটনা ষ্টেট), নাগপুর, সম্বলপুর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

		২রা নবেম্বর	৫ই নবেম্বর	৬ই নবেম্বর	৭ই নবেম্বর	৮ই নবেম্বর	৯ই নবেম্বর
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ		৮॥৶০-৮।৶০	বাজার বন্ধ	৮॥৶০-৮॥০	৮॥৶০-৮।৶০	৮॥/০-৮।৶০	৮॥০
বেনারস	...	১১॥০-১১।০		১১৸৶০-১১॥৶০	১১৸৶০-১১৸০	১১৸০-১১॥৶০	—
কাণপুর টেক্সটাইলস্	...	১৩৲		১৩৲-১২৸৶০	১৩।/০-১৩৲	১৩৶০-১২৸৶০	১৩৶০-১৩৲
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ	...	৬৭।৶০-৬৭৲		৬৭৸০-৬৭।০	—	৬৭৸০-৬৭॥০	—
কেশোরাম	...	১৯৲		১৮৸০	১৯।৶০-১৯/০	১৯।/০-১৯।০	১৯৶০-১৯৶০
বঙ্গশ্রী	...	১৪।৶০-১৪।/০		১৪।৶০-১৪।০	১৪॥৶০-১৪॥০	১৪৶০-১৪৶০	১৪৸৶০-১৪॥৶০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্	...	৭।৶০-৭।/০		—	৭॥০-৭।৶০	৭৸৶০-৭৸০	৭৸৶০-৭৸০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	...	২৩২৲		—	২৩২৲	২৩২॥০	২৩৬৲-২৩৩৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ	...	—		—	—	—	১৯৶০-১৮৸৶০
টিটাগড়	...	৩২॥৶০-৩২॥০		৩৫৸৶০-৩২৸৶০	৩৩।৶০-৩৩৲	৩৩॥৶০-৩৩।০	৩৫।/০-৩৪/০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ	...	৩৮৮৲-৩৮৪৲		৩৮৭৲-৩৮৭৲	৩৮৯৲	৩৯১৲-৩৮৮।০	৩৮৭৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ	...	৫৬২৲-৫৫৮৲		৫৭০৲-৫৬১॥০	৫৭৮৲-৫৭৩৲	৫৮২৲-৫৭৪৲	৫৮৩৲-৫৮১৲
কামারহাটি " " "	...	৮১৫৲		৮৩৭॥০-৮৩২৲	৮৪৬৲-৮৪৫৲	৮৪২৲-৮৩৫৲	—
নদীয়া " " "	...	১৪৪॥০-১৪৪।০		১৪৮॥০-১৪৬৲	১৫১।০-১৪৮৲	১৫১॥০-১৫০৲	১৫৩৲-১৫০৲
প্রেসিডেন্সী " " "	...	১৪।০-১৪৶০		১৪॥০-১৪।/০	১৪৸০-১৪৲	১৪৸০-১৪॥/০	১৪৸০-১৪॥৶০
রিলায়েন্স " " "	...	৯১৲-৮৯৸৶০		৯৩।৶০-৯২৶০	৯৪॥০-৯৩॥০	৯৫।০-৯৪৲	৯৪॥৶০-৯৪॥০
কাঁকনাড়া " " "	...	৭১৩৲-৭১২৲		৭২১৲-৭১৯৲	৭৩৭৲-৭৩১৲	৭৩৩৲-৭৩১৲	৭৩২৲
হাওড়া " " "	...	৯৯।৶০-৯৭৸৶০		১০৩৲-১০১৲	১০৪।০-১০২৸/০	১০৫৲-১০৩৸০	১০৫৸০-১০৪৲
ডালহৌসী " " "	...	৪৪৮৲-৪৪২৲		৪৫৭৲-৪৫৫৲	৪৫৫॥০-৪৫৩॥০	৪৫৭৲-৪৫৬৲	৪৬৫৲-৪৬০৲
বজবজ " " "	...	৬১৬৲		৬২৮৲-৬২৫৲	৬৩৮৲-৬৩১৲	৬৩৯৲-৬৩৪৲	৬৪৪৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " "	...	৩৬২৲-৩৬০৲		৩৬৪৲-৩৬০৲	৩৬৬৲-৩৬৩৲	৩৬৪৲-৩৫৯৲	—
এলায়েন্স " " "	...	—		—	—	—	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ	...	—		—	১৫৸৶০-১৫॥৶০	১৬৶০	১৬৶০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ	...	৩৯৸৶০		৪০।৶০-৪০।০	৪০।০	৪০।০-৪০৶০	—
কেরু এণ্ড কোং লিঃ	...	৩২।৶০-৩২।০		৩২।৶০-৩২৶০	৩২॥/০-৩২।৶০	৩২॥/০-৩২।৶০	৩২॥০-৩২।৶০
চা বাগান—চন্দননগর টি	...	—		—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " "	...	—		—	—	—	—
কল্যাণী " " "	...	—		—	—	—	৫৩৲-৫২৲
লেবং এণ্ড মিনারেল	...	—		১১৶০	—	১১৶০	১১৶০
তেজপুর " " "	...	২১।৶০		—	২২৶০-২২৲	২২৲	—
বিশ্বনাথ " " "	...	—		—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ	...	১৫৸৶০-১৫৸০		১৬৸৶০-১৬৲	১৬॥৶০-১৬।৶০	১৬৸০-১৬॥০	১৬৸/০-১৬॥৶০
বি আই কর্পোরেশন	...	৭॥/০-৭॥০		৭৸/০-৭॥/০	৮৶০-৭৸০	৮৶০-৭৸৶০	৮/০-৭৸৶০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	...	১৭২৲-১৭১৲		—	১৭৪৲-১৭৩৲	১৭৪৲-১৭২৲	১৭৫৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	...	১৫।০-১৫৲		১৫।/০-১৫৲	১৫॥০-১৫।৶০	১৫॥/০-১৫।৶০	১৫॥৶০-১৫॥০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ	...	২১৭৲		২২০৲-২১৭৲	২১৭৲	২১৮৲	২১৮৲-২১৬॥০
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " "	...	২২।৶০		২২৸৶০-২২॥০	২২৸৶০-২২॥/০	২২৸০-২২।/০	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস	...	—		—	—	১৩।০	১৩।০
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স	...	১০।০		—	—	১০৸০-১০।০	১০৸০-১০॥৶০

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯০৪
রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা
সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—শাখাসমূহ—
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও মতিহারি।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।
ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—
মিঃ অমিয় গুহ।

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282
সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২৮
হেড অফিস—১২, জ্যাক্সন লেন, কলিকাতা।
অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।
জাকলাবান্ধা (আসাম) শাখা খোলা হইয়াছে
মাণিকতলা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি বিশ্বাস

- কোকোলা
- কল্যানী
- ত্রিগুণ
- জুয়েল আমলা কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

জাতীয় ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

২৮-৯-৪৫ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল	২৮,১১,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	১,৯০,৪৪,০০০৲
আমানত	২,৯৮,৪৫,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	৩,৫১,৪২,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—

কলিকাতা

১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং—ক্যালকাটা—৫৬০৭

২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।

৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড্-এ

(কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ মোড়) শীঘ্রই খোলা হইবে।

আসাম

শিলং, শিলচর, গৌহাটি, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নওগাঁ, ছাতক, হবিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড— ৫,৫০,০০০৲

কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲

বাঙ্গালা

চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—

১। সিলেট ৩। শিলচর

২। শিলং ৪। ঢাকা

কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার

মিঃ জে, এম, দাস, জেনারেল ম্যানেজার

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া

লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৯৭ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ	৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ	১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ	৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চীফ এজেন্টস্

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী

আর্য্যস্থানে

বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরু ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং

১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

কলিকাতা।

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6332 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 19th November, 1945. সোমবার, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ [২৭শ সংখ্যা

যুদ্ধের জন্য ভারতের ক্ষতি ও স্বার্থত্যাগ

লণ্ডনের কতকগুলি দৈনিক ও সাময়িক পত্র দাবী করিয়াছেন—যেহেতু মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতের দান অতি সামান্য ও এদেশবাসীর স্বার্থ-ত্যাগের পরিমাণ স্বল্প সেইহেতু যুদ্ধের সময়ে সঞ্চিত ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা বিশেষভাবে কমাইয়া দেওয়া সঙ্গত। ভারতকে তাহার কষ্টার্জ্জিত ষ্টার্লিং সম্পদ হইতে বঞ্চিত করার জন্য ইহা ইংরাজ জাতির দুরভিসন্ধিমূলক চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নহে। বৃটেন তাহার একান্ত দুর্দ্দিনে ভারত হইতে ধারে মাল নিয়া নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল। কোন একটা অজুহাত না দেখাইয়া সেই ধার অস্বীকার করা চলে না। তাই বৃটেনের লোকেরা যুদ্ধপ্রচেষ্টায় ভারতের কম স্বার্থত্যাগের কথা তুলিয়াছে। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় যুদ্ধের জন্য ভারতকে কম না বেশী স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছে সংখ্যা-তথ্যের হিসাবে তাহা পরিমাপ করা সহজ নহে। কিন্তু যুদ্ধের দরুণ ভারতের লোক-দিগকে যে ঐসব দেশের লোকদের তুলনায় জটিল খাদ্যাভাবে অধিকতর দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা আমরা গত কয় বৎসর ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত বৃটেনে গড়ে বৎসরে ১৯৫ পাউণ্ড ময়দা ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধের গত কয় বৎসরে ঐ তুলনায় অনেক বেশী ময়দা বৃটেনের লোকেরা ব্যবহার করিবার জন্য পাইয়াছে। বৃটেনে গড়ে ১৯৪০ সালে ২০৮ পাউণ্ড, ১৯৪১ সালে ২৩৭ পাউণ্ড, ১৯৪৩ সালে ২৩০ পাউণ্ড ও ১৯৪৪ সালে ২২৯ পাউণ্ড ময়দা ব্যবহৃত হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটেনের লোকে গড়ে বৎসরে ১৭৭ পাউণ্ড গোল আলু ব্যবহার করিত। গোল আলু ব্যবহারের মাত্রা বাড়িয়া ১৯৪৪ সালে তাহা ২৮৫ পাউণ্ড দাঁড়ায়। বৃটেনের লোকদের ভিতর ভাত খাওয়ার অভ্যাস খুবই কম। তথাপি ১৯৪০ সালে ও ১৯৪১ সালে চাউলের ব্যবহার ঐ দেশে বাড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে বৃটেনে মাংস ও চিনি প্রভৃতিরই কিছুটা অভাব ঘটিয়াছিল। ফলে উহাদের সম্পর্কেই শুধু গবর্ণমেণ্ট মাথাপিছু রেশনের মাত্রা কতকটা কমাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত গড়ে বৎসরে ১৫৪ পাউণ্ড ময়দা ব্যবহৃত হইত। ১৯৪৩ সালে ও

সাময়িক প্রসঙ্গ

১৯৪৪ সালে উহার ব্যবহার বাড়িয়া গড়ে বৎসরে ১৬০ পাউণ্ড দাঁড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইভাবে সরবরাহকৃত ময়দা, ক্যালসিয়াম ও ডি ভাইটামিন দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিবার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমের প্রাচুর্য্য থাকায় ১৯৪৩-৪৪ সালে ৫০ কোটি বুসেল গম গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহাই হইতেছে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দিক দিয়া বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের বিরাট স্বার্থ-ত্যাগের নমুনা! অপর দিকে ভারতের যুদ্ধকালীন খাদ্য-সমস্যার কথা বিচার করিলে এদেশবাসীর কত অফুরন্ত দুঃখ-গ্লানির দৃষ্টান্তই না আমরা দেখিতে পাই। যুদ্ধের সময়ে জাহাজের অসুবিধার কথা তুলিয়া এদেশে বাহির হইতে খাদ্যসামগ্রী আমদানীর ব্যবস্থা হয় নাই। অথচ সামরিক প্রয়োজনের নাম করিয়া ও রপ্তানীর প্রয়োজন দেখাইয়া গবর্ণমেণ্ট এদেশের উৎপন্ন খাদ্যসামগ্রী সরাইয়া লইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ফলে খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুঃখ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছে। গমের বেশী যোগান থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক বৎসরে ৫০ কোটি বুসেল গম পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর ভারতে গম ও চাউলের অভাবে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হইয়া ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে ৫০ লক্ষের উপর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য এরূপ বিরাট ত্যাগ ও ক্ষয়ক্ষতি আর কোন দেশকে স্বীকার করিতে হয় নাই। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, যাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এই ক্ষতি ও ত্যাগ বরণ করিতে হইয়াছে তাহারা উহার মূল্য স্বীকার করিবেন দূরের কথা নিজেদের বিপদ কাটাইয়া উঠিয়া উহাকে আজ তাঁহারা উপহাসের দৃষ্টিতেই দেখিতেছেন।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৬৩৫-৪০
বাংলার ছায়াচিত্র	৬৪১-৪২
শিল্প সংরক্ষণ ও ক্রেতার স্বার্থ	৬৪৩-৪৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৬৪৫-৪৬
খেয়ালীর খাতা	৬৪৭-৪৮
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৬৪৯-৫৪
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৬৫৫-৫৬
বাজারের হালচাল—	৬৫৭-৬২

বেকারদের দুঃখ-দুর্দ্দশা লাঘবের উপায়

অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের বরাদ্দ অনুসারে যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে ২॥ কোটি লোক (পূর্ণবয়স্ক) বেকার ছিল। যুদ্ধের সময়ে নানাদিক দিয়া সরকারী ও বেসরকারী কার্য্যধারা প্রসারিত হওয়ায় সাময়িকভাবে এই আড়াই কোটির মধ্যে কতকাংশের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ হইয়াছিল। যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এক্ষণে উহারা আবার নূতন করিয়া বেকার হইতে বসিয়াছে। এইসব বেকার-দিগকে জীবিকার্জ্জনের নূতন সুযোগ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট নানা শ্রেণীর যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা অবলম্বনের কথা বলিতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে শম্বুকগতিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে শীঘ্র ঐসব পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হওয়ার আশা কম। তাহা ছাড়া সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সুরু হইলেও তাহা দ্বারা ভারতের এত বেশী-সংখ্যক বেকারের উপযুক্ত কর্ম্মসংস্থান হওয়া অসম্ভব বলিয়াই আমরা মনে করি। অথচ চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রীর দর বর্ত্তমানে যেরূপ বেশী, তাহাতে বেকার লোকদের দুঃখলাঘবের আশু একটা ব্যবস্থা না হইলে তাহাদের পক্ষে জীবন-ধারণ করা নিতান্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। পণ্যমূল্যের বর্ত্তমান চড়া বাজারে বেকারদের দুঃখ-লাঘবের সাময়িক ব্যবস্থা কি হইতে পারে তাহা আজিকার একটা প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিঃ ডি সি ড্রাইভার ইঞ্জিনীয়ারিং এসোসিয়েসন অব ইণ্ডিয়ার বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া সম্প্রতি তাঁহার অভিভাষণে ঐ বিষয়ে একটি কার্য্যকরী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এদেশের কর্ম্মহীন লোক ও দরিদ্র জন-সাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা লাঘব করিতে হইলে গবর্ণ-মেণ্টের উচিত সরকারী সাবসিডি বা অর্থসাহায্য দিয়া কম মূল্যে তাহাদিগকে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করা। অন্যান্য দেশে এই নীতি ব্যাপক-ভাবে অনুসৃত হইতেছে। এদেশেও তাহা অচিরে কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা দরকার। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য খুব বেশী চড়া ছিল না বলিয়া গত মহাযুদ্ধের

পর বেকার লোকদের দুঃখ-গ্লানি তেমন অসহনীয় হইয়া দাঁড়ায় নাই। এদেশে তখন টাকায় ৮।১০ সের চাউল মিলিত। ফলে উপার্জ্জনশীল আত্মীয়-স্বজনের উপর নির্ভর করিয়াও বেকার লোকেরা কোন মতে জীবনধারণের সুযোগ পাইত। কিন্তু এক্ষণে টাকায় দুই সের বা আড়াই সের চাউল কিনিয়া নিজেদের ভরণপোষণ করা বেকার লোকদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। উপার্জ্জনশীল আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষেও উহাদের দায়িত্ব লওয়া নিতান্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই অবস্থায় বেকারদিগকে ও দরিদ্র জনসাধারণকে বাঁচিবার সুযোগ দিতে হইলে সরকারী সাবসিডি দিয়া তাহাদের জন্য কম দরে খাদ্যসামগ্রী যোগাইবার ব্যবস্থাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রথম কর্ত্তব্য। এই শ্রেণীর সাবসিডি বাবদ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বৎসরে ২৫ কোটি পাউণ্ড খরচ করিতেছেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ঐ বাবদ ১১ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করিবেন বলিয়া সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন। সরকারী সাবসিডি দিয়া জনসাধারণকে কম মূল্যে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করিবার জন্য মহীশূর রাজ্যের সরকার চলতি বৎসরের হিসাবে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরিয়াছেন। এই সব দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভারত সরকারের পক্ষেও অবিলম্বে ঐ বিষয়ে অবহিত হওয়া সঙ্গত।

খাদ্য সামগ্রীর বর্ত্তমান চড়া বাজারে কর্ম্মহীন লোক ও দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখলাঘবের জন্য মিঃ ডি সি ড্রাইভার যে সাময়িক পন্থার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা খুব সমীচীন বলিয়াই মনে করি। দেশের দুঃস্থ লোকদের জন্য কেবল বাহ্যিক সহানুভূতি না দেখাইয়া তাহাদের দুঃখমোচনের জন্য ঐ ধরণের একটী কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই উচিত। নানা অবান্তর কার্য্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া ভারত সরকার তাঁহাদের বাজেটের ঘাটতি বাড়াইয়া চলিয়াছেন। বেকার ও দরিদ্র জনসাধারণকে কম দরে খাদ্য সামগ্রী যোগাইতে গিয়া যদি সাবসিডি বাবদ কতিপয় কোটি টাকা খরচ হয় তবে সে ধরণের ব্যয়বৃদ্ধি দেশের লোক নিতান্ত বাঞ্ছিত বলিয়াই মনে করিবে।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের অনুন্নত ও অর্দ্ধস্বাধীন দেশগুলিতে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ায় এবং সমগ্র প্রাচ্যে জাতীয়তাবোধের ব্যাপক উদ্বোধন হওয়ায়-বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বড় বড় ধনিক রাষ্ট্রগুলি আর পূর্ব্বের মত ঐ সকল দেশে ইচ্ছামত মূলধন নিয়োগ করিতে পারিতেছে না। সমগ্র মধ্য প্রাচ্য হইতে ইন্দোনেশিয়া পর্য্যন্ত যে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, প্রধানতঃ মূলধন বিনিয়োগের সমস্যাই তাহার মূলে রহিয়াছে। ইংরাজ, ফরাসী, ডাচ কোন সাম্রাজ্যবাদী ধনিক রাষ্ট্রই নিজ নিজ উপনিবেশ হাতছাড়া করিতে রাজী নহে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ধনিকরাও এই সুযোগে নিজেদের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষ ইংরাজদের উপনিবেশ। অন্যত্র মূলধন বিনিয়োগের সম্ভাবনা হ্রাস পাওয়ায় বৃটিশ প্রভুরা ভারতবর্ষের খাসমহল বজায় রাখিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখিবার প্রশ্ন লইয়া মার্কিন ধনিকদের সহিত বৃটিশ ধনিকদের ঝগড়াও বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভারত স্বাধীনভাবে নিজের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিতে চায়, কাহারও রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই। ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন নিয়োগ সম্পর্কে ভারতের জনমত ইতিপূর্ব্বে অনেকবার স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যখন আবার যবনিকার অন্তরালে ভারতে বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের ষড়যন্ত্র চলিতেছে, ঠিক তখনই পণ্ডিত নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ভারতীয় শিল্পে অবাধে ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া সময়োচিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন।

শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্টের নীতি

অষ্ট্রেলিয়ায় যুদ্ধের সময় যে-সব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের যুদ্ধোত্তর সংরক্ষণ সম্পর্কে উপযুক্ত কার্য্যনীতি নির্দ্ধারণের জন্য ঐ দেশের গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই একটি টেরিফ বোর্ড বা শিল্প সংরক্ষণ মণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ঐ বোর্ডের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেশ রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং জাতীয় সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় অনেক শিল্পকে যুদ্ধোত্তর যুগে রক্ষণ-শুল্কের সাহায্যে সুগঠিত করার কথা বলা হইয়াছে। এই প্রকার সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে দেশের লোকের উপর একটা চাপ পড়িবে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের শিল্পোন্নতির জন্য ও দেশকে আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য সেরূপ চাপ বহন করা ছাড়া উপায় নাই বলিয়া টেরিফ বোর্ড মত প্রকাশ করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় অনেক শিল্পই নূতন গড়িয়া উঠিতেছে। এই জন্য অন্য অনেক দেশের সুপ্রতিষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অষ্ট্রেলিয়ার শিল্প প্রতিষ্ঠানে পণ্য উৎপাদনের খরচ আগামী কতিপয় বৎসর কিছু বেশী হওয়ারই কথা। এই বেশী খরচের জন্য ক্রেতা সাধারণকে অপেক্ষাকৃত চড়ামূল্যে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে হইবে। এইরূপ ক্ষতি প্রথম অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী হইলেও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্য্যক্ষমতা বাড়াইয়া লইয়া ভবিষ্যতে ক্রমে ক্রমে তাহাদের পড়তা খরচ অবশ্যই হ্রাস করা যাইতে পারে। আর তাহাতে ক্রেতা সাধারণও ঐরূপ ক্ষতি হইতে ভবিষ্যতে রেহাই পাইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ান টেরিফ বোর্ড দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদিগকে তাহাদের সে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ করিয়া দিয়াছেন। দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অষ্ট্রেলিয়ার টেরিফ বোর্ডের ঐ সব নির্দ্দেশ আমরা খুব সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

টেরিফ বা শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতির সহিত ভারত সরকারের কার্য্যনীতির তুলনা করিলে কি শোচনীয় পার্থক্যই না আমরা দেখিতে পাই! যুদ্ধের পরে দেশীয় শিল্পের জন্য অবিলম্বে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা দাঁড়াইবে বুঝিয়া ঐ বিষয়ে সুনির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই একটি টেরিফ বোর্ড গঠন করিয়া রাখিয়াছেন। যুদ্ধ শেষ হইতেই যুদ্ধোত্তর শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে ঐ বোর্ডের নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট এতদিন ঐ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ফুরসৎ পান নাই। যুদ্ধের পরে ভারতের হাটে বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা যখন কার্য্যতঃ সুরু হওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে তখন রক্ষণশুল্ক সম্পর্কে কতিপয় শিল্পের দাবী বিচার করিয়া দেখিবার জন্য সবেমাত্র তাঁহারা একটি টেরিফ বোর্ড গঠন করিয়াছেন। এই টেরিফ বোর্ড যাহাতে দেশীয় শিল্পের সাহায্যের জন্য কোন উদার সুব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিতে না পারে সেজন্য প্রথমতঃ, স্যার সন্মুখন চেট্টির মত বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থের একজন বড় ধামাধরাকে উহার সভাপতি মনোনয়ন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, নানা কঠোর সর্ত্ত জুড়িয়া দিয়া ঐ বোর্ডের বিচার-বিবেচনা ও কার্য্যধারার গণ্ডি সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ছাড়া এদেশে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির যে কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা হইতে পারে না, ইহা হইতে নিঃসংশয়ে তাহা বুঝা যাইতেছে।

জমিদারী ব্যবস্থা ও পণ্ডিত জওহরলাল

বোম্বাইয়ে সাংবাদিকদের একটি বৈঠকে পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন যে, তিনি বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও অন্যান্য প্রদেশের বৃহৎ জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের পক্ষপাতী, অবশ্য তিনি ইহার জন্য কিছুটা ক্ষতিপূরণ দিবার পক্ষপাতী। তবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জাতীয় গবর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারণ করিবেন। সম্প্রতি কলিকাতায় এক জনসভায় ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ জমিদারী প্রথা বিলোপের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। নীতির দিক হইতে আমরা বরাবরই জমিদারী প্রথার বিরোধী। বর্ত্তমান জমি-ব্যবস্থার ফলে শিল্প প্রসারে বাধা ঘটিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। তবে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপ প্রকৃতপক্ষে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হইবে কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে জমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে কংগ্রেস কিরূপ নীতি অনুসরণ করিবেন তাহা আরও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলে ভাল হয়, কারণ বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য করিলে জনসাধারণ ভুল বুঝিতে পারে।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলি: ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনায়

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি

কংগ্রেসের উদ্যোগে যখন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয় তখনই জনসাধারণের মনে বিপুল আশার সঞ্চার হইয়াছিল। ভারতবর্ষের জনগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা রচনা করিবার ক্ষমতা ও অধিকার কংগ্রেসেরই আছে। এই জন্য জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিকে সকলেই সাদর অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের দমননীতির ফলে উক্ত কমিটির সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল কারারুদ্ধ হওয়ায় কমিটির কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পণ্ডিত জওহরলাল মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে নবোদ্যমে প্ল্যানিং কমিটির কাজ সুরু করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই বোম্বাইতে কমিটির তিনদিনব্যাপী অধিবেশনে বেকার সমস্যা, ষ্টার্লিং ব্যালান্স, ডলার তহবিল, ভারতে বিদেশী পুঁজি, গ্রাম্য জীবনের পুনঃ সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের প্রয়োজনে নির্ম্মিত হাসপাতাল, বাড়ী, শিবির প্রভৃতি ব্যবহার, যুদ্ধের জন্য গঠিত বাড়তি কারখানা ও যন্ত্রপাতিসমূহ বিক্রয় ইত্যাদি সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত খাদ্য, বাসভবন, শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েকটী সাবকমিটি পুনর্গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিটিগুলি তিন মাসের মধ্যে তাঁহাদের পরিকল্পনাসমূহ পেশ করিলে পুনরায় জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির বৈঠক বসিবে।

যুদ্ধোত্তর ভারতে যে সকল সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিবে, পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ঠিক সেই সকল সমস্যার প্রতিই মনোনিবেশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। কমিটির শেষ দিবসের অধিবেশনে পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যও কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। ভারত সরকারের পরিকল্পনা সচিবের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি, এল, উকীল ভারত সরকারের নির্দ্দেশে পরিকল্পনা কমিটির ৮ই নবেম্বরের অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির আলোচনা ও সিদ্ধান্তের গুরুত্ব ভারত সরকার, কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহা আশার কথা। এই সহযোগিতার ফলে অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রে জাতীয় সরকার এবং বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইলে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা অনেক সহজসাধ্য হইবে।

যুদ্ধকালে অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য যে সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছিল পরিকল্পনা কমিটির বৈঠকে তাহার রিপোর্ট আলোচিত হয়। উক্ত সাব-কমিটি যুদ্ধের ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত গবেষণার বিপুল গুরুত্ববৃদ্ধি, বহু শিল্প জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার আগ্রহ, ন্যূনতম মজুরী ও মূল্য নির্দ্ধারণের নীতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত সাব-কমিটি সকলকে কাজ দেওয়াই জাতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া উহার উপর বিশেষ জোর দিতে বলিয়াছেন। জীবনবীমা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার উপরেও উক্ত সাব-কমিটি বিশেষ জোর দিয়াছেন। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির অধিবেশনে উক্ত সাব-কমিটির রিপোর্ট লইয়া বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে।

এই সকল আলোচনা অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। পণ্ডিত নেহেরু পরিকল্পনা কমিটির কাজ ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি শেষ করিতে চাহেন। এই সময়ের মধ্যে কমিটি একটা ব্যাপক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

বোম্বাই পরিকল্পনা লইয়া ইতিমধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে এবং উহার গুরুত্বও আমরা স্বীকার করি, তথাপি কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রস্তুত পরিকল্পনা জনসাধারণের স্বার্থের অধিকতর অনুকূল ও উৎকৃষ্টতর হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

বে-সামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা

যুদ্ধোত্তর ভারতে বে-সামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা সম্পর্কে স্যার গুরুনাথ বেউর সম্প্রতি এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধির নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে ভারত সরকারের নীতির মোটামুটি একটা আভাষ পাওয়া গিয়াছে। ভারত সরকার বে-সরকারী বিমান চলাচলে উৎসাহ দিবেন, ভারতীয়দের বিমান বিদ্যায় শিক্ষিত করিবার জন্য বিমান ক্লাবের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে, ভারতবর্ষ হইতে বৃটেন, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব্ব আফ্রিকা, চীন, মালয় প্রভৃতি দেশে যাতায়াতের জন্য বিমান লাইন খোলা হইবে ইত্যাদি শুনিলে সকলেই আনন্দিত হইবেন, কিন্তু স্যার গুরুনাথের বিবৃতি মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে এতই অস্পষ্ট যে, আমরা এখনও উহাতে উৎসাহ বোধ করিতে পারিতেছি না।

প্রথমতঃ স্যার গুরুনাথ বলিয়াছেন যে, বে-সামরিক বিমান চলাচলে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত ব্যবসায় বলিতে কি বুঝাইবে? বিপুল বিত্তশালী বৃটিশ, অষ্ট্রেলিয়ান বা কানাডিয়ান ধনিকরা যদি ভারতে বিমান লাইন খুলিবার জন্য প্রতিযোগিতা সুরু করেন, তাহা হইলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিমান লাইন খুলিবার সকল আশাই চূর্ণ হইবে। ভারতে সরকারী নীতির জন্যই আজ পর্য্যন্ত বিমান-শিল্প ও ব্যবসায় গড়িয়া উঠে নাই। এই অবস্থায় বিদেশী ধনিকদের ভারতে বিমান ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া হইবে না, ভারত সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় ইহা ঘোষণা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে বিমান প্রস্তুত করা হইবে কি না এ সম্বন্ধে স্যার গুরুনাথ কিছুই বলেন নাই। ভারত সরকার এ পর্য্যন্ত বিমান-শিল্পে কোন উৎসাহ দেন নাই। যুদ্ধের প্রয়োজনে হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট কোম্পানী ও কারখানা গঠন করিতে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উক্ত কারখানা নিজের হাতে লইয়া কি যে করিতেছেন, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। টাটা বিমান কারখানার লোক ছাঁটাই করা হইতেছে। বে-সামরিক বিমান চলাচলে উৎসাহ দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই সকল কারখানায় যতদূর সম্ভব অধিক সংখ্যায় বিমান উৎপাদন ও মেরামতের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং কারখানার সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য উৎসাহ দিতে হইবে।

কচুরীপানার সমস্যা

বাঙ্গলাদেশের কচুরীপানা সমস্যা প্রকৃত পক্ষে জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের সমস্ত জেলাতেই নদী, নালা, খাল, বিল এই সর্ব্বনাশা পানাতে ছাইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে প্রতি বৎসর বাঙ্গলায় মাছের ব্যবসায় এবং ফসলের যে ক্ষতি হয় তাহার পরিমাণ প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। বাঙ্গলা সরকার এই কচুরীপানা নিবারণের জন্য আইন করিয়াছেন, সরকারী প্রচারপত্র 'বাঙ্গলার কথা'য় অনেক সদুপদেশ বর্ষণ করিয়াছেন, গান গাহিয়া, নাচিয়া, কুঁদিয়া কচুরীপানা তুলিবার অনেক উৎসাহপ্রদ কাহিনীও প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গলাদেশ 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'ই রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার জেলায় জেলায় নদী ও খাল-বিল আশ্রয় করিয়া কচুরীপানা দিগন্ত ব্যাপিয়া সোৎসাহে তাহাদের শোভা বিস্তার করিয়াই চলিয়াছে। বাঙ্গলা সরকার এবার দুই কোটি মুদ্রা ব্যয়ে কচুরীপানা ধ্বংস করিবার এক বিরাট পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার দশাও কচুরীপানা আইনের মতই হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করি। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি মনীষিগণ

গ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা ফোন : ক্যাল ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত—১৯২৬)

হেড অফিস ঃ—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড—১১,৭৫,০০০৲ টাকার উপর

কার্য্যকরী মূলধন—১,৩৫,০০,০০০৲ " "

—শাখাসমূহ—

খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কাল্না, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), নাটোর, নওগাঁ, রাজসাহী, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

চাঁদপুর

মডেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর

হেড অফিস :—

৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ ঃ—

বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, হাটখোলা, ইটালী মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।

স্থাপিত :- ১৯২৬ 1926 ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস, আর, দাশ

বাঙ্গলার নদী-সংস্কারের যে সকল প্রস্তাব বার বার উত্থাপন করিয়াছেন সেই সকল প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া নদী-সংস্কারের ব্যাপক পরিকল্পনা স্থির না করিলে এই ধরণের চেষ্টায় "ভস্মে ঘি ঢালা" হইবে মাত্র।

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের জের

সমরাঙ্গনের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলগুলি যুদ্ধকালে স্বভাবতঃই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। ইহার উপর যদি গবর্ণমেণ্ট অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য হয় তাহা হইলে ত সোনায় সোহাগা; বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষেই তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। উড়িষ্যার রিলিফ কমিটির যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, উড়িষ্যার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ১৯৪৩ সালে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫ শত ৮৪ জন উড়িষ্যাবাসীর মৃত্যু হইয়াছে। এক বালেশ্বর জেলাতেই মৃত্যুসংখ্যা ৪০.৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বালেশ্বরে অনাহারে মারা গিয়াছে ১১০৫ জন লোক। ১৯৪৪ সালের প্রথম দশ মাসে উড়িষ্যার মৃত্যুসংখ্যা সম্পর্কিত সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে, জন্মের তুলনায় মৃত্যুসংখ্যা ২৮ হাজার বেশী। ১৯৪৫ সালেও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর জের চলিতেছে।

শিল্পকারখানা সম্পর্কে সংখ্যাবিবরণ

এদেশে শিল্পকারখানা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সংখ্যাবিবরণ সংগ্রহ করিবার ও সাধারণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা নাই বলিয়া শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে সুপরিকল্পিত অগ্রগতি কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শ্রেণীর বিবরণ প্রদানে শিল্পকারখানার মালিকদিগকে বাধ্য করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট গত ১৯৪২ সালে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ষ্ট্যাটিস্টিক্স এ্যাক্ট নামে একটি আইন পাশ করিয়াছিলেন। এতদিন এই আইনটি যথাযথ বলবৎ করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কোন গরজ দেখান নাই। উপযুক্ত বিবরণ প্রদানে শিল্পকারখানার মালিকদিগকে বাধ্য করিবার পূর্ব্বে এদেশের শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে একটা জরীপ কার্য্য চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট মিঃ বি, এন, কৌলকে ভার দিয়াছেন। মিঃ কৌল ইতিমধ্যে বাঙ্গলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে একটা প্রাথমিক জরীপ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। এই জরীপ কার্য্যের ফলে উপরোক্ত তিন প্রদেশে শতকরা ৫০ হইতে ৭০ ভাগ শিল্পকারখানাই এক ডজন লোক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহাতে শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয়ের একচেটিয়া প্রভুত্ব ক্রমেই বেশী পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতেছে বলিয়া বুঝা গিয়াছে। মিঃ কৌল কাপড়ের কল, ইস্পাত কারখানা, চটকল, চামড়ার কারখানা ও উদ্ভিজ্জ ঘৃতের কারখানা প্রভৃতি ৩০ রকমের শিল্প সম্পর্কে প্রাথমিক তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। ঐ সব কারখানার মূলধন, যন্ত্রপাতি, উৎপন্ন পণ্য, নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ও তাহাদের মজুরী প্রভৃতি সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করা হইতেছে। এইভাবে প্রথমে দেশের দেড়শতাধিক শিল্পকারখানা সম্পর্কে সরকারীভাবে একটা জরীপ কার্য্য চালাইয়া পরে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ষ্ট্যাটিস্টিক্স এ্যাক্ট অনুযায়ী রীতিমত উহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ ও তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে। প্রকাশ, এই জরীপ কার্য্য সমাধা করিতে পাঁচ বৎসর লাগিবে। শিল্প-কারখানা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের জন্য এইরূপ ব্যাপক জরীপ কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালের জন্য এই কাজ স্থগিত না রাখিয়া আরও পূর্ব্ব হইতেই তাহা সুরু করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত ছিল। এই বিলম্বের জন্য এদেশে যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সময় অযথা পিছাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কম সময়ে জরীপ কার্য্য সমাধা করিয়া কি ভাবে শিল্পপ্রসারের দিকে দেশকে সত্বর অগ্রবর্ত্তী করা যায় এখন হইতে সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা

ভারতের বৃহত্তম জাহাজ কোম্পানী—সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেসন কোং লিমিটেড যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে জাহাজ তৈয়ারের জন্য ভিজাগাপট্টমে একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প আধুনিক জগতে একটি বৃহৎ মৌলিক শিল্প হিসাবে পরিগণিত। ভারতে এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এদেশে জাতীয় শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তোলার পক্ষে নিদারুণ অসুবিধার কারণ দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় সিন্ধিয়া কোম্পানীর উদ্যোগে ভিজাগাপট্টমে একটি জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপিত হওয়ায় দেশের লোক জাতীয় অগ্রগতির দিক হইতে তাহা একটি বিশেষ প্রশংসনীয় উদ্যম বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে চারি বৎসর সিন্ধিয়া কোম্পানীর পক্ষে কোন কার্য্য-বিবরণী প্রকাশ করা নিষিদ্ধ থাকায় ঐ জাহাজ নির্ম্মাণ প্রচেষ্টা সম্পর্কে এতদিন বিস্তারিত কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। যুদ্ধের অবসান ঘটায় এক্ষণে উক্ত কোম্পানী তাঁহাদের গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা ও তাহার ফলাফল সংক্ষেপে বিবৃত করা হইয়াছে। ঐ বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, ভিজাগাপট্টমের কারখানায় জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য সিন্ধিয়া কোম্পানী গত ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে প্রায় সব ব্যবস্থাই সমাধা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সমস্তই বসানো হইয়াছিল, জাহাজ নির্ম্মাণের প্রাথমিক কাজ সুরুও হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সালের ৮ই এপ্রিল জাপানী বিমানপোত হইতে বোমা বর্ষিত হওয়ার ফলে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে কারখানার সমস্ত কাজ আকস্মিকভাবে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট সিন্ধিয়া কোম্পানীকে ভিজাগাপট্টম হইতে সমস্ত কারখানা উঠাইয়া বোম্বাই নিয়া যাওয়ার অর্ডার দেন। অতঃপর বোম্বাইয়ে অস্থায়ীভাবে ঐ কারখানা স্থাপন করা হয়। যন্ত্রপাতি সরাইয়া তাহা পুনরায় কার্য্যে বহাল করিতে কয়েক মাস অতিক্রান্ত হইয়া যায়। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস হইতে বোম্বাইয়ের কারখানায় কাজ আরম্ভ হয়। সিন্ধিয়া কোম্পানী ঐ কারখানায় সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মাণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ৮ হাজার টনের একটি জাহাজের জন্য ২ হাজার ২০০ টন ইস্পাত ইংলণ্ড হইতে আমদানী করা হয়। কিন্তু ঐ ইস্পাত বোম্বাইয়ে পৌঁছা মাত্র ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহা নিজ প্রয়োজনে গ্রহণ করেন। ফলে শেষ পর্য্যন্ত বড় জাহাজ নির্ম্মাণের সুবিধা না দেখিয়া কোম্পানী

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি

নদার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শুধু ট্রলার, পেট্রোল বোট, ল্যাণ্ডিং-ক্র্যাফট প্রভৃতি ধরণের ছোটখাট জলযান নির্ম্মাণে তাহাদের কার্য্য-ধারা সীমাবদ্ধ করিতে বাধ্য হয়। গবর্ণমেণ্টের অর্ডার মত ঐ কারখানায় জাহাজ মেরামতের কাজও চালানো হয়। তবে যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী মাল-মসল্লা পাওয়ার অসুবিধা ঘটায় এই সব ধরণের ছোটখাট কাজেও কোম্পানীর পক্ষে ভালভাবে আত্মনিয়োগ করা সম্ভবপর হয় নাই। যাহা হউক, জাপানী আক্রমণের প্রাবল্য হ্রাস পাওয়ার পর হইতে গবর্ণমেণ্ট সিন্ধিয়া কোম্পানীকে তাঁহাদের ভিজাগা-পট্টমের কারখানা পুনর্গঠন সম্পর্কে কিছু কিছু সুযোগ দিতেছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে মাল-মসল্লার অল্প অল্প যোগান পাইয়া কোম্পানী সুসঙ্কল্পিতভাবে পুনরায় তাঁহাদের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ আশা করিতেছেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ভিজাগাপট্টমের কারখানায় সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মাণের কাজ ভালভাবে সুরু করা যাইবে।

জাহাজ নির্ম্মাণের মত একটি বৃহৎ মৌলিক শিল্প গড়িয়া তোলা সম্পর্কে 'সিন্ধিয়া' কোম্পানী কিরূপ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতেছেন, উপরোক্ত বিবরণ হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয় অগ্রগতি সাধনের গরজে জগতের উন্নতিশীল দেশের গবর্ণমেণ্টসমূহ নিজেরা উদ্যোগী হইয়া এই শ্রেণীর মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এদেশের গবর্ণমেণ্টের সেরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানের বালাই নাই। অনেক চেষ্টায় যদিও বা সিন্ধিয়া কোম্পানী জাহাজ কারখানা স্থাপন সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের অনু-মতি লাভ করিয়াছিলেন, যুদ্ধকালীন অভাব ও অসুবিধার নজীর তুলিয়া তাঁহারা সেই প্রচেষ্টা বেশী দূর অগ্রসর হইতে দেন নাই। যাহা হউক, যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় এক্ষণে নূতন করিয়া জাহাজ নির্ম্মাণের কাজ সুরু করিবার সময় আসিয়াছে। বহু বাধা বিঘ্ন ও আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও সিন্ধিয়া কোম্পানী জাতীয় স্বার্থের কথা স্মরণ করিয়া তাহা-দের জাহাজ নির্ম্মাণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্পর্কে এখনও অবিচলিত রহিয়াছেন। নূতন কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহা-দিগকে সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে দিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

ব্রহ্মে ফসলের উদ্বেগজনক অবস্থা

ব্রহ্মদেশে ধান্য ফসলের অবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্ম হইতে ভারতে চাউল আমদানীর আশা আপাততঃ নাই বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। যুদ্ধের তাণ্ডবে ব্রহ্মে ধান্যের উৎপাদন উদ্বেগজনকরূপে হ্রাস পাইয়াছে। এবার ৩০ লক্ষ টনেরও কম ফসল হইবে। উহার দ্বারা কোনরূপে ব্রহ্মের প্রয়োজন মিটিতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রহ্মে ৬০ লক্ষ টন ফসল হইয়া থাকে। ব্রহ্মের ১ কোটি ৮০ লক্ষ একর আবাদী জমির মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ একরে ধান্যের চাষ হয়। ভারতবর্ষই ব্রহ্মের চাউলের প্রধান খরিদ্দার। ১৯৩৯-৪০ সালে ব্রহ্ম হইতে ভারতে ১৮ লক্ষ ৮২ হাজার ৬ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছিল।

ভারত সরকারের খাদ্য-সচিব শ্রীযুক্ত জওলা-প্রসাদ কলিকাতায় আসিয়া বঙ্গবাসীকে আশ্বাস দিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪৫ সালে ব্রহ্ম ও শ্যাম হইতে ১৬ হাজার টন চাউল আনিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জওলাপ্রসাদের উক্তিতে বাঙ্গলার লাট মিঃ কেসী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পঞ্চমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। ঠিক তাহার পরেই ব্রহ্মের ফসলের যে অবস্থা জানা গিয়াছে তাহাতে আমরা বিশেষ ভরসা পাইতেছি না। শ্যামের অবস্থাও খুব আশাপ্রদ বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে না।

রপ্তানী-বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল

একটি সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রপ্তানী-বাণিজ্যে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার রপ্তানী-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিল করিয়াছেন। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, সিগার, সিগারেট তামাক, তুলা প্রভৃতি শতাধিক পণ্যের উপর হইতে রপ্তানী সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হইয়াছে। সিনেমার ফিল্ম, জুতা, সুটকেশ প্রভৃতি চর্ম্মনির্ম্মিত জিনিষ, মণিহারী দ্রব্য প্রভৃতি ২০টিরও অধিক পণ্যদ্রব্যের রপ্তানী একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। ঐগুলি এখন হইতে রপ্তানী বিভাগের চীফ কন্‌ট্রোলারের আয়ত্তে আসিল এবং স্বল্প পরিমাণে ঐ সকল জিনিষ এখন হইতে রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে। ঔষধপত্র, পেণ্ট, বার্ণিস প্রভৃতি অন্যান্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐগুলি এখন হইতে বাণিজ্য বিভাগের আয়ত্তে আসিল। উল্লিখিত এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে আরও উদার রপ্তানী-নীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং উহা অনু-সরণও করা হইবে।

ভারত সরকারের এই ঘোষণায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। যুদ্ধাবসানের পর রপ্তানী-বাণিজ্য সম্পর্কে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই, ইহা আমরা বার বার বলিয়াছি। রপ্তানী-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়াই আমরা মনে করি। সমস্ত দেশ যখন রপ্তানী-বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছে তখন ভারতবর্ষের রপ্তানী-বাণিজ্য সঙ্কুচিত করিয়া রাখিলে সমূহ ক্ষতি হইবে। ইতিমধ্যেই রপ্তানীর তুলনায় বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত সময়োচিত হইয়াছে এবং আমরা আশাকরি ভারত সরকার কালবিলম্ব না করিয়া বাকী জিনিষ-গুলি সম্পর্কেও রপ্তানী সংক্রান্ত বিধিনিষেধ তুলিয়া দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করিবেন। ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্য প্রসারের জন্য বিধিনিষেধ প্রত্যা-হারই যথেষ্ট নয়। কোন্ কোন্ দেশের বাজারে কি কি ভারতীয় মাল বিক্রয় হয় বা হইবার সম্ভাবনা আছে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করিয়া রপ্তানী-বাণিজ্য প্রসারের একটী ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করাও প্রয়োজন। এইরূপ পরিকল্পনা সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিলে সুশৃঙ্খলভাবে রপ্তানী-বাণিজ্য বিস্তৃত করা যাইবে এবং প্রয়োজনমত কোন বিশেষ পণ্য রপ্তানীর ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট সহায়তা করিতে পারিবেন। বিশৃঙ্খল ও অসমঞ্জসভাবে রপ্তানী-বাণিজ্য চালাইলে অনেক ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষকে অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতার সম্মুখে হটিয়া আসিতে হইবে। রপ্তানী-বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে অচিরে একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য আমরা ভারত সরকারকে অনুরোধ করিতেছি।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ্ ওয়ার্কসের রজত-জয়ন্তী

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ্ ওয়ার্কসের ২৫ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ায় সম্প্রতি এই সুবিখ্যাত দেশীয় প্রতিষ্ঠানের রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ বৃষ্টি-বাদলের দেশ হইলেও গত মহা-যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত এদেশে ওয়াটারপ্রুফ্ বা বর্ষাতি প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। দেশের লোক এই শ্রেণীর আবরণ ব্যবহার করিত খুবই কম। বর্ষাতি যাহা কাটতি হইত তাহাও বিদেশ হইতেই আসিত। বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ্ ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা ও বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু এদেশে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সুযোগ-সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বপ্রথম ঐ বিষয়ে উদ্যোগী হন। জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপে ফলিত রসায়ন সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া দেশে আসিয়া তিনি ওয়াটারপ্রুফ্ বা বর্ষাতি তৈয়ার সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই এদেশের উপযোগী করিয়া 'ডাকব্যাক' বা 'হংস-পৃষ্ঠ' ওয়াটারপ্রুফ্ তৈয়ারের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। অতঃপর মাত্র কয়েক শত টাকা মূলধন লইয়া ১৯২০ সালে তিনি বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ্ ওয়ার্কস স্থাপন করেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ঐ ছোট প্রতি-ষ্ঠানটি আজ একটি বিরাট পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে। এই কোম্পানীর প্রস্তুত ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফ্ (রবারযুক্ত ও রবারবিহীন) বিদেশী ওয়াটারপ্রুফের সমকক্ষ প্রতিযোগী হিসাবে আজ দেশে ও বিদেশে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। কেবল ওয়াটারপ্রুফই নহে, বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ্ ওয়ার্কস লিমিটেডের পাণিহাটী

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস : মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

কারখানায় উপযুক্ত যন্ত্রপাতি বসাইয়া বহু শ্রমিকের সহযোগিতায় বর্ত্তমানে ব্যাপকভাবে বিচিত্র শ্রেণীর রবারদ্রব্য ও ক্যানভাসের সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে। এই কোম্পানীর রবার-মাখানো কাপড়ের বর্ষাতি, রবার ক্লথ, ছাতা, হোল্ডল, হাওয়ার বালিস, হাওয়ার বিছানা, ভাজ করা খাটিয়া, পোষাকের পেট্‌রা, জুতার হিল, হটওয়াটার ব্যাগ, আইস ব্যাগ, এয়ার রিং ও অস্ত্র চিকিৎসার আবরণ প্রভৃতি দেশের লোকের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি জিনিষ সামরিক ও বে-সামরিক হাসপাতালসমূহে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসে উন্নত ধরণের বহু প্রকার রবারদ্রব্য তৈয়ার হওয়ায় বিদেশী জিনিষের বদলে আজ সকলেই আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিতেছে। ফলে দেশের টাকা দেশে রাখিবার পক্ষে তাহা বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে। জাতীয় শিল্প-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস লিমিটেডের এই দান খুবই মূল্যবান সন্দেহ নাই। এই প্রতিষ্ঠানের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে উহার অভাবনীয় সাফল্যের কথা স্মরণ করিয়া দেশবাসী হিসাবে আমরা গৌরব বোধ করিতেছি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজের দুর্ব্বার সঙ্কল্প ও অব্যাহত কর্ম্মশক্তি দ্বারা ধীরে ধীরে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই কৃতকার্য্যতার জন্য আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

ভারতে গবাদি পশুর সমস্যা

ভারতের গো-মহিষাদি পশু অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি নিকৃষ্ট। ইহার ফলে কৃষিকার্য্যের উপযোগী এবং দুগ্ধবতী গো-মহিষাদির অত্যন্ত অভাব অনুভূত হয়। লর্ড লিনলিথগোর ষণ্ড-প্রীতি এই অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন সাধনে সক্ষম হয় নাই।

যুদ্ধকালে নির্ব্বিচারে পশু হত্যার ফলে এই সমস্যা বর্ত্তমানে অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালে পশু হত্যার পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পশু-সংখ্যা কি ভাবে হ্রাস পাইয়াছে, তাহা নিম্নের সংখ্যাগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে :—

	১৯৪০	১৯৪৪
	ভারতবর্ষ (দেশীয় রাজ্যসহ)	
গরু	১১৬,৩৪০,০৫৬	১১৫,৮২৭,৬৫৫
বাছুর	৪৬,৪৪৯,৪৯৯	৪৮,৭৯২,৮৬৩
মহিষ	৩৫,১৭৪,১৬২	৩৩,৮১০,৩৪২
বাছুর	১৭,২৬৭,৫২৭	১৫,৯০২,৯৯৭
ছাগল	৪৭,২৪৯,৮০১	৫০,৬৪৬,১৬৪
ছাগশিশু	১২,০১৯,৪৬০	১৩,৮৪৭,২৮৮
ভেড়া	৩৮,৯৯১,৭৭৮	৩৭,৪৪২,০৪৮
ভেড়ার বাচ্চা	১০,০৬৯,১৮১	১১,১১৬,৭০৮

উল্লিখিত সংখ্যাগুলি যে খুব নির্ভরযোগ্য তাহা নহে, তবে ঐগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বয়স্ক গো-মহিষাদির সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধের সময় নির্ব্বিচারে গবাদি পশু হত্যা অনুমোদন করিয়া ভারতের গো-সম্পদকে এইভাবে উৎসন্ন যাইতে দেওয়া খুবই পরিতাপের বিষয়।

গবর্ণমেণ্ট উৎকৃষ্ট পশু প্রজনন, বৈজ্ঞানিক পন্থায় পশুপালন প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে শুধু যে ভারতে দুগ্ধাভাব ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী গো-মহিষাদির অভাব ঘুচিবে না তাহা নয়, অদূরভবিষ্যতে চর্ম্মশিল্প ও চর্ম্মের রপ্তানী-বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

বেকার-সমস্যার সরকারী সমাধান

গত ১৩ই নবেম্বর সাংবাদিকদের বৈঠকে ভারত সরকারের আসাম ও বাঙ্গলা অঞ্চলের পুনর্ব্ব্যবস্থাপন ও নিয়োগ ডিরেক্টর ডাঃ এন, দাস আই-সি-এস বাঙ্গলার বেকার-সমস্যা সমাধানের সরকারী পরিকল্পনার বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সামরিক বিভাগের ৫০ হইতে ৬০ হাজার লোক এবং যুদ্ধসংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত তিন হইতে সাড়ে তিন লক্ষ লোক বেকার হইবে। ভারত সরকার এখনই যে সকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পারিবেন তাহাতে প্রায় দুই লক্ষ লোক কাজ পাইতে পারে। আগামী বৎসরেই (১৯৪৬-৪৭) কার্য্যকরী হইতে পারে এমন ৪২টী পরিকল্পনা বাঙ্গলা সরকারের আছে।

ডাঃ দাসের এই বিবৃতিতে আমরা বিশেষ ভরসা পাইতেছি না। প্রথমতঃ সমস্ত পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্ট কার্য্যকরী করিতে পারিবেন কি না সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। পরিকল্পনাগুলির দ্বারা দেশ সত্যই উপকৃত হইবে কি না, এ প্রশ্নও আমাদের মনে জাগিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী হইলেও দুই হইতে আড়াই লক্ষ বেকার থাকিয়া যাইবে। তাহাদের কি হইবে? তৃতীয়তঃ, ডাঃ দাস নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এ, আর, পি-র প্রায় ২২ হাজার কর্ম্মচারীর মধ্যে এ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার লোককে কাজ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। এতদিনের মধ্যেও যে গবর্ণমেণ্ট মাত্র ২২ হাজার কর্ম্মচ্যুত লোককে কাজ দিতে সক্ষম হন নাই সেই গবর্ণমেণ্ট বড় বড় পরিকল্পনার কথা বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে কাজ দিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া আমরা ভরসা করি না।

কোন কারখানায় ধর্ম্মঘট হইলে এবং মালিকরা সাহায্য প্রার্থনা করিলে নিয়োগ বিভাগের তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের সেখানে কাজ করিতে পাঠানো হইবে, ডাঃ দাসের এই উক্তি আমাদের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রমিকরা কাজ করিতে না চাহিলে তাহাদের পাঠানো হইবে না বলিয়া ডাঃ দাস আশ্বাস দিলেও শ্রমিক সংগঠনগুলি এই ব্যবস্থা ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার কৌশল বলিয়া মনে করিবে এবং উহার ফলে নূতন অশান্তির সৃষ্টি হইবে। বাঙ্গলায় শিল্প-সম্প্রসারণ এবং পুনর্গঠনের ব্যাপক পরিকল্পনা অনুসরণের দ্বারাই কেবলমাত্র বেকার-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, আমরা ইহা বার বার বলিয়াছি। অন্য কোন ভাবেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ভবানীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বচু, লক্ষ্ণৌ, টি' নগর (মাদ্রাজ), মেদিনীপুর, তেজপুর, মালদহ, রাজসাহী, ঝাড়গ্রাম, রাঁচি।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে জীবনবীমা মানুষের প্রধান পাথেয়।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা।

বাংলার ছায়াচিত্র

কলা-শিল্পে সিনেমা বা ছায়াচিত্র আজিকার জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে একথা অনস্বীকার্য্য। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছায়াচিত্রের প্রভাবও আজ বিপুল। সোভিয়েট রুশিয়ায় যে নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে সেই সভ্যতার প্রসার ও সংগঠনে ছায়াচিত্রের দান অনেকখানি। এই জন্যই লেনিন বলিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে চলচ্চিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প (most important of the Arts)। শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারে ছায়াচিত্রের দান এবং কার্য্যকরিতা অন্যান্য সভ্য দেশেও স্বীকৃত হইয়াছে। পরাধীন ও অনুন্নত ভারতবর্ষেও সিনেমা ও ছায়াচিত্রের প্রভাব আজ বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে এবং সিনেমা-শিল্পের দ্রুত প্রসার ইহার জনপ্রিয়তা প্রমাণ করিতেছে। বাঙ্গলা দেশে সিনেমার আদর কতখানি তাহা আমরা প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিতেছি। কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠে প্রায় ৬০টি সিনেমা-গৃহ রহিয়াছে এবং যুদ্ধের পর নূতন নূতন সিনেমা-গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। বাঙ্গলার মফঃস্বলের বহু সহরে আজকাল একাধিক সিনেমা-গৃহ দেখা যায়।

আমাদের দেশে সিনেমার আদর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ফিল্ম-শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের শ্রম-শিল্পের মধ্যে ফিল্ম-শিল্প অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে চলচ্চিত্র হইতে আয় হইয়াছিল ৫ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে ভারতে প্রায় ৫০টী ষ্টুডিও এবং ১৫০টী ফিল্ম কোম্পানী আছে। ছায়াচিত্র-শিল্পে মোট প্রায় চার কোটী টাকা খাটিতেছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা খুব সামান্য হইলেও আমাদের মত দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের পক্ষে ইহা খুব সামান্য নহে।

যে ছায়াচিত্র গত ৩২ বৎসরের মধ্যে চারু ও শ্রম-শিল্পে ভারতবর্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে সেই ছায়াচিত্রের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ১৯১৩ সালে বোম্বাইতে প্রথম ভারতীয় ফিল্ম-শিল্পের গোড়া পত্তন হয়। ঐ বৎসর "হরিশ্চন্দ্র" নামে একটী তিন হাজার ফুট লম্বা চিত্র প্রস্তুত হয়। বাঙ্গলা দেশে ফিল্ম-শিল্পের গোড়া পত্তন করেন ম্যাডান থিয়েটার্স। ১৯১৭ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠান "নল-দময়ন্তী" নামক একটী চিত্র প্রস্তুত করেন। ১৯৩১ সালে ভারতবর্ষে প্রথম সবাক চিত্র নির্ম্মিত হয়। ঐ বৎসর বোম্বাইয়ের ইম্পিরিয়াল ষ্টুডিও "আলম আরা" নামক সবাক চিত্র প্রস্তুত করেন। বিদেশ হইতেও এই সময় দ্রুত সবাক চিত্রসমূহ আমদানী হইতে থাকে এবং ভারতবর্ষেও নির্ব্বাক চিত্রের যুগ শেষ হয়।

১৯১৩ হইতে ১৯৪৫ এই ৩২ বৎসরের মধ্যে টেকনিক বা আঙ্গিক, ফটোগ্রাফী বা চিত্রগ্রহণ এবং অভিনয়ের কলা-কৌশল প্রভৃতির দিক হইতে ভারতীয় ছায়াচিত্রের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিষয়-বস্তুর দিক হইতে উন্নতি না হইয়া অবনতি ঘটিয়াছে বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। বাঙ্গলা দেশে প্রস্তুত ফিল্মসমূহ দেখিয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলা ভাষায় গৃহীত চিত্রগুলির মধ্যেই আমাদের সমালোচনা সীমাবদ্ধ রাখিতেছি। বাঙ্গলার ছায়াচিত্রগুলির মূল বিষয়বস্তু হইতেছে প্রেমের কাহিনী। কখনও তাহা মধুর মিলনে, কখনও বা তাহা করুণ ব্যর্থতার মধ্যে শেষ হইয়া থাকে। প্রেম মানুষের জীবনে প্রকাণ্ড স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং অন্যান্য চারুশিল্পের মত প্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই অধিকাংশ চলচ্চিত্র গড়িয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্রের ন্যায় প্রেমের বলিষ্ঠ প্রকাশ কদাচিৎ দেখা যায়। কয়েকটী তরুণ-তরুণীর ইনাইয়া-বিনাইয়া প্রেমের কান্না ও ন্যাকামিই আমাদের চলচ্চিত্রের প্রধান উপজীব্য। আমাদের চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকারা কারণে অকারণে গান গায়, ফুলের বনে পাড়ী দেয় এবং শেষ পর্য্যন্ত হয় আত্মহত্যা করে, আর না হয় মদ খাইয়া "প্রোলেটারিয়ান" বনিয়া গিয়া সোস্যালিজমের বুলি আওড়ায় এবং দৃশ্য মিলনাত্মক করিতে হইলে হয় প্রেমিক আর না হয় প্রেমিকার মধ্যে একজন বড়লোক হইয়া সর্ব্বরক্ষা করে। বিয়োগান্তক ও মিলনান্তক দুই রকম মিলাইয়া ছবি তুলিতে পারিলে ত সোনায় সোহাগা! মোটের উপর বাঙ্গলা ছবির বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাস্তব। বাঙ্গলার জনসাধারণের সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী কদাচিৎ তাহাতে স্থান পায়। বাঙ্গলার অতি-আধুনিক সভ্য সমাজের প্রেম ও বিরহের কাহিনী অধিকাংশ ছবির বিষয়বস্তু এবং তাহাও সর্ব্বতোভাবে কৃত্রিম। কখনও কখনও ভাল ছবি দুই একখানা চোখে পড়ে, কিন্তু সে যেন দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে দুই একটী বারিবিন্দু। তাহাতে তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া যায়, তৃষ্ণা মেটে না। খ্যাতনামা কথাশিল্পী ৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" নামক হাস্যমধুর কাহিনীটী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছিল এবং

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

২৬-১০-৪৫ তারিখের হিসাব

আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল (অগ্রিম জমা সহ)	টাকা ২৮,৭৬,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	২,০৫,৪৮,০০০৲
আমানত	৩,১৫,৬৭,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	৩,৬৬,৩৮,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

রোগীর শুশ্রূষায়..

রোগের অকল্যাণের মধ্য দিয়ে সেবা-ব্রতের কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

আমাদের তৈরী
রবার ক্লথ • হট্ ওয়াটার ব্যাগ্ • আইস্ ব্যাগ্ • এয়ার রিং ও কুশন্ • রবারের এপ্রণ • দস্তানা ইত্যাদি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

কলিকাতা * নাগপুর * বোম্বাই

AKB/1

যতদূর মনে পড়ে আজিকার সুবিদিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী কাননবালা সেই চিত্রেই প্রথম খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সুন্দর চিত্রটী আর নূতন করিয়া তুলিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করা হয় নাই। অথচ ভাঁড়ামিপূর্ণ সস্তা রসিকতার ছবি দিনের পর দিন দেখিতে দেখিতে রসিকজন যেমন বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন, তেমনই জনসাধারণের রুচি নিম্নস্তরে গিয়া ঠেকিতেছে। আবার ভাল ছবি যদি একখানি হইল ত তাহার নকলে বাজার ছাইয়া গেল। "উদয়ের পথে"র বিষয়বস্তু খুব নূতন না হইলেও বিষয়বস্তুর বিন্যাসটী নূতন এবং অভিনয়ও স্বাভাবিক ও সুন্দর। আর যাইবে কোথায়? অমনি তাহার অনুকরণ সুরু হইল। নূতন কিছু ভাবিতে আমাদের দেশের পরিচালক, সিনারিও লেখক এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বড়ই কষ্ট হয়! ইহা ছাড়া কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের উপযোগী ছায়াচিত্র আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে। ফলে বড়দের সহিত ছবি দেখিয়া আমাদের ছেলেমেয়েরা শুধু যে অকালপক্ক হইয়া উঠে তাহাই নহে, তাহারা মদ্যপান সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া, গুণ্ডামিকে সাহসিকতা বলিয়া, প্রেমের ন্যাকামিকেই প্রেম বলিয়া মনে করিতে শিখে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ ছায়াচিত্র আমাদের দেশের সমাজ ও সভ্যতার উপর যে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহা এখন হইতে প্রতিরোধ না করা হইলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে। এই ক্ষতিকর প্রভাবগুলি নিম্নরূপ :—প্রথমতঃ, অধিকাংশ চিত্রের প্রধান অঙ্গ ধনী ও অতি-আধুনিক বাঙ্গালী পরিবারের জীবনযাত্রা। ধনী ও অতি-আধুনিক বাঙ্গালী পরিবারের সংখ্যা বাঙ্গালী সমাজে অতি নগণ্য। কৃত্রিম জাঁকজমক সহকারে এই ধরণের পরিবারের যে ছবি দেখান হয়, তাহা দেখিয়া মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে (এই সকল শ্রেণীর দর্শকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক) জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে এক অবাস্তব ধারণার সৃষ্টি হয় এবং উহা অনুসরণ করিবার গোপন অথচ দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা বহু পরিবারের জীবনে অশান্তির সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ, যৌনাবেগপূর্ণ অবাস্তব প্রেমের ছবি দেখিয়া দেখিয়া আমাদের তরুণ-তরুণীরা অপরিণত বয়সেই প্রেমের আকাশকুসুম রচনা করিতে শিখে এবং দায়িত্বজ্ঞান ও সংযমহারা হইয়া অনেকেই নিজেদের ও পরিবারের জীবনকে বিষময় করিয়া তোলে।

তৃতীয়তঃ, অবাস্তব জীবনের ছবি দেখিয়া বহু তরুণ-তরুণী নিজেদের দেশ ও সমাজের বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করিতে শিখে এবং বিচিত্র আকাশকুসুম রচনা করিতে গিয়া শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনটাকেই ব্যর্থ করিয়া দেয়।

কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের উপর আমাদের দেশের অধিকাংশ ছায়াচিত্র কি ধরণের প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

মোটামুটিভাবে আমরা যাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা যে অনুমানমাত্র নয়, এ কথা সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন। আমাদের দেশ পরাধীন, আমাদের জীবনের পরিধি সঙ্কীর্ণ, তবুও তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট ছবি তুলিবার মত যথেষ্ট বিষয়বস্তু নাই এ কথা আমরা মানিয়া লইতে রাজী নই। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশে ভাল ছবি কি তোলা যায় না? সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক বাধা নিশ্চয়ই অনেক ক্ষেত্রে আছে, কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বড় বাধা হইতেছে ইহা শ্রমসাধ্য। অনেক বিষয় পড়িয়া শুনিয়া তবে এই ধরণের বিষয়বস্তু লইয়া ছবি তোলা সম্ভব। দশটী প্রেমের গান শুনাইয়া ও বিশটী প্রেমের দৃশ্য দেখাইয়া যেখানে সহজেই বাজীমাৎ করা যায় সেখানে এত পরিশ্রম করে কে?

আমাদের দেশের অসংখ্য সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়াও ত অনেক ভাল ছবি তোলা সম্ভব। প্রেম ছাড়া কি কোন সমস্যাই মানুষের জীবনে নাই? আর যদি তাহাই হয় তবে সেই প্রেমের বিচিত্র ও বলিষ্ঠ রূপ কি আমাদের দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী, আমাদের কৃষক ও শ্রমিকদের জীবনের ছোট বড় অসংখ্য সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া কখনই প্রকাশ পায় না? সুন্দরবন ও পদ্মার চরে হিংস্র প্রকৃতির সহিত সংগ্রামরত বাঙ্গলার কৃষকদের দুর্দ্দমনীয় জীবনের ছবি কি চলচ্চিত্রে স্থান পাইবার যোগ্য নহে? স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কোন ছবি তুলিতে অথবা কোন দেশবরেণ্য নেতার আদর্শ জীবনকাহিনী ছবির পর্দ্দায় আমরা শীঘ্র হয়ত ফুটাইয়া তুলিতে পারিব না, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত আদর্শচরিত্র মহাপুরুষের জীবনকাহিনীকে আমরা ছবির পর্দ্দায় রূপ দিতে নিশ্চয়ই পারি। মোটের উপর ছায়াচিত্রের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে ছায়াচিত্রশিল্পী, জনসাধারণ, দেশের মনীষিবৃন্দ এবং ছায়াচিত্র কোম্পানীর মালিকবৃন্দ এদিকে দৃষ্টি দিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

সাবান প্রস্তুতের
ফোন :—
বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস
" :— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ৪০৫৩
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড
৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
শাখা :—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম), শিয়াখালা।
চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস্ শতকরা ২॥০
স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শিল্পসংরক্ষণ ও ক্রেতার স্বার্থ

(শ্রী.....)

'আর্থিক জগতের' বিগত সংখ্যায় নবনিযুক্ত টেরিফ বোর্ডের উদ্দেশ্য এবং কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে এদেশে যে কয়েকটী নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বোর্ড কোন্ শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং সংরক্ষণ শুল্কের হার কি হইবে তৎসম্পর্কে সুপারিশ করিবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট বোর্ডের সুপারিশ কার্য্যকরী করিতে বাধ্য নহেন এবং প্রয়োজন মনে করিলে টেরিফ বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত শুল্কের হারেরও তারতম্য করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত বোর্ড গঠন করার ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কায়েমী স্বার্থের ধুরন্ধরগণ প্রস্তাবিত শিল্পসমূহকে সংরক্ষণ দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতীয় রক্ষণশিল্পের ইতিহাসে এই শ্রেণীর বিরোধিতা দেশবাসীর অবিদিত নহে। যখনই কোন নূতন শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে তখনই বৈদেশিক স্বার্থের প্রতিভূগণ বিকৃত তথ্যের প্রচার, গোপন আলোচনা এবং এমন কি ব্যক্তিগত প্রভাবের সাহায্যেও এই প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। যেখানে পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই সেখানেও তাঁহাদের অন্যায় দাবীর ফলে শুল্কের হার প্রয়োজনের তুলনায় কম হইয়াছে, রক্ষণ-শুল্কের মেয়াদ সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে এবং সংরক্ষিত শিল্পের উন্নতির পথে নানারূপ অন্যায় সর্ত্ত আরোপিত হইয়াছে। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে শ্বেতসার শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়ার একটী প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু প্রধানতঃ বৈদেশিক স্বার্থের বিরোধিতার ফলেই উহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, যে সমস্ত শিল্প সম্পর্কে নবনিযুক্ত টেরিফ বোর্ড সুপারিশ করিবেন শ্বেতসার শিল্প তাহাদের অন্যতম।

ক্রেতা এবং জনসাধারণের স্বার্থের দোহাই দিয়া বর্ত্তমান প্রচারকার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া এবং বজায় রাখিয়া বোর্ড যেন সংরক্ষণ সম্পর্কে বিভিন্ন শিল্পের দাবী বিচার করেন—বোর্ডে ক্রেতা জনসাধারণের একজন প্রতিনিধি থাকা উচিত ইত্যাদি যুক্তির সাহায্যে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্ট এবং বোর্ডের সদস্যগণকে বিভ্রান্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। রক্ষণশুল্ক প্রবর্ত্তনের পর কিছুকাল জনসাধারণকে যে উচ্চমূল্য দিয়া সংরক্ষিত শিল্পের পণ্য ক্রয় করিতে হয় তাহা অর্থনীতির গোড়ার কথা। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করা এবং দেশের শিল্পোন্নতির জন্য জনসাধারণকে উচ্চমূল্যের করভার কিয়ৎকাল বহন করিতে হইবেই। কোন দেশেই এই নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই।

ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রতি বৈদেশিক বণিককুলের এই সহানুভূতি যেমন অভিসন্ধিপূর্ণ তেমনই বিস্ময়ের কারণ বলিয়া মনে হয়। বিদেশী বণিকগণ রাজনৈতিক ব্যাপারে এদেশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি এপর্য্যন্ত কোনরূপ সহানুভূতির পরিচয় দেন নাই। পরন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে এই যুক্তিতে জাতীয় দাবীর পরিপন্থী হইয়া বিলাতের রক্ষণশীল দলের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের জন্য ইহাদের অপচেষ্টা কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে ইঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যা ভুলিয়া গিয়া জনসাধারণের জন্য ওকালতি করিতে লজ্জা বোধ করেন না। জনসাধারণের জন্য এই সহানুভূতি ইঁহাদের অভিসন্ধি কার্য্যকরী করার বিজ্ঞাপন মাত্র। দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ শুল্কের সুযোগ না পায় এবং পাইলেও শুল্কের হার ইংলণ্ডের সুবিধানুযায়ী কম হয়, ইহাই তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশের পক্ষে দেশীয় শিল্পের উন্নতি ছাড়াও যে সংরক্ষণ শুল্কের প্রয়োজনীয়তা আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যুদ্ধের দরুণ বিদেশী পণ্যের আমদানী হ্রাস এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণের কুব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহও দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটী দেশীয় শিল্প পূর্ব্বে সংরক্ষণের সুযোগ পাইয়াছিল বলিয়া দেশের লোক এই দুর্দ্দিনেও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। অবশ্য অনেককেই—বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে—নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা চড়া দামে এই সমস্ত জিনিষ ক্রয় করিতে হয়। কিন্তু ইহার জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই দায়ী। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ প্রধানতঃ ইউরোপ খণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের অভ্যন্তরে ইহার তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই। ঐ যুদ্ধে জাপান মিত্রপক্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া বস্ত্র দুর্ম্মূল্য হইলেও দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের যদি উন্নতি না

পৃথিবীর সর্বত্র প্রথম মনোনীত

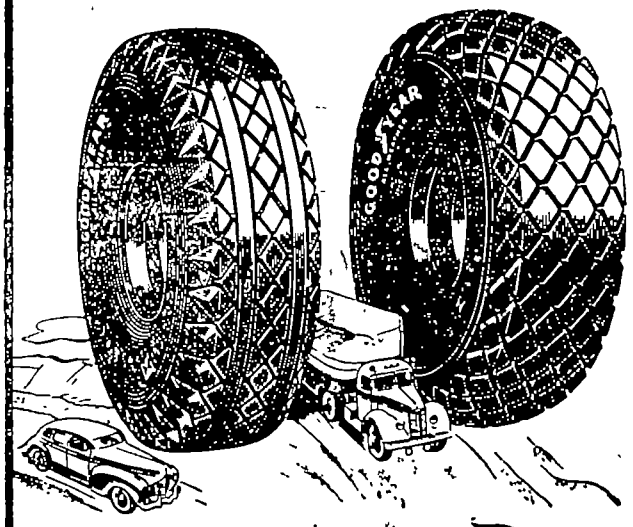

রাস্তার উপরে

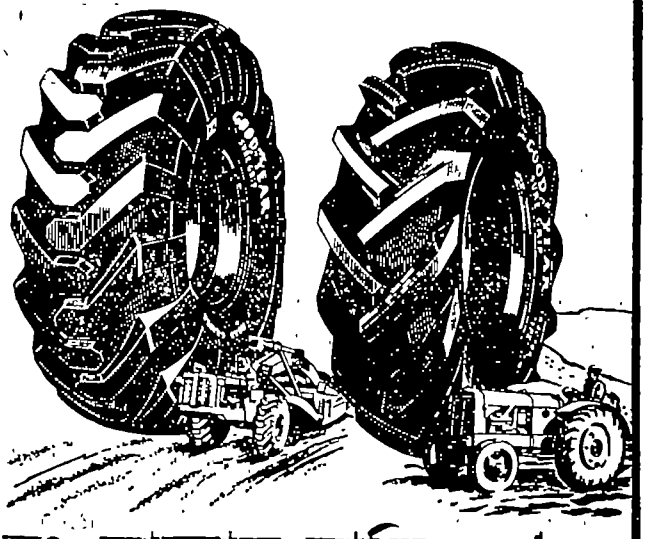

এবং রাস্তার বাহিরে।

পৃথিবীর অন্য যে কোন মেকারের টায়ারের থেকে বেশী লোক এবং বেশী মাল এই টায়ারই বহন করে।

GOODYEAR TYRES

NO. 105

হইত তবে এবারকার যুদ্ধে যে কি ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিত তাহা কল্পনারও অতীত। শর্করা শিল্পের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের বক্তব্য আরও বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া যায়।

১৯৩২ সালে শর্করা শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়ার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে চিনির কলের সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় প্রায় ৫ গুণ বৃদ্ধি পায় এবং দেশের প্রয়োজনীয় চিনি দেশের অভ্যন্তরেই উৎপন্ন হইতে থাকে। সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা পাইয়া এদেশে শর্করা শিল্পের প্রসার না হইলে জাভা হইতে চিনি আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে জনসাধারণ বর্ত্তমানে ৪।৫৲ টাকা সের দরেও চিনি পাইত কি না সন্দেহ। ঔষধপত্র, কলকব্জা প্রভৃতি যে সমস্ত পণ্যের জন্য আমরা বিদেশের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, চোরা-বাজারেও ইহাদের অনেক জিনিষ পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহার মূল্য দেওয়া অধিকাংশ লোকেরই সাধ্যাতীত। চিনির ব্যাপারেও আমাদিগকে এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইত।

শর্করা শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়ায় ক্রেতা এবং জনসাধারণ লাভবান কি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা আমরা মোটামুটি একটা হিসাব করিয়া দেখাইয়া দিতে পারি। ১৯৩২-৩৩ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্য্যন্ত যুদ্ধের পূর্ব্বে এই সাত বৎসরে ভারতবর্ষে মোট ১০ লক্ষ ৯৭ হাজার অর্থাৎ প্রায় ১১ লক্ষ টন বিদেশী চিনি আমদানী হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে চিনির উপর আমদানী শুল্কের হার প্রতি হন্দরে ৭।০ আনা হইতে ৭৸০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়। গড়পড়তা আমদানী শুল্ক প্রতি হন্দরে ৭॥০ আনা ধরিলে এই সাত বৎসরে জনসাধারণকে প্রায় ১৬½ কোটী টাকা দিতে হইয়াছে। ভারতীয় চিনির কলসমূহে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ১০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইতেছে এবং বর্ত্তমান নিয়ন্ত্রিত বাজার দর (প্রতি মণ ১৬।০ আনা) মত ইহার মূল্য প্রায় ৪৪ কোটী টাকা। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।৬ বৎসর কলিকাতায় চিনির পাইকারী মূল্য প্রতি মণ ৯৲ টাকার উপরে যায় নাই। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১০।৵০ আনায় দাঁড়ায়। কলিকাতার বর্ত্তমান দর ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় মাত্র শতকরা ৫৬ ভাগ বেশী। (সমগ্র ভারতে যুদ্ধের পূর্ব্বে চিনির যে মূল্য ছিল বর্ত্তমানে তাহা শতকরা ৬৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া হিসাবে প্রকাশ।) শর্করাশিল্পের প্রসার না হইলে চিনির মূল্য অন্যান্য বিদেশী পণ্যের ন্যায় ১০।১২ গুণও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ইহা অত্যুক্তি ধরিয়া লইলেও চাউল, গম প্রভৃতির ন্যায় চিনির মূল্য যে কমপক্ষেও ৩ গুণ বৃদ্ধি পাইত, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। ইহাতে সমগ্র ভারতে ব্যবহার্য্য ১০ লক্ষ টন চিনির মোট মূল্য হইত প্রায় ৮৪ কোটী টাকা। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে চিনির যোগান আছে বলিয়াই বর্ত্তমান বাজার দরমত মোট উৎপন্ন চিনির মূল্য আমরা ৪৪ কোটী টাকা হিসাব করিয়াছি। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর জনসাধারণকে প্রায় ৪০ কোটী টাকা কম দিতে হইতেছে। ১৯৩২-৩৩ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্য্যন্ত যে ১৬½ কোটী টাকা আমদানী শুল্ক জনসাধারণকে বহন করিতে হইয়াছে তাহা উপরোক্ত ৪০ কোটী টাকা হইতে বাদ দিলে দেখা যাইবে, সাত বৎসরে যে পরিমাণ টাকা আমদানী শুল্ক বাবদ দিতে হইতেছে তাহা বাদেও এক বৎসরের মধ্যেই জনসাধারণের প্রায় ২৫ কোটী টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে। সংরক্ষণশুল্কের সাহায্যে শর্করাশিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল বলিয়াই জনসাধারণের স্বার্থ এই ভাবে বজায় রহিয়াছে।

জনসাধারণকে সংরক্ষিত শিল্পের পণ্য অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হয় ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে শিল্প এবং ক্রেতা উভয়ের স্বার্থেরই একটা সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারেন। সংরক্ষিত শিল্পসমূহ গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী। জনসাধারণের নিকটও এই সমস্ত শিল্পের মালিকগণের একটা নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে। জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে এই সমস্ত শিল্পকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত রাখা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। নিয়ন্ত্রণের ফলে শিল্পের প্রসার ব্যাহত না হয় তাহাও দেখিতে হইবে। সংরক্ষিত শিল্পের মুনাফা এবং ব্যয়ের হার বাঁধিয়া দিলে এই উদ্দেশ্য বহুলাংশে সফল হইতে পারে। ম্যানেজিং এজেণ্টসদের কমিশন, অংশীদারদের প্রাপ্য ডিভিডেণ্ড এবং অন্যান্য ব্যয়েরও একটা উচ্চতম হার গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই বাঁধিয়া দিতে পারেন। ইহাতে উৎপন্ন পণ্যের পড়তা কম পড়িবে এবং চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। এই ধরণের সরকারী নিয়ন্ত্রণের নীতি মানিয়া লওয়ার পক্ষে শিল্পপতিগণের তরফ হইতে কোনরূপ বিরোধিতা আমরা উচিত বলিয়া মনে করি না। অবাধ বৈদেশিক প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিল্পপতিগণের স্বাধীনতা কতখানি ক্ষুণ্ণ করিলেও দেশের শিল্পোন্নতি এবং জনসাধারণের স্বার্থের দিক দিয়া তাহা অভিপ্রেত। সংরক্ষণ দিয়াও ক্রেতার স্বার্থরক্ষার যে সহজ উপায় আছে এবং সংরক্ষণের বিপক্ষে কায়েমী স্বার্থের প্রচারকার্য্যের যে কোন মূল্য নাই, গবর্ণমেণ্ট এবং টেরিফ বোর্ডের সদস্যগণকে তাহা স্মরণ রাখিতে আমরা অনুরোধ করি।

ন্যাশন্যাল এক্সপ্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ

টেলিফোন
বি, বি, ৬২৯৭

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বি, এন্, চ্যাটার্জ্জী, এম-এ, এফ, আর, জি, এস (লণ্ডন),
এফ, আর, এস, এ (লণ্ডন),
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

ফোন, ক্যাল ৫৪৯

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গ্রাম কয়েন্স

হেড অফিস
৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
জে. সি. চক্রবর্ত্তী

মধ্য ও পূর্ব্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, কেণী, মোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা।

যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—
মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এম কে গুহ

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বাঙ্গলার গভর্ণর মিঃ কেসি পদত্যাগ করিয়াছেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় ফিরিয়া যাইবেন এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া মিঃ এফ জি বারোজ ইংলণ্ড হইতে বাঙ্গলায় আসিয়া পৌঁছিবেন।

বিদায়ী লাটের জন্য আমাদের লেশমাত্র সহৃদয়তা নাই এবং নয়া লাটের জন্যও আমাদের অণুতম অভিনন্দনেরও তাগিদ নাই।

বাংলার এক ঘোর সঙ্কটের দিনে—মন্বন্তরের মাঝখানে—মিঃ কেসি বাংলার লাট হইয়া আসেন। অনেক বড় বড় কথাই তিনি শুনাইয়াছেন, কিন্তু করিতে পারেন নাই কিছুই। সরকারী দুর্নীতি ও বেসরকারী চোরাবাজারের দাপট তাঁহার আমলে বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। সর্ব্বশেষে নাজীম মন্ত্রিসভার পতনের পর নূতন গবর্ণমেণ্ট বা সর্ব্বদলীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করিয়া দেশের জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যে ৯৩ ধারার তিনি প্রয়োগ করিলেন, সেই কলঙ্কের অধ্যায় এখনও চলিতেছে। বাঙ্গালী স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে এমন কোন কাজ বঙ্গের বিদায়ী লাট করিয়াছেন? সুতরাং তাঁহার পদত্যাগের সংবাদে আমরা আদৌ ক্ষোভ প্রকাশ করিব না।

* * *

নয়া লাটের আসার পথেও বাংলা সাগ্রহে চাহিয়া থাকিবে না। মিঃ বারোজ একদা রেলওয়ে কুলি ছিলেন। কিন্তু এই সংবাদে আশান্বিত হইবার মত ঔদার্য্য আমাদের নাই। বিলাতের বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট যদি প্রকৃত শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট হইতেন, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। তাহা যখন নহে, সে ক্ষেত্রে বৃটেনের শ্রমিক-বেশী সাম্রাজ্যবাদী গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে এদেশে নূতন লাট হইয়া কুলিই আসুন বা মজুরই আসুন কিংবা কিষাণই আসুন, আমাদের কাছে সবই সমান। বাংলা প্রবাদ বাক্য মনে পড়ে: যে আসে লঙ্কায়!

* * *

সম্প্রতি বিলাতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া গুজব রটিয়াছিল। কারামুক্তির পর হইতে পণ্ডিতজী ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর্ত্তাদের অক্ষমতা ও অনাচারের যে সব অবিস্মরণীয় কলঙ্কের কথা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে আবার সদাশয় ভারত সরকার কারাগারে ফিরাইয়া লইয়া গেলে আমরা বিস্মিত হইব না। শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে একেবারে দেউলিয়া শাসকশ্রেণী না করিতে পারেন এমন কিছু নাই। যাহা হউক, পরে উপরোক্ত গুজব ভিত্তিহীন বলিয়া জানান হইয়াছে। কমন্স সভায় শ্রমিক দলের জনৈক সদস্যের প্রশ্নের জবাবে সহকারী ভারত-সচিব মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন বলিয়াছেন, পণ্ডিতজীকে গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে, তাহা সত্য নহে।

পণ্ডিত জওহরলালকে লইয়া বৃটিশ শাসকরা সত্যই বড় মুস্কিলে পড়িয়াছেন। তাঁহাকে কারারুদ্ধ রাখিলে গণতান্ত্রিক দুনিয়ার কাছে জবাবদিহির দায় আছে। আবার তাঁহাকে কারামুক্ত করিলে গণতান্ত্রিক দুনিয়ার কাছে সকল জারিজুরি ফাঁস হইয়া যায়।

* * *

সম্প্রতি লণ্ডনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ৫৭তম জন্ম-দিবস উপলক্ষে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান অধ্যাপক হারল্ড লাস্কি পণ্ডিতজীর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন প্রসঙ্গে ভারতীয় সমস্যার অবতারণা করিয়া বলেন, "আমরা স্বাধীনতা দানের প্রস্তাব করি বটে, কিন্তু তাহাতে আন্তরিকতা নাই। জনসভায় আমরা গালভরা শ্রুতিমধুর কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু এই সব বাক্য অর্দ্ধসত্য। বৃটিশ কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট কিংবা শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে এখনও ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার অকপট ইচ্ছার একান্ত অভাব রহিয়াছে।..... ভারতবর্ষের কারাগারে গুলীবর্ষণ করিয়া, স্বল্প অস্ত্রসজ্জিত ইন্দোনেশিয়ানদের উপর গোলাগুলী চালাইয়া, আনামীদের স্বাধীনতার আন্দোলন ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে আধুনিক সমরোপকরণ প্রয়োগ করিয়া আমরা যদি আমাদের আদর্শ পূরণ করিতে চেষ্টা করি, তবে বুঝিতে হইবে আমরা বিদেশীদিগকে মিথ্যার জন্য মৃত্যু বরণ করিতে বলিয়াছি। স্বাধীনতা এমনই এক বস্তু যাহা একটা জাতির অস্থিমজ্জার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।"

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে শ্রমিক দলের হোমড়া-চোমড়াদের লইয়া বর্ত্তমান বৃটিশ মন্ত্রিসভা গঠিত সেই রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যানই উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন!

* * *

আমেরিকায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ সৈয়দ হোসেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট যে খোলা-চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা 'ওয়াশিংটন ষ্টার' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ খোলা-চিঠিতে ডাঃ হোসেন একজন সুযোগ্য ভারতবাসী হিসাবে মিঃ এটলিকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন, "মিঃ চার্চ্চিল যাহা গ্রীসে করিয়াছেন, ইন্দোনেশিয়ায় ও অন্যান্য স্থানে আপনি তাহাই আরও ব্যাপকভাবে করিতেছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্য লোপ পাইবে, মিঃ চার্চ্চিল তাহা চাহেন নাই। আর আপনি? আপনি আরও বৃহৎ কাজে হাত দিয়াছেন। এশিয়ায় ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের মৃতকল্প সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই আপনার সবিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান বৃটিশ মন্ত্রিসভা প্রাক্তন বৃটিশ মন্ত্রিসভার অনুসৃত নীতি বা কার্য্যকলাপ হইতে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই।"

* * *

এই প্রসঙ্গে বৃটিশ রক্ষণশীল দলের অন্যতম মুখপত্র 'ডেলি মেল' যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা সত্যই উপভোগ্য। সুদূর প্রাচ্যের গোলযোগের আলোচনা প্রসঙ্গে 'ডেলি মেল' বেশ খোঁচা দিয়াই লিখিয়াছেন, "অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এখন পর্য্যন্ত কেহ একটা বিবৃতি দাবী করে নাই। অথচ অন্য অবস্থায় বামপন্থীরা এই পরিস্থিতিকে উপলক্ষ করিয়া ইতিমধ্যে প্রবলভাবে তিক্ত মন্তব্য বর্ষণ করিত। আমাদিগকে এতদিনে নিশ্চয়ই বলা হইত, বৃটিশ সঙ্গীনের দ্বারা আর একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি—হল্যাণ্ডকে ঠেলিয়া তোলাই এই দেশের লক্ষ্য। বর্ত্তমানে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের হাতে ক্ষমতা থাকায় অবস্থাটা বদলায় নাই। অন্য কোনও গবর্ণমেণ্টের হাতে ক্ষমতা থাকিলে অবস্থা যেরূপ হইত, উহা সেইরূপই আছে। বিশ্রী সত্য কথাটা এই যে, জাভায় ইন্দোনেশিয়ানদের প্রতিরোধ চূর্ণ করিবার জন্য বৃটিশ রণপোত, বৃটিশ বিমান ও বৃটিশ ট্যাঙ্ক ব্যবহৃত হইতেছে।"

* * *

এদিকে ভারতবর্ষেও অন্য প্রকার বৃটিশ অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। লাহোরের ১২ই নবেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, আজাদ হিন্দ ফৌজ মুক্তি সংক্রান্ত বিক্ষোভ সম্পর্কে পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের উপর নির্ব্বিচারে লাঠি চালাইয়াছে। ইহার ফলে দশ বৎসরের নিম্নবয়স্কা কয়েকটি বালিকা আহত হইয়াছে। তাহাদের কয়েকজনকে অজ্ঞান ও রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ীতে পাঠাইতে হইয়াছে।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১৮,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৩,০০,০০০৲

শাখাসমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

লক্ষ্ণৌতেও পুলিশ লাঠি চালাইয়াছে। ইহার প্রতিবাদে পাটনা ও দিল্লীতে ২০ হাজার ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। সর্ব্বত্র বিক্ষোভ লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু গর্ব্বান্ধ গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বিকার। শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের আর রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্টের আমলের মধ্যে নীতির দিক দিয়া যে কি পার্থক্য, তাহা সহজ ও সূক্ষ্ম কোন বুদ্ধি দিয়াই আমরা বুঝিতে পারি না।

* * *

কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচনে পূর্ব্বাহ্নেই এতাবৎ ৩১ জন কংগ্রেসী প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহা আসন্ন সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সুনিশ্চিত জয়লাভেরই পূর্ব্বাভাষ। পণ্ডিত জওহরলালের এক সাম্প্রতিক বক্তৃতার ভাষা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এখন হইতেই নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, "সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কংগ্রেস ঐ সব আসনের সমস্তই দখল করিবে। মুসলমানরা প্রদেশ অপেক্ষা কেন্দ্রেই বেশী সাফল্য লাভ করিবে। তবে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কোনও প্রদেশেই মুসলিম লীগ আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে না। মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশেও এইরূপ ঘটিবে। কোনও প্রদেশে তাহারা একক মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে পারিবে না।"

* * *

বঙ্গীয় মহাজন সভা নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু জয়লাভের পর তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন, "দেশের এই সঙ্কটকালে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করাই জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর পবিত্র কর্ত্তব্য। অন্যান্য দল এখানে-সেখানে কিছুটা সুবিধা লাভের জন্য চেষ্টা করে মাত্র; তদ্দ্বারা দেশের মুক্তি আসিবে না। এই অবস্থায় আমি কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেসকে অনুসরণের এবং উহার সহিত একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছি।"

* * *

সম্প্রতি ভারত সরকারের সরবরাহ সদস্য স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার বোম্বাইএর এক ভোজ-সভায় বলিয়াছেন, "চারিদিকে বহু অশুভ চিহ্ন প্রকটিত হইতেছে। আগামী ছয় সাত মাসের মধ্যে ভারতে দারুণ বিপর্য্যয় ঘনাইয়া আসিবে। এইরূপ শঙ্কাজনক পরিস্থিতি ভারতের ইতিহাসে আর কখনও পাওয়া যায় নাই। আগামী কয়েক মাসেই ভারতের আগামী ২০ বৎসরের ইতিহাসের ভিত্তি রচনা অথবা তাহা বিনষ্ট হইবে।"

বিলাতের 'অবজার্ভার' পত্রিকাও অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান ভারতবর্ষ যেন এক দাহ্যমান ভূমি। এই সব উক্তির তাৎপর্য্য কি? বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কি চণ্ডনীতি প্রয়োগের পথ পরিষ্কার করার অভিযান আরম্ভ করিতেছেন?

* * *

পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস পাঞ্জাব পরিষদের আসন্ন নির্ব্বাচনে আজাদ হিন্দ ফৌজ মামলার প্রধান আসামী ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজকে দাঁড় করাইবার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহার নাম ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, গবর্ণমেণ্ট ইহা হইতে দিবেন না। সম্প্রতি বাঙ্গলায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার কারারুদ্ধ দেশপ্রেমিক অনন্ত সিংকে নির্ব্বাচনপ্রার্থীরূপে দাঁড় করাইবার যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

* * *

আজাদ হিন্দ ফৌজের মামলায় দেশব্যাপী যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কেবল বেসামরিক ভারতবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর মধ্যেও সেই ঢেউ পৌঁছিয়াছে। কলিকাতায় অবস্থিত রয়াল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের পক্ষ হইতে প্রচারের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের নিকট এক বিবৃতি প্রেরিত হইয়াছে। এই বিবৃতির সঙ্গে ভারতীয় বিমান বাহিনীর সৈন্যদের নিকট হইতে সংগৃহীত ২৫১৲ টাকা পাঠাইয়া লেখা হইয়াছে, "ভারতের যে সমস্ত বীর ও দেশপ্রেমিক সন্তানের দ্বারা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আমরা যে কেবলমাত্র সাহায্য করিতে চাই তাহা নহে, সমগ্র দেশের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে স্বৈরতান্ত্রিক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধেও আমরা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের পক্ষে প্রতিবাদ জানাইবার আর কোন পথ খোলা নাই বলিয়া জাতীয় বাহিনীর সাহায্য ভাণ্ডারে আমাদের সামান্য দান পাঠাইয়া আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি।"

* * *

চীনের গৃহযুদ্ধ ক্রমেই ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি চুংকিং-এর এক সংবাদে প্রকাশ, এমন মারাত্মক গৃহযুদ্ধ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। প্রকাশ, চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ১৬ লক্ষাধিক সৈন্য এবং কমিউনিষ্টদের পক্ষে ১২ লক্ষ সৈন্য লড়াই করিতেছে। চীনের এই শোচনীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বৃহৎ শক্তি আর বেশীদিন নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

* * *

আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গোপের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দেশবাসীর প্রতি সদিচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বড়লাট ও বিহারের লাটকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনমনীয় কর্ত্তৃপক্ষ জনমত অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীযুক্ত গোপকে গত ১০ই নবেম্বর ভাগলপুর জেলে ফাঁসী দিয়াছেন।

* * *

সম্প্রতি বোম্বাই-এর এক জনসভায় ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন সম্পর্কে বক্তৃতাকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, "এশিয়ায় আজ যে মুক্তির দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তাহা সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করিয়া নির্ব্বাপিত হইবে না।"

* * *

প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বহুপ্রত্যাশিত ইঙ্গ-মার্কিন সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন যুক্ত-দায়িত্বের ব্যবস্থায় ইহুদী ও আরব উভয় পক্ষই অসন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহুদীরা স্থানে স্থানে ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপ চালাইতেছে। আরবগণের অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ, প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট অবসান করার কোন আভাষ উক্ত সিদ্ধান্তে প্রকাশ পায় নাই।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান
বম্বে মিউচুয়াল
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ
[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]
বীমা করুন
— এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য —
● কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
● অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
● যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
● কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—
দস্তিদার এণ্ড সন্স
চীফ এজেণ্টস্
২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস :: কলিকাতা
ফোন :—ক্যাল : ১০১৮

'নবান্ন'র নৈপুণ্য থেকে
'জনপদে'র বলিষ্ঠ বিশালতা
জনপদ
• বিজন ভট্টাচার্য •
নাট্য ও সাহিত্য-জগতে 'নবান্ন' পরিবেশন ক'রে, বিজন ভট্টাচার্য প্রথম আবির্ভাবেই পাদপ্রদীপের আলোর দুর্লভ অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় রচনা 'জনপদ' সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছে। 'জনপদ' এই বাংলারই গ্রামের আলেখ্য—অলস ভাবালুতার ধোঁয়ায় পান্‌সে চোখ অশ্রু-সজল করবার কাহিনী নয়, নতুন যুগের জাগ্রত দৃষ্টিতে দেখা বলিষ্ঠ ইঙ্গিতময় উপন্যাস। পাইকায় সুন্দর ঝরঝরে ছাপা। দাম তিন টাকা
• সিগ্‌নেট প্রেসের বই •
যে কোনো ভালো দোকানে পাওয়া যায়
১০/২, এলগিন রোড, কলিকাতা

খেয়ালীর খাতা

ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য-সচিব স্যার জওলা-প্রসাদ সম্প্রতি বাংলা দেশ সফরে আসিয়াছিলেন। দুইদিন এরোপ্লেনে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি জায়গা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। বাংলা হইতে যাওয়ার আগে তিনি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়া বাংলার খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বিবৃতিটিকে খাদ্য সম্পর্কিত না বলিয়া কেসী-বন্দনা বলিলেই বোধ হয় ঠিক হইবে। মিঃ কেসীর অনুগ্রহ, কেসীর সৌজন্য, কেসীর তৎপরতা, হিজ এক্সেলেন্সীর দূরদৃষ্টি, লাট সাহেবের উদ্যোগ—ইত্যাদি, ইত্যাদি একেবারে গদগদ ভাব। কয়েকদিন আগে খাদ্য সচিবের এক বিবৃতির কেসী সাহেব প্রশংসা করিয়াছিলেন। এবার স্যার জওলাপ্রসাদ লাট সাহেবের অতিথি হইয়া গভর্ণমেণ্ট হাউসে ছিলেন, আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হয় নাই, তাহার উপরে আবার লাট সাহেব সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছেন। সুতরাং পরস্পর পিঠ-চুলকানো সমিতি স্থাপন করিয়া তাঁহারা দুই জনে দুই জনের গুণকীর্ত্তন করিতে থাকিলে, আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু কেসী সাহেবকে সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার। স্যার জওলাপ্রসাদের সার্টিফিকেট বড় অলুক্ষণে। ইতিপূর্ব্বে আমাদের ভারতহিতৈষী পরম করুণাময় এমেরী সাহেবকে স্যার জওলাপ্রসাদ ঐ রকম ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। নির্ব্বাচনের সময় এমেরী সাহেব তাঁহার ভোটদাতাদের কাছে সেই সার্টি-ফিকেটখানা বারবার দেখাইয়া বেড়াইয়াছেন—অর্থাৎ শুনাইয়াছেন। ফলে যে-নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে গত পঁচিশ বছর তিনি পার্লামেণ্টে একাদি-ক্রমে সদস্য ছিলেন, সেই নির্ব্বাচন কেন্দ্রেই তিনি ধরাশায়ী হইয়াছেন। অর্দ্ধেক ভোটও পান নাই। সার্টিফিকেটের জোর আছে বটে!

* * *

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াস্থ ভারতীয় ট্রেড কমিশনার মিঃ আর, আর, সাক্সেনা কলিকাতায় বিভিন্ন বণিক সমিতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে মাল আমদানী-রপ্তানী তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল। খবরের কাগজে এই আলোচনার যে খবর বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখিলাম ভারতবর্ষ হইতে পাট, তিসি, কেম্বিস ইত্যাদি রপ্তানীর সুবিধার কথাই বেশী আলোচিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি আমরা যে একটি বড় জিনিষ অষ্ট্রেলিয়ায় export করিবার আয়োজন করিয়াছি তাহা কোন বণিক সমিতিই মিঃ সাক্সেনাকে বলেন নাই। জিনিষটি কি? চট? না। মাইকা? উঁহুঃ। সাবান? না, তাহাও নহে। শীঘ্রই আমরা রপ্তানী করিব, গভর্ণর- মিঃ আর, জি, কেসীকে! ডিউটি-ফ্রি!

* * *

ভারতবর্ষে যাঁহারা ছোট লাট, বড় লাটগিরি করিয়া অবসর গ্রহণ করেন পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা বেশীর ভাগই নিশ্চিন্ত ও ঐশ্বর্য্যময় জীবন যাপন করেন। যেমন লর্ড চেমস্‌ফোর্ড, লর্ড লীটন, স্যার ষ্ট্যানলী জ্যাক্‌সন ইত্যাদি। দেশে ফিরিয়া তাঁহারা বিস্মৃতির গহ্বরে তালাইয়া যান। অল্প দুই একজন রাজনীতিতে যোগদান করেন, যেমন লর্ড হেইলী, স্যার জন্ এণ্ডারসন। অবশ্য একমাত্র লর্ড কার্জ্জন ছাড়া আর কেহই বড় দেশে ফিরিয়া হোম-পলিটিক্সে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। কেহ কেহবা বিলাতের বড় বড় ব্যবসায়ের ডিরেক্টার হন। যথা,—লর্ড ইঞ্চকেপ, লর্ড মেষ্টন ইত্যাদি। শুনিতেছি মিঃ আর, জি, কেসী অষ্ট্রেলিয়ায় ফিরিয়া সেখানকার রাজনীতিতে যোগ দিবেন। অষ্ট্রেলিয়ার কোন সওদাগরী কোম্পানীতেও তিনি যোগদান করিবেন কিনা তাহা জানা নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গভর্ণর স্যার জন হার্ব্বার্ট অকালে মারা গেলেন। তাহা না হইলে তিনি নিশ্চয়ই ইস্পাহানী কোম্পানীর ডিরেক্টার এবং মুস্লিম লীগের সভাপতি হইতে পারিতেন।

* * *

লাট সাহেবের কথায় ফ্রেডি বারোজএর প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িলাম। বোম্বে, মাদ্রাজ ও বাংলা এই তিনটি 'প্রেসিডেন্সী' প্রদেশে গোড়াতে যাঁহারা গভর্ণর হইতেন তাঁহারা সবাই লর্ড। লর্ড লয়েড, লর্ড আরস্কিন, লর্ড রোনাল্ডসে ইত্যাদি। তাহার পরে সুরু হইল 'স্যার'দের পালা। স্যার জন

ফোন :—ক্যাল ১৪৬৪ ও ১৪৬৫ গ্রাম :—"Aryoplants"

দি মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

মূলধন

অনুমোদিত ... ... ২৫,০০,০০০৲ টাকা।
বিলিকৃত ... } ১১-১০-৪৫ পর্য্যন্ত ১৬,৮৯,৮২৫৲ „
আদায়ীকৃত ... } ১৪,৮৪,৮০০৲ „

* গত ত্রিশ বৎসরকালের মধ্যে এদেশে বিদ্যুৎশিল্পের ব্যাপক উন্নতির ইতিহাসকে আধুনিককালের অভ্র-শিল্পেরই ইতিহাস বলা যায়।

* এক্ষণে যুদ্ধোত্তর যুগের শিল্পোন্নতিতে বিদ্যুৎশিল্পের উন্নতির উপরে এদেশে ছোট বড় সমস্ত শিল্প, কৃষি, যানবাহন ইত্যাদির উন্নতি নির্ভর করিবে।

* বিদ্যুৎশিল্প সম্পূর্ণভাবে অভ্রের উপর নির্ভরশীল।

* ভারতে খনিগর্ভে প্রচুর পরিমাণে অত্যুৎকৃষ্ট শ্রেণীর অভ্র থাকায় এবং এদেশে অভ্র উত্তোলনের জন্য শ্রমিকের প্রাচুর্য্যের দরুণ ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে এই শিল্পে একাধিপত্য করিতেছে।

শেয়ারসমূহ :—

প্রেফারেন্স শেয়ারের সমস্ত বিলি হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি অর্ডিনারী শেয়ার এখনও শেয়ারের সমমূল্যে পাওয়া যায়।

অর্ডিনারী শেয়ার প্রতি শেয়ার ২৫৲ টাকা হিসাবে—প্রতি শেয়ারের আবেদনের সহিত ২॥০ আনা হিসাবে, প্রতি শেয়ার বিলি হইবার ৩০ দিনের মধ্যে ১০৲ টাকা হিসাবে এবং বাকী প্রতি শেয়ারে শেয়ার বিলি হইবার ৬০ দিনের মধ্যে ১২॥০ আনা হিসাবে পরিশোধনীয়। প্রতি আবেদন পত্রের সঙ্গে ১৲ টাকা এ্যাড্‌মিশন ফি দিতে হইবে।

শেয়ারের জন্য আবেদন

কোম্পানীর হেড অফিসে আবেদনের ফরম ও প্রস্‌পেক্টাস পাওয়া যাইবে এবং সেইখানে উহা দাখিল করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ এবং পাইয়োনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ-এর যে কোন অফিসে উক্ত আবেদনের ফরম এবং প্রসপেক্টাস পাওয়া যাইবে এবং সেইখানে উহা দাখিল করাও চলিবে।

ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের নিয়মাবলীর ৯৪-ক ধারা অনুসারে বর্ত্তমান শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। একথা সুনিশ্চিতভাবে বুঝিতে হইবে যে, এই অনুমতি দিয়া ভারত সরকার কোম্পানীর অর্থনীতিক ক্ষমতা অথবা এতদসম্পর্কিত কোন বিবৃতি কি এতদসম্পর্কে প্রকাশিত কোন মতামতের সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

কলভিল্, স্যার জন আর্থার হোপ, সার জন এণ্ডারসন্। কেসীর আমলেই প্রথম সুরু হইল "মিষ্টার"। তবুও তিনি যাহোক 'এ্যারিষ্টোক্রেসী'রই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এবার একেবারে খাস রেলের কুলী হিসাবে যাঁহার জীবন আরম্ভ তাঁহাকে আনিয়া লাটের গদীতে বসাইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা অভূতপূর্ব্ব। আমাদের বাবু আই, সি, এস শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা—যাঁহারা পাবলিক স্কুলের আভিজাত্য গর্ব্বে নাক উঁচু করিয়া বেড়ান—নিশ্চয় খুসী হন নাই। ক্লাইভ ষ্ট্রীটেও যে খুব আনন্দের বান ডাকিয়াছে এমন মনে হয় না। টাইসন সাহেব তাঁহার 'ডিচারস্ ডাইরীতে' তারে-নারে-না করিয়া যে-কথাটা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহার অন্তর্নিহিত অর্থটা হইল এই যে, বাংলাদেশের লাটগিরিটা এত সোজা নয়, যাকে তাকে পাঠাইলেই হইল না। তাহা ছাড়া লেবার গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পার্টির লোকদেরই চাকুরী দিতেছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহাতে পাঠকদের পক্ষে হাসি সামলানো দায়। কনসার্ভেটিভ গভর্ণমেণ্ট—টাইসন সাহেব যাঁহার সমর্থক—যেন ইহার আগে সব তাঁহাদের পার্টির বাহিরের লোকদেরই চাকুরী দিয়াছেন! ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতির পদটিতে পর্য্যন্ত চার্চ্চিল-এমেরী কোম্পানী স্পেন্সকে আনিয়া বসাইয়াছেন—রক্ষণশীলদের মধ্যেও অত্যন্ত গোঁড়া বলিয়া খ্যাতি প্রচুর।

* * *

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমিতির জেনারেল পলিসি কমিটির গত সভায় সদস্যগণ রাস্তাঘাট তৈরীর উপর খুব জোর দিয়াছিলেন। অবিলম্বে রাস্তাঘাট তৈয়ার সুরু করিলে, যুদ্ধের কাজ হইতে যে-সকল লোকজন সম্প্রতি বেকার হইয়াছে বা হইবে, তাহাদের অনেকে কাজ পাইবে। খবরের কাগজে দেখিলাম, কলিকাতা হইতে বোম্বে পর্য্যন্ত একটি রাস্তা তৈয়ারীর কাজে গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই হাত দিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে হুগলী জেলায় জমি দখলের উদ্যোগও সুরু হইয়াছে। ভালো কথা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি রাস্তার কথা গভর্ণমেণ্টকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারি কি? ঢাকা-আরিচা রাস্তাটি। ঢাকা হইতে আরিচা পর্য্যন্ত রেল লাইন হওয়ার কথা ছিল। এমন কি জরীপ পর্য্যন্ত সুরু হইয়াছিল। কিন্তু কোন বিশেষ স্বার্থে আঘাত লাগায় তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শুধু বন্ধ নয়, প্রস্তাবটি একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহার পরে কথা ছিল রেল লাইনের বদলে মোটর চলাচলের উপযোগী রাস্তা হইবে। যুদ্ধ সুরু হইলে তাহাতে আর হাতই দেওয়া হয় নাই। এখন যুদ্ধ থামিয়াছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার অথবা বাংলা সরকার ইহা তৈয়ার করিতে সুরু করুন না কেন? এই রাস্তাটি হইলে কলিকাতার সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের যোগাযোগ অনেক সহজ হইবে, যাতায়াতের সময় অর্দ্ধেকের চাইতেও কমিয়া যাইবে। ঢাকা এবং কলিকাতা, বাংলার দুইটি প্রধান সহর নিকটতর হইবে। রেল লাইন তৈয়ার করিবার সময় বাধা ছিল যাঁহারা, রাস্তা তৈয়ারীর ব্যাপারেও বাধা কি তাঁহারাই,—আই, জি, এন ও আর, এস, এন—এই দুই ষ্টীমার কোম্পানী?

* * *

এই ষ্টীমার কোম্পানী দুইটি বাংলাদেশের নদীপথে প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা চালাইতেছে। মাল বহনের ব্যাপারে বেঙ্গল আসাম ষ্টিমসিপের সামান্য একটু অংশ আছে বটে, কিন্তু যাত্রীবহনের ব্যাপারে ইহাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। বাংলাদেশ ইহাদের কর্ম্মকেন্দ্র হইলেও ইহাদের জাহাজ ও ফ্ল্যাটগুলি বিহার হইতে সুরু করিয়া আসাম পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। আর, এস, এন কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস ম্যাকনীল এণ্ড কোং বিলাতের পি, এণ্ড ও কোম্পানীরই একটি অংশ। আই, জি, এন-এর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ কিলবার্ণ এণ্ড কোং; তাহারাও অত্যন্ত প্রতাপশালী। এই দুই ইংরেজ কোম্পানীর স্বার্থে আঘাত লাগিতে পারে এমন কিছু করিতে আমাদের গভর্ণমেণ্ট কখনই ইচ্ছুক ছিলেন না। ঢাকা হইতে আরিচা পর্য্যন্ত রেল লাইন হইলে ইহাদের মাল ও যাত্রীবহনের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে না, সুতরাং জনস্বাস্থ্যের দোহাই পাড়িয়া উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অথচ এই ষ্টীমার কোম্পানীগুলি জনসাধারণের সুখ, সুবিধা বা স্বার্থের দিকে এতটুকুও নজর দেয় না। ইহাদের ভাড়ার হার অত্যন্ত বেশী, ব্যবস্থা অত্যন্ত যাচ্ছেতাই। বিশেষ করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি ইহাদের ব্যবহার অবর্ণনীয়। কোন দেশীয় প্রতিষ্ঠান ইহাদের এই একচেটিয়া ব্যবসায়ে ভাগ বসাইতে না পারে সে দিকে ইহাদের সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। ছলে, বলে, কৌশলে, ভাড়ার রেট 'কাট' করিয়া দেশীয় প্রতিযোগীদের ইহারা সর্ব্বস্বান্ত করিয়া উৎখাত করিবে তবে ছাড়িবে।

* * *

বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা ইহারা লাভ করিতেছে। অথচ ইহাদের পরিচালকদের মধ্যে ভারতীয় নাই একজনও। ইহাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে নাই ভারতীয় অফিসার। সারেং, সুখানী, লস্কর, কেরানী ছাড়া ভারতীয়দের এই কোম্পানীতে জায়গা নাই। অথচ ইহাদের পকেটে পাছে একটি আধলা কমতি আসে এই জন্যই পূর্ব্ববঙ্গে রেলপথ বিস্তার বন্ধ থাকে। মোটর চলাচলের রাস্তা তৈয়ারী হয় না। ইহাদের উপরে সরকারী কর্ত্তৃত্ব একেবারে নাই বলিলেই চলে। আমাদের ভারতীয় সংবাদপত্র ও জনসাধারণ এই আভ্যন্তরীণ ষ্টীমার কোম্পানীগুলিকে সরকারীকরণের জন্য মোটেই চাপ দিতেছে না, ইহা দুঃখের কথা। অবিলম্বে গভর্ণমেণ্ট যদি এই কোম্পানীগুলি নিজ হাতে আনিতে না চাহেন, বা অপারগ হন, তবে যাহাতে ইহাদের পরিচালনায় সরকারের যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব থাকে সে-ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যাত্রীবহন ও গভর্ণমেণ্টের ডাকবহনের যে-লাইসেন্স ইহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহার সর্ত্তগুলিতে জনসাধারণের স্বার্থের দিক দিয়া আরও কড়াকড়ি করা দরকার।

—খেয়ালী

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282
সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২৮
হেড অফিস—১২, জ্যাক্‌সন লেন, কলিকাতা।
অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।
জাকলাবান্ধা (আসাম) শাখা খোলা হইয়াছে
মাণিকতলা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি বিশ্বাস

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য সম্পর্ক—লণ্ডনের এক সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অদূরভবিষ্যতেই উহা আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াও প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ১৯৪৫ সালে ইংলণ্ড হইতে রাশিয়ায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ড হইতে রাশিয়ায় রপ্তানীকৃত মালের মূল্য ছিল ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড।

খনিজ দ্রব্য ও তৈল-বীজের মূল্যবৃদ্ধি—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের আর্থিক উপদেষ্টা সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস = ১০০৲, এই মূল ভিত্তি ধরিয়া) শ্রমশিল্পের কাঁচামালের পাইকারী দরের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, গত ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত উহা ২৪০·৪ ছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ছিল ২৩৮·০। আলোচ্য সপ্তাহে তৈল-বীজ ও খনিজ দ্রব্যাদির মূল্য যথাক্রমে, ·৬ ও ·৮ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাট, তুলা ও শণ জাতীয় দ্রব্য এবং অন্যান্য বস্তুর মূল্যে কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

ভারত-চীন ডাক চলাচল—প্রকাশ, মাঞ্চুরিয়া ব্যতীত জাপান-কবলমুক্ত চীনের অন্যান্য অংশে এক্ষণে ভারত হইতে ডাকযোগে রেজিষ্টারী ও সাধারণ চিঠিপত্র, পোষ্ট কার্ড, ছাপান চিঠি এবং ব্যবসা সংক্রান্ত দলিলপত্র পাঠান চলিবে। ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠিপত্রে শুধু ব্যবসায় সম্পর্কিত সংবাদের আদান-প্রদান করা চলিবে বলিয়াও প্রকাশ।

বিলাতী শীতবস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারিত—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট রঙ্গীন বিলাতী শীতবস্ত্রের (সার্জ্জ) সর্ব্বোচ্চ পাইকারী ও খুচরা দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। ৫৬-৫৮ ইঞ্চি বহরের সার্জ্জের (এক গজ কাপড়ের ওজন ১৩ হইতে ১৪ আউন্স) বিক্রয়-দর পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট ১৫॥০ আনা গজ এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীর নিকট ১৬।৶০ আনা গজ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বোম্বাই, কলিকাতা, করাচী এবং মাদ্রাজে উহার খুচরা দর হইল ১৮॥০ আনা গজ এবং অন্যত্র ১৯৲ টাকা গজ।

ইংলণ্ডে আণবিক শক্তির গবেষণা—লণ্ডনের ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, আণবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা চালাইবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বার্কশায়ারের অন্তর্গত ডিডকটে হারওয়েল বিমানক্ষেত্রে একটি বিরাট গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। গবেষণাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতি বসান হইতেছে বলিয়াও প্রকাশ। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, আমেরিকায় আণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকিলেও সেখানে আণবিক শক্তির গবেষণা ও পরীক্ষামূলক কাজ চালাইবার জন্য ডিডকটের ন্যায় কোন গবেষণাগার নাই। ডিডকটের গবেষণাগারে আণবিক শক্তি সম্পর্কে শুধু গবেষণাই চলিতে পারে, কিন্তু আণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা সেখানে নাই।

চশমা আর ভাঙ্গিবেনা—বৃটিশ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক লো সম্প্রতি এক নূতন ধরণের লেন্স আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই ভাঙ্গিবে না। হাত হইতে ফস্কিয়া পড়িয়া গেলে, জুতা পায়ে মাড়াইয়া দিলেও নাকি কিছুতেই উহা ভাঙ্গিবেও না এবং ফাটিবেও না। বাই-ফোকাল লেন্সের চশমায় দুই রকম লেন্স এক সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া দুইটা চশমার বদলে একটা চশমাতেই কাজ চালাইবার ব্যবস্থাও অধ্যাপক লোই করিয়াছেন। প্রকাশ, একমাসের মধ্যেই এই রকম নূতন ধরণের চশমা আমাদের দেশে আসিয়া যাইবে এবং উহার মূল্যও নাকি সুলভ।

ভারতীয় শুল্ক বোর্ড (টেরিফ বোর্ড)—এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার এক সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, বোম্বাইতে নবনিযুক্ত ভারতীয় শুল্ক বোর্ডের কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং ব্লক "কিউ" ২ ফাটমেণ্টস্, কুইন্স্ রোড, বোম্বাইতে উক্ত বোর্ডের কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে। তাহার টেলিগ্রামের ঠিকানা হইল—"টারবোর্ড", বোম্বাই।

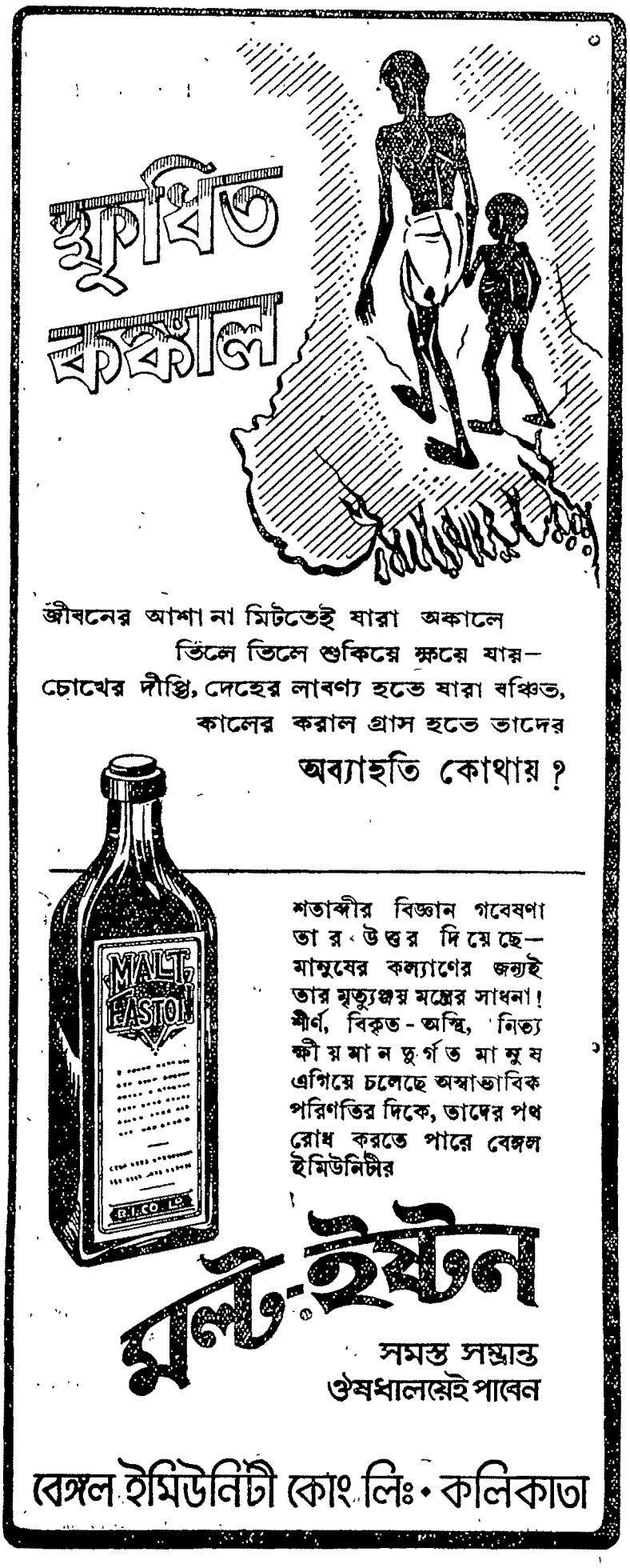

রেলযাত্রীর আরাম ও সুবিধা—প্রকাশ, রেলযাত্রী সাধারণের, বিশেষ করিয়া নিম্নশ্রেণীর যাত্রীসাধারণের জন্য অধিকতর আরাম ও সুবিধা-বিধানের এক বিরাট পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এই পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিতে নাকি বহু কোটী টাকার প্রয়োজন হইবে।

কলিকাতা-বোম্বাই বিমানপথ—বোম্বাইয়ের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগেই পুনরায় কলিকাতা-বোম্বাই বিমানপথে যাত্রী-চলাচল আরম্ভ হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বোম্বাই-করাচী বিমান-পথে চলাচলের অধিকতর সুবিধাদানের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে গত জুলাই মাসের মধ্যভাগে কলিকাতা-বোম্বাই বিমানপথটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ভাড়ার হার এখনও বিবেচনাধীন; তবে বর্ত্তমানে ভাড়ার হারের কোন পরিবর্ত্তন না হওয়ারই নাকি সম্ভাবনা (পূর্ব্ব ভাড়া ছিল ২ শত ৩০ টাকা)। টাটা কোম্পানী পূর্ব্বে সপ্তাহে এই বিমানপথে একবার মাত্র যাত্রী-চলাচলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সপ্তাহে দুইবার যাত্রী-চলাচলের ব্যবস্থাই নাকি উক্ত কোম্পানী করিয়াছেন।

কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন—ভারত গবর্ণমেণ্টের ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ কৃষ্ণপ্রসাদ, সি আই ই, আই সি এস সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটিক) টেলিফোন প্রবর্ত্তন করিবার এক পরিকল্পনা অবিলম্বেই কার্য্যকরী করা হইবে। গত ১১ই নবেম্বর বিলাত হইতে ৭ জন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারও এই উদ্দেশ্যে নাকি কলিকাতা আসিয়া পৌছিয়াছেন। কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রবর্ত্তনের উক্ত পরিকল্পনা কিছুকাল পূর্ব্বেই টেলিফোন কর্পোরেশন গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু যুদ্ধের জন্য কাজ সুরু করা যায় নাই। ১৯৪৩ সালে বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশন ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের হাতে আসে এবং এক্ষণে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগই কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রবর্ত্তনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার মত বিরাট সহরে এই নূতন পদ্ধতিতে টেলিফোন ব্যবহারের ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিতে প্রায় একবৎসর সময়ের প্রয়োজন হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ—বাংলার গবর্ণর গত ১৭ই নবেম্বর হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব—গত ১২ই নবেম্বর ১নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে স্যার জওলা-প্রসাদ শ্রীবাস্তব কর্ত্তৃক আহূত এক সভায় ১৯৪৬ সালে বাংলাদেশে চাউলের দর, সরিষা, সরিষার

তৈল, ঘৃত, আলু ও খৈলের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়। উক্ত সভায় স্যার জওলাপ্রসাদ বিদেশ হইতে বাংলায় চাউল আমদানী করা হইবে বলিয়া সম্প্রতি যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনি পুনরায় তাহার উল্লেখ করেন। পণ্ডিত কুঞ্জরু, স্যার নাজিমুদ্দীন, শ্রীযুক্ত জে কে মিত্র, শ্রীযুক্ত ডি এন মুখার্জ্জি, মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় যন্ত্রশিল্প-বিশারদগণের জার্ম্মানী যাত্রা—জার্ম্মান যন্ত্রশিল্পের উন্নত প্রণালী নিজ নিজ দেশের শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার যন্ত্রশিল্প বিশারদগণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জার্ম্মানীতে যাইবেন বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের অনুরোধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ভারতীয় যন্ত্রশিল্প-বিশেষজ্ঞগণকেও সেই সঙ্গে জার্ম্মানীতে পাঠাইতে সম্মত হইয়াছেন :—

১। ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিটির টেক্‌নিক্যাল ডিরেক্টর ডাঃ নাজির আমেদ; ২। পাওয়েল্‌স্ লিমিটেডের মিঃ এস পি নায়ার; ৩। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাটারিস্ লিমিটেডের মিঃ আর ডি চার; ৪। এষ্ট্রেলা ব্যাটারিস্ লিমিটেডের ডাঃ এল সি জারিওয়ালা।

ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ গত ৯ই নবেম্বর তারিখে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহারা প্রায় দুই মাস কাল জার্ম্মানীতে থাকিবেন এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতার বিবরণী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করিবেন এবং তাঁহাদের এই অভিজ্ঞতার ফল ভারতের শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে।

ইতালি ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্য—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্যক্তিগত কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ইতালি ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার অনুমতি দিয়াছেন। তবে আমদানী, রপ্তানী ও টাকা-পয়সার লেনদেন সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের যে সকল আইন প্রচলিত আছে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

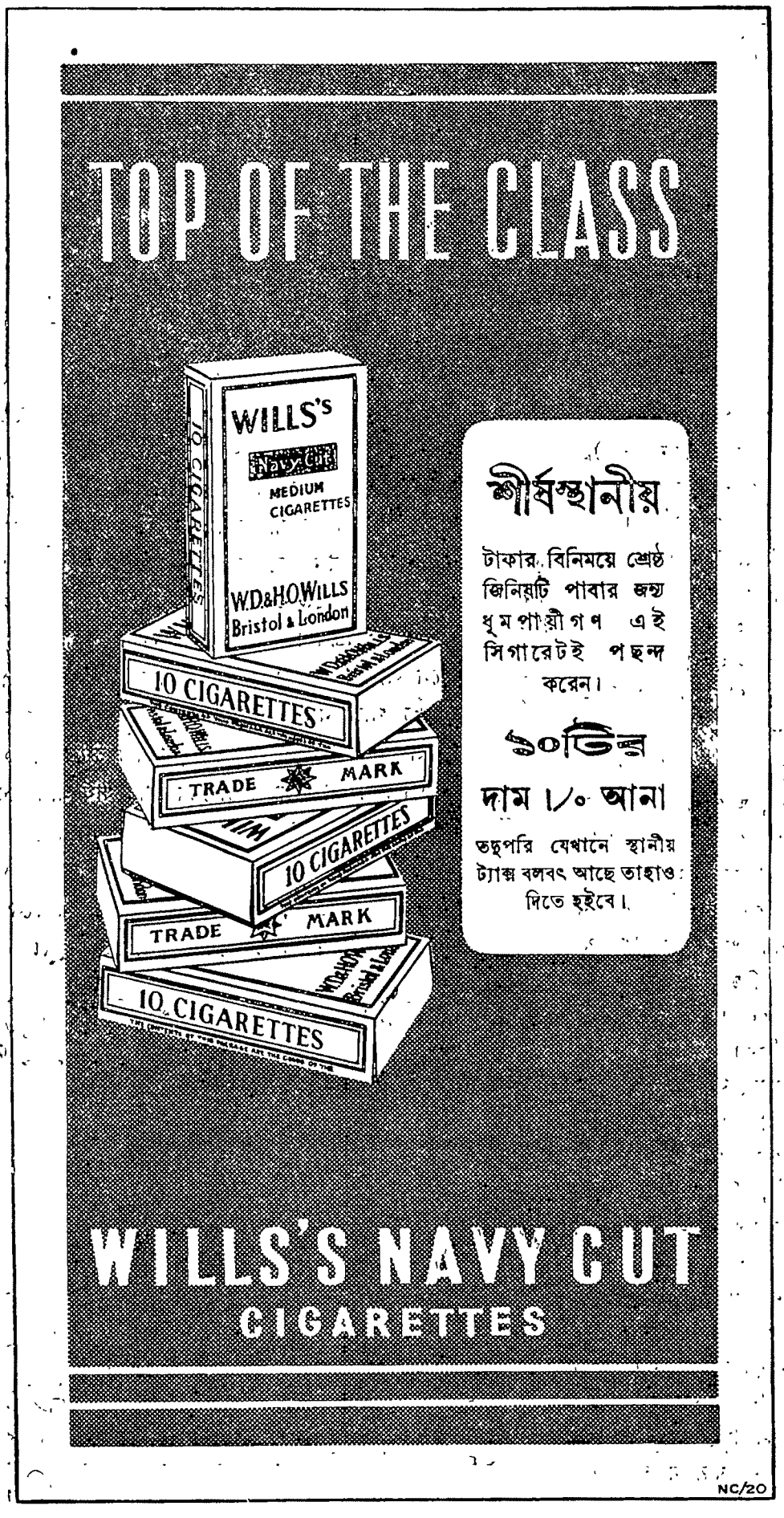

বেসামরিক ব্যবহারের জন্য আরও সিমেণ্ট—যুদ্ধবিরতির ফলে সিমেণ্টের সামরিক চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, বেসামরিক জনসাধারণের মেরামতি এবং নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণকার্য্যের জন্য আরও অধিক পরিমাণ সিমেণ্ট দেওয়া হইবে। আরও স্থির করা হইয়াছে যে, ১৯৪৫ সালের ১লা নবেম্বর হইতে প্রতি টন পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের দাম ৬৮৸০ আনা হইতে ৬৩৸০ আনা করা হইবে।

মান্দ্রা-ভাউন রেলপথ ক্রয়—১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিলে মান্দ্রা-ভাউন রেলপথটী ক্রয় করিবার জন্য ভারত সরকার উক্ত রেল-কোম্পানীকে নোটীশ দিয়াছেন। উক্ত কোম্পানীর ৪৭ মাইল রেলপথ আছে এবং তাহা দিল্লী-পেশোয়ার উত্তর-পশ্চিমান্ত রেলপথে অবস্থিত।

বনস্পতি ঘি-এর কারখানা—ভারতে স্থাপন করিবার জন্য ২১টী বনস্পতি ঘি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি যুক্তরাজ্য হইতে আমদানী করিবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। কারখানা স্থাপনের স্থান নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের খাদ্য সচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ইতিমধ্যেই কতকগুলি দেশীয় রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছেন এবং শীঘ্রই অপরাপর স্থানও পরিদর্শন করিবেন।

মিলকর্ম্মীদের যুদ্ধবোনাস:—বোম্বে মিল-মালিক সমিতি (বোম্বে মিলওনার্স এসোসিয়েসন) ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেও মিলকর্ম্মীদিগকে ১৯৪৫ সালেও ১৯৪৪ সালের মতই কর্ম্মীদের পূর্ণ আয়ের (মাগ্‌গীভাতা ও বোনাস বাদ) ⅛ অংশ অথবা পূর্ণ এক বৎসর কাজ করিলে দুই মাসের নিম্নতম বেতন বোনাস দেওয়া হইবে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—প্রকাশ, আমেরিকার 'টেনিসিভেলী' পরিকল্পনার আদর্শে ভারত গবর্ণমেণ্ট, বাংলা এবং বিহার গবর্ণমেণ্ট একযোগে দামোদর উপত্যকায় বাঁধ-নির্ম্মাণ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 'টেনিসিভেলী' পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতে যে বহু বাঁধ নির্ম্মিত হইবে উহা নাকি তাহারই সূচনামাত্র। সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্টসমূহ আশা করেন যে, আগামী বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই দামোদর উপত্যকায় উক্ত বাঁধ নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করা সম্ভব হইবে। বাঁধ নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে বলিয়াও প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, বন্যানিয়ন্ত্রণ, জলসেচন, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন দিক দিয়া ৫০ লক্ষাধিক ব্যক্তি এই কার্য্যের ফলে উপকৃত হইবে।

ট্রাম কোম্পানী সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ—প্রকাশ, আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে যাহাতে কলিকাতা ট্রামওয়ের পরিকল্পনা ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিতে পারেন, কলিকাতা কর্পোরেশন তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। আরও প্রকাশ যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ডি এন গাঙ্গুলী ট্রামওয়ে কোম্পানীর গাড়ী এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই এই সম্পর্কে তাঁহার বিবরণ দাখিল করিবেন বলিয়াও প্রকাশ। কলিকাতায় ট্রাম পরিচালনার জন্য ট্রামওয়ে কোম্পানী অন্য যে সকল কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন, কলিকাতা কর্পোরেশন নাকি তাহাদের মতামতও গ্রহণ করিয়াছেন। একমাত্র 'নিউ হাওড়া ব্রিজ কমিশনার' ও ভারত গবর্ণমেণ্টের মতামত গ্রহণ করা হয় নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং 'নিউ হাওড়া ব্রিজ কমিশনার' কর্পোরেশনকে নাকি জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা সত্বর নিষ্পত্তির জন্য বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিকট পেশ করিয়াছেন। পাবলিক ইউটিলিটী ও মার্কেট কমিটি কর্পোরেশন কর্ত্তৃক এজেণ্ট নিয়োগের প্রশ্নে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে শীঘ্রই টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

১৯৪০-৪১ সালে ভারতে কলার চাষ—গত ২৭শে অক্টোবর 'কমার্স' পত্রিকার ভারতে কলার বাজার সম্পর্কিত বিবরণে প্রকাশ যে, ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ৪ লক্ষ ৪ হাজার ৫০ একর জমিতে কলার চাষ হইয়াছিল। উক্ত বৎসর ভারতে মোট বিভিন্ন প্রকার ফলের আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ একর। উক্ত বিবরণীতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মাদ্রাজ, বাংলা, বোম্বাই, আসাম, বিহার, ত্রিবাঙ্কুর এবং মহীশূরেই প্রধানতঃ কলার চাষ হয় এবং কলা আবাদী জমির শতকরা ৯৬ ভাগই উপরোক্ত প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে অবস্থিত। ১৯৪০-৪১ সালে একর

প্রতিদিন ৩¾ লক্ষ টাকা খাটানো হয়েছে

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়।

এখন ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন (১৯৫৯-৬১) প্রবর্তিত হওয়ায় আগের মতই সুবিধাজনক সর্তে টাকা দাদন করার সুযোগ হ'লো। এই সুযোগ গ্রহণ করলে আপনি জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেশকে সাহায্য করবেন ও সেই সঙ্গে ঘরে বসে প্রতি ছয় মাস অন্তর আয়কর বাদ দিয়ে বার্ষিক শতকরা তিন টাকা সুদ পাবেন।

এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা ন্যস্ত করতে পারেন—১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে ভারত সরকার আপনার ঋণ শোধ করবেন। এর মধ্যে আপনার টাকার দরকার হ'লে আপনার লোন বণ্ড হস্তান্তর ক'রে যে কোনো সময় টাকা তুলতে পারবেন। আপনার বার্ষিক আয় যদি আয়করমুক্ত হয় কিংবা যদি আপনাকে অপেক্ষাকৃত কম হারে আয়কর দিতে হয়, তা হলে আপনার লভ্যাংশের উপর ধার্য আয়করও ফেরত পাবেন। এই ঋণের জন্য আপনার ব্যাঙ্কারকে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের অফিসে কিংবা গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে লিখুন।

AAA 228

আপনার সঞ্চয়

১৯৫৯—৬১র

৩%

দ্বিতীয়

ভিক্টরি লোন-এ

নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

প্রতি গড়ে বার্ষিক ১ শত ৫৫ মণ কলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে মোট প্রায় ১০ কোটি ৯০ লক্ষ মণ কলা ভারতে উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতেই ১০ কোটি ৮০ লক্ষ মণ কলার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে চালানের সময়ে প্রায় ১০ লক্ষ ৫০ হাজার মণ কলা নষ্ট হয়। ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানীকৃত কলার পরিমাণ খুবই কম বলিয়াও উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভারতীয় এবং বিদেশী মুদ্রা-বিনিময়ের হার—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের শিল্প ও বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ জানাইতেছেন যে, আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে বিলাত হইতে আমদানীকৃত পুস্তক, পত্রিকা প্রভৃতির মুদ্রা-বিনিময়ের হার নিম্নলিখিতরূপ হইবে: গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির বই হইলে প্রতি শিলিং ১২ আনা, অন্য প্রকার বই হইলে প্রতি শিলিং ১৫ আনা এবং এতদ্ব্যতীত অন্য ছাপান জিনিষের ক্ষেত্রে প্রতি শিলিং এক টাকা দুই আনা করিয়া হইবে। উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আমেরিকা হইতে আমদানী পুস্তকের ক্ষেত্রে প্রতি ডলার ৪ টাকা ১২ আনা এবং পুস্তক ব্যতীত অন্য ছাপান জিনিষ হইলে প্রতি ডলার ৫ টাকা ৮ আনা করিয়া হইবে।

কেন্দ্রীয় পাট কমিটির মন্তব্য—'ভারতীয় পাট কমিটির' (ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি) গত অক্টোবর মাসের এক বুলেটিনে প্রকাশ যে, ১৯৪২-৪৩ সাল হইতে পাট সরবরাহে মন্দা পড়িয়াছে, কারণ গবর্ণমেণ্ট যে পরিমাণ পাট বপন করিবার অনুমতি দিয়াছেন তদপেক্ষাও কম পাট বপন করিবার দিকে চাষীদের ঝোঁক গিয়াছে। উক্ত বুলেটিনে আরও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ১৯৪৪-৪৫ সালে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম পাট সরবরাহ হইয়াছে।

শান্তির নোবেল পুরস্কার—নরওয়েজিয়ান নিউজ এজেন্সীর এক সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল হালকে শান্তির নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি—লীগ অব নেশনস-এর অর্থনীতি ও রাজস্ব বিভাগ হইতে সম্প্রতি ভারতে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা প্রকাশ করা হইয়াছে। উহাতে জানা যায় যে, বৃটিশ

দি

ব্যাঙ্ক অফ আসাম

লিমিটেড

(সিডিউল্ড)

আসামের সর্ব্বপ্রথম

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

হেড অফিস:
শিলং
ফোন: ২০ (২ লাইন)
গ্রাম: BANKASSAM.

কলিকাতা অফিস:
৬, ক্লাইভ রো
ফোন: ক্যাল্ ৬৯৪০
গ্রাম: ASSAMBANK.

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:
এইচ্ ব্যানার্জী
বি-এ, সার্ট, এ, আই, বি (লণ্ডন)।

ভারতে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৯ সালের হাজার করা ১৫৬ জনের স্থলে ১৯৪২ সালে ১৬৩ জন হইয়াছে।

পুণায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা—প্রকাশ, বোম্বাই প্রদেশে শীঘ্রই একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট নাকি পুণায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

বৃটেন কর্ত্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ঋণের সর্ত্ত স্বীকার—আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেসের ওয়াশিংটনের এক সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে, ঋণ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত সর্ত্তসমূহ বৃটেন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। শতকরা দুই ডলার হারে সুদ দিতে বৃটেন সম্মত হইয়াছে। প্রকাশ, অনুমান সাড়ে চার শত কোটী ডলার ঋণ লওয়া হইবে। ইহার দুই শত কোটী ডলার যাইবে বৃটেনে অপর দুইশত কোটী যাইবে "ষ্টার্লিং অঞ্চলে" এবং বাকী পঞ্চাশ কোটী ব্যবহার করা হইবে 'ঋণ-ইজারা'র পাওনা মিটাইবার জন্য।

বাংলার আমন ধানের অবস্থা—বিমানযোগে পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্ব বাংলার প্রায় সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ভারত সরকারের খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইতিপূর্ব্বে শস্যহানির যে আশঙ্কা দেখা গিয়াছিল শেষ বৃষ্টির ফলে সে আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে এবং আমন ধান ভালই হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। তবে কোন কোন এলাকায় ধানের অবস্থা স্বাভাবিক নহে। সেই সব এলাকায় বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতে অতিরিক্ত চাউল আমদানী—প্রকাশ, বাংলা সফর শেষ করিয়া পাটনা যাইবার কালে স্যার জওলাপ্রসাদ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভারতের জন্য এক লক্ষ ষাট হাজার টন চাউল আমদানীর যে ব্যবস্থা হইয়াছে ১৯৪৬ সালে তদতিরিক্ত আরও কিছু চাউল পাইবার আশা করা যায়। ভারত সরকারের হাতে যে চাউল আসিবে তাহা হইতে কলিকাতার বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু রাখা এবং অন্যান্য ঘাটতি অঞ্চলের সাহায্যের জন্য কলিকাতা বা কাছাকাছি কোন জায়গায় উপযুক্ত পরিমাণ চাউল মজুত রাখা যাইবে।

মধ্যপ্রাচ্যে ১২ শত মাইল লম্বা পাইপ লাইন—নিউজ ক্রনিকেল পত্রিকার সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, কোন মার্কিন কোম্পানী সৌদী আরবের ধারান তৈলখনি হইতে প্যালেষ্টাইন পর্য্যন্ত ১২ শত মাইল লম্বা একটি পাইপ লাইন বসাইবার জন্য তোড়জোড় করিতেছেন। এই পাইপ লাইন বসাইতে নাকি ৪ কোটি পাউণ্ড ব্যয় পড়িবে। ধারান তৈলখনিতে প্রচুর পেট্রোল মজুত আছে এবং উন্নততর ব্যবস্থায় প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ পিপাভর্ত্তি তৈল উত্তোলন করা যাইবে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, এই পাইপ লাইন সম্পর্কে উক্ত কোম্পানী লণ্ডনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন। প্যালেষ্টাইনের হাই কমিশনার লর্ড গর্ট এই সম্পর্কে জেরুজালেমে শীঘ্রই একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। এই চুক্তিতে নাকি উক্ত মার্কিন কোম্পানীকে প্যালেষ্টাইনের ভিতর দিয়া পাইপ লাইন বসাইবার অধিকার দেওয়া হইবে। প্রকাশ, লণ্ডনে আলোচনা শেষ হওয়ার পর উক্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে। কোম্পানী ৭০ বৎসরের মেয়াদে এই চুক্তি করিবেন এবং এই পাইপ লাইন দিয়া কোম্পানী প্রতিদিন ৪০ হাজার টন তৈল চালান দিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। তৈলখনি এলাকায় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বসাইয়া প্রাথমিক কাজকর্ম্ম শেষ করিতে বৎসর খানেক সময় লাগিবে এবং ২।৩ বৎসরের মধ্যেই পেট্রোল চালান দেওয়া সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাংলায় সরিষার তৈলের সমস্যা—প্রকাশ, বাংলা দেশে সরিষার তৈল উৎপাদন ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে সেই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও বাংলা গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। অন্যান্য প্রদেশ হইতে সরিষার তৈলের আমদানী বৃদ্ধি করার চেষ্টাও নাকি হইতেছে। বাংলাদেশে যাহাতে সরিষা বীজের চাষ হয় সেই জন্য 'বঙ্গীয় তৈলকল সমিতি' যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, জানা গিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় রেলপথের সংস্কার—অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার চওড়া মাপের রেলপথ বর্ত্তমান। এজন্য উক্ত দেশের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে রেলপথে যাত্রী ও মাল বহনে বিস্তর অসুবিধা ঘটিয়া থাকে বিধায় অষ্ট্রেলিয়ান গবর্ণমেণ্ট সমগ্র দেশে একই মাপের—৪ ফুট ৮½ ইঞ্চি প্রশস্ত রেলপথ প্রবর্ত্তন করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই কাজে আনুমানিক ১ কোটী ১২ লক্ষ কাঠ ও ইস্পাত নির্ম্মিত স্লিপার এবং ৫ লক্ষ টন ওজনের ইস্পাত নির্ম্মিত রেল লাইনের দরকার হইবে। গবর্ণমেণ্ট উক্ত কাজে হাত দিলে প্রথমেই ২০ হাজার লোকের কর্ম্মসংস্থান হইবে এবং ক্রমে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া এক লক্ষ ত্রিশ হাজারে পরিণত হইবে আশা করা যায়।

বৃহত্তর কলিকাতায় চাউল সরবরাহ—প্রকাশ, ১৯৪৬ সালে বৃহত্তর কলিকাতার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ভারত সরকার আবশ্যক হইলে চাউল সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং তজ্জন্য সমস্ত ব্যবস্থার বন্দোবস্তও নাকি করা হইবে। এই ব্যাপারে ১৯৪৪ সালের দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইবে। ঐ বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতার অধিবাসীদিগকে আহার্য্যদানের কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৎসর শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে চাউল আমদানী হইবে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।
কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে
ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা প্রাপ্ত।
আমাদের
"পেন্‌সন্ সার্টিফিকেটে"
৫,০০০৲ টাকা জমা দিলে
১০,০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।
পত্র লিখিলেই বিস্তারিত জানান হয়।
বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ২১টি শাখা
দ্বারা জাতির সেবায় নিযুক্ত
অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ড
পাইয়াছেন।

১৯৪২ সনে	শতকরা	৫৲
১৯৪৩, সনে	,,	৫৲
১৯৪৪ সনে	,,	৭॥০

আর, রায়,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জলপাইগুড়ি
ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক লিঃ
ক্লিয়ারিংএর সকল সুযোগসহ ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান
সেণ্ট্রাল অফিস : ৮৭, ওল্ড চীনাবাজার, কলিকাতা ফোন : বি বি ১৮৫৮
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীমোহিনীমোহন সাহা
এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীনলিনীরঞ্জন সাহা, বি-এস-সি
হেড অফিস : মালদহ।

দি ট্রিনিটি মিউচুয়াল এ্যাসিওরেন্স কোং
লিমিটেড—(বোম্বাই)
কোম্পানীর সমুদয় লভ্যাংশ কেবলমাত্র বীমাকারিগণই পাইবার অধিকারী।
বীমাকর্ম্মীদের সর্ত্ত অতীব সুবিধাজনক।
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্ট
রায় এণ্ড সন্স
৮৪-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা।
পোষ্ট বক্স - জি পি ও, ১৩৪ ফোন—ক্যাল: ৬১৩৩

কুবল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কোম্পানী প্রসঙ্গ

শ্রীঅন্নপূর্ণা কটন মিলস্ লিঃ

মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্ট কৃতী শিল্পব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী বাঙ্গলায় একটি সুতার কল স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। প্রকাশ, সেজন্য শ্রীঅন্নপূর্ণা কটন মিলস্ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী গঠন করা হইয়াছে এবং উহার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ইতিমধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতিও পাওয়া গিয়াছে। গিরিজা বাবু এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন। মিঃ সূর্য্যকুমার বসু, মিঃ নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র, মিঃ এস সি রায় ও মিঃ রঘুনাথ দত্ত ডিরেক্টর হিসাবে ঐ কোম্পানীর সহিত সহিত সহযোগিতা করিবেন। উপযুক্ত শ্রেণীর সুতা তৈয়ার করিয়া তন্তুবায়দিগকে ও গেঞ্জির কলের মালিকদিগকে তাহা সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্য নিয়াই বর্ত্তমান কোম্পানীটি স্থাপিত হইতেছে। সুতার নিতান্ত অভাব দেখা যাওয়ায় বর্ত্তমানে তাঁতবস্ত্র ও গেঞ্জির উৎপাদন যেভাবে হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে উদ্যোক্তাদের এই উদ্দেশ্য দেশের লোকের স্বার্থের দিক হইতে খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই আমরা মনে করি। যে সব বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোগীকে নিয়া শ্রীঅন্নপূর্ণা কটন মিলস্ লিমিটেডের পরিচালক বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এই কোম্পানীর দ্রুত সাফল্য সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ভরসা পোষণ করিতে পারি।

মীরা ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

সাবান, স্নো ও কেশতৈল প্রভৃতি নানা শ্রেণীর উন্নত প্রসাধন দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া মীরা ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে দেশে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। এতদিন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই কোম্পানীর কাজ পরিচালিত হইতেছিল। সম্প্রতি উহার উদ্যোক্তারা অন্য কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া উহাকে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করিয়াছেন। এই কোম্পানীর অনুমোদিত ও বিক্রয়যোগ্য মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। উহা ১০ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ৩০ হাজার অর্ডিনারি শেয়ার ও ১০০ টাকা মূল্যের ৭ হাজার কিউম্যুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত। মীরা ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজের স্বত্বাধিকারীদের সহিত বর্ত্তমান লিমিটেড কোম্পানীটির যে চুক্তি হইয়াছে তদনুসারে কারখানার জমি, বাটী, যন্ত্রপাতি ও মজুত মালপত্র প্রভৃতির মূল্য বাবদ ঐ স্বত্বাধিকারীদিগকে ১০ টাকা মূল্যের ৬৫ হাজার অর্ডিনারি শেয়ার (সম্পূর্ণ আদায়ী হিসাবে) ছাড়িয়া দেওয়া স্থির হইয়াছে। কোম্পানী বাকী ৬৫ হাজার অর্ডিনারি শেয়ার ও ৭ হাজার কিউম্যুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার বর্ত্তমানে বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছেন।

মীরা ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজের কারখানায় যে-সব জিনিষ তৈয়ার হইত, নূতন মূলধন যোগাড় করিয়া অধিকতর সুব্যবস্থার ভিতর দিয়া ব্যাপকভাবে সেই সমস্ত প্রস্তুত করাই বর্ত্তমান পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর উদ্দেশ্য। প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুতের অনেক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কারখানার উদ্যোক্তারা এতদিন বিদেশ হইতেই সংগ্রহ করার চেষ্টা করিয়াছেন। নূতন কোম্পানীর উদ্যোগে এখন হইতে দেশীয় মাল-মসল্লা হইতেই প্রয়োজনীয় এসিড, এরোমেটিক প্রভৃতি তৈয়ারের ব্যবস্থা হইবে। বিভিন্ন দিক দিয়া কারখানার কার্য্য প্রসারিত করিবার জন্য বর্ত্তমান কোম্পানী অনেক নূতন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া কোম্পানীর নূতন পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে। মীরা ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজের অংশীদার ও স্বত্বাধিকারী কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ এইচ্ পি ভট্টাচার্য্য নূতন কোম্পানীটির ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতে প্রসাধন দ্রব্য তৈয়ার ও বিক্রয় করিয়া প্রচুর ব্যবসায়িক লাভের সুযোগ রহিয়াছে। মীরা ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজের কারখানায় যে-সব জিনিষ তৈয়ার হইত, তাহা কেবল এদেশেই কাটতি হইত না, যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহা বাহিরেও রপ্তানী হইত। বেশী মূলধন নিয়া ও অধিকতর সুব্যবস্থার ভিতর দিয়া বর্ত্তমান লিমিটেড কোম্পানীটি যেখানে ব্যাপকভাবে ঐসব জিনিষ তৈয়ারে উদ্যোগী হইয়াছেন, সেখানে ব্যবসায়িক লাভের সুযোগ আগের তুলনায় ভবিষ্যতে আরও অনেক বাড়িবে বলিয়াই আমরা আশা করি। মিঃ এইচ্ পি ভট্টাচার্য্যের মত বিচক্ষণ ব্যবসায়ী ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করায় এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হইতেছে। দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করার সঙ্গে নিজেদের লাভের পথও প্রশস্ত করিতে পারেন। ৯-পি, মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্—১০নং লালবাজার, কলিকাতায় এই কোম্পানীর আফিস অবস্থিত।

ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১২ই নবেম্বর ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোডে উক্ত ব্যাঙ্কের কলিকাতাস্থ প্রধান অফিসের উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। সদ্য-কারা-মুক্ত বাংলার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী মৌলবী আশ্রাফ্‌উদ্দীন চৌধুরী সাহেব উক্ত উৎসবে সভাপতি ছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মজুমদার ও শ্রীযুক্ত প্রতুল সেনগুপ্ত নিমন্ত্রিত অতিথিগণকে যত্নসমাদর করেন।

ইণ্ডিয়ান পিপলস ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৫ই নবেম্বর ইণ্ডিয়ান পিপলস ব্যাঙ্কের দ্বারভাঙ্গা শাখার উদ্বোধন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় জমিদার শ্রীমান্ কুমার-কল্যাণ লাল, বি-এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড সেরামিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

গত সপ্তাহে ষ্ট্যাণ্ডার্ড সেরামিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে ভুলক্রমে এই কোম্পানী ১ লক্ষ টাকার শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। আসলে এই কোম্পানী বর্ত্তমানে ৩ লক্ষ টাকার শেয়ার বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিয়াছে; উহা ১০ টাকা মূল্যের ২৬ হাজার অর্ডিনারি শেয়ার, ৫ টাকা মূল্যের ৪ হাজার ডেফার্ড শেয়ার ও ১০০ টাকা মূল্যের ২০০ প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত।

নূতন যৌথ কোম্পানী

দি শ্রী ঔষধালয় লিঃ—শ্রীবারীন বোস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯৮/৪, রসা রোড, কলিকাতা।

কালের জয়যাত্রায় বিজয়ী মার্গো —
পঞ্চবিংশতি বর্ষাধিক বিশ্বের জনপ্রিয়!

নিম টুথপেষ্ট

নিমের সকল গুণ আহরণ করে তার সঙ্গে দাঁতের পক্ষে হিতকর আরও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক উপাদানের সমন্বয়ে এই মাজন প্রস্তুত হয়েছে।

যাঁরা গুঁড়া মাজন পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য 'মার্গোফ্রিস' নিমের মাজন রয়েছে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের ব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারক।

ব্যাক্ট্রো রেমেডিস্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীসুধামাধব সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৫, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। প্রসাধন দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতকারক।

কুমিল্লা ফিশারী এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—ত্রিপুরা,কুমিল্লা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। মৎস্য, শূকর ও পক্ষী-পালনের ব্যবসা।

শ্রীসিদ্ধশক্তি রিসার্চ ল্যাবরেটরীস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীদীনেশচন্দ্র দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, দ্বারিক গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধসমূহের ক্রয়-বিক্রয়কারী।

এয়ারওয়েজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে কে রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—"ষ্টিফেন্স হাউস", ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ কোটী টাকা। বিমানপথ চালু রাখার প্রতিষ্ঠান।

পি এইচ পেরিওয়াল ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ প্রয়াগচাঁদ পেরিওয়াল। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪০, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। সাধারণ দ্রব্যাদির ব্যবসা।

সেঞ্চুরী এজেন্সিস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-৭, মিশন রো (এক্সটেনশন), কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। এজেন্সির ব্যবসা।

ইউনিভার্সেল ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সি কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ডি এন দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। রাস্তা ও গৃহাদি নির্ম্মাণ সম্পর্কিত কনট্রাকটারীর ব্যবসা।

আসাম বেঙ্গল স' মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস এন ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। গৃহ, আসবাব প্রভৃতি নির্ম্মাণ সম্পর্কিত ব্যবসা।

এমারেল্ড কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। সূতা তৈরী ও রং করার ব্যবসা।

কমলা টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ—মিঃ আর কে ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, গঙ্গাধর বাবু লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডলুম ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আই বি ভট্টাচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস—২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। তাঁত, মাকু ইত্যাদি তৈরীর কারখানা।

দেবেন্দ্র মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কালীপদ চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৭৫ লক্ষ টাকা। সূতা তৈরীর কারখানা।

বেঙ্গল সায়েন্টিফিক কটন এণ্ড এগ্রিকালচারেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস কে দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৯, মট লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। তুলা উৎপাদন ও সূতা তৈরীর প্রতিষ্ঠান।

চৌধুরী ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ গোপালকৃষ্ণ চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেন্টস্, সেক্রেটারীস্ ইত্যাদি।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বেঙ্গল পেপার মিল কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২২॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **মহীশূর সুগার কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৭॥০ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **সেন্ট্রাল কারকেণ্ড কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮৸০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **আমেদাবাদ এডভান্স মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৩৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৮৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া এস ডব্লিউ এণ্ড এম এফ জি কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্থাপিত—১৯২৯

ফোন : ক্যাল ২৩৩৯ (৩ লাইন)

অনুমোদিত মূলধন—
১,০০,০০,০০০৲ টাকা

বিলিকৃত মূলধন—
১২,৫৮,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

আদায়ীকৃত মূলধন—
১০,২১,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

চট্টগ্রাম ও ডিব্রুগড় শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস্, সি, পাল

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মূল্য কমিল !!!

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, মাদার টিংচার, স্পিরিট, সুগার অব্ মিল্ক, বাইওকেমিক ট্রিটুরেশন ও ট্যাবলেট, গ্লোবিউল, ব্ল্যাক ট্যাবলেট, ডিস্কেট, শিশি, কর্ক, আলফালফা টনিক, সিনেরেরিয়া মেরিটিমা (সাক্কাস), মেরোলা টনিক, ট্যাবলেট ইত্যাদি।

মূল্য তালিকা বিনামূল্যে।

প্রস্তুতকারক : হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং কোং

ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ও প্রধান অফিস—৪২,৫৬ ও ৫৭, সাউথ এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ৩৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বেনারস ব্রাঞ্চ : গোধুলিয়া, বেনারস সিটি, ইউ, পি।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৬ই নবেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহেও টাকার চাহিদার যোগান প্রচুর আছে। অন্যান্য দিক দিয়াও আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা। ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারী বিলের জন্য আলোচ্য সপ্তাহে মোট টেণ্ডারের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় বৃদ্ধি পাইলেও গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হারে গত সপ্তাহের তুলনায় কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। গত ১৩ই নবেম্বর, মঙ্গলবার ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। মোট ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯৸৵৯ পাই মূল্যের সমুদয় টেণ্ডার এবং শতকরা ৯৯৸৵৬ পাই মূল্যের টেণ্ডারসমূহের শতকরা আনুমানিক ৩১ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। মোট ২ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং গৃহীত টেণ্ডারসমূহের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।/৯ পাই ধার্য্য হইয়াছে। গত সপ্তাহে গৃহীত টেণ্ডারসমূহের গড়পড়তা সুদের হারও শতকরা বার্ষিক ।/৯ পাই ধার্য্য হইয়াছিল। আগামী ২১শে নবেম্বর, বুধবার কলিকাতায় ১১টা পর্য্যন্ত (বেঙ্গল টাইম) এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ২০শে নবেম্বর, মঙ্গলবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ২ কোটি টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৩শে নবেম্বর, শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ৯ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে মোট ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে টেলিঃ হুণ্ডিতে যথেষ্ট কারবার হইয়াছে এবং সেখানে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ	৫৩/৪ পেঃ
ঐ দর্শনী (,,)	,,	,, ৬
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ	৬৭/৮ ,,
ডি এ চার মাস (,,)	,,	৬৮ ,,
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা	

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—গত ২রা নবেম্বরের হিসাব হইতে দেখা যায়, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৬৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৫৬ কোটী ১২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। গত ২রা নবেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪০ হাজার ও ২৬৫ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই প্রকার

ইহা ঘোষণা মাত্র—প্রসপেক্টাস নহে।

ইণ্ডিয়ান টি এণ্ড প্রডিশনস্ লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :—৬নং মিশন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ---- ---- ৫,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ---- ---- ১,০০,০০০৲ টাকা

নূতন বিক্রয়ার্থ মূলধন :

গবর্ণমেণ্ট হইতে ৪,০০,০০০৲ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪০,০০০ হাজার শেয়ার বিক্রয় করিবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

প্রতি শেয়ার ১০৲ টাকা হিসাবে আবেদন পত্রের সহিত ২৲ টাকা, বাকী ৮৲ টাকা ৪টি সমান ২৲ টাকার কিস্তিতে দেয়।

প্রতি আবেদনপত্রের সঙ্গে ১৲ টাকা এ্যাডমিশন ফি দিতে হইবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে শেয়ারের পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা যাইতে পারে।

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ :

১। **মিঃ জে পি চালিহা**, এম-এল-এ, চা-কর, কোরানগিনি টি এস্টেটের স্বত্বাধিকারী, ব্লুমফিল্ড টি কোং লিঃ-এর ডিরেক্টর, পি-২০, গল্‌ফ ক্লাব রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা।

২। **মিঃ এস বড়ুয়া**, চা-কর, চাঁদমারী টি এস্টেট, বড়পাহাড় টি এস্টেট-এর স্বত্বাধিকারী, পোঃ তিনসুকিয়া, (আসাম)।

৩। **মিঃ পি সি চাটার্জ্জি**, মার্চেণ্ট, ব্লুমফিল্ড টি কোং লিঃ-এর ডিরেক্টর, ৬, মিশন রো, কলিকাতা।

৪। **মিঃ ডি বর্ম্মন**, জার্ণালিষ্ট, দি সিলেট ডুয়ার্স টি কোং লিঃ-এর ডিরেক্টর, পি-৪৩৬।১, কবীর রোড, কলিকাতা।

৫। **মিঃ বি বি রায়**, এম-এ, বি-এল, দি সিলেট ডুয়ার্স টি কোং লিঃ-এর ডিরেক্টর, ৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। **ডাঃ হরিবিনোদ সেন**, এম-বি, পোঃ তিনসুকিয়া, (আসাম)।

কোম্পানী গঠনের উদ্দেশ্যসমূহ :

মেমোরেণ্ডামে বর্ণিত হইয়াছে। চা-বাগানের জন্য জমি সংগ্রহ করা, চা-বাগানের উন্নতি সাধন করা, চা বিক্রয় করা, চা রপ্তানী করা, চা প্রস্তুত করা এবং বাজারে চা ছাড়াই হইতেছে কোম্পানী গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য।

: প্রদত্ত লভ্যাংশের হিসাব :
(আয়করমুক্ত)

১৯৪১	---	১০%	১৯৪৩	---	১০%
১৯৪২	---	১০%	১৯৪৪	---	১০%

১৯৪৫ সালে ১০% লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে

কোম্পানী আসামের শ্যামগুরি টি এষ্টেট ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন (সঞ্চিত চা এবং এই মরশুমের চা সমেত) এবং আরও অধিক মূলধনের জন্য ৪০ হাজার শেয়ার নূতন করিয়া বিলি করা হইয়াছে।

চা-বাগানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ :

মোট মঞ্জুরীকৃত জমির পরিমাণ ২ হাজার ১৪ একর। আবাদী জমির পরিমাণ ৩৭০ একর।
কারখানা এবং তৎসম্পর্কিত সাজসরঞ্জামাদির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে।
বাৎসরিক উৎপন্নের পরিমাণ ... ... ৩৫০০ মণ।

ভবিষ্যতে বৎসরে ৪০০০ মণ হইতে ৪৫০০ মণ পর্য্যন্ত চা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। চা-বাগানটির আরও উন্নতি সাধন করা হইতেছে। প্রসপেক্টাস্, শেয়ার ফরম এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এই ইস্যুর জন্য ভারতরক্ষা আইনের ৯৪ (এ) ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা সুস্পষ্টরূপে মনে রাখিতে হইবে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার এতদর্থে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা কোনও বিবৃতি অথবা মতামতের যথার্থতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৫৮ কোটি ৪০ লক্ষ ৬৮ হাজার ও ২৬৪ কোটি ৮৮ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজার খুব তেজী ছিল—প্রায় সকল বিভাগেরই শেয়ার-সমূহের বিকিকিনি বেশ বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও লক্ষণীয় উন্নতি দৃষ্ট হয়। আলোচ্য সপ্তাহের মঙ্গলবার এবং বুধবার যথাক্রমে 'গোপাষ্টমী' এবং 'জগদ্ধাত্রী' পূজোপলক্ষে কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে উৎসাহপূর্ণ কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় এবং কোম্পানীর কাগজের মূল্য সোমবার অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইলেও, অন্যান্য শেয়ারের মূল্য প্রায় একভাবেই থাকে। অদ্য শুক্রবার 'ইদুজ্জোহা' উপলক্ষে কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে সাধারণভাবে প্রায় সমস্ত শেয়ারেরই মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলেও চটকল, কাগজের কল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্য বৃদ্ধিই সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও বেশ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র ৯৭।৶০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০৩।৶০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্র-সমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৯৯।৶০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে। ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬ ৬৮) ৯৯।৶১০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে। ৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০ ১৯৭০) ১১৩॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকলসমূহের মূল্য বৃদ্ধি অন্যতম প্রধান ঘটনা। লাভান্বেষিগণের দৃষ্টি জনপ্রিয় চটকলসমূহের দিকে নিবদ্ধ হওয়ার দরুণই উহার মূল্য বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ। এতদ্ব্যতীত, 'যুদ্ধোত্তর যুগে চটকলসমূহের সুযোগ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে'—এইরূপ ধারণা কলিকাতার শেয়ার বাজারে সঞ্চারিত হওয়ার দরুণও চটকলসমূহের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে নদীয়া ১৫৫৲ টাকায়, প্রেসিডেন্সী ১৪৸৶০ আনায়, রিলায়েন্স ৯৫৶০ আনায়, কাঁকনাড়া ৭৪৩৲ টাকায়, ডালহৌসী ৪৩৬৲ টাকায়, হাওড়া ১০৮॥৶০ আনায়, বজবজ ৬৫৫৲ টাকায় এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৩৬৮৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাগজের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের বিকিকিনি বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। 'যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতে কাগজ শিল্পের যথেষ্ট সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে'—এই ধারণায় কলিকাতার শেয়ার বাজারে এই বিভাগের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ২৪০৲ টাকা, শ্রীগোপাল ২২৲ টাকা এবং টিটাগড় ৩৭।৶০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের মূল্যবৃদ্ধিও কলিকাতার শেয়ার বাজারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের কল কারখানার সম্প্রসারণ হইবে মনে করিয়া লাভান্বেষিগণ বেশী লভ্যাংশের আশায় এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছেন। আলোচ্য সপ্তাহে কুমারধুবী ১১॥৶০ আনা, ব্রেইতওয়েইট ১৫॥৶০ আনা, জেসপ ২৮৲ টাকা, মার্শালস্ ৬৸৶০ আনা, আর্থার বাটলার ২৩৲ টাকা, এবং হিন্দুস্থান মোটরস ৮৸/১০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কয়লা-খনির শেয়ারসমূহের বিকিকিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও, মূল্যের দিক দিয়া সাধারণভাবে তেজীভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে বরাকর ৪৫৸০ আনা, তালচের ১৪।৶০ আনা, ইকুইটেবল ৭৩৲ টাকা এবং নিউ-চুরুলিয়া ১৪॥০ আনা পর্য্যন্ত কেনা-বেচা হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজকর্ম্ম সীমাবদ্ধ হয় এবং মূল্যের দিক হইতে সামান্য অবনতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে নিউভিক্টোরিয়া ৮॥০ আনা, বেনারস ১১৸০ আনা, কানপুর টেক্সটাইলস ১৩৶০ আনা, এলগিন ৬৮৲ টাকা এবং বঙ্গশ্রী ১৪।৶০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজকর্ম্ম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বেলমুন্দ ১৬।০ আনা, চম্পারণ ৪০।৶০ আনা এবং কেরু এণ্ড কোং লিঃ ৩২॥৶০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজকর্ম্ম সীমাবদ্ধ হইলেও মূল্যের দিক হইতে সামান্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে কল্যাণী ৫২৲ টাকা, দেবং এণ্ড মিনারেল ১১।৶০ আনা, তেজপুর ২৩৶০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটের বাজার

পাটের বাজারে এ সপ্তাহেও বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে পাট আমদানী হইতেছে। কিন্তু রপ্তানীকারক কিংবা চটকল-ওয়ালাদের দিক হইতে পাট ক্রয়ের তেমন কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। চটকলসমূহের গুদামে অবিক্রীত মজুত চট ও থলের পরিমাণ দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি অক্টোবর মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ঐ মাসের শেষে চটকলসমূহের হাতে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টন চট ও থলে মজুত ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। গত ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে মজুত তৈয়ারী মালের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার বেল। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় এক্ষণে যেখানে বিদেশে বেশী পরিমাণ চট ও থলে রপ্তানী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল সেখানে মজুতের পরিমাণ নূতন করিয়া ঐরূপ বৃদ্ধি পাওয়া খুবই অশুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। ইহাতে চটকলগুলি ভবিষ্যতে তাহাদের উৎপাদন হ্রাস করিতে পারে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। যদি এই আশঙ্কা সত্যে

NOTHING IS STRONGER - - -
- - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

গ্রাম : মারকোব্যাঙ্ক ফোন : ক্যাল ৩৭৩৪

ইউনিয়ন মারকেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেঃ অঃ—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যাঃ ডিঃ
এম, কে, নন্দী

চেয়ারম্যান
মিঃ কে, ডি, বোস।

পরিণত হয় তবে চটকলসমূহে এবারও বেশী পাট কাটতি হইবে না। চটকলওয়ালারা বেশী পাট ক্রয় না করিলে পাটের দর বাড়িবে দূরের কথা তাহা অদূর ভবিষ্যতে আরও হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা আছে।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে আমেরিকায় রপ্তানী করিবার জন্য রপ্তানীকারকেরা কিছু পরিমাণে তোষা শ্রেণীর পাট খরিদ করিয়াছে। বিক্রেতারা নিম্ন দরে পাট ছাড়িয়া দিতে উৎসুক থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য শ্রেণীর পাটের তেমন কিছু বিকিকিনি হয় নাই।

আল্‌গা পাটের বাজারে কতিপয় শ্রেণীর পাট কিছু পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। বাজারে ইউরোপীয়ান জাত বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ১২ টাকা, সুপারভাইজড ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট বটম প্রতি মণ ১১৷৷০ আনা ও ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট তোষা বটম ১২ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৬ই নবেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহের উন্নতি ত পূর্ণমাত্রায় অব্যাহত থাকেই, অধিকন্তু গত সপ্তাহের তুলনায়ও আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণভাবে বোম্বাইয়ের তুলার দরে তেজীভাব দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার চাহিদা বৃদ্ধিই উহার প্রধানতম কারণ। গত শুক্রবার জানুয়ারী, মার্চ্চ এবং মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিয়া তুলার দর ছিল যথাক্রমে ৪০১৸০ আনা, ৪০৯৸০ আনা ও ৪২১৲ টাকা। গত কল্য বৃহস্পতিবার তাহা যথাক্রমে (অদ্য শুক্রবার বোম্বাইয়ের তুলার বাজার বন্ধ আছে) ৪০৯।০ আনা, ৪১৫৸০ আনা এবং ৪২৬।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—সম্প্রতি বেতার যোগে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ বি সি প্যাটেল এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, পৃথিবীতে বস্ত্রের স্বল্পতা এবং ভারতে বস্ত্রের অপ্রচুর উৎপাদন হেতু আরও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বস্ত্র বণ্টন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকিবে। এই প্রসঙ্গে মিঃ প্যাটেল বলেন যে, আগামী কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী বস্ত্রের আমদানীর কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। 'বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আরও পাঁচ বৎসর কাল সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন'—এই কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ প্যাটেল আরও বলেন যে, যুদ্ধের ফলে ভারতে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে রাতারাতি তাহা পরিবর্ত্তিত করা যাইবে না। শান্তিকালীন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে গেলে বেশ কিছুদিন সময়ের দরকার হইবে বলিয়াও মিঃ প্যাটেল উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে মিঃ প্যাটেল মন্তব্য করেন যে, প্রকৃত অবস্থা এই যে, প্রাক্‌যুদ্ধকালের তুলনায় সাধারণভাবে কাপড়ের তেমন অভাব নাই। সাধারণভাবে অভিযোগ নাকি এই যে, কাপড় পাওয়া গেলেও রকমারি কাপড় পাওয়া যায় না।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৬ই নবেম্বর—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার বিকি-কিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও মূল্যের দিক দিয়া কিন্তু উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। লাভান্বেষিগণের সোণা মজুত ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় উৎসাহের বিদ্যমানতাই আলোচ্য সপ্তাহে সোণার মূল্যের তেজী ভাবের কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই সোণার দরে বেশ উঠানামা করিয়াছে। গত ১২ই নবেম্বর কলিকাতার বাজারে প্রতিভরি সোণার দর ছিল ৮৪৷৷৵০ আনা, গতকল্য তাহা ৮২।০ আনা দাঁড়াইয়াছিল। বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৩ই নবেম্বর প্রতিভরি সোণার দর (সর্ব্বোচ্চ) ছিল ৮৩৷৷০ আনা। অদ্য তাহা ৮১৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোণার দর ছিল যথাক্রমে ৮০৸৵০ আনা ও ৮১।৵০ আনা। গতকল্য তাহা কলিকাতার বাজারে ৮২।০ আনা ছিল (অদ্য শুক্রবার কলিকাতার সোণার বাজার বন্ধ আছে) এবং অদ্য শুক্রবার তাহা বোম্বাইয়ের বাজারে ৮১৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড গিনি বর্ত্তমানে যথাক্রমে ৫৫৸০ আনা ও ৫৬৷৷০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে বেশ উঠানামা করিয়াছে। গত ১২ই নবেম্বর কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১৩৫৸০ আনা; গতকল্য তাহা ১৩৪৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছিল। গত ১৩ই নবেম্বর বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ১৩৪।৵০ আনা, অদ্য তাহা ১৩৩।০ আনা দাঁড়াইয়াছে। সাধারণভাবে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার বিকিকিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও, সপ্তাহের মধ্যভাগ এবং শেষভাগে কলিকাতার বাজারে রূপার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য উন্নতিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বোম্বাইয়ের বাজারে কিন্তু গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য অবনতিই দেখা যায়।

Buy NATIONAL SAVINGS CERTIFICATE
From
N. K. KUNDU.
THE RELIABLE AUTHORISED AGENT
GOVT. OF BENGAL
146, AMHERST STREET.
CALCUTTA.

দি
চৌমুহনী কমার্শিয়েল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
গ্রাম—জনশক্তি
স্থাপিত—১৯২৭ সাল
রেজিষ্টার্ড অফিস—চৌমুহনী (নোয়াখালী)
কলিকাতা অফিস—
১০নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ভারতের সর্ব্বত্র এজেন্সী আছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্‌ এন্‌ দাশগুপ্ত

সঞ্চয়-প্রলোভন

অপচয়ের সমস্যা সমাধানের নামই সঞ্চয়—সঞ্চিত অর্থে শুধু অপব্যয়ের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না—ইহা দুর্দ্দিনেও একান্ত বন্ধুর কাজ করে, অধিকন্তু জাতীয় শিল্প উন্নতিতে সাহায্য ক'রে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করে।

*

এই অপচয়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কি ভাবে সঞ্চয়ী হ'তে পারেন সেই সুপরামর্শ দিতে পারে একটি সুপরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান—

ক্যাল্‌কাটা
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্‌ভুক্ত
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৯ই নবেম্বর	১২ই নবেম্বর	১৩ই নবেম্বর	১৪ই নবেম্বর	১৫ই নবেম্বর	১৬ই নবেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৮০৸/০	৮৪॥/০	—		৮২।০	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৮১।৵০	—	৮৩॥০		৮১৸৶০	৮১।৵০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৪।০	৩৫৸০	—		১৩৪॥০	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৪।৵০	—	১৩৪।৵০		১৩৩॥০	১৩৩।০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৪৲	৫৬৸০	—		৫৫৸০	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫৬।০	—	৫৮৲		৫৬॥০	৫৬॥০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩	৩		৩	৩
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৭।/১০	৯৭।/০			৯৭।/০	
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০৩৶০-১০৩/০	১০৩৶০-১০৩৲			১০৩।৵-১০৩৶০	
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	৯৯।৶০			—	
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—			৯৯॥৶১০	
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	১১৩।১০	১১৩।০			১১৩॥০	
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—			—	
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪২॥৶০-৪২।০	৪১৸০-৪১॥০			—	
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৬৸৵০-৩৬॥৶০	৩৬৸/০-৩৬॥৵০			—	
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১১॥/০-১১।৶০	১১॥৵০-১১।৵০			১১॥/০-১১॥০	
ব্রইতওয়েইট ...	১৪৸০	১৪৸৶০-১৪৸০			১৫॥৵-১৫৵০	
জেসপ ...	২৭৸৵০-২৭॥৶০	২৭৸৶০-২৭৸০			২৮৲-২৭৸০	
মার্শালস ...	৬৸০-৬॥৵০	৬৸/০-৬॥৵০			৬৸৵০-৬॥৶০	
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১১৸/০-১১॥৵০	১১৸/০-১১৸০			১১৸৵০-১১॥৶০	
আর্থার বাটলার ...	—	—			২৩৲	
হিন্দুস্থান মোটরস ...	৮৸/০-৮৸০	৮৸১৫-৮৸১০			৮৸/১০-৮৸/০	
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	১৮।০			—	
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৬৸/০-৬॥০	৭॥/০-৭।০	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ	৭॥/০-৭।/০	বাজার বন্ধ
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩।৵০-৩।/০	৩।৶০ ৩।৵০			৩।৶০-৩।৵০	
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫১৲-১৫০৲	১৫১৲-১৫০৲			১৫৩৲-১৫১৲	
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৩৫৲	৪১॥০-৪১৲			৪০॥০-৩৯৲	
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৬৵০-১৬৲	১৬৵০-১৬৲			১৬।০-১৬৵০	
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪৵০	—			১৪৲-১৩৸৵০	
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৪৸৵০-১৪৸০	১৪৸০-১৪॥৵০			১৪॥৶০-১৪॥৵০	
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—			—	
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—			—	
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৫৬৲	—			—	
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—			—	
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৫॥৶০-৪৫।৶০	৪৫৸০-৪৪৸/০			—	
তালচের ,, ,, ...	১৩৸৶০-১৩॥/০	১৪।৶০-১৪৲			১৪।০-১৩৸৶০	
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	—	—			—	
ইকুইটেবল ,, ,, ...	—	৭৩৲-৭২॥/০			৭২॥০-৭১৸৵০	
সাউথ করণপুরা ,, ...	৪১৲-৪০॥৶০	—			৪০৸৵০-৪০॥০	
ভুলনবরারি ...	—	—			—	
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—			—	
নিউ চুরুলিয়া ...	—	—			১৪॥০ ১৪।৵০	
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	—			—	

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটী নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ
মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর
দেব বর্ম্মণ

চীফ অফিস :—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।
রেজিষ্টার্ড অফিস :—গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা
টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ :
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভাম্বুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাম্বু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।

অক্ষয় কুমার লাহা
ব্রডিয়াম মার্কা সিমেন্ট কলার
বাড়ীর রং কারখানার রং
১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম
শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, রামপুরহাট বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী
এফ, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৯ই নবেম্বর	১২ই নবেম্বর	১৩ই নবেম্বর	১৪ই নবেম্বর	১৫ই নবেম্বর	১৬ই নবেম্বর
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮॥০	৮॥০-৮।৶০	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ	৮॥০	বাজার বন্ধ
বেনারস ...	—	১২৸০			১১৸০-১১॥৶০	
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৩৵০-১৩৲	১৩৶০-১৩৵০			১৩৶০-১৩৵০	
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	—	—			৬৮৲	
কেশোরাম ...	১৯৶০-১৯৵০	—			—	
বঙ্গশ্রী ...	১৪৸৵০-১৪॥৵০	১৪।৵০			১৪।৵০	
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৸৵০-৭৸০	৭॥৵০-৭॥০			৭৸০	
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২৩৬৲-২৩৩৲	২৪০৲-২৩৭৲			২৪০৲-২৩৯৲	
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	১৯৵-১৮৸৶০	১৯৵০-১৮৸৶০			২২৲-১৯৲	
টিটাগড ...	৩৫।/০-৩৪/০	৩৭৵০-৩৬৲			৩৭।৵০-৩৬॥৵০	
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৩৮৭৲	৩৮৫৲-৩৮৪৲			—	
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৫৮৩৲-৫৮১৲	৫৮৪৲-৫৭৪৲			৫৮৩৲-৫৭৯৲	
কামারহাটি " " " ...	—	৮৪৫৲-৮৩৬৲			৮৪৬৲-৮৪২৲	
নদীয়া " " " ...	১৫৩৲-১৫০৲	১৫৩৲-১৫১৲			১৫৫৲-১৫৩৲	
প্রেসিডেন্সী " " " ...	১৪৸০-১৪॥৵০	১৪৸০-১৪॥৵০			১৪৸/০-১৪॥৵০	
রিলায়েন্স " " " ...	৯৪॥৵০-৯৪॥০	৯৫॥০-৯৪৸৵০			৯৫৵০-৯৪৸০	
কাঁকনাড়া " " " ...	৭৩২৲	৭৩৭॥০-৭২৭৲			৭৪৩৲-৭৩৫৲	
হাওড়া " " " ...	১০৫৸০-১০৪৲	১০৮॥৵-১০৬।০			—	
ডালহৌসী " " " ...	৪৬৫৲-৪৬০৲	৪৬৩৲-৪৬০৲			৪৬৬৲-৪৬০৲	
বজবজ " " " ...	৬৪৪৲	৬৫৫৲-৬৫৩৲			৬৫৪৲-৬৫০৲	
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " " ...	—	৩৬৫৲-৩৬০৲			৩৬৮৲-৩৬২৲	
এলায়েন্স " " " ...	—	৭৫৪৲			—	
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৬৵০	১৬৵০-১৫৸৵০			১৬।০-১৬৵০	
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	—	৪০৵০			৪০।৶০-৪০।০	
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩২॥০-৩২।৵০	৩২॥৶০-৩১॥৵০			৩২॥/০-৩২।৶০	
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—			—	
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " " ...	—	—			—	
কল্যাণী " " " ...	৫৩৲-৫২৲	৫২৲			৫২৲-৫১৲	
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	১১৵০	—			১১/০-১১৶০	
তেজপুর " " " ...	—	২৩৶০-২৩৵০			২৩৵০-২৩৲	
বিশ্বনাথ " " " ...	—	—			—	
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৬৸/০-১৬॥৶০	১৭৲-১৬॥৵০			—	
বি আই কর্পোরেশন ...	৮/০-৭৸৶০	৮॥০-৮৶০			৮।৶০-৮৶০	
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৭৫৲	১৭৬৲-১৭৩৲			১৭৯৲-১৭৬৲	
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৫॥৵০-১৫॥০	১৫৵০-১৫॥৵০			১৬৲-১৫৸/০	
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২১৮৲-২১৬॥০	২১৮৲			২১৮॥০-২১৬৲	
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " " ...	—	২৩॥০-২৩৲			২২।০-২১৵০	
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	১৩।০	১৩।/০			১৩।/০-১৩৵০	
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১০৸০-১০॥৵০	—			১০৸০-১০॥৵০	

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস্ ষ্ট্রীট
ফোন : বড়বাজার—৯৮৭

পাটনা সিটি শাখা ১১ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য এবং অদ্যকার দিনের সর্ব-প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির সঙ্গে তাল রেখে চলবার উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান-কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট ও সজাগ।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এবং শাখাসমূহ।

❀ কোকোলা
❀ কল্যানী
❀ ত্রিগুণ
❀ জুয়েল আমলা
কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

আর মিত্রের
ময়ূরমার্কা
তিলতৈল
মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে
আর মিত্র — পারফিউমার
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

হেড অফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি. ২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।
— সুদের হার —
কারেন্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।
অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।
চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

দি
বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স
লিঃ
হেড অফিস :
১এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
ফোন : কলিঃ ৩০৯৯
চেয়ারম্যান :
শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২
কার্য্যকরী মূলধন—১২ কোটি টাকার উপর
—কলিকাতা অফিসসমূহ—
৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯-এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং ১৩৯-বি, রসা রোড
: অন্যান্য অফিসসমূহ :

কুমিল্লা	জোড়হাট	দ্বারভাঙ্গা	নারায়ণগঞ্জ	পুরাণবাজার	ভাগলপুর
গৌহাটী	ডিব্রুগড়	ধুবড়ী	পাবনা	ব্রাহ্মণবেড়িয়া	ভৈরব
চট্টগ্রাম	ঢাকা	নিতাইগঞ্জ	পাটনা	বোম্বাই	ময়মনসিংহ
চাঁদপুর	তিনসুকিয়া	নওগাঁ	পাটনা সিটি	বরিশাল	রাজসাহী

মাদ্রাজে এজেন্সী আছে—
বৈদেশিক এজেন্সীসমূহ : লণ্ডন—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা—গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক, অষ্ট্রেলিয়া—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনী, মধ্য প্রাচ্য—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি, এণ্ড সি, এ)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়
লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 26th November, 1945. সোমবার, ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ [২৮শ সংখ্যা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

সাময়িক প্রসঙ্গ

কর্পোরেশন ধর্ম্মঘট

কলিকাতা কর্পোরেশনের ২০ হাজার কর্ম্মচারী ও মজুর গত ২৩শে নবেম্বর হইতে ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছে। এই ধর্ম্মঘটীদের ভিতর কর্পোরেশনের ১ হাজার কেরাণী, ১২ শত শিক্ষক ও ১৮ হাজার শ্রমিক, মিস্ত্রী ও ধাঙ্গড় রহিয়াছে। কেরাণী, শিক্ষক ও শ্রমিকদের এত বড় সমবেত ধর্ম্মঘট কলিকাতা কর্পোরেশনের জীবনে আর দেখা যায় নাই। কর্পোরেশনের কর্ম্মীদের প্রধান দাবী :—শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরী ২০ টাকা ধার্য্য করিতে হইবে, কর্ম্মচারীদের বর্ত্তমান বেতনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে, উপযুক্ত ছুটীর ও বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ প্রসারিত করিতে হইবে এবং নারী শ্রমিকদের জন্য প্রসূতি কল্যাণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিবার ১৫ দিন পূর্ব্বে কর্পোরেশন কর্ম্মচারী সমিতি এই সব দাবী কলিকাতার মেয়র, কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণ ও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সেক্রেটারী ও লেবার কমিশনের গোচরীভূত করিয়াছিলেন। ১৫ দিন মধ্যে এই সব দাবী পূরণের ব্যবস্থা না হওয়ায় কর্ম্মচারী সমিতি বর্ত্তমানে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন।

কর্পোরেশন ধর্ম্মঘটের ফলে কলিকাতার নাগরিক জীবনে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়াছে। গত ২৩শে নবেম্বর সহরে কলের জল পাওয়া একেবারে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য নিয়া গবর্ণর বর্ত্তমানে জলের কল চালু করিবার একটা সামরিক ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুপযুক্ত ব্যবস্থায় এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ জল পাওয়ারও সুবিধা হইতেছে না। সামরিক বিভাগের লোকদের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে জলের কল শেষ পর্য্যন্ত বিগড়াইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সহরে টিউব ওয়েলের সংখ্যা বেশী নহে। একান্ত প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহের জন্য লোকে নান্যগতি হইয়া এক সঙ্গে ঐ সমস্তের সমক্ষে ভিড় করিতেছে। এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটাছুটি করিয়া রন্ধন কার্য্যে ও অন্য গৃহস্থালী কার্য্যের জন্য যে জল মিলিতেছে তাহা খুবই অনুপযুক্ত। এদিকে ধাঙ্গড়রা কাজ বন্ধ করায় গৃহস্থ ঘরে ও রাস্তায় ময়লা জমিয়া পুঞ্জীভূত হইতেছে। স্নান, খাওয়া, মলত্যাগ প্রভৃতি জীবনযাত্রার সাধারণ কার্য্যাবলী আজ ব্যাহত হইতে চলিয়াছে। ঘরে ঘরে ইতিমধ্যেই রোগ-শোকের আধিক্য দেখা যাইতেছে। সর্ব্বত্র দুর্গন্ধ আবর্জ্জনা জমিয়া রোগের প্রকোপ নূতন করিয়া মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইবার উপক্রম হইয়াছে। অবস্থার গতি এইরূপ চলিলে কলিকাতাবাসীদিগকে পলাইয়া আত্মরক্ষার সুযোগ দেখিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ ধর্ম্মঘটীদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে তাঁহাদের সহিত অচিরে একটা আপোষ-মীমাংসায় অগ্রসর হউন, ইহাই আমাদের দাবী।

বিজ্ঞপ্তি

কলিকাতার শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য 'আর্থিক জগৎ প্রেসের' কাজ দুই দিন বন্ধ থাকাতে বর্ত্তমান সপ্তাহের "আর্থিক জগৎ" প্রকাশিত হইতে এক-দিন দেরী হইল। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

—ম্যানেজার, আর্থিক জগৎ

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৬৬৩-৭০
ভারত সরকারের ট্যাক্সনীতি	৬৭১-৭২
ভারতের দারিদ্র্য ও জীবনযাত্রার মান	৬৭৩-৭৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৬৭৫-৭৬
খেয়ালীর খাতা	৬৭৭-৭৮
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৬৭৯-৮৪
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৬৮৫-৮৬
বাজারের হালচাল—	৬৮৭-৯২

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা

যুদ্ধের অবসান ঘটিবার পর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দিন দিন বেকার সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিতেছে। সৈন্য বিভাগ ও অন্য নানা সরকারী বিভাগ ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে বর্ত্তমানে সপ্তাহে প্রায় ১ লক্ষ লোককে কর্ম্মচ্যুত করা হইতেছে। ইহার ফলে যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার প্রথম তিন মাসেই বেকারের সংখ্যা ১২ লক্ষের মত দাঁড়াইয়াছে। সামরিক দ্রব্যসম্ভারের উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে অদূর ভবিষ্যতে প্রতি সপ্তাহে ১ লক্ষের চেয়েও অনেক বেশী লোককে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিতে হইবে। এইভাবে লোক বেকার হইতে থাকিলে ১৯৪৬ সালের প্রথম ভাগে উহাদের সংখ্যা ৬০ লক্ষের কম দাঁড়াইবে না।

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে। আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা।
ফোন : পি কে—২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের সময়ে ঐ দেশের লোকদিগকে যুদ্ধোত্তর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভরসা দিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে নানা ক্ষেত্রে যাহাদের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছিল যুদ্ধের পরে তাহাদের পুনর্নিয়োগের জন্য ব্যাপকভাবে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে বলিয়া তাঁহারা বড় বড় বুলি আওড়াইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ ফুরাইয়া যাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার গরজ তাঁহাদের ফুরাইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে পণ্যসামগ্রীর মূল্য ও চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বেশী মজুরী দিয়া অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছিলেন। নানা দিক দিয়া মন্দা বাজারের সূচনা দেখিয়া আজ অনেক বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানও লোক ছাঁটাই করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন যাহারা নিজেদের গতর খাটাইয়া কলমালিকদের মুনাফা জোগাইয়াছে তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এতটুকু সহানুভূতি কলমালিকরা আজ প্রদর্শন করিতেছেন না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে বেকারের সংখ্যা অব্যাহতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কে ঐ দেশের গবর্ণমেণ্টের কোন সুসঙ্কল্পিত কার্য্যনীতির পরিচয় আমরা এখনও পাইতেছি না। ভারতের মত ঐ দেশে সরকারী টালবাহানা ও অব্যবস্থার নমুনাই আমরা লক্ষ্য করিতেছি। পার্থক্য এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্ম্মচ্যুত লোকদের জন্য প্রতি সপ্তাহে সরকারীভাবে একটা অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা আছে, ভারতবর্ষে সেরূপ কোন বিধি-ব্যবস্থার পর্য্যন্ত বালাই নাই।

নিম্নতম মজুরীর ব্যবস্থা

ভারতের শ্রমিকেরা যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময় কাজ করিয়া প্রতি দিন, প্রতি সপ্তাহ বা প্রতি মাসের হিসাবে একটা নিম্নতম মজুরী পাইতে পারে ভারত সরকারের শ্রমিক বিভাগ তজ্জন্য একটা আইন প্রণয়নের কথা বিবেচনা করিতেছেন। এবিষয়ে একটি খসড়া বিল ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হইয়াছে। শ্রমিক সচিব ডাঃ বি আর আম্বেদকর বিভিন্ন প্রদেশের লেবার কমিশনার, কনসিলিয়েসন অফিসর ও লেবার ইনস্পেক্টরদের নিয়া আগামী ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে একটি বৈঠক বসাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ঐ বৈঠকে নিম্নতম মজুরী সম্পর্কে সরকারী খসড়া বিলটি আলোচিত হইবে। এই বিলে বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের প্রাপ্য নিম্নতম মজুরীর হার বাঁধিয়া দিতে বলা হইয়াছে। আপাততঃ ১৮ প্রকারের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এইভাবে নিম্নতম মজুরীর হার স্থির করিয়া দেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কাপড়ের কল, ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা, কয়লা ও ধাতুর খনি, কাগজের কল, প্রেস, যান-বাহন প্রতিষ্ঠান, রাসায়নিক কারখানা এবং দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে। কৃষিশ্রমিক সম্পর্কেও উক্ত বিলে নিম্নতম মজুরীর হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকদের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়া প্রাদেশিক সরকার-সমূহ উপযুক্ত পরামর্শ সমিতি গঠন করিবেন। এই সব সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী তাঁহারা সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য যথোচিত নিম্নতম মজুরীর হার স্থির করিয়া দিবেন।

নির্দ্দিষ্ট সময় কাজ করিয়া শ্রমিকরা যাহাতে উপযুক্ত মজুরী পায় সেজন্য দুনিয়ার অনেক দেশে শিল্পব্যবসায়ের অবস্থা ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের কথা বিবেচনা করিয়া সরকারীভাবে শ্রমিকদের নিম্নতম পাওনার হার বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ভারতে শ্রমিকদের কল্যাণে এই ধরণের সুব্যবস্থা অবলম্বনে এতদিন গবর্ণমেণ্ট সচেষ্ট হন নাই। ফলে অনেক শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিকদিগকে তাহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিতেছে। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রচুর মুনাফার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক স্থলে শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর হইতেছে না। সে দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এতদিন পরে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার নির্দ্ধারণ সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। তবে ভারত গবর্ণমেণ্টের ঐ সঙ্কল্প কতটুকু আন্তরিক সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। শ্রমিক কল্যাণের জন্য অনেক গালভরা কথা বলিয়া গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত এদেশে তাহা যথাযথ কার্য্যকরী করেন নাই এরূপ নজীর আমরা ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট দেখিয়াছি। শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী সম্পর্কে আইন প্রণয়নের বর্ত্তমান প্রস্তাব বোম্বাই বৈঠকে গৃহীত হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব শীঘ্র তাহা কার্য্যতঃ বলবৎ করিবার ব্যবস্থা করিবেন ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?

রেশনের পচা চাউল

কলিকাতার বিভিন্ন গুদামে সহস্র সহস্র মণ চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পচিয়া গিয়াছে বলিয়া কিছুকাল যাবৎ বিভিন্ন সূত্রে খবর পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি রেশনে যে চাউল দেওয়া হইতেছে তাহা হইতে উক্ত খবর সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রেশনের চাউল রন্ধনের পর মুখে দেওয়া দুঃসাধ্য, দুর্গন্ধে বমির উদ্রেক হয়। ইহার সহিত আবার অজস্র কাঁকর! মণকরা আড়াই সের কাঁকর লোকে ধরিয়াই লইয়াছে; বর্ত্তমানে উহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রেশনের এই চাউল খাইয়া কলিকাতাবাসীর কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পরলোকযাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় আছে বলিয়া আশা করিতে পারিতেছি না। মফঃস্বলেও নাকি এই ধরণের হাজার হাজার মণ পচা চাউল চালান দেওয়া হইতেছে। গত দুর্ভিক্ষের ধাক্কা সামলাইয়াও বাঙ্গলা দেশে যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহাদের পরলোকযাত্রার পথ গবর্ণমেণ্ট দ্রুত সুগম করিয়া দিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের এই হৃদয়হীন ব্যবস্থা দিন দিন সকলের পক্ষেই অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে।

আমরা এবিষয়ে অবিলম্বে প্রতিকারের উপায় অবলম্বনের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী জানাইতেছি। রেশনের পচা চাউল সরবরাহের জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের বিচার ও শাস্তিদানের জন্যও আমরা দাবী জানাইতেছি।

চোরাবাজার দমনে বাঙ্গলা সরকারের কৃতিত্ব?

গত ২০শে নবেম্বর বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল স্যার ডগলাস গর্ডন সাংবাদিক বৈঠকে চোরাবাজার দমনে বাঙ্গলা সরকারের কৃতিত্বের বর্ণনা করিতে গিয়া আসল কথা ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গত মাসে কলিকাতায় সাড়ে সাত হাজার লোকের বিরুদ্ধে মজুতদারী ও অতিরিক্ত মুনাফা লওয়ার অভিযোগে মামলা আনা হয় এবং উহার মধ্যে সাড়ে চার হাজার লোকের শাস্তি হয়। মফঃস্বলে ঐ সময়ের মধ্যে সাড়ে তিন হাজার লোকের শাস্তি হয়। কিন্তু অধিকাংশই 'চুনাপুঁটি', 'রাঘব বোয়াল' জালে পড়ে নাই বলিলেই হয়। কেন পড়ে নাই এই প্রশ্নের উত্তরে স্যার ডগলাস বলিয়াছেন, "তাহারা গা-ঢাকা দিতে পারে এবং গা-ঢাকা দিবার মত অর্থসামর্থ্যও তাহাদের আছে।" অত্যন্ত পরিষ্কার জবাব, বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না, আমাদেরও হয় নাই! ইহার পর অবশ্য স্যার ডগলাস আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের "শক্তি লোকের দিক এবং গুণের দিক হইতে বৃদ্ধি পাইতেছে" এবং তাঁহারা 'রাঘব বোয়ালদে'র পিছু লাগিয়াছেন এবং 'আক্রমণও করিবেন'। অত্যন্ত আশার কথা সন্দেহ নাই। যুদ্ধ থামিয়া গেল, বৃটিশের বিপুল প্রতাপের এত পরিচয় লোকে পাইল, তবু শুধু চোরাবাজার দমন করিতে গিয়া বৃটিশ বীরেরা এত হিমসিম খাইয়া গেলেন যে, এখনও তাঁহাদের যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইতেছে! তাঁহাদের যোগ্যতার কোন প্রশ্ন না তুলিয়া শুধু দুইটী প্রশ্ন আমরা স্যার ডগলাসকে করিতে চাই। প্রথমতঃ, চোরাবাজারের ব্যাপ্তি কতখানি অর্থাৎ কত লোক চোরাকারবারে ব্যাপৃত আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন এবং তাঁহাদের জালের পরিসর কতটুকু অর্থাৎ অনুপাতে কয়জন এযাবৎ ধরা পড়িয়াছে? দ্বিতীয়তঃ, স্যার ডগলাস গর্ডন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, 'রাঘব বোয়াল'দের জোর অনেক বেশী। এখন প্রশ্ন এই যে, 'রাঘব বোয়াল' ধরিবার মত শক্ত জাল তাঁহার আছে কি?

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন: কলিঃ ৩৩৮১ :: তার: 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লোকের জীবনযাত্রার উপর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়াইয়াছে, 'ইকনমিষ্ট' পত্রের সম্পাদক মিঃ জি ক্রথার (Geoffrey Crowther) সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে তাহা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান পূর্ব্বের তুলনায় নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের লোকেরা খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও শিক্ষা বাবদ যে অর্থ-ব্যয় করিত এক্ষণে সে তুলনায় গড়ে শতকরা ১৭ ভাগ কম অর্থ ব্যয় করিতেছে। অপর দিকে যুদ্ধের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা উন্নত জীবনযাত্রার প্রয়োজনে পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ১৯ ভাগ বেশী অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। তিনি বলেন, সামরিক উপকরণ সরবরাহ ও সামরিক খরচপত্র মিটানোর ব্যাপারে দুই দেশের অবলম্বিত বিধি-ব্যবস্থার তারতম্যই লোকের জীবনযাত্রা সম্পর্কে এই পার্থক্য ঘটাইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে সকল দেশের সমক্ষেই সামরিক সরঞ্জাম ও রসদ যোগাইবার প্রয়োজনীয়তা বড় হইয়া দেখা দেয়। এই প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার তিনটি উপায় রহিয়াছে। প্রথমতঃ, সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া দেশে সকল শ্রেণীর আবশ্যকীয় মালপত্রের উৎপাদন পূর্ব্বের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা। নূতন কলকারখানা স্থাপন করিয়া সামরিক সরঞ্জাম তৈয়ারের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়তঃ যদি বে-সামরিক মালপত্রের উৎপাদন বজায় রাখিয়া সামরিক মালপত্রের যোগান বাড়ানো সম্ভবপর না হয় তবে বে-সামরিক পণ্যসম্ভার তৈয়ারের মাত্রা হ্রাস করিয়া দেশের শ্রমিক শক্তি ও দেশের কলকারখানার কতকাংশকে সামরিক দ্রব্যসামগ্রী তৈয়ারে নিয়োগ করা। তৃতীয়তঃ, দেশের মূলধন খোয়াইয়া ও ক্রেডিট ভাঙ্গাইয়া বাহির হইতে প্রয়োজনীয় মালপত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। প্রথমোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া যদি কোন দেশ তাহার প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে পারে তবে যুদ্ধের সময় লোকের জীবনযাত্রার উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিবার কথা নহে। কিন্তু যদি যুদ্ধের গরজে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পন্থার উপর নির্ভর করিতে হয় তবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান তাহাতে খর্ব্ব না হইয়া পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার কথা বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ঐ দেশ মুখ্যতঃ নিজেদের উৎপাদন বাড়াইয়াই যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ঐ দেশ নূতন কলকারখানা গড়িয়া তুলিয়া কেবল সামরিক মালমসল্লাই অধিক পরিমাণে উৎপাদন করে নাই, সাধারণের ব্যবহার্য্য জিনিষও পূর্ব্বের তুলনায় বেশী পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা যে যুদ্ধের প্রয়োজনই ভালভাবে মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে তাহা নহে, বেশী পণ্য প্রস্তুত করিয়া তাহারা উহা দ্বারা নিজেদের আয় ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়াইয়া লইয়াছে। কিন্তু বৃটেন যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন আবশ্যকানুরূপ বৃদ্ধি করিতে পারে নাই; যুদ্ধের প্রয়োজনে বেসামরিক উৎপাদন খর্ব্ব করিয়া সামরিক সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ারের কাজে তাহাকে কর্ম্মশক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে হইয়াছে। ইহাতেও যুদ্ধের দাবী পরিপূরিত না হওয়ায় তাহাকে মূলধন খোয়াইয়া ও ক্রেডিট ভাঙ্গাইয়া বাহির হইতে প্রয়োজনমত রসদ ও মালমসল্লা সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ফলে ঐ দেশে লোকের জীবনযাত্রার উপর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বিরূপ হইয়া দেখা দিয়াছে।

মিঃ ক্রথার তাঁহার প্রবন্ধে ভারতের কথা উল্লেখ করেন নাই সত্য, কিন্তু লোকের জীবনযাত্রার মান খর্ব্ব করিয়া তাহার বিনিময়ে বৃটেনের অনুরূপভাবে এদেশেও যুদ্ধ-প্রচেষ্টা চালাইবার নজির আমরা দেখিয়াছি। বৃটেন সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে যে, ঐ দেশে কাঁচামালের স্বাভাবিক যোগান যেরূপ কম এবং শত্রু আক্রমণে ঐ দেশ যেভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহাতে সামরিক ও বেসামরিক সকল শ্রেণীর পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াইয়া উহার পক্ষে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু ভারতে পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে তেমন অসুবিধা বিশেষ দেখা যায় নাই। এ দেশের স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে কৃষি ও শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করিলে গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান খর্ব্ব না করিয়াও এদেশের ক্রমবর্দ্ধিত উৎপাদন দ্বারা যুদ্ধের সময়ে সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজন দুই-ই মিটাইতে পারিতেন। ভারতে যে সে ব্যবস্থা হয় নাই, বৃটিশ সরকার ও ভারত সরকারের অদূরদর্শী নীতিই তাহার জন্য দায়ী।

মৎস্য রক্ষা আইন

রুই, কাৎলা প্রভৃতি মৎস্যের পোনা ও ইলিশ মাছ রক্ষার জন্য ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন। আমাদের দেশে মৎস্যকুল যে ভাবে নির্ব্বংশ হইতেছে তাহাতে মৎস্যকুল রক্ষার একটী ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা সবসময়েই গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিবার মতো। মৎস্যের চাষ বৃদ্ধি করিয়া, মৎস্যজীবীদের আধুনিক মৎস্য-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করাইয়া এবং তাহাদের উপযুক্ত সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়া মৎস্য-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আজও হয় নাই। অবশ্য, এ সম্পর্কে বড় বড় পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে, তবে সরকারী পরিকল্পনা বলিয়াই আমরা উহাতে ভরসা পাই না।

মোটের উপর সমস্ত ব্যাপারের ন্যায় এক্ষেত্রেও পুলিশী মেজাজের পরিচয়ই দেওয়া হইয়াছে; ফলে মৎস্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধি উভয় সমস্যাই বোধ হয় যুগপৎ দেখা দিবে।

ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ

গত ৯ই নবেম্বর দেশীয় পণ্যোৎপাদক সমিতির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় লেঃ কর্ণেল ডি, এন, ভট্টাচার্য্য তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে দেশীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে, এদেশের অর্থনীতিবিদ্ ও শিল্পপতিরা যুদ্ধোত্তর শিল্প পুনর্গঠনের সমস্যা লইয়া যতই মাথা ঘামান না কেন কায়েমী স্বার্থের পাহাড়ে লাগিয়া তাঁহাদের সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হইয়া যাইবে। লেঃ কর্ণেল ভট্টাচার্য্যের এই আশঙ্কা যে কত সত্য প্রতিদিনই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ষ্টার্লিং ব্যালান্স হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটখাট সমস্ত ব্যাপারেই বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের উগ্র মূর্ত্তি প্রতিদিনই প্রকট হইয়া উঠিতেছে। দ্বিতীয়তঃ লেঃ কর্ণেল ভট্টাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, বৃটেন ও ডোমিনিয়নগুলিতে কেবলমাত্র যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে কণ্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে উহা দ্রুত অপসারিত হইতেছে। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষে দেশীয় পণ্য উৎপাদন ও বিতরণে নূতন ও কঠিনতর বাধা রচনা করা হইতেছে। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্পগুলির নিকট বিপুল পরিমাণ মালের অর্ডার দেওয়ায় প্রত্যেক শিল্পই সম্প্রসারিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় কারখানাগুলি কাজ কমাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইতেছে। অথচ এই কারখানাগুলিতে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য বহু পণ্য উৎপন্ন হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এখনও ভারত রক্ষা আইনের বলে কাঁচামাল আমদানী, মাল প্রেরণ ইত্যাদি ব্যাপারে অযথা বাধার সৃষ্টি করিয়া এই শিল্পগুলিকে পঙ্গু করিয়া দিতেছেন। এই অবস্থার ফলে ধর্ম্মঘটেরও হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে।

দেশীয় শিল্প, বিশেষ করিয়া যুদ্ধকালীন শিল্পগুলি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বেও করিয়াছি। বৃটিশ কায়েমী

গ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা ফোন : ক্যাল ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত—১৯২৬)

হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড—১১,৭৫,০০০৲ টাকার উপর

কার্য্যকরী মূলধন—১,৩৫,০০,০০০৲ " "

—শাখাসমূহ—

খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালনা, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), নাটোর, নওগাঁ, রাজসাহী, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

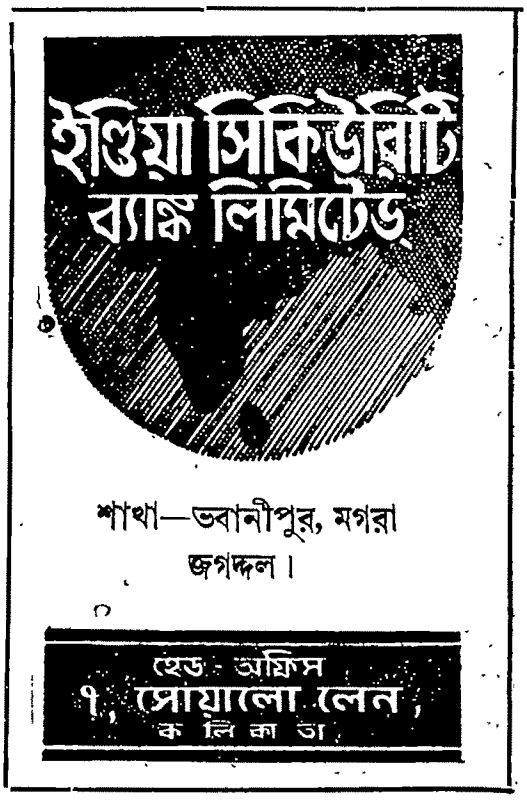

শাখা—ভবানীপুর, মগরা জগদ্দল।

হেড অফিস
৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা

স্বার্থ রক্ষার আগ্রহই যে গবর্ণমেণ্টের এই মনোভাবের জন্য দায়ী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য শ্রমিক সমস্যার সমাধানের জন্য সালিশী বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা উহার বিরোধী নহি, কিন্তু তিনি যে মূল সমস্যার কথা নিজেই তুলিয়াছেন তাহার সমাধান না হইলে কেবলমাত্র সালিশী বোর্ডের দ্বারা এবং শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের সদিচ্ছার দ্বারা ইহার সমাধান হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। স্বদেশী শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য দেশীয় পণ্যোৎপাদকদের ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য এবং দেশের জনসাধারণের মনে দেশীয় পণ্য সম্পর্কে যে সকল ভুল ধারণা আছে সেগুলি দূর করিবার জন্য যে আবেদন জানাইয়াছেন আমরা তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতীত বিপুল শক্তিশালী বিদেশী কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়া সম্ভব হইবে না এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা দেশীয় পণ্যোৎপাদক ও জনসাধারণ উভয় পক্ষ হইতেই করা প্রয়োজন। শুধু 'স্বদেশী' বলিয়া জনসাধারণের মনে প্রেরণা জাগাইয়া যে-কোন জিনিষ বাজারে চালাইয়া দিলে সে প্রেরণা বেশীদিন থাকিতে পারে না। জনসাধারণের অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেশীয় পণ্যোৎপাদকরা যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট মাল বাজারে ছাড়িলে জনসাধারণ স্বদেশী পণ্যের প্রকৃত সমর্থক হইবে এবং স্বদেশী শিল্পের জন্য প্রাণপণে লড়িবার প্রেরণা লাভ করিবে।

ব্রড গজ বনাম মিটার গজ

ভারতে ব্রড গজ, মিটার গজ ও নেরো গজ—এই তিন শ্রেণীর রেলপথের প্রচলন থাকায় এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করিতে যাত্রীসাধারণকে প্রায়ই গাড়ী বদল করিতে হয়। এক লাইন হইতে অন্য লাইনে মাল চালান দিতে ওয়াগান বদলানোর আবশ্যকতাও দেখা দেয়। ইহাতে অসুবিধা ও বিলম্ব দুইই বেশী করিয়া ঘটিয়া থাকে। ভারতে কেবল ব্রড গজ শ্রেণীর রেলপথ প্রচলিত হইলে এই শ্রেণীর হাঙ্গামা দূর হইতে পারে। সেজন্য যুদ্ধোত্তর রেলওয়ের পরিকল্পনায় ঐ বিষয়ে একটা উপযুক্ত কার্য্যনীতি নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। মহারাষ্ট্র চেম্বার অব কমার্সের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কিছুদিন পূর্ব্বে রেলওয়ে বোর্ডের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়া এবিষয়ে তাঁহাদের আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বিশ বৎসরের পরিকল্পনা নিয়া ভারতের রেলপথসমূহকে তাঁহারা একটিমাত্র গজে রূপান্তরিত করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, ভারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ড এইসব সুপরামর্শ গ্রহণ করা সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। প্রকাশ, উক্ত চেম্বারের স্মারকলিপির জবাবে রেলওয়ে বোর্ড তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ভারতের মত বিরাট দেশে দুই বা তিন প্রকারের রেলওয়ে গজ বজায় রাখা অস্বাভাবিক বা অনুচিত কিছু নহে। রেল বোর্ডের এই ফাঁকা জবাবে উপরোক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহাদের নিতান্ত দায়িত্বহীনতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড দেশ বলিয়া এদেশে বিভিন্ন গজের রেলপথ বজায় রাখার কোন সার্থকতা নাই। রেলে সুদূরবর্ত্তী অঞ্চলে যাত্রী ও মাল চলাচল করিতে হইলেও সে বিষয়ে অযথা বিলম্ব ও অসুবিধার কারণ যাহাতে না ঘটে তাহা দেখা প্রয়োজন। সে প্রয়োজনে ভবিষ্যতে ভারতের রেলপথগুলিকে একই রূপ গজে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা খুবই সঙ্গত। রেলওয়ের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় এদেশে কয়েক সহস্র মাইল নূতন রেলপথ খুলিবার প্রস্তাব আছে। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট গজ অনুসরণের নীতি স্থির না হইলে সরকারী খেয়াল মত বিভিন্ন গজের নূতন রেলপথ খুলিতে গিয়া এদেশে রেলপথের বৈচিত্র্য নূতন করিয়া অহেতুকভাবে বৃদ্ধি করা হইবে। কেবলমাত্র ব্রড গজ লাইন প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প লইয়া গবর্ণমেণ্ট যদি এখন হইতে পুরাতন মিটার গজ ও নেরো গজ রেলপথগুলিকে সেভাবে পরিবর্ত্তিত করার ব্যবস্থা করেন এবং নূতন লাইন খুলিতে গিয়া যদি তাহা ব্রড গজের মাপেই গড়িয়া তোলা হয় তবে ভবিষ্যতে অহেতুক হাঙ্গামা ও অসুবিধা হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রমিকদের খাটুনীর সময় হ্রাসের প্রস্তাব

শ্রমিকদের খাটুনীর সময় সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা করিবার প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রধানতঃ তিনটী উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এই প্রস্তাব বিবেচনা করিতে চাহেন:—প্রথমতঃ, উৎপাদন বৃদ্ধি। খাটুনীর সময় কমাইয়া অধিক সংখ্যক সিফ্‌ট বা পালা প্রবর্ত্তন করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, অধিক সংখ্যক শ্রমিক কাজ পাওয়ায় বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে। তৃতীয়তঃ শ্রমিকরা বিশ্রাম পাইবে। যুদ্ধের সময় দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমের ফলে শ্রমিকদের উপর অত্যন্ত চাপ পড়িয়াছে। কাজেই খাটুনীর সময় হ্রাসের দ্বারা উহারা বিশ্রাম পাইবে।

সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা খাটুনীর সময় নির্দ্ধারণের দাবী শ্রমিকদেরই দাবী এবং অধিকাংশ সভ্য দেশেই এই দাবী স্বীকৃত হইয়াছে। ভারত সরকার এই বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত, কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পগুলি রক্ষার এবং দেশীয় শিল্পগুলির সম্প্রসারণে সর্ব্বতোভাবে সহায়তাদানের ব্যবস্থা না করিয়া অকস্মাৎ ৪৮ ঘণ্টায় সপ্তাহ প্রবর্ত্তন করিলে দেশীয় শিল্পগুলির উপর চাপ পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ, খাটুনীর সময় হ্রাসের অজুহাতে যাহাতে শ্রমিকদের মজুরী হ্রাস না করা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অল্প মজুরীতে অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের দ্বারা বাহ্যতঃ বেকার-সমস্যা সমাধান হইলেও কার্য্যতঃ শ্রমিকশ্রেণীর আর্থিক দুরবস্থা বাড়াইয়া তোলা হইবে। আমরা আশা করি উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারত সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

বস্ত্র-সমস্যা লইয়া ছেলেখেলা

বস্ত্র-সমস্যা লইয়া ভারত সরকার যেন ছেলেখেলা সুরু করিয়াছেন। তাঁহাদের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা এক এক সময় এক এক রকম উক্তি করেন। সে সমস্ত উক্তির অর্থ বুঝা ভার।

ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মবীর কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের আগে লোকে ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ কাপড় পাইত এখন তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ শতকরা ২৫ ভাগ বস্ত্র কম পড়িয়াছে। কিন্তু সেদিন ভারত সরকারের সহকারী টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ বি, জি, প্যাটেল বেতার-আলোচনায় বলিলেন যে, কাপড়ের বিশেষ কিছু ঘাটতি পড়ে নাই। যুদ্ধের আগে যে পরিমাণ কাপড় পাওয়া যাইত এখনও প্রায় তাহাই পাওয়া যাইতেছে এবং যুদ্ধপূর্ব্ব কালের তুলনায় কাপড়ের কলগুলিতে শতকরা ৩০ ভাগ বস্ত্র বেশী প্রস্তুত হইতেছে। এদিকে বোম্বাই মিলমালিক সমিতি বলিতেছেন যে, যুদ্ধ-পূর্ব্ব কালের তুলনায় জনসাধারণের ব্যবহার্য্য কাপড় শতকরা ছয় ভাগ কম সরবরাহ হইতেছে। জনসাধারণ এই পরস্পরবিরোধী উক্তি হইতে কি অর্থ উদ্ধার করিবে? মিঃ প্যাটেলের উক্তি শুনিয়া মনে হয় যেন সবই বেদান্তের মায়া! মিঃ প্যাটেল আবিষ্কার করিয়াছেন যে, আসলে

গ্রাম : কেরীয়ার স্থাপিত : ১৯৩০

সেণ্ট্রাল পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
১, শম্ভু মল্লিক লেন, (বড়বাজার), কলিকাতা।
শাখা
বাঁকুড়া, নবীনগর (গয়া), গয়া, বেনারস, কটক।
জাপলা ও পাটনা শাখা
গত ২রা নভেম্বর খোলা হইয়াছে।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বি, এন, আগরওয়াল, চেয়ারম্যান।
বি, মিশ্র, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

(কলিকাতা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ কবিরাজবৃন্দের অভিমত)

বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল

যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতির ফলে এদেশে যে সকল শিল্প ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান উদ্ভূত হইতেছে, সে সকলের মধ্যে কেশতৈল প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুত-শিল্পের অস্বাভাবিক প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। কিন্তু এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ লোকের সংখ্যা অধিক নহে; সে জন্য বহু প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত পণ্যেরই বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। বিজ্ঞাপনে অতিরঞ্জনের দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া বিকৃত ও অবিশুদ্ধ সামগ্রী বিক্রয়করতঃ অর্থাগম করা যায় বটে কিন্তু এ সকল হীন প্রচেষ্টা দেশের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর।

কেশ ও মস্তিষ্কের পক্ষে প্রকৃত উপকারী কেশতৈল প্রস্তুত করা সহজসাধ্য নহে; নানাপ্রকারের তৈল রঞ্জিত করিয়া তাহাতে উগ্র গন্ধদ্রব্য সংমিশ্রণ করিয়া দিলেই প্রকৃতপক্ষে কেশতৈল প্রস্তুত হয় না; এ সকল তৈল কেশ ও মস্তিষ্কের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈলই বাস্তবিক পক্ষে কেশ ও মস্তিষ্কের বিষয়ে অশেষ হিতকারী; কিন্তু উহার প্রস্তুতপ্রণালী বহু গবেষণা ও সাধনাসাপেক্ষ। আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরের ভাণ্ডারে রত্নের অভাব নাই, কিন্তু সেই রত্ন আহরণের যোগ্যতা সাধনা ব্যতীত আদৌ লাভ করা যায় না। এতদ্বিষয়ে ভেষজ-বিশারদ শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিনি বহু গবেষণা করিয়া বহু বৎসর পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে নানাজাতীয় ভেষজাদি সংমিশ্রণে তাঁহার প্রস্তুত 'হিমকল্যাণ' তৈলটীকে অশেষ গুণসম্পন্ন করিয়াছেন। স্বর্গীয় কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী গবেষণাবলে আয়ুর্ব্বেদীয় মতে সর্ব্বগুণসম্পন্ন যে কেশতৈল প্রস্তুতপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথের 'হিমকল্যাণ' কেশতৈলের প্রস্তুতপ্রণালীও তদনুরূপ হওয়ায় নগেন্দ্রনাথ বাচস্পতি-মহাশয়ের বিশেষ স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। এজন্য নগেন্দ্রনাথের সৃজনিপ্রতিভা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই গবেষণামূলক কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ বিগত ইং ১৯৪৪ সনের আগষ্ট মাসে 'হিমকল্যাণে'র রজত-জয়ন্তী উৎসবে কলিকাতা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ কবিরাজ ও পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'ভেষজ-বিশারদ' ও 'শাস্ত্রী' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার উদ্ভাবিত 'হিমকল্যাণ'-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন ও ঘোষিত হইয়াছে। 'হিমকল্যাণ'ই প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ 'আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল'—আমরা ইহাই অভিমত প্রদান করিতেছি।

স্বাঃ ভিষগাচার্য্য শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক দর্শনতীর্থ

„ কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক,
প্রিন্সিপাল—মহারাজা কাশিমবাজার গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।

„ ভিষক কুলতিলক শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন,
প্রিন্সিপাল—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।

স্বাঃ প্রাণাচার্য্য কবিরাজ—
শ্রী সুশীল কুমার সেন,
এম, এস-সি, কবিরত্ন,
প্রিন্সিপাল ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল।

„ কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ
অধ্যক্ষ—শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ

বহু নকল হইতেছে
সাবধান

'হিমকল্যাণ'
বিশুদ্ধ হিমস্নিগ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল

বহু নকল হইতেছে
সাবধান

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস :: কলিকাতা

বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ হয় নাই। লোকে সূক্ষ্ম বস্ত্র চায়, কিন্তু কাপড়ের কলগুলিতে মোটা কাপড় ছাড়া সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করার যন্ত্রপাতি নাই; ইহা লইয়াই যত গোলযোগ! হিং টিং ছটের মত 'যা কিছু জটিল ছিল হয়ে গেল জল।' এই অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারের জন্য ভারত সরকার মিঃ প্যাটেলকে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিবেন না?

গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোল ব্যবস্থা, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের পরস্পরবিরোধী উক্তি এসবের অর্থ কি, এই প্রশ্ন যদি জনসাধারণ তুলেন তবে আমরা বলিব, 'বুঝ সুধী যে জান সন্ধান!'

বাঙ্গলায় মৃত্যুহার বৃদ্ধি

যুদ্ধকালে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং মার্কিন ও বৃটিশ সামরিক হাসপাতালগুলি যাহাতে বাঙ্গলার জনসাধারণের কাজে লাগানো হয় তজ্জন্য গত ১০ই নবেম্বর চিকিৎসকদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাঙ্গলার স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিরতিশয় উদ্বেগজনক।

ডাঃ রায় বলেন যে, বাঙ্গলায় গত কয়েক বৎসর যাবৎ জন্মের হার হ্রাস পাইতেছে এবং মৃত্যু হার বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৪২ সালে মোট জন্মসংখ্যা ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ২ শত ৯৯ এবং মৃত্যুসংখ্যা ১২ লক্ষ ২২ হাজার ১ শত ৬৪; ১৯৪৩ সালে মোট জন্মসংখ্যা ১১ লক্ষ ৫১ হাজার ৫ শত ৫৬ এবং মৃত্যুসংখ্যা ১৯ লক্ষ ৮ হাজার ৬ শত ২২; ১৯৪৪ সালে মোট জন্মসংখ্যা ৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ২ শত ১০ এবং মৃত্যুসংখ্যা ১৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৮ শত ৭০ ছিল। ১৯৪৫ সালের প্রথম তিন মাসের হিসাবেও দেখা গিয়াছে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা অধিক।

বাঙ্গলার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যুদ্ধকালীন হাসপাতালসমূহ পরিচালনা সম্পর্কে ডাঃ রায় যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন বাঙ্গলা সরকার তাহা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

চোরাবাজার ও জনসাধারণের দায়িত্ব

চোরাবাজারের ব্যাপক প্রসারের জন্য জনসাধারণের দায়িত্ব কম নহে। জনসাধারণের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত ও সচেতন নহে বলিয়াই চোরাবাজারের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে। চোরাবাজার প্রসঙ্গে এঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার তৃতীয় বার্ষিক সভায় মিঃ ড্রাইভার তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে এই কথা বলিয়াছেন। দেশের জনসাধারণ কি অবস্থায় পড়িয়া নিজেদের সমস্ত নৈতিক বল হারাইয়া ফেলিয়াছে, মিঃ ড্রাইভার তাহা বিশ্লেষণ বা আলোচনা করেন নাই। তথাপি তিনি জনসাধারণের বিবেকবুদ্ধির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন জনসাধারণ যদি উপযুক্ত নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের অকর্ম্মণ্যতা এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের সীমাহীন লোভের ফলে সৃষ্ট চোরাবাজারের যূপকাষ্ঠে বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুকে প্রাণ হারাইতে হইত না। চোরাকারবারে ফাঁপিয়া-ওঠা কোন কোন অসাধু ব্যবসায়ী গান্ধীজীর নিকট গিয়া ভাল মানুষ সাজেন এবং "মানবহিতায়" প্রার্থনা করিতেও ভুলেন না, একথা বলিয়া মিঃ ড্রাইভার যে তীব্র বিদ্রূপ করিয়াছেন তাহার কষাঘাত উক্ত ব্যবসায়ীদের গায় লাগিবে কি না জানি না, তবে সাধারণ মানুষ মিঃ ড্রাইভারের এই স্পষ্ট ভাষণে খুসী হইবে, সন্দেহ নাই। চোরাবাজারের আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ ড্রাইভার আর একটী বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় শিল্পগুলি যে সকল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইবে সেগুলির মধ্যে চোরাবাজারের উল্লেখ করার কারণ আছে। চোরাবাজারের ন্যায় সমাজ-বিরোধী কার্য্যকলাপের ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শত্রুরা আরও সুবিধা পাইবে।

চোরাবাজারের প্রসারের ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এবং ধনতন্ত্র-বিরোধীরা তাহাদের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করিতে পারে একথা অধিকাংশ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিই চিন্তা করেন না। মিঃ ড্রাইভারের এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া আশা করি।

আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা

বেঙ্গল গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার সভাপতি মিঃ ডি, এন, সেন এম, এল, এ তাঁহার অভিভাষণে কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন।

নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনাকালে তিনি বলিয়াছেন যে, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলি বাজার দখল করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে সস্তায় প্রচুর মাল ঢালিবে (ডাম্পিং) এরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং উহা কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতীয় শিল্পগুলির সর্ব্বনাশ হইবে। বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য কলকব্জা আমদানীর আশাও অল্প। এরূপ অবস্থায় তিনি প্রস্তাব করিতেছেন যে, আমদানী পণ্যের গুরুত্ব অনুযায়ী আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হউক অর্থাৎ কলকব্জা প্রভৃতি জিনিষ অগ্রে আমদানী করিতে দেওয়া হউক। জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী পণ্যসমূহ যাহাতে নির্ব্বিচারে আমদানী না করা হয় তজ্জন্য দেশের আভ্যন্তরীণ সরবরাহের পরিমাণ বুঝিয়া কোটা নির্দ্ধারণ করিয়া

THE UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা।

বিলিকৃত মূলধন— ৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ২ " "
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৭॥০ লক্ষ "

বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্
মিঃ জি ডি বিড়লা (চেয়ারম্যান)
মিঃ এম এ ইস্পাহানি (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি সরাইয়া (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ অনন্তচরণ লাহা
মিঃ মহাদেও এল্ দহন্মুকর
মিঃ নবীনচন্দ্র মফৎলাল
মিঃ মদনমোহন আর রুইয়া
মিঃ মতিলাল তাপুরিয়া
মিঃ বৈজনাথ জালান
মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা
স্যার আদমজী হাজী দায়ুদ কে, টি

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ বি টি ঠাকুর (জেনারেল ম্যানেজার)

ভারতের সর্ব্বত্র এবং বাহিরে শাখা ও পে-অফিস আছে।

কলিকাতা মেন—ও এইচ্ ঘিওয়ালা, ম্যানেজার
বড়বাজার—জে পি সেনগুপ্ত, ম্যানেজার
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—এ পাল, ম্যানেজার
ভবানীপুর—এম্ এম্ ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার

বিদেশ হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করা হউক। রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে মিঃ সেন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, প্রাচ্যের দেশসমূহে স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতা করার জন্য ভারতবর্ষকে পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হউক এবং খাদ্য ও বস্ত্রের ন্যায় অত্যাবশ্যক জিনিষ ছাড়া আর সমস্ত জিনিষ স্বাধীনভাবে রপ্তানী করিতে দেওয়া হউক।

এক কথায় মিঃ সেন ভারতবর্ষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনার প্রস্তাব করিয়াছেন। সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা অবিলম্বে বাতিল করিয়া মিঃ সেনের প্রস্তাবানুযায়ী আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিলে দেশীয় শিল্পেরও উন্নতি হইবে এবং জনসাধারণও তাঁহাদের ব্যবহার্য্য জিনিষের অভাব বোধ করিবেন না। আমরা মিঃ সেনের অভিভাষণের প্রতি জনসাধারণের ও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভারত-ব্রহ্ম ডাক চলাচল ব্যবস্থা

এতদিনে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ডাক চলাচল শীঘ্রই সুরু হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। ব্রহ্মে বহু ভারতবাসী বসবাস করিতেছেন—যুদ্ধের সময়ে অনেকে দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেও এখন তাহারা ব্রহ্মে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র। ইহার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক। ব্রহ্মদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া বহু ভারতবাসী জীবিকার্জ্জন করেন, ভারতীয় শ্রমিকের সংখ্যাও ব্রহ্মে কম নহে। ডাক চলাচল বন্ধ থাকায় ইঁহাদের কেহ কাহারও খোঁজখবর লইতে পারিতেছেন না। এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ইঁহারা উদ্বেগাকুল জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন।

এতদিনেও ভারত সরকার ও ব্রহ্মের শাসকবৃন্দ ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত ও ডাক চলাচল ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে পারেন নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়। ব্রহ্মে যুদ্ধের ফলে ধ্বংসলীলা এবং কর্ম্মচারীর অভাবই কি ভারত-ব্রহ্ম যোগ-স্থাপনে বিলম্বের একমাত্র কারণ, না ব্রহ্মের রাজনৈতিক অনিশ্চিত অবস্থাই ইহার জন্য দায়ী?

খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখার ব্যবস্থা

খাদ্যশস্য মজুত রাখা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির কর্ম্মচারীদের শিক্ষা-দান ব্যবস্থার উদ্বোধন কালে খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ বি, আর, সেন যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে আমরা কিছুটা উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে গবর্ণমেণ্টকে জনসাধারণের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। মিঃ সেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং যুদ্ধের ঠিক পরেই যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে ও হইবে তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এসকল বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের কোন মতভেদ নাই, কিন্তু খাদ্যশস্য সরবরাহের সমস্ত দিকটাই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের হাতে আর ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, এই কথার দ্বারা তিনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? উহার অর্থ কি কণ্ট্রোল ও রেশনের ব্যবস্থা দীর্ঘকালের জন্য বহাল রাখা হইবে? যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে উহার দ্বারা সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না, বরং উহার ফলে স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হইবে এবং জনসাধারণকে কাঁকর মিশানো অপকৃষ্ট চাউল প্রকৃত দর অপেক্ষা বেশী দরে কিনিয়া খাইতে বাধ্য হইতে হইবে। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের হস্তে খাদ্যশস্য বা যে কোন জিনিষের একচেটিয়া ব্যবসা ছাড়িয়া দেওয়া দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে বলিয়াই আমরা বিবেচনা করি।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যশস্য গুদামে রাখিবার ও বাজারে আনয়ন ও বিক্রয়ের সুব্যবস্থার দ্বারাই খাদ্যশস্যের অভাব দূর করা সম্ভব। পুলিসী মেজাজে কণ্ট্রোল ও রেশনের ব্যবস্থা বহাল রাখিবার এবং উহার জন্য খাদ্যশস্য গুদামজাত রাখিবার বড় বড় বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইবে না।

চটকল মজুরদের দুরবস্থা

ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এল, এ, একটী বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বজবজ ও অন্যান্য এলাকার চটকল মজুরদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কয়লার অভাবে প্রায়ই কাজ বন্ধ থাকায় তাহারা মজুরী পায় না এবং কাজ বন্ধ থাকিলে মিলমালিকরা সপ্তাহে পাঁচ টাকা হিসাবে খোরাকী দেন। কয়েকটী মিল আবার এই খোরাকীও দেন না।

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিবৃতি পাঠ করিয়া

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

অছি ও ট্রাষ্টির কাজ গ্রহণ করা হয়। ব্যাঙ্কের যে কোন অফিসে এই সব কাজের সর্ত্ত জানা যায়।

স্থানীয় হেড অফিস:
কলিকাতা • বোম্বাই
মাদ্রাজ
এতদ্ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ৪০০এর উপর শাখা ও সাব-অফিস রহিয়াছে।
লণ্ডন অফিস:
২৫, ওল্ড ব্রড ষ্ট্রীট।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস: মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার:
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

আমাদের গ্যারাণ্টিড ডবল বেনিফিট স্কীমে যোগদান করিয়া লাভবান হউন।

নিম্নলিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়
১ বৎসরের জন্য শতকরা ৫৲
২ " " " ৫॥০
৩ " " " ৬৲

এই স্কীমে স্থায়ী আমানতের উপর বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট সুদ ছাড়াও উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের শতকরা ৫০৲ দিয়া থাকি।

পত্র লিখিলে আমাদের মাসিক শেয়ার মার্কেট রিভিউ পাঠান হয়।

আমরা ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সর্ব্বপ্রকার শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ
গ্রাম: "কমারসিণ্ড"] ৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা [ফোন: বি, বি, ৫৪৪১
CS/4-UPS সুপারভাইজিং ডিরেক্টর—মিঃ টি, দে, এম, এ; এফ, আর, জি, এস্ (লণ্ডন)

আমরা বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ার পরও উপযুক্ত পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করিয়া কেন মিলগুলি চালু রাখার ব্যবস্থা হইতেছে না গবর্ণমেণ্ট ও মিলমালিকরা এই প্রশ্নের জবাব দিবেন কি? যুদ্ধের সময়কার জরুরী অবস্থার অজুহাত আর কতদিন দেওয়া চলিবে? এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান অবস্থায় মিল বন্ধ করিলে সপ্তাহে মাত্র পাঁচ টাকা হারে ভাতা দেওয়াও সমর্থনযোগ্য নহে। কয়েকটী মিল অন্যান্য কারণে মিল বন্ধ থাকার অজুহাতে খোরাকী দেন না বলিয়া ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাইয়াছেন। মিলমালিকদের ঐ যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য তাহা বলা শক্ত। কর্ত্তৃপক্ষ যে কোন কারণে মিল বন্ধ রাখিলে শ্রমিকরা খোরাকী পাইবার অধিকারী হয় বলিয়াই আমাদের ধারণা।

যাহা হউক, বর্ত্তমান শ্রমিক অশান্তির সময় এই মিলমালিকরা সুবিবেচনার পরিচয় দিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন

কলিকাতায় আগামী বৎসরের মধ্যে অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। নূতন পদ্ধতিতে টেলিফোন ব্যবহারের ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিবার জন্য ইতিমধ্যে ৭ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞও কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রবর্ত্তিত হইলে টেলিফোন গ্রাহকদের বিশেষ সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে যুদ্ধের হিড়িকে গ্রাহকরাই চোর বনিয়াছেন। হ্যালো, হ্যালো বলিয়া গলা ভাঙ্গিয়া গেলেও মিসিবাবাদের সাড়া পাওয়া দুষ্কর এবং যদিও বা পাওয়া যায় ত ভুল নম্বরে যোগাযোগ হইয়া বকাবকি ও বিলম্ব ঘটা অনিবার্য্য! যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগেও গ্রাহকরা খুব সুখে ছিলেন তাহা বলা যায় না। বিশেষ করিয়া যুদ্ধের সময় হইতে টেলিফোনে ডাকের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, ফলে টেলিফোন গার্ল্সরাও খাটিয়া পারে না। কাজেই, শুধু তাহাদের দোষ দিয়া লাভ নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং যুদ্ধের পরেও যে অব্যবস্থা চলিতেছে তাহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। যাহা হউক, স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক ঝামেলা কমিবে। স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের চেহারা সিনেমায় অনেকের নজরে পড়িয়াছে। স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের সঙ্গে ১ হইতে ০ সংখ্যাযুক্ত একটী চাকা থাকে। যে যে সংখ্যা দরকার সেই সেই সংখ্যায় আঙ্গুল দিয়া চাকাটী ঘুরাইয়া দিলেই আপনা হইতেই টেলিফোনের যোগ স্থাপিত হইবে।

আজিকার দিনে এখনও পর্য্যন্ত যে কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রবর্ত্তিত হয় নাই ইহাই লজ্জার কথা। টেলিফোন কর্পোরেশন উহার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় তাহা আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এক্ষণে ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ উহা কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। অবশ্য, আধুনিক ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তনের অনিবার্য্য পরিণতি হইতেছে লোক ছাঁটাই। স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রবর্ত্তনের ফলে টেলিফোন বিভাগের কত লোকের চাকুরী যাইবে আমরা জানি না, তবে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কাজ দিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশা করি।

দুঃস্থা নারীদের জীবিকার্জ্জন সমস্যা

গত ১৮ই নবেম্বর কলিকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ১৩৫০ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে দুর্গতিগ্রস্তা নারী ও শিশুদের রক্ষার উদ্দেশ্যে কুটীর শিল্প প্রচলনের জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু এখনও সমস্যার সমাধান হয় নাই এবং গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত কেবলমাত্র মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চেষ্টায় এই সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়াও আমরা মনে করি না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, এখনও বাঙ্গলায় ১৫ লক্ষ দুঃস্থ লোক রহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে সহায়-সম্বলহীন নারী ও শিশুর সংখ্যাই ৭।৮ লক্ষ। বহু দুঃস্থা নারী দুর্ব্বৃত্তের কবলে পড়িয়া এবং পেটের দায়ে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। গত দুর্ভিক্ষের সময় কলিকাতায় এক হাজারেরও বেশী নূতন পতিতালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই ভয়াবহ রিপোর্টের প্রতি আমরা গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই বিপুলসংখ্যক দুঃস্থ নরনারী ও শিশুর জীবিকার্জ্জন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না করিলে বাঙ্গলা দেশে আজ যে নৈতিক ও আর্থিক দুর্গতি দেখা দিয়াছে তাহার অবসান হইবে না।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

আমাদের একশো বছর আগে

● ১৮২০ সালে জন্মেছিলেন ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্। রোগী ও আহতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে তিনি সেবাব্রতের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

● আমাদের সুরু হয়েছিলো ১৯২০ সালে। তারপর থেকে রোগের চিকিৎসায় এবং রোগীর শুশ্রূষায় প্রয়োজনীয় রবারের জিনিষ আমরা তৈরী করে আস্‌ছি।

আমাদের তৈরী

রবার ক্লথ, হট্‌ওয়াটার ব্যাগ, আইস্ ব্যাগ, হাওয়া বালিশ ও বিছানা, এয়ার রিং, এয়ার কুশন, ডাক্তারী দস্তানা ইত্যাদি।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

ভারত সরকারের ট্যাক্সনীতি

যুদ্ধপ্রচেষ্টার অপরিমিত ব্যয় মিটাইতে গিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট গত কয়েক বৎসরে এদেশবাসীর উপর বিস্তর ট্যাক্সভার চাপাইয়াছেন। একে ভারতবর্ষ খুবই দরিদ্র দেশ, তাহার উপর নূতন কর বসাইবার সময়ে এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর এবং এদেশের জনসাধারণের জীবন-যাত্রার উপর তাহার কি প্রতিক্রিয়া দাঁড়াইবে গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত নন। কাজেই গত কয় বৎসরে ক্রমাগত ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে নানাদিক দিয়া ভারতের অসুবিধা ও ক্ষতি নিদারুণ হইয়া দেখা দিয়াছে। সেই ক্ষতি ও অসুবিধার কথা তুলিয়া দেশের লোক বর্দ্ধিত ট্যাক্সভার হইতে রেহাই পাওয়ার দাবী করিতেছে। যে যুদ্ধের অজুহাত দেখাইয়া গবর্ণমেণ্ট এতদিন ট্যাক্সের পর ট্যাক্স বসাইয়াছিলেন আজ তিন মাস হইল সেই যুদ্ধেরও অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট নূতন ট্যাক্সগুলি তুলিয়া লইবেন দূরের কথা, বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া সে বিষয়ে কোন বিচার বিশ্লেষণের গরজ পর্য্যন্ত দেখাইতেছেন না। গবর্ণমেণ্টের এই নিষ্ক্রিয় মনোভাব কেবল ভারতের জনসাধারণকে নহে, এদেশের শিল্প-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কেও বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সর্ব্বোচ্চ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়া বর্ত্তমান সরকারী ট্যাক্সনীতি সম্পর্কে আশু পুনর্ব্বিবেচনা দাবী করিয়াছেন। 'ফেডারেশন' জন-প্রতিনিধি স্থানীয় লোকদের নিয়া অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টকে একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দিয়াছেন। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর ও দেশের জনসাধারণের জীবন-যাত্রার উপর কোন্ ট্যাক্স কি প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করিয়াছে তাহা ঐ কমিটি দ্বারা বিচার করাইয়া তাঁহাদের সুপারিশ অনুযায়ী গবর্ণমেণ্টকে ভবিষ্যৎ ট্যাক্সনীতি নির্দ্ধারণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। 'ফেডারেশনে'র এই প্রস্তাব খুবই সঙ্গত। তবে আমাদের কথা বলিতে গেলে আমরা কেবল উহাতেই সন্তুষ্ট নহি। সামরিক ব্যয় মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের সময় যেসব নূতন কর স্থাপন করিয়াছিলেন, যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায় এক্ষণে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির প্রয়োজনীয়তাও ঐ সঙ্গেই ফুরাইয়া গিয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে ব্যাপকভাবে জাতিগঠনমূলক কার্য্য সুরু হইলে এই সব বজায় রাখার হয়ত কিছুটা সার্থকতা থাকিত। কিন্তু জাতিগঠনমূলক কার্য্যে আন্তরিকভাবে ব্রতী হওয়ার কোন গরজ গবর্ণমেণ্ট আজও দেখাইতেছেন না। কাজেই অবিলম্বে এই সমস্ত যথাসম্ভব তুলিয়া দেওয়ার দাবীই আমরা করিব। অন্যান্য কর সম্পর্কে বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করাই সঙ্গত। ঐ কমিটি যে সুপারিশ প্রদান করিবেন তদনুসারে চলতি ট্যাক্সের হার পরিবর্ত্তন ও নূতন ট্যাক্স নির্দ্ধারণের কার্য্যনীতি অনুসরণ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য হইবে। যুদ্ধকালীন কতিপয় ট্যাক্সের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাদের চাপ ও প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা নিম্নে আলোচনা করিতেছি। ভবিষ্যতে সরকারী ট্যাক্সনীতি সংশোধনের জন্য কোন্ দিক দিয়া কিরূপ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে উহা হইতে পাঠকবর্গ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

যুদ্ধের সময়ে ভারতে যেসব নূতন কর বসান হইয়াছে অতিরিক্ত মুনাফা-কর তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এই একটিমাত্র কর দ্বারাই গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের কয় বৎসরে দেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে ২৯০ কোটি টাকা টানিয়া লইয়াছেন। প্রথমে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৫০ ভাগ হিসাবে এই কর বসানো হয় (১৩⅓ ভাগ আয়কর হিসাবে)। পরে তাহা বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৮০ ভাগে নির্দ্ধারিত করা হয়। করদাতাদিগকে কিছুটা অংশ ফেরৎ দেওয়া হইবে বলিয়া ঐ হার তাহার পরও আবার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে পূর্ব্বেকার কর্পোরেশন ট্যাক্সের হারও চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লাভের বেশীর ভাগ অংশ এইভাবে সরকারী রাজকোষে টানিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় উহারা ভবিষ্যৎ কার্য্য সম্প্রসারণের জন্য তাহাদের লাভের অঙ্ক হইতে কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে নাই। যুদ্ধের সময়ে বেশী সময় কাজ চালাইয়া শিল্পকারখানার যন্ত্রপাতির যথেষ্ট অপকর্ষ ঘটিয়াছে। অনেক যন্ত্রপাতি একেবারে অকেজো হইয়া পড়িবার নমুনা দেখা যাইতেছে। কিন্তু উচ্চ হারে অতিরিক্ত মুনাফা-কর আদায় করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট করধার্য্য-যোগ্য আয় হইতে ঐ সমস্তের মূল্যাপকর্ষ জনিত ব্যয় পর্য্যন্ত বাদ দেওয়া সমীচীন মনে করেন নাই। গত বৎসর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের শিল্প কারখানার ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা-করের বিধান কতক পরিমাণে শিথিল করেন। অতিরিক্ত মুনাফা-কর নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া তখন হইতে তাঁহারা দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাহাদের লাভের শতকরা বিশ ভাগ নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ও শতকরা দশ ভাগ কারখানা নির্ম্মাণে নিয়োগ করিবার সুবিধা দেন। কিন্তু এদেশীয় শিল্প ব্যবসায়ীদের একান্ত দাবী দাওয়া সত্ত্বেও ভারত গবর্ণমেণ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুরূপ সুবিধা প্রদানে অস্বীকৃত হন। ঐরূপ অবিবেচনার ফলে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যুদ্ধের সময়ে নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন ও কার্য্য সম্প্রসারণের জন্য কোন অর্থ সঞ্চয় বা নিয়োগ করিতে না পারায় যুদ্ধোত্তর যুগের বিদেশী প্রতিযোগিতার সমক্ষে দাঁড়াইবার মত বল সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যুদ্ধের সময়ে সামরিক ব্যয় মিটাইবার জন্য উচ্চহারে অতিরিক্ত মুনাফা-কর আদায় করিবার যে সঙ্গতিই থাকুক না কেন যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হওয়ায় ...

টেলগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস ও বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ)
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—
কলিকাতা
১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং—ক্যালকাটা—৫৬০৭
২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।
৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড্-এ
(কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ মোড়) শীঘ্রই খোলা হইবে।

আসাম
শিলং, শিলচর, গৌহাটি, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নওগাঁ, ছাতক, হবিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড— ৫,৫০,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲

বাঙ্গালা
চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—
১। সিলেট ৩। শিলচর
২। শিলং ৪। ঢাকা
কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার
মিঃ জে, এম, দাস, জেনারেল ম্যানেজার

এক্ষণে এই কর বজায় রাখা নিতান্তই অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থার অজুহাতে কোন কর বসাইয়া যুদ্ধোত্তর যুগে তাহা কায়েম করিয়া রাখা নিতান্তই অশোভন ও আপত্তিকর। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট ঐ দেশে আগামী জানুয়ারী মাস হইতে ঐ কর তুলিয়া দেওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ের স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রসারিত করিবার জন্য আমরা অদূর ভবিষ্যতে অতিরিক্ত মুনাফা-কর একেবারে তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কে ভারত সরকারের নিকট দাবী উপস্থিত করিতেছি।

যুদ্ধের সময়ে প্রত্যক্ষ কর হিসাবে এদেশে কেবল অতিরিক্ত মুনাফা-করই বসানো হয় নাই, আয়-কর ও কর্পোরেশন ট্যাক্স প্রভৃতির হারও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। নিম্নে ২ হাজার টাকার আয়ের উপর কর বসিয়াছে। উচ্চ আয়ের উপর আয়-কর, সুপার ট্যাক্স ও সারচার্জ্জ আদায় করা হইতেছে। ট্যাক্স নীতির দিক দিয়া আয়-কর সকল দেশেই সরকারী রাজস্বের একটি প্রধান অবলম্বন বলিয়া গণ্য। যুদ্ধের সময়ে বা যুদ্ধের পরে এই শ্রেণীর কর বলবৎ রাখা সম্পর্কে কোন কথা উঠিতে পারে না। কিন্তু এদেশে যেভাবে এই কর নির্দ্ধারণ করা হয় তাহাতে মূল দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর একটা গলদ রহিয়াছে। আয়-করের চাপ হইতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনসাধারণকে রেহাই দিয়া উচ্চ আয়বিশিষ্ট ধনী লোকদের নিকট হইতে যথাসম্ভব বেশী হারে এই কর আদায় করাই আধুনিক যুগে উন্নতিশীল দেশসমূহের অবলম্বিত নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ভারতে পূরাপুরি-ভাবে সেই নীতি অনুসৃত হইতেছে না। পণ্য-মূল্যের বর্ত্তমান চড়া বাজারেও এদেশে ২ হাজার টাকা বার্ষিক আয় হইলেই যে কোন লোককে আয়-কর দিতে হইতেছে। কিন্তু যাহাদের আয় লক্ষ টাকার কাছাকাছি কিংবা লক্ষ টাকার উপর তাহাদের আয়ের একটা বড় অংশ টানিয়া লওয়ার মত উচ্চ হারে আয়-কর যুদ্ধের সময়েও এদেশে বসানো হয় নাই। ইংলণ্ডের ধনী লোকেরা যুদ্ধের সময়ে প্রতি পাউণ্ডে ১৯৲ শিলিং পর্য্যন্ত আয়-কর দিয়াছে। কিন্তু এদেশের ধনী লোকদিগকে সে তুলনায় অনেক কম কর দিতে হইয়াছে। আয়-কর নির্দ্ধারণ ও আদায়ের ব্যাপারে নানারূপ গলদ থাকার জন্য ভারতে অনেক লোক প্রচুর বিত্তশালী হইয়াও উচ্চ কর হইতে অব্যাহতি পাইতেছে। ফেডারেশন চেম্বারের নির্দ্দেশমত ট্যাক্স সম্পর্কে একটা তদন্ত কমিটি বসানো হইলে ঐ সব গলদ বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যতে আয়-কর ও কর্পোরেশন ট্যাক্স প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁহারা বিবেচনা-সম্মত কার্য্যনীতি নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

অতিরিক্ত মুনাফা-কর, আয়-কর, কর্পোরেশন ট্যাক্স প্রভৃতি ধরণের প্রত্যক্ষ কর ছাড়া যুদ্ধের সময়ে কতকগুলি অপ্রত্যক্ষ করের গুরুভারও দেশের উপর চাপানো হইয়াছে। তুলা, তামাক, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতির উপর আমদানী শুল্ক বাড়িয়াছে। চিনি, তামাক, রবার টায়ার, পেট্রোল, উদ্ভিজ্জ ঘৃত প্রভৃতির উপর যথেচ্ছভাবে উৎপাদন-শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে। চা, সুপারি, কফি ও সুরা-সারের উপর চড়া হারে কর বসিয়াছে। সারচার্জ্জ যোগ করিয়া পরে কোন কোন করের পরিমাণ নূতন করিয়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে দ্রব্য-সামগ্রীর উপর অপ্রত্যক্ষ কর আদায় করিয়া ভারত সরকারের ৬৭ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল। নির্ব্বিচারে এই করভার বৃদ্ধি করিবার ফলে এই দফায় ১৯৪৪-৪৫ সালে আয়ের পরিমাণ ১৪৭ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৫-৪৬ সালে তাহা ১৭২ কোটি টাকায় পৌছিবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর উপর এইভাবে কর বাড়িবার ফলে ক্রেতা-সাধারণের খুবই দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ ঘটিয়াছে। তামাক ও সুপারির উপর উচ্চ হারে কর নির্দ্ধারিত হওয়ায় দেশের দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকদিগকে তাহাদের সামান্য বিলাসও আজ ত্যাগ করিতে হইতেছে। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় এই সকল করের মধ্যে কতকগুলি একেবারে পরিহার করিবার ও কতকগুলির হার হ্রাস করিবার আজ সময় আসিয়াছে। অপ্রত্যক্ষ করের চাপ দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া দুনিয়ার সকল উন্নতিশীল দেশেই আজ এই শ্রেণীর কর কমাইয়া সরকারী আয়ের জন্য মুখ্যতঃ আয়-কর, মৃত্যু-কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করের উপরই জোর দেওয়া হইতেছে। এদেশেও সেভাবে সরকারী ট্যাক্সনীতির মোড় ঘোরানো দরকার।

যুদ্ধের সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট যানবাহন এবং ডাক, তার ও টেলিফোন ব্যবস্থার মারফতেও লোকের নিকট হইতে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী অর্থ আহরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৪০ সালে সাধারণভাবে সকল সরকারী রেলপথেই যাত্রী-ভাড়ার হার টাকায় এক আনা বাড়ানো হয়; তাহার পর ই আই ও এন ডাব্লিউ রেলওয়ের ভাড়া আর এক দফা বৃদ্ধি করা হয়। রেলে মাল চলা-চলের ভাড়া ঐ সালে টাকায় দুই আনা হারে বাড়াইয়া দেওয়া হয়। তারপর নানা অজুহাত দেখাইয়া পরে উহা আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে দুই পয়সার পোষ্টকার্ড তিন পয়সা এবং এক আনার খাম ছয় পয়সা হইয়াছে। টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই বর্দ্ধিত হারের উপর পরে আবার সারচার্জ্জ বসিয়াছে। রেলের যাত্রী ও মাল-ভাড়ার হার পূর্ব্বেই খুব বেশী ছিল। যুদ্ধের সময় তাহা নূতন করিয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণের পক্ষে ও দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ের পক্ষে তাহা খুবই ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পোষ্টকার্ড, খাম, পার্শেল, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাশুল বেশী রকম বাড়িয়া যাওয়ায় ঐ দিক দিয়া দেশের লোক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর এক গুরুভার নিপতিত হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে রেল বিভাগের এবং ডাক ও তার বিভাগের আয় খুব বেশী হওয়া সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত মুনাফার লোভে এই ভাবে নানা দিক দিয়া মাশুলের হার বৃদ্ধি করিয়াছেন। রেল বিভাগ ও ডাক বিভাগের মত জনহিতকর সরকারী বিভাগসমূহকে এই ভাবে মুনাফাকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা খুবই অনুচিত। দুনিয়ার অন্য কোথাও এই ভাবে তাহাদিগকে লাভের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় না। কাজেই যুদ্ধোত্তর যুগের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় আজ ভারতে সকল শ্রেণীর মাশুল সম্পর্কেই একটা পুনর্ব্বিবেচনা হওয়া প্রয়োজন। ফেডারেশন চেম্বারের নির্দ্দেশমত উপযুক্ত বে-সরকারী প্রতিনিধিদের লইয়া গবর্ণমেণ্ট যদি একটি কর তদন্ত কমিটি গঠন করেন, তবে দেশের স্বার্থ বুঝিয়া রেল ভাড়া ও ডাক মাশুল প্রভৃতি পরিবর্ত্তন সম্পর্কে তাঁহারা সময়োচিত সুনির্দ্দেশ প্রদান করিতে পারেন। অচিরে ঐরূপ একটি কমিটি গঠন সম্পর্কে আমরা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ

আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ প্রস্তুতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

পরিচালকমণ্ডলী আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, কোম্পানী ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রত্যেকটা ১০৲ টাকা মূল্যের ২,৫০,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এতৎসম্পর্কে যথাসময়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে।

=উচ্চ কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক=

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—সাহা গোস্বামী এণ্ড কোং

৫৩, নর্থ ব্রুক হল রোড, ঢাকা।

ভারতের দারিদ্র্য ও জীবনযাত্রার মান

সরকারী যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতিসাধন। দীর্ঘকাল যাবৎ প্রয়োজনীয় খাদ্য, ঔষধ, শিক্ষা প্রভৃতির অভাবে দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। যুদ্ধের চাপে এই অবস্থা অবর্ণনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতিবিধানকল্পে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ কতকগুলি পুনর্গঠন পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন এবং কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতিসাধন করিয়া দেশকে নূতনভাবে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন।

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবস্থা নানা দিক্ দিয়াই যে অনুন্নত তাহা নূতন করিয়া বলা অনাবশ্যক। কিন্তু ইউরোপ বা আমেরিকার তুলনায় আমাদের দারিদ্র্য কত বেশী এবং জীবনযাত্রার মান কত নীচু, সে সম্পর্কে অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা নাই। একজন সাধারণ ইংরেজ বা আমেরিকান পাকা বাড়ীতে বাস করে, উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে, ছেলেপেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠায় এবং রোগ হইলে চিকিৎসা করায়। একজন সাধারণ ইংরেজ বা আমেরিকানের রেডিও আছে, মোটরগাড়ী আছে এবং ক্যামেরা আছে।

এদেশের জনসাধারণ অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় কুঁড়েঘরে বাস করে, বিদ্যাভ্যাসের কল্পনাও করে না এবং রোগ হইলে সাধারণ ঔষধপত্রের অভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা বাকী জীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। রেডিও, মোটরগাড়ী এবং ক্যামেরা এদেশে অনেক বড়লোকের বাড়ীতেও অপ্রাপ্য। ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কথা বিবেচনা করিলে এ দেশের মুষ্টিমেয় বিত্তশালী লোক আরাম, আয়াস এবং বিলাসব্যসনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, ইউরোপ বা আমেরিকার মত দেশেও তাহার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে আমাদের দেশের অবস্থা ইউরোপ বা আমেরিকার তুলনায় কত হীন, নিম্নোদ্ধৃত তালিকা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, নিম্নলিখিত তালিকায় যে সমস্ত সংখ্যা বা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কার। সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের জনসাধারণের স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে এবং আমেরিকার জীবনযাত্রার মান পূর্ব্বের তুলনায় আরও উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু এদেশের অবস্থা যে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলিয়াছে পাঠকমাত্রেই তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন।

প্রথমে আয়ের কথা ধরা যাইতে পারে। প্রতি বৎসর কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা দেশে মোট যে পরিমাণ আয় হয় জনসংখ্যা দ্বারা তাহা ভাগ করিলেই মাথা পিছু আয়ের একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়। এইরূপে জন প্রতি বার্ষিক আয় গড়ে ভারতবর্ষে ৬৫৲ টাকা, ইংলণ্ডে ৯৮০৲ টাকা এবং আমেরিকায় ১,৪০৬৲ টাকা। তুলনামূলক অন্যান্য বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

মাথা পিছু	ভারতবর্ষ	ইংলণ্ড	আমেরিকা
কৃষি বাবদ আয় (বার্ষিক)	১৯৬৲	২,২০১৲	১,৯৩১৲
শিল্প ,, ,,	১২৲	৪১২৲	৭২১৲
ব্যাঙ্কের আমানত	৭৲	৬৯৮৲	১,১২৩৲
দুগ্ধের ব্যবহার	৬ আঃ	৩৫ আঃ	৩৪ আঃ
ডিমের ,,	৮	১৫৮	২৩৬
চিনির ,,	২৭ পাঃ	১০৬ পাঃ	৯৭ পাঃ
পরিচ্ছদ ,,	১৬ গজ	৩৫ গজ	৬৪ গজ

ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় প্রতি ১০ লক্ষ লোকের জন্য যথাক্রমে ২৭৩টী এবং ১৭৯টী ব্যাঙ্ক আছে। সেই স্থলে ভারতবর্ষে প্রতি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে ব্যাঙ্কের সংখ্যা মাত্র ৩টি। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতবর্ষে মাথা পিছু শিক্ষার জন্য গড়ে বার্ষিক মাত্র ১৲ টাকা ব্যয় হয়। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় এই ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩২৲ টাকা এবং ৬৫৲ টাকা। ১৯২০ সালে আমেরিকায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৪.৫ জন এবং ১৯২১ সালে ইংলণ্ডে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৬.১ জন।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

অবসন্নতা

কারখানার বিভিন্ন ধরণের কাজ একটানা কোনটা কতক্ষণ চলতে পারে সে সম্বন্ধে এখনো যথেষ্ট গবেষণা চলছে। এ বিষয়ে জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিকসঙ্ঘই বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। কাজের রকম ছাড়াও আরো অনেক জিনিসই এ সম্পর্কে বিবেচ্য। যেমন, কারখানার আবহাওয়া, শ্রমিকদের রকমভেদ, তাদের দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য, এবং বিশ্রামের মাত্রা ইত্যাদি। কয়েক বছর থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে শ্রমিকদের দৈহিক সামর্থ্যের সীমার মধ্যেও কাজের মাঝামাঝি উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। আগেকার দিনে অনেকের ধারণা ছিল শারীরিক অবসাদের জন্যই এটা ঘটে। কিন্তু আধুনিক শিল্পপতিরা এখন জানতে পেরেছেন যে এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে মনোযোগের অভাব, দৈহিক সামর্থ্যের নয়।

মনোযোগ যাতে না কমে যায়—এ সমস্যার সমাধান একমাত্র চা-ই করতে পারে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শ্রমিকদের চা খেতে দিলে তাদের মনোযোগ ঠিক থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র বহু কারখানায় এটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁরা কলকাতায় ১০১ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড' থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 242

১৯৩১ সালে ভারতবর্ষে গড়ে মাত্র শতকরা ৮ জন লোক লেখাপড়া জানিত।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের জন্য বহুবিধ আরাম-আয়াস এবং সুখ-সুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। যে জাতির জীবনযাত্রা যত উন্নত সেই জাতি তত বেশী এই প্রকার সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতবর্ষের তুলনায় কোন্ দেশে কিরূপ রেলওয়ে আছে এবং কোন্ দেশে কিরূপ মোটরগাড়ী এবং বেতারযন্ত্রের ব্যবহার আছে তাহাও উল্লেখ করা যায়। প্রতি ১০ লক্ষ লোকের জন্য ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় রেল লাইনের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪০৬ মাইল ও ২,১৩২ মাইল। ভারতবর্ষে প্রতি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ১২০ মাইল দীর্ঘ রেল লাইন আছে। আমেরিকায় প্রতি ৫ জন লোকের এবং ইংলণ্ডে প্রতি ২০ জন লোকের একটী মোটরগাড়ী থাকে; কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি ১৩ শত লোকের মধ্যে একটী করিয়া মোটরগাড়ী আছে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রতি ১০ হাজার লোকের মধ্যে যথাক্রমে ১৫ শত ও ১৯ শত বেতারযন্ত্র আছে। ভারতবর্ষে প্রতি ১০ হাজার লোকের মধ্যে বেতারযন্ত্রের সংখ্যা মাত্র ৪টী। এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দিয়া এদেশের হীন আর্থিক অবস্থা এবং অনুন্নত জীবনযাত্রার পরিচয় দেওয়া যায়। উপযুক্ত আহার্য্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবে এবং জীবনযাত্রার মান নীচু থাকায় স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ লোকের অজ্ঞতার দরুণ ভারতবর্ষের অধিবাসীদের গড়পড়তা পরমায়ুও অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। লোকের গড় পরমায়ু ইংলণ্ডে ৬৩ বৎসর এবং আমেরিকায় ৫৭ বৎসর। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা ২৭ বৎসরের অধিক নহে।

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে অধুনা বিভিন্ন সরকারী দপ্তর হইতে যে সমস্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে মনে হয়, জনসাধারণের জীবনযাত্রা উন্নত করা অপেক্ষা যুদ্ধফেরৎ সৈন্যদের কর্ম্মসংস্থানই বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। কয়েক শত নূতন আফিসের পত্তন করিয়া কয়েক হাজার বেকারের কর্ম্মসংস্থান করিলে সাময়িক সমস্যার অংশতঃ প্রতিকার হইতে পারে। অবশ্য ইহা যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ইহাতে মূল সমস্যার কিছুই সমাধান হইবে না। কর্ম্মসংস্থানের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা অচিরে কার্য্যকরী করা হইতেছে, তন্মধ্যে নূতন আফিসের সৃষ্টি এবং পুরাতন আফিসের প্রসার ব্যতীত দেশের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের স্থায়ী উন্নতিমূলক ব্যবস্থা বিশেষ চোখে পড়ে না। দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যে চিত্র উপরে দেখান হইয়াছে তাহার উন্নতি সাধন করিয়া সভ্য-দেশের সমস্তরে নিতে হইলে যে দৃঢ়তা, আন্তরিকতা এবং সহানুভূতির প্রয়োজন, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। দেশের অর্থনীতি এবং সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত ভারতের সাধারণ মানুষকে উপরে টানিয়া তোলা অসম্ভব এবং বর্ত্তমান রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে এই পরিবর্ত্তন সাধনও অসম্ভব। কাহারও কাহারও ধারণা, আর্থিক আয় বাড়িলেই জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে এবং দেশের জনসমষ্টি তখন ভাল খাইতে-পরিতে পারিবে, রোগে চিকিৎসার সুযোগ পাইবে এবং সন্তানসন্ততিকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে সক্ষম হইবে। আয় আমাদের যুদ্ধের বাজারেও বাড়িয়াছিল। বাড়ীর মূর্খ বেকার ছেলেটীও যুদ্ধের কল্যাণে চাকুরী করিয়া ঘরে টাকা আনিয়াছে। কিন্তু তাহাতে সংসারের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি কতদূর হইয়াছে? মানুষ কি পূর্ব্বের তুলনায় ভাল খাইতে-পরিতে পারিয়াছে? দেশে কৃষি-শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতির যোগান কখনই প্রয়োজনানুরূপ হইতে পারে না। বর্দ্ধিত আয় বর্দ্ধিত মূল্য দিতে গিয়াই শেষ হইয়া যায়। ফলে, অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকিয়া যায় অথবা পরিবার বৃদ্ধির দরুণ আরও নিম্নস্তরে নামিয়া যায়।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় ঘরে ঘরে মোটর গাড়ীর প্রচলন এবং বেতারযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া এদেশে জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই আমাদের বড় উদ্দেশ্য নয়। এরূপ লক্ষ্যে পৌঁছিতে বহুকাল অতীত হইবে। মানুষ যাহাতে মানুষের মত জীবন ধারণ করিতে পারে ইহাই আমাদের বর্ত্তমান লক্ষ্য হওয়া উচিত। উপযুক্ত খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং কর্ম্মক্ষম জনসাধারণ যদি শক্তি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থকরী কর্ম্ম লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই এদেশের জীবনযাত্রা উন্নত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিব। এর ফলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বা outlook পরিবর্ত্তিত হইয়া আরও উন্নততর জীবনযাপনের প্রয়াস পাইবে এবং কালক্রমে এদেশেও প্রতি ২০ জন কি ২৫ জন লোকের একটি করিয়া মোটর গাড়ী হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায় হইবে না।

যাতায়াত
নব-পরিকল্পিত ভারতে

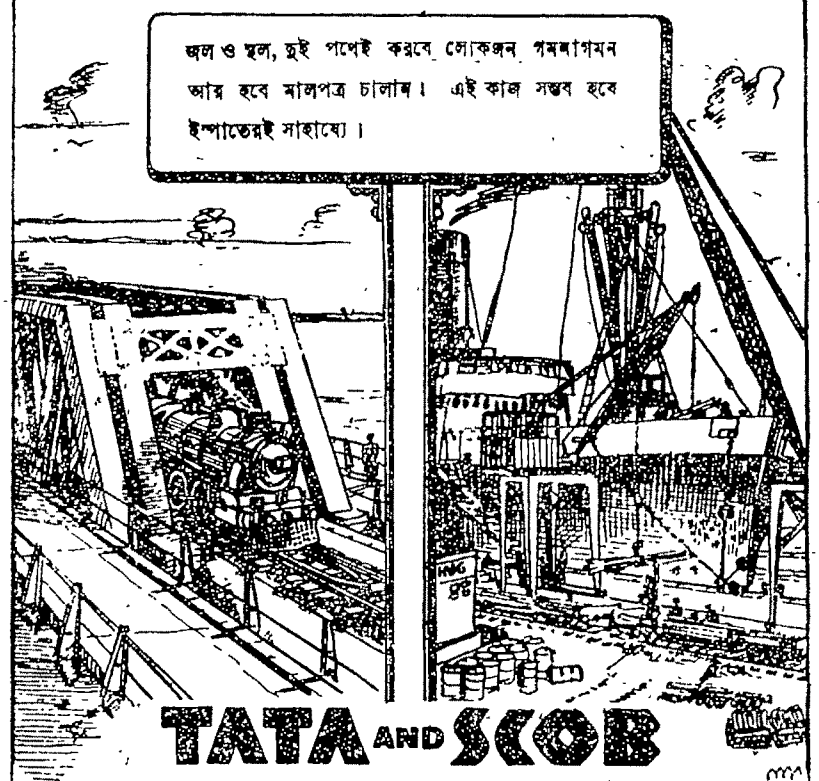

ইস্পাতই ভরসা
দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিঃ ও দি ষ্টীল করপোরেশন অব বেঙ্গল লিঃ
কর্তৃক প্রচারিত।
JWT (E) LTD.

TN. 5025

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত
মোহিনী মিলস্ লিঃ
এই মিলের
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।
১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) — ২নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)
ম্যানেজিং এজেন্টস্:—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত বুধবার আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তি দাবী উপলক্ষে কলিকাতার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটী সভার পর মিছিল করিয়া ধর্ম্মতলার দিকে যাইতে থাকে। পুলিশ পথিমধ্যে বাধা দেয় এবং শেষ পর্য্যন্ত পুলিশের অসহিষ্ণুতা ও অকারণ জিদের ফলে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে যে শোচনীয় ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত হইয়াছেন। সমগ্র নগরীতে ইহা লইয়া ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ছাত্র ও জনসাধারণের জয় হইয়াছে। সভা ও শোভাযাত্রায় সামান্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাঁহাদের আত্মবলি দিতে হইয়াছে এবং যাঁহারা আহত হইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সহিত আমরা নিহত ব্যক্তিদের শোকাভিভূত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

* * *

যে ব্যাপার ঘটিয়া গেল তাহা স্বাধীনতা সংগ্রামের একটী সামান্য অংশমাত্র, কিন্তু ইহারই মধ্য দিয়া ছাত্র ও জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভের অমর আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ছাত্র ও জনসাধারণের এই গৌরবময় সংগ্রামের কথা গর্ব্বের সহিত স্মরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর আচরণ ও উক্তিতে বিষণ্ণ বোধ করিতেছি।

কংগ্রেসের অহিংসার আদর্শ এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ঠিকই করিয়াছেন, কিন্তু বুধবার রাত্রিতে বার বার অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি কেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন না ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে হয়তঃ এতগুলি ছাত্র ও জনসাধারণের জীবনহানি ঘটিত না, পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ হইতে পারিত না। ছাত্রদের শান্ত রাখিবার জন্য তাঁহার উচিত ছিল তাহাদের পুরোভাগে থাকিয়া পুলিশের লাঠি মাথা পাতিয়া লওয়া। সুভাষচন্দ্র থাকিলে তাহাই করিতেন।

* * *

শরৎ বাবুর পরবর্ত্তী আচরণ ও বিবৃতিও আমাদের নিকট বিস্ময়কর বোধ হইয়াছে। বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে তিনি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্রদের সভায় যোগ দিলেন, অথচ মাত্র কয়েক শত গজ দূরবর্ত্তী স্থানে গুলীবর্ষণের সংবাদ পাইয়াও তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন না কেন? তিনি সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত একত্র দাঁড়াইতে চাহেন না বা করমর্দ্দন করিতে চাহেন না বলিয়া বিবৃতিতে জানাইয়াছেন। ঘটনাস্থলে গিয়া ছাত্রদের ও বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার সহিত লাটসাহেব বা কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সহিত একত্রে দাঁড়ানো বা করমর্দ্দনের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে তাহা আমাদের বোধগম্য হইল না। ছাত্ররা কংগ্রেসের নির্দ্দেশ পালন করে নাই বলিয়াও শরৎ বাবু ছাত্রদের ভৎর্সনা করিয়াছেন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশ পালন ছাত্রদের কর্ত্তব্য, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে যখন কোন আন্দোলন গড়িয়া ওঠে তখন কঠোরভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা বা নির্দ্দেশ পালন করা স্বভাবতঃই সম্ভব হয় না। স্বতঃস্ফূর্ত্ত আগষ্ট আন্দোলনে যাঁহারা গৌরব বোধ করিয়াছেন তাঁহারা আজিকার এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছাত্র আন্দোলনকে এরূপ কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিতেছেন কেন? আমরা কংগ্রেসের অনুসরণকারী এবং হিংসা ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু সহিংস আজাদ হিন্দ ফৌজের দেশাত্মবোধের জন্য গৌরববোধ করিয়া বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সামান্য সহিংস আচরণে শরৎ বাবু এত বিচলিত হইয়া পড়িলেন কেন?

* * *

একদল দুরভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তি কংগ্রেসকে অপদস্থ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলনকে নষ্ট করিবার জন্য ছাত্রদের উস্কাইতেছে বলিয়া শরৎবাবু ছাত্রদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতির এই অংশও আপত্তিজনক। কোন একটা আন্দোলন উপস্থিত হইলেই স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তিগণ উহার সহিত যোগদান করিয়া আত্মস্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। বর্ত্তমান আন্দোলনে কেহ যে সেরূপ চেষ্টা করে নাই তাহা আমরা বলিতে চাহি না। কিন্তু অহিংস ছাত্রদের উপর বিনাকারণে গুলী বর্ষিত হওয়ার ফলে বিক্ষুব্ধ হইয়াই জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল—কোন ব্যক্তির উস্কানী এজন্য দায়ী নহে—উহা সকলেই স্বীকার করিবেন। উহাকে স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তির উস্কানীর ফল বলিয়া অভিহিত করিয়া শরৎবাবু স্বদেশপ্রেমিক দেশবাসীর মনোভাবের প্রতি অবজ্ঞাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

* * *

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর ন্যায় প্রবীণ ও বিচক্ষণ নেতার নিকট হইতে আমরা অনেক উচ্চস্তরের নেতৃত্ব প্রত্যাশা করি এবং তজ্জন্যই তাঁহার আচরণ ও বিবৃতির সমালোচনা করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। বড়ই দুঃখের বিষয়—যে সময়ে তাঁহার নেতৃত্বের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি একপ্রকার উদাসীন মনোভাব অবলম্বন করিয়া দেশবাসীর সমূহ মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছেন।

* * *

নির্ব্বাচনী অভিযান আরম্ভ হইতে না হইতে দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেসের অপরিসীম প্রভাব প্রতিফলিত হইতেছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচনে ইতিমধ্যেই ৩২ জন কংগ্রেসপ্রার্থী

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম ভয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৩০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,১৮,৯০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৬,০৯,৩০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৫ তারিখে) ৯৭,৩৩,৩৭,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ এইচ, সি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেন্টস্: বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেন্ট: দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট; লিষ্ট মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; হাটখোলা—৭৫, শোভাবাজার ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফ্ফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, রেটিয়া, মধুবাণী, থাগাড়িয়া, রকসউল, মোগাড়িয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বলমংখি, বক্সার। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেস-সমর্থিত বহু তপশীলভুক্ত প্রার্থীও বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইতেছেন। বিভিন্ন প্রদেশের বহু হিন্দু মহাসভাপন্থী নেতা ও কর্ম্মী একে একে কংগ্রেসের পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইতেছেন। যুক্তপ্রদেশে হিন্দু মহাসভার অন্যতম স্তম্ভ রাজা মহেশ্বরদয়াল শেঠ রাজা উপাধি ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। সিন্ধু প্রদেশেও শ্রীযুক্ত নিচলদাস ভাজিবাণী ও প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ হেমনদাস নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্যাগ করিয়াছেন। পাঞ্জাবে ডাঃ গোকুলচাঁদ নারাং (হিন্দু মহাসভার এক বিরাট স্তম্ভ) শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসপ্রার্থী দেওয়ান চমন-লালের অনুকূলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্যাগ করিলেন। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার প্রাক্তন সহ-সভাপতি ডাঃ পি ডি নাইডু মহাসভার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া সর্দ্দার প্যাটেল বলিয়াছেন, "আমার মতে হিন্দু মহাসভার সমস্ত কর্ম্মীর অবিলম্বে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত।" দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন না করার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া ডাঃ জি ডি দেশমুখ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জিকে এক তার প্রেরণ করিয়া বলিয়াছেন—ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিলে তাহা নিতান্ত মূর্খের ন্যায় কাজ করা হইবে। এদিকে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখার্জ্জিও ডাঃ মুখার্জ্জিকে পত্র লিখিয়াছেন "জাতির এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আপনি কি কংগ্রেসে যোগ দিয়া ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গলাকে পরিচালিত করিতে পারেন না?...কোটি কোটি দেশবাসীর ইচ্ছানুসারে আপনি কি আপনার সমর্থকগণসহ কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন না?" শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও অন্যান্য কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও যথা-সময় অনুরূপ আবেদন জানাইয়াছেন।

* * *

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে এই সব আবেদনে উপযুক্ত-রূপ সাড়া দিবার জন্য আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। বাঙ্গলার জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত মুষ্টিমেয় যে কতিপয় ব্যক্তি রহিয়াছেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার যোগ্যতা ও স্বদেশপ্রেমিকতা সম্বন্ধে দেশ-বাসীর মনে কোন সন্দেহই নাই। নাজিম মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রথম অবস্থায় বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র হিন্দুগণ যখন অত্যাচার অবিচারে জর্জ্জরিত হইয়া ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিতেছিল সেই সময়ে এক মাত্র শ্যামাপ্রসাদই দ্বারে দ্বারে যাইয়া তাঁহাদিগকে আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন। আজ কংগ্রেসের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাইয়া তিনি যদি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে যোগদান করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে তাহা একটা বড় রকমের অনর্থ বলিয়া গণ্য হইবে। বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমান লেখকের ন্যায় এরূপ বহু ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহারা কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে শ্যামাপ্রসাদকে ভোট দিতে পারিলে নিজদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিবেন। কিন্তু উহারা কেহই একথা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না যে, ব্যক্তি হইতে প্রতিষ্ঠান অনেক বড় এবং ব্যক্তিত্বের মোহে কেহ প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে না। শ্যামাপ্রসাদ যদি কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়া নির্ব্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়া কংগ্রেসের মনোনীত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যে কোন ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া প্রত্যেক দেশহিতকামী ব্যক্তির কর্ত্তব্য হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। নিঃসন্দেহে এই কর্ত্তব্যপালন অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে, কিন্তু কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করা উহা উপেক্ষা অনেক বেশী দুঃখের বিষয় হইবে। শ্যামাপ্রসাদের অগণিত ভক্ত ও অনুরক্তদের পক্ষ হইতে আমরা পুনরায় তাঁহাকে কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

* * *

সাধারণ নির্ব্বাচনে মুসলিম সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য সম্পর্কে মিঃ এ কে ফজলুল হক সম্প্রতি সংবাদপত্র মারফৎ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "লর্ড ক্লাইভ একদা মীরজাফর ও উমিচাঁদের সাহায্যে বাঙ্গালী মুসলমানের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত আমরা উহার ফল ভোগ করিতেছি। এবারও ক্লাইভের বিংশশতাব্দীর বংশধরেরা বর্ত্তমান জামানার মীরজাফর ও উমিচাঁদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া আবার মুসলমানের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সহিত এই সমস্ত মীরজাফর-উমিচাঁদের মিলন হইলে তাহার ফল যে কি ভয়াবহ, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষেই আপনারা তাহা দেখিয়াছেন।.....এমন কি যে মিঃ জিন্না নিজেকে মুসলমানের কায়েদে আজম বলিয়া দাবী করেন এত মহামারী ও দুর্ভিক্ষের মধ্যেও একবার বাংলা দেশে আসিতে তাঁহার সময় ও মন হইল না।"

* * *

বোম্বাই প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী মিঃ এম ওয়াই নুরী সম্প্রতি মন্তব্য করিয়াছেন, "মিঃ জিন্না যে ধরণের পাকিস্থান চাহেন, তাহাতে ভারতবর্ষ চিরকালই পরাধীন থাকিয়া যাইবে। পাকিস্থান পরিকল্পনায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যার কোন সমাধান নাই, বরং ইহাতে উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক মনোভাব আরও তিক্ত করার ব্যবস্থা আছে এবং তাহার সুযোগে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এদেশে থাকার দরকার পড়িয়াছে। যাহাতে স্বাধীনতা বিলম্বিত হয় তজ্জন্য মিঃ জিন্না সর্ব্বপ্রকার কলকৌশল প্রয়োগ করিতেছেন।"

* * *

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি লাহোরে নির্ব্বাচনী বক্তৃতা উপলক্ষে বলিয়াছেন, "হয় দুই তিন বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অবসান ঘটিবে, নতুবা এই সময়ের মধ্যে উহার অবসান ঘটাইতে হইবে। আজ পৃথিবীতে প্রথম শ্রেণীর শক্তি মাত্র দুইটি—আমেরিকা ও রুশিয়া।

(৬৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ক্যালকাটা ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	(দিল্লী)	স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড
শ্যামবাজার	আগ্রা	(বম্বে)
ভবানীপুর	মীরাট	আমেদাবাদ
বালীগঞ্জ	বেনারস	মসকটিবাজার
ঢাকা	এলাহাবাদ	(আমেদাবাদ)
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা	করাচী
ময়মনসিংহ	(এলাহাবাদ)	আজমীর
চট্টগ্রাম	লক্ষ্ণৌ	রায়পুর
কটক	আমিনাবাদ	নাগপুর
পাটনা	(লক্ষ্ণৌ)	ইটওয়ারী
গয়া	কাণপুর	(নাগপুর)
মজঃফরপুর	মেষ্টন রোড	জব্বলপুর
বেরিলী	(কাণপুর)	জব্বলপুর ক্যাণ্ট
মাদ্রাজ	অমরাবতী	অমৃতসর
		লাহোর

লণ্ডন এজেন্টস্—
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্রিমির উৎপাত থেকে মুক্তি পেতে হোলে
ডাঃ এ, কে, চৌধুরীর
ক্রিমি-নাশিনী
খাওয়া উচিত
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।
প্রস্তুতকারক :—
এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স
১৭, আর্পুলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং
এর সুবিধাসহ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান
গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত : ১৯২৮ :: টেলি : "PURSE"-CAL.
হেড অফিস—88-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বেলিয়াঘাটা, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ী ও সৈয়দপুর (রংপুর)।
শ্রীমঙ্গল (শ্রীহট্ট) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
— জীবনবীমার জন্য —
দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।
বি সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

খেয়ালীর খাতা

দেশসেবিকা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর মৃত্যু হইয়াছে। স্বাভাবিক মৃত্যু নহে; সামরিক লরীর সংঘর্ষে মোটর দুর্ঘটনায়। পূর্ব্বদিনের গুলীর আঘাতে নিহত ছাত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে যাইতেছিলেন; পথের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জীবিতকালে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি বারম্বার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষে নামিয়াছেন। নিরস্ত্র ও অহিংস সংঘর্ষে। মৃত্যুতেও তিনি দেশের তরুণ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ও ব্রিটিশ সামরিক যানের সংঘর্ষের মধ্যেই চিরনিদ্রিতা হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আত্মীয়বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি।

* * *

জ্যোতির্ম্ময়ীর সঙ্গে প্রথম পরচয় প্রায় কুড়ি বছর আগে, ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুলের তখন তিনি লেডী প্রিন্সিপ্যাল। ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুলে একটি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল। তাহার একজন ভলাণ্টিয়ার হইয়াছিলাম। তখনও প্রদর্শনীগুলিতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অবাধ প্রবেশ প্রচলিত হয় নাই। শুধু মেয়েরাই অনেকটা 'পর্দ্দা ডে'র মতো তাহাতে যাইতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি বয়স্কা মহিলা স্কুলের উল্টা দিকের বাড়ী হইতে প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "এটা বাহিরে যাওয়ার পথ, ঢুকতে হলে ঐ দিকের দরজা দিয়ে যান।" ভদ্রমহিলা বোধ হয় বালক ভলাণ্টিয়ারের কর্ম্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, "এসে যখন পড়েছি, তখন এদোর দিয়ে ঢুকতে দাও। একজনকে দিলে আর দোষ কি?" কিন্তু ভলাণ্টিয়ারের কর্ত্তব্য সম্পর্কে আমি তখন অত্যন্ত সচেতন। কিছুতেই দরজা ছাড়িতে রাজী হইলাম না। একটি লালফিতার ব্যাজ পরিহিতা মহিলা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "ইনি এগজিবিশানের প্রেসিডেণ্ট, এঁকে ছেড়ে দাও।" বুঝিলাম ব্যাজ পরিহিতা এগজিবিশানের কর্ত্তৃস্থানীয় কেহ হইবেন। কিন্তু আমি ক্যাসাবিয়ানখা। আমাদের ভলাণ্টিয়ার দলের কর্ত্তা বলিয়া দিয়াছেন বাহিরে যাওয়ার দরজা দিয়া কাহাকেও ঢুকিতে দেওয়া হইবে না। সুতরাং একেবারে নট নড়ন, চড়ন্। ভদ্রমহিলা দুইজন অগত্যা অন্য দরজার দিকে গেলেন। প্রদর্শনী শেষে আমার নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রশংসা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ একটা সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত লজ্জিত বিস্ময়ের সঙ্গে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, প্রথম মহিলাটি আচার্য্য জগদীশ বসুর পত্নী লেডী অবলা বসু এবং ব্যাজ পরিহিতা মহিলাটি জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী।

* * *

জ্যোতির্ম্ময়ীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় উহার প্রায় বছর দশেক পরে। স্কুল ছাড়িয়া তখন কলেজে আসিয়াছি। কংগ্রেসের লবণ সত্যাগ্রহের ঠিক পূর্ব্বক্ষণে। একটি বিশেষ সভায় বক্তৃতার পরে তাঁহাকে গাড়ী করিয়া বাড়ী পৌছাইয়া দেওয়ার ভার ছিল। সে-সময়ে বাংলা কংগ্রেসে সেনগুপ্ত ও সুভাষপন্থীদের মতবিরোধ পাকাইয়া উঠিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়ী সেনগুপ্তের দলে ছিলেন। কংগ্রেসের এই আত্মঘাতী গৃহবিবাদ লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছিল। যতদূর স্মরণ হইতেছে তাঁহার দলের সম্পর্কে কয়েকটি অপ্রিয় মন্তব্যও করিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল পরে তৃতীয়বার তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব রাত্রিতে, অপ্রত্যাশিত আবেষ্টনে। বুধবার ধর্ম্মতলায় নিউ সিনেমার সম্মুখে ছাত্র শোভাযাত্রীদের বাধাদানকারী পুলিশ বেষ্টনীর একেবারে মধ্যস্থলে।

* * *

স্বীকার করিতেই হইবে, ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। অনেক রাত্রিতে শুনিলাম, পুলিশ ধর্ম্মতলায় ছাত্রদের উপর গুলী চালাইয়াছে। সেখানে পৌছিয়া দেখি প্রায় এক হাজার ছাত্র রাস্তার উপরে বসিয়া আছে। পুলিশ দড়ি বাঁধিয়া রাস্তা আটকাইয়া রাখিয়াছে। পিস্তল কোমরে সার্জ্জেণ্টেরা সামনে দাঁড়াইয়া। জন পঞ্চাশেক পুলিশ। পাশেই এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী তৈয়ার। জ্যোতির্ম্ময়ী একবার পুলিশের ডেপুটি কমিশনার এবং ছাত্রদের সঙ্গে আপোষের কথাবার্ত্তা

AAA 460

আরো একটা লড়াই জিততে হবে—
এ লড়াই অপচয়ের বিরুদ্ধে

ক্ষয়-ক্ষতি, ইঁদুর আর পোকার জন্য প্রতি বছর ৩০,০০,০০০ টনের বেশি শস্য নষ্ট হয়। তা' দিয়ে ভারতের মোট ৪০ কোটি লোকের মাথা-পিছু রোজ এক পাউণ্ড হিসেবে ১৬ দিনের খোরাক খুবই হ'তে পারে। যে-দেশ খাদ্যবস্তুর দিক্ দিয়ে স্বাবলম্বী নয়, সেখানে এই অপচয় বাস্তবিকই ভয়াবহ! এ-অপচয় রোধ করা যেতে পারে, এবং তা করতেই হ'বে। অথচ এ-কাজ কঠিনও নয়, শুধু যদি আমরা সকলে উপযুক্ত ভাবে গুদামজাত করবার এই সহজ নিয়মগুলি মেনে চলি:—

কী কী করবেন

গুদামজাত করবার আগে সব শস্য পরিষ্কার করবেন ও শুকিয়ে নেবেন।

কেবলমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুদামে শস্য মজুত করবেন: মেঝে ও দেওয়াল ঘষে' সাফ করবেন, দেওয়ালে চুণকাম করবেন এবং গুদামঘর রূপে ব্যবহারের আগে তার দেওয়াল ও মেঝের সব গর্ত ও ভাঙা জায়গাগুলি মেরামত ক'রে নেবেন।

যে-গুদামে জল ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন।

যে-গুদামে ইঁদুর ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন: সিমেণ্ট এবং ভাঙা কাঁচের কুচি দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দেবেন: তারের জাল দিয়ে নর্দমার ছিদ্রগুলো ঢেকে দেবেন: দরজাগুলো আঁটসাট লাগে কি না দেখে নেবেন।

যেখানে সম্ভব, শস্য আলগাভাবে মজুত করবেন: যদি বস্তাবন্দী ক'রে মজুত করতেই হয় তবে লক্ষ্য রাখবেন বস্তাগুলো যেন পরিষ্কার থাকে, যেন মেঝের উপর ফেলে রাখা না হয় এবং দেওয়াল ঘেঁসে না থাকে।

শস্যগুলো নিয়মিত পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, এবং শীতকালে আলো বাতাসের জন্য সব ঘুলঘুলিগুলি খুলে' দেবেন।

কী কী করবেন না

নোংরা গুদামে, ময়লা বস্তায় কিংবা ইঁদুরে-খাওয়া, পোকা-ধরা শস্যের পাশে ভালো শস্য রাখবেন না।

ভিজে অবস্থায় শস্য গুদাম-ঘরে তুলবেন না।

গুদাম-ঘরের ভিতরে বা কাছে জল, জঞ্জাল, পুরানো বস্তা, নোংরা মাদুর পড়ে' থাকতে দেবেন না।

গুদাম-ঘরের পাশে শস্য পরিষ্কার করবেন না।

শীতের সময় চার মাসের বেশি, কিংবা বর্ষার সময় তিন মাসের বেশি, শস্য গুদাম-ঘরে বস্তাবন্দী রাখবেন না।

খোলা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে শস্য ফেলে রাখবেন না।

শস্য বাঁচানোই দেশের সেবা

— নিউ দিল্লী থেকে, ফুড ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

চালাইতেছেন। মাথায় চুলে পাক ধরিয়াছে, পরিধানে খদ্দর, গায়ে একটি আধা ভাঁজ করা শাল, পায়ে স্যাণ্ডেল। রাস্তা ছাত্রদের বই ও খাতার ছড়ানো ছেঁড়া পাতায় ভরা। দুইপাশের দালানে দর্শকের ভীড়। জ্যোতির্ম্ময়ী বোধহয় আমাকে সেখানে দেখিবেন মনে করেন নাই, কাজেই তিনিও বিস্মিত হইয়াছিলেন। রাত প্রায় দেড়টা পর্য্যন্ত তিনি ছাত্রদের ফিরিয়া যাইতে এবং পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষকে স্থান ত্যাগের অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইলেন। পুলিশ রিভলবারের উপরে নির্ভর করিয়া নিজের জিদে অটল রহিল, কিন্তু নিরস্ত্র ছাত্রেরা তাহাদের সম্মুখে জাতীয় পতাকার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শীতের রাত্রিতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে নিজেদের জীবন বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হইল না। বারম্বার তাহাদের নির্ভীক কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল, "ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম্।"

* * *

শুনিলাম কিছুক্ষণ আগে গবর্ণর আসিয়াছিলেন। ভালো কথা। শুনিলাম তিনি অসঙ্কোচে ছাত্রদের নিকটে যাইয়া কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। আরও ভালো কথা। কিন্তু তাহার পরে তিনি কি করিয়াছেন? যেই শুনিলেন যে, ছাত্রেরা ডালহৌসী স্কোয়ারে যাইতে চায়, অমনি তিনি নাকি বলিলেন, That's impossible, বলিয়া লাটভবনে ফিরিয়া আসিলেন। কেন? তিনি আমলাতান্ত্রিক মর্য্যাদাবোধের দ্বারা বিভ্রান্ত না হইয়া নিজে যে ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা তিনি একটি নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীরা কেহ করেন নাই। কিন্তু তিনি কেন ছাত্রদের আবেদন রক্ষা করিয়া অধিকতর বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন না? তিনি নিজে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে চলিয়া যাইতে আদেশ দিলে ছাত্রগণ তাঁহার সৌজন্যে অবশ্যই বশ হইত, নিরুপদ্রবে ডালহৌসী স্কোয়ারে শোভাযাত্রা করিয়া হৃষ্টমনে গৃহে ফিরিয়া যাইত। তিনি যখন শুনিলেন ছাত্রেরা শরৎবাবু না আসিলে শোভাযাত্রা হইতে নিরস্ত হইবে না, তিনি নিজে শরৎবাবুকে সেখানে আসিতে আহ্বান করিতে পারিতেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সর্ব্বপ্রথমে গবর্ণরের—পুলিশের নহে। সেই দায়িত্ব পালন করিতে সকল প্রকার শান্তিজনক উপায় অবলম্বন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। তাহার জন্য শরৎবাবু কিম্বা অন্য কোন জননেতার সাহায্য গ্রহণ করিতে লজ্জার কারণ নাই,—বরং গৌরব আছে। শরৎবাবুকে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলে, সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহা বিফল হইত না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

* * *

ঘটনাস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি রেডিওতে যে বাণী প্রচার করিলেন, তাহাতেও তিনি ছাত্রেরা sought to disobey well-known regulations which are framed for the maintenance of law and order in public interest বলিয়া সকল দোষ তাহাদেরই স্কন্ধে চাপাইতে চাহিলেন। কিন্তু ডালহৌসী স্কোয়ারটি "সংরক্ষিত অঞ্চল" ঘোষণা করা হইয়াছে কোন্ পাবলিক ইণ্টারেষ্টে? ছাত্রেরা সেখানে শোভাযাত্রা করিলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হইত? তিনি কেন তাঁহার বক্তৃতায় একথা বলিলেন না যে, গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তিনি নিজে তদন্ত করিবেন, অন্যায়কারীদের শাস্তি দিবেন? তাহা হইলে তাঁহার আন্তরিকতায় বিশ্বাস জন্মিত। তাঁহার আবেদনে ফল হইত। আমি তাঁহার কথারই একটু সামান্য অদল-বদল করিয়া বলিতে চাই পুলিশের হঠকারিতা সম্পর্কে নীরব থাকিয়া নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে শুধু বড় বড় কথা রেডিওর মারফতে বলিলে তাহা "prove nothing, influence nobody and are not in the interest of any section of the people." বরং নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার কথাই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে চাই,—তিনিও যেন দ্বিধা না করেন "to use his influence to ensure that such incidents do not happen again."

* * *

আমাদের নেতৃবৃন্দেরও এবিষয়ে একটি লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেক সময়ে যুবকেরা এমন অনেক কাজ করিয়া বসে, যাহার জন্য আগের ভাগে নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে তাহারা অনুমতি লয় নাই। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজনের সময়ে নেতারা যদি যুবকদের পরিত্যাগ করেন, তাহাদের পুরোভাগে আসিয়া না দাঁড়ান তবে নেতৃত্বের কর্ত্তব্যে হানি ঘটে। বাংলা দেশে শরৎবাবুর ন্যায় সর্ব্বজনপূজিত নেতা বর্ত্তমানে দ্বিতীয় কেহ নাই, তাঁহার প্রভাব, প্রতিপত্তি ও অনুগামীর সংখ্যা সর্ব্বাধিক। বুধবার রাত্রিতে গুলীবর্ষণের পূর্ব্বে কিম্বা পরে সংবাদ পাইয়া শরৎবাবু ঘটনাস্থলে আসিলে পরের দুই দিনের হাঙ্গামা ও প্রাণহানি নিবারিত হইতে পারিত একথা অন্য আর দশজনের মতো আমিও মনে করি। যে-অনুরোধ—পুলিশ অপসারণের—শরৎবাবু পরদিন গবর্ণরের সেক্রেটারী টাইসন সাহেবকে করিতে পারিলেন সে-অনুরোধ আগের দিন রাত্রিতে স্বয়ং গবর্ণরকে মুখোমুখি জানাইতে ক্ষতি ছিল না। কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে অন্য কয়েকজনকে এই দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিতে দেখিয়া খুসী হইয়াছি, যদিও জনসাধারণের উপর তাঁহাদের প্রভাব শরৎবাবুর প্রভাবের মতো নয় বলিয়া তাঁহাদের উপস্থিতি ও আবেদনে তেমন ফল হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে খুসী হইয়াছি শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আচরণে। অসুস্থ শরীর লইয়া বুধবার সারারাত্রি এবং বৃহস্পতিবার সমস্ত দিন তিনি ছাত্রদের পাশে ছিলেন এবং শোভাযাত্রার সমুদয় দায়িত্ব নিজে বহন করিয়াছেন। যে সাহস, তেজ এবং মমত্ববোধ থাকিলে তরুণ মন জয় করা যায়, নেতৃত্বের সেই উপাদান তাঁহার চরিত্রে ছিল। দুঃখের বিষয় বাংলা দেশের এই নেতৃত্ব দুর্ভিক্ষের দিনে কংগ্রেসের বাহিরে হিন্দু সভার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে শ্যামাপ্রসাদের এই তেজোদৃপ্ত নেতৃত্ব বৃথাই অপচয় হইতেছে!

* * *

'খেয়ালীর খাতা' যেদিন লিখিতে সুরু করিয়াছিলাম সেদিন ঠিক করিয়াছিলাম, রাজনীতি হইতে দূরে থাকিব। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আমার এলাকার বাহিরে, সে সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত কিছু লিখি নাই। এই প্রথম তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল। আশা করি খুব বিশেষ কারণ না ঘটিলে ভবিষ্যতে এরূপ আর হইবে না। এই সাময়িক আত্মবিস্মৃতির একটু কারণ আছে। সেটুকু বলা দরকার। গত বৃহস্পতিবার ধর্ম্মতলার নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের উপর একাধিকবার গুলীবর্ষণ স্বচক্ষে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি। আশা করি পাঠকেরা মার্জ্জনা করিবেন।

—খেয়ালী

সাবান প্রস্তুতের
ফোন:
বড়বাজার:- ১৩৯৭ অফিস
" :— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিন্ট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

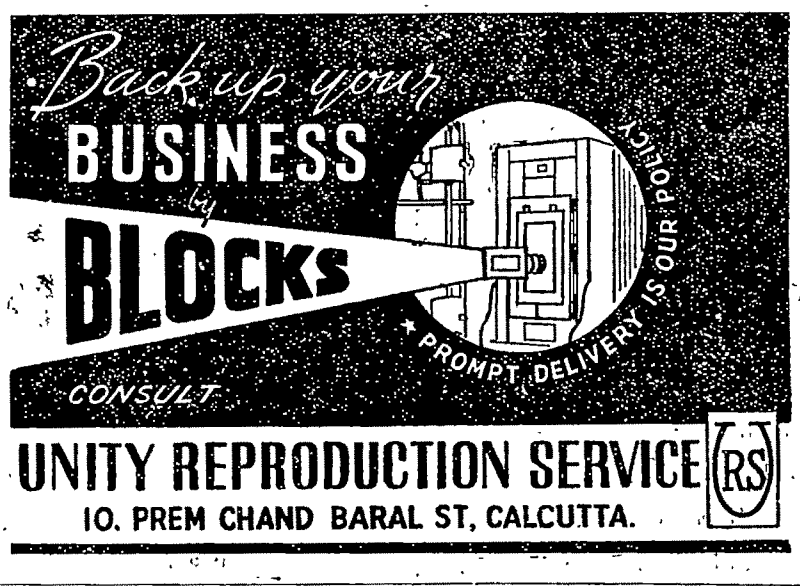

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

সেচ পরিকল্পনা :—প্রকাশ, গত অক্টোবর মাসে, সাহায্য এবং পুনর্গঠনের কার্য্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে বাংলা সরকার সেচ, নালা ও নদীসংস্কারের ষোলটী পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে মোট সোয়া সাত লক্ষ টাকা লাগিবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, মালদহ, ত্রিপুরা বর্ধমান, পাবনা, বগুড়া, রাজসাহী, দিনাজপুর, এবং যশোহর জেলাগুলি এই পবিকল্পনার আওতায় পড়িবে।

সিংহলের জন্য ভারতীয় কাপড় :—কলম্বোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, বড়দিনের মরশুমের পূর্ব্বেই প্রভূত পরিমাণে ভারতীয় কাপড় সিংহলে চালান আসিতেছে। প্রায় দুই হাজার গাঁইটে আনুমানিক ত্রিশলক্ষ গজ মিলের কাপড় শীঘ্রই বোম্বাই হইতে এবং ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ গজ তাঁতের কাপড আগামী ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বেই সিংহলে আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় কাপড়াদি :—বোম্বাই-এর নিখিল ভারত উৎপাদক সমিতির (অল্ ইণ্ডিয়া ম্যানুফাক্চারার্স্ অরগ্যানাইজেশন) কর্ম্মপরিষদের সদস্যদের নিকটে অষ্ট্রেলিয়ার ভারতীয় ট্রেড কমিশনার মিঃ আর, আর, শকসেনা এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় কাপড, খেলিবার সাজসরঞ্জাম, পাট, বৈজ্ঞানিক কাঁচ-পাত্রাদি, ছুরিকাঁচি, কমদামী মৃৎপাত্রাদি, ধাতব পাত্রাদি এবং নকল জড়োয়ার গহনাদির বিক্রয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারত-ব্রহ্ম ডাক ব্যবস্থা :—বোম্বাই-এর এক সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে শীঘ্রই পুনরায় ডাক চলাচল সুরু হইবে। ভারত, মালয়, সিঙ্গাপুর, চীনের সমুদ্রকূলবর্ত্তী সহর- এবং জাভার মধ্যে ডাক চলাচল প্রায় নিয়মিত ভাবে চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

বৃটিশ শিল্পের জাতীয়করণ :—বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে মিঃ মরিসন কমন্স সভায় বলিয়াছেন যে, কয়লাখনিশিল্প জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, গ্যাস শিল্প, রেলপথ, খাল এবং দূর-পথগামী যানবাহন ব্যবস্থা জাতীয় মালিকানা এবং কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জাহাজশিল্পকে জাতীয়করণ করা হইবে না।

গঙ্গার বুকে নূতন সেতু :—প্রকাশ, উত্তর বিহার এবং দক্ষিণ বিহারের জেলাগুলির সংযোগ স্থাপন করিয়া গঙ্গার বুকে নূতন সেতু নির্ম্মাণের এক প্রস্তাব বর্ত্তমানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। সেতুটিকে রেল এবং যাত্রী ও অপরাপর যানবাহন চলাচলের উপযোগী করিয়া তৈয়ার করা হইবে। পাটনা বা মোকামাঘাটে এই সেতু নির্ম্মিত হইতে পারে। পাটনা সহরের শাসন এবং ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করিয়া নাকি মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স পাটনাতেই সেতুটি নির্ম্মাণ করিবার সুপারিশ করিয়া রেল কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের অভিমত জানাইয়াছেন

বঙ্গীয় কৃষি আয়কর নির্দ্ধারণ :—কৃষি আয়করদাতাদের নিজেদের ব্যবহার করা অথবা ১৯৪৩-৪৪ (বাং ১৩৫০) সালের অবিক্রীত ধানের গড়পড়তা দামের উপর কৃষি আয়কর নির্দ্ধারণের ফলে করদাতাদের অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করিয়া বাংলা সরকার আয়যোগ্য কর সম্পর্কে একটা নূতন বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে ধানের দাম অস্বাভাবিকভাবে চড়িয়া যায় এবং ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসের আগে আর সেই চড়া দাম কমে নাই। ১৯৪৩-৪৪ সালের অবিক্রীত ধানের বাজার-মূল্য নির্দ্ধারণে অনুরূপ অস্বাভাবিক চড়া দামের প্রভাব দূর করিবার জন্য

ভিটামিন 'বি' যুক্ত নেস্‌ল্-এর
মল্‌টেড্ মিল্ক
আপনার দেহে
সুন্দর স্বাস্থ্য আনবে

ভিটামিন 'বি' বেশি গ্রহণ করে আপনার শরীরে স্বাস্থ্য ও শক্তির আভা বাড়ান। নেস্‌ল্-এর মল্‌টেড্ মিল্ক নিয়মিত পান করা দরকার কারণ ভিটামিন 'বি' প্রচুর পরিমাণে এতে আছে।

নিখুঁত স্বাস্থ্যের জন্যে প্রত্যহ এমন খাদ্যের প্রয়োজন যার ভিতর এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন বর্তমান।

কারণ ভিটামিন 'বি' বেশিদিন শরীরে জমা থাকে না। ভিটামিন 'বি'-র অভাবে ওজন ও শক্তির ক্ষয় এবং বাড় বন্ধ হয়; হজমের গোলমাল, কোষ্ঠবদ্ধতা, কোলাইটিস এবং মারাত্মক স্নায়বিক গোলমালও ঘটে।

প্রত্যহ দু' গেলাস করে সুস্বাদু নেস্‌ল্-এর মল্‌টেড্ মিল্ক পান করে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন 'বি' সঞ্চয় করুন।

25-KGE-4

বাংলা সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালের শেষ চারি মাসের স্থানীয় দামের গড়পড়তা ভিত্তিতে ঐরূপ ধানের দাম ধার্য্য হইবে। বঙ্গীয় কৃষি আয়কর আইনের ৪ (২) (ক) ধারা সেই অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যে সব ক্ষেত্রে বর্ত্তমান আইনের ভিত্তিতে কর ধার্য্য করা হইয়া গিয়াছে, সেই সব ক্ষেত্রে করদাতারা, প্রয়োজন বোধে, যথাযোগ্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবিত নূতন ভিত্তিতে কর নির্দ্ধারণের জন্য আবেদন করিতে পারেন।

জাভায় চা-ঝোপ :—সিঙ্গাপুরের এক খবরে প্রকাশ যে, দুনিয়ায় চা-এর চাহিদা এখনও কিছুদিন ভারত এবং সাম্রাজ্যের অপরাপর দেশকেই মিটাইতে হইবে। ১৯৪২ সালে ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ জাপ অধিকারে গেলে তাহারা তথাকার বর্দ্ধিষ্ণু চা-সম্পদের দিকে কোন নজরই দেয় নাই। জাভার খবর হইতে জানা যায় যে, তথাকার চা গাছগুলি বাড়িয়া ঝোপ হইয়া পড়িয়াছে এবং বহু প্রকারের আগাছা ও বন্য-লতাদিতে আচ্ছন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

তুষারাচ্ছন্ন সাইবেরিয়ায় সোনার খনি :—মস্কোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, পৃথিবীর শীতলতম অঞ্চল, সাইবেরিয়ার ইয়াকুটীয়ান সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে চার বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধান চালাইয়া সোভিয়েট ভৌগোলিকেরা উক্ত অঞ্চলে প্রভূত খনিজ সম্পদের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে লেনা নদীর তীরবর্ত্তী স্বর্ণভূমি দুনিয়ার সমৃদ্ধতম স্বর্ণভূমির অন্যতম এবং ইহার উন্নতি ও বিকাশের প্রভূত সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় পশম শিল্পের উন্নতি—অষ্ট্রেলিয়া দেশে বৎসরে ৭ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড (আমাদের দেশের হিসাবে প্রায় ১০০ কোটী টাকা) মূল্যের পশম উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ পশম হইতে অষ্ট্রেলিয়া দেশে পশমী জিনিষ প্রস্তুত হয় এবং বাকী ৯০ ভাগ পশমই বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ান গবর্ণমেণ্ট এরূপ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, দেশে উৎপন্ন পশম যদি পশমী জিনিষে রূপান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে প্রতি এক ভাগ পশমের জন্য দুই হাজার লোকের কর্ম্মসংস্থান হইতে পারে এবং এজন্য জাতীয় আয় বৎসরে ৩৬ লক্ষ ৬৬ হাজার পাউণ্ড বর্দ্ধিত হইতে পারে। এজন্য অষ্ট্রেলিয়ান গবর্ণমেণ্ট একটী বিরাট কোম্পানী গঠনের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। উক্ত কোম্পানীর স্বত্বস্বামিত্ব অর্দ্ধেক অষ্ট্রেলিয়ার এবং অর্দ্ধেক আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের হইবে। এই কোম্পানী খাটী পশমী জিনিষ ছাড়া কৃত্রিম রেশম ও অন্যান্য শ্রেণীর তন্তুমিশ্রিত পশমী দ্রব্য প্রস্তুতেও মনোনিবেশ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই রাদারফোর্ড নামক স্থানে একটী বিরাট কৃত্রিম রেশমের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে বৎসরে ২ কোটী গজ করিয়া কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হইবে।

ভারতের জন্য পণ্যদ্রব্য—প্রকাশ, ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রেরণ করিবার জন্য কয়েক হাজার টন পণ্যদ্রব্য মজুত রহিয়াছে। জাহাজী শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করায় এত দিন তাহা ভারতে প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমানে ধর্ম্মঘট শেষ হওয়ায় এই নবেম্বর মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঐ সকল দ্রব্য ভারতে আসিয়া পৌছিবে।

ইহা ঘোষণা মাত্র—প্রসপেক্টাস নহে।

ইণ্ডিয়ান টি এণ্ড প্রডিশনস্ লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :—৬নং মিশন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন - - - - - - - - ৫,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন - - - - - - - - ১,০০,০০০৲ টাকা

নূতন বিক্রয়ার্থ মূলধন :

গবর্ণমেণ্ট হইতে ৪,০০,০০০৲ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪০,০০০ হাজার শেয়ার বিক্রয় করিবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে

প্রতি শেয়ার ১০৲ টাকা হিসাবে আবেদন পত্রের সহিত ২৲ টাকা, বাকী ৮৲ টাকা ৪টি সমান ২৲ টাকার কিস্তিতে দেয়।

প্রতি আবেদনপত্রের সঙ্গে ১৲ টাকা এ্যাড্‌মিশন ফি দিতে হইবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে শেয়ারের পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা যাইতে পারে।

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ :

১। **মিঃ জে পি চালিহা**, এম-এল-এ, চা-কর, কোরানপিনি টি এস্টেটের স্বত্বাধিকারী, ব্লুমফিল্ড টি কোং লিঃ-এর ডিরেক্টর, পি-২০, গল্‌ফ ক্লাব রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা।

২। **মিঃ এস বড়ুয়া**, চা-কর, চাঁদমারী টি এস্টেট, বড়পাহাড় টি এস্টেট-এর স্বত্বাধিকারী, পোঃ তিনসুকিয়া, (আসাম)।

৩। **মিঃ পি সি চাটার্জ্জি**, মার্চ্চেণ্ট, ব্লুমফিল্ড টি কোং লিঃ-এর ডিরেক্টর, ৬, মিশন রো, কলিকাতা।

৪ **মিঃ ডি বর্ম্মন**, জার্ণালিষ্ট, দি সিলেট ডুয়ার্স টি কোং লিঃ-এর ডিরেক্টর, পি-৪৩৬।১, কবীর রোড, কলিকাতা।

৫। **মিঃ বি বি রায়**, এম-এ, বি-এল, দি সিলেট ডুয়ার্স টি কোং লিঃ-এর ডিরেক্টর, ৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। **ডাঃ হরিবিনোদ সেন**, এম-বি, পোঃ তিনসুকিয়া, (আসাম)।

কোম্পানী গঠনের উদ্দেশ্যসমূহ :

মেমোরেণ্ডামে বর্ণিত হইয়াছে। চা-বাগানের জন্য জমি সংগ্রহ করা, চা-বাগানের উন্নতি সাধন করা, চা বিক্রয় করা, চা রপ্তানী করা, চা প্রস্তুত করা এবং বাজারে চা ছাড়াই হইতেছে কোম্পানী গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য।

: প্রদত্ত লভ্যাংশের হিসাব :
(আয়করমুক্ত)

১৯৪১	- - -	১০%	১৯৪৩	- - -	১০%
১৯৪২	- - -	১০%	১৯৪৪	- - -	১০%

১৯৪৫ সালে ১০% লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে

কোম্পানী **আসামের শ্যামগুরি টি এষ্টেট** ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন (সঞ্চিত চা এবং এই মরশুমের চা সমেত) এবং আরও অধিক মূলধনের জন্য ৪০ হাজার শেয়ার নূতন করিয়া বিলি করা হইয়াছে।

চা-বাগানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ :

মোট মঞ্জুরীকৃত জমির পরিমাণ ২ হাজার ১৪ একর। আবাদী জমির পরিমাণ ৩৭০ একর।

কারখানা এবং তৎসম্পর্কিত সাজসরঞ্জামাদির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

বাৎসরিক উৎপন্নের পরিমাণ ... ... ৩৫০০ মণ।

ভবিষ্যতে বৎসরে ৪০০০ মণ হইতে ৪৫০০ মণ পর্য্যন্ত চা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। চা-বাগানটির আরও উন্নতি সাধন করা হইতেছে। প্রসপেক্টাস্, শেয়ার ফরম এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এই ইস্যুর জন্য ভারতরক্ষা আইনের ৯৪ (এ) ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা সুস্পষ্টরূপে মনে রাখিতে হইবে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার এতদর্থে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা কোনও বিবৃতি অথবা মতামতের যথার্থতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ—এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে বেতার ও টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল তাহা শীঘ্রই সুরু হইবে।

ছোটমাছ সংরক্ষণ:—২০শে নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় নয় ইঞ্চির ছোট পোনা মাছ জুলাই হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এবং নবেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত নয় ইঞ্চির ছোট ইলিশ মাছ ধরা এবং বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করিয়া ভারত রক্ষা আইনের ৮১নং ধারা অনুযায়ী এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে।

বিলাতের সামাজিক বীমা বিল (সোশ্যাল ইন্সিওরেন্স বিল):—প্রকাশ, বড়দিনের পূর্ব্বেই প্রাথমিক আলোচনা (রিডিং) করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টের বর্ত্তমান অধিবেশনেই নাকি সামাজিক বীমা বিলটী উপস্থাপিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আশা করা হইতেছে যে, লর্ডসভা বিলটী পাশ করিবেন এবং আগামী মে মাসেই বিলটী আইনে পরিণত হইবে; পরবর্ত্তী সেপ্টেম্বর মাসেই নূতন আইন অনুযায়ী দেনা-পাওনা সুরু হইবে।

সম্মিলিত জাতি সাহায্য পুনর্গঠন সমিতির (ইউ, এন, আর, আর, এ) সাহায্য:—ভারতে সম্মিলিত জাতি সাহায্য পুনর্গঠন সমিতির প্রতিনিধিদলের উপদেষ্টা অধ্যাপক আর, ভি, গোগেট বলিয়াছেন যে, মন্ত্রেল প্রস্তাবানুযায়ী সম্মিলিত জাতি সাহায্য পুনর্গঠন সমিতির কর্ম্মপরিষদ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ উক্ত সমিতির সাহায্য পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

বাংলার ইক্ষুচাষের উন্নতিবিধান:—প্রকাশ, এই প্রদেশের ইক্ষুচাষের উন্নতিবিধানকল্পে বাংলা সরকার আনুমানিক এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা ব্যয়ের এক পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ইক্ষু সমিতির (ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল সুগারকেন কমিটি) বিবেচনাধীনে আনুমানিক পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইক্ষুসম্বন্ধীয় গবেষণা এবং ইক্ষুচাষের উন্নতিবিধানের যে ব্যাপক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রহিয়াছে উপরোক্ত পরিকল্পনাটী তাহারই প্রাথমিক অংশ। বর্ত্তমানে বাংলাদেশের তিন লক্ষ সাত শত একর জমিতে ইক্ষুচাষ হয়। সমগ্র ভারতের ইক্ষু আবাদী জমির

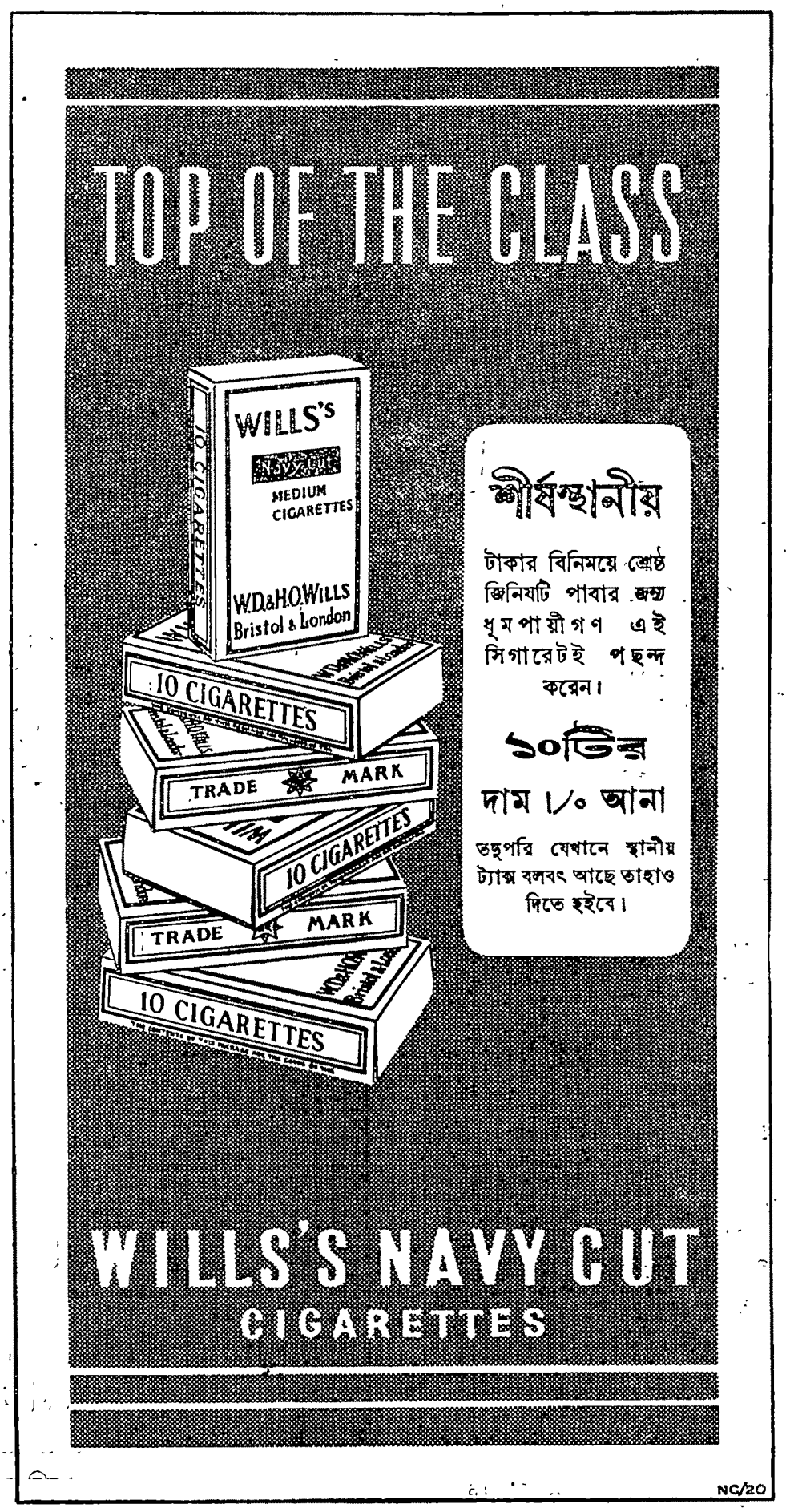

শতকরা আট ভাগ জমি বাংলাদেশে অবস্থিত। বাংলার বর্ত্তমান কারখানাগুলি মোট পঁচাত্তর হাজার টন সাদা চিনি উৎপাদন করিতে সক্ষম, কিন্তু নানা অসুবিধায় ১৯৪৪-৪৫ সালে মোটে দশ হাজার পাঁচশত টন সাদা চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল ১৯৪০-৪১ সালে। সেই বৎসরের উৎপন্নের পরিমাণ ছিল পঞ্চান্ন হাজার টন। অথচ বাংলার স্বাভাবিক বাৎসরিক চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রয়োজন হয় আনুমানিক দুই লক্ষ টন চিনি।

মহীশূরের স্বর্ণ উৎপাদন :—প্রকাশ, ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে মহীশূরের স্বর্ণখনি-সমূহ হইতে আনুমানিক মোট ষোল হাজার উনষাট আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে। উক্ত স্বর্ণের মোট মূল্য আনুমানিক ত্রিশ লক্ষ তিন হাজার তেত্রিশ টাকা। গত ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী ও ডিসেম্বর মাসে যথাক্রমে উনিশ হাজার সাতশত পঁচাশি আউন্স এবং পনেরো হাজার তিনশত আটাশি আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছিল।

ভারতীয় গন্ধক :—প্রকাশ, বেলুচিস্থানের কোহ-ই-সুলতান গন্ধক কারখানা সম্পর্কিত তাঁহাদের যে সমস্ত কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও সম্পত্তি এবং নোকুণ্ডি রেলঘাঁটিতে আকরিক গন্ধকের যে ষ্টক্ আছে ভারত সরকার তাহা বিক্রয় করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাতাল, মিরি এবং নাওয়ারেও গন্ধক জমানো আছে।

আমেরিকার বিমান ঘাঁটি :—প্রকাশ, আগামী দশ বৎসরে মার্কিন এলাকায় সরকারী বিমান ঘাঁটির উন্নতিবিধানকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভা সত্তর কোটী ডলার মঞ্জুর করিয়াছেন। আনুমানিক পাঁচ কোটী টাকা মূল ভূখণ্ডের বাহিরের বিমানঘাঁটিগুলির উন্নতি বিধানের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম ডক্ :—প্রকাশ, আফ্রিকার কেপটাউন সহরে সম্প্রতি পৃথিবীর বৃহত্তম ডকের উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে। নবনির্ম্মিত এই ডকটীতে 'কুইন এলিজাবেথ'এর ন্যায় বিরাটকায় জাহাজও আশ্রয় লইতে পারিবে। ডকটী নির্ম্মাণ করিতে খরচ হইয়াছে পঁয়ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড।

মালয়দেশীয় রবার :—প্রকাশ, মালয় পুনরধিকারের ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে সাতচল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড দামের পঞ্চাশ হাজার টন রবার পাওয়া গিয়াছে। আশা করা হইতেছে যে, বর্ত্তমান মাসের শেষভাগে প্রায় পঁচিশ হাজার টন রবার বৃটেন ও আমেরিকায় চালান যাইবে।

তৈল উৎপাদন :—প্রকাশ, অপরিষ্কৃত তৈলের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য নূতন উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। আশা করা হইতেছে যে, আমেরিকার গাল্‌ফ্ অয়েল করপোরেশনের বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত উপায়ে বিদ্যুৎ-শক্তির পরিচালিত একটী ছোট তৈলখনির অপরিষ্কৃত তৈল উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। আরও প্রকাশ যে, একটী তথাকথিত "ইলেক্ট্রোলাইটিক মডেল অয়েলফিল্ড" বিশেষ বিশেষ এলাকার বিশ বৎসরের তৈল উৎপাদন সম্পর্কে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে।

বিমান ট্যাক্সী :—ডারবানের এক খবরে প্রকাশ যে, শীঘ্রই ইউনিয়নের সর্ব্বত্র যাতায়াতের জন্য ডারবান বিমানঘাঁটিতে বিমানট্যাক্সী ভাড়া পাওয়া যাইবে। এইরূপ বিমানট্যাক্সীতে যাতা-

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূতী কাপড়

ও ভারতীয় কার্পাস

নূতন সংস্কৃতি

পূর্ব্বে ভারতীয় কার্পাস তূলায় প্রস্তুত ভারতীয় বস্ত্রাদি সমগ্র জগতে পরম সমাদরের সহিত গৃহীত হইত। এ গৌরব অনেকদিন বিনষ্ট হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য বর্ত্তমান রূপ ও রুচি-সঙ্গত আমাদের মিলজাত বস্ত্রসম্ভার আমাদেরই নিজ জমিতে চাষ করা ভারতীয় কার্পাস তূলায় বয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর নিজ জমিতে তূলার চাষ অচিরে আরম্ভ করিবার বন্দোবস্ত বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র মহাশয় এই কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজকুমারী

কটন মিলস লিঃ

১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৪৪৯৮

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ

যন্ত্রপাতি বিক্রেতা

৪৩ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

য়াতের ভাড়া নাকি হইবে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় দুই পাউণ্ড।

বৈদ্যুতিক পাখা নিয়ন্ত্রণ আদেশ—গত ১৭ই নবেম্বরের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি বলে ভারত গবর্ণমেণ্ট ছোট ও বড় উভয় প্রকার বৈদ্যুতিক পাখার উপর হইতে নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন। ঐ সকল পাখা এখন আর ১৯৪৫ সালের ব্যবহারিক দ্রব্য বিতরণ নিয়ন্ত্রণ আদেশের আমলে আসিবে না। আমদানিকারক ও ব্যবসায়িগণ বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের কন্‌ট্রোলার জেনারেল বা তাঁহার অধীনস্থ ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের অনুমতি ছাড়াই এখন ঐ সকল পাখা বিক্রয় করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগকে ঐ সকল পাখার হিসাব নিকাশ আর দাখিল করিতে হইবে না। কিন্তু পাখা যাহাতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় হয় এজন্য পাখা সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের অতি-লাভ ও বে-আইনী মজুত আইনের ৩নং ধারা পূর্ব্বের মত বলবৎ থাকিবে বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ম্যালেরিয়ার নূতন প্রতিষেধক—প্রকাশ, নিউইয়র্কের "সায়েন্টিফিক রিসার্চ্চ এণ্ড ডেভেলপ-মেণ্ট" ম্যালেরিয়ার তিন প্রকার নূতন প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, উক্ত ইনষ্টিটিউশন ম্যালেরিয়া নিবারণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর নানাস্থানে ব্যাপকভাবে উক্ত নব আবিষ্কৃত প্রতিষেধকসমূহ প্রয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া-ছেন। কুইনাইন এবং এটেব্রিন হইতেও নাকি উক্ত প্রতিষেধকসমূহ অধিক গুণ-সম্পন্ন।

বাংলায় বিলিকৃত বীজ ধানের পরিমাণ—বাংলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত বাংলাদেশে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৭ শত মণ আমন ধানের বীজ এবং ৫৬ হাজার ৪ শত ৮ মণ আউস ধানের বীজ বিলি করিয়াছেন। সার হিসাবে খইল বিলি করা হইয়াছে ৭৮ হাজার ২ শত ৩৪ মণ; হাড়ের গুড়া ১৯ হাজার ১ শত ৮ মণ; এ্যামোনিয়াম সালফেট ৩ হাজার ৮ শত ৪৪ টন। প্রায় ৪ হাজার ২ শত ৭১ প্যাকেট বিলাতী সব্জীর বীজ বিলি করা হইয়াছে।

কাঠ নিয়ন্ত্রণাদেশ বাতিল—গত ১৭ই নবেম্বরের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্ট কাঠ নিয়ন্ত্রণ আদেশ (১৯৪৫) বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

দি

ব্যাঙ্ক অফ আসাম

লিমিটেড

(সিডিউল্‌ড)

আসামের সর্ব্বপ্রথম

সিডিউল্‌ড ব্যাঙ্ক

হেড অফিস ঃ
শিলং
ফোন ঃ ২০ (২ লাইন)
গ্রাম ঃ BANKASSAM.

কলিকাতা অফিস ঃ
৬, ক্লাইভ রো
ফোন ঃ ক্যাল্ ৬৯৪০
গ্রাম ঃ ASSAMBANK.

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ
এইচ্ ব্যানার্জ্জী
বি-এ, সার্ট, এ, আই, বি (লণ্ডন)।

ফিল্ম নিয়ন্ত্রণাদেশ—ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আগামী ১৫ই ডিসেম্বর হইতে সিনেমার কাঁচা ফিল্ম পরিবেশন সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহার করা হইবে। উক্ত ফিল্ম পরিবেশন সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ আদেশটি ১৯৪৩ সালে জারী করা হইয়াছিল বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার—ইতিপূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি যন্ত্রপাতিকে 'বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ' আদেশের (১৯৪০) আওতার বহির্ভূত করিয়াছিলেন। গত ১৭ই নবেম্বরের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ধাতব দ্রব্যাদি কাটার যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার এবং কারখানার প্রয়োজনীয় ওজন সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির উপর হইতেও উক্ত নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তৃপক্ষের ছাড়পত্র না লইয়াই এখন আমদানিকারক ও ব্যবসায়িগণ ঐ সকল যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিতে পারিবেন বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ফরিদপুর-বরিশাল রেলপথ—প্রকাশ, প্রস্তাবিত ফরিদপুর-বরিশাল রেলপথের পরিকল্পনাটী তাড়াতাড়ি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য রেল কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টা করিতেছেন। ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর, বাকুণ্ডা (কোতয়ালী থানার অন্তর্গত), তলমা, পুকুরিয়া (নাগরকোণ্ডা থানার অন্তর্গত), ভাঙ্গা, দিগ্‌নগর, শঙ্করদি (ভাঙ্গা থানার অন্তর্গত), কুনিয়া (রাজোর থানার অন্তর্গত), চরমুগুরিয়া, মাদারীপুর, ভূরঘাটা (মাদারীপুর থানার অন্তর্গত) এবং বরিশাল জেলার টর্কি, বাটাজোড়, তারাবুনিয়া, রহমতপুর এবং বরিশালে উক্ত প্রস্তাবিত রেলপথের ষ্টেশন স্থাপিত হইবে বলিয়া নাকি ঠিক হইয়াছে।

ডাঃ এইচ, এল, দে—বোম্বাই-এর এক সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে, নবগঠিত ভারতীয় শুল্ক বোর্ডের মনোনীত সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এইচ, এল, দে উক্ত বোর্ডের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—৬৭৬ পৃষ্ঠার পর)

.....বৃটিশ এক তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ভাবী কালের জগতে আমেরিকা ও রুশিয়া ব্যতীত আরও দুইটি বৃহৎ শক্তির উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। সেই দুই শক্তি হইতেছে ভারত ও চীন।" অতঃপর পণ্ডিতজী তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেন, "দাসত্বের জোয়াল হইতে মুক্তির জন্য আমরা এখন অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছি। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের চূড়ান্তভাবে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। আমরা নরকে যাই সে-ও ভাল, তথাপি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে আমাদের এই দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেই হইবে। আমাদের অন্তরে জ্বলে দাবানলের আগুন। অবিলম্বে আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতেই হইবে।"

* * *

মেদিনীপুরে স্বাধীনতার বৈপ্লবিক আন্দোলন চূর্ণ করার জন্য বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যে অকথ্য চণ্ডনীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন সম্প্রতি তৎসম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের এক তথ্যবহুল রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমরা কোন নিজস্ব মন্তব্য না লিখিয়া পণ্ডিত জওহরলাল বৃটিশ শাসকশ্রেণীর 'গণতান্ত্রিক' পন্থা সম্পর্কে সাধারণভাবে যে উক্তি করিয়াছেন এখানে তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব : "বিদ্রোহ দমনের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিপীড়নের আশ্রয় লয়েন। কিন্তু এই শক্তির বিরুদ্ধে বীরোচিত প্রতিরোধের শক্তি জনগণের ছিল।..... তাহাদের বিরুদ্ধে বোমা, মেসিনগান ও বিমান পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়। শত শত লোক নিহত হয়, শত শত গ্রাম ভস্মসাৎ হয়। আজ দশ দিনের রাজত্বের জন্যও বালিয়ার একজন সাধারণ কিষাণ গর্ব্ববোধ করিয়া থাকে। নির্য্যাতন তাহাদের বিদ্রোহের প্রেরণা বিনষ্ট করিতে পারে নাই।"

যুক্ত-প্রদেশের বালিয়া সম্পর্কে পণ্ডিতজী তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন। কংগ্রেসের উল্লিখিত রিপোর্ট দৃষ্টে জানিতে পারা যায়, মেদিনীপুরের তমলুকও অনুরূপ অক্ষয় ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে।

'নবান্ন'র নৈপুণ্য থেকে
'জনপদে'র বলিষ্ঠ বিশালতা
জনপদ
• বিজন ভট্টাচার্য •
নাট্য ও সাহিত্য-জগতে 'নবান্ন' পরিবেশন ক'রে, বিজন ভট্টাচার্য প্রথম আবির্ভাবেই পাদপ্রদীপের আলোর দুর্লভ অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় রচনা 'জনপদ' সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন নির্দেশ ক'রে দিয়েছে। 'জনপদ' এই বাংলারই গ্রামের আলেখ্য—অলস ভাবালুতার ধোঁয়ায় পান্‌সে চোখ অশ্রু-সজল করবার কাহিনী নয়, নতুন যুগের জাগ্রত দৃষ্টিতে দেখা বলিষ্ঠ ইঙ্গিতময় উপন্যাস। পাইকায় সুন্দর ঝরঝরে ছাপা। দাম তিন টাকা
• সিগ্‌নেট প্রেসের বই •
যে কোনো ভালো দোকানে পাওয়া যায়
১০/২, এলগিন রোড, কলিকাতা

জাতীয় ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা।

দি
চৌমুহনী কমার্শিয়েল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
গ্রাম—জনশক্তি
স্থাপিত—১৯২৭ সাল
রেজিষ্টার্ড অফিস—চৌমুহনী (নোয়াখালী)
কলিকাতা অফিস—
১০৭নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ভারতের সর্ব্বত্র এজেন্সী আছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্‌ এন্‌ দাশগুপ্ত

অর্থনৈতিক পুস্তক ও পুস্তিকা

1. **Money and Banking**—League of Nations Publication, League of Nations, India office, Curzon Road, New Delhi. Price Cloth bound £ 15/-, Paper bound £ 12/6/-.

2. **Economic Planning and Agriculture**—Edited by S. N. Agarwala. East End Publishers, Allahabad. Price Rs. 3/12/-.

3. **Indian Economy During the War**—By L. C. Jain M.A., Ph.D. D.Sc. The Punjab University, Lahore. Published by the Civil and Military Gazette Ltd., Lahore. Price Rs. 3/4/-

4. **A Guide to Engineering Industries in India**—By Mr. K. L. Khosla. Star Printing Works. 30, Sibnarain Das Lane, Calcutta. Price Rs. 2/-.

দেশের ও দশের সেবায়—
আমরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত্তে বাসগৃহ ও জমি ক্রয়-বিক্রয় করি। দুগ্ধ, মৎস্য ও শস্য উৎপাদন দ্বারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানের অভিনব পরিকল্পনা নিশ্চয়ই নানাভাবে আপনাকেও সাহায্য করিবে।
বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন ঠিকানায় অদ্যই লিখুন বা অনুসন্ধান করুন।
বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
ফোন—কলি: ১৪৫৩

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইণ্ডিয়ান টি এণ্ড প্রভিশনস্ লিঃ

অন্যত্র ইণ্ডিয়ান টি এণ্ড প্রভিশনস্ লিমিটেডের একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ইতিপূর্ব্বে ১ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারত সরকারের অনুমতি নিয়া কোম্পানী ১০৲ টাকা মূল্যের বাকী ৪০ হাজার শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান টি এণ্ড প্রভিশনস্ লিমিটেড গত কতিপয় বৎসর যাবৎ সাফল্যের সহিত চায়ের কারবার চালাইয়া আসিয়াছেন। এই কারবারে লাভ দেখাইয়া কোম্পানী গত ১৯৪১ সাল হইতে অংশীদারদিগকে বার্ষিক শতকরা ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি কোম্পানী ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যে মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর নিকট হইতে আসামের শ্যামগুড়ি টি এষ্টেটটি (কারখানা ও যন্ত্রপাতি সহ) ক্রয় করিয়াছেন। এই চা বাগানটিতে বর্ত্তমান বৎসর ৩ হাজার ৫ শত মণ চা উৎপন্ন হইতেছে। চা বাগানের অনাবাদী জমি চাষাবাদের আমলে আনিয়া ও ফসল ফলানোর উন্নত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কোম্পানী আগামী দুই বৎসরে চায়ের উৎপাদন চারি হাজার হইতে সাড়ে চারি হাজার মণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। এইভাবে সকল দিক দিয়া কোম্পানীর কার্য্য প্রসারের সুবিধার্থ নূতন করিয়া ৪ লক্ষ টাকার শেষার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। মিঃ পি সি চ্যাটার্জ্জি, মিঃ জে পি চালিহা, মিঃ এস বড়ুয়া, মিঃ ডি বর্ম্মণ, মিঃ বি বি রায় ও ডাঃ হরিবিনোদ সেন ডিরেক্টর হিসাবে বর্ত্তমান কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন।

যুদ্ধের সময়ে দুনিয়ায় ভারতীয় চায়ের যথেষ্ট সমাদর দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমানে জাভা ও সুমাত্রা প্রভৃতি দেশ শত্রুকবলমুক্ত হইলেও জাপানী আমলে দীর্ঘকাল ঐসব দেশের চা শিল্প অবহেলিত থাকায় জাভা ও সুমাত্রা হইতে দুনিয়ার হাটে শীঘ্র বিশেষ কিছু চা রপ্তানীর সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই প্রয়োজনীয় চায়ের জন্য অনেক দেশকে যুদ্ধের পরও ভারতের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল থাকিতে হইবে সন্দেহ নাই। ভারতীয় চায়ের এই কাটতির সুবিধা চা-কর ও চা ব্যবসায়ীদের লাভের পথ প্রশস্ত করিবে। যেরূপ কৃতী ব্যবসায়ীদের দ্বারা ইণ্ডিয়ান টি এণ্ড প্রভিশনস্ কোম্পানীটি পরিচালিত হইতেছে এবং একটি বড় চা বাগিচা খরিদ করিয়া এই কোম্পানী যেরূপ ব্যাপকভাবে চা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে বেশী মুনাফার অধিকারী হইয়া ভবিষ্যতে উহারা অংশীদারদিগকে ভালরূপ লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিবার সঙ্গে নিজেদের লাভের পথও প্রশস্ত করিতে পারেন। ৬নং মিশন রো, কলিকাতায় এই কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিস অবস্থিত।

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

গত ১১ই নবেম্বর অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিমিটেডের মুঙ্গের শাখার উদ্বোধন ব্যাঙ্কের মুঙ্গেরস্থিত নিজস্ব ভবনে শ্রীযুত যুগল কিশোর নারায়ণ জেলা সেসন জজের সভাপতিত্বে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। সভায় মুঙ্গের, দেওঘর প্রভৃতি স্থানের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুত অমলেন্দু বাগ্‌চী মহাশয় যুদ্ধোত্তর ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সভায় স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী হইতেও অনেকে বক্তৃতা করেন। আমরা এই ব্যাঙ্কের উন্নতি কামনা করি।

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ

ভ্রম সংশোধন

গত ১লা অক্টোবর তারিখের আর্থিক জগতের বিশেষ সংখ্যায় উক্ত ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপনে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের নামের মধ্যে ভ্রমক্রমে মিঃ এইচ এস ভট্টাচার্য্যকে অন্যতম ডিরেক্টর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই নাম মিঃ I এস ভট্টাচার্য্য হইবে।

১৯৫৯ – ৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন
সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)-এ এগার মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকার উপর জমা হবার পর, এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ হয়।

প্রথম ভিক্টরি লোনের মতই সুবিধাজনক সর্তে ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন প্রবর্তিত হ'লো এবং জারি থাকবে যতদিন পর্যন্ত না সরকারী বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই ঋণ গ্রহণ বন্ধ হয়।

আপনার ব্যাঙ্কারকে লিখলেই তাঁরা সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। তা না হ'লে, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিসে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখা অফিসে, কিংবা ট্রেজারিতে এই উদ্দেশ্যে লিখুন।

আয়কর বাদ দিয়ে শতকরা তিন টাকা হারের সুদ ১৫ই অগস্ট ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি আপনার ঠিকানায় পাঠানো হবে। এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা খাটাতে পারবেন। এতে আপনার মূলধন সম্পূর্ণ নিরাপদ। ১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে আপনার টাকা ফেরত পাবেন।

এ-ছাড়া হস্তান্তরের বাধা না থাকায়, আপনি যে কোনো সময়ে এই লোন বও বিক্রি ক'রে আপনার টাকা ফেরত পাবেন। এই বেলা দরখাস্ত করুন।

যাঁদের আয়কর দিতে হয় না, কিংবা অপেক্ষাকৃত কম হারে দিতে হয়, তাঁরা এই ঋণের সুদের উপর বার্ষ আয়করও ফেরত পাবেন।

AAA 222

আপনার সঞ্চয়
১৯৫৯–৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

নূতন যৌথ কোম্পানী

খাস মেহট ভি কোলিয়ারী লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নানজি মানজি চওড়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। খনির স্বত্ব-স্বামিত্ব ক্রয় করা সম্পর্কিত ব্যবসা।

চন্দ্রকান্ত সঙ্ঘভি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে কে সঙ্ঘভি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। খনি ক্রয় সম্পর্কিত ব্যবসা।

জিওলজিষ্টস্ সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস সি গুহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৮, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। খনি-সংক্রান্ত ব্যবসা।

এক্সপ্রেস ট্রান্সপোর্ট এণ্ড ভেরাইটিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ইন্দুভূষণ বোস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৫, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। যাত্রী এবং মাল চলাচলের ব্যবসা।

প্রডাক্‌টিভ ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ প্রশান্ত ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫২/৯ সি বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। বাণিজ্যোপযোগী পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ ও বিক্রয়ের ব্যবসা।

মিনারেল প্রডাকশন্‌স্ অব ইণ্ডিয়া লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি পি ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫২/৯ সি, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। খনি-ক্রয় সম্পর্কিত ব্যবসা।

হনুমান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দুর্গা ডি চাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, সৈয়দ সালে লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতকরণ সম্পর্কিত ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বেলভেডেয়ার জুট মিলস্ কোং লিঃ ১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নিউ সেণ্ট্রাল জুট মিলস কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বরাকর কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য শতকরা বার্ষিক ৭॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বোরিয়া কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **চুরুলিয়া কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৵০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **করণপুরা ডেভেলপমেণ্ট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১।০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। **সেন্‌ড্রকোল কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ফোর্ট গ্লষ্টার জুট এম-এফ-জি কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের মেদিনীপুর, পুরী, হাটখোলা ও জলপাইগুড়ি শাখা খোলা হইয়াছে।
বেনারস শাখাও খোলা হইয়াছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
(সিডিউল্‌ড্)

অনুমোদিত মূলধন—	...	৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন—		২২,৫০,০০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড—		১২,৭২,৬৩১৲ ,,
আমানত—	... ...	২,০০,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন—	...	২,৫০,০০,০০০৲ ,,

পৃষ্ঠপোষক—
মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্-আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

প্রধান অফিস—
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)
রেজিষ্টার্ড অফিস—
আখাউড়া (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)
কলিকাতা অফিসসমূহ—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা স্থাপিত — ১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত—	৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত—	১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত—	৫৫,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৫,০০,০০০৲ উপর

শাখাসমূহ—কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই-মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এম, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৩শে নবেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত আছে। টাকার চাহিদার তুলনায় যোগানের প্রাচুর্য্যও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা। ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারী বিলের জন্ত আলোচ্য সপ্তাহে মোট টেণ্ডারের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হারও গত সপ্তাহের তুলনায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে (গত ১৩ই নবেম্বর) মোট ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। গত ২১শে নবেম্বর বুধবার ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। ঐ দিন মোট ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫০ হাজার টেণ্ডার উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। শতকরা ৯৯৸৶০ আনা মূল্যের সমুদয় টেণ্ডার এবং শতকরা ৯৯৸৵৯ পাই মূল্যের টেণ্ডারসমূহের শতকরা আনুমানিক ৮৯ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা অল্প মূল্যের আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট দুই কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং গৃহীত টেণ্ডারসমূহের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।/০ ধার্য্য হইয়াছে। গত সপ্তাহে গৃহীত টেণ্ডারসমূহের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।/০ আনা ধার্য্য হইয়াছিল। আগামী ২৭শে নবেম্বর, মঙ্গলবার কলিকাতায় ১১টা পর্য্যন্ত (বেঙ্গল টাইম) এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ২৬শে নবেম্বর সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ৪ কোটি টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৩০শে নবেম্বর, শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ১৬ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে মোট ১ কোটি ৪১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে টেলিঃ হুণ্ডিতে মাঝামাঝি রকমের কারবার হইয়াছে এবং সেখানে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ	৫৬½ পেঃ
ঐ দর্শনী („)	„	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ	৬৬⅞ „
ডি এ চার মাস („)	„	৬৬⅞ „
ডলার (প্রতি শত)		৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব:—গত ৯ই নবেম্বরের হিসাব হইতে দেখা যায়, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৭৯ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। গত ৯ই নবেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬৫ কোটি ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ও ২৬৬ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪০ হাজার ও ২৬৫ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৩শে নবেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজার পরেশনাথের মিছিলের দরুণ বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা যায় এবং প্রায় সমস্ত বিভাগেরই জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের বিকি-কিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও যথেষ্ট উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বুধবার শেয়ারসমূহের আরও মূল্য বৃদ্ধি ঘটে, কোম্পানীর কাগজ, কাগজের কল, কাপড়ের কল, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের বিকি-কিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে চটকলসমূহের মূল্যবৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাধারণভাবে কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রায় সমস্ত বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলেও, (কয়লার খনি এবং চিনির-কলের শেয়ার-

NOTHING IS STRONGER - - -
- - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান
ব্যবসাকেন্দ্রে
শাখা অফিস আছে

—বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্—

মিঃ এস, কে, রায় ; মিঃ পি, ডি, হিমৎসিঙ্কা ; মিঃ পুলিনকৃষ্ণ রায় ; মিঃ জি, ভি, সোয়াইকা ; মিঃ জগন্নাথ কোলে ; মিঃ ডি, পি, দাসগুপ্ত ; মিঃ কে, এন, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

গয়া শাখা ৭ই সেপ্টেম্বর খোলা হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের হাউসিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে গৃহনির্ম্মাণেচ্ছুক জনসাধারণকে ঋণ দেওয়া হয়।...ঋণ অবশ্য হয়, কিন্তু এই মর্টগেজ-সহিত-বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার অঘটন হইতে নিরাপদ থাকে। ঋণ ক্রমে ক্রমে শোধ হইয়া যায় এবং ঋণকারী বা তাঁহার পরিবারবর্গের সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হয় না।

পদ্ধতির সামান্য একটু আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স
লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সমূহ ব্যতীত) চটকল, কাগজের কল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কাপড়ের কলসমূহের শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিই আলোচ্য সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আলোচ্য সপ্তাহের বৃহস্পতিবার এবং অদ্য শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে।

কোম্পানীর কাগজ—গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্র সমূহের মূল্য বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র ৯৭॥০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০৩৸/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া উহার ইতিহাসে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৯৯॥১০ আনা পর্য্যন্ত বিকি-কিনি হইয়াছে। ৪ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ১১৩।১০ আনা পর্য্যন্ত বিকি-কিনি হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকলসমূহের মূল্য বৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যুদ্ধোত্তর যুগে চটকল-সমূহের সুযোগ-সম্ভাবনা বৃদ্ধিই উহার প্রধানতম কারণ। এতদ্ব্যতীত, জনপ্রিয় চটকল শেয়ার সমূহের দিকে লাভান্বেষিগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার দরুণও চটকল শেয়ারসমূহের মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে, অকল্যাণ্ড ৩৯০৲, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৫৮৩৲ টাকা, কামারহাটি ৮৪৮৲ টাকা, নদীয়া ১৫৬৲ টাকা, কাঁকনাড়া ৭৪৭৲ টাকা, হাওড়া ১০৭৸০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লা খনি—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কয়লা-খনির শেয়ার সমূহের চাহিদা অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও, মূল্যের দিক হইতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। বরাকর ৪৩৸/০ আনা, রাণীগঞ্জ ৬৫৵০ আনা, ইকুইটেবল ৭২।০ আনা, সাউথ করণপুরা ৪১/০ আনা, সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ৪৯৸০ আনা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৪৬।/০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৩শে নবেম্বর—এ সপ্তাহেও পাটের বাজারে নিদারুণ নিরুৎসাহের ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। রপ্তানীকারক ও চটকলওয়ালারা পাট ক্রয়ে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখায় নাই। ফলে পাটের দর নিম্নস্তরে বিরাজ করিতেছে। গত জুলাই হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় ২৩ লক্ষ ৮৭ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় পাট আমদানী হইয়াছিল ২২ লক্ষ ৮ হাজার বেল। এবার বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছে; কাজেই পাটের আমদানী অধিক হওয়ারই কথা। কিন্তু চটকল-ওয়ালারা পাট ক্রয়ে আগ্রহ না দেখাইবার ফলে আমদানী যথোচিত বৃদ্ধি পাইতেছে না।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্তানীকারকদের দিক হইতে পাটের কোন দাবী-দাওয়া হয় নাই। চটকলওয়ালারা সামান্য পরিমাণে লাইটনিং ও ডেইলী শ্রেণীর পাট ক্রয় করিয়াছে। আলগা পাটের বাজারে পাটের বিক্রেতার অভাব ছিল না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্ন দরেও চটকলওয়ালারা পাট বিশেষ কিছু খরিদ করিতে রাজী হয় নাই।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৩শে নবেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে লক্ষণীয় উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গিনি বিক্রয়ের উপর প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি করাই উহার প্রধানতম কারণ। এতদ্ব্যতীত,

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম : ইকুমিক্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, রবার্টসগঞ্জ, জৈতপুর, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া, মোরাদাবাদ, গান্ধিনগর, দিল্লী, মীরাট, আগ্রা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

মেহেরপুর শাখা গত ১৮ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত

ভবিষ্যতে সুখ-শান্তি ভোগের জন্য সুখস্বপ্নই বর্ত্তমানকে ক'রে তোলে কর্ম্মময়—সেই কর্ম্ম-শক্তির উদ্দীপনা মানুষকে এনে দেয় আয়ের সংস্থান—তখন মানুষ উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রতে যায় ভুলে—স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে।

*

ভবিষ্যতের আশা পূরণ ক'রতে হ'লে যে সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় চালিত হওয়া দরকার উহাই—

!!!

ক্যালকাটা

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ফোন—কলিঃ ২৩৬৪ **দি ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ** টেলি—Nalex

৩-৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ - বড়বাজার, ফরিদপুর ও ঢাকা। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীরাজলক্ষ্মী মজুমদার, বি-এ।

লাভান্বেষিগণ আলোচ্য সপ্তাহেও প্রচুর পরিমাণ সোনা মজুত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল (সর্ব্বোচ্চ) যথাক্রমে ৮২।০ আনা ও ৮১৵০ আনা। অদ্য তাহা কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে যথাক্রমে ৮১।/০ আনা ও ৮২॥/০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি গিনি বর্ত্তমানে ৫৬।০ আনা ও ৫৭॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা—সোনার দরের উন্নতির সঙ্গে সম্যক্ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সাধারণভাবে রূপার দরেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার বিকিকিনি গত সপ্তাহের তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি পায়। সপ্তাহের মধ্যভাগে কলিকাতার বাজারে রূপার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধিও ঘটে। কিন্তু অদ্য কলিকাতার বাজারে রূপার দরে অবনতি ঘটে। বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার চাহিদা সপ্তাহের প্রথম ভাগ অপেক্ষা মধ্যভাগে বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতে উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ মূল্য ১৩৬॥০ আনা এবং বোম্বাইয়ের বাজারে ১৩৩।০ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৩শে নবেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দরে গত সপ্তাহের তুলনায়ও সাধারণভাবে তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। করাচী হইতে বোম্বাইয়ের তুলার দর বৃদ্ধির অনুকূলে সংবাদ আসায় এবং বোম্বাইয়ের তুলার রপ্তানী বাজারের অবস্থা আশাপ্রদ হওয়ার দরুণই আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দরের তেজী ভাবের প্রধানতম কারণ। এতদ্ব্যতীত, গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার চাহিদা বৃদ্ধিও বোম্বাইয়ের তুলার দরবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। গত বৃহস্পতিবার বোম্বাইয়ের তুলার (গত শুক্রবার বোম্বাইয়ের তুলার বাজার বন্ধ ছিল) জানুয়ারী, মার্চ্চ এবং মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল যথাক্রমে ৪০৯।০ আনা, ৪১৫৸০ আনা এবং ৪২৬।০ আনা। গতকল্য বৃহস্পতিবার তাহা যথাক্রমে (অদ্য শুক্রবারও বোম্বাইয়ের তুলার বাজার বন্ধ আছে) ৪১৭॥০ আনা, ৪২৩।০ আনা এবং ৪৩৬৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় নাই। চাহিদার তুলনায় কাপড়ের যোগান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় কলিকাতার জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্ত্র সংগ্রহের কোন উপায় নাই। অবশ্য তাঁতের কাপড় বাজারে 'পারমিট কার্ড' ব্যতীতই বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু তাঁতের কাপড়ের মূল্য এতই অধিক যে, এই ফাঁপা বাজারেও খুব অল্পসংখ্যক লোক তাঁতের কাপড় ক্রয় করিতে সমর্থ। আলোচ্য সপ্তাহে মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রচণ্ড বস্ত্রাভাবের খবর আসিয়াছে। গরম কাপড়ের একান্ত অভাবও আলোচ্য সপ্তাহে পরিলক্ষিত হইয়াছে; চাহিদার তুলনায় গরম কাপড়ের যোগান একান্ত সীমাবদ্ধ।

Buy NATIONAL SAVINGS CERTIFICATE
From
N.K.KUNDU.
THE RELIABLE AUTHORISED AGENT
GOVT. OF BENGAL
146, AMHERST STREET.
CALCUTTA.

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ
ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য এবং অদ্যকার দিনের সর্বপ্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির সঙ্গে তাল রেখে চলবার উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধানকল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট ও সজাগ।
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এবং শাখাসমূহ।

অক্ষয় কুমার লাহা
বেডিয়াম মার্ব্ব সিমেন্ট কলার
মা ভী র ক্ল কারখানার ক্ল
১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

ম্যারেজ পলিসি
N.F.a/b-4
আপনার মেয়ের জন্য
পণপ্রথা আজ নিষ্ঠুর রূপ নিলেও এর প্রচলন হয়েছিল স্নেহের পথ ধরে। কন্যার বিবাহিত জীবনের নূতন নীড় রচনায় বাপ-মার সাহায্য করবার ইচ্ছা ও চেষ্টা খুবই স্বাভাবিক। বিবাহের যৌতুক সেই জন্যই দেওয়া হ'তো। কাজেই পণপ্রথা যদি উঠেও যায় বাপ-মার যথাসাধ্য যৌতুক দেবার আগ্রহ ও চেষ্টার শেষ হবে না। অতএব আপনার আদরের কন্যার জন্য একটি 'ম্যারেজ পলিসি' নেওয়া আপনার পক্ষে আনন্দ ও সুবিবেচনার কাজ হবে।
ন্যাশন্যাল
ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
৭ নং, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট
ফোন: ক্যাল: ৫৭২৬
ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্ত্তমান।

শ্রেষ্ঠতম তিনটী
আর
নিরাপত্তা
দেশের কল্যান
শী ব্যাঙ্ক লিঃ
ফোন:- কলিকাতা ১১২২, ১১২৩
৩-১, ব্যাংকশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর— সুধাংশু বিশ্বাস, সুশীল সেন

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৬ই নবেম্বর	১৯শে নবেম্বর	২০শে নবেম্বর	২১শে নবেম্বর	২২শে নবেম্বর	২৩শে নবেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	—	—	৮১।/০	৮১।০	—	৮১।/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৮১।৵০	৮১॥৵০	৮১॥/০	৮১/০	৮১।৵০	৮২॥/০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	—	—	১৩৩॥০	১৩৩॥০	—	১৩১॥০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৩।০	১৩২॥০	১৩২॥০	১৩২॥৵০	১৩২॥৵০	১৩৩।০
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	—	—	৫৬৸৵০	৫৬॥০	—	৫৬।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫৬॥০	৫৭॥০	৫৭।০	৫৭।০	৫৭॥০	—
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার, (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩	৩	৩	৩	৩
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...			৯৭।৵০	৯৭॥০		
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...			১০৩॥৶০-১০৩॥৵	১০৩৸/০-১০৩॥৵		
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...			৯৯॥১০	—		
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...			—	—		
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...			১১৩।০	১১৩।১০		
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...			—	—		
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...			৪১॥/০-৪১।৶০	৪২৲-৪১॥০		
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...			৩৬৸/০-৩৬॥৶০	৩৭৸০-৩৬৸০		
কুমারধুবী—অর্ডি ...			১১॥০-১১।/০	১১॥৵০-১১॥০		
ব্রইতওয়েইট ...			১৫॥/০-১৫।/০	১৫৸৶০-১৫॥০		
জেসপ ...	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ	২৮।৵০-২৭৸৶০	২৮।৶০-২৮৵০	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ
মার্শালস ...			৬৸৵০-৬॥৶০	৭৲-৬৸/০		
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...			১১৸০	১১৸৶০		
আর্থার বাটলার ...			—	২৪॥০		
হিন্দুস্থান মোটরস ...			৯৵০-৯৲	—		
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...			১৭॥৵০-১৭॥০	১৭॥০-১৭।০		
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...			৭।০-৬৸৶০	৭।৵০-৭৶০		
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...			৩।৵০-৩।/০	৩।৵০		
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...			১৫২॥০-১৫২৲	১৫৩৲-১৫২৲		
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...			৩৯৲-৩৮॥০	৩৯॥০-৩৯৲		
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...			১৬।০-১৬৵০	—		
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...			১৪৲-১৩৸৵০	১৩৸৵০-১৩৸০		
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...			১৪৸০-১৪॥০	১৪॥৶০-১৪॥৵০		
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...			—	—		
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...			১১৲-১০৸/০	—		
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...			৫৬৲	৫৬॥০		
নাথ ব্যাঙ্ক ...			—	—		
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...			৪৩।৶০-৪৩৶০	৪৩॥/০-৪৩।৶০		
তালচের " " ...			—	—		
রাণীগঞ্জ " " ...			—	৬৫৵০		
ইকুইটেবল " " ...			৭২।০-৭১৸০	৭২।০		
সাউথ করণপুরা " ...			৪০॥৵০-৪০॥০	৪১/০-৪০৸০		
ভুলনবরারি ...			—	—		
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...			৪৯৸০-৪৯॥০	—		
নিউ চুরুলিয়া ...			—	—		
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...			—	৪৬।/০		

গ্রাম : মারকোব্যাঙ্ক ফোন : ক্যাল ৩৭৩৪

ইউনিয়ন মারকেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেঃ অঃ—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যাঃ ডিঃ
এম, কে, নন্দী

চেয়ারম্যান
মিঃ কে, ডি, বোস।

গ্রাম : লাইভ ব্যাঙ্ক : কলিঃ
টেলিফোন : ক্যাল { ৩২৭৫ / ৪৭৩১

স্থাপিত—১৯৩০

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
২১, এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই
আমাদের সমস্ত শাখা ও কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য।
ব্যাঙ্কিং কার্য্যে অতুলনীয় সুবিধা
এখানে পাইবেন।

চেয়ারম্যান :
রায় জে, এন, মুখার্জ্জি বাহাদুর
গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার
(হুগলী)
ডিরেক্টর ইন-চার্জ্জ :
মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জ্জি।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৬ই নবেম্বর	১৯শে নবেম্বর	২০শে নবেম্বর	২১শে নবেম্বর	২২শে নবেম্বর	২৩শে নবেম্বর
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ	৮।৶০-৮।/০	৮।৶০-৮।০	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ
বেনারস ...			—	১১॥০		
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...			১৩।০-১৩৶০	১৩।০-১৩৶০		
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...			৬৮৸০-৬৮৶০	৭০॥০-৬৯৸০		
কেশোরাম্ ...			—	১৯৲-১৮৸৶০		
বঙ্গশ্রী ...			১৪॥/০-১৪॥০	১৪।৶০-১৪।৶০		
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...			৮৲-৭৸৶০	৭৸০		
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...			২৫৩॥০-২৫২৲	২৪১৲-২৩৯৲		
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...			২১৲-২০৸৶০	২১৸০		
টিটাগড ...			৩৭৲-৩৬॥০	৩৬॥৶০-৩৬॥/০		
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...			৩৯০৲-৩৮৫৲	—		
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...			৫৮১৲-৫৭৯৲	৫৮৩৲-৫৮০৲		
কামারহাটি ,, ,, ,, ...			৮৪৭৲	৮৪৮৲-৮৪৫৲		
নদীয়া ,, ,, ,, ...			১৫৬৲-১৫৩॥০	১৫৬৲-১৫৪॥০		
প্রেসিডেন্সী ,, ,, ,, ...			১৫৲-১৪৸০	১৫৶০-১৪৸৶০		
রিলায়েন্স ,, ,, ,, ...			৯৪।৶০-৯৪।০	৯৫৶০-৯৪॥৶০		
কাঁকনাড়া ,, ,, ,, ...			৭৪৭৲-৭৪২৲	৭৪৩৲-৭৪২৲		
হাওড়া ,, ,, ,, ...			১০৬৸৶০-১০৬।০	১০৭৸০-১০৬৸৶০		
ডালহৌসী ,, ,, ,, ...			৪৬৬৲-৪৬৪৲	৪৬৫৲-৪৬১৲		
বজবজ ,, ,, ,, ...			—	৬৫২৲		
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ,, ,, ...			৩৭৮৲-৩৭০৲	৩৭৫৲-৩৭১৲		
এলায়েন্স ,, ,, ,, ...			৭৭৩৲-৭৬১৲	৭৬২৲-৭৬১৲		
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...			—	১৬৶০		
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...			৪০।৶০-৪০।০	৪০।৶০-৪০৶০		
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...			৩২৸৶০-৩২॥০	৩২৸৶০-৩২।০		
চা বাগান—চন্দননগর টি ...			—	—		
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান ,, ,, ,, ...			—	—		
কল্যাণী ,, ,, ,, ...			—	৫২৲		
লেবং এণ্ড মিনারেল ...			১২/০-১১৸/০	১২।/০-১২।০		
তেজপুর ,, ,, ,, ...			২৩।০	২৩।/০-২৩।০		
বিশ্বনাথ ,, ,, ,, ...			—	—		
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...			১৬॥৶০-১৬৲	১৬৶০-১৫৸৶০		
বি আই কর্পোরেশন ...			৮।৶০-৮৶০	৮।৶০-৮।০		
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...			১৮৪৲-১৮১৲	১৮৭৲-১৮৩৲		
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...			১৬৶০-১৫৸৶০	১৬।৶০-১৬/০		
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...			২১৮॥০-২১৬৲	২২২৲-২২০৲		
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ,, ,, ...			২১৶০-২০৸৶০	২১।০-২১৶০		
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...			১৩।০	—		
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...			১০৸০-১০।০	১০॥০-১০।০		

মূল্য কমিল !!!

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, মাদার টিংচার, স্পিরিট, সুগার অব্ মিল্ক, বাইওকেমিক ট্রিটুরেশন ও ট্যাবলেট, গ্লোবিউল, ব্ল্যাক ট্যাবলেট, ডিস্কেট, শিশি, কর্ক, আলফালফা টনিক, সিনেরেরিয়া মেরিটিমা (সাক্কাস), মেল্লোলা টনিক, ট্যাবলেট ইত্যাদি।

মূল্য তালিকা বিনামূল্যে।

প্রস্তুতকারক : হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং কোং

ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ও প্রধান অফিস—৪২,৫৬ ও ৫৭, সাউথ এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ৩৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বেনারস ব্রাঞ্চ : গোধুলিয়া, বেনারস সিটি, ইউ, পি।

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

বড়বাজার (কলিকাতা), দমদম ক্যান্টনমেন্ট, চৌমুহনী, বসুরহাট, কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, সিরাজদীঘা, রাজাপাড়া, জামুগুড়িহাট, রহা, রাসড়া, আজমীর, হিজলগঞ্জ, বেওয়াড়।

বহুবাজার শাখা :—১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে শীঘ্রই খোলা হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার : মিঃ আর, চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ জে, ভৌমিক

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯০৪

রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা

সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও মতিহারি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।

ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—

মিঃ অমিয় গুহ।

❀ কোকোলা
❀ কল্যানী
❀ ত্রিগুণ
❀ জুয়েল আমলা
কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

আর মিত্রের
ময়ূরমার্কা
তিলতৈল
মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে

আর মিত্র — পারফিউমার
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

হেড অফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি. ২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

ফারেন্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।

অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—
(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)
হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার,	দীঘিরপাড়,	পাটনা সিটি,
বেলেঘাটা,	লাহেরিয়াসরাই,	ভিজিয়ানাগ্রাম,
শ্যামবাজার,	ভাগলপুর,	বোলাজীর,
আরামবাগ,	নাথনগর,	কাটাবঞ্জী
চাঁপাডাঙ্গা,	দ্বারভাঙ্গা,	(পাটনা ষ্টেট),
মিরকাদিম,	রায়পুর,	নাগপুর,
নারায়ণগঞ্জ,	পাটনা,	সম্বলপুর।

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস :—
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪
গ্রাম—যেশখু

শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল,

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
২৫শে জুলাই খুলনা শাখা খোলা হইয়াছে।
যশোহর, নড়াইল ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বিস্কুট

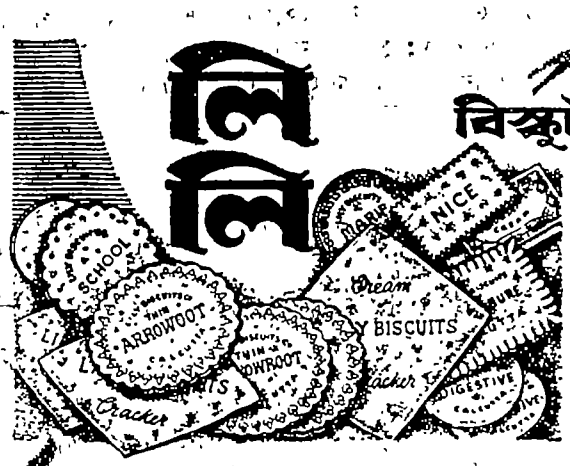

লিলি বিস্কুট
স্বাদে ও গুণে—
অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382

REGD. NO. C. 2506

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵৹ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 3rd December, 1945. সোমবার, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ [২৯শ সংখ্যা

কৃষি-ভূমির জল সেচ-ব্যবস্থা

সম্প্রতি সেণ্ট্রাল বোর্ড অব ইরিগেশনের এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতের ইরিগেশন সিষ্টেম বা জল সেচ ব্যবস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতে ৭ কোটি একর জমিতে জল সেচের বন্দোবস্ত রহিয়াছে। জগতের আর কোন দেশে জল সেচের এরূপ ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারতে জল সেচ ব্যবস্থার ব্যাপকতা তিন গুণ বেশী। সমবেতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, মেক্সিকো, জাপান, মিশর, ইটালী, স্পেন, ফ্রান্স, চিলি ও যাভায় যে সেচ এলাকা রহিয়াছে ভারতের সেচ এলাকা এককভাবে তাহার চেয়েও বেশী। সরকারী ও বেসরকারী খাল, টিউব ওয়েল, পুষ্করিণী প্রভৃতি যোগ করিলে দেশীয় রাজ্য লইয়া ভারতে মোট সেচ এলাকার পরিমাণ ৭ কোটি একরই দাঁড়াইবে, সন্দেহ নাই। আর একটি প্রকাণ্ড দেশ হিসাবে ভারতের এই সেচ এলাকা অন্য অনেক ছোট দেশের তুলনায় বেশী হওয়ারই কথা। কিন্তু ভারতের এই সেচ এলাকা এদেশের বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চলের পক্ষে কতদূর পর্য্যাপ্ত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ধান, গম প্রভৃতি প্রধান কৃষি ফসলের মোট আবাদী জমির তুলনায় সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ বিবেচনা করিলে সেচের দিক দিয়া নিতান্ত অপর্য্যাপ্ততাই আমরা দেখিতে পাই। ১৯২৭-২৮ সাল হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত বৃটিশ ভারতে ধানের জন্য গড়ে বৎসরে যে জমি আবাদ করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে মাত্র শতকরা ২৬ ভাগ জমিই সেচ ব্যবস্থার সুযোগ পাইয়াছে। ঐ সময়ে বাঙ্গলায় ধানের জন্য যে জমি চাষ করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে শতকরা ৭ ভাগই শুধু ঐরূপ সুবিধা পাইয়াছিল। অথচ ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে জমির জল সেচের ব্যাপক সুবন্দোবস্ত একান্ত প্রয়োজন। এরূপ একটি প্রধান খাদ্য ফসলও যেখানে আজ পর্য্যন্ত উপযুক্ত জল সেচ ব্যবস্থার সুযোগ পায় নাই সেখানে আমাদের দেশের সেচ ব্যবস্থা নিয়া গর্ব্ব করিবার কি আছে তাহা আমরা বুঝি না। তাহা ছাড়া ভারতে বর্ত্তমানে যে সেচ ব্যবস্থা রহিয়াছে এফেক্টিভ ইরিগেশন সিষ্টেম হিসাবে ইহার মূল্য কতটুকু সে বিষয়েও আমাদের মনে সংশয় রহিয়াছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

১৯৩৯-৪০ সালে বৃটিশ ভারতের মোট ২৪ কোটি একর আবাদী জমির মধ্যে ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা ছিল। এই ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ একরের মধ্যে ২ কোটি ৯০ লক্ষ একর খাল দ্বারা, ৫৮ লক্ষ একর পুষ্করিণী দ্বারা এবং ১ কোটি ৩৫ লক্ষ একর কূপের সাহায্যে জল-সিঞ্চিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্রে সরকারী ও বেসরকারী খাল, পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতির একটা হিসাব লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সেই হিসাবের উপর ভিত্তি ধরিয়া তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে সেচ প্রাপ্ত জমির সংখ্যাতথ্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বেকার কত খাল, পুষ্করিণী ও কূপ যে ইতিমধ্যে হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে এবং উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে তাহাদের দ্বারা জমির জল সেচের সুযোগ যে এখন আর নাই, সে খবর কে রাখে? আমেরিকার টেনিসীভেলীতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় যে সেচ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে মাইল ও পরিধি হিসাবে ধরিলে অনেক দেশই হয়ত তাহার চেয়ে বিপুল সেচ এলাকা নিয়া গর্ব্ব করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত কার্য্যকারিতার দিক দিয়া টেনিসীভেলীর সেচ ব্যবস্থার সহিত অন্য অনেক দেশের সেচ ব্যবস্থার তুলনা চলে না। ভারতের সরকারী ও বেসরকারী খাল বিল ত সে তুলনায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেচ ব্যবস্থার নিদর্শন মাত্র। এই সেচ ব্যবস্থা লইয়া গর্ব্ব প্রকাশ করা নিজেদের অবনতি ও অধোগতি লইয়া আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করা ছাড়া আর কিছু নহে।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৬৯৩-৯৭
বাঙ্গলা সরকারের পুনর্গঠন পরিকল্পনার গলদ	৬৯৮-৯৯
ভারতীয় রেলপথ ও মালচলাচলের ভাড়া	৭০০-০১
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৭০২-০৩
খেয়ালীর খাতা	৭০৪-০৫
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৭০৬-১১
কোম্পানী প্রসঙ্গ	৭১২-১৩
বাজারের হালচাল	৭১৪-১৮

গ্রেন ব্যাঙ্ক বা শস্য গোলা

হায়দরাবাদ রাজ্যে উপযুক্ত সংখ্যায় গ্রেন ব্যাঙ্ক বা শস্য গোলা স্থাপনের উপর জোর দিয়া ঐ রাজ্যের সরকার কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাইয়াছেন। কৃষকদের নিকট হইতে খাদ্যশস্য লইয়া তাহা মজুত করা এবং সময় মত তাহা বিক্রয় ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের কার্য্যনীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হায়দরাবাদ সরকারের নিয়ম অনুসারে ঐ রাজ্যের কৃষকেরা তাহাদের উৎপন্ন শস্যের একটা অংশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য। হায়দরাবাদ সরকারের পক্ষ হইয়া গ্রেন ব্যাঙ্ক বা শস্যগোলাসমূহ সেই শস্য ক্রয় ও মজুতের কাজ সম্পাদন করিতেছে। কৃষকেরা তাহাদের উৎপন্ন শস্যের কতকাংশ দিয়া গ্রেন ব্যাঙ্কের অংশীদার ও সদস্য হইতে পারে। গ্রেন ব্যাঙ্কের অংশীদার হইলে ঐ ব্যাঙ্ক কৃষকের পক্ষ হইয়া তাহার উৎপন্ন শস্য মজুত ও সময় মত ন্যায্য মূল্যে তাহা বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। অনেক কৃষকের বাড়ীতে ভালভাবে ও নিরাপদভাবে উৎপন্ন শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাই। এইজন্য ফসল উঠিবার সময় যে কোন দরে অনেক কৃষককে তাহাদের উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়া দিতে হয়। গ্রামাঞ্চলে গ্রেন ব্যাঙ্কের প্রচলন হওয়ায় এক্ষণে কৃষকেরা উহাতে তাহাদের উৎপন্ন শস্য মজুত রাখিতে পারে এবং পরে শস্যের দর বাড়িলে উহার মারফতে সময়মত তাহা উপযুক্ত দরে বিক্রয় করিতে পারে। উহাতে শস্যের নিরাপত্তা রক্ষার সঙ্গে তাহা হইতে ন্যায্য মূল্য আদায়ের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। গ্রেন ব্যাঙ্ক সমূহ তাহাদের অংশীদার ও সদস্যদের প্রয়োজনে উহাদিগকে সময়মত বীজ শস্য ও খাদ্যশস্য দিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। এইভাবে শস্য ধার দিয়া ব্যাঙ্ক শতকরা ২.৫ ভাগ সুদ পাইয়া থাকে। কোন এলাকায় খাদ্যশস্যের অপ্রাচুর্য্য ঘটিলে হায়দরাবাদ সরকার গ্রেন ব্যাঙ্কের মারফতে সাধারণকে খাদ্য সরবরাহের কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঐরূপ কার্য্যধারার ফলে হায়দরাবাদ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে গ্রেন ব্যাঙ্ক বা শস্য গোলা আজ এক বিশেষ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে হায়দরাবাদ সরকার পত্তনচেরু নামক গ্রামে একটি গ্রেন ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া-

ছিলেন। তাহার পর এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে হায়দরাবাদ রাজ্যে ৩ হাজার গ্রেন ব্যাঙ্ক রেজেষ্ট্রিকৃত হইয়াছে। কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের সুবিধার্থ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যায় এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। বাঙ্গলার পুনরুজ্জীবনের জন্য এ প্রদেশের সরকার গ্রামাঞ্চলে এইরূপ গ্রেন ব্যাঙ্ক বা শস্যগোলা স্থাপনের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

কর্পোরেশন ধর্ম্মঘটের অবসান

পাঁচ দিন ব্যাপী ধর্ম্মঘটের পর গত ২৮শে নবেম্বর বুধবার ধাঙ্গড় জলকলের শ্রমিক প্রভৃতি কার্য্যে যোগ দিয়াছে। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীরাও কাজে যোগ দিয়াছেন। ধর্ম্মঘটের অবসান হওয়ায় কলিকাতা নগরীর ৪০ লক্ষ নরনারী দুঃখ-দুর্গতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। কর্পোরেশন কর্ম্মচারী সমিতির সভাপতি ও কর্পোরেশন কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত সুধীর রায় চৌধুরী যে ভাবে মীমাংসা করেন শ্রমিকরা তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করায় ধর্ম্মঘট অবসানে বিলম্ব ঘটে। পরে মেয়র ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় ধর্ম্মঘটের অবসান হয়। উভয়পক্ষের সুবিবেচনার আমরা প্রশংসা করিতেছি, তবে কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ আর একটু সচেতন থাকিলে ধর্ম্মঘট অবসানে এত বিলম্ব ঘটিত বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যে ভাবে মীমাংসা হইয়াছে সেই ভাবে অনেক পূর্ব্বেই মীমাংসা হইতে পারিত এবং পাঁচ দিন যাবৎ নাগরকিদের দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না।

মীমাংসার সর্ত্ত অনুযায়ী মাসিক একশত টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা পান এরূপ সমস্ত কর্ম্মচারী সহ সমস্ত দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের তিন টাকা হিসাবে বেতন বৃদ্ধি হইবে। সর্ত্তানুযায়ী অদক্ষ শ্রমিকদেরও এক বৎসর চাকুরী হইলে বৎসরে পুরা মাহিনায় ১৫ দিন এবং ছয় মাস চাকুরী হইলে পুরা বেতনে ৭ দিন ছুটি পাইবে। অন্যান্য সুবিধাদানের বিষয় স্পেশাল কমিটি বিবেচনা করিবেন। মাহিনা বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা হইল তজ্জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের মাসিক ব্যয় ৬০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইবে।

কর্পোরেশনের নিকট শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা যে সকল দাবী উপস্থিত করিয়াছেন, সেগুলি পুরাপুরি মানিয়া লইলে কর্পোরেশনের ব্যয় বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন, কিন্তু যাহাদের দ্বারা কর্পোরেশন তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করেন তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথাও সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করা প্রয়োজন। অবিলম্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণ আয়বৃদ্ধির পন্থা সম্পর্কে চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গে অযথা ব্যয় ও অপচয় নিবারণের পন্থাও নির্দ্ধারণ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

আমাদের মতে কর্পোরেশনের আয়-ব্যয় সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সুপারিশের জন্য একটী নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা উচিত। কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা ব্যয়-বহুল কিনা, ঠিকাদারগণ যে সমস্ত কাজের জন্য যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করেন তাহার উপযোগী কাজ করেন কিনা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করা উক্ত কমিটির কাজ হইবে।

সোভিয়েট রুশিয়ার বিদ্যুৎ শক্তি

মহামতি লেনিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। তিনি নিজেই সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রনায়করূপে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়, ১৯২৯ সাল হইতে তদনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়। উহার ফলে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই রুশিয়ায় বিপুল উন্নতির সূচনা হয়। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন যেভাবে বাড়ানো হয় তাহা বিস্ময়কর। ১৯১৩ সালে রুশিয়ার সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইত, ১৯৩৭ সালে এক নীপার জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রেই তদপেক্ষা বেশী বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়।

১৯২৯ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে দুইটী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হওয়ার ফলে সোভিয়েট ইউনিয়ন বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে ইউরোপে দ্বিতীয় এবং সমগ্র জগতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৩৮ সালে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সুরু হয় এবং তিন বৎসরের মধ্যেই শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণই ২৪ লক্ষ কিলোওয়াট বৃদ্ধি পায়। জার্ম্মানী ১৯৪১ সালের ২২শে জুন সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণ করায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ স্থগিত থাকে এবং ভয়াবহ যুদ্ধের ফলে রুশিয়ার বিপুল ক্ষতি হয়। যুদ্ধ থামিবার পর অবিলম্বে এই ক্ষতিপূরণ করিয়া সমস্ত ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হইবার জন্য সোভিয়েট রুশিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী সোভিয়েট রুশিয়া আগামী ১৯৫০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমান পরিকল্পনায় নদী, জল প্রপাত প্রভৃতি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে শুধু যে রুশিয়ার জলশক্তি ব্যাপকতরভাবে কাজে লাগিবে তাহা নহে, কয়লা প্রভৃতি হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা তিন হইতে পাঁচগুণ কম ব্যয় হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে সোভিয়েট রুশিয়া যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে সমগ্র জগতে প্রথম স্থান অধিকার করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমাদের শাসকবর্গের বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রতি কিছুটা নজর পড়িয়াছে এবং বাঙ্গলায় দামোদর নদে বাঁধ দিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনাও প্রস্তুত হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহারা দ্রুত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন ইহাই আমাদের একমাত্র অনুরোধ।

ভারতের জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবীমা

মাদ্রাজের ষ্ট্যান্‌লী মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া ডাঃ জীবরাজ মেটা বর্ত্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন।

আমাদের দেশের ভগ্নস্বাস্থ্য দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে কোন রোগের চিকিৎসা করা যে কিরূপ ব্যয়সাধ্য তাহার বিষময় অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায় সকলেরই আছে। ইহারই উল্লেখ করিয়া ডাঃ মেটা বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে জনসাধারণকে রোগমুক্ত করার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের লওয়া দরকার, কিন্তু একমাত্র জাতীয় গবর্ণমেণ্টই এই ধরণের বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। ডাঃ মেটা বলেন যে, এ ব্যাপারে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রথম কাজ হইবে স্বাস্থ্যবীমা আইন পাশ করা।

ডাঃ জীবরাজ মেটা শুধু খ্যাতনামা চিকিৎসক নহেন, খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতাও বটে। তাই একদিকে স্বাস্থ্যবীমা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝিয়াছেন বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন না। তথাপি ডাঃ জীবরাজ মেটা স্বাস্থ্যবীমার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারেন নাই। আমাদের দেশ সকল দিকেই অনুন্নত, ফলে বিভিন্ন ধরণের বীমার প্রচলন এ দেশে এখনও বিশেষ হয় নাই। বিশেষ করিয়া জাতীয় সরকার না থাকায় জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কোন সামাজিক বীমার (Social Insurance) প্রবর্ত্তন আজও করা হয় নাই। সম্প্রতি অধ্যাপক বি, পি, আদারকার কয়েকটী শিল্পের শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবীমার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। অধ্যাপক আদারকারের জাহাজীদের ব্যাধি, আঘাত, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু সংক্রান্ত বীমার পরিকল্পনাটী ভারত সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে এবং আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক দপ্তরের বিশেষজ্ঞ ডাঃ মিস্ লরা বোড্‌মার উহা পরীক্ষা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কতদূর কি করিবেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে ভারত সরকার ভারতীয় জাহাজীদের জন্য সামাজিক বীমা পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই ডাঃ লরা বোডমারকে ভারতে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি; কাজেই সীমাবদ্ধভাবে সামাজিক বীমা প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা ভারত সরকারের আছে বলিয়াই মনে হয়। এরূপ অবস্থায় ডাঃ জীবরাজ মেটার স্বাস্থ্যবীমার প্রস্তাবটি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা ও তাহার সমাধান

যুদ্ধের প্রয়োজন মিটিয়া যাওয়ায় বিভিন্ন সরকারী বিভাগ হইতে ও রেল কোম্পানী হইতে লোক ছাঁটাইয়ের কাজ সুরু হইয়াছে। ফলে দেশে দিন দিন বেকার সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিতেছে। যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা গঠনের তোড়জোড় দেখাইয়াছিলেন। যুদ্ধের পর বিভিন্ন সরকারী বিভাগে যে বাড়তি লোক দাঁড়াইবে ঐ সব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া উহাদিগকে যথাসম্ভব পুনর্ব্বহাল করা হইবে বলিয়া তাঁহারা ভরসা দিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট এখন আর বিশেষ কিছু গরজ দেখাইতেছেন না। নূতন চাকুরী পাওয়ার সুযোগ না দিয়া বর্ত্তমানে বেপরোয়াভাবে তাঁহারা লোক ছাঁটাই করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তবে জি আই পি রেল কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ে একটা ব্যতিক্রম দেখাইয়াছেন। তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন, যুদ্ধের পর আগামী কয় বৎসরের মধ্যে তাঁহারা কোন বাড়তি লোককে কর্ম্মচ্যুত করিবেন না, নানা স্কীম বা পরিকল্পনা অবলম্বন করিয়া সকল লোককেই যথাসম্ভব কাজে বহাল রাখিবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহাদের প্রথম স্কীম হইতেছে—কল্যাণ রেল ষ্টেশন হইতে একদিকে ইজ্জতপুরী ও অপরদিকে পুণা পর্য্যন্ত যে মিটার গেজ রেলপথ আছে তাহাকে ব্রড গেজে রূপান্তরিত করা। এই স্কীম কার্য্যকরী করিতে ২ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। উহাতে ৩ বৎসর কালের জন্য ৩ হাজার অভিজ্ঞ কারিগর ও ৮ হাজার শ্রমিকের কর্ম্মসংস্থান হইবে। জি আই পি রেল কোম্পানীর দ্বিতীয় পরিকল্পনা—যুদ্ধের সময়ে যে সব লাইন তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল ভবিষ্যতে তাহা পুনঃস্থাপন করা। এই কাজেও দুই বৎসরের জন্য ২ হাজার অভিজ্ঞ কারিগর এবং দুই হাজার সাধারণ শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে। এই দুইটি স্কীম ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের রেল বিভাগ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। জি আই পি রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ দুইটি নূতন রেলপথ খোলার কথাও বিবেচনা করিতেছেন। এ সম্পর্কে জরীপ কার্য্য সুরু করিবার জন্য ইতিমধ্যে রেল বিভাগের অনুমতি চাওয়া হইয়াছে। যদি রেল বিভাগ এই স্কীম অনুমোদন করেন তবে নূতন রেলপথ তৈয়ারের কাজেও আগামী ৫ বৎসরে ১০ হাজার অভিজ্ঞ কারিগর ও ১০ হাজার শ্রমিকের কাজ জুটিবে। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় অন্যদিকে যেসব লোকের কাজ ফুরাইবে নূতন স্কীম কার্য্যকরী করিয়া ঐভাবে তাহাদিগকে পুনর্ব্বহাল করা হইবে। এই সব পরিকল্পনার জন্য জি আই পি রেলওয়েতে কোন রেল শ্রমিককে একেবারে কর্ম্মচ্যুত করার আবশ্যকতা দাঁড়াইবে না; বরং ঐ কোম্পানী সৈন্য বিভাগের ফেরৎ কিছু লোককেও কাজ দিয়া সাহায্য করিতে পারিবেন। জি আই পি রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এই সঙ্কল্প ও উদ্যম আমরা খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। অন্যান্য সরকারী রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষও যদি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন তবে এদেশে যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার চাপ অনেকটা লাঘব হইতে পারে।

কৃত্রিম রেশমের কারখানা

মাদ্রাজের নিকট শীঘ্রই ভারতের প্রথম কৃত্রিম রেশমের কারখানা স্থাপিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত কারখানার সমস্ত যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে একটী বিখ্যাত আমেরিকান ফার্ম্মের নিকট। উক্ত ফার্ম্মের কৃত্রিম রেশম-তত্ত্ববিদ্ ও ইঞ্জিনিয়াররা কারখানা চালু করিয়া দিয়া যাইবেন। ছয় মাসের মধ্যেই আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি চালান দেওয়া সুরু হইবে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর দশ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ৪০ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের কৃত্রিম রেশম আমদানী হইয়া থাকে। ভারতে কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হইলে এই টাকাটা বাঁচিয়া যাইবে এবং দেশেও নূতন শিল্প গড়িয়া উঠায় বহু লোকের জীবিকার সংস্থান হইবে। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট উক্ত কারখানা স্থাপনে সহায়তা করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্টগুলির দৃষ্টি আমরা দেশীয় রেশম শিল্পের প্রতিও আকর্ষণ করিতেছি। কৃত্রিম রেশম আমদানী বা উৎপাদনের ফলে দেশীয় রেশম শিল্প যাহাতে ধ্বংস না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন। বাঙ্গলায় মালদহ প্রভৃতি জেলায় যে দেশীয় রেশম শিল্প আছে উপযুক্ত সাহায্য পাইলে তাহা রক্ষা পাইতে পারে এবং উৎকৃষ্ট রেশম সরবরাহ করিতে পারে। কৃত্রিম রেশমের প্রচলন সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট রেশমের আদর কমিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে চা-পানের প্রথা প্রসার লাভ করিতেছে। চা উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে এ দিকে ভারতবর্ষের বিশেষ দৃষ্টি থাকা স্বাভাবিক। প্রাচ্যে ভারতবর্ষ, সিংহল ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ চা-উৎপাদন ও রপ্তানীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার ফলে যাহাতে অযথা ক্ষতি স্বীকার করিতে না হয় তজ্জন্য ১৯৩৩ সালে একটী আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় এবং উক্ত পরিকল্পনা মানিয়া লইয়া ভারতবর্ষ, সিংহল ও ডাচ ইষ্ট-ইণ্ডিজও চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। যুদ্ধ বাধিবার পর ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ জাপানের করতলগত হওয়ায় প্রাচ্যে একমাত্র সিংহল ও ভারতবর্ষই চা-উৎপাদন ও রপ্তানী ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে সমর্থ হয়। গত কয়েক বৎসরের গড় হিসাব ধরিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরে প্রায় ৫০ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। ভারতের জনসাধারণ বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর ১৪ কোটি পাউণ্ড চা ব্যবহার করে। মোট উৎপাদনের বাকী দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক পরিমাণ চা রপ্তানীর জন্য থাকে। যুদ্ধ বাধিবার পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের খাদ্য-দপ্তর ভারতবর্ষের রপ্তানী যোগ্য চা-ক্রয়ের ক্ষমতা লাভ করে। উক্ত দপ্তর ভারতবর্ষ হইতে চা খরিদ করিয়া বিভিন্ন দেশের অংশ বাঁটিয়া দেন। এখনও এই ব্যবস্থা বলবৎ রহিয়াছে। যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ইহার স্বপক্ষে যাহাই বলার থাকুক না কেন বর্ত্তমানে উহার কোনই প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই একচেটিয়া ক্রয়-ব্যবস্থার ফলে ইতিমধ্যেই ভারতীয় চা-শিল্প মধ্যপ্রাচ্যের বাজারগুলি হারাইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে উৎকৃষ্ট চা-উৎপাদনের প্রচেষ্টাও শিথিল হইয়াছে। বর্ত্তমানে যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে তখন এই ব্যবস্থা বহাল রাখা ভারতীয় চা-শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে। জগতের বিভিন্ন দেশে চা-এর চাহিদা লক্ষ্য করিয়া মনে হয় ভারতীয় চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। প্রথমতঃ ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে বর্ত্তমানে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হইয়াছে তাহার অবসানের পর চা-উৎপাদনের সুব্যবস্থা করিতে দীর্ঘকাল কাটিয়া যাইবে। জগতে চা-সরবরাহের একটি বৃহৎ কেন্দ্রে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় চা-এর সরবরাহে ঘাটতি পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের জনসাধারণের মধ্যে চা-এর ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে ও পাইবে। তৃতীয়তঃ বাণিজ্যের বাধা অপসারিত হইলে সোভিয়েট রুশিয়াও ভারতবর্ষ হইতে চা আমদানী করিতে পারে। বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকায় চা-উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ হইতে চা ক্রয় করিবে না, তথাপি আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের চা-এর চাহিদা হ্রাস পাইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

সিঙ্কোনার চাষ

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং লক্ষ লক্ষ লোক জীবনীশক্তিহীন হইয়া কোনরূপে বাঁচিয়া থাকে। ইহার ফলে আর্থিক দিক হইতেও ভারতবর্ষের বিপুল ক্ষতি হয়। অথচ আজ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট এদেশে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কুইনাইন প্রস্তুতের জন্য ব্যাপকভাবে সিঙ্কোনা চাষে উদ্যোগী হন নাই। বিদেশী কায়েমী স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে গিয়া তাঁহারা লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনরক্ষার ব্যাপারেও ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী হইতে দেন নাই। এইরূপ নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ও হৃদয়হীনতার পরিচয় পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম গবর্ণমেণ্টই দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের এই একদেশদর্শী নীতির বিষময় ফল যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষকে আরও ভয়াবহভাবে ভুগিতে হইয়াছে। জাপান, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি অধিকার করায় সিঙ্কোনা আমদানী বন্ধ হইয়া যায়, ফলে ম্যালেরিয়া-পীড়িত বাঙ্গলা দেশে

গ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা ফোন : ক্যাল ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত—১৯২৬)

হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন ও
রিজার্ভ ফাণ্ড—১১,৭৫,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন—১,৩৫,০০,০০০৲ " "

—শাখাসমূহ—

খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালনা, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), নাটোর, নওগাঁ, রাজসাহী, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

কুইনাইনের পাউণ্ড চোরাবাজারে ৪৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এই স্বর্ণমূল্যে কুইনাইন ক্রয় করিতে না পারিয়া সহস্র সহস্র লোক জীবন হারাইয়াছে এবং সহস্র সহস্র মধ্যবিত্ত পরিবার জীবন বাঁচাইতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

এই সময় তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইয়া গবর্ণমেণ্ট সিঙ্কোনা চাষের প্রতি কিঞ্চিৎ নজর দেন। সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রধান কুইনাইন অফিসার তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, ১৯৪৪-৪৫ সালে সিঙ্কোনা চাষের পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে। মাদ্রাজ সরকার এক হাজার একর এবং বাঙ্গলা সরকার চারি শত একর জমিতে সিঙ্কোনা চাষ করিয়াছেন। মাদ্রাজ ও বাঙ্গলায় সিঙ্কোনা উৎপাদনের ফলে ১ লক্ষ ১ হাজার ৪ শত ১৯ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট এবং ৬২,৩৫৫ পাউণ্ড সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজ পাওয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলায় ও মাদ্রাজে সিঙ্কোনা চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা আনন্দের কথা, তবে ইহা যথেষ্ট বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই এবং ভারত সরকার শুধু ইহার ঢাক পিটাইয়া আত্মতুষ্ট থাকিবেন না বলিয়াই আমরা আশা করি।

মেদিনীপুরের দুর্দ্দশা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভা আগষ্ট হাঙ্গামার সময় সরকারী দমননীতি এবং উহার পর প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ফলে বাঙ্গলার দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুরের যে বিপুল ক্ষতির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। আগষ্ট হাঙ্গামার সময় ৭৮ জন নিহত, ২৩০ জন আহত হয় এবং ২ শত স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। তমলুক ও কাঁথিতে ৯০৪৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অগ্নিকাণ্ড ও লুণ্ঠনের ফলে তমলুকে ১লক্ষ ৩৪ হাজার এবং কাঁথিতে ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। এই ক্ষয় ও ক্ষতির পর ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যার ফলে মেদিনীপুরের ১২ শত বর্গমাইল স্থান বিধ্বস্ত হয় এবং প্রায় ৫০ হাজার লোক নিহত হয়। তমলুক ও কাঁথি মহকুমার জনসাধারণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত মহকুমা দুইটীর সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রায় দেড়শত বর্গমাইল এলাকা বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সমুদ্রের তরঙ্গ স্রোতে ভাসিয়া যায়। ফলে এই এলাকার মধ্যে যত গ্রাম ছিল সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। সমুদ্রের একেবারে কাছে যে সমস্ত গ্রাম ছিল সেগুলির শতকরা ৯৯ ভাগ গৃহ ধ্বংস হয় এবং শতকরা ৯৮টী গৃহপালিত পশু স্রোতে ভাসিয়া যায়। দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টেও প্রায় ১৪, ৫০০ লোক এবং ১ লক্ষ ৯০ হাজার পশু নিহত হয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

আগষ্ট হাঙ্গামা ও ঝটিকার ফলে মেদিনীপুর জেলার যে বিপুল ক্ষতির বিবরণ হিন্দু মহাসভার রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য হইলে মেদিনীপুরবাসীদের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীর চিত্তই দুঃখক্ষোভে মথিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু শুধু তথ্যই এই রিপোর্টে প্রকাশ হয় নাই। সরকারী কর্ম্মচারীদের হৃদয়হীনতা সম্পর্কে কয়েকটী গুরুতর অভিযোগও ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঢাকার নবাব-বাহাদুর প্রভৃতি মন্ত্রীরা ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, জনসাধারণ গবর্ণমেণ্টের সহিত রিলিফের কাজে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করিতে চাহিলেও বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে সান্ধ্য আইন বহাল রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে যানবাহন চলাচল ও লোকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে ঘুরিয়া দেখার এবং সাহায্য প্রেরণে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কাঁথি বাস সিণ্ডিকেট ও অপর দুইটী বাস এসোসিয়েশনের সমস্ত বাস দখল করায় এবং কাঁথি ও তমলুক মহকুমা 'বঞ্চনা অঞ্চল' বলিয়া গণ্য হওয়ায় বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহে সাহায্য প্রেরণ ও যাতায়াত করা কার্য্যতঃ অসম্ভব ছিল। কাঁথি রোড রেলওয়ে ষ্টেশনে হাজার হাজার লোক বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহে অবস্থিত তাহাদের পরিবারবর্গের খবর লইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া ভীড় জমাইয়াছিল, কিন্তু যাইবার কোন উপায় না থাকায় তাহারা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। তৃতীয়তঃ, মিলিটারীর লোকেরা হিন্দুমহাসভার রিলিফ শিবিরের উপর আক্রমণ চালায় এবং বহু কর্ম্মীকে মারপিট ও গ্রেপ্তার করে। তাহারা ব্যাপকভাবে বহু পরিবারের গৃহে হানা দিয়া মারপিট, লুঠতরাজ ও স্ত্রীলোকদের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের পরিবারবর্গও ইহাদের হাতে রেহাই পান নাই।

উল্লিখিত অভিযোগগুলি অত্যন্ত গুরুতর। এ সম্বন্ধে অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া তদন্ত করা এবং অপরাধীদের শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। শুধু কংগ্রেস বা হিন্দুমহাসভা যে এই তদন্তের দাবী জানাইতেছে তাহা নহে, বাঙ্গলার সমগ্র জনসাধারণও এই দাবী জানাইতেছে। মেদিনীপুরের নিদারুণ ঘটনাবলী ধামাচাপা দিবার চেষ্টা না করিলেই গবর্ণমেণ্ট সুবুদ্ধির পরিচয় দিবেন।

বাঙ্গলা-আসাম রেলপথে ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা

নিখিল ভারত রেলওয়ে শ্রমিক ফেডারেশনের দাবী যদি রেলওয়ে বোর্ড মানিয়া না লয়েন অথবা ফেডারেশনের দরখাস্তের সন্তোষজনক জবাব না দেন তাহা হইলে ডিসেম্বর মাসে ধর্ম্মঘট সম্পর্কে রেলওয়ে শ্রমিকদের ভোট লওয়া হইবে বলিয়া বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

রেলওয়েতে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই আসন্ন হইয়া উঠায় রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। রেলওয়ের বিপুল উন্নতি ও সম্প্রসারণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও (এ বিষয়ে জি আই পি রেল কোম্পানীর প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত অন্য নিবন্ধে দ্রষ্টব্য) রেল কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কেন এত ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ধর্ম্মঘটের ফলে জনসাধারণকে কি অপরিসীম দুর্গতি ভোগ করিতে হয় তাহা কলিকাতায় আমরা প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিতেছি। রেলওয়ে ধর্ম্মঘটের ফলে বাঙ্গলা ও আসামের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপন্ন হইবে এ কথা কর্ত্তৃপক্ষের স্মরণ রাখা উচিত। রেলওয়ে শ্রমিক ফেডারেশনের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে অবিলম্বে একটা সালিশী বোর্ড গঠন করিয়া একটি মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য উভয় পক্ষেরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে জীবনবীমা মানুষের প্রধান পাথেয়।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

বাঙ্গলার মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস

স্যার আবদুল হালিম গজনভী টাঙ্গাইলে তাঁহার এক নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, মুসলিম লীগ মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়া বিস্ময়কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় মুসলমানরা দুর্ভিক্ষের ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে—কোন্ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া স্যার গজনভী একথা বলিয়াছেন তাহা আমরা জানি না; তবে বিগত দুর্ভিক্ষের ফলে মুসলমানপ্রধান পূর্ব্ববঙ্গেই সর্ব্বাধিক লোকের মৃত্যু ও স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উত্তর ও মধ্যবঙ্গেও কৃষক, কৃষিমজুর ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী দুর্ভিক্ষের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছে। এই সকল শ্রেণীর একটী বৃহৎ অংশও মুসলমান। কাজেই ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, তৎকালীন বাঙ্গলা সরকারের কৃতিত্বের ফলে বাঙ্গলার মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

আগামী আদমসুমারীর পূর্ব্বে সঠিক সংখ্যা জানার উপায় নাই এবং তাহার বিলম্ব আছে। নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন যখন আসন্ন তখন আমাদের মনে হয় এবার ১৯৪৬ সালেই সেন্সাস গ্রহণের ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার দ্বারা শুধু শাসনতান্ত্রিক নহে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনেক তথ্যও উদ্ঘাটিত হইবে।

বস্ত্র রেশন শপের দুর্নীতি

যুদ্ধের পূর্ব্বে সহরের কাপড়ের দোকানগুলিতে কোন খরিদ্দার গেলে দোকানীরা আসুন ও বসুন বলিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিত। বড় খরিদ্দারদের জন্য অনেক দোকানে পান-তামাকেরও ব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধের সময়ে ও পরে উচ্চ মুনাফায় তাঁত বস্ত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিতে গিয়াও দোকানীরা খরিদ্দারদের সম্বন্ধে কমবেশী পরিমাণে অনুরূপ ভদ্রতার উচ্ছ্বাস দেখাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু রেশন বস্ত্র বিক্রয় সম্পর্কে দোকানীদের ব্যবহার ও আচরণ আজ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরকারী দপ্তরের লোকদিগকে তদ্বির ও তোয়াজ করিয়া যে সব দোকানদার রেশন বস্ত্র বিক্রয়ের ছাড়পত্র পাইয়াছেন ঐ বস্ত্রের খরিদ্দারদিগের সম্পর্কে তাঁহাদের রূঢ়তা ও অসদ্ব্যবহারের সীমা নাই। খরিদ্দারদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়া রেশন কার্ড ও ফোল্ডার নিয়া সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। দোকান কর্ম্মচারীরা দিবানিদ্রা সারিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে আসিয়া নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইবেন। পান-বিড়ি খাইয়া ও গল্প-গুজব করিয়া কিছু সময় অতিবাহিত করিবেন। পরে আরও কিছুক্ষণ পুরানো হিসাবপত্র লইয়া ঘাটাঘাটি করিবেন। এইভাবে অনেক সময় কাটিয়া যাওয়ার পর উপস্থিত লোকদিগকে বস্ত্র বিতরণের কাজ সুরু করা হইবে। কাহাকেও কিনিবার আগে কাপড় দেখিয়া নির্ব্বাচন করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে না। যাহারা খুচরা পয়সা দিতে পারিবে (যদিও খুচরা পয়সার অভাব দোকানে সাধারণতঃ দেখা যায় না) তাহাদিগকেই শুধু কাপড় দেওয়া হইবে।

রেশন শপের দোকানীদের এইসব রূঢ় ব্যবহার ও অবিবেচনা দিন দিনই জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে। রেশন ফোল্ডারে মাথাপিছু যে কাপড় নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা নির্দ্ধারিত দোকান ছাড়া অন্য কোথাও সংগ্রহ করিবার সুবিধা নাই। কাপড় পাইতে হইলে হাজার অসুবিধা সহ্য করিয়া ক্রেতাদিগকে নির্দ্ধারিত দোকানের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। সেই অসহায়তার কথা জানিয়াই দোকানীরা তাহাদের সহিত এইরূপ রূঢ় ব্যবহার করিতে সাহস পাইতেছে। বাজারে কাপড়ের যোগান কম পড়ার জন্য জনসাধারণ দায়ী নহে। এদেশের উৎপন্ন কাপড় বেশী পরিমাণে সামরিক বিভাগের জন্য নিয়োগ করিয়া ও নির্ব্বিচারে বাহিরে রপ্তানী করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিজেই বস্ত্র-সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছেন। নিজেদের অদূরদর্শিতার জন্যই মাথাপিছু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় যোগাইবার জন্য আজ গবর্ণমেণ্টকে রেশনিং নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এই রেশনিং প্রথায় কাপড় বণ্টন করিতে গিয়া সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানদারেরা যাহাতে ক্রেতাদের সহিত অযথা কোন খারাপ ব্যবহার না করে তাহা তাঁহাদের দেখা উচিত। ক্রেতারা যে অপরাধী নহে এবং সাধারণ ভদ্রতা যে তাঁহারা ন্যায্যতঃ পাইবার দাবী করিতে পারেন ইহা দোকানীদিগকে বিশেষভাবে সমঝাইয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

কলিকাতার অধিকাংশ রেশন শপে ৯॥টা হইতে ১১॥টা ও ২॥টা হইতে ৫॥টা পর্য্যন্ত কাপড় বিক্রয় করা হয়। অফিসের সময় বলিয়া ঐ সময়ে কাপড় লইতে যাওয়া অনেক চাকুরীয়ার পক্ষেই কঠিন হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ সারিবন্দীভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার হাঙ্গামা যেখানে আছে। সকালে ও সন্ধ্যায় কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইলে এই অসুবিধা হইতে সকলেই রক্ষা পাইতে পারেন। আমরা সেরূপ ব্যবস্থা সম্পর্কে দোকানীদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগকে অনুরোধ করিতেছি। রেশন শপে কাপড় কিনিতে গিয়া জনসাধারণ অনেক সময়ই তাঁহাদের উপযোগী কাপড় পান না। কোন দোকানে হয়ত কেবল মিহি কাপড়, আর কোন দোকানে হয়ত কেবল মোটা কাপড় বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হয়। (গত সপ্তাহে মধ্য কলিকাতার একটি দোকানে—৮নং ধর্ম্মতলা—মিহি ধুতি চাওয়া হইলে দোকানীরা শুধু ৯ গজ ৫৪ ইঞ্চি মাপের কাপড় দিবার কথা বলেন। এই বেখাপ্পা মাপের কাপড় ছাড়া অন্য কোন মিহি ধুতী দোকানে ছিল না।) সহরের জনসাধারণের ভিতর মোটা ও মিহি এই দুই শ্রেণীর কাপড়ের খরিদ্দারই রহিয়াছে। অন্য কাপড় নাই বলিয়া কোন মোটা কাপড়ের ক্রেতাকে তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিহি কাপড় গছানো কিংবা মিহি কাপড়ের ক্রেতাকে মোটা কাপড় গছাইবার চেষ্টা অন্যায়। বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ যদি রেশন দোকানগুলিতে এক সঙ্গে সকল শ্রেণীর কাপড়ই যোগাইবার ব্যবস্থা করেন, তবে এই সব জুলুম হইতে জনসাধারণ রক্ষা পাইতে পারে। আমরা ঐ বিষয়ে তাঁহাদের আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

অক্ষয় কুমার লাহা
রেডিয়াম মার্কা সিমেন্ট কলার
বা ড়ী র ক
কারখানার রং
১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

ইতর প্রাণিগণও পরস্পর সহযোগিতা ক'রে থাকে; কিন্তু তবুও মানুষ প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কারণ তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে। "সিটিজেন্স অব্ ইণ্ডিয়া"র সাহায্যে ভবিষ্যতের সংস্থান ক'রে আপনার দূরদৃষ্টির পরিচয় দিন।

চেয়ারম্যান—
রায় বাহাদুর রামেশ্বর নাথানী (দুধেওয়ালা)
জেনারেল ম্যানেজার:—
মিঃ পি এস, নারায়ণ
মিঃ বি, বি, মজুমদার, বি, এ; এল, এল, বি—ম্যানেজার
মিঃ এইচ চক্রবর্ত্তী, বি, এল—সেক্রেটারী

সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া
মিউচুয়াল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
কলিকাতা
P.B.

বাঙ্গলা সরকারের পুনর্গঠন পরিকল্পনার গলদ

বাঙ্গলার যুদ্ধোত্তর উন্নতির জন্য এ প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট যে বিংশবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার উপযোগিতা ও সার্থকতা সম্পর্কে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করিতেছেন। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যানবাহন সম্পর্কে প্রকৃত জাতীয় উন্নতির জন্য কোন দিক দিয়া কোন ব্যাপক বিধিব্যবস্থার নির্দ্দেশ না দিয়া লোক ভোলানো আড়ম্বর হিসাবে উহাতে সকল বিষয়েই ছোট ছোট কতকগুলি স্কীম সংযোজিত করা হইয়াছে। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর অদল-বদল না করিয়া ক্ষুদ্রায়তন প্রচেষ্টায় এক সঙ্গে অগণিত সমস্যা সমাধানের সরকারী অভিপ্রায় জানানো হইয়াছে। এই পরিকল্পনা বাবদ মোট খরচ দাঁড়াইবে আড়াই শত কোটি টাকা। মোট ১৯৯টি স্কীমে ছিটেফোঁটা হারে এই টাকা বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যানবাহন সম্পর্কে বাঙ্গলা জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহের তুলনায় খুবই পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ছিটেফোঁটা অর্থ নিয়োগ করিয়া কতকগুলি স্কীম কার্য্যকরী করিলেই বাঙ্গলার জাতীয় প্রগতি সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। বরং কোন দিকে প্রকৃষ্ট উন্নতির পথ প্রশস্ত না হইয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন প্রভৃতিতেই সমস্ত অর্থ অপব্যয় হইবার আশঙ্কা আছে। এই সব কারণে আমরা বর্ত্তমান পরিকল্পনাটিকে সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারি নাই। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা তীব্রভাবে উহার বিরোধিতা করিয়াছেন। কৃষি বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এ সি চক্রবর্ত্তী বাঙ্গলার গবর্ণর ও ভারতের বড়লাট সমীপে এক খোলা চিঠি প্রেরণ করিয়া এই পরিকল্পনার অনুপযোগিতা ও অসারতা সম্প্রতি ভালভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের বর্ত্তমান পরিকল্পনা রচিত হওয়ার পূর্ব্বে মিঃ চক্রবর্ত্তী 'বেঙ্গল প্ল্যান' নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলার অর্থনৈতিক উন্নতির কথা যে তিনি কিরূপ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া আসিতেছেন, ঐ পুস্তক পাঠ করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁহার মতামত আমরা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিব।

বাঙ্গলা সরকার বলিয়াছেন, সাধারণ লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই তাঁহাদের বর্ত্তমান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ("The object of the Plan is to raise the staudard of living of the common man")। কমন ম্যান বা সাধারণ লোক অর্থে কাহাদের বুঝায় উহা তাঁহারা বিশ্লেষণ করেন নাই। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন অর্থে নানা দিক দিয়া সাধারণ লোকদের কতটুকু সুখ-সুবিধার কথা গবর্ণমেণ্ট চিন্তা করিতেছেন তাহাও তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন নাই। ফলে সমস্ত জিনিষটাই নিতান্ত অস্পষ্ট থাকিয়া গিয়াছে। নিজেদের মূল উদ্দেশ্যটীকে এইভাবে অস্পষ্ট রাখা বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। যাহা হউক, সাধারণ লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা অর্থে আমরা মাথাপিছু আয়, খাওয়া-পরা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও যানবাহন সম্পর্কে বাঙ্গলার কৃষক-মজুর, বিশেষভাবে ভূমিহীন শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নতির কথাই বুঝিতেছি। বর্ত্তমান পরিকল্পনার দ্বারা সেই উন্নতি কিছুমাত্রও সম্ভবপর হইবে কি-না মিঃ চক্রবর্ত্তী গবর্ণর ও বড লাটের নিকট লিখিত তাঁহার খোলা চিঠিতে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এক সঙ্গে অগণিত সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া বাঙ্গলা সরকার কোন বিষয়ে প্রকৃত সুবিবেচনা দেখাইতে পারেন নাই। ফলে, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ও যানবাহন সম্পর্কে সাধারণ লোকদের প্রয়োজন মিটিবে দূরের কথা, বাঙ্গলার সাধারণ লোকদের জীবন যাত্রার প্রথম প্রয়োজন যে খাওয়া-পরা, বর্ত্তমান পরিকল্পনা দ্বারা তাহারও সংস্থান হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও বস্ত্রের অভাবে বাঙ্গলার লোক বর্ত্তমানে যথেষ্ট দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এই দুঃখ-দুর্দ্দশা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে। সে কথা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনায় খাদ্য ও বস্ত্রের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে বেশী রকম জোর দেওয়া সঙ্গত ছিল। এ বিষয়ে প্রকৃত উন্নতির জন্য যাবতীয় সমুন্নত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা উচিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার তাহা করেন নাই। একসঙ্গে অনেক বিষয়ের তাল রাখিতে গিয়া ঐ দুইটি বিষয়েও শুধু ছিটেফোঁটা উন্নতির প্রস্তাবই তাঁহারা উপস্থিত করিয়াছেন। মিঃ চক্রবর্ত্তীর মতে বাঙ্গলায় লোকের আহার্য্যের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গড়ে জনপিছু প্রত্যহ নিম্ন পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দরকার :—

জনপিছু প্রত্যহ খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন

চাউল	৮ ছটাক	তেল	½ ছটাক
মাছ	২ ছটাক	চিনি	১ ছটাক
ডাল	১½ ছটাক	তরিতরকারী	৪ ছটাক

দুধ (শিশু ও রোগীর জন্য) ½ সের

ঐ হিসাব অনুযায়ী বাঙ্গলার ৬ কোটি লোকের

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম : মেমোর্যাণ্ডাম ফোন : ক্যাল ৫৭৬৬

হেড অফিস : ঢাকাপুর (বেঙ্গল)

কলিকাতা অফিস : ৬৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

শাখাসমূহ :

শিয়ালদহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পুরাণবাজার, মালদহ, টঙ্গিবাড়ী, সিরাজদিঘা, পাটকেলঘাটা (খুলনা), নরসিংদি।

গৌহাটি শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতের বস্ত্রশিল্পে

—অভিনব প্রণালীতে

নবতম রূপসৃষ্টির ব্যবস্থা

ফোন : কলি : ৪৪৯৮

রাজকুমারী কটন মিলস্ লিঃ

১৫ বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

আমদানী করা বিদেশী তুলার পরিবর্ত্তে নিজস্ব জমিতে উৎপন্ন তুলায় বস্ত্র বয়নের উদ্দেশ্যে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর নিজ জমিতে তুলার চাষের বন্দোবস্ত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

লাভজনক সর্ত্তে কতিপয় 'ফরফিটেড' শেয়ার বিক্রয়ের জন্য প্রভাবশালী এজেণ্ট আবশ্যক।

চেয়ারম্যান :
শ্রীযুক্ত মণিলাল পাল
সুদক্ষ ব্যবসায়ী ও মিল-ওনার,
কালনা-বাজার (বর্দ্ধমান)

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র মহাশয়
এই কোম্পানীর পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

RC/8-UPS : 5"×2

উপযোগী চাউল, ডাল, তেল, তরিতরকারী প্রভৃতি পাইতে হইলে এবং বস্ত্র তৈয়ারের উপযোগী তুলার চাষ করিতে হইলে মিঃ চক্রবর্ত্তীর মতে এপ্রদেশে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ একর চাষভূমি প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে গড়ে বৎসরে মাত্র ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ হইয়া থাকে। কাজেই দেখা যায় প্রয়োজনের তুলনায় বাঙ্গলায় চাষভূমির পরিমাণ ২ কোটি ১০ লক্ষ একর অনুপাতে কম। চাষভূমির এই মারাত্মক অভাব দূর করা সম্ভবপর নহে। কাজেই প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য এবং তুলা প্রভৃতি তন্তু জাতীয় ফসলের উপযুক্ত যোগান পাইতে হইলে বাঙ্গলার জমিতে গড়ে বৎসরে ২॥ টি করিয়া ফসল ফলাইতে হইবে। গড়ে আড়াইটি ফসল অর্থে দুইটি প্রধান ফসল ও একটি কলাই জাতীয় ফসল ধরা যাইতে পারে। জমি চাষাবাদের উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়াই তাহা এদেশে সম্ভবপর হইতে পারে। সেই উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া কি, মিঃ চক্রবর্ত্তী তাঁহার চিঠিতে তাহার আভাষ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এদেশে টুকরা টুকরাভাবে জমি চাষাবাদ হওয়ায় তাহাতে বেশী ফসল উৎপাদনের সুবিধা হইতেছে না। এদেশের কল্যাণে গ্রামাঞ্চলের টুকরা টুকরা কৃষিভূমি একত্র করিয়া ভবিষ্যতে বড় বড় প্লটের আকারে তাহাদের চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রকার যৌথ চাষাবাদের সুবিধার্থ অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের লোকদের বাড়ী-ঘর ও বসতি অঞ্চল সরাইয়া লইয়া একান্তে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে, জমিতে বৎসরে গড়ে আড়াইটি ফসল উৎপাদনের জন্য ও সাধারণভাবে ফসলের ফলন বাড়াইবার জন্য আধুনিক উন্নত প্রক্রিয়ায় জমির জল সেচের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। ট্রাক্টর ও অন্য কার্য্যকরী যন্ত্রপাতির প্রচলন উপযুক্ত পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। বাঙ্গলা প্রদেশে কৃষির প্রয়োজনীয় উন্নতি সম্পর্কে ও এ প্রদেশে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কে মিঃ চক্রবর্ত্তীর এই নির্দ্দেশ খুবই সমীচীন। দুঃখের বিষয় সেরূপ দুরদর্শিতা নিয়া বাঙ্গলা সরকারের বর্ত্তমান পরিকল্পনাটি রচিত হয় নাই। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার ভরণ-পোষণের উপযোগী চাষভূমি যে এপ্রদেশে নাই এবং আহার্য্য দ্রব্যের দিক দিয়া এদেশবাসীকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে সকল প্রকার সমুন্নত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া যে এদেশের কৃষিকে পুনর্গঠন করিতে হইবে সে কথা বাঙ্গলা সরকার এখনও ভালরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যৌথ চাষাবাদ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনা কমিটি একেবারে নির্ব্বাক রহিয়াছেন। সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি পুরানো স্কীমের কথা বলিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। কৃষি উন্নতির হাতুড়িয়া ব্যবস্থা হিসাবে যন্ত্রপাতি সরবরাহের ও গবাদি পশুর উৎকর্ষ বিধানের ছোটখাট পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার কথাই শুধু তাঁহারা বলিয়াছেন। বাঙ্গলার প্রয়োজন অনুপাতে এই সব বিধি-ব্যবস্থা খুবই অনুপযুক্ত ও অকিঞ্চিৎকর। মিঃ চক্রবর্ত্তীর মতে উহাতে সাধারণ লোকের ডাল-ভাত সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান সম্ভবপর নহে। এইসব অবান্তর খরচপত্র দ্বারা বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক দুরবস্থা-কেই শুধু বাড়াইয়া তোলা হইবে। তাঁহার এই মন্তব্য যে খুবই সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই।

ডাল-ভাতের পরে সাধারণ লোকদের প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতেছে বস্ত্র। বাঙ্গলার লোক পিছু গড়ে বৎসরে ৩০ গজ বস্ত্র দরকার। সে হিসাবে বাঙ্গলার লোকদিগকে বস্ত্রের দিক দিয়া স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইলে এপ্রদেশে বৎসরে ১৮৩ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহে ও তাঁতে বর্ত্তমানে সে তুলনায় খুব সামান্য পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে। ফলে বাঙ্গলার লোকদিগকে বস্ত্রের জন্য বিশেষভাবে অন্য প্রদেশ ও বাহিরের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এই পর-মুখাপেক্ষিতার ফল যে কিরূপ মারাত্মক, যুদ্ধের সময় নিদারুণ বস্ত্র-সঙ্কটের ভিতর দিয়া এবার আমরা তাহা ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছি। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, সাধারণ লোকদের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচন ও তাহাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করা বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিলেও এপ্রদেশে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁহাদের পরিকল্পনায় কোন সমুচিত বিধিব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। মিঃ এ সি চক্রবর্ত্তী এদিক দিয়া সরকারী পরি-কল্পনার গলদ ভালভাবেই উন্মোচিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গলায় বাৎসরিক ১৮৩ কোটী গজ বস্ত্র উৎপাদন করিতে হইলে এপ্রদেশে বৎসরে ৫০ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ হওয়া দরকার। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনায় শুধু ৫টি জিলায় কিছু পরিমাণে, লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ বাড়াইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ১৮৩ কোটি গজ কাপড় উৎপাদন করিতে হইলে এপ্রদেশে ৬৪ লক্ষ টাকু ও ১লক্ষ ৬০ হাজার বিদ্যুৎ চালিত তাঁতযন্ত্র সূতা ও বস্ত্র বয়নের কাজে নিয়োজিত হওয়া দরকার। কিন্তু সেভাবে উপযুক্ত সংখ্যক কাপড়ের কল গড়িয়া তোলার নির্দ্দেশ না দিয়া বর্ত্তমান পরিকল্পনায় শুধু হস্তচালিত তাঁত শিল্পকে উৎসাহিত করিবার ও একটি সূতার কল স্থাপন করিবার কথাই বলা হইয়াছে। মিঃ চক্রবর্ত্তীর মতে এইরূপ ব্যবস্থায় বাঙ্গলার লোকদের কাপড়ের অভাব কোনদিন মিটিবে বলিয়া আশা করা যায় না। বাঙ্গলার ২ লক্ষ তন্তুবায়ের মধ্যে বাঙ্গলা সরকার ৩০ হাজার তন্তুবায়কে টাকু ও সূতা যোগাইবার পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ৩০ হাজার তন্তুবায় বৎসরে মাত্র ৪ কোটি গজ কাপড় উৎপাদন করিতে পারিবে। উহাতে প্রতি তন্তুবায়ের মাসিক আয় দাঁড়াইবে ৪০ টাকা। এই ৪০ টাকায় ৫ জন লোকের একটি পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন মিটানো কোন তন্তুবায়ের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না। বাঙ্গলার প্রয়োজন অনুপাতে এই ৪ কোটি গজ কাপড় খুবই যৎসামান্য হইবে। মিলের ধুতির তুলনায় তাঁতবস্ত্রের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ বলিয়া সামান্য ক্রয়ক্রমতা নিয়া বাঙ্গলার সাধারণ লোকদের পক্ষে তাহা কিনিবার সুবিধা হইবে না। হস্তচালিত তাঁতের উপর জোর না দিয়া এদেশে উপযুক্ত সংখ্যক কাপড়ের কল গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইলে দেশের তন্তুবায়েরা তাহাতে চাকুরী করিয়া বেশী অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন হইয়া দেশের অভাব বিদূরিত হইবে। তাঁতবস্ত্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম দরে পরিবার বস্ত্র পাইয়া জন-সাধারণ উপকৃত হইবে। সেই সব সুবিধার কথা বিবেচনা না করিয়া সনাতন যুগের তাঁত শিল্পের উপর জোর দেওয়ার ফলে বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ অবাস্তব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অনুপযুক্ত অবাস্তব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে গেলে এপ্রদেশের সাধারণ লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হওয়া দূরের কথা সাধারণ লোকদের ভাত কাপড়ের সমস্যাও তাহাতে মিটিবে না। শুধু কতকগুলি অর্থের অপচয় হইবে, আর বাঙ্গলা সরকারের ঋণ বাড়িবে। সে কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ এ সি চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমান সরকারী পরিকল্পনাটি বাতিল করিয়া দেওয়ার জন্য বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

মিঃ এ সি চক্রবর্ত্তী যেসব যুক্তি দেখাইয়া বাঙ্গলা সরকারের পুনর্গঠন পরিকল্পনাটির বিরোধিতা করিয়াছেন তাহা আমরা খুব সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি। এদেশে যেসব লোকদ্বারা গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইতেছে জাতীয় উন্নতির কোন বিবেচনাসম্মত পরিকল্পনা তাহারা প্রস্তুত ও কার্য্যকরী করিতে চাহিবেন বলিয়া আশা করা বৃথা। যে কোন পরিকল্পনা খাড়া করিয়া তাহার জন্য অর্থব্যয় করিতে যাওয়া এই দরিদ্র দেশের পক্ষে অনুচিত। উপযুক্ত পরিকল্পনা লইয়া জাতীয় উন্নতির কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইলে সেজন্য প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল
— ব্যাঙ্ক লিঃ —
হেড অফিস ঃ—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ ঃ—
বড়বাজার (কলিকাতা), দমদম ক্যান্টনমেণ্ট, চৌমুহনী, বসুর-হাট, কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, সিরাজদীঘা, রাজাপাড়া, জামুগুড়ি-হাট, রহা, রাসড়া, আজমীর, হিঙ্গলগঞ্জ, বেওয়াড়।
বহুবাজার শাখা ঃ—১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে শীঘ্রই খোলা হইবে।
জেনারেল ম্যানেজার : মিঃ আর, চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ জে, ভৌমিক

ভারতীয় রেলপথ ও মাল চলাচলের ভাড়া

ভারতীয় রেলওয়ে তদন্ত কমিটি (১৯৩৭) এদেশের রেল কোম্পানীসমূহকে জনসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ("……the most unpopular institutions in India") বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রেলের যাত্রী, বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের নিম্নতম সুখ-সুবিধার প্রতি রেলকর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য সর্ব্বজন-বিদিত। মাল চলাচল এবং মাল চলাচলের ভাড়া নির্দ্ধারণ ব্যাপারেও রেলকর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী নীতি অবলম্বন করিয়া জনপ্রিয়তা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। শিল্প এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত রেলকর্ত্তৃপক্ষের যে মোটেই সহযোগিতা এবং সৌহার্দ্দ্য নাই উপরোক্ত কমিটিও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মাল চলাচলের উপর ভাড়া নির্দ্ধারণ সম্পর্কে রেল কোম্পানীসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রধানতঃ ৪টি। যথা :—

(১) এদেশে মালের উপর রেলের ভাড়ার হার বেশী। রেলওয়ে তদন্ত কমিটি এই অভিযোগ স্বীকার করেন নাই; অবশ্য কোন কোন রেল কোম্পানী বিশেষ বিশেষ মালের উপর যে অত্যধিক ভাড়া আদায় করিয়া থাকেন তাহা উপরোক্ত কমিটি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ১৯৩৬ সালে মালের যে সর্ব্বশেষ শ্রেণীবিভাগ হয় তদনুযায়ী মালের শ্রেণী হিসাবে মণপ্রতি প্রতি মাইলের সর্ব্বোচ্চ ভাড়া ০.৩৮ পাই হইতে ১.৮৭ পাই এবং সর্ব্বনিম্ন ভাড়া ০.১০ পাই হইতে ০.১৬৬ পাই নির্দ্ধারিত হয়। বিভিন্ন রেল কোম্পানীসমূহ নিজেদের সুবিধা এবং বিবেচনা অনুযায়ী উপরোক্ত সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন হারের মধ্যে যে কোন ভাড়া নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার তুলনায় এদেশে মাল চলাচলের উপর ভাড়া অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া এই অভিযোগ খণ্ডন করার প্রয়াস হইয়া থাকে। কিন্তু অভিযোগখণ্ডনকারীরা ইহা বিবেচনা করেন না যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কত কম। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য দেশে যে সমস্ত মালপত্র চলাচল করে তাহার অধিকাংশই বেশীমূল্যের এবং অধিক ভাড়া বহন করিতে সমর্থ। এদেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যে কৃষিপণ্যেরই চলাচল বেশী এবং কৃষিপণ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া রেলের ভাড়া কম না হইলে এই সমস্ত পণ্যের চলাচল ব্যাহত হয় কিংবা প্রসার লাভ করিতে পারে না।

(২) রেলকর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ এই যে, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী প্রভৃতি বন্দর হইতে দেশের অভ্যন্তরে মাল চলাচলের ভাড়া দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অত্যন্ত কম। এই নীতির ফলে দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। বন্দরসমূহ হইতে দেশের অভ্যন্তরে মাল আমদানী এবং বিদেশে রপ্তানীর জন্য বন্দরে মাল প্রেরণের ভাড়া কম থাকায় বিদেশী পণ্যের আমদানী এবং বিদেশে কাঁচামালের রপ্তানী সম্পর্কে রেল কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। ইহাতে দেশীয় শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হয় এবং এমন কি সংরক্ষণশুল্কের সুযোগও প্রকারান্তরে বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়া থাকে। রেলওয়ে এন্‌কোয়ারী কমিটিও এই অভিযোগের যৌক্তিকতা অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

(৩) তৃতীয় অভিযোগ "টেলিস্কোপিক" ভাড়ার হার সম্পর্কে। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবে এরূপ কোন কোন পণ্যসম্পর্কে কোন কোন রেল কোম্পানী ভাড়ার হার কম করিয়া নির্দ্ধারণ করেন। ইহাকে 'টেলিস্কোপিক' ভাড়ার হার বলা হইয়া থাকে। কিন্তু একটী কোম্পানী কোন পণ্য সম্পর্কে এইরূপ কম ভাড়া নির্দ্ধারণ করিলে অপর কোন কোম্পানী উক্ত পণ্য সম্পর্কে অনুরূপ কম ভাড়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন না। ইহাতে দ্বিতীয় কোম্পানীর রেলপথে চলাচলের জন্য উপরোক্ত পণ্যের উপর সম্পূর্ণ ভাড়াই প্রদান করিতে হয়। ব্যবসায় বাণিজ্য অটুট রাখিতে হইলে যে পণ্য যত দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবে তাহার ভাড়া তত কম হইবে, ইহাই হইল অন্যান্য দেশের নীতি। কিন্তু এদেশে "টেলিস্কোপিক" ভাড়ার হার সকল রেলপথসমূহে সমানভাবে প্রচলিত না থাকায় দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, একটী রেলপথে ৫০০ মাইলের জন্য যে ভাড়া দিতে হয় পরে অন্য রেল-পথের উপর দিয়া ২০০ মাইলের জন্যও সমপরিমাণ ভাড়া দিতে হয়। ইহার ফলে দেশের নানা স্থানে পণ্যের পড়তা বেশী পড়ে এবং প্রয়োজনানুযায়ী মাল আমদানীও সম্ভব হয় না।

(৪) রেলকর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সর্ব্বশেষ অভি-যোগটী উপরোক্ত ৪টী অভিযোগেরই সমষ্টিমাত্র। সকল দেশের শিল্প-বাণিজ্যই রেলের উপর নানা ভাবে নির্ভরশীল। রেলকর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে ভাড়ার হারের তারতম্য করিয়া মাল চলাচলের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য দেশে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিভিন্ন রেল কোম্পানীসমূহ এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পথে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় রেল কোম্পানীসমূহ আজ পর্য্যন্তও

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কলিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট

ফোন : বড়বাজার—৯৮৭

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পাটনা, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

সঞ্চয়-অপচয়

অপচয়ের সমস্যা সমাধানের নামই সঞ্চয়—সঞ্চিত অর্থে শুধু অপব্যয়ের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না—ইহা দুর্দ্দিনেও একান্ত বন্ধুর কাজ করে, অধিকন্তু জাতীয় শিল্প উন্নতিতে সাহায্য ক'রে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করে।

*

এই অপচয়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কি ভাবে সঞ্চয়ী হ'তে পারেন সেই সুপরামর্শ দিতে পারে একটি সুপরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান—

ক্যাল কাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এরূপ মনোভাবের পরিচয় দিতে সক্ষম হন নাই। পরন্তু ভাড়া নির্দ্ধারণ ব্যাপারে বিভিন্ন রেল কোম্পানীসমূহ এ যাবৎ যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন তাহা প্রকারান্তরে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পথে অন্তরায়স্বরূপ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

দেশে বর্ত্তমানে শিল্পোন্নতির যে সূচনা হইয়াছে তাহা সার্থক করিতে হইলে মাল চলাচলের ভাড়া সম্পর্কে রেল কোম্পানীসমূহকে পুরাতন নীতি পরিত্যাগ করিয়া দেশের অবস্থা বিবেচনায় সম্পূর্ণ নূতনভাবে ভাড়া নির্দ্ধারণের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় পুনর্গঠন কমিটিও এই বিষয়ে দেশবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছেন। দেশের যুদ্ধোত্তর অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রেলে মাল চলাচলের ভাড়া নির্দ্ধারণের নীতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য হইবে বলিয়া ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত উক্ত কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্টে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। মালের ভাড়ার হার কি হওয়া উচিত তাহা বিভিন্ন রেলের ব্যয়, মাল চলাচলের পরিমাণ প্রভৃতি নানাবিধ বিস্তৃত তথ্য আলোচনা ব্যতীত বলা শক্ত। তবে এই সম্পর্কে মোটামুটী কি নীতি হওয়া উচিত তাহার আলোচনা অবান্তর হইবে না। ইংলণ্ডে যে সমস্ত রেল কোম্পানী আছে তাহাদের লাভ মূলধনের উপর শতকরা ১০ টাকার বেশী হইলেই গভর্ণমেণ্ট ভাড়ার হার হ্রাস করিয়া দিয়া থাকেন। এদেশে মালের ভাড়া কিংবা যাত্রীর মাশুল নির্দ্ধারণ সম্পর্কে এরূপ কোন নীতির বালাই নাই। বিভিন্ন রেল কোম্পানীসমূহ সুবিধা এবং ইচ্ছানুযায়ী রেলওয়ে বোর্ডের সমর্থন পাইলেই ভাড়ার হার হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। আমাদের মতে ইংলণ্ডের ন্যায় এদেশেও রেল কোম্পানীসমূহের লাভের একটা সর্ব্বোচ্চ হার বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। অবশ্য সকল রেল কোম্পানীর জন্য যে একই হার থাকিবে তাহা আমাদের বলা উদ্দেশ্য নয়। বিভিন্ন কোম্পানীর কার্য্যকাল, মূলধন, ব্যয় প্রভৃতি বিবেচনা করিয়াই বিভিন্ন কোম্পানীর জন্য লাভের হার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। ইহা অতিক্রম করিলেই ভাড়ার সাধারণ হার হ্রাস করিতে হইবে।

ভাড়ার সাধারণ হার নির্দ্ধারিত হইলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করা অনুচিত। বিভিন্ন শিল্প এবং বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক পরিবেশ বিবেচনায় বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যের ভাড়াও কম-বেশী হওয়া উচিত। বিভিন্ন রেল কোম্পানীসমূহ বর্ত্তমানের ন্যায় নিজেদের প্রয়োজন এবং ইচ্ছানুযায়ী ভাড়ার হার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহাতে দেশের সমষ্টিগত সুযোগ-সুবিধা বিবেচিত হইতে পারে না। রেলের ভাড়া নির্দ্ধারণ ব্যাপারে আমেরিকার Interstate Commerce Commission-এর ন্যায় এদেশেও একটা নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্ত্তমানে যে রেলওয়ে রেটস্ এডভাইসরী কমিটী নামক একটা প্রতিষ্ঠান আছে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করিয়া ভাড়া সম্পর্কে নির্দ্দেশ দানের কোন ক্ষমতা উহার নাই। ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যবসায়ী কিংবা কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোন রেল কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কোন একটা বিশেষ পণ্যের ভাড়া সম্পর্কেই উক্ত কমিটীর নিকট আবেদন করিতে পারেন। একটী আবেদন সম্পর্কে বিচার করিতেই কমিটীর দীর্ঘকাল সময় অতিবাহিত হয়। এই সমস্ত কারণে উক্ত কমিটী সম্পর্কে জনসাধারণ কিংবা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিশেষ উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায় না।

রেলপথসমূহের উদ্বৃত্ত আয়ের একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ রাজস্বে প্রত্যর্পণ করার যে প্রথা বর্ত্তমান আছে তৎসম্পর্কেও নূতন করিয়া বিবেচনা করার সময় আসিয়াছে। এই বাবদ বর্ত্তমানে (১৯৪৫-৪৬) ভারত সরকার রেল কোম্পানীসমূহ হইতে প্রায় ৩০ কোটী টাকা পাইতেছেন। করদাতা জনসাধারণ চাহিবে রেলের উদ্বৃত্ত আয় যত সম্ভব বেশী পরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তগত হউক। তাহা হইলে তদনুপাতে করভার হ্রাস পাইবে অথবা নূতন কর স্থাপনের প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু দেশীয় শিল্পব্যবসায়ের উন্নতিকামী জনসাধারণ চাহিবে রেলপথসমূহের উদ্বৃত্ত আয় কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত করার প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হউক। ইহাতে মাল চলাচলের ভাড়া এবং রেল-যাত্রীর মাশুলের হার হ্রাস করার দাবী জানানো যায়। ১৯৩৭ সালে ওয়েজউড কমিটি রেলপথ-সমূহের উদ্বৃত্ত আয় কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্পণ না করার স্বপক্ষেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত সরকারের ব্যয় পূর্ব্বের তুলনায় নানা দিক দিয়াই বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও ২।৩ বৎসর হয়ত কেন্দ্রীয় সরকারকে যুদ্ধ-জনিত ব্যয়ের জের টানিয়া চলিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে রেলপথসমূহের উদ্বৃত্ত আয় হইতে বঞ্চিত হইলে নূতন কর স্থাপন করিয়াই ভারত সরকারকে এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু যুদ্ধজনিত ব্যয়ের প্রয়োজন যখন আর থাকিবে না, তখন হইতে এই প্রথা বিলোপ করিয়া দিলে দেশে রেলপথের বিস্তার এবং শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির সাহায্য হইতে পারে।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস : মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

। সমগ্র বাঙ্গলার সাগ্রহ প্রতীক্ষার অবসান হইল। গত শনিবার মহাত্মা গান্ধী কলিকাতার সন্নিকটে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে পৌছিয়াছেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূর্ত্ত প্রতীককে কাছে পাইয়া মন্বন্তর ও মহামারীর বাঙ্গলার অসার দেহে পুনরায় চতুর্গুণ সংগ্রাম-শক্তি সঞ্চারিত হইবে—সরকারী অত্যাচার ও বেসরকারী অনাচারের বিষে জর্জ্জরিত নিপীড়িত প্রদেশ সুস্পষ্ট পথনির্দ্দেশ পাইয়া দুর্জ্জয় সঙ্কল্প গ্রহণ করিবে, সাময়িক নিষ্ক্রিয়তার জাল ছিন্ন করিয়া কংগ্রেস কর্ম্মীরা কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। জয়তু মহাত্মা গান্ধী! বাঙ্গলার প্রত্যেক নরনারী ও প্রতিটি ধূলিকণা তোমায় সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে।

* * *

রাষ্ট্রপতি আজাদ ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আরম্ভ হইবে। তৎপূর্ব্বে ৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের এক অধিবেশন হইবে। সুতরাং আজকালের মধ্যেই কংগ্রেসের জনবরেণ্য নেতৃগণ সব কলিকাতায় পৌছিয়া যাইবেন। আসন্ন নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই কলিকাতা অধিবেশন নানা কারণেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কলিকাতা এই ঐতিহাসিক আলোচনার স্থান মনোনীত হওয়ায় আমরা সগর্ব্ব স্বস্তি বোধ করিতেছি। সম্প্রতি কলিকাতার রাজপথে রাজশক্তির সনাতন চণ্ডলীলার যে অত্যুগ্র পুনরাবৃত্তি সংঘটিত হইয়া গেল তাহার প্রতিক্রিয়ায় সারা দেশ এখনও ক্ষোভে ও অপমানে ম্রিয়মান, শোকে ও বেদনায় মুহ্যমান। কংগ্রেস নেতৃগণের নিকট হইতে সময়োচিত ভাষণ শুনিবার জন্য সংক্ষুব্ধ জনশক্তি উন্মুখ হইয়া আছে। সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হইয়াছে, কলিকাতার রাজপথে পুলিশের নির্ব্বিচার গুলীবর্ষণের ফলে যাহারা প্রাণ দিয়াছে তাহাদের পুণ্য স্মৃতির প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এক মহতী জনসভায় রাষ্ট্রপতি আজাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ জাতীয় সংগ্রামের সেনানায়কগণ বক্তৃতা করিবেন।

* * *

নির্ব্বাচনী সংগ্রামের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের জয়রথ সকল বাধা সরাইয়া ফেলিয়া ও সর্ব্বপ্রকার অপকৌশল ব্যর্থ করিয়া দিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে প্রত্যহ যে সমস্ত সংবাদ আসিতেছে তাহা চূড়ান্ত শক্তি-পরীক্ষায় কংগ্রেসের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্যেরই সুস্পষ্ট পূর্ব্বাভাষ। ইতিপূর্ব্বে আমরা কতিপয় ফলা-ফলের কথা জানাইয়াছি। এবার দিল্লী হইতে খবর আসিয়াছে, দিল্লীর যুক্ত-নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস প্রার্থী মিঃ আসফ আলী বিপুল ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ আসফ আলী মোট ৬২৬১টি ভোট পাইয়াছেন। তাঁহার মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ ওসমান আজাদ ও হিন্দুমহাসভা প্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক রামসিং যথাক্রমে ১৫৫৭টি ও ১৭৯টী ভোট পাইয়াছেন। অধ্যাপক রামসিংএর জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। দিল্লীর এই নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বের এক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কলঙ্কের কথা এই যে, কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করার জন্য স্থানীয় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানদ্বয় মুসলিম লীগ ও হিন্দুমহাসভার মধ্যে এক সাময়িক 'unholy alliance' বা অসাধু মিতালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুইদলের এই আপাতদৃষ্ট প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও মিঃ আসফ আলীর এরূপ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ দেশের জনসাধারণের উপর কংগ্রেসের অক্ষয় আদর্শের অপরিসীম প্রভাবেরই পরিচায়ক।

এই জয়লাভ আরও একাধিক কারণে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিঃ আসফ আলী এক যুক্ত নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস মনোনীত একজন মুসলমান প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়া একজন হিন্দু- মহাসভার প্রার্থী ও একজন মুসলমান প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া এই কথাই প্রমাণিত করিলেন যে, কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া যে অপপ্রচার চলিয়া আসিতেছে তাহা স্বার্থান্ধদেরই মিথ্যা অভিযান এবং কংগ্রেসের হাতে হিন্দুর স্বার্থ নিরাপদ নহে বলিয়া যে জিগির তোলা হয় তাহাও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির অহেতুক শঙ্কা ছাড়া আর কিছু নহে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই যুক্ত-নির্ব্বাচনে মিঃ জিন্না প্রত্যক্ষভাবে কোনও লীগ প্রার্থীকে দাঁড় করাইতে সাহসী হন নাই। তাঁহাকে পরোক্ষ অপকৌশলের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। নিরঙ্কুশ আমলাতন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন দমন-নীতিও কংগ্রেসের যে অদম্য প্রাণশক্তিকে অণুতম পরিমাণে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই তাহাকে পর্য্যুদস্ত করিতে কেহই পারিবে না—না মুসলিম লীগ, না হিন্দু মহাসভা।

* * *

বোম্বাই হইতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচন বোর্ডের সম্পাদক জানাইয়াছেন, তপশীলভুক্ত জাতির নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলি হইতে ১৬টী আসনের মধ্যে কংগ্রেস ইতিমধ্যেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৬টী আসন দখল করিয়াছে। কংগ্রেস যে সকল সম্প্রদায় সকল শ্রেণীরই মুখপাত্র প্রতিষ্ঠান এই সত্য সাধারণ

জাতীয় ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা।

গৃহলক্ষ্মীর কামনা

সুখের সংসারে শাড়ী ও অলঙ্কারের স্থান থাকবেই। কিন্তু বুদ্ধিমতী গৃহলক্ষ্মীর কাছে তাঁর নিজের নামে একটী বীমা খুব পছন্দসই হবে সন্দেহ নেই। আপনার গৃহলক্ষ্মীকে একটী বীমাপত্র উপহার দিলে তিনি শুধু যে খুসী হবেন তা নয়, সেই সম্পদ তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের ও স্বামীর কাজে মনোমত ভাবে লাগাতে পারবেন।

ন্যাশন্যাল
ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
৭ নং, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট
ফোন : ক্যাল ৫৭২৬
ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্ত্তমান।

দিগ্বিজয়ের পথে—

আপনার শিশুর মধ্যেই হয়তো আকবর কি অশোকের প্রতিভা নিহিত আছে,—হয়তো সে মানুষের সুখের জন্য এক নূতন জগৎ জয় করিবে। মহান কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া তাহাকে গড়িয়া তোলাই আপনার কর্ত্তব্য। আপনাকে অবশ্যই দেখিতে হইবে সে যাহাতে আধুনিক শিক্ষার প্রত্যেকটি সুযোগ পায় এবং এ বিষয়ে আমাদের কোম্পানীর এডুকেশন্যাল প্ল্যান অনুযায়ী একখানি পলিসি গ্রহণ করিলেই আপনি শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইবেন।

দি
নিউ এসিয়াটিক
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
এখানে জীবন, অগ্নি, সামুদ্রিক ও দুর্ঘটনা বীমা করা হয়।
হেড অফিস :
লাইফ—নিউ এসিয়াটিক বিল্ডিং, কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী
সাধারণ অফিস—৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।
বোম্বাই শাখা—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, এসেম্ব্লি কোর্ট
মাদ্রাজ শাখা—২৯৮, লিঙ্গ চেট্টি ষ্ট্রীট, জি, টি,
—অন্যান্য শাখাসমূহ—
কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, করাচী, মাদ্রাজ, ইন্দোর, জেলগাঁও, হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ত্রিচিনপল্লী, কালিকট, বেজোয়াদা ও কলম্বো।

ও নির্ব্বাচন উপলক্ষে ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হইতে থাকিবে।

* * *

বিলাতের প্রখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'লীডার'-এ কম্যাণ্ডার ষ্টিফেন কিং হল এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "বিশ্ববিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা আমায় বলিয়াছিলেন, 'রক্তস্নানের মধ্য দিয়াই ভারতে একদিন জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতবর্ষের অনেকেই অবগত নহেন যে, বৃটেনের অধিকাংশ লোকই এখন মনে করে, ভারতের আসন্ন রক্তস্নানে ইংরাজদের জীবন বলি দেওয়া উচিত হইবে না। আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে কিংবা তৎপূর্ব্বেই ১৯৪৭ সালে ভারতের সমস্ত ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করিব, এ কথা আমাদের কালবিলম্ব না করিয়া এখনই ভারতবাসীদের জানাইয়া দেওয়া উচিত।"

* * *

সম্প্রতি দেরাদুনে এক বিরাট জনসভায় মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগ প্রসঙ্গে বক্তৃতা কালে পণ্ডিত নেহেরু জানাইয়াছেন, "মহাত্মা গান্ধী যে মিঃ জিন্নার দরবারে হাজির হইয়াছিলেন, আমেদনগর ফোর্টের অবরুদ্ধ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা উহা পছন্দ করেন নাই। কিন্তু মহাত্মাজী একজন বিরাট পুরুষ। সময় সময় তাঁহার কার্য্যকলাপের তাৎপর্য্য বোধাতীত। তাঁহার এই প্রয়াসের ফলে হয়ত কিছু কল্যাণ হইতে পারে, এই আশা লইয়াই আমরা তখন ঐ প্রচেষ্টা মানিয়া লইয়াছিলাম।'

* * *

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদ্য মুক্ত ভূতপূর্ব্ব সহ-সভাপতি সর্দ্দার লোকমান খাঁ শেরওয়ানী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "অসংখ্য বন্ধুবান্ধবকে জেলে ফেলিয়া আসিয়াছি।... মিঃ কেসি কি জানেন না যে, ইউরোপে যুদ্ধ থামিবার এক সপ্তাহের মধ্যে জার্ম্মানীর ফ্যাসিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকরী সভ্যকে পর্য্যন্ত মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল? কিন্তু ভারতে সহস্র সহস্র খাঁটি ফ্যাসিষ্ট বিরোধীকে পর্য্যন্ত বিনা বিচারে এখনও আটক রাখা হইয়াছে। ফ্যাসিষ্টনীতি অনুযায়ী পৃথিবীর আধুনিকতম গোয়েন্দা বিভাগের কপোলকল্পিত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া এখনও যখন ভারতের জনগণকে আটক রাখা হয়, তখন হিটলার, মুসোলিনী, তোজো ও গেষ্টাপোর উপর এত অসন্তোষের কারণ কি? ইহা কি ফ্যাসিষ্টনীতি নহে? হিটলার অথবা তোজোর নীতি হইতে ইহার পার্থক্য কোথায়?"

* * *

ওয়াসিংটন হইতে "অমৃতবাজার পত্রিকার" বিশেষ সংবাদদাতা কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী জানাইয়াছেন, "এসিয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলের অধিকাংশ পর্য্যবেক্ষক আগামী বসন্ত কালের মধ্যে ভারতবর্ষে বিপ্লবের আশঙ্কা করিতেছেন। প্রাচ্যে যে অশান্তি বিরাজ করিতেছে তাহা ভারতীয় বিপ্লবের দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। 'পোষ্ট' পত্রিকায় এডগার মোরার এই মর্ম্মে এক পূর্ব্বাভাষ দিয়াছেন যে, ভারতে বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ সংঘটিত হইতে পারে। 'টাইম' পত্রিকায় বলা হইয়াছে, নির্ব্বাচনের পরে ভারতে এক ঐতিহাসিক বিপ্লব হইবে। সম্ভবতঃ মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে এই বিপ্লব ঘটিবে।"

আমেরিকান পত্রিকাসমূহ আসন্ন ভারতীয় বিপ্লবের সঠিক মাস-তারিখ পর্য্যন্ত যে ভাবে গড়গড় করিয়া আওড়াইয়া গিয়াছেন তাহাতে ঐ জাতীয় ভবিষ্যদ্বাণীর পিছনে কোনও মতলব আছে বলিয়া সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। শোষিত, নিপীড়িত ভারতবর্ষ বঞ্চনায় বেদনায় টগবগ করিতেছে সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া অহিংস মন্ত্রের ঋষি গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত বর্ত্তমান ভারত আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যেই সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিবে, অন্ততঃ আমরা ত এদেশে বসিয়া এখনও সেরূপ আভাস ইঙ্গিত পাইলাম না। ইহারই নাম "ইয়াঙ্কি' সাংবাদিকতা!

* * *

অনেকেই মনে করেন, তৃতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় অনিবার্য্য। তবে কবে ও কত দিনে সেই প্রশ্ন লইয়া গবেষণা চলিতে পারে এবং গবেষণা চলিতেছে। সম্প্রতি আমেরিকার সেনেটের এক বিতর্কের সময় সেনেটর এডউইন জনসন বলেন, "আমেরিকা শীঘ্রই রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চলিয়াছে এবং এই যুদ্ধ অনিবার্য্য।... অল্পবয়স্ক বালকদের সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে বাধ্য করিয়া আমরা নিজেদেরই প্রতারিত করিতেছি। বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির বুলি আওড়াইয়া আমরা যে ফাঁকা আওয়াজ করিয়া ভয় দেখাইতেছি, রুশিয়া তাহা ভালভাবেই জানে এবং আমেরিকার প্রতি তাহার ঘৃণা প্রতিমুহূর্ত্তে বৃদ্ধি পাইবে। ভীতি, তোষণ ও পরাজিতের মনোভাব দূর করিতে হইবে।"

আটলাণ্টিক চার্টার ও পোষ্টডাম সনদের কালি যে এখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই! ইউরোপ ও এশিয়ার রণক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ যুবকের তাজা রক্তের দাগ যে এখনও মিলায় নাই! ইহারই মধ্যে এ কি কথা!

LOTUS brand OILS
The name you can Trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

ফোন ঃ ক্যাল ৪০৫৩
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড
৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
শাখা ঃ—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম), শিয়াখালা।
চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস্ শতকরা ২॥০
স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ
(১৯০৮ সালে বরোদায় সংগঠিত—সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ)
বরোদার মাননীয় মহারাজা গায়কোয়াড়ের গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

অনুমোদিত মূলধন	...	...	২,৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	...	...	২,০০,০০,০০০৲ "
তাগিদ দেওয়া মূলধন	...	...	১,০০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন (৩১-৮-৪৪)	...	...	৯৯,৯৯,৫৮০৲ "
মজুত তহবিল	...	...	১,০০,০০,০০০৲ "

হেড অফিস ঃ—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস ঃ—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
শাখাসমূহ ঃ
আমেদাবাদ (ভদ্রা), আমেদাবাদ (পাঁচকুভা), আমরেলী, অমৃতসর (পাঞ্জাব), ভবনগর, বিলিমোরা, বোম্বাই (ফোর্ট), বোম্বাই (জাভেরী বাজার), কোয়াম্বাটোর, কলিকাতা, দাভয়, ধুলিয়া (পশ্চিম খান্দেস), দ্বারকা, হারিজ, জালগাঁও (পূর্ব্ব খান্দেস), কাঁদী, কালল, কপদ্বঞ্জ, কারজন, মেসানা, মিঠাপুর, নবসারী, পাটন, পেঠলাদ, পোর্ট ওখা, সঙ্খেদা, সিথপুর, সুরাট, উন্‌ঝা (এন, জি), ভিসনগর ভায়ারা।
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।
ডব্লিউ জি গ্রাউণ্ডওয়াটার, জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা।
এম, জি, পারিখ, এক্টিং ম্যানেজার, কলিকাতা

খেয়ালীর খাতা

…যুদ্ধের জন্য সামরিক লোকদের গবর্ণমেণ্ট নানা রকম সুবিধা দিয়াছিলেন। সাধারণ প্রচলিত আইনের আওতা হইতে অনেক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে রেহাই দেওয়া হইয়াছিল। যেমন একজন লেফটেন্যাণ্ট টাকা ধার করিয়া পাওনাদারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিলে, সেই পাওনাদার তাহার নামে সরাসরি আদালতে মামলা করিতে পারে না। এই রকম বহু সুবিধার মধ্যে একটি ছিল, (এবং এখন পর্য্যন্ত আছে) সামরিক মোটর ও লরীর ড্রাইভারদের সম্পর্কে। মিলিটারী ড্রাইভার রাস্তায় কোন লোক চাপা দিলে বা অন্য গাড়ী বা বাড়ী ঘরের কোন ক্ষতি করিলে তাহাদিগকে থানায় টানিয়া নেওয়া যাইত না; তাহাদের ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা চলিত না। ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আইনটি তুলিয়া দিবেন মনস্থ করিয়াছেন। ইহার পরে মিলিটারী ড্রাইভারদেরও অন্য আর সকল মোটর-চালকদের মতো মামলার আসামী হইয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের সুমতি হউক। আশা করি ইহার ফলে রাস্তায় মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়া আসিবে। কারণ এতকাল তাহারা প্রায় নিরঙ্কুশ ছিল। যেমন তেমন ভাবে গাড়ী হাকাইয়া, ল্যাম্পপোষ্ট ভাঙ্গিয়া, ফুটপাথে মানুষ মারিয়া গাড়ী চালাইবার ইচ্ছাটা স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পায় যখন জানা থাকে যে, উহার জন্য বিশেষ কোন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না! 'সাতখুন মাপ' কথাটা এ-কয় বছর মিলিটারীদের পক্ষে পুরাপুরি খাঁটি ছিল—both figuratively and literally

* * *

ইডেন গার্ডেনসে ভারতীয় ও অষ্ট্রেলিয়ান দলের মধ্যে চারদিন ব্যাপী বেসরকারী টেষ্ট ম্যাচ হইয়া গেল। খেলার ফলাফল ড্র হইয়াছে। তবে এবারের ড্র বোম্বের ড্র অপেক্ষা সম্মানজনক—শুধু মান বা কান-বাঁচানো ড্র নয়। এই খেলায় দুইটি বিষয় স্পষ্ট হইয়াছে। প্রথম,—ভারতীয় দলের বৌলিং এর দুর্ব্বলতা। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে যে ভালো বৌলার নাই তাহা নহে। বরং সি, এস. নাইডু, মানকড় এবং অমরনাথের বৌলিং সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়ান দলের ক্যাপ্টেন, ভাইস-ক্যাপ্টেনেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, দুর্ব্বলতা হইল বৌলারের রকমারিতে। ভারতীয় দলের ভালো বৌলারেরা সকলেই 'স্লো বৌলার'। 'ফাষ্ট বৌলার' প্রকৃতপক্ষে একজনও নাই। রঙ্গচারি ও ফাড্কারকে ফাষ্ট বৌলার বলিয়া চালানো হইতেছে বটে, কিন্তু আসলে, তাহারা মিডিয়াম ফাষ্ট বৌলারের পর্য্যায়ে পড়ে। একমাত্র এস, ব্যানার্জ্জী ছাড়া বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে আর কেহ ফাষ্ট বৌলার নাই। অন্ততঃ একজন ফাষ্ট বৌলার না থাকিলে ক্রিকেটে ভালো ফল করা কঠিন। কারণ ফাষ্ট বৌলারের উপযোগিতা শুধু সে কয়টি উইকেট পাইল তাহা হিসাব করিয়া নয়। ব্যাটস্ম্যানদের হয়রান, ইংরেজীতে যাহাকে বলে exhaust, করিবার জন্য ফাষ্ট বৌলারের প্রয়োজন। প্রথম আরম্ভের পক্ষে ফাষ্ট বৌলার একজন না থাকিলে বিপক্ষের রাণসংখ্যা কম রাখা শক্ত হয়। মাদ্রাজ টেষ্টে কর্ত্তৃপক্ষ এস, ব্যানার্জ্জীকে খেলাইবেন মনে হইতেছে। কলিকাতা টেষ্টে তাঁহারা ঠেকিয়া শিখিয়াছেন।

* * *

ভারতীয় ক্রিকেট টিমের দুইনম্বর ত্রুটি হইল ফিল্ডিং-এর। অষ্ট্রেলিয়ানদের তুলনায় ভারতীয় দলের ফিল্ডিং যে অত্যন্ত খারাপ এ-বিষয়ে দ্বিমত নাই। ভারতীয় খেলোয়াড়েরা যে ভাবে অত্যন্ত সহজ ক্যাচ্ মিস্ করিয়াছেন, বল ছুঁড়িতে দেরী করিয়াছেন, বল ধরিতে যাইয়া আছাড় খাইয়াছেন, তাহা চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত। অষ্ট্রেলিয়ান দল প্রথম ইনিংসে যে দুইটি সেঞ্চুরী করিয়াছেন, তাহা খারাপ ফিল্ডিং এর জন্যই অনেকটা সহজ হইয়াছে। ফিল্ডিংএর দুর্ব্বলতা ইহার আগের অন্যান্য নাম-করা খেলাতেও দেখা গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে গিলিকনের টিম, জার্ডিনের টিম, টেনীসনের টিম সবগুলিই ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে খেলায় সর্ব্বদা খারাপ ফিল্ডিংএর সুবিধা পাইয়াছে। ফিল্ডিং উন্নত না করিতে পারিলে ভারতীয় ক্রিকেট দল কখনও ভালো ফল করিতে পারিবে না এতথ্যটি আমাদের ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং কর্ত্তৃপক্ষ উভয়েই যত তাড়াতাড়ি বুঝিবেন, ততই মঙ্গল। এবিষয়ে একটি খেলোয়াড় সম্পর্কে কিছুটা আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সে হাফিজ। ইডেন গার্ডেনসে শেষ দিন চায়ের পরে অষ্ট্রেলিয়ান দল যখন ব্যাট করিতেছিল, তখন হাফিজের ফিল্ডিংই দর্শনীয় হইয়াছিল। এই তরুণ খেলোয়াড়টির কাছে বোধহয় আমরা অনেক কিছু আশা করিতে পারি। ব্যাটিংএ অষ্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সে দুইটি সেঞ্চুরী করিয়াছে, ডিক্লেয়ার না করিলে, হয়তো কলিভাতায়ও সে আর একটি করিতে পারিত। যদি হাততালিতে বিগড়াইয়া

জলপাইগুড়ি

ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংএর সকল সুযোগসহ ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান

সেণ্ট্রাল অফিস : ৮৭, ওল্ড চীনাবাজার, কলিকাতা ফোন : বি বি ১৮৫৮

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীমোহিনীমোহন সাহা

এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীনলিনীরঞ্জন সাহা, বি-এস-সি

হেড অফিস : মালদহ।

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,

ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস ও বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ)

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা স্থাপিত — ১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত—	৩,০০,০০,০০০৲	
বিলিকৃত ও বিক্রীত—	১,০০,০০,০০০৲	
আদায়ীকৃত—	৫৫,০০,০০০৲	উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৫,০০,০০০৲	উপর

শাখাসমূহ—কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই-মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

না যায় তবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে হাফিজকে একজন ধরিয়া রাখা যাইতে পারে।

* * *

ভারতীয় ক্রিকেট টিমকে শীঘ্রই বিলাতে পাঠাইবার কথা হইতেছে। সুতরাং এখন হইতেই এ-সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। গতবার ভিজিয়ানাগ্রামের টিম বিলাতে যাইয়া যে রকম নাস্তানাবুদ হইয়াছে, আবার তাহারই পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে-বিষয়ে ক্রিকেট কর্ত্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। খেলোয়াড় নির্ব্বাচনে যাহাতে ভারতের সুনামই সকলের আগে বিবেচনা করা হয়, নির্ব্বাচকদের প্রিয়-অপ্রিয়ের মাপকাঠি দিয়া বাছাই না করা হয়, সে-দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। অধিনায়ক নির্ব্বাচন সম্পর্কে এখনই বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল হইতে কিছু প্রচ্ছন্ন প্রচারকার্য্য সুরু হইয়াছে, টের পাইতেছি। মহারাজা পাতিয়ালাকে ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন করিবার জন্য একদল লোক ব্যগ্র হইয়াছেন এবং তাঁহারা আড়ালে রহিয়া সুতাও টানিতেছেন। ষ্টেটসম্যান পত্রিকা গত কয়েকদিন যে ভাবে মার্চ্চেণ্টের অধিনায়কত্বের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়াছেন, তাহা যে একেবারে উদ্দেশ্যহীন তাহা মনে হয় না। ভারতীয় ক্রিকেট জগতে যাঁহাদের প্রভাব আছে তাঁহারা গোড়াতেই এদিকে নজর না দিলে, হয়তো এবারেও ভারতীয় ক্রিকেট দল বিলাতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হইয়া আসিবে।

* * *

যাদবপুর কলেজ অব্ এঞ্জিনিয়ারিং এ্যাণ্ড টেকনোলজির বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবের পৌরোহিত্য করিতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে, এবং পণ্ডিতজী সেই আমন্ত্রণ গ্রহণও করিয়াছেন। ইহাতে দেশকল্যাণকামী, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীদের খুশী হইবার কারণ আছে। যাদবপুর কলেজ—যাদবপুর টেকনিক্যাল নামেই যাহা বেশী পরিচিত—বাঙ্গালীর গর্ব্ব করিবার জিনিষ। স্বদেশী যুগে বাঙ্গালী দেশহিতৈষণার প্রেরণায় কেবল বক্তৃতাই করে নাই, অনেক কাজও করিয়াছিল। দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আসে না, কিম্বা আসিলেও বেশী দিন থাকে না, এই তথ্য বাঙ্গালী দেশপ্রেমিকেরা বুঝিয়াছিলেন। সে-দিকে চেষ্টাও করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, পটারী ওয়ার্কস, কণ্ডিমেণ্টস্ ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কলকারখানা চালাইবার জন্য যোগ্য লোক শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্যও তাঁহারা ব্যগ্র ছিলেন। তাহার ফলেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও যাদবপুর টেকনিক্যালের প্রতিষ্ঠা। সে-দিন সবগুলি প্রচেষ্টাই সফল হয় নাই; অনেকগুলি নষ্ট হইয়াছে। যাদবপুর আজও টিকিয়া আছে এবং গৌরবের সঙ্গেই আছে। ভারতবর্ষে শিল্পবিস্তারের প্রচেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যবর্জ্জিত একান্তভাবে স্বদেশীয় উদ্যোগ এই যাদবপুর কলেজ। এখানকার শিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ ইতিমধ্যেই স্বদেশী শিল্পবিস্তারে কিছু কিছু সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহেরু ভারতের শিল্পবিস্তারের সর্ব্বপ্রধান সমর্থক, নেশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি তাঁহার উদ্যোগে ও তাঁহার নেতৃত্বেই স্থাপিত ও পরিচালিত হইতেছে। বাঙ্গলার স্বদেশী যুগের স্মৃতিযুক্ত এই যাদবপুর কলেজের সমাবর্ত্তন উৎসবে পণ্ডিত নেহেরুর চাইতে যোগ্যতর পুরোধা আর কেহই নাই।

* * *

বাঙ্গলার লাটপত্নী মিসেস কেসী গবর্ণমেণ্ট হাউসে সম্প্রতি একটি ফটোগ্রাফের প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। ফটোগ্রাফগুলি সেসীল বিটনের তোলা। জীবিত ফটোগ্রাফার-সাংবাদিকদের মধ্যে সেসীল বিটন বোধহয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ফটোর মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তোলা যায়, কিম্বা একটী কাহিনীর রস ফুটাইয়া তোলা যায় তাহার পরিচয় থাকে সেসীল বিটনের ছবিতে। তাঁহার তোলা ভারতের বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড ওয়েভেলের (তখন পর্য্যন্ত তিনি অবশ্য লর্ড হন নাই, শুধু ফিল্ড মার্শালই আছেন) একখানা ফটোগ্রাফ এদেশের একটি ইংরেজী কাগজেও একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট হাউসের ফটোগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার অনেকগুলিই ভারতবর্ষের পল্লী অঞ্চল ও ভারতের যুদ্ধপ্রচেষ্টা সম্পর্কে। ইহার কতকগুলি ইহার আগে কলিকাতায় সৈন্যদের জন্য প্রকাশিত একটি খবরের কাগজেও দেখিয়াছিলাম। গবর্ণমেণ্ট হাউসের প্রদর্শনীতে কতকগুলি ছবি কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে বছর খানেক আগে তুলিতে দেখিয়াছিলাম। ষড়িশা রামকৃষ্ণ মিশনের তাঁতচালক এবং ডায়মণ্ড হারবারের কাছে কুলুপী গ্রামের কৃষক বালককে চিনিতে মোটেই কষ্ট হয় না। মিসেস কেসী এই প্রদর্শনীটি লাটভবনের বাহিরে অন্য কোথাও করিলে আরও বহু উৎসুক রসিক ব্যক্তি তাহা দেখিবার সুবিধা পাইত। গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে যাঁহাদের নামে নিমন্ত্রণ যায়, তাঁহারা হোম্‌রা চোম্‌রা হইতে পারেন, কিন্তু সকলেই রসজ্ঞ নহেন। মিসেস কেসী প্রথম দিন অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে ফটোগ্রাফগুলির আর্ট ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিমন্ত্রিত দর্শকদের মধ্যে কতজনের পক্ষে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল, তাহাতে আমার সন্দেহ আছে।

—খেয়ালী

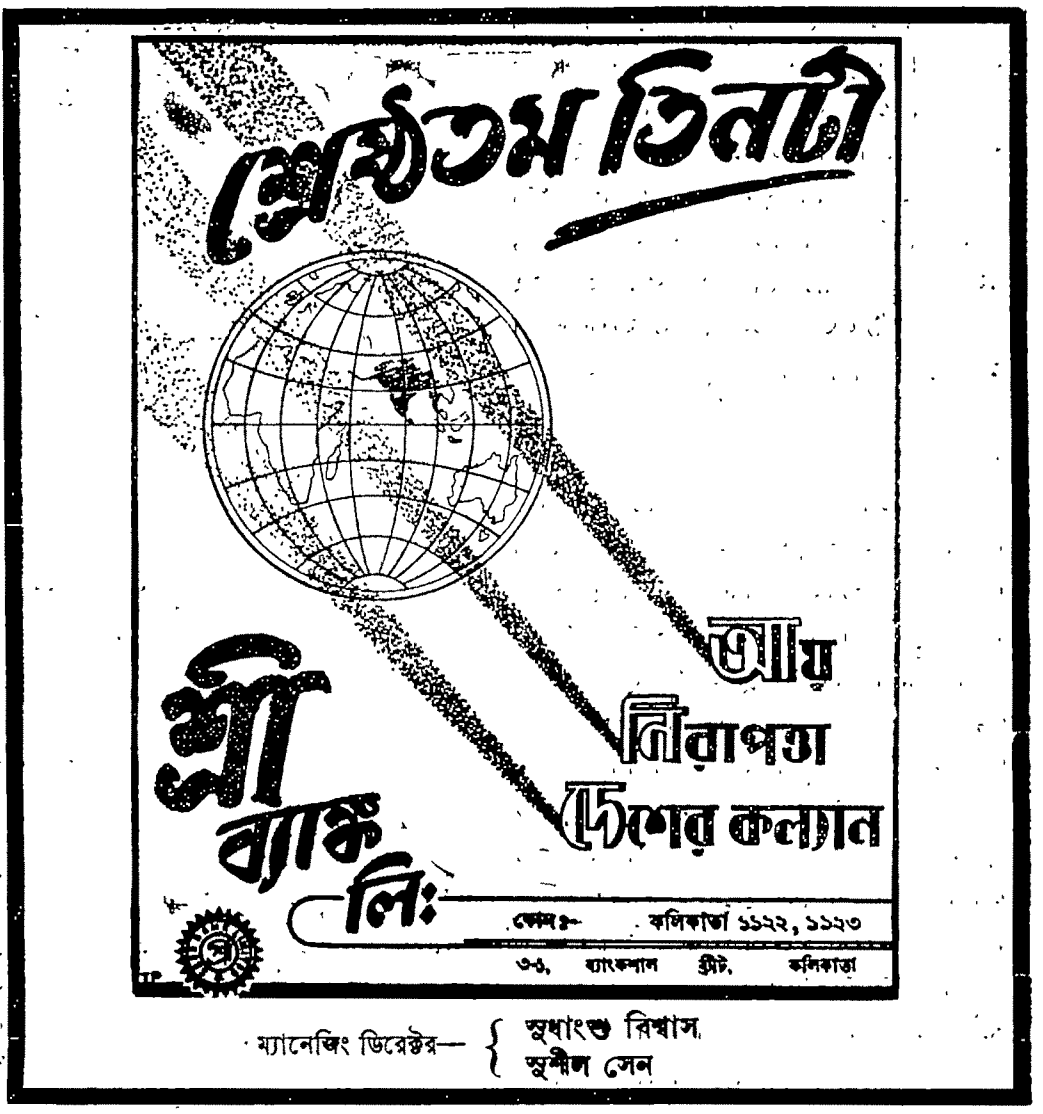

দি ট্রিনিটি মিউচুয়াল এ্যাসিওরেন্স কোং
লিমিটেড—(বোম্বাই)
কোম্পানীর সমুদয় লভ্যাংশ কেবলমাত্র বীমাকারিগণই পাইবার অধিকারী।
বীমাকর্ম্মীদের সর্ত্ত অতীব সুবিধাজনক।
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্ট
রায় এণ্ড সন্স
৮৪-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা।
পোষ্ট বক্স—জি পি ও, ১৩৪ ফোন—ক্যাল: ৬১৩৩

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিভিন্ন দেশে মার্কিন ঘাঁটি নির্ম্মাণব্যয়—ওয়াশিংটনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে সামরিক ও অন্যান্য নানা প্রকার ঘাঁটি নির্ম্মাণকল্পে ২৪১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার ব্যয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে ব্যয় হইয়াছে ৫৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার। এই প্রসঙ্গে বাণিজ্যসচিব মিঃ হেনরী এ ওয়ালেস জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ কমনওয়েলথের ঘাঁটি নির্ম্মাণকল্পে উহার অর্দ্ধেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে। একমাত্র কানাডাতেই বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণ বাবদ ৩৭ কোটি ডলার ব্যয় হইয়াছে বলিয়াও হেনরী ওয়ালেস উল্লেখ করিয়াছেন।

মোটর গাড়ীর ব্যাটারী নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাতিল—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ার ফলে সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় মোটরের ব্যাটারী ও ব্রেকের লাইনিং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ আদেশ (১৯৪৪ সালের মোটরের যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলে) গত ২৪শে নবেম্বর (১৯৪৫) হইতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ঐ সকল মাল বর্ত্তমানে যে দরে বিক্রয় হইতেছে, সেই দরেই বিক্রয় করিতে হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯৪৫ সালের তুলা উৎপাদন—মার্কিন কৃষি-দপ্তর হইতে সম্প্রতি জানান হইয়াছে যে, ১৯৪৫ সালে পৃথিবীতে যে তুলা উৎপন্ন হইবে, ২২ বৎসরের মধ্যে এত অল্প তুলা কখনও জন্মে নাই। ১৯৪৫ সালে সারা পৃথিবীতে ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া মার্কিন কৃষি-দপ্তর অনুমান করিয়াছেন।

ভারতের অভ্যন্তরে বিমানপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা—প্রকাশ, ভারতের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিমানপোতসমূহ শীঘ্রই বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ২৭টি মাত্র অসামরিক বিমানঘাঁটি ছিল এবং ৩টি প্রাইভেট বিমানঘাঁটি ছিল। জানা গিয়াছে যে, অদূরভবিষ্যতেই ভারতবর্ষে ১১১টি বিমান ঘাঁটি স্থাপনের দ্বারা ভারতের অভ্যন্তরে বিমানযোগে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম করা হইবে। উক্ত ১১১টি বিমান ঘাঁটির মধ্যে ৪৭টি রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের অধীনে থাকিবে এবং ৩টি ভারতীয় করদ রাজ্যের অধিকারভুক্ত থাকিবে। অপরগুলি অসামরিক যোগসূত্র রক্ষায় সহায়তা করিবে। আরও জানা গিয়াছে যে, প্রত্যেকটি বিমান ঘাঁটির নিকট এক একটি বৃহৎ হোটেল স্থাপন করা হইবে এবং বিমানযাত্রীরা যে সময়েই বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত হউন না কেন, তাঁহাদের আহার, বাসস্থান বা বিশ্রামস্থানের জন্য চিন্তিত হইতে হইবে না। প্রকাশ যে, উক্ত বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারের সহিত সংবাদ পরিবেশনেরও যথেষ্ট সুবিধা হইবে।

সেলাইয়ের সূতায় কাপড় বোনা নিষেধ—গত ২৪শে নবেম্বরের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৫ সালের সূতা ও সূতী কাপড় নিয়ন্ত্রণ আদেশের ১০নং ধারানুসারে সেলাই করিবার সূতাকে বুনিবার কাজে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। সেলাইয়ের সূতার দর বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই। হাতে কাটা সূতা এই নিয়ন্ত্রণ আদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

বিদেশে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় শিক্ষার্থী প্রেরণ—প্রকাশ, ভারতের খনিজ সম্পদ পুরাপুরি কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে অদূরভবিষ্যতেই অধিক সংখ্যক শিক্ষিত ভূতাত্ত্বিকগণকে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রেরণ করা হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রমবিভাগ এই সম্পর্কে সম্প্রতি এক পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন, জানা গিয়াছে। খনিজ বিদ্যা ও ভূতত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণকে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আরও উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাবও নাকি বর্ত্তমানে ভারত গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় ভূতাত্ত্বিক জরীপ বিভাগের ১২ জন কিংবা ১৪ জন সহকারী ভূতাত্ত্বিককে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণ করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে ভূতত্ত্ববিদ্যায় গ্রাজু

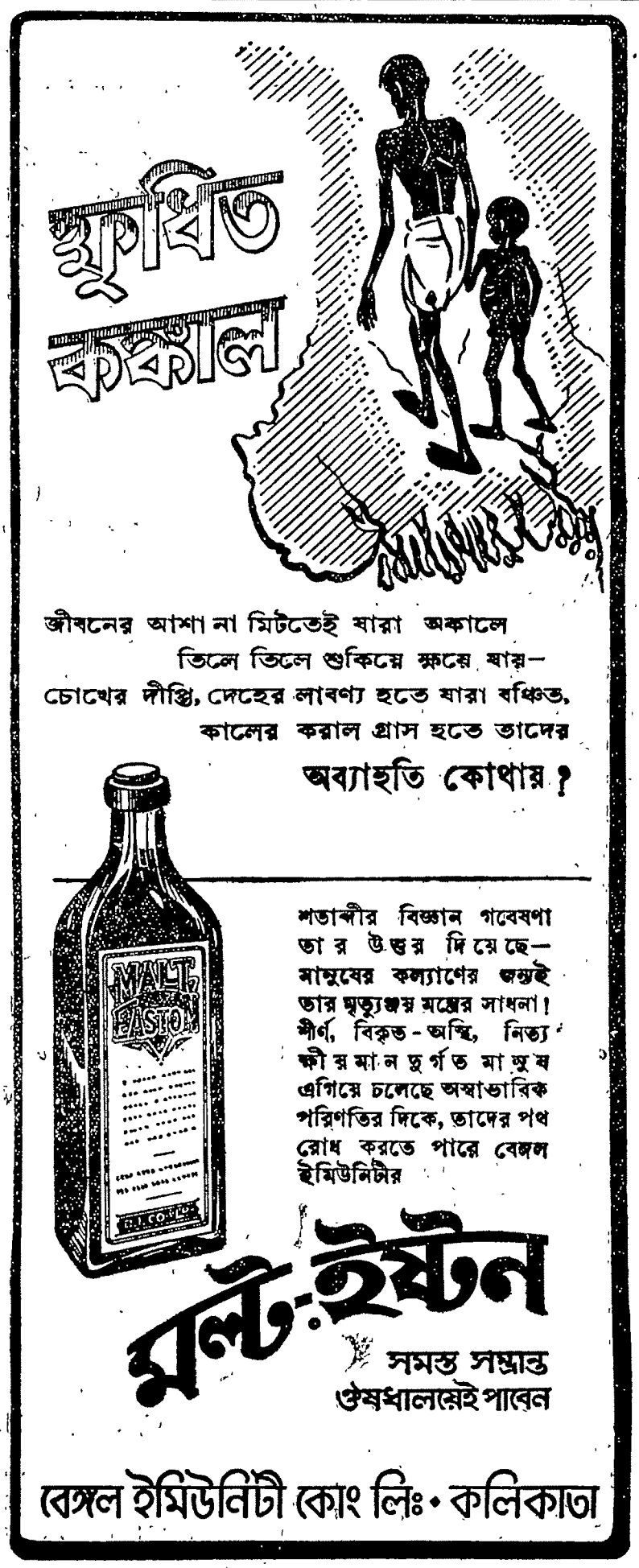

ষ্টেটদের মধ্য হইতেই প্রার্থিগণকে মনোনীত করা হইতেছে। ভারতে কয়েক মাস প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার পর ইঁহাদিগকে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হইবে। অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা প্রায় একই প্রকার বলিয়াই নাকি শিক্ষার্থিগণকে অষ্ট্রেলিয়া পাঠানোর উদ্দেশ্য। প্রথম দফায় পরিকল্পনাটির মেয়াদ তিন বৎসর হইবে, জানা গিয়াছে। শিক্ষার্থিগণের প্রথম দল আগামী বৎসরের গোড়াতেই অষ্ট্রেলিয়ায় যাত্রা করিবেন বলিয়াও প্রকাশ।

ভারত গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়—সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, সামরিক বিলিব্যবস্থা এবং রেল, ডাক ও তার বিভাগের লেন-দেন ছাড়া (১৯৪৫-৪৬) আর্থিক বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ব্যয়ের পরিমাণ রাজস্ব হইতে ১০২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে; পূর্ব্ববৎসর ঐ সময়ে ব্যয়ের পরিমাণ রাজস্ব হইতে ৯৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী ছিল। আলোচ্য সময়ে ২৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী রাজস্ব আদায় হইলেও দেশ রক্ষাখাতে ৩০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বেশী খরচ হইয়াছে। মোট ১৯১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে এবং বে-সামরিক ব্যয়ও ৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সময়ে রেল বিভাগের আয় নীট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সময়ে স্থায়ী ঋণ খাতেও প্রায় ১৭২ কোটি টাকা বেশী জমা হইয়াছে।

ট্রেড ডিসপুটস্ এ্যাক্ট—লণ্ডনের ডেইলী এক্সপ্রেসের রাজনৈতিক সংবাদদাতা সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৯২৭ সালের ট্রেড ডিসপুটস এ্যাক্ট রহিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত আইন দ্বারা ১৯২৬ সালের মত সাধারণ ধর্ম্মঘট বে-আইনী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল।

সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা—সম্প্রতি রাইটার্স বিল্ডিং-এ বাংলার বে-সামরিক সরবরাহের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল স্যার ডগলাস গর্ডন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত জিনিষের ঘাটতি, সরবরাহ ব্যবস্থা অপর্য্যাপ্ত অথবা মাল চলাচলের অসুবিধা থাকিবে ততদিন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ব্যবসায়িগণের কাজে হস্তক্ষেপ করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে, ক্রেতাগণের স্বার্থের জন্যই গবর্ণমেণ্ট সচেষ্ট থাকেন। সরবরাহ ও মাল চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়াও তিনি ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্ত্তমানে যে সকল জিনিষের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার উপর হইতে ইতিমধ্যেই নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। স্যার ডগলাস গর্ডন আরও বলেন যে, ১৯৪৫ সালের প্রথম নয় মাসে কলিকাতা পুলিশের এলাকায় মুনাফা ও মজুত বিরোধী আইন ও অপরাপর অর্ডিন্যান্স ও আদেশের বলে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ কর্ত্তৃক ৭২ হাজার ৫ শতটি মামলা রুজু করা হয়; তন্মধ্যে ৪ হাজার ৫ শতটি মামলায় অভিযুক্তগণ দণ্ডিত হয়। কলিকাতা ছাড়া সমগ্র বাংলায় ঐ সময়ের মধ্যে প্রায় ৭ হাজার মামলা রুজু করা হয়, ৫ হাজার মামলার বিচার হয় এবং তন্মধ্যে ৩ হাজার ৫ শত মামলায় অভিযুক্তগণের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ হয় বলিয়াও স্যার ডগলাস উল্লেখ করেন।

ভারতের গ্রামাঞ্চলে বেতার কেন্দ্র—প্রকাশ, ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের প্রত্যেকটিতে এক সঙ্গে বহু লোকের পক্ষে শুনিবার উপযোগী বেতার যন্ত্র প্রতিষ্ঠার এবং শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কিত বিষয় প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ১৩০ টির অধিক বেতার কেন্দ্র স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের বেতার বিভাগ এক যুদ্ধোত্তর বেতার পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা বিভাগ—ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা বিভাগ তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বিভাগ হইতে যে সমস্ত কার্য্য হইত তাহা এখন হইতে সমর ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। নূতন ব্যবস্থা শীঘ্রই কার্য্যকরী করা হইবে, জানা গিয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, বড়লাটের শাসন পরিষদ হইতে স্যার ফিরোজ খাঁ নূন পদত্যাগ করার পর দেশরক্ষা বিভাগে নূতন কোন সচিব নিয়োগ করা হয় নাই।

AAA 461

ভারতবর্ষ কী ক'রে বছরে আরো ৩০,০০,০০০ টন শস্য পেতে পারে

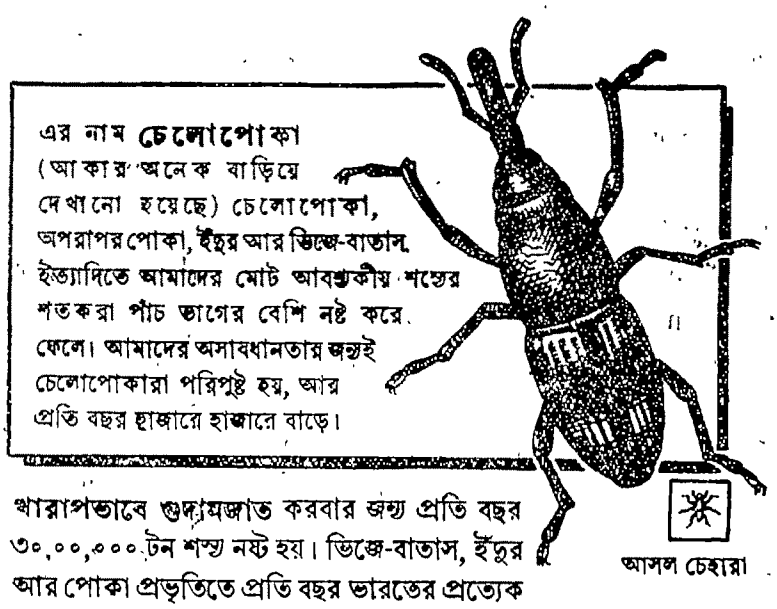

খারাপভাবে গুদামজাত করবার জন্য প্রতি বছর ৩০,০০,০০০ টন শস্য নষ্ট হয়। ভিজে-বাতাস, ইঁদুর আর পোকা প্রভৃতিতে প্রতি বছর ভারতের প্রত্যেক লোকের ভাগ থেকে ৮ সের ক'রে শস্য চুরি করে নিচ্ছে। শস্য গুদামজাত করবার এই সব বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকরী নিয়মগুলি সকলে মেনে চললে এই অপচয় নিবারণ করা যেতে পারে, এবং তা করতেই হবে:—

কী কী করবেন

গুদামজাত করবার আগে সব শস্য পরিষ্কার করবেন ও শুকিয়ে নেবেন।

কেবলমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুদামে শস্য মজুত করবেন: মেঝে ও দেওয়াল ঘষে' সাফ করবেন, দেওয়ালে চুণকাম করবেন এবং গুদামঘর রূপে ব্যবহারের আগে তার দেওয়াল ও মেঝের সব গর্ত ও ভাঙা জায়গাগুলি মেরামত ক'রে নেবেন।

যে-গুদামে জল ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন।

যে-গুদামে ইঁদুর ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন: সিমেণ্ট এবং ভাঙা কাঁচের কুচি দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দেবেন: তারের জাল দিয়ে নর্দমার ছিদ্রগুলো ঢেকে দেবেন: দরজাগুলো আঁটসাট লাগে কি না দেখে নেবেন।

যেখানে সম্ভব, শস্য আলগাভাবে মজুত করবেন: যদি বস্তাবন্দী ক'রে মজুত করতেই হয় তবে লক্ষ্য রাখবেন বস্তাগুলো যেন পরিষ্কার থাকে, যেন মেঝের উপর ফেলে রাখা না হয় এবং দেওয়াল ঘেঁসে না থাকে।

শস্যগুলো নিয়মিত পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, এবং শীতকালে আলো বাতাসের জন্য সব ঘুলঘুলিগুলি খুলে' দেবেন।

কী কী করবেন না

নোংরা গুদামে, ময়লা বস্তায় কিংবা ইঁদুরে-খাওয়া, পোকা-ধরা শস্যের পাশে ভালো শস্য রাখবেন না।

ভিজে অবস্থায় শস্য গুদাম-ঘরে তুলবেন না।

গুদাম-ঘরের ভিতরে বা কাছে জল, জঞ্জাল, পুরানো বস্তা, নোংরা মাদুর পড়ে' থাকতে দেবেন না।

গুদাম-ঘরের পাশে শস্য পরিষ্কার করবেন না।

শীতের সময় চার মাসের বেশি, কিংবা বর্ষার সময় তিন মাসের বেশি, শস্য গুদাম-ঘরে বস্তাবন্দী রাখবেন না।

খোলা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে শস্য ফেলে রাখবেন না।

শস্য বাঁচানোই দেশের সেবা

নিউ দিল্লী থেকে, ফুড ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক প্রচারিত

উড়ন্ত জিপ গাড়ী—'গ্লোবের' মেলবোর্ণের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে; অষ্ট্রেলিয়ায় সম্প্রতি জিপ গাড়ীকে আকাশে উড়াইবার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কে উক্ত সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, জিপ গাড়ীতে ফিউসলেজ ও অটো জিরো প্রপেলার লাগাইয়া দেওয়া হয়; তাহার পর বিমান উহাকে আকাশে টানিয়া লইয়া যায়। উড়ন্ত জিপ গাড়ীকে ছাড়িয়া দেওয়া চলে, ফলে উহা তখন রোটা ব্লেডকে প্যারাসুটের মত ব্যবহার করিয়া ছোট জায়গায় নামিয়া আসিতে সমর্থ হয়। জমিতে নামিবার পর এই প্রপেলারগুলি খুলিয়া লওয়া হয়। তখন অন্য জিপ গাড়ীর মত ইহা রাস্তায় চলিতে সমর্থ হয়।

ইয়াংসি নদীর উপত্যকায় ব্যাপক উন্নতির পরিকল্পনা—মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ হারল্ড ইকেস সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইয়াংসি নদীর উপত্যকায় ব্যাপক উন্নতির পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুনরুদ্ধার ব্যুরোর কতিপয় ইঞ্জিনিয়ার চীন গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবেন। এই সম্পর্কে উক্ত ব্যুরো ও চীন গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়াও তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ইয়াংসি নদীর বন্যা ও তজ্জনিত দুর্ভিক্ষ হইতে জনগণকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ নদীর অববাহিকা অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত বিরাট বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে। এই বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য কার্য্যতালিকার মধ্যে চীনের কেন্দ্রস্থলে ২৫০ মাইল লম্বা হ্রদ সৃষ্টির এক পরিকল্পনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। মিঃ হারল্ড ইকেস আরও উল্লেখ করেন যে, ইয়াংসি নদীর জলস্রোতের সদ্ব্যবহার করিয়া জগতের মধ্যে বৃহত্তম বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের কারখানা স্থাপন করা হইবে। এই সকল কার্য্যে ৫ লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে বলিয়াও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

সোভিয়েট অধিকৃত জার্ম্মানীতে নূতন ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা—বার্লিনের এক খবরে প্রকাশ যে, সোভিয়েট অধিকৃত জার্ম্মানীর শাসনকর্ত্তৃপক্ষ ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা সংক্রান্ত এক নূতন পরিকল্পনা বিবেচনা করিতেছেন। এই এলাকায় জমির মালিক প্রায় আট হাজার পরিবার; তাহাদের পাঁচ কোটী একর জমি খাস করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহা জনসাধারণের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে আবার ভাগাভাগি করিয়া দিতে চাহিতেছেন।

কাস্পিয়ান সাগরের জল বাড়াইবার চেষ্টা—প্রকাশ, সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকরা কাস্পিয়ান সাগরের জল বাড়াইবার পরিকল্পনা করিতেছেন। বড় নদীগুলির মধ্যে একমাত্র 'ভল্‌গা'ই কাস্পিয়ান সাগরে আসিয়া পড়িয়াছে। গত কয়েক বৎসরে কাস্পিয়ানের জল আট ফুট কমিয়াছে। সোভিয়েট সঙ্ঘের আন্তর্জ্জাতিক অর্থব্যবস্থায় কাস্পিয়ানের গুরুত্ব খুবই বেশী। কাজেই এই জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সোভিয়েটের পক্ষে বিশেষ দরকার। পারহোরা, ভাইচালুডা, ওনেগা, সুখোনা এবং ম্যানিক খালের ভিতর দিয়া কৃষ্ণসাগর হইতে কাস্পিয়ান সাগরে জল আনিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য 'সোভিয়েট এ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সে'র পৃষ্ঠপোষকতায় সম্প্রতি 'কাস্পিয়ান সাগর সমিতি' (কাস্পিয়ান সি কমিটি) গঠিত হইয়াছে।

ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধকালীন ব্যয়ঃ—যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যসচিব মিঃ হেনরী ওয়ালেসের প্রদত্ত এক রিপোর্টে প্রকাশ যে, সামরিক এবং অপরাপর ইমারত ও যন্ত্রাদি প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকা ভারতে ব্যয় করিয়াছেন ছাপ্পান্ন কোটী চল্লিশ লক্ষ ডলার এবং অন্যান্য দেশে ব্যয় করিয়াছেন এক শত চুরাশি কোটী নব্বই লক্ষ ডলার।

ভারতীয় শিল্প প্রতিনিধি দল (ইন্‌ডাষ্ট্রীজ ডেলিগেসন)—বোম্বাই-এর সাম্প্রতিক এক খবরে প্রকাশ যে, আমেরিকার উদ্বৃত্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পর্কে ভারত সরকার এক শিল্প-প্রতিনিধি দল যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন শিল্পের প্রতিনিধি এই দলে থাকিবেন। নিকট-ভবিষ্যতে ভারতের যে সমস্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইবে সেই বিষয়ে এই প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রস্থ ভারতীয় সাপ্লাই মিশনকে ওয়াকিবহাল করিবেন। আরও প্রকাশ, আমেরিকার যুদ্ধোদ্বৃত্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মতামত এবং প্রস্তাবিত প্রতিনিধিদল মনোনীত করিবার জন্য যোগ্য প্রতিনিধিদের নাম জানিতে চাহিয়া ভারত সরকার ইতিমধ্যেই তাঁহাদিগকে পত্র দিয়াছেন। আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হইলে যে পরিমাণ ডলারের প্রয়োজন হইবে তাহার সংগ্রহের বিষয়েও নাকি ভারত-সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটী নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড

পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর : মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেব বর্ম্মণ

চীফ অফিস ঃ—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট। রেজিষ্টার্ড অফিস :—গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।

টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ :

শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভাঙ্গুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাস্থ, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম : ইকমিক্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, রবার্টসগঞ্জ, জৈতপুর, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া, মোরাদাবাদ, গান্ধিনগর, দিল্লী, মীরাট, আগ্রা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

মেহেরপুর শাখা গত ১৮ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

(কলিকাতা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ কবিরাজবৃন্দের অভিমত)

বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল

যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতির ফলে এদেশে যে সকল শিল্প ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান উদ্ভূত হইতেছে, সে সকলের মধ্যে কেশতৈল প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুত-শিল্পের অস্বাভাবিক প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। কিন্তু এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ লোকের সংখ্যা অধিক নহে; সে জন্য বহু প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত পণ্যেরই বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। বিজ্ঞাপনে অতিরঞ্জনের দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া বিকৃত ও অবিশুদ্ধ সামগ্রী বিক্রয়করতঃ অর্থাগম করা যায় বটে কিন্তু এ সকল হীন প্রচেষ্টা দেশের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর।

কেশ ও মস্তিষ্কের পক্ষে প্রকৃত উপকারী কেশতৈল প্রস্তুত করা সহজসাধ্য নহে; নানাপ্রকারের তৈল রঞ্জিত করিয়া তাহাতে উগ্র গন্ধদ্রব্য সংমিশ্রণ করিয়া দিলেই প্রকৃতপক্ষে কেশতৈল প্রস্তুত হয় না; এ সকল তৈল কেশ ও মস্তিষ্কের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈলই বাস্তবিক পক্ষে কেশ ও মস্তিষ্কের বিষয়ে অশেষ হিতকারী; কিন্তু উহার প্রস্তুতপ্রণালী বহু গবেষণা ও সাধনাসাপেক্ষ। আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরের ভাণ্ডারে রত্নের অভাব নাই, কিন্তু সেই রত্ন আহরণের যোগ্যতা সাধনা ব্যতীত আদৌ লাভ করা যায় না। এতদ্বিষয়ে ভেষজ-বিশারদ শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিনি বহু গবেষণা করিয়া বহু বৎসর পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে নানাজাতীয় ভেষজাদি সংমিশ্রণে তাঁহার প্রস্তুত 'হিমকল্যাণ' তৈলটীকে অশেষ গুণসম্পন্ন করিয়াছেন। স্বর্গীয় কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী গবেষণাবলে আয়ুর্ব্বেদীয় মতে সর্ব্বগুণসম্পন্ন যে কেশতৈল প্রস্তুতপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথের 'হিমকল্যাণ' কেশতৈলের প্রস্তুতপ্রণালীও তদনুরূপ হওয়ায় নগেন্দ্রনাথ বাচস্পতি-মহাশয়ের বিশেষ স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। এজন্য নগেন্দ্রনাথের সৃজনিপ্রতিভা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই গবেষণামূলক কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ বিগত ইং ১৯৪৪ সনের আগষ্ট মাসে 'হিমকল্যাণে'র রজত-জয়ন্তী উৎসবে কলিকাতা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ কবিরাজ ও পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'ভেষজ-বিশারদ' ও 'শাস্ত্রী' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার উদ্ভাবিত 'হিমকল্যাণ'-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন ও ঘোষিত হইয়াছে। 'হিমকল্যাণ'ই প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ 'আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল'—আমরা ইহাই অভিমত প্রদান করিতেছি।

স্বাঃ ভিষগাচার্য্য শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক দর্শনতীর্থ

,, কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক,
প্রিন্সিপাল—মহারাজা কাশিমবাজার গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।

,, ভিষক কুলতিলক শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন,
প্রিন্সিপাল—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।

স্বাঃ প্রাণাচার্য্য কবিরাজ—
শ্রীসুশীল কুমার সেন,
এম, এস-সি, কবিরত্ন,
প্রিন্সিপাল ও সুপারিন্টেণ্ডেন্ট—বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল।

,, কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ
অধ্যক্ষ—শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ

বহু নকল হইতেছে
সাবধান

'হিমকল্যাণ'
বিশুদ্ধ হিমস্নিগ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল

বহু নকল হইতেছে
সাবধান

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস :: কলিকাতা

কাগজের মূল্য হ্রাস—নয়া দিল্লীর খবরে প্রকাশ যে, কাগজের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের প্রথম তালিকায় বিভিন্ন কাগজ ও পেষ্ট বোর্ডের সে সর্ব্বোচ্চ মূল্য ধার্য্য করা হইয়াছিল, তাহা হ্রাস করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে হার নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহা হইতে প্রতি পাউণ্ড কাগজে দেড় পাই হিসাবে হ্রাস করা হইয়াছে। ক্র্যাফ্‌ট কাগজের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে সাত পাই হিসাবে কমান হইয়াছে। ইহা ছাড়া ডুপ্লেক্স, ট্রিপ্লেক্স, টিকেট এবং গ্রে বোর্ডের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হ্রাস করা হইয়াছে। এই সংশোধিত আদেশ আগামী পয়লা জানুয়ারী হইতে কার্য্যকরী হইবে।

সমুদ্রগর্ভে উদ্বৃত্ত মার্কিন দ্রব্যসম্ভার—সিড্‌নীর এক খবরে প্রকাশ যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলি ত্যাগ করিবার কালে আমেরিকান্‌রা লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যসম্ভার সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছেন অথবা পোড়াইয়া ফেলিতেছেন। এইরূপে বিনষ্ট দ্রব্যাদির মধ্যে রহিয়াছে, বিমান-যান, দন্তচিকিৎসার সরঞ্জামাদি, ভ্রাম্যমাণ বেতার সরঞ্জামাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ, কাপড়চোপড়, ছোট ছোট নৌকা এবং বিয়ার।

কাশ্মীরে বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান—প্রকাশ, কাশ্মীর সরকার একটী বড় বিদ্যুৎ উৎপাদক কারখানা স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যয় হইবে চল্লিশ লক্ষ টাকা। বার হাজার অশ্বশক্তির সমান পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি এই প্রস্তাবিত কারখানায় উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। আরও প্রকাশ যে, ইহার বাৎসরিক আয় হইবে দশ লক্ষ টাকা।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন—প্রকাশ, অতি শীঘ্র একটি আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিসমূহকে আহ্বান জানাইতেছেন। বৃটেন এবং আমেরিকার ব্যবসায় বিশেষজ্ঞরা নাকি আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সংগঠনের সনদ রচনায় ব্যস্ত রহিয়াছেন।

পুণায় নূতন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—প্রকাশ, পুণার গণ্যমান্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা উচ্চতর কারিগরি (টেকনিক্যাল) শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পুণাতে আর একটী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় আগামী জুন মাস হইতেই কলেজের কাজ আরম্ভ হইবে। গোড়ার দিকে দুই শত ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

বিকানীরে আয়কর—দেশীয় রাজ্য বিকানীরের আইন সভার উদ্বোধনী বক্তৃতায় তথাকার প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর যুগের বর্দ্ধমান প্রয়োজন মিটাইবার এবং পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিকানীর সরকার আয়কর প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সরকারী পরিচালনায় ফরাসী ব্যাঙ্ক—প্যারিসের এক সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে, পাঁচ ঘণ্টা আলোচনার পরে ফরাসী মন্ত্রিপরিষদ ফরাসী ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার জন্য একটী বিল অনুমোদন করিয়াছেন। খসড়া বিলটী শীঘ্রই ফ্রান্সের 'ন্যাশন্যাল এসেম্‌ব্লি'তে উপস্থাপিত করা হইবে।

কলিকাতার নলকূপ অপসারণের গুজব—কলিকাতা কর্পোরেশনের গত ২৮শে নবেম্বরের জরুরী সভায় সরকার কর্ত্তৃক পথপার্শ্বস্থ নলকূপ অপসারণের গুজব সম্পর্কে মিঃ বি, এন, রায় চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বলেন যে, কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে বসানো নলকূপগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলা হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। তবে এই গুজবের কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কি না সে বিষয়ে তিনি বাংলা সরকারের সহিত সরকারীভাবে পত্রালাপ করিবেন।

পেনিসিলিন অপেক্ষাও বেশী কার্য্যকরী ও ভালো—মস্কোর এক খবরে প্রকাশ যে, রুশিয়ার মাইক্রো-বাইয়োলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিট্যুটের অধ্যাপক নিকোলাই ক্রীশিনিকোভ 'এ্যাম্পারজিলিন' নামে একটী নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ঔষধটী নাকি কোন কোন বিষয়ে পেনিসিলিন অপেক্ষাও বেশী কার্যকরী এবং শ্রেষ্ঠ। ডিপ্‌থেরিয়ার চিকিৎসায় ঔষধটী নাকি খুবই সুফলপ্রদ। টাইফয়েড প্রভৃতি আন্ত্রিক প্রদাহ, রোগের বীজাণু প্রভৃতির প্রতিষেধক হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করা চলিবে। অস্ত্রোপচারের পরে ক্ষত স্থানেও 'তরল এ্যাম্পারজিলিন' এর প্রলেপ দেওয়া যাইবে।

নারিকেলের ছোবরা ও তজ্জাত পণ্য—ভারত সরকারের বাণিজ্যবিভাগ ১৭ই নবেম্বরের ইণ্ডিয়া গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়া নারিকেলের ছোব্‌রা এবং তজ্জাত পণ্যসম্ভারের রপ্তানীর উপর

প্রতিদিন ৩৪ লক্ষ টাকা খাটানো হয়েছে

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়।

এখন ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন (১৯৫৯-৬১) প্রবর্তিত হওয়ায় আগের মতই সুবিধাজনক সর্তে টাকা দাদন করার সুযোগ হ'লো। এই সুযোগ গ্রহণ করলে আপনি জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেশকে সাহায্য করবেন ও সেই সঙ্গে ঘরে বসে প্রতি ছয় মাস অন্তর আয়কর বাদ দিয়ে বার্ষিক শতকরা তিন টাকা সুদ পাবেন। এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা ন্যস্ত করতে পারেন—১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে ভারত সরকার আপনার ঋণ শোধ করবেন। এর মধ্যে আপনার টাকার দরকার হ'লে আপনার লোন বণ্ড হস্তান্তর ক'রে যে কোনো সময় টাকা তুলতে পারবেন। আপনার বার্ষিক আয় যদি আয়করমুক্ত হয় কিংবা যদি আপনাকে অপেক্ষাকৃত কম হারে আয়কর দিতে হয়, তা হলে আপনার লভ্যাংশের উপর ধার্য আয়করও ফেরত পাবেন। এই ঋণের জন্য আপনার ব্যাঙ্কারকে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের অফিসে কিংবা গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে লিখুন।

AAA 320

আপনার সঞ্চয়

১৯৫৯—৬১র

৩%

দ্বিতীয়

ভিক্টরি লোন-এ

নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

হইতে নিয়ন্ত্রণাদেশ তুলিয়া লইয়াছেন। ব্যক্তিগত বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা আছে এমন যে কোন জায়গায় উক্ত পণ্যসম্ভার রপ্তানী করিতে আর 'লাইসেন্সের' দরকার হইবে না।

সিঙ্কোনার চাষ—ভারত সরকারের প্রিন্সিপ্যাল কুইনাইন অফিসারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের সিঙ্কোনা আবাদী জমির পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাদ্রাজ সরকার এবং বাংলা সরকার যথাক্রমে ১০ হাজার একর এবং চারি শত একর জমিতে সিঙ্কোনা আবাদের পরিকল্পনা লইয়া কাজ করেন। প্রধানতঃ ইহারই ফলে প্রায় এক লক্ষ দেড় হাজার পাউণ্ড কুইনাইন সাল্‌ফেট এবং প্রায় বাষট্টি হাজার সাড়ে তিন শত পাউণ্ড সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজ বেশী পাওয়া গিয়াছে।

বরোদার গঠন পরিকল্পনা—প্রকাশ, বরোদারাজ্যের ভূতত্ত্ব এবং জলজবিদ্যুৎ (হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক) সম্বন্ধীয় এক অনুসন্ধান চালাইবার জন্য স্যার সি ফক্সকে নিয়োগ করা হইয়াছে। এই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এক গঠন পরিকল্পনা তাঁহাকে পেশ করিতে হইবে।

তুরস্কের শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা—প্রকাশ, তুরস্কের রাসায়নিক, ধাতব এবং বয়ন শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য তুরস্ক সরকার এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যয় হইবে প্রায় পাঁচ কোটী পাউণ্ড। তুরস্কের কয়লা উৎপাদনের উন্নতিবিধানের জন্যও আর একটী পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

ভারতীয় কয়লা সংরক্ষণ—প্রকাশ, কয়লা-শিল্পের স্বার্থ এবং কয়লা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কয়লার ব্যবসায়-বাণিজ্য বিষয়ে নানারূপ তথ্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণা—প্রকাশ, আমেরিকান জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণার সুবিধার জন্য পঞ্চাশ লক্ষ ডলার ব্যয়ে আর একটী নূতন গবেষণাগার স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন।

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
মুদ্রাপাতি বিক্রেতা
৪৯, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

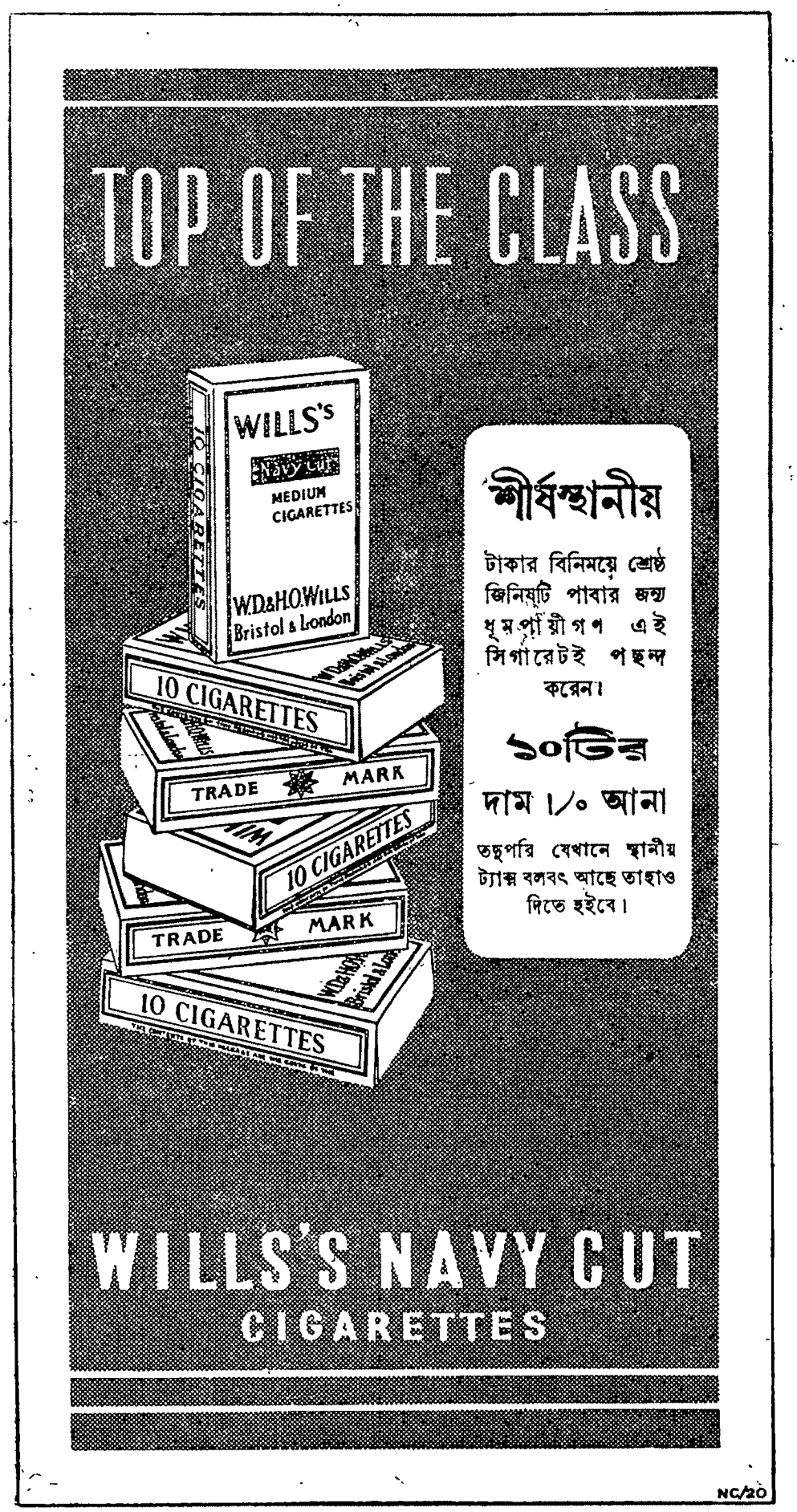

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

সুপরিচিত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড গত মে মাস হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা এই ব্যাঙ্কের গত ৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৫) পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহাতে আলোচ্য সময়ে নানাদিক দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব্ব বৎসর এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে তাহা বাড়িয়া ৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ঐ সময়ে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণও ৮৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা হইতে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক বৎসরে কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ এরূপ বৃদ্ধি পাওয়া ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ক্রমিক জনপ্রিয়তার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আদায়ীকৃত মূলধন, আমানতী জমা, মজুত তহবিল (১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা) প্রভৃতি লইয়া বর্ত্তমান কার্য্য বিবরণীতে গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। ঐ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—হাতে ও ব্যাঙ্কে ৮২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ১৮ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা, ক্যাশক্রেডিট ও ওভারড্রাফ্‌ট ৬১ লক্ষ টাকা, বন্ধকী দাদন ১৭ লক্ষ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। কোম্পানীর মোট তহবিলের শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী অংশ নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। ইহাতে ব্যাঙ্কটি একটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছে।

দাদনী তহবিলের সুদ, ডিসকাউণ্ট কমিশন প্রভৃতি মিলাইয়া আলোচ্য বৎসরে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯১৮ টাকা আয় হয়। উহা হইতে বিভিন্ন দিকের খরচপত্র মিটাইয়া ও মূল্যাপকর্ষ বাদ দিয়া কোম্পানীর শেষ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ১২ হাজার ৫৬৮ টাকা নিট লাভ দাঁড়ায়। ঐ টাকা হইতে অংশীদারদিগকে শতকরা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে বর্ত্তমান কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও অক্লান্ত সাধনার ফলেই ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কটি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই কৃতকার্য্যতার জন্য আমরা শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যকে অভিনন্দিত করিতেছি।

আর মিত্র কোম্পানী

আর মিত্র কোম্পানী প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়া 'ময়ূর মার্কা' সুগন্ধি তিল তৈল আবিষ্কার করে। ইহা বিশুদ্ধ কাঁচা তিল হইতে প্রস্তুত। এই সুগন্ধি তৈল অন্য নানা প্রকারের তৈলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া নিজস্ব গুণে আজ জনসাধারণের ভিতর ক্রমেই সমাদর লাভ করিতেছে। ইহা মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক ও বায়ুনাশক বলিয়া পরিচিত। তাহা ছাড়া আর মিত্র কোম্পানী সম্প্রতি 'নবপ্রভা' তৈলও আবিষ্কার করিয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর উদ্যম ও প্রচেষ্টা খুব প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি। শ্রীযুক্ত আর মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র মিঃ কে সি মিত্র বর্ত্তমানে কর্ম্মকুশলতার সহিত ঐ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করিতেছেন।

হিন্দুস্থান ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক

গত ৩০শে নবেম্বর তারিখে ১৮৮২, বৌ-বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায় উক্ত ব্যাঙ্কের একটী শাখা খোলা হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী উক্ত শাখার উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী ব্যাঙ্কটীর ক্রমোন্নতি এবং সুষ্ঠু পরিচালনার কথা উল্লেখ করেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বারীন ঘোষ এবং সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সভায় হিন্দুস্থান ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী বলেন যে, অধ্যক্ষ যতীন্দ্র

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং
কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম
শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী
এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন)

দি
চৌমুহনী কমার্শিয়েল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
গ্রাম—জনশক্তি
স্থাপিত—১৯২৭ সাল
রেজিষ্টার্ড অফিস—চৌমুহনী (নোয়াখালী)
কলিকাতা অফিস—
১০৭নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ভারতের সর্ব্বত্র এজেন্সী আছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস, এন, দাশগুপ্ত

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান
বম্বে মিউচুয়াল
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ
[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]
বীমা করুন
— এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য —
● কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
● অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
● যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
● কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—
দস্তিদার এণ্ড সন্স
চীফ এজেণ্টস্
২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস :: কলিকাতা
ফোন :—ক্যাল : ১০১৮

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬
কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪
অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাবান
প্রস্তুতের
ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা ● সোপষ্টোন
পাউডার ● কষ্টিক সোডা ● রজন ● সিট্রোনেলা
অয়েল ● রঙ ● হাইড্রোমিটার ● প্রভৃতি পাইবেন
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

চৌধুরীর ন্যায় ব্যক্তি ব্যাঙ্কের কর্ণধার থাকাতে উহা যে আমানতকারীদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২১শে ও ২৫শে নবেম্বর যথাক্রমে গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ-এর চাপাইনবাবগঞ্জ (মালদহ) ও বাগেরহাট (খুলনা) শাখাদ্বয়ের উদ্বোধন হইয়াছে। প্রথমোক্ত উৎসবে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বাগ্‌চী ও শেষোক্ত উৎসবে প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্র পৌরোহিত্য করেন।

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৪৫ সালের ১৫ই নবেম্বর নিউ ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ভবানীপুর শাখার উদ্বোধন হইয়াছে। অন্যতম বিশিষ্ট ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত কে এম দালাল এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সহরের বহু বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। যে কোন দেশের আর্থিক ব্যাপারে ব্যাঙ্কের কিরূপ প্রয়োজনীয়তা, তাহা বিশদরূপে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায়, ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সি গুহ প্রাঞ্জল করিয়া বুঝাইয়া দেন। অতঃপর ব্যাঙ্ক কিভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার একটি রিপোর্ট শ্রীযুক্ত এন সি চক্রবর্ত্তী পাঠ করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত দালাল বর্ত্তমান কালের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও ভবিষ্যতে যে উহার যথেষ্ট সুযোগ-সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন। ব্যাঙ্কের উন্নতির জন্য সভাপতি মহাশয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত গুহের ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর জলযোগান্তে সভা শেষ হয়। পণ্ডিত ডি দত্ত চৌধুরী, বার-এট-ল, মেসার্স এফ এ শাহ এবং বি কে ঘোষ অতিথিদের আদর-আপ্যায়নে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ফার্ম্মার্স লিঃ—ম্যানেজিং এজেণ্টস—মিঃ পরিমলচন্দ্র মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। মৎস্য, হংস, কুক্কুটাদি গৃহপালিত পক্ষীর ব্যবসা।

ইণ্ডাষ্ট্রীজ (পোষ্ট ওয়ার), লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন সি সান্যাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সর্ব্বপ্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবসা।

মার্কস্ ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ কে মেটা। রেজিষ্টার্ড অফিস—'হারমিটেজ', মুর এভেনিউ, টালীগঞ্জ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১৫ হাজার টাকা। রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং রঞ্জন সম্পর্কিত সাজ-সরঞ্জামের ব্যবসা।

ল্যাণ্ড এণ্ড কনষ্ট্রাকশন ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ডি এন ভৌমিক। রেজিষ্টার্ড অফিস—২, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাধারণ ব্যবসা।

দি প্রগ্রেসিভ প্ল্যানার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে জি আমেদ। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৯, ওয়াটালু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। বিদেশ হইতে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য আমদানীর ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া জুট মিলস কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য শতকরা বার্ষিক ৭॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ফোর্ট উইলিয়াম জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রতি ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

বেশী লোকে কেনে পরে

৩ সুতার টান সইবার অধিকতর ক্ষমতা—ছোটবেলায় কোনদিন ধুতি বা শাড়ী নিয়ে টানাটানি খেলতে গিয়ে কাপড়খানি ছিঁড়ে যাওয়ায় মায়ের ধমক খেয়েছেন? ছিঁড়ে না গিয়ে কাপড়ের টান সইবার যে ক্ষমতা তাকে বলে তার প্রসারনীয় শক্তি (Tensile Strength)। যে কাপড়ের এই শক্তি যত বেশী, সে কাপড় তত বেশী টেকসই হয়। প্রত্যেক মিলেই কাপড় বোনা আরম্ভ করার আগে সুতাগুলির প্রসারনীয় শক্তি পরীক্ষা করে দেখা হয়। পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে এক "লী" (Lee) বা আশী গাছা সুতা না ছিড়ে কতটা ভার ঝুলিয়ে রাখতে পারে তা দেখা। এর ফলাফল টেনে দেখার ফলাফলের মতই। ঢাকেশ্বরীর তৈরী যে কোন নম্বরের আশী গাছা সুতায় একই নম্বরের আশী গাছা অন্য সুতার চাইতে শতকরা অন্ততঃ ২৫ ভাগ বেশী ভার ঝুলিয়ে রাখা চলে। অর্থাৎ ঢাকেশ্বরীর সুতার প্রসারনীয় শক্তি শতকরা পঁচিশ ভাগ বেশী। কাজেই

যে কখানা ঢাকেশ্বরীর কাপড় আপনার আছে, তাই বিশেষ যত্ন করে পরুন; কেননা বর্ত্তমান অবস্থায় যত চান তত ঢাকেশ্বরীর কাপড় জোগান সম্ভব নয়।

শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পরতে হলে

বিলাত ঢাকেশ্বরী

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টার — শ্রী সূর্য্যকুমার বসু

DCB—21

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩০শে নবেম্বর—কলিকাতায় টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। টাকার চাহিদা অপেক্ষা যোগানের প্রাচুর্য্য আলোচ্য সপ্তাহেও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা। ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারী বিলের জন্য আলোচ্য সপ্তাহে মোট টেণ্ডারের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায়ও হ্রাস পাইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়-পড়তা সুদের হার গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ২৭শে নবেম্বর মঙ্গলবার ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনমাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। ঐ দিন মোট ৪ কোটি ২৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। গত সপ্তাহে (গত ২১শে নবেম্বর) মোট ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। শতকরা ৯৯৸৵৯ পাই এবং অধিক মূল্যের সমুদয় টেণ্ডার এবং শতকরা ৯৯৸৵৬ মূল্যের টেণ্ডারসমূহের শতকরা আনুমানিক ৮৫ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা অল্প মূল্যের আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ৪ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং গৃহীত টেণ্ডারসমূহের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।/৩ পাই ধার্য্য হইয়াছে। গত সপ্তাহে গৃহীত টেণ্ডারসমূহের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।/০ আনা ধার্য্য হইয়াছিল। আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর মঙ্গলবার কলিকাতায় ১১টা পর্য্যন্ত (বেঙ্গল টাইম) এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ৩রা ডিসেম্বর সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ৪ কোটি টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ২৩শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে মোট ৩ কোটী ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে টেলিঃ হুণ্ডিতে যথেষ্ট কারবার হইয়াছে এবং সেখানে নিম্নরূপ হারে বলবৎ ছিল—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ	৫৩½ পেঃ
ঐ দর্শনী („)	„	„ ৩
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ	৬৩½ „
ডি এ চার মাস („)	„	৬৩⅝ „
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা	

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—গত ১৬ই নবেম্বরের হিসাব হইতে দেখা যায়, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৭৯ কোটি ১২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৭৯ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। গত ১৬ই নবেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ও ২৬৭ কোটী ৮৮ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬৫ কোটি ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ও ২৬৬ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩০শে নবেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহের আগাগোড়াই কলিকাতার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় এবং প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের সন্তোষজনক বিকিকিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সোনার মূল্য বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণের সর্ব্বপ্রকার অনিশ্চয়তা একেবারে দূরীভূত হইয়াছে। ফলে প্রায় সমস্ত বিভাগেরই অধিকাংশ শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। এতদ্ব্যতীত টাকার যোগানের তুলনায় টাকার চাহিদার অভাব আলোচ্য সপ্তাহেও বিশেষভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং লাভান্বেষিগণ টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের দিকে বিশেষ ভাবে ঝুকিয়া পড়িবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার প্রায় সমস্ত বিভাগের 'জনপ্রিয়' শেয়ারসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। অদ্য শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজার প্রথম দিকে তেজী থাকিলেও, শেষভাগে প্রায় সমস্ত বিভাগের দর কিছু হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে চটকলসমূহ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্য বৃদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও মূল্যের দিক হইতে যথেষ্ট উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র আলোচ্য সপ্তাহে ৯৭৸০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের ঋণপত্র ১০৪।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্র সমূহের মধ্যে ৩ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৯৯৸০ আনা পর্য্যন্ত কেনাবেচা হইয়াছে। ৪ টাকা সুদের ঋণপত্র ১১৩৵০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে চটকলসমূহের উল্লেখযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি কলিকাতার শেয়ার বাজারের অন্যতম প্রধান ঘটনা। 'যুদ্ধোত্তর যুগে চটকলসমূহের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে,' কলিকাতার শেয়ার বাজারে এইরূপ মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলে আলোচ্য সপ্তাহেও চটকলসমূহের উল্লেখযোগ্য মূল্য বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ। অকল্যাণ্ড ৪২৭॥০ আনা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৬০২৲ টাকা, কামার হাটি ৯০৫৲ টাকা, নদীয়া ১৭৬॥০ আনা। প্রেসিডেন্সী ১৬৸০ আনা, হাওড়া ১১৩৸০ আনা, এলায়েন্স ৭৯২৲ টাকা এবং কাঁকনাড়া ৭৮৬৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লা—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকি-কিনি তেমন বৃদ্ধি না পাইলেও মূল্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বরাকর ৪৬৸০ আনা, তালচের

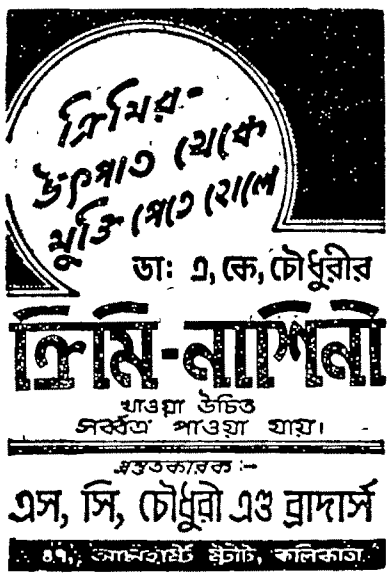

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn., CALCUTTA.

Phone : Cal. 3436

মূল্য কমিল !!!

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, মাদার টিংচার, স্পিরিট, সুগার অব্ মিল্ক, বাইওকেমিক টিটুরেশন ও ট্যাবলেট, গ্লোবিউল, ব্ল্যাক ট্যাবলেট, ডিস্কেট, শিশি, কর্ক, আলকালকা টনিক, সিনেরেরিয়া মেরিটিমা (সাক্কাস), মেরুয়াপা টনিক, ট্যাবলেট ইত্যাদি।

মূল্য তালিকা বিনামূল্যে।

প্রস্তুতকারক : **হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং কোং**

ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ও প্রধান অফিস—৪২,৫৬ ও ৫৭, সাউথ এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ৩৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বেনারস ব্রাঞ্চ : গোধুলিয়া, বেনারস সিটি, ইউ, পি।

১৪।০ আনা, রাণীগঞ্জ ৬৬৲ টাকা, ইকুইটেবল ৭৭৲ টাকা, সাউথকরণপুরা ৪৪৸৵০ আনা এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৪৬৸০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে কেনা-বেচা হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ার সমূহের বিকি-কিনি সীমাবদ্ধ হইলেও, মূল্যের দিক হইতে কিন্তু উন্নতিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে কল্যাণী ৫২৲ টাকা লেবং এণ্ড মিনারেল ১২৲ টাকা এবং তেজপুর ২৪।০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ার-সমূহের মূল্যবৃদ্ধিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের কল-কারখানার বিশেষ সম্প্রসারণ হইবে', কলিকাতার শেয়ার বাজারে এই-রূপ মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের চাহিদা অসম্ভব বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও বেশ উন্নতি দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪৬॥০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৪১৸/০ আনা। কুমারধুবী ১২॥০ আনা, ব্রেইতওয়েইট ১৬/০ আনা, আর্থার বাটলার ২৫।০ আনা, জেসপ ৩০৸০ আনা এবং মার্শালস ৮।৵০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজকর্ম্ম বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। নিউ ভিক্টোরিয়া ৮৸/০ আনা, বেনারস ১২।০ আনা, কানপুর টেক্সটাইলস ১৩৸০ আনা এবং কেশোরাম ২০।০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাগজের কল—এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের আলোচ্য সপ্তাহে বিকি-কিনি বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও তেজী ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যুদ্ধোত্তর যুগে কাগজ শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা বৃদ্ধিই উহার প্রধানতম কারণ। ইণ্ডিয়া পেপার ২৬১৲ টাকা, শ্রীগোপাল ২১৸০ আনা এবং টিটাগড় ৩৯৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে কেনা-বেচা হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩০শে নবেম্বর—পাটের বাজারে এসপ্তাহেও মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে পুনর্গঠনের কাজ সুরু হইবে এবং তজ্জন্য পাট ও চটের যথেষ্ট চাহিদা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। কিন্তু তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বাহির হইতে পাট ও চটের তেমন কোন দাবী দাওয়া হইতেছে না। রপ্তানীকারকেরা এখনও বিশেষ কিছু পাট খরিদ করিতেছে না। এদিকে খরিদ্দারের অভাবে পাটকলের তৈয়ারী চট গুদামে মজুত থাকিয়া যাইতেছে। ইহাতে চট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কে পাটকলওয়ালারা ক্রমেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে। নূতন পাট খরিদ করিয়া রাখা সম্পর্কে তাহাদের কোন আগ্রহ নাই। ফলে স্বভাবতঃই পাটের বাজারে মন্দা ও অবসাদের ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। তবে কলিকাতার দরের অনুপাতে মফঃস্বলে পাটের পড়তা দর এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বজায় আছে। বন্যার জন্য যেসব পাট নষ্ট হইয়াছে সাধারণতঃ সে সমস্ত ধরণের পাটই অপেক্ষাকৃত কম দরে বিক্রয় হইতেছে। পাট-কলওয়ালারা যদি আর অধিক দিন নূতন পাট ক্রয় সম্পর্কে অনাগ্রহ দেখায় তবে সকল শ্রেণীর পাটের দরই কতকটা নামিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

পাকা বেল বিভাগে চটকলওয়ালারা এ সপ্তাহে নিম্নতম দরে কিছু পরিমাণ লাইটনিং পাট ক্রয় করিয়াছে। রপ্তানীর জন্য সামান্য পরিমাণে তোষা পাট বিক্রয় হইয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে কাজকারবার বিশেষ কিছু হয় নাই। ১৬ টাকা মণ দরে সামান্য পরি-মাণে স্পেশ্যাল মিডল শ্রেণীর পাট বিক্রয় হইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৩০শে নবেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে প্রচুর পরিমাণ সোনা মজুত থাকা সত্ত্বেও, কলি-কাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে উল্লেখ-যোগ্য তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইঙ্গ-মার্কিন অলোচনা সম্বন্ধে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা, ইরান এবং সুদূর প্রাচ্যের ক্রমবর্দ্ধমান অশান্তিই আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরের উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত টাকার চাহিদার তুলনায় যোগানের প্রাচুর্য্য আলোচ্য সপ্তাহে প্রচুর। সুতরাং লাভান্বেষিগণ টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে প্রচুর পরিমাণ সোনা মজুত ব্যাপারে উৎসাহী হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ৮১।/০ আনা ও ৮২॥/০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৮৩৸/০ আনা ও ৮৪ টাকা দাঁড়াই-য়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি খণ্ড গিনি অদ্য যথাক্রমে ৫৮॥০ আনা ও ৫৯৸০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে প্রচুর পরিমাণ রূপার ষ্টক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সোনার দরের উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করাই উহার প্রধানতম কারণ। তবে আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দর বৃদ্ধির অনুপাতে রূপার দর বৃদ্ধি হয় নাই। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে গত শুক্রবার প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩১॥০ আনা ও ১৩৩।০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ১৩৪॥৵০ আনা ও ১৩৩।৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

হাবসী দেশের (আবিসিনিয়া) স্বর্ণ—প্রকাশ, হাবসী দেশের স্বর্ণ এবং তাম্রের খনিভাণ্ডার (ডিপজিট) সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য হাবসী সম্রাট একজন সুইডিশ ভূতত্ত্ববিদকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

Buy NATIONAL SAVINGS CERTIFICATE
From:
N.K.KUNDU.
THE RELIABLE AUTHORISED AGENT
GOVT. OF BENGAL
146, AMHERST STREET.
CALCUTTA.

টাইপ-মেশিন বিনড়েছে!
দিন দিনই বাড়বার টাইপ আমাদের 'বাকিক সরঞ্জাম' ব্যবহার পারেন।
এছাড়া টাইপ-মেশিনের স্পেয়ার-পার্টস আমরা তৈরী করি, নিখুঁত ভাবে মেরামত করে থাকি আর পুরাতনকে ঠিক নতুন করে গড়ে দেওয়াই আমাদের বৈশিষ্ট্য।
ডি, জে, টাইপ-রাইটারস্
এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ
হ্যাবার্ন কোর্ট, মহেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
কুয়াশা
একটি প্রাণস্পন্দী উপন্যাস
যে পাপী, দীর্ঘ দুঃখের দহনে প্রায়শ্চিত্ত না করে তার কি পবিত্র হবার অধিকার নেই? জীবনের একটি গভীর জিজ্ঞাসার দুর্লভ অনুভূতি। বাচ্যার্থের থেকে গূঢ়ার্থের দিকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সংকেত, এইখানে সেই সংকেত আরো বেশি প্রখর হয়েছে হৃদয়ের আবেদনে। অভিনব গঠন সজ্জা, দাম ২॥০
পুতুল ও প্রতিমা
সংযম ও পরিমিতি-বোধই প্রেমেন্দ্র মিত্রের আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর কীর্তি বিষয়ের গভীর-তায়, পুতুলের মাঝে প্রতিমার আবিষ্কারে। অনেকের মতো তিনিও মাটি আর রঙ নিয়ে পুতুল গড়েন, কিন্তু সে পুতুল কী করে প্রতিমা হয়ে ওঠে এ-মন্ত্র শুধু জানা আছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের। সচিত্র অপূর্ব গঠন সজ্জা, দাম ২॥০
• সিগ্‌নেট প্রেসের বই •
যে কোনো ভালো দোকানে পাওয়া যায়
১০/২, এলগিন রোড, কলিকাতা

ন্যাশন্যাল এক্‌স্প্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ
টেলিফোন বি, বি, ৬২৯৭
৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বি. এন্. চ্যাটার্জ্জী এম-এ, এফ. আর. জি. এস (লণ্ডন), এফ. আর. এস. এ (লণ্ডন), ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৩শে নবেম্বর	২৬শে নবেম্বর	২৭শে নবেম্বর	২৮শে নবেম্বর	২৯শে নবেম্বর	৩০শে নবেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৮১।/০	৮৩/০	৮২৸/০	৮৩।৵০	৮৩৸৵০	৮৩৸/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৮২॥/০	৮৩/০	৮৩/১০	৮৪।০	৮৪/০	৮৪৲
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩১॥০	১৩৩॥৵০	১৩৩৸০	১৩৪।০	১৩৪৸০	১৩৪॥০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৩।০	১৩২॥৶০	১৩২॥/০	১৩৩৸৵০	১৩৩৸৶০	১৩৩॥৵০
পিপির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৬।০	৫৭॥০	৫৮৲	৫৮॥০	৫৮॥০	৫৮॥০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	৫৯।০	৫৯॥০	৬০।০	৫৯৸৵০	৫৯৸০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩	৩	৩	৩	৩
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...		৯৭॥০	—	—	৯৭৸০-৯৭॥৵০	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...		১০৩৸৵০-১০৩৸/	১০৩৸৶০-১০৩৸০	১০৪/০-১০৩৸০	১০৩৸৵০-১০৩॥৵	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...		৯৯॥/০	৯৯৸০	—	৯৯৸০	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...		—	—	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...		১১৩।০	—	—	১১৩৶০	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...		—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	বাজার বন্ধ	৪৩৶০-৪২।৵০	৪৪।৵০-৪৩॥৵০	৪৪॥৵০-৪৩৸০	৪৬॥০-৪৪৸৵০	৪৬।৵০-৪৫।৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...		৩৯।৵০-৩৮।/০	৪০৵০-৩৯॥/০	৪০।০-৩৯।০	৪১৸/০-৪০৶০	৪১॥০-৪০।৶০
কুমারধুবী—অর্ডি ...		১১॥৶০-১১॥০	১২৶০-১১৸০	১২।/০-১২৲	১২।৵০-১২৶০	১২॥০-১২৵০
ব্রেইতওয়েইট ...		১৬৵০-১৫৸০	১৬।০-১৫॥৵০	১৬৲-১৫৸৵০	১৬৲	১৬/০-১৫॥৶০
জেসপ ...		২৮৸০-২৮।/০	২৯৵০-২৮॥৶০	২৯৶০-২৮৸৵০	৩০॥০ ২৯।৵০	৩০৸০-৩০।৵০
মার্শালস ...		৭॥/০-৬৸/০	৭৸৵০-৭॥/০	৮।০-৭৸৵০	৮।৵০-৮/০	৮।০-৭৸/০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...		১২/০	১২৶০-১২৲	১২৶০-১২৲	১২॥৶০-১২৶০	১২৸৵০-১২।/০
আর্থার বাটলার ...		—	—	২৪॥৶০	২৫।০-২৫৲	২৫৶০-২৫৵০
হিন্দুস্থান মোটরস ...		—	—	৯৲	—	—
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...		—	১৮৲	—	১৭॥৵০-১৭॥০	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...		৭।/০-৭৶০	৭।৵০-৭৶০	৭।/০-৭।০	৭।৵০-৭।০	৭।৶০-৭৶০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...		৩।৶০-৩।৵০	৩॥০-৩।/০	৩॥৵০-৩।৶০	৩॥৶০-৩॥/০	৩॥৶০-৩॥/০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...		১৫৫৲-১৫৩৲	১৫৭৲-১৫৬৲	১৫৮৲-১৫৫॥০	১৫৮৲-১৫৭॥০	১৫৮॥০-১৫৭৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...		৪০৲-৩৯॥০	৪০॥০-৪০৲	৪১৲	৪১৲-৪০৸০	৪২।০-৪০৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...		—	—	১৬।০-১৫৸৶০	১৬।০	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...		১৩৸৶০-১৩৸৵০	১৪৲-১৩৸৵০	১৩৸৵০	—	—
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...		১৫৲	১৫৵০-১৫৲	১৫৲-১৪৸৵০	১৫৲-১৪৸৵০	১৪৸৵০-১৪৸০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...		—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...		১১৲-১০৸৶০	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...		৫৬৲-৫৫।০	—	৫৬৸০-৫৬॥০	৫৭৲	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...		৩৪৸৵০	—	৩৪৲	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...		৪৩৸০-৪৩॥০	৪৪৸৶০-৪৪/০	৪৫।/০-৪৪৸৵০	৪৬।/০-৪৫।/০	৪৬৸০-৪৫৵০
তালচের " " ...		১৪।/০	১৪।০-১৩৸৶০	—	—	১৪৵০-১৪৲
রাণীগঞ্জ " " ...		৬৪॥/০	—	৬৪৸৶০-৬৪৸৵০	৬৬৲-৬৪৸/০	৬৫৸০-৬৫।০
ইকুইটেবল " " ...		৭২৸০-৭২/০	৭৩।০-৭২৸৵০	৭৩॥৶০-৭৩।৵০	৭৬॥০-৭৪/০	৭৭৲-৭৫৸০
সাউথ করণপুরা " ...		৪১৵০-৪০৸/০	৪২৸০-৪১৸৵০	৪৩৵০-৪২।৶০	৪৪৸৵০-৪৩॥০	৪৩৸৶০-৪২।০
ভুলনবরারি ...		—	—	—	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...		—	—	—	—	৫১৲
নিউ চুরুলিয়া ...		—	১৪৵০-১৪৲	—	—	১৪।০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...		—	—	—	৪৬৸০	৪৬৸০

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী
এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি
নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস:
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
ফোন: কলিঃ ৩০৪৯

চেয়ারম্যান:
শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৩শে নবেম্বর	২৬শে নবেম্বর	২৭শে নবেম্বর	২৮শে নবেম্বর	২৯শে নবেম্বর	৩০শে নবেম্বর
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	বাজার বন্ধ	৮।৵০	৮।৵০-৮।৴০	৮॥৵০-৮।৵০	৮৸৴০-৮॥৵০	৮॥৵০-৮।৵০
বেনারস ...		১১৸৵০	—	১২৲	১২।০-১১৸৶০	১১৸৵০-১১৸০
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...		১৩৶০-১৩৴০	১৩৵০-১৩৲	১৩।৴০-১৩৵০	১৩॥৶০-১৩॥০	১৩৸০-১৩॥০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...		৭০।০-৭০৲	৭০৸০-৭০৲	৭১৸০-৭১৲	৭৩॥০-৭২॥০	—
কেশোরাম ...		১৯৶০-১৯৵০	—	২০৴০-১৯॥০	—	১৯৸৶০-১৯৸০
বঙ্গশ্রী ...		১৪।০-১৪৶০	১৪।৴০-১৪।০	১৪।৵০	১৪।০-১৪৶০	১৪৴০-১৪৲
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...		৭৸৴০-৭৸০	৭৸০-৭॥৵০	—	৭৸৵০-৭৸০	৭৸৵০-৭৸০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...		২৪২॥০-২৪১৲	২৫০৲-২৪১৲	২৫৮৲-২৪৮৲	২৬০৲-২৫৭৲	২৬১৲-২৫৮৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...		—	২১৸০	২১৵০-২১৲	—	২১৸০
টিটাগড় ...		৩৬৸৴০-৩৬॥৵০	৩৭।৴০-৩৬॥৵০	৩৮৸০-৩৭।৵০	৩৯৲-৩৮।৶০	৩৮॥০-৩৮৲
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...		৪০৩৲-৩৯১৲	৪১৬৲-৪০৯৲	৪২০৲-৪১৮৲	৪২৫৲-৪২০৲	৪২৭॥০-৪২১৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...		৫৭০৲-৫৬৯৲	৫৮২৲-৫৭৬৲	৫৮৯৲-৫৮২৲	৫৯৮৲-৫৯৩৲	৬০২৲-৫৯০৲
কামারহাটি „ „ „ ...		৮৪৩৲	৮৬৪৲-৮৪৪৲	৮৭০৲-৮৬১৲	৯০০৲-৮৯০৲	৯০৫৲-৮৮৮৲
নদীয়া „ „ „ ...		১৫৭৲-১৫৫॥০	১৫৬৲-১৫৪৲	১৫৫৲-১৫৩৲	১৬৪৲-১৫৪॥০	১৭৬॥০-১৬৩৲
প্রেসিডেন্সী „ „ „ ...		১৫৵০-১৪৸৶০	১৫৵০-১৫৲	১৫।৴০-১৫৲	১৫৸৶০-১৫।০	১৬৵০-১৫॥০
রিলায়েন্স „ „ „ ...		৯৫৵০-৯৪।৵০	৯৫৲-৯৪॥৵০	৯৬॥০-৯৬।৴০	৯৮॥০-৯৭।০	৯৯৲-৯৯।৵০
কাঁকনাড়া „ „ „ ...		৭৪২৲-৭৩৮৲	৭৫৪৲-৭৪৮৲	৭৬৩৲-৭৫৩৲	৭৭১৲	৭৮৬৲-৭৮৫৲
হাওড়া „ „ „ ...		১০৬৸৴০-১০৬৵০	১০৮।৶০-১০৬৸০	১১০৲-১০৮।০	১১৩৸০-১১১।৴০	১১৩৸০-১১২।৵০
ডালহৌসী „ „ „ ...		৪৬১৲	৪৬৪৲	৪৬৩৲	৪৭২৲-৪৬৮৲	৪৭২৲
বজবজ „ „ „ ...		—	৬৫৫৲-৬৫২৲	৬৫৭৲-৬৫৫৲	৬৬১৲	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড „ „ ...		৩৭৬৲-৩৭০৲	৩৯৩৲-৩৭৬৲	৪০২৲-৩৯৩৲	৪২২৲-৩৭৩৲	৪৩৩৲-৪১৩৲
এলায়েন্স „ „ „ ...		—	—	৭৬৯৲-৭৬৫৲	৭৭৫৲	৭৯২৲-৭৯০৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...		—	—	১৬৵০-১৬৴০	—	১৫৸৴০-১৫৸০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...		—	৪১॥০-৪১।০	৪১॥৵০-৪১।০	৪২॥০-৪১॥০	৪২॥০-৪২।০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...		৩৩।৵০-৩২॥৴০	৩২৸৵০-৩২॥০	৩২৸৵০-৩২॥০	৩২৸৶০-৩২॥০	৩২৸৴০-৩২।৶০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...		—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান „ „ „ ...		—	—	—	—	—
কল্যাণী „ „ „ ...		—	৫২৲-৫১৲	—	৫২৲-৫১৲	৫১৲-৫০৲
লেবং এণ্ড মিনারেল ...		—	১২৲	১২৲-১১৲	১১৸০-১১৲	—
তেজপুর „ „ „ ...		—	২৩॥৵০-২৩॥০	২২॥০	২৩৸৵০-২৩॥৵০	২৪।০-২৩৸৵০
বিশ্বনাথ „ „ „ ...		—	—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...		১৬।০	১৬৶০-১৬৵০	১৬।০-১৬৶০	১৬॥০-১৬।৴০	১৬॥০
বি আই কর্পোরেশন ...		৮।৵০-৮।০	৮।৶০-৮।৴০	৮।৶০-৮।৴০	৮॥৴০-৮।৵০	৮॥৴০-৮।৴০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...		১৮৯৲-১৮৬৲	১৮৯৲-১৮৬৲	১৮৯৲-১৮৭৲	১৯৫৲-১৮৯৲	১৯৪৲-১৯০৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...		১৬৸৴০-১৬॥০	১৬৸০-১৬।৵০	১৬৸৶০-১৬।৵০	১৭৴০-১৬॥০	১৭৵০-১৬৸৶০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...		২৩৩৲-২২৮৲	২৪১৲-২৩৩৲	২৪৩৲-২৪২৲	২৪৫৲-২৪১॥০	২৪৮৲-২৩৭॥০
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট „ „ ...		২১।৵০-২১৶০	২১॥৵০-২১।৵০	২২।৵০-২২৲	২২৸৵০-২২॥৴০	২৩৲-২২॥৵০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...		—	—	—	১৩॥০	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...		১০।৵০-১।০	১০।০	১০।৴০-১০৶০	১০।০-১০৵০	১০।০

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।
কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে
ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা প্রাপ্ত।
আমাদের
"পেন্‌সন্ সার্টিফিকেটে"
৫,০০০৲ টাকা জমা দিলে
১০,০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।
পত্র লিখিলেই বিস্তারিত জানান হয়।
বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ২১টি শাখা
দ্বারা জাতির সেবায় নিযুক্ত
অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ড
পাইয়াছেন।
১৯৪২ সনে শতকরা ৫৲
১৯৪৩ সনে „ ৫৲
১৯৪৪ সনে „ ৭॥০
আর, রায়,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

- কোকোলা
- কল্যানী
- ত্রিগুণ
- জুয়েল আমলা কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

আর মিত্র — পারফিউমার্স
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

হেড অফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি. ২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেন্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)
হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

CALCUTTA CITY BANK LIMITED

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, আরামবাগ, চাঁপাডাঙ্গা, মিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, দীঘিরপাড়, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, নাথনগর, দ্বারভাঙ্গা, রায়পুর, পাটনা, পাটনা সিটি, ভিজিয়ানাগ্রাম, বোলাঙ্গীর, কাটাবঞ্জী (পাটনা ষ্টেট), নাগপুর, সম্বলপুর।

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮
হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

জাকলাবান্ধা (আসাম) শাখা খোলা হইয়াছে
মাণিকতলা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি বিশ্বাস

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 10th December, 1945. সোমবার, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ [৩০শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ চুক্তি

দীর্ঘকাল আলোচনা চলিবার পর ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ-চুক্তি সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত হইয়াছে। চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে ৪ শত ৪০ কোটি ডলার অর্থাৎ ১৪ শত ৬৬ কোটি টাকা ঋণ দিতে রাজী হইয়াছে। উহার মধ্যে ৩ শত ৭৫ কোটি ডলার বা ১২ শত ৫০ কোটি টাকা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যয় করিতে হইবে এবং বাকী ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার বা ২ শত ১৬ কোটি টাকার ইজারা ও ঋণদান ব্যবস্থানুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বৃটেনে প্রেরিত জিনিষপত্রের দাম চুকাইয়া দিতে হইবে। এই বিপুল পরিমাণ ঋণের প্রতিদানে ঋণসংক্রান্ত চুক্তি পাকাপাকিভাবে অনুমোদিত হইবার দিন হইতে এক বৎসরের মধ্যে বৃটেন অন্যান্য যে সমস্ত দেশের পাওনা ষ্টার্লিং আটকাইয়া রাখিয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছে। বৃটেনকে শতকরা দুই ডলার হিসাবে সুদসহ ৫০ বৎসরে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। সুদসহ বৃটেনকে মোট ৫ শত ৯৬ কোটি ২৫ লক্ষ ডলার বা ১৯ শত ৮৫ কোটি টাকা ফেরৎ দিতে হইবে।

ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক আলোচনা এইভাবে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় যুদ্ধোত্তর জগতের একটী বিরাট প্রাথমিক সমস্যার সমাধান হইল। এই চুক্তির ফলে সাধারণভাবে সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবন লাভ করিবে এবং ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প, কৃষি সমস্ত ক্ষেত্রেই নূতন কর্ম্মতৎপরতা দৃষ্ট হইবে। এই চুক্তির ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে এই চুক্তি অর্থনৈতিক জগতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছে। রাজনৈতিকক্ষেত্রেও ইহার প্রভাব দূরপ্রসারী হইবে। পক্ষান্তরে বৃটেনকে নতিস্বীকার করিতে হইয়াছে। কার্য্যতঃ এখন হইতে বৃটেন অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছোট অংশীদারে (Junior Partner) পরিণত হইল। তথাপি এই ঋণলাভ করায় বৃটেনের আর্থিক ব্যবস্থা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইল এবিষয়ে সন্দেহ নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে এই ঋণ না পাইলে যুদ্ধের ফলে বিপুল ক্ষতি ও ঋণগ্রস্ত বৃটেনের উদ্ধার লাভের কোন আশা ছিল না। অবশ্য ভারতবর্ষের ন্যায় উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দান করিয়া সমমর্য্যাদা-সম্পন্ন শক্তি হিসাবে অর্থ-নৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি করিলে বৃটেনকে এতটা নতিস্বীকার করিতে হইত না, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ধনিক শ্রেণী কখনই এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। চুক্তির ষ্টার্লিং তহবিল সম্পর্কিত অংশটীই ভারতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই ষ্টার্লিং তহবিল ছাড়িয়া দিবার জন্য বৃটেনের উপর চাপ দিয়াছিল। উহা কিয়ৎ পরিমাণে ফলপ্রসূ হইয়াছে। চুক্তি অনুমোদিত হইবার এক বৎসরের মধ্যে বৃটেন ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের পাওনা ষ্টার্লিংএর কতকাংশ ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতে শিল্প সম্প্রসারণের বাধা অনেক পরিমাণে দূর হইবে এবং ভারতবর্ষ আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ হইতে প্রয়োজনীয় মাল বিশেষ করিয়া নূতন নূতন কলকব্জা আমদানীর সুযোগ পাইবে। ভারতবর্ষের সঙ্গে চুক্তির এই অংশ শুভ হইলেও একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে বৃটেন দায়ে পড়িয়া ঢেকী গিলিলেও যথাসম্ভব নিজের কোলে ঝোল টানিতে ভুলে নাই। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের ন্যায় পাওনাদার দেশগুলির পাওনা ষ্টার্লিংএর কত অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে তাহা সুনির্দ্দিষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ চুক্তির ষ্টার্লিং ব্যালান্স সংক্রান্ত অংশে বলা হইয়াছে যে, পাওনা ষ্টার্লিংকে তিনটী শ্রেণীতে ভাগ করা হইবে। প্রথম শ্রেণীর পাওনা ষ্টার্লিং এক বৎসরের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর পাওনা ষ্টার্লিং ১৯৫১ খৃঃ অব্দ হইতে কিস্তিবন্দী হিসাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষের ন্যায় পাওনাদার দেশগুলিকে কেন এতদিন তাহার পাওনা টাকা হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে তাহার কোন সঙ্গত কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ, পাওনা ষ্টার্লিংএর যে তৃতীয় শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার পরিণাম খুবই সন্দেহ-

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭১৯-২৪
যুদ্ধোত্তর বাঙ্গলার কৃষি-সমস্যা	৭২৫-২৬
কলিকাতার খাদ্য সমস্যা	৭২৭-২৮
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৭২৯-৩০
খেয়ালীর খাতা	৭৩১-৩২
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৭৩৩-৩৭
কোম্পানী প্রসঙ্গ	৭৩৮-৩৯
বাজারের হালচাল	৭৪০-৪৪

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা।
ফোন : পি কে—২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জনক। দেনা পাওনার মীমাংসা এবং যুদ্ধোত্তর কালের ঋণ পরিশোধের জন্য পাওনা ষ্টার্লিংএর তৃতীয় অংশ ব্যয়িত হইবে। এই ব্যবস্থায় পাওনা ষ্টার্লিংএর একটী অংশ কার্য্যতঃ বাতিল করা হইবে বলিয়াই মনে হয়।

কানাডার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

কানাডায় ব্যাঙ্ক কোম্পানীর সংখ্যা কম। ইংলণ্ডের মত সেদেশেও কতিপয় বড় ব্যাঙ্ক কোম্পানী তাহাদের বেশী সংখ্যক শাখা আফিসের মারফতে ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সমস্ত কাজ কারবার নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক অব্ কানাডা ঐ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ঐ ব্যাঙ্কের 'চার্টার্ড' শ্রেণীভুক্ত ১০টি ব্যাঙ্ক আছে (যেমন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক) তাছাড়া দুইটি পুরাণো বড় সেভিংস্ ব্যাঙ্কও রহিয়াছে। নিজেদের ব্যাঙ্ক বলিয়া আখ্যাত করিবার ও ব্যাঙ্কিংএর কাজ চালাইবার আইনগত অধিকার শুধু এইসব প্রতিষ্ঠানেরই আছে। কানাডার বিভিন্ন অঞ্চলে চার্টার্ড ব্যাঙ্কগুলি যথেষ্ট সংখ্যক শাখা আফিস গড়িয়া তুলিয়াছে। ঐ শাখা আফিসের মারফতে দেশে ব্যাঙ্কিংয়ের কাজ ভালভাবেই প্রসারিত হইতেছে। ক্যানাডার ব্যাঙ্কসমূহের বিশেষত্ব, উহারা হেড আফিসের মারফতে সাক্ষাৎভাবে কোন ব্যাঙ্কিংয়ের কাজ পরিচালনা করে না। হেড আফিস সাধারণের নিকট হইতে কোন আমানত গ্রহণ করে না, সাক্ষাৎভাবে অর্থ দাদনের কোন কাজও তাহাদের নাই। এইসব ব্যাপারে শাখা আফিসের উপরই তাহারা মুখ্যতঃ নির্ভর করিয়া থাকে। শাখা আফিসসমূহ সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা অনুযায়ী নিজ নিজ এলাকার সেই অর্থ দাদনের ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন শাখা আফিসের ভিতর সংযোগ রক্ষার দায়িত্ব হেড অফিসারের উপর ন্যস্ত। কোন অঞ্চলে দাদনযোগ্য অর্থের অপ্রাচুর্য্য ঘটিলে অন্য স্থানের শাখা অফিস হইতে বাড়তি অর্থ আহরণ করিয়া হেড অফিস উহা ঘাটতি অঞ্চলে দাদনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত লইয়া বিভিন্ন এলাকার শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজনে তাহা ছড়াইয়া দেওয়ার ফলে দেশের আর্থিক প্রগতির কাজে তাহা খুবই সহায়ক হইয়াছে। ব্যাঙ্কের তহবিল কোন এক অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত না থাকিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে তাহা নিয়োজিত হওয়ায় সমষ্টিগত ভাবে অর্থের নিরাপত্তাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কানাডার ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে উপরে যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহা দৃষ্টে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সহিত উহার একটা বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতে বহুসংখ্যক ছোট ছোট ব্যাঙ্ক কোম্পানী রহিয়াছে। কানাডার ব্যাঙ্ক কোম্পানীর সংখ্যা কম, যেসব কোম্পানী আছে তাহাদের মধ্যে বড় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই অধিক। কানাডায় সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ ও ব্যাঙ্কের তহবিল দাদনের কাজ মুখ্যতঃ ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শাখা অফিসসমূহের মারফতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতে ব্যাঙ্ক কোম্পানীর হেড অফিসই সাধারণতঃ এই ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। স্বল্প আয়জীবীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্র করিয়া এদেশে ব্যাঙ্কের কাজকারবার প্রসারের সুযোগ দেখিতে হয়। সেকথা বিবেচনা করিলে ভারতে ক্ষুদ্রায়তন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা যথেষ্টই আছে বলা চলে। তবে হেড আফিস হইতে সাক্ষাৎভাবে টাকা দাদনের ব্যবস্থা না করিয়া মুখ্যতঃ শাখা আফিসের মারফতে বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থ দাদনের যে রীতি কানাডায় গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের মতে ভারতেও যথাসম্ভব সে রীতি অনুসৃত হওয়া দরকার। এদেশে বড় বড় সহর অঞ্চলে অল্প সুদে বিস্তর ঋণ পাওয়ার সুবিধা আছে, কিন্তু মফঃস্বল অঞ্চলে অনেক সময় বেশী সুদ দিয়াও শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনে উপযুক্ত পরিমাণ ধার পাওয়া যায় না। মফঃস্বলে অর্থের এই নিদারুণ অস্বাচ্ছল্য দূর করিতে হইলে কানাডার অনুকরণে ভারতেও ব্যাঙ্কের শাখা আফিস সমূহের মারফতে মফঃস্বলে অর্থ দাদনের পরিমাণ বিশেষভাবে বাড়াইতে হইবে।

ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের পরিকল্পনা

কলিকাতা কর্পোরেশন আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ক্যালকাটা ট্রাম ওয়েজ কোম্পানীর স্বত্ব কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে তাঁহাদের সুস্পষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিভাবে এই বিরাট সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সহরে ট্রাম পরিচালনার সুব্যবস্থা করা হইবে এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনাও তাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছেন। কর্পোরেশনের নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহাদের চীফ ইঞ্জিনিয়ার কিছুকাল পূর্ব্বে ট্রাম কোম্পানীর সম্পত্তি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করিয়া উহার বর্ত্তমান মূল্য ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ২০০ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কর্পোরেশন ঠিক করিয়াছেন তাঁহারা কলিকাতার ট্রাম ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একজন এজেণ্ট (ব্যক্তি বা ফার্ম) নিয়োগ করিবেন। ঐ এজেণ্টের নিকট হইতে ৪॥ কোটি টাকা সেলামী লইয়া ট্রাম কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য পরিশোধ করা হইবে। সেলামীর টাকা ছাড়া এজেণ্টকে অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকা জামিন রাখিতে হইবে। আপাততঃ ৩০ বৎসরের জন্য এজেণ্ট নিয়োগ করা যাইবে। কর্পোরেশন ইচ্ছা করিলে ১০, ১৫, ২০ কিংবা ২৫ বৎসর পরে এজেণ্টকে ছাড়াইয়া দিয়া নিজেই সাক্ষাৎভাবে ট্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন। ৩০ বৎসরের আগে এজেণ্টকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইলে এজেণ্টের আমানতী টাকা ও সেলামীর ন্যায্য অংশ তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। যতদিন এজেণ্ট দ্বারা ট্রাম কোম্পানীর কাজ চালানো হইবে ততদিন ট্রামওয়ের মোট আয় হইতে কার্য্য পরিচালনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা করিয়া মজুত তহবিলে নিয়োগ করা হইবে। এই তহবিল ট্রাম লাইনের মেরামতী কাজ ও ট্রাম ব্যবস্থার উন্নতি বাবদ খরচ করা হইবে। ট্রামের আয় হইতে অতিরিক্ত যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক এজেণ্ট পাইবে। বাকী অর্দ্ধেক কর্পোরেশনের হাতে যাইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কলিকাতা কর্পোরেশন একজন উপযুক্ত এজেণ্ট পাওয়ার জন্য অবিলম্বেই বিজ্ঞাপন প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

একটি বিলাতী কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বে এ সহরের ট্রাম ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় যাত্রীভাড়া সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়ে সহরবাসীরা আশানুরূপ সুযোগ সুবিধা পাইতেছে না। অধিকন্তু ট্রাম কোম্পানীর ইউরোপীয় অফিসারদের মোটা মাহিয়ানা ও প্রদত্ত লভ্যাংশের মারফতে প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণ টাকা বিদেশীয়দের পকেটস্থ হইতেছে। এই অবস্থায় কলিকাতা কর্পোরেশন এই কোম্পানীটি কিনিয়া লইতে সচেষ্ট হওয়ায় আমরা প্রথম হইতেই দেশের স্বার্থের দিক হইতে তাহা খুব সমীচিন মনে করিতেছি। বিলাতী কোম্পানীর বদলে দেশীয় এজেণ্টের মারফতে যদি এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার ব্যবস্থা হয় তবে তাহাতে অন্ততঃ দেশের অর্থ দেশে রাখিবার যে একটা সুবিধা হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্পোরেশনের প্রস্তাব কার্য্যকরী করিতে হইলে বাঙ্গলা সরকারের সহযোগিতা ও অনুমোদন দরকার। দুঃখের বিষয় তাঁহারা সেরূপ সহযোগিতা প্রদানে এখনও কোন আন্তরিক আগ্রহ দেখাইতেছেন না। কলিকাতায় একটি যানবাহন বোর্ড গঠন করিয়া ট্রাম কোম্পানীর হাত হইতে এসহরের ট্রাম-চলাচল ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহারই উপর ন্যস্ত করিবেন বলিয়া বাঙ্গলা সরকার ইতিপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার কোন ব্যবস্থা এপর্য্যন্ত তাহারা করেন নাই। যতদূর বুঝা যাইতেছে অকারণ টালবাহনা করিয়া বিজাতীয় স্বার্থে কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের শেষ তারিখটি বাতিল হইতে দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কাজেই কলিকাতা কর্পোরেশন যানবাহন বোর্ড স্থাপিত হওয়ার আশায় না থাকিয়া আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ট্রাম কোম্পানী কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে পুনরায় তাঁহাদের সজোর দাবী উপস্থিত করিয়াছেন ইহা খুবই সুখের বিষয়। ট্রাম কোম্পানীর সহিত চুক্তি অনুসারে উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হইলে তাহারা আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে ট্রাম পরিচালনার দায়িত্ব কর্পোরেশনের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। একমাত্র বিতর্কের বিষয় দাঁড়াইতে পারে—ট্রাম কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে, কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ঐ মূল্য ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, ট্রাম কোম্পানী তাহা না মানিয়া প্রায় ৬ কোটি টাকা মূল্য দাবী করিতেছেন। একজন মধ্যস্থ নিয়োগ করিয়া সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে একটা আপোষমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন নহে। একমাত্র ভাবিবার বিষয় হইতেছে গবর্ণমেণ্টের মনোভাব সম্পর্কে। অবান্তর অজুহাত দেখাইয়া বর্ত্তমানেও তাঁহারা যদি ট্রাম কোম্পানী কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে কর্পোরেশনের দাবীর বিরোধীতা করেন তবে দেশের স্বার্থ সম্পর্কে উহা তাঁহাদের চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকরই সামিল হইবে।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলি: ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

জনস্বাস্থ্য কমিটির রিপোর্ট

ভারতে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে একটি যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য স্যার যোশেপ ভোরকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। প্রায় দুই বৎসরকালের আলাপ-আলোচনা ও গবেষণার পর বর্ত্তমানে ঐ কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। আগামী মাসে দিল্লীতে কমিটির শেষ বৈঠক বসিবে। ঐ বৈঠকে রিপোর্টটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে এবং উহা গবর্ণমেণ্ট সমীপে পেশ করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। এই রিপোর্টের নির্দ্দেশসমূহ সম্পর্কে কোন বিস্তারিত খবর এখনও পাওয়া যায় নাই। কেবল এইমাত্র জানা গিয়াছে যে, কমিটি ভারতের জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসা কেন্দ্র গড়িয়া তোলার সুপারিশ করিয়াছেন। ৩০ লক্ষ লোকবিশিষ্ট এক একটি জেলা বা অঞ্চলে ১৫০টি প্রাইমারী বা প্রাথমিক কেন্দ্র স্থাপন করিবার কথা বলা হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে ৬ জন ডাক্তার ও ৬ জন নার্স থাকিবেন। উঁহারা আনুমানিক ২০ হাজার লোকের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে যত্নপর হইবেন। কতকগুলি প্রাইমারী কেন্দ্র মিলাইয়া এক একটি সেকেণ্ডারী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেকেণ্ডারী কেন্দ্রে ২৫০টি বেডযুক্ত এক একটি হাসপাতাল থাকিবে। প্রত্যেক জেলার সদর হাসপাতাল বড় করিয়া গড়িয়া তোলা হইবে। উহাতে ২ হাজার ৫০০টি বেড থাকিবে। প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া মেডিকেল কলেজ স্থাপনেরও ব্যবস্থা হইবে। মেডিকেল কলেজের সহিত একটি করিয়া হাসপাতাল স্থাপন করা হইবে।

জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহের তুলনায় এদেশে চিকিৎসাকেন্দ্র, হাসপাতাল, ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা খুবই কম। ভোর কমিটি সেই সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই কমিটির বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়ার জন্য আমরা প্রতীক্ষায় রহিলাম। সে রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা কমিটির বিভিন্ন নির্দ্দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

ম্যালেরিয়ার নূতন প্রতিষেধক

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে কুইনাইন জগতের সর্ব্বত্র প্রচারলাভ করিয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ উহার সহিত প্লেজমচিন এবং মেফাক্রীন বা এটাব্রীনের ব্যবহারও প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগের সম্যক প্রতিকার এই তিনটি ঔষধ দ্বারা সম্ভবপর হইতেছে না। ম্যালেরিয়ার সম্যক প্রতিকার করিতে হইলে এমন ঔষধ দরকার যাহা ম্যালেরিয়া রোগীর কষ্ট ও বেদনা লাঘব করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিবে, জ্বরের পুনরাক্রমণ (relapse) প্রতিরোধ করিবে এবং নূতন বীজাণু ঢুকিয়া শরীর অসুস্থ করিয়া তুলিবার পথ বন্ধ করিবে। কুইনাইন ও মেফাক্রীন প্রয়োগ করিয়া ম্যালেরিয়া রোগীর বেদনা ও কষ্ট উপশম করা সম্ভবপর। কিন্তু উহা দ্বারা জ্বরের পুনরাক্রমণ একেবারে প্রতিরোধ করা চলে না। অন্ততঃ এই দুইটি ঔষধ দ্বারা বিনাইন টারটিয়ান শ্রেণীর ম্যালেরিয়া একেবারে যে সারে না এবং প্রথমবারের আক্রমণ চাপিয়া গিয়া কিছুদিন পর তাহার যে দ্বিতীয় আক্রমণ দেখা দেয় সে দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গিয়াছে। তাহা ছাড়া কুইনাইন ও মেফাক্রীন infection preventive নহে। অর্থাৎ নূতন বীজাণুর আক্রমণে ভবিষ্যতে যে আবার ম্যালেরিয়া হইবে না সেরূপ কোন ভরসা এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় ম্যালেরিয়া রোগের আরও কার্য্যকরী প্রতিষেধক আবিষ্কারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। প্রকাশ, বিলাতের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীস্ লিমিটেডের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ঐরূপ একটি ঔষধ বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দীর্ঘকাল গবেষণার পর তাঁহারা পেলুড্রিন নামক একটি মিশ্র পদার্থ (compound) আবিষ্কার করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করিয়া উহা দ্বারা কুইনাইন ও মেফাক্রীনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী সুফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই ঔষধ দ্বারা নাকি ম্যালেরিয়া রোগীকে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য করা সম্ভবপর। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে মশকের আক্রমণে নূতন করিয়া ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা যাওয়ার পথও প্রতিরুদ্ধ হয় বলিয়া প্রকাশ। কুইনাইন ও মেফাক্রীনের তুলনায় পেলুড্রিন তৈয়ার করাও নাকি অধিকতর সহজ।

ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়ার ধ্বংসলীলা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে বৃটিশ ভারতে এই রোগে ১৫ লক্ষ ৭৭ হাজার জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ঐ সালে বাঙ্গলায় উহাতে ৪ লক্ষ ১৬ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছিল। পরে যুদ্ধের সময়ে যেভাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়াছে তাহাতে এক বাঙ্গলায়ই ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুহার বর্ত্তমান বৎসরে ১৫ লক্ষের মত দাঁড়াইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। এই অবস্থায় কুইনাইন ও মেফাক্রীনের তুলনায় ম্যালেরিয়ার অধিকতর কার্য্যকরী প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হইয়াছে জানিয়া এদেশের ম্যালেরিয়া-সন্ত্রস্ত লোকেরা অনেকটা ভরসা বোধ করিবে সন্দেহ নাই। এদেশের সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ ও এদেশের চিকিৎসাবিদ্‌গণ পেলুড্রিনের উপযোগিতা ও গুণাগুণ বিচার করিয়া এদেশে তাহার প্রচলন বাড়াইবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

ভারতে নূতন বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণের পরিকল্পনা

ভারত সরকার এদেশে ১১৪টি নূতন এরোড্রোম বা বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে ৩০টি বিমানঘাঁটি ছিল। যুদ্ধের সময়ে উহার সংখ্যা বাড়াইয়া ৭৭টি করা হয়। আরও ১১৪টি নূতন ঘাঁটি তৈয়ার করা হইলে এদেশে বিমানঘাঁটির সংখ্যা মোট ১৯১টি দাঁড়াইবে। ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রকৃষ্ট উন্নতি সাধিত হইলে এই প্রকাণ্ড দেশে এইরূপ বেশী সংখ্যক এরোড্রাম দরকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু অবিলম্বে এত বেশী সংখ্যক বিমানঘাঁটি দেশের তেমন কোন কাজে আসিবে বলিয়া মনে হয় না। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে এই সব বিমানঘাঁটির প্রকৃত সদ্ব্যবহার হওয়া অসম্ভব। এরোড্রোম বাড়াইবার সঙ্গে এদেশে এরোপ্লেন বা বিমানপোত তৈয়ারের যদি ব্যাপক ব্যবস্থা হইত তবে হয়ত উহার একটা সার্থকতা থাকিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন পরিকল্পনা নিয়া বর্ত্তমানে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন না। যুদ্ধের সময়ে যে হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাপট কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল সেই কোম্পানীটি কিনিয়া লইয়া গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে উহাকে অনেকটা অচল করিয়া রাখিয়াছেন। বিমানপোত মেরামত ছাড়া বিমানপোত তৈয়ারের কাজ উহাতে বিশেষ কিছুই অগ্রবর্ত্তী হইতেছে না। কাজেই দেশীয় উপাদান হইতে বিমানপোত নির্ম্মাণ ও তাহাদের ব্যবহারে ঐ সব এরোড্রাম নিয়োগ করিবার কোন আশু সঙ্কল্প গবর্ণমেণ্টের দেখা যাইতেছে না। এই অবস্থায় ভারত সরকারের অর্থে এতগুলি বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণের কি সার্থকতা থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। একথা সত্য যে, ১১৪টি নূতন এরোড্রোম নির্ম্মাণ করা হইলে উহাতে কয়েক মাসের জন্য কয়েক হাজার লোকের কর্ম্মসংস্থান হইবে। যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা সমাধানের দিক দিয়া এই শ্রেণীর খরচপত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে স্বীকার করি। কিন্তু প্রকৃত জাতিগঠনমূলক কাজে এইভাবে অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা হইলেই তাহা সকল দিক দিয়া যুক্তিসঙ্গত হইত। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিক দিয়া লোকের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য এদেশে অনেক কিছু সুব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। সেরূপ সুব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে জাতীয় কল্যাণ ও বেকার সমস্যা সমাধান—এ দুইয়েরই পথ প্রশস্ত হইতে পারে। আমরা দেশের গবর্ণমেণ্টকে সেভাবেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

কৃত্রিম রেশমের কারখানা

মাদ্রাজের নিকট শীঘ্রই ভারতের প্রথম কৃত্রিম রেশমের কারখানা স্থাপিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এদেশে কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন না হওয়ায় সেদিক দিয়া দেশের একটি বড় অভাব রহিয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে একটি কৃত্রিম রেশম কারখানা গড়িয়া উঠিলে সে অভাব কতক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে। সে কারণে ঐ শ্রেণীর উদ্যমের

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, হাটখোলা, ইটালী মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।
স্থাপিত :- ১৯২৬
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস, আর, দাশ

প্রশংসা করিয়া গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে' আমরা একটি নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু ঐ নিবন্ধে একটি ভুল বিবরণ ছাপা হইয়া গিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে বিদেশ হইতে ভারতে প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশম আমদানী হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময়ে গত ১৯৪৪-৪৫ সালে কৃত্রিম রেশম, সূতা ও বস্ত্র মিলাইয়া মোট প্রায় ঐ টাকার জিনিষই আসিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে ও যুদ্ধের প্রথম দিকে জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আগে এদেশে কৃত্রিম রেশম অনেক বেশী পরিমাণেই আমদানী হইত। ১৯৩৯-৪০ সালে বিদেশ হইতে মোট ৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার কৃত্রিম রেশম আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেই আমদানী বাড়িয়া ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল। ভারতে কৃত্রিম রেশম আমদানীর স্বাভাবিক গতি যে কিরূপ ইহা হইতে তাহা ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে। ভারতে এই জিনিষটির ব্যবহার দিন দিনই যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে যুদ্ধের পরে বহির্ব্বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক সম্পূর্ণ দূর হইলে এদেশে বৎসরে ৭।৮ কোটি টাকার কৃত্রিম রেশম আমদানী হওয়াও বিচিত্র নহে। কৃত্রিম রেশম এদেশে ব্যাপকভাবে তৈয়ার করা সম্ভবপর। এই অবস্থায় উহা আমদানী করিয়া বৎসর বৎসর এতগুলি টাকা বাহির হইয়া যাইতে দেওয়া অনুচিৎ। মাদ্রাজে কৃত্রিম রেশম তৈয়ারের একটি কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ চলিয়াছে সুখের বিষয়। অন্যান্য প্রদেশেও এই শিল্প সংগঠন সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবসায়ীদের আসন্ন মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া দরকার।

বৃটেনের কৃষি পরিকল্পনা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটেনকে দীর্ঘকাল কার্য্যতঃ অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল, ইহা সকলেরই স্মরণ আছে। বৃটেন শিল্পপ্রধান দেশ, কাজেই কৃষিজাত পণ্য বৃটেনে কারখানাজাত পণ্যের তুলনায় সামান্যই উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত বৃটেন তাহার খাদ্য-সম্ভার প্রধানতঃ বিদেশ হইতেই আমদানী করিয়া থাকে। যুদ্ধের ফলে বৃটেনের জনসাধারণকে ইহার জন্য অত্যন্ত দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে বৃটেন তাহার খাদ্য-সম্ভার নিজেই যথাসম্ভব উৎপাদন করিতে পারে তজ্জন্য ইংলণ্ড ও ওয়েলসের কৃষকদের এক সমিতি একটী পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনায় গবর্ণমেণ্টকে কৃষিজাত পণ্যের দর বাঁধিয়া দিতে এবং পণ্য বিক্রয়ের গ্যারাণ্টি দিতে বলা হইয়াছে, কয়েকটী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে বলা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কৃষক, ভূম্যধিকারী ও কৃষি-মজুরদের লইয়া কমিটি গঠন করিতে হইবে। কৃষি সচিব উক্ত কমিটিগুলির সভাপতিদের মনোনয়ন করিবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে কৃষির অবস্থা একরূপ নহে, কাজেই অন্যান্য প্রদেশের পক্ষে এই পরিকল্পনার আলোচনায় কতটা লাভ হইবে বলিতে পারি না, কিন্তু বাঙ্গলাদেশের কৃষকশ্রেণী, জনসাধারণ, নেতৃবৃন্দ এবং গবর্ণমেণ্ট বৃটেনের কৃষকদের পরিকল্পনা আলোচনা করিলে লাভবান হইবেন বলিয়াই আমরা মনে করি।

বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা

বর্ত্তমানে কাপড়ের কলগুলিতে বৎসরে ৪ শত ৫০ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধের পর প্রথম পাঁচ বৎসরে গবর্ণমেণ্ট উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৭ শত ২০ কোটি গজ করিতে চাহেন। তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াও দুই শত কোটি গজ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু এই পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদনের উপযোগী তাঁত ও টাকু পাওয়া সম্ভব হইবে না বলিয়া যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কমিটির সাব-কমিটি ৬ শত ৫০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদনকেই লক্ষ্যস্বরূপ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট বা যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কমিটি কেহই মূল সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, ৬০ হইতে ৮০ কোটি গজ কাপড় রপ্তানীর জন্য রাখিলে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলেও প্রত্যেক ভারতবাসী মাথাপিছু ১২ গজ কাপড় পাইবে। ইহা আদৌ যথেষ্ট নহে। মাথাপিছু ২০ গজ করিয়া কাপড় সরবরাহ করিলেও বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৯ শত কোটি গজ করিতে হয়। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি মাথাপিছু ন্যূনতম বস্ত্রের পরিমাণ ধরিয়াছেন ৩০ গজ। এ হিসাবে কিছু করা বর্ত্তমানে সম্ভবই নহে। আসল সমস্যা দাঁড়াইয়াছে কলকব্জা লইয়া। ভারতবর্ষে কাপড়ের কলকব্জা আমদানী ও প্রস্তুত করিতে না পারিলে সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইবে। এখানেই গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য এবং বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের জন্যই যে এই সচেতন ঔদাসীন্য দেখানো হইতেছে ইহাও সর্ব্বজনবিদিত। ষ্টার্লিং ব্যালান্সের ফাঁস খুলিতে না পারিলে বস্ত্রসঙ্কট পূর্ণ সমাধানের কোন সম্ভাবনা নাই। তথাপি ভারতীয় শিল্পপতিরা চেষ্টা করিলে বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজনে এরূপ ছোটখাট বহু জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারেন। মাকু প্রভৃতি কাঠের জিনিষগুলি সমস্তই দেশে প্রস্তুত করা যায়। কিছু কারখানা যুদ্ধের সময় গড়িয়া উঠিয়াছে। আরও কারখানা গড়িয়া উঠিলে এই সকল জিনিষ আর বিদেশ হইতে আমদানী করার দরকার হইবে না এবং বেকার সমস্যারও অনেকটা সমাধান হইবে। এদিকে শিল্পপতিরা দৃষ্টি দিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

ইতর প্রাণিগণও পরস্পর সহযোগিতা ক'রে থাকে ;
কিন্তু তবুও মানুষ প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; কারণ তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে। "সিটিজেন্স অব্ ইণ্ডিয়া"র সাহায্যে ভবিষ্যতের সংস্থান ক'রে আপনার দূরদৃষ্টির পরিচয় দিন।

চেয়ারম্যান—
রায় বাহাদুর রামেশ্বর নাথানী (দুধেওয়ালা)
জেনারেল ম্যানেজার :—
মিঃ পি এস, নারায়ণ
মিঃ বি, বি, মজুমদার, বি, এ ; এল, এল, বি—ম্যানেজার
মিঃ এইচ চক্রবর্ত্তী, বি, এল—সেক্রেটারী

সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া
মিউচুয়াল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
কলিকাতা

P.8.

ন্যাশন্যাল এক্স্প্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ
টেলিফোন বি, বি, ৬২৯৭
৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বি. এন্. চ্যাটার্জ্জী এম-এ, এফ. আর. জি. এস (লণ্ডন), এফ. আর. এস. এ (লণ্ডন),
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রশ্ন

ভারতের শিল্পোন্নতি সাধন করিতে হইলে বিদেশ হইতে শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যবস্থা দরকার। বৃটেনে যন্ত্রপাতির উৎপাদন যেরূপ কম তাহাতে ঐ দেশের দিকে চাহিয়া থাকিলে ভারতের প্রয়োজন মিটিবে না। অন্যান্য দেশে রপ্তানী করিবার মত যন্ত্রপাতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির প্রয়োজন মিটাইতে হইলে ঐ দেশের উপরই ভারতবর্ষকে বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি পাইতে হইলে যে পরিমাণ ডলার আবশ্যক সে পরিমাণ ডলার অদূর ভবিষ্যতে এদেশের পক্ষে সংগ্রহ করা সহজ নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে যুদ্ধের সময়ে ভারতের যে উদ্বৃত্ত ডলার পাওনা দাঁড়াইয়াছিল বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতকে তাহা বিশেষ কিছুই ব্যবহার করিতে দিতেছেন না। বৃটিশ সরকারের নিকট ভারতের যে উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা সঞ্চিত হইয়াছে তাহা ডলারে রূপান্তরিত করিবার সুযোগ দিলে তাহা দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি আনার একটা সুবিধা হইত। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সে সুযোগ প্রদানেও অসম্মত হইয়াছেন। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইলে ঐ দেশের নিকট সাময়িকভাবে ঋণপ্রার্থী হওয়া ছাড়া ভারতের গত্যন্তর দেখা যাইতেছে না। কিভাবে সেই ডলার ঋণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে এক্ষণে তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমেরিকার 'ফরেন কমার্স উইক্‌লী' পত্রে ঐ দেশের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক (Export-Import Bank) সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীরা উহার মারফতে সেই ঋণ পাওয়ার সুযোগ বিবেচনা করিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য নিয়া গত ১৯৩৫ সাল হইতে ঐ ব্যাঙ্কটি পরিচালিত হইতেছে। ঐ ব্যাঙ্কের মূলধনের পরিমাণ বিপুল। সরকারী আইনে (Export-Import Bank Act) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিস্তার কল্পে উহাকে প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পণ্যসামগ্রী কিনিবার মত ডলার সম্পদ না থাকিলে ঐ ব্যাঙ্ক আমেরিকার রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য কোন দেশের আমদানীকারকদিগকে সাময়িকভাবে ডলার ঋণ দিয়া সাহায্য করিতে পারে। ঐ প্রকার ঋণ দিতে গিয়া তাহারা একটা সুদ দাবী করিয়া থাকে। ঋণ প্রদানের একটা সাধারণ সর্ত্ত এই যে, যে দেশের আমদানীকারকেরা (কেবল ইম্পোর্টিং ফার্ম্ম নহে, সাধারণ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও এই শ্রেণীর আমদানী সম্পর্কে উদ্যোগী হইতে পারে) ঐ ঋণ গ্রহণ করিবে সে দেশের গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য জামিন থাকিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যাঙ্ক আমেরিকার বাণিজ্য স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া ইতিমধ্যেই জগতের অনেক দেশকে ডলার ঋণ দিয়া ঐ দেশ হইতে মাল ক্রয়ে সাহায্য করিয়াছে। ভারতের জন্য শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রয়োজনীয়তা যখন যথেষ্টই রহিয়াছে এবং আমেরিকা ছাড়া অন্য কোন দেশ যখন সে প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে না তখন এদেশের শিল্প ব্যবসায়ীরা সাময়িকভাবে ডলার ঋণ পাওয়ার সুবিধার্থ ঐ ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একবার আবেদন করিয়া দেখিতে পারেন। উক্ত ব্যাঙ্ক আইনের সর্ত্ত অনুসারে ঐ শ্রেণীর আবেদন ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া দরকার। বৃটেনের স্বার্থ নির্দ্দেশে পরিকল্পিত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি ডলার ঋণ পাওয়া সম্পর্কে এদেশীয় ব্যবসায়ীদের সহিত সহযোগিতা না করেন তবে উহা তাঁহাদের পক্ষে খুবই অবিবেচনার সামিল হইবে।

ভারতে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান

ভারতে বিদেশী মূলধনে স্থাপিত ও বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত বহু শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পূর্ব্ব হইতে এদেশে কায়েমী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। জাতীয় স্বার্থ ও কল্যাণ দেখিতে হইলে এই সব বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অন্যায় আধিপত্য অচিরে খর্ব্ব করিবার ব্যবস্থা প্রয়োজন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট সে ব্যবস্থা করিবেন দূরের কথা, নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহারা নূতন করিয়া আরও কতিপয় বিদেশী কোম্পানীকে এদেশে তাহাদের কাজ-কারবার গড়িয়া তোলার জন্য ডাকিয়া আনিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। জনরব শুনা যাইতেছে, ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত সর্ত্ত করিয়া দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমপর্য্যায়ে এদেশে ব্যবসা পরিচালনার জন্য কতকগুলি বিদেশী কোম্পানী ইতিমধ্যেই উদ্যোগী

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৩

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আমাদের গ্যারাণ্টিড ডবল বেনিফিট স্কীমে যোগদান করিয়া লাভবান হউন।

নিম্নলিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়

১ বৎসরের জন্য	শতকরা			৫৲
২	"	"	"	৫॥০
৩	"	"	"	৬৲

এই স্কীমে স্থায়ী আমানতের উপর বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট সুদ ছাড়াও উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের শতকরা ৫০৲ দিয়া থাকি।

পত্র লিখিলে আমাদের মাসিক শেয়ার মার্কেট রিভিউ পাঠান হয়।

আমরা ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সর্ব্বপ্রকার শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

গ্রাম : "কমারসিণ্ড"] ৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা [ফোন : বি, বি, ৫৪৪১

CS/4-UPS সুপারভাইজিং ডিরেক্টর—মিঃ টি, দে, এম, এ ; এফ, আর, জি, এস্ (লণ্ডন)

হইয়াছে। নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের চুক্তি করিয়া এইভাবে নূতন করিয়া এদেশে বিদেশী পুঁজিপতিদিগকে লাভের ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করা ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই অনুচিত। এই প্রকার কার্য্যধারার আশঙ্কা করিয়া সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সম্প্রতি এক বক্তৃতায় তাহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, ইহা খুবই সুখের বিষয়। সর্দ্দারজী বলিয়াছেন, এদেশে আসিয়া শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনা সম্পর্কে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যদি কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত কোন চুক্তি করেন তবে ভবিষ্যতে ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইলে তাঁহারা উহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন না। দেশীয় স্বার্থের পক্ষে পরিপন্থী বিবেচিত হইলে ভারতের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ চুক্তি সরাসরি বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন। ভারতের উপর কর্ত্তৃত্ব জাহিরের সুযোগ পাইয়া যে বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট নানা কারসাজিতে এখনও এদেশে বিদেশী পুঁজিপতিদের প্রভাব কায়েম করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এই সময়োচিত সাবধানবাণীতে তাঁহাদের চৈতন্য হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে বাণিজ্যসম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। প্রাক্-যুদ্ধ যুগের তুলনায় ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় পাঁচ গুণ অধিক মূল্যের জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে। বৃটেন অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত উদ্বৃত্ত পশম ও অন্যান্য জিনিষ ক্রয় না করিলে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে আমদানী মালের পরিমাণ ও মূল্য অনেক বেশী হইত।

যুদ্ধোত্তর যুগেও ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ায় এই বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব বলিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় ভারত সরকারের বাণিজ্য কমিশনার মিঃ আর, আর, সাক্সেনা মনে করেন। তিনি এ বিষয়ে কয়েকটী মূল্যবান ইঙ্গিতও দিয়াছেন। যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ অষ্ট্রেলিয়ায় কয়েকটী পণ্যের বাজার হারাইতে পারে, তথাপি পাট, তিসি, চিনাবাদাম, গালা, অভ্র, চামড়া, চা, কফি প্রভৃতি রপ্তানী করিতে ভারতের অসুবিধা হইবে না। এই সকল পণ্য রপ্তানীর ব্যাপারে ভারতবর্ষকে তেমন কোন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে না।

মিঃ সাক্সেনার মতে প্রতিদানে অষ্ট্রেলিয়া ভারতবর্ষে নানারূপ কলকব্জা প্রেরণ করিতে পারিবে। মিঃ সাক্সেনা কাগজ তৈয়ারীর কল হইতে আরম্ভ করিয়া ইঞ্জিন, ষ্টীম রোলার প্রভৃতি বহুবিধ জিনিষের তালিকা দিয়াছেন।

মিঃ সাক্সেনার প্রস্তাব খুবই ভাল এবং বৃটেন, আমেরিকা বা ইউরোপের কোন দেশ হইতে যখন বর্ত্তমানে কলকব্জা আমদানী করা সম্ভব হইতেছে না তখন অষ্ট্রেলিয়ার নিকট কলকব্জা পাইলে ভারতীয় শিল্পপতিগণ ও জনসাধারণ খুসীই হইত, কিন্তু গলদ যে গোড়ায়! বৃটিশ ও ভারত সরকার অষ্ট্রেলিয়া হইতে কলকব্জা আমদানীর কথা শুনিলেই ত আঁৎকাইয়া উঠিবেন। অভাগা বৃটেনের তাহা হইলে কি হইবে! বেশী যুক্তিতর্ক দেখাইলে ষ্টার্লিং ব্যালান্সের ব্রহ্মাস্ত্র ত হাতেই রহিয়াছে! আর তাহা ছাড়া কৃষি-প্রধান ভারতের অত শিল্পোন্নতির দিকে নজর দিলেই বা চলিবে কেন? বৃটেন তাহা হইলে কোথায় বাজার পাইবে? কাজেই মিঃ সাক্সেনা প্রস্তাব ভালই করিয়াছেন, তবে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ ইত্যাদি।

আগষ্ট মাসে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গত এপ্রিল হইতে প্রতিমাসেই ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর আধিক্য দেখা যাইতেছিল। সম্প্রতি ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গত আগষ্ট মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে। ঐ মাসে বাহির হইতে ভারতে ২১ কোটী ১৭ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছে। অপর দিকে ঐ মাসে এদেশ হইতে বিদেশে ২১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়াছে। কাজেই মোট বাণিজ্যের হিসাবে ভারতের ২২ লক্ষ টাকা অনুকূল উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যে ভাবে এই উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ কিছু আশ্বস্তি বোধ করা যায় না। বিদেশ হইতে কিছু মাল ভারতে আমদানী হইয়া প্রতিমাসেই তাহা বিভিন্ন দেশে পুনরায় রপ্তানী হয়। গত আগষ্ট মাসে সেই পুনঃ রপ্তানী বা রি-এক্সপোর্টের পরিমাণই আসলে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জুলাই মাসে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে পুনঃ রপ্তানী হইয়াছিল। আগষ্ট মাসে সেস্থলে ৪ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার মাল পুনঃ রপ্তানী হইয়াছে। অপর দিকে ভারতীয় মাল রপ্তানীর পরিমাণ এবার পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। জুলাই মাসে ভারত হইতে ১৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। আগষ্ট মাসে সেস্থলে ১৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মাল বাহিরে প্রেরিত হইয়াছে। ভারতীয় মালের বদলে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মাল পুনঃ রপ্তানী হইয়া বহির্ব্বাণিজ্যের মোট হিসাবে এদেশের অনুকূল উদ্বৃত্ত দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু বহির্ব্বাণিজ্যের সে গতি এদেশের পক্ষে শুভ বা কল্যাণকর বলা যায় না। ভারতে বিদেশী মাল আমদানী ও এদেশ হইতে ভারতীয় মাল রপ্তানীর দিক দিয়া আলোচ্য আগষ্ট মাসে রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর একটা শোচনীয় আধিক্যই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ভারতের কল্যাণ দেখিতে হইলে এদেশীয় মালের রপ্তানী বাড়াইয়া বহির্ব্বাণিজ্যের বিরূপ গতি আমাদিগকে প্রতিরোধ করিতেই হইবে।

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা।

বিলিকৃত মূলধন— ৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ২ ,, ,,
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৭॥০ লক্ষ ,,

বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্
মিঃ জি ডি বিড়লা (চেয়ারম্যান)
মিঃ এম এ ইস্পাহানি (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি সরাইয়া (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ অনন্তচরণ লাহা
মিঃ মহাদেও এল্ দহনুকর
মিঃ নবীনচন্দ্র মফৎলাল
মিঃ মদনমোহন আর রুইয়া
মিঃ মতিলাল তাপুরিয়া
মিঃ বৈজনাথ জালান
মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা
স্যার আদমজী হাজী দায়ুদ কে, টি

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ বি টি ঠাকুর (জেনারেল ম্যানেজার)

ভারতের সর্ব্বত্র এবং বাহিরে শাখা ও পে-অফিস আছে।

কলিকাতা মেন—ও এইচ্ ঘিওয়ালা, ম্যানেজার
বড়বাজার—জে পি সেনগুপ্ত, ম্যানেজার
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—এ পাল, ম্যানেজার
ভবানীপুর—এম্ এম্ ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার

যুদ্ধোত্তর বাঙ্গলার কৃষি সমস্যা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধোত্তর বিবিধ সমস্যার সমাধান ও দেশের শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের ন্যায় ভারত সরকার ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি বহু পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সকল পরিকল্পনায় কৃষিসমস্যা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে ইহা স্বাভাবিকও বটে। বাঙ্গলা সরকার প্রধানতঃ কৃষির উন্নতির জন্য প্রথম পাঁচ বৎসরে ১৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর বাঙ্গলায় যে বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাস্ফীতি নীতি, বঞ্চনা নীতি, নিয়ন্ত্রণের অব্যবস্থা, শাসনযন্ত্রের অকর্ম্মণ্যতা, খাদ্যাভাব, এক শ্রেণীর চোরাকারবারীদের অর্থ গৃধ্নুতা, যুদ্ধের প্রয়োজনে সামরিক বিভাগের নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষের বিপুল চাহিদা সমস্ত মিলিয়া বাঙ্গলায় যে মন্বন্তরের সৃষ্টি করিয়াছিল, সমগ্র কৃষিব্যবস্থার উপর তাহার প্রভাব গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পরিকল্পনায় একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন বলিলে চলে। দেশের নেতৃবৃন্দ ও মনীষীদের দৃষ্টিও আশানুরূপভাবে এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই।

১৩৫০ সালের মন্বন্তর বাঙ্গলার কৃষিব্যবস্থার ও কৃষিজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি করা হইবে না। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইবার পর বাঙ্গলা দেশের কৃষিব্যবস্থায় এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও দূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন আর কখনও হয় নাই। সংখ্যাতত্ত্বের দিক হইতে এ বিষয়ে কিছু কিছু প্রমাণ ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে। আরও ব্যাপকভাবে এই মহামন্বন্তরের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই, তথাপি আপাততঃ যেটুকু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতেই উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

বাঙ্গলাদেশের কৃষিব্যবস্থার উপর ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের প্রভাবকে প্রধানতঃ দুই দিক হইতে পর্য্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ আয়ের দিক হইতে এবং দ্বিতীয়তঃ পেশার দিক হইতে। আয়ের দিক হইতেই বাঙ্গলায় কৃষিকার্য্যে লিপ্ত বা কৃষির আয়ের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা প্রথমে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। * কৃষিকার্য্যে লিপ্ত ও কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকদের প্রধানতঃ চারটী শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন—কৃষক, ভূম্যধিকারী, বর্গাদার, কৃষিমজুর ও জমিদার, মহাজন, জোতদার প্রভৃতি। ভূমিরাজস্ব কমিশনের হিসাবে দেখা যায় যে, বাঙ্গলায় চাষের জমির শতকরা ৬৬ ভাগ কৃষক ভূম্যধিকারীর হাতে। কৃষক ভূম্যধিকারী বলিতে যে কৃষক জমির মালিকও বটে এবং জমি চাষও করিয়া থাকে এইরূপ কৃষককে বুঝায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই শ্রেণীর কৃষককে কৃষক ভূম্যধিকারী অথবা শুধু কৃষক বলিয়া উল্লেখ করা হইবে।

রাজস্ব, খাজনা, উৎপাদনের খরচা এবং সুদ বাবদ কৃষকদের যে ব্যয় হয় তাহা বাদ দিলে ১৯৩৭ হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর সমগ্র বাঙ্গলায় এই শ্রেণীর কৃষকদের ৫০ হইতে ৯০ কোটি টাকা নিট আয় হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে এই নিট আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সময় প্রতি বৎসর কৃষকদের নিট আয় মোট আয়ের শতকরা এইরূপ ভাগ দাঁড়াইয়াছিল :—১৯৩৭-৩৮ সালে ৬২.২ ভাগ, ১৯৩৮-৩৯ সালে ৫৮'৪ ভাগ, ১৯৩৯-৪০ সালে ৭২.৪ ভাগ, ১৯৪০-৪১ সালে ৬৪ ৫ ভাগ, ১৯৪১-৪২ সালে ৬৭'৯ ভাগ ও ১৯৪২-৪৩ সালে ৬৬.৪ ভাগ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃষকদের বলা হয় বর্গাদার। ইহাদের কাহারও কাহারও সামান্য জমি থাকে, কিন্তু ইহাদের আয় হয় প্রধানতঃ অন্যের জমি চাষ করিয়া। ভূমিরাজস্ব কমিশনের হিসাবে দেখা যায় যে, বাঙ্গলার মোট কর্ষিত ভূমির শতকরা ২১ ভাগ চাষ করা হয় বর্গা ব্যবস্থায়। জমির মালিকের পাওনা, উৎপাদনের খরচা (নিজের শ্রম বাদে) এবং ঋণের সুদ বাদ দিয়া সমগ্র বাঙ্গলায় বর্গাদার শ্রেণীর ১৯৩৭ হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরের নিট আয় হইয়াছে ৫ হইতে ৯ কোটি টাকা। মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ২৩ হইতে ৪২ কোটি টাকা। ১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে ১৯৪২-৪৩ সাল পর্য্যন্ত বর্গাদারদের নিট আয় মোট আয়ের শতকরা এইরূপ ভাগ দাঁড়াইয়াছিল :—১৯৩৭-৩৮ সালে ১৮.৪ ভাগ, ১৯৩৮-৩৯ সালে ১৫.৩ ভাগ, ১৯৩৯-৪০ সালে ২৭.১ ভাগ, ১৯৪০-৪১ সালে ২০.০ ভাগ, ১৯৪১-৪২ সালে ২১.৪ ভাগ ও ১৯৪২-৪৩ সালে ১৯.৮ ভাগ।

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে কৃষিমজুর। কৃষিমজুরদের মোট আয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা কঠিন, কারণ এই আয় নির্দ্ধারণের নির্ভরযোগ্য কোন পন্থা এখনও আবিষ্কার করা যায় নাই। তথাপি মোটামুটি একটী হিসাব ধরা চলে। বাঙ্গলায় মোট কর্ষিত জমির শতকরা ১৩ ভাগ কৃষিমজুররা চাষ করে। চাষের জমির পরিমাণকে ভিত্তি করিয়া এবং কৃষিমজুররা মোট আয়ের শতকরা ৪০ ভাগের কম পায় ইহা ধরিয়া লইয়া বলা যায় যে, সমগ্র বাঙ্গলায় কৃষিমজুরদের নিট আয় ৮০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা হইবে।

উল্লিখিত তিনটী শ্রেণীই কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। চতুর্থ শ্রেণীর সহিত উৎপাদনের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু এই শ্রেণী প্রধানতঃ কৃষির আয়ের উপর নির্ভরশীল। জমিদার, জোতদার, মহাজন প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪২ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর এই শ্রেণীর নিট আয় হইয়াছে ২৫ হইতে ৩২ কোটি টাকা। এই শ্রেণীর নিট আয় ১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে ১৯৪২-৪৩ সাল পর্য্যন্ত মোট আয়ের শতকরা এইরূপ ভাগ দাঁড়াইয়াছিল :—

১৯৩৭-৩৮—৮৭.৯ ভাগ, ১৯৩৮-৩৯—৮৬'৬ ভাগ, ১৯৩৯-৪০—৮৮'৮ ভাগ, ১৯৪০-৪১—৮৬'৮ ভাগ, ১৯৪১-৪২—৮৯'৫ ভাগ, ১৯৪২-৪৩—৮৯'২

* Distribution of Agricultural Income in Bengal—Ambika Ghosh—Marxsit Miscellany, Vol. III

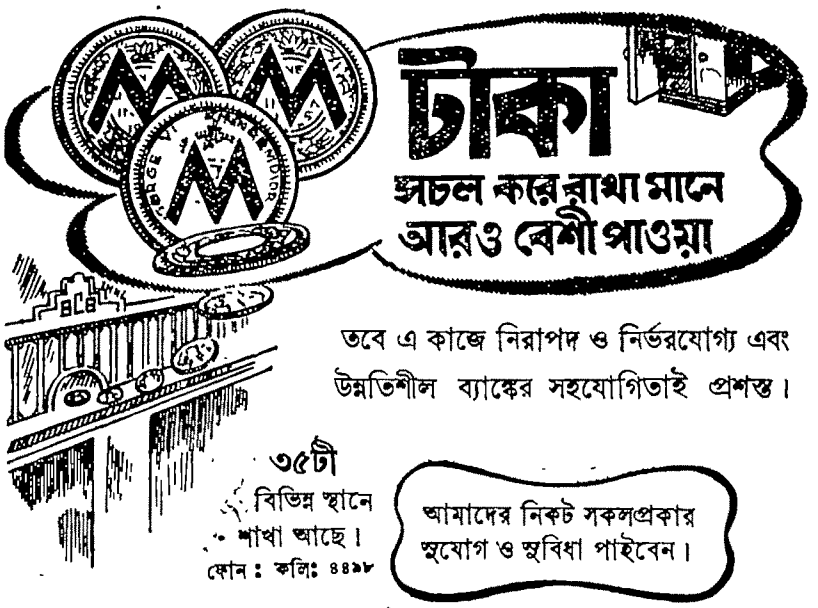

মূল্য কমিল !!!

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, মাদার টিংচার, স্পিরিট, সুগার অব্ মিল্ক, বাইওকেমিক টিস্যুরেশন ও ট্যাবলেট, গ্লোবিউল, ব্ল্যাঙ্ক ট্যাবলেট, ডিস্কেট, শিশি, কর্ক, আলকালকা টনিক, সিনেরেরিয়া মেরিটিমা (সাক্কাস), মেল্লোলা টনিক, ট্যাবলেট ইত্যাদি।

মূল্য তালিকা বিনামূল্যে।

প্রস্তুতকারক : হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং কোং

ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ও প্রধান অফিস—৪২,৫৬ ও ৫৭ সাউথ এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ৩৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বেনারস ব্রাঞ্চ : গোধুলিয়া, বেনারস সিটি, ইউ, পি।

ভাগ। সংখ্যাতত্ত্ব গবেষক শ্রীযুক্ত অম্বিকা ঘোষ উল্লিখিত তথ্যগুলি উপস্থিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সমাজের চেহারা দাঁড়াইয়াছে ঠিক মিশরের পিরামিডের মত। মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১২ ভাগ মোট কৃষি আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ ভোগ করিতেছে। বাকী ৭৫ ভাগের মধ্যে জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ পাইতেছে ৬৫ ভাগ এবং শতকরা ৯ ভাগ পাইতেছে শতকরা ২৮ জন লোক। কোন্ শ্রেণী মোট জনসংখ্যার কত ভাগ ও তাহাদের আয় মোট আয়ের শতকবা কত ভাগ তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

পেশা	জনসংখ্যার শতকরা	মোট নিট আয়ের শতকরা
কৃষক	৬০	৬৪.৭
বর্গাদার	১০	৬.৫
কৃষিমজুর	১৮	২.৮
	৮৮	৭৪.০
জমিদার, জোতদার প্রভৃতি	১২	২৬.০

গবর্ণমেণ্টের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা এবং জনসাধারণের স্বার্থ-বিরোধী কৃষি ও শিল্পনীতির ফলে বাঙ্গলার সামাজিক কাঠামো এবং কৃষি-ব্যবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে ১৯৩৭ হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত ৬ বৎসরের তথ্য হইতে তাহার পরিষ্কার আভাষ পাওয়া যায়। ১৯৪৩ সালের পর আর বিস্তৃত তথ্য তালিকা পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সামাজিক কাঠামো ও কৃষিব্যবস্থার রূপ পরিবর্ত্তনের উল্লিখিত ধারাই যে দুর্ভিক্ষের ফলে সহস্রগুণ প্রবল হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মেদিনীপুর জেলায় শ্রীযুক্ত অম্বিকা ঘোষ যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। সংখ্যাতত্ত্বগবেষক শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রাধানাধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা ও সিদ্ধান্ত উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল। †

দুর্ভিক্ষের পর কাঁথি মহকুমার ছয়টি গ্রামের ২৫৪টী পরিবারের মধ্যে (লোকসংখ্যা ৯৪০) অনুসন্ধান করিয়া ‡ দেখা গিয়াছে যে, এক একর বা তাহার কম একর জমির মালিক এইরূপ ৯৪টী পরিবারের শতকরা ২৩.৪ জন তাহাদের সমস্ত জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে, এক হইতে দুই একর জমির মালিক এইরূপ ৩৫টী পরিবারের শতকরা ৮'৬ জন তাহাদের সমস্ত চাষের জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে, ২ হইতে ৩ একর জমির মালিক এইরূপ ২০টী পরিবার অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর শতকরা ১৫টী পরিবার তাহাদের সমস্ত জমি হারাইয়াছে।

† Destitution of Contai Thana—Ramkrishna Mukherjee, Modern Review, December, 1944.
The Problem of Rehabilitation, —Prof. K. P. Chattopadhya, Science and Culture, February, 1945.

‡ Contai after the Cyclone and Food-Crisis — Ambika Ghosh—Marxist Miscellany—Vol. IV.

এই সকল সংখ্যা হইতে মোটামুটি দুইটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমতঃ জমির মালিকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে এবং জমিহীন কৃষকের সংখ্যা অভূতপূর্ব্বভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, স্বল্পপরিমাণ জমির মালিক, যাহারা জমি বিক্রয় করিয়াছে বা করিতেছে তাহারাই বেশী।

ফ্লাউড কমিশন বলিয়াছিলেন যে, ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইলেও একটী কৃষক পরিবারের অন্ততঃপক্ষে ৫ একর বা প্রায় ১৫ বিঘা জমি প্রয়োজন। কিন্তু ৫ একর জমি আছে এরূপ কৃষকের সংখ্যা বাঙ্গলায় খুবই অল্প। শুধু কাঁথি মহকুমার হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে, ৩ একরের উপর জমি আছে এরূপ কৃষক পরিবারই নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার মত চাষের জমিও যাহাদের নাই দুর্ভিক্ষের কবলে তাহারাই সর্ব্বাগ্রে বিধ্বস্ত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত আয়ের দিক হইতে আমরা কৃষি-সমস্যা আলোচনা করিয়াছি, এখন পেশার দিক হইতে ইহা আলোচনা করা যাউক। কাঁথি মহকুমার উল্লিখিত ২৫৪টী পরিবার হইতে দুর্ভিক্ষের ফলে পেশা পরিবর্ত্তনের যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

পেশা	উপার্জ্জনকারীর সংখ্যা ১৯৩৯	১৯৪৪
কৃষি ও কৃষির সহিত অন্য কিছু	২৩৩	১৪১
কৃষি ও মজুরী	৮৭	৪৭
কৃষিমজুর	৩২	৭২
কারিগর	৩১	৩২
ছোটখাট ব্যবসা	১০	৩
বিবিধ	২১	১৫
বিশেষ কোন কাজে নিযুক্ত নহে (unproductive)	৪	১০
বেকার	৯	১৪

এই সকল সংখ্যা হইতে দেখা যাইবে কৃষিজীবনে কি বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কৃষিই যাহাদের প্রধান পেশা ছিল এরূপ ৩২০ জন লোকের মধ্যে ১৩২ জন লোকের অর্থাৎ শতকরা ৪১ জন লোকের কৃষি আর প্রধান পেশা নাই।

পেশার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে, দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর একটী বিরাট অংশ জমিহীন হইয়া কৃষিমজুরে পরিণত হইয়াছে। যাহারা মরিয়াছে বা দুঃস্থ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা এখানে ধরা হইল না। বর্ত্তমানে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে, দরিদ্র কৃষকশ্রেণীর একটী বিরাট অংশ কৃষিমজুরে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাদের জমিগুলি জমিদার, জোতদার, মহাজন এবং কিছু সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকদের হাতে পড়িয়াছে।

বাঙ্গলার কৃষিজীবনের এই পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কৃষির উন্নতিবিধানের জন্য কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা :—প্রথমতঃ, দুর্ভিক্ষের ফলে দরিদ্র কৃষকদের যে সমস্ত জমি হস্তান্তরিত হইয়াছে যথাসম্ভব সেগুলি প্রাক্তন মালিকদের প্রত্যর্পণ করা। এ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার একটি আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু আইনটি বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। আইনটী প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করিয়া তৎপরতার সহিত প্রয়োগ করিলে কিছুটা ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু জমির প্রাক্তন মালিকদের অর্থ সাহায্য না করিলে তাহারা জমি ফেরৎ লইতে পারিবে কি না সন্দেহ। কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ঐ প্রকার জমি গবর্ণমেণ্টের বন্ধকী সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট টাকাটা দিয়া দিলেই সমস্যার সমাধান হয়। ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। গবর্ণমেণ্ট কো-অপারেটিভ বা জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক মারফৎ ইহা করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ পল্লী অঞ্চলে ছোট ছোট শিল্পের প্রসারে সাহায্য করিয়া কৃষিমজুরদের একটী অংশকে বাদ দিবার ব্যবস্থা করা এবং কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত কৃষিমজুরদের জন্য নিম্নতম মজুরীর হার বাঁধিয়া দেওয়া। তৃতীয়তঃ, বর্গা চাষ সংক্রান্ত আইন সংশোধন বা প্রণয়ন করিয়া বর্গাদারদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা। চতুর্থতঃ চাষের উপযোগী পতিত জমি ফেলিয়া না রাখিয়া দরিদ্র কৃষক, বর্গাচাষী বা কৃষিমজুরদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা। পঞ্চমতঃ অ-কৃষকদের নিকট হস্তান্তরিত কোন চাষের জমি যাহাতে পড়িয়া না থাকে এবং কৃষি ব্যতীত অন্যকার্য্যে ব্যবহৃত না হয় তজ্জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা। এই জন্য পাঞ্জাব জমি হস্তান্তর আইনের ভিত্তিতে আরও ব্যাপক ও উন্নততর আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করা সঙ্গত হইবে।

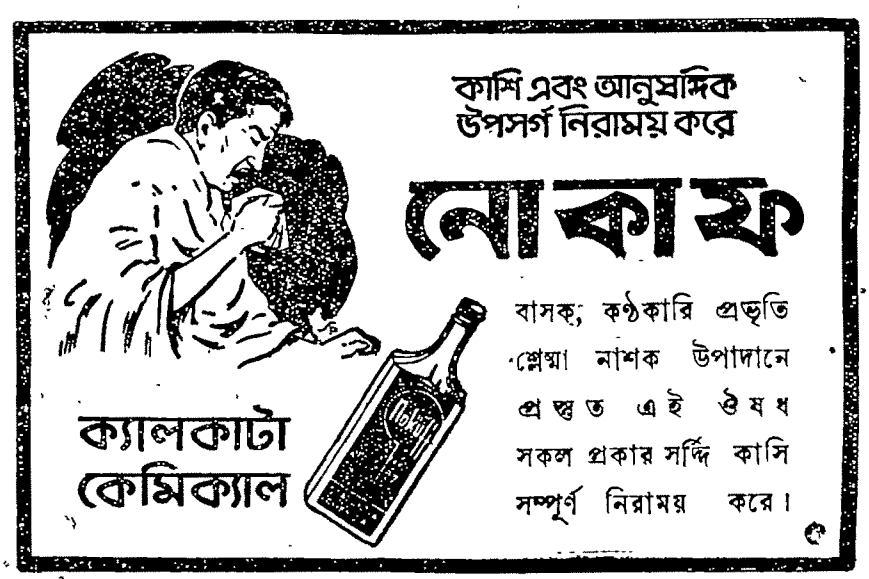

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

(১) গোল আলু

কলিকাতার খাদ্যসমস্যার প্রথম অধ্যায় 'গোল আলুর' আলোচনা দ্বারা আরম্ভ করা হইল। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত তিনমাস কাল কলিকাতায় গোল আলুর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। গরীব এবং মধ্যবিত্ত বহু পরিবার এই তিন মাস গোল আলু খাইতে পারে নাই। আলুর খুচরা দর প্রতি সের ৩৲ টাকার উপরে উঠিয়া যায়। বাঙ্গলা সরকার আসাম এবং মাদ্রাজ হইতে সামান্য পরিমাণ আলু আনিয়া কয়েকটী বাজারে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু কলিকাতা সহরের প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী আলুর পরিমাণ সমুদ্রে শিশির বিন্দুর মতই অনুভব হইয়াছিল। কনট্রোল দোকানের সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন বাঁধিয়া অপেক্ষা করিয়াও বহু লোক নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং অফিস যাওয়ার তাড়ায় অনেকেই নিয়ন্ত্রিত আলু ক্রয় করার চেষ্টা নিরর্থক মনে করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরেও গোল আলুর দাম প্রতি সের ১৷৷০ দেড় টাকার উপরে উঠিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ন্যায় এবারেও নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিভিন্ন বাজারে আসাম, মাদ্রাজ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে আনীত সরকারী আলু বিক্রয় হইয়াছে; কিন্তু ইহার পরিমাণ এত কম যে, তাহাতে মূল সমস্যার বিন্দুমাত্রও সমাধান হয় নাই।

কলিকাতায় কি পরিমাণ আলু দৈনিক বিক্রয় হয় তাহার কোন হিসাব নাই। কিন্তু সকল তরিতরকারীর মধ্যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে গোল আলুর প্রচলনই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বড় বড় সাহেবী হোটেল এবং রেষ্টুরেণ্টেও গোল আলুর যথেষ্ট কদর আছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে সারা বৎসরে বিভিন্ন স্থান হইতে কলিকাতায় প্রায় ২৫ লক্ষ মণ গোল আলু আমদানী হইত। গড়ে ৪৲ টাকা হিসাবে প্রতি মণের দাম ধরিলে ইহার আনুমানিক মূল্য দাঁড়ায় প্রায় এক কোটী টাকা। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হাওড়া, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার নানাস্থানে প্রভূত পরিমাণ গোল আলু উৎপন্ন হইয়া থাকে। জানুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জুলাই মাস পর্য্যন্ত সাতমাস কাল এই সমস্ত জেলার প্রধান প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র হইতে কলিকাতায় প্রায় ৩ লক্ষ মণ আলু আমদানী হয়। এই সমস্ত আলু সাধারণতঃ রেলযোগেই কলিকাতায় আনীত হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময় মালগাড়ীর অভাবে বহুস্থান হইতে নৌকাযোগে গোল আলু আমদানী হইয়াছে। যে সমস্ত রেল ষ্টেশন হইতে বেশী পরিমাণ আলু কলিকাতায় রপ্তানী হয় তন্মধ্যে তারকেশ্বর, হরিপাল, গুরুপ, মেমারী এবং শেওড়াফুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিহার প্রদেশের বক্তিয়ারপুর, দীপনগর, পাটনা জংশন, মারহাওড়া, মোকামাঘাট প্রভৃতি ষ্টেশন হইতে নবেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত সময় মধ্যে প্রতি বৎসর ২ লক্ষ হইতে ২½ লক্ষ মণ গোল আলু আসিয়া থাকে। এই সময় মধ্যে যুদ্ধের পূর্ব্বে সংযুক্ত প্রদেশ হইতে প্রায় ৬ লক্ষ মণ গোল আলু আমদানী হইত। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে সংযুক্ত প্রদেশ গবর্ণমেণ্ট গোল আলুর রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত করায় বিগত কয়েক বৎসর সংযুক্তপ্রদেশ হইতে কলিকাতায় গোল আলু আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৫০ হাজার মণেরও নীচে নামিয়া গিয়াছে। জুন মাস হইতেই গোল আলুর আমদানী হ্রাস পাইতে থাকে এবং জুলাই মাসের মধ্যভাগ হইতে বাজারে আলুর অভাব বেশ ভালভাবেই পরিদৃষ্ট হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে জুন মাস হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই ছয়মাসকাল সময় মধ্যে ব্রহ্মদেশ হইতে জাহাজযোগে কলিকাতায় ৮ হইতে ৯ লক্ষ মণ গোল আলুর আমদানী হইত। ব্রহ্মদেশ শত্রু-কবলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং বর্ষার কয়েকমাস কলিকাতায় আলুর ভয়ানক অভাব দেখা দেয়। বর্ষাকালে ব্রহ্মদেশীয় আলু ব্যতীত আসাম প্রদেশের গৌহাটী এবং শিলং হইতেও রেলযোগে প্রায় ৫০ হাজার মণ গোল আলু আসিত। ব্রহ্মদেশীয় আলুর আমদানী বন্ধ হইয়া কলিকাতায় আলুর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় যুদ্ধের কয়েক বৎসর মাদ্রাজ এবং সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশের সিমলা, কাল্‌কা এবং এমন কি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতেও কলিকাতায় গোল আলুর আমদানী হইয়াছে। উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, বীজের জন্য যুদ্ধের পূর্ব্বেও পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজ হইতে গোল আলু আসিত। কিন্তু খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত আলুর মূল্য কম থাকায় পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজ হইতে আলু আমদানী বিশেষ লাভজনক ছিল না। যুদ্ধের প্রথম ২।৩ বৎসর মাদ্রাজ হইতে প্রায় ১৷৷ লক্ষ মণ এবং পাঞ্জাব হইতে প্রায় ৫০ হাজার মণ আলু কলিকাতায় আসিয়াছে।

কলিকাতায় গোল আলুর যে কয়েকটী পাইকারী বাজার আছে তন্মধ্যে ষ্ট্রাণ্ড রোডের নিকটবর্ত্তী পোস্তা বা আলু পোস্তা সর্ব্বপ্রধান। বাঙ্গলার বাহির হইতে যে সমস্ত গোল আলু কলিকাতায় আমদানী হইত বা এখনও হইয়া থাকে তাহার শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী পোস্তা বাজারের মারফতে বিক্রয় হইয়া থাকে। এই বাজারে প্রায় ৪০ জন গোল আলুর পাইকার বা কমিশন এজেণ্ট আছে। ইহাদের মধ্যে ১৫।২০টী প্রতিষ্ঠান বিশেষ বিত্তশালী এবং ব্রহ্মদেশ, পাঞ্জাব, সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার, আসাম প্রভৃতি দূরবর্ত্তী প্রদেশেও ইহাদের ব্যবসায় বিস্তৃত আছে। বাহির হইতে যে সমস্ত ব্যাপারী কলিকাতায় গোল আলু রপ্তানী করে

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৪
রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা
সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—শাখাসমূহ—
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও মতিহারি।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।
ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—
মিঃ অমিয় গুহ।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস: মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার:
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

পোস্তার এই কয়েকটী প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহাদের পুরুষানুক্রমে ব্যবসায় সম্পর্ক রহিয়াছে। মাল-গাড়ীতে আলু বোঝাই হওয়ার পর রপ্তানীকারকগণ মালের রসিদ কমিশন এজেন্টগণের নিকট ডাক-যোগে পাঠাইয়া দেয় কিংবা নিজে আসিয়াও দিয়া থাকে। কমিশন এজেন্ট হাওড়া, শিয়ালদহ কিংবা ষ্টীমার ঘাট হইতে মাল খালাস করিয়া নিজেদের গুদামে নিয়া যায় এবং বিভিন্ন বাজারের দোকানদারগণের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। কমিশন এজেন্ট মূল্যের উপর সাধারণতঃ টাকা প্রতি দুই পয়সা কমিশন বা দালালী পায়। ইহাতেই পোস্তার কয়েকটী প্রতিষ্ঠান লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হইয়াছে।

হাওড়া, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা হইতে যে সমস্ত গোল আলু আমদানী হয় তাহার অধিকাংশই পোস্তাবাজারে বিক্রয় হয়। কতকাংশ খিদিরপুর, শ্যামবাজার এবং শিয়ালদহের কোলে বাজারেও বিক্রয় হইয়া থাকে। দেশী আলু শীতকালে উৎপন্ন হয় এবং তখন আলুর মূল্যও কম থাকে বলিয়া কমিশন এজেন্টগণ দেশী আলুর উপর সাধারণতঃ চারি আনা কমিশন বা দালালী পাইয়া থাকে।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় গোল আলুর মূল্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত তালিকা হইতে তাহা মোটামুটি বুঝা যাইবে :—

কলিকাতায় প্রতি মণ গোল আলুর পাইকারী দাম

	মার্চ্চ	অক্টোবর
১৯৩৬	১॥০ হইতে ২৲	৩॥০ হইতে ৪৵০
১৯৪০	২৲ হইতে ২।০	৪৸০ হইতে ৫।৶০
১৯৪১	২৵০ হইতে ২।৵০	৬॥০ হইতে ৬৸০
১৯৪২	৩৲ হইতে ৪৲	১২৸০ হইতে ১৪৲
১৯৪৩	৫৲ হইতে ৭॥৵০	২২॥০ হইতে ২৯৲
১৯৪৪	৫৸০ হইতে ৯।৵০	২৭৲ হইতে ৫০৲
১৯৪৫	৫৲ হইতে ১২৲	৩৫৲ হইতে ৪৪৲

ব্রহ্মদেশ হইতে গোল আলুর আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলেই আগষ্ট হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় আলুর বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং মূল্যও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। মূল্যবৃদ্ধির দরুণ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জেলাসমূহে আলুর চাষ গত ৩।৪ বৎসরে কতকটা প্রসার লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কলিকাতার মত বৃহৎ নগরীর চাহিদার শতকরা ১০।১২ ভাগও মিটে কি-না সন্দেহ। বীজের অভাব এবং উচ্চ মূল্যের দরুণ এ অঞ্চলে গোল আলুর চাষ আশানুরূপ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ৩।৪ বৎসর যাবৎ বীজ আলু সংগ্রহের জন্য চাষীকে যথেষ্ট অর্থব্যয় এবং অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করিতে হইতেছে। মফঃস্বল হইতে চাষীর দল কাতারে কাতারে শেওড়াফুলি এবং পোস্তা বাজারে ভীড় করিয়াছে এবং বীজ সংগ্রহ না করা পর্য্যন্ত রাজপথে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ১৯৪৪ সালে শেওড়াফুলি বাজারে এক সময়ে বীজ আলুর মূল্য প্রতি মণ ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত যে পরিমাণ গোল আলু কলিকাতায় আমদানী হয় তাহার কতকাংশ ঠাণ্ডা গুদামে (Cold Storage) রাখিয়া পরবর্ত্তী কয়েক মাস বিক্রয় করার ব্যবস্থা করিলে কলিকাতার গোল আলু সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যবসায়ীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। এপ্রিল মাসে কয়েকশত মণ আলু ঠাণ্ডা গুদামে পরীক্ষামূলকভাবে রাখিয়া আগষ্ট, সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে তাহা বাজারে বিক্রয় করিলেই ইহার ফলাফল বুঝা যাইতে পারে। অবশ্য বর্ত্তমানে কলিকাতায় যে কয়টী ঠাণ্ডা গুদাম আছে তাহা দ্বারা ব্যবসায় হিসাবে গোল আলু সংরক্ষণ করা চলে না। বর্ত্তমানে ঠাণ্ডা গুদামের অধিকাংশই সামরিক প্রয়োজনে নিয়ত। উদ্বৃত্ত যে স্থান আছে তাহা অপ্রচুর। আলু সংরক্ষণের জন্য আরও বৃহদাকার ঠাণ্ডা গুদামের প্রয়োজন। সহরে অর্থ এবং উৎসাহী ব্যবসায়ীর অভাব নাই। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে পরীক্ষা-মূলকভাবে আলু সংরক্ষণ করিয়া ইহার ফলাফল জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিলেই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এই বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইবে।

গ্রামে ব'সে সহরের সুখ সুবিধা

আর্বান

ইকনমিক

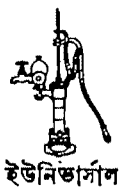
ইউনিভার্সাল

'কল খুললেই জল' এতদিন সহরেই এই সুবিধা পাওয়া গেছে। ভারতের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য্য সুরুতে মায়ার লিফ্‌ট্ ও ফোর্স পাম্পগুলি সহরের এই জলের সুবিধা গ্রামেও এনে দিয়েছে। বর্ত্তমানে জলসরবরাহের জন্য যে সব কুয়ো, টিউব-ওয়েল ও পুকুর আছে সেইগুলি থেকে অনায়াসে জল তুলে এই পাম্পগুলি গ্রামবাসীদের যখন তখন বা বড়বাদলে জল আনার অসুবিধা দূর করেছে।

বাড়ীতে মায়া পাম্প বসালে ধারাস্নানের বিলাসিতা ও কলের জলের সুবিধা আপনি গ্রামে বসেও ভোগ করতে পারবেন। মাটির তলায় পঁচিশ ফুট অবধি নিচু থেকে জল তুলে মাটি থেকে ষাট ফুট ওপরে বসানো ট্যাঙ্কে এই পাম্প জল পৌঁছে দিতে পারে।

এই সুদৃঢ় মায়া পাম্পগুলি শুধু ডিজাইনেই নিখুঁত নয়—দামেও কম। বিশদ বিবরণীর জন্য পত্র লিখুন।

মায়া লিফ্‌ট এণ্ড ফোর্স পাম্প

প্রচারক:—মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
৩৬এ, রসা রোড, কলিকাতা।

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

অনুমোদিত মূলধন—	২,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	১,০০,০০,০০০৲	,,
বিক্রীত মূলধন—	১,০০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কলসহ)	৬০,০০,০০০৲	টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৫,০০,০০০৲	,, ,,
আমানত—	১০,৭৫,০০,০০০৲	,, ,,
কার্য্যকরী মূলধন—	১২,০০,০০,০০০৲	টাকার উপর

বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্রে ও বোম্বাইতে শাখা আছে।

সকল প্রকার বৈদেশিক বিনিময়ে কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বাঙ্গলার গভর্ণর মিঃ কেসির সহিত মহাত্মা গান্ধীর উপর্য্যুপরি চার দিন দীর্ঘস্থায়ী সাক্ষাৎ ও আলোচনা হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে সংবাদপত্রে মহাত্মাজীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য মিঃ কেসির ব্যক্তিগত আগ্রহের কথা প্রকাশ হওয়ায় প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারকে অনেকে উভয়ের এক ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পর পর চার দিবস আলোচনা চলায় এখন এই সাক্ষাৎকারকে আর ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া ব্যাখ্যা দেওয়ার উপায় নাই। ঐ চার দিবসের মধ্যে মহাত্মাজীর মৌন দিবস পড়ায় তাঁহাকে জবাবের জন্য কাগজ-কলমের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এই সংবাদ হইতেই গান্ধী-কেসি সাক্ষাৎকারের নৈর্ব্যক্তিক গুরুত্ব স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গলার পুনর্গঠন সংক্রান্ত আলোচনার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ সুদীর্ঘ আলোচনা কেবল এই প্রদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্নাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে না করার যথেষ্ট কারণ আছে। সম্ভবতঃ সর্ব্বভারতীয় বৃহত্তর সমস্যার কথা—ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার কথা—তাঁহাদের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। গান্ধী-লাট সাক্ষাৎকার মহাত্মা-ওয়াভেল আলোচনারই প্রস্তাবনা বলিয়া যে গবেষণামূলক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে, মাস খানেক পূর্ব্বেই মিঃ কেসি ইংলণ্ড ঘুরিয়া আসিয়াছেন এবং মাত্র তের দিন পূর্ব্বে তিনি বড়লাটের সহিত দেখা করিয়া নয়াদিল্লীর দরবার হইতে ফিরিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি ভারতের জঙ্গীলাটের সহিত পণ্ডিত জওহরলালের সাক্ষাৎকার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতজী ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতায় পৌছিয়াই কাল-বিলম্ব না করিয়া মহাত্মা গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি আজাদের সহিত দেখা করিয়া ভারতের সামরিক সর্ব্বাধিনায়ক অকিনলেকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎএর বিষয় সবিস্তারে রিপোর্ট করেন। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে গান্ধী-ওয়াভেল ও আজাদ-ওয়াভেল আলোচনার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ, অদ্য সোমবার অপরাহ্ণ ৬টা ১৫ মিনিটের সময় গান্ধী ওয়াভেল সাক্ষাৎকার হইবে। এবংবিধ কল্পিত ও প্রকৃত ঘটনাবলীর অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ ঘটায় গান্ধী-কেসি আলোচনাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে ও উৎসুক জনসাধারণের মধ্যে জল্পনা-গবেষণা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এক বৃহত্তর আলোচনার জন্য মিঃ কেসি মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন কি? গবর্ণমেণ্ট বা গান্ধীজীর পক্ষ হইতে এই আলোচনা সম্পর্কে কোনও প্রামাণ্য বিবরণ প্রচারিত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশবাসীকে আমরা ধৈর্য্য ধরিয়া প্রতীক্ষায় থাকিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

পরবর্ত্তী সংবাদে গান্ধী-ওয়াভেল সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনার কথা নয়াদিল্লীর বড়লাট ভবন হইতে প্রচারিত এক সরকারী ঘোষণায় সমর্থিত হইয়াছে। প্রকাশ, পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিতও কলিকাতায় বড়লাটের আলোচনা হইবে। এদিকে গত শুক্রবার ৭ই ডিসেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম দিনের অধিবেশনের পরে সন্ধ্যাবেলা লাট-ভবনে রাষ্ট্রপতি আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল ও সর্দ্দার প্যাটেলের সহিত মিঃ কেসির এক দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই সব কি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা বৈঠকেরই উপক্রমণিকা?

* * *

গত ৪ঠা ডিসেম্বর ভারত-সচিব লর্ড পেথিক-লরেন্স লর্ড সভায় এবং সহকারী ভারত-সচিব মিঃ হার্ব্বার্ট মরিসন কমন্স সভায় যুগপৎ ভারতবর্ষ সম্পর্কে একই বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই নূতন বিবৃতি সেই পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি। সেই সনাতন কূটনৈতিক বৃটিশ চাল। লর্ড পেথিক লরেন্সের মধ্যে মিঃ আমেরী এখনও পুরাপুরি বাঁচিয়া আছেন। এই ঘোষণাকে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি না বলিয়া পুরাতন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। তুলনার জন্য ১৯৪২ সালের ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করা যায়। ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবে স্পষ্টাক্ষরে গণ-পরিষদের প্রতিশ্রুতি ছিল। কংগ্রেসও গণ-পরিষদেরই সমর্থক। কিন্তু লর্ড পেথিক লরেন্স যে নূতন শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইতেছে "শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান"। বলা হইয়াছে, নির্ব্বাচনান্তে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই ভারতীয়রা তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিবে। এই প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান কি কংগ্রেস পরিকল্পিত সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের উপর প্রতিষ্ঠিত গণ-পরিষদ? তাহা যদি হয়, তবে গণ-পরিষদ শব্দ ব্যবহারে আপত্তি কি? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে ঐ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান আসলে কি বস্তু, তাহা কিরূপে গঠিত ও কোন্ নীতির দ্বারা পরিচালিত হইবে? ভারত-সচিবের বিবৃতিতে এই সম্পর্কে কোন স্পষ্ট কথা নাই। নাই বলিয়াই এই বিষয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হইবে।

* * *

ভারত-সচিব তাঁহার বিবৃতিতে "বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর স্বাধীন অংশীদার হিসাবে ভারতবর্ষকে দ্রুত তাহার যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার" অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে কি থাকিবে না, তাহা স্বাধীনভাবেই স্থির করিবে। মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে নাবালক ভারতবর্ষকে তাহার 'যোগ্য' স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার সদিচ্ছার কথা শুনাইয়া লর্ড পেথিক লরেন্স এই কথাই জানাইয়া দিলেন যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিভঙ্গী ও পূর্ব্ববর্ত্তী রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। গত মঙ্গলবারের নূতন বৃটিশ ঘোষণার ফাঁকা আওয়াজের দ্বারা বর্ত্তমান ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান ধূমায়িত অসন্তোষ প্রশমিত হইবে না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

* * *

ভারত-সচিবের বিবৃতিতে একমাত্র উল্লেখযোগ্য নূতন বিষয় হইতেছে ভারতে এক পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত। পার্লামেণ্টের

আসামের সর্ব্বপ্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ

হেড অফিস :—
শিলং
টেলিগ্রাম—BANKASSAM
টেলিফোন—২০ (২ লাইন)

কলিকাতা অফিস :—
৬, ক্লাইভ রো
টেলিগ্রাম—ASSAMBANK
টেলিফোন—কলিঃ ৬৯৪০

—শাখাসমূহ—
বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, নওগাঁ

অনুমোদিত মূলধন— ২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন— ১০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন— ১০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ৫,৬৩,০০০৲ টাকার উপর
(অগ্রিম কলসহ)
রিজার্ভ তহবিল— ৭৫,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,০০,০০,০০০৲ টাকা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ্ ব্যানার্জী

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া এম্পায়ার পার্লামেণ্টারী এসোসিয়েশন ঐ প্রতিনিধি-দল নির্ব্বাচিত করিবেন। ইঁহারা ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক নেতাদের সহিত সাক্ষাৎভাবে আলাপ-আলোচনা করিয়া তাঁহাদের মতামত জ্ঞাত হইবেন। কেন? জানিবার আর আছে কি? ভারতবর্ষ অবিলম্বে স্বাধীনতা চাহে, ইহা ত এখন বিশ্ব-বিদিত বিষয়। সেই স্বাধীনতা কবে ও কতদিনে দেওয়া হইবে সেই সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট সন-তারিখ ঘোষণা না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এরূপ প্রতিনিধি-দল প্রেরণের সিদ্ধান্তের দ্বারা কি আসল ব্যাপার বিলম্বিত করার বৃটিশ-সুলভ কূটনীতিই প্রকটিত হইতেছে না? স্পষ্ট ভাষায় ভারতের স্বাধীনতার কথা ও সেই স্বাধীনতা লাভের সুনির্দ্দিষ্ট সময় বিঘোষিত হইবার পরে যদি ভারতে এরূপ সর্ব্বদলীয় প্রতিনিধিমণ্ডলী আসেন তাহাতে ভারতবর্ষের আপত্তি নাই। ভারতবাসী আতিথেয়তা ভালই জানে, উঁহাদের যোগ্য সম্বর্দ্ধনায় তাহারা পরাঙ্মুখ হইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষ তৎপূর্ব্বে জানিতে চাহে, ঐ প্রতিনিধি দলের স্বরূপ কি? উহা কতখানি সরকারী, বা কতটুকু বে-সরকারী? বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর উহাদের তথ্যসংগ্রহ ও মতামতের কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে কি না? না, এই প্রতিনিধি দল শুধুই একটি 'গুড উইল্ মিশন'? বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ সম্পর্কে যদি সত্যই আগ্রহশীল হইয়া থাকেন, তবে সর্ব্বাগ্রে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের একযোগে মুক্তিদান করিয়া অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির প্রতি এখনও তাঁহারা অবহিত নহেন কেন? এখন আর কেবল শুভেচ্ছা প্রকাশেই চলিবে না। বৃটিশ অভিপ্রায় সম্পর্কে অকপট ও সুস্পষ্ট ঘোষণা ব্যতিরেকে উক্তরূপ বৃটিশ প্রতিনিধিদল এখন ভারতে আসিলে তাঁহাদের ভাগ্যে সাইমন কমিশনের বিড়ম্বনা ভোগের পুনরাবৃত্তি ঘটা বিচিত্র নহে।

* * *

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই নয়া ঘোষণা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু ও সর্দ্দার প্যাটেল বর্ত্তমানে কোনরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে সম্মত হন নাই। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি যথাসময় কংগ্রেসের সরকারী অভিমত ব্যক্ত করিবেন।

নেতৃগণের মধ্যে মিঃ আসফ আলী বলিয়াছেন, "ভারত সচিবের বিবৃতিতে যে সুর ও যেরূপ মেজাজের পরিচয় পাওয়া গেল তাহা কাজের পক্ষে সহায়ক হইবে না। ভারতবর্ষ আর বাগাড়ম্বর শুনিতে প্রস্তুত নহে।"

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলিয়াছেন, "লর্ড পেথিক লরেন্সের একথা অজানা থাকার কথা নয় যে, আজ ভারতবর্ষের দাবী পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ১৯২৭ সালের পূর্ব্বের ভারতবর্ষকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত। আজ ভারতবর্ষ উহাতে সন্তুষ্ট হইবে না।"

পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ বলিয়াছেন, "ভারত-সচিবের বিবৃতি আমাকে নিরাশ করিয়াছে।" শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও মন্তব্য করেন, "শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমি কোন ঘোষণাই প্রত্যাশা করি না।"

উপরোক্ত উক্তিগুলি আমরা কতিপয় কংগ্রেস নেতার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া বলিয়াই ধরিয়া লইব। এই সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি শীঘ্রই কংগ্রেসের মতামত প্রকাশ করিবেন। আমরা সাগ্রহে তাহারই প্রতীক্ষায় রহিলাম।

* * *

ভারত-সচিবের বিবৃতির পটভূমিকায় গত ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার রাষ্ট্রপতি আজাদের বাসভবনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের অধিবেশন পূর্ব্ব পরিকল্পনার অপেক্ষা একদিন বেশী হওয়ায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইতে একদিন দেরী হইয়াছে। এই কলিকাতা অধিবেশনের উপর এখন সমগ্র ভারতের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। কেবল প্রাক্-নির্ব্বাচনী অধিবেশন বলিয়াই ইহার গুরুত্ব নহে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করিয়া সুদূর প্রাচ্যের ঘটনাবলী যে জটিল আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে কংগ্রেসকে বাহির বিশ্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া জাতীয় সমস্যার পর্য্যালোচনা করিতে হইতেছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দুর্নীতি ও অত্যাচার জর্জ্জরিত ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অক্লান্ত সেনানায়কগণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যে নির্দ্দেশ প্রদান করিবেন তাহা শিরোধার্য্য করিয়া ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য সমগ্র দেশ প্রস্তুত হইবে। কলিকাতা অধিবেশন এক অলিখিত ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের সগর্ব্ব ভূমিকা।

* * *

কংগ্রেসের জয়যাত্রায় মুসলিম লীগ যে কি পরিমাণ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত জঘন্য গুণ্ডামিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় থাকিলে অসৎলোকও খামকা অবৈধ পন্থার আশ্রয় লয় না। কিন্তু মুসলিম লীগের সাঙ্গপাঙ্গরা স্বাধীন নির্ব্বাচনের ধার ধারে না, গণতান্ত্রিক অধিকারের পরোয়া করে না। ছোরার হুমকি ও লাঠির দাপটেই তাহারা জিতিতে চায়। ইতিপূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় যাইবার পথে কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী (কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচন) স্যার আবদুল হালিম

(৭৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফোন, ক্যাল ৫৪১
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
গ্রাম ক্রয়েন্স
হেড অফিস ৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে. সি. চক্রবর্ত্তী
মধ্য ও পূর্ব্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

যান্ত্রিক শক্তি
ও নব-পরিকল্পিত ভারত
বাষ্পচালিত শক্তিই হোক্ বা বৈদ্যুতিক শক্তিই হোক—তাতে ইস্পাত অপরিহার্য। ইস্পাত সম্বন্ধে যুদ্ধকালে যে জ্ঞান অর্জ্জন করা হয়েছে এখন তা সকল শিল্পেরই কাজে লাগবে।
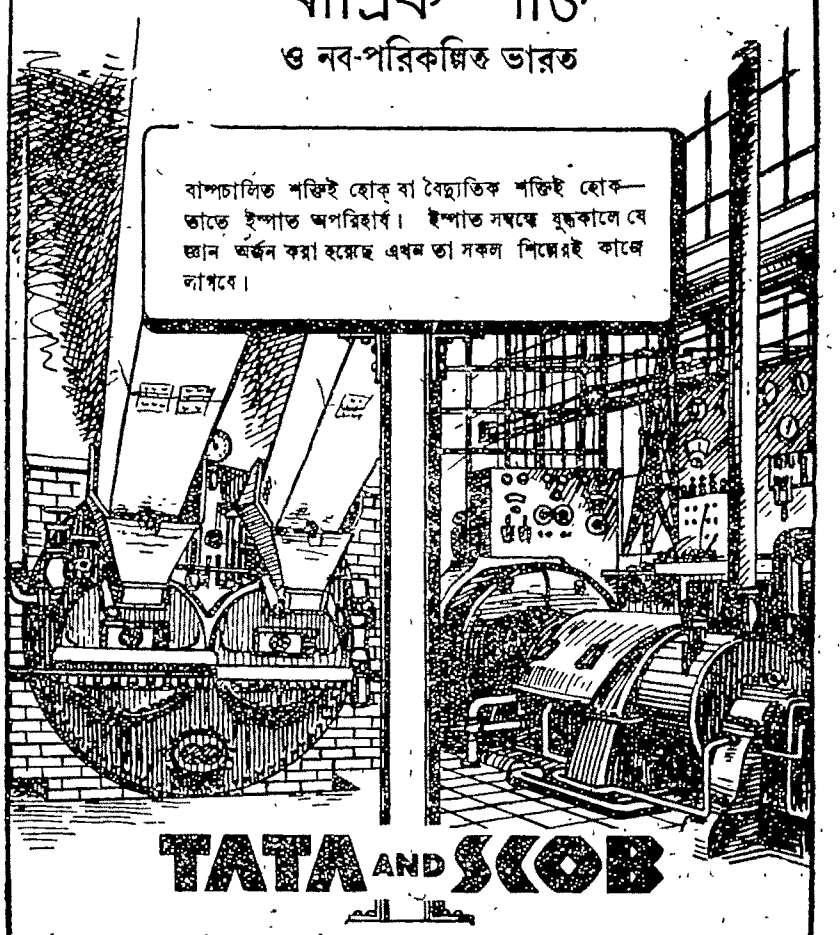
TATA AND SCOB
ইস্পাতই ভরসা
দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ এবং দি ষ্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল লিঃ কর্ত্তৃক প্রচারিত।
JWT (E) LTD.

খেয়ালীর খাতা

বিলাতে জন্মের হার ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। সেখানকার নেতারা এজন্য চিন্তিত। লোক সংখ্যা, man power, যে শক্তির পরিচয় সে-কথা এ যুদ্ধে রাশিয়া ও এমেরিকা প্রমাণ করিয়াছে। এটা যন্ত্র যুদ্ধের যুগ, মানিলাম। কিন্তু যন্ত্র অর্থাৎ অস্ত্র-শস্ত্র, কল-কব্জা, ট্যাঙ্ক, বোম্বার ইত্যাদি তৈয়ার করিতে কারখানায় লোক দরকার। অটোমেটিক কল-কারখানা দুই এক জায়গায় কার্য্যকরী। সর্ব্বত্র নয়। সুতরাং ব্রিটেনের জনসংখ্যা না বাড়িলে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে (যাহা হয়তো আর বছর দশেকের মধ্যেই সুরু হইবে বলিয়া আশঙ্কা) ইংরেজের কী অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া এখনই অনেকে উদ্বিগ্ন হইতেছেন। জনসংখ্যার গুরুত্ব হিটলারও ভালো করিয়া বুঝিয়াছিলেন। জার্ম্মেনীতে লোক বাড়াইবার জন্য হিটলার জার্ম্মেন পিতামাতাকে তাহাদের শিশুসংখ্যা হিসাবে পুরস্কার দিতেছিলেন। ছয়টি শিশুর মাতাকে একটি "আয়রন ক্রস্" মেডেল দেওয়া হইত। আমাদের ছেলেবেলায় যোগীন্দ্র বসুর পদ্যে যে হারাধনের কথা পড়িয়াছি, সে জার্ম্মেনীতে জন্মিলে মেডেল নহে, কাপ পাইত। অবশ্য এই যুদ্ধে তাহার দশটি ছেলেরও ঐ একই পরিণাম হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * *

ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নেলে সম্প্রতি এক বৈজ্ঞানিক ব্রিটেনে জন্মহার কমিবার কারণ সম্পর্কে গবেষণা করিয়াছেন। ভদ্রলোকের নাম ডাঃ ডব্লিউ, এন, লিক্। চেশায়ারের উইনস্‌ফোর্ডে বাস। তাঁহার প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, ব্রিটেনের এই জন্মহার কমতির একটা বড় কারণ স্বাস্থ্য-সম্মত জামাকাপড় না পরা,—Wearing the wrong type of clothes. ডাঃ লিক বলেন, এদেশে স্ত্রীপুরুষ সবাই অতিমাত্রায় বেশী জামাকাপড় পরে, শরীরের উপরে পরতের পর পরত কাপড়ের আবরণ। গায়ে বাতাস লাগিতে পারে না। ইহাতে স্ত্রীপুরুষের Virility হ্রাস পায়। আমি বৈজ্ঞানিক নই। ডাক্তারও নই। সুতরাং ডাঃ লিকের উক্তি সত্য কি মিথ্যা তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার মতের মিল নাই। ব্রিটেনের পুরুষেরা যাহাই করুক মেয়েদের দেহে বস্ত্রবাহুল্য নাই। বিলাতী মাদার লক্ষ্মীদের গায়ে হাওয়া যাহা লাগিতেছে তাহাই যথেষ্ট। উহার চাইতে আরও বেশী হাওয়া লাগাইবার খাতিরে তাঁহারা যদি স্কার্টের ঝুল আরও উর্দ্ধমুখী এবং জামার বোতাম আরও নিম্নাভিমুখী করেন তবে আমরা ছেলেরা লজ্জায় আর পথে বাহির হইতে পারিব না।

* * *

বৈজ্ঞানিক শুধু নিজের মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাহার সমর্থনের তথ্য সংগ্রহও করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন ব্রিটেনে যখন হইতে ঢিলে-ঢালা আল্‌খাল্লার বদলে পাজামা রাত্রিবাসের বসন প্রচলিত হইয়াছে তখন হইতেই জন্মের হার ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে সুরু করিয়াছে। তিনি বলেন হাফপ্যাণ্ট ও স্পোর্টস গেঞ্জী পরিয়া বাহির হইলে শরীরে যে প্রচুর হাওয়া লাগে তাহার আনন্দ যুবকেরা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবে। স্কটল্যাণ্ডের লোকের স্বাস্থ্য ইংলণ্ডের লোকের চাইতে ভালো। ইহার একটা কারণ তাহাদের 'কিল্ট' অর্থাৎ হাটুর-উপরে-ওঠা ঘাগ্‌ড়ার মতো পোষাক পরিবার রীতি। স্কট-ল্যাণ্ডের সরকারী নথিপত্র হইতে সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া ডাঃ লিক দেখাইয়াছেন যে, স্কটল্যাণ্ডে জন্মের হারও ইংলণ্ডের চাইতে বেশী। সুতরাং? সুতরাং জামা কাপড় যত কম পরিতে পার ততই ভালো।

* * *

ডাঃ লিকের এই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্রিটেনের কতটা উপকার হইবে জানি না, কিন্তু বাংলা গবর্ণমেণ্টের ইহা খুব কাজে লাগিয়াছে। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, বাংলার গভর্ণর মিঃ আর, জি, কেসী নবগঠিত বেঙ্গল ক্লথ এসোসিয়েসনকে

কম পরিমানে খাওয়ানো দরকার

নতুন ল্যাক্টোজেন পাউডার আগেকার তুলনায় অনেক ঘন বলে এখন খুব কমে সেই একই পরিমাণ খাদ্য তৈরি করা সম্ভব।

নতুন ও উন্নত ধরনের ল্যাক্টোজেন

আগেকার মতো ভালো তো বটেই, উপরন্তু এতে এমন কতকগুলি গুণ আছে যা আগে ছিলো না। এই নতুন পাউডার আগেকার চেয়ে মিহি, সহজে জলের সঙ্গে মেশে আর তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না। পুরো এক পাউণ্ড আগেকার চেয়ে অনেক ছোটো পাত্রে প্যাক করা সম্ভব। উন্নত ধরনের এই নতুন ল্যাক্টোজেন শিশুদের সবচেয়ে ভালো খাদ্য। এর চেয়ে ভালো জিনিস বাজারে পাবেন না।

দোকানীর কাছে "উন্নত ধরণের ল্যাক্টোজেন" কেনবার চেয়ে নিন। তাতে নতুন খাদ্য—তালিকা ছাপা আছে।

PS-NL-6

উপদেশ দিয়াছেন ডাঃ লিকের এই প্রবন্ধটি হাজার হাজার কপি ছাপাইতে। কলিকাতায় ও মফঃস্বলে কাপড়ের দোকানের দরজায় যে সহস্র সহস্র লোক লাইন দিয়া দাঁড়াইতেছে তাহাদের প্রত্যেককে কাপড়ের বদলে ঐ প্রবন্ধ এক কপি দেওয়া হইবে।

* * *

কিন্তু আর এক মুস্কিল দেখা দিয়াছে। শুধু মুস্কিল নয়, মহামুস্কিল! সংসারে নিরবচ্ছিন্ন ভালো বলিয়া কিছুই নাই। আপাতদৃষ্টিতে যাহা ভালো মনে হয়, পরে দেখা যায় তাহার মধ্যেও মন্দ লুকাইয়া থাকে। আপনি বেকার বসিয়াছিলেন, হঠাৎ ওয়ার কণ্ট্রাক্টরী করিয়া কিছু টাকা করিলেন। ভাবিলেন দুনিয়াটা কী আরামের স্থান। দুই দিন না যাইতেই দেখিলেন বীমা কোম্পানীর দালাল, ইনকামট্যাক্সের লোক এবং ঘুষের তদন্তে ব্যতিব্যস্ত হইতেছেন। অবিবাহিত জীবনের বাউণ্ডুলে ভাব কাটাইতে বিবাহ করিয়া স্ত্রী ঘরে আনিলেন। ভাবিলেন জীবন কী সুখময়, মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাবো রঙ্গে। হায়; দু'দিন বাদেই দেখিলেন গৃহিণীর মাথাধরা, বুকের ব্যামো, নয় তো হিষ্টিরিয়া! ডাঃ লিকের ব্যবস্থায় কেসী সাহেব যদি বা বস্ত্র-সমস্যার একটা খাসা সমাধান করিয়া আনিয়াছিলেন, ডিরেক্টার জেনারেল অব ফুড্ হার্টলী সাহেব হাঁ, হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন "হুজুর, কলিকাতার লোকগুলিকে দিগম্বর বানাইয়া আপনি তো কাপড় বাঁচাইলেন। কিন্তু এদিকে গায়ে বেশী বিশুদ্ধ হাওয়া লাগিবার ফলে উহাদের virility বাড়িয়া যাইবে। ক্ষুধা বেশী পাইবে। চাল পাইব কোথায়? ক্লথ রেশনিং ঠিক রাখিতে যাইয়া ফুড রেশনিং যে বানচাল্ হইবে!

* * *

বোধ হয় ইংরেজীতে ইহাকেই বলে horns of dilema. বাঙ্গালীর ভাত কাপড় দুই-ই দুই দরজায় বাঁধা পড়িয়াছে। একটি ক্যানিং ষ্ট্রীটে অপরটি বড়বাজারে। হয় ইস্পাহানীদল, নয় গোয়েন্‌কাদল! কারে রাখি, কারে দেখি, কে বেশী সুন্দর!

* * *

সম্প্রতি ন্যুরেমবার্গে জার্ম্মেনীর যুদ্ধাপরাধীদের যে বিচার হইতেছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ রয়টারের মারফতে প্রত্যহ খবরের কাগজে দেখিতেছি। ডেইলী মেল পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা রোনা চার্চ্চিল এই বিচার সম্পর্কে একটা নতুন খবর দিয়াছেন। অপরাধীদের মধ্যে রুডলফ্ হেস্ অন্যতম। নাৎসী বড় কর্ত্তাদের মধ্যে একজন। হিটলার তাঁহাকে তাহার পরবর্ত্তী ফুয়েরারও মনোনীত করিয়াছিলেন। হেস যুদ্ধের মধ্যেই হঠাৎ একদিন বিমানযোগে ব্রিটেনে আসিয়া হাজির হয়। তখন হইতে, তাহার মাথা খারাপ বলিয়া শোনা যাইতেছে। সত্য সত্যই তাহার মাথা খারাপ, না কি সে শুধু ভান করিতেছে, পরীক্ষা করিবার জন্য ন্যুরেমবার্গ আদালতে একটি যন্ত্র আনা হইয়াছে। যন্ত্রটির নাম "মিথ্যা ধরিবার যন্ত্র"। কোন লোক সত্য কথা বলিতেছে কি মিথ্যা কথা বলিতেছে এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহা বাহির করা যায়। যন্ত্রটি ইলেকট্রিকে চলে। এই যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ মাত্র অল্প কয়েকজন আছেন। তাঁহাদের মধ্যেই একজনকে ন্যুরেমবার্গে হাজির করা হইয়াছে। হেসের কপালে যাহাই থাকুক, যন্ত্রটার কথা ভাবিয়া আমার মনে উদ্বেগ হইতেছে। এই যন্ত্রটার প্রচলন হইলে এদেশের ফৌজদারী, আদালত, সেসন্‌স্, হাইকোর্টগুলি যে ছুটির দিনে ডালহৌসী স্কোয়ারের মতো একেবারে শূন্য হইয়া যাইবে, রাজসাক্ষীরা বেকার হইবে, এবং অনেক পুলিশের দারোগা, ইনস্পেক্টর বাবুদের প্রোমশনের পথ বন্ধ হইবে!

* * *

ব্যাপারটা শুধু কাছারীর অঙ্গনে নিবদ্ধ থাকিলে তবুও কিছু বাঁচোয়া ছিল। কিন্তু যন্ত্রটি একবার বাজারে বাহির হইলে সেতো শুধু ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটেই রহিবে না, আমাদের সদরে অন্দরেও আসিবে। একবার কল্পনা করিয়া দেখুন বাড়ীতে একটি "মিথ্যা ধরিবার যন্ত্র" থাকিলে আমরা প্রত্যেকেই কিরূপ বিপদে পড়িব। স্বামীরা বন্ধুগৃহে আড্ডা দিয়া রাত ৯ টায় বাড়ী ফিরিয়া "উঃ, আপিসে কী কাজের ভীড়" বলিয়া বকুনি এড়াইতে পারিবেন না, স্ত্রীরা আলমারীতে শাড়ীর ভাজে নোট লুকাইয়া রাখিয়া সংসার খরচের জন্য বেশী টাকা চাহিতে পারিবেন না, তরুণীরা কলেজে যাইবার নামে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পাড়ার কোন রমেনদা,' বা অশোক দা'র সঙ্গে সিনেমা দেখিতে পারিবেন না, এবং তরুণেরা বান্ধবীদের সঙ্গে লইয়া ট্রামে বাসে চলিবার সময় পরিচিত কাহারও চোখে পড়িলে "আমার cousin" বলিয়া চালাইতে পারিবেন না! ইতি, পতন ও মূর্চ্ছা! —খেয়ালী

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের মেদিনীপুর, পুরী, হাটখোলা ও জলপাইগুড়িতে শাখা খোলা হইয়াছে।
বেনারস শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
(সিডিউল্‌ড্)

অনুমোদিত মূলধন— ... ৫০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড— ১৩,০০,০০০৲ ,,
আমানত— ... ... ২,১৩,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন— ... ২,৭০,০০,০০০৲ টাকা

পৃষ্ঠপোষক—
মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্-আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

প্রধান অফিস—
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)
রেজিষ্টার্ড অফিস—
আখাউড়া (বি এ রেলওয়ে)
কলিকাতা অফিসসমূহ—
৬, ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।

কাপড়ের ঘাটতি এবং গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা!

"বর্ত্তমানে সকলপ্রকার কাপড়ের ঘাটতি এবং সেজন্য ভারতীয় কলসমূহের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা সন্দর্শনে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার আশা আমরা করিয়াছিলাম। ভারতলক্ষ্মী সিল্ক ও কটন মিলস্ লিমিটেড সংগঠিত হওয়ায় আমাদের অনুমান সত্যই হইয়াছে। জনসাধারণের জন্য এই কোম্পানী ১০৲ মূল্যের ১,১০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার ও ২৫৲ মূল্যের শতকরা ৭৲ লভ্যাংশসহ ৩২,০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি করিতেছেন। ডাইরেক্টরগণ ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ১০৲ টাকা মূল্যের ৪০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা।"
—"ক্যাপিট্যাল" ১১ই অক্টোবর '৪৫

ভারতলক্ষ্মী সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্
লিমিটেড

টেলিগ্রাম— 'HONEYCOMB'
* রেজিষ্টার্ড অফিস *
৫।১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা
ফোন— কলি: ৩৩৮১

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতীয় ট্রেড কমিশনারের অভিমত—ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্কে আমেরিকার ভারতীয় ট্রেড কমিশনার মিঃ এস কে কৃপালনী সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, আমেরিকার যে সমস্ত শিল্পপতি ভারতীয়দের সহিত অংশীদার-রূপে ভারতে কলকারখানা চালাইতে ইচ্ছুক, আমেরিকার মুদ্রানীতি, বিনিময় এবং পণ্যশুল্কের ব্যবস্থা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ সমস্ত বিষয়ে এখন আর অধিক অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নন। মিঃ কৃপালনী আরও বলেন যে, ভারতের বাজারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য তাঁহারা বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে নিজ নিজ শিল্পবিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি পাঠাইবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহার মতে আমেরিকা হইতে এই সমস্ত শিল্পবিশেষজ্ঞ এই দেশে আসিলে ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই সুবিধা হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে নাকি আমেরিকায় ভারতে পাঠাইবার মত শিল্প বিশেষজ্ঞ পাওয়া যাইতেছে না। উক্ত বিবৃতিতে মিঃ কৃপালনী আমেরিকার সহিত ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্য প্রসারের জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, আমেরিকার বাজার যাচাই করার জন্য ভারতবর্ষ হইতে রেশম, কাঠের জিনিষ, হাতীর দাঁতের জিনিষ, রূপা ও পিতলের বাসনপত্র প্রভৃতি রপ্তানী করা উচিত। ইহা ছাড়া আমেরিকার বাজারে আর যে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের চাহিদা আছে তাহাও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করার তিনি পরামর্শ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আমেরিকার কোন কোন মহলে ভারতীয় রেশম এবং কারুশিল্পের কাজের বেশ চাহিদা আছে।

তুলার গাঁট বাঁধিবার লোহার পাত নিয়ন্ত্রণ—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কাপড়ের কলগুলিতে তুলার গাঁইট বাঁধিবার লোহার পাত সরবরাহ এবং বাঁধিবার খরচ ভারত গবর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ভারতীয় তুলা-সমিতির বর্ত্তমান সদস্যদের লইয়া একটি পৃথক সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাঁহাদের সুপারিশ অনুসারে কাপড়ের কলসমূহে প্রয়োজনানুরূপ গাঁইট বাঁধিবার লোহার পাত সরবরাহ করা হইবে। কলিকাতার লৌহ ও ইস্পাত কণ্ট্রোলার সরবরাহ ব্যবস্থা করিবেন। বর্ত্তমান বৎসরে প্রতি গাঁইট তুলা বাঁধিবার সর্ব্বোচ্চ মূল্য গবর্ণমেণ্ট ১০৲ টাকা ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ কারণ না থাকিলে এবং সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকে কোনও কাপড়ের কলে ইহা অপেক্ষা চড়া দরে গাঁইট বাঁধা বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার জন্য গুরুতর শাস্তি বিধান করা হইবে। আইন ভঙ্গকারীদের গাঁইট বাঁধিবার লোহার পাত সরবরাহ করাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। তুলার কারখানার মালিকদের এই সকল সর্ত্ত পালনে সম্মত হইয়া একটি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিতে হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

আনি দু' আনির ধাতু—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ, অর্দ্ধ আনা, এক আনা ও দুই আনা মুদ্রাখণ্ডগুলি যুদ্ধকালের প্রয়োজন অনুযায়ী পিতল ও নিকেল মিশ্রিত ধাতুর সাহায্যে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এইগুলি কাজের পক্ষে তেমন উপযুক্ত নয় বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তামা ও নিকেল মিশ্রিত ধাতু দিয়া এইগুলি তৈয়ার করিবেন স্থির করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে এক আনি ও দু' আনির চল ছিল তাহা এই তামা ও নিকেল মিশ্রিত ধাতু দিয়াই তৈয়ার করা হইত। উক্ত বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানের চলতি এক পয়সার কোনও পরিবর্ত্তন করা হইবে না এবং যে সকল পিতল ও নিকেল মিশ্রিত ধাতুর আনি, দু' আনি ও ডবল পয়সা বাজারে চলতি আছে তাহাদের মূল্যেরও কম বেশী হইবে না।

ডাঃ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করায় তাঁহার স্থলে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় ঐতিহাসিক রেকর্ড কমিশনের গবেষণা ও পুস্তক প্রকাশ কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

করাচীর ট্রাম প্রতিষ্ঠান—প্রকাশ করাচী করপোরেশন আগামী ১৯৪৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে করাচীর ইষ্ট ইণ্ডিয়া ট্রাম কোম্পানীর কাজ কারবার কিনিয়া লইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইয়োরোপীয়রাই কোম্পানীটির মালিক এবং পরিচালক।

সোভিয়েট রাশিয়ায় আরো কাপড়ের কল—প্রকাশ, সোভিয়েট সঙ্ঘে কয়েক ডজন কাপড়ের কল নূতন নির্ম্মিত বা পুনর্গঠিত হইতেছে। এই সব কাপড়ের কলগুলিকে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করা হইবে। জনসাধারণের কাপড়ের চাহিদা মিটাইয়াও এই মিলগুলি বস্ত্র-শিল্পের প্রয়োজনীয় বেল্ট, ফায়ারপ্রুফ, বর্ষাতি প্রভৃতি দ্রব্যাদি উৎপাদন করিবে।

অভ্রের উপরে কর (সেস্)—প্রকাশ, ভারতের অভ্র রপ্তানীর উপরে মূল্যগত (অ্যাড্

ভারতীয় বস্ত্র শিল্প

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা

নব রূপ রেখা সমন্বিত আধুনিক মার্জ্জিত রুচির উপযোগী 'রাজকুমারী'র বিবিধ সুন্দর সুন্দর উচ্চাঙ্গের বস্ত্র সম্ভার তৈয়ারী আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনরায় ফিরিয়া আসিবে এবং ভারতীয় কার্পাস-জাত বস্ত্রের মহিমা একবাক্যে স্বীকৃত হইবে ইহা অবিসংবাদী সত্য। ভারতীয় বস্ত্র পূর্ব্বে ভারতজাত কার্পাস তুলাতেই তৈয়ারী হইত সেইজন্য তাহার ছিল বৈশিষ্ট্য। 'রাজকুমারী'র যাবতীয় বস্ত্র তাহার নিজ জমিতে চাষ করা তুলায় প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হইতেছে। সেজন্য বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে মিলের নিজস্ব জমিতে উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় কার্পাসের চাষ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র মহাশয় এই কোম্পানীর পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজকুমারী কটন মিল্‌স

লিমিটেড

১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ফোন : কলিঃ ৪৪৯৮

RC/6—U.P.S. 8"×2

ভ্যালোরেম) কর (সেস্) ধার্য্য করিবার বিষয়টীতে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই কর ধার্য্য করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে নাকি অভ্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের উন্নতিবিধানের জন্য 'অভ্রখনি উন্নয়ন তহবিল' সৃষ্টি করা।

ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ—প্রকাশ, ভিজাগাপট্টমের জাহাজ-নির্ম্মাণ কারখানায় শীঘ্রই জাহাজ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে। প্রথমে দুইখানি আট হাজার টনের মালবাহী জাহাজ তৈয়ারী করা হইবে। আশা করা হইতেছে যে, ১৯৪৬ সালের প্রথমভাগেই নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু হইবে এবং বার হইতে আঠারো মাসের মধ্যে নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে একখানি আট হাজার টনের জাহাজ তৈয়ারী করিতে খরচ লাগিত দশ লক্ষ টাকা, কিন্তু বর্ত্তমানে ত্রিশ লক্ষ টাকা লাগিবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ভিজাগাপট্টম্ জাহাজ-নির্ম্মাণ কারখানায় একসঙ্গে পনেরোখানা জাহাজ তৈয়ারী করা যাইতে পারে বলিয়া প্রকাশ।

ভারতের প্রথম কৃত্রিম রেশমের কারখানা—ভারতের প্রথম কৃত্রিম রেশম কারখানা মাদ্রাজের কাছাকাছি স্থাপিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। কারখানার যন্ত্রপাতির জন্য আমেরিকার এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই ফরমায়েস দেওয়া হইয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কেমিষ্ট ও ইঞ্জিনিয়ারগণই এই প্রস্তাবিত কারখানা গড়িয়া তুলিয়া চালু করিবেন। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণকেও কাজ শিখাইয়া লওয়া হইবে। আশা করা হইতেছে যে, আগামী ছয় মাসের মধ্যেই কলকব্জা ভারতে আসিয়া পড়িবে।

বাখ্‌রা বাঁধ (ডাম)—প্রকাশ, শতদ্রু নদীর পাঁচ শত ফিট্ উপরে প্রস্তাবিত বাখ্‌রা বাঁধ নির্ম্মিত হইবে। এই বাঁধে যথেষ্ট পরিমাণ জল মজুদ করিয়া রাখা চলিবে এবং ইহা হইতে কুড়ি লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইবে। বর্ষার অত্যধিক বৃষ্টির জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্যই এই বিরাট বাঁধটী পাঞ্জাবে নির্ম্মিত হইতেছে।

তুলা উৎপাদন জমির পরিমাণ হ্রাস—ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত তুলা সম্পর্কিত দ্বিতীয় 'পূর্ব্বাভাষে' (ফোরকাষ্ট) প্রকাশ যে, ১৯৪৫-৪৬ সালে সারা ভারতবর্ষে মোট এক কোটী পঁচিশ লক্ষ তিরাশি হাজার একর জমিতে তুলা চাষ হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় তুলা আবাদী জমির পরিমাণ এ বৎসরে শতকরা তিন ভাগ কমিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের তুলা আবাদী জমির বর্ত্তমান পরিমাণ হইল—বেঙ্গলস্—পনেরো লক্ষ ছয় হাজার একর; আমেরিকানস্—একত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার একর; কোমগ্রাস্—ছত্রিশ লক্ষ আটানব্বুই হাজার একর; ব্রীচ—চার লক্ষ উনষাট একর; সুর্ত্তি—দুই লক্ষ বিরাশী হাজার একর; ধোলেরাস—চুয়াত্তর হাজার সাত শত একর; এবং অপরাপর—সাতাশ লক্ষ দশ হাজার একর।

পাটনায় ইয়েষ্ট (সুরামণ্ড)এর কারখানা—বাঙ্গালোরের এক খবরে প্রকাশ যে, ভারত সরকার মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহারোপযোগী 'ইয়েষ্ট' উৎপাদনের জন্য একটী কারখানা পাটনাতে স্থাপন করিতেছেন। এই কারখানা স্থাপনের জন্য অনুমান পঁচিশ লক্ষ টাকা লাগিবে। 'ইয়েষ্ট' হইল উদ্ভিজ্জ প্রোটীন সমন্বিত এক প্রকারের খাদ্য। ইহাতে বহুবিধ প্রয়োজনীয় খাদ্য-প্রাণ (ভিটামিন) থাকে।

দ্বিতীয় মহাসমরে হতাহত ভারতীয়ের সংখ্যা—কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৫ সালের ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মহাসমরে হতাহত ভারতীয়ের

AAA 462

১০০টা ইঁদুর বছরে ২৭ মণ শস্য খায়। কিন্তু ইঁদুরদের বংশ বৃদ্ধি হয় খুব তাড়াতাড়ি—একজোড়া ইঁদুর থেকে এক বছরে ৮০০ ইঁদুর জন্মাতে পারে। আমাদের মজুত শস্যের প্রধান শত্রু ইঁদুর, পোকা আর ভিজে-বাতাস।

কি দারুণ ক্ষুধা!
কি বছর এরা
আপনাদের ১০,০০,০০০ টন
শস্য খায় অথবা নষ্ট করে

ইঁদুর, পোকা আর ভিজে-বাতাসের জন্য যদি গুদামজাত শস্য নষ্ট না হ'ত, তা হ'লে তা' দিয়ে মাথা-পিছু রোজ এক পাউণ্ড হিসেবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের সারা বছরের খোরাক হ'ত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শস্য মজুত ক'রে এই ক্ষতি অনেকখানি নিবারণ করা যেতে পারে। ইঁদুর ও পোকা দূর করবার এবং ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ করবার সহজ নিয়মগুলি এখানে দেওয়া হল :—

কী কী করবেন

গুদামজাত করবার আগে সব শস্য পরিষ্কার করবেন ও শুকিয়ে নেবেন।

কেবলমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুদামে শস্য মজুত করবেন: মেঝে ও দেওয়াল ঘষে' সাফ করবেন, দেওয়ালে চুণকাম করবেন এবং গুদামঘর রূপে ব্যবহারের আগে তার দেওয়াল ও মেঝের সব গর্ত্ত ও ভাঙা জায়গাগুলি মেরামত ক'রে নেবেন।

যে-গুদামে জল ঢুকতে পাবে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন।

যে-গুদামে ইঁদুর ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন: সিমেণ্ট এবং ভাঙা কাঁচের কুচি দিয়ে গর্ত্তগুলো বুজিয়ে দেবেন: তারের জাল দিয়ে নর্দমার ছিদ্রগুলো ঢেকে দেবেন: দরজাগুলো আঁটসাট লাগে কি না দেখে নেবেন।

যেখানে সম্ভব, শস্য আলগাভাবে মজুত করবেন: যদি বস্তাবন্দী ক'রে মজুত করতেই হয় তবে লক্ষ্য রাখবেন বস্তাগুলো যেন পরিষ্কার থাকে, যেন মেঝের উপর ফেলে রাখা না হয় এবং দেওয়াল ঘেঁসে না থাকে।

শস্যগুলো নিয়মিত পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, এবং শীতকালে আলো বাতাসের জন্য সব ঘুলঘুলিগুলি খুলে' দেবেন।

কী কী করবেন না

নোংরা গুদামে, ময়লা বস্তায় কিংবা ইঁদুরে-খাওয়া, পোকা-ধরা শস্যের পাশে ভালো শস্য রাখবেন না।

ভিজে অবস্থায় শস্য গুদাম-ঘরে তুলবেন না।

গুদাম-ঘরের ভিতরে বা কাছে জল, জঞ্জাল, পুরানো বস্তা, নোংরা মাদুর পড়ে' থাকতে দেবেন না।

গুদাম-ঘরের পাশে শস্য পরিষ্কার করবেন না।

শীতের সময় চার মাসের বেশি, কিংবা বর্ষার সময় তিন মাসের বেশি, শস্য গুদাম-ঘরে বস্তাবন্দী রাখবেন না।

খোলা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে শস্য ফেলে রাখবেন না।

শস্য বাঁচানোই দেশের সেবা

নিউ দিল্লী থেকে, ফুড ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক প্রচারিত

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

ওরিয়েণ্টাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

সেণ্ট্রাল অফিস—১৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন, ক্যাল—১৩৫৯

হেড অফিস—সদর রোড, বরিশাল।

ব্রাঞ্চ—চকবাজার (বরিশাল), হলদিয়া (ঢাকা) ও উত্তর কলিকাতা।

ভোলা, পটুয়াখালি, টর্কী, তারপাশা ও মাদারীপুর ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

এস, সি, ঘোষ, বি-এ,
জেনারেল ম্যানেজার

জে, আর, ঘোষ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সংখ্যা ছিল এক লক্ষ উন-আশী হাজার নয় শত পঁয়ত্রিশ জন। তন্মধ্যে আট হাজার তিন শত আটত্রিশ জন মৃত; এগারো হাজার সাত শত চুয়ান্ন জন নিরুদ্দেশ; চৌষট্টি হাজার তিন শত চুয়ান্ন জন আহত; উন-আশী হাজার চার শত উন-নব্বুই জন যুদ্ধবন্দী (সামরিক অন্তরীণ বন্দী সমেত)।

নিয়ন্ত্রণ ও আটক অর্ডিন্যান্স—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ দুই মাসের মধ্যে ভারত রক্ষা বিধির ২৮ ধারা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ও আটক অর্ডিন্যান্স (১৯৪৪ সালের ৩নং অর্ডিন্যান্স) বাতিল করিবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট নাকি এই বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। আরও প্রকাশ যে, এই সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের সঙ্গেও ভারত গবর্ণমেণ্ট পত্রালাপ করিতেছেন। এই সম্পর্কে এইরূপ জানা গিয়াছে যে, কয়েকটি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এখনও কিছু কালের জন্য এই অর্ডিন্যান্স বজায় রাখা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন।

নূতন কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন—নয়াদিল্লীর এক সম্প্রতি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ১৯৪৬ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে এখানে নূতন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে। ১২ই ফেব্রুয়ারী, ৬ই মার্চ্চ ও ২রা এপ্রিল এই তিন দিন বে-সরকারী বিল সমূহের এবং ২৮শে জানুয়ারী, ৪ঠা, ও ১১ই ফেব্রুয়ারী এবং ১লা এপ্রিল এই চারিদিন বে-সরকারী প্রস্তাব সমূহের আলোচনা হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে সকল সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাহারা এখন হইতেই বিল ও প্রস্তাব সমূহের নোটীশ দিতে পারেন।

বাংলার দুর্ভিক্ষ—কুইবেকে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিসমূহের খাদ্য ও কৃষি সম্মেলনে বাংলার দুর্ভিক্ষচিত্র বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কটন টেক্সটাইলস ফণ্ড কমিটি—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে কটন টেক্সটাইলস্ ফণ্ড কমিটির সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন—মিঃ কৃষ্ণরাজ এম ভি থ্যাকাসে (চেয়ারম্যান), মিঃ কস্তুরভাই লালাভাই, মিঃ বি ডব্লিউ ব্যাচেলার, মিঃ জি ডি বিড়লা, স্যার শ্রীরাম,

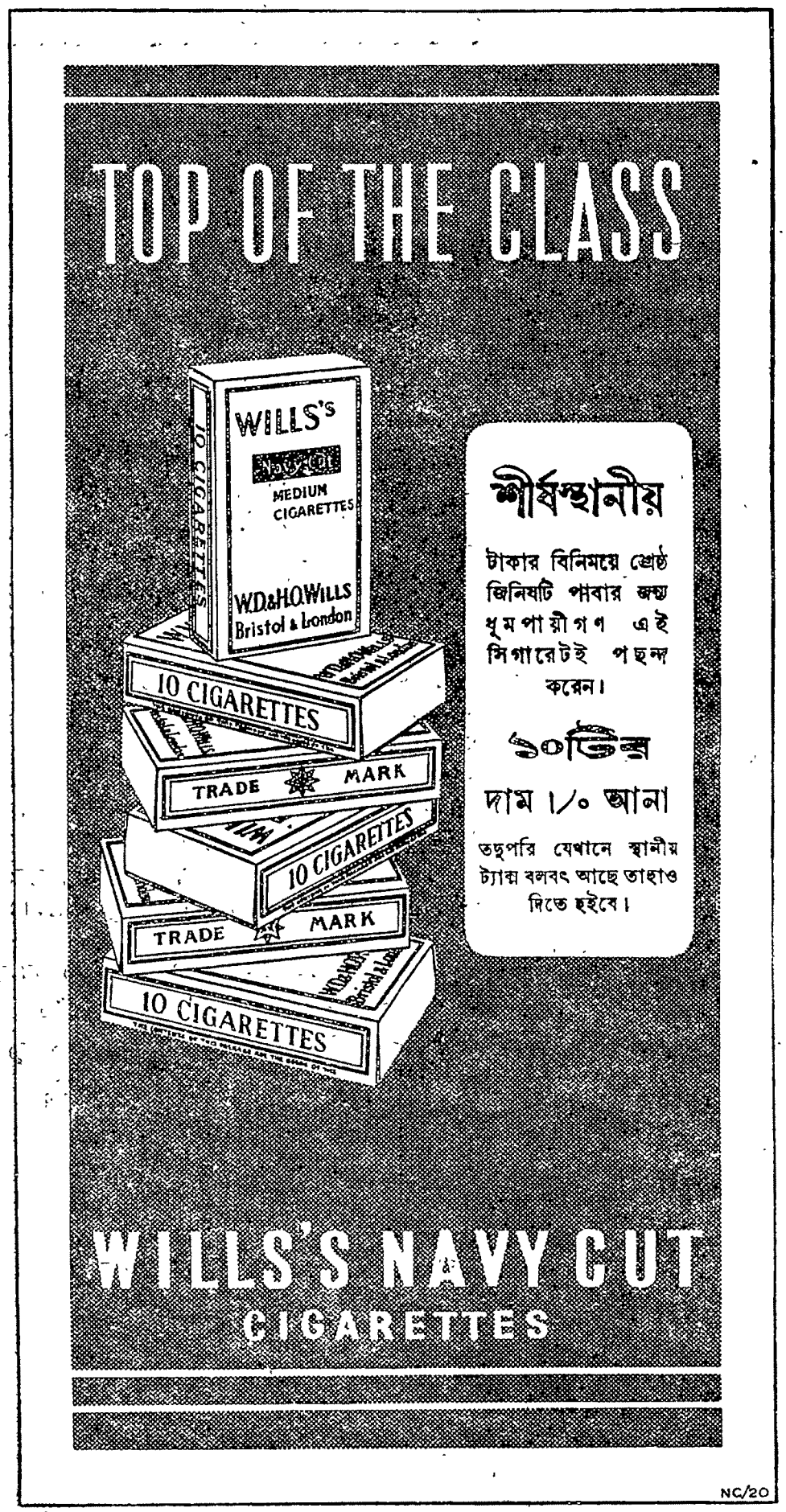

মাননীয় মিঃ হোসেন ইমাম, মিঃ গিরধরলাল বি কোঠক, মিঃ এন ফিউট হালি এবং স্যার চুনীলাল বি মেটা। এতদ্ব্যতীত, ৩ জন সরকারী এবং ৩ জন বে-সরকারী সদস্যও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন।

মার্কিন ও কানাডীয় ইঞ্জিন আমদানী—করাচীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় সরকারী রেলওয়ের জন্য ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে ২শত ৭৫ খানির অধিক মার্কিন ও কানাডীয় ইঞ্জিন ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিয়াছে।

ভারতবর্ষের মানচিত্র সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত—১ ইঞ্চি ৩২ মাইল বা তাহার কম স্কেলের ভারতবর্ষের কোন অংশের মানচিত্র প্রকাশ ও বিক্রয় সম্পর্কে ভারত রক্ষা বিধান অনুসারে ইতি পূর্ব্বে যে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে সরকারী আদেশে তাহা নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গীয় বস্তি উন্নয়ন বিল—সম্প্রতি বঙ্গীয় বস্তি উন্নয়ন বিলে (১৯৪৫) গবর্ণর সম্মতি দান করিয়াছেন।

মিশরে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অর্থনিয়োগ—কয়েকবার সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, মিশর গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৫-৪৬ সালে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ৩ কোটি পাউণ্ড আভ্যন্তরীণ ঋণ দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

মোটর গাড়ীতে রেডিওসেট স্থাপনের অনুমতি—বোম্বাইএর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, বে-সামরিক মোটরগাড়ী ব্যবহারকারিগণকে তাঁহাদের মোটরগাড়ীতে রেডিওসেট স্থাপন করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪২ সালে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বে-সামরিক মোটরগাড়ী ব্যবহারকারিগণের উপর তাঁহাদের মোটর গাড়ীতে রেডিওসেট স্থাপন করা সম্পর্কে যে বিধি নিষেধ আরোপ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। যে সমস্ত মোটরগাড়ী ব্যবহারকারী তাঁহাদের মোটরগাড়ীতে রেডিওসেট স্থাপন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে ডাকবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

আলুর বীজ বিতরণে অব্যবস্থা—বীজ-আলু বিতরণে বাংলা সরকারের অব্যবস্থার প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জ্জি (ভূতপূর্ব্ব এম-এল-এ), শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত (ভূতপূর্ব্ব এম-এল-এ) এবং শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাস সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান এবং মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহুসংখ্যক কৃষক বীজ-আলু কিনিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছেন। আলুপোস্তা হইতে বীজ-আলু কিনিবার জন্য তাঁহারা এক সপ্তাহের বেশী হইল চেষ্টা করিতেছেন। বীজ-আলু সংগ্রহ, আলুর আবাদ বৃদ্ধি এবং আলু সংরক্ষণের জন্য গত বৎসর হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জ্জি চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন কিন্তু বাংলা সরকারের অব্যবস্থা সেই প্রচেষ্টার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ফলে গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে মোটে শতকরা ১৫ ভাগ আলু উৎপন্ন হইবে। অল্পদিনের মধ্যে কৃষকরা বীজ-আলু না পাইলে এবারের ফসলের সম্ভাবনা খুবই আশঙ্কাজনক।

যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক ফ্রান্সকে ঋণদান—ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সকে ৫৫ কোটী ডলার ঋণদানে সম্মত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার এক-দশমাংশ লোকক্ষয়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার মোট হতাহতের কোনও হিসাব সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট এখনও প্রকাশ করেন নাই। তবে প্যারিসের সোভিয়েট অর্থনীতি গবেষণাগার হিসাব করিয়া জানাইয়াছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার কেবল মৃতের সংখ্যাই ১ কোটি ১৭ লক্ষ। উক্ত গবেষণাগারের মতে, উক্ত মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে ৭০ লক্ষ সামরিক বিভাগের লোক রণক্ষেত্রে মৃত অথবা আহত অবস্থায় স্থানান্তরিত হইবার পর মৃত। ৫০ লক্ষ বে-সামরিক লোককে নাকি হত করা হইয়াছে। আরও ৫৬ লক্ষ লোক শীতে ও অনাহারে মারা গিয়াছে, অথবা জার্ম্মাণীতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। আহত সৈন্যের

১৯৫৯ – ৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন
সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)-এ এগার মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকার উপর জমা হবার পর, এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ হয়।

প্রথম ভিক্টরি লোনের মতই সুবিধাজনক সর্তে ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন প্রবর্তিত হ'লো এবং জারি থাকবে যতদিন পর্যন্ত না সরকারী বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই ঋণ গ্রহণ বন্ধ হয়।

আপনার ব্যাঙ্কারকে লিখলেই তাঁরা সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। তা না হ'লে, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিসে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখা অফিসে, কিংবা ট্রেজারিতে এই উদ্দেশ্যে লিখুন।

আয়কর বাদ দিয়ে শতকরা তিন টাকা হারের সুদ ১৫ই অগস্ট ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি আপনার ঠিকানায় পাঠানো হবে। এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা খাটাতে পারবেন। এতে আপনার মূলধন সম্পূর্ণ নিরাপদ। ১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে আপনার টাকা ফেরত পাবেন।

এ-ছাড়া হস্তান্তরের বাধা না থাকায়, আপনি যে কোনো সময়ে এই লোন বণ্ড বিক্রি ক'রে আপনার টাকা ফেরত পাবেন। এই বেলা দরখাস্ত করুন।

যাঁদের আয়কর দিতে হয় না, কিংবা অপেক্ষাকৃত কম হারে দিতে হয়, তাঁরা এই ঋণের সুদের উপর বার্ষ আয়করও ফেরত পাবেন।

AAA 223

আপনার সঞ্চয়
১৯৫৯—৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্ত্তৃক প্রচারিত

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সংখ্যা নাকি ১ কোটি ১৫ লক্ষ। এই হিসাবে দেখা যায় যে, রাশিয়ার প্রাগ্ যুদ্ধকালীন অধিবাসীর এক-দশমাংশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতার নূতন শেরিফ—মিঃ জে, কে, মিত্রের স্থলে মিঃ পি, এফ, এস ওয়ারেন এম-এ, আগামী বৎসরের জন্য কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ ওয়ারেন জেসফ এণ্ড কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং কলিকাতার ব্যবসায়ী ও সাধারণ্যে বিশেষ পরিচিত।

ভারতীয় মুদ্রা (কয়েনেজ) আইন সংশোধন—প্রকাশ, ভারতীয় মুদ্রা আইন সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে একটী খসড়া বিল রচিত হইতেছে। ভারতবর্ষে দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করিবার প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

ভারতে মার্কিণ ব্যাঙ্কের নূতন শাখা—নিউ ইয়র্ক সহরের দি চেস্ ন্যাশেন্যাল ব্যাঙ্কের একটী শাখা সম্প্রতি বোম্বাইএ স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলে অস্থায়ীভাবে তাহার অফিস খোলা হইয়াছে।

সংবাদপত্র মুদ্রণের উপযোগী কাগজের অভাব—প্রকাশ, ভারতের সংবাদপত্র মুদ্রণের উপযোগী কাগজের সরবরাহের অবস্থা আবার খারাপের দিকে যাইতেছে। আমদানী কমিয়া গিয়াছে। যে পরিমাণ কাগজ বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে সংগ্রহ করা সম্ভব তাহা অপেক্ষা বেশী কাগজ ভারতবর্ষ ব্যবহার করিতেছে। সেই জন্য সংবাদপত্রের কাগজের বরাদ্দ শতকরা পঁচিশ ভাগ কমাইয়া দিবার প্রস্তাব নাকি 'নিউজ প্রিণ্ট এডভাইসরী কমিটি' বর্ত্তমানে বিবেচনা করিতেছেন।

বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী—প্রকাশ, বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিবার অনুমতি চাহিয়া ইতিমধ্যে ভারত-সরকারের নিকট তিনশত পঁয়ত্রিশখানি আবেদন আসিয়াছে। নিরানব্বইখানি আবেদন আসিয়াছে পুনর্গঠনের জন্য, একশত পঁচাত্তরখানি সম্প্রসারণের জন্য এবং একষট্টিখানি নূতন প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি আমদানীর অনুমতি চাহিয়া। নূতন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে যে সমস্ত আবেদন পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে আছে:—লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের একখানি, মেশিন টুল শিল্পের একখানি, মেশিন টুলসের চারখানি, বৈদ্যুতিক উপকরণের শিল্পের তিনখানি, বস্ত্রশিল্পের একখানি, কৃত্রিম রেশম শিল্পের একখানি, রসায়নশিল্পের তিনখানি, ঔষধ এবং ভেষজ রসায়ণ শিল্পের তিনখানি, কাগজ এবং উডপাল্প শিল্পের পাঁচখানি, চর্ম্মশিল্পের একখানি, সিনেমা উপকরণের দুইখানি, সাবান শিল্পের দুইখানি, দিয়াশালাই শিল্পের একখানি, সেলুলয়েড এবং প্ল্যাষ্টিক শিল্পের একখানি, খাদ্যোপযোগী তৈল শিল্পের একখানি, খাদ্য এবং পানীয়ের তিনখানি, শর্করা শিল্পের একখানি, এবং এয়ার কণ্ডিশনিং ও রিফ্রিজারেশন শিল্পের দুইখানি।

কলিকাতা-নিউইয়র্ক বিমান পথ—নিউইয়র্কের এক খবরে প্রকাশ যে, 'প্যান আমেরিকান এয়ার-ওয়েজ' নিউইয়র্ক ও কলিকাতার মধ্যে সরাসরি (ডাইরেক্ট) বিমান চলাচলের নূতন পরিকল্পনা করিতেছেন। লণ্ডন, ব্রুসেলস্, বুদাপেষ্ট, ইস্তাম্বুল, আঙ্কারা, তেহেরান, করাচী ও কলিকাতা উক্ত প্রস্তাবিত বিমান পথে পড়িবে।

করাচী উপকূলে ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাসের ভয়ঙ্করতা—সম্প্রতি সিন্ধুদেশে যে ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস ঘটিয়াছে সেই প্রসঙ্গে করাচীর এক খবরে প্রকাশ যে, করাচী হইতে কেটিবন্দর পর্য্যন্ত আরব সাগরের একশত মাইল বিস্তৃত উপকূল এলাকায় চল্লিশ সহস্রাধিক অধিবাসী গৃহহীন হইয়াছে, চারি সহস্র পল্লীবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, কতকগুলি গ্রাম বন্যার জলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

চীনেবাদামের চাষ—চীনেবাদামের আবাদ বৃদ্ধির জন্য এক ত্রিবার্ষিকী পরিকল্পনা বাংলা সরকার অনুমোদন করিয়াছেন। পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিতে আনুমানিক সাড়ে তিরাশি হাজার টাকা লাগিবে। প্রথমতঃ ঢাকা অঞ্চলে কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। এই সম্পর্কে ঢাকা জেলাতে তিনটী এবং ময়মনসিংহ জেলাতে দুইটী কেন্দ্র স্থাপিত হইবে।

ভারতীয় কয়লা খনি কমিটি—নয়াদিল্লীর এক প্রেসনোটে প্রকাশ যে, ভারত সরকার ভারতের কয়লাশিল্পের বিভিন্ন সমস্যার তথ্যাদি অনুসন্ধান করিয়া একটী রিপোর্ট রচনার জন্য মিঃ কে, সি, মহিন্দ্রকে সভাপতি করিয়া 'ভারতীয় কয়লা খনি কমিটি' নামক একটী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত কমিটির কেন্দ্রীয় অফিস কলিকাতাতে থাকিবে এবং ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে কমিটির কার্য্য সুরু হইবে।

জাতীয় সম্পত্তিরূপে ফরাসী ব্যাঙ্ক—প্যারিসের খবরে প্রকাশ যে, ফ্রান্সের 'ন্যাশেন্যাল এসেম্ব্লিতে উপস্থাপিত ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বিল'টী অনুমোদিত হইবার কয়েক ঘণ্টা পরেই ফরাসী সরকার ফ্রান্সের চারিটী বৃহৎ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন আইনের বলে ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—৭৩০ পৃষ্ঠার পর)

গজনভীর উপর দুর্ব্বৃত্তের দল অতর্কিত আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে আহত করে। খুলনাতে সৈয়দ নৌসের আলী ও বগুড়াতে মৌলভী মহিউদ্দীন খাঁয়ের উপরও ইটপাটকেল ও লাঠিসোটার কাপুরুষোচিত আক্রমণ চলিয়াছিল। কুমিল্লা হইতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের উপর গুণ্ডামির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে স্থান বিশেষের মধ্যেই এই জাতীয় বর্ব্বরতা সীমাবদ্ধ নহে। ইহা যে দেশব্যাপী এক জঘন্য প্ররোচনামূলক অভিযানেরই বিচ্ছিন্ন অঘটন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। মুসলিম লীগওয়ালাদের গুণ্ডামি চরমে উঠিয়াছে কুষ্টিয়ায়। সম্প্রতি নির্ব্বাচন অভিযান উপলক্ষে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্যাল ট্রেনযোগে যখন কুষ্টিয়া ষ্টেশন অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন একদল মুসলমান লীগের ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীযুক্ত সান্যালের কামরায় ঢুকিয়া পড়ে। লাঠির আঘাতে তিনি সামান্য আহত হন। স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন চৌধুরীকে কোমরে ছুরিকাঘাত করা হয়। আরও কতিপয় কর্ম্মী অল্প বিস্তর আহত হইয়াছে। প্রকাশ, শ্রীযুক্ত চৌধুরীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। আশ্চর্য্যের বিষয় লীগ নেতারা এতাবৎ এই সব গুণ্ডামির বিরুদ্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই। ইহার অপেক্ষাও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোথাও স্থানীয় পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ, এমন কি তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, ডাণ্ডাবাজি বন্ধ করার জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে এরূপ নিষ্ক্রিয় দর্শক সাজিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন কে? পুলিশের বাৎসরিক কুচকাওয়াজ উপলক্ষে বাঙ্গলার লাট মিঃ কেসি সেদিন তাঁহার অভিভাষণে উচ্ছ্বসিত ভাষায় পুলিশের প্রশস্তি গাহিতে গিয়া আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার মৌলিক দায়িত্ব সম্পর্কে দেশের নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণকে হিতোপদেশ বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকটেই আমরা উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব চাহিতেছি। গুণ্ডা ও দুর্ব্বৃত্তদের হিংসামূলক কার্য্যকলাপ চক্ষুর সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াও পুলিশ যেখানে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া নিরপেক্ষতার ভান করে, সেখানে আইন ও শৃঙ্খলার মূলনীতি ও মর্য্যাদা প্রথমে শাসকেরাই নষ্ট করিয়া দিয়া বসিয়া আছেন!

Buy NATIONAL SAVINGS CERTIFICATE
From
N.K.KUNDU.
THE RELIABLE AUTHORISED AGENT
GOVT. OF BENGAL
146, AMHERST STREET.
CALCUTTA.

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
কুয়াশা
একটি প্রাণস্পন্দী উপন্যাস
যে পাপী, দীর্ঘ দুঃখের দহনে প্রায়শ্চিত্ত না করে তার কি পবিত্র হবার অধিকার নেই? জীবনের একটি গভীর জিজ্ঞাসার দুর্লভ অনুভূতি। বাচ্যার্থের থেকে গূঢ়ার্থের দিকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সংকেত, এইখানে সেই সংকেত আরো বেশি প্রখর হয়েছে হৃদয়ের আবেদনে। অভিনব গঠন সজ্জা, দাম ২॥০
পুতুল ও প্রতিমা
সংযম ও পরিমিতি-বোধই প্রেমেন্দ্র মিত্রের আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর কীর্তি বিষয়ের গভীরতায়, পুতুলের মাঝে প্রতিমার আবিষ্কারে। অনেকের মতো তিনিও মাটি আর রঙ নিয়ে পুতুল গড়েন, কিন্তু সে পুতুল কী করে প্রতিমা হয়ে ওঠে এ-মন্ত্র শুধু জানা আছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের। সচিত্র অপূর্ব গঠন সজ্জা, দাম ২॥০
• সিগ্নেট প্রেসের বই •
যে কোনো ভালো দোকানে পাওয়া যায়
১০/২, এলগিন রোড, কলিকাতা

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ফরিদপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

গত ৩০শে নবেম্বর ১৪১নং রসা রোডে ফরিদপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ-এর দক্ষিণ কলিকাতা শাখার শুভ উদ্বোধন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে এবং মাননীয় বিচারপতি মিঃ এস আর দাশের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ ডি কে সান্যাল এই ব্যাঙ্কের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী আশা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতেই ইহাকে সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত করিতে পারিবেন। ব্যাঙ্কের সুযোগ্য চেয়ারম্যান মিঃ জে সি মৈত্র, বার-এট্-ল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পি এন বসু এবং ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ বিজয় ব্যানার্জ্জীর তত্ত্বাবধানে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

নূতন যৌথ কোম্পানী

জনকল্যাণ মিউচুয়েল প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ আর সি প্রাণ্ডে। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইনসিওরেন্স সোসাইটি।

মহিলা মহল লিঃ—ডিরেক্টর—অখিলবন্ধু চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠান।

কয়লি ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মনিলাল তিজোরিওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ফিনানসিয়েল এজেণ্টস।

বেঙ্গল বুলিয়ন এসোসিয়েশন লিঃ—ডিরেক্টর—চিরঞ্জিলাল মনপুরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতি এবং স্বর্ণ, রৌপ্য আমদানীস স্পর্কিত ব্যবসা।

বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস সি নন্দ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯-১২ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। সূতা ও তুলার বীচি ছাড়াইবার কলপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

সোদপুর টেক্সটাইল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দুর্গাদাস চ্যাটার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, সৈয়দ স্যালে লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল চটকল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

খুলনা টকি সারকুট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কৃষ্ণগোপাল দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২৭ বি, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ফিল্ম প্রতিষ্ঠান।

বৃটিশ ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এজেণ্টস্; এজেণ্টস্ এবং সেক্রেটারিজ।

হিন্দুস্থান এগ্রিকালচার এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ চিন্ময় দেব। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। কৃষিজাত দ্রব্য, ফল এবং শাকসব্জীর ব্যবসা।

দি অজন্তা এজেন্সি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ননী দাশগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৬, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এডভারটাইজিং, পাবলিসিটি, কনট্রাক্টরস্ এবং এজেণ্টস্।

মণিটর ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এজেণ্টস্, এজেণ্টস এবং সেক্রেটারিজ।

ইষ্টার্ণ এডভারটাইজিং এজেন্সি লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ সুধীর রঞ্জন সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। এডভারটাইজিং এজেন্সি এবং পাবলিসিটি সম্পর্কিত ব্যবসা।

বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস কে দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-৪৭এ, গঙ্গাধর ব্যানার্জ্জি লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ঔষধ প্রস্তুতিকরণ সম্পর্কিত ব্যবসা।

ষ্টীল ওয়ার্কস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ হীরালাল পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯বি, রাধা মাধব দত্ত গার্ডেন লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। মিকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স।

আসাম-বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মধুসূদন নাথ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত

Pioneer Quality Manufacturer of :

Spring, Springwashers, Setscrews, Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler Tube, Brushes, Link & Wire Chains, etc.

S. K. Dutt

Manufacturer & Mill Furnisher,
20. STRAND ROAD
CALCUTTA
Phone : Cal. 1434

বাড়তি উৎপাদন ও চা

লড়াই বাধবার পর থেকে অন্য সব দেশের মতো ভারতবর্ষকেও বাড়তি উৎপাদনের জন্য উঠে পড়ে লাগতে হয়েছে। কিন্তু কাজটা অন্য দেশগুলিতে যতোটা সহজ হয়েছে ভারতবর্ষের পক্ষে মোটেই তা হয়নি। কারণ যুদ্ধের সৈন্যদের চাহিদা অনুযায়ী মাল জোগাবার জন্য যেসব বাড়তি যন্ত্রপাতি দরকার, যুদ্ধের জন্য বিদেশ থেকে সেগুলোর আমদানি বন্ধ, তার উপরে কারখানার কাজ-জানা মজুরেরও অভাব। এ সব অসুবিধে সত্ত্বেও বর্তমানে ভারতবর্ষের কারখানাগুলিতে যে পরিমাণ মাল উৎপন্ন হচ্ছে আগেকার দিনে তা ভাবাও যেতো না।

এই কৃতিত্বের মূলে ভারতীয় চায়ের দান যে কতোখানি তা ভাবলে সত্যি আশ্চর্য হতে হয়। আগেকার দিনে দেখা যেতো কাজের শেষের দিকে উৎপাদনের পরিমাণ অনেকটা কমে যায়। কিন্তু এখন আর এ কথা কেউ মানবে না, কারণ স্পষ্টই দেখা গেছে একটানা খাটুনির পর শ্রমিকদের চা দেওয়ার ফলে তাদের উদ্যম ফিরে আসে এবং মনোযোগও বাড়ে। তাই শেষপর্যন্ত মোট উৎপাদনের পরিমাণ চরমেই থাকে।

এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁরা কলকাতায় ১০১ নম্বর ক্লাইভ ষ্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যান্শান্ বোর্ড' থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK-241

মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। চাউলের কল, তেলের কলপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ফিল্ডস্ এণ্ড ফ্যাক্টরিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২বি, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। এজেন্সি এবং অর্ডার সাপ্লাই সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ডি এন চৌধুরী কটন মিলস্ লি—ডিরেক্টর—মিঃ গোপালকৃষ্ণ চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৭৫ লক্ষ টাকা। তুলার কল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

খড়দহ কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপহারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **মুড়িব্রিওয়েরি কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২২॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য ও অনুরূপহারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নিউসাভান সুগার এণ্ড গুর রিফাইনিং কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য ও অনুরূপহারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বার্ণ এণ্ড কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৭॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপহারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বোকারো এণ্ড রামগড় লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬।০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি অণ্ডাল কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা। **উড়িষ্যা মিনারেলস্ ডেভেলপমেণ্ট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক কোন লভ্যাংশ দেওয়া না হইলেও উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি নদীয়া মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপহারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি গৌরীপুর কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বালি জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ভুলনবারি কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ফাইনান্স কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবল্ কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব বৎসরেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ইণ্ডিয়া আইস এণ্ড কোল্ড ষ্টোরেজ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **ক্যালকাটা হাইড্রলিক প্রেস কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৯৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরে প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **সেণ্ট্রাল হাইড্রলিক প্রেস কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **জেনারেল ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ট্রাষ্ট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

মহামন্বন্তরের জের—নারীসেবা সঙ্ঘের শ্রীযুক্তা সীতা চৌধুরী রোটারী ক্লাবের এক সভায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তেরশ' পঞ্চাশের মহামন্বন্তরের ফলে বাংলাদেশের দশ লক্ষাধিক নারী ও শিশু রিক্তবিত্ত ও অনাথ হইয়া পড়িয়াছেন।

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস :—
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪
গ্রাম—যেশখু

শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল,
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
শাখা :—খুলনা।
যশোহর, নড়াইল ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

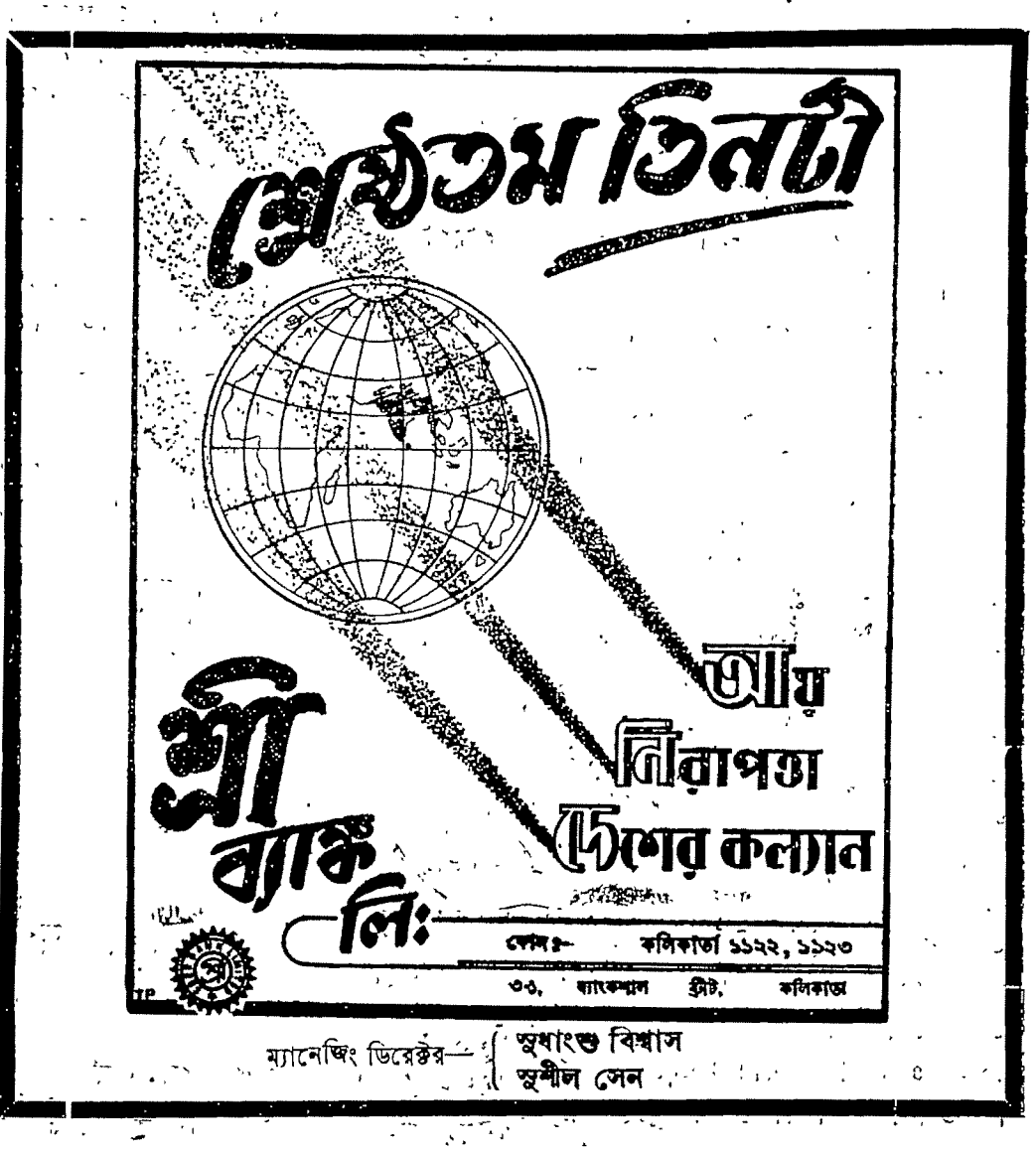

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৭ই ডিসেম্বর—কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহেব মধ্যে চাহিবা-মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা ও কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা বজায় আছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারী বিলের জন্য আলোচ্য সপ্তাহে মোট টেণ্ডারের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায়ও হ্রাস পাইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার গত সপ্তাহের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৪ঠা ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। ঐদিন মোট ৩ কোটী ৫৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার উপস্থিত করা হইয়াছিল। গত সপ্তাহে (গত ২৭শে নবেম্বর) মোট ৪ কোটী ২৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। শতকরা ৯৯৸৵৩ পাই এবং অধিক মূল্যের সমুদয় টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা অল্প মূল্যের আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ৩ কোটী ৫৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং গৃহীত টেণ্ডারসমূহের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৵০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। গত সপ্তাহে গৃহীত টেণ্ডারসমূহের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।/৩ পাই ধার্য্য হইয়াছিল। আগামী ১১ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার কলিকাতায় ১১টা পর্য্যন্ত (বেঙ্গল টাইম) এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ১০ই ডিসেম্বর সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ৪ কোটী টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৪ই ডিসেম্বর শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। ১৪ই ডিসেম্বর শুক্রবার ছুটির দিন হইলে ১৩ই ডিসেম্বর বৃহস্পতি-বার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ৩০শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে মোট ২ কোটি ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

রিনিময় বাজারে রপ্তানী বিলের তেমন কোন কাজ কর্ম্ম হয় নাই এবং সেখানে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: হুণ্ডি (প্রতি টাকার)		১ শি: ৫৯½ পে:
ঐ দর্শনী	(„)	„ „ „
ডি এ তিন মাস	(„)	১ শি: ৬৩⅛ „
ডি এ চার মাস	(„)	„ ৬৩⅝ „
ডলার	(প্রতি শত)	৩২৯॥০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—গত ২৩শে নবেম্বরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৭৫ কোটি ২৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৭৯ কোটি ১২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। গত ২৩শে নবেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭৩ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ও ২৭০ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ও ২৬৭ কোটি ৮৮ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৭ই ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার দিন কলিকাতার শেয়ার বাজারে ক্রেতা-ধিক্যের দরুণ প্রায় সমস্ত বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ার সমূহেরই মূল্যবৃদ্ধি পায়। মঙ্গলবার দিন ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক আলাপ-আলোচনার সম্বন্ধে কলিকাতার শেয়ার বাজারের বিক্রেতাগণের মনে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনার উদ্ভব হওয়ায় অস্থিরতা দেখা দেয় এবং ফলে প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহেরই সামান্য মূল্য হ্রাস ঘটে। বুধবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে মূল্যের দিক হইতে অনেকটা স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয় এবং বিকি-কিনিও মঙ্গলবারের তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি পায়। বৃহস্পতিবার ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক আলোচনার চূড়ান্ত ফলাফল কলি-কাতার শেয়ার বাজারে বিশেষভাবে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে। সমস্ত জল্পন-কল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সোণা-রূপার লক্ষণীয় মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কলিকাতার শেয়ার বাজারেও প্রায় সমস্ত বিভাগেরই শেয়ারসমূহের মূল্য হ্রাস ঘটে। অদ্য শুক্রবার আবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে গত বৃহস্পতিবারের তুলনায় প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ার সমূহের বিকি-কিনি বৃদ্ধি হয়; সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও অনেকটা উন্নতি দেখা যায়। অদ্য কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধের সময় সাধারণভাবে তেজীভাবই পরি-স্ফুট হইয়া উঠে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্র সমূহের বিকি-কিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ হয় এবং সপ্তাহের শেষের দিকে মূল্যের দিক হইতেও অনেকটা অবনতি দেখা যায়। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র আলোচ্য সপ্তাহে ৯৭।০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের ঋণপত্র ১০৩।৵০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্র সমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৭০-৭৫) ৯৭॥০ আনা, ৩/ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৬) ১০২।০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫১-৫৪) ১০১॥৵০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহেও চটকলসমূহের বিকি-কিনি অব্যাহতই ছিল। অকল্যাণ্ড ৪১৬৲ টাকা, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ৫৮৪৲ টাকা, কামারহাটি ৫৮৫৲ টাকা, ইণ্ডিয়া ৮৬৫৲ টাকা, গেঞ্জেজ ৬৯৮৲ টাকা, ন্যাশনাল ৩৮।০, নদীয়া ১৬৩৲ রিলায়েন্স ৯৬॥০ আনা এবং হাওড়া ১১৩॥০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের বিকি-কিনি সীমাবদ্ধ হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও লক্ষণীয় অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বরাকর ৪৪॥০ আনা, সাউথ করণপুরা ৪২।০ আনা, ইকুইটেবল ৭৫৸০ আনা, বোকারো এণ্ড রামগড ৬১৸০ আনা

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn., CALCUTTA,

Phone : Cal. 3436

গ্রাম : মারকোব্যাঙ্ক ফোন : ক্যাল ৩৭৩৪

ইউনিয়ন মারকেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেঃ অঃ—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যাঃ ডিঃ
এম, কে, নন্দী

চেয়ারম্যান
মিঃ কে, ডি, বোস।

এবং ভালগোবা ২৯।০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ার-সমূহের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং বিকিকিনিও বৃদ্ধি পায়। সপ্তাহ শেষে এই বিভাগেব প্রায় সমস্ত শেয়ারেরই বিকিকিনি সীমাবদ্ধ হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কানপুর টেক্সটাইলস্ ১৩৸৵০ আনা, এলগিন ৭২৲ টাকা এবং কেশোরাম ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনি অনেকটা অব্যাহত থাকিলেও, মূল্যের দিক হইতে অবনতিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৪১।৶০ আনা, জেসপ ৩০।৴০ আনা, টেক্সমাকো ১৮।০ আনা, মার্শালস্ ৭॥৶০ আনা, কুমারধুবী ১২।৶০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহেব বিকিকিনি অনেকটা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যেব দিক হইতেও অনেকটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বনাথ ৪৬॥০ আনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২৪৲ টাকা, তেজপুর ২৫॥৵০ আনা, বেটেলী ২০॥০ আনা এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ কাছাড় ৪১০৲ টাকা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও অনেকটা উন্নতি দেখা যায়। রামনগর কেইন লাভজনক লভ্যাংশ ঘোষণা করায় আলোচ্য সপ্তাহে রামনগর কেইন ২৬।০ আনা এবং কেরু এণ্ড কেইন ৩৪৸০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা; ৭ই ডিসেম্বর—পাটের বাজারের মন্দা আলোচ্য সপ্তাহেও পূর্ণ মাত্রায় বজায় আছে। পাটজাত দ্রব্যেব বাজারেব অবস্থা কিছু ভাল হইলেও, বাজারে বিকি-কিনির অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয। আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার যোগান কিছু বৃদ্ধি পাইলেও কলওয়ালাগণকে উৎসাহিত করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া বাজারের উপর এই যোগানবৃদ্ধির বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ভবিষ্যতে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের পাটের বাজারেও মন্দা বজায় রহিয়াছে। কলওয়ালাগণ গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও পাট ক্রয় ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ দেখাইতেছেন না। কলওয়ালাগণের উৎসাহের অভাবই পাটের বাজারের মন্দার প্রধানতম কাবণ।

আলগা পাটেব বাজাবে কাজকারবার আলোচ্য সপ্তাহে সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির সম্প্রতি এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

১৯৪৬-৪৭ সালে পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা নির্দ্ধারণই উক্ত কমিটির প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল।

মোটের উপর পাট কলওয়ালাগণ যদি আরও অধিক দিন নূতন পাট ক্রয় সম্পর্কে অনাগ্রহ দেখায় তবে সকল শ্রেণীর পাটের দরই কতকটা হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয়।

আগামী বৎসরের পাট চাষের 'কোটা' আগামী ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইবে, জানা গিয়াছে পাটের মূল্য যাহাতে অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস প্রাপ্ত না হয়, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে এখন হইতেই সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৭ই ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় বোম্বাইয়ের তুলার দরে উল্লেখযোগ্য তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। করাচী হইতে বোম্বাইয়ের তুলার দর বৃদ্ধির অনুকূলে সংবাদ আসায় এবং বোম্বাইয়ের তুলার রপ্তানী বাজারের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ হওয়ার দরুণই আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দর বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ। এতদ্ব্যতীত, গত সপ্তাহে আন্তর্জ্জাতিক পবিস্থিতির দরুণ বোম্বাইয়ের তুলার বাজারের বিক্রেতাগণের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা গিযাছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা বহুলাংশে বিদূরিত হইয়াছে এবং তাহার ফলেও বোম্বাইয়ের তুলার দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত শুক্রবার জানুয়ারী, মার্চ্চ এবং মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল যথাক্রমে ৪১৩।০ আনা, ৪২০।০ আনা এবং ৪২৯৸০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৪২৫॥০ আনা, ৪৩৭৸০ আনা এবং ৪৪৬॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার কাপড়ের বাজারে গরম কাপড়েব একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে; গরম কাপড়ের চাহিদার তুলনায় যোগান এত সীমাবদ্ধ যে, জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় গরম কাপড় সংগ্রহের তেমন কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নাই। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতীয় তাঁতবস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক মিঃ ই কে জে শর্ম্মা মাদ্রাজ পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর বলিয়াছেন যে, মাদ্রাজের প্রাদেশিক টেক্সটাইল কমিশনার নাকি কলিকাতায় মাসিক তাঁতের কাপড়ের রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। আলোচ্য সপ্তাহেও মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতে তীব্র বস্ত্রাভাবের খবর আসিয়াছে। মফঃস্বলে চাহিদার তুলনায় সর্ব্বপ্রকার কাপড়ের যোগান একান্ত সীমাবদ্ধ, গরম কাপড়ের ত কথাই নাই।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৭ই ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ৩ দিন কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায়ও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহের বুধবার দিন কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোণার (সর্ব্বোচ্চ) দর যথাক্রমে ৮৬।৶০ আনা ও ৮৬।৵০ আনা দাঁড়াইয়াছিল। ইঙ্গ-মার্কিন আলোচনা সম্পর্কে নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা ইরাণ এবং সুদূর প্রাচ্যের ক্রমবর্দ্ধমান অশান্তি এবং লাভান্বেষিগণের সোণা মজুত ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রদর্শনই ইহার অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোণার দব হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ৮৫৸০ আনা এবং ৮৪।৵০ আনা দাঁড়াইয়াছিল। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৮৩।৴০ আনা ও ৮২৸৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হওয়াই উহার প্রধানতম কারণ। কারণ, উক্ত চুক্তি সম্পাদনের ফলে সোণার জন্য আর তেমন কাড়াকাড়ি থাকিবে না এবং রপ্তানী বাণিজ্যেও সোণার প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে হ্রাস পাইবে। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইএর বাজারে প্রতি ভরি সোণার (সর্ব্বোচ্চ) দর ছিল যথাক্রমে ৮৩৸৵০ আনা এবং ৮৪।০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৮৩।৴০ আনা এবং ৮২৸৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইএর বাজারে প্রতিখণ্ড গিনি বর্ত্তমানে যথাক্রমে ৫৮॥৵০ আনা ও ৫৮৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা—সোনার দরের উন্নতির সঙ্গে সম্যক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম তিন দিন রূপার দরেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কিন্তু বৃহস্পতিবার ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপার দরেও অবনতি দেখা দেয়। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইএর বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩৪॥০ আনা ও ১৩৩॥৵০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ১৩৪৲ টাকা এবং ১৩৩।৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যতে সুখ-শান্তি ভোগের জন্য সুখস্বপ্নই বর্ত্তমানকে ক'রে তোলে কর্ম্মময়—সেই কর্ম্ম-শক্তির উদ্দীপনা মানুষকে এনে দেয় আয়ের সংস্থান—তখন মানুষ উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রতে যায় ভুলে—স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে।

*

ভবিষ্যতের আশা পূরণ ক'রতে হ'লে যে সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় চালিত হওয়া দরকার উহাই—

!!!

ক্যালকাটা
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

		৩০শে নবেম্বর	৩রা ডিসেম্বর	৪ঠা ডিসেম্বর	৫ই ডিসেম্বর	৬ই ডিসেম্বর	৭ই ডিসেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা)	...	৮৩৸/০	৮৫৶/০-৮৫৶/০	৮৫৶/০	৮৬।৶/০	৮৪৸০	৮৩।/০
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	৮৪৲	৮৫।৶/০	৮৬।/০	৮৬।৶/০	৮৪।৶/০	৮২৸৶/০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	...	১৩৪॥০	১৩৬৲	১৩৫৸০	১৩৬।০	১৩৪॥০	১৩৪৲
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	১৩৩।৶/০	১৩৪৸৶/০	১৩৫।০	১৩৫৶/০	১৩৩॥৶/০	১৩৩।৶/০
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা)	...	৫৮॥০	৫৯॥০	৫৯॥০	৫৯॥০	৫৯৲	৫৮॥৶/০
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	৫৯৸০	৬১৲	৬১৲	৬০॥০	৫৮৸০	৫৮৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক)	...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—							
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের	...	—	—	—	—	—	৯৭।৶/০
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের	...	—	১০৩॥০-১০৩।৶/০	১০৩॥৶/০-১০৩॥০	১০৩॥৶/০-১০৩।৶	১০৩৸৶/০-১০৩।/	১০৩।৶/০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫)	...	—	৯৯॥০	৯৯॥০	—	—	৯৯।৶/০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮)	...	—	—	৯৮৸০	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০)	...	—	১১৩॥০	১১৩৶/০	—	—	১১৩৶/০
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫)	...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—							
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ	...	৪৬।৶/০-৪৫।৶/০	৪৮৶/০-৪৬৸৶/০	৪৭।৶/০-৪৬॥০	৪৮৶/০-৪৭৶/০	৪৬৸০-৪৬/০	৪৬॥৶/০-৪৬৶/০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি	...	৪১॥০-৪০।৶/০	৪৩/০-৪১৸৶/০	৪২॥০-৪১৸০	৪২৸০-৪২।/০	৪১॥৶/০-৪১৲	৪১॥৶/০-৪১৲
কুমারধুবী—অর্ডি	...	১২॥০-১২৶/০	১২৸০-১২।৶/০	১২॥/০-১২।০	১২৸৶/০-১২।৶/০	১২॥/০-১২।৶/০	১২॥০-১২৶/০
ব্রেইতওয়েইট	...	১৬/০-১৫॥৶/০	১৬॥৶/০-১৬৲	১৬৸৶/০-১৬।৶/০	১৬৸৶/-১৬।৶/০	১৬॥৶/০-১৬॥০	১৬॥৶/০-১৬।০
জেসপ	...	৩০৸০-৩০।৶/০	৩১/০-৩০॥৶/০	৩১৲-৩০॥৶/০	৩০৸৶/০-৩০॥৶/০	৩০॥০-৩০৶/০	৩০॥০-৩০৶/০
মার্শালস	...	৮।০-৭৸/০	৮।০-৮৶/০	৮।/০-৮৶/০	৮।০-৭৸৶/০	৭৸৶/০-৭॥৶/০	৭৸৶/০-৭৸০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল	...	১২৸৶/০-১২।/০	১২৸৶/০-১২৸০	১২৸৶/০-১২॥৶/০	১৩/০-১২৸০	১২॥৶/০-১২॥/০	১২৸৶/০-১২॥০
আর্থার বাটলার	...	২৫৶/০-২৫৶/০	—	—	—	২৫।৶/০-২৫৶/০	—
হিন্দুস্থান মোটরস	...	—	—	—	—	৯৶/০-৯/০	—
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স	...	—	—	—	—	—	১৭॥৶/০
খনি—বার্মা কর্পোরেশন	...	৭।৶/০-৭৶/০	৭।৶/০-৭।০	৭।৶/০-৭৶/০	৭।৶/০-৭৶/০	৭।/০-৭/০	৭।/০-৭৶/০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন	...	৩॥৶/০-৩॥/০	৩৸৶/০-৩৸০	৩৸৶/০-৩৸০	৪/০-৩৸৶/০	৩৸৶/০-৩৸/০	৪৶/০-৩৸৶/০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	...	১৫৮॥০-১৫৭৲	১৫৮৲	১৫৭॥০	১৫৯৲-১৫৭৲	—	১৫৯৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	...	৪২।০-৪০৲	৪১৲	৪১॥০-৪০॥০	৩৯৲	৩৯॥০	—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	...	—	—	—	—	—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	...	—	১৪৲-১৩৸৶/০	১৪৲-১৩৸৶/০	১৪৲-১৩৸৶/০	১৪৲	১৪৲-১৩৸৶/০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন	...	১৪৸৶/০-১৪৸০	১৫৶/০-১৫৲	—	১৫/০-১৫৲	১৫/০-১৫৲	১৫/০-১৫৲
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক	...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক	...	—	—	—	—	১০৸৶/০	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	...	—	—	৫৫॥০	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক	...	—	—	—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং	...	৪৬৸০-৪৫৶/০	—	৪৫।৶/০-৪৫৶/০	৪৫॥৶/০-৪৫।৶/০	৪৪॥৶/০-৪৪॥০	৪৪॥/০-৪৪॥০
তালচের " "	...	১৪৶/০-১৪৲	১৪৶/০-১৩৸৶/০	১৪৶/০-১৪/০	—	১৩৸/০-১৩৸০	—
রাণীগঞ্জ " "	...	৬৫৸০-৬৫।০	৬৭৲	৬৬॥০-৬৬৶/০	৬৭।০-৬৬৲	—	—
ইকুইটেবল " "	...	৭৭৲-৭৫৸৶/০	৭৮॥০-৭৬॥০	৭৭॥০-৭৬৸০	৭৬৸৶/০-৭৫৸৶/০	৭৫৸/০-৭৫৲	৭৫।০
সাউথ করণপুরা "	...	৪৩৸৶/০-৪২।০	৪৩৸৶/০-৪২৸০	৪৩।৶/০-৪২॥৶/০	৪৩৶/০-৪৩৲	৪২॥০-৪২।০	৪৩।৶/০-৪২৸৶/০
ভুলনবরারি	...	—	—	—	—	৪৯৸৶/০	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড	...	৫১৲	—	—	—	—	—
নিউ চুরুলিয়া	...	১৪।০	১৪৲-১৩৸০	—	—	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	...	৪৬৸০	—	—	৪৬॥৶/০-৪৬॥৶/০	—	—

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী
এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি
নদার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
(সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক)
হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
স্থাপিত—১৯২৯
ফোন : ক্যাল ২৩৩৯ (৩ লাইন)

অনুমোদিত মূলধন—
১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন—
১২,৫৮,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
আদায়ীকৃত মূলধন—
১০,২১,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

চট্টগ্রাম ও ডিব্রুগড় শাখা খোলা হইয়াছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, পাল

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৩০শে নবেম্বর	৩রা ডিসেম্বর	৪ঠা ডিসেম্বর	৫ই ডিসেম্বর	৬ই ডিসেম্বর	৭ই ডিসেম্বর
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮॥৵০-৮।৵০	৮৸৵০-৮॥৵০	৮৸০-৮॥০	৮॥৵০-৮।৵০	৮।৶০-৮।০	৮।০
বেনারস ...	১১৸৵০-১১৸০	১২।০-১১৸৴০	১২৲-১১৸৶০	১২৵০-১১৸৴০	—	—
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৩৸০-১৩॥০	১৪৲-১৩॥৵০	১৩৸৶০-১৩৸০	১৩৸৶০-১৩৸০	১৩৸০-১৩৵০	১৩।৵০-১৩।৴০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	—	৭৪৲-৭৩৸৵০	৭২৸০	৭২৸৶০-৭২॥০	৭২৲	৭১॥০-৭১৲
কেশোরাম ...	১৯৸৶০-১৯৸০	২০॥০-২০।০	২১৵০-২০৲	২১।৴০-২০৸০	২০৸০-২০।৵০	—
বঙ্গশ্রী ...	১৪৴০-১৪৲	১৪৲	১৪৲	১৪৲-১৩৸৵০	১৪৴০	১৪।৵০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৸৵০-৭৸০	৭৸৵০	৭৸৶০	৭৸৶০-৭৸৵০	৭॥৵০	৭৸৵০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২৬১৲-২৫৮৲	২৬০৲	২৬৩৲-২৫৫৲	—	২৫০৲-২৪৯৲	২৪৭৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	২১৸০	২১৸০	২২৵০-২১৸০	—	২১॥৴০	২১।৵০-২১।৴০
টিটাগড় ...	৩৮॥০-৩৮৲	৩৮৸৵০-৩৮।৴০	৩৮॥০-৩৮।০	৩৮।৴০-৩৮৵০	৩৭৸৶০-৩৭।৶০	৩৮।৶০-৩৭।৶০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৪২৭॥০-৪২১৲	৪২৪৲-৪২৩৲	৪২২৲-৪২০৲	৪২৫৲	৪১৯৲	৪২১৲-৪১৬৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৬০২৲-৫৯০৲	৬১০৲-৬০৩৲	৬০৪৲-৫৯৪৲	৬০১৲-৫৯৫৲	৫৯০৲-৫৮৪৲	৫৯২৲-৫৮৩৲
কামারহাটি " " " ...	৯০৫৲-৮৮৮৲	৯১৫৲-৯০৪৲	৯০৩৲-৮৯২৲	৮৯৮৲-৮৯৩৲	৮৯৩৲-৮৮৩৲	৮৯০৲-৮৮৪৲
নদীয়া " " " ...	১৭৬॥০-১৬৩৲	১৮৪৲-১৭৫॥০	১৭৭৲-১৭২৲	১৭৫৲-১৭০৲	১৭২৲-১৬৩৲	১৭১৲-১৬৯॥০
প্রেসিডেন্সী " " " ...	১৬৵০-১৫॥০	১৬৶০-১৫৸৵০	১৫৸৵০-১৪৸৴০	১৬৲-১৪৲	১৫৸০-১৫।৵০	১৫॥০
রিলায়েন্স " " " ...	৯৯৲-৯৯।৵০	১০০॥০-৯৮।০	৯৯।০-৯৮॥০	১০০৲-৯৮॥০	৯৭।০-৯৬॥০	৯৮৲-৯৭৲
কাঁকনাড়া " " " ...	৭৮৬৲-৭৮৫৲	৭৯৯৲-৭৯০৲	৭৯৮৲-৭৭৫৲	৭৮৭৲-৭৮০৲	৭৭৪৲-৭৭০৲	৭৭৫৲-৭৬৫৲
হাওড়া " " " ...	১১৩৸০-১১২।৵০	১১৭।৵০-১১৪॥৴০	১১৫॥৵০-১১৪৸০	১১৬৲-১১৪৲	১১৪।০-১১৩৲	১১৫৲-১১৩৸৵০
ডালহৌসী " " " ...	৪৭২৲	৪৭৩॥০-৪৭১৲	৪৭০৲-৪৬৮৲	৪৮৫৲-৪৭৫৲	৪৮২৲-৪৭৫৲	৪৭৯৲-৪৭৬৲
বজবজ " " " ...	—	৬৭২৲-৬৬৬৲	—	—	৬৫৩৲-৬৫০৲	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " " ...	৪৩৩৲-৪১৩৲	৪২৮৲-৪২২৲	৪২৪৲-৪২২৲	৪২৬৲	৪২১৲-৪১০৲	৪২০৲-৪১৭৲
এলায়েন্স " " " ...	৭৯২৲-৭৯০৲	৮০৬॥০-৮০০৲	৭৯৭৲	—	—	৭৮০৲-৭৭১৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৫৸০-১৫৸০	১৬।৶০-১৬৴০	১৬॥৵০-১৬।০	১৭।৴০-১৬৸৴০	১৭৲-১৬৸০	১৭।৴০-১৬৸০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪২॥০৪২।০	৪৩।০-৪২॥০	৪৩॥৵০-৪৩৲	৪৩।০-৪৩৲	৪২৸৵০-৪২॥০	৪২৸০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩২৸৴০-৩২।৶০	৩৪॥৴০-৩৩৸৵০	৩৪৲-৩২॥০	৩৪৴০-৩৩৸০	৩৩॥০-৩৩৵০	৩৩।৶০-৩৩।৴০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " " ...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী " " " ...	৫১৲-৫০৲	—	৫১৲-৫০৲	—	—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—	—	১১৸৵০	—	—	—
তেজপুর " " " ...	২৪।০-২৩৸৵০	২৪৸৵০-২৪॥০	২৫৲-২৪॥০	২৫।০-২৫৲	২৫॥৵০-২৪।০	২৫৸৴০-২৫॥০
বিশ্বনাথ " " " ...	—	৪৫৲	৪৫।০	—	৪৬॥০	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৬॥০	১৬৸০-১৬।৵০	১৭৲-১৬।৶০	১৬৸০-১৬।৶০	—	১৬॥৵০
বি আই কর্পোরেশন ...	৮॥৴০-৮।৴০	৯৲-৮॥০	৮৸৵০-৮॥৵০	৮৸৵০-৮॥৴০	৮॥৶০-৮।৴০	৮॥৴০-৮।৶০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৯৪৲-১৯০৲	২০০৲-১৯৬৲	১৯৭৲-১৯৫৲	১৯৭৲-১৯০৲	১৯৩৲-১৯০৲	১৯৩৲-১৯০॥০
বোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৭৵০-১৬৸৶০	—	১৭৲-১৬॥৶০	১৬৸০	১৬॥০	১৬৸০-১৬।৵০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২৪৮৲-২৩৭॥০	২৫০৲-২৪২৲	২৫১৲-২৪৬৲	২৫৩৲-২৪৯৲	২৫১৲-২৪৩৲	২৪৮৲-২৪৩৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " " ...	২৩৲-২২॥৵০	২৩৶০-২২৸৵০	২৩।৵০-২২৸৵০	২৩।০-২২৸০	২২৸৶০-২২৸০	২৩৲-২১।৶০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	—	১৩॥০	—	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১০।০	১০।০	১১৲-১০॥৵০	১১৵০-১১৲	১০৸৶০-১০৸০	১১৲

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

অক্ষয় কুমার লাহা

রেডিয়াম মার্ব্ব সিমেণ্ট কলার

বা ডীর কারখানার

কলিকাতা

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) — ২নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্:—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

রেজেষ্টার্ড অফিস ফি.ফি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ রেজিষ্টার্ড ষ্ট্রীট ফি.ফি. ২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

অন্যান্য শাখা:—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।

অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

চেয়ারম্যান: শ্রী মতিলাল রায়।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস
মিশন রো, কলিকাতা।

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	(দিল্লী)	ভাণ্ডহার্ট রোড
শ্যামবাজার	আগ্রা	(বম্বে)
ভবানীপুর	মীরাট	আমেদাবাদ
বালীগঞ্জ	বেনারস	মসকটিবাজার
ঢাকা	এলাহাবাদ	(আমেদাবাদ)
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা	করাচী
ময়মনসিংহ	(এলাহাবাদ)	আজমীর
চট্টগ্রাম	লক্ষ্ণৌ	রায়পুর
কটক	আমিনাবাদ	নাগপুর
পাটনা	(লক্ষ্ণৌ)	ইটওয়ারী
গয়া	কাণপুর	(নাগপুর)
মজঃফরপুর	মেষ্টন রোড	জব্বলপুর
বেরিলী	(কাণপুর)	জব্বলপুর ক্যাণ্ট
মাদ্রাজ	অমরাবতী	অমৃতসর
		লাহোর

লণ্ডন এজেন্টস—
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

LOTUS
brand OILS
The name you can Trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

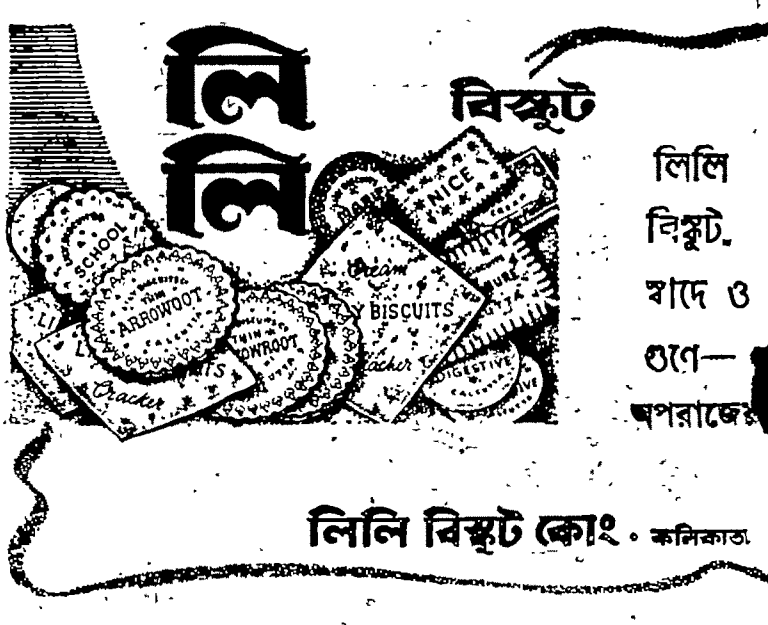

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যদ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 17th December, 1945. সোমবার, ২রা পৌষ ১৩৫২ [৩১শ সংখ্যা

১৯৪৪ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায়

ভারত সরকারের বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সম্প্রতি তাঁহার ১৯৪৫ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ রিপোর্টে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের গত ১৯৪৪ সালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পুরা রিপোর্টটি এখনও পাওয়া যায় নাই, উহার যে সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে নূতন বীমা আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৩৩০টি। উহার মধ্যে ২৩৪টি ছিল দেশীয় প্রতিষ্ঠান; আর বাকী ৯৬টি ছিল বিদেশী প্রতিষ্ঠান। দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ১৫১টি জীবনবীমার ব্যবসায় পরিচালনা করিয়াছিল। ৪৭টি জীবনবীমার সঙ্গে অন্যান্য বীমা ব্যবসায়েও নিয়োজিত ছিল, ৩৬টি কোম্পানী কেবল সাধারণ বীমার ব্যবসায় পরিচালনা করিয়াছিল। যুদ্ধের পটভূমিকায় গত কয় বৎসর ভারতে জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য ১৯৪৪ সালে ঐ দিক দিয়া দেশীয় কোম্পানীসমূহের অভাবনীয় উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। ১৯৪৩ সালে দেশীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ ২ লক্ষ ৮৩ হাজার পলিসিতে মোট ৬২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪৪ সালে সেস্থলে উহারা ৪ লক্ষ ৩২ হাজার পলিসিতে মোট ৯৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। এক বৎসরে নূতন কাজের পরিমাণ ৩২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়া যাওয়া দেশীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলির সমূহ জনপ্রিয়তার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। ভারতে যে-সব বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানী ছিল তাহারা ১৯৪৪ সালে ১১ কোটি টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল।

জীবনবীমা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বীমার দিক দিয়াও আলোচ্য বৎসরে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। গত ১৯৪৩ সালে সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে নিয়োজিত দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রিমিয়াম বাবদ মোট ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে সেই আয় বাড়িয়া ৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। তবে সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে ভারতে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় এখনও বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির স্থানই অগ্রগণ্য। গত ১৯৪৪ সালে সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে নিয়োজিত বিদেশী কোম্পানীগুলির প্রিমিয়াম বাবদ মোট ৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল।

১৯৪৪ সালে দেশীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পাইলেও ঐ সালে বীমা তহবিল বাবদ তাহাদের আদায়ী সুদের হার হ্রাস পাইয়া শতকরা ৩.৬৪ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে আদায়ী সুদের গড়পড়তা হার ছিল শতকরা ৩.৮৮ ভাগ। অপর দিকে কোম্পানীসমূহের ব্যয়ের হার প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৭.৯ ভাগ স্থলে এবৎসর শতকরা ৩১.২ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ধরণের বিরূপ গতি লক্ষ্য করিয়া বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় তাঁহার রিপোর্টে এ-বিষয়ে কতগুলি মন্তব্য করিয়াছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য বর্ত্তমান নিবন্ধে বীমা ব্যবসায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রিপোর্টটি পাইয়া পরে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য সম্বন্ধে ও সাধারণভাবে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের গতিধারা সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে বড়লাট

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সভায় যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা সকল বিষয়েই নিরাশ হইয়াছি। ভারতের রাজনৈতিক দাবী পূরণ সম্পর্কে উহাতে তিনি কোন কার্য্যকরী নির্দ্দেশ প্রদান করেন নাই। প্রথমতঃ, নূতন নির্ব্বাচন ও দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দলের সম্মিলিত দাবী নির্দ্ধারণের কথা বলিয়া ভারতবাসীর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার প্রশ্ন সুকৌশলে তিনি দীর্ঘকাল মুলতুবী রাখিবার ব্যবস্থাই বরং করিয়াছেন। যুদ্ধের পরে ভারতে যে সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমাধান সম্পর্কেও অচিরে কোন সুপরি-

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৪৫-৫২
টাকার মূল্য নির্দ্ধারণের সমস্যা	৭৫৩-৫৪
কলিকাতার খাদ্য সমস্যা (২) পেঁয়াজ	৭৫৫-৫৬
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৭৫৭-৫৮
খেয়ালীর খাতা	৭৫৯-৬০
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৭৬১-৬৫
কোম্পানী প্রসঙ্গ	৭৬৬-৬৭
বাজারের হালচাল	৭৬৮-৭২

কল্পিত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ পায় নাই। নানা শ্রেণীর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দেশে শিল্প-বাণিজ্যের স্বাভাবিক উন্নতির পথ প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের অবসান ঘটিলেও অচিরে এই সবের অবসান ঘটিবে না। শিল্প ব্যবসায়ের পক্ষে অসুবিধার কারণ হইলেও গবর্ণমেণ্টের সুবিধা অনুযায়ীই ক্রমে ক্রমে তাহা শিথিল করার ব্যবস্থা হইবে। খাদ্য, বস্ত্র ও কয়লা সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি দ্বারা ঐ সব জিনিষের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা বিশেষ কিছু কাটে নাই। কিন্তু বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় ঐ সমস্তের অপরূপ সাফল্যের কথা তুলিয়া জনসাধারণের স্বার্থে তাহা দীর্ঘকাল জিয়াইয়া রাখিবারই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষের উপর নিয়ন্ত্রণ নীতির কড়াকড়ি এ সমস্ত সম্পর্কে চোরা কারবারীদের দুর্নীতি বন্ধ করিতে পারে নাই। বড়লাট এই দুর্নীতি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিবেন কি, জিনিষপত্রের স্বল্পতার ভিতর ঐ দুর্নীতি নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই তিনি ধরিয়া নিয়াছেন। কি করিয়া জিনিষপত্রের যোগান বাড়ানো যাইতে পারে বড়লাট সে বিষয়ে কোন সুনির্দ্দেশ দিতে পারেন নাই। বাহির হইতে খাদ্যসামগ্রী আমদানী করিয়া এদেশের অভাব পূরণ সম্পর্কে জনসাধারণের পক্ষ হইতে দাবী হইতেছে। বড়লাট বলিয়াছেন, "ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও অন্য অনেক স্থান বর্ত্তমানে শত্রুকবলমুক্ত হইলেও আমরা ভারতের জন্য ঐ সমস্ত স্থান হইতে ইচ্ছামত চাউল খরিদ করিতে পারি না। দুনিয়ার অনেক দেশে খাদ্যের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। সেই অভাবের কথা বিবেচনা করিয়া ওয়াশিংটনস্থিত সম্মিলিত জাতীয় খাদ্য বোর্ড ব্রহ্ম, শ্যাম ও অন্যান্য দেশের চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাহির হইতে ভারতের জন্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইলে এদেশের গবর্ণমেণ্টকে লণ্ডনস্থ ভারত সচিবের সমর্থন নিয়া ওয়াশিংটনস্থ সম্মিলিত জাতীয় খাদ্য বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে হইবে।" বড়লাটের এই উক্তির পর শীঘ্র বিদেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের যোগান পাওয়ার কোন আশাই আমরা দেখিতেছি না। বাঙ্গলায় যখন দুর্ভিক্ষে লোক মারা যাইতেছিল তখন সিংহল ও মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহের লোকদের অভাব পূরণের অজুহাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশ হইতে নির্ব্বিচারে চাউল রপ্তানী করিয়াছিলেন। ভারতের চরম বস্ত্রসঙ্কট দেখা যাওয়া সত্ত্বেও এদেশ হইতে চীন ও মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহে বস্ত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল। সম্মিলিত জাতির কোন বোর্ড দ্বারা রপ্তানীর সমীচীনতা ও অসমীচীনতা তখন বিবেচিত হয় নাই। এদেশের বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট তাহার দরকারও বোধ করেন নাই। এক্ষণে ভারতের প্রয়োজনে ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের 'বাড়তি' অঞ্চল হইতে চাউল আমদানীর কথায় বড়লাট বাহাদুর তৎসম্পর্কে প্রথমে লণ্ডনস্থ ভারত সচিবের ও পরে ওয়াশিংটনস্থ সম্মিলিত জাতীয় খাদ্য বোর্ডের অনুমতি লওয়া নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেছেন। ভারতের লোকদের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচন সম্পর্কে ইহা সাম্রাজ্যবাদীদের চিরন্তন উপেক্ষা-উদাসীনতার নজীর ছাড়া আর কিছু নহে।

বেকার সমস্যা ও সরকারী পরিকল্পনা

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায় সৈন্য বিভাগ হইতে, রেলওয়ে হইতে ও নানা সরকারী দপ্তর হইতে লোক ছাটাই করিবার কাজ সুরু হইয়াছে। ফলে দেশে যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা তীব্র হইয়া দেখা দিতেছে। যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন গবর্ণমেণ্ট নানাদিকে জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা সমাধানের ভরসা দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে সে গাল-ভরা বুলির কোন মর্য্যাদা আজ আর তাঁহারা রাখিতেছেন না। মামুলী অসুবিধার কথা তুলিয়া, বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সময় পিছাইয়া দেওয়ারই মতলব প্রকাশ করিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কয়েকটি স্কীম সম্পর্কে হাত দিবেন। কিছু সংখ্যক যুবককে কার্য্যকরী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলারও ব্যবস্থা হইবে। তাহা ছাড়া দুই এক বৎসর মধ্যে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিক দিয়া কোন স্কীম নিয়া সাক্ষাৎভাবে কার্য্যে ব্রতী হওয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ যাহাতে ঐসব দিকে উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা লইয়া কার্য্যে ব্রতী হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য তাহাদিগকে উৎসাহ দিবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সাক্ষাৎভাবে অগ্রবর্ত্তী না হইলে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের সমুচিত উন্নতির জন্য কোন সুসঙ্গত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হওয়া বাস্তবিকই সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না। ভারতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহের আয় স্বল্প বলিয়া তাহারা তাহাদের বর্ত্তমান প্রয়োজনই ঠিক ঠিকভাবে মিটাইতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় তাহাদের উপর জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত করিলে সে দায়িত্ব ভালভাবে সম্পন্ন হওয়ার আশা নিতান্তই বৃথা। ভারত সরকারের পক্ষে অচিরে ব্যাপকভাবে কোন জাতীয় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা কেন সম্ভবপর নহে তাহার কারণ দিতে গিয়া বড়লাট বাহাদুর প্রধানতঃ অর্থাভাবের কথা তুলিয়াছেন। উপযুক্ত অর্থ সঙ্কুলান করা সম্ভব-পর নহে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সাক্ষাৎভাবে কোন বড় পরিকল্পনা নিয়া দুই এক বৎসর মধ্যে কার্য্যে অবতীর্ণ হইবেন না। সেজন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহকেও তাহাদের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য বর্ত্তমানে কোন অর্থ সাহায্য না দিয়া শুধু ভবিষ্যতে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিই তাঁহারা দিবেন। যুদ্ধের সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট একমাত্র দেশরক্ষা বাবদই বৎসরে ৪৫০ কোটি টাকার মত ব্যয় করিয়াছেন। এই ব্যাপারে অর্থসংগ্রহের কোন বিঘ্ন দাঁড়ায় নাই। কিন্তু আর্থিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধন ও বেকার সমস্যা সমাধানের কথায় অর্থের অভাবটা আজ তাঁহাদের নিকট বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। লর্ড ওয়াভেল গত ১৯৪৩ সালে লণ্ডনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,- "যুদ্ধের সময়ে আজ অনেক দেশই তাহাদের প্রয়োজনোপযোগী টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে, কিন্তু শান্তির সময়ে কোন দেশই দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও বেকার সমস্যার প্রতিকারে সেরূপ মাত্রায় টাকা নিয়োগ করিতে পারে নাই। ইহা আমার কাছে একটা বিস্ময়কর সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে।" ভারতের বড়লাট হওয়ার পূর্ব্বে যাহা লর্ড ওয়াভেলের কাছে বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইয়াছিল ভারতের বড়লাট হইয়া আজ তাহা তাঁহার নিকট নিতান্ত স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে হইতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইয়া ভারতের লোকদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও বেকার সমস্যা সমাধানের অত্যাবশ্যকীয় পরিকল্পনা পর্য্যন্ত তিনি আজ পিছাইয়া দিতে দ্বিধা করিতেছেন না। ইহা প্রকৃত অসুবিধা না আন্তরিকতার অভাব তাহাই আমরা ভাবিতেছি।

বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা ও পরনির্ভরতা ঘুচাইতে হইলে বৃহৎ শিল্পসমূহের প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক, ইহা প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীই অনুভব করেন। সম্প্রতি খ্যাতনাম শিল্পবিশেষজ্ঞ স্যার এ বিশ্বেশ্বরায়া এই সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট একটা উল্লেখযোগ্য স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন। উক্ত স্মারকলিপিতে তিনি এখনই কয়েকটা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, জাহাজ, ইস্পাত, মোটর, এরোপ্লেন, কারখানার যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম রেশম, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানাসমূহ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে স্থাপন করা যায়। একশত কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া এই ধরণের ২৪টা শিল্প স্থাপন করা সম্ভব বলিয়া তিনি দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে গড়ে আড়াই কোটি টাকা মূলধন লইয়া এক একটা শিল্প স্থাপিত হইলে যেরূপ মুনাফা পাওয়া যাইবে তাহাই আরও মূলধন আকর্ষণ করিবে; কাজেই মূলধনের জন্য ভাবনার কোন কারণ নাই। স্যার বিশ্বেশ্বরায়া কোন একটা প্রদেশে সমস্ত বা অধিকাংশ শিল্প কেন্দ্রীভূত করার বিরোধী। তিনি সমস্ত শিল্প বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া দিবার পক্ষপাতী।

কলকব্জা পাওয়া যাইবে কোথায় এই প্রশ্নেরও তিনি জবাব দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বৃটেন বা আমেরিকা হইতে যদি অদূর ভবিষ্যতে কলকব্জা আমদানীর সুবিধা না থাকে তাহা হইলে ভারতের কোন একটা কি দুইটা শিল্পকেন্দ্রে কলকব্জা প্রস্তুতের কারখানা গড়িয়া তুলিলে এই সমস্যার সমাধান হইবে। স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার প্রস্তাবগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং সমীচীন কিন্তু আসল সমস্যা হইল গবর্ণমেণ্টের মনোভাব। যতক্ষণ সেই মনোভাবের পরিবর্ত্তন না হইতেছে, ততক্ষণ কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা— তাহা যতই যুক্তিসঙ্গত হউক না কেন, কার্য্যকরী হইবার সম্ভাবনা নাই।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

ব্রহ্মে অর্থনৈতিক ফ্যাসিজম

ব্রহ্মের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী গণস্বাধীনতা সঙ্ঘের নেতা মেজর জেনারেল ইউ, আউঙ্গ সান ব্রহ্মে সরকারী পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে "অর্থনৈতিক ফ্যাসিজম্" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্মে সরকারী পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য কি তাহা মেজর জেনারেল আউঙ্গ সান পরিষ্কারভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত পুনর্গঠনের সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই সুযোগ ও অজুহাতে বৃটিশ ধনিকদের ব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চমৎকার পরিকল্পনাও তাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মের বিভিন্ন জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করিবেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই ব্রহ্মবাসীদের দ্বারা পরিচালিত। গবর্ণমেণ্ট এইভাবে ব্রহ্মবাসীদের একটী গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের মালিকানা হইতে বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এদিকে বিদেশী ধনিকদের দ্বারা পরিচালিত রেঙ্গুণ ইলেকট্রিক ট্রামওয়ে এণ্ড সাপ্লাই কোম্পানীকে ১৫ বৎসরের জন্য ব্যবসায় চালাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট বেকার সমস্যা ও মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা দূর করিবার জন্য কিছুই করিতেছেন না। মেজর জেনারেল আউঙ্গ সান বলেন যে, মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করিবার জন্য অবিলম্বে মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা উচিত। দেশে বহু লোক বেকার রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কাজ দিবার কোন ব্যবস্থা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে লোক আমদানী করিতেছেন। মেজর জেনারেল আউঙ্গ সান বলেন যে, এই সময় বাহির হইতে বেশী লোক আসিলে আর্থিক দুর্গতি আরও বাড়িয়া যাইবে।

তৃতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্ট জাপানী মুদ্রা বাতিল করিয়া দেওয়ায় রাতারাতি সহস্র সহস্র লোক দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং জনসাধারণ বিষম বিপাকে পড়িয়াছে। মেজর জেনারেল আউঙ্গ সান পরিষ্কারই বলিয়াছেন যে, রিলিফের জন্য যাহা কিছু করা হইতেছে তাহা আদৌ যথেষ্ট নহে এবং গবর্ণমেণ্টের ঢাক পিটানোই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য।

মেঃ জেনারেল আউঙ্গ সান ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজন আছে এবং ব্রহ্মবাসীরা বিদেশী পুঁজি সাদরে গ্রহণ করিবে কিন্তু কি ভাবে তাহা লওয়া হইবে এবং তাহার প্রয়োজন কতটা তাহা ব্রহ্মবাসীরাই স্থির করিবে। ব্রহ্মের পুনর্গঠন সমস্যা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আলোচনার জন্য ব্রহ্মের ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী স্বাধীনতা সঙ্ঘ নিজেদের একটী কমিটি গঠন করিয়াছেন।

মুখে বড় বড় বুলি আওড়াইলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁহাদের উপনিবেশগুলিতে অর্থনৈতিক শোষণ বজায় রাখিবার জন্য নির্লজ্জভাবে সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যে কুণ্ঠিত হইবেন না ব্রহ্মে তাহার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সুখের বিষয় এই যে, এই যুদ্ধের মধ্য দিয়া ব্রহ্মের জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে; কাজেই আজ আর ভাওতা দিয়া বা ভয় দেখাইয়া কোন কাজ হাঁসিল করিবার উপায় নাই। ব্রহ্মের বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অর্থনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার যে ষড়যন্ত্র ও আয়োজন করিতেছেন, ব্রহ্মের জনসাধারণ তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ইহাও মেজর জেনারেল আউঙ্গ সান জানাইয়া দিয়াছেন।

সুদের হার হ্রাস করিবার নীতি

বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ঐ দেশে 'চীপ মনি-এজ' বা 'সস্তা টাকার যুগ' প্রবর্ত্তনের জন্য সরকারী ঋণ বাবদ দেয় সুদের হার হ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে এতদিন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক শতকরা ১½ ভাগ সুদে ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে সাময়িক ঋণ গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। গত ১৮ই অক্টোবর হইতে ঐরূপ ঋণের উপর দেয় সুদের হার তাঁহারা শতকরা ½ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস করিয়াছেন। উহাতে ব্যাঙ্কের আয় কমিয়া যাওয়ায় তাহারাও আমানতকারীদিগকে দেয় সুদের হার নামাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। বৃটিশ সরকারের চেন্সেলার অব্ এক্সচেকার ডাঃ হিউ ডেল্টন এক্ষণে আবার মিয়াদী ঋণপত্রের সুদও কমাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এতদিন বৃটেনে শতকরা বার্ষিক ২॥ ভাগ সুদ দেওয়ার সর্ত্তে ন্যাশন্যাল ওয়ার বণ্ড ও শতকরা বার্ষিক ৩ ভাগ সুদ দেওয়ার সর্ত্তে সেভিংস্ বণ্ড বিক্রয় হইতেছিল। সম্প্রতি তাহার পরিবর্ত্তে শতকরা ১¾ ভাগ সুদের নূতন বণ্ড বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। বেশী সুদের পূর্ব্বেকার ঋণপত্রের মধ্যে ৬৫কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ডের ঋণপত্র আগামী বৎসর পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া জানানো হইয়াছে।

এই ব্যবস্থার ফলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বেশী সুদ প্রদানের গুরুভার হইতে রক্ষা পাইবেন। 'দি টাইমস্' পত্রের মতে ইহাতে বৎসরে তাঁহাদের ৫০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া বাঁচিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া সরকারী ঋণের সুদের হার হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে দেশে যে 'সস্তা টাকার যুগ' সূচিত হইবে, উহাতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা সহজ হইবে। শিল্প সংগঠন ও বাসভবন নির্ম্মাণের কাজে বেশী অর্থ নিয়োজিত হইবে। জাতীয় কল্যাণ ও প্রগতির দিক দিয়া সে সুযোগ-সুবিধা খুবই বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। কাজেই বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যনীতি প্রশংসনীয় বলিতে হইবে।

তবে দেশের যে সব লগ্নিকারক ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ আমানত রাখিয়া ও উহা শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োগ করিয়া তৎলব্ধ সুদ ও লভ্যাংশ দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন উহাতে তাঁহাদের ক্ষতির আশঙ্কা আছে। সুদের হার হ্রাস পাওয়াতে সাধারণভাবে জীবন-বীমা কোম্পানীসমূহের আয় কমিয়া নানা বিষয়ে তাহাদেরও অসুবিধার কারণ দাঁড়াইবে। কিন্তু সাধারণ ট্যাক্স-দাতাদের উহাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। সুদের হার হ্রাস পাইলে তাহার ফলে কোন কোন দিক দিয়া সরকারী খরচপত্রও অবশ্যই কমিয়া আসিবে। তাহাতে লোকের উপর নূতন ট্যাক্সভার চাপিবার সম্ভাবনাও হ্রাস পাইবে। যে সব ট্যাক্স বর্ত্তমানে আদায় হইতেছে ভবিষ্যতে তাহাদের চাপ লাঘব করিবারও একটা ব্যবস্থা হইতে পারে। কাজেই সব দিক দিয়া বিবেচনা করিলে সুদের হার হ্রাসের ফলে অসুবিধার তুলনায় সুবিধাই বেশী হওয়ার কথা। সে হিসাবে ভারতেও সুদের হার হ্রাসের একটা কার্য্যনীতি অবলম্বিত হউক, ইহা আমরা চাই।

গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও বেকারদের জন্য সরকারী সাহায্য

গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও বেকার লোকদের সাহায্যের জন্য বঙ্গীয় গ্রাম্য দরিদ্র ও বেকার সাহায্য আইনের বলে বাঙ্গলা সরকার ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে সাহায্য তহবিল (পুওর ফণ্ড) খুলিবার অধিকার দিয়াছেন। এই সাহায্য তহবিলের জন্য গবর্ণমেণ্ট মোট ৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৮ শত ৩৬ টাকা ইউনিয়ন বোর্ডগুলির হস্তে অর্পণও করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় জনসাধারণ যাহাতে সাহায্য তহবিলে যথোপযুক্ত দান করিয়া ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে দরিদ্রসেবায় সহায়তা করেন তজ্জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

বাঙ্গলা সরকারের উদ্দেশ্য মহৎ, ইহা স্বীকার করিয়াও আমরা গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। বাঙ্গলা দেশে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির খুব সুনাম নাই। গবর্ণমেণ্ট যেভাবে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন প্রণয়ন করিয়াছেন

গ্রাম: "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা ফোন: ক্যাল ২০৭৩
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ
(স্থাপিত—১৯২৬)
হেড অফিস:—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
আদায়ীকৃত মূলধন ও
রিজার্ভ ফাণ্ড—১১,৭৫,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন—১,৩৫,০০,০০০৲ „ „
—শাখাসমূহ—
খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কাল্না, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), নাটোর, নওগাঁ, রাজসাহী, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস: মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার:
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

তাহাতে কার্য্যতঃ ইউনিয়ন বোর্ডগুলি সরকারের তাঁবেদার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে; ফলে অধিকাংশ ইউনিয়ন বোর্ডেই বহু প্রকার অনাচার ও দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। জনসাধারণের আস্থাহীন এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের উপর দুঃস্থ-সমস্যার সমাধানের ভার দিলে ফল যাহা হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, সারা বাঙ্গলায় এখনও ১৫ হইতে ২০ লক্ষ দুঃস্থ নরনারী ও শিশু রহিয়াছে। এই বিপুল সংখ্যক দুঃস্থের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন তাহাও অকিঞ্চিৎকর।

আমাদের মতে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও বেকার-দের সাহায্য দানের জন্য গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন রিলিফ কমিটির সাহায্য গ্রহণ করা উচিত ছিল। রিলিফ কমিটিগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া একটি প্রাদেশিক সংযুক্ত রিলিফ কমিটি গঠন করিয়া এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে সর্ব্বদলীয় কমিটির সাহায্য গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলগুলিতে দুঃস্থদের সাহায্য দানের কাজ অনেক ভালভাবে চালানো যাইত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

খাদ্য-সমস্যা

ভারত সরকারের খাদ্য-সচিব শ্রীযুক্ত জওলা প্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলার গবর্ণর মিঃ কেসী পর্য্যন্ত এবার আর খাদ্য-সঙ্কটের সম্ভাবনা নাই বলিয়া অনেক আশ্বাস দিয়াছেন এবং আশ্বাসের বাস্তব নমুনাস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে দুই জাহাজ চাউলও আসিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও আমরা বিশেষ ভরসা পাইতেছি না। ফসলের অবস্থা আলোচনা করিলেই ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় শস্যহানির ফলে এই বৎসর আমন ধান শতকরা ১৫ ভাগ কম অর্থাৎ দশ লক্ষ টন কম হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। বোম্বাই প্রদেশেও প্রায় চার লক্ষ টন ফসল নষ্ট হইয়াছে। মাদ্রাজের প্রধান প্রধান কয়েকটী শস্যকেন্দ্রে শতকরা ৫০ ভাগ ফসল কম হইবে বলিয়া প্রাথমিক হিসাবে জানা গিয়াছে। মোটামুটিভাবে সারা ভারতবর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ টন শস্যহানি হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ১৯৪৪ সালে ফসল ভাল হইয়াছিল এবং খাদ্য বিভাগও ৭ লক্ষ টন গম আমদানী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবার ২০ লক্ষ টন ফসল কম হইবে। এই পরিমাণ খাদ্যের ঘাটতি কিভাবে পূরণ করা হইবে ইহাই প্রশ্ন। ব্রহ্ম ও শ্যাম হইতে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন চাউল আসিবে বলিয়া খাদ্য সচিব ভরসা দিয়াছেন। উহা অপেক্ষাও বেশী আসিতে পারে বলিয়া তিনি যে উক্তি করিয়া-ছিলেন, ব্রহ্মের ফসলের অবস্থার যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সে উক্তির কোন সারবত্তা আছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯৪৪ সালে ৭ লক্ষ টন গম আমদানী করিতে হইয়াছিল। এবারও অন্ততঃ সেই পরিমাণ গম আমদানীর প্রয়োজন হইবে। গবর্ণমেণ্টের হাতে সঞ্চিত খাদ্যশস্য যাহা আছে তাহার পরিমাণ সারা ভারতবর্ষে মোট প্রায় ৭ লক্ষ টন ধরিলেও গম ও চাউলে মিলাইয়া ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বাহির হইতে আমদানী করিতে হইবে। খাদ্য সচিব বলিয়াছেন যে, খাদ্য বোর্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের প্রথম ছয় মাস মাসিক এক লক্ষ টন হারে গম আমদানীর ব্যবস্থা হইয়াছে।

আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে আত্মতুষ্ট না থাকিয়া খাদ্য সচিবের উচিত উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের ব্যবস্থা করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব আরও অধিক পরিমাণ চাউল ও গম আমদানীর ব্যবস্থা করা।

ভারতে বিমান চলাচল ব্যবস্থার প্রসার

যুদ্ধের পূর্ব্বে জগতের অনেক দেশে বিমান-যোগে ডাক, যাত্রী ও ছোটখাট মালপত্র চলা-চলের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যরূপ প্রসার লাভ করিয়া-ছিল। যুদ্ধের সময়ে বিমানপোত উৎপাদনের শিল্প যেরূপ ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে যুদ্ধের পরে অনেক দেশে বেসামরিক প্রয়োজনে বিমান চলাচল ব্যবস্থার অধিকতর প্রসার দেখা যাইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। ভারতে এতদিন বিমান চলাচলের ব্যবসা বিশেষ কিছুই গড়িয়া উঠে নাই। যুদ্ধের পরে এখন হইতে ভারত সরকার ঐ ব্যবসা সম্পর্কে সাধারণকে কিছুটা উৎসাহ দিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তবে ভারতে বিমান চলাচল ব্যবস্থার সুযোগ অন্য অনেক দেশের তুলনায় এখনও সীমাবদ্ধ বলিয়া নির্ব্বিচারে বেশীসংখ্যক এয়ার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী এদেশে স্থাপিত হইতে দেওয়া তাঁহাদের মতে অনুচিত। সে কথা ভাবিয়া ঐ ব্যবসাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তাঁহারা একটি এয়ার ট্রান্সপোর্ট লাইসেন্সিং বোর্ড প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যথোপযোগী মূলধন ও সুপরি-চালনার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া ঐ বোর্ড শুধু উপযুক্ত সংখ্যক দেশীয় কোম্পানীকেই ঐ ব্যবসা সুরু করিবার লাইসেন্স দিবেন। অধিক সংখ্যক অনুপযুক্ত কোম্পানী গড়িয়া উঠিয়া যাহাতে এই ব্যবসায়ে অহেতুক আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিতে না পারে প্রথম হইতে সে বিষয়ে নজর রাখা হইবে।

এদেশে কোন একটি নূতন ব্যবসায়ের সুযোগ দেখা দিলে একসঙ্গে বহু ব্যবসায়ী সে বিষয়ে ঝোঁক দিতে আরম্ভ করেন। ফলে অনুচিত ধরণের আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হওয়ায় ব্যবসায়ের সুপরিকল্পিত উন্নতি কঠিন হইয়া পড়ে। যাঁহারা উহাতে আত্মনিয়োগ করেন ইহাতে তাঁহাদেরও ক্ষতির পথই প্রশস্ত হয়। ভারতে বিমান চলাচল ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে গিয়া একটি লাইসেন্সিং বোর্ডের মারফতে প্রথম হইতে ঐ শ্রেণীর গলদ প্রতিরোধ করার চেষ্টা মন্দ নহে। কিন্তু অনুপযুক্ত ধামাধরা লোকদের দ্বারা ঐ বোর্ড গঠিত হইলে লাইসেন্স প্রদানে অহেতুক কড়াকড়ি ও অনুচিত পক্ষপাত ঘটিয়া বিমান চলাচল ব্যবসায়ে দেশীয় ব্যবসায়ীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ অযথা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা আছে। সেকথা ভাবিয়া মুখ্যতঃ দেশের জনপ্রতিনিধিস্থানীয় লোকদের লইয়া ঐ লাইসেন্সিং বোর্ড-গঠনের জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী উপস্থিত করিতেছি।

যুদ্ধের সময়ে ভারতের বহু যুবক বিমানপোত চালনায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। এদেশে বিমান চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের পক্ষে ইহা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা বিশেষ ভরসার বিষয়। বাহির হইতে বিমান-চালক আমদানী না করিয়াও ভবিষ্যতে এদেশীয় লোক দ্বারা অনেকগুলি এরোপ্লেন ডাক ও যাত্রী চলাচলে নিয়োগ করা যাইবে। ভারতে বিমান-চলাচল ব্যবস্থার প্রসার

আমাদের তৈরী
রবারের জিনিষ
রবার ক্লথ * হট্‌ওয়াটার ব্যাগ * আইস্‌ব্যাগ * এয়ার কুশন
এয়ার রিং * হাওয়াভরা বালিস * ডাক্তারী দস্তানা
গামবুট * ওভার-শু * ওয়াটারপ্রুফ্ হোল্ডল্ ইত্যাদি।
যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির দরুণ সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী
সরবরাহ করা এতদিন আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।
এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের
চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে সক্ষম হইব।
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড
কলিকাতা * * বোম্বাই * * নাগপুর

সাধনের পক্ষে একমাত্র অসুবিধার কথা হইতেছে এদেশে বিমানপোত তৈয়ারের প্রকৃত সুব্যবস্থা এখনও অবলম্বিত হয় নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষা ও অদূরদর্শিতাই যে উহার কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এদেশে বিমানপোত নির্ম্মাণের উপাদান সুপ্রাপ্য। অনেক বড় শিল্প ব্যবসায়ী ঐ শ্রেণীর কারখানায় অর্থনিয়োগেও প্রস্তুত আছেন। এই অবস্থায় বিদেশ হইতে এরোপ্লেন আমদানী করিয়া ভারতে বিমান চলাচলের ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে যাওয়া অনুচিত। প্রয়োজনীয় এরোপ্লেন যাহাতে যথাসম্ভব ভারতেই তৈয়ার হইতে পারে সেজন্য সকল প্রকারে দেশীয় শিল্পোদ্যোগীকে কার্য্যকরী সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহার

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দূরীকরণ, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং কৃষি-শিল্প সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি ও লক্ষ্য বহুবার স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। তথাপি এবার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে যেরূপ বিস্তৃত ও স্পষ্ট ভাষায় কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচী বিবৃত হইয়াছে তাহাতে অতি নিন্দুকও অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থ-বোধক কোন ঘোষণা আছে বলিয়া অভিযোগ আনয়নের সুযোগ পাইবেন না।

ইস্তাহারের উল্লেখযোগ্য অংশগুলি নিম্নরূপ :—

(১) প্রধান প্রধান শিল্পগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং বিভিন্ন খনিজ সম্পদ, রেলপথ, জলপথ, জাহাজ ও জনসাধারণের চলাচলের অন্যান্য যানবাহন সরকারের আয়ত্তে থাকিবে।

(২) ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কারেন্সী বা মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় ব্যবস্থা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) বৃটিশ শাসনে আয়ের অন্যান্য পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় জনসাধারণের বিপুল অংশ জমির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছে; ফলে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই ভূমির সমস্যা বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে।

(ক) বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নতিবিধান করিতে হইবে।

(খ) ছোট, বড়, মাঝারি সর্ব্বপ্রকার শিল্পের দ্রুত প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। উহার ফলে জমির উপর চাপ হ্রাস পাইবে। বিশেষ করিয়া কুটীর-শিল্পে উৎসাহ দেওয়া হইবে।

(গ) ভূমিহীন কৃষকদের জীবিকা সংস্থানের সুযোগ দিতে হইবে এবং তাহাদের কৃষি অথবা শিল্পে নিয়োগ করিতে হইবে।

(ঘ) ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কার অত্যাবশ্যক এবং ইহার জন্য রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যবর্ত্তী তৃতীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব লোপ করিতে হইবে। এই তৃতীয় শ্রেণীকে ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(ঙ) কৃষকের ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব থাকিবে, কিন্তু প্রগতিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অবস্থার উপযোগী সমবায় কৃষির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। অবশ্য, কৃষকদের সদিচ্ছা ও সম্মতিক্রমেই এই ধরণের নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে।

(চ) কৃষিঋণের ভারে কৃষক সমাজ ধ্বংস হইয়াছে। এই ঋণভার দূর করিতে হইবে এবং সমবায় সমিতিসমূহের মারফৎ অল্প সুদে ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) রাষ্ট্র শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করিবে এবং তাহাদের ন্যূনতম মজুরী, উপযুক্ত বাসস্থান, খাটুনীর সময় নির্দ্ধারণ ও ভদ্র জীবনযাত্রার সুব্যবস্থা করা হইবে। দেশের আর্থিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যতদূরসম্ভব ঐ সকল বিষয়ে আন্তর্জ্জাতিক মাপকাঠির অনুসরণ করা হইবে। শ্রমিকদের বার্দ্ধক্য, ব্যাধি ও বেকার অবস্থা হইতে রক্ষার ভার গ্রহণ করা হইবে। মালিক-শ্রমিক বিরোধের মীমাংসার জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের নিজেদের ইউনিয়ন গঠনের অধিকার থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে গ্রাম ও সহরের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কৃষি ও শিল্পের উন্নতিবিধান, নদীসমূহের সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বন্যা নিবারণ, ভূমির ক্ষয় নিবারণ, ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিক্ষার প্রসার ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যাপক কর্ম্মসূচী অনুসরণের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছে।

কংগ্রেস সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানরূপে জনসাধারণের মূল সমস্যাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যেভাবে তাঁহাদের নির্ব্বাচনী ইস্তাহার রচনা করিয়াছেন তাহাতে কংগ্রেস শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জ্জন করিবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে উল্লিখিত কর্ম্মসূচী অনুসৃত হইলে সমগ্র ভারতে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে।

ষ্ট্রঅলিয়ায় সমাজ-সেবা

অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলির কার্য্যসূচীতে সমাজ-মঙ্গলকর বিষয়গুলি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সমাজমঙ্গল সংক্রান্ত কার্য্যসূচীতে শিশুর জন্য বোনাস হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সুব্যবস্থা সবই স্থান পাইয়াছে। মাতাদের ভাতা, শিক্ষা ও বেকার

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা স্থাপিত — ১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত—	৩,০০,০০,০০০৲	
বিলিকৃত ও বিক্রীত—	১,০০,০০,০০০৲	
আদায়ীকৃত—	৫৬,০০,০০০৲	উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৫,০০,০০০৲	উপর

শাখাসমূহ—কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই-মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

আসামের সর্ব্বপ্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

দি ব্যাঙ্ক অফ্ আসাম লিঃ

হেড অফিস :—শিলং
টেলিগ্রাম— BANKASSAM
টেলিফোন—২০ (২ লাইন)

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ রো
টেলিগ্রাম—ASSAMBANK
টেলিফোন—কলি: ৬৯৪০

—শাখাসমূহ—
বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, নওগাঁ

অনুমোদিত মূলধন—	২০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	১০,০০,০০০৲	"
বিক্রীত মূলধন—	১০,০০,০০০৲	"
আদায়ীকৃত মূলধন— (অগ্রিম কল সহ)	৫,৬৩,০০০৲	টাকার উপর
রিজার্ভ তহবিল—	৭৫,০০০৲	টাকা
কার্য্যকরী মূলধন—	প্রায় ১,০০,০০,০০০৲	টাকা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ্ ব্যানার্জী

ভাতা, ব্যাধির জন্য ভাতা, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, অকর্ম্মণ্যতা ও বার্দ্ধক্যের জন্য পেনসন্, ভাড়া বা খাজনার রিবেট প্রভৃতি সমাজহিতকর কাজের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন।

যুদ্ধের জন্য সাময়িকভাবে এই ব্যয় হ্রাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ থামিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণোদ্যমে এই সকল উদ্দেশ্যে অর্থদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেটে জাতীয়-মঙ্গল তহবিল বলিয়া একটা পৃথক্ তহবিলই গঠন করা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ান গবর্ণমেণ্টের সমাজ-সেবার এই দৃষ্টান্ত ভারতের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি যদি আংশিকভাবেও অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে দেশের চেহারা ফিরিয়া যাইত। কিন্তু যে দেশে 'আইন ও শৃঙ্খলা' রক্ষার জন্যই জনসাধারণের রক্ত-জল-করা অর্থ ব্যয়িত হইয়া যায় সে দেশে একথা বলিয়াই বা লাভ কি? অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইলে সমাজ-হিতকর কার্য্যক্রম তাঁহারা অনুসরণ করিবেন এবং অষ্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্ত তাঁহাদের চক্ষু এড়াইবে না, আমরা এইটুকু ভরসা করিতে পারি।

শেয়ার বিক্রয়ের বিধিনিষেধ শিথিল করিবার সিদ্ধান্ত

ভারত গবর্ণমেণ্ট 'ক্যাপিটেল ইস্যু' অর্ডিনান্স জারী করিয়া গত ১৯৪৩ সালের মে মাস হইতে এদেশে শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে কতকগুলি বিধিনিষেধ বলবৎ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত অর্ডিনান্স অনুসারে সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নূতন কোম্পানীর পক্ষে ১ হাজার টাকার অধিক শেয়ার বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধের অবসান হওয়ায় কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ অর্ডিনান্স সংশোধন করিয়া গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীসমূহকে (ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী ছাড়া) সরকারী অনুমতি ছাড়া ১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত নূতন শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষমতা দিয়াছেন। সম্প্রতি প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই ১ লক্ষ টাকা স্থলে কোম্পানীসমূহকে সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকে ১ বৎসরে ৫-লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত নূতন শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষমতা দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্সটি বলবৎ হওয়ার পর এদেশে যৌথ কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহের পক্ষে উহা একটা বড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ায় দেশের শিল্প-বাণিজ্যের কল্যাণে এই অর্ডিনান্সটি তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কে গত কয় মাস হইতে দেশের লোকেরা জোর দাবী জানাইয়া আসিতেছে। সেই দাবীর কথা স্মরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্সের বিধিবিধান কিছু শিথিল করিয়া অদূর ভবিষ্যতে সরকারী অনুমতি ছাড়া কোম্পানীসমূহকে ৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয়ের অধিকার দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন—ইহা আমরা কতকটা সুখের বিষয় বলিয়াই মনে করি। এদেশে যে সব যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হয় তাহাদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা ও তাহার কম মূলধনযুক্ত কোম্পানীর সংখ্যাই অধিক। সরকারী অনুমতি ছাড়া ঐ টাকার মূলধন বিক্রয়ের ক্ষমতা দিলে তাহাতে ভবিষ্যতে ভারতে ছোট ও মাঝারি ধরণের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার পক্ষে সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া দেশে ৫ লক্ষ টাকার বেশী মূলধনযুক্ত শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পথে যুদ্ধের পরেও একটা বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখা আমরা সমর্থন করি না। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এদেশে বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশেষ করিয়া মৌলিক শিল্পের দিক দিয়া দেশের পশ্চাৎপদ অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে হইলে সেজন্য বড় যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হওয়া খুবই দরকার। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ছাড়া বেশী টাকার শেয়ার বিক্রয়ের সুযোগ প্রসারিত না হইলে ও সরকারী-ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণের নামে এ সম্পর্কিত যাবতীয় আবেদন দীর্ঘকাল একজামিনার অব ক্যাপিটেল ইস্যুজের দপ্তরে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলে তাহাতে দেশের যুদ্ধোত্তর উন্নতির পথ সুগম হইবে না; কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্স ও শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত সমস্ত বিধিনিষেধ একেবারে উঠাইয়া দেওয়ার জন্যই গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি।

শেয়ার বিক্রয়ের মিয়াদ

ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্স বা মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কিত অর্ডিনান্সের বিধান অনুযায়ী 'এক্সজামিনার অব ক্যাপিটেল ইস্যুজ্'এর নিকট আবেদন করিয়া যে সব কোম্পানী শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পায় কর্ত্তৃপক্ষ সে সব কোম্পানীকে একটা নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে ঐ শেয়ার বিক্রয়ের নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন। এইভাবে শেয়ার বিক্রয়ের মিয়াদ নির্দ্ধারিত থাকায় কোম্পানীসমূহকে সেজন্য যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে নির্দ্ধারিত পরিমাণ শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে অনেক কোম্পানীর উদ্যোক্তারাই কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন না। ছয় মাসের মধ্যে ৫ লক্ষ, ১০ লক্ষ বা ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়া যাঁহারা ঐসময় মধ্যে উহা বিক্রয়ে সমর্থ না হন, সুযোগ মত পরে বাকী টাকা তুলিবার জন্য উহাদিগকে পুনরায় এক্সজামিনারের অনুমতি প্রার্থী হইতে হয়, নয়ত বাকী টাকা তুলিবার আশা তাঁহাদিগকে একেবারে ছাড়িতে হয়। ঐরূপ কড়াকড়ি অবস্থা কেবল শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়াই নহে কোম্পানীর অংশীদারদের দিক হইতেও ক্ষতিকর। নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করিতে না পারিলে যদি কোন কোম্পানী বাকী টাকা তুলিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়, তবে কোম্পানীর পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প কারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা উহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। যেসব লোক ইতিমধ্যে কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়াছে কোম্পানীর ব্যবসায়িক পরিকল্পনা কার্য্যকরী না হওয়ার দরুণ তাহাদের লভ্যাংশ পাওয়ার সুযোগ ব্যাহত হয়। যে টাকা নিয়োগ করা হইয়াছে তাহা নষ্ট হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। এসমস্ত দিক বিবেচনা করিলে কোন কোম্পানীকে নূতন শেয়ার ছাড়িবার অনুমতি দিতে গিয়া উহা বিক্রয়ের জন্য একটা মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আমরা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনুচিত বলিয়াই মনে করি। ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্স ও শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত যাবতীয় বিধিবিধান

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট
ফোন: বড়বাজার—৯৮৭
অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ পাটনা, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।
মীরকাদিম শাখা ইং ১৯৪৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে।
জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের পোষকতা করুন

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: ক্যাল, ২২৬০ (৩ লাইন)

—আর্থিক পরিচয়—

	ডিসেম্বর '৪৪	নভেম্বর '৪৫
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমা সহ), ও সংরক্ষিত তহবিল	১২,৬৪,০০০৲	২৯,৫৪,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	১,১২,৩৮,০০০৲	২,১৪ ৯১,০০০৲
আমানত	১,৯০,৪৩,০০০৲	৩,২৬,৮২,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,০৮,২১,০০০৲	৩,৮৪,৯৩,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই
আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

একেবারে তুলিয়া দেওয়াই ভাল। যদি গবর্ণমেণ্ট তাহা না করেন তবে কোম্পানীসমূহকে শেয়ার ছাড়িবার অনুমতি দিতে গিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে উহা বিক্রয়ের মেয়াদ স্থির করিয়া দেওয়ার রীতি তাঁহাদিগকে পরিহার করিতে হইবে। যেসব কোম্পানীর সম্পর্কে নূতন শেয়ার বিক্রয়ের মেয়াদ ইতিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে সে সব কোম্পানী ঐসময়ে উপযুক্ত পরিমাণ শেয়ার বিক্রয় করিতে সমর্থ না হইলে তাহাদের সেই মেয়াদ সম্পর্কে একটা পুনর্ব্বিবেচনা করাও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উচিত হইবে।

আমদানী নিয়ন্ত্রণ

মাদ্রাজ চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি মিঃ এইচ্ এস টাউন সম্প্রতি এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সভায় এক বক্তৃতায় এদেশে আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারী কার্য্যনীতির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারত সরকার যুদ্ধের সময়ে এদেশে বাহির হইতে মাল আমদানী সম্পর্কে যে বিধিনিষেধ জারী করিয়াছিলেন আজও তাহা তাঁহারা উঠাইয়া লইতেছেন না। ফলে ইংলণ্ড হইতে আনাইয়া যে জিনিষ ভারতে ৭॥০ আনায় বিক্রয় করা যায় আমদানীর সুযোগ না থাকায় সে জিনিষের নিকৃষ্ট সংস্করণও অনেক স্থলে ২২ টাকার মত বেশী মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইতেছে। প্রয়োজনীয় জিনিষ কিছুমাত্রায় আমদানী করিবার জন্য যদি বা লাইসেন্স প্রদানের নিয়ম আছে, সরকারী অব্যবস্থার জন্য সে লাইসেন্স সহজে ও সময়মত পাওয়ার কোন সুবিধা নাই। কোন দরকারী জিনিষ আমদানীর লাইসেন্স চাহিয়া তাহার জন্য ব্যবসায়ী ফার্ম্মকে দেড় বৎসর কাল প্রতীক্ষায় থাকিতে হইয়াছে—এইরূপ দৃষ্টান্ত মাদ্রাজে যথেষ্টই দেখা গিয়াছে। লাইসেন্স পাইতে এই বিলম্বের কারণ —কোন্ বিভাগ ও কোন্ অফিসর দ্বারা বিভিন্ন আমদানীযোগ্য জিনিষের কথা বিবেচনা করা হইবে আবেদন পাওয়ার এক বৎসর কাল মধ্যে তাহাই গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বিদেশ হইতে একটি জিনিষ আমদানীর জন্য সম্প্রতি একজন ব্যবসায়ী নূতন দিল্লীতে এক সরকারী দপ্তরে আবেদন পেশ করিয়াছিল। ঐ দপ্তরটি বরাবরই সেই জিনিষ সম্পর্কে সকল শ্রেণীর আবেদন বিবেচনা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা উক্ত ব্যবসায়ীর নিকট চিঠি লিখিয়া তাহার আবেদন অন্য একটি দপ্তরে পাঠাইবার নির্দ্দেশ দেন। ঐ চিঠি অনুযায়ী দ্বিতীয় দপ্তরে আবেদন পেশ করা হইলে তাঁহারা আবার একটি তৃতীয় দপ্তরে ঐ আবেদন পাঠাইবার কথা লিখিয়াছেন। ঐ তৃতীয় দপ্তর আবার কোন্ নূতন দপ্তরের নাম করিবেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। কোন্ বিভাগের কোন্ অফিসর কোন্ জিনিষ সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন তাহা কিছুই স্থির না থাকায় এইভাবে আমদানী লাইসেন্স পাইতেই অনেক কাল অতিক্রান্ত হইয়া যায়। ঐরূপ অব্যবস্থা ও অবিবেচনার জন্য এদেশে আমদানী নিয়ন্ত্রণের সরকারী কার্য্যনীতি খুবই আপত্তিকর ও অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্য দিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখিবার যে যৌক্তিকতাই থাকুক না কেন আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে ঐ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখিবার কোন সমীচীনতা এখন আর কিছুই দেখা যাইতেছেনা।

এদেশের উৎপন্ন জিনিষের দাম বেশী বলিয়া মিঃ টাউন তাঁহার বক্তৃতায় কম দরের বিলাতী জিনিষ বেশী পরিমাণে আমদানীর যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করি না। ভারতে যেসব জিনিষ উৎপাদন করা সম্ভব, দেশের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহা বেশী পরিমাণে এদেশেই উৎপাদন করিতে হইবে। দেশী জিনিষের দর বেশী হইলে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহা যথাসম্ভব হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যে কোন জিনিষ ইংলণ্ড হইতে বেশী পরিমাণে আমদানী করিতে গিয়া দেশের টাকা বাহিরে চলিয়া যাইতে দেওয়া অনুচিত। তবে প্রয়োজনীয় জিনিষ আমদানীর সুবিধা গবর্ণমেণ্টকে অবশ্যই দিতে হইবে। সেজন্য লাইসেন্স প্রদানের রীতি বজায় থাকে ক্ষতি নাই। কিন্তু সেই লাইসেন্স প্রদান করিতে গিয়া অহেতুক বিলম্ব সমর্থনযোগ্য নহে। লাইসেন্স সম্পর্কে সরকারী অব্যবস্থা ও টালবাহানার যে নজীর মিঃ টাউন তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা খুব শোচনীয় বলিয়াই আমরা মনে করি। এইভাবে ব্যবসায়ীদিগকে অযথা নাজেহাল করিবার কোন অর্থ হয় না। কোন্ সরকারী দপ্তর কোন্

ডাক্তারদের মতে—
"স্যাঙ্গোভাইন"ই একমাত্র রক্তবর্দ্ধক ও বলকারক ঔষধ
সেণ্ট্রাল লেবরেটরী অব ইণ্ডিয়া লিঃ
১২০, হাজরা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

যে চাকা সারা পৃথিবীর সেবায় নিযুক্ত

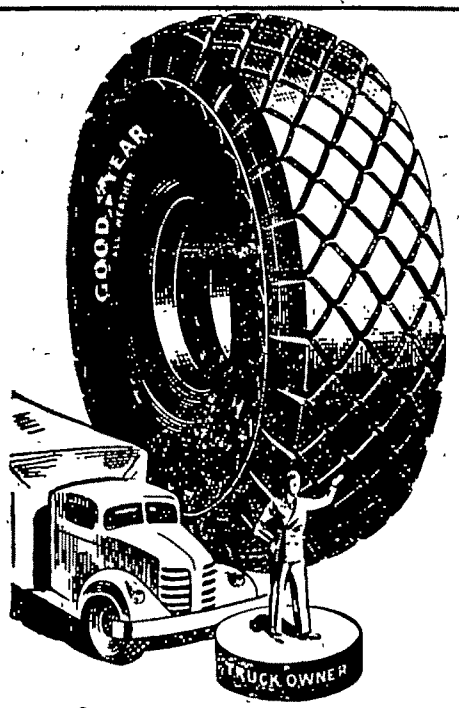

চাকা দিয়ে যে সব কাজ করতে হয়, তার জন্যে সব রকমের সেরা টায়ারই গুড-ইয়ার তৈরী করছে। অতিরিক্ত মাইল চলাচল, ন্যূনতম খরচ ও নিরাপত্তাই ইহার বৈশিষ্ট্য। ৩৫০,০০০,০০০ বাম্পীয় টায়ার প্রস্তুতলব্ধ অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য অন্য কোন টায়ার প্রস্তুত কার্য্যে প্রয়োগ করা হয় না—অন্যের তুলনায় গুড ইয়ারের উৎপাদন বহু লক্ষ গুণ বেশী। এই মূল্যবান অভিজ্ঞতা কী ভাবে কাজে লাগান হয়—এই টায়ারগুলো কী চমৎকার কাজই না করে, নিম্ন মন্তব্য থেকে তা' পরিষ্কার বুঝা যাবে। একাদিক্রমে ৩০ বৎসর ধরে একথা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, "পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জনসাধারণ অন্য কোন মেকারের টায়ারের চেয়ে গুড ইয়ারই বেশী ব্যবহার করেন।

GOODYEAR PRODUCTS are manufactured in Argentina, Australia, Brasil, Canada, Eire, England, India, Mexico, Peru, South Africa, Sweden, The United States Branches, Distributors and Dealers throughout the world.

GOODYEAR TYRES

MORE PEOPLE, MORE TONS, THE WORLD OVER, RIDE ON GOODYEAR TYRES THAN ON ANY OTHER MAKE

No 103

জিনিষের আমদানীর কথা বিবেচনা করিবেন, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া লাইসেন্সের যাবতীয় আবেদন সম্পর্কে সত্বর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

বাঙ্গলার নদী-সমস্যা

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে চিন্তা করিতে গিয়া বাঙ্গলার গবর্ণর মিঃ আর, জি, কেসী বাঙ্গলার নদ-নদীর উন্নতিবিধানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। এসম্পর্কে গত ৮ই ডিসেম্বর তিনি বেতারে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতাও দিয়াছেন। বাঙ্গলার নদী-সম্পদের যে বিপুল অপচয় হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া মিঃ কেসী বিস্মিত হইয়াছেন এবং নদ-নদী হইতে বাঙ্গলার অধিবাসীরা যে বিপুল সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারে তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। মিঃ কেসী অষ্ট্রেলিয়াবাসী, কাজেই বাঙ্গলার নদী-সম্পদের অপচয় ও সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন, কিন্তু আমরা হই নাই। কারণ মিঃ কেসী যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা আমাদের কাছে নূতন কিছুই নহে। বাঙ্গলার নদনদী-সম্পদের অপচয় দেখিয়া, মজা-হাজা নদনদীর সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া, বাঙ্গালী অনেক কান্না কাঁদিয়াছে, মহামান্য লাটবাহাদুর ও গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেক আবেদন-নিবেদন জানাইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত কোন ভরসা না পাইয়া শিরে করাঘাত হানিয়া ভাগ্যদেবতার হস্তে সমস্ত অর্পণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। ইহাই বাঙ্গলার নদনদী-সমস্যার করুণ ইতিহাস। কিন্তু মিঃ কেসী সুকৌশলে তাহা একেবারেই চাপিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, মিঃ কেসী বাঙ্গলার নদনদী-সমস্যা সমাধানের একটী ব্যাপক পরিকল্পনার আভাষ দিয়াছেন এবং ইহার জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার পরিকল্পনার প্রধান কথা হইতেছে নদনদীর জলধারা নিয়ন্ত্রণ। এই জলধারা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আবার জটিলতা আছে। যেমন গঙ্গা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীর সমস্যা একরূপ, আবার দামোদর, মোর প্রভৃতি নদনদীর সমস্যা অন্যরূপ। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের (গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণের ভূভাগ) ছোট ছোট নদীগুলি পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। গঙ্গা ও তিস্তার প্রবাহ হইতে সারা বৎসর ঐ সকল 'মরা' নদীতে যাহাতে জল প্রবাহিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য হিমালয় পর্ব্বতের যেখানে তিস্তা নদী অপেক্ষাকৃত শীর্ণ সেখানে একটী বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া উহার পশ্চাতে ৪০ মাইল জায়গা জুড়িয়া কয়েক শত ফিট গভীর জল ধরিয়া রাখিতে হইবে। এইভাবে তিস্তার জলধারা নিয়ন্ত্রিত, মরা নদীগুলি পুনরুজ্জীবিত এবং কয়েক লক্ষ অশ্বশক্তি পরিমিত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তিস্তা ও রঙ্গিত নদীর অববাহিকায় প্রায় ৪০ মাইল দীর্ঘ জলপথে চলাচলের ব্যবস্থাও হইবে।

গঙ্গার উপর আড়াআড়ি ভাবে জাঙ্গাল বাঁধিতে হইবে। এই জাঙ্গাল এমনভাবে নির্ম্মিত হইবে যাহাতে নদীর জল উহার পনর হইতে বিশ ফুট উর্দ্ধে উঠিবে। উহার ফলে জলের তলদেশ (Water level) এরূপভাবে উত্থিত হইবে যে, বিভিন্ন খালে জল প্রবাহিত করা সম্ভব হইবে। এইভাবে দক্ষিণ বঙ্গের 'মরা' বা 'আধমরা' নদীগুলি পুনরুজ্জীবিত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্র ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র যেখানে দুই ধারায় বিভক্ত হইয়াছে সেখানে একটী জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করিতে হইবে। যদি উহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে অন্য পরিকল্পনা অনুসরণ করিতে হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের সমস্যা স্বতন্ত্র। এখানে দামোদর নদ এবং উহার বিহার প্রদেশস্থিত উপনদীগুলির উপর কয়েকটী বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহার ফলে বন্যা নিবারিত হইবে, তিন লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ফসল ও কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাইবে। পশ্চিম বঙ্গের আর একটী গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হইতেছে মোর নদীর উপর জাঙ্গাল ও বাঁধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা। সাঁওতাল পরগণায় মোর নদীতে একটী বাঁধ এবং বীরভূম জেলার সিউড়ীতে মোর নদীতে একটী জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহার ফলে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জেলার প্রায় ৬ লক্ষ একর জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা হইবে এবং কিছু পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদনও সম্ভব হইবে। মোর নদীর বাঁধ ও জাঙ্গাল নির্ম্মাণে সওয়া সাত কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। কিন্তু উহার ফলে শুধু নূতন ফসলই পাওয়া যাইবে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার।

মিঃ কেসী যে ব্যাপক পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন তাহার দোষগুণ বিশেষজ্ঞরাই নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি, আমাদের দেশের বহু মনীষীই এই ধরণের পরিকল্পনা বহুবার উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কিছুই করেন নাই। বিদায়কালে তিনি যে পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়া গেলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সত্যই চেষ্টা করিবেন কিনা ইহাই প্রশ্ন। বহু বিলম্বেও যদি গবর্ণমেণ্টের সুবুদ্ধির উদয় হয়, তাহা হইলেও আমরা মিঃ কেসীকে আর একবার ধন্যবাদ জানাইব।

বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষিত ও সংশোধিত হইবার পর মিঃ কেসীর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইলে বাঙ্গলা আবার সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

ক্যালকেমিকের
ব্রাহ্মিনা
স্বাস্থ্য ও শক্তিবর্দ্ধক শ্লেষ্মানাশক
এই শক্তিশালী রসায়নের সঙ্গে যদি
ক্যালকেমিকের
চ্যবণপ্রাশ
নিয়মিতভাবে মাত্র তিন মাস সেবন করেন,
সারা বৎসর আপনি সুস্থ ও নীরোগ থাকবেন।
ক্যালকাটা কেমিক্যাল কলিকাতা

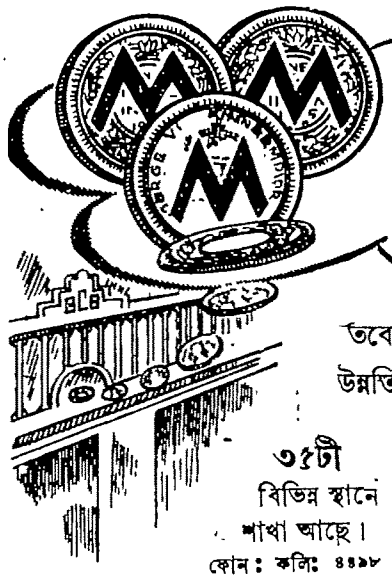
টাকা
সচল করে রাখা মানে
আরও বেশী পাওয়া
তবে এ কাজে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য এবং
উন্নতিশীল ব্যাঙ্কের সহযোগিতাই প্রশস্ত।
৩৫টী
বিভিন্ন স্থানে
শাখা আছে।
ফোন: কলি: ৪৪৯৮
আমাদের নিকট সকলপ্রকার
সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন।
বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ
পোষ্ট বক্স ২৪০৩: হেড অফিস ১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা টেলিগ্রাম: সেবকেন: কলি:

জাতীয় ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস: ৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা।

টাকার মূল্য নির্দ্ধারণের সমস্যা

টাকার মূল্য অর্থে বহির্দ্দেশের মুদ্রার সহিত ভারতীয় টাকার বিনিময় হার এবং দেশের অভ্যন্তরে টাকার বিনিময়ে প্রাপ্ত পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বুঝায়। বিগত ১৯২৬ সালের শেষভাগে হিলটন ইয়ং কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তন্মতে ভারত সরকার ইংলণ্ডের প্রতি এক শিলিং ছয় পেনী ভারতীয় এক টাকার সমান হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। ঐ সময়ে ভারতীয় অর্থনীতিকগণ উহার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করেন। উহারা তখন বলেন যে, পাউণ্ডের হিসাবে ভারতীয় টাকার মূল্য অতিরিক্ত হারে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে এবং ভারতবাসীর শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থের খাতিরে টাকার মূল্য আরও কম করিয়া প্রতি এক শিলিং চার পেনী এক টাকার সমান হওয়া উচিত। কিন্তু পাউণ্ডের হিসাবে ভারতীয় টাকার মূল্য অতিরিক্ত হারে নির্দ্ধারিত রাখিলে ভারতের বাজারে বৃটীশ পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হইবে বিধায় ভারত সরকার ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্‌গণের এই সব আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। ফলে গত ১৯২৭ সাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় টাকার মূল্য এক শিলিং ছয় পেনীই রহিয়া গিয়াছে।

গত ১৯২৭ সালের তুলনায় বর্ত্তমানে অবস্থার বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ ১৯২৭ সালে যখন ইংলণ্ডের পাউণ্ডের হিসাবে ভারতীয় টাকার মূল্য বা বিনিময় হার এক শিলিং ছয় পেনীতে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় সেই সময়ে ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রা এবং স্বর্ণ কার্য্যতঃ একই জিনিষ ছিল। কারণ ঐ সময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাউণ্ড মুদ্রার বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ প্রদানের পক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। ফলে এক্ষণে পাউণ্ডের বিনিময়ে স্বর্ণ পাওয়ার পক্ষে কোন নিশ্চয়তা নাই। দ্বিতীয়তঃ গত ১৯২৭ সাল হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত ভারত সরকারকে প্রত্যেক বৎসর ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণের সুদ, ইণ্ডিয়া অফিসের ব্যয়, ভারতবর্ষ হইতে অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ সৈনিক ও অসামরিক কর্ম্মচারীদের পেন্সন ইত্যাদি বাবদ বিপুল পরিমাণ টাকা ভাঙ্গাইয়া পাউণ্ডে রূপান্তরিত করতঃ তাহা ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইত। এক্ষণে ভারত সরকার কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণের প্রায় সাকুল্য অংশ পরিশোধ হইয়া যাওয়াতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক এই ভাবে পাউণ্ড প্রদানের দায়িত্ব বহুলাংশে লাঘব হইয়াছে। তৃতীয়তঃ যুদ্ধের বিভিন্ন অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ভারতের অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্যের হিসাবে টাকার মূল্য কমিয়া এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ ১৯২৭ হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত ভারতে এক টাকা দিয়া যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য পাওয়া যাইত এক্ষণে অন্ততঃ তিন টাকার কমে সেই পরিমাণ পণ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না। অন্য কথায় ভারতে পণ্যদ্রব্যের হিসাবে টাকার মূল্য কমিয়া পূর্ব্বের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এক্ষণে ভারতীয় টাকার বহির্ম্মূল্য কি হারে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত তাহা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্যার গুরুত্ব খুব বেশী—কেননা ভারতীয় টাকার বহির্ম্মূল্য —অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার হিসাবে উহার বিনিময় হারের উপর উহার অন্তর্ম্মূল্য অর্থাৎ ভারতে পণ্যমূল্যের হার বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে।

এই সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ ভি কে আর ভি রাওয়ের একখানা পুস্তিকা (The Post-war Rupee, Oxford University Press, Price Re. 1.) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উপরে বর্ণিত অবস্থা দৃষ্টে ডাঃ রাও তাঁহার পুস্তিকাতে পাউণ্ডের হিসাবে ভারতীয় টাকার মূল্য বা বিনিময় হার সম্বন্ধে তিনটী প্রশ্নের বিচার করিয়াছেন—(১) পাউণ্ডের হিসাবে ভারতীয় টাকার মূল্য বর্ত্তমানের তুলনায় হ্রাস করা উচিত কিনা, (২) পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য বর্ত্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি করা উচিত কিনা এবং (৩) পাউণ্ডের হিসাবে বর্ত্তমানে টাকার যে মূল্য (এক শিলিং ছয় পেনী) রহিয়াছে তাহাই বলবৎ রাখা উচিত কি-না।

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে ডাঃ রাও বলেন—যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে পণ্যদ্রব্যের হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য যে ভাবে হ্রাস পাইয়াছে ভারতে এই সময়ে পণ্যদ্রব্যের হিসাবে টাকার মূল্য তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অর্থনীতিক ভাষায় উহার তাৎপর্য্য এই যে পাউণ্ড এবং টাকার মধ্যে এখন আর ক্রয়-ক্ষমতার সমতা (purchasing power parity) নাই। অধিকন্তু যুদ্ধের সময়ে ভারতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যে প্রকার চড়া হারে বলবৎ হইয়াছে যুদ্ধ-বিরতির ফলে এই হার যদি হঠাৎ কমিয়া যায় তাহা হইলে এদেশের শিল্প ও কৃষি সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য বর্ত্তমানের তুলনায় হ্রাস করিবার পক্ষে একটা যুক্তি রহিয়াছে। কিন্তু টাকার বিনিময় হারের পরিবর্ত্তন দ্বারা যদি ভারতীয় পণ্যমূল্যের অধোগতি বন্ধ করিতে হয় তাহা হইলে পাউণ্ডের হিসাবে ভারতীয় টাকার মূল্য অন্ততঃ ৭ হইতে ১১ পেনী কমাইয়া দিতে হইবে। উহার ফলে (১) ভারতীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রের অন্যান্য দিকে একটা বিপর্য্যয় দেখা দিবে, (২) ভারতের পুনর্গঠনের জন্য বিদেশ হইতে যে যন্ত্রপাতি এবং বিশেষজ্ঞ আনিতে হইবে তাহার জন্য অনেক অধিক মূল্য দিতে হইবে এবং (৩) ভারতের অভ্যন্তরে পণ্যমূল্য অত্যধিক চড়া হারে বর্ত্তমান থাকার জন্য ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারকে মাগ্‌গী ভাতা ইত্যাদির জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করিতে হইবে। বিশেষতঃ মাত্র পাউণ্ডের হিসাবে ভারতীয় টাকার মূল্যহ্রাস দ্বারা ভারতে পণ্যমূল্যের অধোগতি হ্রাস করা যাইবে কিনা তৎসম্বন্ধেও বিশেষ সন্দেহ রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানের এই অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে ডাঃ রাও পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্যহ্রাসের প্রস্তাব একেবারেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—অর্থাৎ পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য বৃদ্ধি করা উচিত কিনা তৎসম্বন্ধে ডাঃ রাও বলেন যে, এক্ষণে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের যে বিপুল পরিমাণ পাউণ্ড মুদ্রা মজুদ রহিয়াছে এবং ভারত সরকার কর্ত্তৃক বৎসর বৎসর ইংলণ্ডে দেয় পাউণ্ড মুদ্রার পরিমাণ যে ভাবে হ্রাস পাইয়াছে তাহাতে পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্যবৃদ্ধির একটা যুক্তি রহিয়াছে। টাকার মূল্য বৃদ্ধি করিলে ভারতবর্ষ যে ইংলণ্ড হইতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে যন্ত্রপাতি এবং বিশেষজ্ঞ আমদানী করিতে পারিবে তাহাতেও তাঁহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বলেন যে, ইংলণ্ডে ভারতের যে পাউণ্ড মুদ্রা সঞ্চিত হইয়াছে তাহার কত অংশ ভারতবর্ষ ফিরাইয়া পাইবে এবং কখন কিভাবে উহা ফেরৎ পাওয়া যাইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের এখনও যে প্রকার অভাব রহিয়াছে এবং ভারতের পুনর্গঠনের জন্য এদেশে বিদেশ হইতে বিপুল পরিমাণ টাকার যে

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে ?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে
জীবনবীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা – ১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা।

যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির আমদানীর প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের রপ্তানীর তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ টাকার জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী করা আবশ্যক হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক আমদানী পণ্যদ্রব্যের মূল্য পরিশোধের জন্য যদি ইচ্ছামত পাউণ্ড মুদ্রা না পাওয়া যায় তাহা হইলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে ভারতীয় টাকার উচ্চ মূল্য বজায় রাখা সম্ভবপর না হইতে পারে। বিশেষতঃ ভারতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাসের পক্ষে বর্ত্তমানে অনেকগুলি শক্তিশালী কারণের উদ্ভব হইয়াছে। এক্ষণে সামরিক বিভাগের জন্য ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বেশী পরিমাণে ব্যবহার হইবে না, ভারতে অধিকতর পরিমাণে পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইবে এবং বিদেশ হইতেও ভারতে অধিকতর পরিমাণে পণ্যদ্রব্য আমদানী হইবে। এতদিন লোকে ভীতিগ্রস্ত হইয়া পণ্যদ্রব্য মজুদ করিতেছিল বলিয়াও পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িয়াছিল। এক্ষণে এই ভাবও কাটিয়া যাইবে। পণ্যমূল্য হ্রাসের পক্ষে এই সমস্ত শক্তিশালী কারণ থাকা সত্ত্বেও এক্ষণে যদি অতিরিক্ত পন্থা হিসাবে পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া এদেশে বিদেশ হইতে আগত পণ্যদ্রব্যের মূল্য সস্তা করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ভারতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকরূপ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতে পারে এবং এজন্য ভারতীয় কৃষি ও শিল্পসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া ডাঃ রাও বর্ত্তমানে পাউণ্ডের হিসাবে ভারতীয় টাকার মূল্যবৃদ্ধি করিবারও পক্ষপাতী নহেন।

ডাঃ রাওয়ের অভিমত এই যে, পাউণ্ডের হিসাবে ভারতীয় টাকার বর্ত্তমানে যে মূল্য (এক শিলিং ছয় পেনী) রহিয়াছে তাহাই বজায় রাখা সঙ্গত। অবশ্য ভারতীয় টাকার চিরদিন এইরূপ বিনিময় হার থাকিবে তাহা তিনি বলেন না। তাঁহার মত এই যে, যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থা যখন বিদূরিত হইবে, ইংলণ্ডে সঞ্চিত পাউণ্ড মুদ্রা কখন কি ভাবে এবং কি পরিমাণে পাওয়া যাইবে তাহা যখন নিশ্চিতভাবে জানা যাইবে এবং ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি কিরূপ হয় তাহা যখন বুঝা যাইবে তখন ভারতবর্ষ নিজের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে—এই মূল্য বর্ত্তমানের তুলনায় বেশীও হইতে পারে কমও হইতে পারে। ডাঃ রাওয়ের এই মত আমরাও সমর্থন করি। বর্ত্তমানে যদি টাকার মূল্য হ্রাস করা হয় তাহা হইলে ভারতের বাজারে বিদেশী পণ্যদ্রব্যের ও মূল্য অনেক চড়িয়া যাইবে। উহার ফলে ভারতীয় জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহের জন্য অধিক মূল্য দিতে হইবে এবং ভারতে শিল্পোন্নতির জন্য বিদেশ হইতে যে সমস্ত কলকব্জা আসিবে তাহার মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া যাইবে। বিশেষতঃ পণ্যমূল্য চড়া থাকার দরুণ ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ উহাদের যে অর্থ দেশের পুনর্গঠনের জন্য ব্যয় করিতে পারিতেন তাহার বহুলাংশ মাগগি ভাতা ইত্যাদিতে ব্যয় হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে টাকার মূল্য যদি চড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে এদেশে বিদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত সস্তা মূল্যে প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও ভোগ্যবস্তু আমদানী করা যাইবে বটে; কিন্তু উহার ফলে ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ বিপন্ন হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের অত্যধিক মূল্য হ্রাসের ফলে দেশের কৃষকসমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এরূপ অবস্থায় সাময়িকভাবে মধ্যপন্থা হিসাবে টাকার মূল্য বর্ত্তমান হারে বজায় রাখাই সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত।

ডাঃ রাও তাঁহার পুস্তিকাতে পাউণ্ডের হিসাবে টাকার বিনিময় হারের সমস্যা ছাড়া প্রসঙ্গতঃ পাউণ্ডের হিসাবে টাকার বিনিময় হার সুনির্দ্দিষ্টভাবে স্থির করিয়া রাখা (Linking of the rupee with sterling) এবং ভারতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য কি ভাবে নির্দ্ধারিত রাখা উচিত ইত্যাদি সমস্যারও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, বর্ত্তমান অবস্থাতে ভারতীয় টাকাকে পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে ডলারের সহিত যুক্ত করা সম্ভবপর নহে। কারণ ভারতীয় টাকাকে ডলারের সহিত যুক্ত করিলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে পরিমাণ ডলার থাকা প্রয়োজন সেই পরিমাণ ডলার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নাই। বিশেষতঃ যে সব দেশে পাউণ্ড এবং পাউণ্ডের সহিত যুক্ত মুদ্রা প্রচলিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক সেই সব দেশের সহিতই অধিকতর ঘনিষ্ঠ। সুতরাং ভারতীয় টাকাকে বর্ত্তমানের ন্যায় অদূর ভবিষ্যতে কিছুদিন পর্য্যন্ত পাউণ্ডের সহিতই যুক্ত রাখা সঙ্গত। ভারতীয় টাকাকে পাউণ্ড বা ডলারের কবল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন মুদ্রায় পরিণত করিবার প্রস্তাবেরও তিনি বিরোধী। কারণ জগতের বাজারে স্বাধীন টাকার বিনিময় হার নির্দ্দিষ্টভাবে বলবৎ করিতে হইলে বাট্টার হার সমীকরণ তহবিলে (Exchange Equalization Fund) যে বিপুল পরিমাণ অর্থ রাখা আবশ্যক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তাহা নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় টাকার বিনিময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা পাওয়ার যদি নিশ্চয়তা না থাকে তাহা হইলে উহা এক্ষণে বিদেশীদের আস্থা অর্জ্জন করিতে পারিবে না এবং উহার ফলে ভারতে বিদেশী মূলধন আমদানীর পথ কণ্টকিত হইবে। ডাঃ রাওয়ের এই মত আমরা সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। তবে ভারতীয় টাকাকে বিদেশী মুদ্রার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিবার প্রস্তাব বিবেচনা করিবার সময়ে তাঁহার উপরোক্ত অভিমতগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার যৌক্তিকতা আমরা স্বীকার করি।

ভারতে পণ্যমূল্য সম্বন্ধে ডাঃ রাও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য যাহাতে যুদ্ধপূর্ব্ব কালের তুলনায় দ্বিগুণ হারে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য যুদ্ধপূর্ব্ব কালের তুলনায় দেড়গুণ হারে বলবৎ থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিবেচনা করিলে তাঁহার এই মত কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের দিক হইতে আমরা বলিতে পারি যে, এই প্রদেশের অধিকাংশ লোক কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের ক্রেতা—বিক্রেতা নহে। এরূপ অবস্থায় কৃষিজাত পণ্যের মূল্য যদি যুদ্ধপূর্ব্ব কালের তুলনায় দ্বিগুণ হারে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য দেড়গুণ হারে বলবৎ রাখা হয় তাহা হইলে বাঙ্গলার অধিকাংশ ব্যক্তি তাহাদের অন্নবস্ত্র সংগ্রহে অসমর্থ হইবে। অবশ্য যদি বাঙ্গলার জনসাধারণের অর্থ-সঙ্গতি (money income) অনুরূপভাবে বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে উহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু সেই দিক দিয়া ভরসার কিছু দেখা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় অন্ন, বস্ত্র, লবণ, চিনি, কেরোসিন, গৃহসরঞ্জাম ইত্যাদির মূল্য যদি আরও ২।৪ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধপূর্ব্ব সময়ের তুলনায় দ্বিগুণ বা দেড়গুণ হারে বলবৎ থাকে তাহা হইলে বাঙ্গলার আরও বহু লোক অর্দ্ধাশন ও রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ভারতীয় অর্থনীতিবিদগণ যখন কোন অর্থনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন তখন তাঁহারা অনেক সময়েই বাঙ্গলার ৬ কোটী লোকের অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। ডাঃ রাও প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণের পক্ষে ভারতীয় অর্থনীতির এই দিকটা বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

স্বাধীনতা
দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতি ভিন্ন অসম্ভব—সংসার, সমাজ ও রাজনীতি সকলের মূলেই টাকা
—সেই টাকা কি ভাবে—
সঞ্চয় করিতে হয় ও বাড়াইতে হয় তাহার পথ আমরাই আপনাকে দেখাইয়া দিব।
ব্যাঙ্ক অফ ক্যালকাটা লিঃ
=হেড অফিস—৩, ম্যাঙ্গো লেন=
সমগ্র ভারতে আমাদের ৫০টি ব্রাঞ্চ পূর্ণ উদ্যমে কার্য্য করিতেছে ও টাকা বাড়াইয়া চলিয়াছে
—ক্লিয়ারিং—
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
মারফৎ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জী

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

(২) পেঁয়াজ

খাদ্যপণ্যের মধ্যে পেঁয়াজের স্থান গোল-আলুর তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ হইলেও যুদ্ধের দরুণ ৪০ লক্ষ নরনারীর আবাসভূমি কলিকাতা নগরীতে পেঁয়াজের সমস্যা দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় পেঁয়াজের পাইকারী মূল্য প্রতিমণ ৫।৬৲ টাকার উর্দ্ধে যায় নাই। কিন্তু ১৯৪৪ সালের নবেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে পেঁয়াজের দাম মণপ্রতি ৩০৲ টাকার উপরে উঠে। বর্ত্তমান সময়েও পশ্চিম ভারত হইতে আমদানীকৃত ভাল পেঁয়াজের দাম প্রতিমণ ৩৩৲ হইতে ৩৫৲ টাকা।

জনসংখ্যা এবং হোটেল-রেষ্টুরেন্টের সংখ্যা-বৃদ্ধির দরুণ কলিকাতায় পেঁয়াজের বর্ত্তমান দৈনিক চাহিদা যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশে সৈন্য সমাবেশের ফলেও কলিকাতায় পেঁয়াজের চাহিদা বিগত ২।৩ বৎসরের মধ্যে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আসাম এবং বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত সৈন্যবাহিনী রহিয়াছে তাহাদের জন্যও বহু পরিমাণ পেঁয়াজ কলিকাতা হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। অনুমান করা যায় যে, একমাত্র পোস্তাবাজারেই গড়ে দৈনিক প্রায় দুই হাজার মণ পেঁয়াজ বিক্রয় হয়। পোস্তা ব্যতীত বেলেঘাটা এবং খিদিরপুর অঞ্চলেও খুচরা দোকানদারগণ গড়ে দৈনিক প্রায় পাঁচ শত হইতে এক হাজার মণ পেঁয়াজ ক্রয় করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া কন্‌ট্রাক্টারগণ বিভিন্ন হোটেল, রেষ্টুরেন্ট এবং সৈন্যদের মেসেও প্রায় প্রতিদিন বহু পরিমাণ পেঁয়াজ সরবরাহ করিতেছে। উল্লিখিত তথ্যসমূহের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ অনুমিত হয় যে, কলিকাতায় বর্ত্তমানে বার্ষিক প্রায় ১০ লক্ষ মণ পেঁয়াজের চাহিদা আছে এবং ইহার আনুমানিক মূল্য খুব কম পক্ষেও বর্ত্তমান বাজারদরমত এক কোটী হইতে দেড় কোটী টাকার মধ্যে।

বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত জেলাতেই অল্পবিস্তর পেঁয়াজের চাষ হয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ফরিদপুর সর্ব্বপ্রধান। ফরিদপুর হইতে প্রতি বৎসর রেল এবং নৌকাযোগে বহু পরিমাণ পেঁয়াজ কলিকাতায় আসিয়া থাকে এবং বেলেঘাটা বাজারের আড়তদারদের মারফৎ বিক্রয় হয়। ফরিদপুর ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ, উত্তরবঙ্গে রাজসাহী এবং পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান এবং হুগলী জেলাতেও যথেষ্ট পরিমাণে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয়। মুর্শিদাবাদের পেঁয়াজও কলিকাতায় আসে কিন্তু রাজসাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহের পেঁয়াজ সাধারণতঃ কলিকাতায় চালান হয় না। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে যে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় তাহার আকার ছোট, ঝাল বেশী এবং মূল্যও কম। এই পেঁয়াজ হোটেল, রেষ্টুরেন্ট এবং সাহেবদের খানার টেবিলে চলে না। বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলাতে এক শ্রেণীর বড় আকারের পেঁয়াজ উৎপন্ন হয়। কলিকাতার বাজারে ইহা 'কাটোয়া' পেঁয়াজ নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের পেঁয়াজের তুলনায় ইহা আকারে বড় এবং কম ঝালবিশিষ্ট। ধনী মহলে এই পেঁয়াজের কতকটা কদর আছে বটে।

জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত এই ছয় মাস মধ্যে কলিকাতায় বাঙ্গলার জেলাসমূহে উৎপন্ন পেঁয়াজের আমদানী হইয়া থাকে। বৎসরের অন্য সময়ের তুলনায় পেঁয়াজের দামও এই সময়ে কতকটা কম থাকে। কিন্তু জুলাই মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় যে পরিমাণ পেঁয়াজের প্রয়োজন হয় তাহার শতকরা ৯০ ভাগই ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হইয়া থাকে। বিহার, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশের নাসিক জেলা এবং কাথিয়াবাড় অঞ্চল হইতে এই সমস্ত পেঁয়াজ রেলযোগে আমদানী হয়। ষ্টীমারের ভাড়া কম বলিয়া মাদ্রাজ এবং মহীশূরের অন্তর্গত বাঙ্গালোর হইতে ষ্টীমারযোগেও কলিকাতায় পেঁয়াজ আসিয়া থাকে। বোম্বাই এবং কাথিয়াবাড় হইতে সারা বৎসরই অল্পাধিক পেঁয়াজ আমদানী হয়। কিন্তু বিহার, পাঞ্জাব বা মাদ্রাজ হইতে আমদানীর সময় সাধারণতঃ জুলাই হইতে জানুয়ারী মাসের মধ্যেই নিবদ্ধ। যুদ্ধের দরুণ প্রায় সকল প্রদেশেই চাহিদার অনুপাতে পেঁয়াজের যোগান হ্রাস পাইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পেঁয়াজ রপ্তানী ভারতরক্ষা আইনের সাহায্যে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ২।৩ বৎসর যাবৎ বর্ষার কয়েক মাস কলিকাতায় পেঁয়াজের যে অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, পেঁয়াজ রপ্তানী সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের নিষেধাজ্ঞাই তাহার প্রধান কারণ বলা চলে। মালগাড়ীর অভাবেও কলিকাতায় পেঁয়াজ আমদানী কতকটা ব্যাহত হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যুদ্ধের কয়েক বৎসরেই বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কলিকাতায় বার্ষিক গড়ে প্রায় ৪ লক্ষ মণ পেঁয়াজ আমদানী হইয়াছে। প্রদেশ হিসাবে এই আমদানী মোটামুটি ভাগ করিলে দেখা যায় যে,

কেশ গৌরব মালা * নং ৪ * মঙ্গলে প্রকাশ-মাহাত্ম্যে

বাঁধিল বিনোদ খোঁপা বাঁ দিকে টানুনি

বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের পাশেই 'মঙ্গল কাব্য-সাহিত্য। এ যুগের সাহিত্য সমাজের সর্ব্বস্তরের নারীর প্রসাধন সৌষ্ঠব ও কেশ-বর্ণনায় মুখর। 'ধর্ম্ম মঙ্গলে' সুদর্শন লাউসেনের রূপমুগ্ধ বারুই-বধূ "রূপসী পল্লী-বাসিনী" নয়ানীর কেশ-প্রসাধন বর্ণনায় দেখি—

'আঁচরিয়া চাচর চিকুরে চিত্র বেণী।
বাঁধিল বিনোদ খোঁপা বাঁ দিকে টানুনি॥'

আবার কোথাও দেখি, "ঝলকে অলক লতা অলকার কোলে,"—কোথাও, "পৃষ্ঠেতে দুলিছে বেণী ভুজঙ্গিনী প্রায়,"—অন্যত্র, "কানড়ে বাঁধিল খোঁপা দিয়া পুষ্পহার"—ইত্যাদি বর্ণনা সেই যুগের কেশ-মহিমারই পরিচায়ক। যুগ প্রগতির সাথে আজকাল কেশ-প্রসাধন সামগ্রীরও প্রগতি আসিয়াছে। 'হিমকল্যাণ' বর্ত্তমান যুগে কেশচর্চ্চার অনুপম ও অনবদ্য উপকরণ।

হিমকল্যাণ

ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর মহোপকারী আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

UPCO. HK-15

বিহার দেড় লক্ষ মণ, পাঞ্জাব এক হইতে দেড় লক্ষ মণ, বোম্বাই ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ মণ এবং মাদ্রাজ প্রায় ২৫ হাজার মণ পেঁয়াজ কলিকাতার বাজারে রপ্তানী করিয়াছে।

বোম্বাই অঞ্চলের পেঁয়াজ কলিকাতায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পেঁয়াজ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বাজারে এই পেঁয়াজ সাধারণতঃ 'কাথিয়াবাড়' পেঁয়াজ নামে বিক্রয় হয়। এই পেঁয়াজ আকারে বড়, ঝাল কম এবং অন্যান্য শ্রেণীর পেঁয়াজের তুলনায় শুষ্ক বলিয়া দীর্ঘকাল ঘরে রাখিলেও নষ্ট হয় না। ইহার মূল্যও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কাথিয়াবাড় পেঁয়াজের পরেই পাঞ্জাবের মোগা অঞ্চল হইতে প্রেরিত পেঁয়াজকে স্থান দেওয়া চলে। বিহার এবং মাদ্রাজের পেঁয়াজ আমদানীকৃত পেঁয়াজের মধ্যে নিকৃষ্ট হইলেও বাঙ্গলায় উৎপন্ন পেঁয়াজ অপেক্ষা ভাল বলিয়া গণ্য হয়।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে সমস্ত পেঁয়াজ আমদানী হয় তাহার প্রায় সমস্তই পোস্তা-বাজারের আড়তদারগণের মারফৎ বিক্রয় হয়। গোল-আলুর ন্যায় রপ্তানীকারকগণ গাড়ীতে পেঁয়াজ বোঝাই করিয়া মালের রসিদ পোস্তার আড়তদারের নিকট প্রেরণ করে। আড়তদার মাল খালাস করিয়া বিভিন্ন বাজারের খুচরা দোকানদারগণের নিকট এই পেঁয়াজ বিক্রয় করিয়া মূল্যের উপর টাকা প্রতি দুই পয়সা হইতে এক আনা পরিমাণ কমিশন বা দালালী নেয়। উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, আমদানী বেশী হইলে দালালীর হার স্থানকাল পাত্রভেদে বেশী হইয়া থাকে। গাড়ীতে মাল নষ্ট হইয়া গেলে আড়তদার দায়ী হয় না। মূল্য যাহাই হউক না কেন আড়তদার নির্দ্দিষ্ট হারে একটা কমিশন পাইবেই। পোস্তাবাজারের যে অংশে পেঁয়াজের কারবার চলে তাহাকে পেঁয়াজ পোস্তা বলে। এখানে প্রায় ১৫টী বিশিষ্ট পেঁয়াজের আড়ত আছে।

ফরিদপুর হইতে যে সমস্ত পেঁয়াজ কলিকাতায় আসে তাহার অধিকাংশই বেলেঘাটার আড়তদারগণের মারফতে বিক্রয় হয়। আড়তদার মণ-প্রতি দুই আনা হইতে দশ পয়সা পর্য্যন্ত কমিশন পাইয়া থাকে। বর্দ্ধমান এবং হুগলী জেলা হইতে যে পেঁয়াজ আসে তাহার বেশীর ভাগই পোস্তার আড়তদারগণ বিক্রয় করে।

১৯৪০ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতায় পেঁয়াজের পাইকারী দাম প্রতি মণ ৩৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪৩ সালের শেষ দিক হইতেই মূল্য-বৃদ্ধি সুরু হয় এবং নবেম্বর মাসে ইহা ১৫৲ টাকায় দাঁড়ায়। পরবর্ত্তী সময়ে কিরূপ মূল্য-বৃদ্ধি হইয়াছে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে :—

পোস্তাবাজারে পেঁয়াজের মণপ্রতি পাইকারী মূল্য

	মার্চ্চ	নবেম্বর
১৯৪৪	১১৲ হইতে ১৮৲	৩০৲ টাকা
১৯৪৫	৭৲ হইতে ১৬৲	১৫৲ হইতে ১৬৲

১৯৪৪ সালের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে পাঞ্জাব ও বিহার প্রদেশ হইতে অধিক পরিমাণ পেঁয়াজ আমদানী হওয়ায় এ বৎসর নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত পেঁয়াজের মূল্য তত বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু ডিসেম্বর মাস হইতে ঐ আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া আমদানীকৃত পেঁয়াজের দাম ৩০৲ টাকার উপরে উঠিয়াছে।

ফরিদপুর, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কয়েকটী জেলায় ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত যথেষ্ট পেঁয়াজের জোগান থাকে। ক্রেতার অভাবে এই সমস্ত জেলার পল্লী অঞ্চলে বহু পরিমাণ পেঁয়াজ নষ্ট হয় অথবা অযথা ব্যয়িত হয়। এই সমস্ত অঞ্চলে উন্নত শ্রেণীর পেঁয়াজ চাষের প্রচলন এবং প্রসার হইলে কলিকাতার পেঁয়াজ-সমস্যার কতকটা সমাধান হইত। রাস্তাঘাট এবং যানবাহনের অভাবেও বহু পরিমাণ পেঁয়াজ পল্লী অঞ্চল হইতে কলিকাতায় চালান দেওয়া সম্ভব হয় না। যুদ্ধের পূর্ব্বে চাঁদপুর, গোয়ালন্দ এবং ভৈরববাজার হইতে বহু পরিমাণ পেঁয়াজ আসামে রপ্তানী হইত। কিন্তু বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলার বাহিরে পেঁয়াজ রপ্তানী নিষিদ্ধ করায় এই রপ্তানী-বাণিজ্যও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্র হইতে নৌকা এবং রেলযোগে কলিকাতা এবং অন্যান্য সহরে পেঁয়াজ চালান দেওয়ার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। ইহাতে সহর অঞ্চলে পেঁয়াজের মূল্য হ্রাস পাইবে এবং চাষীও তাহার শ্রমের মূল্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হইবে না।

মূল্য কমিল !!!

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, মাদার টিংচার, স্পিরিট, সুগার অব্ মিল্ক, বাইওকেমিক টিস্যুরেশন ও ট্যাবলেট, গ্লোবিউল, ব্ল্যাক ট্যাবলেট, ডিস্কেট, শিশি, কর্ক, আলকালকা টনিক, সিনেরেরিয়া মেরিটিমা (সাক্কাস), মেন্নোলা টনিক, ট্যাবলেট ইত্যাদি।

মূল্য তালিকা বিনামূল্যে।

প্রস্তুতকারক : হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং কোং

ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ও প্রধান অফিস—৪২,৫৬ ও ৫৭, সাউথ এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ৩৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বেনারস ব্রাঞ্চ : গোধুলিয়া, বেনারস সিটি, ইউ, পি।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন :—

বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস

" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী

টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

দি

চৌমুহনী কমার্শিয়েল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম—জনশক্তি

স্থাপিত—১৯২৭ সাল

রেজিষ্টার্ড অফিস—চৌমুহনী (নোয়াখালী)

কলিকাতা অফিস—

১০৭নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের সর্ব্বত্র এজেন্সী আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ এন দাশগুপ্ত

দি ট্রিনিটি মিউচুয়াল এ্যাসিওরেন্স কোং

লিমিটেড—(বোম্বাই)

কোম্পানীর সমুদয় লভ্যাংশ কেবলমাত্র বীমাকারিগণই পাইবার অধিকারী।

বীমাকর্ম্মীদের সর্ত্ত অতীব সুবিধাজনক।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্ট

রায় এণ্ড সন্স

৮৪-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা।

পোষ্ট বক্স—জি পি ও, ১৩৪ ফোন—ক্যাল: ৬১৩৩

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত ১১ই ডিসেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পাঁচ দিবসব্যাপী কলিকাতা অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে কংগ্রেসের অহিংসা নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা গান্ধী নিজের হাতে এই প্রস্তাবের খসড়া রচনা করিয়াছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে দেশবাসীকে সম্পূর্ণরূপে অহিংসনীতি অনুসরণ করিবার অনুরোধ জানাইয়া ঐ প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, "১৯২০ সালে কংগ্রেস যে অহিংসনীতি গ্রহণ করিয়াছিল তাহা এখনও বলবৎ রহিয়াছে। সুতরাং সাধারণের সম্পত্তি জ্বালাইয়া দেওয়া, টেলিগ্রাফের তার কাটা, রেলগাড়ী লাইনচ্যুত করা ও ভীতি প্রদর্শন অহিংসা নীতির পর্য্যায়ভুক্ত নহে।"

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কলিকাতা অধিবেশনে অহিংসা নীতির উপর এতটা জোর দেওয়ার কারণ ঘটিয়াছে। আগষ্ট আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভকে কংগ্রেস নেতৃগণ সমর্থন ও অভিনন্দন করিয়া যে সব বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে দেশের কোন কোন লোকের মধ্যে এরূপ সংশয়ের ভাব দেখা দিয়াছিল যে, তবে কি কংগ্রেস ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপের সমর্থন করে? কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থন করায়ও অনুরূপ সন্দেহ কাহারও কাহারও মনে দেখা দিয়াছিল। আমাদের অভিমতে, এই বিষয়ে কংগ্রেসের পন্থা সম্পর্কে কোন ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। উহা জলের মতই স্বচ্ছ। ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি এবং "জনগণ কর্ত্তৃক বহু ত্যাগ স্বীকার ও বীরত্বপূর্ণ কার্য্যের" জন্য কংগ্রেস তথা সমগ্র জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ গর্ব্ব অনুভব না করিয়া পারে না। নেতৃহীন অবস্থায় জনগণ কিছু কিছু এমন কাজও করিয়াছে যাহা অহিংসা নীতিসম্মত নহে। কংগ্রেস ঐ আন্দোলনের অন্তর্নিহিত প্রেরণা স্বীকার করিলেও এই সব কার্য্য অনুমোদন করে না। সুতরাং "জনগণ যাহাতে ঠিক পথে পরিচালিত হয় তজ্জন্য কংগ্রেসের পক্ষে পুনরায় অহিংসা নীতির কথা দৃঢ়ভাবে জানাইবার প্রয়োজন হইয়াছে।"

* * *

ওয়ার্কিং কমিটির আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কিত প্রস্তাবেও অনুরূপ নীতিই ঘোষিত হইয়াছে। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর "ত্যাগ, শৌর্য্যবীর্য্য, নিয়মানুবর্ত্তিতা, একতা ও সাহসিকতায় কংগ্রেস গর্ব্ব অনুভব করে।...কিন্তু কংগ্রেস কর্ম্মিগণ যেন ভুলিয়া না যান যে, এই সমর্থন ও সহানুভূতি প্রদর্শনের অর্থ এই নহে যে, স্বরাজলাভের জন্য যে শান্তিপূর্ণ ও আইনানুগ নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল কংগ্রেস তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

অহিংসা নীতি ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কিত প্রস্তাব দুইটি ভাল করিয়া পাঠ করিলে কংগ্রেসের আদর্শ ও পন্থা সম্পর্কে ভুল বুঝিবার জো নাই। নেতৃগণের সাম্প্রতিক বক্তৃতা ও বিবৃতির দ্বারা কাহারো মনে অহেতুক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকিলে এবার তাহা দূরীভূত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

* * *

কলিকাতায় শোভাযাত্রী ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীচালনা সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের প্রস্তাবে প্রকাশ্য ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানাইয়া বলিয়াছেন, "কলিকাতার ছাত্ররা গুলী বৃষ্টির মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়া অহিংসাসম্মত সাহসিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে।"

এই ঘটনা সম্পর্কে যথাসময় আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরাও ছাত্রদের জয়লাভে অভিনন্দন জানাইয়া এই ব্যাপারে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর অনুসৃত নীতির বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিলাম। আমরা দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম, রাষ্ট্রপতি আজাদও এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীযুক্ত বসুর উক্তির বিপরীত অভিমতই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "প্রথম দিনে ছাত্রগণের আচরণ যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে এবং যথাসময়ে দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে যদি উপস্থিত হইতেন তাহা হইলে ছাত্ররা তাঁহাদের নির্দ্দেশ মান্য করিত।" ছাত্রদের ঐ প্রথম দিনের আচরণ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলিয়াছিলেন, "তোমরা নিয়মানুবর্ত্তিতার একান্ত অভাব দেখাইয়া আমার বুক ভাঙ্গিয়া দিয়াছ।" সাংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি আজাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও বড়বাজারের এক জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জ্ঞাপনের পরে আশা করি শ্রীযুক্ত বসু এবার তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিবেন।

* * *

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কমিউনিষ্টদের সম্পর্কেও এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিবেচনা করার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দ্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থকে লইয়া গঠিত সাব কমিটির উপর ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা যথাসময় তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের সুপারিশগুলি অনুমোদন করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে জানান হইয়াছে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কমিউনিষ্ট সদস্যদের (৮জন) নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে। তাঁহারা আর কোন কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচিত সদস্য থাকিতে পারিবেন না।

এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা প্রসঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি সাব-কমিটির রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া জানাইয়াছেন, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রথম হইতেই কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেসে প্রবেশ করিবার পর ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত কমিউনিষ্টরা মোটামুটি কংগ্রেসের নীতি মানিয়া চলায় সমস্যা খুব বড় হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়া গণ-সংগ্রাম আরম্ভ না করার জন্য কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীকে তাহারা তীব্রভাবে আক্রমণ করে। তারপর ১৯৪১ সালে রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ সুরু হওয়ার কিছুকাল পরেই তাহারা এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' আখ্যা দিয়া বিপরীত দিকের চরম প্রান্তে গিয়া উপনীত হইল। তাহারা বৃটেনের সহিত সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানাইতে থাকে। ইহা তৎকালীন কংগ্রেস নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। অবশেষে ১৯৪২ সালের আগষ্ট প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া তাহারা কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে। কমিউনিষ্টরা তখন গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে।

উপরোক্ত সাব-কমিটির সম্পূর্ণ রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কমিউনিষ্টরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের যে দীর্ঘ জবাব কংগ্রেসের নিকট পেশ করিয়াছে, তাহা প্রকাশিত না হওয়ায় আমরা এবারে কোনও নিজস্ব মন্তব্য না করিয়া কংগ্রেসের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তেরই চুম্বক উপরে লিপিবদ্ধ করিলাম।

* * *

বড় দিন উপলক্ষে ভারতের বড়লাট চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কলিকাতায় আসিয়া যথারীতি এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। লর্ড ওয়াভেল অনেক কথাই আমাদের শুনাইয়াছেন। কিন্তু নূতন কথা কিছুই বলেন নাই। সুদূর সাগর পারে গোড়া-ঘরে মূল নীতির পরিবর্ত্তন না ঘটিলে এখানে বসিয়া রাজপ্রতিনিধি রোমন্থন ছাড়া আর কি-ই বা করিতে পারেন? তাই বড়লাটের সেদিনকার বক্তৃতা ও ভারত সচিবের সাম্প্রতিক বক্তৃতার মূল সুর ও মেজাজ অভিন্ন বলিলেই হয়। কেবল লর্ড পেথিক লরেন্সের হুমকিটাকে লর্ড ওয়াভেল কিছুটা মোলায়েম করিয়া পরিবেষণ করিয়াছেন মাত্র।

লক্ষ্মীনারায়ণ আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ

আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ প্রস্তুতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

পরিচালকমণ্ডলী আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, কোম্পানী ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রত্যেকটা ১০৲ টাকা মূল্যের ২,৫০,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এতৎসম্পর্কে যথাসময়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে।

=উচ্চ কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক=

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—সাহা গোস্বামী এণ্ড কোং

৫৩, নর্থ ব্রুক হল রোড, ঢাকা।

উক্ত অভিভাষণের এক স্থানে বড়লাট ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আমি অকুণ্ঠ ভাষায় আপনাদের জানাইতে চাই, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ জনসাধারণের অকপট অভিপ্রায় এই যে, ভারতবাসীরা নিজেরাই তাহাদের এক বা একাধিক গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া নিজেদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করুক।"

'একাধিক গবর্ণমেণ্ট' কথার দ্বারা লর্ড ওয়াভেল স্পষ্টতঃই ভারত ব্যবচ্ছেদের সম্ভাবনার কথা তুলিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের আদর্শ ও স্পষ্ট লক্ষ্য অখণ্ড ভারত। সেক্ষেত্রে ভারতে 'একাধিক গবর্ণমেণ্ট' গঠনের সম্ভাবনার উল্লেখের দ্বারা বৃটিশ শাসকশ্রেণীর ক্ষমতা হস্তান্তরের অকপট ইচ্ছা সম্পর্কে স্বতঃই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হইবে না কি? মিঃ জিন্নার পাকিস্থানের দাবী কংগ্রেসের বাহিরেরও বহু সুস্থ-মস্তিষ্ক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতীয়, এমন কি বৃটেন ও আমেরিকারও কতিপয় প্রখ্যাত চিন্তাশীল ব্যক্তি, একাধারে অবাস্তব ও অযৌক্তিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এমন কি ভূতপূর্ব্ব রক্ষণশীল ভারত সচিব মিঃ আমেরী ও ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড লিনলিথগো পর্য্যন্ত তাঁহাদের একাধিক ভাষণে ভারতের ভোগোলিক অখণ্ডতার কথা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। লর্ড ওয়াভেলের মুখে এক বা একাধিক গবর্ণমেণ্টের কথা এই কারণে জাতীয়তাবাদী ভারতের মনে ক্ষোভ ও সংশয়ের ছায়াপাত করিবে।

* * *

লর্ড ওয়াভেল তাঁহার বক্তৃতায় ভারতের মুসলমানদের একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করায় মিঃ জিন্না বড় রুষ্ট হইয়াছেন। মিঃ জিন্নার অভিমতে, ভারতে মুসলমানরা এক স্বতন্ত্র জাতি—সম্প্রদায় নহে; সুতরাং সংখ্যাগুরু কি সংখ্যালঘু সেই প্রশ্ন উঠে না। ভারতের মুসলমানরা সত্যই এক আলাদা জাতি কিনা সেই বিতর্ক এখানে তুলিব না। এমন কি মিঃ জিন্না পরিকল্পিত পাকিস্তান অর্থাৎ ভারতের মধ্যেই আর এক ভারতের কথা যদি মানিয়াও লই, তথাপি সেই ভারত এখনও অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে। বর্ত্তমান ভারত অন্ধ অজ্ঞ জনের কাছেও এক অখণ্ড ভারত—একই বৃটিশ শাসনের ছত্রচ্ছায়াতলে ৪০ কোটি নরনারী শৃঙ্খলিত হইয়া আছে। সুতরাং আসমুদ্র-হিমাচল বিস্তৃত ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে মুসলমানদের অন্যতম সংখ্যালঘিষ্ঠ 'সম্প্রদায়' বলিলে দোষ ধরার কি আছে? আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, ভারতের মুসলমানদের অন্যতম সংখ্যালঘিষ্ঠ 'জাতি' বলিলেও মিঃ জিন্না কিন্তু ঘোরতর আপত্তি জানান। মিঃ জিন্না একজাতিতত্ত্বের বিরোধী এবং দুই জাতি-তত্ত্বের প্রচারক। কিন্তু ভারতে দুই-এর বেশী আর একটি জাতিও মানিয়া লইতে তিনি কিছুতেই রাজী নহেন। তাঁহার অভিমতে শিখ, পার্শি ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা সম্প্রদায় মাত্র—জাতি নহে। এই দাবী যুক্তি না জেদ?

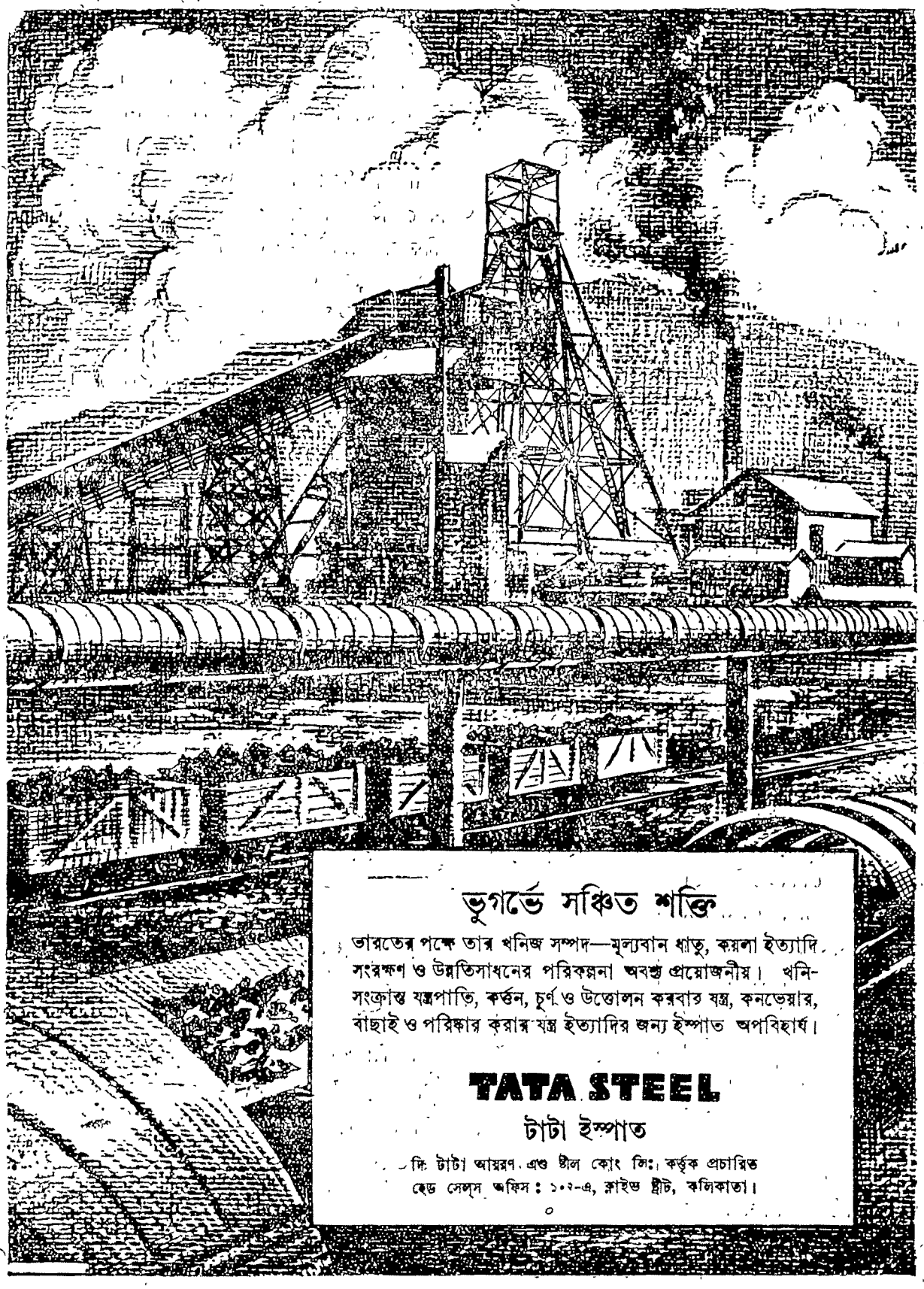

খেয়ালীর খাতা

বাংলা গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কিত বিধিনিষেধগুলি তুলিয়া লইয়াছেন। কোন বাড়ীতে নতুন বিজলী লাইন পাইতে হইলে গত দুই তিন বছর যে কী রকম বেগ পাইতে হইয়াছে, তাহা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। এই কড়াকড়ির কারণ ছিল যুদ্ধের কাজে কলকারখানাগুলিতে বিদ্যুতের দরকার হইত বেশী, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লারও ছিল টানাটানি। যুদ্ধ শেষ হওয়াতে, কারখানাগুলির কাজ কমিয়াছে, কয়লার অভাবও এখন আর অতটা মারাত্মক নাই, বিদ্যুতের 'কনট্রোল' উঠিয়া যাওয়াতে, যাঁহারা নতুন বাড়ী করিতেছিলেন, বা ছোট ছোট কুটির শিল্প চালাইতেছিলেন তাঁহাদের সুবিধা হইবে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরীতে রহিয়াও কত লোককে রাত্রিবেলায় লণ্ঠনের আলো জ্বালিতে এবং দিনের বেলা সেই লণ্ঠনের জন্য কেরোসিন চাহিয়া বোতল হাতে লাইনে দাঁড়াইতে হইয়াছে, তাহার সংখ্যা মহলানবীশের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল লেবরেটারীতে নাই, কিন্তু চোরাবাজারের আড়তদারদের কাছে আছে।

* * *

বিদ্যুৎ সরবরাহের এই সুবিধায় কলিকাতার রাস্তাগুলির আলোক-ব্যবস্থা একটু উন্নত হইলে বাঁচি। কলিকাতায় ব্ল্যাক-আউট উঠিয়া গিয়াছে অনেক দিন হইল। কিন্তু রাস্তাগুলি বেশীর ভাগই এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ আলোকিত হয় নাই। প্রথমে শুনিয়াছিলাম, কর্পোরেশনের বাল্‌ব নাই। কিন্তু বাজারে এখন বাল্‌ব ইচ্ছামতো পাওয়া যায়। সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট অনেক এমেরিক্যান বাল্‌ব বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনও দিয়াছিলেন দেখিয়াছি। তাহার পরে শুনিলাম, ইলেকট্রিক সাপ্লাই যথেষ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে পারেনা। আশা করি, এবার সে-অসুবিধাও দূর হইয়াছে। এখনের কথা ছাড়িয়া যুদ্ধের আগের কলিকাতার আলোক-ব্যবস্থার কথাই ভাবুন। দুই পাশের দোকানের আলো শোকেস্ ও দরজা জানালা দিয়া বাহিরে আসিয়া রাস্তাকে যেখানে আলোকিত করে সেখানেই যা-কিছু আলো। অন্য যায়গাগুলি অন্ধকার। পূরাপূরি নয়, আধাআধি। সেটা আরও মারাত্মক। যাঁহারা মোটর চালান, তাঁহারা জানেন "আলো-আঁধারি মিলিয়া আবছা পরিবেষ্টনটা" কাব্যের পক্ষে যতই মনোরম হউক না কেন, অতর্কিতে পথচারীকে চাপা দেওয়ার তাহা একটি প্রধান কারণ। তাহার উপর কলিকাতার রাস্তায় আছে সতত সঞ্চরমান বৃষভকুল। যে কোন মুহূর্ত্তে তাহার উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়া আশ্চর্য্য নয়। কলিকাতার রাস্তার আলোক-ব্যবস্থার উন্নতি করিবার উপায় নির্দ্দেশের জন্য মাস কয়েক আগে গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেতো টু শব্দ শুনিতেছি না। কমিটি টিকিয়া আছে না কি ইতিমধ্যেই পটল তুলিয়াছে?

* * *

কমিটির কথায় একটি পুরাতন ঘটনা মনে পড়িল। বছর তিনেক আগে নয়াদিল্লীতে পশ্চিম ভারতের একটি দেশীয় রাজ্যের একজন দেওয়ান প্রজাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিষয় বলিতেছিলেন। দেশীয় রাজ্যগুলিতেও আজকাল শাসন সংস্কারের দাবী ক্রমশঃই জোরালো হইয়া উঠিতেছে। কথা হইতেছিল যাঁহার গৃহে তিনিও বাঙ্গালী। এক সময়ে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আরে, দাবীতো আছেই, থাকবেও। দাবী মিটানোও তোমার আমার হাতে নাই, কলকাঠি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে। কাজেই সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা হলো ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের পদ্ধতি। জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোন আবেদন আসলে সরাসরি তা নিষেধ করবে না। বলবে, The matter is receiving Government's best consideration. ব্যস্ বছর দুই এ-ভাবে কাটিয়ে দিতে পারবে, তার পরেও যদি আন্দোলন চলতে থাকে, তবে একটি কমিটি নিযুক্ত করে দাও। চিরকালের জন্য নিশ্চিন্তি।" দেওয়ান বাহাদুর এই "টিপস্" কাজে লাগাইয়াছিলেন কিনা জানিতে পারি নাই।

* * *

নয়াদিল্লীর সেক্রেটারিয়েট দালান দুইটি—নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক—ঘষিয়া মাজিয়া রং করা হইতেছে। গত তিন বছরে সেক্রেটারিয়েটের দেয়ালে, কলি ফিরানো হয় নাই, দোর-জানালা বার্ণিশ করা হয় নাই, ছাদের, কার্ণিশের কিনারার শেওলা পরিষ্কার করা হয় নাই। যুদ্ধের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জলপাইগুড়ি

ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংএর সকল সুযোগসহ ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান

সেণ্ট্রাল অফিস : ৮৭, ওল্ড চীনাবাজার, কলিকাতা ফোন : বি বি ১৮৫৮

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীমোহিনীমোহন সাহা

এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীনলিনীরঞ্জন সাহা, বি-এস-সি

হেড অফিসঃ মালদহ।

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাক্‌সন লেন, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—জাকলাবান্দা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

গত ১৪।১২।৪৫ শুক্রবার, বিখ্যাত সাংবাদিক এবং 'আর্থিক জগতের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে আমাদের মাণিকতলা শাখার শুভ উদ্বোধন হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি বিশ্বাস

এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, এ-দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ পান নাই। এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে; যুদ্ধের কাজে কোটি কোটি টাকার রাস্তা ঘাট ইমারত, বিমান ঘাঁটি তৈয়ারীর কাজ অকস্মাৎ খতম হইয়া গিয়াছে। তাই পি, ডব্লিউ ডিপার্টমেন্টের এঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজার, ওভারশিয়ার, কণ্ট্রাক্টরেরা মলিন মুখে এ-সব ছোট খাটো কাজে হাত দিতেছেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছেন "হায়, কবে আবার যুদ্ধ বাধিবে? ততদিন কি বাঁচিয়া থাকিব?"

* * *

যুদ্ধ প্রসঙ্গে সেক্রেটারিয়েটের একটি কৌতুক কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি। বড়লাটের শাসন পরিষদ যখন প্রথমবার সম্প্রসারিত করিয়া বেসরকারী ভারতীয়দের সদস্য করা হয়, তখন সাউথ ব্লকে কয়েকটি বেসামরিক বিভাগের আপিস ছিল। কিছুদিন পরে সম্পূর্ণ সাউথ ব্লকটিই সামরিক বিভাগ—ডিফেন্স, মিলিটারী, ফিনান্স প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক হয়, বেসামরিক (একমাত্র হোম ডিপার্টমেন্ট ছাড়া) দপ্তরগুলি নর্থ ব্লকে উঠিয়া আসে এবং সাউথ ব্লকের দরজায় সঙ্গীনধারী মিলিটারী পাহারা বসে। নবনিযুক্ত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের মধ্যে একজন সাউথ ব্লকে তাঁহার ঘরটি ছাড়িয়া দিতে দিন তিনেক দেরী করিয়াছিলেন। শোনা যায় ইহাতে সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি ঐ ভারতীয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরকে টেলীফোন করিয়া বলেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঐ ঘরটি খালি করিয়া না দিলে, যদি ভবিষ্যতে যুদ্ধে পরাজয় ঘটে, তবে তাহার জন্য তিনি (ঐ সেনাধ্যক্ষ) দায়ী হইবেন না। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি কুলী ডাকিয়া নিজের লটবহর সহ ঐ ঘর পরিত্যাগ করিলেন এবং একখানা চিঠি লিখিয়া জানাইলেন, "মহাশয়, সাউথ ব্লকের ঘরে বসিয়া যুদ্ধে পরাজয় ঘটাইতে চাহি না। ঘর ছাড়িয়া দিলাম, আশা করি অতঃপর যুদ্ধে জিতিলে আমার এই war effortটুকু স্মরণে রাখিবেন।"

* * *

যাঁহারা সিনেমায় যান তাঁহারা নিশ্চয়ই "ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড" নামক কতকগুলি ছবি দেখিয়া থাকিবেন। অন্য অন্য দেশে যেমন প্যাথে গেজেট, ইউনিভার্সেল নিউজ, গোমা ব্রিটিশ নিউজ ইত্যাদি ঘটনামূলক ছবি আছে ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেডের উদ্দেশ্যও নাকি তাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঘটনার চলচ্চিত্র গ্রহণ ও প্রদর্শন। কিন্তু অন্যান্য দেশের সংবাদ-চিত্রের মতো ইহা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়, সরকারী ব্যাপার। গবর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার ইনফরমেশান্ ডিপার্টমেন্ট ইহার পরিচালক। কাজেই ছবি যাহা তোলা হয় সেগুলি দেখিবার মতো নয়। কারণ এদেশে সরকারী বিবেচনায় যেগুলি দ্রষ্টব্য ব্যাপার জনসাধারণের বিবেচনায় তাহা নয়। ইহার উল্টাটাও তেমনি সত্য। ফলে নিউজ প্যারেডে বেশীর ভাগই দেখিবেন লাটসাহেবের ভ্রমণ, তাঁহার গিন্নীর পুরস্কার বিতরণ, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরের বক্তৃতা ইত্যাদি। দেখিবেন না,—অথবা কদাচিৎ দেখিবেন, গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা, পণ্ডিত নেহেরুর বক্তৃতা দান, মৌলানা আজাদের সফর। আর দেখিবেন কতকগুলি সাত মাস আগের বস্তাপচা যুদ্ধের ছবি। এই 'রাবিশ'গুলি কোন ছবিঘরের মালিক স্বেচ্ছায় দেখাইতে রাজী নয়। সুতরাং ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলের সাহায্যে তাহাদিগকে এই ছবি দেখাইতে বাধ্য করা হইয়াছে। অনেক নিয়মিত সিনেমা দর্শককে জানি যাঁহারা আগে টিকিট কিনিয়া এই সরকারী "সংবাদ চিত্রের" যন্ত্রণা এড়াইবার জন্য ইণ্টারভেলের পরে ছবিঘরে ঢোকেন।

* * *

ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কিত নিউজ প্যারেড এই রকম একটি চিত্র সে-দিন একটি হিন্দী ছবিঘরে দেখিয়া তাজ্জব বনিলাম। ছবিগুলির হিন্দী কমেণ্টারী কে লিখিয়াছেন জানিনা, যিনিই লিখুন লোকটাকে অবিলম্বে তাড়াইয়া দেওয়া দরকার। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকে গবর্ণমেণ্ট ভালো চোখে দেখেন না, তাহা জানি। কিন্তু নিতান্ত অভদ্র ভাষায় ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবর্গকে গালি দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টের ইনফরমেশন বিভাগ কমেণ্টেটার নিযুক্ত করেন নাই। জাভাতে সাম্রাজ্যবাদের প্রশস্তি গাহিবার জন্যও তাঁহাকে রাখা হয় নাই। নিউজ প্যারেডের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, দেশের সাধারণ লোকেরাও যে আজকাল সত্য মিথ্যা বুঝিতে শিখিয়াছে তাহার প্রমাণও ঐ ছবিঘরেই দেখিলাম। যেই মাত্র নিউজ প্যারেডের ঐ ছবিতে ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্টকে ক্ষণেকের জন্য দেখা গেল, অমনি সমস্ত প্রেক্ষাঘর হইতে করতালি ও হর্ষধ্বনি শোনা গেল। সরকারী দপ্তরখানার কর্তারা ভুলিয়া যান যে, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার সেই ভারতবর্ষ আর নাই যখন গবর্ণমেণ্টকে বলা হইত সরকার বাহাদুর, পুলিশ সাহেবকে বলা হইত ধর্মাবতার এবং দেশকে বলা হইত মহারাণীর রাজ্য।

—খেয়ালী

ইতর প্রাণিগণও পরস্পর সহযোগিতা ক'রে থাকে; কিন্তু তবুও মানুষ প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কারণ তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে। "সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া"র সাহায্যে ভবিষ্যতের সংস্থান ক'রে আপনার দূরদৃষ্টির পরিচয় দিন।

চেয়ারম্যান—
রায় বাহাদুর রামেশ্বর নাথানী (দুধেওয়ালা)
জেনারেল ম্যানেজার:—
মিঃ পি এস, নারায়ণ
মিঃ বি, বি, মজুমদার, বি, এ; এল, এল, বি—ম্যানেজার
মিঃ এইচ চক্রবর্তী, বি, এল—সেক্রেটারী

সিটিজেনস অব ইণ্ডিয়া
মিউচুয়াল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
কলিকাতা
P.B.

ন্যাশন্যাল এক্স্প্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ
টেলিফোন বি, বি, ৬২৯৭
৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বি. এন্. চ্যাটার্জ্জী এম-এ, এফ. আর. জি. এস (লণ্ডন), এফ. আর. এস. এ (লণ্ডন),
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কর্ম্মচ্যুত সৈন্যদের বসতি—প্রকাশ, কর্ম্মচ্যুত সেনাদলের কিয়দংশের বসবাসের জন্য ভারত সরকারের প্রস্তাবিত 'ভূমি বসতি পরিকল্পনা' (ল্যাণ্ড কলোনাইজেশন স্কীম) মাদ্রাজ এবং সিন্ধু সরকার মানিয়া লইয়াছেন। ভারতের এগারোটী প্রদেশের মধ্যে নয়টী প্রদেশ এই উদ্দেশ্যে এ পর্য্যন্ত সাকুল্যে সাড়ে সাত লক্ষ একর জমি দিতে সম্মত হইয়াছে। এই এলাকায় মোট বাহান্ন হাজার লোক বসবাস করিতে পারিবে। এই পরিকল্পনাটী কার্য্যকরী করিতে জমির দাম ছাড়াই ভারত সরকারের ব্যয় আড়াই কোটি টাকা লাগিবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। জমির দাম প্রাদেশিক সরকার বহন করিবেন।

শিল্প অনুমোদন (লাইসেন্স)—প্রকাশ, ভারত সরকারের শিল্পবিষয়ক নীতিতে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। শিল্প অনুমোদনের (লাইসেন্স) ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিবেন—ইহা নাকি প্রাদেশিক সরকারসমূহের মনঃপূত নহে। কারণ শিল্পসমূহ বর্ত্তমানে প্রাদেশিক শাসনক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। প্রাদেশিক দাবীর কিয়দংশ পূরণের উদ্দেশ্যে নাকি যোগ্য প্রাদেশিক প্রতিনিধি-সমন্বিত একটি শিল্প অনুমোদন বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। শীঘ্রই এই সম্পর্কে একটী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

নূতন ট্যাক্সেসন এন্‌কোয়ারি কমিটি—প্রকাশ, ভারতে একটি ট্যাক্সেসন এন্‌কোয়ারি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে গৃহীত হইয়াছে। এ বিষয়ে শীঘ্রই নাকি একটি ঘোষণা প্রচারিত হইবে।

ডিপার্টমেন্ট অব্ কমার্সিয়াল ইন্‌টেলিজেন্সের দিল্লীযাত্রা—প্রকাশ, ডিপার্টমেন্ট অব্ কমার্সিয়াল ইন্‌টেলিজেন্সের অফিস কলিকাতা হইতে সরাইয়া দিল্লীতে লওয়ার প্রস্তাব ভারত সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। সংখ্যানীতিবিদ্ (ষ্ট্যাটিষ্টিশিয়ান) ও অর্থনীতিবিদ্ (ইকোনমিষ্ট)-দের দুইটি স্বতন্ত্র কর্ম্মীদল (ক্যাডার) গঠন করারও নাকি প্রস্তাব করা হইয়াছে। কমার্সিয়াল ইন্‌টেলিজেন্সকে প্রচারের কাজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া বিভাগটীকে নূতন করিয়া গড়িবার কথাও নাকি চলিতেছে।

বিলাতী আয়কর বিশারদ—বিলাতের আয়কর বিশারদ মিঃ এয়ারি সম্প্রতি ভারত সরকারের সেন্ট্রাল বোর্ড অব রেভেন্যু-এর কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান কার্য্য হইবে কর (ট্যাক্স) ফাঁকির পথ বন্ধ করিয়া ভারতের আয়কর বিভাগকে (ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট) আধুনিক পদ্ধতিতে ঢালিয়া সাজা। উপরন্তু এক্সেস্ প্রফিট্ ট্যাক্স অফিসার মিঃ এইরিজ-কেও তিনি সাহায্য করিবেন।

রবার নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন আদেশ প্রত্যাহার—সম্প্রতি ত্রিভেন্দ্রামে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান রবার প্রোডাকসন বোর্ডের এক সভা ভারত-সরকারকে আগামী বৎসরের মার্চ্চ মাসের শেষের দিক হইতে রবার নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন আদেশ তুলিয়া লইয়া বোর্ডকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সভা আরও বলিয়াছেন যে, ভারতীয় কফি বোর্ডের মত কোন মার্কেটিং বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা ভারতীয় রবার শিল্পের নাই। আগামী ফেব্রুয়ারী মাস হইতে রবারের মূল্য হ্রাসের যে সিদ্ধান্ত সরকার করিয়াছেন সভা তাহার প্রতিবাদ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, কারণ রবার উৎপাদনের ব্যয় এখনও চড়াই রহিয়াছে এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে সরকার বোর্ড, উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের সহিত আলোচনা করেন নাই।

সোভিয়েট রাশিয়ার মোটর-শিল্প—রাশিয়ার মোটর শিল্প সংক্রান্ত সম্প্রতি বিঘোষিত নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে রাশিয়ার মোটর ও লরী উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে; এমন কি দুনিয়ার মোটরের বাণিজ্যক্ষেত্রে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের সহিত তীব্রভাবে প্রতিযোগিতা করিতে পারে বলিয়া প্রকাশ। মোটর শিল্প রাশিয়ার একটী বেশ বড় শিল্প। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে সোভিয়েটের মোটর কারখানার সংখ্যা নাকি বর্ত্তমানের তিন, চারি গুণ বেশী হইবে। এ-বিষয়ে জেনারেলিসিমো ষ্ট্যালিন নিজেই যথেষ্ট উৎসাহী। সাইবেরিয়া, ইউক্রেণ, হোয়াইট রাশিয়া এবং জর্জ্জিয়াতে এই সব নূতন কারখানা

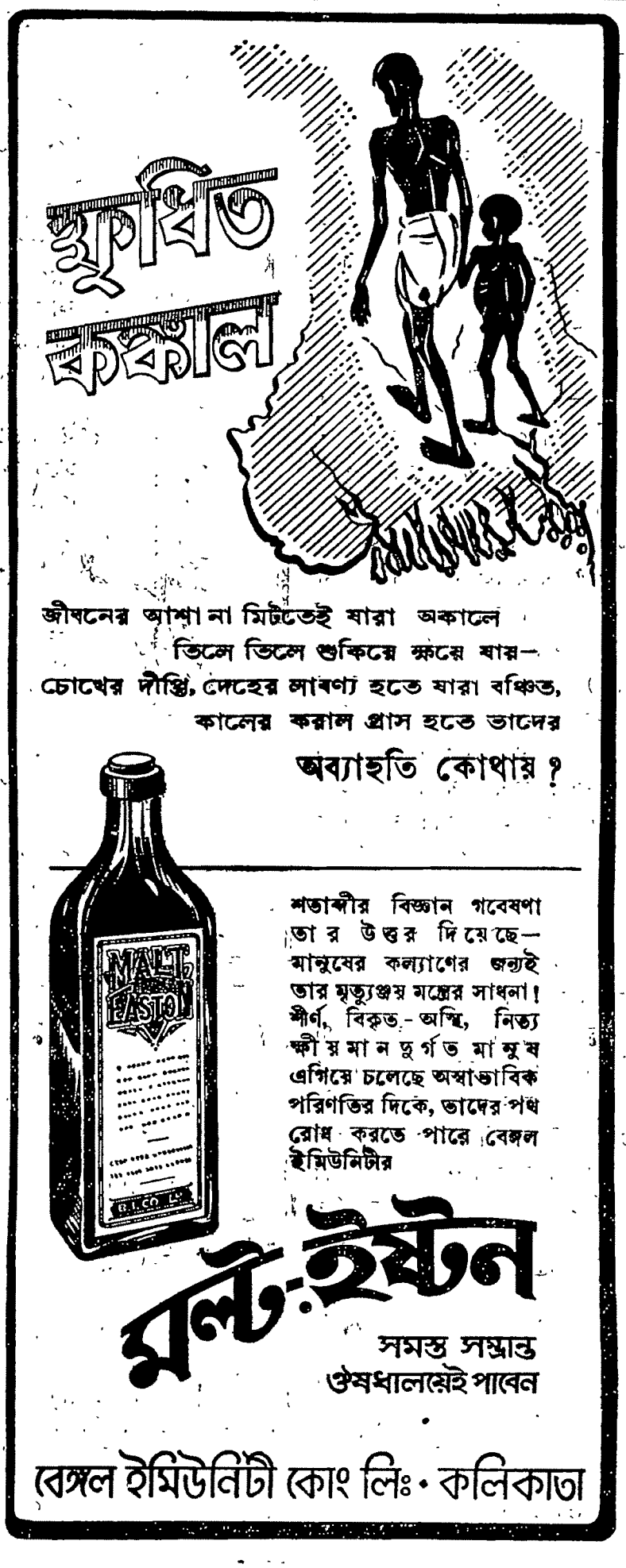

স্থাপিত হইবে। ১৯৪৬ সালে নূতন ব্যবস্থায় পূর্ণোদ্যমে কাজ সুরু হইবে। আগামী বৎসরে রাশিয়ার মোটর উৎপাদন বর্ত্তমান বৎসরের দ্বিগুণ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নূতন জনপ্রিয় মোটর গাড়ীর নাম 'ভিক্টোরী'। এ-গাড়ীতে খরচ খুবই কম অথচ পাঁচ জন যাত্রী বসিতে পারে। ইহার গতিবেগ ঘণ্টায় পঁয়ষট্টি মাইল। কম পেট্রোল পোড়ে এমন ধরণের ছোট নূতন গাড়ীর উৎপাদন আগামী বৎসর হইতে সুরু হইবে। এ-গাড়ীর নাম 'মস্কোইচ্'—ঘণ্টায় পঞ্চান্ন মাইল হইল ইহার গতিবেগ।

ভারত-ইরাক বাণিজ্য—বোগ্‌দাদের এক খবরে প্রকাশ যে, ভারত ও ইরাকের মধ্যে বাণিজ্যিক লেন-দেনের সুবিধা ও উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই করাচী, বস্‌রা এবং বোগ্‌দাদে অফিস খোলা হইতেছে। করাচীর ইরাকী দূতাবাস হইতে নাকি ইরাক সরকারকে জানান হইয়াছে যে, ইরাক ও ভারতের মধ্যে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার জন্য ভারতীয় জাহাজ প্রতিষ্ঠানগুলি ইরাকী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সহযোগিতা করিতে রাজী আছে।

কলিকাতা অভিমুখে প্রথম সোভিয়েট জাহাজ—মস্কোর এক সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, যুদ্ধের পরে সোভিয়েট জাহাজ কৃষ্ণসাগর হইতে এই প্রথম ভারত অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। ডেজিলইঞ্জিন বসানো সোভিয়েট জাহাজ "মিকুরিন" ওডেসা পোতাশ্রয় হইতে কলিকাতার পথে রওয়ানা হইয়াছে। জাহাজখানি পোর্ট সৈয়দ হইতে কলিকাতার জন্য কিছু মাল লইয়া যাইবে। জাহাজখানি পরে কলিকাতা হইতে পাট লইয়া ওডেসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

শেয়ার বিক্রয়ের জন্য (ইস্যু অব ক্যাপিট্যাল) সরকারী অনুমতি—কেন্দ্রীয় সরকারের এক সাম্প্রতিক প্রেস নোটে বিজ্ঞপ্তিত হইয়াছে যে, বার মাসের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিতে আর সরকারী অনুমতি বা অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না। ব্যাঙ্ক এবং বীমা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অপরাপর সমস্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই এই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহের বাধানিষেধ শিথিলীকৃত—সম্প্রতি প্রচারিত একটী প্রেস নোটে প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে নবনির্ম্মিত গৃহগুলির গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবী সকল দাবীর অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। সরকারী কর্ম্মচারী এবং প্রয়োজনীয় (এসেন্‌সিয়্যাল) প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারিবৃন্দের বসতবাড়ীগুলির দাবী বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবী পূরণের অগ্রগণ্যতার দিক হইতে দ্বিতীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। নূতন আবেদনগুলির সহিত পূর্ব্বপ্রত্যাখ্যাত আবেদনগুলিকেও পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য বেঙ্গল ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার কন্ট্রোল বোর্ডকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শতছিন্ন বাস পরিহিতা নারীদের বস্ত্র দাবী—পূর্ণিয়ার এক খবরে প্রকাশ যে, শতছিন্ন বাস পরিহিতা প্রায় এক শত নারী সদর এস, ডি, ও কোর্টের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাপড় দাবী করেন। তিন দিন অপেক্ষা করিয়াও তাঁহারা নাকি কাপড়ের কোন পারমিট যোগাড় করিতে পারেন নাই—এইরূপই তাঁহারা বলিয়াছেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—মস্কোর এক সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে, সোভিয়েট সরকারের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা প্রায় শেষ হইয়াছে। বৃহৎ ও লঘু শিল্প, গৃহ নির্ম্মাণ, শিক্ষা, মোটর উৎপাদন, স্বাস্থ্য, রেলপথ ও রাজপথ, জলাখাল ও জলপথ, জাহাজ নির্ম্মাণ, কৃষি, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি সোভিয়েট সমাজ জীবনের প্রায় প্রতিটী প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকেই এই পরিকল্পনায় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

নেপালে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার—তের বৎসর শাসন কার্য্য পরিচালনা করিয়া মহারাজা স্যার যোধ সামশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা সম্প্রতি নেপালের প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৩৩ সালে কাটামুণ্ডুর দ্বিতীয় জলজ বিদ্যুৎ কারখানা ১৯৩৭ সালে

সঞ্চয়-অপচয়

অপচয়ের সমস্যা সমাধানের নামই সঞ্চয়—সঞ্চিত অর্থে শুধু অপব্যয়ের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না—ইহা দুর্দ্দিনেও একান্ত বন্ধুর কাজ করে, অধিকন্তু জাতীয় শিল্প উন্নতিতে সাহায্য ক'রে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করে।

*

এই অপচয়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কি ভাবে সঞ্চয়ী হ'তে পারেন সেই সুপরামর্শ দিতে পারে একটি সুপরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান—

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২৫০

কলিকাতা প্রধান শাখা—পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্‌টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা।

যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী— মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে গুহ

Buy NATIONAL SAVINGS CERTIFICATE

From

N.K.KUNDU.

THE RELIABLE AUTHORISED AGENT

GOVT. OF BENGAL

146, AMHERST STREET.

CALCUTTA.

ব্যাঙ্ক অব নেপাল, দিয়াশালাই কারখানা, পাট, চাউল ও চিনির কল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে তাঁহারই শাসনকালে। তাঁহার সময়েই নেপালে সর্ব্বপ্রথম নোট চালু হয় এবং কুটীরশিল্প প্রসার লাভ করে। ১৯৩৭ সালে মহারাজা নেপালে দ্বৈবার্ষিক শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। নেপালের ভূমিকম্পের পরে মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় যে পুনর্গঠন কার্য্য আরম্ভ হয় তাহার ফলে কতকগুলি আধুনিক রাজপথ এবং সরকারী ইমারত তৈয়ারী হইয়াছে।

ভারতজাত মনোহারী (ষ্টেশনারী) দ্রব্যাদি—ভারতজাত মনোহারী দ্রব্যাদির সর্ব্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে কণ্ট্রোলার জেনারেল অব সিভিল সাপ্লাইজ এর এক বিজ্ঞপ্তি সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, মনোহারী দ্রব্যের উৎপাদকদের নিকট হইতে বিক্রেতারা যে দামে ঐসব মাল কিনিবেন, অন্য ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিবার কালে তাঁহারা (বিক্রেতারা) উক্ত দামের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ বেশী দাম দাবী করিতে পারিবেন—কিন্তু সাধারণের নিকটে বিক্রয়কালে শতকরা আশী ভাগ বেশী দাম দাবী করিতে পারিবেন

বৃটেনের বন বিস্তার পরিকল্পনা—বৃটেনের কৃষি সচিব বৃটেনের বনভূমির বিস্তৃতি সাধনের এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমন্স সভায় ঘোষণা করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিতে দুই কোটী পাউণ্ড ব্যয় হইবে। ইহার ফলে কুড়ি হাজার শ্রমিক ও কারিগর কাজ পাইবে। বর্ত্তমান এবং নূতন বনভূমির তিন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার একর জমিতে সকল জাতির লক্ষ লক্ষ গাছ আগামী পাঁচ বৎসরে রোপণ করা হইবে। উদ্দেশ্য হইল আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ একর জমিতে বনভূমি বিস্তৃত করা। সীমান্তের নর্থাম্বারল্যাণ্ড এবং রক্সবার্গ নামক দুইটী জেলায় প্রান্তদেশের অষ্টাশি হাজার একর জমিতেই থাকিবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত নূতন বনভূমি।

বাংলার উদ্দেশে পণ্ডিত নেহেরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি—আগষ্টের বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভের পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সম্প্রতি সর্ব্বপ্রথম বাংলা পরিদর্শনে আসিয়া বাংলার জনগণের উদ্দেশে নিম্নোক্ত বাণী প্রচার করিয়াছেন :—

"সাড়ে তিন বৎসর পরে বাংলাদেশে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে আমি বাংলায় যে সকল নরনারীকে দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে, মানুষের অযোগ্যতা ও নির্ম্মমতার ফলে এবং পুলিশ ও ফৌজের হাতে

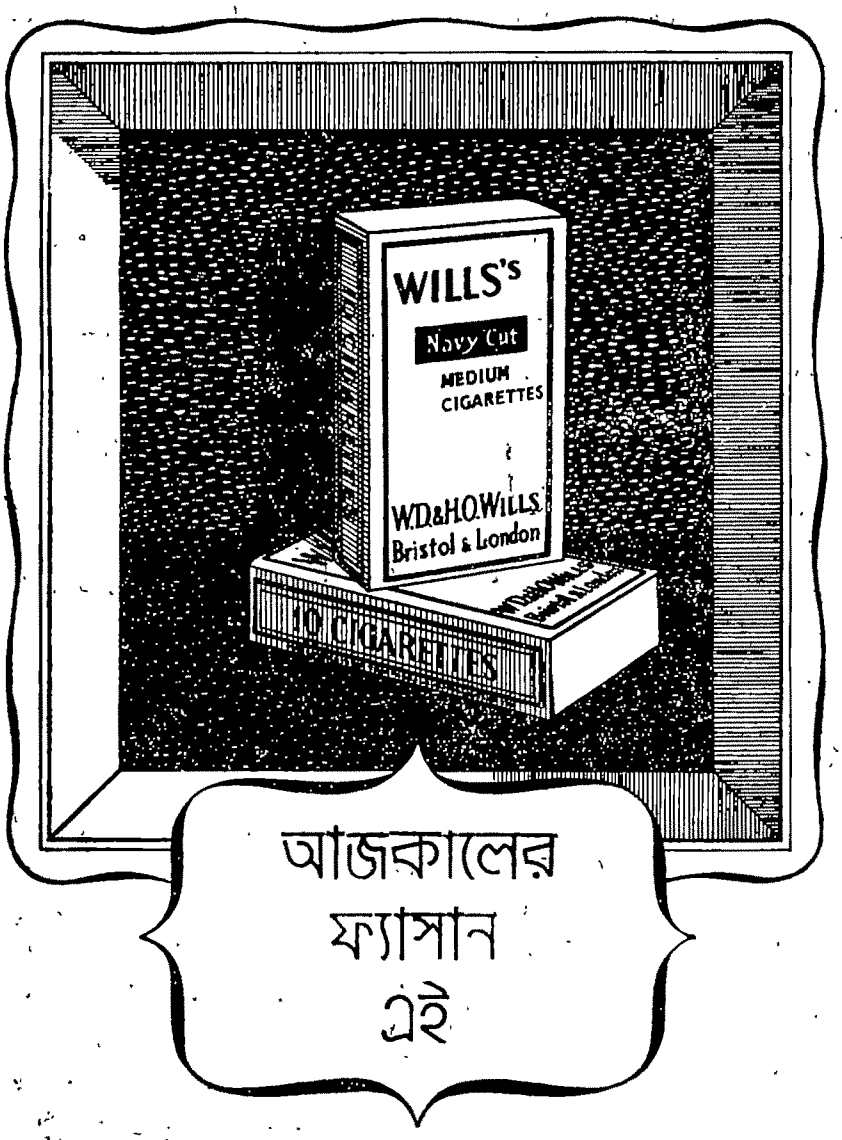

আজকালের
ফ্যাসান
এই

পাঁচ আনায় দশটি

তদুপরি যেখানে স্থানীয় ট্যাক্স্ ধার্য্য আছে তাহাও দিতে হইবে।

WILLS'S NAVY CUT
CIGARETTES

WC/21

প্রাণ দিতে হইয়াছে সেই সব মৃতের উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা ও অভিবাদন নিবেদন করি। আর অভিবাদন ও অভিনন্দন জানাই প্রাণবন্ত বাংলার, বিশেষ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সাধনায় উৎসাহী কর্ম্মচঞ্চল তাহার যুবশক্তির উদ্দেশে। —জয় হিন্দ।"

ময়মনসিংহে তাঁতিদের দুরবস্থা—ময়মনসিংহ মহকুমায় সুতার অভাবে প্রায় ৩ হাজার তাঁত গত তিন মাস ধরিয়া অচল হইয়া থাকার ফলে উক্ত জেলার তাঁতিদের মধ্যে তীব্র সঙ্কট চলিতেছে, জানা গিয়াছে। প্রকাশ, তাঁতিদের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগরক্ষাকারী এক এজেন্সীর মারফতে সুতা বিলি করা হইত। সম্প্রতি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া নাকি নূতন হ্যাণ্ডলিং এজেন্ট নিয়োগ করা হইয়াছে। প্রকাশ, এই নূতন বন্দোবস্তের ফলে সুতা সরবরাহ হইতেছে না বলিয়া তাঁতিরা অভিযোগ করিতেছে।

তৈয়ারী পোষাকের দাম—একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, যে সকল তৈয়ারী জামা বিক্রয়ের জন্য দোকানে রাখা হইবে সেই সকলের তৈয়ারীর মজুরী এবং কাপড়ের দাম ইংরেজীতে অথবা বাংলাতে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া প্রকাশ্যভাবে রাখিতে হইবে। জামা তৈয়ারীর জন্য যে সকল কাপড় দোকানে থাকিবে তাহাদের দামও অনুরূপভাবে লিখিয়া রাখিতে হইবে। বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভবিষ্যৎ—প্রকাশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনার মিঃ এন, কে প্যাটার্সন ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে নয়া দিল্লীতে পৌছিবেন। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দণ্ডিত ব্যক্তিদের উপনিবেশরূপে আর ব্যবহৃত হইবে না, তাহা সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রকাশ, বন্দীদিগকে নিজ নিজ দেশে প্রেরণ ও ঐ দ্বীপপুঞ্জের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে মিঃ প্যাটার্সন ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিবেন। এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, মিঃ প্যাটার্সন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। এই দুইটি দ্বীপ ভবিষ্যতে নাকি উপনিবেশরূপে শাসিত হইবে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে শিল্পপ্রসারের সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক ও সেগুলি বনজ সম্পদে পূর্ণ। প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট উহাদের সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন—আগামী ১৭ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা মিঃ জন সার্জ্জেণ্ট সমাবর্ত্তন-বক্তৃতা প্রদান করিবেন। আরও প্রকাশ যে, আগামী ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি বিভাগ খোলা হইবে এবং ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হইবে।

শ্রীযুক্ত এ কে চন্দ—শ্রীযুক্ত এ কে চন্দ আই-ই-এস বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রকাশ, শ্রীযুক্ত চন্দ আগামী ২২শে ডিসেম্বর তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের অনগ্রসরতা—সম্প্রতি মিঃ এম পি গান্ধী অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বোম্বাই ষ্টেশন হইতে "আমাদের ব্যাঙ্কসমূহ" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে, অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের তুলনায় ভারতবর্ষ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অত্যন্ত পিছাইয়া পড়িয়া আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে জনপ্রতি গড়পড়তা ব্যাঙ্কে আমানত ৮ শত টাকা, আমেরিকায় জনপ্রতি গড়পড়তা ব্যাঙ্কে আমানত ১ হাজার টাকা, সেই তুলনায় ভারতবর্ষে জনপ্রতি গড়পড়তা ব্যাঙ্কে আমানত মাত্র ৭ টাকা। ইংলণ্ডে প্রতি ৪ হাজার অধিবাসীর জন্য একটি ব্যাঙ্ক, আমেরিকায় প্রতি ৮ হাজার অধিবাসীর জন্য একটি ব্যাঙ্ক এবং সেই তুলনায় ভারতবর্ষে প্রতি ২ লক্ষ ৫০ হাজার অধিবাসীর জন্য একটি ব্যাঙ্ক আছে বলিয়াও মিঃ এম পি গান্ধী তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন।

মাদ্রাজে বাস কোম্পানী গঠন পরিকল্পনা—গবর্ণমেণ্ট, রেলওয়ে কোম্পানী এবং বাস-পরিচালকগণ শেয়ার ক্রয় করিয়া মাদ্রাজে বাস কোম্পানী গঠনের সম্প্রতি যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তদনুসারে মাদ্রাজে বাস কোম্পানী গঠনকার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত পরিকল্পনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা এবং অনুমোদনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট উহা রেলওয়ে বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত পরিকল্পনানুসারে মাদ্রাজে ৭ অথবা ৮টি বাস কোম্পানী গঠিত হইবে।

সুতী বস্ত্র ও সুতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধন—ভারত গবর্ণমেণ্ট ৮ই ডিসেম্বর (১৯৪৫) এর ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ১৯৪৫ সালের সুতী বস্ত্র ও সুতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধন করিয়াছেন। উক্ত আদেশ দ্বারা সমস্ত মিল ও তাঁত কারখানাগুলিতে (যে কারখানায় ২৫ খানা বা তাহার বেশী তাঁত আছে) তাহাদের প্রস্তুত কাপড় ব্যতীত টেক্সটাইল কমিশনারের বিনা অনুমতিতে কাপড় ধোলাই, ইস্ত্রিকরা, ছাপ দেওয়া প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের কলগুলিতে তুলা ব্যবহারের পরিমাণ—১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের কলগুলিতে (গত ৩১শে আগষ্ট যে বৎসর শেষ হইয়াছে) ৪১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬ শত ৭ গাঁইট তুলা ব্যয়িত হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের কলগুলিতে ৪১ লক্ষ ১৯ হাজার ৪ শত ৬১ গাঁইট তুলা ব্যয়িত হইয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালের ব্যয়িত তুলার পরিমাণ ৪১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬ শত ৭ গাঁইট মধ্যে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহে ব্যয় হইয়াছিল ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫ শত ৫৪ গাঁইট। ভারতীয় কলগুলিতে ১৯৪৫ সালের শুধু আগষ্ট মাসে ব্যয় হইয়াছিল ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৩ শত ৬১ গাঁইট (প্রতি গাঁইটের ওজন ৪ শত পাউণ্ড)। ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে ভারতীয় কলগুলিতে ব্যয়

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল
— ব্যাঙ্ক লিঃ —
হেড অফিস ঃ—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ ঃ—
বড়বাজার (কলিকাতা), দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, চৌমুহনী, বসুরহাট, কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, সিরাজদীখা, রাজাপাড়া, জামুগুড়িহাট, রহা, রাসড়া, আজমীর, হিঙ্গলগঞ্জ, বেওয়াড়।
বহুবাজার শাখা ঃ—১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে শীঘ্রই খোলা হইবে।
জেনারেল ম্যানেজার : মিঃ আর, চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ মিঃ জে, ভৌমিক

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস ঃ—কুমিল্লা

অনুমোদিত মূলধন	১,00,00,000৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২0,00,000৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১৮,00,000৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৩,00,000৲

শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ।
এজেন্সী ঃ—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

তুরল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং কাইত ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হইয়াছিল ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ২ শত ৪১ গাঁইট। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে ভারতীয় কলগুলিতে ব্যয়িত তুলার পরিমাণ ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৩ শত ৬১ গাঁইটের মধ্যে ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের কলগুলিতে ব্যয় হইয়াছিল ৬১ হাজার ৯ শত ৭৮ গাঁইট।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব এ্যাগ্রিকালচারেল ইকনমিক্স—ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব এ্যাগ্রিকালচারেল ইকনমিক্স-এর ৬ষ্ট বাৎসরিক সম্মেলন আগামী ২৬শে, ২৭শে এবং ২৮শে ডিসেম্বর বেনারস সহরে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সম্মেলনে টেনিসিভেলী পরিকল্পনা এবং ভারতীয় কৃষিকার্য্যে উহার প্রয়োগের সম্ভাব্যতা, পল্লী-বিষয়ক অর্থনীতিতে সামাজিক প্রভাব, চাষ-আবাদ সম্পর্কিত জমির আয়তন অনুসারে খরচের হার এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের খাদ্যনীতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হইবে। স্যার মণিলাল বি নানাবতী সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন।

পুস্তক পরিচয়

সাম এস্‌পেক্টস্ অব্ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্রেসন ইন বেঙ্গল (Some Aspects of Public Administration in Bengal)—ডাঃ নরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, পি-এইচ-ডি প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ আনা।

বাঙ্গলার শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্-এর সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি বসিয়াছিল। ঐ কমিটি শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া একটি রিপোর্ট বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সমীপে পেশ করিয়াছেন। ঐ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এপ্রদেশে শাসন-কার্য্যের সংস্কার ও সংশোধন সম্পর্কে কিছু কিছু কাজ ইতিমধ্যে সুরু করা হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজে দীর্ঘকাল যাবৎ যে গলদ লক্ষ্য করা যাইতেছে এবং যুদ্ধের সময়ে যে সরকারী অকর্ম্মণ্যতা ও অযোগ্যতার জন্য নানা দিক দিয়া এদেশবাসীর দুঃখদুর্দ্দশা অফুরন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে, রোল্যাণ্ডস্ কমিটির সুপারিশ যথাযথ কার্য্যকরী হইলেও তাহাতে সে গলদ ও অযোগ্যতার সম্যক প্রতিকার আশা করা যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুলেখক ডাঃ নরেশচন্দ্র রায় তাঁহার বর্ত্তমান ইংরাজী পুস্তকটিতে বাঙ্গলার শাসনতান্ত্রিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে রোল্যাণ্ডস্ কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশসমূহ নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের শাসন বিভাগ, সিভিলিয়ানতন্ত্র, সার্ভিস কমিশন, মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি সম্পর্কে যে নীতিগত ও সংগঠন-গত ত্রুটিবিচ্যুতি রহিয়াছে উহাতে তাহা মোটামুটি ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে। আর সেই ত্রুটিবিচ্যুতির দিক হইতে রোল্যাণ্ডস্ কমিটির সুপারিশসমূহের মূল্য বিচার করা হইয়াছে। বাঙ্গলার শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অতি অল্প সময় মধ্যে দায়সারাভাবে একটা তদন্ত পরিচালনা করিয়া রোল্যাণ্ডস্ কমিটি মাত্র কয়েকটি দিক সম্পর্কে কিছু-কিছু সংশোধনের সুপারিশ করিয়াছেন। ডাঃ রায়ের মতে এই আংশিক পরিবর্ত্তন ও সংশোধন দ্বারা মূল সমস্যার সমাধান হইবে না। শাসন ব্যাপারে সরকারী যোগ্যতা ও কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইলে একদিকে সমাজ সেবা ও দেশ সেবার আদর্শে সিভিলিয়ানতন্ত্রের মোড় ঘুরাইতে হইবে, অপরদিকে খাঁটি গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী শাসন কার্য্যের সহিত জনসাধারণের সংস্পর্শ ও সহযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে। বিভিন্ন দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে ডাঃ রায়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাঙ্গালার শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে ও রোল্যাণ্ডস কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে তিনি যেসব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা আমরা খুব প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই মনে করি। এই সুলিখিত ও সময়োপযোগী পুস্তকটি শিক্ষিত মহলে বিশেষ সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

পঞ্চম সংস্করণ
প্রকাশিত হোলো!
এরিখ মারিয়া রেমার্কের
অল কোয়ায়েট
অন দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্ট
অনুবাদক: মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
আজকের যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে শান্তি যদি কোনোদিন আসেও, সে আসবে স্তব্ধতার মূর্তি নিয়ে। জয় মনে হবে ব্যর্থ, হার মনে হবে অসঙ্গত। এই ব্যর্থতা ও অসঙ্গতির ভয়ঙ্কর কাহিনী এই 'অল্ কোয়ায়েট্'। বেদনায় বিশ্বজনীনতা আছে বলেই এ বইয়ের আবেদন কখনো কোনো দেশে নিষ্প্রভ হবার নয়। সুন্দর প্রচ্ছদপট, পরিপাটি ছাপা। দাম দু-টাকা চারআনা।
সিগ্‌নেট প্রেসের বই
যে কোনো ভালো দোকানে পাওয়া যায়
১০/২ এলগিন রোড, কলিকাতা

দিগ্বিজয়ের পথে—
আপনার শিশুর মধ্যেই হয়তো আকবর কি অশোকের প্রতিভা নিহিত আছে,—হয়তো সে মানুষের সুখের জন্য এক নূতন জগৎ জয় করিবে। মহান কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া তাহাকে গড়িয়া তোলাই আপনার কর্ত্তব্য। আপনাকে অবশ্যই দেখিতে হইবে সে যাহাতে আধুনিক শিক্ষার প্রত্যেকটি সুযোগ পায় এবং এ বিষয়ে আমাদের কোম্পানীর এডুকেশন্যাল প্ল্যান অনুযায়ী একখানি পলিসি গ্রহণ করিলেই আপনি শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইবেন।
দি
নিউ এসিয়াটিক
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
এখানে জীবন, অগ্নি, সামুদ্রিক ও দুর্ঘটনা বীমা করা হয়।
হেড অফিস:
লাইফ—নিউ এসিয়াটিক বিল্ডিং, কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী
সাধারণ অফিস—৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।
বোম্বাই শাখা—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, এসেন্স ফোর্ট
মাদ্রাজ শাখা—২৯৮, লিঙ্গ চেটি ষ্ট্রীট, জি, টি,
—অন্যান্য শাখাসমূহ—
কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, করাচী, নাগপুর, ইন্দোর, জেলগাঁও, হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ত্রিচিনপল্লী, কালিকট, বেজোয়াদা ও কলম্বো।

সুন্দর ডিজাইনের
ইংরাজি ও বাংলা
সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ
সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে
পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া
আর্থিক জগৎ প্রেসে অনুসন্ধান করুন।
১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৬৩৮২

কোম্পানী প্রসঙ্গ

চিটাগাং ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ

দি চিটাগাং ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। কলিকাতার হেড অফিস ব্যতীত (১, গঙ্গারাম পালিত লেন), চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর ও সিরাজগঞ্জে উহার শাখা অফিস আছে। উক্ত কোম্পানী পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন সহর কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রংপুর সহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানটি কিনিয়া লইয়া কোম্পানী ১৯৪৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে সেখানেও উহার কার্য্য প্রসারিত করিয়াছেন এবং এই অল্প কালের মধ্যে দক্ষতার সহিত বিদ্যুৎ সরবরাহ দ্বারা সহরবাসী ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধানে সমর্থ হইয়াছেন। সম্প্রতি এই কোম্পানীর গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত (১৯৪৫) যে কার্য্যবিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য সময়ে কোম্পানী ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৩ শত ৪৪ টাকা নীট লাভ করিয়াছেন। গত ৩১শে মার্চ্চ কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা, বিলীকৃত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন ১৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৩ শত ৫০৲ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরের নীট লাভ হইতে কোম্পানীর অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা হারে লভ্যাংশ (আয়করমুক্ত) দেওয়া হইয়াছে।

বাংলাদেশে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত যৌথ কোম্পানীর মধ্যে চিটাগাং ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড একটি সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান। উক্ত কোম্পানী নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী এবং রংপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জন্য যে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য ইংলণ্ডে অর্ডার দিয়াছিলেন, ১৯৪৬ সালের প্রথম ভাগেই সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি ভারতের উপকূলে আসিয়া পৌছিবে আশা করা যাইতেছে। অদূর ভবিষ্যতেই উক্ত অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির আমদানীর সম্ভাবনা দ্বারা কোম্পানীর আরও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সূচনা হইতেছে সন্দেহ নাই। আমরা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে কে সেনকে তাঁহার অনন্যসাধারণ পরিচালনা ও তজ্জনিত সাফল্যের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রী ঔষধালয় লিঃ

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে বিশুদ্ধ শ্রেণীর আয়ুর্ব্বেদীয় বটিকা, অরিষ্ট, আসব, তৈল ইত্যাদি প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ৫ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া উপরোক্ত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৯৮এ, রসা রোড, কলিকাতায় এই কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত। কোম্পানীর পরিচালক ও উপদেশকমণ্ডলীর মধ্যে বহু খ্যাতনামা কবিরাজ ও ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। এদেশের অধিবাসী দরিদ্র বিধায় অনেকেই বিদেশ হইতে আগত দুর্ম্মূল্য এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না। উহাদের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধই একমাত্র সম্বল। সর্ব্বপ্রকার রোগে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ যে এলোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে—উহা সর্ব্বজনবিদিত। এজন্য কোম্পানীর পরিচালকদের উদ্যমের আমরা সাফল্য কামনা করিতেছি। আশা করা যায়, দেশের জনসাধারণ উদ্যোক্তাদের কাজে সর্ব্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

দি নওরোজ আর্ট প্রিণ্টিং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মহম্মদ হুনায়েট আলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—দিনাজপুর টাউন। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। প্রিণ্টিং এবং পাবলিশিং-এর ব্যবসা।

বেঙ্গল পিকচারস্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মোহনলাল মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—২, রাজা উডমাণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ভারতীয় টকি ফিল্ম উৎপাদক এবং বণ্টনকারী।

সাইকেল এণ্ড অটোমবাইল কম্পোনেণ্টস্ লিঃ—স্বত্বাধিকারী—মিঃ আলফ্রেড এডওয়ার্ড এ বিনটন। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, মিশন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। অটোমবাইলস, মোটরগাড়ীর সাজসরঞ্জাম মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান।

ক্যালকাটা টেক্সটাইলস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নরেশচন্দ্র গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৮, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া, ২৪-পরগণা।

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ ৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বেলেঘাটা, মাণিকতলা (কলিঃ), সৈয়দপুর (রংপুর), জলপাইগুড়ী, কাটিহার ও হবিগঞ্জ।

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাসহ যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

Tele : PURSE-CAL.
ফোন—বি, বি, ৬৭৭৯

বি, সেনগুপ্ত,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী
এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উড এণ্ড ষ্টীল প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কাঠের নৌকা, মোটর লঞ্চ প্রভৃতি প্রস্তুতকারক।

কে কে সেনগুপ্ত এণ্ড সন্স (এজেন্সিজ), লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিমলেন্দু সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। এজেন্সির ব্যবসা।

কন্‌টেইনার্স (ইণ্ডিয়া), লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দেবকুমার বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন প্রকার বাক্স প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।

ডার্সেট এণ্ড কোং (ইষ্টার্ণ), লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কৃষ্ণগোপাল দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২৭-বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। বার্লি, বিস্কুট, কলপ, পাল্প প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।

সি এথারটন এণ্ড কোং, লিঃ—প্রোমোটার—মিঃ আলফ্রেড এডওয়ার্ড এথারটন। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, মিশন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। জেনারেল মার্চেন্টস, ট্রেডারস, কমিশন এজেন্টস্।

শ্রী স্পিনিং মিলস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কালীপদ চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। শণ বস্ত্র প্রস্তুতীকরণ প্রতিষ্ঠান।

রতন ষ্টোরস এণ্ড এজেন্সিজ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ রঙ্গলাল বাগলা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সর্ব্বপ্রকার মালপত্র উৎপাদন, আমদানী-রপ্তানী সম্পর্কিত ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বুল্যাণ্ড সুগার কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **রাজা সুগার কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বরাহনগর জুট ফ্যাক্টরী কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **হাওড়া মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৭॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **রিলায়েন্স জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **মোহিনী মিলস্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **চম্পদানী জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বাসমাটিয়া টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **হুলুজুরী টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **জষ্টস্ ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৭॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

AAA 460

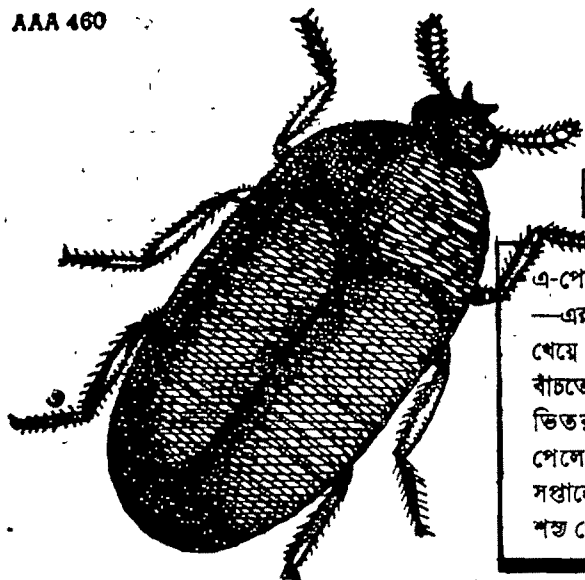

আসল চেহারা

এ-পোকার নাম খপ্‌রা—এর শূককীট কিছু না খেয়ে এক বছরের বেশি বাঁচতে পারে। কিন্তু শস্যের ভিতর একবার ঢুকতে পেলে এ-পোকা প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার মণ শস্য খেয়ে ফেল্‌তে পারে।

আরো একটা লড়াই জিততে হবে—
এ লড়াই অপচয়ের বিরুদ্ধে

ক্ষয়-ক্ষতি, ইঁদুর আর পোকার জন্য প্রতি বছর ৩০,০০,০০০ টনের বেশি শস্য নষ্ট হয়। তা' দিয়ে ভারতের মোট ৪০ কোটি লোকের মাথা-পিছু রোজ এক পাউণ্ড হিসেবে ১৬ দিনের খোরাক পুরই হ'তে পারে। যে-দেশ খাদ্যবস্তুর দিক্ দিয়ে স্বাবলম্বী নয়, সেখানে এই অপচয় বাস্তবিকই ভয়াবহ! এ-অপচয় রোধ করা যেতে পারে, এবং তা করতেই হ'বে। অথচ এ-কাজ কঠিনও নয়, শুধু যদি আমরা সকলে উপযুক্ত ভাবে গুদামজাত করবার এই সহজ নিয়মগুলি মেনে চলি :—

কী কী করবেন

গুদামজাত করবার আগে সব শস্য পরিষ্কার করবেন ও শুকিয়ে নেবেন।

কেবলমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুদামে শস্য মজুত করবেন: মেঝে ও দেওয়াল ঘষে' সাফ করবেন, দেওয়ালে চুণকাম করবেন এবং গুদামঘর রূপে ব্যবহারের আগে তার দেওয়াল ও মেঝের সব গর্ত ও ভাঙা জায়গাগুলি মেরামত ক'রে নেবেন।

যে-গুদামে জল ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন।

যে-গুদামে ইঁদুর ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন: সিমেণ্ট এবং ভাঙা কাঁচের কুচি দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দেবেন: তারের জাল দিয়ে নর্দমার ছিদ্রগুলো ঢেকে দেবেন: দরজাগুলো আঁটসাট লাগে কি না দেখে নেবেন।

যেখানে সম্ভব, শস্য আলগাভাবে মজুত করবেন: যদি বস্তাবন্দী ক'রে মজুত করতেই হয় তবে লক্ষ্য রাখবেন বস্তাগুলো যেন পরিষ্কার থাকে, যেন মেঝের উপর ফেলে রাখা না হয় এবং দেওয়াল ঘেঁসে না থাকে।

শস্যগুলো নিয়মিত পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, এবং শীতকালে আলো বাতাসের জন্য সব ঘুলঘুলিগুলি খুলে' দেবেন।

কী কী করবেন না

নোংরা গুদামে, ময়লা বস্তায় কিংবা ইঁদুরে-খাওয়া, পোকা-ধরা শস্যের পাশে ভালো শস্য রাখবেন না।

ভিজে অবস্থায় শস্য গুদাম-ঘরে তুলবেন না।

গুদাম-ঘরের ভিতরে বা কাছে জল, জঞ্জাল, পুরানো বস্তা, নোংরা মাদুর পড়ে' থাকতে দেবেন না।

গুদাম-ঘরের পাশে শস্য পরিষ্কার করবেন না।

শীতের সময় চার মাসের বেশি, কিংবা বর্ষার সময় তিন মাসের বেশি, শস্য গুদাম-ঘরে বস্তাবন্দী রাখবেন না।

খোলা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে শস্য ফেলে রাখবেন না।

শস্য বাঁচানোই দেশের সেবা

— নিউ দিল্লী থেকে, ফুড ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৪ই ডিসেম্বর—কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা বর্ত্তমান সপ্তাহেও প্রায় অপরিবর্ত্তিতই ছিল। টাকার যোগান প্রচুর থাকায় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিদামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা ও কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনাই বজায় থাকে। ব্যাঙ্কসমূহের বৎসরশেষে নিজেদের অবস্থা উন্নত করিয়া দেখাইবার প্রচেষ্টার (window-dressing) ফলে সাময়িক ঋণের (tap loan) চাহিদা কিছু দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহেও ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের দিকে দাদনকারীদের দৃষ্টি বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। ফলে বিশেষ বর্দ্ধিত হারের সুদের টেণ্ডার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সরকারের প্রয়োজনের অর্দ্ধেক পরিমাণ টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গত ১১ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু মোট ২ কোটী ৭২ লক্ষ টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৸৵৩ পাই এবং তাহার বেশী দামের সমুদয় টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। নিম্ন মূল্যের টেণ্ডারের আবেদনগুলি অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং গৃহীত টেণ্ডারসমূহের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ।৵৯ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ১৮ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার কলিকাতায় সকাল ১১টা পর্য্যন্ত (বেঙ্গল টাইম) এবং অপরাপর কেন্দ্রে ১৭ই ডিসেম্বর সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৪ কোটী টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ২১শে ডিসেম্বর শুক্রবারের মধ্যে টাকা জমা দিতে হইবে। অপরাপর সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ৭ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে মোট ৩ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

যদিও আশা করা গিয়াছিল যে, ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তির ফলে বিনিময় বাজার বেশ গরম হইয়া উঠিবে তবুও আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে তেমন কোন কর্ম্মব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায় নাই। বিনিময় হারেরও কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বিনিময় হার নিম্নে দেওয়া হইল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ	৫৩½ পেঃ
ঐ দর্শনী (,,)	,,	,, ,,
ডি.এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ	৬৬½ ,,
ডি.এ চার মাস (,,)	,,	৬৬½ ,,
ডলার (প্রতি শত)	৩২৯॥০ আনা	

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৩০শে নবেম্বরের সাপ্তাহিক হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৭৬ কোটী ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৭৫ কোটী ২৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। গত ৩০শে নবেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭৩ কোটী ৭৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ও ২৭৩ কোটী ১৫ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭৩ কোটী ৩৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ও ২৭০ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৪ই ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহের আগাগোড়া কলিকাতার শেয়ার-বাজারে তেজীভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। প্রায় সমস্ত বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের বিকি-কিনি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইঙ্গ-মার্কিন ঋণচুক্তির ফলে গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারের শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে যে অস্থিরতা দেখা গিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা একেবারে দূরীভূত হইয়াছে। "উক্ত চুক্তির ফলে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাই হইবে"—কলিকাতার শেয়ার বাজারে এইরূপ মনোভাব অভিব্যক্ত হওয়ার দরুণই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে উন্নতির প্রধানতম কারণ। এতদ্ব্যতীত, টাকার চাহিদার তুলনায় যোগানের প্রাচুর্য্য আলোচ্য সপ্তাহেও পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। সুতরাং লাভান্বেষিগণ টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে কলিকাতার শেয়ার-বাজারের বিভিন্ন বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনা-রূপার উল্লেখযোগ্য অবনতিও কলিকাতার শেয়ার বাজারের লভাম্বিষিগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ফলে, আলোচ্য সপ্তাহের আগাগোড়াই কলিকাতার শেয়ার-বাজারের প্রায় সমস্ত বিভাগেই ক্রেতাধিক্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। চটকল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শেয়ার-সমূহের মূল্য বৃদ্ধিই আলোচ্য সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকি-কিনি খুব কম হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা যায়। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের ঋণপত্র ১০৩৲ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র ৯৯।৶১০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৯৯।৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ৯৭।৶১০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ভিক্টরীলোন (১৯৫৭) ১০০।৶০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ১১৩।০ আনা পর্য্যন্ত (সর্ব্বনিম্ন) আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে এই বিভাগের প্রায় সমস্ত শেয়ার-সমূহের মূল্যবৃদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের কলকারখানার বিশেষ সম্প্রসারণ হইবে', কলিকাতার শেয়ার-বাজারে এই-রূপ মনোভাব ছড়াইয়া পড়ার ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের চাহিদা অসম্ভব বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যে দিক হইতেও বিশেষ উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ (সর্ব্বোচ্চ) ৪৯৶০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৪৩।৴০ আনা, কুমারধুবী ১২৸৴০ আনা, ব্রেইত-ওয়েইট ১৭৸৴০ আনা এবং জেসপ ৩১৲ টাকা পর্য্যন্ত কেনাবেচা হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে চটকল শেয়ার-সমূহের উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধিও কলিকাতার শেয়ার বাজারের অন্যতম প্রধান ঘটনা। হুগলী মিলস্ লিঃ বোনাস শেয়ার ইস্যু করায় এবং এই বিভাগের প্রধান প্রধান কোম্পানীর বোনাস শেয়ার ইস্যু করার সম্ভাবনা বৃদ্ধিই এই মূল্যবৃদ্ধির প্রধানতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে (সর্ব্বোচ্চ) এলায়েন্স ৮৫৩৲ টাকা, বরাহনগর ৩৫৮৲ টাকা, নদীয়া ১৭৭॥০ আনা, হাওড়া ১১৮॥৵০ আনা, অকল্যাণ্ড ৪৩৫৲ টাকা, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ৬০২৲ টাকা

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn., CALCUTTA,

Phone : Cal. 3436

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ **দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি**, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

এবং কাঁকনাড়া ৮১৩৲ টাকা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের কাজকর্ম্ম ভালই হইয়াছে। আগামী দুই তিন মাসের মধ্যেই লভ্যাংশ ঘোষণার সম্ভাবনাই উক্ত কর্ম্মচাঞ্চল্যের কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে (সর্ব্বোচ্চ) তেজপুর ২৭৸০ আনা, বিশ্বনাথ ৪৭৲ টাকা এবং কল্যাণী ৫৩৲ টাকা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৪ই ডিসেম্বর—অনেকদিন পরে পাটের বাজারে এ সপ্তাহে কিছুটা কর্ম্মব্যস্ততা দেখা গিয়াছে। এতদিন মিলমালিকরা পাট ক্রয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু আগ্রহ দেখায় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে তাহারা বাজার হইতে কিছু পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছে। পাটজাত দ্রব্যাদির বাজার দরে তেমন পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও বাজার বন্ধ হইবার সময়ে এ বিষয়ে একটা তেজীভাব লক্ষিত হয়। এ সপ্তাহে ফাটকাকারবারীরা ও রপ্তানীকারকরা বিশেষ কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠে। পাটের বাজারের উপরে ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ-চুক্তি কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে নাই বটে, তবে শেষের দিকের এই তেজীভাবের জন্য চুক্তিটী হয়ত কিছুটা দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাটের আমদানী সম্পর্কে একটা 'কোটা' নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখায় এতদিন ঐ দেশে বেশী পরিমাণ পাট রপ্তানী করা সম্ভবপর হয় নাই। এক্ষণে গুজব রটিয়াছে যে, আমেরিকা ঐ কোটা-ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিতেছে। গুজবটা সত্য হইলে এবং উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ চলাচলের সুবিধা হইলে অদূর ভবিষ্যতে ঐ দেশে পাটের রপ্তানী বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

পাটজাত দ্রব্য সরবরাহের অর্ডার প্রাপ্তির আশা এবং কাঁচা পাট বিক্রেতাগণ কর্ত্তৃক নিম্নতম দামে পাট বিক্রয়ের ফলে মিল-মালিকরা কিছু পরিমাণে পাট কিনিতে আগ্রহ দেখাইয়াছে।

পাকা গাঁইটের বাজারে 'ফরাসী মিশন' এ সপ্তাহে বেশী পরিমাণে পাট ক্রয় করিয়াছেন; তাহা ছাড়া বাজারে তেমন কাজকারবার হয় নাই তোষা পাটের কিছু বিকিকিনি হইয়াছে। পরে, নিম্নতম দামে ডাণ্ডি এবং অপরাপর রপ্তানীযোগ্য পাটের ভাল কাজকারবার হইয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে চটকলওয়ালারা এ সপ্তাহে পাটক্রয়ে কতকটা উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় প্যাকিং ও সুপার-ভাইজড্ জাত শ্রেণীর পাট মিডল্ প্রতিমণ ১৫৲ টাকা ও বটম্ প্রতিমণ ১২৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। বাজারে ডিষ্টিক্ট তোষা বটম্ শ্রেণীর পাটের দর দাঁড়াইয়াছিল মণপ্রতি ১২৲।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৪ই ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায়ও অবনতি দেখা যায়। লাভান্বেষিগণের সোনা মজুত ব্যাপারে নিরুৎসাহ প্রদর্শনই উহার অন্যতম প্রধান কারণ। এতদ্ব্যতীত, ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তির ফলে সোনার চাহিদা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনার জন্যও আলোচ্য সপ্তাহে সোনার মূল্য-হ্রাস ঘটে। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ মূল্য ছিল যথাক্রমে ৮৩।/০ আনা ও ৮২৸৵০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৮১/০ আনা ও ৮১।৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড গিনি অদ্য যথাক্রমে ৫৭।০ আনা ও ৫৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—সোনা মজুত ব্যাপারে লাভান্বেষিগণ উৎসাহ প্রদর্শন না করিলেও, রূপা মজুত ব্যাপারে কিন্তু তাঁহারা আলোচ্য সপ্তাহেও যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। ফলে, আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে উল্লেখযোগ্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিলেও, রূপার মূল্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ মূল্য ছিল যথাক্রমে ১৩৪৲ টাকা ও ১৩৩।৶০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ১৩৪।০ আনা ও ১৩৩৸৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

হাওড়ায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল—হাওড়াতে একটী সাধারণ হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী খয়শোয়ালের নিকট হইতে সম্পত্তি ও নগদে এককালীন আট লক্ষ টাকা এবং মাসিক এক হাজার টাকা সাহায্যের এক প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন।

দেশীয় রাজ্যের যুদ্ধোত্তর গঠন পরিকল্পনা—প্রকাশ, দেশীয় রাজ্যসমূহের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য প্রায় সাড়ে নয় শত কোটী টাকা ব্যয়ের এক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। প্রয়োজনীয় অর্থের প্রধান অংশ ঋণ করিয়া সংগ্রহ করা হইবে। সংগঠনী পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে নাকি ক্ষেত্রবিশেষে পনেরো হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত লাগিবে।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান
স্থাপিত মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড ১৯১০ ইং
হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি: ৪৭১৯ সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক
ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৪ বৎসরের জনসেবা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
শাখা অফিস : পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলি:), ভবানীপুর (কলি:), শ্যামবাজার (কলি:), বেলিয়াঘাটা (কলি:), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বাঢ়, লক্ষ্ণৌ, টি' নগর (মাদ্রাজ), পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, তেজপুর, মালদহ, রাজসাহী, ঝাড়গ্রাম, রাচি।
আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।
ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি-এল

গ্রাম : মারকোব্যাঙ্ক ফোন : ক্যাল ৩৭৩৪
ইউনিয়ন মারকেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেঃ অঃ—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যাঃ ডিঃ এম, কে, নন্দী
চেয়ারম্যান মিঃ কে, ডি, বোস।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলি:
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম
শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী
এফ্, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৭ই ডিসেম্বর	১০ই ডিসেম্বর	১১ই ডিসেম্বর	১২ই ডিসেম্বর	১৩ই ডিসেম্বর	১৪ই ডিসেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৮৩।/০	৮১/০	৮০॥/০	৮১॥৶০	৮১৸/০	৮১/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৮২৸৵০	৮০॥/০	৮১।৶০	৮১॥৵০	৮১॥৵০	৮১।৶০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৪৲	১৩৪৲	১৩৪৲	১৩৪।০	১৩৪।০	১৩৪।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৩।৵০	১৩৩।৵০	১৩৩॥৶০	১৩৪৲	১৩৪।০	১৩৩৸৶০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৮॥৵০	৫৭।৶০	৫৭৲	৫৭।৶০	৫৭৸০	৫৭।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫৮৲	৫৭॥০	৫৮৲	৫৮৲	৫৭।০	৫৮৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩	৩	৩	৩	৩
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৭।৵০	—	৯৭।৶১০	—	—	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০৩।৵০	১০৩॥৵০-১০৩॥/	১০৩॥৵০	১০৪৲-১০৩।৶০	১০৩৸৵০	১০৩৲
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	৯৯।৶০	৯৯।৶০	৯৭॥/০-৯৭।৶১০	—	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	৯৮৸৵০	—	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	১১৩।৶০	—	১১৩।০	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪৬॥৶০-৪৬৵০	৪৭৸৵০-৪৭৲	৪৭॥৶০-৪৭৶০	৪৮৵০-৪৭৲	৪৯৵০-৪৮।৵০	৪৯৶০-৪৮।/০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৪১॥৵০-৪১৲	৪২৸৵০-৪২।৶০	৪২।৶০-৪২/০	৪২॥/০-৪২৵০	৪৩।/০-৪২॥৶০	৪৩।/০-৪২৸৵০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১২॥০-১২৶০	১২॥৵০-১২।৶০	১২৸০-১২।৵০	১২॥৵০-১২॥/০	১২৸/০-১২।৶০	১২॥৵০-১২॥০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৬॥৵০-১৬।০	১৭৲-১৬॥০	১৭/০-১৬৸৵০	১৭৲-১৬৸৵০	১৭/০-১৬॥৶০	১৭৵০
জেসপ ...	৩০॥০-৩০৵০	৩০॥০-৩০।০	৩০॥০-৩০৵০	৩০।৵০-৩০৶০	৩০॥/০	৩১৲-৩০॥/০
মার্শালস ...	৭৸৶০-৭৸০	৮৶০-৮৲	৮৵০-৭৸৶০	৮৵০-৮/০	৮৶০-৮/০	৮।০-৮৲
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২৸৵০-১২॥০	১২৸/০-১২॥৶০	১২৸০-১২॥/০	১২॥৵০	১২॥/০	১২॥৶০-১২॥০
আর্থার বাটলার ...	—	২৭॥০-২৬।০	২৮॥৵০-২৭॥৶০	২৯।০-২৯৲	২৯॥৵০-২৯॥০	৩১৲-৩০৲
হিন্দুস্থান মোটরস ...	—	৯৶০-৯৵০	৯৵১৫-৯৵১০	৯৶০-৯৵০	৯৶৫	—
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	১৭॥৵০	১৭৸০	—	—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৭।/০-৭৶০	৭॥৵০-৭।৵০	৭॥০-৭।৵০	৭॥/০-৭।৶০	৭॥৵০-৭॥০	৭॥৵০-৭॥/০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৪৶০-৩৸৵০	৪॥/০-৪।/০	৪॥০-৪।/০	৪॥৵০-৪।৶০	৪৸০-৪॥/০	৪॥৶০-৪॥/০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫৯৲	১৫৮৲-১৫৭৲	১৫৭৲	১৫৭॥০-১৫৬৲	১৫৭৲	১৫৮৲-১৫৭৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	৯১॥০-৯০॥০	৮৯।০	৯১৲	—	৯০৲-৮৮॥০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	১৬।০-১৬৵০	—	—	—	১৬।০-১৫৸৵০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪৲-১৩৸৵০	১৩৸৵০-১৩৸/০	—	১৩৸৵০-১৩৸/০	১৪/০-১৪৲	১৪৵০-১৪/০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫/০-১৫৲	১৪৸০	১৫৲-১৪৸৶০	১৪৸৶০-১৪৸৵০	১৫৵০-১৫/০	১৫৵০-১৫/০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	১০৸৵০	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	৫৭।০-৫৭৲	—	৫৭॥০	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	৩৬।০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৪॥/০-৪৪॥০	৪৫৶০-৪৪৸০	৪৪৸/০-৪৪৸০	৪৪৸৶০-৪৪৸/০	৪৫॥০-৪৫৲	৪৫॥৵০-৪৫।০
তালচের ,, ,, ...	—	১৪৲	১৩৸০-১৩।৵০	—	—	১৩৸৵০-১৩॥০
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	—	৬৬।০-৬৫৸৵০	৬৬।৵০-৬৬৲	—	৬৬৲	—
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৭৫।০	৭৬৵০-৭৫৸০	৭৬।০	৭৬৸০-৭৬।৶০	৭৭৲-৭৬॥৵০	৭৮৲-৭৭।৵০
সাউথ করণপুরা ,, ...	৪৩।৵০-৪২৸৵০	৪৩৸৶০-৪৩।৶০	৪৩॥/০-৪৩৵০	৪৩।০-৪২॥৶০	৪২॥০-৪২৲	৪২॥৵০-৪২।৵০
ভুলনবরারি ...	—	৩৪৲	৩৪৲-৩৩॥৶০	৩৪৲-৩৩॥৶০	৩৪৵০-৩৩৸/০	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—	—	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	—	—	—	—	—	১৪॥০-১৪।০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	৪৭৲	—	—	—	—

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটী নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ
মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর
দেব বর্ম্মণ

চীফ অফিস :—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।
রেজিষ্টার্ড অফিস :—গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ :
শ্রীমঙ্গল, আজমারিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর ভানুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মানু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৭ই ডিসেম্বর	১০ই ডিসেম্বর	১১ই ডিসেম্বর	১২ই ডিসেম্বর	১৩ই ডিসেম্বর	১৪ই ডিসেম্বর
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮।০	৮৸৵০-৮॥০	৮॥৶০-৮॥৴০	৮৸০-৮।০	৮৸০-৮৶০	৮৸৵০-৮॥৶০
বেনারস ...	—	—	—	—	১১৸৵০-১১৸০	১২৲-১১॥৵০
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৩।৵০-১৩৶।০	১৩॥৵০	১৩॥৵০-১৩।৶০	১৩॥৴০-১৩।৶০	—	১৩৸০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	৭১॥০-৭১৲	৭২৲-৭১৸০	৭২॥০-৭২৲	৭২৸০-৭২।৵০	—	—
কেশোরাম ...	—	২১॥৵০-২১৵০	—	২১৲	—	২১৶০-২০৸৶০
বঙ্গশ্রী ...	১৪।৵০	—	—	১৪॥০-১৪।০	১৪।৵০	১৪।৵০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৸৵০	—	—	—	৮৲-৭৸৵০	৭৸৶০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২৪৭৲	—	—	২৫০৲	২৫৫৲-২৫০৲	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	২১।৵০-২১।৴০	—	—	—	—	—
টিটাগড় ...	৩৮।৶০-৩৭।৶০	৩৭৸০-৩৭॥৴০	৩৭৸৴০-৩৭।৴০	৩৭৸০-৩৭।৶০	৩৭৸৴০	৩৭৸০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৪২১৲-৪১৬৲	৪২৩৲-৪২০৲	৪২৩৲-৪২০৲	৪২৪৲-৪২২৲	—	৪৩৫৲-৪২৮৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৫৯২৲-৫৮৩৲	৬০২৲-৫৯৫৲	৫৯৮৲-৫৯৭৲	৫৯৭৲	৬০২৲-৫৯৭৲	৬০২৲-৫৯২৲
কামারহাটি " " " ...	৮৯০৲-৮৮৪৲	৯২১৲-৯১৫৲	৯৩০৲-৯১৮৲	৯৩১৲-৯২৫৲	৯৪২৲-৯৩৫৲	৯৫১৲-৯৪৫৲
নদীয়া " " " ...	১৭১৲-১৬৯॥০	১৭৭॥০-১৭৩৲	১৭৬৲-১৭৩৲	১৭৪৲-১৭২৲	১৭৫৲-১৭৩৲	১৭৬॥০-১৭৩৲
প্রেসিডেন্সী " " " ...	১৫॥০	—	১৬৲-১৫।৵০	১৫৸০-১৫।০	১৫॥৵০-১৫॥০	১৫৸০-১৫॥৵০
রিলায়েন্স " " " ...	৯৮৲-৯৭৲	৯৮৸০-৯৭॥০	৯৭৸০-৯৭৵০	৯৮৵০-৯২।০	৯৯।০-৯৮॥৵০	১০০৲-৯৯৲
কাঁকনাড়া " " " ...	৭৭৫৲-৭৬৫৲	৭৯৭৲-৭৮৩৲	৭৯৭৲-৭৯৩৲	৭৯৮৲-৭৯৫৲	৮০৮৲-৭৯৮৲	৮১৩৲-৮০৮৲
হাওড়া " " " ...	১১৫৲-১১৩৸৵০	১১৫।৵০-১১৪৵০	১১৫৶০-১১৩৸৵০	১১৫।০-১১৪॥৵০	১১৬৲-১১৫।৵০	১১৮॥৵০-১১৬৲
ডালহৌসী " " " ...	৪৭৯৲-৪৭৬৲	৪৮৬৲-৪৮০৲	৪৮৬৲-৪৮৪৲	৪৮৩৲	৪৮৭৲-৪৮০৲	৪৯০৲
বজবজ " " " ...	—	৬৫৩৲	—	—	—	৬৭০৲-৬৬৪৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " " ...	৪২০৲-৪১৭৲	৪২৭৲-৪১৮৲	৪২৫৲	৪২৫৲-৪১৮৲	৪২৫৲-৪২২৲	৪২৭৲-৪২৫৲
এলায়েন্স " " " ...	৭৮০৲-৭৭১৲	৭৯২৲-৭৯১৲	—	৭৯৯৲-৭৯০৲	৮৩১৲-৮০৫৲	৮৫৩৲-৮৩৫৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৭/০-১৬৸০	১৭৲-১৬৸৵০	১৭।৵০-১৭৲	১৭॥৴০-১৭।০	১৮৲-১৭॥৵০	১৮।৴০-১৭৸০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪২৸০	৪৩৲-৪২৸৵০	৪২৸৴০-৪২৸০	—	৪৩৵০-৪২।০	৪৩॥৵০-৪৩৵০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩৩।৶০-৩৩।৴০	৩৩৸৵০-৩৩।৴০	৩৪॥৵০-৩৪৲	৩৪॥০-৩৪।০	৩৪৸৶০-৩৪॥৵০	৩৫।৵০-৩৪৸৵০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " " ...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী " " " ...	—	৫০৲	৫৩৲-৫২৲	—	—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—	—	—	—	—	১২৲
তেজপুর " " " ...	২৫৸৴০-২৫॥০	২৭৲-২৫৸০	২৬॥৵০-২৬॥০	২৭।৵০-২৬।০	২৭৸০-২৭৵০	২৭॥০-
বিশ্বনাথ " " " ...	—	—	—	৪৭৲	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৬॥৵০	১৬॥৵০-১৬॥০	১৬৸০-১৬।০	১৬৸০-১৬।৵০	১৬৸০-১৬॥৵০	—
বি আই কর্পোরেশন ...	৮॥৴০-৮।৶০	৮৸৵০-৮॥৴০	৮৸৴০-৮॥০	৮৸০-৮॥০	৮॥৶০-৮৶০	৮॥৶০-৮॥৴০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৯৩৲-১৯০॥০	১৯৫৲-১৯৩৲	১৯৪৲-১৯৩৲	১৯৫৲	১৮৯৲	১৯৫৲-১৯০॥০
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৬৸০-১৬।৵০	১৭।৴০-১৬।৵০	১৬॥০-১৬৲	১৬৸৵০-১৬৵০	১৬৸০-১৬॥৵০	১৬॥৵০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	—	২৫০৲-২৪৬॥০	২৫০৲-২৪৬৲	২৪৮৲-২৪৫৲	২৫০৲-২৪৬৲	২৫১৲-২৪৯৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " " ...	২৩৲-২১॥৶০	২২৸৵০	২২৸৴০-২২৴০	২২৸৵০-২২৸০	২৩৲-২২৸০	২২৸৵০-২২৸০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	—	—	—	১৩।০।	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১১৲	১১৵০-১১৲	১১৵০-১১৲	১১।৴০-১১।৴০	১১।৴০-১১৲	১১।৶০-১১।০

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,১৮,৯০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৬,০৯,৩০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৫ তারিখে) ৯৭,৩৩,৬৭,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই
ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।
স্যার এইচ. পি. মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ এইচ. পি. ক্যাপটেন, জে. পি.
লণ্ডন এজেন্টস্: বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেন্ট: দি ন্যাশনাল ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।
কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; হাটখোলা—৭৫, শোভাবাজার ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুষ্টিয়া। বিহার—জামসেদপুর, মজাফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেটিয়া, মধুবাণী, গোপালগঞ্জ, রকসউল, লোগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংখি, বক্সার। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ
ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য এবং অদ্যকার দিনের সর্বপ্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির সঙ্গে তাল রেখে চলবার উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান-কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট ও সজাগ।
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এবং শাখাসমূহ।

- কোকোলা
- কল্যানী
- ত্রিগুণ
- জুয়েল আমলা কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

হেড অফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি. ২৯৬০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৬১, বড়বাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেন্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।

অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

এডুকেশন

আপনার ছেলের জন্য

সুখের ভবিষ্যৎ গড়তে হলে সুশিক্ষার প্রয়োজন। আর আপনার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে হলে তাদের জন্য এক একটি 'এডুকেশন পলিসি' নেওয়াই সবচেয়ে ভালো। "ন্যাশন্যালের" সাহায্যে এ ব্যবস্থা আপনি খুব সহজেই করতে পারেন।

N.F. ৪/৮-৩

ন্যাশন্যাল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

৭ নং, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট

ফোন : ক্যাল : ৫৭২৬

ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্ত্তমান।

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—

কলিকাতা

১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং—ক্যালকাটা—৫৬০৭

২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।

৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড্-এ

(কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ মোড়) শীঘ্রই খোলা হইবে।

আসাম: শিলং, শিলচর, গৌহাটি, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নওগাঁ, ছাতক, হবিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড— ৫,৫০,০০০৲

কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲

বাঙ্গালা: চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—

১। সিলেট ৩। শিলচর

২। শিলং ৪। ঢাকা

কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার

মিঃ জে, এম, দাস, জেনারেল ম্যানেজার

দি

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস :

৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

ফোন : কলিঃ ৩০৯৯

চেয়ারম্যান :

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

টেলি :—SHILLBANK

ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

টেলি :—BANKSHILLO

ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 24th December, 1945. সোমবার, ৯ই পৌষ, ১৩৫২ [৩২শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

পরলোকে অনাথগোপাল সেন

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অর্থনীতিবিদ শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন গত ১৬ই ডিসেম্বর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার দরুণ—আকস্মিকভাবে—মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মত একজন সুলেখক ও কৃতী পুরুষের এই অকাল মৃত্যুতে আমরা বিশেষভাবে মর্ম্মাহত হইয়াছি। স্বর্গীয় অনাথগোপাল সেন ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত অষ্টগ্রামের বিশিষ্ট জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন হইতে দেশসেবার সুমহান আদর্শ তাঁহার ভিতর সঞ্চারিত হইয়াছিল। ১৯২১ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয় তখন তিনি তাঁহার আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহের একজন কংগ্রেস নেতা হিসাবে উহাতে যোগদান করেন। উহার ফলে তিনি গ্রেপ্তার হইয়া কিছুকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তিলাভের পর আর তিনি আইন ব্যবসায়ে ফিরিয়া যান নাই। ১৯৩০ সালে কাশিমবাজারের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে তিনি কাশিমবাজার ষ্টেটের কাজে যোগদান করেন। উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীযুক্ত সেন ক্রমে ক্রমে সাহিত্য ও অর্থনীতি চর্চ্চার দিকে আকৃষ্ট হন। অর্থনীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষায় উপযুক্ত পুস্তকাদির অভাব দেখিয়া তিনি ঐ বিষয়ে সময়োপযোগী গ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার লেখা 'টাকার কথা', 'করনীতি', 'যুদ্ধের দক্ষিণা' এবং 'জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজীর অর্থনীতি' প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত হয়। সরস বচন ভঙ্গি নিয়া অতীব মুন্সিয়ানার সহিত তিনি যেভাবে এই সমস্তের ভিতর দিয়া অর্থনৈতিক জ্ঞান পরিবেষণ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার লিপিকুশলতা ও পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এই পুস্তকগুলি লেখক ও অর্থনীতিবিদ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। অনাথবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্শ বিভাগে অর্থনীতির লেকচারার ছিলেন। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি নিজেকে দেশের কাজের সহিত যুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মত সাহিত্যিক ও দেশব্রতীর এই অকাল মৃত্যুতে সকলেই খুব ব্যথিত হইবেন সন্দেহ নাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বর্গীয় অনাথগোপাল সেন ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পরম সুহৃদ ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। 'আর্থিক জগতে'র সূচনা কাল হইতে তিনি নানা ভাবে উহার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। 'আর্থিক জগতে' তাঁহার অনেক রচনাও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে হারাইয়াছি। স্বর্গীয় অনাথবাবুর আত্মীয়-পরিজনবর্গকে এই শোকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৭৩-৭৯
ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ-চুক্তি ও ভারতবর্ষ	৭৮০-৮২
কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা (৩) শাকসব্জী	৭৮৩-৮৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৭৮৫-৮৬
খেয়ালীর খাতা	৭৮৭-৮৮
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৭৮৯-৯৩
কোম্পানী প্রসঙ্গ	৭৯৪-৯৫
বাজারের হালচাল	৭৯৬-৮০০

কলকারখানার লাভে শ্রমিকের দাবী

গত ২২শে অক্টোবর তারিখ হইতে ২৪শে অক্টোবর পর্য্যন্ত মাদ্রাজের মেত্তুর কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ নামক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কয়েক সহস্র শ্রমিক উহাদের দেনা-পাওনা লইয়া ধর্ম্মঘট করে। এই ধর্ম্মঘট সালিশী দ্বারা মীমাংসার প্রস্তাব হয় এবং কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ও মেত্তুর কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান সার গোপালস্বামী আয়েঙ্গার উক্ত ব্যাপারে সালিশ নিযুক্ত হন। সম্প্রতি সার গোপালস্বামী এরূপ রায় দিয়াছেন যে, প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরগণ স্বাধিকার বলে ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভের একটা অংশ পাইবার অধিকারী এবং এই নীতি অবলম্বনে তিনি মেত্তুর কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজের পরিচালকগণকে উক্ত কোম্পানীর লাভের এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিকদিগকে বোনাস হিসাবে প্রদান করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

ভারতীয় কোম্পানী আইনে কোম্পানীর লাভের কোন অংশ বাধ্যতামূলক হিসাবে শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করিবার কোন নির্দ্দেশ নাই। তবে শ্রমিকদের মধ্যে লাভের একটা অংশ বণ্টন করিয়া দিলে উহারা সন্তুষ্টচিত্তে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে কাজ করে বলিয়া টাটা আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানী, কোয়েম্বাটুর কটন মিল প্রভৃতি কতিপয় ভারতীয়

Moomby

গ্রাম

P.C.B.Ld

বর্ষ নিতেছে বিদায়
নূতনের হবে জয়

পাইওনিয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

কোম্পানী এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা যে সমর্থনযোগ্য তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে প্রত্যেক যৌথ কোম্পানীকে উহার লাভের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী গবর্ণমেণ্টের নিকট আয়কর সুপার ট্যাক্স, অতিরিক্ত লাভকর ইত্যাদি হিসাবে দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর অংশীদারগণকে উপযুক্তরূপ লভ্যাংশ দেওয়া এবং লাভের টাকা হইতে কোম্পানীর কাজের সম্প্রসারণের জন্য অর্থের ব্যবস্থা ও মজুদ তহবিল গঠন করার পক্ষেও উহাদের দায়িত্ব রহিয়াছে। এই সমস্ত দায় ছাড়া প্রত্যেক কোম্পানীর পক্ষে উহার পরিচালকগণকে উহাদের ন্যায্য কমিশন ও এলাউন্স দেওয়ারও দায়িত্ব রহিয়াছে। কিন্তু লাভের টাকা হইতে আয়কর ইত্যাদি হিসাবে শতকরা ৫০ টাকার অধিক প্রদান করিবার পর কোম্পানীর কারখানার শ্রমিকগণকে যদি শতকরা ৩৩ ভাগ লভ্যাংশ প্রদান করার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দান, মজুদ তহবিল গঠন, কোম্পানীর কাজের সম্প্রসারণ এবং পরিচালকদের পারিশ্রমিক ইত্যাদির জন্য এক প্রকার কোন অর্থই অবশিষ্ট থাকিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে কোন যোগ্য ও সততাসম্পন্ন পরিচালক কোন কোম্পানীর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন কিনা এবং শেয়ার ক্রেতাগণ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়ে অগ্রসর হইবেন, কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। এজন্য আমরা মনে করি যে, সার গোপালস্বামীর নির্দ্দেশমত দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে বণ্টন করিবার বিধান প্রবর্ত্তন করা সঙ্গত হইলেও শ্রমিকগণকে লাভের এত বেশী অংশ দেওয়ার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা বলবৎ করা সমীচীন হইবে না।

কয়লা শিল্প সম্পর্কে তদন্ত কমিটি

এদেশে কয়লা শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তাহার সমুচিত উন্নতি সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান কোল্ ফিল্ডস্ কমিটি গঠন করিয়াছেন। মিঃ কে সি মাহীন্দ্র এই কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হইয়াছেন। মিঃ সি এ ইনেস, মিঃ কে সি নিয়োগী, মিঃ এম ইক্রামোল্লা ও মিঃ পি আর নায়ককে এই কমিটির সদস্য হিসাবে লওয়া হইয়াছে। ভারতের কয়লা শিল্প সম্পর্কে তদন্তের জন্য ইতিপূর্ব্বে যে তিনটি কমিটি বসানো হইয়াছিল তাহাদের সুপারিশসমূহ এপর্য্যন্ত কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছে বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ান কোল্ ফিল্ডস্ কমিটি তাহা আলোচনা করিবেন। যে সমস্ত সুপারিশ এখনও কার্য্যকরী হয় নাই ভবিষ্যতে তাহা কার্য্যকরী করা প্রয়োজন ও সঙ্গত কিনা উহারা তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন। তাহা ছাড়া বর্ত্তমান কমিটি ভারতে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কে, নূতন খনি খনন সম্পর্কে, কয়লা উৎপাদনের উন্নত প্রক্রিয়া প্রবর্ত্তন সম্পর্কে, ভবিষ্যতে দেশে কয়লার মূল্য স্থিরীকরণ সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়ে নির্দ্দেশ দিবেন।

যুদ্ধের সময়ে ভারতে কয়লাসঙ্কট জটিল হইয়া দেখা দিয়াছিল। উপযুক্ত কয়লা না পাইয়া বহু শিল্প-কারখানা বন্ধ হইয়াছিল। জ্বালানী কয়লার দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য সহরাঞ্চলের গৃহস্থ-ঘরে নিদারুণ অসুবিধা ও দুর্দ্দশার কারণ ঘটিয়াছিল। এক্ষণে অবস্থার কতকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আসল সঙ্কট যে এখনও সম্যক দূরীভূত হয় নাই তাহার নমুনা আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করিতেছি। ভারতে কয়লাশিল্পের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও গলদই এদেশে কয়লার দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা ঘটিবার মূল কারণ। কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস ও দেশের শিল্প ব্যবসায়ের উপর এবং লোকের জীবনযাত্রার উপর তাহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট সাময়িকভাবে এসম্পর্কে কিছু কিছু প্রতিকারোপায় অবলম্বন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়লা শিল্পের স্থায়ী উন্নতির সুযোগ দেখিতে হইলে সুপরিকল্পিতভাবে আরও অনেক কিছু বিধিবিধান অবলম্বন করা দরকার। সেইরূপ বিধিবিধান সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত কোল্ ফিল্ডস্ কমিটিটি গঠন করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। নূতন করিয়া কয়লার মূল্য স্থিরীকরণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট এই কমিটির নির্দ্দেশ চাহিয়াছেন। দেশে কয়লার মূল্য যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে এসম্পর্কে একটা পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব খুবই সঙ্গত। কয়লা উৎপাদনের ব্যয় কমাইয়া ও অপেক্ষাকৃত সস্তা ভাড়ায় রেলে উহা চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া কি ভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ও জনসাধারণের ব্যবহার্য্য কয়লার দর হ্রাস করা যায় ইণ্ডিয়ান কোল্ ফিল্ডস্ কমিটি সে বিষয়ে সুনির্দ্দেশ দিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

অর্থ সঞ্চয় ও তাহার ভবিষ্যৎ

যুদ্ধের সময়ে বৃটেনে সরকারী সিকিউরিটির উপর দেয় সুদের হার হ্রাস পাইয়াছে। আমানতী টাকার উপর প্রদেয় সুদও ব্যাঙ্কসমূহ কমাইয়া দিয়াছে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে আবার নূতন করিয়া টাকার বাজারের হার নামাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড' কয়লার খনি, রেলওয়ে, বিদ্যুৎ কোম্পানী ও গ্যাস কোম্পানী প্রভৃতির শেয়ার কিনিয়া বৃটেনের লোকেরা প্রচুর মুনাফা করিত। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে জাতীয়করণ সম্পর্কে এক আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। ভবিষ্যতে উপরোক্ত অন্যান্য ধরণের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সরকারীভাবে কিনিয়া লওয়া সম্পর্কেও তাঁহারা সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে লোকের আয় ও সঞ্চয়ের উপর চড়া হারে ট্যাক্স বসিয়াছে। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট জাতি গঠনমূলক কাজে জোর দিতে গিয়া যুদ্ধোত্তর যুগেও ট্যাক্সের বোঝা বেশী করিয়াই নির্দ্ধারিত করিবেন বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। তাহার উপর এখন হইতে তৃতীয় মহাযুদ্ধেরও জল্পনা চলিয়াছে। ফলে এখন হইতে অর্থ সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে উচ্চ মুনাফা অর্জ্জন ও নিজেদের প্রয়োজনে সে অর্থ ব্যবহার করিতে পারা সম্পর্কে বৃটেনের অনেক লোক হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। নানা আশঙ্কায় তাহাদের সঞ্চয়ের স্পৃহা ও আগ্রহ লোপ পাইতে বসিয়াছে। লোকের অর্থ সঞ্চয়কে ভিত্তি করিয়া ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে কৃষি, শিল্প যানবাহন ও ব্যবসা বাণিজ্যের যাবতীয় উন্নতি গড়িয়া তোলা হইতেছে। অর্থ সঞ্চয়ের স্পৃহা ও আগ্রহ হ্রাস পাইলে তাহা সে দিক দিয়া খুবই ভয়ের কথা। সেজন্য বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ পল আইন্‌জিগ (Dr. Paul Einzig) সম্প্রতি তাঁহার এক প্রবন্ধে বৃটিশ জনসাধারণকে নানাভাবে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে সরকারে খাস করিতে গিয়া ঐ ব্যাঙ্কের শেয়ার বাবদ অংশীদারদিগকে যে মূল্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা অনেকেই ন্যায্য বলিয়া মনে করিতেছেন। অন্য যে সব ধরণের প্রতিষ্ঠান জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইবে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের শেয়ার কিনিতে গিয়াও অনুরূপ ন্যায্য মূল্য দিবেন বলিয়া আশা করা যায়। সুদের হারের নিম্নগতি শীঘ্র প্রতিরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে ডাঃ আইন্‌জিগের মতে লগ্নিকারকেরা সরকারী সিকিউরিটির বদলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে বেশী অর্থ দাদন করিয়া সে-ক্ষতি অনেকটা পোষাইয়া লইতে পারে। ট্যাক্স সম্পর্কে তিনি বলেন, যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় সরকারী খরচপত্র ভবিষ্যতে হ্রাস পাইবে। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট জাতি গঠন কাজের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন মুখ্যতঃ ঋণ করিয়া তাহার খরচ নির্ব্বাহ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই অবস্থায় যুদ্ধোত্তর যুগে লোকের উপর বেশী ট্যাক্স চাপিবার সম্ভাবনা বিশেষ নাই বলা চলে। কাজেই অর্থ ও সঞ্চয় তাহার ফলভোগ সম্পর্কে এখন হইতে হতাশ হওয়ার তেমন কারণ বাস্তবিকই দেখা যাইতেছে না।

ডাঃ আইন্‌জিগ যেভাবেই অবস্থাটাকে বিশ্লেষণ করুন, না কেন অর্থ সঞ্চয় সম্পর্কে লোকের মনে দিন দিনই যে দ্বিধাসঙ্কোচের ভাব সৃষ্ট হইতেছে তাহা সহজে দূর হইবার নহে। ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তা, উহাদের পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাত ও যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতাই এই দ্বিধাসঙ্কোচের মূল কারণ। লোকের অর্থ সঞ্চয়ের রীতি ও অভ্যাস বজায় রাখিতে হইলে সেই কারণগুলিই সর্ব্বাগ্রে দূর করিবার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলি: ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

নৌকা নির্ম্মাণের নামে বঞ্চনা

১৩৫০ সালের মন্বন্তরের জন্য তৎকালীন লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী ও গবর্ণর সার জন হার্ব্বার্টের দায়িত্ব কতখানি তাহা জনসাধারণ সাধারণভাবে অবগত হইলেও সমগ্র বিবরণ এখনও জনসাধারণের অজ্ঞাত রহিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি নৌকা সংক্রান্ত বঞ্চনানীতি এবং সেই বঞ্চনানীতিকে ধামাচাপা দিবার জন্য দেশবাসীকে পুনরায় বঞ্চনা করিবার যে ষড়যন্ত্রের কাহিনী উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা জানিয়া দেশবাসী স্তম্ভিত হইয়াছেন।

জাপ আক্রমণের ভয়ে ভীত তৎকালীন বাঙ্গলা সরকার নদীমাতৃক বাঙ্গলাদেশের জীবিকার্জ্জনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন নৌকা সরাইয়া ফেলিবার ও ধ্বংস করিবার আদেশ দেন। এই আদেশের ফলে প্রধানতঃ দক্ষিণ বঙ্গের প্রায় চল্লিশ হাজার নৌকা ধ্বংস করা হয়। এই অদূরদর্শী ও ভয়াবহ বঞ্চনানীতি বাঙ্গলার মহামন্বন্তরের জন্য অনেকখানি দায়ী। এই বঞ্চনানীতি কার্য্যে পরিণত হওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হয় এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনমত খাদ্যাদি প্রেরণ অসম্ভব হইয়া উঠে। ফলে, দুর্ভিক্ষের কবলে এই সমস্ত লোকের অধিকাংশ প্রাণ দিতে বাধ্য হয়।

লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী এই বঞ্চনানীতি সমর্থন করায় মুসলমান ও তপশীলভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। জনসাধারণের অসন্তোষের সম্মুখীন হইয়া লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের দুষ্কার্য্যকে চাপা দিবার জন্য নূতন নৌকা প্রস্তুত করার নামে আর এক নূতন ও বীভৎস বঞ্চনানীতির অনুসরণ করেন। এই নীতি অনুযায়ী স্থির হয় যে, ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে একশত হইতে এক হাজার মণ মাল বহনের উপযোগী দশ হাজার নৌকা প্রস্তুত করা হইবে। এই পরিকল্পনায় কয়েকটী দুই হাজার মণ মালবহনক্ষম নৌকা নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও হইয়াছিল, কিন্তু জেলেদের নৌকা বা খেয়ার নৌকা প্রস্তুতের কোন পরিকল্পনা উহাতে স্থান পায় নাই। অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগের জন্য প্রয়োজন হইবে বলিয়া বড় বড় নৌকা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, কিন্তু এই সময়ে ঠিকাদাররা অভিযোগ করিতেছিল যে, তাহাদের বড় নৌকাগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, এই পরিকল্পনাটীকে সমান ভাগে ভাগ করিয়া তিন কোটি টাকার পরিকল্পনার দায়িত্ব দেওয়া হয় তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীনের ভ্রাতা মন্ত্রিবর সাহাবুদ্দীনের উপর এবং বাকী তিন কোটি টাকার পরিকল্পনার দায়িত্ব অর্পিত হয় অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগের তৎকালীন বড়কর্ত্তা মেজর জেনারেল ওয়েকলির উপর। বড় নৌকাগুলির জন্য নৌকাপিছু ছয় হাজার টাকা এবং আরও বড় অর্থাৎ দুই হাজার মণী নৌকাগুলির জন্য নৌকাপিছু ২৩ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়।

মজার কথা এই যে, ঠিকাদারী পাইলেন যাঁহারা তাঁহারা জীবনে এই সকল কার্য্য করেন নাই। লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর পেটোয়া লোকদের অনেকে ঠিকাদারী পাইলেন। একজন ঠিকাদার বিভিন্ন নামে দশটী ঠিকাদারী পাইলেন এবং সকলে বিপুল পরিমাণে অগ্রিম বায়নাও পাইলেন। ক্রমে জরুরী প্রয়োজনের অজুহাতে ঠিকাদারীর নিয়ম কানুনও শিথিল হইল। দুই বৎসরের পুরাতন শাল কাঠের স্থলে অনেক নিকৃষ্ট কাঠ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইল এবং নৌকার আকারও ছোট করিতে দেওয়া হইল। শেষ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিল তাহা কলিকাতার নিকটে খাপার খালে গেলেই চোখে পড়িবে। এখানে দেশবাসীর বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত অসংখ্য নৌকা পড়িয়া রহিয়াছে এবং এইগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য প্রতি মাসে লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। নৌকাগুলি নাকি এমনই অব্যবহার্য্য যে, কোন ক্রেতা ঐগুলি ক্রয় করিতে—এমন কি ভাড়া করিতেও রাজী হয় নাই।

প্রকাশ, এই কেলেঙ্কারী ফাঁস হইয়া যাওয়ায় ভারত সরকার ব্রিগেডিয়ার আমেসকে তদন্তের জন্য পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনি নাকি রিপোর্টও পেশ করিয়াছেন।

আমরা আশা করি, ভারত সরকার এই রিপোর্ট প্রকাশ করিবেন এবং বাঙ্গলার দুর্গত জনসাধারণের অর্থ লইয়া যাহারা ছিনিমিনি খেলিয়াছে তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করিবেন। এ বিষয়ে বাঙ্গলার বর্ত্তমান গবর্ণর মিঃ কেসীও তাঁহার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। তিনি দেশবাসীকে প্রকৃত তথ্য জানাইবেন এবং অপরাধীদের শাস্তি দানের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াও আমরা আশা করি।

সম্পত্তি দখলের নূতন অর্ডিন্যান্স

কয়েকটী ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টকে সম্পত্তি দখলের ক্ষমতা দিয়া একটী নূতন অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছে। সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, প্রধানতঃ সামরিক উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বিভিন্ন স্থানে যে জায়গা-জমি বা অন্যান্য সম্পত্তি দখল করিয়াছিলেন সেগুলি প্রয়োজনমত গবর্ণমেণ্ট দখলে রাখিতে পারিবেন। হয়ত গবর্ণমেণ্ট কোন স্থানে কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। কারখানা চালু রাখা উচিত বিবেচিত হইলে কারখানার তলস্থ ও সংলগ্ন জমি গবর্ণমেণ্ট আর ফেরৎ দিবেন না। জমি দখলের সময় জমির যে বাজারদর ছিল মালিককে তদনুযায়ী দাম দেওয়া হইবে। অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কেও একইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। কোন সম্পত্তি পূর্ব্ববৎ অবস্থায় ফেরৎ দিতে হইলে যদি অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সে সম্পত্তি ফেরৎ দিবেন না। এই নূতন অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য ভাল হইলেও ইহা সমালোচনার অতীত নহে। প্রথমতঃ, সম্পত্তি দখলকালে যে বাজারদর ছিল সেই দর অনুযায়ী মালিককে দাম চুকাইয়া দিলে বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতির সময় মালিকরা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, কোন সম্পত্তি পূর্ব্ববৎ অবস্থায় ফেরৎ দিতে হইলে যদি খুব বেশী খরচা পড়ে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা দখলে রাখিবেন। অর্ডিন্যান্সের এই ধারাটী অদ্ভুত বলিয়াই মনে হয়। কোন ব্যক্তির কোন মূল্যবান সম্পত্তি দখল করিয়া এই সোজা অজুহাতে ফেরৎ না দিবার বা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দিবার অর্থ সেই ব্যক্তিকে কার্য্যতঃ বঞ্চিত করা।

তৃতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্ট কোন জায়গা বা সম্পত্তি দখল করিয়া রাখার ফলে যদি এক বা একাধিক লোক স্থায়ী বাসস্থান, চাষের জমি প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অন্যত্র তাহাদের বাসস্থান ও চাষের জমি প্রভৃতি দিয়া ক্ষতিপূরণ করা উচিত, নচেৎ কেবলমাত্র টাকা দিয়া এই ধরণের অনেক সমস্যার সমাধান অনেক ক্ষেত্রেই করা যাইবে না।

দেশীয় রাজ্যে বাড়তি চাউল

বাঙ্গলার খাদ্য-সমস্যা দূর করিবার জন্য ভারত সরকার ব্রহ্ম ও শ্যাম হইতে চাউল আনাইতেছেন। এদিকে 'ইণ্ডিয়ান ফাইনান্স' পত্রিকায় প্রকাশ যে, শোনপুর ও পাটনা এই দুইটী দেশীয় রাজ্যে চাউলের প্রাচুর্য্যবশতঃ দর অত্যন্ত নামিয়া যাওয়ায় কৃষকরা বিপদে পড়িয়াছে। উক্ত দেশীয় রাজ্য দুইটী মোট পাঁচ লক্ষ মণ চাউল রপ্তানী করিতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্ত্তমানে পাঁচ টাকা মণ দরে ঐ চাউল পাওয়া যায়, তবে ব্যাপকভাবে ক্রয় করিলে দর বৃদ্ধি পাইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া আট দশ টাকা মণ দরে ঐ বাড়তি চাউল ক্রয় করা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এই উদ্বৃত্ত চাউল ক্রয় করা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারেন। অল্প পরিমাণ চাউলের ঘাটতি মিটাইতে হইলে বাঙ্গলার অতি নিকটে অবস্থিত এই দেশীয় রাজ্য দুইটীর বাড়তি চাউল ক্রয় করাই যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য, উল্লিখিত দেশীয় রাজ্য দুইটীর কর্ত্তৃপক্ষের চাউল ক্রয় করা সম্পর্কে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত হইবে, কারণ বাঙ্গলা সরকারের চাউল ক্রয়ের অজুহাতে অসাধু ব্যবসায়ীরা চাউল গুদামজাত করিয়া চাউলের দর বাড়াইয়া দিতে পারে। উহার ফলে জনসাধারণ বিপন্ন হইবে এবং বাঙ্গলা সরকারও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন।

ইউনাইটেড
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
—শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পাটনা সিটি শাখা
(৩০শে নভেম্বর '৪৫) খোলা হইয়াছে।
পে-অফিস : মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

বৃটিশ ধনিকদের আতঙ্ক

কংগ্রেসের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিটি বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে যে সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে এ দেশের ইংরাজ ধনিকগণ বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভার সভাপতিরূপে স্যার রেনউইক হ্যাডো তাঁহার অভিভাষণে বেশ পরিষ্কারভাবেই এই উদ্বেগ ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। কংগ্রেস পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশের মধ্যে তিনি পক্ষপাতিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। কথাটা 'ভূতের মুখে রাম নামের' মত শুনাইতেছে। রক্ষাকবচের নামে বৃটিশ পুঁজির স্বার্থ কি ভাবে এদেশে রক্ষিত হয় তাহা কাহারও অজানা নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টের এই পক্ষপাতিত্বের ফলে আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেই পারিল না। অথচ স্যার হ্যাডো আজ উল্টা সুর ধরিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করিলে এবং বিদেশী পুঁজি পরিহার করিলে ভারতের সর্ব্বনাশ হইবে। স্যার আর্দ্দেশির দালালের বিরুদ্ধেও তিনি অভিযোগ করিতে ভুলেন নাই। শাসনতন্ত্রে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা বহাল থাকিলে ভারতের শিল্পোন্নতি বাধাহীনভাবে অগ্রসর হইতে পারে না, স্যার দালাল এই কথা বলায় স্যার হ্যাডো বড়ই রুষ্ট হইয়াছেন। তবে ভারতীয় পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া এবং সম্ভবতঃ কংগ্রেস কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট গঠনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইতে থাকায় স্যার হ্যাডো বেশী গরম মেজাজ দেখান নাই, বরং উদারভাবে বলিয়াছেন যে, তাঁহার মতে রক্ষাকবচ সত্ত্বেও ভারতের শিল্পোন্নতি অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইবে এবং এই উন্নতিতে বাধাদানের নীতি তাঁহারা কখনই অবলম্বন করিবেন না।

রক্ষাকবচের আড়ালে থাকিলে তাঁহাদের সুবিধা আছে জানিয়াই স্যার হ্যাডো উহার গুরুত্ব ধামাচাপা দিতে চাহিয়াছেন। স্যার আর্দ্দেশির দালাল রক্ষাকবচ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ভারতের জনমতের প্রতিধ্বনি মাত্র। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে ভারতীয় জনসাধারণ কখনই এই রক্ষাকবচ থাকিতে দিবে না।

বিদেশী পুঁজি সম্বন্ধে কংগ্রেস পরিকল্পনা কমিটি জনমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। বিদেশী পুঁজি বর্জ্জনের কথা কখনও তাঁহারা তুলেন নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীনভাবে তাহার প্রয়োজন অনুসারে বিদেশী পুঁজি গ্রহণ বা নিয়োগ করিবে, কোন বিদেশী শক্তির নির্দ্দেশে নহে—ইহাই কংগ্রেসের কথা। ইহাতে স্যার হ্যাডো আপত্তির কি কারণ খুঁজিয়া পাইলেন এবং আফ্রিকা, ব্রহ্ম ও সিংহলে নিয়োজিত ভারতীয় পুঁজি সম্বন্ধে কটাক্ষ করিবারই বা কি হেতু তাঁহার আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। উক্ত দেশগুলির জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট যদি চায় তাহা হইলে ভারতীয় পুঁজি প্রত্যাহার করা হইবে। বৃটিশ ধনিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কোথাও বেয়নেটের আগায় ভারতবর্ষ তাহার পুঁজি খাটাইতে যাইবে না, এ বিষয়ে স্যার হ্যাডো নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

ভারতবর্ষে কলকারখানা স্থাপন করিয়া পুঁজি খাটাইবার জন্য বৃটিশ ধনিকরা যে খুবই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন তাহা স্যার হ্যাডো বলিয়াই ফেলিয়াছেন। কাজেই তাঁহার উষ্মা ও উদ্বেগের কারণ বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ভারত সরকারের খাদ্যবিভাগ

ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় খাদ্যবিভাগের কর্ম্মনৈপুণ্য বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হইতেছে। পৃথিবীতে কোথাও নাকি খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে এত বড় কেন্দ্রীয় সংগঠন আর নাই। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় খাদ্যবিভাগ ভারতের ৫৩৩টী সহরের ৫ কোটী ৫০ লক্ষ লোকের জন্য খাদ্য রেশনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কৃতিত্বের কথা সন্দেহ নাই, তবে কত লোক অনাহারে মরিবার ও অর্দ্ধাশনে জীবন্মৃত হইবার পর এই ব্যবস্থা চালু হইয়াছে, রেশনের 'কাঁকরমণি' চাউল ও পচা চাউল খাইয়া কত লোক রোগগ্রস্ত হইয়াছে, জনসাধারণের ক্রয়শক্তির তুলনায় রেশনের চাউলের দর কতখানি এবং এ যাবৎ কি পরিমাণ চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য পচিয়া নষ্ট হইয়াছে তাহার হিসাব সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিলে আমরা বাধিত হইতাম।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক

ভারতবর্ষ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করিয়া মার্কিন গবর্ণমেণ্ট ভারত সরকারের নিকট একটী পত্র প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারতবর্ষ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক নিবিড় করার পক্ষপাতী ভারত সরকার তথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কখনই ছিলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ১৯৩৮ সালে মার্কিন গবর্ণমেণ্ট ভারত সরকারের নিকট বাণিজ্য-চুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারত সরকার তাহা একেবারেই ধামাচাপা দেন। শ্রীযুক্ত গগনবিহারী লাল মেটা আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই গোপন খবর ফাঁস করিয়া দেন। বৃটিশ ধনিকদের স্বার্থরক্ষার জন্যই ভারত সরকার এইরূপ অদ্ভুত আচরণ করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্র। শিল্প জগতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সকলের শীর্ষদেশে। কাজেই বৃটেনের পক্ষে মার্কিন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সহিত প্রতিযোগিতা করা সহজ হইবে না বুঝিয়াই ভারতবর্ষ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি করিতে দিতে ভারত সরকার এযাবৎ রাজী হন নাই। ইহার ফলে ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ও হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ঘনিষ্ট বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষ নানা দিক হইতে লাভবান হইবে। প্রথমতঃ, শিল্পজাত পণ্যসমূহের জন্য ভারতবর্ষকে শুধু বৃটেনের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ তাহার নিজের কৃষিজাত ও অন্যান্য পণ্য বিক্রয়ের একটী বিরাট ও সমৃদ্ধিশালী বাজার পাইবে। তৃতীয়তঃ, কারখানার যন্ত্রপাতি (capital goods) প্রভৃতি আমদানীর যে সমস্যার ফলে ভারতীয় শিল্প পঙ্গু হইতে বসিয়াছে তাহা দূর হইবে। পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে পরাজিত জাপানের কোন অস্তিত্ব না থাকায় এবং চীনের দুর্গতির অবসান না হওয়ায় এশিয়ায় এখন ভারতবর্ষই শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা লক্ষ্য করিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ-চুক্তির পর ভারত সরকারের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব ধামাচাপা দেওয়া বা অগ্রাহ্য করা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও জানাইয়া দিতে চাই যে, ভারতীয় জনসাধারণ ভারত সরকারের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ আর বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নহে।

কাপড়ের ঘাটতি এবং গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা !

"বর্ত্তমানে সকলপ্রকার কাপড়ের ঘাটতি এবং সেজন্য ভারতীয় কলসমূহের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা সন্দর্শনে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার আশা আমরা করিয়াছিলাম। ভারতলক্ষ্মী সিল্ক ও কটন মিলস্ লিমিটেড সংগঠিত হওয়ায় আমাদের অনুমান সত্যই হইয়াছে। জনসাধারণের জন্য এই কোম্পানী ১০৲ মূল্যের ১,১০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার ও ২৫৲ মূল্যের শতকরা ৭৲ লভ্যাংশসহ ৩২,০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি করিতেছেন। ডাইরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ১০৲ টাকা মূল্যের ৪০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা।"

—"ক্যাপিট্যাল" ১১ই অক্টোবর, '৪৫

ভারতলক্ষ্মী সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড

টেলিগ্রাম— 'HONEYCOMB'

* রেজিষ্টার্ড অফিস *
৫১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

ফোন— কলিঃ ৩৩৮১

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য-চুক্তির প্রশ্ন নিশ্চয়ই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশনেই যাহাতে এই বাণিজ্য-চুক্তি পাকাপাকিভাবে স্থির হইয়া যায় তাঁহারা ও ভারত সরকার তাহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

ক্ষতিপূরণে ভারতের অংশ

মিত্রশক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণ পরিষদ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পশ্চিম জার্ম্মানীর ২৬টী কারখানা ভারতবর্ষ সহ ১৯টী মিত্রশক্তির মধ্যে ভাগ করিয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধে ভারতবর্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং এই ক্ষতিপূরণের জন্য ভারতবর্ষকে অনুগ্রহ করিয়া কিছু দেওয়া হইয়াছে জানিয়া আমরা খুসী হইয়াছি। ভারতে-নূতন নূতন কারখানা স্থাপনের প্রয়োজন ও ক্ষেত্রও রহিয়াছে। তবে কি ধরণের কারখানা ভারতের অংশে জুটিল তাহা জানিতে পারিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম।

গুড় উৎপাদন সম্পর্কে বিধিনিষেধ

উপযুক্ত পরিমাণ ইক্ষুর যোগান না পাওয়ায় গত ১৯৪৪-৪৫ সালে বাঙ্গলার ৮টি চিনির কলের মধ্যে ৪টির কাজ বন্ধ ছিল। যে ৪টি চিনির কল চালু ছিল তাহাতেও রীতিমতভাবে চিনি উৎপাদনের কাজ পরিচালনা সম্ভবপর হয় নাই। বাংলার চিনির কলসমূহের এই অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের সুবিধার্থ বেঙ্গল গুড়, সুগার এণ্ড সুগার কণ্ট্রোল অর্ডার (১৯৪৩) নামক এক-অর্ডার জারী করিয়াছেন। বাঙ্গলার চিনির কল-সমূহ যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ ইক্ষুর যোগান পাইতে পারে সেজন্য বাংলা সরকার ঐ অর্ডারে প্রত্যেক কলের জন্য এক একটি এলাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ঐ নির্দ্দিষ্ট এলাকায় গত ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ইক্ষু হইতে গুড় তৈয়ার নিষিদ্ধ ছিল। ১৬ই ডিসেম্বর হইতে গ্রামাঞ্চলে ইক্ষু হইতে গুড় তৈয়ারের পুনরধিকার কৃষকেরা পাইয়াছে। কিন্তু ঐ গুড় তাহারা নির্দ্দিষ্ট এলাকার বাহিরে অন্য কোথাও রপ্তানী করিতে পারিবে না বলিয়া তাহাদের উপর একটি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হইয়াছে।

বাঙ্গলার চিনির কলসমূহকে রীতিমত কাজ চালাইবার সুযোগ দিয়া উহাদের উৎপাদন যথোচিত বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হউক তাহা আমরা চাই। সেজন্য ইক্ষুর যোগান পাইবার সুবিধা প্রসারিত করাও আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ইক্ষু হইতে গুড় তৈয়ার ও সেই গুড় অন্যত্র চালান দেওয়া সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত অর্ডার দ্বারা যে বিধিনিষেধ জারী করিয়াছেন তাহা আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। চিনির কল-সমূহ যে ইক্ষু ক্রয় করিবে গবর্ণমেণ্ট তাহার নিম্ন-তম মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন মণ প্রতি এক টাকা। একজন কৃষকের জমিতে যদি ৮ মণ ইক্ষু উৎপন্ন হয় তবে ঐ হিসাব অনুযায়ী তাহার ৮ টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু কলসমূহে ইক্ষু পৌঁছাইয়া দিবার একটা খরচ আছে। তাহা ছাড়া কলসমূহে যে ইক্ষু প্রেরণ করা হইবে চলাচলের সময়ে ইক্ষু শুকাইয়া গিয়াও তাহাতে প্রেরিত ইক্ষুর ওজন মণ প্রতি ৫ সের কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। উহাতে বিক্রয়যোগ্য ইক্ষুর মোট পরিমাণ দাঁড়াইবে শেষ পর্য্যন্ত ৭ মণ। ঐ সব ধরণের ক্ষয়-ক্ষতি বাদ দিলে উৎপন্ন ৮ মণ ইক্ষু বাবদ ৮ টাকার চেয়ে কম মূল্য নিয়াই কৃষককে ঘরে ফিরিতে হইবে। অপর দিকে গ্রামাঞ্চলে গুড়ের মূল্য বর্ত্তমানে যেরূপ বেশী তাহাতে চিনির কলে ইক্ষু বিক্রয় না করিয়া উহা হইতে নিজের বাড়ীতে গুড় তৈয়ারের ব্যবস্থা করিলে কৃষকেরা উৎপন্ন ইক্ষু হইতে অনেক বেশী আয় করিতে পারে। ৮ মণ ইক্ষু হইতে সাধারণতঃ দেড় মণ গুড় পাওয়া যায়। প্রতি মণ গুড়ের দর ১৫ টাকা ধরিলে তাহাতে ৮ মণ ইক্ষু হইতে কৃষকের আয় দাঁড়ায় ২২॥০ টাকা। গুড়ের মণ-প্রতি দর ২০ টাকা ধরিলে সেই আয় ৩০ টাকায় পৌঁছিবার কথা। কৃষক পরিবারের মেয়ে পুরুষ সকলে মিলিয়া ইক্ষু হইতে গুড় তৈয়ারের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। সেজন্য তাহাদের আলাদা খরচ নাই। একমাত্র খরচ ইক্ষু মাড়াই-বার কলের ভাড়া। সেই খরচ বাদ দিলেও চিনির কলে ইক্ষু বিক্রয়ের চেয়ে ইক্ষু হইতে গুড় উৎপাদন করিয়া কৃষক তাহা দ্বারা অনেক বেশী আয় করিতে পারে, সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া অন্য কয়েকটি সুবিধাও আছে। চিনির কলে ইক্ষু বিক্রয় করিলে ইক্ষুর অগ্রভাগটা রাখিয়া দেওয়া চলে না। বাড়ীতে ইক্ষু মাড়াইবার ব্যবস্থা হইলে সেই অগ্রভাগটা কৃষকেরা গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে। তাহা ছাড়া বাড়ীতে ইক্ষু মাড়াইবার কাজ পরি-চালিত হইলে ইক্ষুর পরিত্যক্ত ছোবড়াটা জ্বালানী হিসাবে কৃষক পরিবারের লোকেরা কাজে লাগাইতে পারে। চিনির কলে ইক্ষু বিক্রয় করিলে সে সুবিধা তাহারা পাইবে না। কাজেই সকল দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে মণ প্রতি ১ টাকা মূল্যে চিনির কলে ইক্ষু বিক্রয় করার চেয়ে বাড়ীতে ইক্ষু হইতে গুড় উৎপন্ন করা বর্ত্তমান সময়ে কৃষকদের পক্ষে অনেক বেশী লাভজনক বলা চলে। গবর্ণমেণ্ট সে কথা বিবেচনা না করিয়া গত ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যেভাবে কৃষকদিগকে চিনির কলে তাহাদের উৎপন্ন ইক্ষু বিক্রয় সম্পর্কে বাধ্য করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের পক্ষে খুবই অসমীচীন হইয়াছে।

১৬ই ডিসেম্বর হইতে কৃষকেরা নিজেদের উৎপন্ন ইক্ষু হইতে গুড় তৈয়ার করিবার অধিকার পাইয়াছে সত্য, কিন্তু ঐ গুড় নির্দ্দিষ্ট এলাকার বাহিরে রপ্তানী করা তাহাদের পক্ষে আজ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ আছে। উৎপন্ন গুড়ের বাজার এই ভাবে সীমাবদ্ধ রাখায় তাহার দাম পড়িয়া যাওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে। সরকারী বিধিব্যবস্থার জন্য সকল দিক দিয়াই কৃষকদের যে ক্ষতির কারণ ঘটিতেছে তাহাতে আগামী বৎসর তাহারা ইক্ষুর চাষ সম্পর্কে আর তেমন কোন গরজ বা আগ্রহ দেখাইবে কি না সন্দেহের বিষয়। যদি তাহা হয় তবে যে চিনির কলসমূহের সুবিধার্থ গবর্ণমেণ্ট বেঙ্গল গুড়, সুগার এণ্ড সুগার প্রডাক্টস্ অর্ডার জারী করিয়াছেন আগামী বৎসর হইতে উপযুক্ত ইক্ষুর অভাবে সেই চিনির কলসমূহকে আরও বেশী দুঃখ-দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইতে হইবে। কাজেই একদিকে কৃষকদের স্বার্থ ও অপর দিকে চিনির কলসমূহের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া আমরা গবর্ণমেণ্টকে ঐরূপ অনুচিত বিধিব্যবস্থা উঠাইয়া লওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যদি ঐ ধরণের অর্ডার বলবৎ রাখি-তেই হয় তবে কৃষকের সুবিধার জন্য অন্ততঃ ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা গবর্ণ-মেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হইবে।

আমাদের তৈরী

রবারের জিনিষ

রবার ক্লথ * হট্‌ওয়াটার ব্যাগ * আইস্‌ব্যাগ * এয়ার কুশন
এয়ার রিং * হাওয়াভরা বালিস * ডাক্তারী দস্তানা
গামবুট * ওভার-শু * ওয়াটারপ্রুফ্ হোল্ডল্ ইত্যাদি।

যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির দরুণ সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী
সরবরাহ করা এতদিন আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের
চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে সক্ষম হইব।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা * * বোম্বাই * * নাগপুর

মোটর শিল্পে ইঙ্গ-ভারত সহযোগিতা

বিখ্যাত বৃটিশ শিল্পপতি ম্যুফিল্ড এবং ভারতের খ্যাতনামা শিল্পপতি বিড়লা যুক্তভাবে ভারতে মোটর নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করিতেছেন। বিড়লা-ম্যুফিল্ড সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান মোট চার কোটি টাকা মূলধন লইয়া কাজ সুরু করিতেছেন। সম্প্রতি ম্যুফিল্ড কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা স্যার মাইলস্ টমসন এই শিল্প সম্পর্কে ব্যবস্থাদি করিবার জন্য ভারতে আসিয়াছেন। ওখা বন্দর ও কলিকাতায় দুইটী কারখানা স্থাপিত হইবে বলিয়া তিনি আভাষ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেছেন তাহা ভারতবর্ষে ভারতবাসীদের জন্য ভারতীয়দের দ্বারা নির্ম্মিত মোটরকার সরবরাহ করিবে।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, বিদেশী পুঁজি এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ভারতে প্রয়োজনীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু স্থায়ী-ভাবে বিদেশী পুঁজি বা বিশেষজ্ঞ নিয়োগে আমাদের আপত্তি আছে। বিদেশী পুঁজি কি ভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে তাহার বিষময় অভিজ্ঞতা আমাদের আছে এবং অন্যান্য দেশের শোচনীয় অভিজ্ঞতার কথাও আমরা জানি। এ অবস্থায় ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে তখন কি সর্ত্তে বিড়লা ব্রাদার্স ম্যুফিল্ড কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন তাহা আজও আমরা জানিতে পারি নাই। কাজেই এ সম্বন্ধে কোনরূপ সুনির্দ্দিষ্ট মন্তব্য করিতে আমরা অপারগ। মোটর-শিল্প গঠনের জন্য বিড়লা ব্রাদার্সের উদ্যম প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁহারা কি ভাবে তাঁহাদের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতেছেন তাহা প্রকাশ না করায় নানারূপ ধারণার সৃষ্টি হইতেছে। আশা করি তাঁহারা অবিলম্বে এই সকল ধারণা দূর করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

জাহাজীদের বর্ণ-বৈষম্য

সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলির মধ্যে বর্ণ-বৈষম্যবোধ যে কিরূপ গভীর, আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক দপ্তর কর্ত্তৃক আহূত জাহাজীদের সমস্যাসংক্রান্ত আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকের প্রাথমিক আলোচনায় তাহা আর একবার প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত বৈঠকে শ্বেতাঙ্গ জাহাজীদের ন্যূনতম বেতন মাসিক ১৮ পাউণ্ড করিবার জন্য সুপারিশ করা হয়, কিন্তু কর্ম্ম-ক্ষমতা কম এই অজুহাতে কৃষ্ণাঙ্গ জাহাজীদের এই সুপারিশ হইতে বাদ দেওয়া হয়। ভারতীয় জাহাজীদের প্রতিনিধি লেঃ কমাণ্ডার আফতাব আলী ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং কয়েকটী সুচিন্তিত প্রস্তাবও উপস্থিত করেন। মিঃ আফতাব আলী বলেন যে, ২৯ জন ভারতীয় জাহাজী ২০ জন শ্বেতাঙ্গ জাহাজীর সমান কার্য্য করে। অতএব মাহিনাও এই ভিত্তিতে নির্দ্ধারণ করা হউক। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। অতঃপর তিনি বলেন যে, কৃষ্ণাঙ্গ জাহাজীরা দশ বৎসর পরে শ্বেতাঙ্গ জাহাজীদের সমান বেতন পাইবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক। তিনি বলেন যে, নিকৃষ্ট খাদ্য, উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব—এক কথায় দারিদ্র্যই ভারতীয় জাহাজীদের কর্ম্মক্ষমতা হ্রাস পাইবার কারণ। দশ বৎসরের মধ্যে এই অবস্থার অবসান হইলে ভারতীয় জাহাজীরা শ্বেতাঙ্গ জাহাজীদের সমকক্ষ হইবে। এ-প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করা হয়। মিঃ আফতাব আলীর দুইটী প্রস্তাবই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। এগুলি কেন অগ্রাহ্য করা হইল তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে বোধগম্য হয় না। মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় জাহাজীরা জীবন দিয়া এবং জীবন বিপন্ন করিয়া বিজয়ী শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলির জয়লাভে সাহায্য করিয়াছে। আজ তাহারই প্রতিদানে বিজয়ী শ্বেতাঙ্গ জাতির প্রতিনিধিরা বেতন সংক্রান্ত সাধারণ অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন। অনেক বিবেচনা করিয়া তাঁহারা "সম্মিলিত সমতা" নামক একটী চমৎকার পরিকল্পনা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের সুপারিশ অনুযায়ী একটী জাহাজে শ্বেতাঙ্গ জাহাজীরা মোট যত বেতন পাইবে কৃষ্ণাঙ্গ জাহাজীরাও ঠিক সেই পরিমাণ বেতন পাইবে। বৃটিশ জাহাজগুলিতে প্রায় ৫০ হাজার ভারতীয় জাহাজী কাজ করে অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক জাহাজেই ভারতীয় জাহাজীর সংখ্যা বেশী, কাজেই এই চমৎকার "সমতার" অর্থ কি তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ভারতের খনিজ সম্পদ

খ্যাতনামা ভূতত্ত্ববিদ এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর স্যার সিরিল ফক্স ভারতের খনিজ সম্পদ জাতীয়করণের উপর খুব জোর দিয়াছেন। অবশ্য, তিনি বলিয়াছেন যে, সরকারী নিয়ন্ত্রণে খনিসমূহ পরিচালনার ভার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে দেওয়া যাইতে পারে। ডাঃ ফক্স গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় প্রথম শ্রেণীর গবেষণাগারসমূহ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে ভারতের খনিজ সম্পদ আহরিত হইলে ভারতবর্ষ নানাদিক হইতে লাভবান হইবে সন্দেহ নাই, কাজেই এ বিষয়ে ডাঃ ফক্সের সহিত আমরা একমত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও এই প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য, ডাঃ ফক্স গবর্ণমেণ্ট বলিতে যদি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে ভারতের ক্ষতি ছাড়া লাভের কোন আশা নাই। রেলওয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া রেশনিং পর্য্যন্ত সর্ব্ব বিষয়ে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মদক্ষতা ও শুভবুদ্ধির উপরও কাহারও ভরসা নাই।

যাহা হউক, ডাঃ ফক্স ভারতের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি লক্ষ্য করিবার মত। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতে যে পরিমাণ লৌহের আকর আছে পৃথিবীর কোথাও সেই পরিমাণ লৌহের আকর নাই। অথচ ভারতে বৎসরে মাত্র দশ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত হয়। ভারতের কয়লাসম্পদ বিবেচনা করিলে ভারতে এক কোটি টন ইস্পাত উৎপাদিত হইতে পারে। ডাঃ ফক্স দেখাইয়াছেন যে, ভারতে লক্ষ

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

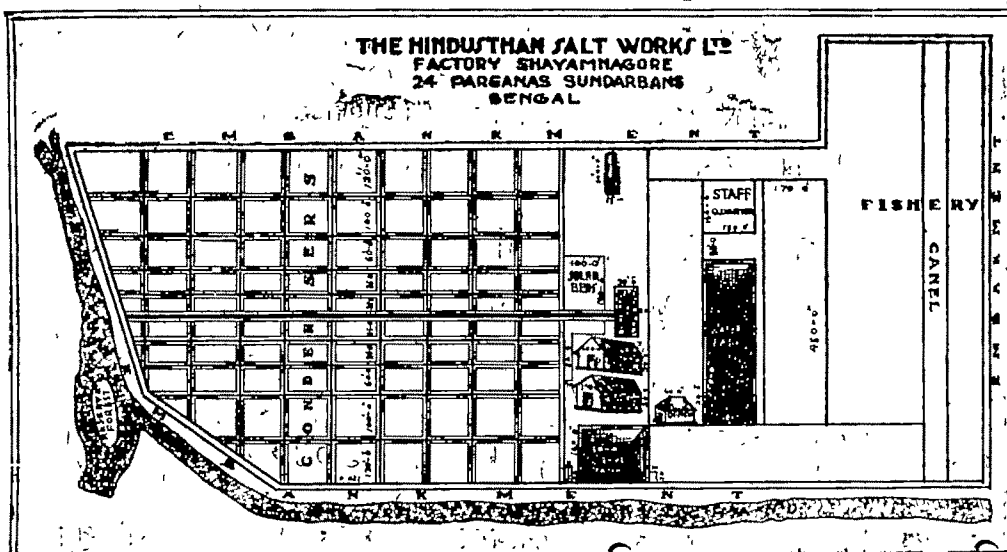

১০৲ মূল্যের শেয়ার এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে।

প্রতিপত্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।

শ্রীসুরেশ্বর ঘোষ
ম্যানেজিং এজেণ্ট
ফরওয়ার্ড এজেন্সী

হেড অফিস—৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

লক্ষ টন বক্সাইট আছে, কিন্তু ভারতে এ পর্য্যন্ত মাত্র একটী এলুমিনিয়মের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভারত সরকারের একজন প্রাক্তন কর্ম্মচারী যে তথ্যগুলি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকারের লজ্জা অনুভব করা উচিত।

রেলওয়ে শ্রমিক ও গবর্ণমেণ্ট

রেলওয়ে শ্রমিকদের ব্যাপক ছাঁটাই-এর আশঙ্কায় শ্রমিকরা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই ধর্ম্মঘট আরম্ভ করা সম্পর্কে আলোচনা সুরু হইয়াছে। নিখিল ভারত রেলওয়ে শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষ হইতে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত কোন শ্রমিককেই কর্ম্মচ্যুত না করিবার দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রচারিত একটী ইস্তাহারে রেলওয়ে শ্রমিক ফেডারেশনের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই দাবী মানিয়া লওয়ার অর্থ অস্থায়ীভাবে কাজে নিযুক্ত যে কোন লোককে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দান করা। রেলওয়ে বিভাগ এই ধরণের প্রস্তাব কখনই মানিয়া লইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকরা যদি উপযুক্ত কাজ না পায় অথবা কাজ পাইয়াও গ্রহণ করিতে রাজী না হয় তাহা হইলে দিনমজুরীতে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতি মাসের জন্য (যত মাস কাজ হইয়াছে তাহা হিসাব করিয়া) এক দিনের বেতন এবং পুরা এক বৎসর বা ততোধিক কাল যাহারা কাজ করিয়াছে তাহাদের প্রতি মাসের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ বোনাস হিসাবে দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত তাহারা কর্ম্মচ্যুত হইবার পর আরও এক মাস রেলওয়ে দোকানগুলি হইতে সুবিধাদরে খাদ্য-দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সুযোগ পাইবে। তৃতীয়তঃ, কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের কাজ দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

সরকারী ইস্তাহারে আশ্বাস দিয়া বলা হইয়াছে যে, সাড়ে আট লক্ষেরও অধিক শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর মধ্যে বর্ত্তমানে মাত্র আট হাজার লোককে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে বা হইতেছে এবং বর্ত্তমান বৎসরে অথবা ১৯৪৬ সালেও খুব বেশীসংখ্যক লোক কর্ম্মচ্যুত হইবে না বলিয়া তাঁহারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। ভারত সরকারের নীতি অনুযায়ী রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সামরিক কাজে যাহারা যোগ দিয়াছিল তাহাদের কাজ দিবেন, কাজেই সৈন্যবাহিনী বা সামরিক বিভাগ হইতে যে হারে লোক ছাঁটাই হইবে রেলওয়ের শ্রমিক ছাঁটাইও তাহার উপর নির্ভর করিবে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রেলওয়ে বিভাগ কিছু বলিতে পারেন না।

সরকারী ইস্তাহার পাঠ করিলে কিছুমাত্র আশ্বাস পাওয়া যায় না। রেলওয়ে বিভাগের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্ট যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহা এতই দুর্ব্বল যে, সমালোচনা করা বাহুল্য বলিয়াই মনে হয়। প্রথমতঃ, রেলওয়েতে শ্রমিক ছাঁটাই হইবে এবং ব্যাপকভাবেই হইবে গবর্ণমেণ্ট তাহা কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কেবলমাত্র সংখ্যা ও সময়ের কিছু উনিশ-বিশ হইতে পারে। ইহার দ্বারা কি আশ্বাস পাওয়া যাইতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের যে হারে 'করুণা ভাতা' (Mercy Bonus) দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের অবস্থা চিন্তা করিয়া করুণারই উদ্রেক হয়। জনসাধারণের নিকট হইতে বিপুল মুনাফা পকেটস্থ করিয়া তাহাদেরই একটী দরিদ্র অংশকে এভাবে বঞ্চিত করার অর্থ কি? তৃতীয়তঃ, ভারত সরকার সামরিক বিভাগের কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদের কাজ দিবার জন্য খুবই ব্যগ্র, কিন্তু যে যুদ্ধ পরিচালনায় রেলওয়ে শ্রমিকদের দান কাহারও অপেক্ষা কম নহে তাহারা উপেক্ষিত হইতেছে কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। চতুর্থতঃ, কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের কাজ দিবার জন্য চেষ্টা করা হইবে এই ধরণের অস্পষ্ট ও অর্থহীন আশ্বাসদানের মূল্য কি?

ভারতে রেলওয়ে বিস্তারের বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে, বর্ত্তমান রেলওয়েগুলির উন্নতিবিধানে বহু কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, রেলওয়ের মুনাফা হইয়াছে প্রচুর; তথাপি এখনও একটী ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া কাজ সুরু করা হইতেছে না কেন? অযথা বাক্-বিস্তার না করিয়া গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে বিভাগকে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিলে শ্রমিক ছাঁটাই দূরের কথা আরও বহু সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগের দ্বারা বেকার সমস্যার অনেকখানি সমাধান হইত। সে পথ অনুসরণ না করিয়া গবর্ণমেণ্ট অকারণে শ্রমিক অশান্তি এবং জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি সাধিয়া ডাকিয়া আনিতেছেন।

দুর্লভ আকাশ

ভারতবর্ষ অনন্ত সৌন্দর্য্যের খনি,—বিশ্বের বিস্ময়। বিচিত্র প্রাকৃতিক সুষমা-সম্ভার বিশ্বধাতার অনুপম দান। চারুকলায়, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে কল্পনার বৈচিত্র্য ও রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য অপরূপ।

মিষ্টান্ন

পাকেও ভারতের দান অতুল। আজিও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা অটুট। ভারতীয় মিষ্টান্নের রসনা-তৃপ্তিকর মাধুর্য্যে সকল দেশের লোকই মোহিত। রসনায় ইহার মোহন পরশ একবার লাগিলে বিস্মৃত হওয়া যায় না। বর্ত্তমানে কলিকাতায় দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন রুচি-প্রকৃতির জনসমাজে ভারতীয় মিষ্টান্নের সমাদরই এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ।

ভারতীয় মিষ্টান্ন

রচনার পারিপাট্যে, উপাদান সমাহারে—তুষ্টি ও পুষ্টিকর সমভিব্যাহারে সুসভ্য জাতির যুগযুগান্তের অনুশীলনের অন্যতম নিদর্শন।

স্বাস্থ্য রক্ষার অনুকূল পরিবেশন, বিশুদ্ধ উপাদানে নিপুণ হস্তে প্রস্তুত, সংরক্ষিত ও পরিবেশিত

ভারতীয় মিষ্টান্ন

হৃদ্য খাদ্য ও রুচিকর পণ্য।

রচনা কৌশলী
নৈষ্ঠিক পরিবেশক

দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স
লিমিটেড

ভারতের বৃহত্তম মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান।

ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ-চুক্তি ও ভারতবর্ষ

ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঋণ-চুক্তি সম্বন্ধে গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে রয়টারের মারফতে যে সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশিত হয় তদবলম্বনে গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখের "আর্থিক জগতে" আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি এই সম্পর্কে অধিকতর তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত চুক্তির সহিত ভারতীয় স্বার্থকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করা হইয়াছে বিধায় আমরা এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করিতেছি।

আলোচ্য চুক্তির দশম ধারায় বলা হইয়াছে যে —যে সমস্ত দেশের মুদ্রা ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং মুদ্রার সহিত যুক্ত রহিয়াছে যুদ্ধের সময় সেই সমস্ত দেশের (Sterling Area Countries) যে পরিমাণ ষ্টার্লিং মুদ্রা ইংলণ্ডে মজুদ হইয়াছে এবং যাহা বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আটক (blocked) করিয়া রাখিয়াছেন তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করা হইবে। উহার মধ্যে এক ভাগ বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট অনতিবিলম্বে ছাড়িয়া দিবেন এবং পাওনাদার দেশগুলি উহাকে যে কোন মুদ্রায় রূপান্তরিত করিয়া তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে। আর এক ভাগ নির্দ্দিষ্ট কতিপয় বৎসরের কিস্তিতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট অনুরূপভাবে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইবেন। তবে কোন পাওনাদার দেশ ১৯৫১ সালের পূর্ব্বে এইভাবে প্রথম কিস্তির টাকা পাইবে না। তৃতীয় ভাগ—বর্ত্তমান ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তির ফলে বিভিন্ন দেশ যে সুযোগ-সুবিধা পাইবে তাহার বিনিময়ে বিভিন্ন পাওনাদার দেশ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিবে।

ভারতবর্ষ ষ্টার্লিং এরিয়ার অন্যতম দেশ বিধায় এই ধারা ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উক্ত ধারার সম্বন্ধে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, উহাতে ভারতবর্ষ উহার পাওনা ১৬ শত কোটী টাকার সমমূল্যের ষ্টার্লিংয়ের মধ্যে অনতিবিলম্বে মোট কি পরিমাণ ষ্টার্লিং ডলারে বা অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইবে তাহা বলা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের যে ষ্টার্লিং জমা হইয়াছে ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ-চুক্তিতে কল্পিত সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে ভারতবর্ষকে উহা হইতে মোট কত কোটী টাকার ষ্টার্লিং ছাড়ান দিতে হইবে তাহাও বলা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, প্রথম ও দ্বিতীয় দফার পর বাকী যে পরিমাণ ষ্টার্লিং ভারতবর্ষের পাওনা থাকিবে ১৯৫১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা ২০, ২৫ বা ৫০—কত বৎসরের কিস্তিতে ইংলণ্ড তাহা পরিশোধ করিবে তৎসম্বন্ধে চুক্তিতে কিছুই আভাষ দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক ভারতের পাওনা ১৬ শত কোটী টাকার মধ্যে উক্ত তিন দফার কোন্ দফায় কত কোটী টাকা ফেলা হইবে তাহা এবং কিস্তিবন্দী হিসাবে যে টাকা শোধ করা হইবে তাহার মেয়াদ কত বৎসর হইবে তাহা জানান না হইলেও নীতির দিক হইতে এই সর্ত্তগুলি আমরা বিবেচনা করিতে পারি।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক উহার পাওনা টাকার একটা অংশ ছাড়ান দিবার কথাই বিবেচনা করা যা'ক। উহার পূর্ব্বে—ইংলণ্ডে কি করিয়া ভারতবর্ষের ১৬ শত কোটী টাকা জমা হইল তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। অধুনা সমাপ্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে প্রত্যেক বৎসর ভারতবর্ষ ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে যে পরিমাণ টাকার মালপত্র আমদানী করিত তাহার তুলনায় ভারতবর্ষ এই দুই দেশে অনেক বেশী টাকার মালপত্র রপ্তানী করিত। উহার ফলে প্রত্যেক বৎসরই ভারতবর্ষের ইংলণ্ডে কিছু পরিমাণ ষ্টার্লিং এবং আমেরিকায় কিছু পরিমাণ ডলার মজুদ হইত। একথা সর্ব্বজনবিদিত যে, এক দেশের নিকট অন্য দেশের যে পাওনা দাঁড়ায় তাহা প্রধানতঃ পণ্যদ্রব্য, মজুরী বা স্বর্ণ দ্বারাই পরিশোধ হইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই দুই দেশে ভারতের যে পাওনা হইত তাহাও কার্য্যতঃ পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ দ্বারাই পরিশোধিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্যের আমদানী বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়, কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে উক্ত দুই দেশে পণ্যদ্রব্যের রপ্তানী সেরূপভাবে হ্রাস পায় নাই। উহার ফলে বহির্ব্বাণিজ্যের মারফতে উক্ত দুই দেশে যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় ভারতবর্ষের অনেক বেশী পরিমাণ ষ্টার্লিং ও ডলার মজুদ হইতে থাকে। এতদুপরি ভারতবর্ষ ইংলণ্ড ও আমেরিকার একটী প্রধান সমরকেন্দ্র হওয়ার ফলে এদেশেও আমেরিকান এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ-সরঞ্জাম ক্রয় করিতে এবং অগণিত মজুর ও কর্ম্মচারী রাখিতে বাধ্য হন। এই সমস্ত যুদ্ধ-সরঞ্জামের মূল্য এবং মজুর ও কর্ম্মচারীদের বেতন হিসাবেও যুদ্ধের এই কয় বৎসরে বৃটীশ ও আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারত সরকারের অনেক ষ্টার্লিং ও ডলার পাওনা হয়। উহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কত তাহা বলা কঠিন। তবে ডাঃ রাও তাঁহার "পোষ্টওয়ার রুপি" নামক পুস্তিকায় এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট নিজের এবং আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ভারতবর্ষে সামরিক ব্যয় হিসাবে মোট ১৩৮৫ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন। মোটামুটিভাবে এই টাকার সমপরিমাণ ডলার ও

THE UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

বিলিকৃত মূলধন— ৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ২ " "
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৭॥০ লক্ষ "

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্

মিঃ জি ডি বিড়লা (চেয়ারম্যান)
মিঃ এম এ ইস্পাহানি (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি সরাইয়া (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ অনন্তচরণ লাহা
মিঃ মহাদেও এল্ দহন্মুকর
মিঃ নবীনচন্দ্র মফৎলাল
মিঃ মদনমোহন আর রুইয়া
মিঃ মতিলাল তাপুরিয়া
মিঃ বৈজনাথ জালান
মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা
স্যার আদমজী হাজী দায়ুদ কে, টি

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ বি টি ঠাকুর (জেনারেল ম্যানেজার)

ভারতের সর্ব্বত্র এবং বাহিরে শাখা ও পে-অফিস আছে।

কলিকাতা মেন—ও এইচ্ ঘিওয়ালা, ম্যানেজার
বড়বাজার—জে পি সেনগুপ্ত, ম্যানেজার
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—এ পাল, ম্যানেজার
ভবানীপুর—এম্ এম্ ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার

ষ্টার্লিংকেই যুদ্ধের সময়ে ভারতে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মোট ব্যয়ের পরিমাণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, যদিও এই টাকার মধ্যে ভারতবর্ষে কানাডা, চীন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের সামরিক ব্যয় হিসাবেও কিছু টাকা থাকিতে পারে।

যাহা হউক ইংলণ্ডে কি করিয়া ভারতবর্ষের ১৬ শত কোটী টাকা জমা হইল এস্থলে তাহাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বিগত যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতেও ইংলণ্ড বহু সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিয়াছে। এই সমর-সরঞ্জামের বদলে ইংলণ্ড সাধ্যমত প্রত্যেক দেশকে স্বর্ণ এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি প্রদান করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে ইংলণ্ড উক্ত দেশ হইতে প্রাপ্ত যুদ্ধ-সরঞ্জামের বদলে উহার হস্তস্থিত প্রায় সমস্ত স্বর্ণ, উক্ত দেশে অবস্থিত ইংলণ্ডের প্রায় সমস্ত কলকারখানা, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী এবং আমেরিকার শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে ইংরাজদের যে সমস্ত শেয়ার ছিল তাহার প্রায় সমস্ত প্রদান করিবার পর ইংলণ্ড যখন আর কিছু দিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে তখনই যুক্তরাষ্ট্র ঋণ ও ইজারা আইনের বলে (Lend Lease Act) ইংলণ্ডকে সমর-সরঞ্জাম সরবরাহ করে। কানাডা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ থাকা সত্ত্বেও উক্ত দুই দেশ প্রথম প্রথম উক্ত দুই দেশের প্রদত্ত সমর-সরঞ্জামের বিনিময়ে উক্ত দুই দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের যে সমস্ত শেয়ার ছিল তাহা নিজের নামে কিনিয়া লয়। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনিগুলির শেয়ার —যাহা 'কাফির' বলিয়া খ্যাত এবং লণ্ডন ষ্টক এক্সচেঞ্জে যে সমস্ত শেয়ার স্বর্ণ মূল্যে বিক্রীত হইত তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ ইংরাজদের সম্পত্তি ছিল। যুদ্ধের সময়ে সমর-সরঞ্জামের বদলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই ৭৫ ভাগের মধ্যে ৫০ ভাগই ইংরাজদের নিকট হইতে কিনিয়া লইয়া তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে বাধ্য হন। এই ভাবে আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে স্বর্ণ, স্থাবর সম্পত্তি, শেয়ার ইত্যাদি দ্বারাই বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট উহাদের ক্রীত সমর-সরঞ্জামের মূল্য পরিশোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের বেলায় স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বিত হয়। যদিও ভারতবর্ষে চা-বাগান, কয়লার খনি, ট্রাম কোম্পানী, বিদ্যুৎ কোম্পানী, চটকল ও কাগজের কল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ইত্যাদিতে ইংরাজদের কমপক্ষে এক হাজার কোটী টাকার সম্পত্তি রহিয়াছে, তথাপি যুদ্ধের সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকার দৃষ্টান্ত অনুসারে ভারতে ক্রীত যুদ্ধ-সরঞ্জামের মূল্য বাবদ ভারতবর্ষকে এই সম্পত্তির একটা নগণ্য অংশও প্রদান করা হয় নাই। উহা না করিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতে উহাদের সমর-ব্যয়ের সাকুল্য টাকার সমপরিমাণ ষ্টার্লিং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় জমা দিয়াছেন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐ ষ্টার্লিংয়ের জামীনে নোট ছাপাইয়াছেন। এই নোট দ্বারাই ভারত গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য সরবরাহকারী মজুর, কেরাণী, কনট্রাক্টর ইত্যাদির পাওনা শোধ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টকে মালপত্র ও সমর-সরঞ্জাম সরবরাহ এবং উক্ত গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে কেরাণী, মজুর ইত্যাদি হিসাবে কাজ করিয়া উক্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারতবাসীর যে পরিমাণ টাকা পাওনা হইয়াছে, আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট তাহার সমপরিমাণ ডলার প্রদান করিলেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে ঐ ডলারের উপর হাত দিতে দেন নাই। উহারা ঐ ডলার দ্বারা আমেরিকা হইতে নিজেদের জন্য খাদ্যসামগ্রী ও সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিয়াছেন এবং এই ডলারের সমপরিমাণ ষ্টার্লিং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখাতে জমা দিয়া তাহার জামীনে নোট সংগ্রহ করতঃ তদ্দ্বারা আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারতীয় কনট্রাক্টর, কেরাণী ইত্যাদির পাওনা টাকা শোধ করিয়াছেন। ভারতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার দেনা উপরোক্তভাবে নোট দিয়া পরিশোধ করিবার ফলে ভারতে নোটের প্রচলন অত্যধিক বাড়িয়াছে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডনস্থিত শাখায় ভারতের বহুল পরিমাণ ষ্টার্লিং মুদ্রা মজুদ হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে লণ্ডনের বাজারে ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে গৃহীত ভারত গবর্ণমেণ্টের যে ৪৭৬ কোটী টাকা ঋণ ছিল উপরোক্তভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে সঞ্চিত ষ্টার্লিং মুদ্রা হইতে তন্মধ্যে ৪০০ কোটী টাকার মত ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট যে ষ্টার্লিং মুদ্রা মজুদ রহিয়াছে তাহার পরিমাণ হইতেছে ১৬ শত কোটী টাকা। এদিকে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে স্থলে ভারতে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ছিল মাত্র দুই শত কোটী টাকা—এক্ষণে তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১৯০ কোটী টাকা।

চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হওয়ায় যে সময়ে ভারতে বিদেশ হইতে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্য আমদানীর পথ রুদ্ধ হইয়াছিল, যখন ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধারণের ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে বাধা দিয়া ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে প্রধানতঃ যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুতকার্য্যে বাধ্য করা হইয়াছিল এবং যে সময়ে ভারতে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য স্বল্প পরিমাণ পণ্যদ্রব্যেরও বহুলাংশ সামরিক বিভাগের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইতেছিল সেই সময়ে ভারতের বাজারে ইংলণ্ড ও আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রীত সমর-সরঞ্জামের মূল্য স্বর্ণ, শেয়ার এবং ইংরাজ অধিকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দ্বারা শোধ না করিয়া নোট দ্বারা তাহা পরিশোধের ফলে ভারতের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। একদিকে ব্যবহারযোগ্য পণ্যদ্রব্যের চূড়ান্ত অভাব—অন্যদিকে প্রতিদিন জনসাধারণের হাতে অধিকতর পরিমাণে নোটের প্রচলন। উহার ফলে মানুষের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য গবর্ণমেণ্টের হিসাব মতে তিনগুণে এবং চোরাবাজারের হিসাব মতে ৫।৭ ও ক্ষেত্রবিশেষে ২০।২৫ গুণে পরিণত হয়। এরূপ অবস্থায় দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি—টাকার হিসাবে যাহাদের আয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই—তাহারা জীবিকা সংস্থানের উপযোগী পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হয়। এই অবস্থার দরুণ একমাত্র বাঙ্গলা দেশে ৫০ লক্ষ লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং উহার চতুর্গুণ লোক অর্দ্ধাশন ও শোক-দুঃখে দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হইয়া কর্ম্মক্ষমতা হারাইয়াছে। অধিকন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত নীতির ফলে—ভারতবর্ষ যুদ্ধের সময়ে দেশের শিল্পোন্নতির যে চূড়ান্তরূপ সুযোগ পাইয়াছিল তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই কর্ম্মনীতির জন্য অকালমৃত্যু, অকর্ম্মণ্যতা, দেশের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের স্বাস্থ্যের উপর অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া, অর্থনীতিক উন্নতির বর্ত্তমান ও সম্ভাবিত সুযোগনাশ ইত্যাদির ফলে টাকার হিসাবে ভারতবাসীর মোট কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অর্থনীতিকগণ হিসাব করিয়া স্থির করিবেন। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ৪ শত কোটী টাকা বিদেশী ঋণ শোধ করিয়া এবং লণ্ডনে ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে ১৬ শত কোটী টাকা মজুদ করিয়া ভারতের যে লাভ হইয়াছে তাহার তুলনায় ভারতের ক্ষতি হইয়াছে বহুগুণ বেশী।

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে—লণ্ডনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখাতে ভারতবাসীর যে ১৬ শত কোটী টাকা জমিয়াছে ভারতবাসী তাহার জীবন দিয়া, দেহকে রোগাক্রান্ত ও অকর্ম্মণ্য করিয়া, ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে দুর্ব্বল করিয়া এবং ভারতীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া—এক কথায় বহুগুণ অধিক স্বার্থত্যাগ করিয়া তাহার প্রত্যেকটি পয়সা অর্জ্জন করিয়াছে। উহার প্রত্যেকটী পয়সা ভারতবাসীর রক্তবিন্দু দ্বারা সৃষ্ট।

তিনখানি বিখ্যাত অনুবাদ-গ্রন্থ

আধুনিক সোভিয়েট গল্প

দ্বিতীয় সংস্করণে পাঁচটি নতুন গল্প সংযোজিত করা হয়েছে—আধুনিকতম লেখকের পাঁচটি যুদ্ধকালীন গল্প। এতে বইয়ের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দু-রকম মর্যাদাই অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে। আর তার উপরে অচিন্ত্যকুমারের অনবদ্য অনুবাদ। দাম ৩।০

পিরানদেল্লোর গল্প

ইতালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক লুইজি পিরানদেল্লোর শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন। গভীর বেদনারসে পরিপ্লুত গল্প, কখনো কখনো মধুরের আভাস এনে দেয়, কখনো বিদ্রূপের বাঁকা হাসি, কখনো বা অশ্রুজল। সম্পাদনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। নিজের ও অন্যের রচনা সম্বন্ধে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে রুচি এর উৎকর্ষের পরিমাপ। দাম তিন টাকা

লেডি চ্যাটার্লির প্রেম

ইউরোপীয় সাহিত্য-জগতে এর মতো ইদানিং আর কোনো উপন্যাস এতখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি বোধহয় করেনি। নীতিবাদীদের কড়া পাহারা সত্ত্বেও ডি. এইচ. লরেন্সের এই বই আজো যে জীবন্ত হয়ে আছে তার কারণ লরেন্সের অসামান্য বহ্নিদীপ্ত প্রতিভা। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অনিন্দ্য অনুবাদ। চারশো বত্রিশ পাতা। দাম ৪৲

• সিগ্‌নেট প্রেসের বই •

যে কোনো ভালো দোকানে পাওয়া যায়

১০/২, এলগিন রোড, কলিকাতা

এই পয়সার একটীও ভারতবাসী ইংরাজকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। আজ আমেরিকান ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে, ইঙ্গ-মার্কিন ঋণচুক্তির ফলে আমেরিকা হইতে কলকব্জা ক্রয়ের জন্য ভারতবাসী উহার সঞ্চিত ষ্টার্লিং ভাঙ্গাইয়া কিছু (কত এখনও বলা হয় নাই) ডলার পাইবে এবং এই সুবিধার বদলে ভারতবর্ষের উচিত উহার পাওনা টাকার একটা অংশ ইংলণ্ডকে ছাড়িয়া দেওয়া। উহার জবাবে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—যুদ্ধের এই কয় বৎসরে আমেরিকাতে আমদানীর অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর ফলে এবং ভারতীয় সমরক্ষেত্রে আমেরিকাকে যুদ্ধ-সরঞ্জাম যোগাইবার ফলে আমেরিকার নিকট ভারতের যে ডলার মুদ্রা পাওনা হইয়াছে তাহা কোন্ অধিকারে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আত্মসাৎ করিয়াছিলেন? বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যদি এইভাবে ভারতের পাওনা ডলার মুদ্রা আত্মসাৎ না করিতেন তাহা হইলে ভারতে অত্যধিক নোটের প্রচলন-জনিত পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু জনসাধারণ মশা-ছার-পোকার মত ভবলীলা সাঙ্গ করিত না এবং আজ ঐ ডলার দিয়াই ভারতবর্ষ তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত কলকব্জা আমেরিকা হইতে আমদানী করিতে পারিত। ভারতবর্ষের আজ যে ডলার মুদ্রার অভাব ঘটিয়াছে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থপরতাই তাহার কারণ। এরূপ অবস্থায় আমেরিকা কর্তৃক ইংলণ্ডকে ঋণ প্রদানের ফলে আজ যদি ভারত-বাসীর পক্ষে কিছু ডলার সংগ্রহ করিবার সুবিধাই হইয়া থাকে তাহা হইলে কোন্ নীতি ও যুক্তির বলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ঐ সুবিধার বিনিময়ে ভারত-বাসীকে তাহার ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করি-বার সাহস পান? বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যখন নিজ দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করি-বার উদ্দেশ্য লইয়া ভারতের পাওনা ডলার মুদ্রা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন এবং ভারতে ইনফ্লে-শনের সৃষ্টি করতঃ ভারতবাসীর মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তখন আমেরিকা উহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি জানায় নাই। উহার ফলে ভারতে যে সমস্ত লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং অন্য যে বহুবিধ অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে তজ্জন্য আমেরিকাও কম দায়ী নহে। সেই আমেরিকাই আজ ভারতবাসীর রক্ত দ্বারা গঠিত ষ্টার্লিং পাওনা হইতে ভারতকে বঞ্চিত করিবার জঘন্য প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছে। ইংরাজ সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে যাঁহারা আমেরিকাকে বন্ধু বলিয়া মনে করেন এই ব্যাপারে তাঁহাদের চক্ষু খুলিবে।

ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং মুদ্রার একাংশ মকুব করিয়া দিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম তাহার পর ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তির দশম ধারার অন্য দুইটী প্রস্তাব সম্বন্ধে—অর্থাৎ অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষ ষ্টার্লিংয়ের বদলে কি পরিমাণ ডলার পাইবে এবং যে পরিমাণ ষ্টার্লিং ১৯৫১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া কিস্তিবন্দী হিসাবে শোধ করা হইবে তাহা কত বৎসরে শোধ হইবে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার আগ্রহ নাই। যদি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র আস্থা থাকিত তাহা হইলে বলিতে পারিতাম যে, অনতিবিলম্বে আমা-দিগকে আমেরিকা হইতে কলকব্জা সংগ্রহের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ডলার দেওয়ার এবং কিস্তিবন্দী হিসাবে যে ষ্টার্লিং দেওয়া হইবে তাহা ১৯৪৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪।১৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা হউক। কিন্তু যাহারা দেশবাসীর চূড়ান্তরূপ স্বার্থত্যাগ দ্বারা অর্জ্জিত ষ্টার্লিংয়ের একটা মোটা অংশ বেমালুমভাবে হজম করিতে বদ্ধপরিকর তাহারা যে আমাদিগকে অনতিবিলম্বে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ডলার প্রদান করিবে এবং বাকী ষ্টার্লিং আগামী ১৪।১৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে রাজী হইবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

ভারতের ষ্টার্লিং পাওনার ব্যাপার আমাদিগকে আমাদের চূড়ান্তরূপ অসহায় অবস্থার কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ক্ষুদ্র দক্ষিণ আফ্রিকা বা কানাডা যাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে আমরা তাহাতেও অক্ষম। এই জন্যই জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন। যুদ্ধের সময়ে ভারতে যদি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতি-ষ্ঠিত থাকিত তাহা হইলে ঐ গবর্ণমেণ্ট ভারতে ক্রীত সমর-সরঞ্জাম ও মজুরীর বিনিময়ে আমে-রিকান ও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে স্বর্ণ ও ভারতে উহা-দের যে সমস্ত সম্পত্তি রহিয়াছে তাহা প্রদান করিতে বাধ্য করিত। তাহা হইলে ঐ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ষ্টার্লিং লইয়া উহার জামীনে ভারতে নোট ছড়াইতে দিত না। এরূপ অবস্থায় পণ্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া হেতু বাঙ্গলা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে লক্ষ লক্ষ লোককে মরিতে এবং উহা অপেক্ষা চতুর্গুণ লোককে রোগে-শোকে অকর্ম্মণ্য হইতে হইত না। জাতীয় গবর্ণ-মেণ্ট থাকিলে যুদ্ধের সময়ে আমেরিকাকে প্রদত্ত সমর-সরঞ্জামের বিনিময়ে উহা আমেরিকা হইতে কলকব্জা আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিত। উহার ফলে ভারতবর্ষ শিল্পে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত, ভারতবাসীর আয় বৃদ্ধি পাইত এবং দেশবাসীর জীবনযাত্রার প্রণালী উন্নততর হইত। তাহা হইলে আজ দেশবাসীকে দারুণ বেকার সমস্যার ভয়েও ম্রিয়মান হইতে হইত না।

আমরা যখনই কোন অর্থনীতিক সমস্যা আলো-চনা করি তখনই মনে হয় ভারতবাসীর সমক্ষে সবচেয়ে বড় সমস্যা বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ও উহার এজেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্ট। যতদিন এই গবর্ণমেণ্টের অবসান ঘটিয়া দেশে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা না হইবে ততদিন দেশবাসীর মঙ্গল নাই।

ইতর প্রাণিগণও পরস্পর সহযোগিতা ক'রে থাকে; কিন্তু তবুও মানুষ প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কারণ তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে। "সিটিজেন্স অব্ ইণ্ডিয়া"র সাহায্যে ভবিষ্যতের সংস্থান ক'রে আপনার দূরদৃষ্টির পরিচয় দিন।

চেয়ারম্যান—
রায় বাহাদুর রামেশ্বর নাথানী (দুধেওয়ালা)
জেনারেল ম্যানেজার:—
মিঃ পি এস, নারায়ণ
মিঃ বি, বি, মজুমদার, বি, এ; এল, এল, বি—ম্যানেজার
মিঃ এইচ চক্রবর্ত্তী, বি, এল—সেক্রেটারী

সিটিজেনস অব ইণ্ডিয়া
মিউচুয়াল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
কলিকাতা

টেলিগ্রাম:—Bankstock ফোন: Cal. 5226
হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ:—ঢাকা, বেনারস ও বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ)
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

(৩) শাক-সব্জী

কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে মৎস্য, মাংস, ডিম, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য যাঁহারা আহার করেন সহরের জনসংখ্যার তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। যুদ্ধের পূর্ব্বেও গরীব এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় সামান্য পরিমাণে মৎস্য ব্যতীত মাংস, ডিম, দুগ্ধ ও ঘৃতের কোনরূপ স্থান ছিল না বলা চলে। ডাল বাদ দিলে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের শাকসব্জীই ইহাদের দৈনন্দিন খাদ্যের প্রধান উপকরণ ছিল। যুদ্ধের প্রভাবে কলিকাতায় শাকসব্জীও দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। বিগত দুই বৎসর জুলাই হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় তরিতরকারীর যে অভাব দেখা গিয়াছে তাহা বাজারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও সকলেই অল্পবিস্তর অবগত আছেন। যুদ্ধের দরুণ কলিকাতায় শাকসব্জীর মূল্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তৎসম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকায় যে তথ্য প্রকাশিত হয় তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

কলিকাতায় শাকসব্জীর খুচ্‌রা মূল্য

		এপ্রিল ১৯৪১	এপ্রিল ১৯৪৫	শতকরা বৃদ্ধি
বেগুন	(প্রতিসের)	৵০	।৶০	২৫০ ভাগ
ঢ্যাঁরস	"	/৬	॥০	৪৩৩.৩ "
মটরশুটী	"	।৵০	১॥৵০	৩৩৩.৩ "
পটল	"	৶০	।৵০	১০০ "
টমটো	"	/০	২।০	৩৫০০ "
বাঁধাকপি (১টী)		।৵০	৸০	১০০ "
গাঁজর (প্রতি সের)		।০	৸০	২০০ "
ফুল কপি (১টী)		।০	১।০	৪০০ "

উল্লিখিত তথ্যসমূহের উপর নির্ভর করিয়া "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকা এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের তুলনায় ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় গড়পড়তায় শাক-সব্জীর মূল্য শতকরা ৫০০ ভাগ অর্থাৎ ৬ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাহিদার তুলনায় কলিকাতার বাজারে সব্জীর যোগান কখনই প্রয়োজনানুরূপ ছিল না। যুদ্ধের দরুণ যোগান পূর্ব্বের তুলনায় আরও হ্রাস পাইয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বাড়িয়াছে। কিন্তু ২৪ পরগণা, যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলার যে সমস্ত উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে কলিকাতায় সব্জী আমদানী হয় সেই সমস্ত স্থানে সৈন্য-সমাবেশ হওয়ায় স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া আমদানীর পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। অতঃপর মিলিটারী ঠিকাদারগণ এই সমস্ত কেন্দ্র হইতে সব্জী ক্রয় করিয়া বিভিন্ন স্থানে সৈন্যদের জন্য বহু পরিমাণ সব্জী প্রেরণ করার দরুণও সব্জীর আমদানী পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় সারা বৎসরে যে পরিমাণ শাক-সব্জী আমদানী হয় তাহা শীতকালীন এবং গ্রীষ্ম-কালীন সব্জী হিসাবে মোটামুটি দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়। শীতকালীন সব্জীর মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমাটো, মটরশুটী, ফরাসী সীম, গাঁজর, বীট্‌, শালগম, ওলকপি প্রভৃতি। এই সমস্ত সব্জীকে ইউরোপীয় শ্রেণীর সব্জী বলা হয়। শীতকালে বাঙ্গলা এবং অন্যান্য প্রদেশের সমতলভূমিতে এই সমস্ত সব্জীর চাষ হয় এবং সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত বাজারে ইহাদের যোগান থাকে। ইউরোপীয় সব্জী ব্যতীত শীতঋতুর এই কয়েক মাস বেগুন, মূলা, কাচকলা, কচু, নানাবিধ সীম, লাউ, নানাবিধ শাক প্রভৃতি দেশীয় সব্জীও পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালীন সব্জীর মধ্যে পটল, ঝিঙ্গা, ঢ্যাঁরস, কাচকলা, কচু, ওল, বেগুন, কুমড়া, প্রভৃতিই প্রধান। মে মাস হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সমতলভূমিতে ফুলকপি প্রভৃতি ইউরোপীয় সব্জীর চাষ হয় না। দেশীয় সব্জীর আমদানীও প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইয়া থাকে। এই সময়ে কলিকাতায় দার্জ্জিলিং জেলা, সিমলা, মাদ্রাজ, সংযুক্ত প্রদেশ ও শিলং-এর পার্ব্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন ইউরোপীয় সব্জী আমদানী হইয়া থাকে এবং উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। সাধারণতঃ হগ্‌ সাহেবের বাজারেই এই সমস্ত সব্জী সাহেব-সুবাদের জন্য বিক্রয় হইয়া থাকে।

কলিকাতা হইতে অনধিক একশত মাইলের মধ্যে নানা কেন্দ্র হইতে গ্রীষ্মকালে দেশীয় সব্জী এবং শীতকালে নানাবিধ ইউরোপীয় সব্জী ও দেশী সব্জী কলিকাতায় চালান হয়। বর্ষার কয়েক মাস বগুড়া জেলার কয়েকটী কেন্দ্র হইতেও প্রচুর পরিমাণে পটল আমদানী করা হয়। এই সমস্ত সব্জীর বেশীর ভাগই শিয়ালদহ রেলষ্টেশনের মারফতে কলিকাতায় পৌছে। বেঙ্গল আসাম রেলপথ দ্বারা যে সমস্ত সব্জী আমদানী হয় তাহার কতকাংশ বালীগঞ্জ ষ্টেশনেও পৌছিয়া থাকে। হাওড়া এবং হুগলী জেলার দূরবর্ত্তী স্থানসমূহের সব্জী হাওড়া ষ্টেশনের মারফতেই কলিকাতায় আসিয়া থাকে।

অবসন্নতা

কারখানার বিভিন্ন ধরণের কাজ একটানা কোনটা কতক্ষণ চলতে পারে সে সম্বন্ধে এখনো যথেষ্ট গবেষণা চলছে। এ বিষয়ে জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিকসঙ্ঘই বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। কাজের রকম ছাড়াও আরো অনেক জিনিসই এ সম্পর্কে বিবেচ্য। যেমন, কারখানার আবহাওয়া, শ্রমিকদের রকমভেদ, তাদের দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য, এবং বিশ্রামের মাত্রা ইত্যাদি। কয়েক বছর থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে শ্রমিকদের দৈহিক সামর্থ্যের সীমার মধ্যেও কাজের মাঝামাঝি উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। আগেকার দিনে অনেকের ধারণা ছিল শারীরিক অবসাদের জন্যই এটা ঘটে। কিন্তু আধুনিক শিল্পপতিরা এখন জানতে পেরেছেন যে এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে মনোযোগের অভাব, দৈহিক সামর্থ্যের নয়।

মনোযোগ যাতে না কমে যায়—এ সমস্যার সমাধান একমাত্র চা-ই করতে পারে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শ্রমিকদের চা খেতে দিলে তাদের মনোযোগ ঠিক থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র বহু কারখানায় এটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁরা কলকাতায় ১০১ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্‌স্‌প্যান্‌শান্‌ বোর্ড' থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান্‌ টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 242

রেল, বাস ব্যতীত নিকটবর্ত্তী কেন্দ্রসমূহ হইতে, সব্জী আমদানীর জন্য মোটর লরী, নৌকা, ঠেলা-গাড়ী, গরু এবং মহিষের গাড়ীও ব্যবহৃত হয়। কলিকাতার উপকণ্ঠ হইতে মুটের সাহায্যেও উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার কয়েকটি বাজারে সব্জী আসিয়া থাকে।

শিয়ালদহ ষ্টেশনের সন্নিকট নফরবাবুর বাজার, এবং চিৎপুর অঞ্চলের নূতন বাজার কলিকাতায় দেশীয় সব্জী বিক্রয়ের প্রধান পাইকারী কেন্দ্র। বিভিন্ন স্থান হইতে চাষী এবং ফড়িয়া এই সমস্ত পাইকারী বাজারে সব্জী নিয়া আসে এবং খুচরা দোকানদারের নিকট বিক্রয় করে। বগুড়া, এবং মুর্শিদাবাদ জেলা প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যে সমস্ত সব্জী রেলযোগে আমদানী হয় তাহা সাধারণতঃ পাইকারী বাজারের আড়তদারগণের নিকট আসিয়া থাকে। আড়তদারগণ বস্তাপ্রতি বা টাকা-প্রতি ৵০ হইতে ৶০ পর্য্যন্ত দালালী নিয়া এই সমস্ত সব্জী বিক্রয় করিয়া দেয়।

অন্যান্য প্রদেশ হইতে কলিকাতা সহরে সারা বৎসরে প্রায় এক লক্ষ মণ নানা রকমের ইউরোপীয় সব্জী আমদানী হইয়া থাকে। বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের সমতলভূমি হইতে আমদানীর সময় সেপ্টেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত। সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে কলিকাতা সহরে যে ফুলকপি দেখা যায় তাহার সম্পূর্ণই এই সমস্ত প্রদেশ হইতে আমদানীর মাল। এই সময় মধ্যে দৈনিক গড়ে প্রায় তিন হাজার মণ ফুলকপি আমদানী হয়। এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত কয়েকমাসে উচ্চ মূল্যের যে সমস্ত ইউরোপীয় সব্জী আসে তাহা দার্জ্জিলিং, নেপাল ও সিকিম, বিহারের রাঁচী, সংযুক্ত প্রদেশের দেরাদুন, পাঞ্জাবের সিমলা, এবং মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত মাদ্রাজ, উতকামন্দ এবং মহীশূরের বাঙ্গালোর সহর হইতে আমদানী হয়। বিহার প্রদেশের পালামৌ-অঞ্চল, পাটনা সিটি, গয়া, দানাপুর, আরা, সংযুক্ত প্রদেশের লক্ষ্ণৌ, বেনারেস, এলাহাবাদ, নৈনীতাল, পাঞ্জাবের লাহোর, পাণিপথ, জলন্ধর, ফয়জাবাদ এবং সাহারানপুর হইতে শীতকালীন ইউরোপীয় সব্জীও আসিয়া থাকে। হগ্ সাহেবের বাজারে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে যে সমস্ত বড় আকারের ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাঁজর প্রভৃতি দেখা যায় তাহা পাঞ্জাব কিংবা সংযুক্ত প্রদেশ হইতে আমদানী। এই সময়ে বাঙ্গলায় উৎপন্ন ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি বাজারে উঠে না বলিয়া ইহাদের মূল্যও সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে। যুদ্ধের দরুণ বিহার সরকার রাঁচী হইতে এবং আসাম গবর্ণমেণ্ট শিলং হইতে সব্জী রপ্তানী নিষিদ্ধ করায় এই দুই কেন্দ্র হইতে বিগত ২।৩ বৎসর কলিকাতায় কোন সব্জী আমদানী সম্ভব হয় নাই।

এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিং জেলার দার্জ্জিলিং, ঘুম, সোনাদা এবং কালিম্পং হইতে প্রতি বৎসর কলিকাতায় পঞ্চাশ হইতে ষাট হাজার মণ ইউরোপীয় সব্জী আমদানী হয়। এই সময় মধ্যে মাদ্রাজ হইতেও গড়ে দৈনিক প্রায় দেড়শত মণ ইউরোপীয় সব্জী আসিয়া থাকে। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় ফুলকপি, বাঁধাকপি ও টমাটো প্রভৃতি ইউরোপীয় সব্জীর মূল্য কিরূপ বৃদ্ধি পায় তৎসম্পর্কে অনেকেরই ধারণা নাই। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে কলিকাতার বাজারে প্রতিসের টমাটোর দাম দুই আনা হইতে তিন আনা। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহা সাধারণতঃ এক আনার উপরে যায় নাই। কিন্তু ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে আমদানীকৃত টমাটো প্রতিসের তিন টাকা হইতে চারি টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে। জানুয়ারী মাসে যে ফুলকপির দাম চারি আনার বেশী নয় আগষ্ট মাসে তাহা দুই টাকা মূল্যেও পাওয়া কষ্টকর।

শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন দেশীয় সব্জী বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় যে সমস্ত আড়তদার আছে তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। কিন্তু দার্জ্জিলিং জেলা ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর কলিকাতা সহরে যে প্রায় ১½ লক্ষ হইতে ২ লক্ষ মণ সব্জী আমদানী হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে অবাঙ্গালী পাইকার বা কমিশন এজেণ্টদের মারফতে বিক্রয় হইয়া থাকে। হগ্ সাহেবের বাজারে সব্জী-মণ্ডীতে ৬।৭ জন উত্তর ভারতীয় মুসলমান আড়তদার আছে। ইহারাই প্রকৃতপক্ষে দার্জ্জিলিং জেলা এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানীকৃত সব্জী বিক্রয়ের পাইকার। সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত বিহার এবং সংযুক্ত প্রদেশ হইতে যে সমস্ত ফুলকপি আমদানী হয় তাহার কতকাংশ রামলোচন মল্লিক ষ্ট্রীটের (মেছুয়া-বাজার) অবাঙ্গালী কমিশন এজেণ্টগণও বিক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আমদানীকৃত ইউরোপীয় শ্রেণীর সব্জী বিক্রয়ের প্রধান পাইকার একমাত্র হগ সাহেবের বাজারের ৬।৭ জন অবাঙ্গালী মুসলমান আড়তদারকেই বলা চলে। গোল-আলু এবং পেঁয়াজের পাইকারী ব্যবসায় এককালে বাঙ্গালীদের একচেটিয়া ছিল। কালক্রমে ২।১ জন অবাঙ্গালী এই ব্যবসায়ে ঢুকিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু বাহির হইতে আমদানীকৃত সব্জীর পাইকারী ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কোনরূপ স্থান নাই বলিলেই চলে। এই ব্যবসায়ের শতকরা ৯৯ ভাগই অবাঙ্গালীর হাতে এবং প্রতি বৎসর কলিকাতা সহরে যে প্রায় ২ লক্ষ মণ আমদানীকৃত ইউরোপীয় সব্জী উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয় তাহার দরুণ কমিশন বা দালালীর প্রায় সম্পূর্ণ টাকাটাই বাঙ্গলার বাহিরে চলিয়া যায়।

ঝুড়ি, বস্তা বা বাক্স বোঝাই হইয়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি ইউরোপীয় সব্জী কলিকাতায় আসিয়া থাকে। আড়তদারগণ টাকা প্রতি দুই আনা পর্য্যন্ত দালালী নিয়া খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট এই সব্জী বিক্রয় করে। এই ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ কিরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত তাহার ধারণা করা যায় না। সেপ্টেম্বর মাসে এক মণ টমাটো অনায়াসে ৬০৲ টাকা দরে বিক্রয় হয় এবং একমণ টমাটো বিক্রয় করিয়াই আড়তদার ব্যবসায়ের কোনরূপ ঝুঁকি না নিয়া ৭॥০ আনা পর্য্যন্ত লাভ করিয়া থাকে। অতঃপর উচ্চমূল্যে সব্জী বিক্রয় করিয়া রপ্তানীকারককে কমিশন বাদে মূল্য কম দেওয়ার প্রথাও যে একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। অবশ্য ব্যবসায়ের দিক দিয়া ইহা চূড়ান্ত অসাধুতা। মোট কথা আমদানীকৃত ইউরোপীয় সব্জী বিক্রয় করিয়া কমিশন বাবদই এই সমস্ত অবাঙ্গালী ব্যবসায়িগণ প্রতি বৎসর প্রায় ৬ লক্ষ হইতে ৭ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে।

কলিকাতায় শাকসব্জী-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে প্রথম কর্ত্তব্য হইবে জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত সহরে সব্জীর দৈনন্দিন যোগান বৃদ্ধি করা। যুদ্ধকালীন উচ্চ মূল্যের দরুণ কলিকাতার উপকণ্ঠ এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে সব্জী চাষ প্রসার করার চেষ্টা হইতেছে। শিক্ষিত ভদ্রলোক পরিচালিত কয়েকটী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও ইতিমধ্যে এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে চাষের জমী, বীজ, সেচের ব্যবস্থা, ট্রাক্টার ও অন্যান্য কলকব্জা এবং কলিকাতা সহরে উৎপন্ন সব্জী বিক্রয়ের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কলিকাতা কর্পোরেশনও এবিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। মাছ বিক্রয়ের জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে একটী গুদাম আছে শাকসব্জীর জন্যও এরূপ একটী গুদাম শিয়ালদহের সন্নিকটে স্থাপিত হইলে রেলে এবং পায়ে হাঁটিয়া বা গরুর গাড়ীতে যে সমস্ত সব্জীবিক্রেতা কলিকাতা আসিয়া বিভিন্ন বাজারে সব্জী বিক্রয় করে তাহাদের সুবিধা হইবে। দার্জ্জিলিং জেলার সদর এবং কালিম্পং মহকুমায় গ্রীষ্মকালে আরও অধিক পরিমাণ ইউরোপীয় সব্জী চাষ করার মত পতিত জমী রহিয়াছে। কৃষি বিভাগ মনোযোগী হইলে দার্জ্জিলিং জেলাতেও সব্জী চাষের প্রসার করা কষ্টকর নয়। দার্জ্জিলিং জেলার চাষী উৎপন্ন সব্জীর উপযুক্ত মূল্য পায় না বলিয়া বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া নানারূপ অভিযোগ হইতেছে। প্রকৃত সব্জী চাষিগণকে নিয়া এই জেলায় কয়েকটী সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন করাও অত্যাবশ্যক। উপরের বিবরণ হইতে কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর বাহির হইতে কি বিপুল পরিমাণ শাকসব্জী আমদানী হয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। এই শাকসব্জীর মোট মূল্য কত তাহার হিসাব নাই। তবে উহা যে বৎসরে এক কোটী টাকার বেশী হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয় কলিকাতায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ টাকার শাকসব্জী আমদানী হয় তাহার মধ্যে কত টাকার শাকসব্জী বাঙ্গলা দেশে বিভিন্ন স্থান হইতে এবং কত টাকার শাকসব্জী বাঙ্গলার বাহির হইতে আমদানী হয় তৎসম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তদন্ত হওয়া আবশ্যক।

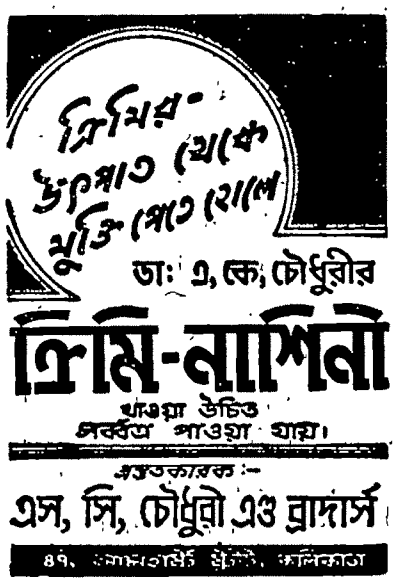

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

কলিকাতায় লর্ড ওয়াভেলের সহিত মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎকার এবং তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলার লাট মিঃ কেসীর সহিত মহাত্মাজী, পণ্ডিত নেহরু, রাষ্ট্রপতি আজাদ ও সর্দ্দার প্যাটেলের উপর্য্যুপরি আলোচনার নেপথ্যের কাহিনী এখনও কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্ট কোন পক্ষ হইতেই প্রকাশ করা হয় নাই। সুতরাং গবেষণা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। গবেষণায় আপত্তি নাই, কিন্তু তাহারও একটা তালমাত্রা থাকা চাই। সম্প্রতি এক বিশিষ্ট সংবাদ পরিবেশক প্রতিষ্ঠান এই মর্ম্মে খবর প্রচার করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা-বৈঠকে কংগ্রেস নেতারা নাকি বিপক্ষকে আশ্বাস দিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে তাঁহারা দেশে কোনরূপ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সৃষ্টি করিবেন না; প্রতিদানে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিদানের ব্যবস্থা করিবেন। উক্ত সংবাদ-পরিবেশক ইহাকে উভয় পক্ষের মধ্যে এক আপোষ রফা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এমন কি বিলাতের একখানি পত্রিকার ('ডেলি এক্সপ্রেস') কলিকাতাস্থ সংবাদদাতা আরও বেশী রঙ মাখাইয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "মিঃ কেসী নেতৃগণের পূর্ব্ব বৈরিতাকে বন্ধুত্বে পরিণত করিয়া ভারতে গৃহযুদ্ধের ঝোঁক থামাইয়া দিয়াছেন। কংগ্রেসের নেতাদের বক্তৃতার সুরও এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা স্পষ্টতঃ মিঃ কেসীরই জয়লাভের ফল।"

* * *

বলা বাহুল্য, এসোসিয়েটেড প্রেসের উপরোক্ত গবেষণা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস নেতৃগণ উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্বয়ং মৌলানা আজাদ বলিয়াছেন, "কংগ্রেস নেতৃগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের আলোচনায় এমন কিছু ঘটে নাই যাহাকে মীমাংসা বা আপোষ বলা যাইতে পারে। আমি জনসাধারণকে সংবাদপত্রের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা বিভ্রান্ত না হইতে অনুরোধ করিতেছি।" ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ উক্ত সংবাদটি দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও-ও জানাইয়াছেন, "এ জাতীয় সংবাদের কোনই ভিত্তি নাই।" পণ্ডিত জওহরলাল মন্তব্য করিয়াছেন, "লাট ভবনের সাক্ষাৎকারগুলি সম্পর্কে কেন যে এত গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে তাহা ভাবিয়া আমি অবাক হইতেছি।"

* * *

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অহিংসা নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়া ঐ জাতীয় গবেষণা প্রশ্রয় পাইয়াছে। উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা মন্তব্য করিয়াছি। এবার ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের উক্তি তুলিয়া দিয়া এই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করিব। ডাঃ ঘোষ বলিয়াছেন, "কংগ্রেস অহিংসনীতি হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সন্দেহের জন্যই অহিংসনীতি পুনরায় ঘোষণা করা হইল, এই অনুমান সত্য নহে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের জন্যই ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উহার সহিত লাট ভবনের আলোচনার কোন সম্পর্ক নাই।"

* * *

কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচন উপলক্ষে স্থানে স্থানে যে বিদ্বেষের বিষাক্ত আবহাওয়ার পরিচয় পাওয়া গেল তাহাতে আসন্ন প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের সময় দেশব্যাপী এক শোচনীয় রক্তাক্ত নাটকের অভিনয় হইবে কিনা তাহা ভাবিয়া আমরা উদ্বেগ বোধ করিতেছি। স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানের পথে যদি গায়ের জোর আসিয়া বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করে তবে সেই নির্ব্বাচনের ফলাফল আর যাহাই হউক তাহা ভোটাধিকারপ্রাপ্ত জনমতের পূর্ণ প্রতিফলন নহে। মুসলিম লীগের সমর্থকদের দৌরাত্ম্য বন্ধ না হইলে আসন্ন প্রাদেশিক নির্ব্বাচন, অন্ততঃ এই প্রদেশে, এক চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা মুসলিম লীগের লাঠিবাজির আলোচনা করিয়াছি। আশা করিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে লীগনেতারা ঐ সব গণতন্ত্রবিরোধী দুষ্কার্য্যের নিন্দাবাদ করিয়া সহকর্ম্মী বা সমধর্ম্মীদের নিরস্ত হইবার নির্দ্দেশ দিবেন। "আজাদ" পত্রিকা মাঝে মাঝে সাধারণভাবে সকল রাজনৈতিক দলের গুণ্ডামির নিন্দা করিয়া মুসলমানদের বৈধ ও শান্তিপূর্ণ পন্থা হইতে বিচ্যুত না হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। কখনো আবার লীগ অনুচরদের দৌরাত্ম্যকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া "গণ-বিক্ষোভের" ছাপ মারিয়া পরোক্ষ কায়দায় উস্কানি দিতেছেন। সম্প্রতি স্যার নাজিমুদ্দীন তাঁহার বিবৃতিতে গুণ্ডামির নিন্দা করিতে গিয়া ভণ্ডামির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যদি সত্য সত্যই লীগপন্থীরা হিংসাত্মক কিছু করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি এরূপ কাজের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি, কিন্তু আমার ধারণা, এই সব গুণ্ডামির সবগুলি না হউক অন্ততঃ অনেকগুলিই কংগ্রেসী দালালদের উস্কানির ফল।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া চুপ করিয়া গেলে স্যার নাজিমুদ্দীন অন্ততঃ মুখোসটা বজায় রাখিতে পারিতেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজনৈতিক গুণ্ডামির ফিরিস্তি দিয়া লীগের গুণ্ডামির যেন সাফাই গাহিয়াছেন। কংগ্রেস কবে কোথায় কোন্ বিপক্ষের সভা ভাঙ্গিয়াছে স্যার নাজিম তাহার উল্লেখ করিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। সম্প্রতি দেশপ্রিয় পার্কে কংগ্রেসের নামে অনুষ্ঠিত স্বার্থান্বেষীদের গুণ্ডামির নজির দিতেও তিনি ছাড়েন নাই। শুধু এদেশেই স্যার নাজিমুদ্দীনের জ্ঞান সীমাবদ্ধ নহে। কবে মিঃ চার্চ্চিল পর্য্যন্ত কোন্ বিরোধী সদস্যকে ধমক দিয়া বসাইয়া দিয়াছিলেন সেই অপ্রাসঙ্গিক কথাও দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখিত হইয়াছে। অর্থাৎ মুসলিম লীগ অন্যায় করিতেছে বটে, তবে এই জাতীয় দুষ্কার্য্য আরও অনেকে করিয়াছে ও করিয়া থাকে ইত্যাদি। চমৎকার যুক্তি! স্যার নাজিমের এই স্ববিরোধী বিবৃতি আরও হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে যখন তিনি গবর্ণমেণ্টের উপরেও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। নির্ব্বাচনে হিংসামূলক কার্য্যকলাপ যাহাতে অনুষ্ঠিত না হয় এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা যাহাতে নির্ব্বাচনের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পক্ষপাত প্রদর্শন না করে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট যে নির্দ্দেশ প্রচার করিয়াছেন

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের পোষকতা করুন

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল, ২২৬০ (৩ লাইন)

—আর্থিক পরিচয়—

	ডিসেম্বর '৪৪	নভেম্বর '৪৫
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমা সহ), ও সংরক্ষিত তহবিল	১২,৬৪,০০০৲	২৯,৫৪,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	১,১২,৩৮,০০০৲	২,১৪ ৯১,০০০৲
আমানত	১,৯০,৪৩,০০০৲	৩,২৬,৮২,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,০৮,২১,০০০৲	৩,৮৪,৯৩,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই
আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ কি? এখানে স্যার নাজিমুদ্দীনের হাস্যকর বিবৃতির আসল মনোভাব মূলশুদ্ধ হাতে ঠেকে। তিনি শুধু বৃথাই শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া মরিয়াছেন।

* * *

নির্ব্বাচন উপলক্ষে যাহাতে এই জাতীয় গুণ্ডামি আর প্রশ্রয় না পায় তৎপ্রতি আমরা দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে, বিশেষ করিয়া মুসলিম লীগকে এবং সর্ব্বশেষে গবর্ণমেণ্টকে সময় থাকিতে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করি। নহিলে সারাদেশে ব্যাপক-ভাবে যে নোংরামি ও নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হইবে তাহার বিষময় প্রতিক্রিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুদিন ধরিয়া চলিতে থাকিবে।

* * *

ভারতবর্ষ সফরের জন্য নির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদলের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ সোরেন্সেন ও মেজর ওয়াট ব্যতীত উক্ত প্রতিনিধি-দলের আর কাহারও ভারত সম্পর্কে কোন অভি-জ্ঞতা নাই। উঁহাদের মধ্যে মিঃ সোরেন্সেন ব্যতীত ভারতের প্রতি প্রকৃতই সহানুভূতিশীল আর কেহ আছেন বলিয়াও আমাদের জানা নাই। অনেকের নাম পর্য্যন্ত আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনি নাই। এই সম্বন্ধে কমন্স সভার শ্রমিক সদস্য মিঃ আর্ণেষ্ট ডেভিস স্পষ্টই বলিয়াছেন, "নির্ব্বাচিত সভ্যদের অধিকাংশই ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নহেন।" ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন অধ্যা-পক ক্যাটলিন পর্য্যন্ত অনেকের নামের সঙ্গে পরি-চিত ছিলেন না। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "নামের তালিকার বেশীর ভাগই অপরিচিত ব্যক্তি। এরূপ প্রতিনিধিদল শুভেচ্ছা মিশনের অপেক্ষা বেশী কিছু নহে। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু জানাইয়া দিয়াছেন, "নিছক শুভেচ্ছার কথা শুনিয়া শুনিয়া ভারতবর্ষ ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রতিনিধিদলের দ্বারা কোন সুফল লাভ হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।" আর এক ভারত-বন্ধু মিঃ কোভও বলিয়াছেন, "এই প্রতিনিধিদল কি করিতে পারিবে, তাহা আমি বুঝিতেছি না। ইঁহাদের কোন নির্দ্ধারিত কার্য্যসূচী নাই। ইঁহারা কেবল নিজেদের পক্ষ হইতে কথা বলিতে পারেন। পার্লামেণ্টে ইঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিবারও কোন ব্যবস্থা নাই। বস্তুতঃ কোন সরকারী রিপোর্টও হইবে না। ইঁহারা ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলে আমরা কি দেখিব? একদল কংগ্রেসের প্রতি প্রসন্ন, আর একদল মুসলিম লীগের প্রতি অনুকূল। তাহাতে সমস্যার কি সমাধান হইবে? অপিচ, এই জাতীয় প্রতিনিধিদল ফিরিয়া আসিলে তাহা-দের মতামতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করার সম্ভাবনাই বেশী।"

ভারতগামী পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদল সম্পর্কে কতিপয় বিশিষ্ট ইংরেজের উপরোক্ত মন্তব্যের পর আপাততঃ আমাদের কোন অভিমত প্রকাশ না করিলেও চলে।

* * *

একদিকে ভারতে পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদল প্রেরিত হইতেছে, আর একদিকে পার্লামেণ্টে ভারতের বড়লাটের ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইতেছে। গত ১৮ই ডিসেম্বর কমন্স সভায় ভারতের জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত বিলের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আলোচনা শেষ হইয়াছে। ভারত সরকারের যুদ্ধকালীন জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা সম্পর্কে ভারতের তিনটি হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের ফলে গবর্ণমেণ্টকে বড় বেকায়দায় পড়িতে হইয়াছিল। এই বিষয়ে সকল সংশয় দূর করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। এই বিল সম্পর্কেও খাস বৃটেনের লোকেরই কিছু কিছু অভিমত উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য মিঃ সোলে বলেন, এই বিলের দ্বারা হাজার হাজার না হইলেও শত শত ভারত-বাসীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা চলিবে। ভারত সরকার সম্ভবতঃ মনে করিয়াছেন, নির্ব্বাচনের পর প্রাদেশিক আইন সভাগুলি যে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহণ করিবে তাহা কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত হইবে না। সেজন্য পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি ক্ষমতা হস্তগত করিয়া রাখার চেষ্টা হইতেছে। মিঃ সোরেন্সেন বলিয়াছেন, সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় আইন সভাকে প্রাদেশিক আইন সভাগুলির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা এই বিলের উদ্দেশ্য এবং কেন্দ্রীয় আইন সভার শক্তি বৃদ্ধির অর্থ বড়লাটের শক্তি বৃদ্ধি। কমন্স সভার অপর সদস্য মিঃ হেণ্ডারসন অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহার করার পরামর্শ দিয়াছেন।

* * *

জাভায় বৃটিশ দমননীতি সম্পর্কে বিলাতের 'ডেলি ওয়ার্কার' পত্রিকা লিখিয়াছেন, "নাৎসীরা চেকোশ্লোভাকিয়ার লিদিচ গ্রামটি ধ্বংস করায় সমগ্র গণতান্ত্রিক জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে জাভায় বৃটিশ সৈন্যরা শান্তি-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে তিন তিনটি গ্রাম বিধ্বস্ত করিয়াছে। উপনিবেশসমূহের পরাধীন জাতির স্বাধীনতার দাবীর জবাব শ্বেতকায় সাম্রাজ্য-বাদীরা এইভাবেই দিতেছে।"

নাৎসীরা নাই, কিন্তু নাৎসী পন্থা এখনও বাঁচিয়া আছে।

* * *

(৭৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত

ভবিষ্যতে সুখ-শান্তি ভোগের জন্য সুখস্বপ্নই বর্ত্তমানকে ক'রে তোলে কর্ম্মময়—সেই কর্ম্ম-শক্তির উদ্দীপনা মানুষকে এনে দেয় আয়ের সংস্থান—তখন মানুষ উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রতে যায় ভুলে—স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে।

*

ভবিষ্যতের আশা পূরণ ক'রতে হ'লে যে সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় চালিত হওয়া দরকার উহাই—

!!!

ক্যালকাটা
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান—
ওরিয়েণ্টাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ
সেণ্ট্রাল অফিস—১৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন, ক্যাল—১৩৫৯
হেড অফিস—সদর রোড, বরিশাল।
ব্রাঞ্চ—চকবাজার (বরিশাল), হলদিয়া (ঢাকা) ও উত্তর কলিকাতা।
ভোলা, পটুয়াখালি, টর্কী, তারপাশা ও মাদারীপুর ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।
এস, সি, ঘোষ, বি-এ, জেনারেল ম্যানেজার
জে, আর, ঘোষ ম্যানেজিং ডিরেক্টর

খেয়ালীর খাতা

সোদপুরে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় গিয়াছিলাম। নন্ধ্যাবেলা ৫টা ১৫ মিনিটের সময় প্রার্থনা শুরু হয়। তিনটার সময় খাদি প্রতিষ্ঠানে পৌঁছিয়া দেখি, প্রার্থনার স্থান অর্দ্ধেকটা ভরিয়া গিয়াছে, প্রখর রৌদ্রের মধ্যে হাজার খানেক লোক দুপুর বেলা হইতেই আসিয়া বসিযা আছে—পাছে দেরীতে আসিলে সামনের দিকে জায়গা না পাওয়া যায়, গান্ধীজীকে ভালো করিয়া দেখিতে না পাওয়া যায়। স্কুলের ছাত্র, আপিসের কেরাণী, ঘরের গৃহিণী সবাই আছেন। খাদি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা সুন্দর, স্ত্রীলোক ও পুরুষের বিভিন্ন প্রবেশপথ। ঢুকিতেই বাঁহাতি একটি চালায় গান্ধীজীর বই ও প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয়ের দোকান। এক কোণে আপিস, সেখানে 'অটোগ্রাফ' শিকারীরা গান্ধীজীর অটোগ্রাফের জন্য খাতা জমা দিতে পারেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখে আসিয়া আবার সেই খাতা লইয়া যাইতে হইবে। অবশ্য অটোগ্রাফের জন্য "হরিজন ভাণ্ডারে" দক্ষিণা দিতে হয়। মাঠের মধ্যে দুই পাশে দড়ি বাঁধিয়া লোক চলাচলের রাস্তা রাখা হইয়াছে। উঁচু বাঁশের মাথায় গুটি চারেক লাউড স্পীকার। যাহাতে মাঠের যেখানেই লোক থাকুক প্রার্থনার গান, স্তোত্র ও গান্ধীজীর ভাষণ শুনিতে কাহারো অসুবিধা না হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন। দুইটি তরুণীকে দেখিলাম যে-সকল মহিলা প্রার্থনায় যোগ দিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য গ্লাসের পর গ্লাস জল বহিতেছে।

* * *

সে-দিন প্রার্থনায় যে গানটি গাওয়া হইবে তাহা একটি ছোট কাগজে ছাপিয়া আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিলি করিলেন। বাঙ্গলা এবং দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা। রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ গান "মুক্তি যে তোর পেতেই হবে"। ৫টা ১৫ মিনিটের সময় গান্ধীজী আসিলেন। অনেকটা দূর হইতেই তাঁহাকে দেখা যায়। বেশ জোরে হাঁটেন। বয়সের পক্ষে স্বাস্থ্য ভালোই দেখায়। এস্রাজের সঙ্গে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত কণ্ঠে গানটি গাওয়া হইল। গানের আগে মাইক্রোফোনের সাহায্যে একজন গানটির একটি হিন্দী তর্জ্জমা করিয়া শুনাইলেন। গীতা হইতে একটু পাঠ হইল। তাহার পর সমবেত কণ্ঠে খানিক নাম কীর্ত্তন হইল। সর্ব্বসাধারণ ইচ্ছা করিলে নিঃশব্দে মনে মনে তাহা আবৃত্তি করিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতে তাল দিতেও বাধা নাই। গান্ধীজী মিনিট পনের প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হিন্দীতে কিছু বলিলেন। কীর্ত্তনের শেষে দর্শকদের মধ্য হইতে কে একজন হাততালি দিয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হাততালি দেওয়া অনাবশ্যক। প্রার্থনা নিজের জন্য, একা ঘরে বসিয়া করা যায়, ইচ্ছা হইলে অনেকে মিলিয়া প্রকাশ্য এক স্থানেও করা যায়। ভগবানের নাম স্মরণ করাই উদ্দেশ্য, ইস্‌মে তালি বাজানেকাতো কোই মৌকাই নেহি হ্যায়।

* * *

সবশুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশ মিনিট। উচ্চ বেদীর উপরে বিছানা ও তাকিয়া পাতিয়া মহাত্মাজীর জন্য যে আসন করা হইয়াছিল সেখান হইতে নামিয়া তিনি তাঁহার কুটিরের দিকে চলিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে জনতা অপসৃত হইতে লাগিল। জন পঞ্চাশেক এমেরিকান আসিয়াছিল। শুনিলাম প্রত্যহই কিছু সংখ্যক এমেরিকান আসিয়া থাকে। গুটি কয়েক মেমসাহেবও এক পাশে দেখিলাম। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের জন্য আলাদা জায়গা। মাঠের এক ধারে তাহাদের জন্য একটি ক্যাম্প করা হইয়াছে। সমস্ত আবেষ্টনটির মধ্যে যে একটা শান্ত গাম্ভীর্য্যের ভাব অনুভব করিতেছিলাম, তাহা শুধু একবার নষ্ট হইল গুটি কয়েক ব্যবসায়ীর কাণ্ডে। ফিরিয়ালা নহে। ভদ্রলোক। গায়ে গরম পাঞ্জাবী, পায়ে বাটার জুতা। একটি চটের থলিয়ায় কমলালেবু প্রার্থনা-প্রতীক্ষারত জনতার মধ্যে বিক্রয় করিতেছে। আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ কাহাকেও দেখিলেই চাদরের নীচে থলিয়াটি লুকাইয়া ফেলে। আর একজন একটা ছোট টিনের সুটকেশে ভরিয়া আনিয়াছে চানাচুরের প্যাকেট। দুইটি জিনিষই বাহিরে যে-দামে পাওয়া যায় তাহার ডবল দামে বেচিয়া লাভ করিতেছে। যাহারা কিনিতেছে দোষ তাহাদেরই বেশী। যাহাদের প্রার্থনা প্রাঙ্গণে রসিয়াও চানাচুর কিম্বা লেবু খাওয়ার ক্ষুধা জাগে, তাহারা সোদপুর গান্ধী আশ্রমের বদলে ইডেন গার্ডেনসে ক্রিকেট খেলা দেখিতে দেখিতে ভাজা চিনাবাদাম বা কাবুলী মটর খাইলে নিজেদের সুখ এবং অন্য লোকেরও শান্তি। তাহারা গান্ধীজীকে দেখিতে না যাইয়া পাঁচ পা-ওয়ালা কুকুর ছানা, বা তিন শিংযুক্ত গরু দেখিতে গেলে পৃথিবীতে কাহারও কোন ক্ষতি নাই, —অবশ্য একমাত্র সোদপুরগামী বাস মালিক ছাড়া!

* * *

ন্যাশন্যাল এক্‌স্প্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ

টেলিফোন
বি, বি, ৬২৯৭

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বি. এম্. চ্যাটার্জ্জী এম-এ, এফ. আর. জি. এস (লণ্ডন), এফ. আর. এস. এ (লণ্ডন),
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

কলিকাতার রাস্তায় খাকীর প্রাবল্য কমিতেছে। অবশ্য খুব ধীর গতিতে। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে কয়েকমাস হইল। য়ুরোপে যুদ্ধ জয়ের তো আর কয়েক মাস পরেই "প্রথম বার্ষিকী" উৎসব হইবে। আর কতদিন মিলিটারীকে জিয়াইয়া রাখা হইবে? ইহাদের অন্তর্ধানের জন্য আমরা বেসামরিক মানুষেরা ব্যস্ত হইয়াছি একাধিক কারণে। আর কিছু না হউক, যে-সকল বাড়ীগুলি ইঁহারা দখল করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কিছু খালি হইলে আমরা তবু মাথা গুঁজিবার একটুকু জায়গা পাইতাম। চট্ করিয়া দুইটি বাড়ীর কথা মনে আসিতেছে। একটি লোয়ার সার্কুলার রোডের কার্ণানী ম্যান্‌সন্, আর একটি গড়িয়াহাটা বাজারের উল্টাদিকে যশোদা ভবন। এই দুইটি বাড়ী খালি হইলে প্রায় শ'দুই পরিবার স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিবার জায়গা পাইবে। মিলিটারী বাড়ী রিকুইজিশান করিবার সময় ২৪ ঘণ্টার নোটিশ দিয়া উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসেন, কিন্তু ছাড়িবার সময় ২৪ মাসেও নড়িতে চাহেন না।

* * *

ভারতবর্ষে এখন সবচেয়ে বেশী আলোচনার বিষয় হইতেছে ইলেকশান। কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্ব্বাচন চলিতেছে। নির্ব্বাচন সম্পর্কে সম্প্রতি একটি মজার খবর বাহির হইয়াছে। খবরটি পাঞ্জাবের। পাঞ্জাবের আইন সভায় একটি আসনের জন্য নির্ব্বাচনপ্রার্থী নবাব স্যার মহম্মদ জামাল খান লেঘারী। তিনি বর্ত্তমানে পাঞ্জাবের খিজির হায়াৎ খাঁ তিয়ানা মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী। লেঘারী যে কেন্দ্র হইতে দাঁড়াইয়াছেন তাহার নাম হইল তুমান্‌দার পার্ব্বত্য-প্রধান নির্ব্বাচন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের ভোটদাতার মোট সংখ্যা নয় জন। তাহার মধ্যে পাঁচ জন বর্ত্তমানে মৃত। বাকী রহিল ৪ জন। সেই ৪ জনের মধ্যে একজন লেঘারী নিজে। অবশিষ্ট তিন জনের মধ্যে একজন লেঘারীর নাম প্রস্তাব করিয়াছে, অপর জন তাহা সমর্থন করিয়াছে। সুতরাং ভোট ক্যানভাস্ করিতে হইবে এমন লোকের সংখ্যা থাকে মাত্র একজন। লেঘারীর বিপক্ষে যদি কেহ দাঁড়াইতে চায়, তবে তাহার নাম সমর্থন করিবার মতো কোন ভোটারও আর নাই। কাজেই লেঘারী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এম, এল, এ, হইতে পারিবেন। অতঃপর যাঁহারা ছেলেদের জন্য 'বুক অব্ নলেজ' লিখিবেন, তাঁহারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেল ষ্টেশন, সবচেয়ে বৃহৎ দালান, প্রভৃতির সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্র নির্ব্বাচন কেন্দ্র বলিয়া একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে পারিবেন। আমার মনে ঐরূপ কোন গ্রন্থ রচনার অভিলাষ নাই। কিন্তু আমিও খুসী হইয়াছি। এই ভাবিয়া যে, অন্ততঃ একটি মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রে লীগের পক্ষ হইতে মাথা ফাটাইবার আর প্রয়োজন রহিল না।

* * *

এবারের নির্ব্বাচনে একটি লোকের জয়লাভে খুব খুসী হইয়াছি। তিনি জমিদার কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী। লাহিড়ী মহাশয় নিজে জমিদার হইলেও জমিদারী মেজাজ বা চালের লোক নন। তিনি কংগ্রেসের টিকেটে সদস্য নির্ব্বাচিত না হইয়াও সকল প্রকার দেশহিতকারী প্রস্তাবে কংগ্রেসের অনুগমন করিয়াছেন, কংগ্রেস পরিষদ বর্জ্জন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পর তিনিও পরিষদে যোগ দেন নাই। কিন্তু এ সকল ছাড়াও লাহিড়ী মহাশয়ের আর একটি গুণ আছে। সেটি তাঁহার হাসিখুসী প্রকৃতি। হাস্যে, গল্পে, অমায়িকতায় ও আতিথ্যে আসর জমাইতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা বাংলার সামাজিক জীবন হইতে ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হইতেছে। এ যুগের বাঙ্গালী ক্লাবে যাইয়া ব্রিজ খেলে, সিনেমায় যাইয়া এমেরিকান মেয়েদের love এবং legs দেখে, কিম্বা পার্টিডিনারে যাইয়া শ্বাবারি করে। কিন্তু মজলিস জমায় না। জমাইতে জানে না। ধীরেন্দ্র লাহিড়ীর মধ্যে পুরাতন বাংলার সেই হাস্য পরিহাস রসিক মজলিসী মানুষের পরিচয় আছে। অতঃপর নয়াদিল্লীর ফিরোজ শা রোড ও সিমলার কটি রোডে এসেম্বলীর বাড়ীগুলিতে আবার প্রতি সন্ধ্যায় ১২২ পেয়ালা চা খরচ, ৩৯২টি সিগারেট দগ্ধ হইবে এবং রাত এগারোটা পর্য্যন্ত গান গল্পের আসর বসিবে—খদ্দর পরিহিত নাদুস-নুদুস, সঙ্গীত ও ভোজনরসিক এই মানুষটির নির্ব্বাচন সাফল্যে সেই সম্ভাবনা রহিল।

—খেয়ালী

মূল্য কমিল !!!

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, মাদার টিংচার, স্পিরিট, সুগার অব্ মিল্ক, বাইওকেমিক টিটুরেশন ও ট্যাবলেট, গ্লোবিউল, ব্ল্যাঙ্ক ট্যাবলেট, ডিস্‌কেট, শিশি, কর্ক, আলকালকা টনিক, সিনেরেরিয়া মেরিটিমা (সাক্কাস), মেন্নোলা টনিক, ট্যাবলেট ইত্যাদি।

মূল্য তালিকা বিনামূল্যে।

প্রস্তুতকারক : হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং কোং

ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ও প্রধান অফিস—৪২,৫৬ ও ৫৭, সাউথ এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ৩৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বেনারস ব্রাঞ্চ : গোদুলিয়া, বেনারস সিটি, ইউ, পি।

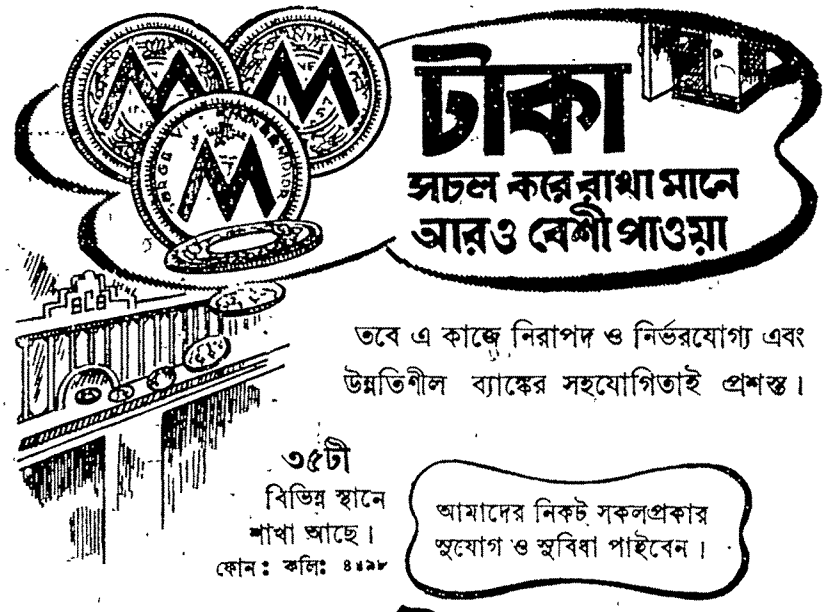

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী
এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

মার্কিন গবর্ণমেণ্টের ঋণ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের এক ঘোষণায় প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে মার্কিন গবর্ণমেণ্টের ঋণের পরিমাণ ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালের মোট ঋণের প্রায় সাড়ে চারগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের ঋণের পরিমাণ হইল সাতাশ হাজার পাঁচ শত কোটী ডলার। উহার শতকরা চুরানব্বুই ভাগেরও বেশী হইল কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ।

কলিকাতায় মোটর কারখানা—বিড়লা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ভারতে মোটর উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিলাতের ন্যুফিল্ড অরগ্যানাইজেশন-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্যার মাইল্‌স্ টমাস সম্প্রতি ভারতে আসিয়াছেন। করাচীতে তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতে মোটর উৎপাদনের জন্য তাঁহারা বিড়লা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহযোগে ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন লইয়া একটী কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে দুইটী কারখানা স্থাপিত হইবে। একটী ওখা বন্দরে এবং অপরটী সম্ভবতঃ কলিকাতায় স্থাপিত হইবে। তাঁহার মতে প্রথমবারে প্রায় আড়াই হাজার মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইবে, তবে আগামী বৎসরের শেষভাগে এই উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে।

বৃটেনের ভোট-তথ্য—লণ্ডনের এক সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে, বৃটেনের বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে মোট তিন কোটী ত্রিশ লক্ষের বেশী ভোটদাতাদের মধ্যে কেবলমাত্র আড়াই কোটী ভোটদাতা ভোট দিয়াছেন, অর্থাৎ মোট ভোটদাতার শতকরা মাত্র তিয়াত্তর জন ভোট দিয়াছেন।

মার্কিনের মজুত স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি—ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মজুত স্বর্ণের পরিমাণ সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্বর্ণের মূল্য হইবে এক কোটী ষাট লক্ষ ডলার। কোন একটী দেশ (যাহার নাম প্রকাশ করা হয় নাই) কর্ত্তৃক স্বর্ণ দ্বারা আমেরিকা হইতে পণ্য ক্রয় করার ফলেই এই বৃদ্ধি সম্ভবপর হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ঐ দেশের স্বর্ণভাণ্ডারে দুই হাজার চার শত কোটী পঞ্চাশ লক্ষ ডলার মূল্যের স্বর্ণ মজুত রহিয়াছে।

ভারতের খনিজ-সম্পদ জাতীয়করণের পরামর্শ—সম্প্রতি ভূপালে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ ডাঃ স্যার সিরিল ফক্স দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, ভারতের সমস্ত খনিজ সম্পদকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে। ব্যক্তিগতভাবেও এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগের অধিকার থাকিবে; তবে সরকারী নিয়ন্ত্রণ উহার উপর বলবৎ থাকিবে।

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধিত—গত ১৪ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত ইণ্ডিয়া গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকার ১৯৪৫ সালের কাগজের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধিত করিয়া "ক্র্যাফ্‌ট" কাগজ ও "ইমিটেশন ক্র্যাফ্‌ট" কাগজের সর্ব্বোচ্চ মূল্য পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত মূল্যের উপর পাউণ্ড প্রতি এক পয়সা বাড়াইয়া দিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে এই আদেশ কার্য্যকরী হইবে।

নবাবিষ্কৃত জীবাণুনাশক ঔষধ—নিউ ইয়র্কের এক খবরে প্রকাশ যে, কলম্বিয়া কলেজ অব্ ফিজিসিয়ানস্ এ্যাণ্ড সার্জ্জেনস্-এর তিনজন সদস্য "বেসিট্রেসিন" নামক একটী নূতন জীবাণুনাশক ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। নবাবিষ্কৃত ঔষধটী নাকি পেনিসিলিন-এরই মত ফলদায়ী। 'সায়েন্স' পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশ যে, পূঁয, রক্তদূষণ, ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাই, ষ্ট্যাফাইলোকক্কাই, গণোকক্কাই প্রভৃতির প্রতিষেধক হিসাবে "বেসিট্রেসিন" নাকি খুবই কার্য্যকরী হইবে।

AAA 461

ভারতবর্ষ কী ক'রে বছরে আরো ৩০,০০,০০০ টন শস্য পেতে পারে

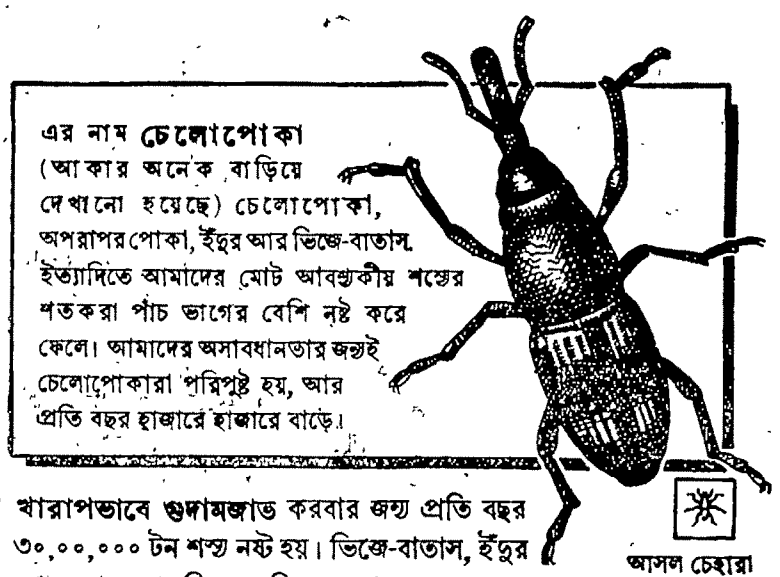

খারাপভাবে গুদামজাত করবার জন্য প্রতি বছর ৩০,০০,০০০ টন শস্য নষ্ট হয়। ভিজে-বাতাস, ইঁদুর আর পোকা প্রভৃতিতে প্রতি বছর ভারতের প্রত্যেক লোকের ভাগ থেকে ৮ সের ক'রে শস্য চুরি করে নিচ্ছে। শস্য গুদামজাত করবার এই সব বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকরী নিয়মগুলি সকলে মেনে চললে এই অপচয় নিবারণ করা যেতে পারে, এবং তা করতেই হবে:—

কী কী করবেন

গুদামজাত করবার আগে সব শস্য পরিষ্কার করবেন ও শুকিয়ে নেবেন।

কেবলমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুদামে শস্য মজুত করবেন: মেঝে ও দেওয়াল ঘষে' সাফ করবেন, দেওয়ালে চুণকাম করবেন এবং গুদামঘর রূপে ব্যবহারের আগে তার দেওয়াল ও মেঝের সব গর্ত ও ভাঙা জায়গাগুলি মেরামত ক'রে নেবেন।

যে-গুদামে জল ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন।

যে-গুদামে ইঁদুর ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন: সিমেণ্ট এবং ভাঙা কাঁচের কুচি দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দেবেন: তারের জাল দিয়ে নর্দমার ছিদ্রগুলো ঢেকে দেবেন: দরজাগুলো আঁটসাট লাগে কি না দেখে নেবেন।

যেখানে সম্ভব, শস্য আলগাভাবে মজুত করবেন: যদি বস্তাবন্দী ক'রে মজুত করতেই হয় তবে লক্ষ্য রাখবেন বস্তাগুলো যেন পরিষ্কার থাকে, যেন মেঝের উপর ফেলে রাখা না হয় এবং দেওয়াল ঘেঁসে না থাকে।

শস্যগুলো নিয়মিত পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, এবং শীতকালে আলো বাতাসের জন্য সব ঘুলঘুলিগুলি খুলে' দেবেন।

কী কী করবেন না

নোংরা গুদামে, ময়লা বস্তায় কিংবা ইঁদুরে-খাওয়া, পোকা-ধরা শস্যের পাশে ভালো শস্য রাখবেন না।

ভিজে অবস্থায় শস্য গুদাম-ঘরে তুলবেন না।

গুদাম-ঘরের ভিতরে বা কাছে জল, জঞ্জাল, পুরানো বস্তা, নোংরা মাদুর পড়ে' থাকতে দেবেন না।

গুদাম-ঘরের পাশে শস্য পরিষ্কার করবেন না।

শীতের সময় চার মাসের বেশি, কিংবা বর্ষার সময় তিন মাসের বেশি, শস্য গুদাম-ঘরে বস্তাবন্দী রাখবেন না।

খোলা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে শস্য ফেলে রাখবেন না।

শস্য বাঁচানোই দেশের সেবা

নিউ দিল্লী থেকে, ফুড ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
মজবুত বিশ্বস্ততা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

করাত ব্যবসায়ের মুনাফা নিয়ন্ত্রণ—বিদেশ হইতে আমদানীকৃত বিভিন্ন প্রকারের করাত (যথা, ছুতারের করাত, পিট করাত, ইত্যাদি) বিক্রয়ে আমদানীকারীদের মুনাফার পরিমাণ সম্প্রতি বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। মজুত ও মুনাফাবিরোধী (হোর্ডিং এ্যাণ্ড প্রফিটিয়ারিং প্রিভেন্সন) অর্ডিন্যান্স বলে এ সম্পর্কে একটী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে।

মাছ ধরিবার জন্য নূতন ধরণের নৌকা—ভারতের মৎস্যচাষের উন্নতি বিধানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা পরিভ্রমণ করিয়া ভারত সরকারের প্রতিনিধি ডাঃ ডি, এন, খাণ্ডকে সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। উক্ত দুইটী দেশের বিভিন্ন মৎস্যচাষ, মৎসশিকার ও মৎস্যসংরক্ষণের আধুনিকতম পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ ওয়াকিবহাল হইয়াছেন। ঐ সব পদ্ধতি ভারতে কিরূপ কার্য্যকরী হইবে সে বিষয়েও তিনি বিবেচনা করিয়াছেন। ডাঃ খাণ্ডকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মাছ ধরিবার জন্য ভারতবর্ষের উপযোগী করিয়া এক বিশেষ ধরণের নৌকা নির্ম্মাণ করাইতে হইবে। ঐরূপ নৌকা পরিচালনার জন্য ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে নিউ অরলেন্স্-এর হিগ্‌গিনস্ ইন্‌স্টিট্যুট-এর সহিত তিনি বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

মাদ্রাজের উপকূলে প্রচুর পরিমাণ গন্ধকের সন্ধান—প্রকাশ, বাঙ্গালোরস্থ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স-এর ফার্ম্মেণ্টেশন টেকনোলজি বিভাগ কর্ত্তৃক ১৮ মাসব্যাপী অবিরাম পরীক্ষার ফলে মাদ্রাজের উপকূলে মসলিপট্টমের নিকট প্রচুর পরিমাণ মৌলিক গন্ধকের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, জীবাণুর প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার দ্বারাই উক্ত মৌলিক গন্ধক উৎপত্তি হইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত আগ্নেয় প্রস্তর হইতেই গন্ধক পাওয়া যাইত এবং ইটালী ও আমেরিকাই গন্ধক উৎপাদনের প্রধানতম কেন্দ্রস্থল ছিল। উক্ত ইনষ্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকগণ এক্ষণে ঘোষণা করিতেছেন যে, মৌলিক গন্ধক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ফার্ম্মেও গন্ধক উৎপাদন সম্ভব। ইতিমধ্যেই উক্ত ইনষ্টিটিউটের পক্ষ হইতে মাদ্রাজের উপকূলে মৌলিক গন্ধক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ফার্ম্ম প্রতিষ্ঠার উপযোগী দুইটি অঞ্চল নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, জানা গিয়াছে।

কলিকাতায় কেরোসিন বরাদ্দ ব্যবস্থা—সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা গবর্ণমেণ্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আগামী ৩১শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতায় কেরোসিনের যে বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথা ছিল তাহা ৪ সপ্তাহ পিছাইয়া গেল। ১৯৪৬ সালের ২৮শে জানুয়ারী হইতে কেরোসিনের বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষা—প্রকাশ, সাংবাদিকতা শিক্ষাদান সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, বাংলা গবর্ণমেণ্ট তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। আশা করা যায়, আগামী জুলাই মাসের পূর্ব্বেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন এবং জুলাই মাস হইতে সাংবাদিকতার ক্লাশ খোলা সম্ভব হইবে।

স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া—স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া আগামী বৎসরের জন্য অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অরগেনাইজেশন-এর সভাপতি পদে পুনঃনির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বাংলার সিকিউরিটি বন্দী—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত ১ হাজার ৬ শত ৪৬ জন সিকিউরিটি বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন। উক্ত ১ হাজার ৬ শত ৪৬ জন সিকিউরিটি বন্দীর মধ্যে ১৮২ জনকে গত ২১শে অক্টোবর হইতে ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সম্মিলিত অভ্র মিশন—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, মার্কিন গবর্ণমেণ্ট এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্মিলিত অভ্র মিশন ১৯৪৫ সালের ৩০শে নবেম্বর হইতে অভ্র ক্রয়ে বিরত রহিয়াছেন। প্রকাশ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং মার্কিন গবর্ণমেণ্ট স্বাভাবিক উপায়েই এক্ষণে প্রয়োজনীয় অভ্র সংগ্রহ করিতেছেন।

বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রবৃত্তি—বিদেশে কৃষি সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া তামাক সম্বন্ধে শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে ইম্পেরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী ভারতীয় ছাত্রদের জন্য দুইটী দ্বিবার্ষিক ছাত্রবৃত্তি দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ হইবে পাঁচশত পাউণ্ড। ছাত্র নির্ব্বাচনের কার্য্য সুরু হইয়াছে। ছাত্রদ্বয় শীঘ্রই বিদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা হইতেছে। খুব সম্ভব আমেরিকাতেই তাঁহাদিগকে শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

রক্তাল্পতার নূতন ঔষধ—সিন্‌সিন্নাটী (Cincinnati) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ টমাস স্পাইজ চার প্রকারের রক্তাল্পতা রোগের এক নূতন নিরাময়কারী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তিনি বলিয়াছেন যে, রক্তের লাল কণিকা বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত শক্তি সিন্‌থেটিক ফোলিক এ্যাসিডে (Synthetic Folic Acid) পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস রক্তহীনতার চিকিৎসায় এই নূতন ঔষধটী যকৃৎসার (Liver Extract) অপেক্ষাও বেশী কার্য্যকরী হইবে।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

আসামের সর্ব্বপ্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ

হেড অফিস :— শিলং
টেলিগ্রাম—BANKASSAM
টেলিফোন—২০ (২ লাইন)

কলিকাতা অফিস :— ৬, ক্লাইভ রো
টেলিগ্রাম—ASSAMBANK
টেলিফোন—কলি: ৬৯৪০

—শাখাসমূহ—
বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, নওগাঁ

অনুমোদিত মূলধন— ২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন— ১০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন— ১০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ৫,৬৩,০০০৲ টাকার উপর
(অগ্রিম কলসহ)
রিজার্ভ তহবিল— ৭৫,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,০০,০০,০০০৲ টাকা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ্ ব্যানার্জী

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন—প্রকাশ, আগামী জুন মাসে ওয়াশিংটন সহরে যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন হইবে তাহাতে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য ভারত সরকার আমন্ত্রিত হইয়াছেন। উক্ত সম্মেলনের প্রাথমিক বৈঠক আরম্ভ হইবে আগামী মার্চ্চ মাসে। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী এবং গণমান্য বেসরকারী ব্যক্তিগণ উক্ত সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক ফরাসীদেশকে ঋণ দান—ফরাসীদেশের পুনর্গঠনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চান্ন কোটী (সাড়ে পাঁচশত মিলিয়ন) ডলার ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছেন। ঋণের প্রয়োজনীয় চুক্তিপত্রও ইতিমধ্যে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

চীনে বয়নশিল্প পুনর্গঠন কোম্পানী—চুংকিং-এর এক খবরে প্রকাশ যে, জাপানীদের নিকট হইতে যে বিশ লক্ষ টাকু চীন সরকার অধিকার করিয়া লইয়াছেন সেইগুলি কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা একটী বয়নশিল্প পুনর্গঠন কোম্পানী স্থাপন করিয়াছেন।

ভারতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি উৎপাদন—ভারত সরকারের পরিকল্পনা সচিব স্যার আর্দ্দেশির দালাল ভারতবর্ষে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি উৎপাদন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে বোম্বাই-এর কাপড়ের কলের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। প্রকাশ, কলমালিকরা যন্ত্রপাতির উৎপাদন বিষয়ে ভারত সরকারের সহিত একমত হইয়াছেন। ভারত সরকারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে একটী কমিটি গঠনের পরিকল্পনা এই আলোচনা সভায় গৃহীত হইয়াছে।

ভারতে নূতন কৃষি ও পশুপালন শিক্ষায়তন—'বোর্ড অব এগ্রিকালচার এ্যাণ্ড এ্যানিম্যাল হাজবেণ্ড্রী'-র এক সভার উদ্বোধন বক্তৃতায় ভারত সরকারের কৃষি সচিব স্যার যোগীন্দ্র সিং মহাশয় সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে কতকগুলি কৃষি ও পশুপালন শিক্ষায়তন (college) স্থাপন এবং গবেষণাগারগুলিকে

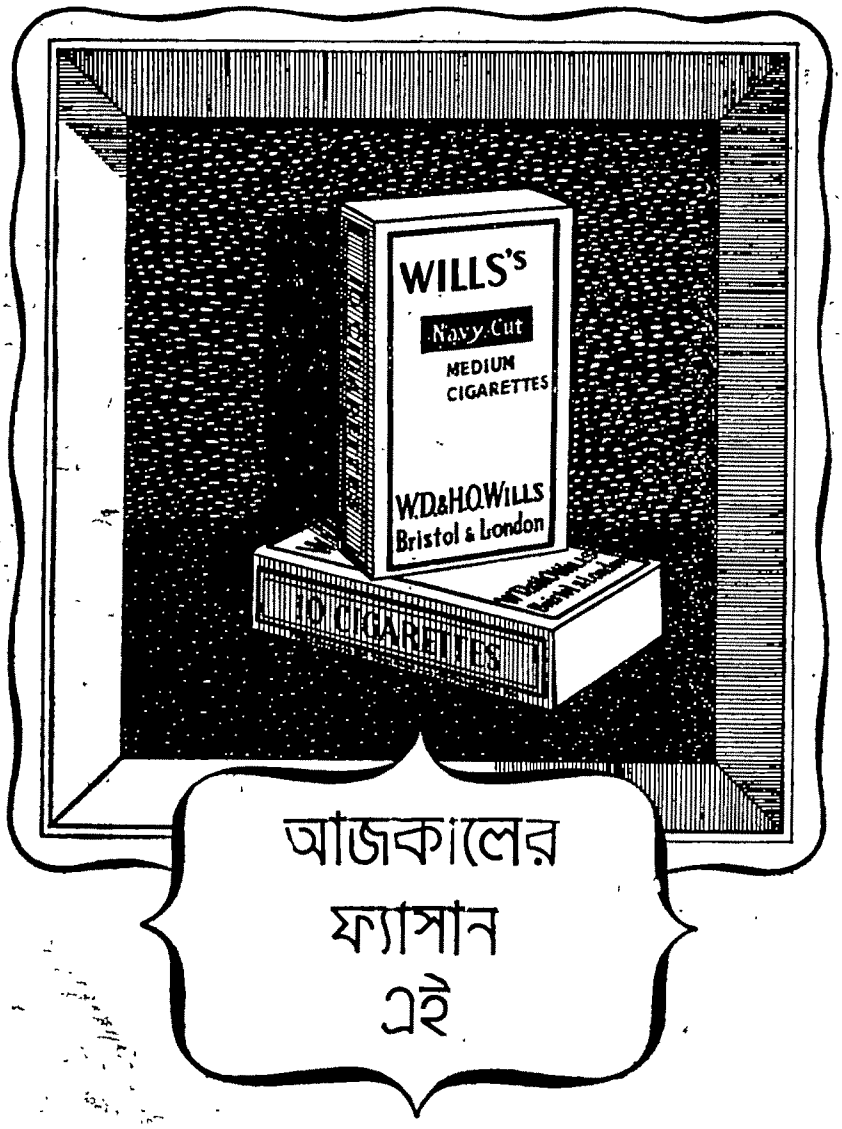

আজকালের
ফ্যাসান
এই

পাঁচ আনায় দশটি

তদুপরি যেখানে স্থানীয় ট্যাক্স ধার্য্য আছে তাহাও দিতে হইবে।

WILLS'S NAVY CUT
CIGARETTES

HC/21

সম্প্রসারিত করা হইবে। স্যার যোগীন্দ্র আরও বলিয়াছেন যে, ধান, আলু, সব্জী, ফল এবং মাছ সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষাকার্য্য চালাইবার জন্য শীঘ্রই বিভিন্ন স্থানে গবেষণাগার এবং পরীক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

মালয়ের টিনখনি পুনর্গঠন—লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, মালয়ের টিনখনি শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য বৃটিশ সরকার প্রয়োজনীয় অর্থবিনিয়োগ করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রকাশ, এই উদ্দেশ্যে অল্প মূলধনসম্পন্ন কোম্পানীগুলিকে কম সুদে সরকারী ঋণ দেওয়া হইবে।

বৃটেনের মোটরগাড়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত—বৃটেনে আগামী বৎসরে মোটরগাড়ীর উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে আশা করিয়া বর্ত্তমান বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ঐ দেশের মোটরগাড়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (rationing) তুলিয়া লওয়া হইতেছে। বৃটেনের সামরিক যানবাহন সচিবের দপ্তর হইতে এইরূপ এক ঘোষণা সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে।

মালয়প্রবাসী স্বদেশাগত ভারতীয়দের মালয় যাত্রা—হায়দ্রাবাদের (সিন্ধু) এক খবরে প্রকাশ যে, দ্বিতীয় মহাসমরের জন্য মালয়প্রবাসী যে সমস্ত ভারতীয় মালয় পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, মালয়ে তাঁহাদের পুনর্গমনের বিষয়ে ভারত সরকার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। স্বদেশাগত মালয়প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে যাঁহারা আবার মালয়ে ফিরিয়া যাইতে চাহেন তাঁহাদের প্রথম দল বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের শেষে মালয় যাত্রা করিবেন।

সিংহল-ব্রহ্ম যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল—প্রকাশ, বিব্বি লাইন (Bibby line) পথে সিংহল-ব্রহ্ম যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল শীঘ্রই সুরু হইবে। এই উদ্দেশ্যে নয় হাজার টনের যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ নিয়োগ করা হইবে।

কলছাঁটাই চাউলের খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) সংরক্ষণ—বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অব সায়েন্স কর্ত্তৃক কলছাঁটাই চাউলের খাদ্যপ্রাণ শক্তি সংরক্ষণের এক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে উক্ত খাদ্যপ্রাণের শতকরা প্রায় নব্বুই ভাগ সংরক্ষণ করা চলিবে। প্রতি আড়াই মণ ধানের খাদ্যপ্রাণ সংরক্ষণের জন্য খরচ পড়িবে মাত্র এক টাকা।

বিলাত অভিমুখে ভারতীয় প্রতিনিধি দল—প্রকাশ, ইঙ্গ-মার্কিন ঋণচুক্তির ফলে এক দল ভারতীয় প্রতিনিধি শীঘ্রই যুক্তরাজ্যে গমন করিতেছেন। ভারতের পাওনা বিলাতে মজুদ ষ্টার্লিং-এর হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিনিধি দল বিলাতে যাইতেছেন। এই প্রতিনিধি দলে নাকি বেসরকারী ভারতীয় প্রতিনিধিও থাকিবেন।

পশ্চিম জার্ম্মানীর শিল্প যন্ত্রপাতি—প্রকাশ, পশ্চিম জার্ম্মানীর ছাব্বিশটী শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি মিত্রশক্তির উনিশটী দেশের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া 'দি ফোর পাওয়ার এ্যালায়েড কণ্ট্রোল কাউন্সিল' সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত উনিশটী দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। কাউন্সিল স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত কল-কারখানার যন্ত্রপাতির শতকরা ৫২.২ ভাগ পাইবে সতরোটী "পাশ্চাত্য" শক্তি এবং রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড পাইবে শতকরা ৪৭.৮ ভাগ। এই সব কল-কারখানার মধ্যে রহিয়াছে বোরবেক-এর ফ্রেডারিক ক্রুপ হাটেনওয়ের্ক-এর কারখানা, হাম্বুর্গ ও ব্রেমেনের পোত-নির্ম্মাণ কারখানা, এবং স্যুইনফার্টের বল-বিয়ারিং (ball-bearing)এর কারখানা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের সেন্সাস ব্যুরোর এক হিসাবে প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে উক্ত দেশের জনসংখ্যা বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা, উক্ত ব্যুরোর মতে, হইয়াছে চৌদ্দ কোটীর উপরে। ১৯৪০ সালে মার্কিন দেশের জনসংখ্যা ছিল তের কোটী ষোল লক্ষ উনসত্তর হাজার দুই শত পঁচাত্তর।

অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অরগেনাইজেশন—অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অরগেনাইজেশনের ষষ্ঠ বাৎসরিক সম্মেলন আগামী ২৮শে এবং ২৯শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হইবে। স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া উহাতে সভাপতিত্ব করিবেন।

বাঙ্গালী ছাত্রদের বৃত্তির জন্য বিড়লা পরিবারের দান—প্রকাশ, শ্রীযুক্ত বি এম বিড়লার পুত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ বিড়লার বিবাহ উপলক্ষে বিড়লা পরিবার ১ লক্ষ টাকা দান করিবেন। আরও প্রকাশ যে, উক্ত অর্থ ৪ বৎসরের জন্য বাঙ্গালী ছাত্রদের বৃত্তি হিসাবে ব্যয় করা হইবে।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—৭৮৬ পৃষ্ঠার পর)

আমেরিকার 'ফার ইষ্টার্ণ সার্ভে' পত্রিকা উডহেড কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "উডহেড কমিশন বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের ফলে পনের লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। গত ছয় বৎসরের মহাযুদ্ধে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে ইহার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ লোক মারা গিয়াছে। যে পনের লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিয়াছে, তাহারা ঐ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির জন্য একেবারেই দায়ী ছিল না।" উক্ত মার্কিন পত্রিকার মন্তব্য সম্পর্কে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা যে সরকারী স্বীকৃতির ১৫ লক্ষের অপেক্ষা অনেক বেশী, এমন কি বেসরকারী হিসাবের ৩০ লক্ষেরও অধিক, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সঠিক সংখ্যা নির্ণয়ের ভার ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের বিশেষজ্ঞদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আমরা এখনই অনায়াসে এই অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে, রুশিয়াকে বাদ দিলে এবারের মহাযুদ্ধে সমগ্র মিত্রপক্ষের নিহতের মোট সংখ্যা বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষে মৃত নরনারীর মোট সংখ্যার তুলনায় অনেক কম।

গ্রাম : উদয়ের পথে
অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট
ট্রাষ্ট লিমিটেড
১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আপনার সঞ্চিত অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাটাইয়া লাভবান হইতে হইলে সত্বর আমাদের সহিত পরামর্শ করুন।
ম্যাঃ ডিরেক্টর—মিঃ কে, সি, মিত্র।

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২
কার্য্যকরী মূলধন—১২ কোটি টাকার উপর
—কলিকাতা অফিসসমূহ—
৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯-এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং ১৩৯-বি, রসা রোড
: অন্যান্য অফিসসমূহ :

কুমিল্লা	জোড়হাট	দ্বারভাঙ্গা	নারায়ণগঞ্জ	পুরাণবাজার	ভাগলপুর
গৌহাটী	ডিব্রুগড়	ধুবড়ী	পাবনা	ব্রাহ্মণবেড়িয়া	ভৈরব
চট্টগ্রাম	ঢাকা	নতাইগঞ্জ	পাটনা	বোম্বাই	ময়মনসিংহ
চাঁদপুর	তিনসুকিয়া	নওগাঁ	পাটনা সিটি	বরিশাল	রাজসাহী

মাদ্রাজে এজেন্সী আছে—
বৈদেশিক এজেন্সীসমূহ : লণ্ডন—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা—গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক, অষ্ট্রেলিয়া—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনী, মধ্য প্রাচ্য—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি, এণ্ড সি, এ)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

—রিপোর্ট—

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত)

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ "শেয়ার ডিলার্স হাউস" কলিকাতা।

শাখা ও এজেন্সি ঃ ভারতের সর্ব্বত্র এবং সিংহল ও পূর্ব্ব আফ্রিকায়।

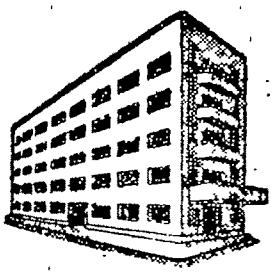

মূলধন

অনুমোদিত ও বিক্রয়ার্থ (প্রতিখানি শেয়ার ৫০৲ টাকা করিয়া)	...	২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত	...	১৮,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত	...	১০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে

শেয়ার ডিলার্স হাউস

চৌরঙ্গী স্কোয়ারস্থিত কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী

ব্যবসায়ী মহলে এবং লগ্নীকারকদের নিকট বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ-এর নাম আজ সুপরিচিত, এই কোম্পানীই সর্ব্বপ্রকার ষ্টক ও শেয়ার ব্যবসায়ে ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্ব্ববৃহৎ যৌথ প্রতিষ্ঠান। সিণ্ডিকেট সততার সহিত লগ্নীকারকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও শেয়ার ব্যবসায়ের প্রসারকল্পে পথপ্রদর্শকরূপে কাজ করিয়া আসিতেছে। কোম্পানীর প্রারম্ভ হইতে নিয়মিত ভাল লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ব্যবসায় কেন্দ্র এমন কি পূর্ব্ব আফ্রিকা ও সিংহলেও ইহার শাখা ও এজেন্সি অফিস রহিয়াছে।

সিণ্ডিকেটের বিভিন্ন প্রকারের আয়ের পন্থা

প্রথমতঃ—বিভিন্ন পার্টির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় বাবদ দালালি।

দ্বিতীয়তঃ—শেয়ার রাখিয়া বিভিন্ন পার্টিকে যে টাকা ধার দেওয়া হয় উহা হইতে লভ্য সুদ।

তৃতীয়তঃ—নিপুণ পরিচালনায় নূতন সংগঠিত ভাল কোম্পানীর শেয়ার আণ্ডাররাইট করিয়া উহা হইতে লভ্য দালালি ও কমিশন।

চতুর্থতঃ—চৌরঙ্গী স্কোয়ারস্থিত কোম্পানীর নিজস্ব পাঁচতলা বাড়ীর ভাড়া হইতে বাৎসরিক প্রায় ৩০,০০০৲ এবং বিখ্যাত শিশুখাদ্য **ভিটামিল্ক** প্রস্তুতকারক ন্যাশন্যাল নিউট্রিমেণ্টস্-এর ম্যানেজিং এজেন্সির পারিশ্রমিক ও কমিশন হইতে বাৎসরিক প্রায় ৪০,০০০৲। ন্যাশন্যাল নিউট্রিমেণ্টস্ হইতে এই আয় উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে আশা করা যায়।

ইহা ছাড়াও ঃ—সিণ্ডিকেট সম্প্রতি যে দুইটী কোল কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সি লইয়াছেন উহা হইতেই বাৎসরিক ভাল আয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

লভ্যাংশ

প্রারম্ভের চারি বৎসর মধ্যেই সিণ্ডিকেট অংশীদারগণকে শতকরা ২২৲ লভ্যাংশ স্বরূপ দিয়াছেন এবং ১৯৪৪-এর মার্চ্চ-এর পর কার্য্যকাল হইতে আরও বেশী লভ্যাংশ আশা করা যায়।

সিণ্ডিকেটের প্রচারকার্য্য একান্ত আবশ্যক এবং তদুদ্দেশ্যে কর্ত্তৃপক্ষ "মাছলি শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট" প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহাতে বাজার চল্‌তি ও প্রাইভেট নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদানকারী সব রকম ভাল ভাল কোম্পানীর শেয়ারের বিস্তৃত বিবরণ থাকায় লগ্নীকারকদের বিশেষ উপকারে আসে। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে; সিণ্ডিকেটের বিভিন্ন পার্টিরা যাহাতে শেয়ার বাজারের খুঁটিনাটি সব সংবাদ পাইতে পারেন সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষ পুনরায় বাজারের সাপ্তাহিক রিপোর্ট ও ইয়ার বুক প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এখন জাতীয় শিল্প-বাণিজ্য বাড়িয়াই চলিবে। ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বাজারের সঙ্কোচভাব কাটিয়া গেলে শেয়ারের কাজ প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া চলিবে। অধিকন্তু মুদ্রাস্ফীতির দরুণ যুদ্ধপূর্ব্ব সময় অপেক্ষা বর্ত্তমানে লোকে বেশী শেয়ার-মনোভাবাপন্ন হইয়াছে।

বর্দ্ধিত হারে লভ্যাংশের আশা

সিণ্ডিকেট যুদ্ধপূর্ব্ব সময়ে যেরূপ বর্দ্ধিত হারে লভ্যাংশ প্রদান করিতেছিল আবার সেইরূপ লভ্যাংশ দেওয়া যাইতে পারিবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ দৃঢ় আশা পোষণ করেন। বাজেয়াপ্ত বক্রী শেয়ারগুলি সমমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। আমরা জানি লোকে উহা কাড়াকাড়ি করিয়া কিনিয়া লইবে এবং জনসাধারণ স্বীয় কষ্টার্জ্জিত অর্থ সিণ্ডিকেটের শেয়ারে লগ্নী করিয়া স্বীয় পরিজনবর্গের ভবিষ্যৎ সংস্থান করিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবেন না।

স্থায়ী আমানত

সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক ভাল সুদে স্থায়ী আমানতও গ্রহণ করা হয়।

সাধারণের সুবিধার জন্য শেয়ারের আবেদন ও স্থায়ী আমানতের আবেদনের ফর্ম্ম এই সঙ্গে দেওয়া গেল। উহা যথাযথ পূরণ করিয়া অনতিবিলম্বে কোম্পানীর হেড অফিসে পাঠাইতে হইবে।

শেয়ারের আবেদন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড
"শেয়ার ডিলার্স হাউস" কলিকাতা।

মহাশয়, তাং.....১৯৪

আমি/আমরা আবেদনের সহিত ৫৲, শেয়ার বিলি বাবদ ৫৲ ও ভর্ত্তি ফি বাবদ ১৲ মোট ১১৲ টাকা এই সঙ্গে নগদ/চেক/মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলাম। আমার/আমাদের নামে প্রতি শেয়ার ৫০৲ করিয়া আপনার কোম্পানীর.....সাধারণ শেয়ার কোম্পানীর আর্টিকেলস্ ও মেমোরেণ্ডামে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী বিলি করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। বাকী টাকা যখন যেরূপ ভাবে কল দেওয়া হইবে তদনুযায়ী দিব। আপনাদের পাকা খাতায় আমার/আমাদের নাম শেয়ার হোল্ডার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিবার অনুরোধ করিতেছি।

এজেণ্ট..... স্বাক্ষর.....

পূর্ণ নাম.....

ঠিকানা..... ঠিকানা.....

স্থায়ী আমানতের আবেদন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড
"শেয়ার ডিলার্স হাউস" কলিকাতা।

মহাশয়, তাং.....

এতদ্‌সহ প্রেরিত.....টাকা.....বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক..... টাকা সুদে আপনার কোম্পানীতে গচ্ছিত থাকিবে বলিয়া পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার/আমাদের নামে স্থায়ী আমানতের রসিদ পাঠাইয়া দিবেন। আমি বা আমাদের যে কেহ বা ওয়ারেশ ইহা পাইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করিবেন।

স্বাক্ষরের নমুনা.....নাম.....

তাং.....১৯৪ ঠিকানা.....

স্থায়ী আমানতের সুদের হার

১ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক	৩॥০	৭ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক	৪৸০
২ " " " "	৪৲	৮ " " " "	৫৲
৩ ও ৪ " " " "	৪।০	৯ " " " "	৫।০
৫ ও ৬ " " " "	৪॥০	১০ " " " "	৫॥০

কোম্পানী প্রসঙ্গ

মোহিনী মিলস্ লিঃ

সম্প্রতি আমরা সুপরিচিত মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের গত ১৯৪৪ সালের একটি মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণী পাইয়াছি। যুদ্ধের সময়ে বহুবিধ অসুবিধার মধ্যে কাপড়ের কলের কাজ পরিচালনা করিয়াও এই কোম্পানীটি নানাদিক দিয়া তাহার উদ্যোগ-শীলতা ও উন্নতি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৪৪ সালে ১নং ও ২নং মিলের তৈয়ারী জিনিষের মধ্যে কোম্পানী ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার বস্ত্র ও ৪৭ হাজার টাকার সূতা বিক্রয় করিয়াছে। তাহা ছাড়া অব্যবহার্য্য তুলা ও সূতা বিক্রয় করিয়াও এবার ৭৩ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। বিক্রীত বস্ত্র ও সূতা বাদে বৎসরের শেষে ঐ সব শ্রেণীর আরও ১৭ লক্ষ টাকার মাল কোম্পানীর হাতে মজুত ছিল। আলোচ্য বৎসরে নানাদিকের খরচপত্র বাদে কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৬১৪ টাকা। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত যোগ করিয়া ৩৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩৬২ টাকা হয়। উহা হইতে যন্ত্রপাতি ও বাড়ীঘরের মূল্যাপকর্ষ বাবদ ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৭৫৩ টাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাকী টাকা হইতে ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৯৭ টাকা নিয়োগ করিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ অংশীদারদিগকে শতকরা ২০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। ২৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ট্যাক্স বাবদ ব্যয় হইবে। ৩০ হাজার টাকা মজুত তহবিলে নিয়োগ করা হইয়াছে। ৫৩ হাজার ৬১২ টাকা পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইবে।

মোহিনী মিলের কর্ত্তৃপক্ষ প্রকৃত দূরদর্শিতা নিয়া কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য সকল দিক দিয়াই যথাসম্ভব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। কোম্পানীর ১নং মিলের যন্ত্রপাতি পুরানো হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সমস্তের স্থলে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবার জন্য তাঁহারা এখন হইতে উপযুক্ত কার্য্যনীতি গ্রহণে সচেষ্ট হইয়াছেন। ১নং মিলের বাটী সম্প্রতি সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। নূতন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামও ইতিমধ্যে বসানো হইয়াছে। কতিপয় ধরণের যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে মেসার্স চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস হিসাবে অতীব কৃতিত্বের সহিত কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন।

সেন্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে ১২১নং আপার সারকুলার রোডে উপরোক্ত ব্যাঙ্কের মাণিকতলা শাখার উদ্বোধন হইয়াছে। 'আর্থিক জগতের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এই শাখার উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন যে, এক একটা দেশের সুখ-সমৃদ্ধি উক্ত দেশের জনসাধারণ কর্ত্তৃক উহার প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন ও তাহা যথাযোগ্যভাবে বণ্টনের উপর নির্ভর করে। এই উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে দেশের ব্যাঙ্কসমূহ বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। অত্রাবস্থায় প্রত্যেক দেশেই ব্যাঙ্ক ব্যবসার প্রসারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইবার এক প্রকার কোন ব্যবস্থাই নাই, সেই দেশে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী।

বাঙ্গলা দেশে যে সমস্ত ক্ষুদ্রাকার ব্যাঙ্ক রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য বলেন, এই সব ব্যাঙ্ক দেশের পল্লী অঞ্চলে শাখা স্থাপন করিয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কের মারফতে কাজ-কারবার চালাইবার অভ্যাস সৃষ্টি করিতেছে এবং দেশের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান—যে সব প্রতিষ্ঠান বৃহদাকার ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে কোন সাহায্যই পায় না সেই সব প্রতিষ্ঠান নানাভাবে সাহায্য করিতেছে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য আরও বলেন যে, ছোট ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যে সব ব্যাঙ্ক উহাদের হস্তস্থিত তহবিল নিরাপদভাবে দাদন করিতেছে এবং আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার জন্য সবখানে নিজেদের হাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ নগদ টাকা রাখিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে সাধারণের ভয়ের কোন কারণই নাই।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য বলেন, সেন্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ কোনও প্রকার বুঁকিদারী ব্যবসায়ে অর্থবিনিয়োগ করেন না এবং শাখা বিস্তারে উহারা অত্যন্ত সাবধানতার সহিত কাজ করিতেছেন জানিয়া তিনি খুব সুখী হইয়াছেন। তিনি ব্যাঙ্কটীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করেন।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ সত্যেন্দ্রভূষণ বিশ্বাস এবং সেক্রেটারি মিঃ বি, এন, দালাল ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী সভায় ব্যক্ত করেন। জি, এস, এম্পোরিয়ামের মিঃ তারাপদ চক্রবর্ত্তী একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় ব্যাঙ্কের উন্নতি কামনা করেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ব্যাঙ্কের তরফ হইতে জলযোগে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল — কুষ্টিয়া (নদীয়া)

২নং মিল — বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— সুধাংশু বিশ্বাস, সুশীল সেন

নূতন যৌথ কোম্পানী

মডার্ণ মিউচুয়েল লাইফ এস্যুরেন্স কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জি এম আল্লীভয়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৫, মতি শীল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। লাইফ ইনস্যুরেন্স ব্যবসা।

ময়মনসিংহ বাস সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নগেন্দ্রনাথ ভৌমিক। রেজিষ্টার্ড অফিস—ময়মনসিংহ। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ট্রান্সপোর্ট এজেন্টস্।

সোপ এণ্ড এলাইড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মদনলাল গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৫, বারটোল্লা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাবান প্রস্তুতীকরণ ব্যবসা।

মেসার্স পি এন রায় চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি এন রায় চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯৮-৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৯ শত টাকা। এজেন্সির ব্যবসা।

হোয়াইট হাউস হোটেল লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস সি সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬২, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেষ্টুরেণ্ট, কফি প্রভৃতি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

বি জে ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি জোয়ারদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ম্যানেজিং এজেণ্টস্, এজেণ্টস্।

নেভি এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দীনেশচন্দ্র গুহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৮, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সর্ব্বপ্রকার এজেন্সির ব্যবসা।

চৌমুহনী ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সুবলকৃষ্ণ সাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০।১, পর্ত্তুগীজ চার্চ্চ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ইলেকট্রিক লাইট এবং পাওয়ার কোম্পানী।

তিস্তা ষ্টীম নেভিগেশন কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দীনেশচন্দ্র গুহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৮, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ষ্টীমার, মোটর বোট মালিকগণ।

এলাইড প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিটি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ডি সি সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২, সোযালো লেন, রাধাবাজার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। মুদ্রাকর, কালি, কলম, কাগজ প্রভৃতি বিক্রেতা, শিল্পাঙ্কন বিদ্যাবিদ্।

আইডিয়েল প্রিণ্টারস্ এণ্ড পাবলিসারস্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ নরেন্দ্র এন করগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৬-এ, প্রতাপাদিত্য প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। মুদ্রাকর, কালি, কলম, কাগজ প্রভৃতি বিক্রেতা এবং শিল্পাঙ্কন বিদ্যাবিদ্।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

অকল্যাণ্ড জুট কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ক্লাইভ মিলস কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ডালহৌসি জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কিনিসন জুট মিলস কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজ, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

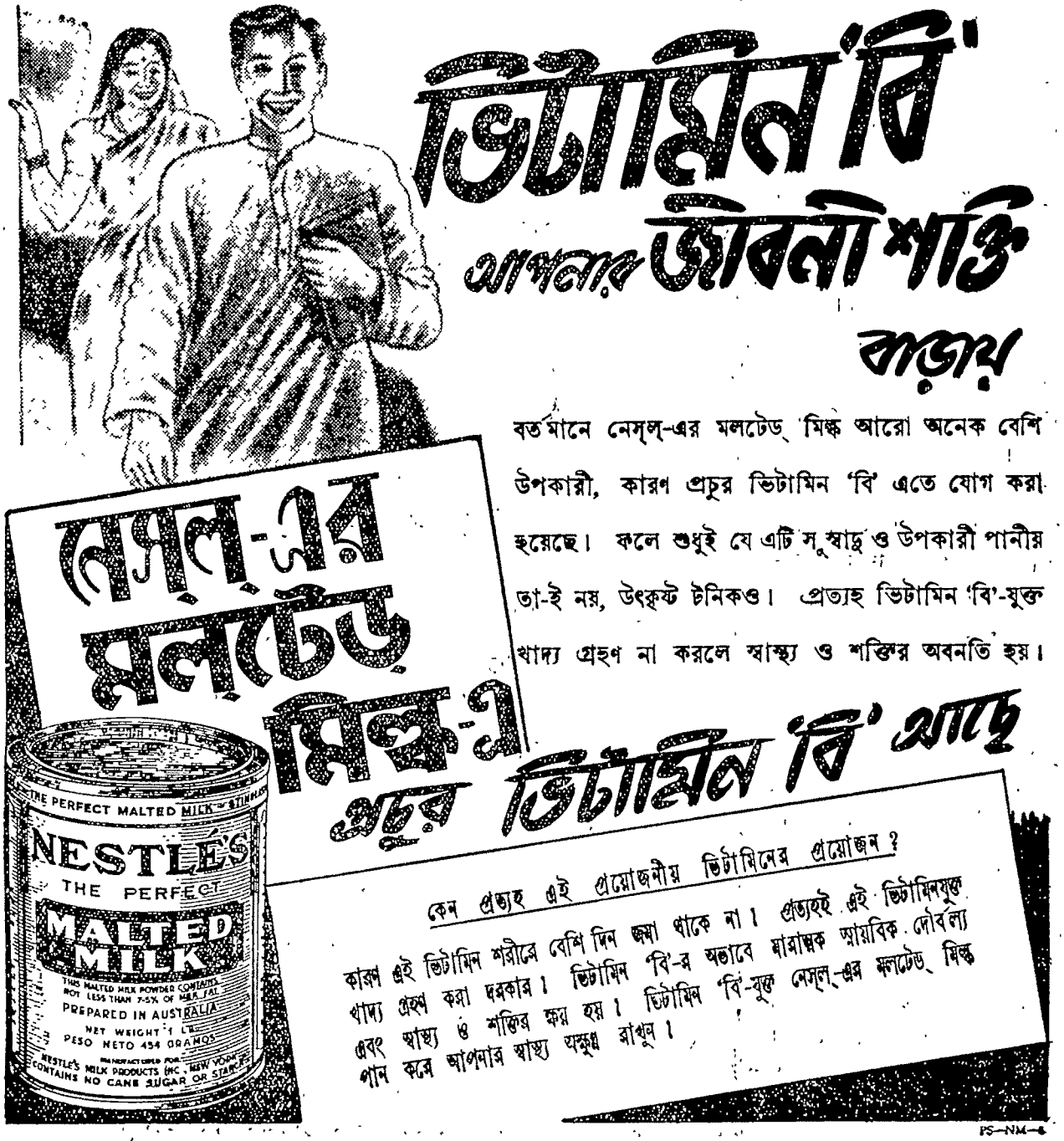

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২২শে ডিসেম্বর—বর্ত্তমান সপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবা-মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে কল টাকার আদান-প্রদান হইয়াছিল তাহার সুদের হার বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা এবং কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনাই বজায় ছিল। উত্তর ভারতে তুলা-ক্রয়ের কাজ সুরু হইলে টাকার চাহিদা বিশেষভাবে বাড়িবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডারের পরিমাণ আরও কমিয়া যাওয়ায় গড়পড়তা সুদের হার বৃদ্ধি পায়। সরকারের প্রয়োজনের এক-চতুর্থাংশেরও কম পরিমাণ টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গত ১৮ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৸৶৩ পাই দরের সমুদয় টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। নিম্ন মূল্যের টেণ্ডারের আবেদনগুলি অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। মোট ৯৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডার-সমূহের গড়পড়তা সুদের হার-বার্ষিক শতকরা ।৶০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ২৭শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকল কেন্দ্রে সকাল ১১টা পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৪ কোটী টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ২৯শে ডিসেম্বর শনিবারে টাকা জমা দিতে হইবে। অপরাপর সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। বড় দিনের বন্ধের জন্য আগামী ২৭শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার লাহোর কেন্দ্রে কোন টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে না।

গত ১৪ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বপক্ষে মোট ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে মাঝারি রকমের কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয়। টাকা-ষ্টার্লিং বিনিময় হার অপরিবর্ত্তিতই থাকে, কিন্তু টাকা-ডলার বিনিময় হারে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে। বিনিময় হার নিম্নে দেওয়া হইল:—

টেলি: হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শি:	৫৩½ পে:
ঐ দর্শনী („)	„	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শি:	৬৩⅜ „
ডি এ চার মাস („)	„	৬৩⅝ „
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা	

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৭ই ডিসেম্বরের সাপ্তাহিক হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৯০ কোটী ৪৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৭৬ কোটী ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত ৭ই ডিসেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮৮ কোটী ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ও ২৭৫ কোটী ৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭৩ কোটী ৭৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ও ২৭৩ কোটী ১৫ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২১শে ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহের আগাগোড়া কলিকাতার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কর্ম্মপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়; প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও 'অভূতপূর্ব্ব' উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। 'ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ-চুক্তির ফলে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধা হইবে'; 'নূতন নূতন কলকারখানার সম্প্রসারণ দ্বারা অদূর ভবিষ্যতেই ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করা হইবে', কলিকাতার শেয়ার বাজারে এইরূপ মনোভাব ছড়াইয়া পড়ার জন্যই আলোচ্য সপ্তাহে অভূতপূর্ব্ব ক্রেতাধিক্য হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। এতদ্ব্যতীত, টাকার চাহিদার তুলনায় যোগানের প্রাচুর্য্য আলোচ্য সপ্তাহেও প্রচুর ছিল। সুতরাং 'চোরা-বাজারের' কারবার প্রায় উঠিয়া যাইবার প্রাক্কালে লাভান্বেষিগণ টাকা খাটাইবার নির্ভর-যোগ্য পন্থা হিসাবে শেয়ার বাজারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় বাজেটে অতিরিক্ত মুনাফা-কর রহিত হওয়ার সম্ভাবনার দরুণও লাভান্বেষিগণ আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে টাকা খাটাইবার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের তেজীভাবের উহাও অন্যতম কারণ বলা যাইতে পারে। আগামী ২২শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত বড়দিন এবং ইংরেজী নববর্ষের জন্য কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ থাকিবে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহেও কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি তেমন হয় নাই, তবে মূল্যের দিক হইতে গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য উন্নতিই দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের ঋণপত্র ১০৩৸৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র ৯৭।৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৪৲ টাকা

Pioneer Quality Manufacturer of:

Spring, Springwashers, Setscrews, Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler Tube, Brushes, Link & Wire Chains, etc.

S. K. Dutt

Manufacturer & Mill Furnisher,
20, STRAND ROAD
CALCUTTA
Phone: Cal. 1434

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি:—SHILLBANK
ফোন: শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ:—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি:—BANKSHILLO
ফোন: ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

স্বাধীনতা

দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতি ভিন্ন অসম্ভব—সংসার, সমাজ ও রাজনীতি সকলের মূলেই **টাকা**

—সেই টাকা কি ভাবে—

সঞ্চয় করিতে হয় ও বাড়াইতে হয় তাহার পথ আমরাই আপনাকে দেখাইয়া দিব।

ব্যাঙ্ক অফ ক্যালকাটা লিঃ

=হেড অফিস—৩, ম্যাঙ্গো লেন=

সমগ্র ভারতে আমাদের ৫০টি ব্রাঞ্চ পূর্ণ উদ্যমে কার্য্য করিতেছে ও টাকা বাড়াইয়া চলিয়াছে

—ক্লিয়ারিং—

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

মারফৎ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জী

সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ১১৩৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে চটকল-শেয়ার-সমূহের উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি কলিকাতার শেয়ার বাজারের অন্যতম প্রধান ঘটনা। আলোচ্য সপ্তাহে অকল্যাণ্ড ৪৬০৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৬৫৬৲ টাকা, হাওড়া ১২৪॥০ আনা, এলায়েন্স ৮৮৫৲ টাকা, বজবজ ৭৩২৲ টাকা, কামারহাটি ৯৯২৲ টাকা এবং রিলায়েন্স ১১০৲ টাকা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের কাজকর্ম্ম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে তেজপুর ৩০৸০ আনা, বিশ্বনাথ ৫৩।৵০ আনা এবং কল্যাণী ৫৩৲ টাকা পর্য্যন্ত কেনাবেচা হইয়াছে।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজকর্ম্ম ভালই হইয়াছে। বরাকর ৪৮৸৵০ আনা, তালচের ১৩৸৵০ আনা, রাণীগঞ্জ ৬৭॥০ আনা, ইকুইটেবল ৭৯।৵০ আনা এবং সাউথ করণপুরা ৪৩।৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে এই বিভাগের প্রায় সমস্ত শেয়ার-সমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৫৩৸৵০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৪৬৸৵০ আনা, কুমারধুবী ১৩৸০ আনা, ব্রেইতওয়েইট ১৭।০ আনা, জেসপ ৩৩৲ টাকা এবং ন্যাশনাল আয়রণ ১৩৵০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২১শে ডিসেম্বর—বর্ত্তমান সপ্তাহে পাটের বাজারে মাঝারি রকমের কর্ম্মব্যস্ততা দেখা গেলেও দর সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিছু পরিমাণ 'কভারিং' এবং 'ফরওয়ার্ড' কাজকারবার এ সপ্তাহে হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে জাহাজ চলাচলের সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেলে কাজকারবারের এই ধারাটী অব্যাহত থাকিবে বলিয়া মনে হয়। কলমালিকরা কিছু পরিমাণ পাট খরিদ করিয়াছে।

থলে ও চট প্রভৃতি পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ গত নবেম্বর মাসে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ মাসের মোট উৎপাদনের পরিমাণ হইল ৯৭ হাজার ৮ শত ৯ টন। ১৯৪৪ সালের মে মাসের পরে পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনে এরূপ বৃদ্ধি আর কখন দেখা যায় নাই।

ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্দ্ধে মফঃস্বল হইতে পাট আমদানীর পরিমাণ কিছু কমিয়াছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত মোট ৩ লক্ষ ৩১ হাজার গাঁইট পাট মফঃস্বল হইতে কলিকাতার বাজারে আসিয়াছে। গত বৎসরের এইরূপ সময়ে আমদানী হইয়াছিল ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টন পাট।

পাটের রপ্তানী বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন রকম কারবার হয় নাই। তবে প্রাইভেট মার্কা তোষা শ্রেণীর পাটের সামান্য কাজকারবার হইয়াছে। কলমালিকরা নিম্নতম দরে লাইটনিংস এবং ডাণ্ডি ডেইজী শ্রেণীর পাটেরও কিছু কাজ করিয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিকিকিনি হইয়াছে। বাজারের ইউরোপীয়ান প্যাকিংএর সমস্তই নিম্নতম দরে কিনিয়া লওয়া হয়। পরে সুপারভাইজড এবং কিছু পরিমাণ ইণ্ডিয়ান মার্কাও খরিদ করা হয়। বিকিকিনি বেশ ব্যাপকভাবে চলিতে থাকে। গত দুই সপ্তাহের তুলনায় বাজারের অবস্থা যেন একটু সহজ হইয়া ওঠে। মফঃস্বল কেন্দ্রে পাটের আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে কলিকাতার বাজারে পাট খরিদ কার্য্য বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে, ফলে দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বন্ধের সময়েও বাজারের এই তেজীভাবটি সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২১শে ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। লাভান্বেষিগণের সোনা মজুত ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রদর্শনই উহার প্রধানতম কারণ বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ-চুক্তির ফলে গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারের সোনা বিক্রেতাগণের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা গিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা বহুলাংশে দূরীভূত হয়। উহাও সোনার দর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল যথাক্রমে ৮১৵০ আনা ও ৮১।৵০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৮২॥৵০ আনা ও ৮৩৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড গিনি অদ্য যথাক্রমে ৫৭॥০ আনা ও ৫৯।০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের উন্নতির সঙ্গে সম্যক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম চারি দিন রূপার দরেও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। লাভান্বেষিগণ সপ্তাহের চারি দিন রূপা মজুত ব্যাপারেও উৎসাহ প্রদর্শন করেন। কিন্তু অদ্য লাভান্বেষিগণ রূপা মজুত ব্যাপারে কোন উৎসাহ না দেখানোর ফলে, কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারের রূপার দরের হ্রাস ঘটে। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ শত ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩৪।০ আনা ও ১৩৩৸৵০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ১৩৪৲ টাকা ও ১৩৩।৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্যয়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে যুদ্ধোপকরণ ও মালমসলার জন্য ব্যয় করিতে হইয়াছে মোট এক লক্ষ পনরো হাজার চার শত কোটি ডলার। আর এই মহাযুদ্ধের ফলে তেইশ হাজার কোটী ডলার মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধের উপকরণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হইয়াছে একত্রিশ হাজার সাত শত ষাট কোটী ডলার ঐ বাবদে রাশিয়া ব্যয় করিয়াছে উনিশ হাজার দুই শত কোটী ডলার, এবং বৃটেন ব্যয় করিয়াছে বার হাজার কোটী টাকা।

অক্ষয় কুমার লাহা
অডিয়াম মার্কা সিমেন্ট কলার
বা ডীর রং কারখানার রং
নং সোয়ালো লেন কলিকাতা

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২৯
হেড অফিস ঃ কলিকাতা
অনুমোদিত মূলধন— ১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত মূলধন— ১২,৫০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন— ১০,২০,০০০৲
মোট কার্য্যকরী তহবিল— ২,০০,০০,০০০৲ টাকার অধিক
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস্, সি, পাল

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH
CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.
READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.
SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.
Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands
BANKERS' UNION LTD.
P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

ফোন, ক্যাল ৫৪৯
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
গ্রাম ফয়েনস্
হেড অফিস ৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে. সি. চক্রবর্ত্তী।
মধ্য ও পূর্ব্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৪ই ডিসেম্বর	১৭ই ডিসেম্বর	১৮ই ডিসেম্বর	১৯শে ডিসেম্বর	২০শে ডিসেম্বর	২১শে ডিসেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৮১/০	৮১॥০	৮১॥০	৮১৸/০	৮৩/০	৮২॥/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৮১।৶০	৮৩।০	৮৩৲-৮২৸০	৮৩।০	৮৩॥০	৮৩৶০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৪।০	১৩৪॥০	১৩৪॥০	১৩৪॥৶০	১৩৫৲	১৩৪৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৩৸৶০	১৩৪।৶০	১৩৩৸৶০	১৩৪৲	১৩৪৲	১৩৩।৶০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৭।০	৫৬৸০	৫৭৲	৫৭।০	৫৭॥০	৫৭॥০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫৮৲	৫৮৸০	৫৮॥০	৫৯॥০	৫৯॥০	৫৯।০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	—	—	—	৯৭।৶০	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০৩৲	১০৩৸৶০	১০৩।৶০	১০৩।৶০-১০৩।০	১০৩॥০-১০৩।৶০	১০৩।৶০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	—	—	—	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—	—	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	১১৩৶০	—	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪৯৶০-৪৮।/০	৫১॥০-৫৩৶০	৫১৶০-৫৯।০	৫৩৶০-৫২/০	৫৩৸৶০-৫২॥৶০	৫৩॥০-৫২॥৶০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৪৩।/০-৪২৸৶০	৪৪৸/০-৪৪৶০	৪৪৸/০-৪৪॥৶০	৪৪।৶০-৪৫৶০	৪৪৸৶০-৪৫।০	৪৪।৶০-৪৫॥৶০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১২॥৶০-১২॥০	১৩॥৶০-১২৸৶০	১৩॥০-১৩৶০	১৩॥৶০-১৩।/০	১৩৸০-১৩।০	১৩॥৶০-১৩।৶০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৭৶০	১৭।৶০-১৬৸০	১৭৲	১৭।০-১৭৲	১৭।০-১৭৶০	১৭।০-১৭৲
জেসপ ...	৩১৲-৩০।/০	৩১৸০-৩১৶০	৩১৸৶০-৩১॥০	৩২॥০-৩১॥৶০	৩২॥৶০-৩২।০	৩৩৲-৩২॥৶০
মার্শালস ...	৮।০-৮৲	৮।/০-৮৶০	—	৮॥৶০-৮।৶০	৮৸৶০-৮।৶০	৮॥৶০-৮॥৶০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২॥৶০-১২॥০	১২৸/০-১২॥৶০	১২॥৶০-১২॥৶০	১২৸/০-১২॥৶০	১৩৲-১২৸০	১৩৶০-১৩৲
আর্থার বাটলার ...	৩১৲-৩০৲	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস ...	—	—	—	৯॥০-৯।/১০	—	১০৸০-১০॥০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	—	—	১৭৲	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৭॥৶০-৭॥/০	৭॥৶০-৭॥/০	৭॥৶০-৭॥০	৭৸/০-৭॥৶০	৮৲-৭॥৶০	৮।/০-৭৸৶০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৪॥৶০-৪॥/০	৪৸৶০-৪॥/০	৪৸৶০-৪॥৶০	৪৸৶০-৪৸০	৫/০-৪৸/০	৫৶০-৪৸৶০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫৮৲-১৫৭৲	১৫৭॥০-১৫৭৲	১৫৬৲	—	—	১৫৭৲-১৫৫৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৯০৲-৮৮॥০	৯০॥০-৯০৲	৯১৲-৮৯৸০	৯০৸০-৯০৲	৯১৲-৮৯॥০	৯১॥০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৬।০-১৫৸/০	১৬।০-১৬৶০	১৬।০-১৫৸০	১৬॥০-১৬।৶০	১৬॥০-১৬৶০	১৬॥০-১৬।৶০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪৶০-১৪/০	১৪/০-১৪৲	—	—	—	১৪৶০-১৪/০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫৶০-১৫/০	১৫/০-১৫৲	১৪৸৶১০	১৫৲-১৪৸৶০	১৫৶০	১৫৶০-১৫/০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	১১৲-১০৸৶০	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	৫৮৲	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	৩৬।০	৩৬॥০	৩৬।৶০	৩৬৲	৩৬॥০	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৫॥৶০-৪৫।০	৪৬৸৶০-৪৬/০	৪৭।০-৪৬।০	৪৭॥০-৪৭৶০	৪৭৸৶০-৪৬৸০	৪৮৸৶০-৪৭॥০
তালচের ,, ,, ...	১৩৸৶০-১৩॥০	—	—	১৩৸৶০	—	—
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	—	—	—	৬৭৲-৬৬॥০	৬৭॥০-৬৭৲	৬৭॥০-৬৭।০
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৭৮৲-৭৭।৶০	৭৭৸৶০	৭৮৶০-৭৭।৶০	৭৯৲-৭৭॥০	৭৯।৶০-৭৮॥৶০	৭৯।০-৭৮৶০
সাউথ করণপুরা ,, ...	৪২॥৶০-৪২।৶০	৪৩৲-৪২৸০	৪৩/০-৪২৸৶০	৪৩।৶০-৪৩৲	৪৩।০-৪২॥০	৪৩।০
ভুলনবরারি ...	—	—	—	—	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—	—	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	১৪॥০-১৪।০	১৪॥০	—	—	১৪।/০	১৪॥৶০-১৪।/০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	৪৭।৶০-৪৭৶০	৪৭॥০-৪৭।৶০	৪৮॥৶০-৪৭॥৶০	—	৫০॥০-৪৯।৶০

গ্রাম : মারকোব্যাঙ্ক ফোন : ক্যাল ৩৭৩৪

ইউনিয়ন মারকেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেঃ অঃ—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যাঃ ডিঃ
এম, কে, নন্দী

চেয়ারম্যান
মিঃ কে, ডি, বোস।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—
(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)
হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

CALCUTTA CITY BANK LIMITED

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার, দীঘিরপাড়, পাটনা সিটি,
বেলেঘাটা, লাহেরিয়াসরাই, ভিজিয়ানাগ্রাম,
শ্যামবাজার, ভাগলপুর, বোলাঙ্গীর,
আরামবাগ, নাথনগর, কাটাবঞ্জী
চাঁপাডাঙ্গা, দ্বারভাঙ্গা, (পাটনা ষ্টেট),
মিরকাদিম, রায়পুর, নাগপুর,
নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, সম্বলপুর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৪ই ডিসেম্বর	১৭ই ডিসেম্বর	১৮ই ডিসেম্বর	১৯শে ডিসেম্বর	২০শে ডিসেম্বর	২১শে ডিসেম্বর
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮৸৵০-৮॥৶০	৯৵০-৮৸/০	৯৶০-৮৸৶০	৯৵০-৯৲	৯৶০-৮৸৶০	৯॥৹-৯৲
বেনারস ...	১২৲-১১॥৵০	১২/০-১১৸৵০	১২/০-১১৸৶০	—	১১৸৶০	১২৶০-১১৸৵০
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৩৸০	১৪৵০-১৩৸০	১৩৸৶০-১৩৸০	১৩৸০	১৪৲-১৩৸৵০	১৪/০-১৩৸৵০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	—	৭৩৸৵০-৭২৸০	৭৩।০-৭২॥০	৭৫।০-৭৪৲	৭৬।০-৭৪৸০	৭৮।৵০-৭৭৲
কেশোরাম ...	২১৶০-২০৸৶০	২১/০-২০৸/০	২১।৵০ ২০৸৵০	২১।০-২১/০	২২৵০-২১॥৵০	২৩।০-২২।৵০
বঙ্গশ্রী ...	১৪।৵০	১৪।০	১৪।৵০-১৪।০	১৪।০	১৪৵০	১৪৸৵০-১৪৸০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৸৶০	—	৮৲-৭৸৶০	—	৭৸৵০	৭৸৵০-৭৸০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—	২৫৩৲	২৫৭৲-২৫৫৲	২৭০৲-২৫৯৲	২৮০৲-২৭৪৲	২৮৪৲-২৮১৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	—	২১৸০	—	—	—	—
টিটাগড ...	৩৭৸০	৩৮৸০-৩৮৵০	৩৯/০-৩৭॥৵০	৪২॥০-৪০৸৵০	৪৩॥০-৪২।৵০	৪২৸০-৪১৸০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৪৩৫৲-৪২৮৲	৪৪৪॥০-৪৩৫৲	৪৪৪৲-৪৩৩৲	৪৫৩৲-৪৪৪৲	৪৫৫৲-৪৪৮৲	৪৬০৲-৪৫৯৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৬০২৲-৫৯২৲	৬২৪৲-৬১৩৲	৬২৩৲-৬১৩৲	—	৬৫৬৲-৬৪৩৲	৬৫০৲-৬৪১৲
কামারহাটি „ „ „ ...	৯৫১৲-৯৪৫৲	৯৮২৲-৯৬২৲	৯৭২৲-৯৬৬৲	৯৮৮৲-৯৮০৲	৯৯২৲-৯৮০৲	৯৮৮৲-৯৮৪৲
নদীয়া „ „ „ ...	১৭৬॥০-১৭৩৲	১৮৫৲-১৭৬৲	১৮০৲-১৭৭৲	১৯০৲-১৮২৲	১৯৩৲-১৮৯৲	১৯৩৲-১৯০৲
প্রেসিডেন্সী „ „ „ ...	১৫৸০-১৫॥৵০	১৬৶০-১৫৸৵০	১৬৲-১৫৸৶০	১৬॥০-১৬৶০	১৭।/০-১৬।৵০	১৭৲-১৬॥৵০
রিলায়েন্স „ „ „ ...	১০০৲-৯৯৲	১০৪৲-১০২৲	১০৪৲-১০২৲	১০৭৸০-১০৪৲	১০৯৲-১০৭৲	১১০৲-১০৬॥০
কাঁকনাড়া „ „ „ ...	৮১৩৲-৮০৮৲	৮৩৭৲-৮২৬৲	৮২৮৲-৮২৩৲	৮৩৫৲-৮২৯৲	৮৪৪৲-৮২৫৲	৮৩৯৲-৮২৭৲
হাওড়া „ „ „ ...	১১৮॥৵০-১১৬৲	১২২।০-১২০৲	১২১॥০-১২০॥০	১২৩৸৵০-১২১।০	১২৪॥০-১২২৲	১২৩৸০-১২৩৲
ডালহৌসী „ „ „ ...	৪৯০৲	৪৯৫৲-৪৮৮৲	৪৯০৲	৪৯৫৲-৪৯৩৲	৫০০৲-৪৯৫৲	৫০০৲-৪৯১৲
বজবজ „ „ „ ...	৬৭০৲-৬৬৪৲	৬৮৯৲-৬৭৪৲	৬৯৬৲-৬৮০৲	৭২৫৲-৭১৭৲	৭৩২৲-৭২৫৲	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড „ „ ...	৪২৭৲-৪২৫৲	—	৪৩১৲-৪২৩॥০	৪৩৫৲-৪৩৩৲	৪৪৪৲-৪৩০৲	—
এলায়েন্স „ „ „ ...	৮৫৩৲-৮৩৫৲	৮৭৬৲-৮৬৫৲	৮৬৬৲-৮৬০	৮৮১৲-৮৭০৲	৮৮০৲-৮৭৫৲	৮৮৫৲-৮৭৫৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৮।/০-১৭৸০	১৮।৵০-১৭॥৶০	১৭৸/০	১৭৸৵০	—	১৭৸০-১৭।৵০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪৩॥৵০-৪৩৵০	৪৪৵০-৪৩।৶০	৪৪৲-৪৩॥০	৪৪॥০-৪৪৲	৪৪॥০	৪৪৸৵০-৪৪॥০
কেক্স এণ্ড কোং লিঃ ...	৩৫।৵০-৩৪৸৵০	৩৫॥০-৩৫৲	৩৫।০-৩৪৸৶০	৩৬৸৵০-৩৫৵০	৩৭৸৵০-৩৬।৶০	৩৮।০-৩৭।৶০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান „ „ „ ...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী „ „ „ ...	—	—	৫২৲	৫৩৲	—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	১২৲	১২৵০-১২/০	১২/০	—	১২৵০-১২৲	১২৶০-১২৵০
তেজপুর „ „ „ ...	২৭॥০	২৯।০-২৮৲	২৯৸৵০-২৮॥৵০	৩০৸০-৩০৲	৩০॥০-৩০৲	৩০৸০-৩০।০
বিশ্বনাথ „ „ „ ...	—	৪৯৵০-৪৮৲	৫১৲-৫০৲	৫২॥০-৫১৲	৫৩।৵০-৫৩৲	৫২॥০
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	—	১৭।০-১৭৵০	১৭॥০-১৭৵০	১৭।/০-১৭৵০	—	১৭৸০-১৭॥০
বি আই কর্পোরেশন ...	৮॥৶০-৮॥/০	৯/০-৮৸০	৯/০-৮৸০	৯।০-৮৸৶০	৯।০-৮৸৶০	৯।/০-৯/০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৯৫৲-১৯০॥০	২০০৲-১৯৫৲	১৯৭৲-১৯২৲	১৯৯৲-১৯৫॥০	২০১৲-১৯৬৲	২০১৲-১৯৮৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৬॥৵০	১৭৲-১৬।৵০	১৬৸৶০-১৬৸৶০	১৭৵০-১৭৲	১৮।৵০-১৭।০	১৯।০-১৮।০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২৫১৲-২৪৯৲	২৭১৲-২৬৪৲	২৭৩৲-২৬৮৲	২৮৭৲-২৮০৲	২৯২৲-২৮৫৲	২৯০৲-২৮৪৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট „ „ ...	২২৸৵০-২২৸০	২৩৲	২৩৵০-২৩৲	২৩।৵০-২৩৵০	২৩॥৵০-২৩॥/০	২৩৸/০-২৩৸০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	—	১৩।৵০-১৩।০	—	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১১।৶০-১১।০	১১৸০-১১।৶০	১১॥৶০-১১॥০	১১৸/০-১১।৶০	১২/০-১১৸/০	—

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের মেদিনীপুর, পুরী, হাটখোলা ও জলপাইগুড়িতে শাখা খোলা হইয়াছে।
বেনারস শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্‌ড্ এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন— ... ৫০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড— ১৩,০০,০০০৲ „
আমানত— ... ... ২,১৩,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন— ... ২,৭০,০০,০০০৲ টাকা

পৃষ্ঠপোষক—
মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্-আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

প্রধান অফিস—
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)
রেজিষ্টার্ড অফিস—
আখাউড়া (বি এ রেলওয়ে)
কলিকাতা অফিসসমূহ—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।

স্ট্যাণ্ডার্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।
কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা প্রাপ্ত।
আমাদের "পেন্‌সন্ সার্টিফিকেটে" ৫,০০০৲ টাকা জমা দিলে ১০,০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।
পত্র লিখিলেই বিস্তারিত জানান হয়।
বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ২১টি শাখা দ্বারা জাতির সেবায় নিযুক্ত
অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ড পাইয়াছেন।

১৯৪২ সনে	শতকরা	৫৲
১৯৪৩ সনে	„	৫৲
১৯৪৪ সনে	„	৭॥০

আর, রায়,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

- কোকোলা
- কল্যানী
- ত্রিগুণ
- জুয়েল আমলা কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

হেড অফিস ফি.ফি.৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্রাইভ ষ্ট্রীট ফি.ফি.২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১,বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১,ক্রাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেন্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।

অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস
মিশন রো, কলিকাতা।

CALCUTTA NATIONAL BANK LTD.

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার (দিল্লী)	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	আগ্রা	স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড (বম্বে)
শ্যামবাজার	মীরাট	আমেদাবাদ
ভবানীপুর	বেনারস	মসকটিবাজার (আমেদাবাদ)
বালীগঞ্জ	এলাহাবাদ	করাচী
ঢাকা	কাটরা (এলাহাবাদ)	আজমীর
নারায়ণগঞ্জ	লক্ষ্ণৌ	রায়পুর
ময়মনসিংহ	আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ)	নাগপুর
চট্টগ্রাম	কাণপুর	ইটওয়ারী (নাগপুর)
কটক	মেষ্টন রোড (কাণপুর)	জব্বলপুর
পাটনা	অমরাবতী	জব্বলপুর ক্যাণ্ট
গয়া		অমৃতসর
মজঃফরপুর		লাহোর
বেরিলী		
মাদ্রাজ		

লণ্ডন এজেন্টস্—
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
১২নং ক্রাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪
গ্রাম—যেশখু

শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল,

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

শাখা :—খুলনা।

যশোহর, মড়াইল ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

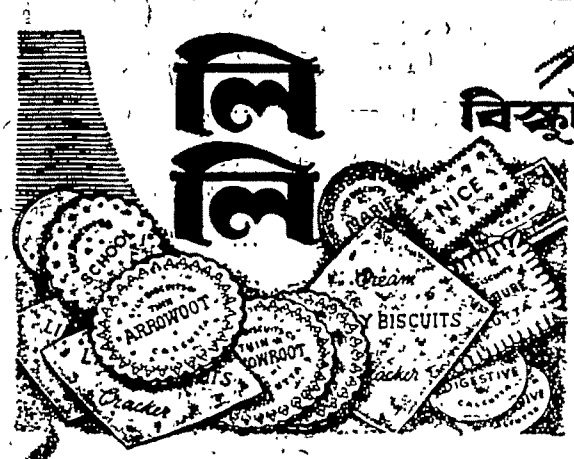

লিলি বিস্কুট, স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 31st December, 1945. সোমবার, ১৬ই পৌষ, ১৩৫২ [৩৩শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

পাটের মূল্য ও কৃষকের স্বার্থ

পাট চাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বাঙ্গলা সরকার এক অর্ডার (জুট প্রাইস কণ্ট্রোল অর্ডার) জারী করিয়া এপ্রদেশে পাটের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন মূল্য ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন। যে হারে এই মূল্য ধার্য্য করা হইয়াছিল অন্যান্য জিনিষপত্রের চড়া দরের তুলনায় তাহা অসঙ্গতরূপ কম বলিয়া অনেকেই তখন উহার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, পাটের সে নির্দ্ধারিত মূল্যও গবর্ণমেণ্ট বজায় রাখিতে পারেন নাই। চটকলওয়ালা ও পাট ব্যবসায়ীদের নানা কারসাজির ফলে পাটের দর ক্রমান্বয়ে নামিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতার নির্দ্ধারিত দরের তুলনায় যানবাহন খরচ বাদে মফঃস্বলে পাটের যে মূল্য হওয়া উচিত তাহার চেয়ে অনেক কম মূল্যে কৃষকদিগকে পাট ছাড়িতে হইতেছে। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব কমার্স সম্প্রতি তাঁহাদের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত চেম্বার জানাইয়াছেন, চটকলওয়ালাদের তরফ হইতে পাটের দাবী-দাওয়া কম হওয়ায় এবং তাহারা 'ইউরোপীয়ান মার্ক' ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর পাট ক্রয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় পাটের দর নামিয়া যাইতেছে। জুট প্রাইস কণ্ট্রোল অর্ডারের বিধান এড়াইয়া যাইবার জন্য কাশীপুর ও হাটখোলার বাজারে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটকে কারসাজি করিয়া বটম শ্রেণীর পাট হিসাবে চালানো হইতেছে। পাটের বাজারের অবস্থার এই গতি দেখাইয়া বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব কমার্স পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারী অর্ডারের বিধান যথাযথ কার্য্যকরী করার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। পাটের মূল্য কমিয়া যাওয়ার নমুনা দেখা গেলে গবর্ণমেণ্ট নিজেরা পাট ক্রয় করিয়া উহার মূল্য স্থির রাখিবেন বলিয়া যে ভরসা দিয়াছিলেন উক্ত চেম্বার ঐ প্রসঙ্গে সে কথাও তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

পাটের মূল্য নির্দ্ধারিত স্তরে বজায় রাখা সম্পর্কে বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বারের এই দাবী আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। খাদ্য, বস্ত্র ও অন্য একান্ত আবশ্যকীয় শ্রেণীর জিনিষের দাম যেখানে এখনও বিশেষ কিছু কমিতেছে না সেখানে পাটের দর নির্দ্ধারিত হারের নীচে নামিয়া যাইতে দেওয়া এই দুর্দ্দিনে কৃষকদের স্বার্থ সম্পর্কে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নহে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য ভোর কমিটি একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই দশ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ভারতের প্রতি দুই হাজার অধিবাসীর জন্য একজন চিকিৎসক অথবা মোট ১ লক্ষ ৮৫ হাজার চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের প্রতি ৬,৮০০ শত লোকের জন্য একজন চিকিৎসক আছেন অর্থাৎ মোট চিকিৎসকের সংখ্যা মাত্র ৪৭ হাজার ৫ শত।

ভারতের মত স্বাস্থ্যহীন দেশের জন্য এই ধরণের একটা ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল। দারিদ্র্যই আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণ সন্দেহ নাই, কিন্তু দারিদ্র্য দূর করিবার পরিকল্পনা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ না করিলে শুধু দারিদ্র্য দূর করিলেই জনসাধারণ এখনই তাহাদের ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে না। ভোর কমিটির পরিকল্পনা আপাতঃদৃষ্টিতে বহু ব্যয়সাধ্য মনে হইলেও ৪০ কোটি নরনারী ও শিশুর কথা বিবেচনা করিলে প্রকৃতপক্ষে ইহা যে খুব ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা নহে ইহা সহজেই বুঝা যায়। রোগ-ব্যাধি দূর হইলে এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলে আর্থিক দিক হইতেও সমগ্র দেশ লাভবান হইবে, কাজেই, স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য ব্যয় দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য পুঁজি নিয়োগ বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত। নিখিল ভারত মেডিক্যাল সম্মেলনের অমৃতসর অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ রোচিরাম এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন যে, ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় আমরা প্রায় ৫০ বৎসর পিছাইয়া আছি। আমাদের শুধু এই সময়-

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮০১-০৬
আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রানীতির পরিকল্পনা ও ভারত	৮০৭-০৮
কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা (৪) মৎস্য	৮০৯-১০
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৮১১-১২
খেয়ালীর খাতা	৮১৩-১৪
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৮১৫-২১
কোম্পানী প্রসঙ্গ	৮২২-২৪

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা। বি, মুখার্জ্জী

ফোন : পি কে—২৬৮১ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

টুকু পূরণ করিয়া লইলে চলিবে না, উক্ত দেশগুলিকে পিছনে ফেলিয়া আমাদের অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে।

ডাঃ রোচিরামের এই কথা স্মরণে রাখিয়া ভারত সরকার যদি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে নূতন ভারতবর্ষের সৃষ্টি হইবে।

ভারতে সরকারী ট্যাক্স-নীতির গলদ

এদেশে ট্যাক্স নির্দ্ধারণের ব্যাপারে সুসঙ্গত নীতি অনুসৃত না হওয়ায় দেশের জনসাধারণকে সেজন্য যথেষ্ট ক্ষতি ও দুঃখ-দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিও উহাতে অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে। সেই সব কথা স্মরণ করিয়া ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান্ চেম্বারস্ অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী কিছুদিন পূর্ব্বে সরকারী ট্যাক্স-নীতি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা দাবী করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট সমীপে এক স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন। এদেশে সরকারী ট্যাক্স-নীতির গলদ যে কি, গত ২৬শে নবেম্বরের 'আর্থিক জগতে' 'ফেডারেশনে'র উক্ত দাবী আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা আমরা মোটামুটিভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছি। সম্প্রতি আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম ইণ্ডিয়া স্পিকিং (India Speaking—Edited by Sir Manilal Nanavati) নামক এক সঙ্কলন পুস্তকে ভারত সরকারের রাজস্বনীতি সম্পর্কে এক প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক সি এন ভকীলও সরকারী ট্যাক্স-নীতির অনেকগুলি ত্রুটিবিচ্যুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। মিঃ ভকীল ১৯৩৮-৩৯ সালের বিবরণকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সালের পর ভারতে ট্যাক্সের বহর নানা দিক দিয়া যথেষ্ট বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ট্যাক্স নির্দ্ধারণের মূল নীতি বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কাজেই তাঁহার মন্তব্য অনুযায়ী এখনও এদেশে সরকারী ট্যাক্স-নীতির মূলগত স্বরূপ আলোচনা করা চলে। মিঃ ভকীল বলিয়াছেন, আধুনিক যুগে জগতের অনেক দেশেই ট্যাক্স নির্দ্ধারণের পুরানো রীতি-নীতির মোড় ঘুরিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ কোন পরিবর্ত্তন মোটেই লক্ষিত হইতেছে না। পরোক্ষ করের তুলনায় বিভিন্ন দেশে বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ করের উপর বেশী পরিমাণে জোর দেওয়া হইতেছে। দরিদ্র জনসাধারণকে বাঁচাইয়া অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন লোকদের উপর মোটা হারে নানা শ্রেণীর প্রত্যক্ষ কর বসানো হইতেছে। ভারতবর্ষে লোকের অনার্জ্জিত আয় টানিয়া লওয়ার জন্য অন্য দেশের মত আজ পর্য্যন্ত কোন মৃত্যুকর বা উত্তরাধিকার কর ধার্য্য করা হয় নাই। প্রত্যক্ষ কর বলিতে এদেশে শুধু আয়কর ও সুপার-ট্যাক্সই প্রচলিত আছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে সরকারী ট্যাক্স[illegible] যে আয় হইয়াছিল তাহার মধ্যে শতকরা [illegible] ভাগই মাত্র ঐ দুইটি কর দ্বারা আদায় হইয়াছিল। আয়করের চাপ হইতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনসাধারণকে রেহাই দিয়া উচ্চ-আয়বিশিষ্ট লোকদের নিকট হইতে যথাসম্ভব বেশী হারে এই কর আদায় করাই ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবর্ণমেণ্টের অবলম্বনীয় নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এদেশে সেই নীতি পূরাপূরিভাবে অনুসৃত হইতেছে না। ভারতে দেড় হাজার বা দুই হাজার টাকার মত স্বল্প আয়-বিশিষ্ট লোকেরাও আয়কর হইতে অব্যাহতি পায় না। অপর দিকে উচ্চ আয়ের লোকেরা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব কম কর দিয়া নিজেদের বিপুল ঐশ্বর্য্য গড়িয়া তোলার সুযোগ ভালভাবেই পাইয়া থাকে। এদেশে নানা শ্রেণীর পরোক্ষ করের সংখ্যাই বেশী। ১৯৩৮-৩৯ সালে সরকারী ট্যাক্স বাবদ যে আয় হইয়াছিল তাহার মধ্যে শতকরা ২১ ভাগই আমদানী শুল্ক হইতে আদায় হইয়াছিল। আমদানীশুল্কের শতকরা ২৮·৬ ভাগই এমন সব জিনিষ হইতে আসিয়াছিল যাহা সর্ব্বদাই জনসাধারণের প্রয়োজনে লাগে। লবণের মত একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের উপর হইতে ঐ সালে ৮ কোটি টাকা ট্যাক্স আদায় করা হইয়াছিল। চিনি, দিয়াশলাই ও কেরোসিনের উৎপাদন-শুল্ক দ্বারাও ১৯৩৮-৩৯ সালে ঐরূপ আয় হইয়াছিল। উহাদের মত নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের উপর এই ট্যাক্স জনসাধারণের জীবন যাত্রার উপর একটা দুর্ব্বহ চাপ ছাড়া আর কিছুই নহে।

অধ্যাপক ভকীল এদেশে সরকারী ট্যাক্স-নীতির যে গলদ উন্মোচন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া ঐ বিষয়ে সম্যক প্রতিকারোপায় বিধান করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

ভারতে প্রভিডেণ্ট বীমার ব্যবসায়

ভারত সরকারের বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এদেশে নূতন বীমা আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১৩৭টি। গত ১৯৪৩ সালে এদেশের প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীগুলি ১৪ হাজার ১০০ পলিসিতে মোট ৫৭ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪৪ সালে উহারা সেই স্থলে ১৮ হাজার ৭০০ পলিসিতে মোট ৮৩ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। ভারতে অল্প আয়-জীবী লোকের সংখ্যাই অধিক। সেজন্য এদেশের অধিকাংশ লোকই উচ্চ শ্রেণীর জীবনবীমার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না। প্রভিডেণ্ট সোসাইটিসমূহ ৫০০ টাকা ও নিম্ন পরিমাণ টাকার পলিসি বিতরণের কাজে নিয়োজিত থাকায় তাহাই এদেশের বেশীরভাগ লোকের পক্ষে সমধিক উপযোগী বলা চলে। কিন্তু ভারতে প্রভিডেণ্ট কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের যে পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ঐ শ্রেণীর বীমা এখনও দেশে তেমন কিছু প্রসার লাভ করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় উহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া ভারতের প্রভিডেণ্ট বীমা ব্যবসায়ের দুইটি গলদ তাঁহার রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে ছোট ও অনুপযুক্ত প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর সংখ্যাই বেশী, আর অনেক কোম্পানী বীমাকারীদের দাবী পরিশোধ সম্পর্কে অনেক সময়ে অযথা বিলম্বও করিয়া থাকে। উহার ফলেই দেশে প্রভিডেণ্ট বীমা ব্যবসায়ের সম্যক প্রসার সাধিত হইতেছে না। ভারতের প্রভিডেণ্ট সোসাইটিগুলির ভিতর বহু সংখ্যক কোম্পানীরই চলতি বীমা পলিসির সংখ্যা এক হাজারের নিম্নে। দশ বৎসরে ১০০টির বেশী পলিসি বিক্রয় করিতে পারে নাই এমন কোম্পানীও প্রভিডেণ্ট সোসাইটির তালিকায় যথেষ্টই রহিয়াছে। কাজ-কারবারের পরিসর এইরূপ সঙ্কীর্ণ বলিয়া অনেক কোম্পানীরই আর্থিক সঙ্গতি নিতান্ত কম। আর সেই জন্যই বীমার দাবী পূরণে অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধা ও বিলম্বের কারণ ঘটিতেছে। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একত্রীকরণ নীতিতে ছোট ও দুর্ব্বল কোম্পানীসমূহকে সবল ও দৃঢ়সংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ভারতে প্রভিডেণ্ট বীমা ব্যবসায়ের সমুচিত উন্নতির জন্য বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এই প্রস্তাব আমরা খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

স্যার আকবর হায়দরীর অভিযোগ

বোম্বাইয়ে টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের সভায় বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য স্যার আকবর হায়দরী মন্তব্য করিয়াছেন, "ভারতে সাধারণ ক্রেতারা সর্ব্বদাই অভিযোগ করিয়া থাকে, কিন্তু সাহায্য করে খুব কম।" স্যার হায়দরী ব্যাপক চোরাবাজারের অস্তিত্ব এবং দুর্নীতির কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই, কিন্তু শাসন পরিষদের সভ্যরূপে তিনি সরকারী ব্যবস্থা ও কর্ম্মচারীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য সমস্ত দোষের বোঝাই জনসাধারণের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। সামান্য চুরির মামলা লইয়া এদেশে যাঁহার বাড়ী চুরি হয় তাঁহাকেই কিরূপ হয়রাণ হইতে হয় তাহা স্যার আকবর হায়দরী নিশ্চয়ই জানেন। অবশ্য, জানিয়াও যদি তিনি অজ্ঞতার ভাণ করেন তাহা হইলে আমরা নাচার। যে দেশে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ 'সুব্যবস্থা' বর্ত্তমান সে দেশে সর্ব্বময় সরকারী কর্ম্মচারীদের গাফিলতী ও অনাচারের ফলে চোরাবাজারের যে ব্যাপক-প্রসার হইয়াছে তাহা রোধ করিবার জন্য জনসাধারণ কাহার নিকট নালিশ জানাইবে? আর নালিশ জানাইয়া হয়রাণী হইবার আগ্রহই বা কয়জনের থাকে? প্রতিদিনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করিতেই আজ লোকের জীবন শেষ হইবার উপক্রম হইতেছে। ইহার উপর চোরাবাজারের ব্যাপারীর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার ইচ্ছা থাকিলেও মানুষের শক্তিতে কুলাইয়া উঠে না বলিয়াই লোকে ঝামেলার মধ্যে যায় না বা যাইতে চাহে না এবং স্যার হায়দরী যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেই গবর্ণমেণ্টের কৃপায় সেই ঝামেলার পরিণতি কি হইয়া থাকে তাহাও লোকের সুবিদিত। কাজেই উৎসাহ জ্বলিয়া উঠার আগেই নিভিয়া যায়। কাজেই স্যার হায়দরীর অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তাহা তিনি নিজেই অকপটচিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন না করিয়া মূল গলদ দূর করিবার জন্য স্যার হায়দরী চেষ্টা করিলেই আমরা সুখী হইব।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

বাঙ্গলার প্রতি অবিচার

বস্ত্রাভাবে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীরা কি দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। লজ্জা নিবারণ না করিতে পারিয়া বাঙ্গলার কত নারী আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে, এক খণ্ড বস্ত্রের সন্ধানে কত মানুষ উন্মাদের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং চোরাবাজারের ব্যাপারীদের নিকট অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া কত মানুষ ফকির হইতে চলিয়াছে। তথাপি বাঙ্গলার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি-কৃপণতা কিছুতেই ঘুচিতে চাহে না। সম্প্রতি কাপড়ের কলের টাকু ভাগাভাগির ব্যাপারে ইহার যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে হয়। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাপড়ের বা সূতার কলগুলির সম্পর্কে ভারত সরকার যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশকে কতগুলি করিয়া স্পিণ্ডল বা টাকু দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাঙ্গলা ও আসামের ভাগে একত্রে পড়িয়াছে সাড়ে চারি লক্ষ টাকু এবং মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব পাইয়াছে যথাক্রমে পাঁচ লক্ষ এবং পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকু। বাঙ্গলার জনসংখ্যা ৬ কোটিরও উপর। ১৯৫১ সালের সেন্সাসে এই লোকসংখ্যা আরও বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় কাপড়ের কলের সংখ্যা কম এবং কাপড় উৎপাদনের পরিমাণও সামান্য। পক্ষান্তরে মাদ্রাজের লোকসংখ্যা কম এবং বাঙ্গলার তুলনায় মাদ্রাজের বস্ত্রশিল্পও উন্নত। শুধু সূতা উৎপাদনের পরিমাণ তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হয় সেই বৎসর মাদ্রাজে ১৬ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭ শত ৭৩ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল। আর বাঙ্গলায় ঐ সালে সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল ৪ কোটি ৫৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ২ শত ৭০ পাউণ্ড। ১৯৪৩-৪৪ সালেও মোট সূতা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল বাঙ্গলা ও মাদ্রাজে যথাক্রমে ৫ কোটি ৭১ লক্ষ ও ২২ কোটি ৪ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৮ সালে মাদ্রাজে টাকুর সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ২ হাজার ৯ শত ৬০ এবং বাঙ্গলায় টাকুর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ১২। বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় মাত্র ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার স্পিণ্ডল বা টাকু আছে অর্থাৎ এখনও বাঙ্গলার টাকুর সংখ্যা ১৯৩৮ সালে মাদ্রাজে যত সংখ্যক টাকু ছিল তাহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। আর্থিক দুর্গতি ও অভাবের মধ্যেও বাঙ্গলা দেশকে ১৯৪৩-৪৪ সালে অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১০ কোটি ৭১ লক্ষ পাউণ্ড সূতা আমদানী করিতে হইয়াছে। পাঞ্জাবে বস্ত্রশিল্প এখনও ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই। পাঞ্জাবে বস্ত্রশিল্প গড়িয়া তোলার জন্য টাকু দেওয়া দরকার, কিন্তু পাঞ্জাবের লোকসংখ্যা বিবেচনা করিলে এত বেশী-সংখ্যক টাকু দিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

এতদ্ব্যতীত বাঙ্গলার অংশ স্থির করিতে গিয়া তাহার সহিত আসামকেও জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আসামের লোকসংখ্যা এক কোটিরও উপর। আসামে ৪ লক্ষ ২১ হাজার তাঁত আছে। বাঙ্গলা ও আসাম মিলাইয়া মোট ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫ শত তাঁতের জন্য সূতা সরবরাহ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, মাদ্রাজে ও পাঞ্জাবে তাঁতের সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৫ শত এবং ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ২ শত। তাঁতের সংখ্যার তুলনায় বাঙ্গলার ভাগে কত কম পরিমাণ টাকু দেওয়া হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এই খানেই শেষ নহে। বাঙ্গলা ও আসামের ভাগে সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুতের উপযোগী টাকুও অন্য প্রদেশের তুলনায় অনেক কম দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলা ও আসামের ভাগে সরু সূতা প্রস্তুত করিবার উপযোগী টাকু দেওয়া হইয়াছে মাত্র ১ লক্ষ ৯০ হাজার।

বাঙ্গলাকে পর-নির্ভরশীল করিয়া রাখিবার এই হীন ষড়যন্ত্রের জন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহা আমরা জানি না, তবে এই ষড়যন্ত্র ও অবিচারে বাধা দিবার দায়িত্ব বাঙ্গলা সরকারকে গ্রহণ করিতেই হইবে। বাঙ্গলার শিল্পপতিগণ ও জনসাধারণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

৪৮ ঘণ্টায় সপ্তাহ প্রবর্ত্তনের অসুবিধা

শ্রমিকদের কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধার জন্য সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা খাটুনীর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বে আমাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছি। ইতিমধ্যে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পক্ষে যন্ত্রপাতির দিক হইতে যে অসুবিধা আছে, তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। প্রথমতঃ, ভারতীয় কারখানাগুলির যন্ত্রপাতি পুরাতন হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর যুদ্ধের সময় এই সকল যন্ত্রপাতিগুলি পুরাদমে চালানো হইয়াছে। এই অবস্থায় তিন সিফ্‌ট্ কাজের ধাক্কা কারখানাগুলি কখনই সামলাইয়া উঠিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, শীঘ্র বাহির হইতে নূতন যন্ত্রপাতি পাইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, বাসস্থান ও যানবাহনের সমস্যা যেরূপ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে তিন সিফ্‌টের ব্যবস্থা কার্য্যতঃ অসম্ভব। এই অবস্থায় তিন সিফ্‌টে কাজের ব্যবস্থার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি ও অধিক সংখ্যক লোক নিয়োগ কোনটাই সম্ভব হইবে না, বরং বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনাই অধিক। কাজেই নূতন যন্ত্রপাতি আমদানী, বাসস্থান এবং যানবাহনের সুব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত ৪৮ ঘণ্টায় সপ্তাহ প্রবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

মোটর শিল্পে ইঙ্গ-ভারত সহযোগিতা

বিড়লা ব্রাদার্স লিঃ ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ম্যুফিল্ড কোম্পানীর সহযোগিতায় ভারতে মোটর নির্ম্মাণের দুইটি কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। ভারতে মোটর নির্ম্মাণের কোন দেশীয় কারখানা ছিল না। কাজেই বিড়লা ব্রাদার্সের মত একটি প্রতিষ্ঠান এই ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ায় আমরা প্রথম হইতেই তাহা উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তবে ইংলণ্ডের ম্যুফিল্ড কোম্পানীর সহিত কি সর্ত্তে তাঁহাদের সহযোগিতার চুক্তি হইয়াছে তাহা জানিতে না পারায় সেজন্য দেশে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। বিড়লা ব্রাদার্সের বর্ত্তমান উদ্যোগ দ্বারা দেশের স্বার্থ কতদূর সংরক্ষিত হইবে গত সপ্তাহের আর্থিক জগতে সে বিষয়ে আমরাও কতকটা বিরূপ মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। বিদেশী পুঁজি এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাময়িক সাহায্য নিয়া ভারতে প্রয়োজনীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু স্থায়ীভাবে বিদেশী পুঁজি বা বিশেষজ্ঞ নিয়োগে আমাদের আপত্তি আছে। কেন না, বিদেশী পুঁজি কি ভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে সে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। এই জন্যই নূতন মোটর কারখানা সম্পর্কে দেশবাসীর সন্দেহ ও দ্বিধা-সঙ্কোচ দূর করিবার জন্য বারবার বিড়লা ব্রাদার্স লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা অনুরোধ জানাইয়া আসিতেছি। বিড়লা ব্রাদার্সের কর্ত্তৃপক্ষ খোলাখুলিভাবে সমস্ত বিষয় বিবৃত করার এখনও কোন গরজ দেখাইতেছেন না। তবে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জবাবে হিন্দুস্থান মোটরস লিমিটেডের পক্ষ হইতে মিঃ জি সি ধারিওয়াল ঐ পত্রে যে চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মোটর শিল্পে বিড়লা-ম্যুফিল্ড সহযোগিতা সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি করা হইয়াছে। মিঃ ধারিওয়াল বলিয়াছেন, হিন্দুস্থান মোটরস লিমিটেডের মূলধন যোগানো ও উহার মুনাফা সম্ভোগ সম্পর্কে ম্যুফিল্ড কোম্পানীর সহিত বিড়লা ব্রাদার্সের কোন সর্ত্ত হয় নাই। ম্যুফিল্ড

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস— চাঁদপুর
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, হাটখোলা, ইটালী মার্কেট, ডায়মণ্ড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।
স্থাপিত :- ১৯২৬
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস, আর, দাশ

ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড
শাখা—ভবানীপুর, মগরা জগদ্দল।
হেড-অফিস
৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা

কোম্পানীর সহিত হিন্দুস্থান মোটরস লিমিটেডের সহযোগিতার সর্ত্ত হইয়াছে মুখ্যতঃ কারখানা পরিচালনার জন্য মিস্ত্রী ও কারিগর সরবরাহ সম্পর্কে। একটা নির্দ্ধারিত ফি'এর বিনিময়ে সেই সাহায্য ও সহযোগিতা তাঁহারা প্রদান করিবেন। নিজেদের প্যাটেন্ট স্বত্বও হিন্দুস্থান মোটরস লিমিটেডকে তাঁহারা ব্যবহার করিতে দিবেন। হিন্দুস্থান মোটর কারখানার পরিচালনা ও কার্য্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ন্যুফিল্ড কোম্পানী কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব করিবেন না। মিঃ ধারিওয়ালের এই পত্রে কয়েকটি দিক সম্পর্কে দেশের লোক কতকটা আশ্বস্ত বোধ করিবে, সন্দেহ নাই। মোটর নির্ম্মাণের ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে আসিয়া বিদেশী প্রতিষ্ঠান ন্যুফিল্ড কোম্পানী ভারতীয় কোম্পানীর পুঁজি ও লাভের অংশ গ্রহণ করে নাই, তাহা ভাল কথা। তবে ন্যুফিল্ড কোম্পানীর সহিত বিড়লা ব্রাদার্সের চুক্তির সকল সর্ত্তগুলি প্রকাশিত না হইলে এবং বিড়লা ব্রাদার্সের তরফ হইতে এ সম্পর্কে একটি খোলাখুলি বিবৃতি বাহির না করিলে ঐ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া কঠিন।

ভারতীয় শিল্পে বৃটিশ সহযোগিতা আহ্বানের নবতম দৃষ্টান্ত

'এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া'র এক খবরে প্রকাশ, ভারতের টাটা কোম্পানী ইংলণ্ডের সুবৃহৎ রাসায়নিক কোম্পানী ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিমিটেডের সহযোগিতায় এদেশে রং তৈয়ারের ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে যত্নপর হইয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বেই নাকি ঐ দুই প্রতিষ্ঠানের ভিতর ২০ বৎসরের জন্য একটি চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে একটি পাবলিক কোম্পানী গঠন করা হইবে। কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের বেশীর ভাগ সদস্যই হইবে ভারতীয়। টাটা কোম্পানীই পরিচালক বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনয়ন করিবেন। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিমিটেড নিজেদের উদ্ভাবিত উন্নত প্রক্রিয়া অনুসরণের সুযোগ দিয়া এবং মিস্ত্রী ও কারিগর সরবরাহ করিয়া এদেশে রং তৈয়ারের কাজে সহযোগিতা করিবেন। ভারতের ব্যবহার্য্য রং বর্ত্তমানে প্রায় সমস্তই বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। নূতন ব্যবস্থায় রং তৈয়ারের ব্যাপক বন্দোবস্ত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে সেই আমদানী হ্রাস করা হইবে।

কাপড়ের কলের প্রয়োজনে ও অন্য নানা প্রয়োজনে এদেশে বৎসরে যথেষ্ট পরিমাণ রং ব্যবহৃত হইতেছে। রং উৎপাদনের সুব্যবস্থা নাই বলিয়া দেশের প্রয়োজনে বাহির হইতে বিস্তর পরিমাণ রং প্রতি বৎসর আমদানী করিতে হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯৩৮-৩৯ সালে বিদেশ হইতে ভারতে ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার রং আসিয়াছিল। ভারতে রং উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া এই আবশ্যকীয় উপাদানের দিক দিয়া দেশকে যথাসম্ভব আত্মনির্ভরশীল করা এবং দেশের টাকা দেশে সংরক্ষণ করা খুবই ভাল কথা। টাটা কোম্পানী একটি বিলাতী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যেভাবে এদেশে রং তৈয়ারে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে রংয়ের দিক দিয়া ভারতের পরমুখাপেক্ষিতা দূর হইতে পারে, কিন্তু শিল্পব্যবসায়ে যে বিদেশী মূলধন ও বিদেশী কর্ত্তৃত্বের নাগপাশ ভারতবর্ষ কাটাইয়া উঠিতে চাহিতেছে এই ব্যবস্থা তাহাকে নূতন করিয়া কায়েম করিবারই সামিল হইবে। টাটা কোম্পানী ও ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিমিটেডের সহযোগিতার যে সর্ত্ত এসোসিয়েটেড প্রেস সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে, রং তৈয়ারের জন্য নূতন কোম্পানী স্থাপন করিতে গিয়া মুখ্যতঃ ভারতীয়দের দ্বারা উহার পরিচালক বোর্ড গঠনের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন নিয়োগ ও পরিচালনার ব্যাপারে বিলাতী কোম্পানী ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজের যে একটা অংশ থাকিবে তাহা অস্বীকার করা হয় নাই। ভারতীয় শিল্পে বিদেশী মূলধন নিয়োগ ও বিদেশী কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপনের অর্থ দেশের স্বার্থের বিনিময়ে আরও দীর্ঘকালের জন্য এদেশের শিল্পব্যবসায় ক্ষেত্রে বিজাতীয় বণিকদের লাভের সুবিধা অক্ষুণ্ণ রাখা। ভারতে মিস্ত্রী ও কারিগরের অভাব রহিয়াছে। দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য প্রথম অবস্থায় উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া বিদেশ হইতে মিস্ত্রী ও কারিগর সংগ্রহ করা হউক, তাহা আমরা চাই। কিন্তু তাই বলিয়া বিদেশী পুঁজি ও বিদেশী কর্ত্তৃত্বের দাসত্ব মানিয়া লইয়া শিল্পব্যবসায়ে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে দমাইয়া রাখা ও ভারতের অর্থে বিজাতীয়দের পকেট ভর্ত্তি করা আমরা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় মনে করি না।

ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে কোন সর্ত্তে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করা এদেশবাসীরা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারে না। সে কথা ভালভাবে জানিয়াও এদেশের একটি সুপরিচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান—বিড়লা ব্রাদার্স লিমিটেড ইতিমধ্যে মোটর কারখানা স্থাপন সম্পর্কে ইংলণ্ডের ন্যুফিল্ড কোম্পানীর সহিত এক চুক্তি করিয়াছেন। এক্ষণে ভারতের অন্যতম সুবৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান টাটা কোম্পানী আবার রং শিল্প স্থাপন সম্পর্কে ইংলণ্ডের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিমিটেডের সহিত চুক্তিপত্র সমাধা করিয়া বসিয়াছেন। ইঁহাদের এই প্রচেষ্টার নিগূঢ় তাৎপর্য্য সম্পর্কে দেশে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। শিল্পোন্নতির নামে উহা অনেকে দেশের স্বার্থ বিকাইয়া দেওয়ার কারসাজি বলিয়াই মনে করিতেছে। ভারতীয় শিল্পে বৃটিশ সহযোগিতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে বৃটিশ শিল্প কোম্পানীগুলির সহিত এদেশীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার মূল সর্ত্তগুলি যথাযথ জানা আবশ্যক। বিড়লা ব্রাদার্স বা টাটা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সর্ত্তগুলি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ না করিবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের বর্ত্তমান প্রচেষ্টা সম্পর্কে লোকের সন্দেহ ও উদ্বেগ দূর হইবে না।

ভারতের স্কন্ধে নূতন বোঝা

ভারতবর্ষের অবস্থা নূতন করিয়া জানিবার জন্য বৃটিশ শাসকবর্গ ভারতে একটী পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিতেছেন। ভারতবর্ষের কি কথা বৃটিশ শাসকবর্গের অজানা আছে তাহা আমাদের জানা নাই। পণ্ডিত নেহেরু ইহা লইয়া তীব্র মন্তব্যও করিয়াছেন। কিন্তু 'ভবী ভুলিবার নয়', তাঁহারা ভারতের অবস্থাটা আর একবার পরখ করিয়া না দেখিয়া ছাড়িবেন না। যাহা হউক

সঞ্চয়-অপচয়

অপচয়ের সমস্যা সমাধানের নামই সঞ্চয়—সঞ্চিত অর্থে শুধু অপব্যয়ের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না—ইহা দুর্দ্দিনেও একান্ত বন্ধুর কাজ করে, অধিকন্তু জাতীয় শিল্প উন্নতিতে সাহায্য ক'রে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করে।

*

এই অপচয়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কি ভাবে সঞ্চয়ী হ'তে পারেন সেই সুপরামর্শ দিতে পারে একটি সুপরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান—

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইহাতে আমাদের আপত্তির বিশেষ কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে, ভারতের মাটিতে পদার্পণ করিবার পর হইতেই নাকি এই বিলাতি প্রতিনিধিদলের সমস্ত ব্যয়ভার ভারত সরকারকে বহন করিতে হইবে। দরিদ্র ভারতবাসী এমনিই অজস্র করভারে প্রপীড়িত, আবার 'বোঝার উপর শাকের আঁটি'র ন্যায় অকারণে এই ব্যয়ের বোঝা তাহাদের উপর চাপাইবার কি কারণ আছে? বিলাতি সাহেবরা ভারতে বেড়াইবেন, খানাপিনা করিবেন এবং স্বচক্ষে ভারতের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। ব্যয়টা তাঁহারা নিজেদের পকেট হইতে করিলেই ভাল হয়। আর তাঁহাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীও এখানে কম নহে। তাঁহারা এই মাননীয় অতিথিদের আদর-আপ্যায়নের ভার লইলেও ত আমরা বাঁচিয়া যাইতাম।

শ্রীযুক্ত বি, এন, বিড়লার দান

শ্রীযুক্ত বি, এন বিড়লা তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে বাঙ্গালী ছাত্রদের বৃত্তি দিবার জন্য একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বিড়লা ভ্রাতাগণ দীর্ঘকাল বাঙ্গলায় ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন এবং বাঙ্গলায় শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাঁহারা বাঙ্গলার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই যোগসূত্রকে আরও ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বি, এন, বিড়লা যে পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। বাঙ্গালী ছাত্রদের চার বৎসরের জন্য বৃত্তি দিবার উদ্দেশ্যে তিনি যে টাকা দান করিলেন তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বহু বাঙ্গালী ছাত্র তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। কি বিষয়ের জন্য এবং কতজনকে বৃত্তি দেওয়া হইবে তাহা শীঘ্রই জানানো হইবে বলিয়াও আমরা আশা করি।

রুশিয়ার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

সমস্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের জন্য সোভিয়েট রুশিয়া ১৯৪৬ হইতে ১৯৫০ সালের মধ্যে কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে এক নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে রুশিয়া শুধু যে যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করিয়া ফেলিতে পারিবে তাহা নহে, শিল্প-জগতে রুশিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। পরিকল্পনার মূল বিষয়গুলি নিম্নরূপ:—(১) ৫০ লক্ষ নূতন বাসভবন নির্ম্মিত হইবে, (২) ডনবাস ও উরাল অঞ্চলের বৃহৎ শিল্পগুলি আরও সম্প্রসারিত হইবে এবং নীপার বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র অপেক্ষা ২০গুণ অধিক শক্তিশালী জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে নীপার জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইউরোপের বৃহত্তম জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র ছিল। (৩) গোর্কি সহরে স্থিত মোলোটভ অটোম্ল্যাণ্টে দৈনিক এক হাজার মোটর গাড়ী ও লরী প্রস্তুত হইবে, (৪) সামরিক বিভাগের দুই হাজার বিমান যাত্রী ও মাল বহনের কাজে নিযুক্ত হইবে। ইহার ফলে যুদ্ধের পূর্ব্বে যে সামরিক জনসাধারণের জন্য যে পরিমাণ বিমান ব্যবহৃত হইত তাহার সংখ্যা অন্ততঃপক্ষে পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইবে, (৫) নূতন নূতন জাহাজের লাইন খোলা হইবে এবং জাহাজ নির্ম্মাণ-শিল্প সম্প্রসারিত হইবে। (৬) রেলপথের বিস্তার সাধন করা হইবে এবং সাইবেরিয়া, উরাল, সুদূর প্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ায় নূতন নূতন লাইন খোলা হইবে। মোট ৩০ লক্ষ রেলওয়ে শ্রমিক কাজ পাইবে, (৭) যক্ষ্মা, ক্যান্সার ও ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হইবে এবং প্রত্যেক সহর ও গ্রামে নূতন নূতন হাসপাতাল স্থাপন করা হইবে। শুধু উক্রাইনেই পল্লী-অঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে নূতন ৬০ হাজার বেড করা হইবে।

রুশিয়ার এই পরিকল্পনার ন্যায় পরিকল্পনাই ভারতের প্রয়োজন, কিন্তু ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা ইহার ধার ঘেঁষিয়াও যাইবে কি না সন্দেহ।

কলিকাতায় বাসগৃহের সমস্যা

যুদ্ধ বাধিবার পর গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন নূতন নূতন বিভাগে প্রচুর লোক নিযুক্ত হওয়ায় এবং বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ হওয়ায় কলিকাতার লোকসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালে বেকার হইয়া বহু লোক কলিকাতা ত্যাগ করিবে এবং কলিকাতার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে এরূপ আশা করা একান্তই ভুল। যাহারা কলিকাতায় আসিয়াছে তাহারা বেকার হইলেও চাকুরী বা অন্য রূপে জীবিকার্জ্জনের জন্য এখানেই রহিয়া যাইবে, কারণ জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করিবার অন্য কোনও জায়গা তাহাদের নাই। এই অবস্থায় কলিকাতায় বাসগৃহের অভাবও ঘুচিবে না। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, সামরিক প্রয়োজনে কলিকাতায় যে সকল বাড়ী লওয়া হইয়াছিল ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সেই বাড়ীগুলির মধ্যে ৩৪৩টি বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা সুসংবাদ সন্দেহ নাই, কিন্তু আরও দ্রুতগতিতে বাড়ী ছাড়িয়া দিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সামরিক প্রয়োজনে অধিকৃত বাড়ীগুলি ছাড়িয়া দিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। ইহার জন্য ভাড়াটিয়া ও বাড়ীওয়ালা উভয় পক্ষের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ ও বাড়ী মেরামত সংক্রান্ত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে নূতন নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে। আধুনিক পন্থায় বস্তীগুলি সুসংস্কৃত হইলে বহু সংখ্যক লোকের বসবাসের সুব্যবস্থা হইতে পারে। বাঙ্গলার গবর্ণর মিঃ কেসি বস্তী-সমস্যা লইয়া কিছুকাল খুবই হৈ-চৈ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর এতদিনে বস্তী-আইন সম্পর্কে জনমত লওয়া হইবে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি এইরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলে কোন বড় পরিকল্পনাই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।

ভারতের তুলা রপ্তানী

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ ছোট আঁশের তুলা উৎপন্ন হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপান এই তুলার প্রধান খরিদ্দার ছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে জাপান ভারত হইতে ২ লক্ষ ১৬ হাজার টন তুলা অর্থাৎ মোট উৎপন্ন তুলার শতকরা ৪৫ ভাগ ক্রয় করিয়াছিল। ইহার মূল্য হিসাবে ভারতবর্ষ ১১ কোটি ২ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ হইতে ১৯৪০-৪১ সালের মধ্যে জাপান ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর ৮ লক্ষ ২৬ হাজার হইতে ২৩ লক্ষ ৪২ হাজার বেল তুলা খরিদ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ছোট আঁশের তুলার উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে এই তুলার ব্যবহার পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইলেও প্রচুর তুলা পড়িয়া থাকিতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে যেখানে ৫ লক্ষ ২৬ হাজার বেল তুলা মজুত ছিল ১৯৪৪-৪৫ সালে সেখানে ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার বেল তুলা মজুত রহিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার তুলা মিলাইয়া (মিলের মজুত তুলা সহ) ১৯৪৪-৪৫ সালে মজুত তুলার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪০ লক্ষ বেল। জাপানের ন্যায় খরিদ্দার না পাইলে বিপুল পরিমাণ বাড়তি তুলা বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না। এ অবস্থায় দুই ভাবে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষে বস্ত্রাভাব এখনও তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে অর্থাৎ কাপড়ের বিরাট বাজার পড়িয়া রহিয়াছে। কাপড়ের কলগুলিতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং যতশীঘ্র সম্ভব নূতন নূতন কারখানা স্থাপন করিয়া বাড়তি তুলার সদ্ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, মিত্রপক্ষীয় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ জাপানের কাপড়ের কলগুলি কয়েকটী সর্ত্তে চালু করিবার অনুমতি দিয়াছেন। জাপানের কলগুলি চালু হইলে ভারতের তুলার চাহিদা হইবে। অবিলম্বে যাহাতে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ জাপানে তুলা রপ্তানীর সুযোগ পান ভারত সরকারকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক হইতে জাপানের বস্ত্র-শিল্প সমিতির প্রধান পরিচালকের বিবৃতি বলিয়া যাহা প্রচার করা হইয়াছে তাহাতে আমাদের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত প্রধান পরিচালক নাকি বলিয়াছেন যে, "যুদ্ধকালীন উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় কাপড়ের কারখানাগুলিতে ভারতে উৎপন্ন প্রায় সমস্ত তুলাই ব্যবহৃত হইতেছে;

সাবান প্রস্তুতের
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
ফোন:—
বড়বাজার:—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও জাপানকে ভারতীয় তুলা ব্যতিরেকেই কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

কোন্ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রধান পরিচালক মহাশয় এইরূপ উক্তি করিয়াছেন আমরা তাহা জানি না; কিন্তু মার্কিন সূত্র হইতেই তিনি সংবাদ পাইয়াছেন ইহা অনায়াসে ধরিয়া লওয়া যায়। আমেরিকায় বিপুল পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইয়াছে; কাজেই মার্কিন তুলার কাটতির জন্য এই ধরণের প্রচারকার্য্য চালানো হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই ধরণের প্রচারকার্য্য এবং মার্কিন গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় মার্কিন ব্যবসায়ীরা যাহাতে বাজারে প্রচুর তুলা ছাড়িয়া (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৫ লক্ষ বেল ছোট আঁশের বাড়তি তুলা আছে বলিয়া প্রকাশ) ভারতের ক্ষতি না করিতে পারেন তজ্জন্য ভারত সরকারের এখনই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রশ্ন

ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির জন্য বাহির হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রশ্ন আজ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক সহযোগিতা ও চেষ্টা ছাড়া দেশের শিল্পোদ্যোগীদের পক্ষে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা কঠিন। সেজন্য সকলেই গবর্ণমেণ্টকে ঐ বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ সম্পর্কে অনেক কিছু ভরসা দিতেছেন। কিন্তু এবিষয়ে তাঁহাদের আন্তরিকতা কতদূর সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থনির্দ্দেশে এদেশের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কাজেই বাহির হইতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ব্যাপারে অন্য কোন দেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া এদেশের গবর্ণমেণ্ট সে-জন্য মুখ্যতঃ বৃটেনেরই মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন। ভারতের পক্ষে কি শ্রেণীর যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তাহা বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী বৃটেন হইতে তাহা সংগ্রহ করা দূরে থাকুক, বৃটেন কোন্ শ্রেণীর যন্ত্রপাতি সহজে সরবরাহ করিতে পারিবে তাহা বুঝিয়াই ঐদেশ হইতে তাঁহারা যন্ত্রপাতি আনয়নের চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্যবিভাগ এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া এদেশের শিল্পোদ্যোগীদের নিকট হইতে চিনির কলের যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে অর্ডার চাহিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, বৃটেন হইতে চিনির কলের যন্ত্রপাতি পাওয়ার জন্য জগতের অনেক দেশ হইতেই অর্ডার দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ভারত হইতে সেজন্য তেমন কোন অর্ডার পাওয়া যাইতেছে না। ভারতের শিল্পোদ্যোগীরা যদি বেশী পরিমাণে ঐ যন্ত্রপাতি পাওয়ার জন্য আবেদন করেন, তবে ভারতের কল্যাণে বৃটেন হইতে তাহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। অন্য সব প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির কথা বাদ দিয়া বৃটেন হইতে চিনির কলের যন্ত্রপাতি আনয়ন সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের এই আগ্রহ আমাদের নিকট অনেকটা অশোভন বলিয়াই মনে হইতেছে। তাঁহাদের বিজ্ঞপ্তি পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে, বৃটেনে চিনির কলের যন্ত্রপাতির জন্য নানা দেশ হইতে যে প্রচুর অর্ডার আসিতেছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা নিতান্তই ভুয়া কথা। আসলে বাহির হইতে চিনির কলের যন্ত্রপাতির জন্য বৃটেনে বিশেষ কিছুই অর্ডার আসিতেছে না। ফলে ঐ শ্রেণীর যন্ত্রপাতির কাটতি নাই দেখিয়া ভারতে তাহা বিকাইবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত সরকারকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সেই নির্দ্দেশ পাইয়া ভারত সরকার আজ ইংলণ্ড হইতে চিনির কলের যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য এদেশের শিল্পোদ্যোগীদিগকে খোসামোদ করিতে সুরু করিয়াছেন। ভারতে গত ১৫ বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি চিনির কল গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব চিনির কলের যন্ত্রপাতি এখনো এত পুরানো হয় নাই যে, অবিলম্বেই তাহা পরিবর্ত্তন না করিলে চলে না। নূতন চিনির কল স্থাপনের সুযোগ-সম্ভাবনা যে দেশে একেবারেই নাই তাহা বলি না। তবে অন্যান্য ধরণের বেশী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানীর কথা বাদ দিয়া ইংলণ্ডের সুবিধার জন্য অবিলম্বে ঐ সমস্তের আমদানী সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়ার কোন যৌক্তিকতা দেখা যাইতেছে না। বস্ত্রের প্রয়োজনীয় যোগানের অভাবে ভারতের লোক বর্ত্তমানে নিতান্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। কিন্তু কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির জন্য বহু আবেদন-নিবেদন উপস্থিত করা সত্ত্বেও ভারত গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইংলণ্ড তাহার উৎপন্ন কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির অধিকাংশই নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে চায়, নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া যে বিক্রয়যোগ্য যন্ত্রপাতি অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দিয়া প্রথমে ইউরোপীয় দেশসমূহের অভাব মিটাইবার ব্যবস্থাই ইংলণ্ডের লোকেরা করিবে। ভারতের একান্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও অচিরে এদেশকে সেই শ্রেণীর যন্ত্রপাতি দিয়া সাহায্য করা বৃটেনের উদ্দেশ্য নহে। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। তাই ভারত সরকারও এবিষয়ে বৃটেনের উপর কোন চাপ দিতে নারাজ। ইংলণ্ডের উৎপন্ন চিনির কলের যন্ত্রপাতির কাটতি কম, তাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম করিয়া ভারত সরকার বৃটিশের স্বার্থে তাহাই এদেশে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে ভারত সরকার ও বৃটিশ সরকারের এই কারসাজির নিন্দা করিবার ভাষা নাই।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার আবশ্যকতা

যাদবপুরে সেন্ট্রাল গ্লাস ও সিরামিক রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপন করিতে গিয়া স্যার আর্দ্দেশীর দালাল তাঁহার বক্তৃতায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শুধু শিল্প নহে, পার্থিব অগ্রগতির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে কতখানি প্রয়োজন আছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাহা অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করিয়াছে।

স্যার আর্দ্দেশীর দালালের এই উক্তি সর্ব্বতোভাবে সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার উক্তিতে নূতন কিছু নাই। ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন কতখানি তাহা বহুদিন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য লাভ না করিয়াও এদেশে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যার জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষিগণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার ও শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য কি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তাহাও দেশবাসী অবগত আছেন। গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতার জন্যই এদেশে শিল্প বিস্তারে বাধা ঘটিয়াছে, ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণাক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ রহিয়া গিয়াছে। স্যার আর্দ্দেশীর দালাল যদি গবর্ণমেণ্টের এই অদূরদর্শী নীতির অবসান ঘটাইতে পারেন তাহা হইলে সত্যই দেশের মঙ্গল হইবে। শিল্প প্রসার লাভ করিবার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে এবং আজিকার ন্যায় এম্ এস্ সি উপাধি লাভ করিয়া ভারতীয় ছাত্রদের শেষ পর্য্যন্ত কেরানীগিরি বা ওকালতী করিবার দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে না।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,১৮,৯০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৬,০৯,৩০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৫ তারিখে) ৯৭,৩৬,৬৭,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টার অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ. পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ এইচ্ সি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেণ্টস্: বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট: দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; হাটখোলা—৭৫, শোভাবাজার ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফ্ফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, লোগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংখি, বক্সার। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রানীতির পরিকল্পনা ও ভারত

আমেরিকার বৃটন উডস্ সহরে গত ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে মিত্রপক্ষীয় জাতিসমূহের এক সম্মিলিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভবিষ্যতে বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটানো সম্পর্কে এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দুনিয়ার কল্যাণে উহাতে একটি ইণ্টারন্যাশনেল মোনিটরী ফ্যণ্ড বা আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ঐ পরিকল্পনার পরিপূরক হিসাবে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনমত অর্থ দাদনের সুবিধার্থ উপরোক্ত বৈঠক একটি ইণ্টারন্যাশনেল ব্যাঙ্ক বা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক স্থাপনেরও পরিকল্পনা স্থির করেন। ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক সদস্য (original member) হওয়ার শেষ তারিখ ছিল ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। ভারত সরকারের প্রাক্তন অর্থ সচিব স্যার জেরেমী রেইজ্‌ম্যান প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, বৃটন উডস্ সম্মেলনে গৃহীত স্কীম দুইটি পাকাপাকিভাবে মানিয়া লওয়ার পূর্ব্বে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিষয়টি আলোচনার সুযোগ দিবেন। কিন্তু আইন সভার বিবেচনার জন্য বৃটন উডস্ সম্মেলনের প্রস্তাব সময় মত উপস্থিত করা হয় নাই। নূতন নির্ব্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভা আপাততঃ বাতিল করিয়া দেওয়ায় সে সুযোগ পরে আর একেবারেই ছিল না। কাজেই সদস্য হওয়ার তারিখ অতিক্রান্ত হইয়া যাইবার ভয়ে সপারিষদ বড়লাট গত ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে তাড়াতাড়ি করিয়া এক অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। ঐ অর্ডিনান্স বলে এদেশের হইয়া আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সর্ত্ত মানিয়া লওয়ার আইনগত অধিকার গবর্ণমেণ্ট নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অধিকার অনুসারে ওয়াশিংটনস্থ এজেণ্ট জেনারেলকে ভারতের হইয়া উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এজেণ্ট জেনারেল গত ২৭শে ডিসেম্বর যথানিয়মে সে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন। ফলে ভারতবর্ষ আজ আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের প্রাথমিক সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

বৃটন উডস্ সম্মেলনে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা স্থির হইয়াছিল ভারতের মুদ্রানীতি, বহির্ব্বাণিজ্য ও দেনা-পাওনা সম্পর্কে তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে হিসাবে ঐ স্কীম দুইটি পাকাপাকিভাবে মানিয়া লওয়ার পূর্ব্বে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদকে সমস্ত বিষয় ভালভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিবার সুযোগ দেওয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই কর্ত্তব্য ছিল। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে বৃটন উডস্ সম্মেলনে স্কীম দুইটি স্থির হওয়ার পর এই দীর্ঘ সময় মধ্যে গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিষয়টি উপস্থাপিত করেন নাই এবং বিষয়টি আলোচিত হওয়ার পূর্ব্বেই ঐ সভা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। ঐরূপ একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে দেশের জন-প্রতিনিধিদের মতামত অবধারণ করিবার সুযোগ এইভাবে হেলায় নষ্ট করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই অনুচিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বৃটন উডস্ সম্মেলনের পরিকল্পনা আলোচিত হইলে তাহার সর্ত্তাবলীর তাৎপর্য্য এবং আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সদস্য হওয়ার সুবিধা ও অসুবিধা ভারতের লোক পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পাইত। তাহা কার্য্যতঃ সম্ভবপর হইল না, ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সে সুবিধা ও অসুবিধা নিয়া সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিব। পাঠকগণ ইহা হইতে ঐ বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণায় উপনীত হইতে পারিবেন।

বৃটন উডস্ সম্মেলনে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিলের যে পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে তাহাতে তিনটি বিষয়ে ভারত সম্পর্কে খুবই অবিবেচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ঐ তহবিল পরিচালনার জন্য ১২ জন প্রতিনিধি লইয়া যে কার্য্যনির্ব্বাহক বোর্ড গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে ভারতের জন্য কোন স্থায়ী আসন সংরক্ষিত হয় নাই। ১২ জন ডিরেক্টরের মধ্যে ৫ জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স কর্ত্তৃক মনোনীত হইবে, দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের জন্য দুইটি আসন সংরক্ষিত থাকিবে এবং নির্ব্বাচন প্রথায় অবশিষ্ট ৫টি আসন পূরণ করা হইবে। ভারতের মত একটি বড় দেশকে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কার্য্যনির্ব্বাহক বোর্ডে স্থায়ীভাবে প্রতিনিধি মনোনয়নের সুযোগ না দেওয়ায় উহা এদেশের বিরুদ্ধে একটা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার সামিল হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দেশের যুদ্ধকালীন উদ্বৃত্ত পাওনা মিটানোর কোন দায়িত্ব আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিলের উপর ন্যস্ত না হওয়ায় তাহাতেও ভারতের প্রতি খুবই অবিবেচনা করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বৃটেনকে ধারে মাল ও সার্ভিস দিয়া ঐ দেশের নিকট ভারতের ১৬ শত কোটি টাকার উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা দাঁড়াইয়াছে। ভারতের লোকদের অপরিসীম স্বার্থত্যাগকে ভিত্তি করিয়া এই পাওনা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই পাওনা আদায় হইয়া না আসিলে ভারতের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইবে। বাহির হইতে যন্ত্রপাতি আনিবার এই মূল সম্বল নষ্ট হইলে ভারতের বহু-আকাঙ্ক্ষিত শিল্পোন্নতিও ব্যাহত হইবে। অথচ দুনিয়ার কল্যাণ ও সকল জাতির পারস্পরিক সুবিধার নামে যে আন্তর্জ্জাতিক সমিতি ও ফ্যণ্ড গড়িয়া তোলা হইবে পরাধীন ভারতের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া তাঁহারাও ঐ উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পরিশোধের প্রশ্ন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মরজি ও অভিরুচির উপরই ছাড়িয়া দিবেন। তৃতীয়তঃ আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল গঠন করিতে গিয়া ভারতের উপর উহার চাঁদার অঙ্ক নির্দ্ধারণ সম্পর্কেও একটা কারসাজিপূর্ণ নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক সমিতি ও ফ্যণ্ড স্থাপনের ব্যাপারে অন্য অনেক ক্ষেত্রে ভারতের নিকট হইতে অহেতুকভাবে বেশী টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ব্যাপারে দেয় চাঁদার অনুপাতে বিভিন্ন দেশের ভোটাধিকার স্থিরীকৃত হইবে বলিয়া ভারতের ক্ষেত্রে ঐ চাঁদার পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীনের তুলনায় কম করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারতের ভোটাধিকার খর্ব্ব করিয়া ইণ্টারন্যাশনেল মোনিটরী ফ্যণ্ড পরিচালনায় তাহাকে একটি স্থায়ী আসন হইতে বঞ্চিত করাই এই কারসাজির উদ্দেশ্য। কেবল আন্ত-

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য এবং অদ্যকার দিনের সর্বপ্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির সঙ্গে তাল রেখে চলবার উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধানকল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট ও সজাগ।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এবং শাখাসমূহ।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা সিটি।

পে-অফিস ঃ মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার ঃ
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

র্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিলের স্কীম সম্পর্কেই ঐরূপ অবিবেচনা ও কারসাজি দেখা যায় নাই, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক গঠনের ব্যাপারেও তাহা ভালভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ ব্যাঙ্কের কার্য্যনির্ব্বাহক বোর্ডেও ভারতকে স্থায়ী আসন দেওয়া হয় নাই। দেয় চাঁদার অঙ্ক কম করিয়া ধরিয়া ঐ ব্যাঙ্কের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও ভারতের ভোটাধিকার খর্ব্ব করা হইয়াছে। ঐসব দিক হইতে বিবেচনা করিলে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সদস্য হিসাবে যোগদান করা ভারতের পক্ষে অসুবিধাজনক বলিয়াই মনে হইবে।

কিন্তু ভারতের পক্ষে অচিরে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সদস্য হওয়ার যেমন কতকগুলি অসুবিধা আছে তেমনই কতকগুলি বিশেষ সুবিধাও রহিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিলের যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে উহার সদস্যভুক্ত দেশসমূহকে অন্যান্য নন-মেম্বর দেশসমূহের (সদস্য যাহারা নয়) সহিত কোন কোন শ্রেণীর আর্থিক লেন-দেন বন্ধ করিতে বলা হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় অধিকাংশ দেশ, বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ঐ তহবিলের প্রাথমিক সদস্য হইয়াছে। ঐসব দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যগত আদান-প্রদান খুবই বেশী। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তাহাও ঐসব দেশের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিলে যোগদান না করিলে যদি ভারতের সহিত ঐসব দেশ তাহাদের বাণিজ্যগত সংযোগ বন্ধ করিতে সচেষ্ট হয় তবে ভারতের পক্ষে তাহা খুবই ক্ষতিকর হইবে। সেদিক দিয়া বিবেচনা করিলে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের সহিত আর্থিক সংযোগ রক্ষার সুবিধার্থ ঐ ফ্যাণ্ডের সদস্য হওয়া ভারতের পক্ষে কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ অচিরে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিলে যোগদান করিলে ভারতবর্ষ ঐ তহবিলের ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের একটি প্রাথমিক সদস্য হিসাবে গণ্য হইবে। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক সদস্য হইলে তাহার কতকগুলি সুবিধা আছে। ভারতের উপর দেয় চাঁদার যে অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীনের চেয়ে কম হইলেও তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। সে হিসাবে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের কার্য্যনির্ব্বাহক বোর্ডের বাকী ৫ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যাপারে ভারতবর্ষ তাহার ভোটাধিকার ভালভাবেই প্রয়োগ করিতে পারিবে। ভারতের দেয় চাঁদার পরিমাণ অন্য অনেক দেশের তুলনায় যেরূপ বেশী তাহাতে স্থায়ী আসন লাভে বঞ্চিত হইলেও ঐ ৫টি আসনের একটি এদেশ সহজেই দখল করিয়া লইতে পারিবে। প্রাথমিক সদস্য হিসাবে ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য হিসাবে ভারতবর্ষ তখন আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিলের দরবারে নিজের সমস্যা ও অসুবিধার কথা উপস্থিত করিতে পারিবে। দুনিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেও তখন ভারতবর্ষ একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। তৃতীয়তঃ ভারতের শিল্পোন্নতি তথা আর্থিক উন্নতির জন্য বিদেশী ঋণ ও বিদেশী সিকিউরিটির যে আসন্ন প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছে তাহা সংগ্রহ করিতে হইলে ভারতের পক্ষে অচিরে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সদস্য হওয়া দরকার। ঐ ব্যাঙ্কের সম্পর্কে যে পরিকল্পনা বৃটন উডস্ সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির জন্য তাহাদিগকে সময়োচিত ঋণ প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক জামিন থাকিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশের জন্য ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিবে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে মাল সরবরাহের জন্য উপযুক্ত বিদেশী মুদ্রা ও সিকিউরিটি দিয়া সাহায্য করিতে পারিবে। সাক্ষাৎভাবে নিজেদের তহবিল হইতে সাময়িক ঋণও প্রদান করিতে পারিবে। ভারতের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা বেশী পরিমাণে আটক পড়িয়া অদূর ভবিষ্যতে ভারতের শিল্পোন্নতি তথা আর্থিক উন্নতি ব্যাহত হওয়ার যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহাতে ইণ্টারন্যাশনেল ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত এই বিধান ভারতের খুব কাজে লাগিবার কথা। এই ব্যাঙ্কের প্রাথমিক সদস্য হইলে ভারতবর্ষ উহা হইতে প্রয়োজনমত ঋণ সংগ্রহ করিবার ও ডলার সিকিউরিটি পাওয়ার আশা করিতে পারে। কাজেই সুবিধা ও অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে অসুবিধার চেয়ে সুবিধাটাই বেশী বলিয়া প্রতিভাত হয়। আর সে হিসাবে ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশকে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের প্রাথমিক সদস্য করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা মোটামুটিভাবে সমর্থনযোগ্যই বলিতে হইবে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আইন সভার পরামর্শ না লওয়ায় সেদিক দিয়া একটা ক্ষোভের কারণ সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন আইন সভা গঠিত হইলে অবিলম্বে বিষয়টি সেখানে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা ভারত সরকারের কর্ত্তব্য। আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল সম্পর্কে যে বিধিবিধান গৃহীত হইয়াছে তাহাতে যে কোন সময়ে যে কোন দেশের পক্ষে মুদ্রা তহবিল ও ঐ আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সদস্য পদে ইস্তফা দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কাজেই ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরা যদি ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করা অনুচিত বলিয়া মনে করেন তবে ভারতবর্ষের পক্ষে তখন সরিয়া আসা কঠিন হইবে না। এইরূপ অধিকার যেখানে রহিয়াছে সেখানে বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সদস্য হওয়ার পক্ষে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

সূতী কাপড়
ও ভারতীয় কার্পাস

নূতন সংস্কৃতি

পূর্ব্বে ভারতীয় কার্পাস তুলায় প্রস্তুত ভারতীয় বস্ত্রাদি সমগ্র জগতে পরম সমাদরের সহিত গৃহীত হইত। এ গৌরব অনেকদিন বিনষ্ট হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য বর্ত্তমান রূপ ও রুচি-সঙ্গত আমাদের মিলজাত বস্ত্রসম্ভার আমাদেরই নিজ জমিতে চাষ করা ভারতীয় কার্পাস তুলায় বয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর নিজ জমিতে তুলার চাষ অচিরে আরম্ভ করিবার বন্দোবস্ত বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র মহাশয় এই কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজকুমারী
কটন মিলস লিঃ

১৫।বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ফোন ঃ কলিঃ ৪৪৯৮

RC/5—UPS.

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

(৪) মৎস্য

সমগ্র ভারতবর্ষে যত সহর আছে মৎস্যের চাহিদা ও যোগানের ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে কলিকাতার স্থান অদ্বিতীয়। মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালীর আবাসভূমি বলিয়াই যে মৎস্যের চাহিদা কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তাহা বলা বাহুল্য। বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরেও সারা বৎসরে যে পরিমাণ মৎস্য বিক্রয় হয় তাহার পরিমাণ কম নহে। কিন্তু কলিকাতার তুলনায় তাহা নগণ্য। কলিকাতার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, এই সহরে সামুদ্রিক মৎস্যের তুলনায় মিঠাজল অর্থাৎ খাল, বিল, নদী ও পুষ্করিণীর মাছেরই (Fresh water Fish) চাহিদা এবং যোগান বেশী।

কলিকাতার বিভিন্ন বাজারে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত দৈনিক কি পরিমাণ মৎস্য বিক্রয় হয় তৎসম্পর্কে অনেকেরই ধারণা নাই। কিন্তু উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটী অঞ্চল ব্যতীত বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য সহর ও পল্লী অঞ্চলের তুলনায় কলিকাতার বাজারে মৎস্যের দাম গড়ে সারা বৎসরেই যে বেশী থাকে তৎসম্পর্কে ক্রেতা জনসাধারণ প্রায় সকলেই একমত। ইহার কারণ কি? অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, চাহিদার তুলনায় কলিকাতা সহরে মৎস্যের যোগান বরাবরই কম ছিল। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধের দরুণ নানা কারণে কলিকাতার মাছের যোগান পূর্ব্বাপেক্ষা আরও হ্রাস পাইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বেও কলিকাতাবাসীর প্রয়োজনের তুলনায় মৎস্যের যোগান খুব কম ছিল। মিঃ টি, বি, সাউথওয়েল এক সময়ে বাঙ্গলা সরকারের মৎস্য বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার ছিলেন। কলিকাতায় সারা বৎসরে কি পরিমাণ মৎস্য আমদানী হয় তৎসম্বন্ধে তাঁহার রচিত একখানি পুস্তিকা ("Statistics of Fish Imported to Calcutta") আছে। ১৯১২-১৩ সাল হইতে ১৯১৫-১৬ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতায় প্রতি বৎসর কি পরিমাণ মৎস্য আমদানী হইয়াছে উক্ত পুস্তিকায় তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ১৯১২-১৩ সাল হইতে ১৯১৪-১৫ সাল পর্য্যন্ত রেলযোগে মৎস্য আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপ :—

১৯১২-১৩	১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৯ মণ
১৯১৩-১৪	৯৮ হাজার ৬ শত ৬ মণ
১৯১৪-১৫	৮৪ হাজার ৮ শত ৬০ মণ

১৯১৫-১৬ সালে রেলপথ, ষ্টীমার, নৌকা ও স্থলপথে মোট ২ লক্ষ ৪০ হাজার ১ শত ৪৩ মণ মৎস্য কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল। উক্ত বৎসরে কোন্ রেলপথে কি পরিমাণ এবং ষ্টীমার কোম্পানীর মারফতই বা কি পরিমাণ মৎস্য আমদানী হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত পুস্তিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

১৯১৫-১৬ সালে কলিকাতায় মৎস্য আমদানী

রেলপথ	মণ	সের
আসাম বেঙ্গল	২৪২	১০
বারাসত-বসিরহাট (লাইট)	৬,৩৬৪	০
বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ	৫,৫৩৪	১৬
বেঙ্গল নাগপুর	২২,২০৭	৩৬
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল	১,৪৫,৭০৫	৩৮
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান	৯,০২৫	৩৯
হাওড়া-আমতা (লাইট)	১,০৬৯	০
হাওড়া-সিয়াখোলা (,,)	৪	০
মোট রেলপথ	১,৯০,১৫৩	১৯
ষ্টীমার		
কলিকাতা ষ্টীম নেভিগেশন কোং	২,৭৩২	৩০
নৌকাযোগে	৩১,৫৪২	০
স্থলপথে (মোটর লরী, মুটে ইত্যাদি দ্বারা)	১৫,৭১৫	৮
মোট আমদানী	২,৪০,১৪৩	১৭

১৯১৫-১৬ সালে কলিকাতার জনসংখ্যার তুলনায় সারা বৎসরে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মণ মৎস্য যে খুবই কম ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় মৎস্য আমদানীর পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে; কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগান বরাবরই কম রহিয়া গিয়াছে। সুন্দরবন অঞ্চলে মোটর লঞ্চের সাহায্যে মৎস্য ধরার প্রথা প্রবর্ত্তন হওয়ার পর হইতেই কলিকাতায় মৎস্যের যোগান বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানীর পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪০-৪১ সালে মোট প্রায় ১০ লক্ষ মণ মৎস্য কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল বলিয়া বাঙ্গলা সরকারের মৎস্য বিভাগের বর্ত্তমান ডিরেক্টার অনুমান করিয়াছেন। যুদ্ধের দরুণ বার্ষিক আমদানীর পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ মণ হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া সরকারী মহলের ধারণা।

কলিকাতায় মৎস্য আমদানীর প্রধান কেন্দ্র ও পাইকারী বাজার শিয়ালদহ ষ্টেশন, হাওড়া বাজার, বৈঠকখানা, পাতিপুকুর, হাতিবাগান ও হগ-সাহেবের বাজার। আমদানীর পরিমাণের দিক দিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনই সর্ব্বপ্রধান। গোয়ালন্দ, খুলনা ও ঈশ্বরদী অঞ্চল ব্যতীত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ৩০।৪০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের মৎস্যও শিয়ালদহ ষ্টেশনে আমদানী হয়। বর্ত্তমানে সারা বৎসরে শিয়ালদহ ষ্টেশনেই প্রায় ২ লক্ষ মণ মৎস্য রেলযোগে আসিতেছে। যে সমস্ত স্থান হইতে রেলযোগে শিয়ালদহে মৎস্য আমদানী হয় তন্মধ্যে খুলনা জেলার দৌলতপুর, ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ, পাংশা, কালুখালি, বাশপুর, ঘোষপুর, রামদিয়া, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল জেলার খেপুপাড়া, পটুয়াখালি, নদীয়া জেলার কুমারখালি, রাণাঘাট, ঢাকা জেলার নরসিংদী, বহর, তারপাশা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ভাগ্যকুল, জালালদী, কাঞ্চনপুর, মৈনট, পাবনা জেলার দিলপাশার, চাটমোহর, লাহিড়ীমোহনপুর, ময়মনসিংহ জেলার কুলিয়ারচর, নীলগঞ্জ, জগন্নাথগঞ্জ, রাজসাহী জেলার আত্রাই

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী

আর্য্যস্থানে

বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার

সংস্থিতি ও আয়করের গুরু

ভার লাঘব করুন।

হেড আফিস

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং

১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

কলিকাতা।

এবং ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর, ক্যানিং, মগরাহাট, ডায়মণ্ডহারবার, বজবজ ইত্যাদি কয়েকটি স্থানই উল্লেখযোগ্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া, বেঙ্গল-নাগপুর, হা ডা-আমতা ও হাওড়া-সিয়াখোলা লাইনের রেলযোগে যে সমস্ত মৎস্য আমদানী হয় তাহা সাধারণতঃ হাওড়া বাজারেই বিক্রয় হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে বিহারের অন্তর্গত মোকামা, বাঢ়, কোলগং, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ ও সংযুক্ত প্রদেশের লক্ষ্ণৌ এবং বেনারস অঞ্চল হইতে রুই, কাতলা প্রভৃতি বৃহদাকার মৎস্যই আমদানী হয়। বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের মৎস্য, বালাসোর ও ছত্রপুরের সামুদ্রিক মৎস্য এবং মেদিনীপুরের কোলাঘাট হইতে মিঠা জলের মৎস্য আসে। হাওড়া-আমত লাইনে দক্ষিণবাড়ী ও চাঁপাডাঙ্গা অঞ্চলের মৎস্য হাওড়া বাজারে আমদানী হয়। ২৪ পরগণা, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল এবং ঢাকা হইতে নৌকাযোগে যে সমস্ত মৎস্য আসে তাহার বেশীর ভাগই বৈঠকখানা অঞ্চলে পাইকারী বিক্রয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কৃষ্টপুর, দমদম, গড়িয়া, ধাপা, বিষ্ণুপুর, কালিকাপুর, ক্যানিং, চক জগদ্দল প্রভৃতি স্থান হইতে স্থলপথে যে সমস্ত মৎস্য মোটরলরী কিংবা মুটের মাথায় আসিয়া থাকে তাহারও একটা বিশিষ্ট অংশ বৈঠকখানায় পাইকারী বিক্রয়ের জন্য আমদানী হয়। রাজারহাট, লাঙ্গলপোতা, খড়ি-বাড়িয়া, আরবালিয়া, বসিরহাট, টাকীরোড, চিংড়ি-হাতা প্রভৃতি কেন্দ্রের মৎস্য, বারাসত-বসির-হাট লাইনের রেলে পাতিপুকুর এবং বৈঠকখানায় জমায়েত করা হয়। মাদ্রাজ ও উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে যে সমস্ত সামুদ্রিক মৎস্য আসে তাহার প্রায় সমস্তই হগ সাহেবের বাজারে বিক্রয় হয়। অন্যান্য স্থান হইতে রুই, কাতলা, চিংড়ি ও ইলিশ প্রভৃতি যে সমস্ত মৎস্য আমদানী হয় তাহারও একটা উৎকৃষ্ট অংশ হগ সাহেবের বাজারে পাইকারী বিক্রয়ের জন্য আনীত হয়।

সমুদ্র এবং মিঠা জলের টাটকা মৎস্য ব্যতীত কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর আসাম, বোম্বাই এবং সিন্ধু প্রদেশ হইতে প্রায় ২০ হাজার মণ শুষ্ক মৎস্য আমদানী হয়। টেরিটি বাজার শুষ্ক মৎস্য বিক্রয়ের পাইকারী বাজার। এই পাইকারী ব্যবসায়টী সম্পূর্ণভাবে ৩।৪ জন অবাঙ্গালী মুসলমানের একচেটিয়া বলা চলে। শুষ্ক মৎস্য ব্যতীত কৌটায় সংরক্ষিত নানাবিধ মৎস্যও কলিকাতার ইউরোপীয় অধিবাসী এবং বড় বড় হোটেলের জন্য বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। জাপান হইতে প্রতি বৎসর বহু টাকার কৌটায় সংরক্ষিত মৎস্য আসিত। বর্ত্তমানে এই আমদানী বন্ধ। চট্টগ্রামের কক্সবাজার অঞ্চলে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ সামুদ্রিক মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে। কৌটায় সংরক্ষণের একটী কারখানা এই অঞ্চলে স্থাপিত হইলে অল্পকাল মধ্যেই ইহা একটী লাভবান ব্যবসায় হিসাবে সফল হইবে, আশা করা যায়।

কলিকাতা এবং হাওড়াতে যে পরিমাণ মৎস্য আমদানী হয় তাহার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ আড়তদার বা পাইকারী ব্যবসায়ীর মারফতে বিক্রয় হয়। এই আড়তদার বা পাইকারের সংখ্যা প্রায় ২০ জন। ইহারা সকলেই সঙ্গতিপন্ন এবং ব্যবসায়-বুদ্ধি-সম্পন্ন। বাঙ্গলা, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের বিভিন্ন মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্রে ইহাদের লোকজন ও অফিস আছে। শিয়ালদহ, হাওড়া ও পাতিপুকুরে এই পাইকারদের তিনটী এসোসিয়েশন আছে। বাহির হইতে মৎস্য আমদানী করিয়া খুচরা দোকানদারগণের নিকট নীলামের সাহায্যে মৎস্য বিক্রয় করাই ইহাদের সাধারণ রীতি। কলিকাতায় মৎস্যের দুর্মূল্যতা সম্পর্কে এই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে, ইহারা জোট পাকাইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক মাছের দাম হ্রাস করিতে দেয় না। বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রে যখন মৎস্যের যোগান বাড়িয়া যায় তখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহারা আমদানী বৃদ্ধি করে না। নূতন কেহ এই ব্যবসায়ে ঢুকিতে চেষ্টা করিলে পাইকার বা আড়তদারগণ নানারূপ বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে বলিয়াও অভিযোগ শুনা যায়। এই সমস্ত অভিযোগ কতদূর সত্য, তাহা বিশেষ তদন্ত ব্যতীত বলা কঠিন। গত বৎসর বাঙ্গলা সরকার এই একচেটিয়া ব্যবসায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় এই সম্পর্কে একটী ব্যাপক তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নদীমাতৃক বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রে যে সমস্ত মৎস্য ধৃত হয়, যানবাহনের অব্যবস্থার দরুণ তাহার একটা বিরাট অংশ উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হয় না কিংবা একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। ৫০০।৬০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও রেলযোগে কলিকাতায় মৎস্য আমদানী হইতে পারে। মফঃস্বলের উৎপাদন কেন্দ্রসমূহে প্রয়োজনানুরূপ কয়েকটী বরফের কারখানা স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। আমরা যতদূর জ্ঞাত আছি, রাজবাড়ী এবং অপর ২।১টী কেন্দ্র ব্যতীত বহুস্থানেই বরফের কোন ব্যবস্থা নাই। ২৪ পরগণা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার যে সমস্ত উৎপাদন কেন্দ্র রেল ষ্টেশন হইতে দূরে তথায় কয়েকটী কোম্পানীকে ষ্টীমলঞ্চ পরিচালনার সুবিধা দিলে কলিকাতায় মৎস্যের যোগান বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুন্দরবন অঞ্চল হইতে এরোপ্লেনের সাহায্যে মৎস্য আমদানী করা ব্যবসায় হিসাবে চালু করা যায় কিনা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। রেলগাড়ীতে মৎস্যের জন্য ঠাণ্ডা মালগাড়ী (Refrigerated Van) প্রচলন করিয়া মৎস্যের আমদানী বৃদ্ধি করা সম্ভবপর। সামরিক প্রয়োজনে এইরূপ বহু ঠাণ্ডা মালগাড়ী ব্যবহৃত হইয়াছে। সারাঘাট, পাকুশী, গোয়ালন্দ, লালগোলাঘাট, কোলাঘাট প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে এই সমস্ত ঠাণ্ডা মালগাড়ী চালু রাখিলে কলিকাতায় মৎস্যের আমদানী বৃদ্ধি হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

দীর্ঘকাল পর বাঙ্গলা সরকার মৎস্য বিভাগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সংবাদপত্রে মৎস্য বিভাগের যে সমস্ত কর্ম্মকাহিনী প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় মৎস্য উৎপাদনের দিকেই উক্ত বিভাগের যাবতীয় শক্তি নিয়োগ করা হইয়াছে। মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা আমরাও সমর্থন করি। কিন্তু এদেশে উৎপাদন অপেক্ষা উৎপাদন কেন্দ্র হইতে মৎস্য চলাচলের ব্যবস্থা উন্নত করা আমরা মুখ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান হইতে কলিকাতায় মৎস্য আমদানীর পরিমাণ কিরূপে বৃদ্ধি করা যায়, তৎসম্পর্কে সরকারী মৎস্য বিভাগের বিশেষ অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। জেলে সম্প্রদায়, মৎস্য ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণ সকলেই ইহাতে উপকৃত হইবে।

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ ৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বেলেঘাটা, মাণিকতলা (কলিঃ), সৈয়দপুর (রংপুর), জলপাইগুড়ী, কাটিহার ও হবিগঞ্জ।

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাসহ যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

Tele : PURSE-CAL.
ফোন—বি, বি, ৬৭৭৯ .

বি, সেনগুপ্ত,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ৪৭১৯ সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৪ বৎসরের জনসেবা ; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস : পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ভবানীপুর (কলিঃ), শ্যামবাজার (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বাঢ়, লক্ষ্ণৌ, টি' নগর (মাদ্রাজ), পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, তেজপুর, মালদহ, রাজসাহী, ঝাড়গ্রাম, রাচি।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।
ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ঃ জি সি পাল, বি-এল

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আয়ুষ্কাল ষাট বৎসর পূর্ণ হইল। এই শুভ হীরক-জয়ন্তী উপলক্ষে গত ২৮শে ডিসেম্বর শুক্রবার ভারতের সর্ব্বত্র জনসভা ও উৎসবানুষ্ঠান পালিত হইয়াছে।

ষাট বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৫ সালে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল তাহা এখন এক বিশাল ও শক্তিশালী মহীরূহে পরিণত হইযাছে। সেদিনের দ্বিধাজড়িত অস্পষ্ট অধিকারের কথা বিচিত্র ক্রমবিকাশের দীর্ঘ পথ বাহিয়া আজ নির্ভীক ও কুণ্ঠাহীন দাবী আদায়ের মৃত্যুপণ সংগ্রামে পর্য্যবসিত। অতীতের সেই স্বপ্ন আজ প্রত্যক্ষ বাস্তব। চল্লিশ কোটি নরনারীর দুর্জ্জয় সঙ্কল্পে মূর্ত্ত হইয়া আছে কংগ্রেসের ষাট বৎসরের ইতিহাসেরই বহু দুঃখ-কষ্ট-পীড়নলব্ধ অক্ষয় শক্তির সঞ্চিত সম্পদ। কংগ্রেস কোনও বিশেষ মতবাদ প্রচারের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নহে—দেশের স্বাধীনতা-কামী সকল মতের ও সকল পথের খাঁটি যোদ্ধারা আসিয়া একে একে কংগ্রেসের পতাকাতলে সংযুক্ত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন। কংগ্রেসের এই প্রচণ্ড শক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষার দিন বেশী দূরে নহে। তাই আজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাপক গণসংগ্রামের উদ্যোগ-আয়োজনের পর্ব্বে কংগ্রেসের হীরক-জয়ন্তী উৎসব দিবসে ভারতের কোটি কোটি নরনারী পুরাতন সঙ্কল্প আবার নূতন করিয়া পাঠ করিয়াছে, তাহাতে দেহে ও মনে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষার তড়িৎ-শক্তি আরও বেশী করিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে।

* * *

সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জি এম সৈয়দ মুসলিম লীগের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করিয়া লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও লীগ কর্ম্ম-পরিষদের সদস্য পদে ইস্তফা দিয়াছেন। সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন নির্ব্বাচনে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড তাঁহাকে প্রার্থী দাঁড় করাইয়া যে মনোনয়ন প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে মিঃ সৈয়দ সংবাদপত্র মারফৎ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে আমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত তাহাই সত্যে পরিণত হইল। দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের উন্নতির পরিবর্ত্তে মুসলমান নবাব, জমিদার ও বৃটিশ আমলাতন্ত্রের স্নেহাস্পদ ধনিকদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়া যে মুসলিম লীগের রাজনীতি পরিচালিত হইতেছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা বুঝিয়া উঠিতে আমরা অনেক দেরী করিয়া ফেলিয়াছি। মুসলমান নবাব ও নবাব-নন্দনদের পদতলে আমাদের পিষ্ট করার জন্যই যেন কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন হিন্দুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহাতে আরও বেশী অকল্যাণ হইবে।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতি কোন বিরোধী দলের লোকের মন্তব্য নহে। দীর্ঘকাল লীগের সহিত সক্রিয় সংস্রব ছিল এমন এক বিশিষ্ট মুসলিম নেতারই ঐ খেদোক্তি। ইহার পরে আমাদের আর মন্তব্য করার প্রয়োজন আছে কি?

* * *

'ডেলি হেরাল্ড' পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, জাভায় অবস্থিত বৃটিশ প্যারাসুটধারী সৈন্যদল 'অবস্থান ধর্ম্মঘট' করিয়াছে। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষাবলম্বন করিয়া ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাহারা নারাজ হইয়াছে। ধর্ম্মঘটের ইহাই নাকি আসল কারণ।

ইহার পরেও কি বৃটেনের তথাকথিত শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অন্যায় হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন হইবেন না? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইন্দোনেশিয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের নির্লজ্জ চক্রান্তে কেবল ভারতবর্ষই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে নাই, বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও চাঞ্চল্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সমগ্র কলঙ্কময় পরিস্থিতির মধ্যে ইহাকে শুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

* * *

আমেরিকার কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'ডেলি ওয়ার্কার'-এ চীন-ব্রহ্ম-ভারত রণাঙ্গন হইতে সদ্য প্রত্যাগত জনৈক মার্কিন সৈনিক লিখিয়াছেন, "ভারতের জনগণের দুর্দ্দশা অবর্ণনীয়। স্বচক্ষে না দেখিলে কেহই বিশ্বাস করিবে না যে, দুনিয়ার কোনও স্থানের অবস্থা এত খারাপ হইতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে যে এরূপ অবস্থা থাকিতে পারে তাহা চিন্তারও অতীত। আসামের সর্ব্বত্র এবং বোম্বাই ও কলিকাতায় আমি দারিদ্র্যের চরম রূপ দেখিয়াছি। সেখানে অন্নাভাবে মানুষকে আমি মৃত ও অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের আধিব্যাধিতে শীর্ণ ও জীবন্মৃত দেখিয়া আসিয়াছি।"

পৌণে দুই শত বৎসরের বৃটিশ শাসনের কল্যাণে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে উক্ত মার্কিন সৈনিক তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে যে এক ফোঁটাও অতিরঞ্জন নাই

ইতর প্রাণিগণও পরস্পর সহযোগিতা ক'রে থাকে; কিন্তু তবুও মানুষ প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কারণ তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে। **"সিটিজেন্স অব্ ইণ্ডিয়া"**র সাহায্যে ভবিষ্যতের সংস্থান ক'রে আপনার দূরদৃষ্টির পরিচয় দিন।

চেয়ারম্যান—
রায় বাহাদুর রামেশ্বর নাথানী (দুধেওয়ালা)
জেনারেল ম্যানেজার:—
মিঃ পি এস, নারায়ণ
মিঃ বি, বি, মজুমদার, বি, এ; এল, এল, বি—ম্যানেজার
মিঃ এইচ চক্রবর্ত্তী, বি, এল—সেক্রেটারী

সিটিজেন্স অব্ ইণ্ডিয়া
মিউচুয়াল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
কলিকাতা
P.B.

ন্যাশন্যাল এক্স্প্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ
টেলিফোন বি, বি, ৬২৯৭
৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বি. এন্. চ্যাটার্জ্জী এম-এ, এফ. আর. জি. এস (লণ্ডন), এফ. আর এস. এ (লণ্ডন), ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

তাহা ৪০ কোটি ভারতবাসী একবাক্যে স্বীকার করিবে।

* * *

ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিসে এতাবৎ বিভিন্ন জেলা হইতে যে সমস্ত সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলার কংগ্রেসের প্রাথমিক সভ্যদের সংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষেরও অধিক হইবে বলিয়া মনে হয়। দেশের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ ও কংগ্রেসের অপরিসীম প্রভাবের কথা মনে রাখিলে উপরোক্ত সভ্যসংখ্যায় বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

* * *

কলিকাতার রাজনৈতিক মহলে জোর গুজব এই যে, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কলিকাতায় আগামী ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে মহাত্মা গান্ধীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবেন। তৎপর মহাত্মাজীর সহিত বাঙ্গলার লাট মিঃ কেসীরও আর একবার সাক্ষাৎকারের কথা শুনা যাইতেছে। এই সঙ্গে আরও প্রকাশ যে, পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদলের সহিত কলিকাতায় জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষভাগে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায়। ইতিমধ্যে গত ২২শে ডিসেম্বর আর একবার যে গান্ধী-কেসী আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহা আপনারা অবগত আছেন।

* * *

ভারতীয় সামরিক আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যে গত ২৪শে ডিসেম্বর এক অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে। এই বিধানবলে দণ্ড অনুমোদনকারী নরহত্যা ও রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর কোন সামরিক আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত ন্যূনতম শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ হ্রাস করা হইবে। এই প্রসঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ মামলায় এডভোকেট জেনারেলের মন্তব্য বিচার করিলে গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহাদের ভুল বুঝিয়াছেন তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। দিল্লীর মামলায় শেষ পর্য্যন্ত সরকার পক্ষও স্বীকার না করিয়া পারেন নাই, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা স্বদেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের সেই বাংলা প্রবাদের কথাই মনে পড়ে: সেই তো মন খসালি, তবে কেন লোক হাসালি।

* * *

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সাপ্রু কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। যে সব মূল সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া এই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট রচিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, মিঃ এম আর জয়াকর, স্যার গোপালস্বামী আয়াঙ্গার ও স্যার জগদীশ প্রসাদ কর্ত্তৃক রচিত চার শতাধিক (পরিশিষ্ট সহ) পৃষ্ঠার ঐ দীর্ঘ রিপোর্টে সমগ্র ভারত লইয়া এক অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাই ঘোষিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে: "পাকিস্থানের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন সমাধান হইবে না, বরং নূতনতর সমস্যারই উদ্ভব হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সৌকর্য্যের দিক হইতে ভারত বিভাগের দাবী এক অন্যায় উপদ্রব ব্যতীত আর কিছু নহে। .....পৃথক নির্ব্বাচন ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে অভিশাপস্বরূপ। ইহার উচ্ছেদ না ঘটা পর্য্যন্ত স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রচেষ্টা স্বপ্ন হইয়াই থাকিবে।"

* * *

সাপ্রু কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে, সম্রাটের প্রতিনিধির দপ্তর তুলিয়া দিতে হইবে এবং বর্ত্তমানে তিনি যে সার্ব্বভৌম অধিকার পাইতেছেন তাহা প্রস্তাবিত ভারতীয় ইউনিয়নের হাতে দিতে হইবে। অখণ্ড ভারতীয় ইউনিয়ন কোনও অংশকে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দিবে না। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ব্যবস্থা করিয়া ক্রীপস প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্য বা প্রদেশ-বিশেষের ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল সাপ্রু রিপোর্ট তাহাতে ঘোর আপত্তি জানাইয়াছে। শাসনতন্ত্রে এমন ব্যবস্থা রাখা হইবে যাহাতে মাঝে মাঝে দেশীয় রাজ্যগুলি ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণকে তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষ মনোনীত করিবেন না—তাঁহারা হইবেন গণতান্ত্রিক পন্থায় জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি। ভারতীয় ইউনিয়নের উপর কোন বিদেশী শক্তির প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে না। এই ইউনিয়নের সর্ব্বাধিনায়ককে তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীর উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। সাপ্রু কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন, ভারতের ইউনিয়ন পরিষদে বৃটিশ ভারতের মুসলমানেরা হিন্দুদের (তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ব্যতীত) সমান প্রতিনিধিত্ব পাইবে। এই সম-প্রতিনিধিত্ব এই সর্ত্তে দেওয়া হইবে যে, দেশের সর্ব্বত্র নির্ব্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠানে আসন রিজার্ভ রাখিয়া যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। মুসলমানেরা যদি এই সর্ত্তে রাজী না হয় এবং স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের জিদ করিতে থাকে, তাহা হইলে এই প্রস্তাব কেবল প্রত্যাহার করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া চলিবে না—সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সংশোধন দাবী করার স্বাধীনতাও হিন্দুদিগকে দিতে হইবে। কমিটি ভারতীয় বাহিনী প্রতিষ্ঠা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যথোপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের কথা ইত্যাদি বহু বিষয়ের সুপারিশ করিয়াছেন। আমরা এখানে সংবাদপত্রে সাপ্রু রিপোর্টের যে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহারই চুম্বক মাত্র তুলিয়া দিলাম।

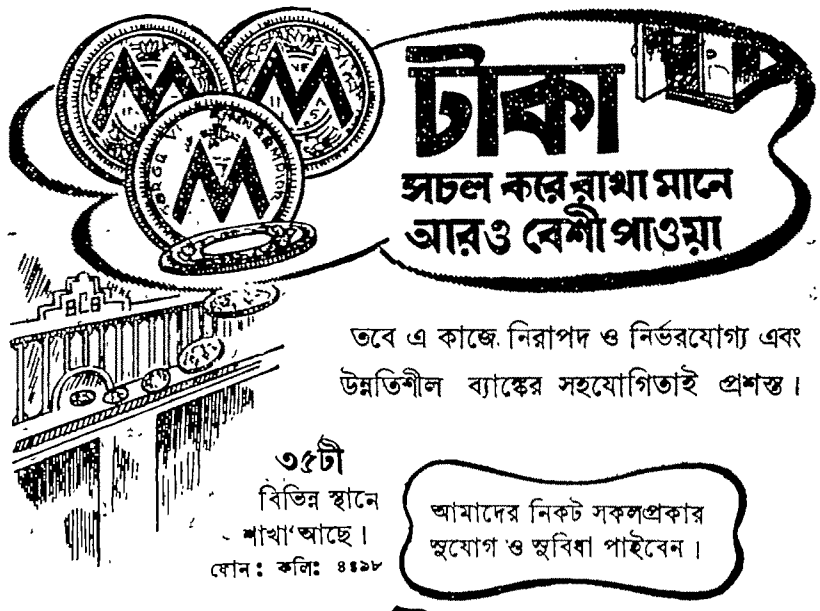

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

পোষ্ট বক্স ২৪০৩: হেড অফিস ১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা টেলিগ্রাম: [illegible]

B64UPG.

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস:—কুমিল্লা।

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১৮,৩০,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড	৩,০০,০০০৲

শাখাসমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী:—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

খেয়ালীর খাতা

কলিকাতায় শীত পড়িয়াছে এবং একটু বেশী করিয়াই পড়িয়াছে। আবহাওয়া পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, কোল্ড ওয়েভ—ঠাণ্ডার জোয়ার আসিয়াছে। তাপ ৪৭ ডিগ্রীর নীচে নামিয়া গিয়াছে। গত দশ বছরে নাকি ইহাই শীতের রেকর্ড। ইহার আগে মাত্র এক বছর কলিকাতায় তাপ ৪৬ ডিগ্রী নামিয়াছিল ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিজ্ঞানের দরকার নাই, সজ্ঞানেই বুঝিতেছি শীতটা এবার একটু জোর ধরিয়াছে। কলিকাতায় শীত সাধারণতঃ মৃদু। একটা সুতীর পাঞ্জাবীর উপর একখানা দোলাই জড়াইয়াই ডিসেম্বর ও জানুয়ারী পার করিয়া দেওয়া যায়। যে-সকল বাঙ্গালী সাহেবেরা মোটা পশমী সুটের উপর ওভারকোট, মাথায় ফেল্টের টুপী ও গলায় মাফলার মণ্ডিত হইয়া "হোম ওয়েদারের" স্বাদ পাইতে চাহেন, কলিকাতা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই নৈরাশ্যজনক। গরম জামা কাপড়ের ভাঁজ একবার খুলিতে খুলিতেই আবার ওয়ারড্রোবে তুলিবার সময় আসিয়া পড়ে। এবার যুদ্ধ নাই, ব্ল্যাক আউট নাই, কয়েক বছর বাদে ভাইসরয়স্ কাপের জন্য বড়লাট আবার কলিকাতায় আসিয়াছেন। ডিনার, লাঞ্চ ও ককটেল পার্টি বিগত কয় বছরের তুলনায় এবার অনেক বাড়িয়াছে। কাজেই সারা বছর ধরিয়া যে-সকল হাই সোসাইটি ভারতীয়েরা ড্রেস্‌সুট ঝাড়িয়া-পুছিয়া রাখিয়াছেন, যে-সকল বাঙ্গালী 'মেম্‌সাবে'রা গভর্ণেস্ রাখিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় ভুল ইংরেজী দ্রুত বলিতে রপ্ত করিয়াছেন এবারের এই কড়া শীতটা তাঁহাদের উপকারে আসিবে। ভগবান লোকটার আর যাহাই হউক, রসবোধ আছে!

* * *

আমরা, অর্থাৎ বাংলা পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহাদের জনসাধারণ বলে, ডিনার জ্যাকেটের ধার ধারি না, ড্যান্স বা গার্ডেন পার্টির অতিথি নহি, সাউথ ক্লাবে টেনীস বা টার্ফ ক্লাবে রেসের আস্বাদন হইতেও বঞ্চিত। শীত আমাদের কাছে enjoyment-এর কারণ নয়, endurance-এর পরীক্ষা। সকালে আমাদের বাড়ীর মেয়েদের গরম জলে বিগত রাত্রের প্রসাধন প্রলেপ—গালের পাউডার, রুজ ও ক্রীম ঘষিয়া তোলাটাই প্রথম কাজ নয়, কলতলায় কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে বাসন মাজাটা প্রথম পর্ব্ব। আমাদের থলিয়া হাতে বাজারে যাইতে হইবে। সেখানে এক আনায় শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কুমড়ার ফালি, আট আনায় ফুল কপির বাচ্চা এবং বারো আনায় এক পো পটল কিনিবার দুঃসাধ্য সাধনের ব্যর্থ কসরৎ করিয়া অবশেষে নটেশাক লইয়া ঘরে ফিরিতে হইবে। ইতিমধ্যে বেঙ্গল টাইমের ঘোড়ায় চাপিয়া ঘড়ির কাঁটা নটার কোঠায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। অথঃ কোন মতে স্নান সমাপন, দুই গ্রাস মুখে দেওয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে ট্রাম বা বাসের পশ্চাদ্ধাবন, উঠিতে যাইয়া ছাতার খোঁচায় জামা, জুতার মর্দ্দনে চরণ এবং কনুইর গুঁতায় পাঁজরা বিক্ষত-করিয়া আপিসে আগমন। সন্ধ্যায় ক্লান্তদেহ, ভগ্ন-উৎসাহ এবং বিগত-তেজে গৃহে প্রত্যাগমন, আহার ও নিদ্রা। ইহার মধ্যে অবশ্য খুকীটার হরলিকস, ছেলেটার স্কুলের বই, স্ত্রীর গরম জামা এবং আরও দশ, পাঁচটা দুর্ভাবনা আছে। শীত আমাদের জন্যও কিছু আনে বটে, সেটা প্রমোদ নয়,—প্রমাদ!

* * *

গত সপ্তাহে যাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন অথচ চৌরঙ্গী টেরেসে অনুষ্ঠিত শ্রীঅনাগরিক গোবিন্দের চিত্র প্রদর্শনীটি দেখেন নাই, তাঁহারা একটি ভালো জিনিষ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। প্রদর্শনীটিতে চিত্রসংখ্যা বেশী ছিল না, কিন্তু যাহা ছিল তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন ছিল। অনাগরিক গোবিন্দ নামটা সংস্কৃত, কিন্তু নামের অধিকারী ভারতীয় নহে,—ইটালীয়ান। তবে বিগত ১৭ বছর ধরিয়া ভদ্রলোক ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের কাছাকাছি রহিয়াছেন। যৌবনের গোড়াতেই তিনি ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম-মতের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং বুদ্ধের জন্মস্থান ভারতবর্ষ দেখিবার জন্য ব্যগ্র হন। স্বদেশ ছাড়িয়া তিনি প্রথমে আসেন আফ্রিকায়। তাহার পর ভারতবর্ষ। অন্যান্য যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব প্রখর—যেমন তিব্বত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশেও তিনি দীর্ঘকাল কাটাইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে এই সব কয়টি দেশের প্রাকৃতিক প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। অনাগরিক গোবিন্দ শান্তিনিকেতনে কিছুকাল অধ্যাপনার কাজ করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর একজন গভীর অনুরাগী, গৈরিক ধুতি পরেন, এবং পরিষ্কার নিভুল ইংরেজী বলেন। তাঁহার ছবি আঁকিবার পদ্ধতিটিও অভিনব। তুলি বা চক্ দিয়া তিনি ছবি আঁকেন না। হাতের আঙ্গুলের ডগায় রং লইয়া প্যাষ্টেলের উপর মাখাইতে

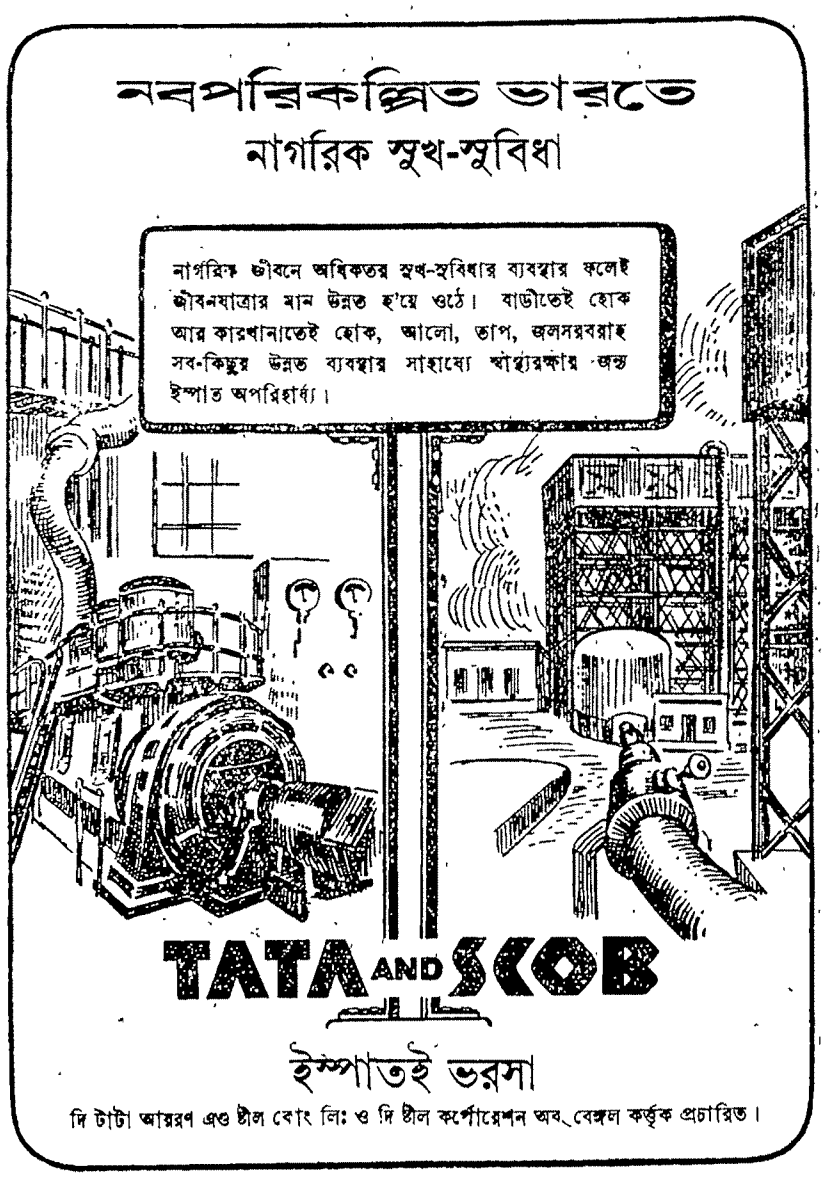

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

থাকেন এবং উহাই ধীরে ধীরে বিষয়বস্তুকে ফুটাইয়া তোলে। অন্য আর কোন চিত্র-শিল্পী এই ভাবে ছবি আঁকেন বলিয়া শুনি নাই। তাঁহার ছবিগুলির মধ্যে একটা জিনিষ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার যোগ্য। অধিকাংশ চিত্রই ল্যাণ্ডস্কেপ। পার্ব্বত্য অঞ্চলের ছবি। গাছপালা, তৃণগুল্মের সজীবতা তাঁহার ছবির মধ্যে বিস্ময়কর বাস্তবতার চিহ্ন বহন করে। দার্জ্জিলিঙের নিকটস্থ ঘুমের বৌদ্ধ মন্দির, সিংহলের প্যাগোডা এবং ভূমধ্যসাগর তীরবর্ত্তী গুহার ছবিগুলি অনাগরিক গোবিন্দকে যে-কোন শিল্পী গোষ্ঠীতে প্রথম শ্রেণীর মর্য্যাদা দান করিবে।

* * *

সম্প্রতি যাদবপুরে গ্লাস ও সিরামিক ইনষ্টিট্যুটের ভিত্তি স্থাপন উৎসব হইয়া গেল। স্যার আর্দ্দেশীর দালাল—কেন্দ্রীয় সরকারের প্ল্যানিং ও ডিভলাপ-মেণ্ট মেম্বার—ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষত্ব ছিল অল ইণ্ডিয়া রেডিও কর্ত্তৃক বক্তৃতা ও ঘটনার চলতি বিবরণ—ইংরেজীতে যাহাকে বলে রাণিং কমেণ্টারী—বেতারে রীলে করা। বেতার কর্ত্তৃপক্ষের এই উদ্যমটি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু ব্যবস্থার দিক দিয়া তাঁহারা অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিতেন। যে-কোন ব্যক্তির কণ্ঠই মাইক্রোফোনের উপযোগী নয়, অনেকেই মাইকের সামনে কী ভাবে পড়িতে হয়, তাহাও জানেন না। এই তথ্যটি মনে রাখিলে রেডিও কর্ত্তৃপক্ষ স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের সুদীর্ঘ বক্তৃতাটি বেতারে রীলে করিয়া শ্রোতাদের বিরক্তি জন্মাইতেন না। স্যার আর্দ্দেশীরের পঠনভঙ্গীটি ভালো। কিন্তু তাঁহার অভিভাষণটিও আগের ভাগে রেকর্ড করিয়া, তাহার মধ্যে কমেণ্টারী বসাইয়া রীলে করিলে শ্রোতাদের নিকট উহা অনেক বেশী উপভোগ্য হইত। ভবিষ্যতে এই ধরণের অনুষ্ঠানে রেডিও কর্ত্তৃপক্ষ এই পদ্ধতিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের সুনাম বাড়িবে এবং বেতার গ্রাহকেরা খুশী হইবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

* * *

গত দুই-তিন বছর ধরিয়া অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের মতো অষুধের অভাবও আমরা ভোগ করিতেছি। অনেক ভালো অষুধ একেবারেই পাওয়া যায় না। তাহাদের কথা থাকুক। যে-গুলি পাওয়া যায় সে-গুলিও এমনই দুর্ম্মূল্য যে, দাম শুনিয়াই অনেক রোগীর হার্টফেল্ করিবার কথা। ড্রাগস্ কণ্ট্রোল অর্ডারের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অনেক অষুধের দাম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। যদিও বহুক্ষেত্রেই কণ্ট্রোলের দামে অষুধ পাওয়া যায় নাই, তবুও যা হোক, একটা নিশানা ছিল। কিছুদিন হইল, বাজারে অনেক বিলাতী অষুধ আমদানী হইয়াছে। সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় অনেক পেটেণ্ট মেডিসিন এখন সরকারী কণ্ট্রোল দামের চাইতেও সস্তায় পাওয়া যায়। হরলিক্স, নেসলস্ প্রভৃতি শিশুর খাদ্যও এখন আগের মতো দুর্ঘট বা মহার্ঘ নহে। কিন্তু চিকিৎসার একটা দিক এখনও এমন ব্যয়বহুল যে, সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের তাহা আয়ত্তের বাহিরে। X'Rayর কথা বলিতেছি। ইদানীং আপনাদের কি কাহারও X'Ray করাইবার দরকার হইয়াছে? না হইয়া থাকিলে বাঁচিয়া গিয়াছেন। একখানা প্লেট তোলাইবার দক্ষিণা বত্রিশ টাকা বাঙ্গলী রেডিওলজিষ্টের, সাহেব হইলে পঞ্চাশ। সাধারণ লোকের তো বুক দেখাইবার আগেই বুক ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দাখিল।

* * *

রেডিওলজিষ্টের দোষ নাই। সে-বেচারী হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া সরঞ্জামপত্র আনিয়াছেন। দিনে পনর, কুড়িটা X'Rayর রোগীও কম রেডিওলজিষ্টই পাইয়া থাকেন। রোগী পাইলেও ফটোর প্লেট নাই। আসল গলদ সেইখানে। X'Rayর প্লেট যে-সকল কোম্পানীর কাছ হইতে আনিতে হয়, রাতারাতি টাকা কামাইবার ফন্দি তাঁহারাও শিখিয়াছেন। প্লেট কিনিতে গেলে "মাল নাই" শুনিয়া ডাক্তারকে ফিরিয়া আসিতে হয়। কাজেই যে পথে ৮০ টাকা দরে চাউল ও ১৬ টাকা দরে কাপড় বেচা-কেনা হইয়াছে বা এখনও মাঝে মাঝে হইতেছে সেই পথেই প্লেট জোগাড় করিতে হয়। কিন্তু টাকাটা তো ডাক্তারের ট্যাক হইতে যায় না, শেষ পর্য্যন্ত রোগীর পকেটেই হাত পড়ে। সিনেমা কোম্পানী-গুলি যাহাতে কণ্ট্রোল দামে ফিল্ম পায় গবর্ণমেণ্ট সে-দিকে নজর দিয়াছিলেন, সাধারণ ফটো-গ্রাফারেরাও কম-বেশী কিছু কিছু সরঞ্জামপত্র পাইতেছেন। ডাক্তারেরা X'Ray তুলিবার জন্য যাহাতে ন্যায্যমূল্যে যথেষ্ট ফিল্ম ও প্লেট পাইতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট সে-জন্য কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কি? ম্যালেরিয়ায় কুইনাইন জোগাইবার প্রয়োজনের মতো, অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য X' Ray করানোও এখন দরকার। ভারতবর্ষে মেডিক্যাল কাউন্সিল এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিলে দরিদ্র রোগীদের অনেক উপকার হয়।

* * *

গভর্ণমেণ্ট বলিবেন, অনেক অসুবিধা আছে। অসুবিধা আমদানীর। প্রথমতঃ জাহাজে যায়গা নাই। কিন্তু ঠোঁট রাঙ্গাইবার লিপষ্টীক এবং নখ রঙ্গাইবার নেলপলিশ আমদানী করিয়া বাজার ছাইয়া ফেলিবার যদি অসুবিধা না থাকে, তবে মানুষের প্রাণ বাঁচাইবার উপকরণের বেলায়ই বা জাহাজে যায়গার অভাব এই রব ওঠে কেন? দ্বিতীয়তঃ বিদেশে যথেষ্ট পরিমাণে ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম পাওয়া যাইতেছে না। তাহা বুঝিলাম, কিন্তু স্বদেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় নাই কেন কিম্বা এখনও হইতেছে না কেন? গবর্ণমেণ্ট অর্থসাহায্য, যন্ত্রপাতি এবং বিশেষজ্ঞ আনাইয়া এদেশেই তো ঐসব জিনিষ তৈরীর করিবার আয়োজন করিতে পারেন। আমাদের শিল্পপতিরাও এবিষয়ে একেবারেই উদাসীন। ফটোগ্রাফির সরঞ্জামপত্রের চাহিদা তো ক্রমশঃই বাড়িবে। শুধু সৌখীন ফটো তুলিবার কাজে নয়, সিনেমা, চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈয়ার প্রভৃতি বহু ব্যাপারে আজকাল ফটোগ্রাফির ব্যবহার। এদেশে ফিল্ম, প্লেট প্রভৃতি তৈয়ার করিলে তাহা বেচিবার বাজার খুঁজিতে হইবে না। সবাই মোটর কার-খানা, ভেজিটেবল ঘি বা কাপড়ের কলের পশ্চাতে না ছুটিয়া এসকল শিল্পের দিকে নজর দিলে দেশেরও কল্যাণ নিজেদেরও লাভ।

—খেয়ালী

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার
হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা
ফোন সাউথ—২০০
কলিকাতা প্রধান শাখা—পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩
অন্যান্য শাখা অফিস
কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)
বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।
বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা।
যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।
শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।
সেক্রেটারী— মিঃ টি মজুমদার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে গুহ

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

সামরিক অধিকারমুক্ত কলিকাতার বেসামরিক সম্পত্তি—ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ডের এক সাম্প্রতিক প্রেস নোটে প্রকাশ যে, বিগত দ্বিতীয় মহাসমরের সময়ে সামরিক প্রয়োজনে কলিকাতার যে সমস্ত বেসামরিক বসতবাড়ী ও জমি প্রভৃতি রিকুইজিশন করিয়া সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন সেগুলিকে ছাড়িয়া দিবার বিষয়টী তাঁহারা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যে কতকগুলি সম্পত্তি সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ছাড়িয়া দিয়াছেন। গত নবেম্বর মাসের শেষ অবধি মোট দেড়শতখানি বসতবাড়ী এবং একশত উনপঞ্চাশটী অপরাপর সম্পত্তি সামরিক অধিকার-মুক্ত হইয়াছে। অপর পক্ষে ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্দ্ধে মোট বাইশটী বসতবাড়ী এবং বাইশটী অপরাপর সম্পত্তি হইতেও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সরিয়া গিয়াছেন।

বৃটিশ ভারতে শিল্প-বিরোধ—নয়া দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ যে, ১৯৪৫ সালের প্রথম তিন মাসে ভারতবর্ষে মোট একশত সাতাত্তরটী শিল্প-ধর্ম্মঘট ঘটে। এই ধর্ম্মঘটগুলিতে মোট এক লক্ষ তেষট্টি হাজার একশত ছাব্বিশ জন শ্রমিক জড়িত ছিল এবং মোট পাঁচ লক্ষ সাতাশী হাজার তিন শত বত্রিশটী জনদিবস (man-day) নষ্ট হইয়াছে। ১৯৪৪ সালে ঐ সময়ে নষ্ট হইয়াছিল এগার লক্ষ আশী হাজার আট শত সাতাত্তরটী জন-দিবস। একটী মাত্র ধর্ম্মঘটেই দশ হাজারের বেশী শ্রমিক জড়াইয়া পড়ে। মোট ধর্ম্মঘটের শতকরা ছাব্বিশটী ঘটিয়াছে কাপড়ের কলে। তাহাতে নষ্ট হইয়াছে মোট নষ্ট জনদিবসের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। মোট ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের শতকরা সাইত্রিশ ভাগ জড়াইয়া পড়িয়াছিল কাপড়ের কলের ধর্ম্মঘটে। মজুরী বৃদ্ধি অথবা বোনাসের দাবীর জন্যই একশত নয়টী ধর্ম্মঘট হয়। মোট পঞ্চান্নটী ধর্ম্মঘটে শ্রমিকরা জয়ী হয়। অপর পক্ষে উনআশীটী ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দাবী গ্রাহ্য হয় নাই।

নাইট্রোজেন-শিল্প ও শস্য-উৎপাদন—সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক নীলরতন ধর ডি. এস. সি (লণ্ডন), ডি. এস. সি (প্যারিস) সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে তিনি ভারতবর্ষে নাইট্রোজেন শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণের একান্ত প্রয়োজনীয়তার বিষয়টী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন যে, শিল্পোন্নত সমস্ত সভ্য দেশেই কয়লা ও ইস্পাত শিল্পের ন্যায় এই শিল্পটীও এক প্রধান এবং অপরিহার্য্য স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বেও ব্যবহৃত সাবান এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ ছিল দেশবিশেষের সভ্যতার উন্নতি বা অবনতির মাপকাঠি। কিন্তু বর্ত্তমানে জাতিগুলির যোগ্যতার পরিমাপ করা হয় তাহার যোগে রূপান্তরিত নাইট্রোজেন উৎপাদনের ক্ষমতা দিয়া। ...উন্নত উপায়ে শস্য বৃদ্ধির জন্য ভারতবর্ষে যোগে রূপান্তরিত নাইট্রোজেনের ব্যাপক ব্যবহার করিতে হইবে। উত্তর ক্যারোলিনা কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে কয়েকটী আধুনিক পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ সার না দেওয়া জমির প্রতি একরে আঠার মণ, প্রতি একরে ষাট সের পরিমাণ যোগে রূপান্তরিত নাইট্রোজেনের প্রয়োগে বাড়িয়া একশত পাঁচ মণ হয়।.....এ দেশে নাইট্রোজেন শিল্প চালু করিতে সরকারের আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বেলজিয়ামকে ঋণদান—ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ যে, এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাঙ্কের মারফতে মোট দশ কোটী ডলারের দুইটী ঋণ বেলজিয়ামকে দেওয়া হইতেছে। প্রথম ঋণটীর পরিমাণ হইল সাড়ে পাঁচ কোটী ডলার ; ষাটটী ষাণ্মাসিক কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। বাকী সাড়ে চার কোটী ডলারের ঋণটী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে কৃষি এবং শিল্পজাত পণ্যাদি ক্রয় করিবার জন্য ব্যয়িত হইবে।

ম্যালেরিয়ার নূতন ঔষধ—সম্প্রতি মেলবোর্ণে এক আলোচনা প্রসঙ্গে ইম্পেরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ভি. জি. ডেভি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ম্যালেরিয়া জ্বরকে সম্পূর্ণরূপে

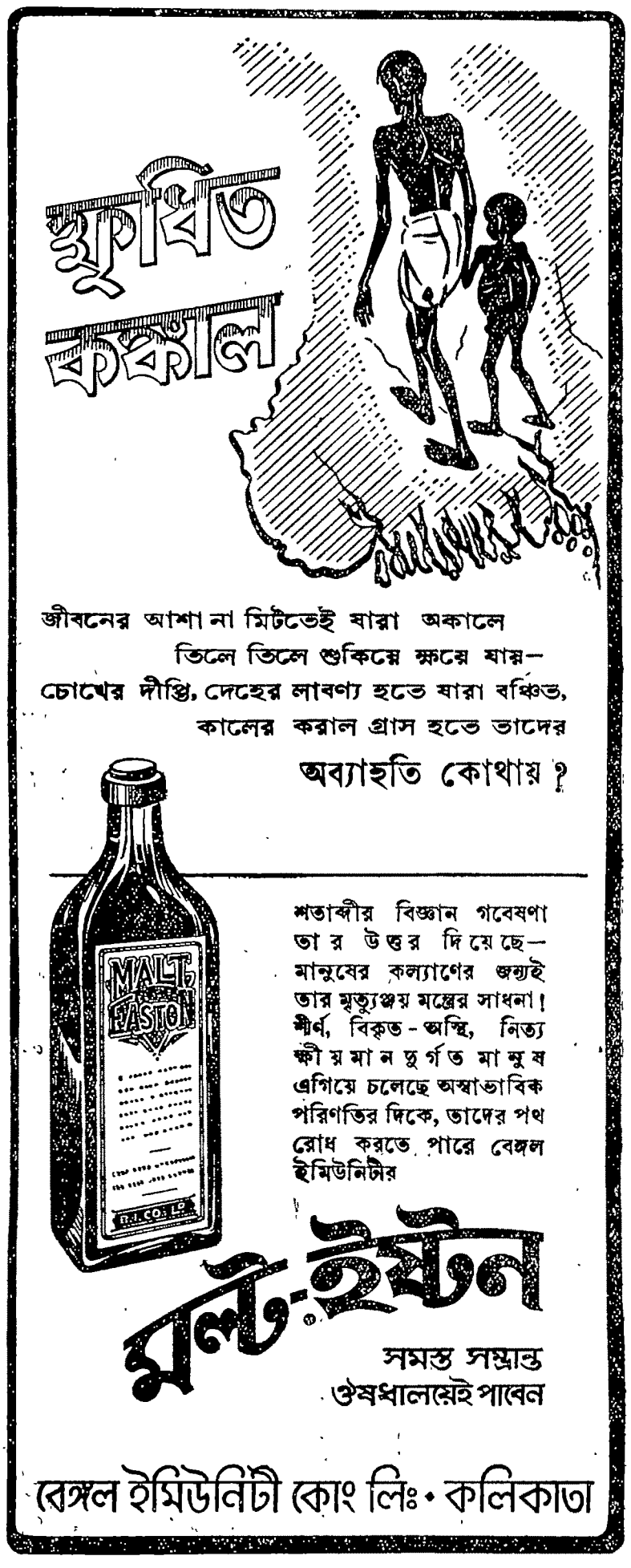

নিরাময় করিবার একটী ঔষধ বৃটেনে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঔষধটীর নাম 'পলুড্রিন' (Paludrine)। পলুড্রিন প্রয়োগ করিয়া ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরাময় এবং ম্যালেরিয়ার বীজাণুবাহককেও সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করা যায়। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে এই নূতন ঔষধটী জনসাধারণ পাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

ব্রহ্মের ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের রেঙ্গুণ যাত্রা—দ্বিতীয় মহাসমরের ফলে ভারতীয় তালিকাভুক্ত (সিডিউল্ড) ব্যাঙ্কসমূহকে তাহাদের ব্রহ্ম শাখাগুলির কাজকারবার গুটাইয়া ভারতে চলিয়া আসিতে হয়। যুদ্ধ মিটিবার পরে পুনরায় ব্রহ্মে শাখা খুলিবার জন্য ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ব্রহ্ম-শাখার কর্ম্মচারিগণ শীঘ্রই নাকি রেঙ্গুণ যাত্রা করিতেছেন। কোন্ তারিখে ব্রহ্মে ব্যাঙ্কগুলির কাজকারবার সুরু হইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা হয় নাই।

ভারতের লৌহ সম্পদ—'ম্যান্‌চেষ্টার গার্ডিয়েনে'র এক প্রবন্ধে প্রকাশ যে, ভারতের লৌহ খনিজ সম্পদ পৃথিবীর অপরাপর দেশের লৌহ সম্পদের তুলনায় অনেক বেশী। প্রকাশ, ভারতের ইস্পাত শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য ভারত সরকার বিরাট বিরাট পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। এই সব পরিকল্পনার ফলে নাকি ভারতের ইস্পাত উৎপাদনের বর্ত্তমান পরিমাণ বাৎসরিক পনরো লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া ত্রিশ লক্ষ টন হইবে।

ভারতীয় শিক্ষার্থিগণের জন্য সরকারী বৃত্তি—নয়াদিল্লীর এক সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ ১৯৪৬-৪৭ সালে বিদেশে শিক্ষালাভের নিমিত্ত ভারতীয় ছাত্রদিগের জন্য ৬ শত বৃত্তি মঞ্জুর করিবেন। উক্ত ৬ শত বৃত্তির মধ্যে ২ শত ৫৩টি ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ৩ শত ৪৭টি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সংবাদপত্রসমূহে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া শীঘ্রই এই সম্পর্কে আবেদনপত্র আহ্বান করা হইবে এবং কেন্দ্রীয় বৃত্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এক পুস্তিকা প্রকাশ করিবেন। উক্ত বৃত্তি প্রদান ব্যবস্থা শুধু শিল্প সংক্রান্ত বিষয়েই নিবদ্ধ থাকিবে না; যুদ্ধোত্তর উন্নতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা প্রভৃতি উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

'সাপ্লাই এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ' এবং 'সিভিল সাপ্লাই'—নয়াদিল্লী হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আগামী ৭ই জানুয়ারী (১৯৪৬) হইতে 'সাপ্লাই এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ' এবং 'সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট' এই দুইটি বিভাগ একটিমাত্র বিভাগে পরিণত হইবে। উক্ত বিভাগের নাম 'ইণ্ডাষ্ট্রীজ এণ্ড সাপ্লাইজ' হইবে বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আমেরিকায় ৬০ লক্ষ অপরাধী—প্রকাশ, আমেরিকার প্রত্যেকটি বড় সহরে রাহাজানি ও অন্যবিধ অপরাধ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেষ্টিগেশনের ডিরেক্টার এডগার হুভার বড় রকমের অপরাধের আধিক্য সম্পর্কে পুলিশ বিভাগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার দপ্তরে গৃহীত আঙ্গুলের ছাপ গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আমেরিকায় এখন ৬০ লক্ষ অপরাধী আছে; অর্থাৎ সেখানে প্রতি ২৩ জন লোকের মধ্যে একজনই অপরাধী।

কলিকাতায় প্রচুর আলুর আমদানী—সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা গবর্ণমেণ্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিগত কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতার বাজারগুলিতে প্রচুর আলু আমদানী হওয়ায় এবং পরবর্ত্তী চারি মাসে আরও আলু আমদানীর সম্ভাবনা থাকায় কলিকাতার বাজারসমূহে নির্ব্বাচিত ব্যবসায়ীদের মারফৎ বর্ত্তমানে খুচরা আলু বিক্রীর যে ব্যবস্থা আছে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট তাহা তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

দর্জ্জির মজুরী নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহৃত—গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, দর্জ্জির মজুরী সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট গত আগষ্ট মাসে যে নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। প্রকাশ, গরম কাপড়ের সরবরাহের উন্নতি হওয়াতেই উক্ত আদেশ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

দামোদর নদ বাঁধ পরিকল্পনা—দামোদর নদ বাঁধ পরিকল্পনা সম্পর্কিত ব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণ জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রম বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এইচ. সি. প্রায়র এবং যুগ্ম-সম্পাদক মিঃ ডি. এল. মজুমদার সম্প্রতি দামোদর নদের বাঁধ নির্ম্মাণ এলাকা পরিদর্শন করিয়াছেন। প্রকাশ, যদি

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ২১২৫,৬৪৮৩।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান

—শাখাসমূহ—

আলিপুর দুয়ার	দিনাজপুর	বাঁকুড়া	লালমণিরহাট
আসানসোল	ধুবরাজপুর	বালুরঘাট	শ্যামবাজার
আজমগড়	নিউ মার্কেট	বেনারস	সাউথ কলিকাতা
এলাহাবাদ	নীলফামারী	ভাটপাড়া	সাহাজাদপুর
কাঁচরাপাড়া	নৈহাটী	রায়বেরিলী	সিরাজগঞ্জ
কুচবিহার	পাটনা	রংপুর	সিউড়ী
জলপাইগুড়ি	পাবনা	লক্ষ্ণৌ	সৈয়দপুর
জৌনপুর	বর্দ্ধমান	লাহিড়ী মোহনপুর	হিলি

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

সেক্রেটারী—মিঃ সুধেন্দুকুমার নিয়োগী ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, রায়।

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৪

রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা

সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও মতিহারি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।

ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—

মিঃ অমিয় গুহ।

৭০ বৎসরাধিক কাল ব্যাপী অগণিত গৃহে ও পরিবারে "ওরিয়েণ্টাল" শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। একমাত্র ১৯৪৪ সালেই বীমাকারীর সংখ্যা ৮৭,৩৯৮ এবং মোট জীবনবীমার পরিমাণ প্রায়—

২২,০০,০০,০০০ টাকা

মূলধন ৩৬¾ কোটি টাকারও উপর

জীবনবীমা সংক্রান্ত যে-কোন প্রয়োজনে আপনি আমাদের নিকট আসিলে নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন।

ওরিয়েণ্টাল

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিমিটেড।

১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত।

হেড অফিস — বোম্বাই

— ব্রাঞ্চ অফিস —

— ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস —

২, ক্লাইভ রো :: কলিকাতা। ফোন — কলিঃ ৫০০

বর্ত্তমান পর্য্যবেক্ষণকার্য্য সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে বাঁধ নির্ম্মাণকার্য্যে অবিলম্বেই হাত দেওয়া হইবে।

ভারতীয় শিল্পপতি প্রতিনিধিদল—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট একদল ভারতীয় শিল্পপতি প্রতিনিধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ভারতের জন্য যুদ্ধ সম্পর্কিত উদ্বৃত্ত মার্কিন মালপত্র ক্রয় করা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের ওয়াশিংটনস্থ সরবরাহ মিশনকে উপদেশ দেওয়াই নাকি উক্ত ভারতীয় শিল্পপতি প্রতিনিধি-দলের প্রধান কর্ত্তব্য।

কেন্দ্রীয় পরিষদে রেলওয়ে বাজেট—আগামী ১৯৪৬ সালের ১৮ই এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদে রেলওয়ে বাজেট পেশ এবং উক্ত বাজেট সম্বন্ধে আলোচনার দিন বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। আবশ্যক হইলে নূতন বরাদ্দের জন্য ২২শে এবং ২৫শে হইতে ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হইবে। আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী ৫টার সময় সাধারণ বাজেট পেশ করা হইবে। ৪ঠা এবং ৫ই মার্চ্চ উক্ত বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। আবশ্যক হইলে নূতন বরাদ্দের জন্য ৮ই, ৯ই এবং ১১ই হইতে ১৩ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হইবে। সর্ব্বসমেত ২৯টি বৈঠক হইবে।

ট্রেজারী বিল—কলিকাতার ২৮শে ডিসেম্বরের এক খবরে প্রকাশ যে, আলোচ্য সপ্তাহেও ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডারের পরিমাণে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই এবং গড়পড়তা সুদের হারেও কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। গত ২৭শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু মোট ১ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শত-করা ৯৯৸৵৩ পাই দরের সমুদয় টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। মোট ১ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকার টেণ্ডারই সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারসমূহের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শত-করা ।৶০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ২রা জানুয়ারী বুধবার সকল কেন্দ্রে সকাল ১১টা পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৪ কোটী টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহা-দিগকে আগামী ৪ঠা জানুয়ারী শুক্রবারে টাকা জমা দিতে হইবে। অপরাপর সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ২১শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু ডিপার্টমেণ্টের অনুকূলে মোট ৭ কোটী ২৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৪ই ডিসেম্বরের সাপ্তাহিক হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৯৭ কোটী ৭ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৯০ কোটী ৪৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। গত ১৪ই ডিসেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮৫ কোটী ৬৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ও ২৭৫ কোটী ৪২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮৮ কোটী ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ও ২৭৫ কোটী ৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা।

সোনা ও রূপা—গত ২১শে ডিসেম্বর শুক্র-বার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ৮২॥৵০ আনা ও ৮৩৵০ আনা। অদ্য ২৮শে ডিসেম্বর শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৮১।০ আনা ও ৮১॥৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। গত ২১শে ডিসেম্বর শুক্রবার কলি-কাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩৪৲ টাকা ও ১৩৩।৵০ আনা। অদ্য ২৮শে ডিসেম্বর শুক্রবার তাহা যথা-ক্রমে ১৩৩॥৵০ আনা ও ১৩৩॥৶০ আনা দাঁড়াই-য়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি খণ্ড গিনি গত ২১শে ডিসেম্বর শুক্রবার যথাক্রমে ৫৭॥০ আনা ও ৫৯॥০ আনায় বিক্রয় হইয়াছিল। অদ্য ২৮শে ডিসেম্বর শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৫৭৲ টাকা এবং ৫৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

নূতন ধরণের রঞ্জন-রশ্মি—আমেরিকার ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রঞ্জন-রশ্মি বিশেষজ্ঞ জর্জ্জ ক্লার্ক সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, এক নূতন ধরণের রঞ্জন-রশ্মি নলের (এক্স-রে টিউব) আবিষ্কার করা হইয়াছে। উহা হইতে যে রশ্মি নির্গত হইবে উহার তীব্রতা পূর্ব্ববর্ত্তী রঞ্জন-রশ্মি অপেক্ষা শতগুণ বেশী হইবে। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, এই নূতন আবিষ্কারের সম্ভাবনা এত বেশী যে, উহা কল্পনাকেও হার মানাইয়া দেয়।'

বৃটেনের কৃত্রিম রেশম শিল্প—বিলাতের 'ফাইনান্সিয়াল টাইমস' পত্রিকার এক খবরে প্রকাশ, গত অক্টোবর মাসে বৃটেনে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম সূতা উৎপন্ন হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসের উৎপাদনের তুলনায় উহা ২৪ লক্ষ পাউণ্ড অথবা শতকরা ২০ ভাগেরও বেশী।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক উদ্বৃত্ত মার্কিন সম্পত্তি ও মাল ক্রয়—নয়াদিল্লীর এক খবরে প্রকাশ যে, ভারত সরকার এবং মার্কিন সরকারের মধ্যে সম্প্রতি একটি নূতন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। উক্ত চুক্তির ফলে ভারতস্থ উদ্বৃত্ত মার্কিণ সম্পত্তি ও মাল ভারত সরকার ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই যে সমস্ত মার্কিণ সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে, যে সমস্ত সম্পত্তি ও মালপত্রাদি বিভিন্ন ক্রেতার নিকট সম্প্রতি বিক্রীত হইতেছে এবং ১৯৪৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত যে সমস্ত

গ্রাম : মারকোব্যাঙ্ক ফোন : ক্যাল ৩৭৩৪

ইউনিয়ন মারকেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেঃ অঃ—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যাঃ ডিঃ
এম, কে, নন্দী

চেয়ারম্যান
মিঃ কে, ডি, বোস।

শুধু "জীবন" নয়

যে কোন প্রকার বীমা, যথা—
"লাইফ", "ফায়ার", "মেরিণ"
"এক্সিডেণ্ট", "মোটরগাড়ী"—
ইত্যাদি সর্বপ্রকার বীমার জন্য প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং, লিঃ

চেয়ারম্যান : কর্মবীর আলামোহন দাশ

৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ৭৫৭

মার্কিন সম্পত্তি সম্মিলিত জাতি সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতির (U. N. R. R. A.) জন্য প্রয়োজন হইবে সেইসব সম্পত্তি এই চুক্তির আওতায় পড়িবে না।

পাউণ্ড-ষ্টার্লিং-এর মূল্যহ্রাসের সম্ভাবনা নিউইয়র্কে জোর গুজব যে, বৃটেনের কতিপয় —অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ নাকি পাউণ্ড-ষ্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাসের জন্য প্রস্তাব করিতেছেন। ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তি অনুযায়ী 'উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা'র হিসাব মিটমাট করিবার পূর্ব্বেই এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই সব বিশেষজ্ঞরা নাকি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা ফলবতী হইলে বৃটেনের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হইবে। কিন্তু মার্কিন সরকারী মহলের মতে এইরূপ প্রচেষ্টা নাকি ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ-চুক্তির সর্ত্তবিরোধী।

নূতন কেন্দ্রীয় পরিষদে মুলতুবী প্রস্তাবের নোটীশ—বোম্বাইএর এক খবরে প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ মনু সুবেদার পরিষদের আগামী অধিবেশনে এক মুলতুবী প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছেন। ১৯৪৫ সালের ৪ঠা এপ্রিলে কেন্দ্রীয় পরিষদে বাণিজ্যিক রক্ষা কবচ সম্পর্কিত ভারত শাসন আইনের ১১১ হইতে ১২১ ধারাগুলি বাতিল করিয়া দিবার প্রস্তাবটী বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এই গৃহীত প্রস্তাবটীকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এখন অবধি ভারত সরকার নাকি কোন বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। এই জন্য মিঃ সুবেদার এই মুলতুবী প্রস্তাব আনিতেছেন। পরিষদে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় পরিষদের সম্মতি না লইয়া ভারত সরকার আন্তর্জ্জাতিক তহবিল ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক চুক্তিতে ভারতকে অংশীদার করায় আর একটী মুলতুবী প্রস্তাবের নোটীশও তিনি দিয়াছেন।

তার বিভাগের কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনাঃ—সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া টেলিগ্রাফ্ ইউনিয়ন কর্ত্তৃক আহূত তার বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের এক সভায় ধর্ম্মঘট করিবার এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, বেতন, পেন্‌সন, ভাতা প্রভৃতি বিষয়ে তার বিভাগীয় কর্ম্মীদের মৌলিক অভাব-অভিযোগগুলি পরিপূরণের সর্ব্ববিধ নিয়মানুগত (Constitutioal) উপায় ব্যর্থ হওয়াতেই বর্ত্তমানে কর্ম্মিগণের ধর্ম্মঘট করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। তার বিভাগীয় কর্ম্মীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একযোগে যথাসম্ভব শীঘ্র ধর্ম্মঘটের নির্দ্দেশ দিলে কর্ম্মিগণ সেই নির্দ্দেশ মানিয়া লইবে বলিয়া সভায় ঘোষণা করা হইয়াছে।

নূতন রাস্তা তৈয়ারীর জন্য জমি অধিকারঃ—নয়া দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের নূতন রাস্তা তৈয়ারীর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে জমি সংগ্রহ করিবার সমস্যা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য ভারত সরকারের সামরিক যানবাহন বিভাগ একটী কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। যুক্ত প্রদেশের বোর্ড অব রেভেন্যু-এর সদস্য মিঃ ডাব্লিউ, সি, ডিব্‌লু উক্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। সমস্যাগুলির সুমীমাংসার জন্য কমিটি বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করিবেন এবং বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত এতদ্‌সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

দিল্লী-কলিকাতা প্রাত্যহিক বিমান চলাচলঃ—প্রকাশ যে, 'প্রায়রিটি কন্ট্রোল ব্যবস্থা' শিথিল হওয়ার ফলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এয়ার ওয়েজ কোম্পানী দিল্লী ও করাচী, এবং দিল্লী ও কলিকাতা বিমানপথে দৈনিক বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। দিল্লী-পেশোয়ার বিমানপথেও সপ্তাহে তিন বার বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করা হইতেছে। দিল্লী হইতে কলিকাতার বিমান ভাড়া যাত্রী পিছু দেড়শত টাকা এবং দিল্লী হইতে করাচীর বিমান ভাড়াও যাত্রী পিছু দেড়শত টাকা স্থির হইয়াছে।

হংকং-সিঙ্গাপুর-রেঙ্গুন বিমানপথে সংযুক্তঃ—হংকং-এর খবরে প্রকাশ যে. বিমান পথে হংকং, সিঙ্গাপুর সায়গন, ব্যাঙ্কক ও রেঙ্গুনকে সংযুক্ত করা হইতেছে। হংকং হইতে প্রতিদিন দুইবার করিয়া রেঙ্গুনে বিমান যাতায়াত করিতেছে। হংকং-রেঙ্গুন বিমান পথটী সায়গন ও ব্যাঙ্কক হইয়া যাইবে।

চিনির বরাদ্দ বৃদ্ধির সম্ভাবনাঃ—নয়া দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ যে, চিনির উৎপাদন বেশী হইবে বলিয়া মনে হওয়ায় চিনির বরাদ্দ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। অনুমান করা হইতেছে, ১৯৪৫ সালে এগার লক্ষ চৌদ্দ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইবে। গত ১৯৪৪ সালে ভারতে উৎপাদিত চিনির পরিমাণের অপেক্ষা ১৯৪৫ সালে চিনির উৎপাদন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে, যুদ্ধ-পূর্ব্ব চাহিদার ভিত্তিতে চিনি দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; কোন কোন ক্ষেত্রে, প্রয়োজন বোধে, বিশেষ ব্যবস্থাও করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। উৎপাদন হ্রাস পাইবার জন্য গত বৎসর চিনির বরাদ্দ শতকরা দশ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করা হইয়াছে। অনুমান করা যাইতেছে যে, ১৯৪৫-৪৬ সালে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োজন হইবে প্রায় চল্লিশ হাজার টন চিনি। ১৯৪৪-৪৫ সালে তাঁহাদের দাবী পূরণের জন্য লাগিয়াছিল আশী হাজার টন। ১৯৪৫-৪৬ সালে রপ্তানীর জন্য আঠার হাজার টন এবং শিল্পপ্রয়োজন পূরণের জন্য বিশ হাজার টন চিনি পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে।

ব্রেটনউড্‌স্ মুদ্রাচুক্তি—লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, রাজকীয় সম্মতি লাভ করায় ব্রেটনউড্‌স্ মুদ্রাচুক্তি বিধি আইনে পরিণত হইয়াছে।

ভারতের জন্য কানাডার গমঃ—করাচীর খবরে প্রকাশ যে, গত অক্টোবর মাস হইতে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত মোট সাড়ে উনচল্লিশ হাজার টন গম কানাডা হইতে ভারতে আমদানী করা হইয়াছে। অপর এক কিস্তিতে চল্লিশ হাজার টন গম শীঘ্রই কানাডা হইতে আসিতেছে। উহার মধ্য হইতে দশ হাজার টনের বেশী গম সি[illegible] প্রদেশকে দেওয়া হইবে; এবং বাদ বাকী গম করাচীতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক মজুত ভাণ্ডার হিসাবে সংরক্ষিত হইবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের মনোনীত সদস্য বৃদ্ধি—১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচন বিধি সংশোধন করিয়া মনোনীত সরকারী সদস্য সংখ্যা কমাইয়া ২৬ জন হইতে ২০ জন করা হয়। ফলে মনোনীত বে-সরকারী সদস্য সংখ্যা বাড়িয়া ১৩ জন হইতে ১৯ জন হয়। সম্প্রতি গেজেট অব ইণ্ডিয়ার এক বিশেষ সংস্করণে

বাজারের সাথে যোগাযোগ বিভিন্ন ধরণের কাজ
১। স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
২। ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
৩। হুণ্ডী ও বিল ডিস-কাউণ্ট করা হয়।
আমাদের মধ্যস্থতায় বাজারের সংস্পর্শে আসুন
ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৮, লায়ন্স রেঞ্জ কলিকাতা

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
সর্ব্বপ্রকার বিক্রেতা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্ত প্রকার কাজের সুবিধা দেওয়া হয়।
স্থানীয় হেড অফিস :
কলিকাতা * বোম্বাই মাদ্রাজ
এতদ্ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ৪০০এর উপর শাখা ও সাব-অফিস রহিয়াছে।
লণ্ডন অফিস :
২৫, ওল্ড ব্রড ষ্ট্রীট।

প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উক্ত বিধি সংশোধন করিয়া মনোনীত সরকারী সদস্য সংখ্যা বাড়াইয়া ২০ জন হইতে ২৬ জন করা হইয়াছে। মোট মনোনীত সদস্য সংখ্যা বাড়াইয়া ৩৯ জন হইতে ৪০ জন করা হইয়াছে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ধর্ম্মঘট সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা—সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারত রক্ষা বিধান অনুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়া ১৪ দিন পূর্ব্বে নোটিশ না দিয়া ধর্ম্মঘট করা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

পেট্রোল রেশনিং উঠিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা—ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত পেট্রোল রেশনিং উঠিয়া যাইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, মোটর গাড়ীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলকব্জাসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণাদেশও ঐ সঙ্গে প্রত্যাহৃত হইবে।

ট্রামক্রয়ের মূল্য—কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর এজেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নিকট সম্প্রতি এক পত্রে লিখিয়াছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন যে মূল্যে (৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ২ শত টাকা) কলিকাতা ট্রামওয়ে ক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ট্রাম কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড তাহাকে উহাতে সম্মত না হইবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে কলিকাতা ট্রামওয়েজ চালাইবার জন্য এজেণ্ট নিয়োগার্থ কলিকাতা কর্পোরেশন যে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছেন তাহার উত্তরে ৪টি কোম্পানী টেণ্ডার দাখিল করিয়াছেন। কর্পোরেশনের পাবলিক ইউটিলিটিজ এবং মার্কেট ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি উক্ত টেণ্ডারসমূহ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়াও প্রকাশ।

সিন্ধুতে জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতির পরিমাণ—সম্প্রতি এক সরকারী বিবৃতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গত ২৮শে নবেম্বর ভূমিকম্পের ফলে যে জলোচ্ছ্বাস হয় তাহাতে ১৬৩ জন মারা গিয়াছে, প্রায় ৮ শত লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং ২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকার মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্পর্কে সংশোধিত নির্দ্দেশ—সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৪ সালের কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্পর্কে এক সংশোধিত নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে উক্ত আদেশ বলবৎ হইবে। উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার প্রকাশক, ছাপাখানা, পুস্তক প্রকাশক, হিসাব খাতা ও এক্সসারসাইজ বুক প্রস্তুতকারক যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং মণিহারী ও অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মাণে যে কাগজের প্রয়োজন হয় তাহার ব্যবহার পুরাতন আদেশের মত নূতন নির্দ্দেশবলেও নিয়ন্ত্রিত করা হইবে। একমাত্র পুস্তক প্রকাশক ছাড়া অন্যান্য প্রকারের কাগজ ব্যবহারকারীর কাগজের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পুস্তক প্রকাশকারী ১৯৩৯ সালে যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহার করিয়াছেন, নূতন আদেশ অনুযায়ী তাঁহারা উহা হইতে শতকরা ১০০ হইতে ১২০ ভাগ বেশী ব্যবহার করিতে পারিবেন।

ভারতের জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে ভোর্ কমিটি—ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত ভোর কমিটি (All India Health Survey and Development Committee) সম্প্রতি ভারতের জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্য এক ব্যাপক দশ-বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রস্তাব করিয়াছেন। পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রায় এক হাজার কোটি টাকা দরকার হইবে। কমিটির মতে পরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বৎসরে জনস্বাস্থ্যের জন্য মাথা পিছু বাৎসরিক ব্যয় হইবে ১৶১১ পাই এবং পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে মাথা পিছু বাৎসরিক ব্যয় হইবে ২।৶৬ পাই। বর্ত্তমানে জনস্বাস্থ্যের জন্য মাথা পিছু বাৎসরিক ব্যয় হয় মাত্র তিন আনা। কমিটির পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে আগামী ১৯৭১ সালের মধ্যেই ভারতবর্ষে এক লক্ষ পঁচাশী হাজার শিক্ষিত ডাক্তার পাওয়া যাইবে এবং প্রত্যেক দুই হাজার ভারতবাসীর চিকিৎসার জন্য এক জন করিয়া শিক্ষিত ডাক্তার মিলিবে। বর্ত্তমানে ভারতের ডাক্তারের মোট সংখ্যা হইল সাড়ে সাতচল্লিশ হাজার এবং প্রত্যেক ছয় হাজার আট শত নরনারীর চিকিৎসার জন্য রহিয়াছেন মাত্র একজন ডাক্তার। গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য সমিতি (Health Committee) গঠিত হইবে। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই এই পরিকল্পনা

AAA 462

১০০টা ইঁদুর বছরে ২৭ মণ শস্য খায়। কিন্তু ইঁদুরদের বংশ বৃদ্ধি হয় খুব তাড়াতাড়ি—একজোড়া ইঁদুর থেকে এক বছরে ৮০০ ইঁদুর জন্মাতে পারে। আমাদের মজুত শস্যের প্রধান শত্রু ইঁদুর, পোকা আর ভিজে-বাতাস।

কি দারুণ ক্ষুধা!

॥ ফি বছর এরা

আপনাদের ১০,০০,০০০ টন

শস্য খায় অথবা নষ্ট করে

ইঁদুর, পোকা আর ভিজে-বাতাসের জন্য যদি গুদামজাত শস্য নষ্ট না হ'ত, তা হ'লে তা' দিয়ে মাথা-পিছু রোজ এক পাউণ্ড হিসেবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের সারা বছরের খোরাক হ'ত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শস্য মজুত ক'রে এই ক্ষতি অনেকখানি নিবারণ করা যেতে পারে। ইঁদুর ও পোকা দূর করবার এবং ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ করবার সহজ নিয়মগুলি এখানে দেওয়া হল :—

কী কী করবেন

গুদামজাত করবার আগে সব শস্য পরিষ্কার করবেন ও শুকিয়ে নেবেন।

কেবলমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুদামে শস্য মজুত করবেন : মেঝে ও দেওয়াল ঘষে' সাফ করবেন, দেওয়ালে চুণকাম করবেন এবং গুদামঘর রূপে ব্যবহারের আগে তার দেওয়াল ও মেঝের সব গর্ত ও ভাঙা জায়গাগুলি মেরামত ক'রে নেবেন।

যে-গুদামে জল ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন।

যে-গুদামে ইঁদুর ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন : সিমেণ্ট এবং ভাঙা কাঁচের কুচি দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দেবেন : তারের জাল দিয়ে নর্দমার ছিদ্রগুলো ঢেকে দেবেন : দরজাগুলো আঁটসাট লাগে কি না দেখে নেবেন।

যেখানে সম্ভব, শস্য আলগাভাবে মজুত করবেন : যদি বস্তাবন্দী ক'রে মজুত করতেই হয় তবে লক্ষ্য রাখবেন বস্তাগুলো যেন পরিষ্কার থাকে, যেন মেঝের উপর ফেলে রাখা না হয় এবং দেওয়াল ঘেঁসে না থাকে।

শস্যগুলো নিয়মিত পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, এবং শীতকালে আলো বাতাসের জন্য সব ঘুলঘুলিগুলি খুলে' দেবেন।

কী কী করবেন না

নোংরা গুদামে, ময়লা বস্তায় কিংবা ইঁদুরে-খাওয়া, পোকা-ধরা শস্যের পাশে ভালো শস্য রাখবেন না।

ভিজে অবস্থায় শস্য গুদাম-ঘরে তুলবেন না।

গুদাম-ঘরের ভিতরে বা কাছে জল, জঞ্জাল, পুরানো বস্তা, নোংরা মাদুর পড়ে' থাকতে দেবেন না।

গুদাম-ঘরের পাশে শস্য পরিষ্কার করবেন না।

শীতের সময় চার মাসের বেশি, কিংবা বর্ষার সময় তিন মাসের বেশি, শস্য গুদাম-ঘরে বস্তাবন্দী রাখবেন না।

খোলা বেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে শস্য ফেলে রাখবেন না।

শস্য বাঁচানোই দেশের সেবা

নিউ দিল্লী থেকে, ফুড ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

কার্য্যকরী করিতে হইবে। প্রাথমিক কেন্দ্র, মাধ্যমিক কেন্দ্র ও জিলা কেন্দ্র গঠন করিতে হইবে। জিলা হাসপাতালের উন্নতি বিধান করিতে হইবে। জিলা হাসপাতালে দুই শত রোগীর উপযোগী আধুনিকতম উন্নত ধরণের চিকিৎসা বিধানের এবং অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা থাকিবে। মেয়ে ডাক্তার, নার্স এবং শিক্ষিতা ধাত্রীর সহায়তাও যাহাতে প্রত্যেক নরনারী পায় তাহারও ব্যবস্থা পরিকল্পনায় রহিয়াছে।

বস্তী উন্নয়ন আইন সম্পর্কে জনমত সংগ্রহের চেষ্টা—বাংলা সরকারের এক প্রেস নোটে ১৯৪৫ সালের বস্তী উন্নয়ন আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে তাঁহাদের মতামত ১৯৪৬ সালের ৩রা জানুয়ারীর মধ্যে বাংলা সরকারকে জানাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। গবর্ণর কর্ত্তৃক আনীত এই আইনটী প্রাদেশিক সরকারকে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে বস্তী উন্নয়ন সম্পর্কে আবশ্যকীয় ক্ষমতা দিবার অধিকার দিয়াছেন।

আন্তর্জ্জাতিক অর্থ তহবিলে ভারতের অর্থদান—ভারত সরকার কর্ত্তৃক ব্রেটন উডস্ চুক্তি মানিয়া লইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কেন্দ্রীয় সরকার আন্তর্জ্জাতিক অর্থ তহবিল ও ব্যাঙ্ক অর্ডিন্যান্স নামে একটী অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। ইহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে আন্তর্জ্জাতিক তহবিলে ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কে অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রেণী-সংগ্রাম সম্বন্ধে মহাত্মাজীর অভিমত—সম্প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ও শ্রমিক দল প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট অপরাপর প্রতিষ্ঠানের তিন শতাধিক সদস্য মহাত্মা গান্ধীর সহিত সোদপুর আশ্রমে দেখা করেন। দর্শনার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, নিজেকেও তিনি তাঁহাদের মত শ্রমিকই মনে করেন। তিনি আরও বলেন যে, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে কোন প্রকৃত বৈরীভাব আছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে শ্রমই হইল আসল পুঁজি। পুঁজিপতিদের সমুদয় স্বর্ণও তাঁহাদের জন্য এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে না। ফলপ্রসূ হইতে হইলে পুঁজিকে শ্রমের সহযোগিতা পাইতে হইবে। আবার পুঁজিপতিদের সোনা-রূপার বাজার সীমাবদ্ধ, কিন্তু শ্রমের বাজার বিশ্বব্যাপী। পুঁজিপতির সম্পদ লুণ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু শ্রমিকের সম্পদ অর্থাৎ তাহার কর্ম্মক্ষমতা (industry) কেহই কাড়িয়া লইতে পারে না। উপরন্তু পুঁজিপতিদের সংখ্যা অল্প; শ্রমিকের সংখ্যা অনেক। কিন্তু পুঁজিপতিরা হইল সুসংবদ্ধ এবং সুসংগঠিত। শ্রমিকরা যদি তাহাদের শক্তি ও সঙ্ঘবদ্ধতার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে তাহা হইলে পুঁজিপতিরা আর শ্রমিকদের উপর প্রাধান্য করিতে পারিবে না। পরন্তু তাহারাই পুঁজির উপর প্রভুত্ব করিবে।

তপশীলভুক্ত প্রার্থীদের সুযোগ—গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগ হইতে লড়াই-ফেরৎ লোকদের চাকুরী সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রার্থীদিগকে তিন বৎসর বয়সের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। এই সম্পর্কে গত ২১শে ডিসেম্বরের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের যে সকল প্রার্থীর বয়স প্রয়োজনীয় সর্ব্বোচ্চ বয়সের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহারাই শুধু এই বিশেষ সুবিধা পাইবে, যাহাদের বয়স এখনও প্রয়োজনীয় নিম্নতম বয়সের সীমায় পৌছায় নাই তাহারা এই বিশেষ সুবিধা পাইবে না।

রাজস্থান
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস:- ২২, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা
শাখাসমূহ: বসিরহাট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বাদুড়িয়া, সোনারপুর, জয়নগর-মজিলপুর, বসিরহাট বাজার, লক্ষ্মীকান্তপুর, মাল (জলপাইগুড়ি), জলপাইগুড়ি।
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীলাল মোহন মুখার্জি
গ্রাম-"গোল্ডনেষ্ট"
ফোন-কলিকাতা ৪০৩৮
RB-1.

স্থাপিত—১৯৩০ টেলিগ্রাম—কেরিয়ার
সেণ্ট্রাল পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস—১, শম্ভুমল্লিক লেন, বড়বাজার, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ:— বাঁকুড়া, নবীনগর (গয়া), কটক, বেনারস, গয়া, পাটনা সিটী ও জাপলা (পালামৌ)
পুরী ও জাটনী শাখা খোলা হইয়াছে
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
বি, এন, আগরওয়াল, চেয়ারম্যান
বি, মিশ্র, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড
গ্রাম: ইকমিক্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৯ ফোন: ক্যাল ৫৯৪৪
হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
অন্যান্য শাখা
বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউবা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, রবার্টসগঞ্জ, চৈতপুর, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।
নিমতলা ও বেলগাছিয়া, মোরাদাবাদ, গান্ধিনগর, দিল্লী, মীরাট, আগ্রা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
মৈহেরপুর শাখা গত ১৮ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

হেড অফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি. ২৯৮০
প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
অন্যান্য শাখা:—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।
— সুদের হার —
কারেন্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।
অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।
চেয়ারম্যান: শ্রী মতিলাল রায়।

ঢাকা-আরিচা রেলপথ খোলার প্রস্তাব—প্রকাশ, বেঙ্গল আসাম রেল কর্ত্তৃপক্ষ ঢাকার জেলা বোর্ডকে বাংলা গবর্ণমেণ্ট ঢাকা-আরিচা রেলপথ খোলার প্রস্তাবে বাধা দিতেছেন বলিয়া জানাইলে ঢাকা জেলা বোর্ড সম্প্রতি এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্টকে ঢাকা-আরিচা রেলপথ খোলার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, প্রস্তাবিত রেলপথ খোলা হইলে ঢাকা হইতে কলিকাতা যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইবে।

হায়দ্রাবাদ গবর্ণমেণ্টের শিল্প প্রচেষ্টা—হায়দ্রাবাদ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি ও প্রচার বিভাগীয় সেক্রেটারী নবাব মইন নওয়াজ জঙ্গ সম্প্রতি এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট বলেন যে, বৃটিশ ও মার্কিন শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এবং অদূর ভবিষ্যতে হায়দ্রাবাদের শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক শিল্পপতি প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

নরওয়ে ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত বাণিজ্যের সুযোগ—নয়া দিল্লীর একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভারতের ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি নরওয়ে ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রচলিত আমদানী রপ্তানী ও অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থাগুলি তাঁহাদিগকে মানিয়া চলিতে হইবে।

বিদেশ যাত্রা সম্পর্কে বিশেষ আদেশ প্রত্যাহার—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারত হইতে ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ রোডেসিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে যাওয়ার জন্য পাসপোর্টের অতিরিক্ত আর কোন বিশেষ অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন নাই।

বৃটেনের বাণিজ্য জাহাজ—বিলাতের 'ফাইনান্সিয়াল টাইমস' পত্রিকার এক সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটেনের বিভিন্ন জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানায় বর্ত্তমানে অন্যূন ২০ লক্ষ টনের ১ শত ৬৯ খানা বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছে। উহার মধ্যে বহু বাণিজ্য জাহাজ ইতিমধ্যেই আইসল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এলাকার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ক্যানসার চিকিৎসায় আণবিক শক্তি—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, দুরারোগ্য ক্যানসার রোগের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হইতে আর দেরী নাই। এই সম্পর্কে সর্ব্বশেষ সংবাদ এই যে, আণবিক শক্তি এই রোগে বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে। বিচ্ছুরিত আণবিক শক্তিকণিকা ক্যানসার রোগে প্রয়োগ করা সম্পর্কে "বৃটিশ এম্পায়ার ক্যানসার ক্যাম্পেন" প্রতিষ্ঠানে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী গবেষণাগারগুলিতে জোর গবেষণা চলিয়াছে। টিউমার হইতে সংগৃহীত সিরামের উপর রশ্মি বিকীরণের সাহায্যে ক্যানসারের এক নূতন চিকিৎসা সম্পর্কেও নাকি গবেষণা চলিয়াছে। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, কেবল বৃটেনেই প্রতি বৎসর ৭০ হাজার লোক ক্যানসার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পুস্তক পরিচয়

এ ষ্টাডি অব্ কমার্শিয়াল বেঙ্গলি (A Study of Commercial Bengali)—অধ্যাপক বিনয় সরকার, এম-এ প্রণীত। প্রকাশক—দি বুকএক্সচেঞ্জ, ২১৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

বি, কম ও গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের পরীক্ষায় Commercial Bengali বা বৈষয়িক বাংলাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে উপযুক্ত পাঠ্যগ্রন্থের খুবই অভাব রহিয়াছে। সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয় সরকার বর্ত্তমান পুস্তকটি প্রকাশ করায় সে অভাব অনেকটা পূরণ হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য এই পুস্তকে অর্থনৈতিক বিষয়ে ইংরাজী হইতে বাংলা ও বাংলা হইতে ইংরাজী তর্জ্জমার রীতি বর্ণনা করা হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ কতকগুলি তর্জ্জমা উহাতে প্রদর্শন করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক প্রবন্ধ হিসাবে ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও ভারতের অন্তর্বাণিজ্য সম্পর্কে লেখকের দুইটি প্রবন্ধ এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ইংরাজী অর্থনৈতিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া অনেক সময়ে কঠিন হয় বলিয়া লেখক ছাত্রদের সুবিধার্থ ঐরূপ শব্দের একটা ছোটখাট অভিধানও গ্রন্থটিতে সংযোজিত করিয়াছেন। যদিও বাংলা প্রতিশব্দগুলি সকলক্ষেত্রে যথাসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করি না, তথাপি যে ভাবে পুস্তকটি রচিত হইয়াছে তাহাতে উহা ছাত্রদের খুব উপকারে আসিবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

বেতারে হিন্দী-উর্দ্দু সমস্যা—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের সংবাদ ও বেতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার আকবর হায়দরী, কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নবাব সিদ্দীক আলী খান, রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য রায় বাহাদুর শ্রীনারায়ণ মাথুর, ডাঃ জাকির হোসেন এবং ডাঃ তারাচাঁদকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটি হিন্দী-উর্দ্দু ভাষা সমস্যা এবং বেতারে এই দুই ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন।

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

আমাদের গ্যারাণ্টিড ডবল বেনিফিট স্কীমে যোগদান করিয়া লাভবান হউন।

নিম্নলিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়

১ বৎসরের জন্য শতকরা ৫৲
২ " " " ৫॥০
৩ " " " ৬৲

এই স্কীমে স্থায়ী আমানতের উপর বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট সুদ ছাড়াও উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের শতকরা ৫০৲ দিয়া থাকি।

পত্র লিখিলে আমাদের মাসিক শেয়ার মার্কেট রিভিউ পাঠান হয়।

আমরা ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সর্ব্বপ্রকার শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

গ্রাম : "কমারসিণ্ড"] ৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা [ফোন : বি, বি, ৫৪৪১

CS/4-UPS সুপারভাইজিং ডিরেক্টর—মিঃ টি, দে, এম, এ ; এফ, আর, জি, এস্ (লণ্ডন)

কোম্পানী প্রসঙ্গ

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু গত ২১শে ডিসেম্বর শুক্রবার ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ হুগলী ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি, ডিরেক্টর মিঃ এম এল দাস এবং ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি ব্যাঙ্কের সমস্ত বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং ব্যাঙ্কের উন্নতিতে ও উহার জাতিগঠনমূলক কার্য্যে সন্তোষ জ্ঞাপন করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৫ই ডিসেম্বর বিকাল ৫ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বিষ্ণু মেধী, শ্রীযুক্ত সিদ্ধি শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হরেশ্বর গোস্বামী, মহম্মদ তায়েবুল্লা, শ্রীযুক্ত পরিমল সোম ও শ্রীযুক্ত রথীন সেন প্রমুখ আসামের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবর্গ সমভিব্যাহারে পণ্ডিত নেহরু ডিব্রুগড় শাখার শুভ উদ্বোধন উৎসবে যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে উক্ত ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিগণ পণ্ডিতজীকে ১০০১ টাকার একটি তোড়া উপহার দেন। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল।

মুখার্জ্জির জুয়েল ডায়েরী

সম্প্রতি আমরা এ আর মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ১৯৪৬ সালের একখানা জুয়েল ডায়েরী উপহার পাইয়াছি। এই ডায়েরীটিতে প্রত্যেক ইংরাজী তারিখের পাশে বাঙ্গলা তারিখ, বার ও তিথি প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্যবহারকারীর সুবিধার্থ উহার প্রথম দিকে ও শেষ দিকে ১৯৪৬ সালের পূর্ণ দিন পঞ্জিকা, ছুটির দিনের তালিকা, ডাক ও তার বিভাগের নির্দ্ধারিত হার, কোর্ট ফিএর হিসাব এবং আয়কর, সুপার-ট্যাক্স ও অতিরিক্ত মুনাফা করের হার দেওয়া হইয়াছে। ফলে সকল দিক দিয়াই ডায়েরীটি খুব উপযোগী হইয়াছে। ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতাস্থ এ মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী হইতে বর্ত্তমান জুয়েল ডায়েরীটি প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মূল্য দুই টাকা। এই ডায়েরীটি সাধারণের নিকট খুব সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

নূতন যৌথ কোম্পানী

সিলেকটেড মুরাইডি কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নারাইন দাস ঋষি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। কয়লাখনি মালিক।

মহম্মদ নুর মহম্মদ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আবদুল্লা নুর মহম্মদ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১।২৯ এবং ৩০, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। জেনারেল ষ্টোরসের আমদানী-রপ্তানীকারক।

বেঙ্গল ন্যাশনাল থিয়েটার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সতু সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ফিল্মের ব্যবসা।

রেমালিক লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ইসাক মল্লিক। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮বি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্টস্, ম্যানেজারস এণ্ড সেক্রেটারিজ।

আচার্য্য জগদীশ কটন মিলস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৭।২ সি, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড; কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। স্পিনিং, উইভিং সম্পর্কিত ব্যবসা।

দি প্যান ওরিয়েণ্ট কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এজেকিয়েল মিলস গাবি। রেজিষ্টার্ড অফিস - ৮, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। সর্ব্বপ্রকার এজেন্সি সম্পর্কিত ব্যবসা।

ডায়মণ্ড ড্রাগস সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এম এস দে। রেজিষ্টার্ড—অফিস—১৫৭, নিমতলা লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ঔষধের ব্যবসা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি, সি, দাশগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮।১, বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। প্রিণ্টারস, ষ্টেশনার্স লিথোগ্রাফারস।

পিয়ারলেস (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দামোদরদাস দাগ। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, এন, জি, কর, রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। জেনারেল মার্চেণ্টস্।

রাধাশ্যাম ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সি, এস গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ব্রোকারস, ডিলারস, এজেন্টস এবং চট প্রস্তুতকারক।

ঘোষ এণ্ড সেন (এজেন্সিজ) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৭।২-সি, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্টস।

ক্যালকেমিকোর

ব্রাহ্মিনা

স্বাস্থ্য ও শক্তিবর্দ্ধক শ্লেষ্মানাশক
এই শক্তিশালী রসায়নের সঙ্গে যদি
ক্যালকেমিকোর

চ্যবনপ্রাশ

নিয়মিতভাবে মাত্র তিন মাস সেবন করেন,
সারা বৎসর আপনি সুস্থ ও নীরোগ থাকবেন।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কলিকাতা

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের হাউসিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে গৃহনির্ম্মাণেচ্ছুক জনসাধারণকে ঋণ দেওয়া হয়।...ঋণ অবশ্য হয়, কিন্তু এই মর্টগেজ-সহিত-বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার অঘটন হইতে নিরাপদ থাকে। ঋণ ক্রমে ক্রমে শোধ হইয়া যায় এবং ঋণকারী বা তাঁহার পরিবারবর্গের সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হয় না।

পদ্ধতির সামান্য একটু আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস: ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান
ব্যবসাকেন্দ্রে
শাখা অফিস আছে

—বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্—

মিঃ এস, কে, রায়; মিঃ পি, ডি, হিমৎসিঙ্কা; মিঃ পুলিনকৃষ্ণ রায়; মিঃ জি, ভি, সোয়াইকা; মিঃ জগন্নাথ কোলে; মিঃ ডি, পি, দাসগুপ্ত; মিঃ কে, এন, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

প্রগ্রেসিভ পাবলিসিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ হাকিম রায় মেহটোট্রা। রেজিষ্টার্ড অফিস—প্যাটার্সন রোড, কার্শিয়াং, দার্জ্জিলিং। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন প্রভৃতির প্রোপ্রাইটর এবং পাব্লিসার্স।

বে-অব-বেঙ্গল টেক্সটাইলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ, বি, চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৯, সৈয়দ আমীর আলী এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ কোটি টাকা। পোষাক প্রস্তুতকারক।

দি লক্ষ্মী ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ গোপালচন্দ্র দে। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৬, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ববিন ব্যবসায়ী।

মুস্লিম ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মির্জ্জা আলী আসরফ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। মালপত্র এবং যাত্রী চলাচল সম্পর্কিত ব্যবসা।

ন্যাশনাল পিওর ড্রাগস্ (ইণ্ডিয়া), লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মুকুলকিশোর পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস——৩১।এ, হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা, কেমিকেল ম্যানুফাক্চারার্স।

ভার্গব ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন কে ভার্গব। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬১-১ হ্যাবিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। আমদানী, রপ্তানীকারক এবং সূতী বস্ত্র ব্যবসায়ী।

দি পাবলিকেশন (১৯৪৫) লিঃ— ডিরেক্টর—মিঃ অরুণ মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ হাজার টাকা।

মিলনী টকি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কৃষ্ণগোপাল দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২৭/বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। চলচ্চিত্র ব্যবসা।

আজাদ হিন্দ গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রমেশচন্দ্র সাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। বোতল, চিমনী এবং টিউব প্রস্তুতকারক।

রিফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার কণ্ডিশনিং ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অবনীমোহন ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, এন জি কর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। 'কোল্ড' ষ্টোরেজ প্ল্যাণ্টার্স' সম্পর্কিত ব্যবসা।

হিন্দুস্থান রিফ্রিজারেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন ঝুনঝুনওয়ালা রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। 'রিফ্রিজারেটর কেবিনেটস' প্রস্তুতকারক।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং, লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৭॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস্, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ইণ্ডিয়া জুট কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২।০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **আলকেলী এণ্ড কেমিকেল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় নাই। **লরেন্স জুট কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য শতকরা ২৲ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। **নৈহাটি জুট মিলস্ কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নর্থব্রুক জুট কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৸০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ইউনিয়ন জুট কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

বৃটেনে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি—যুদ্ধকালীন জীবনযাত্রায় বহু অসুবিধা সত্ত্বেও বৃটেনে মোটের উপর জনসাধারণের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যুদ্ধের এই ৬ বৎসরে শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমিয়া গিয়াছে। ১৯৪৫-এর মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে, শিশুমৃত্যুর হার কমিয়া ১ হাজার ৪৬টিতে দাঁড়াইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ১ হাজারে ৯·৯৫ দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ড ও ওয়েলস-এ শিশুমৃত্যুর হার এত কম পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুর হারও পূর্ব্বের যে কোন সময়ের তুলনায় সর্ব্বনিম্ন বলা যায়। আলোচ্য বর্ষে গড়ে প্রতি হাজারে ৯·৪২ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং ৬·৬৩ জন নারী মারা গিয়াছে। অপর দিকে জন্মের হার গত ১৯ বৎসরের তুলনায় সর্ব্বোচ্চ দেখা যায়, প্রতি হাজারে ১৮ জন। প্রকাশ, যুদ্ধকালীন খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার ফলেই এই উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। রেশন ব্যবস্থা অনুসারে জনসাধারণ খাদ্যের মধ্যে প্রচুর পুষ্টিকর উপাদান পাইয়াছে। শিশু ও জননীদের জন্য বিশেষ খাদ্যের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

টাইপ-মেশিন বিনড়েছে!
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে টাইপ আমাদের 'বাধিক সরকার' ব্যবস্থায় থাকেন।
এছাড়া টাইপ-মেশিনের স্পেয়ার-পার্ট আমরা তৈরী করি, নিখুঁত ভাবে মেরামত করে থাকি আর পুরাতনকে ঠিক নতুন করে 'পাল্টে' দেওয়াই আমাদের বৈশিষ্ট্য।
ডি, জে, টাইপ-রাইটারস্
এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ
প্র্যাটার্স রোড, সতীশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

গ্রাম : উদয়ের পথে
অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট
ট্রাষ্ট লিমিটেড
১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আপনার সঞ্চিত অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাটাইয়া লাভবান হইতে হইলে সত্বর আমাদের সহিত পরামর্শ করুন।
ম্যাঃ ডিরেক্টর—মিঃ কে, সি, মিত্র।

NOTHING IS STRONGER - - -
- - - - - - - THAN STRENGTH
CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.
READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.
SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.
Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands
BANKERS' UNION LTD.
P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282
সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২৮
হেড অফিস—১২, জ্যাক্সন লেন, কলিকাতা।
অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।
জাকলাবান্ধা (আসাম) ও মাণিকতলা শাখা খোলা হইয়াছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি বিশ্বাস

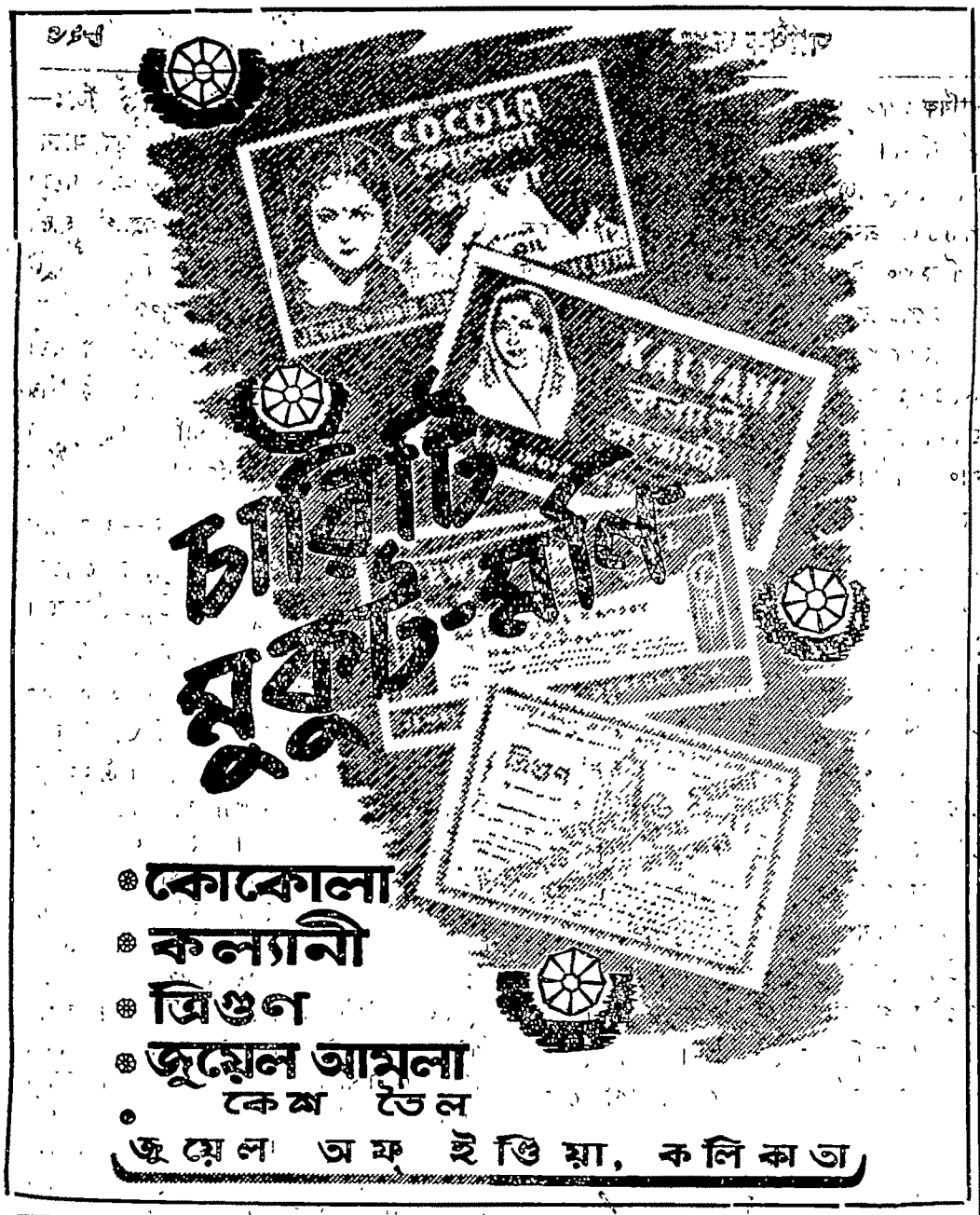

অক্ষয় কুমার লাহা

লাইম্যাম মার্ক সিমেন্ট কলার — বা-ড়ীর রং কারখানার রং

১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আর মিত্রের ময়ূরমার্কা তিলতৈল

মাথা ঠাণ্ডা রাখে চুল উঠা বন্ধ করে

আর মিত্র — পারফিউমার্স
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

গ্রাম : লাইভ ব্যাঙ্ক : কলিঃ
টেলিফোন : ক্যাল { ৩২৭৫ / ৪৭৩১

স্থাপিত—১৯৩০

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
২১, এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই
আমাদের সমস্ত শাখা ও কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য।
ব্যাঙ্কিং কার্য্যে অতুলনীয় সুবিধা
এখানে পাইবেন।

চেয়ারম্যান :
রায় জে, এন, মুখার্জ্জি বাহাদুর
গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার
(হুগলী)
ডিরেক্টর ইন-চার্জ্জ :
মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জ্জি।

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—
কলিকাতা
১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং - ক্যালকাটা—৫৬০৭
২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।
৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড্-এ
(কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ মোড়) শীঘ্রই খোলা হইবে।

আসাম
শিলং, শিলচর, গৌহাটি, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নওগাঁ, ছাতক, হবিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড—
৫,৫০,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন—
প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲

বাঙ্গালা
চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—
১। সিলেট ৩। শিলচর
২। শিলং ৪। ঢাকা

কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার
মিঃ জে, এম, দাস, জেনারেল ম্যানেজার

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া
লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৯৭ সাল

—উন্নতির পরিচয়—
সম্পত্তির পরিমাণ
৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ
১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ
৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ
চীফ এজেন্টস্
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম
২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 7th January, 1946. সোমবার, ২৩শে পৌষ, ১৩৫২ [৩৪শ সংখ্যা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা

"ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা একটা বড সমস্যা নহে—আসল সমস্যা হইতেছে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে দেশের লোকের কাজে লাগাইবার অব্যবস্থা"—ব্যাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৩শ বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি অধ্যাপক আফজল হোসেন উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া দেশের একটী মৌলিক সমস্যার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। গত ১৮৭০ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত ৬০ বৎসরে জার্ম্মানীতে জনসংখ্যা শতকরা ৬০ জন, ইটালীতে ৬০ জন, ইংলণ্ডে ৭৭ জন, রুষিয়াতে ১১৫ জন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১২৫ জন এবং জাপানে ১১৩ জন করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বাড়িয়াছে মাত্র শতকরা ৩০.৭ জন। উহা সত্ত্বেও আমাদের শাসকবর্গ সর্ব্বদা আমাদিগকে একথা বলিয়া আসিতেছেন যে, ভারতে জনসংখ্যা অত্যধিক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। আসল কথা এই যে, এদেশে সেচকার্য্য, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষাবাদের ব্যবস্থা, শিল্পের প্রসার ইত্যাদির দ্বারা দেশের ভিতরে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় আহার, পরিচ্ছদ ইত্যাদির যোগান বৃদ্ধির পক্ষে আমাদের শাসকবর্গ এক প্রকার কোন কাজই করেন নাই। উহার ফলে দেশের জনসংখ্যা অন্য দেশের তুলনায় কম হারে বৃদ্ধি পাইলেও উহারা উপযুক্তরূপ খাদ্য, পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেশের লোকের আয়ুও বৃদ্ধি পাইতেছে না। গত ১৮৭০ সালে ইংলণ্ডের লোকের গড়পড়তা আয়ুর পরিমাণ ছিল ৪১ বৎসর—উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৫ সালে ৫৫ বৎসরে পরিণত হইয়াছে। জার্ম্মানীতে এই ৫০ বৎসরে গড়পড়তা আয়ুর পরিমাণ ৩৫ হইতে ৫৬ বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতে এই ৫০ বৎসরে গড়পড়তা আয়ুর পরিমাণ ২৫.৫৪ বৎসর হইতে মাত্র ২৬.৫৬ বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতি ব্যক্তির গড়পড়তা আয়ুর পরিমাণ ৬৭ বৎসর, ইংলণ্ডে ৬৩ বৎসর, জার্ম্মানীতে ৬৩ বৎসর, জাপানে ৪৭ বৎসর—আর ভারতে মাত্র ২৭ বৎসর। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশের গবর্ণমেণ্ট যদি বিগত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দেশে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় আহার্য্য, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ ইত্যাদির সংস্থানে মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে ভারতের জনসংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত সমান হারে বর্দ্ধিত হইত, লোকের স্বাস্থ্য উন্নত হইয়া উহারা দীর্ঘজীবী হইত এবং এদেশে জনসংখ্যা অত্যধিক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মিথ্যা প্রচার কার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করা শাসকবর্গের প্রয়োজন হইত না। এদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির আতঙ্ক সৃষ্টি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিজেদের অকর্ম্মণ্যতা ঢাকিবারই একটী অপকৌশল মাত্র। অধ্যাপক আফজল হোসেনের নির্দ্দেশমত ভারত সরকার এক্ষণে যদি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে জনসাধারণের প্রয়োজনে লাগাইবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির আতঙ্কে অভিভূত হইতে হইবে না।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন

আগামী গ্রীষ্মকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। মার্কিন গবর্ণমেণ্টই এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। সম্মেলনে আমন্ত্রিত ১৪টী দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। বাণিজ্য বিস্তার সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার প্রাথমিক আলোচনার জন্য কয়েকটী দেশের প্রতিনিধি লইয়া শীত ঋতুর পর একটী বৈঠক হইবে। এই বৈঠকে

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮২৫-৩০
ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ	৮৩১-৩৪
কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা	
(৫) ডিম ও মাংস	৮৩৫-৩৬
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৮৩৭-৩৮
খেয়ালীর খাতা	৮৩৯-৪০
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৮৪১-৪৩
কোম্পানী প্রসঙ্গ	৮৪৪-৪৫
বাজারের হালচাল	৮৪৬-৫০

নূতন বছরের শুভেচ্ছা—সুপ্রভাত

রেডক্রশ বার্লি

—একমাত্র পরিবেশক—

ডসেট এণ্ড কোং (ইষ্টার্ণ) লিঃ

কলিকাতা।

NIP.

যোগদানের জন্যও ভারতবর্ষ আমন্ত্রিত হইয়াছে। ভারত সরকার এই সম্মেলনের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। এই সম্মেলনে ছোট-বড় অনেক রাষ্ট্রই থাকিবে। ভারতবর্ষ শিল্প-বাণিজ্যে বহু দেশের তুলনায় পশ্চাদপদ। এই অবস্থায় ভারতের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের চাপে অথবা মার্কিন স্বার্থের তোষামোদ করিয়া বৃটিশ স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার যদি এই সম্মেলনে ভারতের স্বার্থ বিকাইয়া দেন তাহা হইলে সমগ্র দেশে বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে। ভারত সরকারের প্রতিনিধি ছাড়াও সমান মর্য্যাদা ও অধিকারসহ জনসাধারণের আস্থাভাজন বেসরকারী ভারতীয় প্রতিনিধিদেরও এই সম্মেলনে প্রেরণ করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। বে-সরকারী প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ভার নব-নির্ব্বাচিত কেন্দ্রীয় পরিষদের উপর দিলেই ভাল হয়।

খাদ্যের দিক দিয়া এসিয়াবাসীদের জীবনযাত্রার মান

সভ্যতাগর্ব্বী ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ ও উন্নত ব্যবসা নীতির ফল এসিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের লোকদের মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রার পক্ষে আজ বিরাট প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র ও অন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রীর ন্যায্য যোগান হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা অতি দীনতম দশায় দিন যাপন করিতেছে। সকল দিক্ দিয়া ইউরোপের স্বার্থপর শোষণ নীতির সঠিক বিবরণ সংগ্রহ সহজ নহে। তবে খাদ্য-দ্রব্যের দিক দিয়া এসিয়ার লোকদিগকে বঞ্চিত করিয়া ইউরোপের জাতি-নিচয় যে তাহাদের আত্মস্ফীতির উপর কিরূপ জোর দিয়াছে, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি ডাঃ বি সি গুহ তাঁহার অভিভাষণে সে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দুনিয়ার মোট জনসমষ্টির শতকরা ৫২ ভাগ এসিয়া মহাদেশে বাস করিতেছে। কিন্তু সংখ্যায় শতকরা ৫২ ভাগ হইলেও এসিয়ার লোকেরা দুনিয়ার মোট উৎপন্ন খাদ্যশস্যের মধ্যে শতকরা ২৪.৬ ভাগের বেশী নিজেদের ব্যবহারের জন্য পাইতেছে না। ইউরোপের লোকেরা দুনিয়ার মোট জনসমষ্টির মাত্র শতকরা ২৫.৯ ভাগ হইয়াও দুনিয়ার উৎপন্ন মোট খাদ্যশস্যের শতকরা ৪১.২ ভাগই নিজেদের ব্যবহারের জন্য টানিয়া লইতেছেন। দুনিয়ার মাংসের মোট যোগানের মধ্যে শতকরা মাত্র ৫.৬ ভাগ এসিয়ার লোকদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। শতকরা ৪৫.৭ ভাগই ইউরোপের লোকেরা গ্রহণ করিতেছে।

খাদ্য বণ্টনের দিক দিয়া অব্যবস্থা ও বৈষম্য যে কতদূর গিয়া দাঁড়াইয়াছে, ডাঃ গুহের এই উক্তি হইতে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এসিয়ার লোকেদের ভিতর স্বাস্থ্যহীনতা কেন যে এত বেশী এবং তাহাদের গড় পরমায়ু যে কেন ইউরোপের লোকদের তুলনায় এত স্বল্প ইহা হইতে আমরা তাহাও অনুধাবন করিতে পারি। জাতিগত প্রভুত্ব ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভিতর দিয়া এই অব্যবস্থা ও বৈষম্য যতদিন কায়েম করিয়া রাখা হইবে ততদিন দুনিয়ায় প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। ন্যায়বিচার, স্বার্থত্যাগ ও মানবতার ভিত্তিতে সে জন্য নব বিশ্ব-বিধান পরিকল্পিত হওয়া দরকার।

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ গঠনের ষড়যন্ত্র

দার্জ্জিলিংয়ের শ্বেতাঙ্গ সমিতি ও চা-করগণ কয়েকজন ভাড়াটিয়া লোকের সাহায্যে দার্জ্জিলিংকে বাঙ্গলা দেশ হইতে পৃথক করিবার জন্য এক আন্দোলন খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট একটী স্মারকলিপিও প্রেরণ করিয়াছেন। ব্যাপারটী জানাজানি হওয়ায় সমস্ত দল ও জাতি-নির্ব্বিশেষে দার্জ্জিলিংবাসীরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহার পরই সদিয়া-তিব্বত রাস্তা নির্ম্মাণের তোড়জোড় সুরু হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে এবং সদিয়া নাকি প্রস্তাবিত উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী হইবে বলিয়াই উক্ত রাস্তার বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে ইহাও সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে।

দার্জ্জিলিং স্বতন্ত্রীকরণ ও সদিয়া-তিব্বত রাজপথ নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা যে এই প্রস্তাবিত উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ গঠনের স্পষ্ট পূর্ব্বাভাষ ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কয়েক মাস পূর্ব্বে আসাম প্রদেশের পার্ব্বত্য উপজাতিগুলির দরদে দরদী হইয়া গবর্ণমেণ্ট নূতন প্রদেশ গঠনের আভাষ দিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইতেছেন।

বাঙ্গলা ও আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলের বিপুল অরণ্য ও খনিজ সম্পদ শ্বেতাঙ্গ মালিকদের একচেটিয়া অধিকারে রাখিবার জন্যই এই ষড়যন্ত্র চলিতেছে ইহা দিবালোকের মত স্পষ্ট। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে অবিলম্বে আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে।

ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের প্রস্তাব ও তাহার পরিণতি

গত ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশন ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর সম্পত্তি কিনিয়া লইবেন বলিয়া কথা ছিল। কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ ট্রাম কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য স্থির করিয়া তাহা কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছিলেন। ট্রাম কোম্পানীর সহিত এবিষয়ে তাঁহাদের রীতিমত আলাপ-আলোচনাও চলিতেছিল। কিন্তু ঐ কোম্পানী সম্প্রতি কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একপত্র লিখিয়া সেই আলাপ-আলোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়ার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, যেহেতু কর্পোরেশন ট্রামওয়ে হস্তান্তর সম্পর্কে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি, সাউথ সুবার্ব্বন মিউনিসিপ্যালিটি ও কলিকাতার পোর্ট কমিশনারদের সম্মতি গ্রহণে অপারগ হইয়াছেন এবং যেহেতু ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের টাকা সংগ্রহ ও নিয়োগের জন্য মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন করিয়া কর্পোরেশনকে আইনগত ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব এখনও গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করেন নাই, সেই হেতু ট্রাম কোম্পানী ক্রয় সম্পর্কে কর্পোরেশনের সহিত ট্রাম কর্ত্তৃপক্ষের যে সর্ত্ত হইয়াছিল তাহা বাতিল হইল বলিয়া ধরিতে হইবে। ঐ চিঠির ভিতর দিয়া কর্পোরেশনের হাতে নিজেদের সম্পত্তি বিকাইয়া দেওয়া সম্পর্কে ট্রাম কোম্পানীর যে অনিচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে আমরা তাহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় বলিয়াই মনে করি। কোন অজুহাতে ট্রাম পরিচালনার স্বত্ব ও কর্ত্তৃত্ব হস্তান্তরের মিয়াদ কাটাইয়া যাওয়াই প্রথম হইতে ঐ কোম্পানীর লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই ফন্দী হইতেই তাহারা বর্ত্তমান চিঠি দিয়াছে। ট্রাম কোম্পানী কর্পোরেশনের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার লাইসেন্স ও ইজারাগত মূল সর্ত্তাবলী এবং তাহার আইনগত ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমরা সম্যক ওয়াকিবহাল নহি। কিন্তু হাওড়া ও সাউথ সুবার্ব্বন মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের সহিত সহযোগিতা না করিলে এবং গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের প্রস্তাব আন্তরিকভাবে অনুমোদন না করিলে তাহাতে ট্রাম কোম্পানীর পক্ষে কর্পোরেশনের নিকট সম্পত্তি হস্তান্তরে কি অসুবিধা ও আপত্তি থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। আসল কথা, কলিকাতা সহরে ট্রাম পরিচালনা করিয়া বিদেশী কোম্পানী যে উচ্চ মুনাফা পাইতেছে তাহা ভবিষ্যতেও তাহারা নিজেদের জন্য কায়েম রাখিতে চায়। আর সেজন্যই নানা ছুতা দেখাইয়া কর্পোরেশনকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবার চেষ্টাই তাহারা করিতেছে।

একটি বিলাতী কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বে এ সহরের ট্রাম ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় যাত্রীভাড়া সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়ে সহরবাসীরা আশানুরূপ সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে না। অধিকন্তু ট্রাম কোম্পানীর মোটা লভ্যাংশের মারফতে প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণ টাকা বিদেশীদের পকেটস্থ হইতেছে। এ অবস্থায় কলিকাতা কর্পোরেশন ঐ কোম্পানীটি কিনিয়া লওয়ার সঙ্কল্প করায় দেশের লোক তাহা বিশেষ সমীচীন বলিয়া মনে করিতেছিল। আশা করা যাইতেছিল, দেশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে কর্পোরেশনকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করিবেন। কিন্তু সহায়তা করা দূরে থাকুক, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিরূপ মনোভাব ও কার্য্যনীতি দ্বারা কর্পোরেশনের পক্ষে ট্রাম কোম্পানী কিনিয়া লওয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রায় অসম্ভব করিয়াই তুলিয়াছেন। প্রথমতঃ, ট্রাম কোম্পানীর পরিচালনা ভার ন্যস্ত করার জন্য একটি ট্রান্সপোর্ট বোর্ড বা যানবাহন বোর্ড গঠনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে কিছুদিন ঐ ব্যাপারে কার্য্যকরীভাবে উদ্যোগী হইতে দেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, কর্পোরেশন এজেণ্টের মারফতে ট্রাম কোম্পানী ক্রয় ও পরিচালনা করিতে চাহিলে তাহাতেও তাঁহারা আইনগত আপত্তি উত্থাপন করেন। আইনগত আপত্তি থাকিলে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ছিল ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট সংশোধন করিয়া কর্পোরেশনকে অচিরে সমুচিত ক্ষমতা প্রদানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু তাঁহারা সে বিষয়ে কোন তৎপরতা দেখান নাই। গবর্ণমেণ্টের ঐ শ্রেণীর মনোভাবের জন্য গত ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের সকল বিধিব্যবস্থা সম্পন্ন করা কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। আর সেই অজুহাত দেখাইয়া ট্রাম কোম্পানীও আজ কর্পোরেশনের হাতে তাহাদের সম্পত্তি হস্তান্তরে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে। কর্পোরেশন এই অবস্থায় নূতন করিয়া কি কার্য্যনীতি অবলম্বন করিবে তাহা আমরা এখনও জানি না। তবে গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতায় ও স্বার্থপর বিলাতী কোম্পানীর অহেতুক জিদের ফলে ট্রাম কোম্পানীকে দেশীয়দের হাতে আনিবার এতবড় একটা সুযোগ আজ নষ্ট হইতে চলিয়াছে, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলি: ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

বিলাতী বিশেষজ্ঞের সুপারিশ

এ-প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে ও সরকারী রাজস্ব-নীতি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তৎবিষয়ে সমুচিত উন্নতির নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য গবর্ণর মিঃ আর জি কেসী মোটা পারিশ্রমিক দিয়া একজন বিলাতী অর্থনীতিবিদ্ নিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই অর্থনীতিবিদ্—মিঃ নোয়েল হল ছয় সপ্তাহকাল বাঙ্গলায় থাকিয়া সম্প্রতি ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। যে উদ্দেশ্যে তাঁহাকে এ-প্রদেশে ডাকিয়া আনা হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য কোন্ দিক দিয়া কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহা গবর্ণমেণ্ট কিছুই প্রকাশ করিতেছেন না। তবে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রের নূতন দিল্লীস্থ সংবাদদাতার খবরে জানা যায়, মিঃ নোয়েল হল নাকি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, উপযুক্ত সংখ্যক উচ্চ চাকুরিয়ার অভাবে বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হইতেছে না। সরকারী বিভাগের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করিতে হইলে বাঙ্গলা সরকারের অধীনে আরও বেশী সংখ্যক অফিসর অচিরেই নিয়োগ করা উচিত। বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থাও তিনি মোটেই সন্তোষজনক বলিয়া মনে করেন নাই। এদিক দিয়া বর্ত্তমান অভাব ও অসুবিধা কাটাইয়া উঠিবার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁহাদের আয়ত্তাধীন কতিপয় ধরণের ট্যাক্স ও তাহার আয় প্রাদেশিক সরকারসমূহকে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা সরকারকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কোন্ শ্রেণীর ট্যাক্স সম্পর্কে মিঃ নোয়েল হল উপরোক্তরূপ সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন তাহা নির্দ্দিষ্টভাবে জানিতে পারিলে ঐ সুপারিশের সারবত্তা ভালভাবে উপলব্ধি করা যাইত। যাহা হউক প্রদেশসমূহকে বঞ্চিত করিয়া অনেক কিছু ট্যাক্স কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় রাখা হইয়াছে বলিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে একটা অভিযোগ চলিয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে নানা-দিক দিয়া অতিরিক্ত চাপ বহন করিতে গিয়া বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে এ প্রদেশের অনুকূলে ঐসব ট্যাক্সের মধ্যে কয়েকটি বাঙ্গলা সরকারকে ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব খুবই সঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে করি। মিঃ নোয়েল হল বাঙ্গলার সরকারী বিভাগ-সমূহের কার্য্যকরিতা বৃদ্ধির জন্য অধিক সংখ্যক অফিসর নিয়োগের সুপারিশ করিয়াছেন। নূতন অফিসরের প্রয়োজন যদি বাস্তবিকই থাকিয়া থাকে তবে এবিষয়ে বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় সরকারী বিভাগ-সমূহের কার্য্যে যে দুর্নীতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকাশ পাইয়াছে উপযুক্ত সংখ্যক অফিসরের অভাবই তাহার মূল কারণ নহে। ইহার মূল কারণ প্রকৃত যোগ্যতা বিচার না করিয়া সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এবং দল ও ব্যক্তিবিশেষের সুপারিশের ভিত্তিতে লোক নির্ব্বাচন বা মনোনয়ন। অফিসর নিয়োগ সম্পর্কে সে মূল গলদ দূর না হইলে কেবলমাত্র চাকুরীয়ার সংখ্যা বাড়াইলেই সরকারী বিভাগ-সমূহের কার্য্যকরিতা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমরা আশা করি না।

ভারতবাসীর অর্থে বৃটিশ পণ্যের বিজ্ঞাপন

"ন্যাশন্যাল কল" পত্রিকার নয়াদিল্লীস্থিত প্রতিনিধি দরিদ্র ভারতবাসীর অর্থে বৃটিশ পণ্য-সমূহের ব্যয়বহুল বিজ্ঞাপন প্রচারের চাঞ্চল্যকর সংবাদ দিয়াছেন। ভারত সরকারের খাদ্য ও শ্রমিক দপ্তর হইতে প্রচারিত সুদৃশ্য ও বহুমূল্য কাগজে মুদ্রিত পুস্তিকাগুলির মারফৎ এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইয়া থাকে। এই পুস্তিকাগুলি ভারতে ও ভারতের বাহিরেও বিতরিত হয়। ভারত সরকারের রেশনিং-বিশেষজ্ঞ মিঃ কিরবি পুষ্টি সম্পর্কে কয়েকটি সুদৃশ্য পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই ভদ্রলোককে এই প্রকার মহৎকার্য্য সম্পাদনের জন্য মাসিক মাত্র তিন হাজার মুদ্রা বেতন দেওয়া হয়। ইহার চেষ্টায় প্রকাশিত "ফিডিং দি ওয়ার্কার" পুস্তিকার ৩৩ পৃষ্ঠায় 'ক্যাণ্টীনের জিনিষপত্র' শীর্ষক অধ্যায়ে চায়ের সরঞ্জাম এবং রন্ধন সংক্রান্ত বহুবিধ জিনিষের একটী বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বৃটিশ ফার্ম্মে ঐ-গুলি প্রস্তুত হয় সেই ফার্ম্মগুলিরও তালিকা দেওয়া হইয়াছে। 'ওভারসিজ' বা সমুদ্রপারে যেন বৃটিশ ফার্ম্ম ছাড়া আর কোন ফার্ম্মই নাই—এই ভাবেই তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

দরিদ্র ভারতবাসীর বিপুল অর্থব্যয়ে এরূপ কৌশলে ভারতে ও ভারতের বাহিরে অবস্থিত বৃটিশ ফার্ম্মগুলির বিজ্ঞাপন দিবার অর্থ কি? মিঃ কিরবিকে এই অধিকার কে দিয়াছে? আশা করি কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশনে কংগ্রেসী সদস্যরা এই ব্যাপারের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ দাবী করিতে ভুলিবেন না।

বাঙ্গলার লবণ শিল্প

গান্ধী-আরুইন চুক্তি ভঙ্গ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে বাঙ্গলায় লবণ-শিল্প প্রসারে বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন বেঙ্গল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র দত্ত তাহা গান্ধীজীর গোচর করেন। ১৯৪৩ সালের নূতন লবণ আইন এবং লবণের গুদাম করিবার পরিকল্পনার ফলে বাঙ্গলার লবণ-শিল্পের প্রসার ব্যাহত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশ সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত, কাজেই সমুদ্রের জল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ বাঙ্গলা দেশে প্রস্তুত হইতে পারে। এ অবস্থায় অকারণ বিধি-নিষেধ জারী করিয়া বাঙ্গলা দেশকে লবণে স্বাবলম্বী হইতে না দিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। লবণ-কর সংগ্রহের সুবিধা এবং বিদেশাগত লবণের প্রতি পক্ষপাতিত্বই গান্ধী-আরুইন চুক্তি ভঙ্গের কারণ বলিয়া আমরা মনে করি।

মহাত্মা গান্ধী সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর করিয়া বাঙ্গলার স্বদেশী লবণ-শিল্পের প্রসারের জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। গান্ধীজীর চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

বাঙ্গলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য

বাঙ্গলা সরকারের নূতন বাজেট রচনার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। গত কয় বৎসর আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হওয়ায় বাঙ্গলা সরকারের বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় বাঙ্গলা সরকারের উপর এবার কোন কোন দিক দিয়া ব্যয়ের চাপ কিছু কম হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে পড়িয়া এপ্রদেশের লোক যে-ভাবে নিপীড়িত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের সমাজ-জীবন ও আর্থিক-জীবন পুনর্গঠনের জন্য যুদ্ধোত্তর যুগে এপ্রদেশে অনেক কিছু পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই ধরণের পরিকল্পনার জন্য প্রচুর অর্থ নিয়োগ করিতে হইবে। বাঙ্গলা সরকারের স্বাভাবিক আয় দ্বারা সেই ব্যয় মিটানো সম্ভবপর নহে। কাজেই এবারও বাঙ্গলা সরকারের বাজেটে ঋণ ও ঘাটতির অঙ্ক বড় হইয়া দেখা যাওয়ারই আশঙ্কা আছে। ঐরূপ পরিণতি হইতে যদি বাঙ্গলাকে রক্ষা পাইতে হয় তবে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য আদায় করিয়াই তাহা সম্ভব হইতে পারে। প্রকাশ, বাঙ্গলার গবর্ণর সে বিষয়ে বিশেষভাবে যত্ন-পর হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ১৪ কোটী টাকা সাহায্য পাওয়ার জন্য তিনি নাকি

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৩০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,০০,০০০৲
শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ
এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, হাটখোলা, ইটালী মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামার-খালি ও বোলপুর।
স্থাপিত :- ১৯২৬
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস, আর, দাশ

ইতিমধ্যেই কয়েকবার নিজে গিয়া বড়লাট ও ভারত সরকারের অর্থসচিবের নিকট তদ্বির করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন বাজেট রচিত হইতে আর বিলম্ব নাই। কাজেই বাঙ্গলা সরকারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতে হইলে অচিরেই এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকাশ, ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্ বিষয়টি ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা স্থির করিয়াছেন।

যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গলার উপর নানা দিক দিয়া বেশী রকম চাপ পড়ায় তাহাতে বাঙ্গলা সরকারের বাজেটে গত কয় বৎসর নিদারুণ ঘাটতি দেখা গিয়াছে। যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পর বহু অর্থব্যয়ে বাঙ্গলায় ব্যাপক পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার প্রয়োজনীয়তা আজ বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। যুদ্ধের দায়িত্ব বাঙ্গলা সরকারের নহে, উহা মুখ্যতঃ ভারত সরকারের। কাজেই বাঙ্গলা সরকারের এই শ্রেণীর খরচপত্রের একটা বড় অংশ ন্যায্যতঃ কেন্দ্রীয় সরকারেরই বহন করা উচিত। সে হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ১৪ কোটি টাকা আদায় করা সম্পর্কে মিঃ কেসীর দাবী আমরা সর্ব্বথা সমর্থন করি।

তবে বাঙ্গলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ প্রকার সাহায্য সম্পর্কে আমাদের একটা কথা বলিবার আছে। এপ্রদেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে গিয়া বাঙ্গলার মন্ত্রীরা সরকারী অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার সম্পর্কে কখনও নজর দেন নাই। বর্ত্তমানে গবর্ণরের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বে এ প্রদেশের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু এখনও সেই গলদ আমরা পূর্ব্ববৎই লক্ষ্য করিতেছি। দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গলা সরকারকে সাহায্য করিতে গিয়া সেই গলদ বিবেচনা করিয়া তৎপ্রতিকারে মোটেই যত্নবান হইতেছেন না। ভারত সরকার এপ্রদেশে রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য ও এপ্রদেশের লবণ-শিল্পের উন্নতির জন্য বাঙ্গলা সরকারের হাতে অনেক টাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার ঐ সব উদ্দেশ্যে তাহার যথাযথ সদ্ব্যবহার করেন নাই। বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক দুর্দ্দশা দেখিয়া যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে কয়েকবার ঋণ ও সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। ঐ ঋণ ও সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার না করিলেও তাহার কত অংশ প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে ঠিক ঠিকভাবে ব্যয়িত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ আছে। বাঙ্গলার প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার আবার ১৪ কোটি টাকা বাঙ্গলাকে সাহায্য প্রদান করুন তাহা আমরা চাই; কিন্তু ঐরূপ সাহায্য যাহাতে ঠিক ঠিক উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যয়িত হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে। নতুবা এপ্রদেশে সরকারী অর্থের অপচয় ও অপব্যয় বন্ধ হইবে না।

ভারতের ইস্পাত ও লৌহ শিল্প

ভারতবর্ষের লৌহের আকরের পরিমাণ এবং কয়লা সম্পদের বিষয় চিন্তা করিলে ভারতবর্ষ যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে স্বাবলম্বী হইতে পারে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে স্বাবলম্বী না হইয়া আজিকার দিনে শিল্প ও বাণিজ্যে স্বাবলম্বী হওয়া ও সমৃদ্ধি লাভ করা সম্ভবপর নহে। টাটার লৌহ-কারখানা এশিয়ার বৃহত্তম কারখানা বলিয়া আমরা গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের দেশের আয়তন ও লোক সংখ্যার তুলনায় গড়পড়তা লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ কতটুকু, তাহা লক্ষ্য করিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। যুদ্ধোত্তর ভারতে কৃষি ও শিল্পের ব্যাপক প্রসারের জন্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিপুল সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়াও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রসারের প্রয়োজন আর এক দিক দিয়াও উপস্থিত হইয়াছে। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যেরূপ দ্রুতগতিতে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ভারতবর্ষকে অদূর ভবিষ্যতে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। এখন হইতেই তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার। বৃটেন কিরূপ প্রাণপণ চেষ্টায় ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের সময় বৃটেনে প্রতি বৎসর ১ কোটি ২৭ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত হইত। ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত বৃটেনে প্রতি বৎসর ১ কোটি ১৩ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত হইয়াছিল।

১৯৪১ সালে বৃটেন ৩৭ লক্ষ টন ইস্পাত আমদানী করে, কিন্তু এই বৎসরের শেষার্দ্ধেই আমদানীর পরিমাণ কমিয়া ১ লক্ষ ৯০ হাজার টনে দাঁড়ায়। বিদেশ হইতে আমদানী করা সম্ভব ছিল না বলিয়া এই সময় বৃটেন উৎকৃষ্ট লৌহের আকর পায় নাই, জাহাজাদি ও অন্যান্য যানবাহন পাওয়াও এই সময় দুর্ঘট ছিল এবং কয়লার অভাবও ছিল প্রচণ্ড। তথাপি এই অবস্থায় বৃটেন তাহার ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। বৃটেনের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় অদূর ভবিষ্যতে ইস্পাতের উৎপাদন শতকরা কুড়ি ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ১৯টী নূতন ব্লাষ্টিং ফারনেস্ এবং অনেকগুলি নূতন লৌহ গালাইয়ের কারখানা স্থাপন করা হইবে। বহু কোটি পাউণ্ড ব্যয়ে বৃটিশ ইস্পাত শিল্পের উন্নতিবিধান করা হইবে।

ইস্পাতশিল্পে অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার অগ্রগতিও উল্লেখযোগ্য। অষ্ট্রেলিয়ায় লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বৃটেনের তুলনায় অষ্ট্রেলিয়ায় খরচাও কম। এই কারণেই মরিস কোম্পানীর কারখানা অষ্ট্রেলিয়ায় স্থাপিত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় বিশেষ সুযোগ-সুবিধার উল্লেখ করিয়া লর্ড ম্যুফিল্ড নাকি বলিয়াছেন, "আমরা যদি বেশ তোড়জোড় করিয়া সেখানে কাজ আরম্ভ না করি—তাহা হইলে অন্যে আগেভাগেই জায়গা জুড়িয়া বসিবে।" তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ৬৮টী বৃটিশ কারখানার যন্ত্রপাতি অষ্ট্রেলিয়ায় লইয়া গিয়া অল্প খরচায় জোড়া

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন ঃ—
বড়বাজার ঃ—১৩৯৭ অফিস
" ঃ—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,১৮,৯০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৬,০৯,৩০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৫ তারিখে) ৯৭,৩৬,৬৭,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ. পি. মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ এইচ. সি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেণ্টস্: বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট: দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; হাটখোলা—৭৫, শোভাবাজার ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফ্ফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবানী, খাগড়িয়া, রকসউল, লোগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংখি, বক্সার। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

লাগানো ও বসানো হইবে। ইহাতেই অষ্ট্রেলিয়ার লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকাও প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং ১৯৫৫ সালের মধ্যে মোট ১৩ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের এক দশ-বার্ষিকী পরিকল্পনা স্থির করা হইয়াছে। ভারত সরকার কাঁচা লোহার উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া বৎসরে ২৫ লক্ষ টন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কৃষিশিল্পের উন্নতিবিধানের পরিকল্পনা এবং অন্যান্য দেশের অগ্রগতি বিবেচনা করিলে ইহা খুব বেশী কিছু বলিয়া মনে হইবে না।

মাদ্রাজের সমবায় তন্তুবায় সমিতি

সমবায় সমিতির মারফতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মাদ্রাজ প্রদেশের তন্তুবায়েরা গত কতিপয় বৎসরে তাঁত বস্ত্র প্রস্তুত ও ন্যায্য মূল্যে তাহা বিক্রয় সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাইয়াছে। ১৯৩৫ সালে মাদ্রাজে সমবায় তন্তুবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৪৩টি, বর্ত্তমানে ঐরূপ সমিতির সংখ্যা ৩২২টি দাঁড়াইয়াছে, উপরোক্ত সময়ে তন্তুবায় সমিতিসমূহের সদস্যসংখ্যা ৩ হাজার হইতে ৩০ হাজার এবং সমিতির অধীনস্থ তাঁতসংখ্যা ৪ হাজার হইতে ২৭ হাজার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য মাদ্রাজে একটি প্রাদেশিক তন্তুবায় সমবায় সমিতি রহিয়াছে। ঐ প্রাদেশিক সমিতি প্রাথমিক সমিতিগুলিকে তাঁত ও সূতা সরবরাহ করিয়া থাকে। উন্নত শ্রেণীর তাঁত প্রস্তুতের জন্য প্রাদেশিক সমিতির অধীনে ৩টি কারখানা রহিয়াছে। রং তৈয়ারের জন্য ৪টি কারখানা ও তাঁতবস্ত্রের উপর বিশেষ ধরণের ছাপার কাজ করিবার জন্য ১টি কারখানাও ঐ সমিতি পরিচালনা করিয়া থাকে। প্রাথমিক সমবায় সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত যাবতীয় তন্তুবায় যাহাতে উৎপন্ন বস্ত্র বিক্রয় করিয়া তাহার ন্যায্য মূল্য পায়, প্রাদেশিক সমবায় সমিতি সেবিষয়ে সর্ব্বদাই বিশেষ নজর রাখিয়া থাকে। মাদ্রাজের বিভিন্ন অঞ্চলে উহারা তাঁতবস্ত্র বিক্রয়ের জন্য ৩৪টি এম্পোরিয়াম খুলিয়াছে। তাহা ছাড়া প্রদেশের বাহিরেও নানাস্থানে উহারা মাদ্রাজের উৎপন্ন তাঁতবস্ত্র প্রচার ও বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক এজেন্ট বসাইয়াছে। এই প্রকার সুব্যবস্থার ফলে মাদ্রাজে তাঁত-শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই শিল্পের অধিকতর সমৃদ্ধির জন্য মাদ্রাজ সরকার একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

তাঁতবস্ত্রের দিক দিয়া অতীতে বাঙ্গলার কৃতকার্য্যতা সামান্য না হইলেও বর্ত্তমানে এপ্রদেশে এই শিল্পের যথেষ্ট অবনতি সূচিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় তাঁতীদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিতান্ত পুরানো। প্রয়োজনীয় সূতার জন্য তাহাদিগকে বাহিরের ও অন্যান্য প্রদেশের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। যে সূতা আমদানী হয়, বণ্টন ব্যবস্থার নানারূপ ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য তাহা ন্যায্য পরিমাণে তন্তুবায়দের হাতে গিয়া পৌছেনা। যাহা পৌছে তাহার দামও অত্যধিক চড়া। তাহা ছাড়া এপ্রদেশের তন্তুবায়দের উৎপন্ন বস্ত্র ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের কোন সুবন্দোবস্তও নাই। উহাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া কাপড় ব্যবসায়ীরা অনেক সময়ে উহাদিগকে ন্যায্য মূল্য সম্পর্কে বঞ্চিত করিয়া থাকে। সমবায় নীতিতে বাঙ্গলার তন্তুবায়দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারিলে এই শ্রেণীর অব্যবস্থা ও গলদের অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে। মাদ্রাজ প্রদেশের অনুকরণে এপ্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় তন্তুবায় সমিতি গড়িয়া তোলার দিকে অচিরে বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

রেলশ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে মৌলানা আজাদ

রেলশ্রমিকদের ছাঁটাই-সমস্যা এবং মজুরী সমস্যা লইয়া যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি এবং গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহার সমালোচনাও আমরা করিয়াছি। রেলওয়ে বোর্ড ও গবর্ণমেণ্টের জিদের ফলে শেষ পর্য্যন্ত দেশব্যাপী রেল ধর্ম্মঘট সুরু হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ এই বিরাট সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বিবৃতিতে আপোষ-আলোচনার দ্বারা এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার জন্য রেলওয়ে বোর্ডের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। নিখিল ভারত রেলশ্রমিক ফেডারেশন গায়ের জোরে সমস্যা সমাধান করিতে চাহেন নাই। তাঁহারা এডজুডিকেটর বা তদন্ত আদালতের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিতে প্রস্তুত।

এই অবস্থায় রেলওয়ে বোর্ড যদি রেলশ্রমিকদের দাবী অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে এডজুডিকেশন বা তদন্ত আদালতের মারফৎ ইহার মীমাংসা করিতে দিতে তাঁহাদের আপত্তি করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। মৌলানা আজাদ রেলওয়ে বোর্ডকে এই সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতের বৃহত্তম রাজ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতার আবেদনে রেলওয়ে বোর্ড কর্ণপাত করিবেন বলিয়া আশা করি। অসঙ্গত জিদের ফলে সামান্য জিনিষই পরিশেষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। ধর্ম্মঘট হইলে শুধু শ্রমিক বা রেলওয়ে বোর্ডের ক্ষতি হইবে না, সমগ্র জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের শ্রমিকবিরোধী মনোভাব এবং 'প্রেস্টিজ' বা মর্য্যাদা রক্ষার মনোভাব পরিহার করা উচিত।

বাঙ্গলার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধির নিকট বাঙ্গলার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভারত সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সচিব স্যার আর্দ্দেশীর দালাল কয়েকটী উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনায় ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে যে আর্থিক বৎসর সুরু হইবে সেই বৎসর হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে। উহার মধ্যে দশ কোটি টাকার একটী পরিকল্পনা ভারত সরকার বর্ত্তমানে বিবেচনা করিতেছেন। স্যার আর্দ্দেশীর দালালের মতে বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনার প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি প্রভৃতির জন্য কতদিনে কি পরিমাণ কাজ করা হইবে তাহা স্থির করা হয় নাই। কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য না লইয়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করা অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয়। বাঙ্গলা সরকার এখনও যে তাঁহাদের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন না ইহাই স্যার আর্দ্দেশীরের সমালোচনায় বুঝা যায়।

শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন। ইহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্যার আর্দ্দেশীর বলিয়াছেন যে, সেচের ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কৃষি-শিল্পের প্রসারের দিকেই প্রথম নজর দেওয়া উচিত, কারণ এইগুলির দ্বারাই অর্থ সৃষ্টি হইবে। স্যার আর্দ্দেশীর এই মন্তব্য করিয়া বাঙ্গলার স্বাস্থ্যহীনতা ও পশ্চাদ্‌গামিতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সক্রিয় সহানুভূতি ও আর্থিক সাহায্য লাভের যোগ্য একথাও তিনি বলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা প্রভৃতি কার্য্যকরী হইলে বাঙ্গলার চেহারা বদ্‌লাইয়া যাইবে, তবে পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করিতে দুই শত কোটি টাকা লাগিতে পারে। বাঙ্গলার পক্ষে এই বিরাট ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নহে। ইহার জন্য স্যার আর্দ্দেশীর সাবধানে হিসাব করিয়া চলিবার জন্য বাঙ্গলা সরকারকে উপদেশ দিয়াছেন। এবিষয়ে আমাদের অভিমত এই যে, বাঙ্গলা দেশ মরিতে বসিয়াছে। এ অবস্থায় রহিয়া সহিয়া ঔষধ খাওয়াইবার চেষ্টা না করিয়া সরাসরি অস্ত্রোপচারের সাহস অবলম্বন করাই শ্রেয়। যাহা করিলে বাঙ্গলা দেশ বাঁচিবে অবিলম্বে তাহাই করা উচিত। বাঙ্গলা দেশ ভারতের বাহিরে নহে, কাজেই বাঙ্গলা মরিলে ভারতের ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই এবং বাঙ্গলা দেশ তাহার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলে এবং কৃষিশিল্পে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলে ভারতের লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। কাজেই

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা।
পে-অফিস ঃ মিরকাদিম ও পাটনা
জেনারেল ম্যানেজার ঃ
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

এক্ষেত্রে ব্যয়ের অঙ্ক মোটা দেখিয়া পিছু না হটিয়া ভারত সরকার যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিলে বাঙ্গলা নবজীবন লাভ করিবে এবং শতগুণে তাহার ঋণ ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হইবে। স্যার আর্দ্দেশীর সেই চেষ্টা করিলেই আমরা সুখী হইব।

স্যার আর্দ্দেশীর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা নৈরাশ্যপূর্ণ। তিনি বলিয়াছেন, সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সারা প্রদেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাঙ্গলা দেশে আগামী কুড়ি বৎসরের মধ্যে প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে না। এ সম্বন্ধে কি করা সম্ভব বা উচিত স্যার আর্দ্দেশীর সে বিষয়ে একটি কথাও বলেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে কোনও প্রস্তাবই উপস্থিত করেন নাই বলিলেই চলে। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার এবং বাঙ্গলা সরকারের ঔদাসীন্যের পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। স্যার আর্দ্দেশীর জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও মেডিক্যাল রিলিফের উপর এবং কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতিবিধানের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের দ্বিমত নাই, কিন্তু শিক্ষার প্রসারের সহিত এইগুলির প্রসার যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, ইহা তিনি ভুলিয়া গেলেন কেন? পুরাপুরি না হইলেও কতটা পরিমাণে উন্নত প্রণালীর প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা সম্ভব, তাহা বাঙ্গলা সরকারের অবিলম্বে স্থির করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

বোম্বাই ডক পুনর্গঠন

১৯৪৪ সালে বোম্বাই ডকে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর ডকগুলিকে আধুনিকভাবে নূতন করিয়া নির্ম্মাণের জন্য পোর্টট্রাষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ পরিকল্পনা স্থির করিতেছিলেন। বর্ত্তমানে এই পরিকল্পনাটি মোটামুটিভাবে খাড়া করা গিয়াছে। এই পুনর্গঠন কার্য্য সাড়ে আট বৎসর ধরিয়া চলিবে এবং উহাতে খরচ পড়িবে আড়াই কোটি টাকা। পুনর্গঠিত ডকে বড় বড় জাহাজ থাকিতে পারিবে, দ্রুত মাল খালাস ও বোঝাই করার উপযোগী ব্যবস্থা সহ আধুনিক গুদামসমূহ নির্ম্মিত হইবে এবং সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের ফলে যে বিপদ দেখা দেয় তাহা দূরীভূত হইবে।

বোম্বাইয়ের বন্দর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। এতদিনে ইহার উন্নতিবিধানের দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। তবে আরও দ্রুত ডকসমূহ পুনর্গঠনের ব্যবস্থা কেন করা যাইবে না, ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এই প্রসঙ্গে আমরা কলিকাতা বন্দরের প্রতি কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বোম্বাই ও কলিকাতা বন্দরের সমস্যা এক নহে, তথাপি কলিকাতা বন্দরেরও নিজস্ব বহু সমস্যা আছে। যুদ্ধোত্তর যুগে কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল সমস্যা সমাধানে মনোযোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

সোভিয়েটের কয়লা উৎপাদন পরিকল্পনা

দশ হইতে পনর বৎসরের মধ্যে জার্ম্মানীর বিখ্যাত কয়লা উৎপাদন কেন্দ্র রুরকে পিছনে ফেলিয়া দক্ষিণ রুশিয়ার ম্যাডজিকিসিনকে ইউরোপের বৃহত্তম কয়লা উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করিবার জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উক্ত অঞ্চলে প্রাগ্-যুদ্ধ উৎপাদনের প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হয়। জার্ম্মানরা কয়লা খনিগুলিকে নির্ম্মমভাবে ধ্বংস করার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু পুনরুদ্ধার কার্য্য এত দ্রুত চলিতেছে যে, ১৯৪৭ সালের মধ্যেই প্রাগ্-যুদ্ধ কালের অনুরূপ পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইবে।

সোভিয়েট ভয়াবহ যুদ্ধের পরও এত দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, আর আমাদের দেশে কার্য্যতঃ কোন যুদ্ধ হয় নাই এবং কোনও কয়লার খনিও কেহ ধ্বংস করে নাই, তথাপি কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট হিমসিম খাইয়া যাইতেছেন। হতভাগ্য দেশবাসী দেড় টাকা হইতে দুই টাকা দরে কয়লা কিনিয়া ভাবিতেছে, বাঁচিয়া গেলাম; কারণ না পাইলেইবা কি করা যাইত।

বৃটেন ও শ্যামের মধ্যে সন্ধি

সম্প্রতি বৃটেন ও শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডের মধ্যে এক সন্ধি হইয়াছে—শ্যাম জাপানের সহিত যোগ দিয়াছিল, কাজেই খেসারতস্বরূপ তাহাকে অনেক কিছু দিতে হইবে।

সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী ক্ষতিপূরণের অংশস্বরূপ শ্যামকে যতশীঘ্র সম্ভব তাহার উদ্বৃত্ত চাউল ছাড়িয়া দিতে হইবে। বৃটেন শ্যামের নিকট হইতে এইভাবে যে চাউল লইবে তাহার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ হইবে ১৫ লক্ষ টন। আগামী ২১ মাসের মধ্যে শ্যামের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্য যে চাউল দরকার হইবে তদতিরিক্ত সমস্ত চাউল বৃটেনের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে মালয়, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশগুলিতে যে চাউলের অভাব চলিতেছে, এই ব্যবস্থায় তাহার কতকটা সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। শ্যামের উদ্বৃত্ত চাউলও নষ্ট না হইয়া কাজে লাগিবে এবং শ্যামের কৃষকদের সুবিধাও হইবে। অবশ্য, প্রকৃতপক্ষে শ্যামের বাড়তি চাউল কি পরিমাণ আছে আমরা জানি না। এক জায়গার অভাব মিটাইতে গিয়া আর এক জায়গায় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় নহে।

সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী শ্যামের চাউল, টিন, রবার ও সেগুন কাঠের ব্যবসায় কার্য্যতঃ ইঙ্গ-মার্কিন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

ধানভানার উন্নততর পদ্ধতি

চাউলের শতকরা ৯০ ভাগ ভিটামিন বজায় রাখিয়া ধানভানার নূতন উপায় বাঙ্গালোরস্থিত ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষৎ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে ধান ভানিতে প্রতি দুই শত সের ধান্যে এক টাকা ব্যয় পড়িবে।

বর্ত্তমানে কলে-ছাঁটা চাউল ভিটামিন-বর্জ্জিত বলিয়া পুষ্টির অভাব হয় এবং বেরী বেরী রোগ প্রসারে সহায়তা করে বলিয়া চিকিৎসকরা মনে করেন; কাজেই এই নূতন পদ্ধতিতে ধানভানার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অবিলম্বে বিজ্ঞান পরিষৎ তাঁহাদের আবিষ্কৃত নূতন পদ্ধতি জনসাধারণের মধ্যে চালু করিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত
মোহিনী মিলস্ লিঃ
এই মিলের
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।
১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) — ২নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)
ম্যানেজিং এজেণ্টস্:—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত:—১৯২১ টেলিগ্রাম:—বার্টার
হেড অফিস:—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা
ফোন সাউথ—২০০
কলিকাতা প্রধান শাখা—পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট। ফোন: কলি ৪১৭৩
অন্যান্য শাখা অফিস
কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)
বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।
বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা।
যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।
শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।
সেক্রেটারী— মিঃ টি মজুমদার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে গুহ

ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ

ভারত সরকারের বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এল এস বৈদ্যনাথন তাঁহার ১৯৪৫ সালের বার্ষিক রিপোর্টে অন্যান্য বিষয় আলোচনার সঙ্গে এদেশীয় বীমা ব্যবসায়ের বর্ত্তমান সমস্যা ও ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য করিয়াছেন। গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের 'আর্থিক জগতে' উক্ত রিপোর্ট হইতে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের ১৯৪৪ সালের কার্য্যধারা আমরা মোটামুটিভাবে বর্ণনা করিয়াছি। ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের বর্ত্তমান সমস্যা ও ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কতকগুলি মন্তব্য ও নির্দ্দেশ বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিব।

যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া পরে গত কয় বৎসরে তাহা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ ৪২ কোটি টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল গত ১৯৪৪ সালে উহারা সেই স্থলে ৯৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। যুদ্ধের সময় নূতন কাজের দিক দিয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের এই উন্নতি অভাবনীয়ই বলা চলে। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় এখন প্রধান প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে এই উন্নতি ভবিষ্যতেও বজায় থাকিবে কি না। বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টে সে প্রশ্ন নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময়ে দেশে ইনফ্লেশনের সৃষ্টি হওয়ায় লোকের হাতে বেশী অর্থাগম হইয়াছিল, বহু বেকারের কাজ জুটিয়াছিল, শিল্পকারখানার লাভের সুযোগ বাড়িয়াছিল। বর্দ্ধিত বেতন ও মাগ্‌গি ভাতার ফলে শ্রমিক ও কেরানীদের মাথাপিছু আয় সম্প্রসারিত হইয়াছিল। ফলে দেশের লোকদের ভিতর বীমাপত্র বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধাও বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। সঙ্গতিপন্ন লোকেরা অন্য দিকে অর্থ দাদনের সুবিধা না দেখিয়া বীমা পলিসিতে বেশী করিয়া তাহাদের সঞ্চিত টাকা নিয়োগ করিয়াছিল। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় লোকের হাতে অর্থাগমের পথ আবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। দেশে নূতন করিয়া বেকার সমস্যার চাপ বৃদ্ধি পাইবে। যুদ্ধোত্তর যুগের সেই মন্দায় ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ আবার হ্রাস পাইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। তবে বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় আশা করিতেছেন যে, এই প্রতিকূল অবস্থা একটা সাময়িক অবসাদ হিসাবেই দেখা দিবে। উহা বীমা ব্যবসায়ের কোন স্থায়ী অবনতি সূচিত করিবে না। একটা বড় রকম যুদ্ধের পরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই কিছুটা মন্দার ভাব সৃষ্টি হইয়া থাকে। তবে সেই মন্দা কাটিয়া গিয়া ভবিষ্যতে আবার ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয় না। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতে বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ কমিয়া পরে আবার তাহা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল; এবার অবস্থার গতি আরও সন্তোষজনক হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। যুদ্ধের বিপর্য্যয়ের মধ্যেও বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট এবার যুদ্ধোত্তর যুগের জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিয়াছেন; কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টও কতকগুলি স্কীম ইতিমধ্যে প্রস্তুত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ অধমর্ণ দেশ হইতে উত্তমর্ণ দেশের স্তরে উন্নীত হইয়াছে। বাহিরের দেনা ও তাহার সুদ প্রদানের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় এদেশের জাতীয় আয় দিয়া উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী শীঘ্রই ব্যাপক জাতি গঠনমূলক কাজ সুরু করা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। যদি এই আশা পরিপূরিত হয় তবে ভারতের লোকদের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধিত হইয়া তাহাদের ভিতর বীমা পলিসি বিক্রয়ের সুযোগও খুব বাড়িবার কথা। জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশের তুলনায় ভারতে মাথাপিছু জীবনবীমার প্রচলন এখনও খুব সামান্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় লোকের মাথাপিছু বীমার পরিমাণ যথাক্রমে ১ হাজার ডলার (৩,৩৩০ টাকা) ও ৭০০ ডলার (২,৩৩০ টাকা)। কিন্তু ভারত বর্ষে তাহা মাত্র ১০৲ টাকা। এদেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জীবনবীমার প্রচলন বাড়াইবার যে কতদূর সুযোগ-সম্ভাবনা রহিয়াছে উহা হইতে তাহা ভালরূপই বুঝা যাইতেছে। সে কথা বিবেচনা করিয়া বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভবিষ্যতে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কে একটা আশা ও ভরসার ভাব পোষণ করিতেছেন। তাঁহার এই আশা আমরা খুব যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। ভারতের যেসব কোম্পানী পরিচালক যুদ্ধোত্তর যুগে একটা বড় রকম মন্দার আশঙ্কা করিতেছেন, বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঐসব মন্তব্যে তাঁহারা অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করিবেন সন্দেহ নাই।

তবে নূতন কাজের দিক দিয়া ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে অনেকটা আশান্বিত হইলেও বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের আয় হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধির গতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ আর্থিক সঙ্গতি সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। এদেশের কোম্পানীসমূহ তাহাদের তহবিল নিয়োগ করিয়া ১৯৩৮ সালে গড়ে শতকরা ৫.১৫ ভাগ সুদ পাইয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে নানা শ্রেণীর সিকিউরিটি, বিশেষ করিয়া সরকারী সিকিউরিটি হইতে আদায়ী সুদের হার হ্রাস পাওয়ায় বীমা কোম্পানীসমূহের আয় ঐদিক দিয়া খুবই হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪২ সালে বীমা তহবিলের আদায়ী সুদ শতকরা ৩'৯৪ ভাগে নামিয়াছিল। ১৯৪৩ সালে তাহা শতকরা ৩.৮৮ ভাগে পরিণত হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে আরও কিছুদূর হ্রাস পাইয়া তাহা শতকরা মাত্র ৩.৬৪ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। একদিকে প্রাপ্তব্য সুদের হার নিম্ন অপরদিকে গবর্ণমেণ্ট আবার যুদ্ধের সময়ে বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে চড়া হারে কর আদায় করিতেছেন। ফলে বীমা প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে আজ গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। কম আয় নিয়া কিভাবে বীমার দায় মিটানো যাইবে সে দুর্ভাবনা আজ অনেক কোম্পানীকেই পাইয়া বসিয়াছে।

জীবনবীমার সহিত জনকল্যাণ ও সমাজ সেবার নিকট সংযোগ রহিয়াছে। সেকারণে অনেক দেশে জীবনবীমা কোম্পানীসমূহকে উচ্চ ট্যাক্স হইতে রেহাই দেওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু ভারতে সে নিয়ম বিশেষ কিছু রক্ষিত হইতেছে না। অনেক পীড়াপীড়িতে গবর্ণমেণ্ট বীমা কোম্পানীর দেয় ট্যাক্সের পরিমাণ টাকায় সর্ব্বোচ্চ ।/৩ পাই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কিন্তু এই হার অত্যধিক চড়া বলিয়াই সকলে মনে করিতেছে। একদিকে দাদনী তহবিলের আদায়ী সুদের হার কম, তাহার উপর এইরূপ চড়া হারে ট্যাক্স দিতে গিয়া ভারতের জীবনবীমা কোম্পানীগুলির আর্থিক ভিত্তি দুর্ব্বল

হিন্দুস্থান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :- ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
শাখা
গৌহাটি, তেজপুর, নলবাড়ী, মাজবাট, বর্দ্ধমান, জামসেদপুর, বহুবাজার।
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জে, কে চৌধুরী এম,এ, ডিপিপাল বিদ্যাসাগর কলেজ—
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এস, কে চক্রবর্ত্তী বি,এ,

স্টেণ্ডার্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।
কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা প্রাপ্ত।
আমাদের
"পেন্‌সন্ সার্টিফিকেটে"
৫,০০০৲ টাকা জমা দিলে
১০,০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।
পত্র লিখিলেই বিস্তারিত জানান হয়।
বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ২১টি শাখা দ্বারা জাতির সেবায় নিযুক্ত
অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ড পাইয়াছেন।

১৯৪২ সনে	শতকরা	৫৲
১৯৪৩ সনে	,,	৫৲
১৯৪৪ সনে	,,	৭॥০

আর, রায়,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

—ঘোষণা—

দি আসাম টি কোম্পানী লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত)

অনুমোদিত মূলধন— ৮,00,000৲ (আট লক্ষ টাকা)
বিক্রয়ার্থ মূলধন— ৫,00,000৲ (পাঁচ লক্ষ টাকা)

নিম্নোক্তরূপে বিভক্ত

প্রত্যেকটি ১০৲ মূল্যের ৩০ হাজার অর্ডিনারী শেয়ার ও প্রত্যেকটি ১০০৲ মূল্যের শতকরা বার্ষিক ৬৲ সুদের আয়করমুক্ত শেয়ারের সমমূল্যে পরিশোধযোগ্য (Redeemable at par) ২000 দুই হাজার কিম্যুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার।

ম্যানেজিং এজেন্টস্, ডিরেক্টরস্ ও তাঁহাদের বন্ধুবর্গ শতকরা ৫০টি প্রেফারেন্স শেয়ার ও শতকরা ৫০টি অর্ডিনারী শেয়ার নিজেরাই কিনিয়া লইবেন সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের কমিটির নিকট শেয়ার বাজারে এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়বিক্রয় করিবার অনুমতি চাহিয়া আবেদন করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি অর্ডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য আবেদনের সহিত যথাক্রমে ৫৲ ও ৫০৲ এবং শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে বাকী টাকা দিতে হইবে। ১৯৪৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী অথবা ডিরেক্টরগণ ইচ্ছা করিলে তৎপূর্ব্বে যে কোন দিন শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

ব্যাঙ্কার্স ঃ

মেসার্স কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ—
কলিকাতা ও শাখাসমূহ।

মেসার্স সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ—
কলিকাতা ও শাখাসমূহ।

মেসার্স বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ—
কলিকাতা ও শাখাসমূহ।

অডিটর্স ঃ

মেসার্স এইচ্ সি, দাস এণ্ড কোং—
আর, এ, (ইন্‌করপোরেটেড একাউণ্টাণ্টস্)
১।১, ভ্যান্সিটার্ট রো, কলিকাতা।

সলিসিটর্স ঃ

মেসার্স দত্ত এণ্ড সেন—
টেম্পল চেম্বার্স, কলিকাতা
ও
মিঃ এস এন সেন, বি-এল;
৯, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ

মেসার্স এরিয়ান প্লাণ্টার্স এজেন্সি—
টি প্লাণ্টার্স, ব্যাঙ্কার্স এণ্ড মার্চেণ্টস্।
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অনুষ্ঠানপত্র

চায়ের আবাদ, উৎপাদন, ব্যবসায় এবং সিলেটের হিংগাজিয়া চা বাগানটীর মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লইবার জন্য এবং কোম্পানীর অনুষ্ঠানপত্রোক্ত কার্য্যাদি পরিচালনের উদ্দেশ্যে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ২৪৪৪'৮০ একর ভূমি এবং মূল্যবান বনসম্পদ, আবাদের সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং ইমারতাদিসহ উক্ত হিংগাজিয়া চা-বাগান ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত বাগানের স্বত্বাধিকারী গ্রেট ব্রিটেনের মেসার্স চরগোলা টি এসোসিয়েশন্ লিঃ এর এজেণ্ট মেসার্স জেমস্ ফিন্‌লে এণ্ড কোং এবং ১২ নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতার মেসার্স এরিয়ান প্লাণ্টার্স এজেন্সির সহিত কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। বনসম্পদ, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি সহ উক্ত সম্পত্তির সাকুল্য মূল্য আট লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। নিম্নে উহার বর্ণনা দেওয়া গেল। উল্লেখ করা যায় যে, মেসার্স এরিয়ান প্লাণ্টার্স এজেন্সি কোন প্রকার লাভ বা দালালি না লইয়া উক্ত সম্পত্তির সমস্ত স্বত্ব-সুবিধা কোম্পানীকে ফিরাইয়া দিবেন স্থির হইয়াছে।

রেজিষ্ট্রেশান্ ফি, ষ্ট্যাম্পের মূল্য, সলিসিটর্সের রাহাখরচ এবং দলিল ক্রয়ের জন্য দালালির খরচ কোম্পানীর তহবিল হইতে দেওয়া হইবে।

বাগানের অবস্থান এবং জমির পরিমাণ ঃ—

রেলওয়ে ষ্টেশন ও ষ্টিমার ষ্টেশন্ কুলাউরা ও ফেঁচুগঞ্জ মাত্র যথাক্রমে ৬ ও ১২ মাইল দূরে। সমস্ত মাল ষ্টিমারে পাঠান হয় এবং তাহাতে ভাড়া অনেক কম পড়ে।

মোট জমির পরিমাণ	...	২৪৪৪'৮০ একর
চা উৎপন্ন হইতেছে	...	৬৯৪'২৫ একর
ক্ষেত জমি	... ...	৩২২'২৫ একর
চা চাষের উপযোগী	...	৬০৮'৬২ একর
১৯৪৫ সালে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ		৩০০০ মণ
১৯৪৬ সালের উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ	...	৩৫০০ মণ
মোট বিক্রয় (গ্রিণ টি ইণ্টারনাল কনসাম্পসান) প্রতি পাউণ্ড ১৲ হিঃ	...	২,৮০,০০০৲
১৯৪৬ সালের কার্য্যপরিচালনের অনুমিত ব্যয়	...	৮০,০০০৲
প্রেফারেন্স শেয়ারের সুদ	...	১২,০০০৲
অন্যান্য ব্যয়	... ...	১০,০০০৲
চা বিক্রয় হইতে সম্ভাব্য আয়	...	১,৭৮,০০০৲
বন-সম্পদ ও ধান্য হইতে সম্ভাব্য আয়		৫,০০০৲
মোট শ্রমিকের সংখ্যা	...	৬৬৫
মোট জনসংখ্যা	... ...	১৩০০
গভর্ণমেণ্টকে দেয় রেভিনিউ বাৎসরিক	... ...	৪৮৮০৲

ইমারতাদি

ম্যানেজারের বাংলো—১০০´ × ৬০´, আয়রণ কলাম, ব্রিক ওয়াল, থ্যাচ রুফ।

ফ্যাক্টরী—১৫০´ × ৬০´, আয়রণ কলাম, ব্রিক ওয়াল, সি, আই, রুফ।

এঞ্জিন, ফায়ারিং ও ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস—১২২´×৩৬´, আয়রণ কলাম, উডেন সুপার ষ্ট্রাকচার, সি, আই, রুফ্।

ব্যাটারি এ্যাক্সেসোরিজ ষ্টোর রুম : ১৪´×১২½´, ব্রিক ওয়াল, উড্ ও ইটালিয়েট রুফ্।

ব্যাটারি হাউস—২৪½´×১৬½´, ব্রিক ওয়াল, উডেন সুপার ষ্ট্রাকচার, সি, আই, রুফ।

উইদারিং হাউস—উডেন ফ্রেম, সি, আই, রুফের আয়রণ কলাম (ব্রিক ওয়ার্ক)।

১টী ... ... ১৫০´×৩২´

ব্রিক কলাম, উডেন ফ্রেম সি, আই, রুফের একটী ১৫০´×৩২´

ব্রিক কলাম. আয়রণ ফ্রেম ওয়ার্ক; সি, আই রুফের একটী ... ... ১৫০´×৩২´

ব্রিক কলাম, উডেন ফ্রেম, সি, আই রুফের একটী ... ... ১৫০´×৩০´

অল আয়রণ, উডেন ফ্লোর, সি, আই, রুফের একটী ... ... ১২৪´×৩৬´

ফার্মেন্টিং হাউস (একাংশ গুদাম) আয়রণ এণ্ড ব্রিক ফ্রেম, উডেন ফ্লোর ... ... ১৫০´×৪০´

হসপিট্যাল বিল্ডিং ... ... ৭৫´×৫০´ (আয়রণ কলাম, ব্রিক ওয়াল, সি, আই, রুফ)

অফিস বিল্ডিং—৩৬´×২৬´, আয়রণ কলাম, ব্রিক ওয়াল, সি, আই, রুফ।

৩টী গুদাম ঘর—১৪´×১১´, ২২´×১৫½´, ১২২´×৩০´, আয়রণ ও উডেন ফ্রেম, সি, আই রুফ্।

দুইটী গ্যারেজ—৩২´×১৮´, ২১½´×১৩½´, উডেন ফ্রেম, ব্রিক ওয়াল, সি, আই, রুফ।

৩টী ম্যানিওব শেড—ব্রিক আয়রণ কলাম, সি, আই, রুফ।

কর্ম্মচারীদেব কোয়ার্টার্স ১৪টি—২টী অর্দ্ধেক পাকা এবং বাকীগুলি কাঁচা।

কুলি কোয়ার্টার্স—২০৬টী—৬টী পাকা ও বাকীগুলি কাঁচা।

যন্ত্রপাতি

৩টী ক্রস বি অয়েল এঞ্জিন ... ৮৫ এইচ্ পি
৬০ " "
৪ " "

প্যারাফিন এঞ্জিন

ক্রুড অয়েল এঞ্জিন (রুস্তম এ্যাণ্ড হর্ণবি) ১০ বি পি এইচ্।

জ্যাকসনস রোলিং টেবল ... ৪টী

৩টী ড্রাইং মেসিন ... ভিক্টোরিয়া ১টী
সিরোক্কো ডানি ড্রাফট ১টী
এম্পায়ার (৪ ফিট) ১টী

৪টী কাটিং মেসিন—জ্যাকসনস্ ক্লিপ এ্যাকসান ১টী
রিডস্.....১টী
স্যাভেজ কাটার ও বেট ম্যানস ষ্টক এক্সট্রাকটর

চফ কাটার ... ১টী

সর্টার্স—২টি ... ১টী মুয়ের ১টী ম্যাকডোনাল্ডস্ ডিফ্লেক্টর ফ্যানার।

জি ই সি ইলেকট্রিক ইনসটলেশন...ডায়নামো সুইচ বোর্ড ফিটিং সহ।

ক্লোরাইড ইলেকট্রিক্যাল ষ্টোরেজ

কোম্পানীর ৬০ সেলের ৪ টাইপ

এ এল জি ব্যাটারি (১৯৪৪ সালে রিপ্লেটেড)

মার্শাল গ্রিণ টি পলিশিং মেসিন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—

অনুষ্ঠানপত্রে কলিকাতার মেসার্স এরিয়ান প্লাণ্টার্স এজেন্সি (ব্যাঙ্কার্স, মার্চেণ্টস্ ও টি প্লাণ্টার্স) কে ২০ বৎসরের জন্য কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ নিযুক্ত করা হইয়াছে। পারিশ্রমিক বাবদ এই ম্যানেজিং এজেণ্টস্ প্রতি মাসে ৫০০৲ টাকা করিয়া পাইবেন, এতদ্ব্যতীত উক্ত এজেন্সি কোম্পানীর নীট্ লাভের পুরাপুরি শতকরা ১০ ভাগ কমিশন বাবদ পাইবেন।

কোম্পানীর অন্যতম ডাইরেক্টর মিঃ এস, চ্যাটার্জ্জি মেসার্স এরিয়ান প্লাণ্টার্স এজেন্সির একমাত্র স্বত্বাধিকারী।

শেয়ারের জন্য আবেদন

এতৎসহ সংশ্লিষ্ট ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে এবং এই আবেদনপত্র কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স এরিয়ান প্লাণ্টার্স এজেন্সির ১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতাস্থ কার্য্যালয়ে অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারদের নিকট পাঠাইতে হইবে।

যদি আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য না হয় তবে আবেদনের সহিত প্রেরিত টাকা সম্পূর্ণ ফেরৎ দেওয়া হইবে। যদি বিলিকৃত শেয়ারের সংখ্যা আবেদনে উল্লিখিত সংখ্যার কম হয় তবে মঞ্জুরীকৃত শেয়ারের ডিপোজিট বাদে উদ্বৃত্ত টাকা বিলি বাবদ আদায় দেওয়া হইবে।

বিলিকৃত শেয়ারের বাবদ দেয় টাকার কোন কিস্তি খেলাপ হইলে পূর্ব্বের প্রদত্ত সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ বা ব্যাঙ্কারদের যে কোন অফিস হইতে শেয়ারের জন্য আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে।

শেয়ার ক্রয়ের আবেদন ফরম্

দি আসাম টি কোং লিঃ এর

ডাইরেক্টরগণ সমীপেষু

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি/আমরা উপরোক্ত কোম্পানীর প্রতিটী.....টাকার.....শেয়ার আমার/আমাদের নামে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। কোম্পানীর স্মারকলিপি ও অনুষ্ঠানপত্রোক্ত (Memorandum & Articles of Association) সর্ত্তানুযায়ী উপরোক্ত সংখ্যক অথবা তদপেক্ষা কম যে কোন সংখ্যক শেয়ার আমার/আমাদের নামে বণ্টন করা হইলে আমি/আমরা তাহা গ্রহণে সম্মত আছি। আমি/আমরা অত্র সহ প্রতিটী শেয়ার বাবদ.....জমা হিসাবে মোট.....টাকা চেক্ বা মণি-অর্ডার যোগে পাঠাইলাম। শেয়ার বণ্টনের একমাসের মধ্যে বক্রী টাকা দিতে প্রস্তুত আছি। শেয়ার বণ্টন ব্যবস্থানুসারে আমি/আমরা আমার/আমাদের নাম মেম্বরদের রেজিষ্ট্রি বহির অন্তর্ভুক্ত করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি।

সাধারণ সহি.....

ব্রোকার..... পূর্ণ নাম.....

ঠিকানা.....

.....

পেশা..... তাং.....

হইয়া পড়িতেছে। ভারতীয় বীমা কোম্পানীর সমস্যা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া আসিলেও মিঃ বৈদ্যনাথন সরকারী ট্যাক্সের এই জুলুম সম্পর্কে এতদিন কোন প্রতিবাদ করেন নাই। এবার তিনি সে বিষয়ে একটা ব্যতিক্রম দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এদেশে যে হারে বীমা কোম্পানীর উপর ট্যাক্স বসানো হইয়াছে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা বিবেচনায় তাহা খুবই চড়া হইয়াছে। নানা দিক দিয়া আয় কমিয়া যাওয়ায় ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ আজ যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে উহাদের সমস্যা বিবেচনা করিয়া ট্যাক্সভার হইতে উহাদিগকে বেশী পরিমাণে রেহাই দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। আমরা তাঁহার এই মন্তব্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

তবে বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিয়াছেন, ট্যাক্সভার সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর যুগে কতকটা রেহাই পাওয়ার আশা থাকিলেও সুদের হার হ্রাস পাওয়ার জন্য বীমা কোম্পানীসমূহের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা ভবিষ্যতে নিবারিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সকল দেশেই আজ সস্তা টাকার যুগ প্রচলিত হইয়াছে। ভারতে যুদ্ধের সময়ে বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা সুদ দেওয়ার সর্ত্তে সরকারী ঋণপত্র বিক্রীত হইয়াছিল। সম্প্রতি শতকরা ২॥০ টাকা সুদে ঋণপত্র বিক্রয় হইতেছে। অবস্থার গতি যে কোন্ দিকে উহাতে তাহা ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে। কাজেই বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভারতীয় কোম্পানীসমূহকে তাহাদের আয় ঐ অনুপাতে কম করিয়া ধরিয়া তাহার ভিত্তিতেই নূতন করিয়া প্রিমিয়াম হার বৃদ্ধির নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

বীমা কোম্পানীসমূহের আদায়ী সুদের হার যেভাবে হ্রাস পাইতেছে তাহাতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মতে এদেশে বীমা পলিসির প্রিমিয়াম হার বৃদ্ধি সম্পর্কে একটা পুনর্বিবেচনা আজ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে অসুবিধার কথা হইতেছে এই যে, ভারতের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। বীমা পলিসি বাবদ দেয় চাঁদার হার বেশী হইলে তাহাদের অনেকের পক্ষে বীমার সুযোগ গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাহাতে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের উন্নতির পথ রুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য বীমা ব্যবসায়ের কল্যাণ দেখিতে হইলে কোম্পানীসমূহের আদায়ী সুদের হার কম করিয়া ধরা হইলেও যাহাতে পলিসির প্রিমিয়াম তেমন কিছু বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে কোম্পানীসমূহকে যত্নপর হইতে হইবে। এই দুই দিক দিয়া কিভাবে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার রিপোর্টে তাহা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বোনাস প্রদান সম্পর্কে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের অতিরিক্ত ঝোঁকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব্বে যে অবস্থাই থাকুক না কেন ক্রমিক আয় হ্রাসের ভিতর এক্ষণে বেশী হারে পলিসির উপর বোনাস দিতে যাওয়া বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে খুবই অনুচিত। এদেশের যাহারা বীমাকারী বেশী বোনাসের সুযোগ দেখিয়া কোম্পানীর পলিসি ক্রয়ের ঝোঁক তাহাদিগকেও পরিহার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় বর্ত্তমান অবস্থায় কোম্পানীসমূহের কার্য্য পরিচালনা ব্যয় হ্রাসের কথা তুলিয়াছেন। ভারতের জীবন-বীমা কোম্পানীসমূহ গত ১৯৪২ সালে তাহাদের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৬·৭ ভাগ কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় করিয়াছিল। সেই ব্যয়ের হার ক্রমে বাড়িয়া ১৯৪৪ সালে শতকরা ৩১.২ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। অথচ এদেশে যে সব বিদেশী কোম্পানী জীবনবীমার ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে কার্য্য পরিচালনা বাবদ তাহাদের ব্যয় প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ১৮·৬ ভাগের বেশী নহে। সুদ বাবদ আয় যেখানে দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে সেখানে এই ভাবে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলির কার্য্য পরিচালনা ব্যয় বাড়িয়া চলিলে উহাদের আর্থিক সঙ্গতি রক্ষা করা ভবিষ্যতে খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাই এখন হইতে কোম্পানীসমূহকে তাহাদের খরচপত্রের হার যথাসম্ভব হ্রাস করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আজিকার দিনে কতিপয় ধরণের বর্দ্ধিত খরচপত্রের দায়িত্ব বহন করিয়াও ভারতীয় কোম্পানীসমূহ কি ভাবে মোট ব্যয়ের হার হ্রাস করিতে পারে, বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার রিপোর্টে সে বিষয়ে কার্য্যকরী নির্দ্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক পলিসির জন্য ডাক্তারী পরীক্ষার রেওয়াজ থাকায় ঐ বাবদ বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথেষ্ট টাকা খরচ করিতে হইতেছে। কিন্তু সকল পলিসির ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা গ্রহণের তেমন কোন আবশ্যকতা ও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। মিঃ বৈদ্যনাথন্ তাঁহার গত বৎসরের রিপোর্টে ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, পলিসি গ্রাহকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ডাক্তারের রিপোর্ট এক বৎসরের বেশী সময়ের জন্য নির্ভরযোগ্য নহে। কাজেই ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহ যদি ৩৫ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক লোকদের সম্পর্কে ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়াই ১ হাজার টাকার ও ২ হাজার টাকার পলিসি বাহির করে তবে বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মতে তাহাতে তাহাদের বিশেষ কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। পলিসি প্রদানের সময়ে বীমাকারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে ও পারিবারিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হইলেই এ বিষয়ে কাজ চলিতে পারে।

বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার গত ১৯৪৪ সালের বার্ষিক রিপোর্টে ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহকে দাদনী তহবিলের আদায়ী সুদের হার শতকরা ৩ টাকা ধরিয়া সেভাবে নূতন করিয়া প্রিমিয়াম নির্দ্ধারণ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। বীমা কোম্পানীসমূহের আয় আরও কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা করিয়া তিনি তাঁহার বর্ত্তমান (১৯৪৫) রিপোর্টে আদায়ী সুদ শতকরা ৩ টাকারও কম ধরিয়া সেভাবে তাহাদিগকে প্রিমিয়াম স্থির করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ আমাদের নিকট অত্যধিক গোঁড়া নীতির পরিচায়ক বলিয়াই মনে হইয়াছে। একথা সত্য যে, ভারতবর্ষে সরকারী সিকিউরিটির উপর প্রদেয় সুদের হার ভবিষ্যতে শতকরা তিন টাকার নিম্নে দাঁড়াইবার সম্ভাবনা আছে। আর নূতন বীমা-আইন অনুসারে এই শ্রেণীর সিকিউরিটিতে বীমা তহবিলের একটা অংশ দাদন করা কোম্পানীসমূহের পক্ষে বাধ্যতামূলক হওয়ায় উহাতে তাহাদের আয়ও ভবিষ্যতে ঐ অনুপাতে পড়িয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু বীমা তহবিলের কতকাংশ শিল্প-ব্যবসায়, জমী-বাড়ী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দাদনের স্বাধীনতাও কোম্পানী সমূহের রহিয়াছে। এই সব ক্ষেত্রে দাদনী টাকার উপর অধিকতর চড়া হারে সুদ ও লভ্যাংশ পাওয়ার সুযোগ এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। সেই ধরণের সম্ভবপর আয়ের কথা বিবেচনা করিলে শতকরা তিন টাকার চেয়েও কম সুদ বরাদ্দ করিয়া এখন হইতে তাহার ভিত্তিতে চড়া হারে প্রিমিয়াম নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া আমাদের মতে অতিরিক্ত গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতা ছাড়া আর কিছু নহে। তবে বীমা কোম্পানীর আয় পড়িয়া গিয়া ক্রমেই প্রিমিয়াম বৃদ্ধির একটা প্রয়োজনীয়তা তাহাদের সম্মুখে যে দিন দিনই বড় হইয়া দেখা দিতেছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। সেই প্রয়োজনীয়তা যথাসম্ভব কাটাইয়া উঠিবার জন্য বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় কোম্পানীসমূহকে তাহাদের কার্য্য পরিচালনা ব্যয় যথাসম্ভব হ্রাস করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা খুবই ভাল কথা। এ সম্বন্ধে ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়া এক হাজার টাকা ও দুই হাজার টাকার পলিসি বিক্রয়ের প্রস্তাবও আমাদের মতে খুবই যুক্তিসঙ্গত। ভারতের জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের কর্ণধারগণ এইসব সুনির্দ্দেশ আগ্রহভরে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস :—
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪
গ্রাম—যেশখু

শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল,
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
শাখা :—খুলনা।
যশোহর, নড়াইল ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

(৫) ডিম ও মাংস

বাংলার বাহির হইতে কলিকাতায় কোন্ খাদ্য-বস্তু আমদানী হয় না, এই প্রশ্নের উত্তরে একমাত্র ডিমের দৃষ্টান্তই দেওয়া চলে। কলিকাতায় প্রত্যহ যে পরিমাণ হাঁস ও মুরগীর ডিম আমদানী হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গলায় উৎপন্ন। যে সমস্ত মোকাম হইতে কলিকাতায় ডিম চালান হয়, তন্মধ্যে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ত্রিপুরা জেলার দৌলতগঞ্জ, হাজিগঞ্জ, লাকসাম ও চাঁদপুর, নোয়াখালী জেলার ফেণী ও চৌমুহনী, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ, বগুড়া জেলার বগুড়া ও সান্তাহার, মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা, বেলডাঙ্গা, নিমতিতা, ধুলিয়ান, বহরমপুর এবং মালদহ জেলার সাম্‌সী, ও ভগবানগোলাই প্রধান। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ২৪ পরগণা, নদীয়া, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার কয়েকটী মোকাম হইতেও ডিম আমদানী হয়। কিন্তু মোট আমদানীর অর্দ্ধেকেরও বেশী আসিয়া থাকে পূর্ব্ববঙ্গের উল্লিখিত কয়েকটী জেলা হইতে।

বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় দৈনিক গড়ে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ হাঁস ও মুরগীর ডিম আমদানী হইত। যুদ্ধের দরুণ দৈনিক আমদানীর পরিমাণ অর্দ্ধেকেরও বেশী হ্রাস পাইয়াছে। শীতের কয়েক মাসেই ডিমের আমদানী বেশী থাকে। শীতকালে পল্লী অঞ্চলে ডিমের যোগান বেশী এবং রেলে-ষ্টীমারে পচিয়া নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। কলিকাতা সহরে ডিমের পাইকারী ব্যবসায়ে প্রায় বিশজন কমিশন এজেন্ট বা আড়তদার আছে। ইহারা সকলেই বাঙ্গালী। দালালী বা কমিশন গ্রহণ ব্যতীত এই সমস্ত আড়তদার নিজেরাও অনেক সময় বিভিন্ন মোকাম হইতে নগদ টাকায় ডিম ক্রয় করিয়া থাকে। ব্যবসায় চালু রাখিবার উদ্দেশ্যে আড়তদারগণ উৎপাদন কেন্দ্রের বিশ্বস্ত ফড়িয়া বা পাইকারগণকে দাদনও দিয়া থাকে। কলিকাতায় ডিমের ব্যবসায় মোটামুটি লাভজনক হইলেও ইহাতে ক্ষতির আশঙ্কা যে নাই, তাহা নয়। প্যাকিং ভাল না হইলে রেল এবং ষ্টীমারে ডিম ভাঙ্গিয়া নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গ্রীষ্ম এবং বর্ষার কয়েক মাস উত্তাপের দরুণও বহুসংখ্যক ডিম নষ্ট হইয়া যায়।

টাট্‌কা ডিমের যোগান আছে বলিয়া কলিকাতায় ডিমের পাউডার, লিকুইড ডিম প্রভৃতির চাহিদা নাই। ডিম হইতে এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুতের কোন কারখানাও এখানে নাই। ২।১টী কারখানা স্থাপিত হইলে বাঙ্গলার বাহিরে, বিশেষতঃ বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি পশ্চিম ও উত্তর ভারতের কয়েকটী সহরে এই সমস্ত পণ্য রপ্তানী করিয়া অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইত।

মাংস কলিকাতার জনসাধারণের নিত্য আহার্য্য নয়। গরীব এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মাসে একদিনও মাংস জোটে কি না সন্দেহ। ইহা সত্ত্বেও কলিকাতায় প্রতিদিন যে পরিমাণ নানা শ্রেণীর মাংস বিক্রয় হয়, ব্যবসায় এবং মূল্যের দিক দিয়া তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতার জন্য কর্পোরেশনের অধীনে ট্যাংরা, চিৎপুর, হাতীবাগান এবং ল্যান্সডাউন রোডে চারিটী জবাই খানা (Slaughter House) আছে। ৯৪০ সালে এই সমস্ত জবাইখানায় মাংসের জন্য পশুবধের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :—

মহিষ	১৭,৮৬৬
গরু	৬৯,৬৪৫
ভেড়া	১২৬,৪৮৮
খাসি, ছাগল	১৪৬,৬০০
শূকর	১৪,২১২
মোট	৩৭৪,৮১১

কর্পোরেশনের জবাইখানা ব্যতীত বিভিন্ন কসাই দোকানেও প্রতিদিন বহুসংখ্যক খাসি এবং ভেড়া কাটা হইয়া থাকে।

জবাইখানার জন্য গরু ও মহিষ সাধারণতঃ বিহার, সংযুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব হইতে আমদানী হইয়া থাকে। দুগ্ধবতী গাভী এবং মহিষ দুধ দেওয়া বন্ধ করিলে মাংসের জন্য উহাদিগকে মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কলিকাতায় প্রতি বৎসর যে প্রায় ৩ লক্ষ ছাগ ও ভেড়া বধ করা হয় তাহার শতকরা ৮০ ভাগই আসে বিহার প্রদেশের পাটনা, ডুমরাওন, পাকুড়, সাহিবগঞ্জ, বক্সার, মোকামা এবং সংযুক্তপ্রদেশের চুনার ও অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে। বাঙ্গলার যে সমস্ত স্থান হইতে মাংসের জন্য কলিকাতায় খাসি, পাঁঠা আসে তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতা এবং বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া এবং রামপুরহাটের নাম উল্লেখযোগ্য। নারিকেলডাঙ্গায় খাসি, পাঠা, ছাগল ও ভেড়ার একটি পাইকারী বাজার আছে। কসাইদের নিকট আড়তদারী প্রথায় এই সমস্ত খাসি-পাঁঠা বিক্রয় হয়।

যুদ্ধের দরুণ ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগ বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকটী শুষ্ক (Dehydrated) মাংসের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত কারখানা হইতে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন সৈন্যবাহিনীর জন্য মাংস সরবরাহ করা হয়।

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস ও বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ)
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

আসামের সর্ব্বপ্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ

হেড অফিস :—
শিলং
টেলিগ্রাম—BANKASSAM
টেলিফোন—২০ (২ লাইন)

কলিকাতা অফিস :—
৬, ক্লাইভ রো
টেলিগ্রাম—ASSAMBANK
টেলিফোন—কলিঃ ৬৯৪০

—শাখাসমূহ—
বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, নওগাঁ

অনুমোদিত মূলধন— ২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন— ১০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন— ১০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ৫,৬৩,০০০৲ টাকার উপর
(অগ্রিম কলসহ)
রিজার্ভ তহবিল— ৭৫,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,০০,০০,০০০৲ টাকা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ্ ব্যানার্জী

যুদ্ধের পূর্ব্বে একমাত্র শূকরের মাংস ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর মাংস কলিকাতায় আমদানী হইত না। ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, দেনমার্ক, আমেরিকা, হংকং, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইটালী এমন কি চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশ হইতেও কলিকাতায় প্রতি বৎসর ২০০ হইতে ৩০০ টন শূকরের মাংস আমদানী করা হইত। সাধারণতঃ বড বড সাহেবী হোটেলের মালিকগণই শূকরের মাংস আমদানী করে। এই মাংস ঠাণ্ডা গুদামে (Cold store) রাখিয়া অল্প অল্প করিয়া দীর্ঘকাল ব্যবহার করা চলে।

নানাবিধ পশুর মাংস ব্যতীত কলিকাতা সহরে দৈনিক হাঁস, মুরগী, টার্কি, গিনি ফাউল, পায়রা প্রভৃতিও বহুসংখ্যক মাংসের জন্য বধ করা হইয়া থাকে। সহরে প্রতিদিন যে সমস্ত মুরগী কাটা হয় ডিমের ন্যায় তাহার বেশীর ভাগই বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জেলা হইতে আমদানী হইয়া থাকে। ফরিদপুর ময়মনসিংহ, নদীয়া, ত্রিপুরা, পাবনা, নোয়াখালী, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা হইতেই বেশীর ভাগ মুরগী আমদানী হয়। বাঙ্গলার বাহিরে একমাত্র বিহার প্রদেশ হইতেই অল্পসংখ্যক মুরগী কলিকাতায় আসিয়া থাকে। মুরগী ব্যতীত সমস্ত হাঁস, টার্কি, গিনি ফাউল, কবুতর প্রভৃতি প্রধানতঃ সংযুক্ত প্রদেশ হইতে আমদানী হয়। প্রতি বৎসর কি পরিমাণ এই সমস্ত হাঁস, টার্কি প্রভৃতি আমদানী হয় তাহার কোন সঠিক হিসাব নাই। কিন্তু আমদানীকৃত এই সমস্ত পক্ষীর মূল্য বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার কম হইবে না।

যুদ্ধের দরুণ কলিকাতায় ডিম ও মাংসের মূল্য অন্যান্য তাজা খাদ্যসামগ্রীর মূল্যের তুলনায় বেশী বৃদ্ধি হইয়াছে। মাছ, শাকসব্জী প্রভৃতির মূল্য সারা বৎসর একই স্তরে থাকিতে পারে নাই। শীতকালে সামান্য হইলেও মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর ডিম ও মাংস, বিশেষতঃ মাংসের মূল্যে সারা বৎসর বিশেষ ইতর-বিশেষ ঘটে নাই। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর মূল্যও বহুলাংশে হ্রাস পাইবে। কিন্তু মাংসের মূল্য অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে করার হেতু নাই।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা এবং অন্যান্য প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে খাসি, পাঁঠা, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। অনেক অঞ্চলে ২।৩ বৎসরের মধ্যে নূতন উৎপাদনের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি এবং আয় বৃদ্ধির দরুণ জনসাধারণের একটা অংশ আরও কিছুকাল ব্যয়বহুল জীবন যাপন করিয়া অল্পসংখ্যক অবশিষ্ট ছাগকুলও হয়ত ধ্বংস করিবে। ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে কলিকাতায় খাসি, ভেড়া ও শূকর মাংসের খুচরা মূল্য প্রতি পাউণ্ড চার আনা হইতে পাঁচ আনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪৪ সালে তাহা এক টাকার উপর উঠিয়া যায়। ১৯৪৫ সালে মাংসের খুচরা মূল্যের হার পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় গড়ে আরও বৃদ্ধি পায়। কলিকাতায় যে সমস্ত প্রদেশ হইতে ছাগল, খাসি, ভেড়া প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে তথাকার গবর্ণমেণ্টসমূহ যুদ্ধের অজুহাতে ছাগল-ভেড়া রপ্তানী ভারতরক্ষা আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও এই নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখা হইতেছে। এই অবস্থায় আগামী ২।৩ বৎসরকাল মধ্যে কলিকাতায় মাংসের মূল্য বিশেষ হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। ব্যবসায়ীমহলের আলোচনায় প্রকাশ রপ্তানী করার মত বহুসংখ্যক খাসি পাঞ্জাব প্রদেশে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত খাসির মাংস কলিকাতার জনসাধারণ পছন্দ করিবে না বলিয়া কোন ব্যবসায়ী পাঞ্জাব হইতে আমদানী করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে উৎসুক হইতেছে না। পাঞ্জাব হইতে গ্রীষ্মকালে ছাগল-খাসি আমদানী করা লাভজনক না হইতে পারে; কারণ গরমের দরুণ দীর্ঘপথ অতিক্রমকালে বহুসংখ্যক ছাগের প্রাণ নাশ হইতে পারে। আমাদের মনে হয় শীতকালে ২।১ গাড়ী পরীক্ষামূলকভাবে আমদানী করিয়া দেখা বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে কর্ত্তব্য।

কর্পোরেশনের জবাইখানায় যে সমস্ত পশু মাংসের জন্য বধ করা হয় তাহাদের মধ্যে মানুষের পক্ষে অনিষ্টকারী কোন রোগ বর্ত্তমান আছে কি-না তাহা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করার প্রথা আছে। এরূপ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় যে, রোগাক্রান্ত গো-মহিষ এবং খাসি-ভেড়াও অনেক সময় সুস্থতার সার্টিফিকেট পাইয়া থাকে। এই অভিযোগের মূলে কতটুকু সত্যতা আছে, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু এই ব্যাপারে কর্পোরেশন এবং বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

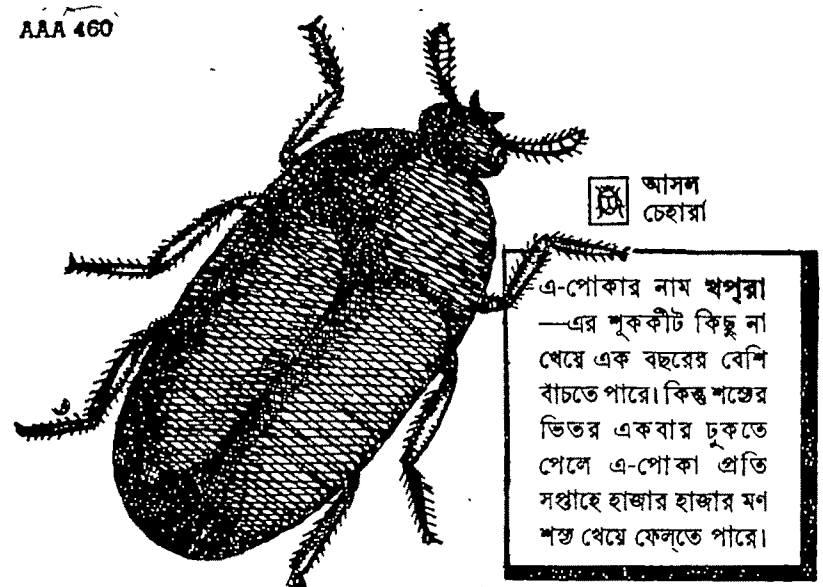

আরো একটা লড়াই জিততে হবে—
এ লড়াই অপচয়ের বিরুদ্ধে

ক্ষয়-ক্ষতি, ইঁদুর আর পোকার জন্য প্রতি বছর ৩০,০০,০০০ টনের বেশি শস্য নষ্ট হয়। তা' দিয়ে ভারতের মোট ৪০ কোটি লোকের মাথা-পিছু রোজ এক পাউণ্ড হিসেবে ১৬ দিনের খোরাক খুবই হ'তে পারে। যে-দেশ খাদ্যবস্তুর দিক্ দিয়ে স্বাবলম্বী নয়, সেখানে এই অপচয় বাস্তবিকই ভয়াবহ! এ-অপচয় রোধ করা যেতে পারে, এবং তা করতেই হ'বে। অথচ এ-কাজ কঠিনও নয়, শুধু যদি আমরা সকলে উপযুক্ত ভাবে গুদামজাত করবার এই সহজ নিয়মগুলি মেনে চলি :—

কী কী করবেন

গুদামজাত করবার আগে সব শস্য পরিষ্কার করবেন ও শুকিয়ে নেবেন।

কেবলমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুদামে শস্য মজুত করবেন: মেঝে ও দেওয়াল ঘষে' সাফ করবেন, দেওয়ালে চুণকাম করবেন এবং গুদামঘর রূপে ব্যবহারের আগে তার দেওয়াল ও মেঝের সব গর্ত ও ভাঙা জায়গাগুলি মেরামত ক'রে নেবেন।

যে-গুদামে জল ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন।

যে-গুদামে ইঁদুর ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন: সিমেণ্ট এবং ভাঙা কাঁচের কুচি দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দেবেন: তারের জাল দিয়ে নর্দমার ছিদ্রগুলো ঢেকে দেবেন: দরজাগুলো আঁটসাট লাগে কি না দেখে নেবেন।

যেখানে সম্ভব, শস্য আলগাভাবে মজুত করবেন: যদি বস্তাবন্দী ক'রে মজুত করতেই হয় তবে লক্ষ্য রাখবেন বস্তাগুলো যেন পরিষ্কার থাকে, যেন মেঝের উপর ফেলে রাখা না হয় এবং দেওয়াল ঘেঁসে না থাকে।

শস্যগুলো নিয়মিত পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, এবং শীতকালে আলো বাতাসের জন্য সব ঘুলঘুলিগুলি খুলে' দেবেন।

কী কী করবেন না

নোংরা গুদামে, ময়লা বস্তায় কিংবা ইঁদুরে-খাওয়া, পোকা-ধরা শস্যের পাশে ভালো শস্য রাখবেন না।

ভিজে অবস্থায় শস্য গুদাম-ঘরে তুলবেন না।

গুদাম-ঘরের ভিতরে বা কাছে জঞ্জা, জঞ্জাল, পুরানো বস্তা, নোংরা মাদুর পড়ে' থাকতে দেবেন না।

গুদাম-ঘরের পাশে শস্য পরিষ্কার করবেন না।

শীতের সময় চার মাসের বেশি, কিংবা বর্ষার সময় তিন মাসের বেশি, শস্য গুদাম-ঘরে বস্তাবন্দী রাখবেন না।

খোলা বেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে শস্য ফেলে রাখবেন না।

শস্য বাঁচানোই দেশের সেবা

নিউ দিল্লী থেকে, ফুড ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

দিল্লীর লাল কেল্লার ঐতিহাসিক মামলার রায় বাহির হইয়াছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম দলের মামলার তিনজন আসামী—ক্যাপ্টেন শাহ্ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সায়গল ও লেফটেনাণ্ট ধীলন সামরিক ধর্ম্মাধিকরণের বিচারকগণ কর্ত্তৃক অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ পাওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। অবশ্য তিনজনকেই তাঁহাদের সামরিক বিভাগের চাকুরী হইতে বরখাস্ত এবং তাঁহাদের প্রাপ্য বেতন ও ভাতা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ মামলার এরূপ ফলাফল আমাদের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। গত সপ্তাহে আমরা ভারতীয় সামরিক আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি জঙ্গীলাটের হাতে নূতন ক্ষমতা দিয়া যে অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এরূপ পরিণতির আভাস দিয়াছিলাম। এই বিধান অনুসারে দণ্ড অনুমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত সামরিক আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত দণ্ড বা রায় বহাল হইতে পারে না। এক্ষেত্রে দণ্ডাদেশ অনুমোদনকারী অফিসর হইতেছেন ভারতের জঙ্গীলাট। স্যার অচিনলেক এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করিলেও এই সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত তাঁহার একান্ত ব্যক্তিগত নীতি বা মনোভাবের ব্যাপার নয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ মামলাকে কেন্দ্র করিয়া আসমুদ্র-হিমাচল যে অভূত চাঞ্চল্য, বিক্ষোভ ও স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষার উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে বৃটিশ শাসকবর্গ তাঁহাদের অপরিণামদর্শিতার ভুল এতদিনে বুঝিয়া উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভারতের বিদেশী ভাগ্যবিধাতারা এবার সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, পৌণে দুই শত বৎসরের বিদেশী শোষণের নাগপাশে আবদ্ধ এক সুবিশাল দেশের স্বাধীনতা লাভের পন্থা হিংসা বা অহিংসা যাহাই হউক না কেন, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশবাসী ঐ মুক্তি-সাধনের পিছনকার পবিত্র প্রেরণাকে শিরোধার্য্য না করিয়াই পারে না। এক্ষেত্রে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন অবান্তর। অহিংসা মন্ত্রের প্রধান পুরোহিত মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের অনুসৃত পন্থাকে স্বীকার করিয়া লইতে না পারিলেও তাঁহাদের বীরত্ব, স্বদেশপ্রেম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। যাহা হউক, শাহ নওয়াজ, সায়গল ও ধীলন এই তিন বীর ভারত-সন্তানকে মুক্তি দিয়া গর্ব্বান্ধ শাসকবর্গ এক্ষেত্রে শুভ বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন। সমগ্র দেশ এই সংবাদে আশ্বস্ত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জনসাধারণের অসন্তোষ এখনও সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত হয় নাই। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম দলের চাঞ্চল্যকর মামলার উপর যবনিকাপাত হইলেও উহাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের মামলা এখনও বাকী আছে। আমরা আশা করি, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সম্পর্কেও অনুরূপ শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিবেন।

* * *

নববর্ষ উপলক্ষে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের উদ্দেশে এক বেতার বক্তৃতায় ভারত-সচিব লর্ড পেথিক-লরেন্স সতর্ক-সুন্দর বাক্যবিন্যাসের আবরণে যে নীতি ও যে মনোভাবের ফিরিস্তি শুনাইয়াছেন তাহা সেই পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি। ভারত-সচিব এক স্থানে চিরাচরিত প্রথায় আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, "আমি আপনাদিগকে এখনই স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিতেছি যে, আমি নিজে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং সমগ্র বৃটিশ জাতি একান্তভাবে এই কামনাই করিতেছি যে, ভারতবর্ষ বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর সমান অংশীদারের পূর্ণ ও স্বাধীন মর্য্যাদা লাভ করুক। এই ব্যাপারে আমরা ভারতবর্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। ইহার জন্য কোনরূপ নিন্দাবাদ বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে চাপ দিবার প্রয়োজন এখন আর নাই।"

'আমরা ভারতবর্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব' জাতীয় আশ্বাস নূতন নহে। গোঁড়া রক্ষণশীল মিঃ আমেরিও ঐরূপ প্রতিশ্রুতির কথা শুনাইতে শ্রমিক নেতা পেথিক-লরেন্সের তুলনায় কম দক্ষ ছিলেন না। 'যথাসাধ্য সাহায্য করা' মানেই কালহরণের সেই বৃটিশসুলভ কূটকৌশল। 'চাপ দিবার প্রয়োজন এখন আর নাই' বলিয়া ভারত-সচিব একটু মিঠা করিয়া যে কথাটা বলিয়াছেন, উহা আর একটুখানি বেশী কড়া করিয়া ভারতের বড়লাট কলিকাতায় তাঁহার বিগত বড়দিনের ভাষণেও শুনাইয়া দিয়াছেন। কেবল আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি পাইয়া ভারতের অধিবাসীরা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কেবল অযাচিত উপদেশ ও মৃদুমন্দ হুমকী শুনিয়া শুনিয়া তাহারা উত্তপ্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে।

ভারত-সচিবের শুভেচ্ছাকে আমরা অকপট বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি এমন কোন পরিবর্ত্তনের লক্ষণ লণ্ডন বা নয়াদিল্লীতে দেখা যাইতেছে কি? প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করারই সিদ্ধান্ত যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখনও হাজার হাজার দেশভক্ত ভারত সন্তান কারা-প্রাচীরের অন্তরালে তিলে তিলে ক্ষয় পাইয়া চলিতেছে কেন? আর সব কথা বাদ দিয়া কেবল এই বন্দীমুক্তি প্রশ্নেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আসল অভিপ্রায়ের হদিস মিলিবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিব, সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে লেবার পার্টির ধুরন্ধররা সারা দুনিয়াকে শুনাইয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ক্ষমতা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাতারাতি কুখ্যাত ইণ্ডিয়া হাউস তুলিয়া দিবেন। সেই সাড়ম্বর আশ্বাস নির্ব্বাচনে জয়লাভের ছয় মাস পরে এখনও ফাঁকা আওয়াজ হইয়াই রহিল! অবশ্য ইণ্ডিয়া হাউস তুলিয়া দেওয়ার ব্যাপারের উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছি না। অনুসৃত মূলনীতিরই যদি পরিবর্ত্তন না ঘটে, তবে ইণ্ডিয়া হাউস লোপ করিলেও আমরা 'যে তিমিরে সে তিমিরেই' থাকিব। কিন্তু বর্ত্তমান বৃটিশ শাসকশ্রেণীর দিক হইতে সেই প্রতি-

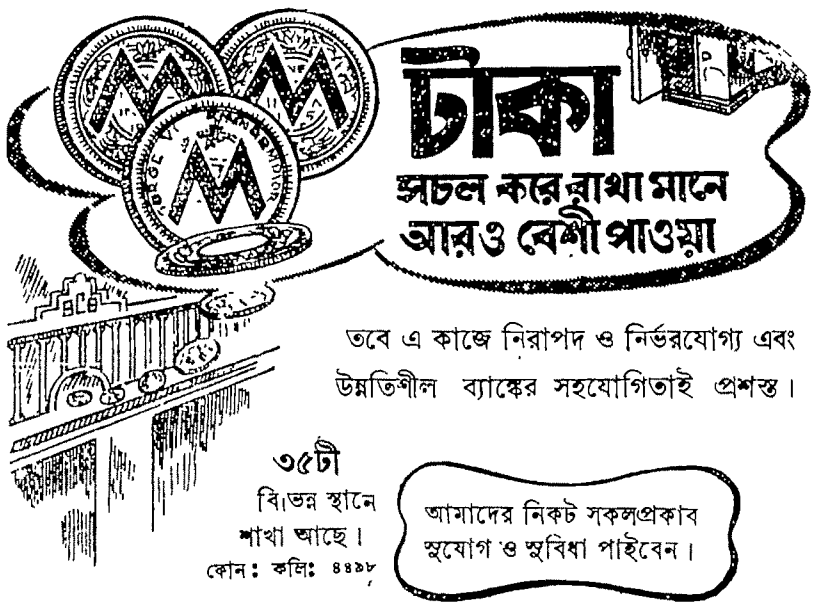

বঙ্গড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

পোষ্ট বক্স ২৪০৩: হেড অফিস ১৩বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা টেলিগ্রাম: [illegible]: কলি:

B44UPG.

সাদার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

শ্রুতি যথাসময় কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় তাঁহাদের 'অকপট শুভেচ্ছা', 'স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি' ইত্যাদির আসল রহস্যই উদ্ঘাটিত হইতেছে না কি? এই সব কারণে ভারত-সচিবের নববর্ষের ভাষণে যে সব ভরসার কথা উচ্চারিত হইয়াছে সে সম্পর্কে স্বতঃই আমাদের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব রহিয়াছে।

* * *

প্রখ্যাতা মার্কিন লেখিকা মিস্ ডরোসী টমসন 'নিউইয়র্ক পোষ্ট' পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "ইউরোপের ভাগ্যক্ষেত্রে বৃটেনকে তাহার মৌলিক স্বার্থসহ যে উত্তরোত্তর কোণঠাসা করিয়া ফেলা হইতেছে তাহা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।...প্রধান পঞ্চশক্তি প্রথমে ত্রিশক্তিতে পরিণত হইয়া তারপর প্রধান শক্তি মাত্র দুইটিই থাকিতেছে। হয় তো পরিণামে প্রধান শক্তি মাত্র একটিই থাকিবে।"

এই একটি 'প্রধান শক্তি' সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সম্পর্কে লেখিকা কোন স্পষ্ট আভাস দেন নাই। কিন্তু বৃটেন যে নয়, সেই কথা জলের মতই পরিষ্কার। অধ্যাপক ল্যাস্কি ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও বৃটেনকে দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহাতে বৃটেনে কোন কোন মহলে অভিমানের বান ডাকিয়াছিল বটে. কিন্তু ক্ষোভের দ্বারা বাস্তব ইতিহাসের অনিবার্য্য পরিণতিকে রুখিবে কে?

* * *

ইতিপূর্ব্বে আমরা জাভায় সাম্রাজ্যবাদী অনাচারের বিরুদ্ধে বৃটিশ প্যারাসুট সৈন্যদের অবস্থান ধর্ম্মঘটের উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি বাটাভিয়া হইতে 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রিকার সংবাদদাতা আরও তথ্য জানাইয়া লিখিয়াছেন, "জাভায় বৃটিশ সৈন্যরা বিদ্রোহ করিতেছে। একজন ওলন্দাজ অফিসরের উপর গুলীবর্ষণের প্রতিশোধ লইবার জন্য ওলন্দাজরা একটি সমগ্র গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়ায় বৃটিশ বৈমানিক ও সৈনিকরা সুস্পষ্ট ভাষায় বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। এক বৃদ্ধা মহিলা বলেন, জাপানীরাও কখনো এ রকম কাণ্ড করে নাই।"

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেসের একটি সংবাদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইন্দোনেশিয়া হইতে ভারতীয় সৈন্যদল অপসারণের জন্য লর্ড ওয়াভেল নাকি একপক্ষকাল পূর্ব্বে বৃটিশ সমর দপ্তরকে অনুরোধ করিয়াছেন। সংবাদের মূলে কতখানি সত্য আছে জানি না। তবে ভারতের প্রবল বিক্ষোভের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে লর্ড ওয়াভেল যদি ঐরূপ অনুরোধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এই প্রচেষ্টা (বহু বিলম্বে হইলেও) রাজনৈতিক শুভ বুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

* * *

ভারতের কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে 'ডেলি মিরর' মন্তব্য করিয়াছেন, "যে সব কেন্দ্রে হিন্দু ও মুসলমানরা ভোট দেয়, সেই যুক্ত-নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসই বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে।...আজ ভারতের অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী যদি কোন দলের থাকিয়া থাকে, তবে সেই দল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ নহে। ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে কংগ্রেসের সঙ্গেই যে বুঝাপড়া করিতে হইবে তাহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।"

* * *

বিলাতের 'নিউ ষ্টেটসম্যান এণ্ড নেশন' পত্রিকা 'এশিয়ার জাগরণ' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "একবার জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হইলে উহাকে বিনষ্ট করা যায় না। কোন জাতীয় আন্দোলনকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করা হইয়াছে আধুনিক ইতিহাসে ইহার কোন নজির নাই। এশিয়াবাসীরা আটলাণ্টিক সনদ ও চতুর্ব্বিধ স্বাধীনতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন।"

* * *

সম্প্রতি মিঃ জিন্না এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "পাকিস্তানের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়া আমরা বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছি, আমাদের সংগ্রাম হিন্দুদের বিরুদ্ধে নহে; আমাদের স্বাধীনতা ও পাকিস্তান ইংরেজদের নিকট হইতেই আদায় করিতে হইবে, হিন্দুদের নিকট হইতে নহে।" ভাল কথা! আমরা সেই সংগ্রামের প্রতীক্ষায় রহিলাম। এতাবৎ মুসলিম লীগ সংগ্রাম ছাড়া আর সবই করিয়াছে, অর্থাৎ কেবল বক্তৃতা ও বিবৃতি, কেবল দাবীদাওয়া ও অধিকার আদায়ের আস্ফালন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিঃ জিন্না প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে কবে ও কিভাবে অবতীর্ণ হইবেন? এই প্রশ্নের জবাব মিঃ জিন্না দিবেন কি?

* * *

বিশ্ববিশ্রুতা লেখিকা পার্ল বাক্ নোবেল বার্ষিকী ভোজসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আমেরিকার প্রতি এশিয়ার অবিশ্বাস ক্রমশঃ ঘৃণায় পরিণতি লাভ করিতেছে। চীন, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, কোরিয়া—সর্ব্বত্র আজ আগুন জ্বলিতেছে। ইহা শ্বেত জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। জাপান বা রুশিয়া এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে এমন কথা আমরা যেন মনে না করি।...আমেরিকাকে প্রাচ্য জগতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে হইবে এবং উক্ত স্বাধীনতাকে নিরাপদে রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।"

* * *

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের আর একটি জলন্ত প্রমাণ শ্যামের সহিত বৃটেনের সাম্প্রতিক চুক্তি। এই শান্তি-চুক্তির সর্ত্তাবলীর মধ্যেই কায়েমী স্বার্থের স্বরূপ আপনি প্রকটিত। স্বাধীন রাষ্ট্র শ্যামের সহিত স্বাক্ষরিত উক্ত চুক্তির দুইটি প্রধান সর্ত্ত হইতেছে:—(১) সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের মূল্যের অংশ হিসাবে শ্যামকে যত শীঘ্র সম্ভব তাহার সমগ্র উদ্বৃত্ত মজুত চাউল (সর্ব্বোচ্চ পক্ষে ১৫ লক্ষ টন) বৃটেনের হাতে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আগামী ২১ মাসের মধ্যে শ্যামে যে চাউল উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা বৃটেনের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। এই জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট একটি বিশেষ চাউল কমিশন নিযুক্ত করিবেন। (২) ভারত মহাসাগরের সহিত শ্যাম উপসাগরের সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্যামের সঙ্কীর্ণ ভূভাগের মধ্য দিয়া শ্যাম গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন খাল কাটিতে পারিবেন না।

ইহা ছাড়া চাউল, রবার ও সেগুন কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই সব পণ্যের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। ওয়াশিংটনের সম্মিলিত বোর্ডসমূহের সুপারিশ ব্যতীত ঐ সব পণ্য রপ্তানী করা চলিবে না।

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস :—কুমিল্লা স্থাপিত — ১৯১৪
মূলধন
অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত— ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত— ৫৭,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ২৫,০০,০০০৲ উপর
শাখাসমূহ—কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই-মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।
লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এস-সি।

খেয়ালীর খাতা

'কালা পানি' ঘুরিয়া আসিলাম। না, যাহা ভাবিয়াছেন, তাহা নহে। বোমার মামলার আসামী নহি। বোমা, বামা এবং বীমা অর্থাৎ বীমার দালাল, তিনই আমি সমান মারাত্মক জ্ঞান করিয়া যথাসাধ্য এড়াইয়া চলি। স্বদেশী ডাকাতি বা পুলিশের দারোগা খুন করি নাই। আমি অগ্নিযুগের কেহ নহি। নিতান্তই গোবেচারী গোছের লোক। সামান্য একজন সাংবাদিক। আন্দামানে গিয়াছিলাম সংবাদপত্রের দিক হইতে। সেখানকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য। ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় বা অভারতীয় সাংবাদিক আন্দামানের মাটিতে পা দিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।

* * *

২৬শে ডিসেম্বর। ভোরবেলা নয়াদিল্লীর উইলিংডন এয়ার পোর্টে আসিয়া পৌছিলাম। ভোরবেলা বলিলাম শুধু ঘরির কাঁটার হিসাবে। তাহা না হইলে ডিসেম্বর পাঁচটাকে দিল্লীতে রাত বলাই ঠিক। রীতিমত অন্ধকার। শুধু কৃষ্ণপক্ষের বিলীয়মান চাঁদের মলিন জ্যোৎস্না একটু আবছা আলোর আভাস দিতেছে মাত্র। কিলিং লেন হইতে বিমান ঘাঁটির পাল্লা কম করিয়া ধরিলেও পাঁচ মাইল হইবে। পথ জনহীন নিঝুম, ঘন কুয়াশায় আবৃত। মোটরের হেডলাইট জ্বালিয়া কোনমতে রাস্তা দেখা যায়। এয়ার পোর্টের বিভিন্ন কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। শীত সাঙ্ঘাতিক। মোটা স্যুটের উপর গ্রেটকোট, গলায় মাফলার, মাথায় ফেল্ট। কিন্তু তবুও যেন শীতে একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারি না। হাত দুইটা যেন বরফের চাইর মতো ঠাণ্ডা। ঘম ঘন ঘষিয়া ঘষিয়া গরম রাখিতে হয়। হাতের অপরাধ নাই। দিল্লীর নিম্নতম তাপ তখন ৩৪ ডিগ্রী।

* * *

আন্দামান ভ্রমণের উদ্যোক্তা যিনি, তিনি সাংবাদিক নহেন। তবে সাহিত্যিক বটেন। Other Men's Flowers-এর সঙ্কলয়িতা। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে একেবারে অপরিচিত নহেন। সাড়ে পাঁচটায় মাটি ছাড়িয়া আকাশে উঠিলাম। দলটি নেহাৎ ক্ষুদ্র নয়। লোক লস্কর, লট বহর সব মিলিয়া একটি বিমানে জায়গা হয় নাই, দুইটি দরকার হইয়াছে। তখনও ভালো করিয়া ফর্সা হয় নাই। সফদারজঙের উঁচু ছাদের উপর লাল আলোটা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া আসিল। স্বচ্ছ কাঁচের জানালা দিয়া নীচের দিকে তাকাইয়া দেখি, গোটা দিল্লী নগরীর কিছুই দৃষ্টিগোচর নয়,—অন্ধকার ও কুয়াশা মিলিয়া বিমানপোতটির চতুর্দ্দিকে একটা গভীর অজ্ঞাত রহস্যের আবরণ রচনা করিয়া রাখিয়াছে।

* * *

কলিকাতা হইয়া আন্দামান। বাহন একটি সী-প্লেন। ভিতরে বসিবার দুইটি মাত্র আসন, তাহাও স্বাভাবিক নহে, কোন রকম কাজ চালানো গোছের। কাজেই মেঝেতে বিছানা পাতিয়া একেবারে শুইয়া অথবা বসিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। সকাল সাড়ে সাতটায় বালীব্রিজের কাছ হইতে সী-প্লেন ছাড়িবে, আন্দামানে পৌছিবে বারোটা কি সাড়ে বারোটায়। সে-রাত্রিতেই আবার বারোটা নাগাদ সেখান হইতে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে কলিকাতা। ইহাই ব্যবস্থা; কাজেই বাক্সপেটারা কিছুই সঙ্গে লইতে হইবে না। মাত্র খানদুই কম্বল ও একটা মাথার বালিশ। তথাস্তু। দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম ও টুথব্রাসটি পকেটে লইলাম। উইলিংডন ব্রিজের একেবারে গায়েই ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজের আপিস ও জেটি। সেখান হইতে প্রথমে মোটরবোটে চাপিয়া সী-প্লেনে পৌছিতে হইবে। সেটা একেবারে তীরে আসিতে পারে না, উঠিয়া তো বসিলাম। চতুর্দ্দিক নিশ্ছিদ্ররূপে বন্ধ। বিকট গর্জ্জনে এঞ্জিন চলিতেছে। মাথার উপরে বাধাবন্ধহীন নভঃস্থল, পায়ের নীচে কূলহীন, সীমাহীন অনন্ত সমুদ্র। মনে মনে ভাবিলাম, কল যদি বিগড়ায়, প্লেনটি যদি হুমড়ি খাইয়া পড়ে, তবে দেবী চৌধুরাণীর বজরায় হরবল্লভের মতো দুর্গা নাম স্মরণেরও সময় থাকিবে না। শুধু জলের মধ্যে 'কব' করিয়া একটা আওয়াজ এবং একটুখানি জলের আলোড়ন। ব্যস্। তাহার পরে সবাই মিলিয়া একেবারে পাতালপুরীতে নাগকন্যার রাজদরবারে যাইয়া হাজির হইব!

* * *

আন্দামানে সী-প্লেন হইতে জেটির কাছাকাছি পৌছিতে প্রায় আধঘণ্টা লাগিল। যে-মোটরবোটটি চাপিয়া তীরে নামিতে হইবে সে-টি হোমিওপ্যাথিক মাত্রার। তিন কিস্তিতে আরোহীরা মাটিতে পা দিতে পারিলেন। তখনই দ্বীপটি পরিভ্রমণের পালা। কিন্তু দ্বীপতো একটি নয়। দুইশ'। সবগুলি লইয়াই আন্দামান ও নিকোবার। আমাদের বাহন একটি মিলিটারী ট্রাক। তাহার গর্জ্জন, গতি এবং ঝাঁকুনি সবই একটু বেশী রকম। রাস্তাঘাটের অবস্থা সুবিধার নয়, তাহার উপর দ্বীপগুলিতে ছোট ছোট পাহাড়ের অন্ত নাই। মাঝে মাঝে মোটর বোটে করিয়া একটি দ্বীপ হইতে অন্যটিতে যাইতে হইল। এমন করিয়া সন্ধ্যা নাগাদ ঘোরা হইল নেহাৎ মন্দ নয়। ফিনিক্স বে, এটলাণ্টিক পয়েন্ট, সিভিল হস্পিটাল, মিলিটারী ক্যাণ্টিন, চ্যাথাম করাতের কল এবং আরও অনেক কিছু দেখিলাম। জাপানী যুদ্ধবন্দীদের রাস্তা, পুল ও বাঁধ তৈয়ারীর কাজে লাগানো হইয়াছে। আমাদের দেখিয়া তাহাদের মুখে চোখে কোন ভাববৈলক্ষণ্যের উদয় হইল না। তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, কোটের বাটনহোলে লাল রঙের কার্ণেশান ফুল গুঁজিয়া গ্রে রং-এর টুইড স্যুট পরিহিত যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাহাদের পাশ দিয়া চলাফেরা করিতেছেন, যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় তিনিই ছিলেন মিত্রপক্ষের প্রধান সেনাপতি। জাভাতে, সুমাত্রায়, তাঁহার সৈন্যদের হঠাইয়া দিয়াই তাহারা গত তিন বছরের জাপানী রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিল।

* * *

জাপানীরা দ্বীপগুলিতে বিমানবিধ্বংসী কামান বসাইয়াছিল, আর. এ, এফের বোমা বর্ষণ হইতে

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন: ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড),
দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা,
দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে
জীবনবীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

আত্মরক্ষার জন্য সেল্‌টার তৈয়ার করিয়াছিল। বেলাভূমিতে কাঁটাতারের বেড়াও খাড়া করিয়াছিল। তাহার কিছু কিছু অবশিষ্ট ও ভগ্নাবশেষ এখনও আছে দেখিলাম। কিন্তু আন্দামানে জাপানীদের স্মৃতিচিহ্নরূপে যে-জিনিষটি রক্ষণযোগ্য, সেটি একটি ছোট্ট মন্দির। ক্ষুদ্র একটি পাহাড়, তাহার তিন দিক ঘিরিয়া হ্রদ। সেই পাহাড়ের মাথায় কাঠের মন্দিরটি। দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। নীল হ্রদের উপরে একটি কাঠের সেতু,—পার হইয়া মন্দিরে যাইতে হয়। যে মাননীয়া ভদ্রমহিলাটি আমাদের সহযাত্রী তিনি অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইলেন যে, "বর্ব্বর জাপানীরা" এই মন্দিরের নির্ম্মাতা। উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বলিলেন,—জাতিটা আর্টিষ্ট, সন্দেহ নাই।

* * *

সেলুলার জেলটি দেখিলাম। বাঙ্গালীর কাছে ইহার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। তাহাদের কাহারো ভাই, কাহারো ছেলে, কাহারো স্বামী এইখানে জীবনের দীর্ঘকাল কাটাইয়াছে! অন্য কোন কারণে নয়, দেশকে ভালোবাসিবার অপরাধে। বিশেষ আগ্রহ লইয়া দেখিলাম। চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের উপর এই জেলটি। জেলের মধ্যস্থলে গম্বুজের উপরে দাঁড়াইয়া চারি দিকে তাকাইলাম। একদিকে বিশাল সমুদ্রের ঘন নীল জল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ আসিয়া প্রায় জেলের দেয়ালেই লাগিবে মনে হয়। অনতিদূরে শ্যামল তরুপল্লব। ইহারই মধ্যে কুৎসিত কদাকার উচ্চপ্রাচীর বন্দীশালা। ইহার ছয়টি ব্যারাকের মধ্যে জাপানীরা দুইটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। তাহার মাল-মশলা উহারা দ্বীপের রক্ষা-ব্যবস্থায় লাগাইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সেলগুলি ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে মনে হইল, ইহারই মধ্যে কোনটায় বোধ হয় ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র, কোনটায় শচীন্দ্র বসু, কোনটায় বা বারীন ঘোষ, উপেন বাড়ুয্যে ও বীর সাভারকার!

* * *

সন্ধ্যার দিকে বাজারে আসিলাম। উড়িয়া আছে, মাদ্রাজী আছে, পাঞ্জাবী অনেক। বাঙ্গালীও আছে। বরিশাল জেলার একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হইল। ২১ বছর ধরিয়া সেখানে আছে, সামান্য জমি, জমা, চাষ করিতেছে। বাজারে হিম্মৎসিংকার একটি দোকান দেখিলাম। চা, চিনি, চিঠির কাগজ, কোব্রা জুতার কালি হইতে সুরু করিয়া আই, এক্স, এলের জ্যাম সবই বিক্রয় করে। মারোয়াড়ীরা দোকান করিতে যায় নাই, এশিয়ায় বোধ হয় এমন কোন জায়গা নাই। চাল এবং কাপড় আন্দামানেও রেশন হইয়াছে।

* * *

আন্দামানে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। প্রধান কারণ এই যে, কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের আমলে আন্দামানে বন্দী প্রেরণ বিহার, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বোম্বাই হইতে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। অথচ পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশ হইতে আগের মতোই বহু মুসলমান কয়েদী আন্দামানে পাঠানো হয়। রাঁচীর ক্যাথলিক মিশনের মারফতে অনেক খৃষ্টান মজুর আন্দামানে আসিয়াছে। শুনিলাম রেঙ্গুণের বিশপ মহাশয়ও আন্দামানে খৃষ্টান মিশনারী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

* * *

কয়েদীখানা হিসাবে আন্দামানকে অতঃপর আর ব্যবহার করা হইবে না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার কৃষি ও বনসম্পদের উন্নতি করিয়া উহাকে একটি সাধারণ প্রদেশের মতো ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত রাখা হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা, আন্দামানে পেট্রোলের খনি আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহা সত্য হইলে দ্বীপের আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হইবে। দ্বীপটির সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া সঙ্গীরা অনেকেই বলিলেন ইহাকে হাউই দ্বীপের মতো একটা প্রমোদ স্থানরূপে গড়িয়া তুলিলে ভ্রমণ-বিলাসীদের অভাব হইবে না। কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই। এক ডিসেম্বর ও জানুয়ারী বাদ দিলে বছরের অন্যান্য সময় আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ। বছরে ১৮০ দিনই নাকি বৃষ্টি হয়।

* * *

আন্দামানে রাত্রিবাসের বাসনা ছিল না। কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছায়ই সব সময়ে কর্ম্ম হয় না। অন্ততঃ বিমানযোগে যাহাদের যাতায়াত করিতে হয় তাহাদের পক্ষে বিমানের মেজাজ-মর্জ্জি মানিয়া চলা ছাড়া গতি নাই। রাত্রি দশটায় সী-প্লেনের পাইলট জানাইলেন, এঞ্জিনের গোলযোগ ঘটিয়াছে, মেরামত করিয়া কাল সকাল আটটা নাগাদ রওনা হওয়া যাইবে। সুতরাং এখানেই শুইয়া পড়ুন। ভালো কথা।

* * *

"শুইয়া পড়ুন তো" বটে। কিন্তু পড়ি কোথায়। একেবারে যে একবস্ত্রে আসিয়াছি। নবনিযুক্ত চীফ কমিশনার প্যাটারসন সাহিবের সহকারী ব্রিগেডিয়ার সোলোমন সাহেব আমাদের এক মিলিটারী হাসপাতালে আনিয়া হাজির করিলেন। অনেকগুলি ক্যাবিন আছে। পরিষ্কার ধবধবে বিছানা। তোষক আছে, চাদর আছে, বালিশ আছে। নাই শুধু মশারী, যেটা সব চেয়ে বেশী দরকার। আর নাই আলো। না থাকুক। জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরে তাকাইলাম। আকাশ তারায় তারায় আচ্ছন্ন, চমৎকার মিষ্টি হাওয়া, শীত নাই বলিলেই চলে। দূর বেলাভূমিতে সমুদ্রের জলতরঙ্গের মৃদু শব্দ কানে আসে। অনেকক্ষণ চক্ষে ঘুম আসিল না। এই বাতাস, এই আকাশ, এই নিস্তব্ধ রজনীর অন্ধকার নৈঃশব্দের মধ্য দিয়া যেন আর একবার স্পষ্ট অনুভব করিলাম অতীতের শত শত রাজবন্দীদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের স্পর্শ, অনুভব করিলাম তাঁহাদের স্বাধীনতার আগ্রহ, তাঁহাদের দুঃসাহসিক অভিযান এবং সর্ব্বোপরি তাঁহাদের ব্যর্থতার নৈরাশ্য ও বেদনা।

—খেয়ালী

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— সুধাংশু বিশ্বাস, সুশীল সেন

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট বাণিজ্য চুক্তি—লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, ফ্রান্সের সহিত সোভিয়েট ইউনিয়নের বাণিজ্য সম্বন্ধে সম্প্রতি একটী চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী প্যারিসে সোভিয়েট বাণিজ্য মিশন এবং মস্কোয় ফরাসী বাণিজ্য মিশন প্রেরণ করা হইবে। প্রকাশ যে, এই চুক্তির ফলে মস্কো ও প্যারিসের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইবে এবং এই চুক্তি পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইবে।

শিল্প শিক্ষালয়—কলিকাতার ২৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ হিন্দু ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইন্‌ষ্টিট্যুট্ হিন্দু যুবকদিগের জন্য কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাঠের কাজ, সেলাই-এর কাজ, বই বাঁধাই প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের হাতের কাজ এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

যুগোশ্লাভিয়ায় ভিক্ষুকবৃত্তির অবসান—বেলগ্রেডের এক সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, নবজাত গণতন্ত্রী যুগোশ্লাভিয়ার নবগঠিত সরকার উক্ত দেশে ভিক্ষুকবৃত্তি উচ্ছেদ করিবার জন্য একটী আদেশ জারী করিয়াছেন। যে সমস্ত ভিক্ষুক কাজ করিতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ কেবলমাত্র তাহাদিগকেই সরকারী (municipal) সাহায্য দেওয়া হইবে।

ভারতে টেলিগ্রাম সেন্সার ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত—তারবিভাগের এক সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্য রাত্রির পর হইতে ভারতের আভ্যন্তরীণ টেলিগ্রামসমূহের সেন্সার ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি প্রচেষ্টায় সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক—লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, মানব জীবন দীর্ঘতর করিবার প্রচেষ্টায় ডাঃ আলেকজান্দার বোগোমলেটস নামক জনৈক সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক বিশেষ সফলতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ঘোড়া হইতে সম্প্রতি তিনি 'এ্যান্টিরেটিকিউলার মাইটোট্যাক্সক্যাল সিরাম' নামক এক প্রকার বিস্ময়কর তরল পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি আশা করেন যে, উক্ত সিরাম প্রয়োগের ফলে ভবিষ্যতে নরনারীর গড়পড়তা পরমায়ু হইবে দেড় শত বৎসর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগরতীরে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকরা দীর্ঘজীবন লাভের উপায় উদ্ভাবন সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। সেই গবেষণারই ফল হইল উক্ত বিস্ময়কর 'সিরমের' আবিষ্কার।

সোভিয়েট রাশিয়ায় নূতন জাতের ধানের চাষ—লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, সোভিয়েট রাশিয়ার ভল্‌গা নদীর পূর্ব্ব অঞ্চলে এক নূতন জাতের ধানের আবাদ করা হইতেছে। এই ধান শুষ্ক সমতলে (steppe) জন্মে এবং সচরাচর যে সময়ে অপরাপর সব ধান পাকে তার এক মাস আগেই পাকিয়া যায়। এই ধান পাকার পূর্ব্বে জলেরও দরকার হয় না।

কলকব্জা নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহৃত—গত ২২শে ডিসেম্বরের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্ট কলকব্জা নিয়ন্ত্রণ আদেশ (১৯৪১) সম্পর্কিত সকল প্রকার বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করিয়াছেন। সেজন্য এখন হইতে কলকারখানার কলকব্জা কেনা-বেচার সময়ে কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না।

শ্রমজীবীর কল্যাণে

চা

বিগত নয় বৎসর ধরে শ্রমিক জগতে একটি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছে ভারতীয় চা। দেশের বড় বড় শিল্পপতিরা আজকাল তাদের কর্মীদের জন্য স্বল্পব্যয়ে ভালো চায়ের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। এ কথা বেশ জোর করেই বলা চলে যে দেশে ছোটো বড়ো এ-হেন প্রতিষ্ঠান নেই, যারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে কর্মীদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা না রাখেন। চা শ্রান্ত দেহে শক্তি আনে, মনে উৎসাহ সঞ্চার করে।

শুধু প্রয়োজনের দিক ছাড়া সামাজিক কল্যাণের দিক থেকেও চায়ের একটা মূল্য আছে। ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড স্থানে স্থানে ছোট বড় যতগুলো ক্যান্‌টীন্ স্থাপন করেছেন তার সব ক'টাই সর্বত্র বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। ক্যান্‌টীনে বসে চা পানের অভ্যাসের মধ্য দিয়েই কর্মীদের পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটেছে। এই যোগাযোগে মালিকদের সঙ্গে তাঁদের প্রীতির বন্ধন আরো নিবিড় হওয়ায় যে বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের সম্ভাবনার সূত্রপাত হলো সেটা মালিক ও তাঁদের কর্মী উভয়ের পক্ষেই আশার কথা। শিল্পপতিরা ইচ্ছা করলেই ক্যান্‌টীন্ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের কাছে জেনে নিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে "ক্যান্‌টীন্ ফর্ দি ওয়ার্কার্স" নামক একটি পুস্তিকাও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনার, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড, ১০১ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠালেই পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়।

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যানশান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 255

ব্রহ্মদেশে মণি অর্ডার প্রেরণ—নয়াদিল্লীর এক খবরে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম হইতেই ভারত হইতে ব্রহ্মে ডাকে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ইহার ফলে ভারত ও ব্রহ্মের ভিতর মণি অর্ডার বিনিময় সম্ভবপর হইয়াছে। তবে বর্ত্তমানে এককালীন ছয় শত টাকার বেশী মণি অর্ডার যোগে পাঠান চলিবে না।

ইন্দোচীন হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে রবার রপ্তানী—প্রকাশ, শীঘ্রই ইন্দোচীন হইতে রবার রপ্তানী সুরু হইবে। মাসিক ষোল হাজার টন রবার প্রধানতঃ আমেরিকায় রপ্তানী করা হইবে।

ফলাদি সম্পর্কে নূতন নিয়ন্ত্রণ আদেশ—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ফল ও শাকসব্জী হইতে যাহাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এবং গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে খাদ্যাদি তৈয়ার করা হয় এই উদ্দেশ্যে এক নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং ফল-সংরক্ষণ সমিতিগুলি ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। আশা করা যাইতেছে, এই নিয়ন্ত্রণ আদেশের সাহায্যে বাজারে ফলাদি হইতে তৈয়ারী খাদ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব হইবে। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ফলের রস, জ্যাম, জেলী, চাটনী, নিরুদিত ফলমূল ইত্যাদির প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা সকলকেই আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং এডভাইসর কিম্বা তাঁহার অনুমোদিত কোন অফিসারের নিকট হইতে উক্ত লাইসেন্স পাওয়া যাইবে। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক পরামর্শদাতা বোর্ড গঠিত হইবে। নূতন আদেশ বলবৎ হওয়ার পূর্ব্বে সঞ্চিত মাল সম্পর্কে ব্যবস্থা করার জন্য ব্যবসায়িগণকে এক মাস সময় দেওয়া হইয়াছে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

অডিটারস্ সার্টিফিকেট পরীক্ষা—কেন্দ্রীয় বাণিজ্য বিভাগের গত ২২শে ডিসেম্বরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আগামী বৎসরের মার্চ্চ মাসে অডিটারস সার্টিফিকেট পরীক্ষা লওয়া হইবে। এজন্য কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও লাহোরে পরীক্ষাকেন্দ্র খোলা হইবে; প্রয়োজনবোধে করাচীতেও খোলা হইতে পারে। পরীক্ষার্থীদিগকে আগামী ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য বিভাগের নিকটে (সিমলায়) আবেদন করিতে হইবে।

ষ্টেডিয়ম স্পেশ্যাল কমিটির রিপোর্ট—গত বুধবারের (২রা জানুয়ারী) অধিবেশনে কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহাদের ষ্টেডিয়ম স্পেশ্যাল কমিটির প্রদত্ত সাময়িক রিপোর্ট অনুমোদন করেন। উক্ত রিপোর্টে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, কলিকাতায় ফুটবল খেলার মাঠে একটি ষ্টেডিয়ম (দর্শকের মঞ্চ) গঠন করা আবশ্যক এবং এই বিষয়ে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের মিঃ এ ই রোসী উক্ত ক্লাবের মাঠ ও সন্নিহিত এলাকা লইয়া অস্থায়ীভাবে যে স্থান মনোনীত করিয়াছেন তাহাই এক্ষেত্রে সর্ব্বোত্তম বলিয়া গণ্য হইতে পারে। উক্ত রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, ষ্টেডিয়ম গঠন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যদি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাতে যেন কর্পোরেশনের যথোচিত প্রতিনিধিত্ব থাকে।

কলিকাতার রাস্তাসমূহে আলোক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অর্থ মঞ্জুর—কলিকাতার রাস্তাসমূহে আলোকের আশু উন্নতিবিধানের জন্য এবং যাহাতে এই আলোক ব্যবস্থা যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের লাইটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ৪৫ হাজার টাকার এক আনুমানিক হিসাব দাখিল করেন। কলিকাতা কর্পোরেশন উক্ত ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুর করিয়াছেন।

ব্রেটন উডস্ চুক্তি—ওয়াশিংটনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৩৫টি রাষ্ট্র ব্রেটন উডস্ চুক্তির মূল সভ্য হিসাবে যোগদান করিয়াছে। প্রধান শক্তিগুলির অন্যতম একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নই মূল সভ্য হিসাবে যোগদান করিতে পারে নাই।

শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে গান্ধীজীর অভিমত—গত ২রা জানুয়ারী কাঁথিতে অনুষ্ঠিত জেলা কর্ম্মীদের সম্মেলনে গান্ধীজী মন্তব্য করেন যে, "শ্রেণীসংগ্রামের বিষয় আমি অবগত আছি। মার্ক্সপন্থীদের ভাষায় ইহাকে ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংগ্রাম বলা চলে; আরও নির্দ্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, ইহা শ্রেণীবিশেষ ও জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রাম আমরা জনসাধারণের সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছি। এই সংগ্রামে শ্রমিক সমস্যা লোপ পাইয়াছে।" গান্ধীজী আরও বলেন যে, কারাগারে অবস্থানের সময় তিনি কার্ল মার্ক্সের 'ক্যাপিটল' পড়িয়াছেন। এই বিষয়ে মার্ক্সের বিচক্ষণতা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, অধুনা তাঁহার মতবাদ পুরাতন হইয়া গিয়াছে এবং পৃথিবীও বহু দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী ক্রয় চুক্তি—সম্প্রতি কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বিগত ১৯৪৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর উভয় পক্ষের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে এবং ট্রামওয়ের স্বত্ব ক্রয়ের মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য সালিশীর যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহা চলা উচিত নহে। উক্ত পত্রে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যেহেতু কর্পোরেশন ট্রামওয়ের স্বত্ব ক্রয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষের (যথা হাওড়া ও সাউথ সুবার্ব্বান মিউনিসিপ্যালিটি, কলিকাতা পোর্ট কমিশনার ও ভারত গবর্ণমেণ্ট) সম্মতি লাভে অসমর্থ হইয়াছেন এবং ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করাইতে অপারগ হইয়াছেন এবং চুক্তি অনুসারে ক্রয় মূল্য প্রদান করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, সেই হেতু ট্রামওয়ে কোম্পানীর সহিত কর্পোরেশনের চুক্তি বাতিল হইয়া গিয়াছে।

Gram : Cencomba · Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাক্‌সন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ডাকলাবান্ধা (আসাম) ও মাণিকতলা শাখা খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি বিশ্বাস

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি: ৪৭১৯ সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে বহিয়াছে ৩৪ বৎসরের জনসেবা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস : পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলি:), ভবানীপুর (কলি:), শ্যামবাজার (কলি:), বেলিয়াঘাটা (কলি:), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বাঢ়, লক্ষ্ণৌ, টি' নগর (মাদ্রাজ). পুরুলিয়া, মেদিনীপুর. তেজপুর, মালদহ, রাজসাহী, ঝাড়গ্রাম, রাঁচি।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি-এল

ব্রহ্ম হইতে চাউল রপ্তানী—ব্রহ্মের গবর্ণর রেজিন্যাল্ড ডবম্যান স্মিথ সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ব্রহ্মদেশ শত্রুমুক্ত হইবার পূর্ব্বে যে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন চাউল ব্রহ্মদেশে জমা হইয়াছিল, তাহা ডিসেম্বর মাসের শেষে ব্রহ্মদেশের বাহিরে রপ্তানী করা হইয়াছে।

নিউজিল্যাণ্ড হইতে বৃটেনে খাদ্যশস্য প্রেরিত—প্রকাশ, যুদ্ধের ছয় বৎসরে নিউজিল্যাণ্ড ৩৪ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য বৃটেনে প্রেরণ করিয়াছে।

ভারতে আণবিক শক্তির উন্নতি—ভারতে আণবিক শক্তির উন্নতির ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট দিবার জন্য ন্যাশনাল সায়েন্স ইনষ্টিটিউট সম্প্রতি অধ্যাপক সাহা ও ডাঃ এইচ জে বাভা প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

মাদ্রাজ প্রদেশে চাউলের অভাব—মাদ্রাজের খবরে প্রকাশ যে, অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থার ফলে বর্ত্তমান বৎসরে মাদ্রাজে ধান উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে; ফলে উক্ত প্রদেশে প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় আট হাজার টন চাউল কম পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। এই ঘাটতি এবং ভারতের অপরাপর প্রদেশের খাদ্যদ্রব্যাদির ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে চাউল, গম প্রভৃতি আমদানী করিবার জন্য ভারত সরকার নাকি বিশেষ সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। প্রকাশ, কোন বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীও নাকি এই উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনে যাইয়া সম্মিলিত জাতি খাদ্য বণ্টন বোর্ডের নিকট দরবার করিতে পারেন।

ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের ভাণ্ডারে রাশিয়ার স্বর্ণ—লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, সম্প্রতি ৪ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ রাশিয়া হইতে বৃটেনে আমদানী করা হইয়াছে। আমদানী করা এই স্বর্ণ নাকি ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডকে দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, রাশিয়া হইতে যে পরিমাণ স্বর্ণ বৃটেনে আমদানী করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এইটী উহার প্রথম কিস্তি।

তিসি চাষের পূর্ব্বাভাষ—প্রকাশ, মধ্য প্রদেশ ও বেরারের তিসি চাষ সম্পর্কিত প্রথম সরকারী 'পূর্ব্বাভাষ' সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, এ বৎসরে উক্ত প্রদেশে মোট দশ লক্ষ উনাশী হাজার ছয় শত সাঁয়ত্রিশ একর জমিতে তিসি চাষ হইয়াছে। গত বৎসর মোট এগার লক্ষ একত্রিশ হাজার তিন শত এক একর জমিতে তিসি চাষ হইয়াছিল। চাষের বর্ত্তমান অবস্থা নাকি ভাল এবং আশাপ্রদ।

বোম্বাই-এর কয়েকটী জেলায় "অন্নকষ্ট"—রোণ এবং নবলগন্দ তালুক এবং ধারওয়ার জেলার নারগন্দ পেটাতে বর্ত্তমানে "অন্নকষ্ট" (scarcity) ঘটিয়াছে বলিয়া বোম্বাই সরকারের এক প্রেসনোটে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে। 'অন্নকষ্টে' যথাযোগ্য সাহায্য করিবার জন্য স্থানীয় কালেক্টরের হাতে সোয়া চার লক্ষ টাকাও দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা-নিউইয়র্ক বিমানপথ—প্রেগের এক খবরে প্রকাশ যে, কলিকাতা-নিউইয়র্ক বিমানপথে চলাচলকারী যাত্রীবাহী বিমানপোত প্রেগেও অবতরণ করিবে।

বৃটিশ শিল্পের উন্নতি বিধানে জার্ম্মানীর আবিষ্কৃত পদ্ধতি—লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, জার্ম্মানীর শিল্পোৎপাদনের গোপনীয় পদ্ধতি সমূহ ইতিমধ্যেই যুদ্ধোত্তর বৃটিশ শিল্পের উৎপাদনের সহায়তায় ব্যবহৃত হইতেছে। অপরাপর যে সব জার্ম্মান আবিষ্কৃত তথ্যাদির মূলসূত্র বৃটেনের করায়ত্ত হইয়াছে সেই গুলিও শীঘ্রই কাজে লাগানো হইবে। করায়ত্ত তথ্যাদির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল কয়লা হইতে পেট্রল উৎপাদনের পদ্ধতি। মাত্র ছয় আনা হইতে নয় আনা খরচ করিলেই এক গ্যালন পেট্রল উৎপাদন করা যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটেনের কৃত্রিম (সিন্থেটিক) পেট্রল প্রস্তুতের খরচ ছিল গ্যালন প্রতি প্রায় চৌদ্দ আনা। প্রাপ্ত জার্ম্মান তথ্যাদির মধ্যে আরও রহিয়াছে কয়লা হইতে কৃত্রিম মাখন, এলকোহল, বিমানপোতে ব্যবহারযোগ্য তৈল, সাবান এবং খড় ও কাঠের মণ্ড হইতে কৃত্রিম পশম উৎপাদন করিবার পদ্ধতির মূলসূত্র।

পুস্তক-পরিচয়

কংগ্রেস এণ্ড দি মাসেস্ (Congress and the Masses)। ডাঃ এইচ সি মুখার্জ্জি এম-এ, পি এইচ ডি প্রণীত। প্রকাশক দি বুক হাউস—১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাইতে গিয়া এদেশের সর্ব্বপ্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে কংগ্রেস এদেশের জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভারতের লোকদের দারিদ্র্য এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকার দিক দিয়া তাহাদের শোচনীয় অধঃপতিত অবস্থা কংগ্রেস নেতাদের চিত্ত ব্যথিত ও আন্দোলিত করিয়াছে। স্বরাজ ও স্বাধীনতা দাবীর সঙ্গে তাই তাঁহারা দুর্গত জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশ্নকেও পুরোভাগে স্থান দিয়াছেন। নানা কার্য্যক্রমের ভিতর দিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সেই স্বপ্নকে সফল করিয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। কংগ্রেসের অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন আন্দোলন, খাদি ও কুটির শিল্প প্রচলনের আন্দোলন এবং সরকারী ও বেসরকারী শোষণ নীতির বিরুদ্ধে তাহাদের সমালোচনা ও প্রতিবাদ সেই চেষ্টারই প্রতীক।

অভিজ্ঞ লেখক ডাঃ এইচ সি মুখার্জ্জি তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তকটিতে কংগ্রেসের সে লক্ষ্য ও কার্য্যক্রম নিয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের লোকদের দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল কারণ কি এবং কিভাবে তাহার সমাধান হইতে পারে, ডাঃ মুখার্জ্জি প্রথমে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন পরে সেই দিক হইতে কংগ্রেসের গণ-সংযোগ নীতি ও জনকল্যাণের কার্য্যক্রম বিচার করিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা পরিহার, মাদক বর্জ্জন, খাদি ও কুটির শিল্প প্রচলন, জনশিক্ষা বিস্তার, কৃষক মজুরদের অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি সকল দিক দিয়াই এপুস্তকে কংগ্রেসের নীতি, প্রস্তাব ও কার্য্যাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দেশে এইরূপ একটি পুস্তকের খুবই প্রয়োজন ছিল। ডাঃ মুখার্জ্জি যেরূপ বিচক্ষণতার সহিত সকল বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে এই পুস্তকটি আজিকার দিনে রাজনীতিক মহলে ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের মহলে সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

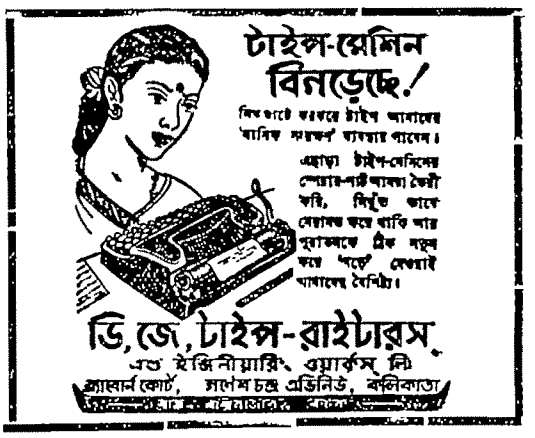

সুন্দর ডিজাইনের
ইংরাজি ও বাংলা
সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ
সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে
পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া
আর্থিক জগৎ প্রেসে অনুসন্ধান করুন।
১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৬৩৮১

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কোম্পানী প্রসঙ্গ

দি আসাম টি কোং লিঃ

অন্যত্র আসাম টি কোং লিঃ-এর একটী ঘোষণা পত্র মুদ্রিত হইয়াছে সাধারণভাবে চা উৎপাদনের কাজ চালাইবার জন্য এবং বিশেষ করিয়া সিলেটের হিংগাজিয়া চা বাগানটী কিনিয়া লইবার জন্য আট লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে বিক্রয়ার্থ মূলধন হইতেছে ৫ লক্ষ টাকা। উহা প্রতিখানি ১০ টাকা মূল্যের ৩০ হাজার সাধারণ শেয়ার এবং ১০০ টাকা মূল্যের শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা সুদের আয়কর মুক্ত সমমূল্যে পরিশোধযোগ্য ২ হাজার কিমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত।

ভারতে চা কোম্পানী স্থাপন ও লাভজনকভাবে তাহা পরিচালনায় যথেষ্ট সুযোগ-সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্ত্তমান কোম্পানীটি গ্রেট ব্রিটেনের মেসার্স চরগোলা টি এসোসিয়েশন লিঃ পরিচালিত ২৪৪০·৮০ একর জমি সমন্বিত সিলেটের হিংগাজিয়া চা বাগানটী কিনিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই চা বাগিচা চা উৎপাদনোপযোগী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামে যেরূপ সুসজ্জিত তাহাতে চা বাগানটী হাতে লইয়াই যে অবিলম্বে উহারা তৎপরতার সহিত তাহার কার্য্য সুরু করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে যাঁহারা রহিয়াছেন, ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রায় সকলেই আজ সুপরিচিত। মেসার্স এরিয়ান প্ল্যাণ্টার্স এজেন্সি কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। এই এজেন্সির স্বত্বাধিকারী মিঃ এস, চ্যাটার্জ্জি কৃতী ব্যবসায়ী। তাঁহার নেতৃত্বে দেশে অনেকগুলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-আজ সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতেছে। মিঃ চ্যাটার্জ্জির কর্ম্ম-কুশলতায় বর্ত্তমান আসাম টি কোং লিঃ অল্পকাল মধ্যেই সমূহ উন্নতি দেখাইতে পারিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

বলা বাহুল্য মেসাস এরিয়ান প্ল্যাণ্টার্স এজেন্সির পরিচালনাধীন আরও যে সকল চা কোম্পানী আছে তাহার সবগুলিই নিয়মিত ভাল লভ্যাংশ প্রদান করিয়া আসিতেছে।

সকল দিক দিয়া আসাম টি কোং-এর ভবিষ্যৎ যেমন উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইতেছে তাহাতে এদেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল হইবেন বলিয়াই আমাদের ধারণা।

নূতন যৌথ কোম্পানী

চৌধুরী এণ্ড চৌধুরী লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কালীপদ চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেন্ট, সেক্রেটারী এবং এজেন্ট।

চৌধুরী টেক্সটাইলস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কালীপদ চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেন্ট, সেক্রেটারী এবং এজেন্ট।

ম্যাকরুটন এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মাণিক বিরামসো মিহারা। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-১৯, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন— লক্ষ টাকা। মদের ব্যবসা।

এম এল সিংহ এণ্ড কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিশ্রীলাল সিংহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫০, হাজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ইক্ষু সম্পর্কিত ব্যবসা।

দত্তজ এজেন্সি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৫-ডি, সোয়ালো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা।

হিন্দ অয়েল মিলস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পদমচাঁদ জৈন। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪০১।৭-এ, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সরিষা এবং বাদাম তেলের ব্যবসা।

হার্ডওয়েয়ার এণ্ড মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন সি ভারতী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। লোহা-লক্করের ব্যবসা এবং অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

ওয়েষ্ট লেইকদিহ কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কানাইলাল দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১৯ লক্ষ টাকা। কয়লা খনি সম্পর্কিত ব্যবসা।

টুয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী প্রিণ্টারস্ এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ক্ষিতিমোহন গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, ডালহৌসী স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এডভারটাইজিং এজেন্টস্, প্রিণ্টারস্ এবং পাব্লিশার্স।

হিন্দ আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর - মিঃ হর্ষনাথ মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮বি, ললিবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। লোহা, ইস্পাত সম্পর্কিত ব্যবসা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জগদ্বন্ধু ভৌমিক। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩।৭ সি, তালতলা লেন, কলিকাতা

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

আমাদের গ্যারাণ্টিড ডবল বেনিফিট স্কীমে যোগদান করিয়া লাভবান হউন।

নিম্নলিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়

১ বৎসরের জন্য শতকরা ৫৲
২ " " " ৫॥০
৩ " " " ৬৲

এই স্কীমে স্থায়ী আমানতের উপর বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট সুদ ছাড়াও উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের শতকরা ৫০৲ দিয়া থাকি।

পত্র লিখিলে আমাদের মাসিক শেয়ার মার্কেট রিভিউ পাঠান হয়।

আমরা ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সর্ব্বপ্রকার শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স

সিণ্ডিকেট লিঃ

গ্রাম : "কমারসিণ্ড"] ৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা [ফোন : বি, বি, ৫৪৪১

CS/4-UPS সুপারভাইজিং ডিরেক্টর—মিঃ টি, দে, এম, এ ; এফ, আর, জি, এস্ (লণ্ডন)

অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি প্রস্তুত এবং বিক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ইষ্টার্ণ ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ শচীন্দ্রকুমার দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭, শ্যামানন্দ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। জমি, প্রাসাদাদি দখল এবং উন্নতি বিধান সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

সেণ্ট্রাল গররিয়া কোলিয়ারী কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি, কে ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭-এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। কয়লাখনির মালিক।

আইস মিলস এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নিত্যানন্দ আকন্দ। রেজিষ্টার্ড অফিস—পুরাণবাজার, ত্রিপুরা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। বরফ, চাউল, ডাইল, তেল এবং মযদাকল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

হরিরাম ধীরাজমুল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ধীরাজমুল গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭-এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। পাট, চট প্রভৃতির ব্রোকারি এবং এজেন্সির ব্যবসা।

রাজশ্রী টেক্সটাইলস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কালীপদ চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩০, রসা রোড, সাউথ টালীগঞ্জ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৭৫ লক্ষ টাকা। তুলার ব্যবসা।

সেণ্ট্রাল হুংসজোরা খাস কোলিয়ারী লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ডি, ডি, শক্সেনা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। কয়লাখনি মালিক।

নিমছা কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি, সি, রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। কয়লাখনি মালিক।

টেগোর কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দুর্গাদাস চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, সৈয়দ সালে লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল, সিল্ক এবং পশমী কাপড়ের কলদখলকার সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

সেণ্ট্রাল বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দুর্গাদাস চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, সৈয়দ সালে লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। ঔষধ বিক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড মেডিকেল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ প্রেমরঞ্জন রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৬।১।৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

কটন এক্সপার্টস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কালীপদ চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩০, রসা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেণ্ট এবং সেক্রেটারী।

জে আগরওয়ালা এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীপ্রসাদ আগরওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৭০, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এজেণ্ট, এজেণ্ট এবং সেক্রেটারী।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

মেঘনা মিলস কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **আদমজী জুট মিলস. লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ষ্ট্যাণ্ডার্ড জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। উহারপূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি সেনট্রাল কারকেণ্ড কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮৸০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত্

ভবিষ্যতে সুখ-শান্তি ভোগের জন্য সুখস্বপ্নই বর্ত্তমানকে ক'রে তোলে কর্ম্মময়—সেই কর্ম্ম-শক্তির উদ্দীপনা মানুষকে এনে দেয় আয়ের সংস্থান—তখন মানুষ উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রতে যায় ভুলে—স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে।

*

ভবিষ্যতের আশা পূরণ ক'রতে হ'লে যে সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় চালিত হওয়া দরকার উহাই—

!!!

ক্যালকাটা

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৪ঠা জানুয়ারী—পুরাতন বৎসর শেষ হইয়া নূতন বৎসর আসিল, কিন্তু কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইল না। বর্ত্তমান সপ্তাহেও ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবা-মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে 'কল' টাকার আদান-প্রদান হইয়াছিল তাহার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা এবং বোম্বাই-এ শতকরা ।০ আনাই বজায় ছিল। উত্তর ভারতে, বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবে তুলা ক্রয়ের জন্য এবং সহরের ছোট ছোট ব্যাঙ্কসমূহ কর্ত্তৃক কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ের জন্য টাকার চাহিদা কিছুটা বাড়িয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহেও ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডারের পরিমাণে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই, তবে গড়পড়তা সুদের হারে সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গত ২রা জানুয়ারী বুধবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু মোট ১ কোটী ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৸৵৩ পাই এবং তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। নিম্নমূল্যের টেণ্ডার-গুলি অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ১ কোটী ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ।৵১১ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার বোম্বাইতে সকাল ১১টা পর্য্যন্ত (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) এবং অপরাপর কেন্দ্রে ৭ই জানু-য়ারী সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৪ কোটী টাকার ৩ মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ১১ই জানুয়ারী শুক্রবারের মধ্যে টাকা জমা দিতে হইবে। অপরাপর সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ২৮শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অনুকূলে মোট ৪ কোটী ৪১ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে বেশ কর্ম্ম-তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়; তবে বিনিময় হারের কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বিনিময় হার নিম্নে দেওয়া হইল :—

টেলি: হুণ্ডি (প্রতি টাকার)	১ শি:	৫৩/৪ পে:
ঐ দর্শনী („)	„	৩ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শি:	৬৩/৪ „
ডি এ চার মাস („)	„	৬৩/৪ „
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা	

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২১শে ডিসেম্বরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২০২ কোটী ৩৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৯৭ কোটী ৭ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। গত ২১শে ডিসেম্বরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭৮ কোটী ৯৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ও ২৭৭ কোটী ২৬ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮৫ কোটী ৬৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ও ২৭৫ কোটী ৪২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৪ঠা জানুয়ারী—বড়দিন ও ইংরেজী নববর্ষের পর আলোচ্য সপ্তাহের ২রা জানুয়ারী বুধবার কলিকাতার শেয়ার বাজার খুলিয়াছে। বুধবার সমস্ত বিভাগের কেনাবেচা সন্তোষজনক হয় এবং সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের দরও চড়তির দিকে থাকে। বৃহস্পতিবার শেয়ারসমূহের দর আরও বৃদ্ধি পায় এবং কেনা-বেচার অবস্থা আরও উন্নত হয়। অদ্য শুক্রবারও প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্যাধিক্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। দীর্ঘ দিনের পর শেয়ার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই শেয়ার-সমূহের এই অভূতপূর্ব্ব মূল্যাধিক্যের কারণস্বরূপ এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, লাভান্বেষি-গণ টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে এইবার বিশেষভাবেই শেয়ার বাজারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তাছাড়া 'অদূর ভবিষ্যতেই ব্যাঙ্কসমূহের সুদের হার হ্রাস পাইবে' কলি-কাতার শেয়ার বাজারে এইরূপ মনোভাব বিশেষ-ভাবে ছড়াইয়া পড়ায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অভূতপূর্ব্ব ক্রেতাধিক্যের দরুণও শেয়ারসমূহের মূল্যাধিক্যের অন্যতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে চটকল, কয়লা-খনি এবং ইঞ্জি-নিয়ারিং বিভাগের মূল্যাধিক্যই কলিকাতার শেয়ার বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আলোচ্য সপ্তাহের ৩ দিনই কলিকাতার শেয়ার বাজারে পূর্ণ মাত্রায় তেজীভাব বিদ্যমান থাকে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি মাঝামাঝি রকমের হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও সামান্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের ঋণপত্র ১০৩৸০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র ৯৭।৶০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৭০-৭৫) ৯৭॥৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৯৯৸০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৭) ১০৭৲ টাকা, ৩৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৯-৫২) ১০১॥৶০ আনা, এবং ৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ১১৩৲ টাকা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

চটকল—চটকল শেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অন্যতম প্রধান ঘটনা। আলোচ্য সপ্তাহে হাওড়া ১২৩॥০ আনা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৬৪৭৲ টাকা, আগড়পাড়া ৪৫।৶০ আনা, কামার-হাটি ৯৮৯৲ টাকা, ন্যাশনাল ৪৪৲, নদীয়া ১৯২৲ টাকা এবং রিলায়েন্স ১০৭।০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজকর্ম্ম বেশ ভালই হইয়াছে এবং মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বরাকর ৪৯৸৵০ আনা, বেঙ্গল ৮৬৫৲ টাকা, ভাল-গোরা ৩৪৸০ আনা, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া ১৪॥০ আনা, ইকুইটেবল ৮০॥০ আনা, হরিলাদি ৪৬৲ টাকা, নিউ বীরভূম ৫৪॥০ আনা, সাউথ করণপুরা ৪৭।৵০

Pioneer Quality Manufacturer of :

Spring, Springwashers, Setscrews, Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler Tube, Brushes, Link & Wire Chains, etc.

S. K. Dutt

Manufacturer & Mill Furnisher,
20, STRAND ROAD
CALCUTTA
Phone : Cal. 1434

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা

লিমিটেড

শুধু কলিকাতাবাসীদেরই নয়, ইহা সমগ্র ভারতবাসীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর ও করাচী ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

কার্য্যকরী তহবিল

দুই কোটি টাকা

হেড অফিস : ৩, ম্যাঙ্গো লেন
ফোন : ক্যাল ২৭৬৭

ম্যা: ডিরেক্টর—
ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি

আনা, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ১৬৸০ আনা এবং এমালগেমেটেড ৫৬॥০ পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে এই বিভাগের কাজকর্ম্ম বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৫৭॥৵০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৪৮॥৴০ আনা, বার্ণ এণ্ড কোং ৫৪৮৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ ১৭১৲ টাকা, জেসপ ৩৩৲ টাকা, কুমারধুবী ১৩॥০ আনা, মার্শালস ৯॥৵০ আনা, ব্রেইতওয়েইট ১৭৶০ আনা এবং টেক্সমাকো ১৯॥৴০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকি-কিনি হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—লাভজনক লভ্যাংশ ঘোষণা করার সম্ভাবনার দরুণ এই বিভাগেব শেয়ারসমূহের কাজকর্ম্ম বেশ ভাল হয এবং মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৯৮॥০ আনা, বিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৫৬৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইযাছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং বিকিকিনিও বৃদ্ধি পায়। কানপুর টেক্সটাইলস ১৪।০ আনা, এলগিন ৮১৴০ আনা, ডানবার ২৫৭৲ টাকা, মুইর মিলস্ ৫৩৮৲ টাকা, নিউ ভিক্টোরিয়া ৯।৴০ আনা এবং বেনারস কটন ১৩৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

কাগজের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের কাজকর্ম্ম মোটামুটি ভালই হইয়াছে। টিটাগড ৪৪৸০ আনা, এবং ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ৩০৬৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইযাছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেযারেব বিকিকিনি বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতে উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তেজপুর ৩০॥৵০ আনা, ইষ্ট ইণ্ডিযা ৩১।০ আনা, জাতীক্ষিরা ৩৪৲, বিশ্বনাথ ৫২৸০ আনা, সাপয় ৩১।০ আনা এবং সেণ্ট্রাল কাছাড ১৫৬৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগে বিকিকিনি বৃদ্ধি না পাইলেও, মূল্যের দিক হইতে কিন্তু উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কেক ৩৮॥০ আনা, বলরামপুর ২০৲ টাকা, দ্বারভাঙ্গা সুগার ২৮৸০, ইউ পি সুগার ৩৩৲ টাকা, রামনগর কেন, ২৭।০ আনা, কানপুর ৪৬॥০ আনা এবং চম্পারণ ৪৬৲ টাকা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৪ঠা জানুযারী—বডদিনের ছুটীতে পাটেব বাজারে বিশেষ কিছু না ঘটিলেও নূতন বৎসরে আল্‌গা পাটের বাজার ও পাটজাত দ্রব্যাদির বাজারে কিছু উন্নতি লক্ষিত হয়। আমেরিকার চটের 'কোটা' বৃদ্ধি পাওয়ার খবর এবং মজুত মালের হ্রাসই এই উন্নতির কারণ বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি প্রভূত পরিমাণে চট আমেরিকায় রপ্তানী হইতেছে। তাড়াতাড়ি রপ্তানী করিবার জন্য চটের "কভারিং" চাহিদা থাকায় বাজারে চটের সর্ব্বোচ্চ দর বজায় রহিয়াছে। সাধারণতঃ মিলগুলি চট বিক্রয় করিতে সেরূপ উদ্‌গ্রীব নহে, পরন্তু অনেকগুলি মিল তো বিক্রয় করিতে অস্বীকারই করে। 'ফরওয়াড' কারবারে লাভের হার বেশী থাকায় ফাটকাকারবারী কর্ম্মতৎপর হইয়া পড়ায় তেজীভাব দেখা দিয়াছে।

পাটের রপ্তানী বাজারে আমেরিকার সহিত প্রাইভেট মার্কা তোষা শ্রেণীর সামান্য কাজকারবার হইয়াছে কিন্তু অপরাপর প্রধান রপ্তানীযোগ্য পাটের কোন কাজকারবারই হয় নাই। কলমালিকরা নিম্নতম দরে লাইটনিংস্ এবং ডাণ্ডি ডেইঞ্জী শ্রেণী পাটেরও কিছু কাজ করিয়াছে।

ডিসেম্বরের শেষ ভাগে কলমালিকগণ কর্ত্তৃক যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয় করার ফলে আল্‌গা পাটের বাজারের তেজী ভাবটি বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মফঃস্বল বাজারেও উন্নতি দেখা যায। আগের ন্যায কম দামে আর কেহই খবিদ করিতে পারিতেছে না। মফঃস্বল বাজারে প্রায় ১॥০ টাকা দর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৪ঠা জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনাব দরে অনেকটা স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়। ইঙ্গ-মার্কিন ঋণচুক্তির ফলে কলিকাতা ও বোম্বাইয়েব বাজারের সোনা বিক্রেতাগণের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা একেবারে দূরীভূত হওয়ায় লাভান্বেষিগণ সোনা মজুত ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ কিংবা নিরুৎসাহ না দেখানোর জন্যই আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরের মোটামুটি স্থিরভাবের কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ দর হইতেছে যথাক্রমে ৮২॥৶০ আনা ও ৮২৸৵০ আনা। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে অন্য প্রতি খণ্ড গিনি যথাক্রমে ৫৭॥০ আনা ও ৫৯৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইযের বাজারে সোনার দরে মোটামুটি স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইলেও, রূপাব দরে কিন্তু কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে বেশ উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। লাভান্বেষিগণ রূপা মজুত ব্যাপাবে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইবার জন্যই আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দর বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ মূল্য হইতেছে যথাক্রমে ১৩৫৸০ আনা ও ১৩৫॥৵০ আনা।

জলপাইগুড়ি
ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক লিঃ
ক্লিয়ারিংএর সকল সুযোগসহ ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান
সেণ্ট্রাল অফিস : ৮৭, ওল্ড চীনাবাজার, কলিকাতা ফোন : বি বি ১৮৫৮
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীমোহিনীমোহন সাহা
এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীনলিনীরঞ্জন সাহা, বি-এস-সি
হেড অফিসঃ মালদহ।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট
ফোন : বড়বাজার—৯৮৭
অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ পাটনা, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।
মীরকাদিম শাখা ইং ১৯৪৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে।
জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

ন্যাশন্যাল এক্‌স্প্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ
৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৬২৯৭
নিরাপত্তা ও সেবার জন্য চিরপরিচিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
আপনার সেবা ও সাহায্যের জন্য কি করিতে পারি ? খোঁজ করুন।
বি. এম্. চ্যাটার্জ্জী এম-এ, এফ. আর. জি. এস (লণ্ডন), এফ. আর. এস. এ (লণ্ডন), ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।
এন. বি. পর্ব্বত, জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২১শে ডিসেম্বর	৩১শে ডিসেম্বর	১লা জানুয়ারী	২রা জানুয়ারী	৩রা জানুয়ারী	৪ঠা জানুয়ারী
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৮২॥/০			৮২৲	৮২॥৶০	৮১॥/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৮৩৶০			৮২৸/০	৮২৸৶০	৮২৸৶০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৪৲			১৩৪॥০	১৩৫॥০	১৩৫৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৩।৶০			১৩৫॥০	১৩৫৸০	১৩৩॥৶০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৭॥০			৫৬৸০	৫৭।০	৫৭॥০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫৯।০			৫৯৲	৫৯৲	৫৯৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲			৩৲	৩	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—			৯৭।৶০	৯৭।৶০	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০৩।৶০			১০৩॥৶০-১০৩॥০	১০৩৸০	১০৩৸৶০-১০৩।৶০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—			৯৯।০	৯৯৸০	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—			—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—			১১৩৶০	১১৩৲	১১৩।/০-১১৩৲
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—			—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫৩॥০-৫২॥৶০			৫৬।৶০-৫৪॥৶০	৫৭৶০-৫৬।/০	—
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৪৬।৶০-৪৫॥৶০			৪৭৸৶০-৪৬॥৶০	৪৮॥০-৪৭৸/০	—
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১৩॥৶০-১৩।৶০			১৩৸০-১৩।৶০	১৩॥/০-১৩॥০	১৩॥/০-১৩।৶০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৭।০-১৭৲	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ	১৭।০-১৭৶০	১৭॥০-১৭৶০	১৭॥০-১৭৲
জেসপ ...	৩৩৲-৩২॥৶০			৩২৸৶০-৩২৸০	৩৩৲-৩২।৶০	৩৩।০-৩২৸০
মার্শালস ...	৮॥৶০-৮॥/০			৯॥/০-৯৶০	৯॥৶০-৯।০	৯৸০-৯॥০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১৩৶০-১৩৲			১৩।০-১৩৶০	১৩।৶০-১৩৲	১৩।৶০-১৩৲
আর্থার বাটলার ...	—			—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস ...	১০৸০-১০॥০			১০॥৶০-১০॥০	১০৸/০-১০॥৶০	১০॥৶০-১০॥৶০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—			—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৮।/০-৭৸৶০			৮।/০-৮/০	৮।৶০-৮।০	৮৸৶০-৮।০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৫৶০-৪৸৶০			৫॥৶০-৫।৶০	৫॥৶০-৫।৶০	৫॥৶০-৫।৶০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫৭৲-১৫৫৲			১৫৫॥০-১৫৫৲	১৫৫৲-১৫৩॥০	১৫৬৲-১৫৫॥০
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৯১॥০			৯৩৲-৯১৲	৯৫৲-৯৩৲	৯৮॥০-৯৫॥০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৬॥০-১৬।৶০			—	—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪৶০-১৪/০			১৪।০-১৪৶০	১৪॥/০-১৪।৶০	—
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫৶০-১৫/০			১৫৲	১৫/০	১৫।৶০-১৫।০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—			—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—			—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—			—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—			—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৮৸৶০-৪৭॥০			৪৯।/০-৪৭৸০	৪৯৸৶০-৪৯॥০	—
তালচের ,, ,, ...	—			১৪।০-১৩৸৶০	১৪৲	১৩॥৶০
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	৬৭॥০-৬৭।০			৬৬॥০	—	—
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৭৯।০-৭৮৶০			৭৯৸০-৭৯৶০	৮০॥০-৭৯॥০	৮১॥/০-৮০।৶০
সাউথ করণপুরা ,, ...	৪৩।০			৪৭॥/০-৪৬৸৶০	৪৬৶০-৪৫॥৶০	—
ভুলনবরারি ...	—			৩৬৶০-৩৬৲	৩৬।৶০-৩৬।০	৩৬।৶০
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—			—	৪৯৲	৪৯॥০
নিউ চুরুলিয়া ...	১৪॥৶০-১৪।/০			—	১৪৸০	১৪।৶০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৫০॥০-৪৯।৶০			৫০৸০	—	৫০৸০-৪৯।০

গ্রাম : মারকোব্যাঙ্ক ফোন : ক্যাল ৩৭৩৪

ইউনিয়ন মারকেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেঃ অঃ—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যাঃ ডিঃ এম, কে, নন্দী

চেয়ারম্যান মিঃ কে, ডি, বোস।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)

হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, আরামবাগ, চাঁপাডাঙ্গা, মিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, দীঘিরপাড়, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, নাথনগর, দ্বারভাঙ্গা, রায়পুর, পাটনা, পাটনা সিটি, ভিজিয়ানাগ্রাম, বোলাঙ্গীর, কাটাবঞ্জী (পাটনা ষ্টেট), নাগপুর, সম্বলপুর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২১শে ডিসেম্বর	৩১শে ডিসেম্বর	১লা জানুয়ারী	২রা জানুয়ারী	৩রা জানুয়ারী	৪ঠা জানুয়ারী
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৯॥০-৯৲	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ	৯।৵০-৯৶০	৯।/০-৮৸৵০	৯॥৵৫-৯।/০
বেনারস ...	১২৶০-১১৸৵০			১২॥/০-১২।৵০	১৩৲-১২।/০	১৩।৵০-১৩/০
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৪/০-১৩৸৵০			১৪।/০-১৪৵০	১৪।০-১৪৲	১৪।৵০-১৪৵০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	৭৮।৵০-৭৭৲			৮০৸০-৮০॥০	৮১৲-৮০৲	৮১।০-৮।০
কেশোরাম ...	২৩।০-২২।৵০			—	২৩॥০	২৩॥০-২৩৵০
বঙ্গশ্রী ...	১৪৸৵০-১৪৸০			১৫৲-১৪॥০	১৫৲	১৪৸৶০-১৪৸৵০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৸৵০-৭৸০			—	—	—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২৮৪৲-২৮১৲			৩০১৲-২৯৪৲	৩০৬৲-৩০১৲	৩০৩৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	—			—	২২।৵০	২২৸৶০-২১৲
টিটাগড় ...	৪২৸০-৪১৸০			৪৪৸০-৪৩।৵০	৪৪৸০-৪৪৶০	৪৪৸০-৪৪।০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৪৬০৲-৪৫৯৲			৪৫৫৲-৪৫৩৲	৪৫৩৲	৪৫৪৲-৪৫০/
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৬৫০৲-৬৪১৲			৬৫৩৲-৬৪৫॥০	৬৪৯৲-৬৪৭৲	৬৫০৲
কামারহাটি „ „ „ ...	৯৮৮৲-৯৮৪৲			৯৮৯৲-৯৭৮৲	৯৮৯৲-৯৮৪৲	৯৯১৲-৯৮৩৲
নদীয়া „ „ „ ...	১৯৩৲-১৯০৲			১৯০৲-১৮৬৲	১৯২৲-১৮৮৲	১৯২/-১৮৭৲
প্রেসিডেন্সী „ „ „ ...	১৭৲-১৬॥৵০			১৬৸৶০-১৬৸০	১৬৸৶০	১৭৲-১৬॥০
রিলায়েন্স „ „ „ ...	১১০৲-১০৬॥০			১০৮৲-১০৬৸০	১০৭।০	১০৭॥০
কাঁকনাড়া „ „ „ ...	৮৩৯৲-৮২৭৲			৮৫০৲-৮৩০৲	৮৩৬৲	৮৩৫৲-৮২৮৲
হাওড়া „ „ „ ...	১২৩৸০-১২৩৲			১২৩।০-১২১।০	১২৩।৵০-১২২॥৵	—
ডালহৌসী „ „ „ ...	৫০০৲-৪৯১৲			৪৯২৲	৪৯২৲-৪৮৯৲	—
বজবজ „ „ „ ...	—			—	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড „ „ ...	—			—	—	—
এলায়েন্স „ „ „ ...	৮৮৫৲-৮৭৫৲			৮৭৮৲	—	৮৭৫৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৭৸০-১৭।৵০			১৭॥০	১৭৸০-১৭॥৵০	১৭৸০-১৭॥৵০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪৪৸৵০-৪৪॥০			৪৫॥৵০	৪৬৲-৪৫।০	৪৫৸৵০-৪৫॥৶০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩৮।০-৩৭।৶০			৩৮৵০-৩৭৸৵০	৩৮।০-৩৭॥০	—
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—			—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান „ „ „ ...	—			—	—	—
কল্যাণী „ „ „ ...	—			—	—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	১২৶০-১২৵০			১৩৲	১৩৵০-১২৸০	—
তেজপুর „ „ „ ...	৩০৸০-৩০।০			৩০।৵০	৩০॥৵০-৩০।৵০	৩১৲-৩০৸০
বিশ্বনাথ „ „ „ ...	৫২॥০			—	৫২৸০	৫২॥০-৫১৸০
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৭৸০-১৭॥০			১৮॥০-১৮৵০	১৮৸০-১৮।৶০	১৮৸০
বি আই কর্পোরেশন ...	৯।/০-৯/০			৯৵০-৯/০	৯।/০-৯৲	৯৸৵০-৯॥০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	২০১৲-১৯৮৲			২০৭৲-২০৩৲	২০৯৲-২০৩৲	২১১৲-২০৫৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৯।০-১৮।০			১৯৸০-১৮৸৶০	১৯।৵০-১৯৶০	১৯।০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২৯০৲-২৮৪৲			২৯২৲-২৮১৲	২৮৪৲-২৮৩৲	—
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট „ „ ...	২৩৸/০-২৩৸০			২৪৸৶০-২৩৸০	২৫।/০-২৪৸/০	২৫॥৵০-২৫।০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—			১৩।৶০-১৩।৵০	—	১৩॥৵০-১৩॥০
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—			১১৸৵০	১২৲	—

মূল্য কমিল !!!

সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, গ্লোবিউল, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।

লিখুন ঃ—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং

সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। ও গোধুলিয়া, বেনারস।

অক্ষয় কুমার লাহা

বেডিয়াম মার্কা সিমেন্ট কলার রং

বা ড়ী র রং কারখানার রং

১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটী নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ
মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর
দেব বর্ম্মণ

চীফ অফিস ঃ—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।
রেজিষ্টার্ড অফিস :—গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ ঃ
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভাম্বুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাম্বু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।

ক্রিমির উৎপাত থেকে মুক্তি পেতে হোলে

ডাঃ এ, কে, চৌধুরীর

ক্রিমি-নাশিনী

খাওয়া উচিত সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক :-
এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স
৪৭, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চাহিবা মাত্র মুকুট-মার্কা

- কোকোলা
- কল্যানী
- ত্রিগুণ
- জুয়েল আমলা কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

আর মিত্রের ময়ূরমার্কা তিলতৈল

মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে

আর মিত্র — পারফিউমার
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

হেড অফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি. ২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেন্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।
অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

বড়বাজার (কলিকাতা), দমদম ক্যান্টনমেণ্ট, চৌমুহনী, বসুরহাট, কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, সিরাজদীঘা, রাঙ্গাপাড়া, জামুগুড়িহাট, রহা, রাসড়া, আজমীর, হিঙ্গলগঞ্জ, বেওয়াড়।

বহুবাজার শাখা :—১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে শীঘ্রই খোলা হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার : মিঃ আর, চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ জে, ভৌমিক

দি চৌমুহনী কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম—জনশক্তি
স্থাপিত—১৯২৭ সাল
রেজিষ্টার্ড অফিস—চৌমুহনী (নোয়াখালী)
কলিকাতা অফিস—
১০৭নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ভারতের সর্ব্বত্র এজেন্সী আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস, এন, দাশগুপ্ত

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

লিলি বিস্কুট

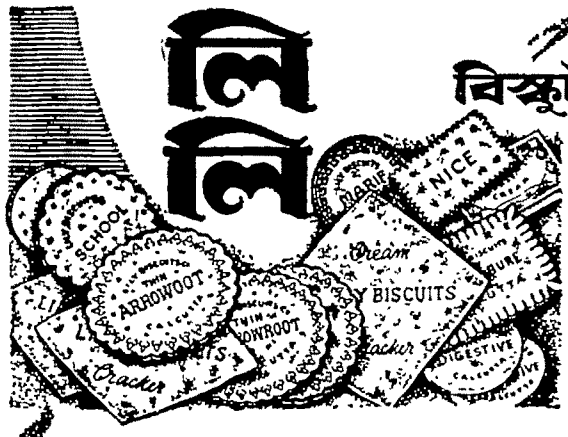

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক – শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 14th January, 1946. সোমবার, ৩০শে পৌষ, ১৩৫২ [৩৫শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

কৃত্রিম রেশমের কারখানা

সম্প্রতি এরূপ জানা গিয়াছে যে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে পরিকল্পিত কৃত্রিম রেশমের কারখানার জন্য ইংলণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের দুইটী কোম্পানীর নিকট ৬৬ লক্ষ হইতে এক কোটী টাকা মূল্যের কলকব্জার অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। ভারতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের উদ্যম এই প্রথম। গত ১৯৪০-৪১ সালে বিদেশ হইতে ভারতে ৫ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশমের সূতা ও বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল। উহা ছাড়া ঐ বৎসরে কৃত্রিম রেশমের সূতা মিশ্রিত অনেক কার্পাস বস্ত্রও বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হয়। ভারতে কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রের চাহিদা দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশ হইতে ভারতে কৃত্রিম রেশমের আমদানী আরও বাড়িবে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে যে কারখানা স্থাপিত হইতেছে তাহা দ্বারা ভারতের চাহিদা পূরণ হওয়া সম্ভব নহে বিধায় এদেশে আরও কৃত্রিম রেশমের কারখানা স্থাপনের সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। বাঙ্গলায় কৃত্রিম রেশম খুব জনপ্রিয়। বাঙ্গালী শিল্পোদ্যোগীদের এই দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

ভারতে বিদেশী পুঁজির প্রভাব

যুদ্ধোত্তর ভারতে বড় বড় ভারতীয় পুঁজিপতিদের সহিত মিলিত হইয়া বৃটিশ ধনিকরা বিভিন্ন শিল্পে তাঁহাদের পুঁজি খাটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই মোটর-শিল্পে বিড়লা-স্যুফিল্ড চুক্তি, রংশিল্পে টাটা ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল চুক্তি, অয়েল ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক-শিল্পে কিরলোস্কার বৃটিশ অয়েল এঞ্জিন-ব্রাশ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং চুক্তি প্রভৃতির মধ্য দিয়া ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শিল্পোন্নতির জন্য আমরা সুবিধামত বিদেশী পুঁজি খাটাইবার বিপক্ষে নহি। কিন্তু উল্লিখিত ধরণের ইঙ্গ-ভারতীয় সহযোগিতা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শিল্পের স্বার্থের অনুকূল হইবে কি না সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। এই ধরণের ইঙ্গ-ভারতীয় সহযোগিতার ফলে যে কম্বাইন, কার্টেল বা জোট বাঁধিয়া উঠিবে তাহার ফলে শিল্পে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াইবে একচেটিয়া ব্যবসা ও বিদেশী পুঁজির প্রভাব বৃদ্ধি। চীনে মার্কিন পুঁজি কি ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা লক্ষ্য করিলে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কান্বিত হইয়া উঠিতে হয়। ভারতে শিল্পসমূহে যে পুঁজি খাটানো হইবে বৃটিশ ধনিকদের তাহার শতকরা ৪০ ভাগের অংশীদার করিবার কথা উঠিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও শ্যেন দৃষ্টি মেলিয়া আছে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত তাহাদেরও হয়ত শতকরা আর ৪০ ভাগ পুঁজির বখরাদার করিতে হইবে। ফলে দেখা যাইবে যে, স্বল্পসংখ্যক ভারতীয় শিল্পপতি মোট পুঁজির শতকরা মাত্র ২০ ভাগের বখরাদার হইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

ভারতবর্ষের শিল্পে এইভাবে বিদেশী পুঁজির প্রভাব বৃদ্ধি যে ভারতের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টীর প্রতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

স্যার আর্দ্দেশীর দালালের পদত্যাগ

ভারত সরকারের পরিকল্পনা-সচিব স্যার আর্দ্দেশীর দালালের পদত্যাগের আকস্মিক সংবাদে বিস্ময় ও উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। স্যার আর্দ্দেশীর দালাল টাটা কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টররূপে শিল্পসম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন এবং বিখ্যাত বোম্বাই পরিকল্পনার অন্যতম স্বাক্ষরকারীরূপে তিনি ভারতে শিল্প বিস্তারের অন্যতম প্রধান সমর্থক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। স্যার আর্দ্দেশীর দালালকে যখন বড়লাট তাঁহার শাসন পরিষদের সভ্য মনোনীত করেন তখন স্বতঃই দেশবাসীর মনে হইয়াছিল যে, ভারত সরকার বোম্বাই পরিকল্পনা সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব পোষণ করেন বলিয়াই স্যার আর্দ্দেশীর দালালের ন্যায় শিল্প-বিশেষজ্ঞকে শাসন পরিষদের সভ্য মনোনীত করা হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস যখন নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিতেছে এবং কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে কংগ্রেস কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট গঠনের যখন কথা উঠিয়াছে ঠিক সেই সময়েই

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৫১-৫৬
ভারত সরকারের আগামী বাজেট	৮৫৭-৬০
কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা (৬) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য	৮৬১-৬২
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৮৬৩-৬৪
খেয়ালীর খাতা	৮৬৫-৬৬
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৮৬৭-৬৯
কোম্পানী প্রসঙ্গ	৮৭০-৭১
বাজারের হালচাল	৮৭২-৭৬

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা। বি, মুখার্জ্জী

ফোন : পি কে—২৬৮১ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

স্যার দালালের পদত্যাগ সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়। স্যার আর্দ্দেশীর দালাল ভারতে শিল্পোন্নয়নের পক্ষপাতী এবং দেশের জন্য সত্যই কিছু করিবার আগ্রহ তাঁহার আছে ইহার প্রমাণ দেশবাসী তাঁহার কার্য্যাবলীতে পাইয়াছেন। কংগ্রেসের ন্যায় দূর-প্রসারী বা বৈপ্লবিক পরিকল্পনার কথা তিনি হয়ত ভাবিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি যতদূর অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন তাহা কার্য্যকরী হইলে কংগ্রেসের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা আরও সহজ-সাধ্য হইত। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয় স্যার আর্দ্দেশীর যতটুকু অগ্রসর হইতে চাহেন তাহাও ভারত সরকারের মনঃপূত হয় নাই এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে ভারত সরকারের অনুদার মনোভাব শুধু বিস্ময় ও উদ্বেগ নহে, বিপুল বিক্ষোভেরও সৃষ্টি করিবে।

ডাক ও তার বিভাগের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা

ভারত সরকারের পলিসি কমিটি ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগের সম্প্রসারণের এক পঞ্চ-দশবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। সমগ্র পরিকল্পনাটী তিনটী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভক্ত। সমগ্র পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে ৩৯ কোটী ২লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ব্যয় হইবে এবং পৌনঃপুনিক ব্যয় পড়িবে ৫ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। এই পরিকল্পনা অনুসারে সহরাঞ্চলে ৫৩০টি নূতন পোষ্ট অফিস খোলা হইবে এবং সহরাঞ্চলে ডাক বিলির অতিরিক্ত ব্যবস্থা হইবে। বর্ত্তমানে মফঃস্বলে প্রায় ২২ হাজার ডাকঘর আছে; নূতন পরিকল্পনায় দুই হাজার বা ততোধিক লোকসম্পন্ন প্রত্যেক গ্রামে একটী করিয়া ডাকঘর থাকিবে। এইরূপ প্রায় ৮,২০০ গ্রামে ডাকঘর স্থাপিত হইবে। ইহা ছাড়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির ইচ্ছা অনুযায়ী দুই হাজারের কম লোকসম্পন্ন গ্রামগুলিতেও প্রায় আট শত নূতন ডাকঘর বসিবে। পাঁচ হাজার বা ততোধিক লোক-সমন্বিত প্রত্যেক এলাকায় টেলিগ্রাফ অফিস বসিবে। বর্ত্তমানে এইরূপ ৩,৮০০ এলাকায় টেলিগ্রাফ অফিস আছে। আরও দেড় হাজার এলাকায় টেলিগ্রাফ অফিস খোলা হইবে। এক শত হইতে পাঁচ শত পর্য্যন্ত গ্রাহকের উপযোগী দেড় শত নূতন টেলি-ফোন এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বেতার ও বিমান ডাক ব্যবস্থারও সম্প্রসারণ করা হইবে।

অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা যে কত খারাপ তাহা আমরা প্রতিদিনই অনুভব করিয়া থাকি। এই বিংশ শতাব্দীতেও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পল্লী অঞ্চলে নিয়মিত চিঠি বিলির ব্যবস্থা নাই এবং দূরবর্ত্তী অঞ্চলগুলির, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গের জনসাধারণকে ডাক ও তার অফিসের অভাবে যে কি দুর্গতি ভোগ করিতে হয় তাহা অবর্ণনীয়।

এতদিন পরে ভারত সরকার যে এদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন ইহা খুবই সুখের বিষয়।

ফ্রান্সের নূতন বাজেট

জেনারেল দ্য' গলের ধমকানী সত্ত্বেও ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট ও সোস্যালিষ্ট দল ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নূতন বাজেটে সামরিক ব্যয় হ্রাস করিয়াছেন। দ্য' গল গবর্ণমেণ্ট সামরিক খাতে প্রায় সাড়ে তিন শত কোটী টাকার মঞ্জুরী চাহিয়াছিলেন। অসামরিক খাতে মোট ব্যয় ধরা হইয়াছিল তাহার এক-তৃতীয়াংশ। কমিউনিষ্ট ও সোস্যালিষ্ট সদস্যগণ পরি-ষদে সম্মিলিতভাবে ভোট দিয়া উক্ত ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ শতকরা পাঁচ ভাগ হারে কমাইয়া দিয়া-ছেন। সামরিক ব্যয়-বরাদ্দ কমানো হইলে দ্য' গল পদত্যাগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। বিধ্বস্ত ফ্রান্সের পুনর্গঠনই এখন সর্ব্বপ্রধান কাজ। এ অবস্থায় সামরিক ব্যয়ের উপর জেনারেল দ্য' গল কেন জোর দিলেন তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সাম্রাজ্যবাদের ভূত তাঁহার স্কন্ধ হইতে নামে নাই। ইন্দোচীন হইতে আরম্ভ করিয়া আলজিরিয়া পর্য্যন্ত ছোট বড় সমস্ত উপনিবেশগুলিকে গায়ের জোরে কি করিয়া দাবাইয়া রাখা যায়, ইহাই এখন জেনারেল দ্য' গলের ধ্যানজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ফ্রান্সে জন-সাধারণের মধ্যে যে বিপুল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহা তিনি লক্ষ্য করিবার সময় পান নাই অথবা ইচ্ছা করিয়াই লক্ষ্য করেন নাই। সোস্যালিষ্ট ও কমিউনিষ্টদের সম্মিলিত ভোটের মধ্য দিয়া সেই নবজাগ্রত জনমতই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। অবশ্য ব্যাপারটী এখানেই চুকিবে না। ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে গবর্ণমেণ্ট যদি সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের (অকারণ ব্যয়বাহুল্য কমাইবার উদ্দেশ্যে) জন্য বিল উপস্থিত না করেন তাহা হইলে সোস্যালিষ্ট দল সামরিক ব্যয়-বরাদ্দের শতকরা কুড়ি ভাগ হ্রাসের যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহা স্বতঃই কার্য্যকরী হইবে। প্রাচীনপন্থী দ্য' গল উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছেন।

বেকার-সমস্যার ভয়াবহতা

যুদ্ধোত্তর ভারতে বেকার-সমস্যা কিরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে সে সম্বন্ধে আমরা বহুবার গবর্ণমেণ্টকে ও জনসাধারণকে সতর্ক করিয়াছি। গবর্ণমেণ্টও মাঝে মাঝে বেকারের আনুমানিক সংখ্যা প্রকাশ করিয়া আমাদের সতর্কবাণীর যৌক্তি-কতা প্রমাণ করিয়াছেন। বেকার-সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত গঠনমূলক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্যও আমরা বার বার গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন জানাইয়াছি এবং সরকারী পরিকল্পনার সমালোচনা করিয়া প্রকৃত কর্ম্মপন্থার দিকে গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। কিন্তু এযাবৎ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের চিরাচরিত আশ্বাস দান ও বড় বড় পরিকল্পনার উল্লেখ ছাড়া কিছুই করেন নাই। সম্প্রতি যে সকল তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রশমিত না হইয়া বৃদ্ধিই পাইয়াছে এবং জনসাধারণও শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। এক-জন সরকারী মুখপাত্র হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, যুদ্ধকালীন অবস্থা হইতে শান্তির অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়ার ফলে ভারতে ৫০ হইতে ৭০ লক্ষ লোক বেকার হইবে। তাঁহার হিসাব অনুসারে মধ্যবর্ত্তী কালে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের ৩১শে মে-র মধ্যে সৈন্য দল হইতে ছাড়া পাইবে ৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৯ শত ৫৭ জন, যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজ হইতে (অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা ও সিভিল পাইয়োনিয়ার ফোর্স সহ) ছাড়া পাইবে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার লোক এবং ভারতীয় নৌবাহিনী হইতে ছাড়া পাইবে ১০ হাজার লোক। অতিরিক্ত যে লোক লওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। মোটের উপর আগামী মে মাসের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১২ লক্ষ লোক বেকার হইবে। বিভিন্ন সামরিক বিভাগ হইতে ইতিমধ্যেই বহু লোক ছাঁটাই করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা গবর্ণমেণ্ট এখনও প্রকাশ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশে যুদ্ধসংক্রান্ত কাজ বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন সর-কারী বিভাগ, বহুবিধ কারখানা প্রভৃতি হইতে যে লোক ছাঁটাই হইয়াছে বা হইতেছে তাহা উল্লি-খিত সরকারী মুখপাত্রের হিসাবে ধরা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রেলওয়েতে যে বিপুল সংখ্যক লোক ছাঁটাই করা হইবে তাহাও উক্ত সরকারী মুখপাত্রের হিসাবে পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ। যাহা হউক বিভিন্ন প্রদেশে যুদ্ধকালীন কাজের চাপের জন্য সরকারী দপ্তর, বিভিন্ন কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত যে লোক নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের ছাঁটাই করা হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মোটের উপর শান্তির অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার পর ভারতে বেকার-সংখ্যা অন্ততঃ এক কোটি দাঁড়াইবে ইহা অনুমান করিলে বোধ হয় খুব ভুল হইবে না। এদিকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বা নিয়োগ দপ্তরগুলিতে এ পর্য্যন্ত মাত্র ২০ হাজার লোক নাম রেজিষ্টারী করিয়াছে এবং উহার মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার লোকের কাজের সংস্থান হইয়াছে। অধিকাংশ প্রদেশই দল বিশেষের ভিত্তিতে লোক নিয়োগ ব্যবস্থার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং উক্ত ব্যবস্থায় মজুরীর টাকার পরিমাণ মোটা অঙ্কে পৌঁছায় বলিয়া ঠিকাদারদের আপত্তিই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি কর্ত্তৃক উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার প্রধান কারণ। গবর্ণমেণ্টের এই কৈফিয়ৎ শুনিয়া কেহই সন্তুষ্ট হইবে না। গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা যে আদৌ কার্য্যকরী হইতেছে না তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। জাতীয় সরকারের উদ্যোগে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং অন্যান্য গঠনমূলক পরিকল্পনা কার্য্যকরী না হইলে এই বিরাট বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি এবং জোরের সহিত ইহার পুনরা-বৃত্তি করিতেছি। ভারত সরকার আগুন লইয়া ছেলেখেলা করিতেছেন। এখনও সতর্ক হইবার সময় আছে। দেশের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমরা পুনরায় গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিতেছি।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলি: ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনায়

ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধে বৃটেন কি অসমর্থ ?

যুদ্ধের পরে বৃটেনের নিকট ভারত ও অন্য কয়েকটি দেশের মোট ১৪০০ কোটি ডলারের উদ্বৃত্ত ডলার পাওনা দাঁড়াইয়াছে। লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্র গত ২৩শে অক্টোবর এ সম্পর্কে বলেন, বৃটেনের পক্ষে ঐ সমস্ত পাওনা পরিশোধ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ বিষয়ে সম্ভবপর উপায় হইতেছে প্রথমতঃ, মোট পাওনার মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাতিল করিয়া দেওয়া, দ্বিতীয়তঃ, ৩০০ কোটি ডলার মূল্যের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং অবিলম্বে পরিশোধ করিয়া দেওয়া এবং তৃতীয়তঃ, ৭০০ কোটি ডলার মূল্যের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং কিস্তিবন্দি হারে দীর্ঘ সময়ে পরিশোধের ব্যবস্থা করা। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইংলণ্ডের যে ঋণ-চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে প্রকারান্তরে ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে ঐরূপ একটা বিধানই পরিলক্ষিত হইয়াছে। ঐ ঋণ-চুক্তির দশম ধারায় বলা হইয়াছে—বৃটেনের নিকট বিভিন্ন দেশের (sterling area countries) মোট পাওনা ষ্টার্লিংয়ের মধ্যে এক ভাগ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অনতিবিলম্বে ছাড়িয়া দিবেন এবং পাওনাদার দেশসমূহ উহাকে যে কোন মুদ্রায় রূপান্তরিত করিয়া তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে। আর এক ভাগ নির্দ্দিষ্ট কতিপয় কিস্তিতে পরিশোধ করার ব্যবস্থা হইবে। তৃতীয় ভাগ—বর্ত্তমান ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তির ফলে বিভিন্ন দেশ যে সুযোগ-সুবিধা পাইবে তাহার বিনিময়ে বিভিন্ন পাওনাদার দেশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিবে।

মোট ষ্টার্লিং পাওনার একটা অংশ এইভাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দেওয়ার যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বৃটেন বাস্তবিকই ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধে অসমর্থ কি না সে প্রশ্ন আজ ভারতবাসীর নিকট বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। অধ্যাপক পি সি মালহোত্র সম্প্রতি 'কমার্স' পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া সে প্রশ্ন নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ভারতের ১৬০০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, বৃটেনের সাধারণ জাতীয় আয় যেরূপ বিপুল, তাহাতে ঐ আয়ের শতকরা ১ ভাগ নিয়োগ করিয়া বৃটেন ১০ বৎসরের মধ্যে ভারতের সাকুল্য পাওনা মিটাইয়া দিতে পারে। একথা সত্য যে, যুদ্ধের ফলে বিদেশস্থ অনেক সম্পত্তি বিকাইয়া দিতে হওয়ায় ঐ দেশের আর্থিক সঙ্গতি বর্ত্তমানে অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এখনও ৯১ কোটি ৪৮ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বৈদেশিক সিকিউরিটি বৃটেনের রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে বিপুল ঋণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হওয়ায় ঐ দেশ তাহার শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করিয়া অদূর ভবিষ্যতে ঐ সম্পত্তি আরও বাড়াইয়া লইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষের পাওনা সাকুল্য ষ্টার্লিংই কিস্তিবন্দি হারে মিটাইয়া দিতে সমর্থ বলা চলে। ভারতবর্ষ যেরূপ দরিদ্র দেশ এবং বিপুল স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়া যেভাবে ভারতের ঐ পাওনা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সে পাওনা যথাযথ পরিশোধ করিয়া দেওয়াই বৃটেনের কর্ত্তব্য।

আমরা অধ্যাপক মালহোত্রের এই মন্তব্য সর্ব্বথা সমর্থন করি। বৃটেনের সামর্থ্য ও ভারতের প্রয়োজনের দিক হইতে বিবেচনা না করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার ঋণ-চুক্তিতে বৃটেনের ষ্টার্লিং দেনার কতকাংশ মকুব করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছে, ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়।

চীনের উন্নয়ন পরিকল্পনা

চীন ভারতবর্ষের মতই শিল্পে অনুন্নত দেশ। দেশে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও চীনের বিপুল জনসমষ্টি ভারতের অধিবাসীর মতই প্রকৃতির খেয়ালমতে কৃষির স্বল্প আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপে বাঁচিয়া আছে। সুখের বিষয় জাপানের কবল হইতে মুক্ত হইয়া চীন ইদানীং এক বিরাট জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে। সম্প্রতি এরূপ জানা গিয়াছে যে, চীন জাতীয় উন্নতির জন্য মোট এক হাজার কোটী ডলার—আমাদের দেশের হিসাবে ৩,৩২০ কোটী টাকা (এক ডলার ৩·৩২ টাকার সমান ধরিয়া) খরচ করিবে। উহার মধ্যে ২০ হাজার মাইল নূতন রেলপথ ও দেড় লক্ষ মাইল নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ এবং ৫০ লক্ষ টন মাল-বাহী জাহাজ, ৫ লক্ষ মোটর গাড়ী ও পর্য্যাপ্ত সংখ্যক এরোপ্লেন তৈয়ারের কারখানা স্থাপনের জন্য ৫২০ কোটী ডলার খরচ হইবে। সমগ্র চীনের হাসপাতালসমূহে বর্ত্তমানে মাত্র ৩৮,৮৩৪টী রোগী রাখিবার স্থান (beds) আছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা মতে ঐ দেশে আরও ৯০ হাজার বেড রাখিবার ব্যবস্থা হইবে। এই পরিকল্পনা মতে চীনের নদীসমূহের জলপ্রবাহ হইতে এক কোটী কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে এবং এজন্য খরচ পড়িবে ১৭০ কোটী ডলার। বর্ত্তমানে প্রতি ব্যক্তির জন্য ১০ গজ কাপড় ধরিয়া চীনে উহার প্রয়োজনীয় কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ মাত্র উৎপন্ন হয়। নূতন পরিকল্পনা অনুসারে চীনকে বস্ত্রের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করা হইবে। উহা ছাড়া ঐ দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ময়দা ও চাউল উৎপাদন এবং টাকু, গৃহসরঞ্জাম, সিমেণ্ট, ইট, করাত-কল, কাঁচ, রং, কলকব্জা, সাবান, তৈল ও কাগজ প্রস্তুতের জন্য কলকারখানা বসান হইবে। উহাতে মোট ১১১ কোটী ২৫ লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে। উহা ছাড়া চীনে কৃষির উন্নতির জন্য ৫০ কোটী ডলার এবং খনি হইতে কয়লা ও লৌহ উত্তোলনের জন্য ১৫০ কোটী ডলার ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

বিদেশীর সহিত পণ্যদ্রব্য ইত্যাদি আদান-প্রদানের ফলে বিদেশের নিকট প্রতি বৎসর চীনের ৬১ কোটী ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ডলার পাওনা হইয়া থাকে। এই পাওনার জামীনে চীন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৮৭০ কোটী ডলার কর্জ্জ করিবে স্থির হইয়াছে। চীন যদি প্রত্যেক বৎসরে আমেরিকাকে উপরোক্ত ৬১ কোটী ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ডলার করিয়া প্রদান করে তবে শতকরা বার্ষিক ৪ ডলার হারে সুদসহ ২৫ বৎসরে চীনের উপরোক্ত ৮৭০ কোটী ডলার শোধ হইবে। জাতীয় উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় মোট বরাদ্দকৃত ব্যয় ১,০০০ কোটী ডলারের মধ্যে যে ১৩০ কোটী ডলার বাকী থাকিবে তাহা চীন দেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে ট্যাক্স ও ঋণ মারফতে সংগ্রহ করা হইবে। চীনের এই পরিকল্পনা ৫ বৎসর কালের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হইবে, স্থির হইয়াছে।

ভারতবর্ষেও চীনের অনুরূপভাবে কতিপয় সহস্র কোটী টাকা ব্যয়ে জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনার কথা দেশবাসীকে শুনান হইতেছে। কিন্তু উভয় দেশের মধ্যে পার্থক্য এই যে, চীন স্বাধীন দেশ—কিন্তু ভারতবর্ষ পরাধীন। চীনে শাসক ও শাসিতের স্বার্থ এক ও অভিন্ন—পক্ষান্তরে ভারতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ বিদ্যমান। চীনের আরও সুবিধা এই যে, চীনের সাহায্যকারী আমেরিকা বণিক হইলেও ভারতের মুরুব্বি ইংলণ্ডের মত এত স্বার্থপর, অকর্ম্মণ্য ও দুর্নীতি-পরায়ণ নহে। এরূপ অবস্থায় চীন আমেরিকার অর্থসাহায্য লইয়া নূতন পরিকল্পনা দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে সমুন্নত হইয়া উঠিবে বলিয়া খুবই আশা করা যায়।

ভারতের বাড়তি তুলা

স্যার চুণীলাল, বি, মেটার এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র হইতে তিন লক্ষ বেল তুলা কিনিবার জন্য

গ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা ফোন : ক্যাল ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
(স্থাপিত—১৯২৬)
হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন ও
রিজার্ভ ফাণ্ড—১১,৭৫,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন—১,৩৫,০০,০০০৲ " "

—শাখাসমূহ—
খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কাল্না, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), নাটোর, নওগাঁ, রাজসাহী, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

শাখা—ভবানীপুর, মগরা
জগদ্দল।
হেড অফিস
৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা

৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার ধার দিয়াছে। স্যার চুণীলাল অভিযোগ করিয়াছেন যে, ভারতেও বিপুল পরিমাণ বাড়তি তুলা পড়িয়া রহিয়াছে। সম্মিলিত জাতিবর্গের একজন সভ্যরূপে ভারতেরও চীনের বাজারে বাড়তি তুলা বেচিবার অধিকার থাকা উচিত। স্যার চুণীলাল যুক্তিসঙ্গত কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'। বড বড শক্তিগুলি আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি বড় বড বুলি আওডাইয়া স্বচ্ছন্দে নিজেদের কোলে ঝোল টানিয়া লইতেছেন। চীনের আর্থিক ব্যাপারে মার্কিন আধিপত্য বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। চীনের বাজারে আর কাহাকেও বখরাদার করিবার কোন ইচ্ছা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে বলিয়া মনে হয় না। স্যার চুণীলালের আবেদন এই কারণেই অরণ্যে রোদনমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে বলিয়াই আশঙ্কা। এ বিষয়ে ভারত সরকারের নীরবতা ও ঔদাসীন্য অত্যন্ত পীডাদায়ক। ইতিপূর্ব্বে আমরা ভারতের বাড়তি তুলার সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম, অন্যান্য আর্থিক পত্রিকাতেও অনুরূপ আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু ভারত সরকার নির্ব্বিকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের কাপডের কলগুলির এক বৎসরের চাহিদা মিটানোর উপযোগী তুলা সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন, আর ভারত সরকার নীরব রহিলেন। ভারতের বিপুল পরিমাণ বাডতি তুলা গুদামে পচুক এবং লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হউক ভারত সরকারের যেন তাহাতে কিছুই করিবার নাই!

কয়লার নূতন সম্পদ

ভারতের খনিগর্ভে বিপুল পরিমাণ কয়লা সঞ্চিত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে কয়লা হইতে কত প্রকার অমূল্য সম্পদ আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কয়লা হইতে গ্যাস বা কৃত্রিম পেট্রল প্রভৃতি উৎপাদনের দ্বারা শুধু যে নূতন নূতন ধরণের ইন্ধন উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে তাহা নহে, কয়লা হইতে কৃত্রিম রং, ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হইতে আরম্ভ করিয়া সালফানামাইডের ন্যায় অমূল্য ঔষধ প্রভৃতিও প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। কয়লা হইতে বহুবিধ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে ইহা আমরা জানিতাম, কিন্তু আরও কত অমূল্য সম্পদ যে কয়লার মধ্যে সঞ্চিত ছিল তাহা জানিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যুদ্ধকালীন গবেষণায় এইগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কয়লাজাত জিনিষ হইতে বর্ত্তমানে প্লাষ্টিক শিল্পের ন্যায় এক বিরাট শিল্প গডিয়া উঠিয়াছে। অদূরভবিষ্যতে এই প্লাষ্টিকের পেয়ালা, গ্লাস ও অন্যান্য জিনিষে বাজার ছাইয়া যাইবে। ভারতের বিপুল কয়লাসম্পদ ভারতের কত কাজে লাগিতে পারে, ইহাতেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়। কয়লার নবাবিষ্কৃত সম্পদগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারত সরকার ও ভারতীয় শিল্পপতিরা অগ্রসর হইলে ভারতের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির নূতন নূতন পথ খুলিয়া যাইবে।

পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ

ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার পাট-শিল্প এখনও জগতে অনেক পরিমাণে একচেটিয়া স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু ক্রমেই পাটের স্থলে অন্য জিনিষ ব্যবহার এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশে-পাট উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এই চেষ্টা আরও প্রবল হইবে, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে, মিশরে পাট উৎপাদন করা যায় কিনা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া মিশর গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন যে, মিশরে পাট উৎপাদন করা সম্ভব। মিশরে গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে যুদ্ধের সময় কায়রোর নিকটে একটী পাটকল স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উক্ত কলে বৎসরে প্রায় দুই হাজার টন থলিয়া, দডি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। অন্য ফসল উৎপাদন করিয়া বেশী লাভ হয় বলিয়া মিশরের চাষীরা পাট উৎপাদনে মনোযোগ দেয় নাই। কিন্তু যুদ্ধের পর মিশর সরকার এ বিষয়ে নজর দিবেন এবং বর্ত্তমানে যথাসাধ্য সাহায্য দিয়া চাষীদের পাট উৎপাদনে উৎসাহিত করিবেন, ইহা নিশ্চয়। ব্রেজিলেও ব্যাপকভাবে পাট উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ভারতের পাট-শিল্প তীব্রতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে ইহা ধরিয়া লইয়া এখন হইতেই গবর্ণমেণ্ট ও চটকলের মালিকদের এদিকে নজর দেওয়া উচিত।

মাদ্রাজের শিল্পোন্নতি

সম্প্রতি সাদার্ণ ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে মাদ্রাজে একটী শিল্প-বাণিজ্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজের ইতিহাসে সম্ভবতঃ এই প্রথম এই ধরণের সম্মেলন হইল। মাদ্রাজের গবর্ণর স্বয়ং এই সম্মেলন উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন খ্যাতনামা শিল্প-পরিকল্পনাবিদ্ স্যার এম, বিশ্বেশ্বরায়া।

মাদ্রাজের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার দিক হইতে এই সম্মেলনের গুরুত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। মাদ্রাজ শিল্পজগতে এখনও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নাই, কিন্তু গত ২০ বৎসরের মধ্যে মাদ্রাজের শিল্পসমূহের ধীর অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। মাদ্রাজের প্রধান শিল্প বস্ত্রশিল্প। মাদ্রাজে ৬৪টী কাপড়ের কল আছে। ইহার মধ্যে এক কইম্বাটোরেই আছে ৪০টী মিল। ছয় কোটি টাকা মূলধন বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মাদ্রাজে চিনি-শিল্পেরও বেশ প্রসার হইয়াছে। বর্ত্তমানে মাদ্রাজে ১৪টী চিনির কারখানা আছে। মাদ্রাজের তাঁত-শিল্প ভারতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। রেশম, মৃৎশিল্প, চর্ম্মশিল্প প্রভৃতির দিকেও মাদ্রাজবাসীদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, প্রধানতঃ পাইকারা বিদ্যুৎ পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবার ফলেই মাদ্রাজের শিল্পোন্নতি ঘটিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর মাদ্রাজে আরও ব্যাপকভাবে যাহাতে বিভিন্ন শিল্পের স্থাপনা ও প্রসার হয় তজ্জন্যই উল্লিখিত সম্মেলনে বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। মাদ্রাজের গবর্ণর সম্মেলনে যে উক্তি করিয়াছেন,

সাবান প্রস্তুতের
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা
ফোন ঃ—
বড়বাজার ঃ—১৩৯৭ অফিস
" ঃ—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

আমাদের তৈয়ারী
রবারক্লথ | হটওয়াটার ব্যাগ | আইস ব্যাগ
এয়ার রিং | হাওয়া ভরা বালিস | এয়ার কুশন
ডাক্তারী দস্তানা | গাম বুট | ওভার শু
ইত্যাদি
এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ
হেড অফিস ও কারখানা ঃ পাণিহাটী, (২৪ পরগণা)
বিক্রয়-কেন্দ্র ঃ ১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জাতীয় ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস ঃ ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

তাহা বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক। তিনি বলিয়াছেন, "গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ শিল্পের বিরোধী নহেন। আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চাই।"

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের সমস্ত প্রদেশের মধ্যে মাদ্রাজের আয়ই সর্ব্বাধিক, কাজেই সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ কম হইবে না। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইলে মাদ্রাজে যে প্রকৃত শিল্পোন্নতি ঘটিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মাদ্রাজের দৃষ্টান্ত হইতে বাঙ্গলার অনেক কিছু শিখিবার আছে। মাদ্রাজীদের ন্যায় আমরাও শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ। মাদ্রাজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সম্মিলিতভাবে বাঙ্গলার শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতির চেষ্টা করিলে আমাদের মাদ্রাজের পিছনে পড়িয়া থাকিতে হইবে না।

ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষের ভূমিব্যবস্থার সমালোচনা করা হইতেছে। ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ও মনীষীরা সকলেই এক বাক্যে ভারতের ভূমিব্যবস্থা বর্ত্তমান যুগে অচল এবং দেশের অগ্রগতির পরিপন্থী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জাতীয় আন্দোলন ব্যাপ্তিলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরা নিজেদের দুরবস্থা সম্পর্কে সজাগ হইয়া উঠে এবং ভূমিব্যবস্থার সংস্কারের দেশব্যাপী দাবী উত্থিত হয়। কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের আমলে ভূমিব্যবস্থার কিছু কিছু সংস্কার হয় এবং অন্যান্য প্রদেশেও অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি জনমতের চাপে বাধ্য হইয়া ভূমিব্যবস্থার কথঞ্চিৎ সংশোধন করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য ভূমিব্যবস্থার সংস্কার বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের ফলে ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সকলেই তীব্রভাবে অনুভব করেন। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনও উহার জন্য সুপারিশ করেন এবং বাঙ্গলার যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটিও জমিদারী প্রথা বিলোপের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে বিষয় লইয়া আন্দোলন হইয়াছে এবং হইতেছে সে সম্বন্ধে কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টই বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন না।

বারাণসীতে ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সমিতির ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে স্যার মণিলাল নানাবতী তাঁহার অভিভাষণে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

স্যার মণিলাল বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশের গ্রাম্য আর্থিক ব্যবস্থার ভিত্তি ও কাঠামোর পরিবর্ত্তন ব্যতীত পল্লী-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। তিনি বলেন যে, ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যা দূরীকরণের জন্য ভূমিব্যবস্থার আমূল সংশোধন করিতে হইবে। জমিদারী প্রথা লোপ করিয়া কৃষককে জমির মালিকানা স্বত্ব দিবার, কৃষকের জীবিকার্জ্জনের উপযোগী জমি দিবার (economic holding) এবং কৃষক যাহাতে তাহার ইচ্ছামত জমি বন্ধক, বিক্রয় বা ইজারা দিতে না পারে তজ্জন্য জমির মূল মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে রাখার পক্ষে স্যার মণিলাল মত প্রকাশ করিয়াছেন। স্যার মণিলাল স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ভারতের উপযোগী খাদ্যনীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ফসল উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে পরিকল্পনা স্থির করিতে হইবে এবং ইহা করার অর্থ দূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন। স্যার নানাবতী দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃত পক্ষে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের কৃষির অবনতিই ঘটিতেছে। ৬০ বৎসরে ভারতে খাদ্যশস্যের বাড়তির স্থলে ঘাটতি পড়িয়াছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জনসমস্যার শতকরা ১২·৩ জন শিল্পে এবং শতকরা প্রায় ৫৬ জন কৃষিতে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ অনুপাত দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৯ ও ৭৩। ফসল উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে এবং ভূমিব্যবস্থা ও প্রজাস্বত্ব জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির জন্য বহু বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মধ্যযুগীয় ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত যে এই সকল বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে না, এদিকে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। স্যার মণিলাল নানাবতীর অভিভাষণের প্রতি আমরা ভারত সরকার ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ধানের মূল্য ও কৃষিশ্রমিকদের মজুরীর হার

'ইউনাইটেড প্রেস' খবর দিয়াছেন, নাটোরে ধানের মণকরা দর ২৸০ আনা হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। ধান কাটা ও মাড়াইবার জন্য ঐ অঞ্চলে প্রতি দিনের হিসাবে দেড় টাকার কমে কোন মজুর পাওয়া যায় না। এইরূপ চড়া মজুরী দিয়া ধান মাড়াইতে গেলে তাহা বিক্রয় করিয়া জোতদারদের বিশেষ কোন লাভ দাঁড়াইবে না। কাজেই কোন কোন জোতদার এবার জমি হইতে আমন ধান কাটিয়া না আনাই স্থির করিয়াছেন।

ধান-চাউলের দরের সহিত কৃষি-শ্রমিকদের মজুরীর এই অসামঞ্জস্য বাঙ্গলার নানাস্থানে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ধানের দর ও অন্য কোন কোন কৃষিপণ্যের দর নামিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় দেশে মজুরীর হার বাড়িয়া যাহা দাঁড়াইয়াছিল, দুর্ভিক্ষ কাটিয়া যাওয়ার পর এখনও তাহা সে তুলনায় বিশেষ কিছু হ্রাস পাইতেছে না। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে দেশে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে, অনেক লোক আজ অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে উপযুক্ত সংখ্যক মজুর পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াও মজুরীর হার দেশে আজও চড়া থাকিয়া যাইতেছে। কৃষিশ্রমিকদিগকে দেয় মজুরীর তুলনায় ধানের দর তেমন কিছু বেশী না হওয়ায় নাটোর অঞ্চলের কোন কোন জোতদার এবার ধান কাটা বন্ধ করিয়াছেন। এইরূপ সমস্যা কম-বেশী পরিমাণে অন্যান্য অঞ্চলেও সৃষ্টি হইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। অবস্থার গতি এইরূপ থাকিলে এ বৎসর বাঙ্গলায় চাউলের মোট উৎপাদন অনুমিত পরিমাণের চেয়ে হ্রাস পাইবে। আগামী বৎসর জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ ধানের চাষ সম্পর্কে কৃষকেরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে। এই খাদ্যাভাবের দিনে তাহা খুবই ভয়ের কথা, সন্দেহ নাই। এদেশে ধান-

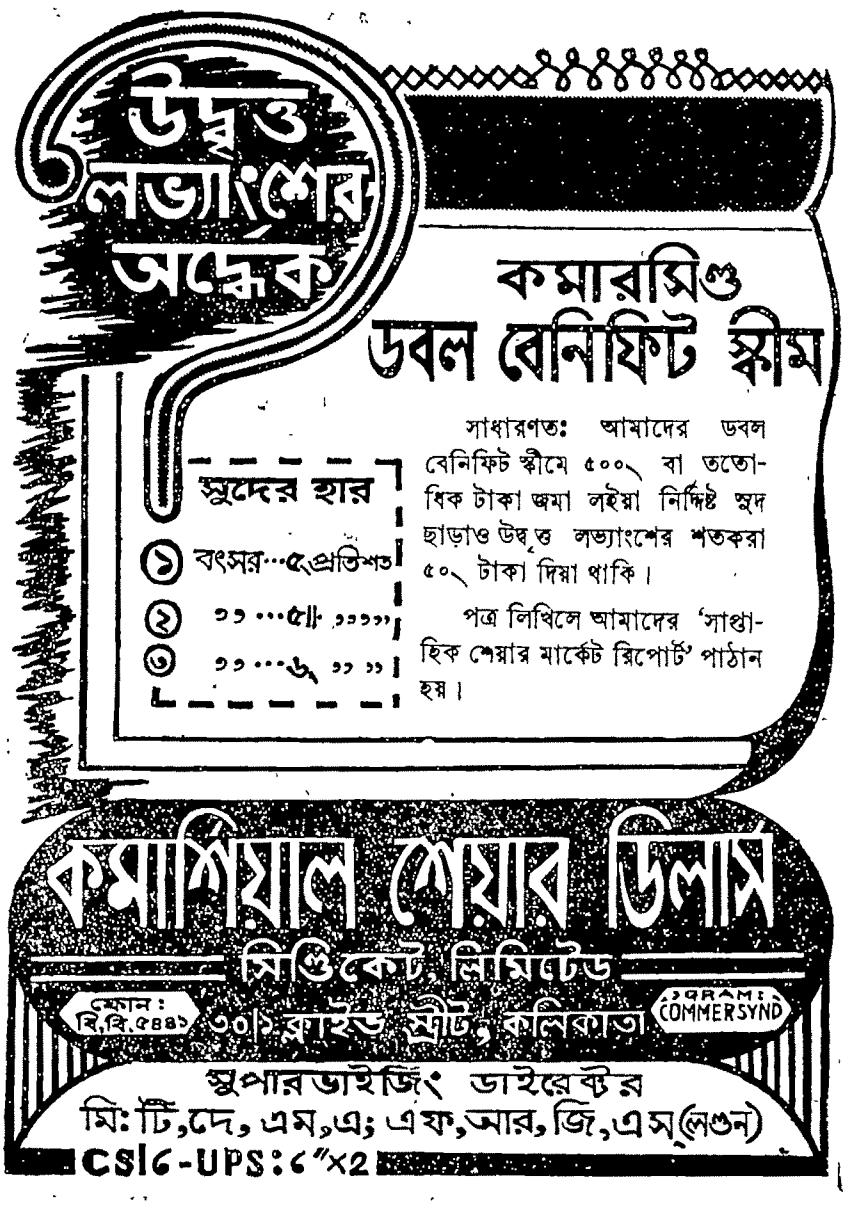

চাউলের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে কৃষি-শ্রমিক-দের মজুরী ও ধান চাউলের মূল্য এই দুইয়ের ভিতর একটা সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য।

নাটোর অঞ্চলে ও বাঙ্গলার অন্য কোন কোন অঞ্চলে ধানের দর মণকরা ২৸০ আনা এবং তদনুপাতে চাউলের দর ৪৵০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। কিন্তু কলিকাতায় সরকারী রেশন ব্যবস্থায় যে চাউল সরবরাহ করা হইতেছে, তাহার মূল্য এখনও মণকরা ১৫ টাকা হারেই বজায় রাখা হইতেছে। ইহা হইতে মনে হইতেছে বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ হয় তাঁহাদের এজেণ্টদিগকে অযথা বেশী মূল্য ও কমিশন দিয়া চাউল ক্রয় করিতেছেন, না হয় নিজেরা অসঙ্গতরূপ মুনাফা করিতে গিয়া কলিকাতাবাসীকে শোষণ করিতেছেন। রেশন চাউল সরবরাহের ব্যাপারে এই দুই ধরণের ব্যবস্থাই আপত্তিকর। পণ্যমূল্যের বর্ত্তমান পড়তি বাজারে কলিকাতায় রেশন চাউলের দর এখনও কেন কমিতেছে না, সে বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের নিকট হইতে এ সহরের লোকেরা অবশ্যই একটা কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারে।

যুক্তপ্রদেশে তেলকল বন্ধ

সরিষা ও অন্যান্য তৈলবীজ এবং তৈলের উপর হইতে সর্ব্ববিধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা না হইলে তেলকলগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া যুক্তপ্রদেশের তেলকল মালিকসমিতির এক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। তদনুযায়ী কানপুরের ১২টী তেলকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং দুই হাজার শ্রমিক বেকার হইয়াছে। তেলকল মালিকরা বলেন যে, সরিষার দাম এরূপ অসঙ্গতভাবে ধার্য্য করা হইয়াছে যে, সেই দামে সরিষা কিনিয়া তৈল প্রস্তুত করা চলে না। যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছে। এখনও ছোটখাট নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কেন এত কড়াকড়ি করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সরকারী ব্যবস্থার ফলে ব্যবসায়ের ক্ষতি না হইলে মিলমালিকরা মিল অকারণে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না। আমরা আশা করি যুক্তপ্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। নচেৎ শুধু যে মিলমালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন তাহা নহে, দরিদ্র শ্রমজীবীরা বেকার থাকার ফলে অনশনের সম্মুখীন হইবে এবং জনসাধারণও তৈলাভাবে অশেষ অসুবিধা ভোগ করিবে।

চিনির বরাদ্দ বৃদ্ধি

গত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে চিনির উৎপাদন ১১ লক্ষ ১৪ হাজার টন বেশী হইবে বলিয়া হিসাব পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধ মিটিয়া যাওয়ায় এবং বহু বিদেশী সৈন্য চলিয়া যাওয়ায় সৈন্য বিভাগের চাহিদা এই বৎসর ১৯৪৪-৪৫ সালের তুলনায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে সৈন্য বিভাগের চাহিদা ছিল ৮০ হাজার টন। এবার রপ্তানীর জন্য ১৮ হাজার টন এবং বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারের জন্য ২০ হাজার টন বিলিবরাদ্দ হইয়াছে।

কোন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব আজ পর্য্যন্ত মিটে নাই। গ্রামবাসীরা চিনির স্বাদ একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছেন। সহরবাসীরা কিছু কিছু পাওয়ায় কোন রকমে ঠাট বজায় রাখিয়াছেন। এই অবস্থায় চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির খোস্ খবরে সকলেই খুসী হইবেন। তবে শেষ পর্য্যন্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বিদেশের জন্য অতিরিক্ত দরদের ফলে যেটুকু চিনি বেশী উৎপাদিত হইবে তাহা কর্পূরের মত উবিয়া গেলে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

পাঞ্জাবে সরকারী চাকুরীয়াদের মাহিনা বৃদ্ধি

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের চাকুরীয়াদের প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া মাহিনা বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন তাহাতে নাকি বৎসরে এক কোটি টাকা বেশী খরচ হইবে। ১৯৩৬ সালে ব্যয়সঙ্কোচের পূর্ব্বে সমস্ত বিভাগে মাহিনার যে হার ছিল তাহাই পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া পাঞ্জাবের অর্থসচিব স্যার মনোহরলাল আশ্বাস দিয়াছেন। গত নবেম্বর মাস হইতে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে।

যুদ্ধের ফলে বাজারে সমস্ত জিনিষই মহার্ঘ হইয়াছে। নিম্নপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ও কেরাণীকুলকে যে আজকাল কি অবস্থায় কাল কাটাইতে হয়, তাহা আমাদের অজ্ঞাত নহে। এই শ্রেণীর চাকুরীয়াদের মাহিনা বৃদ্ধির ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে, কিন্তু উচ্চপদস্থ অর্থাৎ পাঁচশত টাকার অধিক বেতন পান এরূপ কোন কর্ম্মচারীর মাহিনা বৃদ্ধি করার আমরা আদৌ পক্ষপাতী নহি। পাঞ্জাব সরকার কি ভাবে মাহিনা বৃদ্ধি করিতেছেন তাহা আমরা জানি না, কিন্তু নির্ব্বিচারে মাহিনা বৃদ্ধি করিয়া করভারপীড়িত দরিদ্র দেশবাসীর টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলার আমরা তীব্র বিরোধী।

প্যালেষ্টাইনে মার্কিন কোম্পানীর সুবিধা লাভ

যুদ্ধোত্তর জগতে বৃটেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছোট অংশীদারে পরিণত হইয়াছে বহু ক্ষেত্রেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রাচ্যের প্রায় সর্ব্বত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বড় রকমের আর্থিক সুবিধা আদায় করিয়া লইতেছে এবং দেনদার বৃটেনকে নতমস্তকে মহাজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবী মানিয়া লইতে হইতেছে। গত ৮ই জানুয়ারী বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ট্রান্স-আরেবিয়ান পাইপ লাইন কোম্পানী নামক এক মার্কিন কোম্পানীকে সৌদী আরব হইতে প্যালেষ্টাইনের মধ্য দিয়া ভূমধ্যসাগরের এক বন্দর পর্য্যন্ত হাজার মাইল দীর্ঘ তৈলের এক পাইপ লাইন নির্ম্মাণের অধিকার দিয়াছেন।

হতভাগ্য ক্ষুদ্র প্যালেষ্টাইন এতদিন শুধু একটা বৃহৎ শক্তির কর্ত্তৃত্বেই নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছিল না, এখন আর একটা বৃহৎ শক্তিও তাহার স্কন্ধে ভর করিলেন। এবার বোধ হয় বেচারা দেশের নিঃশ্বাস রোধ হইবে। ইহুদী সমস্যা সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদগ্র আগ্রহের আর্থিক কারণের সন্ধান এতদিনে সত্যই পাওয়া গেল।

বৃটেনের দুগ্ধ-নীতি

বৃটেনের খাদ্য-সচিব যুদ্ধোত্তর দুগ্ধ-নীতি সম্পর্কে যে কথা বলিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমাদের নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া এবং বৃটেনের জনসাধারণের সৌভাগ্যে হিংসাবোধ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। বৃটেনের খাদ্য-সচিব বলিয়াছেন যে, জাতীয় দুগ্ধ-পরিকল্পনা এবং স্কুলগুলিতে দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা তিনি বহাল রাখিতে এবং যত শীঘ্র সম্ভব দুগ্ধ রেশন উঠাইয়া দিতে চাহেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যত বেশী সম্ভব জমাট দুগ্ধের গুঁড়া, মাখন ও পনীর প্রস্তুত করার জন্য প্রতি বৎসর আরও ৩৬ কোটি গ্যালন দুগ্ধের দরকার। বৃটেনের জনসাধারণের পুষ্টির জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কি ধরণের খাদ্যনীতি অনুসরণ করিতে চাহেন ইহাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধের আগে বৃটেনে ১ শত ৮০ কোটি গ্যালন দুগ্ধ উৎপন্ন হইত। কৃষি-সচিব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এই পরিমাণ দুগ্ধও বৃটেনের পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং তাঁহার হিসাব মত চারি বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকটী গাভী যাহাতে বৎসরে অন্ততঃপক্ষে একশত ইম্পিরিয়াল গ্যালন পরিমাণ দুগ্ধ বেশী দেয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দুগ্ধ উৎপাদনে উৎসাহ দিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত দুগ্ধের নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিবার গ্যারাণ্টী দিয়াছেন। বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করায় আরও উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া যাইতেছে। গো-পালনে উৎসাহ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদের দেশেও জনসাধারণের খাদ্যের উন্নতিবিধানের জন্য বড় বড় পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে এবং বড় বড় বিশেষজ্ঞকে মোটা মোটা মাহিনা দিয়া নানা বিষয়ে গবেষণায় লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইবে যে, 'সাত মণ তেলও পুড়িল না রাধাও নাচিল না'। শ্বেতবর্ণ জল পান করিয়া দুগ্ধের সাধ মিটাইতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। তবু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া এখনই কিছু করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে আমরা অনুরোধ করিতেছি—বড় বড় পরিকল্পনা না হয় কিছুদিন চাপাই থাক্।

সাদার্ণ ব্যাঙ্কিং
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ জনেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

ভারত সরকারের আগামী বাজেট

আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নবনির্ব্বাচিত ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট উপস্থিত করা হইবে। যুদ্ধের গত কয়েক বৎসরে ক্রমবর্দ্ধমান সামরিক ব্যয়ের জন্য বাজেট উপস্থিত করার কালে ভারতবাসীর উপর প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই নূতন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে। উহাতেও ভারত সরকার উহাদের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে সমর্থ হন নাই। ফলে এই কয় বৎসরের মধ্যে ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ ১১৭৯ কোটী ৬ লক্ষ টাকা হইতে গত অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ১৭৮৫ কোটী ৪০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। কাজেই এক্ষণে ভারত সরকার উহাদের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ কি ভাবে হ্রাস করেন, উহাদের ট্যাক্সনীতির কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করেন এবং যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এই দুর্ভাগ্য দেশের জনসাধারণের অর্থনীতিক উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট কি প্রকার বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা একটা বিশেষভাবে চিন্তনীয় বিষয়। আগামী বাজেট হইতে এই সব ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মনীতি কিরূপ হইবে তাহার আভাষ পাওয়া যাইবে।

প্রথমতঃ সামরিক ব্যয়ের কথা বিবেচনা করা যা'ক। গত ১৯৩৯-৪০ সালে অর্থাৎ বিগত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রথম বৎসরে ভারত সরকার সামরিক ব্যয় হিসাবে ৫৫ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই ব্যয় ১৯৪০-৪১ সালে ৭২ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকা, ১৯৪১-৪২ সালে ১০৩ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা, ১৯৪২-৪৩ সালে ১৯৮ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে ৩৬৮ কোটী টাকায় পরিণত হয়। ১৯৪৪-৪৫ সালের সম্পূর্ণ হিসাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে গত বৎসর বাজেট উপস্থিত করার সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ জানাইয়াছেন যে, উক্ত বৎসরের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী সামরিক বিভাগের জন্য ৪১৮ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। চলতি ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য এই বিভাগের ব্যয় হিসাবে মোট ৪১৬ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। তবে শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যয়ের পরিমাণ কত দাঁড়ায় তাহা এখনও বলা যায় না। গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বৎসরেই বাজেটে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ কম করিয়া দেখাইয়া শেষ পর্য্যন্ত উহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। কাজেই ১৯৪৫-৪৬ সালেও যে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ বাজেটে বরাদ্দকৃত ব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এখন কথা হইতেছে যে, আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্ট সামরিক ব্যয় কি ভাবে নির্দ্ধারিত করিবেন। বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবসান হইলেও সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসরের সমান হারে নির্দ্ধারিত করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর নহে—উহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি বাজেট রচনাকালে ভারতবাসীর স্বার্থকেই পুরোভাগে স্থান দান করেন তাহা হইলে উহা কমাইয়া এক্ষণে অনায়াসে ১০০ কোটী টাকায় অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় দ্বিগুণ হারে নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। এই ভাবে গবর্ণমেণ্ট যদি আগামী বৎসরের জন্য সামরিক ব্যয় ১০০ কোটী টাকায় নির্দ্ধারিত করেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের সাড়ে তিন শত হইতে চার শত কোটী টাকা ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে এবং এই টাকা যদি জনসাধারণের কল্যাণজনক কাজ ও দেশের অর্থনীতিক উন্নতির কাজে যথাযথভাবে ব্যয়িত হয় তাহা হইলে দেশের দুঃখদুর্দ্দশা বহুল পরিমাণে লাঘব হইবে। কিন্তু অনেকদিন হইল যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইলেও ভারতবর্ষ হইতে গোরা সৈনিকগণকে এখনও অপসৃত করা হয় নাই এবং ভারতীয় সৈন্যগণকেও সৈন্য বিভাগ হইতে অন্য কাজে নিযুক্ত করা হয় নাই। ফলে আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালেও যে সামরিক ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইবে তাহার ভরসা কম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে যে, বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবসান ঘটায় যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর উপর যে সমস্ত ট্যাক্সভার চাপাইয়াছেন তাহার কিছু লাঘব করিবেন কি না। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গত ১৯৪০-৪১ সালে গবর্ণমেণ্ট শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৫০ ভাগ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করেন। ১৯৪১-৪২ সালে উহা বর্দ্ধিত করিয়া ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ৬৬⅔ ভাগে পরিণত করা হয়। যুদ্ধের এই কয় বৎসরের মধ্যে চিনি, পেট্রল, টায়ার, টিউব, দেশলাই, কৃত্রিম রেশম, উদ্ভিজ্জ ঘৃত, চা, কফি, সুপারি ইত্যাদি জনসাধারণের ব্যবহার্য্য জিনিষের উপর উৎপাদনশুল্ক ধার্য্য করিয়া এই সব জিনিষ মহার্ঘ করিয়া তোলা হইয়াছে। এদেশে বিদেশ হইতে যে সমস্ত জিনিষের আমদানী হয় তাহার সমস্তের আমদানী শুল্কের উপর শতকরা ২০ টাকা হারে সারচার্জ্জ ধার্য্য করিয়াও সর্ব্বসাধারণের উপর পরোক্ষ ট্যাক্সের বোঝা ফেলা হইয়াছে। রেলে মালের ভাড়া শতকরা ১২॥০ টাকা হারে বৃদ্ধি করার দরুণও জনসাধারণকে রেলপথে আমদানীকৃত মালপত্রের জন্য অধিক মূল্য দিতে হইতেছে। ১৯৪০-৪১ সাল হইতে রেলপথে যাত্রীর ভাড়াও বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগের ফি'র হার বর্দ্ধিত করাতেও জনসাধারণের খরচা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের সময়ে আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের হারও পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে জনসাধারণ অত্যন্ত অসহায়। উহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় সমর্থ নহে। ফলে দেশের ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিদের উপর যে ট্যাক্সভার পতিত হয় তাহার অধিকাংশই শেষ পর্য্যন্ত দেশের দরিদ্র জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় হইয়া থাকে। কেবল ভারত সরকার নহেন, এদেশে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকটও অনেক প্রকার ট্যাক্স দাখিল করিতে হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত দেশের দরিদ্র জনসাধারণকেই তাহা বহন করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙ্গলায় ধার্য্য বিক্রয়-করের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কর যখন ধার্য্য করা হয় তখন বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে একথা বলা হইয়াছিল যে, উহা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে এবং দেশের জনসাধারণকে উহার বোঝা বহন করিতে হইবে না। কিন্তু এক্ষণে সকলেই একথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন যে, উহার প্রত্যেকটী পয়সা দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে প্রদান করিতে হইতেছে। মোটের উপর যুদ্ধের এই কয় বৎসরে দেশবাসীর উপর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে অগণিত প্রকার ট্যাক্স বসিয়াছে তজ্জন্য দেশবাসী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে যুদ্ধের অবসানহেতু দেশবাসী

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৪
রেজিষ্টার্ড অফিস ঢাকা।
সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—শাখাসমূহ—
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও মতিহারি।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।
ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—
মিঃ অমিয় গুহ।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা।
পে-অফিস ঃ মিরকাদিম ও পাটনা
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

(এই প্রসপেক্টাসের এক কপি বাঙ্গলার যৌথ কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে)

প্রসপেক্টাস

ইউরেকা টেক্সটাইলস্ লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত)

রেজিঃ অফিস—
৩২ ই, জ্যাকসন লেন,
কলিকাতা।

টেলিফোন—বড়বাজার ৬৭৯২
টেলিগ্রাম—Eutextiles
Calcutta.

অনুমোদিত ও বিক্রয়যোগ্য মূলধন—৩০,০০,০০০৲ টাকা
নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত

৫,০০০—শতকরা বার্ষিক ৭॥০ টাকা লভ্যাংশের প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের ফেরৎযোগ্য (Redeemable) প্রেফারেন্স শেয়ার	৫,০০,০০০৲ টাকা
৫,০০০—শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা লভ্যাংশের প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের প্রেফারেন্স শেয়ার	৫,০০,০০০৲ টাকা
১,৭০,০০০—প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের অর্ডিনারী শেয়ার	১৭,০০,০০০৲ টাকা
৬০,০০০—প্রতি ৫৲ টাকা মূল্যের ডেফার্ড শেয়ার	৩,০০,০০০৲ টাকা
	৩০,০০,০০০ টাকা

উপরোক্ত শেয়ারসমূহের মধ্যে কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষক, প্রমোটার ও বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত শেয়ারসমূহ ক্রীত হইয়াছে ঃ—

২,০০০—শতকরা বার্ষিক ৭॥০ টাকা লভ্যাংশের প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের ফেরৎযোগ্য প্রেফারেন্স শেয়ার	২,০০,০০০৲ টাকা
২,০০০—শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা লভ্যাংশের প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের প্রেফারেন্স শেয়ার	২,০০,০০০৲ টাকা
৪২,৭০০—প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের অর্ডিনারী শেয়ার	৪,২৭,০০০৲ টাকা
১০০০—প্রতি ৫৲ টাকা মূল্যের ডেফার্ড শেয়ার	৫,০০০৲ টাকা
	৮,৩২,০০০৲ টাকা

বাকী নিম্নলিখিত সংখ্যক বর্ত্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের সমমূল্যে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা যাইতেছে

৩,০০০—শতকরা বার্ষিক ৭॥০ টাকা লভ্যাংশের প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের ফেরৎযোগ্য প্রেফারেন্স শেয়ার	৩,০০,০০০৲ টাকা
৩,০০০—শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা লভ্যাংশের প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের প্রেফারেন্স শেয়ার	৩,০০,০০০৲ টাকা
১,২৭,৩০০—প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের অর্ডিনারী শেয়ার	১১,৭৩,০০০৲ টাকা
৫৯,০০০—প্রতি ৫৲ টাকা মূল্যের ডেফার্ড শেয়ার	২,৯৫,০০০৲ টাকা
	২১,৬৮,০০০৲ টাকা

উপরোক্ত শেয়ারের শতকরা ২০ ভাগ আবেদনের সহিত, শতকরা ২০ ভাগ শেয়ার বিলি হইবার পর এবং বাকী প্রথম কলের তারিখ হইতে অনধিক ৯০ দিনের মধ্যে তিনটী সমান কিস্তিতে দেয়। এতদতিরিক্ত প্রত্যেক আবেদনের সহিত ভর্ত্তির ফি হিসাবে ১৲ দিতে হইবে।

ডিরেক্টরবর্গ

এন এন রায় এস্কোয়ার, এম এ (কলিকাতা) বি এস সি (লণ্ডন), এ সি জি আই, এ এম আই ই-ই, এ এম ই এ ই, কুচবিহার রাজ্যের ষ্টেট ইঞ্জিনিয়ার (অবসরপ্রাপ্ত), বাসন্তী কটন মিলস লিঃর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার, ৮০-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

এস আর দাশ এস্কোয়ার, মার্চ্চেণ্ট ও ব্যাঙ্কার, ম্যানেজিং এজেণ্টস, চাঁদপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ধুবড়ী ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ, শান্তিনিকেতন ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ, চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্ক লিঃ ; ডিরেক্টর—জেনারেল উলেন এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ, ৪১-এ, এস আর দাশ রোড, কলিকাতা।

শৈলেশচন্দ্র বসু এস্কোয়ার, মার্চ্চেণ্ট, ৫০, দীননাথ সেন রোড, গেণ্ডেরিয়া, ঢাকা।

মতিওয়ার রহমান এস্কোয়ার, জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট, ৩২, টালীগঞ্জ রোড, কলিকাতা।

জে সি দত্ত এস্কোয়ার, মার্চ্চেণ্ট ; ডিরেক্টর, ডেটন এণ্ড কোং লিঃ ; ম্যানেজিং এজেণ্টস, ইউনিভার্সেল ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, ৮-এ, এস আর দাশ রোড, কলিকাতা।

এস সি বসু এস্কোয়ার, ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার, বাসন্তী কটন মিলস লিঃ ; ম্যানেজার, লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস লিঃ, গড়নিল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

পি গুহ ঠাকুরতা, মার্চ্চেণ্ট ও বস্ত্রশিল্প বিশেষজ্ঞ (জাপান), ২-এ, কবির রোড, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেণ্টস

মেসার্স ইউটেক্স লিমিটেড
৩২-ই, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কারগণ

ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ
কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব এসিয়া লিঃ
চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্ক লিঃ

অডিটারগণ

এইচ সি দাশ এণ্ড কোং
(ইনকরপোরেটেড একাউণ্টেণ্টস)
১।১, ভ্যান্সিটার্ট রো, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য

সাধারণভাবে কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং বিশেষভাবে আপাততঃ সূতাকাটা ও সূতা রঞ্জিত করিবার জন্য একটি কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া উহাকে সমস্ত প্রকার মালসহ একটী পূর্ণাঙ্গ কাপড়ের কলে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য সর্ব্বসাধারণ বাঙ্গলায় সূতাকাটা কল স্থাপনের সুযোগ-সম্ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন এবং এই শ্রেণীর কলের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন।

(১) সূতা ব্যবহারকারীদের নিকট সূতা সরবরাহ করাই যাহার একান্ত উদ্দেশ্য এরূপ সূতাকাটা কলের সংখ্যা বাঙ্গলায় অত্যন্ত কম।

(২) বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে যে সমস্ত কাপড়ের কল রহিয়াছে উহার প্রায় সবগুলিই মাত্র উহাদের বস্ত্রবয়নের উপযুক্ত পরিমাণ সূতা প্রস্তুত করে এবং উহাদের হাতে অন্যের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য কোন সূতা অবশিষ্ট থাকে না। এমন কি কতকগুলি কল উহাদের সমস্ত তাঁতকে বস্ত্রবয়ন কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য বাহির হইতে সূতা ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

(৩) তাঁত শিল্পে বাঙ্গলা প্রদেশ ভারতের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়াও এজন্য বহুল পরিমাণ সূতার প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং তাঁতিগণ উহাদের প্রয়োজনীয় প্রায় সাকুল্য পরিমাণ সূতার জন্য

বাঙ্গলা প্রদেশের বাহিরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়।

বিশেষতঃ এই কোম্পানী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর সাহচর্য্যে কয়েকজন যোগ্যতম বস্ত্রশিল্প বিশেষজ্ঞের সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে কলের জন্য ১০০ বিঘারও বেশী পরিমাণ জমি ক্রয় করিবার জন্য কথাবার্ত্তা শেষ হইয়াছে।

কোম্পানী ইতিমধ্যেই কলকব্জা প্রস্তুতকারীদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন এবং অনতিবিলম্বে কলের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানীর বিলিব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কোম্পানী বর্ত্তমান শেয়ার বিক্রয়ের প্রধান সর্ত্তগুলি মানিয়া চলিবেন; গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা মতে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থের যে অংশ অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্ত যথাযোগ্যভাবে ব্যয়িত হইতে পারিবে না তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সিকিউরিটিতে দাদন করিয়া রাখিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে নিশ্চিত না হইবেন যে, কোম্পানীর আবেদনক্রমে এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কোন বিলিব্যবস্থার সহিত সুসমঞ্জসভাবে উপরোক্ত টাকা খরচ করিবার জন্য অনুমতি দেওয়ার সময় আসে নাই ততদিন উপরোক্ত টাকা কোম্পানীকে খরচ করিতে দেওয়া হইবে না।

সর্ব্বনিম্ন বিক্রীত শেয়ার

শেয়ারের সমমূল্যে সর্ব্বনিম্ন ৬,০০,০০০৲ টাকা মূল্যের (অর্ডিনারী এবং/অথবা প্রেফারেন্স) শেয়ার বিক্রীত হইবার পর ডিরেক্টরগণ শেয়ার বিলি করিতে আরম্ভ করিবেন।

ফেরৎযোগ্য প্রেফারেন্স শেয়ার

শেয়ার-হোল্ডারগণকে ছয় মাসের নোটীশ দিয়া কোম্পানী শেয়ারের সম পরিমাণ মূল্যে ফেরৎযোগ্য প্রেফারেন্স শেয়ারসমূহ পরিশোধ করিয়া দিতে পারিবেন।

কমিশন ও দালালী

ন্যায়সঙ্গত পরিমাণ দালালী দেওয়া ছাড়া কোম্পানী এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কার, ব্রোকার ও এজেণ্টগণকে উহারা শেয়ারের সম-পরিমাণ মূল্যের উপর অনধিক শতকরা ১০৲ টাকা হারে কমিশন দিবেন।

প্রাথমিক ব্যয়

এরূপ বরাদ্দ করা হইয়াছে যে, কোম্পানীর প্রাথমিক ব্যয়ের পরিমাণ ৩০,০০০৲ টাকার বেশী হইবে না।

প্রমোশন

কোম্পানী প্রমোশন বাবদ কোন অর্থ দেন নাই এবং দিবেন না।

ভেণ্ডারগণ

কোম্পানী ৪০,০০০৲ টাকা মূল্যে ৯৬নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা এবং ৯ ও ১০নং এস কে দেব রোড, পাতিপুকুর, দমদমস্থিত মেসার্স ইউরেকা ডাইং এণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কলকব্জা ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিয়া উহার দখল লইবেন। উক্ত ৪০,০০০৲ টাকার মধ্যে ২৫,০০০৲ টাকা নগদ দেওয়া হইবে। বাকী টাকা প্রতি শেয়ার ১০৲ টাকা মূল্যের ১২৫০ অর্ডিনারী এবং প্রতি শেয়ার ৫৲ টাকা মূল্যের ৫০০ ডেফার্ড শেয়ারে (নগদ টাকা ছাড়া অন্য জিনিষের বিনিময়ে প্রদত্ত শেয়ার) দেওয়া হইবে।

ডিরেক্টরদের যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক

ডিরেক্টরদের সংখ্যা তিন জনের কম এবং পনর জনের বেশী হইবে না। কমপক্ষে ৫,০০০৲ টাকা মূল্যের শেয়ার—যাহার মধ্যে ১০৲ টাকা মূল্যের অন্ততঃ ১,০০০৲ টাকার অর্ডিনারী শেয়ার থাকিবে—শেয়ার নিজ নামে ক্রয় করিলে ডিরেক্টর হওয়ার যোগ্যতা জন্মিবে। যাঁহারা পদাধিকার বলে ডিরেক্টর হইবেন তাঁহাদিগকে শেয়ার ক্রয় করিয়া ডিরেক্টরের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে না।

প্রত্যেক ডিরেক্টর ডিরেক্টরের সভায় উপস্থিত থাকিলে পারিশ্রমিক হিসাবে প্রত্যেক সভার জন্য ৩২৲ টাকা করিয়া পাইবেন। যদি কোন ডিরেক্টর অথবা ম্যানেজিং এজেণ্টদের কেহ ইচ্ছুক হন এবং তাঁহাকে যদি কোম্পানীর জন্য অতিরিক্ত কোন কাজ করিতে অথবা বিশেষরূপ কর্ম্মপ্রচেষ্টায় নিযুক্ত হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় তবে তাঁহাকে ডিরেক্টর বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে পৃথকভাবে পারিশ্রমিক দিতে পারিবেন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্

ডিরেক্টর বোর্ডের তত্ত্বাবধানে মেসার্স ইউটেক্স লিমিটেড কর্ত্তৃক কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ হিসাবে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালিত হইবে। মেসার্স ইউটেক্স লিমিটেড নিম্নলিখিতরূপ পারিশ্রমিক লইয়া কোম্পানী সংগঠিত হইবার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ থাকিবেন।

(১) কোম্পানীর বার্ষিক নিট লাভের শতকরা ১০ ভাগ। যখন কোম্পানী উহার অর্ডিনারী শেয়ার-হোল্ডারগণকে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা অথবা উহা অপেক্ষা অধিক হারে লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইবেন তখন ম্যানেজিং এজেণ্টদের প্রাপ্য লভ্যাংশের হার শতকরা ১৫ ভাগ হইবে।

(২) কোম্পানী বৎসরে যত টাকার মাল বিক্রয় (gross) করিবেন তাহার শতকরা ১ ভাগ কমিশন।

(৩) মাসে ১,০০০৲ টাকা করিয়া এলাউন্স। এই মাসিক এলাউন্সের পরিমাণ প্রতি বৎসরে ৫০০৲ টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া মাসে ৫,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। মাসিক এলাউন্সের পরিমাণ সময় সময় ডিরেক্টর বোর্ডের সিদ্ধান্ত মতেও বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। কর্ম্মচারীদের বেতন, বাড়ীভাড়া, রাহাখরচ ইত্যাদি এবং অন্যান্য এষ্টাব্লিশমেণ্ট খরচা কোম্পানী বহন করিবেন।

মূল চুক্তি

কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনে নির্দ্ধারিত সর্ত্ত অনুযায়ী কোম্পানীর সহিত উহার ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স ইউটেক্স লিমিটেডের একটী চুক্তি সম্পাদিত হইবে। উক্ত চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর কোম্পানীর রেজেষ্টারীকৃত অফিসে অফিসের কার্য্য পরিচালনার স্বাভাবিক সময়ে উহা পরিদর্শন করা যাইবে।

ডিরেক্টরদের স্বার্থ

ডিরেক্টরদের মধ্যে মিঃ পি গুহঠাকুরতা ও মিঃ এস সি বসু কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স ইউটেক্স লিঃর অংশীদার। উহারা ব্যতীত কোম্পানীর অন্য কোন ডিরেক্টর কোম্পানীর অংশীদার হিসাবে ছাড়া অন্য কোনভাবে কোম্পানীর সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট নহেন।

ভোট

কোম্পানীর সভায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত প্রত্যেক অংশীদার হাত উঠাইয়া একটী করিয়া ভোট দিতে পারিবেন। 'পল' দাবী করা হইলে প্রত্যেক অংশীদার—ব্যক্তিগতভাবেই হউক অথবা প্রক্সি মারফতেই হউক—যে ভাবেই তিনি উপস্থিত থাকুন না কেন তাঁহার অধিকৃত যে কোন শ্রেণীর প্রত্যেকটী শেয়ারের জন্য একটী করিয়া ভোট দানে অধিকারী হইবেন।

দলীলাদি পরিদর্শন

কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম এণ্ড আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের কপি এবং উপরোক্ত প্যারায় উল্লিখিত চুক্তিপত্রের কপি কোম্পানীর রেজেষ্টারীকৃত অফিসে অফিসের কাজের স্বাভাবিক সময়ে পরিদর্শন করা যাইবে।

শেয়ারের জন্য আবেদন

কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ফরমে শেয়ারের জন্য আবেদন করিতে হইবে। এই ফরম কোম্পানীর রেজেষ্টারীকৃত অফিস অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কসমূহের সমস্ত অফিস ও শাখাসমূহে পাওয়া যাইবে। এই সব ফরম শেয়ারের জন্য আবেদনের সহিত দেয় অর্থসহ ফরমে উল্লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রেরণ করিতে হইবে।

যদি কোন শেয়ার বিলি করা না হয় তবে আবেদনের সহিত প্রেরিত অর্থ ফেরৎ দেওয়া হইবে। যদি আবেদনে উল্লিখিত শেয়ার অপেক্ষা কম সংখ্যক শেয়ার বিলি করা হয় তবে আবেদনের সহিত প্রেরিত অর্থের যে অংশ অবশিষ্ট থাকিবে তাহা বিলিকৃত শেয়ারের বাবদ কোম্পানীর প্রাপ্ত বাকী টাকা পরিশোধার্থ নিয়োজিত হইবে। উহার পরেও যদি কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা আবেদনকারীকে ফেরৎ দেওয়া হইবে। যদি বিলিকৃত শেয়ার বাবদ দেয় কোন অর্থ সময়মত পরিশোধ করা না হয় তবে শেয়ার ক্রেতা কর্ত্তৃক পূর্ব্ব প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে।

শেয়ারের আবেদনের ফরম

ইউরেকা টেক্সটাইলস্ লিঃর

ডিরেক্টরগণের সমীপে—

৩২ই, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

.....১৯৪

ভদ্র মহোদয়গণ,

আমি/আমরা এতদ্দ্বারা কোম্পানীর প্রতি শেয়ার ১০০৲, ১০০৲, ১০৲, ৫৲ মূল্যের খানা রিডিমেবল/প্রেফারেন্স/অর্ডিনারী/ডেফার্ড শেয়ারের জন্য আবেদনমূলে প্রতি শেয়ারের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ হিসাবে ভর্ত্তির ফি বাবদ ১৲ টাকা সহ মবলগ টাকা (মবলগ টাকা) এতদসহ প্রেরণ করিতেছি।

আমি/আমরা আপনাদিগকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি যে, আপনারা উপরোক্ত সংখ্যক শেয়ার অথবা উহার কম পরিমাণ যত সংখ্যক শেয়ার আপনারা দিতে সিদ্ধান্ত করেন তাহা আমার/আমাদের নামে বিলি করেন। আমি/আমরা শেয়ার বিলি হইবার পর প্রতি শেয়ারের শতকরা ২০ ভাগ প্রদান করিব এবং বাকী টাকা আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের নির্দ্দেশানুযায়ী কল করা হইলে তিন সমান কিস্তিতে প্রদান করিব। আমি/আমরা আমাকে/আমাদিগকে উপরোক্ত শেয়ারের মালিক হিসাবে নাম রেজেষ্টারী করিতে আপনাদিগকে ক্ষমতা প্রদান করিতেছি।

ভবদীয়

স্বাক্ষর

(বড় অক্ষরে পূরণ করিতে হইবে)

সাক্ষী

পূর্ণ নাম

পিতা/স্বামীর নাম

বর্ত্তমান ঠিকানা ও ব্যবসা

বাড়ীর ঠিকানা

আবেদনকারীর স্বাক্ষরের নমুনা

এই শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের যে সম্মতি পাওয়া গিয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীর হেড অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে। শেয়ার বিক্রয়ের সর্ত্ত এই যে, গবর্ণমেণ্টের মতে শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থের যে অংশ অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত যথাযথভাবে খরচ হইতে পারিবে না তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সিকিউরিটীতে দাদন করিয়া রাখিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট (যদি শেয়ারে কোন দেশীয় রাজ্যের স্বার্থসংস্রব থাকে তবে দেশীয় রাজ্যে সম্রাটের প্রতিনিধির সহিত পরামর্শক্রমে) এই বিষয়ে সন্তুষ্ট না হন যে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বলবৎ নিয়ন্ত্রণনীতি অনুযায়ী ঐ টাকা খরচ করা যাইবে না ততদিন উক্ত টাকা খরচ করিতে দেওয়া হইবে না। উহা সুনির্দ্দিষ্টভাবে বুঝিতে হইবে যে, উপরোক্ত শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়া গবর্ণমেণ্ট উক্ত কোম্পানীর পরিকল্পিত কোন নীতির অর্থনীতিক সুদৃঢ়তা অথবা কোম্পানীর কোন বিবৃতির সত্যতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

উহা হইতে কিছু রেহাই চাহে। ভারত সরকারের আগামী বাজেটে এই দিক দিয়া গবর্ণমেণ্ট কিছু বিবেচনা করেন কিনা তজ্জন্য দেশবাসী উন্মুখ হইয়া আছে।

ট্যাক্স সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই জাতিগঠনমূলক কাজের কথা আসিয়া পড়ে। পৃথিবীর স্বাধীন দেশগুলিতে দেশবাসীর নিকট হইতে ট্যাক্স হিসাবে যে অর্থ আদায় করা হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশ দেশে শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যোন্নতি, বেকার ও রুগ্ন ব্যক্তিদের সাহায্য এবং দেশবাসীর আর্থিক উন্নতিবিধানমূলক কাজে ব্যয়িত হয়। যাহাদের হাত দিয়া এই কাজ হয় সেই সব মন্ত্রী ও সরকারী কর্ম্মচারিগণও এই কাজের জন্য যথাসম্ভব কম পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। ঐ সব দেশে রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও ঘুষেরও প্রাবল্য নাই। ফলে দেশবাসী যে টাকা ট্যাক্স হিসাবে প্রদান করে তাহার অধিকাংশ তাহারা নানাভাবে ফিরাইয়া পায়। ভারতবর্ষে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বর্ত্তমান। এদেশে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া দেশবাসীর অর্থনীতিক উন্নতিমূলক কাজ এরূপভাবে উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে যাহার ফলে দেশবাসীর ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে বলা চলে। উহা সত্ত্বেও বহুবিধ ট্যাক্স সহায়ে বৎসর বৎসর দেশবাসীর নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিপুল পরিমাণ টাকা আদায় করা হইতেছে। যুদ্ধের সময়ে এই টাকার সমগ্র অংশই সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয় হইয়াছে। গত ১৯৪৪-৪৫ সালে সমস্ত বিভাগ হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের মোট আয় হইয়াছে ৪১৮ কোটী ১২ লক্ষ টাকা এবং এই বৎসরে সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয় হইয়াছে ৪১৮ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা। ১৯৪৫-৪৬ সালে গবর্ণমেণ্টের মোট ৪১৮ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে; কিন্তু এই বৎসরে সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ৪১৬ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা। উহা গেল যুদ্ধের সময়ের কথা। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ কম ছিল। কিন্তু তখনও গবর্ণমেণ্টের মোট আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয় হইত। বাকী ৫০ ভাগের মধ্যে অন্ততঃ ২৫ ভাগ ব্যয় হইত উচ্চ বেতনের বিদেশীয় ও দেশী সরকারী কর্ম্মচারী পোষণের জন্য। এই দুই দফা খরচ মিটাইয়া যে ২৫ ভাগ অবশিষ্ট থাকিত তাহার মধ্যেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি ও ঘুষপ্রবণতার জন্য উধাও হইয়া যাইত। ফলে জনহিতমূলক কাজের জন্য একপ্রকার কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না। যুদ্ধাবসানে এই শোচনীয় অবস্থার কতটা প্রতিকার হইবে তাহাই দেশবাসী চিন্তা করিতেছে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা ট্যাক্স প্রদানের বিরোধী নহি। কিন্তু এই ট্যাক্স যাহাতে দেশের ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে আদায় হয় এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণ যাহাতে ট্যাক্সভারে নিপীড়িত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ট্যাক্সনীতি নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেশবাসী হইতে গৃহীত ট্যাক্সের কোন অংশ যাহাতে অত্যধিক উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী পুষিতে অপচয় না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও ঘুষপ্রবণতার জন্য দেশবাসীর প্রদত্ত অর্থের যে অংশ অপচয় হইতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। চতুর্থতঃ সরকার কর্ত্তৃক ব্যয়িত অর্থের অধিকাংশ সামরিক বিভাগ ইত্যাদি অফলপ্রসূ (un-productive) কাজে ব্যয়িত না হইয়া উহা যাহাতে দেশবাসীর আয় ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিমূলক (productive) কাজে ব্যয়িত হয় তজ্জন্য সুষ্ঠু কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট দেশবাসী যে পরিমাণ ট্যাক্স বহনে সমর্থ সেই পরিমাণে ট্যাক্স ধার্য্য করেন এবং ট্যাক্সলব্ধ অর্থ দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান না হইলে ঋণ গ্রহণ করেন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু ট্যাক্স মারফতেই হউক আর ঋণ গ্রহণ দ্বারাই হউক—প্রাপ্ত অর্থের যাহাতে কোন অপচয় না হয় এবং উহার অধিকাংশ যাহাতে জাতি-গঠনমূলক কাজে ব্যয়িত হয় তাহা তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত এই নীতি অবলম্বিত না হয় ততদিন দেশবাসীর ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা বাড়িবে না এবং দেশবাসী যে ট্যাক্স দেয় তাহার বিরুদ্ধে তাহারা আপত্তি জানাইবে।

গত যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যুদ্ধোত্তর কালের অনেক বড় বড় পরিকল্পনার কথা শুনাইয়াছেন। উহাদের এই সব কাজে আন্তরিকতা কিরূপ আগামী বাজেট হইতে তাহা বিচার করা যাইবে। কিন্তু এই বিষয়ে ভরসা করিবার কিছু আছে কি? বাজেটের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারত সরকারের উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী স্যার আর্দ্দেশির দালালের পদত্যাগ কি অশুভ সূচনা করিতেছে না? যাহা হউক, আগামী দেড় মাস কালের মধ্যে এই বিষয়ে দেশবাসীর চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইবে আশা করা যায়।

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ ৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বেলেঘাটা, মাণিকতলা (কলিঃ), সৈয়দপুর (রংপুর), জলপাইগুড়ী, রাজসাহী, কাটিহার, সায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ঢাকা ও তেরপাখিয়া।

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাসহ যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

Tele : PURSE-CAL. বি, সেনগুপ্ত,

ফোন—বি, বি, ৬৭৭৯ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দি ট্রিনিটি মিউচুয়াল এ্যাসিওরেন্স কোং লিমিটেড—(বোম্বাই)

কোম্পানীর সমুদয় লভ্যাংশ কেবলমাত্র বীমাকারিগণই পাইবার অধিকারী।

বীমাকর্ম্মীদের সর্ত্ত অতীব সুবিধাজনক।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্ট

রায় এণ্ড সন্স

৮৪-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা।

পোষ্ট বক্স - জি পি ও, ১৩৪ ফোন—ক্যালঃ ৬১৩৩

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের মেদিনীপুর, পুরী, হাটখোলা ও জলপাইগুড়িতে শাখা খোলা হইয়াছে।

বেনারস শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউলড্ এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন— ... ৫০,০০,০০০৲ টাকা

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড— ১৩,৭১,০০০৲ ,,

আমানত— ... ... ২,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর

কার্য্যকরী মূলধন— ... ২,৯০,০০,০০০৲ টাকার উপর

পৃষ্ঠপোষক— মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্-আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

প্রধান অফিস— আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

রেজিষ্টার্ড অফিস— আখাউড়া (বি এ রেলওয়ে)

কলিকাতা অফিসসমূহ— ৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

(৬) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য

সভাসমিতি এবং সংবাদপত্রে কলিকাতার দুগ্ধ-সমস্যা সম্পর্কে এ যাবৎ বহু আলোচনা হইয়াছে। অন্য কোন খাদ্যবস্তু জনসাধারণ, গবর্ণমেণ্ট এবং বিশেষজ্ঞ মহলে এরূপ মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। সমস্যাটি বহু পুরাতন। সহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উহার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে অসহনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। গোয়ালাগণ প্রতিসের দুগ্ধে কত জল আছে তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া এক টাকা সের, বার আনা সের, দশ আনা বা সর্ব্বনিম্ন দর আট আনা সের দাম হাঁকিতেছে। সহরে যাহাতে একমাত্র খাঁটি দুগ্ধ বিক্রয় হয় তৎসম্পর্কে কর্পোরেশনের আইন আছে এবং এই আইন কার্য্যকরী করার জন্য বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী আছে। তদুপরি আছে বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ, যাহার দাপটে বিগত বৎসর অর্ডিনান্স করিয়া জনসাধারণকে টীকা লইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কর্পোরেশন কিংবা বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে কলিকাতায় দুগ্ধ-সমস্যা সমাধানের কোনরূপ কার্য্যকরী প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসকের সংখ্যা এবং হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা করিয়া থাকেন; কিন্তু জনসাধারণ যাহাতে অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখিয়া চিকিৎসক কিংবা হাসপাতালের দ্বারস্থ না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে বিন্দুমাত্রও উৎসাহবোধ করেন না।

কলিকাতার দুগ্ধ-সমস্যা সম্পর্কে মোটামুটি তিনটি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক, যথা (১) দৈনিক যোগান, (২) দুগ্ধের মূল্য এবং (৩) খাঁটি দুগ্ধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে দুগ্ধ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের যে আলোচনা হয় তাহাতে প্রকাশ, যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে দুগ্ধের যোগান ছিল দৈনিক পাঁচ হইতে ছয় হাজার মণ এবং ইহার জন্য কলিকাতার জনসাধারণের দৈনিক মোট প্রায় ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হইত। যুদ্ধের দরুণ কলিকাতার জনসংখ্যা এবং দুগ্ধের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দুগ্ধের যোগান বৃদ্ধি পায় নাই; বরং যাতায়াতের অসুবিধা হওয়ায় দুগ্ধের যোগান পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সহরে দৈনিক যে পরিমাণ দুগ্ধ বিক্রয় হয় তাহার প্রায় অর্দ্ধেক আসে কলিকাতার বাহির হইতে এবং বাকী অর্দ্ধেক কলিকাতার অভ্যন্তরেই উৎপন্ন হয়। বাহিরের যে সমস্ত স্থান হইতে কলিকাতায় দুগ্ধ আমদানী হয় তন্মধ্যে দত্তপুকুর, নৈহাটী, হাবড়া, বসিরহাট, বারাসত, ক্যানিং, মাগুরাহাট, সোনারপুর, সোদপুর এবং ই, আই, রেলওয়ের বৈদ্যবাটী, চন্দননগর, লিলুয়া, অণ্ডাল প্রভৃতি কেন্দ্রই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত স্থানের দুগ্ধ রেলযোগে শিয়ালদহ, বেলেঘাটা, বেলগাছিয়া, বালীগঞ্জ এবং হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছার পর বিভিন্ন পাইকারী বাজারের মারফৎ গোয়ালা, হালুইকর প্রভৃতি ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় হইয়া থাকে। দুগ্ধের জন্য কলিকাতায় শিয়ালদহ, গোয়াবাগান, চীৎপুর, নূতনবাজার, জোড়াসাঁকো এবং কালীঘাটে ছয়টী পাইকারী বাজার আছে। রেল ব্যতীত মোটরলরী, ঘোড়ার গাড়ী এবং মুটের সাহায্যেও কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত বিভিন্ন স্থান হইতে দৈনিক প্রায় এক হাজার মণ দুগ্ধ আসিয়া থাকে। সহরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ডেয়ারী ফার্ম্ম এবং গোয়ালাগণ দৈনিক প্রায় আড়াই হাজার মণ দুগ্ধ উৎপন্ন করিয়া থাকে। খুচরা দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য কর্পোরেশনের লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রায় এক হাজার গোয়ালা আছে। লাইসেন্স ব্যতীত দুগ্ধ বিক্রয় করে এরূপ গোয়ালার সংখ্যাও কয়েক শতের কম হইবে না।

৫।৬ হাজার মণ দুগ্ধ ব্যতীত কলিকাতা সহরে প্রতি দিন সাত হইতে আট শত মণ ছানা ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে আমদানী হইয়া থাকে। দুগ্ধজাত দ্রব্যের মধ্যে শীতকালে ঢাকা-বিক্রমপুরের ক্ষীর এবং বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ হইতে খোয়া আমদানীও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে বার্ষিক প্রায় দশ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩০ হাজার হন্দর জমাট দুগ্ধ, (কৌটায় সংরক্ষিত) এবং শিশু ও রোগীর জন্য বার্ষিক প্রায় সাত লক্ষ টাকা মূল্যের মিল্ক ফুড্ আমদানী হইত। জমাট দুগ্ধের শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ হলাণ্ড এবং মিল্ক ফুডের ৮০ ভাগের বেশী ইংলণ্ড হইতে আমদানী হইত। অবশ্য এই আমদানীর একটা বিশিষ্ট অংশ মফঃস্বলে এবং আসাম ও উড়িষ্যায় চলিয়া যাইত। যুদ্ধের দরুণ এই আমদানীর পরিমাণ অন্যান্য বিদেশী

কেশ গৌরব মালা * নং ৪ 'মঙ্গল কাব্য-সাহিত্যে'

বাঁধিল বিনোদ খোঁপা বাঁ দিকে টানুনি

বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের পাশেই 'মঙ্গল কাব্য-সাহিত্য। এ যুগের সাহিত্য সমাজের সর্ব্বস্তরের নারীর প্রসাধন সৌষ্ঠব ও কেশ-বর্ণনায় মুখর। 'ধর্ম্ম মঙ্গলে' সুদর্শন লাউসেনের রূপমুগ্ধ বারুই-বধূ "রূপসী পল্লী-বাসিনী" নয়ানীর কেশ-প্রসাধন বর্ণনায় দেখি—

'আঁচরিয়া চাচর চিকুরে চিত্র বেণী।
বাঁধিল বিনোদ খোঁপা বাঁ দিকে টানুনি॥'

আবার কোথাও দেখি, "ঝলকে অলক লতা অলকার কোলে,"—কোথাও, "পৃষ্ঠেতে দুলিছে বেণী ভুজঙ্গিণী প্রায়,"—অন্যত্র, "কানড়ে বাঁধিল খোঁপা দিয়া পুষ্পহার"—ইত্যাদি বর্ণনা সেই যুগের কেশ-মহিমারই পরিচায়ক। যুগ প্রগতির সাথে আজকাল কেশ-প্রসাধন সামগ্রীরও প্রগতি আসিয়াছে। 'হিমকল্যাণ' বর্ত্তমান যুগে কেশচর্চ্চার অনুপম ও অনবদ্য উপকরণ।

হিমকল্যাণ

ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর মহোপকারী আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস · কলিকাতা

HPCO. HK-15

সামগ্রীর ন্যায় প্রভূত হ্রাস পাইয়াছে। মিল্ক পাউডার প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা পূর্ব্বে ছিল না। কিছুদিন হইল কলিকাতার দুইটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান দেশের এই অভাব কতকটা পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কলিকাতায় বর্ত্তমানে দৈনিক যে ৫।৬ হাজার মণ দুগ্ধের যোগান আছে তাহা হইতে আইস্‌ক্রীম, কেক, পেষ্ট্রী প্রভৃতির জন্য প্রায় তিনশত মণ দুগ্ধ ব্যয় হয়। দধি, রাবড়ী এবং চায়ের জন্য মোট কি পরিমাণ দুগ্ধের প্রয়োজন হয় তাহার কোন হিসাব নাই। কিন্তু এই বাবদ নিত্য কম পক্ষে পাঁচশত মণ দুগ্ধ লাগিতেছে এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না। দধি, রাবড়ী, চা এবং আইসক্রীম প্রভৃতির দরুণ দুগ্ধের প্রয়োজন হিসাব না করিয়া কলিকাতায় দুগ্ধের যোগান মোট ছয় হাজার মণ ধরিলেও বর্ত্তমান জনসংখ্যার (৪০ লক্ষ) অনুপাতে দৈনিক দুগ্ধের যোগান মাথাপিছু এক ছটাকেরও কম হয়। ১৯৪১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্টের মতে কলিকাতা সহরে ৬০ বৎসরের উপর পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল ৯৩ হাজারের উপর এবং ৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকার সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬২ হাজারেরও বেশী। অগণিত রোগী এবং প্রসূতির জন্য পৃথক হিসাব না করিয়া ১৯৪১ সালের সেন্সাস অনুসারে ৬০ বৎসরের উপর স্ত্রীলোক ও পুরুষ এবং ৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্যই মাথাপিছু দৈনিক এক পোয়া হিসাবে প্রায় ১৬ শত মণ দুগ্ধের প্রয়োজন হয়। পুষ্টির নিম্নতম মান (Minimum Nutritive Standard) অনুসারে বর্ত্তমানে কলিকাতার জনসাধারণের জন্য দৈনিক প্রায় ৩০ হাজার মণ দুগ্ধের প্রয়োজন আছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় দুগ্ধের গড়পড়তা মূল্য ছিল প্রতি সের চারি আনা বা টাকায় চারি সের। বর্ত্তমানে প্রতি টাকায় দেড় সের হিসাবেও যে দুধ পাওয়া যায় তাহাতে প্রতিসেরে আধ পোয়া জল আছে বলিয়া গোয়ালাগণ প্রকাশ্যেই বলিয়া থাকে। কলিকাতা সহরের অভ্যন্তরে খাটালসমূহ বন্ধ করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে অল্প খরচে দুগ্ধ উৎপন্ন করার ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতায় দুগ্ধের মূল্য হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা খুব কম। বর্ত্তমানে দুগ্ধবতী গরু, মহিষ এবং চুনী, ভূষি ও কাঁচা-ঘাসের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় দুগ্ধের মূল্যও পূর্ব্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য খাদ্য-সমগ্রীর তুলনায় দুগ্ধের মূল্য বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা যায় না; কিন্তু গোয়ালাগণ জলমিশ্রিত দুগ্ধ বিতরণ করিয়া স্বাভাবিক মূল্যের উপরেও কিছুটা লাভ করিতেছে। দুগ্ধের জন্য কলিকাতা সহরে গরু ও মহিষ পালন করার ব্যয় অত্যন্ত বেশী। যে সমস্ত পল্লীতে খাটাল আছে তথায় মশা মাছির উৎপত্তি ও নানারূপ আবর্জ্জনার দরুণ জনস্বাস্থ্য সর্ব্বদাই বিপন্ন। জনস্বাস্থ্যের খাতিরেই এই সমস্ত খাটাল বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে গোয়ালাগণ যে ভাবে যথেষ্ট দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া থাকে তাহাও অচিরে বন্ধ হওয়া উচিত। কর্পোরেশনের আইনে ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এই আইন কার্য্যকরী করার জন্য কর্ম্মচারীও আছে। কিন্তু দুগ্ধ সরবরাহের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় এই আইনের কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এক হাজার বা দেড় হাজার গোয়ালা সকাল বিকাল দুগ্ধ বিক্রয় করিতেছে। দুধে কিরূপ ভেজাল আছে অধিকাংশ ক্রেতার পক্ষেই তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে ভেজাল ধরা পড়িলেও ইহা নিয়া হৈ চৈ করার মত অবসর ও ধৈর্য্য খুব কম লোকেরই আছে। এমতাবস্থায় গোয়ালাগণ কর্ত্তৃক ফেরি করিয়া দুধ বিক্রয়ের প্রথা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া সমীচীন। বৌবাজারে সমবায় দুগ্ধ বিক্রয় সমিতিসমূহের যে ইউনিয়ন অফিস আছে এরূপ আরও কয়েকটি ইউনিয়ন স্থাপন করিয়া কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহের যাবতীয় দায়িত্ব এই সমস্ত ইউনিয়নের উপর অর্পণ করা যায় কিনা তাহা গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। বৌবাজারের উপরোক্ত ইউনিয়নের অধীন প্রায় দেড় শত প্রাথমিক সমিতি আছে এবং উক্ত ইউনিয়ন দৈনিক প্রায় দুইশত মণ দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া থাকে। জনসাধারণের স্বার্থের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য প্রবচনের (Proverb) সামিল হইয়াছে। কাজেই এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন কি না এবং করিলেও তাহা সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারিবেন কিনা তৎসম্পর্কে জনসাধারণের সন্দেহের অবসান হইবে না। বর্ত্তমান মিল্ক ইউনিয়নের পরিচালনা সম্পর্কেও আমরা নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির গুজব শুনিতে পাই। মিল্ক ইউনিয়ন সুপরিচালিত হইলে জনসাধারণের আস্থা লাভ করিয়া ইহা আরও প্রসার লাভ করিতে পারিত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় আমাদের মনে হয় যে, কলিকাতায় যে সমস্ত ডেয়ারী ফার্ম্ম আছে তন্মধ্যে যে কয়টি জনসাধারণের বিশেষ আস্থাভাজন তাহাদিগকে নিয়া একটী যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপর কলিকাতা সহরে দুগ্ধ সরবরাহের দায়িত্ব অর্পণ করা যাইতে পারে। ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, হাওড়া ও হুগলী জেলায় পতিত জমীর অভাব নাই। এই সমস্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে ডেয়ারী ফার্ম্ম স্থাপন করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এবং কর্পোরেশন যদি প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানকে মূলধন সংগ্রহ, জমী, যন্ত্রপাতি ও মোটরলরী ক্রয় প্রভৃতি ব্যাপারে সাহায্য করিতে রাজী হন তবে বিভিন্ন ডেয়ারী কোম্পানীসমূহ এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় বিভিন্ন ডেয়ারী ফার্ম্ম এবং ডেয়ারী কোম্পানী দুগ্ধ সরবরাহ করিয়া থাকে বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে ভেজাল দুগ্ধের অভিযোগ নাই। কলিকাতার মত সহরের পক্ষেও দুগ্ধ বিক্রয়ের অধিকার এই প্রকার দায়িত্বশীল কোন প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করাই উচিত। অনিয়ন্ত্রিত গোয়ালাগণ কলিকাতায় দুগ্ধ বিক্রয়ের ব্যবসায়ে যতদিন রত থাকিবে ততদিন জনসাধারণ উচিত মূল্য দিয়াও খাঁটি দুগ্ধ পাওয়ার আশা করিতে পারে না। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, কলিকাতার তুলনায় লণ্ডন সহরে দুগ্ধের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। লণ্ডনে সমবায়নীতিতে গঠিত একটী মিল্ক মার্কেটিং বোর্ডের মারফৎ দুগ্ধ বিক্রয় হইয়া থাকে এবং দুগ্ধ সম্পর্কে জনসাধারণের কোনরূপ অভিযোগ নাই।

দুগ্ধজাত দ্রব্যের মধ্যে ঘৃত এবং মাখনের সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া উহার আলোচনা পরবর্ত্তী সংখ্যার জন্য মুলতবী রহিল।

রাজস্থান
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস:- ২২, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা
শাখাসমূহ:
বসিরহাট, বালীগঞ্জ,
ভবানীপুর, বাদুড়িয়া,
সোনারপুর, জয়নগর-মজিলপুর,
বসিরহাট বাজার, লক্ষ্মীকান্তপুর,
মান (জলপাইগুড়ি), জলপাইগুড়ি।
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীলাল মোহন মুখার্জি
গ্রাম-"গোভনেন্ট"
ফোন-কলিকাতা, ৪০৩৮
RB-1.

ফোন: ক্যাল ৪০৫৩
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড
৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
শাখা:—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), মবেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, শিয়াখালা।
চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস্ শতকরা ২॥০
স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্—মিঃ এস্ কে ভট্টাচার্য্য, মিঃ এন্ এল্ মুখার্জ্জি

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

আসামের প্রাদেশিক নির্ব্বাচন প্রত্যাসন্ন। কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের যে অপরিসীম প্রভাবের পরিচয় জগৎ সমক্ষে প্রকটিত হইয়াছে, প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রেও তাহা সর্ব্বত্র লক্ষিত হইবে। ভারতে প্রথমই প্রাদেশিক নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে আসামে। এই দিক হইতে আসাম নির্ব্বাচনের গুরুত্ব সমধিক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আসামের সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণ কংগ্রেস-প্রার্থী ও কংগ্রেস-সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট দিয়া জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন।

* * *

এবারকার আসাম ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন নির্ব্বাচনে ইউরোপীয় বণিকদের দলপতি মিঃ আর্নল্ড হুইটেকারের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়াছেন অপর বিশিষ্ট চা-কর মিঃ জর্জ্জ গিলফেলন। আসামের ইউরোপীয় নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট মিঃ গিলফেলন যে আবেদন জানাইয়াছেন তাহাতে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ও আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কার্য্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, "ইউরোপীয়দের উচিত সর্ব্বপ্রকার দম্ভ পরিহার করিয়া খোলাখুলিভাবে ভারতীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করা।" এদেশের যে সমস্ত রাজনৈতিক সমস্যার উপর এ যাবৎ ইংরেজেরা শুধু মনুষ্যত্বের ভাণ করিয়াছেন, সেই সব সমস্যার উপরে একজন ইংরাজ আদর্শের দিক হইতে আর একজন ইংরাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। ভারতীয় আইন পরিষদের ইতিহাসে ইহাই বোধ হয় প্রথম দৃষ্টান্ত।

* * *

পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দল ভারতে পৌঁছিয়াছেন। নিপীড়িত ভারতবর্ষের তাঁহারা অতিথি নহেন, তাঁহারা অতিথি সরকারী ভারতের। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি তথা দেশের জনসাধারণ তাঁহাদের "স্বাগত" বলিয়াও সম্বর্দ্ধনা জানায় নাই, "ফিরিয়া যাও" বলিয়াও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে নাই। ঈষৎ ক্ষোভ-মিশ্রিত ঔদাসীন্য ছাড়া তাঁহাদের সম্পর্কে আর কোনও মনোভাব তাঁহারা আশা করিতে পারেন কি? তাঁহাদের ভারত আগমনের উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে আমরা কোন উচ্চাশা পোষণ করি না। পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ জনকয়েক নেতা এই বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার পরে বলিবার কিছু থাকে না। তাঁহাদের সফরকে তাঁহাদের দেশেরও কেহ কেহ সমর্থন করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি মিঃ কোভ মন্তব্য করিয়াছেন, "পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দল প্রেরণ ভারতবর্ষ ও উহার নেতৃবৃন্দের প্রতি অপমান বিশেষ। ভারতের নেতৃগণ, বিশেষতঃ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, প্রতিনিধি দলের কাহারও সহিত দেখা করিতে যদি অসম্মত হন, তবে আমি দুঃখিত হইব না। সম্ভবতঃ কোন 'মেকিয়াভেলী' বৃদ্ধ পেথিক-লরেন্সকে ঐরূপ বুদ্ধি দিয়া থাকিবেন। ভারতবর্ষকে দিবার মত কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব ছাড়া এভাবে প্রতিনিধি দল প্রেরণ 'কালহরণের কৌশল'। ইহা রাজনীতিতে দেউলিয়া হইয়া যাইবার লক্ষণ। একমাত্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বাধীনতা ঘোষণার ভিত্তিতেই ভারতবর্ষের নিকট কোন প্রস্তাব লইয়া যাওয়া যায়।"

মিঃ কোভ বিদেশী হইলেও আমাদের কথাটা বেশ গুছাইয়া বলিয়াছেন।

* * *

করাচীতে গত ৯ই জানুয়ারী পণ্ডিত জওহরলাল যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দল সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী ভারতের মনোভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, "পার্লামেণ্টের সদস্যরা ভারতের অবস্থা ভালভাবেই জানেন বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল। এখন দেখিতেছি তাঁহারা সবেমাত্র ভারতের অবস্থা জানিতে চেষ্টা করিতেছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উপদেশ দান ও মোড়লী করিয়া আর লাভ কি? অবশ্য প্রতিনিধি দলের সদিচ্ছা সম্পর্কে আমাদের কোন বিরূপ মনোভাব নাই। ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল জনকয়েক ব্যক্তিও ঐ দলে আছেন। কিন্তু ইহা ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়। ইহা ভারত ও বৃটেনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের প্রশ্ন।"

* * *

পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লী হইতে বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং আরও কয়েকটি স্থানে সফর করিয়া কলিকাতায় আসিবেন। এতাবৎ তাঁহারা কেবল মিঃ জিন্না ও মিঃ আসফ আলীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। এই সাক্ষাৎকারের সঠিক বিবরণ আমরা এখনও পাই নাই। সাংবাদিক বৈঠকে প্রতিনিধিদের দুই-একজন প্রশ্নোত্তর কালে যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আদৌ সন্তোষজনক নয়। যাহা হউক, ইঁহাদেরই মধ্যে লর্ড চোর্লি সেদিন মিঃ আসফ আলীর সহিত আলোচনা শেষ হইবার পর এক সাংবাদিকের নিকট বলেন, "যুদ্ধ ও আণবিক বোমা জগতের শান্তি নষ্ট করিবে, আমরা তাহা চাহি না। আমরা বিপজ্জনক অঞ্চলগুলির বিলোপ সাধন করিতে চাই। ভারতবর্ষ এরূপ এক বিপজ্জনক অঞ্চলে পরিণত হইতে পারে। সাংস্কৃতিক ও নৈতিক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন এবং দৃঢ় বৈদেশিক নীতি ও একটিমাত্র সৈন্যবাহিনী সমন্বিত স্বাধীন ভারতবর্ষ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে লাভজনক হইবে। বিভক্ত ভারত সহজেই আক্রান্ত হইতে পারে এবং বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে ভারতবর্ষের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে সেইভাবে বিভক্ত ভারতবর্ষের উপর বৈদেশিক শক্তির ইচ্ছা চাপাইয়া দেওয়া হইতে পারে।"

* * *

লাহোরের এক সম্বর্দ্ধনা সভায় শাহ নাওয়াজ বলেন, "ইংরাজেরা এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

'গ্রাম : মেমোর্যাণ্ডাম' 'ফোন : ক্যাল ৫৭৬৬

হেড অফিস : ঢাকাপুর (বেঙ্গল)

কলিকাতা অফিস : ৬৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

শাখাসমূহ :

শিয়ালদহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পুরাণবাজার, মালদহ, টঙ্গিবাড়ী, সিরাজদিঘা, পাটকেলঘাটা (খুলনা), নরসিংদি।

গৌহাটি শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিল্ক এণ্ড এলায়েড ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ

অফিস—১৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডেয়ারী এবং ফার্ম্ম : সাহাজাদপুর (পাবনা)

অনুমোদিত মূলধন ২,00.000৲ টাকা

আদায়ীকৃত মূলধন ১,06.020৲ টাকা

সমমূল্যে কিছু শেয়ার এখনও পাওয়া যায়

আমাদের প্রস্তুত কন্‌ডেন্‌স্‌ড্ মিল্ক, সুগার অফ্ মিল্ক এবং ঘি শীঘ্রই বাজারে বাহির হইবে

পাউডার মিল্ক তৈয়ারীর যন্ত্রপাতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানীর প্রাথমিক ব্যবস্থা শেষ হইয়াছে।

ডাঃ বি, বি, ঘোষ, এল্, এম্, এফ্
ডিরেক্টর ইন্-চার্জ্জ

মিঃ এস্, সি, সাহা, বি-এ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

গৃহযুদ্ধ বাধিবে, এই অজুহাত দেখাইয়া ইংরাজেরা এতদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন কেবলি ধামা-চাপা দিয়া রাখিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আমরা এই অপকৌশলের অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ঘাটিত করিয়াছিলাম। যতদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের অস্তিত্ব ছিল ততদিন আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের বাষ্পটুকুও ছিল না। আমরা প্রমাণ করিয়াছি, ইংরাজ না থাকিলে কোন হিন্দু-মুসলমান সমস্যাই থাকে না।" শাহ নাওয়াজ আসল কারণ বাস্তব পরীক্ষা-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়াই বুঝিয়াছেন। কংগ্রেসেরও ঐ কথা। ভারতের এই বীর সন্তানের সত্যোপলব্ধিতে মুসলিম লীগ কর্ণপাত করিবে কি?

রাওয়ালপিণ্ডিতে এক জনসভায় শাহ নাওয়াজ আরও অকুণ্ঠ ভাষায় বলিয়াছেন, "দাসত্বের তুল্য অভিশাপ নাই। দাস জাতির ধর্ম্ম নাই—কোন মর্য্যাদা নাই। নিজ মাতৃভূমিতে অপরের আজ্ঞাবহ এই দাস জাতির জনগণের সেনা সাজিয়া অপর দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিবার কি অধিকার থাকিতে পারে?"

* * *

আজাদ হিন্দ ফৌজ মামলায় সমগ্র দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ঢেউ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, শাহ নাওয়াজ, সায়গল ও ধীলনের মুক্তি সম্পর্কে সেনাদলের মধ্যে ভোট লওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শতকরা ৮০ জন সৈন্যই তাঁহাদের মুক্তির পক্ষে ভোট দেন। অতঃপর প্রত্যেক রেজিমেণ্টের সেনাধ্যক্ষ আনুগত্যের শপথের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদের (সৈন্যদের) মতামতের অন্তর্নিহিত জটিলতার বিষয় ব্যক্ত করেন। অনুরূপ অবস্থায় তাহাদের কি করা উচিত হইত তাহাও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তৎসত্ত্বেও পুনরায় ভোট লওয়া হইলে শতকরা ৭৮ জন মুক্তিদানের পক্ষে মত প্রকাশ করে।

* * *

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াখণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত জনৈক মার্কিন সাংবাদিক জানাইয়াছেন, "এই সব দেশ অজেয়। এখানকার জনসাধারণ বিশেষভাবে সঙ্ঘবদ্ধ ও দৃঢ়সঙ্কল্প। বৃটিশের অধীন ভারতীয় সৈন্যরা তাহাদের কাজ ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিজের দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইতেছে, ভারতীয় সৈন্যদের এই ধারণা হওয়ায় তাহারা সৈন্যদল ছাড়িয়া দিতেছে। সংবাদ সেন্সর ব্যবস্থা কঠোর। বৃটিশ সাংবাদিকরা 'বেস ক্যাম্পে' থাকিয়া প্রচারমূলক সংবাদ পরিবেষণ করিতেছে।"

* * *

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করিয়া বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যে হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বৃটেনের কোন কোন রক্ষণশীল মহল পর্য্যন্ত পরোক্ষভাবে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি 'সানডে টাইমস্'-এ উহার কলিকাতাস্থ প্রতিনিধির প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে, "অনেকেই এই মামলাকে একটা বড় রকমের আহম্মকি বলিয়া মনে করে। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের সম্পর্কে উদার মনোভাব অবলম্বন করায় ঐ বোকামির আংশিক সংশোধন হইয়াছে।"

* * *

ফ্যাসিজমের পতন হয় নাই। এখনও নানা দেশে নানা ভাবে—বৃটেনে তো প্রকাশ্যভাবেই—ফ্যাসিষ্টরা ভবিষ্যতের সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। সম্প্রতি জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়াতে নাৎসীবাদের পুনরুত্থানের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে বলিয়া একাধিক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বৃটেনে হিটলারপন্থীরা সংবাদপত্র প্রকাশের আয়োজন করিতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। বৃটেনে অস্‌ওয়াল্ড মোসলের মত স্পষ্ট ফ্যাসিষ্টের সংখ্যা বেশী না হইতে পারে, কিন্তু ছদ্মবেশী ফ্যাসিষ্টের অভাব নাই। সম্প্রতি বিলাতের 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রিকায় ১৯৪১ সালে বিমানযোগে হেসের বৃটেনে অবতরণকালে হিটলারের সহিত যে সব বিশিষ্ট ইংরাজ গোপনে শান্তি স্থাপনের কথাবার্ত্তা চালাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে একজন ভূতপূর্ব্ব সহকারী ভারত-সচিব ও ভূতপূর্ব্ব সহকারী বিমান সচিব আছেন। উহাদের মধ্যে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইতেছেন স্যার স্যামুয়েল হোর ও পরলোকগত লর্ড লোথিয়ান। এই সব নামের তালিকা প্রকাশিত হওয়ায় লণ্ডনের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

* * *

লণ্ডনের 'নিউজ অব দি ওয়ার্লড' পত্রিকায় "জাপান বিপজ্জনকভাবে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতেছে" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, "জাপান এখন নতিস্বীকার করিতেছে বটে, কিন্তু যখন সে চরম ধ্বংস ও পরাজয়ের আঘাত সামলাইয়া উঠিবে, তখন ইহা জগতের এক জটিলতম সমস্যায় পরিণত হইবে। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা জাপানীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উদ্দাম করিয়া তুলিবে।"

* * *

গত ৬ই জানুয়ারী হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের সহিত শেষ সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ঘোষণায় জানান হইয়াছে, অতঃপর রাজনৈতিক অশান্তিপূর্ণ উক্ত অঞ্চলের ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপের দায়িত্ব গ্রেট বৃটেনের হাতে। ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, বার্ম্মা ও ভারতবর্ষে অনুসৃত বৃটিশ নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভাল চক্ষে দেখিতেছে না, সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—এই মর্ম্মে যে সব গবেষণা চলিয়াছে তাহার কোন অর্থ হয় না। মার্কিন রাষ্ট্র দুর্ব্বল নহে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলিতে তাহার ভয় পাওয়ার কথা নয়। এশিয়ার স্বাধীনতাকামী পরাধীন দেশের পক্ষ হইয়া সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট উক্তি করিতে বা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে আমেরিকাকে এতাবৎ দেখা যায় নাই। বরং ইহার উল্টা আচরণের আভাসই পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক ড্রু পিয়ারসন জানাইয়াছেন, "ভারতবর্ষে অবস্থিত মার্কিন সৈন্যদের নিকট হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতে বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে পারেন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মার্কিন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ মার্কিন সৈন্যদের হস্তে রাইফেল, বেয়নেট ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়াছেন।"

* * *

পরলোকগত রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দূত মিঃ উইলিয়ম ফিলিপস্ ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া মার্কিন গবর্ণমেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেন, এতদিন তাহা গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি উর্দ্দু দৈনিক 'মিলাপ'-এ ঐ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ ফিলিপস্ তাঁহার রিপোর্টে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে বলেন, "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং নিজ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার অধিকার লাভের জন্য কংগ্রেস ভারতবর্ষকে এক করিতে চাহিয়াছে। প্রদেশসমূহে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা কয়েক বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। সেই কয় বৎসরের কংগ্রেসী কার্য্যপদ্ধতির মূলে ছিল ঐভাবে শক্তিবৃদ্ধি করিয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা।" মুসলিম লীগ প্রসঙ্গে মিঃ ফিলিপস্ বলিয়াছেন, "কংগ্রেসের হস্তে মুসলমানদের স্বার্থহানি হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ মুসলিম নেতারা করেন, তাহা প্রমাণ করিতে তাঁহারা পারেন নাই। আমার বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে বেশীর ভাগ মুসলমান অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী কৃষক ও শ্রমিকের সহিত যোগদান করিবে এবং ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা তখন আর থাকিবে না।"

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ২১২৫,৬৪৮৩।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান

—শাখাসমূহ—

আলিপুর দুয়ার	দিনাজপুর	বাঁকুড়া	লালমণিরহাট
আসানসোল	দুবরাজপুর	বালুরঘাট	শ্যামবাজার
আজমগড়	নিউ মার্কেট	বেনারস	সাউথ কলিকাতা
এলাহাবাদ	নীলফামারী	ভাটপাড়া	সাহাজাদপুর
কাঁচরাপাড়া	নৈহাটী	রায়বেরিলী	সিরাজগঞ্জ
কুচবিহার	পাটনা	রংপুর	সিউড়ী
জলপাইগুড়ি	পাবনা	লক্ষ্ণৌ	সৈয়দপুর
জৌনপুর	বর্দ্ধমান	লাহিড়ী মোহনপুর	হিলি

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

সেক্রেটারী—মিঃ সুধেন্দুকুমার নিয়োগী ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, রায়।

খেয়ালীর খাতা

আরো আগেই লেখা উচিত ছিল। কিন্তু সময় এবং পৃষ্ঠা দুইই সীমাবদ্ধ। সেই কারণেই হইয়া ওঠে নাই। বেটার লেট্ দ্যান নেভার। সুতরাং এখন লিখিতেছি। কবি করুণানিধানের সম্বর্দ্ধনা। বাংলার সাহিত্যরসিকেরা ইদানীং একটা বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন। প্রবীণ কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সম্পর্কে। অত্যন্ত শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব বাংলার কবি গোবিন্দদাস আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন, ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে আমার চিতায় দিবে মঠ। এযুগে কবিদের যে চিতায় পৌছিবার পূর্ব্বেই সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা হইতেছে, ইহা দ্বারা জাতির গুণগ্রাহিতা প্রকাশ পাইতেছে। করুণানিধান বয়সের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালের কবি। রচনার দিক দিয়া তাঁহার কাব্যে যে একটি নিরলঙ্কার সহজ, সরল আবেদন আছে তাহা আধুনিক যুগে সুলভ নয়। করুণানিধান, কুমুদ মল্লিক ও কালিদাস রায় রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী কবিদেব মধ্যে সমকালীন এবং সমশ্রেণীর। তাঁহাদের রচনার একটি বিশিষ্ট সুর আছে। সে-সুর কাব্যের বিচারে কোন্ মর্য্যাদার অধিকারী সে-তর্ক অনাবশ্যক। এই টুকু ভাবিয়াই আমরা তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছি যে, তাঁহারা বাঁশী বাজাইয়াছেন, আনন্দ দিয়াছেন ও দিতেছেন।

* * *

কবির প্রসঙ্গে আর একজন কাব্যরচয়িতার নাম মনে পড়িল। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী পাঠকদের পক্ষ হইতে তাঁহারও এক সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি জগত্তারিণী পদক দ্বারা বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের সম্মানিত করিতেছেন। এ সম্পর্কে কবি যতীন্দ্রমোহনের নাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ স্মরণে রাখিলে ভালো করিবেন। শুনিতেছি এবার কবি নজরুল ইসলামকে ঐ সম্মান দেওয়ার কথা হইতেছে। নজরুলের কাব্যপ্রতিভা বাঙ্গালীর গর্ব্বের বিষয়। আমি নিজে তাঁহার একজন গভীর অনুরাগী। কিন্তু বয়সের কথা বিবেচনা করিলে প্রথমে যতীন্দ্রমোহনকে এই পদক না দিয়া নজরুলকে দেওয়া ঠিক হইবে না। জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন বোধ হয় প্রবীণতম, বর্ত্তমানে তাঁহার স্বাস্থ্যও ভালো নয়। নজরুলকে পরবর্ত্তী বৎসরে ঐ পদক দিলে বিশ্ববিদ্যালয় দুইজন বিশিষ্ট কবিকেই সম্মান করিবার সুযোগ পাইবেন। ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত যদি পাকাপাকি না হইয়া থাকে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

* * *

আলীপুব বিমানঘাঁটিটি তুলিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। ভারতীয় বেসামরিক বিমান বিভাগের বড় কর্ত্তা স্যার ফ্রেডারিক টীমস্ আলীপুর বিমানঘাঁটিটি রাখিবার অসুবিধাগুলি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, বিমানঘাঁটির জায়গাটা কলিকাতা পোর্ট কমিশনারদের; উহা বিমানঘাঁটির জন্য দখল করিয়া রাখিলে কলিকাতা পোর্টের বৃদ্ধি ও প্রসারে বাধা পড়িবে। যুক্তিটা খুব জোরালো মনে হইতেছে। একটা জিনিষের যখন দুই দিক দিয়া প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন কোন্‌টা বেশী প্রয়োজন তাহা বিচার করিয়াই কাজ করিতে হয়। সহরের কাছাকাছি একটি বিমানঘাঁটির প্রযোজন আমি কম মনে করি না এবং বোধ হয় আমার মতো আরও অনেকেই করেন না। আগের দিন রেলষ্টেশানের কাছাকাছি না হইলে সহরের উন্নতি হইত না। এখন পৃথিবী অনেকটা আগে আগাইয়া গিয়াছে। রেলের বদলে বিমান এখন চলাচলের প্রধান উপায় হইতেছে। বিমানঘাঁটি যদি সহর হইতে অনেকটা দূরে হয়. তবে সহরের প্রসার ও প্রগতি ব্যাহত হইবে। কলিকাতার দ্বিতীয় এবং আলীপুরের ঘাঁটিটি তুলিয়া দিলে একমাত্র বিমানঘাঁটি হইল দমদম। লোকালয় হইতে তাহার দূরত্ব এত বেশী যে, বিমান যাত্রার সুবিধা অনেকটাই তাহাতে নষ্ট হইয়া যায়। সেখানে কোন পরিচিত বন্ধু বা নিকটতম আত্মীয়কে প্লেনে তুলিয়া দিতে বা আনিতে যাওয়ার কথা না হয় বাদই দিলাম, বিমান কোম্পানীর বাস না পাইলে যাত্রীদের পক্ষেই সেখান হইতে সহরে আসিবার কোন উপায় নাই।

* * *

পোর্ট ট্রাষ্টের আপত্তির কথাটও খুব স্বচ্ছন্দচিত্তে মানিয়া লইতে পারিতেছি না। ঠিক বিমানঘাঁটির জায়গাটুকু না পাইলেই কলিকাতা বন্দরের উন্নতি ও বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে, এটা অনাবশ্যক গোঁড়ামির পরিচয়। কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্টের আগেকার মতি-গতি ও কার্য্যকলাপ ভাবিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তই অবধারিত হইয়া ওঠে যে, তাঁহারা একমাত্র নিজেদের জিদ ছাড়া অন্য কিছুরই পরোয়া করেন না। আর অবশ্য ইউরোপীয় স্বার্থের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সেটা অপ্রত্যাশিত নহে। পোর্ট ট্রাষ্টে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা এত কম যে, তাঁহাদের কণ্ঠ ট্রাষ্টে মোটেই কার্য্যকরী নয়। যে-অল্পসংখ্যক ভারতীয় আছেন তাঁহাদের মধ্যে দুই তিন জনকে জানি। তাঁহারা

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা।

বিলিকৃত মূলধন— ৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ২ ,, ,,
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৭॥০ লক্ষ ,,

বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্
মিঃ জি ডি বিড়লা (চেয়ারম্যান)
মিঃ এম এ ইস্পাহানি (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি সরাইয়া (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ অনন্তচরণ লাহা
মিঃ মহাদেও এল্ দহনুকর
মিঃ নবীনচন্দ্র মফৎলাল
মিঃ মদনমোহন আর রুইয়া
মিঃ মতিলাল তাপুরিয়া
মিঃ বৈজনাথ জালান
মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা
স্যার আদমজী হাজী দায়ুদ কে, টি

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ বি টি ঠাকুর (জেনারেল ম্যানেজার)

ভারতের সর্ব্বত্র এবং বাহিরে শাখা ও পে-অফিস আছে।

কলিকাতা মেন—ও এইচ্ ঘিওয়ালা, ম্যানেজার
বড়বাজার—জে পি সেনগুপ্ত, ম্যানেজার
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—এ পাল, ম্যানেজাব
ভবানীপুর - এম্ এম্ ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার

বিভিন্ন বণিক সমিতি হইতে ভোটের জোরে ট্রাষ্টে আসিয়াছেন, যোগ্যতার কারণে নয়। তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব নাই। কাজেই শ্বেতাঙ্গ সদস্যরাই রাজার নন্দিনী প্যারী, যাহা করেন তাহাই শোভা পায়। নতুবা ভারতের প্রথম জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা—সিপ্ বিল্ডিং ইয়ার্ড—ভাইজাগে না হইয়া কলিকাতায়ই হইতে পারিত। আলীপুর বিমানঘাঁটির জায়গাটুকু ছাড়িয়াও পোর্ট ট্রাষ্ট দক্ষিণে বহুদূর বন্দরের প্রসার কার্য্য চালাইতে পারেন শুধু যদি সেখানকার সাহেবী কলকারখানাগুলি তুলিয়া দিতে প্রাণে ব্যথা না লাগে।

* * *

বড়দিনের শেষের দিকে উডবার্ণ পার্কে টেনিস ম্যাচ দেখিতে দেখিতে এই কথাটাই বারবার মনে হইল যে, আমাদের স্কুল-কলেজে খেলাধূলার আয়োজন কত কম। কলিকাতায় ছেলেদের ও মেয়েদের কলেজ আছে প্রায় এক ডজন; কয়টিতে আছে ফুটবল বা ক্রিকেটের মাঠ? ঐ দুইটি খেলার জন্য অনেক বড় মাঠ দরকার। কিন্তু টেনিসের জন্য চাই সামান্য জায়গা। তাহারইবা ব্যবস্থা আছে কয়টি কলেজে? আশ্চর্য্য নয় যে, অল্ ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপে, কিম্বা কোন প্রথম শ্রেণীর টেনিস্ খেলায় যাঁহাদের খেলিতে দেখি তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী থাকেন একজন বা দুইজন। কলিকাতার কলেজগুলিতে খেলা-ধূলার প্রতি যদি কিছুমাত্র মনোযোগ দিতে হয় তবে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হইতেছে কলেজগুলিকে তাহাদের বর্ত্তমান স্থান হইতে তুলিয়া স্থানান্তরিত করা, যেখানে খোলা আকাশ আছে, খোলা মাঠ আছে, যেখানে আছে প্রচুর আলো এবং প্রচুর বাতাস। যেখানে ট্রামের ঢং ঢং শব্দ এড়াইবার জন্য কাঁচের শার্শী বন্ধ করিতে হয় না, যেখানে পাশের বাড়ীর অন্দরমহলের পর্দ্দা রক্ষার জন্য কলেজের পাশে পঞ্চাশ ফুট উঁচু দেয়াল খাড়া করিতে হয় না, যেখানে উপরের ঘরে ফিলজফির বক্তৃতা ও নীচের ঘরে খাটাউ মিলের ৩৯২নং চুলপাড় ধুতি কেনা-বেচা হয়না। যেখানে প্রত্যেক কলেজের সঙ্গে ফুটবলের মাঠ, টেনিসের লন ও সাঁতারের পুকুর রাখা সম্ভব।

* * *

ইউনিভার্সিটির জন্য আলাদা এলাকা থাকা উচিত। যেমন আছে বিদেশে, যেমন আছে এদেশেও বেনারসে, দিল্লীতে এবং কিছুটা ঢাকায়। কলিকাতার উপকণ্ঠে দমদম, বেহালা, কিম্বা বেলেঘাটা অঞ্চলে বিস্তৃত জায়গা আছে। সেখানে একটি ইউনিভার্সিটি কলোনী গড়িয়া তুলিলে সহরেরও প্রসার ঘটে। গবর্ণমেণ্ট আইনদ্বারা জায়গা দখল করিলে অন্যান্য কলেজগুলি সে জায়গায় বাড়ী-ঘর, হোষ্টেল, তুলিতে পারেন। অনেক কলেজেরই যথেষ্ট লাভজনক ব্যবসা। যাহাদের টাকার অভাব তাহাদেরও গবর্ণমেণ্ট টাকা ধার দিতে পারেন। ছাত্রদের বেশীর ভাগেরই হোষ্টেলে থাকিতে হইবে। সরকারী অর্থসাহায্য—সাবসাইডি—দ্বারা হোষ্টেলের খরচ অনেক কম করা যাইতে পারে। যে অল্পসংখ্যক ডে-স্কলার অর্থাৎ যাহারা হোষ্টেলের বাহিরে থাকিয়া পড়াশুনা করিবে তাহাদের জন্য আজকালকার মেয়ে কলেজের বাসের মতো ইউনিভার্সিটির নিজস্ব যানবাহনের ব্যবস্থা থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলোনীর মধ্যে সব-গুলি কলেজ থাকিলে ছাত্রেরা সর্ব্বদা বিদ্যাচর্চ্চার একটা আবহাওয়াতে থাকিবে, প্রচুর খেলাধূলা দ্বারা সবল ও সুশৃঙ্খল হইবে, স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার ফলে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও চরিত্রে উন্নততর হইবে। অধ্যাপকদের জন্য কলোনীতেই অতি অল্প ভাড়ায় কলেজের কোয়ার্টার থাকিবে তাঁহারা যাহাতে ছাত্রদের সর্ব্বদা সঙ্গ দিতে পারেন, প্রভাবান্বিত করিতে পারেন এবং এখনকার মতো বীমার দালালী, পুলিশ কোর্টে ওকালতী বা শেয়ার বাজারে যাতায়াত করিবার সুযোগ না পান!

* * *

বাংলা গবর্ণমেণ্টের কেমিক্যাল এগজামীনার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাজারে আজকাল যে সিন্দুর বিক্রয় হইতেছে তাহার অধিকাংশই মারাত্মকরূপে ভেজাল। উহাতে পারার অংশ এত বেশী যে, উহা ব্যবহারের ফলে চর্ম্মরোগ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা এবং সে রোগ শুধু সিন্দুর ব্যবহারকারিণীর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ নয়, তাহার কন্যার পর্য্যন্ত ঐ রোগ হইতে পারে। ঐ সাবধানবাণীতে মেয়েরা কতটা ভড়কাইবেন বা কতখানি হুঁসিয়ার হইবেন বলিতে পারি না। যাঁহারা দুল পরিবার লোভে কাণে ছুঁচ বিধাইয়া ফুটো করিতে পারেন, নখ রঙাইবার জন্য আঙ্গুলের চামড়া কাটিয়া তুলিতে পারেন এবং 'ফিগার' ঠিক রাখিবার উদ্দেশ্যে আধপেটা খাওয়ার কৃচ্ছ্র সাধন করিতে পারেন, তাঁহারা সম্ভবপর চর্ম্মরোগের ভয়ে সিন্দুর কপালে লাগাইবেন না এমন মনে করিতে পারিনা। অবশ্য স্ত্রীরা যে রেটে ব্যয়বহুলা হইয়া পড়িতেছেন এবং ঠিক সেই অনুপাতে ছেলেরা যেমন বিয়ে করিতে ভয় পাইতেছে, তাহাতে সিন্দুর হয়তো অনেক দিদিমণিদেরই সীমান্তে উঠিবে না। তাঁহারা সিঁথির বদলে ঠোঁট রঙাইয়া ব্যাগ ও বেটে ছাতাহাতে ট্রামে চাপিয়া দশটা পাঁচটায় আপিস করিবেন!

—খেয়ালী

সঞ্চয়-অপচয়

অপচয়ের সমস্যা সমাধানের নামই সঞ্চয়—সঞ্চিত অর্থে শুধু অপব্যয়ের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না—ইহা দুর্দ্দিনেও একান্ত বন্ধুর কাজ করে, অধিকন্তু জাতীয় শিল্প উন্নতিতে সাহায্য ক'রে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করে।

*

এই অপচয়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কি ভাবে সঞ্চয়ী হ'তে পারেন সেই সুপরামর্শ দিতে পারে একটি সুপরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান—

ক্যাল কাটা
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সেন, ক্যাল ৫৪৯
ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
গ্রাম কয়েনস
হেড অফিস ৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে. সি. চক্রবর্ত্তী।
মধ্য ও পূর্ব্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ম্যালেরিয়ার নবতম প্রতিষেধক—নিউ ইয়র্কের 'সায়েন্টিফিক রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট'-এর অফিস হইতে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, 'এস, এন-৭৬১৮' নামে একটী নূতন মৌলিক (সিন্থেটিক) ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে এই নূতন ঔষধটী 'এ্যাটেব্রিন' ও কুইনাইন অপেক্ষা অনেক বেশী কার্য্যকরী। কঠিন ম্যালেরিয়া রোগ সারাইতে এ্যাটেব্রিন ও কুইনাইনের যত সময় লাগে 'এস, এন-৭৬১৮' প্রয়োগে উহার এক-তৃতীয়াংশে কঠিন ম্যালেরিয়া সারিয়া যায়।

বস্ত্র বরাদ্দ প্রথার উচ্ছেদের প্রচেষ্টা—লক্ষ্ণৌ-এর খবরে প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য ভারতের বর্ত্তমান বস্ত্র উৎপাদন, বণ্টন ও বিক্রয়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধনের জন্য একটী প্রস্তাব কেন্দ্রীয় পরিষদে বাজেট অধিবেশনে উত্থাপনের এক বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন।

ভারতে মোটর গাড়ী উৎপাদন—বিলাতের এক ভোজসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ শেখ আলি আহম্মদ নামে জনৈক ভারতীয় শিল্পপতি বলেন যে, বোম্বাই-এর নিকট কয়েকটী মোটর উৎপাদন কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি একটী বিলাতী প্রতিষ্ঠানের সহিত বন্দোবস্ত করিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে দৈনিক ১৫০ হইতে ২০০ মোটর গাড়ী উৎপাদিত হইবে।

মহাকোশলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন—জব্বলপুরের এক সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে, মহাকোশলে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্যার হরি সিং গৌর যুক্ত-প্রদেশের সরকারের হাতে কুড়ি লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, স্যার হরি সিংএর ইচ্ছা হইল যে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টী যেন তাঁহার নিবাসস্থল সৌগর সহরে স্থাপিত হয়।

ভারত সরকারের ব্যয়—ভারত সরকারের ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, সামরিক বিলি-ব্যবস্থা এবং রেল, ডাক ও তার বিভাগের লেন-দেন ছাড়া ১৯৪৫-৪৬ সালের প্রথম সাত মাসে ব্যয়ের পরিমাণ রাজস্ব হইতে ১৫২$\frac{৬}{৮}$ কোটী টাকা বেশী হইয়াছে; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ঐ সময়ে ব্যয়ের পরিমাণ রাজস্ব (রেভেন্যু) অপেক্ষা ১২২$\frac{১}{২}$ কোটী টাকা বেশী ছিল। আলোচ্য সময়ে ৩১$\frac{১}{২}$ কোটী টাকা বেশী রাজস্ব আদায় হইলেও দেশরক্ষার হিসাবে প্রায় ২৬ কোটী টাকা বেশী ব্যয় হওয়ায় ঐ খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইয়াছে ২২৩$\frac{৬}{৮}$ কোটী টাকা এবং বেসামরিক ব্যয় বাড়িয়াছে ৮$\frac{৭}{৮}$ কোটী টাকা। আলোচ্য সময়ে স্থায়ী ঋণের হিসাবেও প্রায় ১৭৫$\frac{৭}{৮}$ কোটী টাকা বেশী জমা হইয়াছে।

ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী—লণ্ডনের খবরে প্রকাশ যে, ইণ্ডিয়ান ষ্টীমশিপ কোম্পানী লিমিটেড নামক ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানটী ভারতের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিধানের জন্য কতকগুলি ছোট ছোট জাহাজ কিনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। চার্টার প্রথা অনুযায়ী এই জাহাজগুলিকে ভাড়া দেওয়া হইবে বলিয়া নাকি কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর যুগের বাণিজ্য-জাহাজ ব্যবসায়ে ভারত যদি তাহার যোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে চায় তবে তাহাকে নিজস্ব একটী শক্তিশালী বাণিজ্য জাহাজবাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইণ্ডিয়ান ষ্টীমশিপ কোম্পানীই হইল বৃটেনে গঠিত ভারতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন প্রথম প্রতিষ্ঠান।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়ান রেডিয়ো এ্যাণ্ড কেব্‌ল্ কম্যুনিকেশন ক্রয়—নয়া দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ যে, ১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারীতে ইণ্ডিয়ান রেডিয়ো এ্যাণ্ড কেব্‌ল্ কম্যুনিকেশনকে খাস করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার উক্ত কোম্পানীকে এক নোটিশ দিয়াছেন। খাস করিয়া লইবার বার মাস পূর্ব্বে

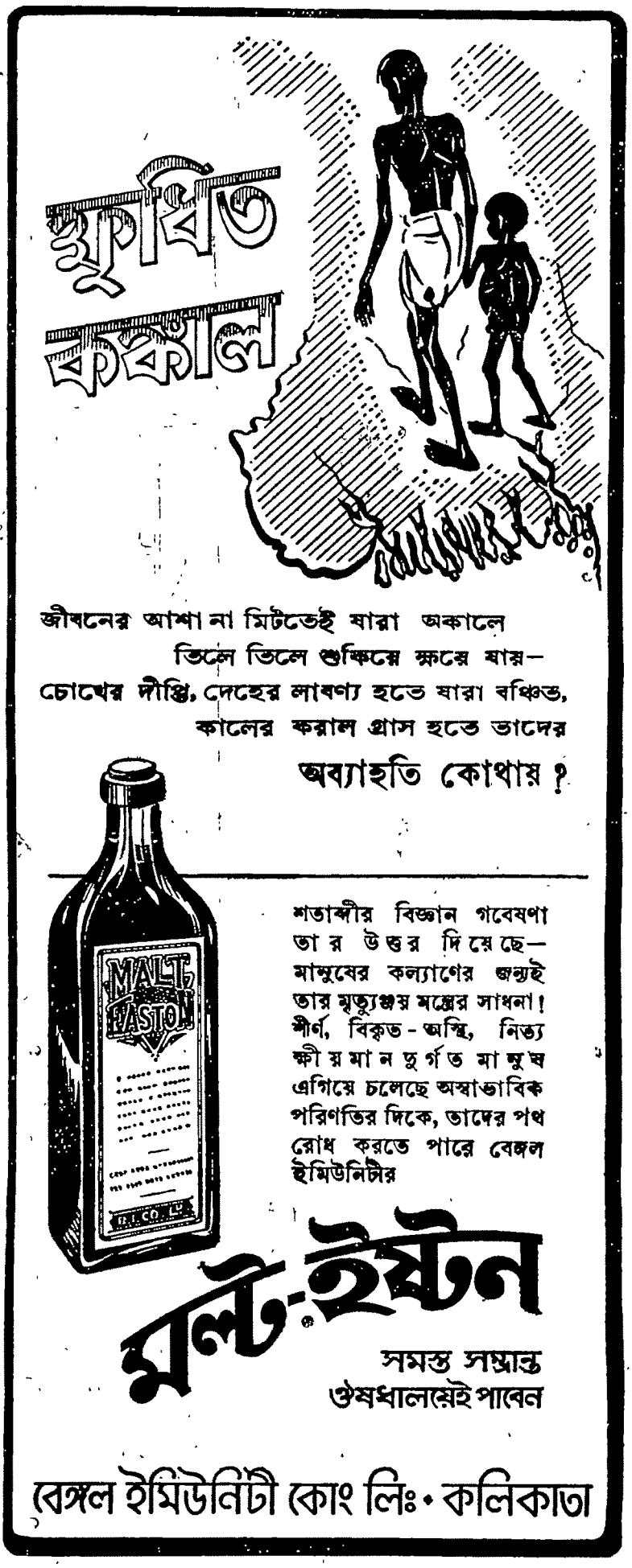

কোম্পানীকে নোটিশ দিবার একটী সর্ত্ত চুক্তিতে লিপিবদ্ধ আছে।

কুষ্টিয়াতে কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—প্রকাশ, কুষ্টিয়াতে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই নাকি কলেজ প্রতিষ্ঠা তহবিলে একত্রিশ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। আরও টাকা তুলিবার জন্য জোর চেষ্টা চলিতেছে।

ভারতে নূতন সরকারী মানমন্দির—মাদ্রাজের এক খবরে প্রকাশ যে, ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটি দক্ষিণ ভারতের কোদাই কানাল নামক স্থানে কেন্দ্রীয় মানমন্দির নির্ম্মাণের সুপারিশ করিয়াছেন।

মাদ্রাজের মধ্য দিয়া 'করিডর' দাবী—ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকার গত ৮ই জানুয়ারীর সংখ্যায় প্রকাশিত এক সংবাদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হায়দরাবাদ রাজ্য যাহাতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত যাইবার পথ পাইতে পারে, সেজন্য নিজাম বাহাদুর হায়দরাবাদ রাজ্যকে মাদ্রাজ প্রদেশের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত একটি ১ শত মাইল দীর্ঘ 'করিডর' দিবার দাবী করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই দাবী গৃহীত হইলে হায়দরাবাদ রাজ্য কোকনদ ও মসলীপট্টম বন্দর দুইটি পাইবে।

বাংলায় সরিষা তৈল সমস্যা—ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, বাংলার সরিষার তৈল সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বাংলা এবং যুক্তপ্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, যুক্তপ্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষ বাংলার খুব বেশীসংখ্যক তৈলকলকে অবাধে যুক্তপ্রদেশের তৈলবীজ খরিদের সুযোগ দিবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন। তবে তাঁহারা বঙ্গীয় তৈলকল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসাবে একটি তৈলবীজ খরিদকারী দলকে যুক্তপ্রদেশ সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত তৈলবীজ খরিদ করিতে দিতে রাজী হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, কলিকাতা এবং হাওড়ার মিল হইতে সরিষার তৈলের দর সম্পর্কে বাংলা গবর্ণমেণ্টের ডিরেক্টর জেনারেল বিবেচনা করিতেছেন এবং শীঘ্রই সরিষার তৈলের মূল্যের সংশোধিত আদেশ জারী হইবে।

ভারতে কাগজ আমদানী—প্রকাশ, কানাডা হইতে যে নিউজ প্রিণ্ট ভারতে রপ্তানী হয় ১৯৪৬ সালে তাহার সরবরাহের পরিমাণ যুদ্ধকালীন অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী হইবে। অবশ্য ১৯৪৫ সালের তুলনায় উহা কম হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড ও কানাডা ছাড়া স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য স্থান হইতে নিউজ প্রিণ্ট আসিত। ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতে কানাডা হইতে বৎসরে গড়ে ৩৯ হাজার টন নিউজ প্রিণ্ট আসিয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন স্থান হইতে যে কাগজ আসিত যুদ্ধের ফলে তাহার সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, কেবলমাত্র কানাডা ও নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড হইতে কাগজ আমদানী হইয়াছে। ১৯৪৫ সালে ভারতের জন্য কানাডা ২০ হাজার ৫ শত টন নিউজ প্রিণ্ট নির্দ্ধারিত করে এবং নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের সরবরাহ সমেত উক্ত বৎসর ভারতে মোট ২৫ হাজার টন কাগজ আমদানী করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী সমাবর্ত্তন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠানে অভিভাষণ প্রদানের জন্য জওহরলালজীকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মিশরে বয়ন-শিল্প প্রতিষ্ঠায় মার্কিনী উদ্যম—প্রকাশ, সম্প্রতি কোন মার্কিন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মিশরে বয়ন-শিল্পের এক কারখানা স্থাপন করিয়া উহাতে উৎপন্ন কার্পাস-জাত দ্রব্যাদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করিবার এক প্রস্তাব মিশর গবর্ণমেণ্টের নিকট উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানী মিশরের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা ৬৬টি শেয়ার বিক্রয়েরও প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠানও নাকি অনুরূপ সর্ত্তে মিশরে একটি বয়ন-শিল্পের কারখানা স্থাপন করিবার প্রস্তাব মিশর গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিয়াছেন।

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪২ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতে নূতন গৃহ নির্ম্মাণে সরকারী পরিকল্পনা—বোম্বাই-এর এক সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী দশ বৎসরে ভারতের শিল্প ও পল্লী অঞ্চলে কুড়ি লক্ষ নূতন গৃহ নির্ম্মাণের এক ব্যাপক পরিকল্পনা ভারত সরকার কর্ত্তৃক সম্প্রতি রচিত হইয়াছে। পরিকল্পনাটি নাকি বর্ত্তমানে সরকারের অর্থবিভাগের (Finance Deptt.) বিবেচনাধীন আছে। ঐ গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনাটী ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার একটী বিশিষ্ট অংশ। পরিকল্পনাটীকে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটী জাতীয় গৃহ নির্ম্মাণ পরিষদ (Agency) গঠন করিতে পারেন বলিয়া আশা করা হইতেছে। একজন গৃহ নির্ম্মাণ বিশেষজ্ঞের পরিচালনাধীনে একটী নূতন বিভাগ (Department) খোলা হইবে। গৃহ নির্ম্মাণের যাবতীয় সমস্যাদির সমাধান করিবার ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকিবে। ভারত সরকারের শ্রম বিভাগ নাকি এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য সমুদয় সুদক্ষ কর্ম্মচারী ও অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। কেন্দ্রীয় সরকার নাকি গৃহ নির্ম্মাণের খরচ বাবদ শতকরা পঞ্চাশ টাকা করিয়া সাহায্য (Subsidies and grants) দিতে ইচ্ছুক আছেন।

সিভিক গার্ড প্রতিষ্ঠান—হাওড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলার সদর ঘাঁটির সিভিক গার্ড প্রতিষ্ঠান প্রথমতঃ বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের (Financial Year) শেষ পর্য্যন্ত চালু রাখা হইবে বলিয়া বাংলা সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার সিভিক গার্ড প্রতিষ্ঠানটীও সংশোধিত শান্তিকালীন ব্যবস্থানুযায়ী রাখা হইবে। অন্যান্য স্থানের প্রতিষ্ঠানগুলি ৩১শে জানুয়ারী হইতে বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে।

জাপানে স্বর্ণ উৎপাদন—জাপান সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণায় প্রকাশ যে, জাপানে শীঘ্রই আবার স্বর্ণ উত্তোলন কার্য্য সুরু করা হইবে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, জাপানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ স্বর্ণ উৎপাদিত হয় ১৯৩৯ সালে। সেই বৎসরে মোট ছাপ্পান্ন টন স্বর্ণ জাপানে উৎপাদিত হয়। ১৯৪৫ সালে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় পাঁচ টন মাত্র। অনুমান করা হইতেছে যে, মহাসমরের ক্ষতিপূরণের (raparation) চাহিদা মিটাইবার জন্যই সম্ভবতঃ আবার ব্যাপকভাবে স্বর্ণ উত্তোলন সুরু করা হইতেছে।

ব্যাঙ্ক নোট অর্ডিন্যান্স—ভারত সরকার মোট যে পরিমাণ নোট বাজারে ছাড়িয়াছেন তন্মধ্যে একশত টাকার ও তদূর্দ্ধ মূল্যের কত নোট ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারীসমূহে রহিয়াছে তাহা নিরূপণের উদ্দেশ্যে গত ১২ই জানুয়ারী প্রাতে ভারত সরকার 'ব্যাঙ্ক নোট অর্ডিন্যান্স' নামে এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। এই অর্ডিন্যান্স বলে গত ১২ই জানুয়ারী শনিবার ব্যাঙ্কসমূহের ছুটীর দিন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল।

নিখিল ভারত শ্রমিক কল্যাণ সমিতি—গত ৭ই জানুয়ারী সোমবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা লাইব্রেরী হলে মিঃ জেলেস্‌কে চেয়ারম্যান করিয়া 'অল-ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন অব লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারস' নামে এক সমিতি গঠন সম্পর্কে এক সভার অনুষ্ঠান করা হয়। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে 'লেবার ওয়েলফেয়ার' অফিসারগণ উক্ত সভায় যোগদান করেন। এপয়েণ্টমেণ্টস্ বোর্ড অব দি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান ডাঃ বি, সি, রায় উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

ই আই রেলপথে যুদ্ধপূর্ব্ব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুণ ই, আই, রেলপথের চলাচল ব্যবস্থার যে সমস্ত ট্রেণ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের অনেকগুলিকেই ইতিমধ্যে আবার চালু করা হইয়াছে। প্রকাশ, যথাসত্বর যুদ্ধপূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী ট্রেণ চলাচলের পূর্ণ বন্দোবস্ত করিবার জন্য নাকি ই, আই, রেল কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টা করিতেছেন।

বিহারে কাপড়ের বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন—পাটনার খবরে প্রকাশ যে, ১৯৪৫ সালের বিহার ক্লথ রেশনিং অর্ডারটী গত ১লা জানুয়ারী হইতে কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

শিক্ষার্থীর সাহায্যে বিজ্ঞান—সম্প্রতি বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৩তম অধিবেশনের রসায়ন বিভাগের সভাপতি ডাঃ বি, সি, গুহ তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, মৌলিক গবেষণার ফলে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইতেছে। এই সম্পর্কে তিনি খাদ্যে গ্লুটামিক এ্যাসিড প্রয়োগের নবাবিষ্কৃত পদ্ধতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকেরা দাবী করিতেছেন যে, সামান্য পরিমাণে গ্লুটামিক এ্যাসিড দৈনন্দিন খাদ্যের সহিত মিশাইয়া খাইলে শিক্ষা করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই আবিষ্কারের কথা সত্য হইলে শিক্ষার্থীদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

অনুমোদিত মূলধন—	২,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	১,০০,০০,০০০৲	,,
বিক্রীত মূলধন—	১,০০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কলসহ)	৬০,০০,০০০৲	টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৫,০০,০০০৲	,, ,,
আমানত—	১১,০০,০০,০০০৲	,, ,,
কার্য্যকরী মূলধন—	১৩,০০,০০,০০০৲	টাকার উপর

সকল প্রকার বৈদেশিক বিনিময়ে কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৩০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,০০,০০০৲

—শাখাসমূহ—

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ

এজেন্সী :—

ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

আসামের সর্ব্বপ্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ

হেড অফিস :—শিলং
টেলিগ্রাম— BANKASSAM
টেলিফোন—২০ (২ লাইন)

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ রো
টেলিগ্রাম—ASSAMBANK
টেলিফোন - কলিঃ ৬৯৪০

—শাখাসমূহ—

বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, নওগাঁ

অনুমোদিত মূলধন—	২০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	১০,০০,০০০৲	,,
বিক্রীত মূলধন—	১০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত মূলধন— (অগ্রিম কল সহ)	৫,৬৩,০০০৲	টাকার উপর
রিজার্ভ তহবিল—	৭৫,০০০৲	টাকা
কার্য্যকরী মূলধন—	প্রায় ১,০০,০০,০০০৲	টাকা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ্ ব্যানার্জী

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে অডিট সাপক্ষে এবং গত ১৯৪৪ সালের জের ৪৮০১১॥৵৬ পাই লইয়া উপরোক্ত ব্যাঙ্কের মোট ১৯৫১৬৩৩॥৵৭ পাই লাভ হইয়াছে। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ উক্ত টাকা নিম্নলিখিতভাবে বিলি করিবেন স্থির করিয়াছেন—রিজার্ভ ফণ্ডে জমা ১০ লক্ষ টাকা, ট্যাক্সের জন্য মজুদ ৭॥০ লক্ষ টাকা, ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদের বোনাস ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা এবং চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জমা ৬৬ হাজার ৬৩৩॥৵৭।

মিল্ক এণ্ড এলায়েড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

বাঙ্গলাদেশে ভেজালহীন দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত মাখন, ঘৃত, জমাট দুগ্ধ, দধি, ছানা প্রভৃতি জিনিষের কিরূপ অভাব রহিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই অভাব কতকাংশে দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া উপরোক্ত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন দুই লক্ষ টাকা এবং প্রতি শেয়ারের মূল্য ২০৲ টাকা। কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রহিয়াছেন এবং যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজির অধ্যাপক বালেশ্বর দাস উহার উপদেষ্টা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙ্গালদেশে এই ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের পক্ষে খুবই সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে—তাহা বলাই বাহুল্য। ১৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত।

নববর্ষের দিন-পঞ্জিকা (দেওয়াল)

আমরা কলিকাতার নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে নববর্ষের দেওয়াল-পঞ্জী উপহার পাইয়াছি :—সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ, ১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ, ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা; মজুমদার ব্যাটারী কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ, ৩ এবং ৪, মোহনবাগান লেন; বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্ ৫০, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা; স্বামী এণ্ড কোং ৪০।১, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা; সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা।

আমরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে নববর্ষের দিন-পঞ্জিকা (টেবিল) উপহার পাইয়াছি—মেসার্স পাবলিসিটি ফোরাম, পি ৬, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা; মেসার্স গ্যারেট এণ্ড গ্যারেট, ২, কমার্শিয়াল বিল্ডিং, কলিকাতা।

নূতন যৌথ কোম্পানী

গ্লেগ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি সি বক্সী, রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-১৯, কম্বুলিয়াতলা, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারস্।

রোয়েনিও ব্রাদারস্, লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এইচ কে নিয়োগী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

নওপাড়া ঘোষ জমিদারী লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ হরেন্দ্রমোহন ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—"ঘোষ লজ", খুলনা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা, জমিদারী, তালুকদারী ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।

আগ্রারিয়ানস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস সি চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ হাজার টাকা। ইক্ষু, ধান্য, গম উৎপাদন এবং ক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

রায়স্ অব সতিরপাড়া লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জিতেন্দ্রমোহন রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—নরসিংদি, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সর্ব্বপ্রকার এজেন্সির ব্যবসা।

বি বোস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন এল দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এজেন্সির ব্যবসা।

দি পিকচার করপোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস কে দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৬০, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, সাউথ, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সিনেমা-থিয়েটার সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

মহত এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সুরযমল সেঘ হানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৫, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—

অক্ষয় কুমার লাহা
লেডিয়াম মার্কা সিমেন্ট কলার
রং
যা ড়ীর রং কারখানার রং
১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

আর মিত্রের ময়ূরমার্কা তিলতৈল
মাথা ঠাণ্ডা রাখে চুল উঠা বন্ধ করে
আর মিত্র—পারফিউমার
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

ভারতীয় বস্ত্র শিল্প
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা

নব রূপ রেখা সমন্বিত আধুনিক মার্জ্জিত রুচির উপযোগী 'রাজকুমারী'র বিবিধ সুন্দর সুন্দর উচ্চাঙ্গের বস্ত্র সম্ভার তৈয়ারী আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনরায় ফিরিয়া আসিবে এবং ভারতীয় কার্পাস-জাত বস্ত্রের মহিমা একবাক্যে স্বীকৃত হইবে ইহা অবিসংবাদী সত্য। ভারতীয় বস্ত্র পূর্ব্বে ভারতজাত কার্পাস তূলাতেই তৈয়ারী হইত সেইজন্য তাহার ছিল বৈশিষ্ট্য। 'রাজকুমারী'র যাবতীয় বস্ত্র তাহার নিজ জমিতে চাষ করা তূলায় প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হইতেছে। সেজন্য বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে মিলের নিজস্ব জমিতে উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় কার্পাসের চাষ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র মহাশয় এই কোম্পানীর পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজকুমারী কটন মিল্স
লিমিটেড
১৫।বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৪৪৯৮

RC/6—U.P.S. 8"×2

১৫ লক্ষ টাকা। পাট চাষ এবং পাট বিক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

আর এন ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অধীরকুমার ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪০, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ম্যানেজার এবং ম্যানেজিং এজেণ্ট।

ভারত লেদার ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বেণীমাধব ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪০, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। নৌকা, জুতা এবং চামড়ার দ্রব্যাদি প্রস্তুতিকরণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ইউনাইটেড ঢাকা ট্রেডারস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ প্রেমানন্দ দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০-১, রেবতী দাস রোড, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন—১০ হাজার টাকা। এজেন্সির ব্যবসা।

মার্ম্মা বদজুয়া কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিনোদ বি দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৮, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কয়লাখনি ক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

অলিম্পিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া), লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ধীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১২-৩, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাবান প্রস্তুতের কারখানা।

হাওড়া কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জে কে মণ্ডল। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪৬ বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল।

দি বেঙ্গল এনটারপ্রাইজারস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস আর মোটেইড। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ম্যানেজিং এজেণ্ট এবং সেক্রেটারী।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচার এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস আর মোটেইড। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। উদ্যানরচনা এবং কৃষিকার্য্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

পেনিনসুলার কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এম এম ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ল্যাবরেটরী, টেষ্ট হাউস এবং রিফ্রিজেরেটর সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

দি ইলেকট্রো-পিকচারস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ প্রেমানন্দ দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০-১, রেবতী দাস রোড, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ফিল্ম উৎপাদন, বণ্টন এবং প্রদর্শন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

মেতলয়েড লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি কে মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮বি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা।

মেসার্স সি রায় এণ্ড সন্স লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ পি, এন, রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি, ৪৬৮, সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এজেন্সি এবং ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা।

ওরিয়েণ্টাল শেয়ার এক্সচেঞ্জ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সন্তোষকুমার রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ওরিয়ন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অপূর্ব্বচন্দ্র মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। মুদ্রাকর, প্রকাশক এবং পুস্তক বিক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ছোট নাগপুর টেক্সটাইলস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সন্তোষ দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সিল্ক বুনন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীজ লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কেরু এণ্ড কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **রেওয়া কোল্ ফিল্ডস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮৸০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

AAA 461

ভারতবর্ষ কী ক'রে বছরে আরো ৩০,০০,০০০ টন শস্য পেতে পারে

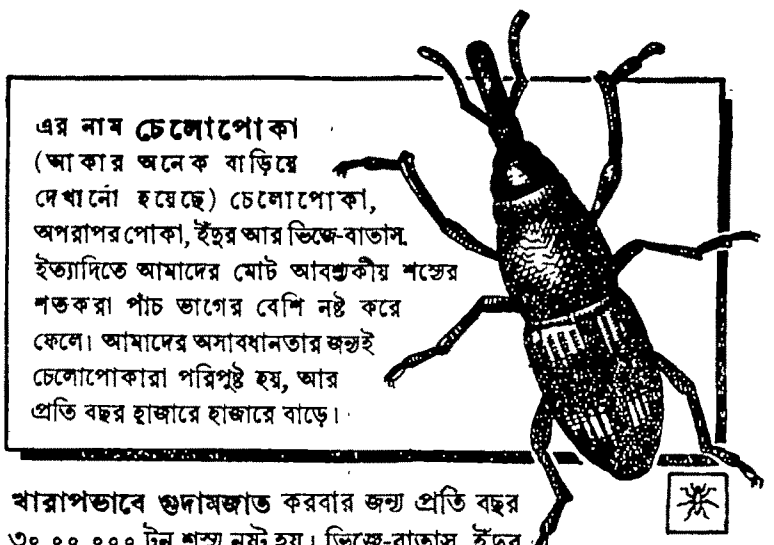

খারাপভাবে গুদামজাত করবার জন্য প্রতি বছর ৩০,০০,০০০ টন শস্য নষ্ট হয়। ভিজে-বাতাস, ইঁদুর আর পোকা প্রভৃতিতে প্রতি বছর ভারতের প্রত্যেক লোকের ভাগ থেকে ৮ সের ক'রে শস্য চুরি করে নিচ্ছে। শস্য গুদামজাত করবার এই সব বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকরী নিয়মগুলি সকলে মেনে চললে এই অপচয় নিবারণ করা যেতে পারে, এবং তা করতেই হবে:—

কী কী করবেন

গুদামজাত করবার আগে সব শস্য পরিষ্কার করবেন ও শুকিয়ে নেবেন।

কেবলমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুদামে শস্য মজুত করবেন: মেঝে ও দেওয়াল ঘষে' সাফ করবেন, দেওয়ালে চূণকাম করবেন, এবং গুদামঘর রূপে ব্যবহারের আগে তার দেওয়াল ও মেঝের সব গর্ত ও ভাঙা জায়গাগুলি মেরামত ক'রে নেবেন।

যে-গুদামে জল ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন।

যে-গুদামে ইঁদুর ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন: সিমেণ্ট এবং ভাঙা কাঁচের কুচি দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দেবেন: তারের জাল দিয়ে নর্দমার ছিদ্রগুলো ঢেকে দেবেন: দরজাগুলো আঁটসাট লাগে কি না দেখে নেবেন।

যেখানে সম্ভব, শস্য আলগাভাবে মজুত করবেন: যদি বস্তাবন্দী ক'রে মজুত করতেই হয় তবে লক্ষ্য রাখবেন বস্তাগুলো যেন পরিষ্কার থাকে, যেন মেঝের উপর ফেলে রাখা না হয় এবং দেওয়াল ঘেঁসে না থাকে।

শস্যগুলো নিয়মিত পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, এবং শীতকালে আলো বাতাসের জন্য সব ঘুলঘুলিগুলি খুলে' দেবেন।

কী কী করবেন না

নোংরা গুদামে, ময়লা বস্তায়, কিংবা ইঁদুরে-খাওয়া, পোকা-ধরা শস্যের পাশে ভালো শস্য রাখবেন না।

ভিজে অবস্থায় শস্য গুদাম-ঘরে তুলবেন না।

গুদাম-ঘরের ভিতরে বা কাছে জল, জঞ্জাল, পুরানো বস্তা, নোংরা মাদুর পড়ে' থাকতে দেবেন না।

গুদাম-ঘরের পাশে শস্য পরিষ্কার করবেন না।

শীতের সময় চার মাসের বেশি, কিংবা বর্ষার সময় তিন মাসের বেশি, শস্য গুদাম-ঘরে বস্তাবন্দী রাখবেন না।

খোলা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে শস্য ফেলে রাখবেন না।

শস্য বাঁচানোই দেশের সেবা

নিউ দিল্লী থেকে, ফুড ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১১ই জানুয়ারী—বর্ত্তমান সপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা অপরিবর্ত্তিতই ছিল। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে 'কল' টাকার আদান প্রদান হইয়াছিল তাহার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ৸০ আনা এবং বোম্বাই-এ শতকরা ।০ আনাই বজায় ছিল। বাজারে টাকার যোগানের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহেও ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডারের পরিমাণে আশানুরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই, তবে গড়পড়তা সুদের হারে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তাহাতে সামান্য উন্নতি ঘটিয়াছে। গত ৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু মোট ২ কোটী ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৸৵৩ পাই দরের সমুদয় টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। নিম্ন মূল্যের টেণ্ডারগুলি অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ১ কোটী ৯৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ।৶০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ১৫ই জানুয়ারী মঙ্গলবার বোম্বাইতে সকাল ১১টা পর্য্যন্ত (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) এবং অপরাপর কেন্দ্রে আগামী ১৪ই জানুয়ারী সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৪ কোটী টাকার ৩ মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ১৮ই জানুয়ারী শুক্রবার দিন টাকা জমা দিতে হইবে। অপরাপর সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ৪ঠা জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অনুকূলে মোট ৩ কোটী ১৬ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারেও পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই; তবে বাজারে অল্পসংখ্যক 'বিল' থাকায় 'রেমিট্যান্স'এর খুবই চাহিদা ছিল। বিনিময় বাট্টার হার নীচে দেওয়া হইল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ	৫৩½ পেঃ
ঐ দর্শনী („)	„	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ	৬৩⅝ „
ডি এ চার মাস („)	„	৬৩⅝ „
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা	

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৮শে ডিসেম্বরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২১০ কোটী ৮৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২০২ কোটী ৩৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। গত ২৮শে ডিসেম্বরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭২ কোটী ৫৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ও ২৮০ কোটী ২৫ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭৮ কোটী ৯৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ও ২৭৭ কোটী ২৬ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১১ই জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজার তেজী ছিল এবং সকল বিভাগেই বিকিকিনি বিশেষ সন্তোষজনক হয়। ব্যাঙ্কসমূহের সুদের হার হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহের মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার বাজারের বিক্রেতাগণের মধ্যে বিশেষ অস্থিরতা দেখা দেয় এবং ফলে প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্যহ্রাস ঘটে। অদ্য শুক্রবার পুনরায় লাভান্বেষিগণ টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে কলিকাতার শেয়ার বাজারের দিকেই বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং ফলে শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সকল বিভাগের শেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। অদ্য বাজার বন্ধের সময় সাধারণভাবে তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং আশা করা যায় যে বর্ত্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকিলে আগামী সপ্তাহে প্রায় সকল বিভাগেরই শেয়ার সমূহের উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি পাইবে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি অব্যাহত থাকে এবং মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৭৸০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে। শতকরা ৩৷৷০ টাকা সুদের ঋণপত্র ১০৪।০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৯৯৸/১০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৯৬০ সালে পরিশোধনীয় শতকরা ২½ টাকা সুদের ঋণ গ্রহণ (আনুমানিক ২৫ কোটী টাকায় সীমাবদ্ধ) ১৯৪৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী আরম্ভ হইবে এবং ঐ দিনই বিনা বিজ্ঞপ্তিতে বন্ধ করা হইবে।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের তেমন কাজকর্ম্ম হয় নাই। ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসের পর ভারত গবর্ণমেণ্ট বোনাস দেওয়ার পর

NOTHING IS STRONGER - - -
- - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— { সুধাংশু বিশ্বাস
সুশীল সেন

যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থগিত রাখার দরুণই কয়লা খনি শেয়ারসমূহের মূল্য হ্রাসের প্রধানতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে রাণীগঞ্জ ৬৭৲ টাকা, বরাকর ৪৯॥০ আনা, তালচের ১২৸৵০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

চটকল—কয়লা-খনির শেয়ারসমূহের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে চটকল শেয়ারসমূহেরও উল্লেখযোগ্য মূল্য-হ্রাস ঘটে। অকল্যাণ্ড ৪৫০৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৬১৪৲ টাকা, কামারহাটি ৯৩৬৲ টাকা, নদীয়া ১৭৫৲ টাকা, প্রেসিডেন্সী ১৫৶০ আনা, রিলায়েন্স ১০১৸০ আনা, কাঁকনাড়া ৭৯২৲ টাকা, হাওড়া ১১৯।০ আনা, ডালহৌসী ৪৫৭৲ টাকা, বজবজ ৭০৪৲ টাকা, এলায়েন্স ৮৪৫৲ টাকা এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৩৯০৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে নামিয়াছিল।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের বিকিকিনি বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও গত সপ্তাহের তেজী-ভাব পূর্ণমাত্রায় অব্যাহত থাকে। সেণ্ট্রাল কাছাড় ১৫৫৲ টাকা, পাত্রকোলা ১৫১০৲ টাকা, সরু-গাঁওয়ন ৫৬॥৵০ আনা, তেজপুর ৩১৲ টাকা এবং বিশ্বনাথ ৫২৸০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের কাজকর্ম্ম তেমন বৃদ্ধি পায় নাই; মূল্যের দিক হইতেও সামান্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কেক এণ্ড কোং ৩৫॥৵০ আনা, দ্বারভাঙ্গা সুগার ২৬৶০ আনা, রামনগর কেইন এণ্ড সুগার ২৬।৴০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দিকেই লাভান্বেষিগণ বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং তাহার ফলে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দর বিশেষভাবে উঠানামা করে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৫৪৸০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৪৫॥০ আনা, বার্ণ এণ্ড কোং ৫২৮৲ টাকা, ব্রেইতওয়েট ১৬॥০ আনা, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন ১৪৬৲ টাকা, মার্শালস্ ৯।০ আনা, টেক্সমাকো ১৮॥৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে নামিয়াছিল।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের তেমন কাজকর্ম্ম হয় নাই এবং মূল্যের দিক হইতেও সামান্য অব-নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কানপুর টেক্সটাইলস্ ১৪৵০ আনা, নিউ ভিক্টোরিয়া ৯/০ আনা, কেশোরাম ২০৵০ আনা, এলগিন ৮০৲ টাকা এবং মুইর মিলস্ ৫৩৮৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটের বাজার

নূতন বৎসরের সুরু হইতেই সাগরপারের বিভিন্ন বাজার হইতে 'অর্ডার' আসিতে থাকায় পাটের বাজার বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। পাটজাত দ্রব্যাদির বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে।

চট আমদানীর উপর হইতে ওয়াশিংটনের কন্সাইণ্ড র মেটেরিয়্যাল বোর্ড কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রণ আদেশ তুলিয়া লওয়ার ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পাই-য়াছে। এই বর্দ্ধিত চাহিদা মিটাইবার কাজে ফাটকাকারবারীরা আগাইয়া আসিয়াছে।

পাটের রপ্তানী বাজারে উল্লেখযোগ্য সেরূপ কিছুই ঘটে নাই। তবে ৩৬৲।৩৭৲ দরে সামান্য পরিমাণ মিক্সিং ও তোষা কাটিংস আমেরিকায় রপ্তানীর জন্য বিক্রীত হইয়াছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড গ্রেডের পাকা গাঁইটের প্রতি সেরূপ নজর দেওয়া হয় নাই, তবে বিশেষ বিশেষ প্রাইভেট মার্কা পাটের সামান্য বেচাকেনা হইয়াছে। ডাণ্ডি ক্র্যাক ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট তোষা জাতের পাট ব্যতীত অপরাপর জাতের পাটের দর সর্ব্বনিম্ন হারের উপরে উঠে নাই।

আলগা পাটের বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায়, ফলে দরও আট আনা হইতে বার আনা পর্য্যন্ত বাড়িয়া যায়। আলোচ্য সপ্তাহের গোড়ার দিকে ইউরোপীয়ান প্যাকিং-এর মিডলস্ এবং বটমস্ প্রতি মণ ১৫॥০ টাকা ও ১২॥০ দরে বিক্রয় হয়, শেষের দিকে দর আরও।০ আনা বাড়িয়া যায়। সুপারভাইজড শ্রেণীর পাট মিডল্ প্রতি মণ ১৫।০-১৫॥০ টাকা এবং বটমস্ প্রতি মণ ১২।০-১২॥০ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। ডিষ্ট্রিকট পাটের দর মণপ্রতি ॥০ আনা কম ছিল। জাত তোষা শ্রেণীর পাটের চাহিদা ছিল, তবে বাজারে যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ বেশী থাকায় দরও বেশী ছিল।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১১ই জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায় উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবত ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ চুক্তির ফলে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারের সোনা বিক্রেতাগণের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা গিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা একেবারে দূরীভূত হই-য়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে চলতি নোটের আরও সম্প্রসারণের দরুণ টাকার চাহিদার তুলনায় যোগানের প্রাচুর্য্য থাকায় লাভান্বেষিগণ সোনা মজুত ব্যাপারে আলোচ্য সপ্তাহেও বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন। লাভান্বেষিগণ সোনা মজুত ব্যাপারে উৎসাহ দেখানোর ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারের সোনার দরের উন্নতির প্রধানতম কারণ। অদ্য কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর সর্ব্বোচ্চ দাঁড়াইতেছে যথাক্রমে ৮৩॥৵০ আনা ও ৮৩৸৵০ আনা। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি খণ্ড গিনি অদ্য যথাক্রমে ৫৮।০ আনা ও ৫৯৸০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—সোনার দর বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত, ইংলণ্ড হইতে প্রচুর পরিমাণ রূপা ভারতে আমদানী হওয়ার সংবাদ সরকারীভাবে অস্বীকৃত হওয়ার দরুণও আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দর বৃদ্ধির প্রধান-তম কারণ। অদ্য কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপা যথাক্রমে ১৩৭।৵০ আনা ও ১৩৮৶০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

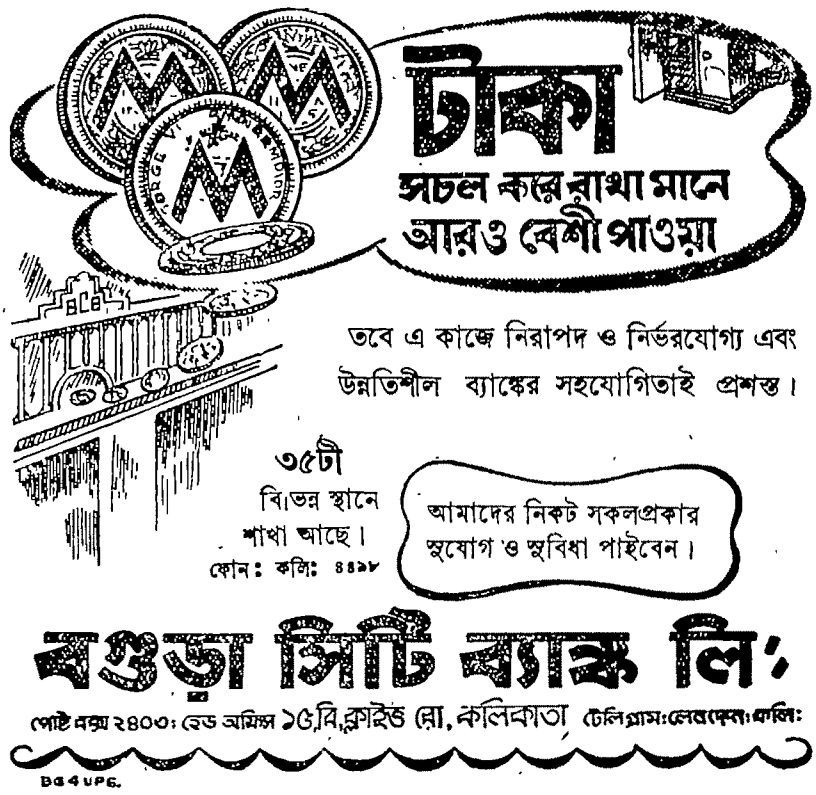

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৪ঠা জানুয়ারী	৭ই জানুয়ারী	৮ই জানুয়ারী	৯ই জানুয়ারী	১০ই জানুয়ারী	১১ই জানুয়ারী
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৮১॥/০	৮৩।/০	৮৩।০	৮৩॥/০	৮৩॥/০	৮৩॥/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৮২৸৵০	৮৩৸৵০	৮৩॥৵০	৮৪/০	৮৩৸০	৮৩৸৵০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৫৸০	১৩৬।০	১৩৬।০	১৩৬॥০	১৩৬॥০	১৩৭।৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৩॥৵০	১৩৬॥৵০	১৩৬৵০	১৩৬॥৶০	১৩৭।০	১৩৮৶০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৭॥০	৫৮৲	৫৮৵০	৫৮৲	৫৮৲	৫৮।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫৯৲	৫৯॥০	৫৯॥০	৫৯।০	৫৯॥০	৫৯৸০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	৯৭৸০	৯৭৸০	—	—	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০৩৸৵০-১০৩।৶	১০৩৸০	১০৪।০	১০৪৶০-১০৪৵০	১০৪।০-১০৪৲	১০৪৵০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	—	৯৯॥০	৯৯॥৶০	৯৯॥/০	৯৯৸/১০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—	—	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	১১৩।/০-১১৩৲	—	১১৩৶০	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	—	৫৯৸০-৫৭৸০	৫৯॥/০-৫৭॥৵০	৫৮॥৵০-৫৬।০	৫৬॥০-৫৪।৶০	৫৮॥৵০-৫৭॥৶০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি. ...	—	৪৯।৶০-৪৮॥৵০	৪৯।৵০-৪৮।৶০	৪৮॥০-৪৭৶০	৪৭।/০-৪৫॥০	৪৮॥৶০-৪৮৵০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১৩॥/০-১৩।৵০	১৩॥৶০-১৩৶০	১৩৶০-১৩৵০	১৩/০-১২॥৵০	১২৸৵০-১২॥০	১৩।০-১৩৲
ব্রেইতওয়েইট ...	১৭॥০-১৭৲	১৭॥০-১৭।৵০	১৭।৶০-১৭৲	১৭।৵০-১৭।০	১৬৸০-১৬॥০	১৭।৵০-১৬৸৵০
জেসপ ...	৩৩।০-৩২৸০	৩৩।০-৩২৸/০	৩৩৲-৩২॥০	৩২।৵০	৩২/০-৩১৵০	৩২॥৵০
মার্শালস ...	৯৸০-৯॥০	৯৸৵০-৯॥/০	৯॥৵০-৯।৶০	৯॥/০-৯৵০	৯।০-৮৸/০	৯॥/০-৯।৶০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১৩।৵০-১৩৲	১৩॥৵০-১৩।০	১৩॥/০-১৩।৵০	১৩।০	১৩।০-১৩৲	১৩।৵০-১৩৶০
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস ...	১০॥৶০-১০॥৵০	১০৸/০-১০৸০	১০॥/০-১০॥০	১০।০	১০।/০-১০।০	১০॥৶০-১০॥০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	—	—	—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৮৸৵০-৮।০	৮॥/০-৮।/০	৮।৵০-৮৵০	৮।/০-৭৸৶০	৮৵০-৭৸০	৮।/০-৮৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৫॥৵০-৫।৵০	৫॥৵০-৫।০	৫।৵০-৫৵০	৫।০-৫৲	৫।০-৪৸০	৫॥০-৫৶০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫৬৲-১৫৫॥০	১৫৬॥০-১৫৫৲	১৫৫৲-১৫৩॥০	১৫৬৲	১৫৬৲-১৫৫৲	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৯৮॥০-৯৫॥০	৯৮৲-৯৭॥০	৯৮৲-৯৬।০	৯৭৲-৯৫॥০	৯৫৲	৯৬৲-৯৫৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	১৬॥০-১৬।৵০	—	—	—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	১৪॥/০-১৪॥০	১৪॥/০-১৪॥০	—	১৪॥০-১৪।৶০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫।৵০-১৫।০	১৫।০-১৪৸৶০	১৫।০	১৫।/০-১৫।০	১৫।০	১৫।/০-১৫।০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	৫৬৲
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	৩৬।০	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	—	৫২৸/০-৫১৸০	৫২৸৵০-৩৯।০	৪৯৸৵০-৪৮॥৵০	৪৯॥০-৪৭৶০	৫০।৶০-৪৯৶০
তালচের ,, ,, ...	১৩॥৶০	—	—	১৩॥০-১২৸৵০	—	—
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	—	—	—	—	—	৬৭৲
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৮১॥/০-৮০।৵০	৮২৸০-৮২।০	৮১।০-৮০॥০	৮১৲-৭৯৵০	৭৯৸০-৭৭৸০	৮০।/০-৭৯৸০
সাউথ করণপুরা ,, ...	—	৪৬॥৶০-৪৬৶০	৪৪॥০-৪৩।৶০	৪৩৸৵০-৪৩৲	৪৪।০-৪২॥/০	৪৪।৵০-৪৩৸০
ভুলনবরারি ...	৩৬।৵০	৩৭।০-৩৬॥০	৩৭॥০-৩৬৸০	৩৭।৵০-৩৬॥৶০	—	৩৭।০
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	৪৯॥০	—	—	—	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	১৪।৵০	—	—	—	—	১৫।০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৫০৸০-৪৯।০	৫০।৮/০	৪৯॥০-৪৯।৵০	৪৯৲	—	—

গ্রাম : মারকোব্যাঙ্ক ফোন : ক্যাল ৩৭৩৪

ইউনিয়ন মারকেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেঃ অঃ—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যাঃ ডিঃ
এম, কে, নন্দী

চেয়ারম্যান
মিঃ কে, ডি, বোস।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৯

হেড অফিস : কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন—
১,00,00,000৲
বিলিকৃত মূলধন—
১২,৫0 000৲
আদায়ীকৃত মূলধন—
১0,২0,000৲
মোট কার্য্যকরী তহবিল—
২,00,00 000৲
টাকার অধিক

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, পাল

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৪ঠা জানুয়ারী	৭ই জানুয়ারী	৮ই জানুয়ারী	৯ই জানুয়ারী	১০ই জানুয়ারী	১১ই জানুয়ারী
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৯॥৵০-৯।/০	৯॥৵০-৯॥/০	৯॥০-৯।৵০	৯।৶০-৯৲	৯/০-৮৸৵০	৯।৵০-৯।/০
বেনারস ...	১৩।৵০-১৩৵০	১৩।/০-১৩৵০	১৩।০-১৩৲	১২৸৶০	১২॥৵০	১২৸০
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৪।৵০-১৪৵০	১৪।৵০-১৪।/০	১৪৶০-১৪৵০	১৪।০-১৪৲	১৪৵০-১৩৸/০	১৪৶০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	৮১।০-৮০।০	৮১।০-৮০।৵০	৮০৲	৮০৲	—	৭৯।০-৭৯৲
কেশোরাম ...	২৩॥০-২৩৵০	২২॥৵০	২৩৸০-২২৸৵০	—	২২।৵০	২২৸০-২২।৵০
বঙ্গশ্রী ...	১৪৸৶০-১৪৸৵০	১৫/০-১৫৲	১৪৸৵০	১৫৲	১৪৸/০-১৪৸০	১৫৶০-১৫৵০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	—	৮৵০-৭৸/০	৮৵০	৭৸৵০	৭৸৵০	৭৸৶০-৭৸৵০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	৩০৩৲	৩০২৲-২৯৯৲	২৭০৲	২৯২৲	২৮৬৲	২৯৪৲-২৯৩॥০
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	২২৸৶০-২১৲	২৩৵০-২২৸৵০	২৩।৵০-২৩৵০	—	২২॥০	২৩॥০-২৩৵০
টিটাগড ...	৪৪৸০-৪৪।০	৪৫৲-৪৪॥০	৪৫৵০-৪৪॥০	৪৫৸/০-৪৪॥৶০	৪৫॥০-৪৪৲	৪৮৲-৪৬৲
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৪৫৪৲-৪৫০৲	—	—	—	—	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৬৫০৲	৬৪৭॥০-৬৩৯৲	৬৪০৲	৬৩০৲-৬২১৲	৬২৫৲-৬১৪৲	৬৪০৲-৬৩৩৲
কামারহাটি " " " ...	৯৯১৲-৯৮৩৲	৯৭৩৲-৯৭১৲	৯৭০৲-৯৬৫৲	৯৬৬৲-৯৪৮৲	৯৪৪৲-৯৩৬৲	৯৭৪৲-৯৬৫৲
নদীয়া " " " ...	১৯২৲-১৮৭৲	১৮৯৲-১৮৮৲	১৮৫৲-১৮৩৲	১৮৫৲-১৮০৲	১৮৫৲-১৭৫৲	১৮৯৲-১৮৪৲
প্রেসিডেন্সী " " " ...	১৭৲-১৬॥০	১৬॥৶০-১৬॥০	১৬॥০-১৬।৶০	—	১৫৸০-১৫৶০	১৬৲-১৫৸৶০
রিলায়েন্স " " " ...	১০৭॥০	১০৭॥০-১০৬৲	১০৭৲-১০৬॥০	১০৫৲-১০৪৲	১০৪৲-১০১৸০	১০৭॥০-১০৫৲
কাঁকনাড়া " " " ...	৮৩৫৲-৮২৮৲	৮৩৫৲	৮১৪৲	৮১০৲-৭৯৯৲	৮০৪৲-৭৯২৲	৮২২৲-৮১৪৲
হাওড়া " " " ...	—	১২৩৸৵০-১২২।০	১২৩৸৵০-১২২৸০	১২২৲-১২১॥৶০	১২১৵০-১১৯।০	১২৫৲-১২৩॥৵০
ডালহৌসী " " " ...	—	৪৯১৲	—	—	৪৫৯৲-৪৫৭৲	৪৮০৲-৪৬৪৲
বজবজ " " " ...	—	৭০৯৲-৭০৮৲	—	৭০৬৲	৭০৪৲	৭০৯৲-৭০৮৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " " ...	—	৪২০৲	৪২০৲-৪১৫৲	—	৩৯০৲	৪০৮৲-৪০০৲
এলায়েন্স " " " ...	৮৭৫৲	—	৮৭৫৲	—	৮৪৫৲	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৭৸০-১৭॥৵০	১৭৸/০-১৭।৶০	১৭।৵০	—	—	১৬৸৶০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪৫৸৵০-৪৫॥৶০	৪৬।৵০-৪৫৸৵০	৪৬॥০-৪৫৸০	৪৫॥৵০-৪৫॥০	৪৫।০	৪৫।০-৪৩।০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	—	৩৭৸০-৩৬৸০	৩৭৲-৩৬।০	৩৬॥৵০-৩৫॥৵০	৩৫॥৵০-৩৪॥৶০	৩৬।৶০-৩৫৲
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " " ...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী " " " ...	—	৫৩৲	—	৫৫৲-৫৪৲	—	৫৬৲-৫৫৲
লেবং এণ্ড সিনাবেল ...	—	১৩।০	১৩৶০-১৩৵০	১৩৵০-১৩৲	১৩/০-১৩৲	১৩।৶০-১৩।৵০
তেজপুর " " " ...	৩১৲-৩০৸০	৩১৲-২৯॥০	৩০৸০-৩০।০	—	—	—
বিশ্বনাথ " " " ...	৫২॥০-৫১৸০	৫২৸০-৫১৸০	—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৮৸০	১৯/০-১৮॥৵০	১৯।০ ১৮॥৵০	১৯/০-১৮৸০	১৮॥০-১৮।৶০	১৮৸৵০-১৮॥০
বি আই কর্পোরেশন ...	৯৸৵০-৯॥০	১০৵০-৯॥৵০	৯৸/০-৯।৵০	৯৶/০-৯।০	৯।/০-৯৲	৯॥৶০-৯।৵০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	২১১৲-২০৫৲	২২৪৲-২১৬৲	২২১৲-২১৬৲	২১৬৲-২১১॥০	২১২৲-২০৬৲	২১৯৲-২১৭৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৯।০	১৯।০-১৮৸/০	১৯৲-১৮৸০	১৮॥/০-১৮৲	১৭৸০-১৭॥৵০	১৮।৶০-১৮৵০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	—	২৮৭৲-২৮৫৲	২৮৭৲-২৮৪৲	২৮৪৲-২৭৯॥০	২৭৫৲-২৬৯৲	২৮৪৲-২৮০৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " " ...	২৫॥৵০-২৫।০	২৫॥০-২৫।৵০	২৫॥৶০-২৫।০	২৫॥৶০-২৫।০	২৫৶০-২৪।৵০	২৫৲-২৪॥৶০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	১৩॥৵০-১৩॥০	—	—	—	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	১১॥৵০-১১॥৶০	১১৸৵০	১১৸০-১১॥৶০	১১।০	—

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

মূল্য কমিল !!!
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।
লিখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
ও গোধুলিয়া, বেনারস।

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282
সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২৮
হেড অফিস—১২, জ্যাক্‌সন লেন, কলিকাতা।
অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।
জাকলাবান্ধা (আসাম) ও মাণিকতলা শাখা খোলা হইয়াছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি বিশ্বাস

হেড অফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি. ২৯৮০
প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।
— সুদের হার —
কারেন্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।
অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রী মতিলাল রায়।

- কোকোলা
- কল্যানী
- ত্রিগুণ
- জুয়েল আমলা কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ

ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম

শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এম চাটার্জ্জী
এফ, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

আপনার মেয়ের জন্য

পণপ্রথা আজ নিষ্ঠুর রূপ নিলেও এর প্রচলন হয়েছিল স্নেহের পথ ধরে। কন্যার বিবাহিত জীবনের নূতন নীড় রচনায় বাপ-মার সাহায্য করবার ইচ্ছা ও চেষ্টা খুবই স্বাভাবিক। বিবাহের যৌতুক সেই জন্যই দেওয়া হ'তো। কাজেই পণপ্রথা যদি উঠেও যায় বাপ-মার যথাসাধ্য যৌতুক দেবার আগ্রহ ও চেষ্টার শেষ হবে না। অতএব আপনার আদরের কন্যার জন্য একটি 'ম্যারেজ পলিসি' নেওয়া আপনার পক্ষে আনন্দ ও সুবিবেচনার কাজ হবে।

ন্যাশন্যাল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
৭ নং, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট
ফোন : ক্যাল : ৫৭২৬

ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্ত্তমান।

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—

কলিকাতা

১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং—ক্যালকাটা—৫৬০৭
২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।
৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড্-এ
(কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ মোড়) শীঘ্রই খোলা হইবে।

আসাম
শিলং, শিলচর, গৌহাটি, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নওগাঁ, ছাতক, হবিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড— ৫,৫০,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲

বাঙ্গালা
চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—

১। সিলেট ৩। শিলচর
২। শিলং ৪। ঢাকা

কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার
মিঃ জে, এম, দাস, জেনারেল ম্যানেজার

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা

লিমিটেড

শুধু কলিকাতাবাসীদেরই নয়, ইহা সমগ্র ভারতবাসীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর ও করাচী ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

কার্য্যকরী তহবিল
দুই কোটি টাকা

হেড অফিস : ৩, ম্যাঙ্গো লেন
ফোন : ক্যাল ২৭৬৭

ম্যাঃ ডিরেক্টর -
ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক - শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 21st January, 1946. সোমবার, ৭ই মাঘ, ১৩৫২ [৩৬শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

বীমা কোম্পানীর উপর ট্যাক্স

ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্যক্তির আয় এত কম যে, উহারা কোনওরূপে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইয়া ভবিষ্যতের জন্য এক প্রকার কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না। উহারা একমাত্র বীমার মারফতেই ভবিষ্যতের জন্য কিছু সংস্থান করিতে পারে। কাজেই এদেশে বীমার ব্যবসায় যাহাতে আরও ব্যাপক হইয়া উঠে তাহা দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু ইদানীং এদেশে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে দেশের বীমা ব্যবসা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বীমা কোম্পানীসমূহ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে সম্ভাবিত মৃত্যুহার, আফিসের পরিচালনা ব্যয় এবং প্রিমিয়ামের টাকা হইতে খরচপত্র বাদ দিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত হয় তাহার দাদন হইতে প্রাপ্তব্য সুদের পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়া প্রিমিয়ামের পরিমাণ ধার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু যুদ্ধের ফলে দেশের বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদেরও জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে। এজন্য বীমা কোম্পানীসমূহের পলিসি-গ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে এবং এই অবস্থা যে অন্ততঃ আগামী ১০।১৫ বৎসরকাল পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে তাহা খুবই মনে করা যায়। ইদানীং ডাক খরচা, ছাপার খরচা, যানবাহনের খরচা, লোকজনের বেতন, বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ বীমা কোম্পানীসমূহের কার্য্য পরিচালনা ব্যয়ও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক টাকার সুদ কমাইয়া দেওয়ার জন্য এবং বীমা কোম্পানীর তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ কোম্পানীর কাগজ এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করা বাধ্যতামূলক বিধায় বীমা কোম্পানীসমূহ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত সুদের পরিমাণও দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। গত ১৯৪৪ সালে এদেশের বীমা কোম্পানী-সমূহ উহাদের হস্তস্থিত তহবিল দাদন করিয়া উহার উপর গড়পড়তায় শতকরা ৪.৩৭ টাকা সুদ অর্জ্জন করিয়াছিল। উহা ক্রমে ক্রমে কমিয়া ১৯৪৪ সালে ৩.৬৬ টাকায় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং দেশের প্রত্যেকটী বীমা কোম্পানী বর্ত্তমানে মৃত্যুর হার, পরিচালনা ব্যয় এবং প্রাপ্ত সুদ সকল দিক হইতেই ক্ষতি-গ্রস্ত হইতেছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ত্তমানে তিন দিক হইতে এই অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে—যথা (১) বীমা কোম্পানী কর্ত্তৃক ব্যয় সংক্ষেপ, (২) প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি এবং (৩) বীমা কোম্পানীর উপর ট্যাক্সের পরিমাণ হ্রাস। গবর্ণমেণ্ট ডাক মাশুল, রেলভাড়া ইত্যাদি যে ভাবে বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং নানা অবস্থাগতিকে বাড়ী-ভাড়া, লোকজনের বেতন ইত্যাদি যে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে ব্যয়সঙ্কোচের ব্যাপারে বীমা কোম্পানীর এক প্রকার কোন হাত নাই বলা যায়। এই দরিদ্র দেশে যদি বীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে বীমার প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হইবে এবং উহা কাহারও অভীপ্সিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানীগুলিকে সাহায্য করিবার একমাত্র পন্থা হইতেছে উহাদিগকে ট্যাক্স-ভার হইতে রেহাই দেওয়া এবং তাহা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে উহাদের উপর ট্যাক্সভার যতদূর সম্ভব লঘু করা। দেশের অগণিত দরিদ্র অধিবাসীর দিক হইতে চাহিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমরা কি এইটুকু সুবিচার প্রত্যাশা করিতে পারি না? বিশেষতঃ স্বয়ং ভারত সরকারের বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন এই ধরণের সুপারিশ করিয়াছেন তখন উহাতে আপত্তি করিবার পক্ষে গবর্ণমেণ্টের কি যুক্তি থাকিতে পারে?

বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশের সংশোধন

কলিকাতা সহরের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯২ জন লোকেরই নিজস্ব বাড়ী নাই এবং উহারা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে বাড়ীওয়ালাদের উৎপীড়ন ও জবরদস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার যে বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করিয়াছেন তজ্জন্য সকলেই তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার এই আদেশ সংশোধন করিয়া এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন যে, কোন বাড়ীওয়ালা বাড়ী ভাড়া দিবার সময় ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে কোন সেলামী গ্রহণ করিতে প

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৭৭-৮২
নোট সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স ও উহার প্রতিক্রিয়া	৮৮৩-৮৬
কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা (৭) ঘৃত ও মাখন	৮৮৭-৮৮
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৮৮৯-৯১
খেয়ালীর খাতা	৮৯২-৯৩
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৮৯৪-৯৭
কোম্পানী প্রসঙ্গ	৮৯৮-৯৯
বাজারের হালচাল	৯০০-৯০৪

Bombay

গ্রাম

জাতীয় ইষ্টি
ব্যাঙ্কের দৃষ্টি

পাইওনিয়ার

না এবং কোন ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে জামীন হিসাবে এক মাসের ভাড়ার অতিরিক্ত কোন টাকা দাবী করিতে পারিবে না। উক্ত সংশোধিত আদেশে উহাও বলা হইয়াছে যে, যদি কোন বাড়ীওয়ালা ইতিপূর্ব্বে সেলামী হিসাবে কোন টাকা আদায় করিয়া থাকে, অথবা জামীন হিসাবে এক মাসের ভাড়ার অতিরিক্ত কোন টাকা লইয়া থাকে তবে তাহাকে ঐ টাকা ফেরৎ দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের এই আদেশের মূলনীতি বাড়ীওয়ালা ছাড়া আর সকলেই সমর্থন করিবে। কিন্তু এই আদেশের ফলে ভাড়াটিয়াদের প্রকৃত প্রস্তাবে কোন সুবিধা হইবে কি না সন্দেহ। কারণ এখন হইতে বাড়ীওয়ালাগণ বাড়ী ভাড়া দিবার সময় সেলামীর টাকার সহিত জামীনের টাকা যোগ করিয়া তাহা বিনা রসিদে ভাড়াটিয়াদের নিকট হইতে আদায় করিবার চেষ্টা করিবে। কলিকাতায় ভাড়াটিয়া বাড়ীর বর্ত্তমানে যে প্রকার অভাব রহিয়াছে তাহাতে অনেককে যে বাধ্য হইয়া এই টাকা দিয়া বাড়ী-ভাড়া করিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের মনে হয় গবর্ণমেণ্টকে এই সব ব্যাপারে আরও কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যদি কোন বাড়ীওয়ালা বে-আইনীভাবে ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে সেলামী বা জামীনের টাকা আদায় করে তবে তাহার খুব বেশী শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। বাড়ীওয়ালাগণ অন্য বহুভাবে ভাড়াটিয়াগণকে যে ভাবে উৎপীড়িত করিতেছে তৎসম্পর্কেও গবর্ণমেণ্টের উচিত একটী কমিটি গঠন করিয়া সমস্ত প্রকার তথ্য সংগ্রহ করতঃ উহার প্রতিকারকল্পে আইন প্রণয়ন করা। ভাড়াটিয়াদের পক্ষে সকল সময় খুটীনাটী ব্যাপার লইয়া আদালতের শরণাপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। উহারা যাহাতে অর্থব্যয় না করিয়া সময় সময় তাহাদের অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে এই সব অভিযোগ শুনিবার জন্য এক বা একাধিক দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মচারী নিয়োগ হওয়া আবশ্যক। এই সব কর্ম্মচারী অবস্থা দৃষ্টে গবর্ণমেণ্টকে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বিষয়ে উপদেশ দিতে পারিবেন। অবশ্য এই ক্ষেত্রে বাড়ীওয়ালাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবেন না—এরূপ কর্ম্মচারী নিয়োগ করাই আবশ্যক হইবে।

চাঁদপুর
ব্যাঙ্ক

ইংলণ্ডের শিল্পোদ্যম

চার্চ্চিলী মন্ত্রিসভার আমলের অর্থসচিব স্যার জন এণ্ডারসন সম্প্রতি একটী বক্তৃতায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ১৯৪৬ সালে ১৯৩৮ সালের তুলনায় শতকরা ৬০ হইতে ৭০ ভাগ বেশী মাল বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য ইংলণ্ডের শিল্প-পরিচালকগণ চেষ্টা করিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে মোট ৮ লক্ষ ৭৮ হাজার রেডিও সেট প্রস্তুত হইবে এবং উহার মধ্যে ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার সেট বিদেশে রপ্তানী করা হইবে। এই বৎসরে ইংলণ্ডে সাইকেল প্রস্তুত হইবে ২৫ লক্ষ এবং উহার মধ্যে ১৫ লক্ষ সাইকেল বিদেশে রপ্তানী হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার করিয়া মোটরযান প্রস্তুত হইত—১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার মোটরযান প্রস্তুত হইবে।

এই সব বিবরণ হইতে ইংলণ্ডের বিপুল শিল্পোদ্যমের খুব সামান্য অংশেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পের সকল দিকেই ইংলণ্ডে যে ব্যাপক চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতীয় শিল্পোন্নতির পক্ষে উহা একটা ভয়ের কথা।

ইউটিলিটি ক্লথ পরিকল্পনা বাতিল

গত বৎসর জুন মাসে বহু ঢাকঢোল পিটাইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ইউটিলিটি ক্লথ পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসর না পুরিতেই ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে উক্ত পরিকল্পনা নিঃশব্দে প্রত্যাহৃত হইয়াছে। টেক্সটাইল কমিশনারের প্রচারকর্ত্তা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টী সংবাদপত্রসমূহকে জানানোও প্রয়োজন মনে করেন নাই। অথচ ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার প্রচারের ঠেলায় পত্রিকাগুলিকে অস্থির হইয়া উঠিতে হইয়াছিল। ইউটিলিটি ক্লথের নামে যে ধরণের কাপড় বাজারে আমদানী হইতেছিল তাহা নিকৃষ্ট বলিয়া খরিদ্দাররা কিনিতে চাহে না এবং কোন কোন কাপড়ের কলের মালিক ইউটিলিটি ক্লথের নামে প্রকৃতপক্ষেই অতি নিকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বাজারে ছাড়িতে থাকেন। প্রধানতঃ এই সকল কারণেই বোধহয় গবর্ণমেণ্ট পরিকল্পনাটী বাতিল করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এ ছাড়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ঐ ধরণের কাপড় প্রস্তুতের উপযোগী সূতা উৎপাদনও সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তে লোকে দুঃখিত হইবে না। চাউল হইতে কাপড় পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ সরবরাহের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের কেরামতী লোকের জানাই আছে। কাজেই ইউটিলিটি ক্লথের নামে যে ধরণের কাপড় সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা কিনিতে বাধ্য হইতে হইবে না জানিয়া লোকে খুসী হইবে।

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী সংক্রান্ত বিল

কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশনে ভারত সরকার বৃটিশ বেলুচিস্থান ও সাঁওতাল পরগণাসহ বৃটিশ ভারতে প্রয়োগের জন্য শিল্প, কৃষি ও প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরী নির্দ্ধারণ সম্পর্কে একটী বিল উপস্থিত করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বিলের ধারা-মোটামুটি বিবরণও জানা গিয়াছে। যেটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট একটী সহজবোধ্য ব্যাপারকে এমন জটিল করিয়া তুলিতে চাহেন যাহার ফলে শ্রমিকেরা উপকৃত হইবে না এবং মালিকরা অযথা বিব্রত হইবেন।

প্রথমতঃ ন্যূনতম মজুরীর সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত এই প্রশ্নের উত্তরে সহজেই বলা যায় যে, শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী মজুরীকেই ন্যূনতম মজুরী বলা চলে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই ধরণের কোন সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মানুষের মত বাঁচিবার উপযোগী মজুরী না দিয়া যেন তেন প্রকারেণ একটা ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণের দ্বারা শ্রমিকদের ক্ষতি ছাড়া লাভ হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, বিলটী আইনে পরিণত হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

বিলের এই ধারাটী শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কিত যে সমস্যা ইতিমধ্যেই গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে সেই সমস্যা এড়াইবার জন্যই রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ১৯৪৬ সালে বিলটী যদি আইনে পরিণত হয় তাহা হইলে ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারিত হইবে ১৯৪৮ সালে। ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণে এত দীর্ঘ সময় কেন লাগিবে তাহা বুঝা দুষ্কর। তৃতীয়তঃ, সাবালক, অপ্রাপ্তবয়স্ক, নারী ও শিশুর জন্য, একটী প্রদেশের বিভিন্ন এলাকার জন্য এবং বিভিন্ন শিল্প-ব্যবসায় ও কৃষির জন্য বিভিন্ন হারে ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারিত হইবে। এত সূক্ষ্মভাবে ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণ করিতে গেলে অত্যন্ত জটিলতার সৃষ্টি হইবে। শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিবার এবং পরামর্শ না করা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবার ও প্রস্তাবাদি আহ্বানের জন্য যে সকল ধারা বিলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেগুলিও কম জটিলতার সৃষ্টি করিবে না। মোটের উপর গবর্ণমেণ্ট ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণ ব্যাপারে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট প্রকৃতপক্ষে ইহা করিতে চান কিনা স্বতঃই সে বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়। বিভিন্ন প্রদেশের জীবনযাত্রার মান এক নহে। শুধু এইটুকু বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে জীবনধারণের উপযোগী মজুরীকে ন্যূনতম মজুরী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবার অধিকার দিয়া দিলে সহজেই সমস্যার সমাধান হয় বলিয়া মনে হয়।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলি: ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্ম্মসূচী

মহাত্মা গান্ধী বরাবরই গঠনমূলক কাজের উপর বিশেষ জোর দিয়া থাকেন। গান্ধীজীর ন্যায় কর্ম্মবীরের পক্ষে ইহা একান্তই স্বাভাবিক। বড় বড় বুলি কপচাইয়া এবং অযথা উচ্ছ্বাস করিয়া নেতৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা গান্ধীজী কখনও করেন নাই। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়' এই কথা মহাত্মা গান্ধীর জীবনে যে ভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা বিস্ময়কর। নিজে যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা সমস্ত মহাপুরুষেরই একটী বৈশিষ্ট্য—গান্ধীজীর ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাই ১৯২১ সালে তিনি যে গঠনমূলক কর্ম্মসূচীর উপর জোর দিয়াছিলেন ১৯৪৬ সালেও সেই ধরণের কর্ম্মসূচীর উপরেই তিনি জোর দিতেছেন।

এখানে আমরা গান্ধীজীর কর্ম্মসূচীর অর্থনৈতিক দিক লইয়াই আলোচনা করিব। অর্থনৈতিক দিক হইতে গান্ধীজী প্রধানতঃ খাদি ও অন্যান্য কুটীর-শিল্পের উপর জোর দিয়াছেন। গান্ধীজী আধুনিকতাবাদী নহেন এবং তাঁহার অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচী মধ্যযুগীয়—এ ধরণের সমালোচনা প্রায়ই শোনা যায়। গান্ধীজীর সমগ্র জীবন-দর্শন লইয়া আলোচনা করার অভিপ্রায় আমাদের নাই এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। তবে সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে, গান্ধীজীর অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচী তাঁহার বিশ্বদৃষ্টি ও জীবন-দর্শনের একটী অংশমাত্র। সমগ্রভাবে তাঁহার জীবন-দর্শনের আলোচনা না করিয়া তাঁহার কোন কর্ম্মসূচী বা মতবাদ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা চলে না। এ সমস্ত জটিল বিষয়ের অবতারণা না করিয়াও বলা চলে যে, গান্ধীজীর অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচী বর্ত্তমান যুগেও অচল বা অকেজো নহে। ভারতবর্ষের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই মন্তব্যের সারবত্তা বুঝা যাইবে। বিদেশী শাসন ও শোষণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় বড় বড় পরিকল্পনা রাতারাতি কার্য্যকরী হইবে এমন সম্ভাবনা নাই। যে কয়টী শিল্প এদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে দেশের আয়তনের বিশালতা ও জনসংখ্যার বিপুলতার দিক হইতে অতি নগণ্য বলিলেও চলে। এইরূপ ক্ষেত্রে আধুনিকতার দোহাই দিয়া দেশীয় কুটীরশিল্পগুলির উন্নতিবিধানের চেষ্টা না করার অর্থ আরও ব্যাপকভাবে বেকার-সমস্যার সৃষ্টি করা এবং বিদেশী পণ্যের উপর জনসাধারণের নির্ভরতা বৃদ্ধি করা। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে গান্ধীজীর অর্থনৈতিক কার্য্যক্রমের বিপুল গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব। গান্ধীজী চরকা ও খদ্দরের উপর কতটা জোর দিয়া থাকেন তাহা সকলেরই জানা আছে। ভারতে বস্ত্রশিল্প বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছে তথাপি ভারতের কাপড়ের কলগুলি ভারতের জনসাধারণের কাপড়ের অভাব মিটাইতে পারে না। এই কারণেই এখানে তাঁতশিল্প বস্ত্রশিল্পে এখনও অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু কলের সূতার অভাবে বর্ত্তমানে কত তাঁত অচল হইয়া আছে, তাহা আমরা জানি। এক্ষেত্রে চরকা ও খদ্দরের উপযোগিতা কতখানি, তাহা সহজেই বুঝা যায়। গান্ধীজীর কার্য্যক্রম অনুযায়ী কুটীরশিল্পগুলির উন্নতি বিধান করা হইলে এবং সমবায় প্রথায় উৎপাদন ও বিতরণের ব্যবস্থা করা হইলে ভারতবর্ষ বড় বড় শিল্পপ্রবর্ত্তনের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়াও স্বাবলম্বী হইতে পারে। ইহার ফলে একদিকে যেমন বেকার-সমস্যা দূর হইবে আর একদিকে তেমনই পরনির্ভরতাও হ্রাস পাইবে। সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, গান্ধীজীর অর্থনৈতিক কার্য্যক্রম অনুসৃত হইলে ভারতের কুটীরশিল্পগুলি বৃহৎ শিল্পসমূহের পরিপূরক হইয়া ভারতের শ্রীবৃদ্ধিই করিবে।

ভারতের চা-শিল্প ও সরকারী বিধিনিষেধ

চা-পানের প্রথা পৃথিবীর সর্ব্বত্র দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের চা-র চাহিদাও বাড়িয়া গিয়াছে। এই চাহিদা অদূর ভবিষ্যতে কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ চা উৎপাদনের বড় কেন্দ্র। যুদ্ধের ফলে এবং এখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার উক্ত অঞ্চলের চা খুব শীঘ্র বাজারে আসিবে এমন সম্ভাবনাও কম। কাজেই অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতীয় চা-র চাহিদা বেশ প্রবলই থাকিবে।

আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি ভারতীয় চা কিনিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। যুদ্ধকালীন যে সকল বিধিনিষেধ প্রকৃতপক্ষে চা-শিল্পের সহায়তা করিয়াছিল আজ এই অবস্থায় সেইগুলিই আবার ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধকালীন বিধিনিষেধগুলি প্রত্যাহার করাই এখন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে ভারতীয় চা-ক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার লোপ করিয়া সকল দেশের সহিত ভারতীয় চা-ব্যবসায়ীদের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করিবার অধিকার দেওয়াই সঙ্গত। ভারতের চা-বাগানের ও কফি-বাগানের মালিকরা স্বেচ্ছায় ও সম্মিলিতভাবে নিজেদের রপ্তানীর কোটা ইত্যাদি বাঁধিয়া লইলে অযথা প্রতিযোগিতার ফলে কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।

সম্প্রতি কইম্বাটোরে নীলামালাই চা ও কফি কোম্পানীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মিঃ এ, ভি, টমাস আর একটী গুরুতর বিধিনিষেধের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ভারতীয় চা-নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী বর্ত্তমানে কোন নূতন বাগান খোলা যায় না। বর্ত্তমানে যে সকল বাগানে কাজ চলিতেছে সেগুলির অধিকাংশই ১৯২৬ সালের পূর্ব্বে খোলা হইয়াছে। ১৯২৯ হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে যখন চা-শিল্পের সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল তখন এই আইন খুবই কাজে লাগিয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ ইহার কোন সার্থকতা নাই। একদিকে সমগ্র পৃথিবীতে, বিশেষ করিয়া আমেরিকা ও রুশিয়ার ন্যায় বিরাট দুইটী দেশে চা-এর চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং আর একদিকে চা-শিল্পে দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশগুলির প্রতিযোগিতা ভবিষ্যতে তীব্র হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই অবস্থায় উক্ত আইন সংশোধন করিয়া নূতন নূতন চা ও কফির বাগান খুলিবার সুযোগ দেওয়াই সঙ্গত। তবে একেবারে ইচ্ছামত যত্রতত্র বাগান খুলিতে দিবার আমরা পক্ষপাতী নই, কারণ পরবর্ত্তীকালে ইহার ফল ১৯২৯-৩১ সালের মতই মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। চা ও কফিবাগানের মালিকদের সহিত সম্মিলিতভাবে আলোচনা করিয়াই গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

বোম্বাই নগরীতে জল সরবরাহের পরিকল্পনা

সর্ব্বদা নগরীর সর্ব্বত্র জল সরবরাহের জন্য বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি দুইটী বিরাট জলাধার নির্ম্মাণের পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে বর্ত্তমানে প্রতিদিন ১১ কোটি ৭০ লক্ষ গ্যালন জলের দরকার হয়। নব-পরিকল্পিত একটী জলাধারে ২ কোটি গ্যালন এবং আর একটী জলাধারে ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন জল ধরিবে। জলাধার দুইটী নির্ম্মাণ করিতে অন্ততঃপক্ষে দুই বৎসর লাগিবে। যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের দর ধরিলে মোট ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

যুদ্ধের সময় কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি সমস্ত বড় বড় নগরীতেই লোকসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছোট ছোট সহরেও লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। শিল্প-সভ্যতার বিস্তারলাভের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার্জ্জন ও জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগের জন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের জনসাধারণও সহরমুখো হইয়াছে এবং হওয়াই স্বাভাবিক। যুদ্ধ এই সহরাভিমুখী অভিযানকে দ্রুততর করিয়াছে মাত্র। কাজেই কোন সহরেরই লোকসংখ্যা কমিবার সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় জল সরবরাহ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাদি পূর্ব্ববৎ থাকিলে জনসাধারণকে বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ জল সরবরাহ বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিয়া নাগরিক চেতনার পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ অসন্তোষজনক অবস্থায় রহিয়াছে। যন্ত্রপাতি পুরাতন হইয়া গিয়াছে, লোকসংখ্যার তুলনায় জল সরবরাহের পরিমাণও অত্যন্ত অল্প। দরিদ্র জনসাধারণকে জল সংগ্রহের জন্য যে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ করিতে হয় তাহা প্রতিনিয়তই সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তথাপি কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষের চেতনার সঞ্চার হয় না। আশা করি বোম্বাইয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাঁহাদের চোখ খুলিবে।

গ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা ফোন : ক্যাল ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯২৬)

হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন ও

রিজার্ভ ফাণ্ড—১১,৭৫,০০০৲ টাকার উপর

কার্য্যকরী মূলধন—১,৩৫,০০,০০০৲ " "

—শাখাসমূহ—

খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কাল্না, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), নাটোর, নওগাঁ, রাজসাহী, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

বিমান লাইন ও ভারত সরকার

ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল বেসামরিক বিমান লাইন খোলা হইবে সেই সকল লাইনে বিমান চলাচল যাহাতে যথারীতি হয় তজ্জন্য ভারত সরকার ঘাটতি পূরণের গ্যারাণ্টি দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রত্যেকটী বিমানের উড্ডয়নকালে তাহার মাল ও যাত্রীবহনের যতটা সামর্থ্য আছে তাহার শতকরা ৬৫ হইতে ৭০ ভাগের কম যাত্রী বা মাল হইলে যে ক্ষতি হইবে গবর্ণমেণ্ট তাহা পোষাইয়া দিবেন অর্থাৎ বর্ত্তমান বিমান লাইনগুলির অবস্থা বিবেচনা করিলে মোটামুটিভাবে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেছেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অবশ্য অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে বিমান লাইনগুলির মোট ক্ষতি বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। বিমান কোম্পানীগুলির এক বড় সুবিধা হইবে এই যে, বিমান ঘাঁটি প্রভৃতি তাঁহারা বিনা পয়সায় ব্যবহার করিতে পারিবেন। বিমান কোম্পানীগুলির সহিত গবর্ণমেণ্টের যে চুক্তি হইবে তাহা অবশ্য কেন্দ্রীয় পরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষ।

ন্যূনতম গ্যারাণ্টি দিয়া সাহায্যদানের প্রথা ভারতে নূতন নহে। রেলপথ খুলিবার সময়েও এইরূপ গ্যারাণ্টি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের মনে স্বতঃই কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হইতেছে। প্রথমতঃ, ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভারতের ন্যায় দরিদ্র ও শিল্পে অনুন্নত দেশের পক্ষে রাস্তা ও জলপথের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা না করিয়া বিমান লাইনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার গ্যারাণ্টি দিবার কোন সার্থকতা আছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। লর্ড ওয়াভেলও দুই বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে রাস্তা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করাই উচিত। সামরিক গুরুত্বের দিক হইতে চিন্তা করিয়াই কি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন? রাস্তা ও জলপথ বিস্তারের ফলে এখনই ভারতের পল্লীসমূহের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল প্রসার হইতে পারে। রাস্তা ও জলপথগুলি নির্ম্মাণকল্পে বহু লোকের প্রয়োজন হইবে এবং ঐ সকল পথে যানবাহন প্রভৃতি চালনার জন্যও বহু লোকের প্রয়োজন হইবে। এককথায় রাস্তা ও জলপথ বিস্তারের দ্বারা বেকার-সমস্যার যতটা সমাধান হইবে বিমান লাইন খুলিয়া তাহার শত ভাগের এক ভাগ সমস্যারও সমাধান হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভারতে রেলওয়ে প্রভৃতি চলাচলের ব্যবস্থাগুলি সকলেই রাষ্ট্রের অধীনে রাখার পক্ষপাতী। রেলওয়েগুলি বর্ত্তমানে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়াছে। কিন্তু বিমান লাইনগুলির বেলায় ইহার অন্যথা করা হইতেছে কেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। যদি ইহার অন্যথা করাই হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র ভারতীয় কোম্পানীগুলির অনুকূলেই তাহা করা উচিত। কোন বিদেশী বিমান কোম্পানীকে ভারতে বিমান লাইন খুলিতে দেওয়া উচিত হইবে না। তৃতীয়তঃ, উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি প্রথমে পলিসি কমিটিগুলির নিকট পেশ করিয়া পরে কেন্দ্রীয় পরিষদের নিকট উপস্থিত করা হইতেছে। ইহাতে অকারণ জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে এবং বিলম্ব ঘটিতেছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের অনুমোদনই যদি চূড়ান্ত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন তাহা হইলে সরাসরি পরিকল্পনাগুলি পরিষদের নিকট পেশ করিলেই তো হাঙ্গামা চুকিয়া যায়।

ভারত সরকারের গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনা

ভারত সরকার ভারতবর্ষের সহর ও পল্লী অঞ্চলে ২০ লক্ষ গৃহ নির্ম্মাণের এক দশবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে উহা ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ভারতে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সহরগুলিই জীবিকার্জ্জনের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণেই সহরগুলির লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ীর সংখ্যা বাড়ে নাই, ফলে জনসাধারণকে স্থানাভাবে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। এ ছাড়া আমাদের দেশের সহরগুলিতে নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর উপযোগী বাসস্থান নাই বলিলেই চলে। ধনী পরিবার ও সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী হয় নিজেরা ভাল বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া অথবা অধিক ভাড়ায় ভাল বাড়ী লইয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কোনরূপে মাথা গুঁজিয়া থাকিবার মত আশ্রয় সংগ্রহ করিতেই আয়ের মোটা অংশের মায়া ত্যাগ করিতে হয়। আর দরিদ্র শ্রেণীর বস্তিজীবন যে কী কদর্য্য তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। পল্লী অঞ্চলে এবং মফঃস্বল সহরগুলিতে বাসোপযোগী ভাল বাড়ী পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করিয়া মাথা গুঁজিবার একটা জায়গা করিতে পারিলেই লোকে খুসী—ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার অবসরও নাই, সামর্থ্যই বা কোথায়?

এই অবস্থায় গৃহ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ভারত-সরকার সঙ্গত কাজই করিয়াছেন। অবশ্য এই পরিকল্পনায় দরিদ্র জনসাধারণ উপকৃত হইবে কি না তাহা এখনও বলা সম্ভব নহে। গবর্ণমেণ্ট সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইলে গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনা সত্যকার সার্থকতা লাভ করিবে।

ব্যাঙ্ক সম্পর্কে অর্ডিনান্স

ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ সম্পর্কে গত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে ভারত সরকার একটী অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। উক্ত অর্ডিনান্সের মর্ম্ম এই যে, প্রয়োজন বোধ করিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কোন ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া দেখিতে পারিবেন। এই তদন্তের ফলে কোন ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী সংস্কার হওয়া আবশ্যক এরূপ বুঝা গেলে ভারত সরকার ঐ ব্যাঙ্ককে তদনুযায়ী সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। এই নির্দ্দেশের পর ব্যাঙ্ক যদি উহার কার্য্যপ্রণালীর সংস্কার সাধন না করে তবে ভারত সরকার উক্ত ব্যাঙ্ককে নূতন কোন আমানত গ্রহণ না করিবার নির্দ্দেশ দিতে, উহাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত করিবার জন্য অস্বীকার করিতে এবং ব্যাঙ্ক যদি তালিকাভুক্ত থাকে তবে তালিকা হইতে উহার নাম কাটিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। উক্ত

রাজস্থান
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস:- ২২, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা
শাখাসমূহ:
বসিরহাট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বাদুড়িয়া, সোনারপুর, জয়নগর-মজিলপুর, বসিরহাট বাজার, লক্ষ্মীকান্তপুর, মাল (জলপাইগুড়ি), জলপাইগুড়ি।
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীলাল মোহন মুখার্জি
গ্রাম-"গোল্ডনেষ্ট"
ফোন-কলিকাতা, ৪০৩৮
RB-1.

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখ অফিস আছে।
চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

অর্ডিনান্সের মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে অনেক ব্যাঙ্ক চড়া মূল্য দিয়া—ব্যাঙ্ক নহে এরূপ কোম্পানীর পরিচালনাভার গ্রহণ করিতেছে, ব্যাঙ্ক ও অন্য কোম্পানীর মধ্যে পরস্পরের শেয়ার আদান-প্রদান করিতেছে, ব্যাঙ্কের পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কোন জামীন না লইয়া উহাদিগকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ দাদন দিতেছে, বেপরোয়াভাবে শাখা বিস্তার করিতেছে এবং ব্যাঙ্কের তহবিল আমানতকারীদের স্বার্থের প্রতিকূলভাবে দাদন করিতেছে বিধায় গবর্ণমেণ্ট আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য উপরোক্ত অর্ডিনান্স জারী করিলেন।

ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকারের পক্ষ হইতে গত ১৯৪৪ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে আইনের খসড়া পেশ করা হইয়াছে, তাহার ২৮নং ধারায় উপরোক্ত অর্ডিনান্সের বিধান-গুলি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কসমূহের অনাচারের সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন তাহাও অনেকাংশে সত্য। এজন্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক বিলের উপরোক্ত ধারা সাধারণভাবে দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে অন্য দেশেরও নজীর রহিয়াছে। আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের চতুর্থ ধারায় ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে উহার সদস্যভুক্ত সমস্ত ব্যাঙ্কের উপর অনুরূপভাবে খবরদারী করিবার অধিকার দেওয়া রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভারত সরকারের উপরোক্ত অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে নীতির দিক হইতে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যে সময়ে নোট সম্পর্কিত অর্ডিনান্সের ফলে সমগ্র দেশে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কসমূহের আমানতকারীদের মধ্যে অনেকে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ব্যাঙ্কসমূহ হইতে টাকা তুলিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে ঠিক সেই সময়ে উপরোক্ত অর্ডিনান্স জারী করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি এই ব্যাপারে ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত আইন বলবৎ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করেন তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু বর্ত্তমানের এই আতঙ্ক কাটিয়া গেলে কিছুদিন পরে উক্ত অর্ডিনান্স জারী করিলে দেশে কি গুরুতর অনর্থ উপস্থিত হইত তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

দেশীয় রাজ্যের শিল্পোন্নতিতে শনির দৃষ্টি

ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভারত সরকারের মনোভাব কিরূপ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এদেশে শিল্পের প্রসারের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের কোন সাহায্য তো পাওয়াই যায় না—অধিকন্তু গবর্ণমেণ্ট বরাবর ট্যাক্সনীতি, শুল্কনীতি, বাট্টানীতি, যানবাহননীতি, মুদ্রানীতি ইত্যাদির সহায়ে দেশীয় শিল্পগুলিকে কোণঠাসা করিয়া রাখিতে এবং দেশে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে অবস্থা এত শোচনীয় নহে। ভারতের অনেক দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য (Subsidy) করিয়া, উহার মূলধন সরবরাহ করিয়া, উহাদিগকে সস্তায় কাঁচামাল আহরণের সুযোগ দিয়া এবং কম ভাড়ায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালপত্র আমদানী-রপ্তানী করিবার ব্যবস্থা করিয়া শিল্পোদ্যমে সাহায্য করিতেছেন। ঐ সব রাজ্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর আয়কর ও সুপারট্যাক্সের পরিমাণও বৃটীশ ভারতের তুলনায় অনেক কম হারে ধার্য্য রহিয়াছে। উহার ফলে দেশীয় রাজ্যগুলিতে বেশ সন্তোষজনকভাবে শিল্পের প্রসার ঘটিতেছে। কিন্তু এই অবস্থা দেখিয়া ভারত সরকারের গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে শিল্পের প্রসার বন্ধ করিতে উহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। উহার প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে দেশীয় রাজ্যগুলি যাহাতে নিজ নিজ এলেকায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আয়কর ও সুপারট্যাক্সের পরিমাণ বৃটীশ ভারতের সমপরিমাণে ধার্য্য করিতে বাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। দেশীয় রাজ্য কর্ত্তৃক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্যের ব্যাপারেও বিধিনিষেধ বলবৎ করা হইতেছে।

দেশীয় রাজ্যগুলির নিজ নিজ এলাকায় শিল্পের প্রসারের ব্যাপারে ভারত গবর্ণমেণ্ট কেন এইভাবের অপ-চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন তাহার কারণ এখনও উল্লেখ করা হয় নাই। তবে দেশীয় রাজ্যগুলিতে শিল্পসমূহ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নানাভাবে সাহায্য পাইতেছে এবং ঐ অঞ্চলে আয়কর ও সুপারট্যাক্সের হার অনেক কম বিধায় ঐ সব অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন অনেক বেশী লাভজনক বলিয়া বৃটীশ ভারতের অনেক শিল্প পরিচালক দেশীয় রাজ্যে গিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেছেন। এইভাবে বৃটীশ ভারতের মূলধন দেশীয় রাজ্যে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট অনেক টাকার আয়কর ও সুপারট্যাক্স হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। এই অজুহাত দেখাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে উহাদের বর্ত্তমান নীতি সমর্থন করিতে পারেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি বৃটীশ ভারতে শিল্পের প্রসার ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যের অনুরূপ-ভাবে সাহায্য করিতেন এবং তাহা সত্ত্বেও বৃটীশ ভারতের মূলধন যদি দেশীয় রাজ্যে চলিয়া যাইত তাহা হইলে আমরাও ভারত গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত নীতি সমর্থন করিতে পারিতাম। দেশীয় রাজ্য ও বৃটীশ ভারত একই দেশ এবং এই দেশের এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকার ট্যাক্সনীতি বলবৎ থাকা সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থের পরিপোষক নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যা হইতেছে দেশে শিল্পের প্রসার। দেশীয় রাজ্যগুলি শিল্পের প্রসারের জন্য যে স্বার্থ-ত্যাগ করিতেছে তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। ভারত সরকারের উচিত ছিল এই ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যগুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলা। উহা না

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ. বি-এল

আসামের সর্ব্বপ্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ

হেড অফিস :— শিলং
টেলিগ্রাম—BANKASSAM
টেলিফোন—২০ (২ লাইন)

কলিকাতা অফিস :— ৬, ক্লাইভ রো
টেলিগ্রাম—ASSAMBANK
টেলিফোন—কলিঃ ৬৯৪০

—শাখাসমূহ—
বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, নওগাঁ

অনুমোদিত মূলধন— ২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন— ১০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন— ১০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ৫,৬৩,০০০৲ টাকার উপর (অগ্রিম কলসহ)
রিজার্ভ তহবিল— ৭৫,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,০০,০০,০০০৲ টাকা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ্ ব্যানার্জী

করিয়া তাঁহারা নিজেদের এলাকাবহির্ভূত অঞ্চলেও শিল্পোন্নতিতে বিঘ্ন ঘটাইতেছেন। উহা বৃটীশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য নির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষকে শিল্পে পশ্চাদ্‌পদ রাখিয়া ভারতের বাজারকে সম্পূর্ণভাবে বৃটীশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার অপপ্রয়াস বলিয়া অভিহিত করিলে তাহাতে সত্যের অপলাপ হইবে না।

ভারত সরকারের নূতন ঋণ

গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে ভারত সরকার ২৫ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। এই ঋণের সর্ত্ত এইরূপ ছিল :— (১) প্রদত্ত টাকার উপর শতকরা বার্ষিক ২৸০ আনা হারে সুদ দেওয়া হইবে; (২) একশত টাকার খতের বাবদ একশত টাকা প্রদান করিতে হইবে এবং (৩) আগামী ১৯৬০ সালে ঋণের আসল টাকা শোধ করা হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই আবেদনের ফলে ভারত সরকার মাত্র ৬।৭ কোটী টাকা ঋণ পাইয়াছেন। যে সময়ে শতকরা বার্ষিক চার হইতে আট আনা সুদে ব্যাঙ্কসমূহ পরস্পরের মধ্যে টাকা দাদন করিতেছে, যে সময়ে গবর্ণমেণ্ট শতকরা বার্ষিক আট আনা এক পাই সুদে তিন মাসের মেয়াদের ট্রেজারী বিলে ইচ্ছামত টাকা ঋণ পাইতেছেন—অন্য কথায় যে সময়ে বাজারে দাদন-যোগ্য এরূপ অফুরন্ত টাকা বর্ত্তমান রহিয়াছে যাহা দাদনের কোন পথ পাওয়া যাইতেছে না, সেই সময়ে ভারত সরকার ২৫ কোটী টাকার জন্য আবেদন করিয়া মাত্র ৬।৭ কোটী টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন! সকলেই বলিতেছেন যে, একশত টাকার উর্দ্ধমূল্যের নোট অচল বলিয়া ঘোষণা করিবার ফলে বাজারে অত্যধিক আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার জন্যই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা পাওয়া সম্ভব হয় নাই। আমরা এই ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি যে, ২।৪ দিন অপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ১৫ই জানুয়ারী তারিখের পরে নোট সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স জারী করিলেন না কেন। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট পুরা ২৫ কোটী টাকাই পাইতেন—অধিকন্তু চোরাবাজারে বর্ত্তমানে একশত টাকার উর্দ্ধমূল্যের আনুমানিক যে ৫০।৬০ কোটী টাকার নোট রহিয়াছে তাহারও একটা উল্লেখযোগ্য অংশের তাঁহারা সন্ধান পাইতেন। একথা বলাই বাহুল্য যে, নোট সম্পর্কিত অর্ডিনান্স জারী না হইলে যাহারা সানন্দে হস্তস্থিত একশত টাকার উর্দ্ধমূল্যের নোট দ্বারা সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিত তাহারা অর্ডিনান্সের ফলে ভড়কাইয়া গিয়াছিল এবং উহার ফলেই গবর্ণমেণ্টের আলোচ্য ঋণ গ্রহণের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

স্যার আর্দ্দেশীরের পদত্যাগ ও বস্ত্রশিল্প

গত সপ্তাহে আমরা ভারত সরকারের উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার আর্দ্দেশীর দালালের আকস্মিক পদত্যাগের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি কেন পদত্যাগ করিলেন তৎসম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত নির্ভরযোগ্য কোন কারণের কথা দেশবাসীর গোচর হয় নাই। কাজেই তাঁহার পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে এক্ষণে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা হইতেছে।

স্যার আর্দ্দেশীরের পদত্যাগের সহিত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের স্বার্থ অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে। ভারতে বর্ত্তমানে যে ৪ শতের মত কাপড়ের কল রহিয়াছে তাহার অধিকাংশের কলকব্জা পুরাতন ও একপ্রকার অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। এই সব কলের জন্য এবং সম্প্রতি দেশে কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য যে সমস্ত কোম্পানী গঠিত হইয়াছে তাহার জন্য প্রভূত পরিমাণে টাকু, তাঁত প্রভৃতি কলকব্জা আবশ্যক। কিন্তু বিদেশ হইতে অদূর ভবিষ্যতে এই সব কলকব্জা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এই সম্পর্কে গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাইয়ে আহূত কাপড়ের কলের পরিচালকদের এক সভাতে স্যার আর্দ্দেশীর ঘোষণা করেন যে, ভারতের কাপড়ের কলগুলি সমগ্র ভারতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি সরবরাহের উদ্দেশ্য লইয়া যৌথভাবে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য যদি একটী কারখানা স্থাপন করে তাহা হইলে এই কারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভারত গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এদেশে কোন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট কখনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন উৎসাহ দেখান না। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার আর্দ্দেশীর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাপড়ের কলের কলকব্জা প্রস্তুতের জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে সম্মেলনে উপস্থিত কাপড়ের কলের পরিচালকগণ অনেকটা বিস্মিত হন এবং স্যার আর্দ্দেশীরকে জানান যে, তাঁহারা তাঁহার পরিকল্পনা মতে যৌথভাবে একটী কারখানা স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন। এজন্য তথ্যানুসন্ধান এবং প্রস্তাবিত কারখানার জন্য কোম্পানী গঠন সম্পর্কিত খুটীনাটী ব্যাপার সম্বন্ধে সমস্ত স্থির করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের মনোনীত সদস্য লইয়া একটী কমিটি গঠিত হইবে স্থির হয়। তখন উহাও স্থির হয় যে, তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কমিটিকে গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন। উক্ত সম্মেলনে এরূপও কথা হয় যে, প্রস্তাবিত কোম্পানীকে একটী যৌথ কোম্পানী হিসাবে গঠন করা হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট এই কোম্পানীর শেয়ারের একটা অংশ ক্রয় করিবেন।

স্যার আর্দ্দেশীরের পদত্যাগের সহিত উপরোক্ত ব্যাপারের কোন সম্পর্ক আছে কি না এবং তাঁহার পদত্যাগের পর গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখাইবেন কি না, তাহা চিন্তনীয় বিষয়। যদি স্যার আর্দ্দেশীরের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ব্যাপারের যবনিকাপাত হয় তাহা হইলে উহা ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পক্ষে একটা বড় রকম অনর্থ হইবে।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে জীবনবীমা মানুষের প্রধান পাথেয়।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা।

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটী নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেব বর্ম্মণ

চীফ অফিস :—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।

রেজিষ্টার্ড অফিস :—গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।

টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ :

শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভাঙ্গুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাস্থ, গৌলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।

নোট সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স ও উহার প্রতিক্রিয়া

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হেড অফিস ও শাখা অফিসসমূহে এবং গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারীসমূহে একশত টাকা ও তদূর্দ্ধ মূল্যের মোট কি পরিমাণ নোট জমা রহিয়াছে তাহা জানিবার জন্য গত ১২ই জানুয়ারী শনিবার প্রাতে ভারত সরকার একটী অর্ডিন্যান্স জারী করেন এবং ঐ অর্ডিন্যান্স বলে উক্ত তারিখে ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাঙ্কসমূহের কাজকারবার বন্ধ রাখা হয়। ঐ দিনই ভারত সরকার আর একটী অর্ডিন্যান্স জারী করেন এবং উহাতে ঘোষণা করা হয় যে, জনসাধারণের হাতে ৫ শত টাকা ও তদূর্দ্ধ মূল্যের যে সমস্ত নোট আছে তাহা অচল বলিয়া ধার্য্য করা হইল। তবে এই অর্ডিন্যান্সে এরূপ বলা হয় যে, ব্যাঙ্কসমূহ ও ট্রেজারীসমূহ উহাদের হাতে একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের যে সমস্ত নোট আছে তাহার বদলে একশত টাকা মূল্যের নোট পাইবে। আর জনসাধারণের হাতে একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের যে নোট আছে ১২ই জানুয়ারী তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ফরম পূরণ করিয়া তৎসহ ঐ সমস্ত নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক অথবা কোন সরকারী ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে। আবেদনে নোটের মালিকের নাম, ঠিকানা, তাঁহার আর্থিক সঙ্গতি, যে আফিসের মারফতে তাঁহার আয়কর ধার্য্য করা হয় সেই আফিসের নাম, তিনি কি ব্যবসা করেন, উক্ত ব্যবসায়ে আর কে কে অংশীদার আছেন, যদি চাকুরীজীবী হন তবে তাঁহার বেতন কত, কোথায় চাকুরী করেন, যে নোট জমা দেওয়া হইবে তাহার বিবরণ, কি কারণে তিনি একশত টাকার অধিক মূল্যের নোট হাতে রাখিয়াছেন, ঐ নোট তিনি কোথা হইতে পাইলেন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে। যদি আবেদনে কোন মিথ্যা বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় তাহা হইলে আবেদনকারীর তিন বৎসর পর্য্যন্ত জেল অথবা জরিমানা অথবা উভয়বিধ শাস্তি হইতে পারিবে। আবেদনকারীর আবেদনে ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারীসমূহ যদি সন্তুষ্ট হয় তবে আবেদনকারীকে তাঁহার জমা নোটের সমপরিমাণ একশত টাকার নোট দেওয়া হইবে। তবে আবেদনের উল্লিখিত বিবরণ যদি অসম্পূর্ণ বিবেচিত হয়, অথবা যদি জমাকৃত নোটের মূল্য ১০ লক্ষ টাকার বেশী হয় তবে ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত হইবে।

চোরাবাজারে কারবার করিয়া যে সমস্ত ব্যবসায়ী এবং মোটা টাকা ঘুষ লইয়া যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারী অপরিসীম অর্থের মালিক হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকে উহাদের ঐ অসদুপায়লব্ধ অর্থ দ্বারা বাজার হইতে স্বর্ণ ক্রয় করিয়া তাহা মজুত করিয়াছে। উহাদিগকে ধরিয়া শাস্তি দেওয়া কঠিন কাজ হইবে। উহাদের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি এত প্রখর নহে এবং যাহারা অসদুপায়লব্ধ অর্থ ব্যাঙ্কে মজুত করিয়া রাখিয়াছে অথবা উহা দ্বারা বাড়ীঘর, জমি, শেয়ার বা অন্যবিধ সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে, ব্যাঙ্কের হিসাব এবং যৌথ কোম্পানীর আফিস ও রেজেষ্টরী আফিসের খাতাপত্র খুঁজিয়া উহাদিগকে বাহির করাও কঠিন কাজ হইবে না। ইতিমধ্যে ঐ ধরণের অনেক আসামী ধরা পড়িয়াছে বলিয়াও শুনা যাইতেছে। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা চোরাবাজারের লাভ ও ঘুষের টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত না রাখিয়া অথবা উহা দ্বারা স্বর্ণ বা অন্য সম্পত্তি ক্রয় না করিয়া তাহা অধিক মূল্যের নোট হিসাবে হাতে রাখিতেছে এবং উহা দ্বারা চোরাবাজারে কারবার চালাইতেছে। উহারা মালপত্র ক্রয় করিবার সময় চেকে টাকা না দিয়া উর্দ্ধ মূল্যের নোট দ্বারা তাহার মূল্য শোধ করে এবং উহা বিক্রয় করিবার সময় চেক না লইয়া নগদ টাকার হিসাবে মূল্য গ্রহণ করে। এই শ্রেণীর কারবারে ক্রেতা বা বিক্রেতা কখনও রসিদপত্রের আদান-প্রদান করে না। এতদিন উহারা এইভাবে কারবার চালাইয়া চোরাকারবারের শাস্তি হইতে এবং আয়করের দায় হইতে নিজদিগকে মুক্ত রাখিয়াছিল। বর্ত্তমানে যে অর্ডিন্যান্স জারী হইল তাহার ফলে উহারা এক্ষণে নিজেদের কৃতকার্য্যের ফলভোগ করিবে। চোরাবাজারের কারবার এবং ঘুষলব্ধ যে কোটী কোটী টাকা মূল্যের নোট উহাদের হাতে হাতে ফিরিতেছে তাহা এক্ষণে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ব্যাঙ্কে বা ট্রেজারীতে জমা দিতে হইবে এবং উহারা কি ভাবে এই নোট পাইল তাহার যথাযথ প্রমাণ দিয়া উহাদিগকে একশত টাকার চলতি নোট গ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা এরূপ প্রমাণ দিতে পারিবে যে, ঐ নোট তাহারা আইনসম্মত উপায়ে অর্জ্জন করিয়াছে এবং উহার উপর তাহারা যথাযথ পরিমাণ আয়কর প্রদান করিয়াছে তাহারা পূরা টাকা ফেরৎ পাইবে। যাহারা আইনসম্মত উপায়ে ঐ নোট অর্জ্জন করিয়াছে—অথচ যাহারা উহার উপর আয়কর দেয় নাই বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহাদের জমা নোট হইতে আয়কর কাটিয়া রাখিয়া বাকী টাকা তাহাদিগকে ফেরৎ দেওয়া হইবে। কিন্তু যাহারা অসদুপায়ে ঐ নোট অর্জ্জন করিয়াছে এবং যাহারা উহার উপর আয়কর দেয় নাই তাহারা হস্তস্থিত নোট জমা দিতেই সাহস পাইবে না। ফলে ঐ সব নোটের নম্বর ঘোষণা করিয়া তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চিরদিনের জন্য অচল বলিয়া ঘোষিত হইবে।

বৃটীশ ভারতে জারীকৃত অর্ডিন্যান্স এড়াইয়া উহারা যে এই সব নোট দেশীয় রাজ্যে চালাইতে পারিবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ বৃটীশ ভারতের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজ্যেও একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোট অচল করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অত্রাবস্থায় লক্ষ লক্ষ টাকার নোটের বস্তা দ্বারা কয়লা ধরানোর কাজ ছাড়া উহাদের আর কোন কাজ হইবে না। এই শ্রেণীর লোকই বর্ত্তমানে হাজার টাকার নোট ৬।৭ শত টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। যাহারা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এই নোট ক্রয় করিতেছে তাহারা নিজেদেরই বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে। কারণ উপরোক্ত অর্ডিন্যান্সে একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট

ফোন : বড়বাজার—৯৮৭

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ পাটনা, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

মীরকাদিম শাখা ইং ১৯৪৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট। ফোন : বি, বি, ১৫৩৪

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, জাত্রা, পূর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর দ্বারভাঙ্গা।

যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ

নোট কাহাকেও দেওয়া বা কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করা বে-আইনী কাজ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। যাহারা লাভের আশায় ঐ সব নোট কম মূল্যে গ্রহণ করিতেছে তাহারা যদি ধরা পড়ে তবে কেবল তাহাদের নোটই যে বাজেয়াপ্ত হইবে এরূপ নহে—উহাদিগকে বে-আইনী কাজের জন্য জেলও খাটিতে হইবে।

চোরাবাজারের অসাধু ব্যবসা বন্ধ করিবার জন্য এবং যাহারা আয়কর ফাঁকি দিতেছে তাহাদিগকে আয়কর প্রদানে বাধ্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের এই অর্ডিন্যান্স দেশের জনসাধারণ সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিবে, সন্দেহ নাই। চোরাবাজারের কারবারের ফলে কাপড়, খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ এবং জনসাধারণের অপরিহার্য্য আরও বহুবিধ জিনিষের যে প্রকার অগ্নিমূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহার বহুল পরিমাণে প্রতিকার হইবে, আশা করা যায়। তবে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, দেশে এরূপ বহু ব্যক্তি রহিয়াছে যাঁহারা ব্যাঙ্কে টাকা মজুদ রাখেন না এবং নিজেদের সঞ্চিত অর্থ উচ্চ মূল্যের নোট মারফতে নিজেদের হাতে রাখিয়া থাকেন। নূতন অর্ডিন্যান্স দ্বারা উহাদের উপর যেন কোন অবিচার না হয়। এই সম্পর্কে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স এবং মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্সের কার্য্যকরী সমিতি এবং ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোট ভাঙ্গাইবার সময় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হউক। আমরা মনে করি যে, পল্লী অঞ্চলের অধিবাসিগণ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তজ্জন্য অর্ডিন্যান্স জারীর তারিখ হইতে এই সময় এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করা উচিত। ইতিপূর্ব্বে রাণী ভিক্টোরিয়া, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রভৃতি মার্কা টাকা অচল করিয়া উহার বদলে নূতন টাকা গ্রহণের জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক বেশী সময় দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও গবর্ণমেণ্ট যদি এক বৎসরকাল সময় দেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টেরও কোন ক্ষতি হইবে না এবং সাধারণও অনেক ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত অর্ডিন্যান্সের ফলে দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিপুল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। গত ১২ই জানুয়ারী তারিখে প্রথম অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের হাতে এক শত টাকা বা তদূর্দ্ধ মূল্যের নোট ছিল তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে এবং এই শ্রেণীর লোক হস্তস্থিত নোট দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় করিতে আরম্ভ করে। উহার ফলে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি স্বর্ণের দর ৮৪ টাকা হইতে ১০০ টাকার উপরে উঠিয়া যায়। উহার পর যখনই রাত্রি ৯॥ টার সময় দ্বিতীয় অর্ডিন্যান্স দ্বারা একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোট অচল বলিয়া ঘোষণা করা হয় তখন স্বর্ণ বিক্রেতাগণ উহাদের হস্তস্থিত স্বর্ণের বিনিময়ে একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। ফলে সোনার বাজার বন্ধ হইয়া যায়। ১৪ই তারিখ সোমবারেও বোম্বাইয়ে সোনার বাজার বন্ধ ছিল। ১৫ই তারিখ হইতে পুনরায় সোনার বাজার খোলে এবং এরূপ স্থির করিয়া দেওয়া হয় যে, প্রতি ভরি স্বর্ণের দর ৮৫ টাকার বেশী এবং ৮১ টাকার কম হইতে পারিবে না এবং যাহারা স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিবে সোনার বাজারে তাহাদের নাম ঠিকানা ইত্যাদি রেজেষ্টরী করিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু ঐ দিনও বাজারে কোন কাজকারবার হয় নাই। বর্ত্তমানে সোনার বাজার অনেকটা উপরোক্ত হারেই বলবৎ আছে। শেয়ার বাজারেও উপরোক্ত অর্ডিন্যান্সের বিপুল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। অর্ডিন্যান্স জারীর পূর্ব্বে গত শুক্রবার বাজার বন্ধ হইবার পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের বাজারে টাটা ষ্টিল কোম্পানীর ডেফার্ড শেয়ারের মূল্য ছিল ২,৬৯০ টাকা। শনিবার এই শেয়ারের মূল্য চড়িয়া ২,৭২৫ টাকায় পরিণত হয়; কিন্তু উহার পরেই বাজারের অবস্থার অনিশ্চয়তার জন্য এই শেয়ারের মূল্য নামিয়া ২৬ শত টাকায় দাঁড়ায়। কাপড়ের কলের শেয়ারের বাজারে বোম্বে ডাইং কোম্পানীর শেয়ার ২,১৪৫ টাকা হইতে ২১ শত টাকায় নামিয়া যায়। এই সময়ে বোম্বাইয়ের বাজারে তুলার দরও কিছু পড়িয়া যায়। কলিকাতার শেয়ার বাজারে অর্ডিন্যান্সের ফলে তেমন আতঙ্ক সৃষ্টি হয় নাই। উহা সত্ত্বেও এখানে ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ার ৫৮ টাকা হইতে ৫৬ টাকায় এবং বেঙ্গল ষ্টিল কর্পোরেশনের শেয়ার ৪৮ টাকা হইতে ৪৬ টাকায় নামিয়া যায়। শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দরও অর্ডিন্যান্সের ফলে ১০৪ টাকা হইতে নামিয়া ১০৩ টাকায় পর্য্যবসিত হয়। বর্ত্তমানে শেয়ার বাজারের আতঙ্কও বহুল পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে এবং শেয়ার উহার মন্দা অতিক্রম করিয়া তেজী হইয়া উঠিয়াছে।

নোট সম্পর্কে অর্ডিন্যান্স জারীর অব্যবহিত পরে স্বর্ণ, শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের বাজারে যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছে তাহার উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া চলে না। কোন একটা হুজুগ আসিলে

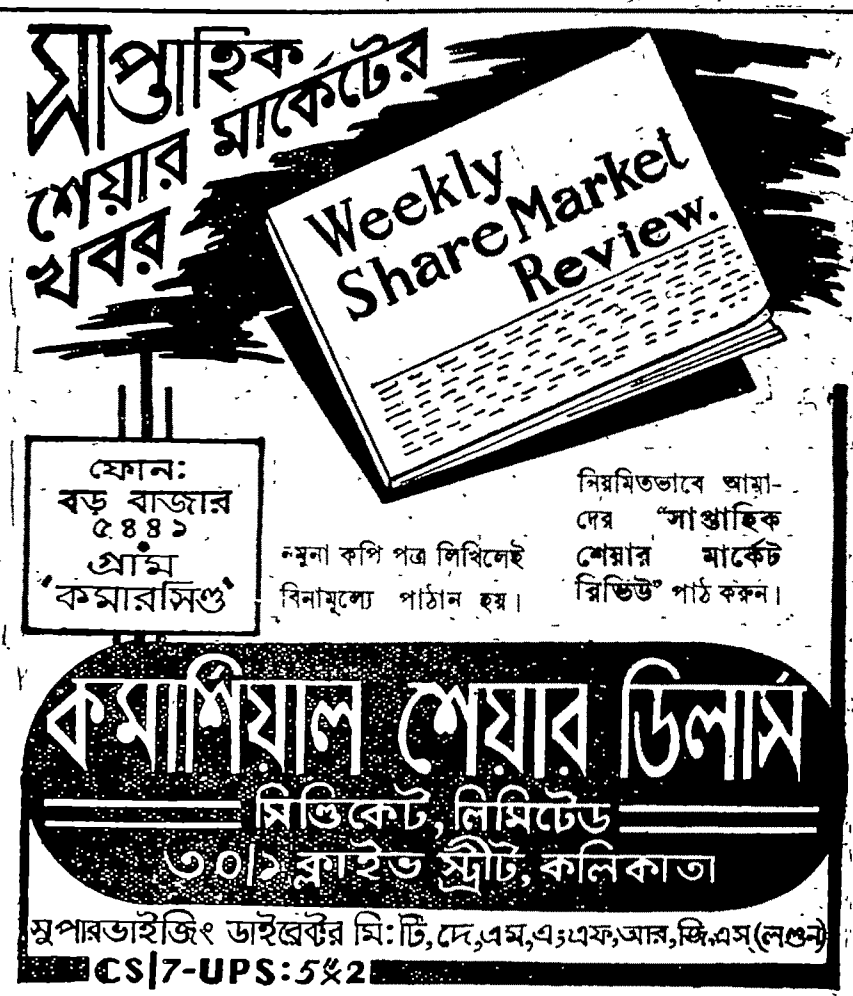

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : কলি: ৪৭১৯
স্থাপিত :—১৯১০ ইং গ্রাম :—'MOHABANK'

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ (প্রায়)	১৫,০০,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী তহবিল (প্রায়)	১,৫০,০০,০০০৲ টাকা

আমানত রাখিবার সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।

অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা সুপরিচালিত।
দেশের সর্ব্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে।
সুষ্ঠু এবং কর্ম্মতৎপরতার দরুণ সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ

ফাটকাওয়ালাদের কারসাজির ফলে এই সব জিনিষের বাজারে অনেক সময়ে দরের একটা অস্বাভাবিকরূপ উঠা-নামা হইয়া থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত এই দর বলবৎ থাকে না। কিন্তু বর্ত্তমানে একটা সমস্যা এই দাঁড়াইয়াছে যে, বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্সের ফলে দেশের অর্থনীতিক অবস্থার উপর কোন স্থায়ী প্রভাব পড়িবে কি না। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন যে, যাহারা চোরাবাজারের লাভ অথবা ঘুষ হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকা অর্জ্জন করিয়া তাহা একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোটে মজুদ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই নোট জমা দিয়া তাহার বদলে একশত টাকার নোট গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন করিতে সাহস পাইবে না। ফলে উহাদের এই সব নোট চিরদিনের জন্য বাতিল হইয়া বাজারে মুদ্রা-সঙ্কোচ (deflation) ঘটিবে এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় দেশের কৃষিশিল্প-বাণিজ্য সর্ব্বক্ষেত্রেই মন্দা উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্সের ফলে দেশে যে কিছুটা মুদ্রা-সঙ্কোচ ঘটিবে এবং মুদ্রা-সঙ্কোচ যে মন্দার একটা হেতু তদ্বিষয়ে কাহারও কোন মতদ্বৈধতা নাই। কিন্তু এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই হইতেছে যে, বর্ত্তমানে দেশে যে মুদ্রা প্রচলিত আছে তাহার কত অংশ বাতিল হইবে এবং যে অংশ বাতিল হইবে তাহা দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে এতদিন কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছিল। যদি দেখা যায় যে, দেশে প্রচলিত মোট মুদ্রার অনুপাতে অতি সামান্য পরিমাণ মুদ্রা (এস্থলে একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোট) বাতিল হইবে এবং এতদিন পর্য্যন্ত একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোট দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই তাহা হইলে একথা বলা যাইবে যে, বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্সে দেশে মন্দা উপস্থিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

এই প্রশ্নটা এক্ষণে বিচার করা যাক্। গত ১৯৪৪ সালের শেষে ভারতে মোট চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১০০৯ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা এবং এক টাকার নোট (যাহা টাকা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে), রূপার টাকা, আধুলী, সিকি, দুয়ানী ইত্যাদিতে চলতি মুদ্রার পরিমাণ ছিল আনুমানিক দেড় শত কোটী টাকা। কাজেই এ সময়ে ভারতে প্রচলিত মোট মুদ্রার (currency) পরিমাণ ছিল ১,১৬০ কোটী টাকার মত। উহার মধ্যে ৫ শত টাকার নোটে ৩২ লক্ষ টাকা, ১,০০০ হাজার টাকার নোটে ১০০ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকা এবং ১০ হাজার টাকার নোটে আনুমানিক ৩ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা চলতি ছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ঐ সময়ে মোট চলতি মুদ্রার মধ্যে ৫০০, ১,০০০ ও ১০,০০০ হাজার টাকার নোটের পরিমাণ ছিল শতকরা দশ ভাগের কিছু উপর। গত এক বৎসরাধিক কালের মধ্যে দেশে চলতি নোটের পরিমাণ ২০৯ কোটী টাকার মত বাড়িয়াছে। উহার মধ্যে ৫০০, ১,০০০ এবং ১০,০০০ টাকার নোট কিভাবে বাড়িয়াছে তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে এই এক বৎসরের মধ্যে মোট চলতি মুদ্রার (নোট, টাকা, আধুলী সমস্ত মিলিয়া) সহিত এক শত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোটের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এখনও এরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, দেশে বর্ত্তমানে যে মুদ্রা চলতি আছে তাহার মধ্যে একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোটের পরিমাণ শতকরা দশ ভাগের খুব বেশী নহে। তাহা হইলে বর্ত্তমানে দেশে উহার পরিমাণ ১৩৭ কোটী টাকার বেশী নহে।

কারখানায় ক্যান্‌টীন্

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যে-সব বিধি ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার মধ্যে ক্যান্‌টীন্ প্রথার প্রবর্তন হলো অন্যতম। ভারতবর্ষে কারখানার মালিকরা প্রথমত শ্রমজীবিদের নানারকম খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের দিকটার ওপরেই বেশি জোর দেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁরা কর্মীদের কল্যাণে তাদের স্বাস্থ্য ও সেই সঙ্গে কর্মপটুতা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারেও সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। ক্যান্‌টীনের মারফৎ কর্মীদের মধ্যে চা পরিবেশন করে' কারখানার মালিকরা একই সঙ্গে ব্যবসা-বুদ্ধি ও সমাজ-সেবার প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

শ্রমজীবিদের কল্যাণের প্রতি মালিকদের এই সচেতনতা লক্ষ্য করেই ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন কারখানার অবস্থা বুঝে ছোটবড় নানা ধরণের ক্যান্‌টীন্ স্থাপন করেছেন। এই সব ক্যান্‌টীনে কর্মীরা আজ বেশ সহজে ও সস্তায় ভালো চা পান করতে পারেন। চায়ের এই ক্যান্‌টীনগুলিকে কেন্দ্র করেই শ্রমজীবিদের সামাজিক কল্যাণের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়ে গড়ে উঠেছে।

আজ প্রায় ন'বছর ধরে বোর্ড এই ক্যান্‌টীন্ স্থাপনের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। এ সম্বন্ধে বোর্ডের বিস্তৃত অভিজ্ঞতার বিবরণ যে-কেউ ইচ্ছে করলেই জেনে নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে "ক্যান্‌টীন্‌স্ ফর্ দি ওয়ার্কার্স" নামক একটি পুস্তিকাও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনার, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড, ১০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠালেই পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়।

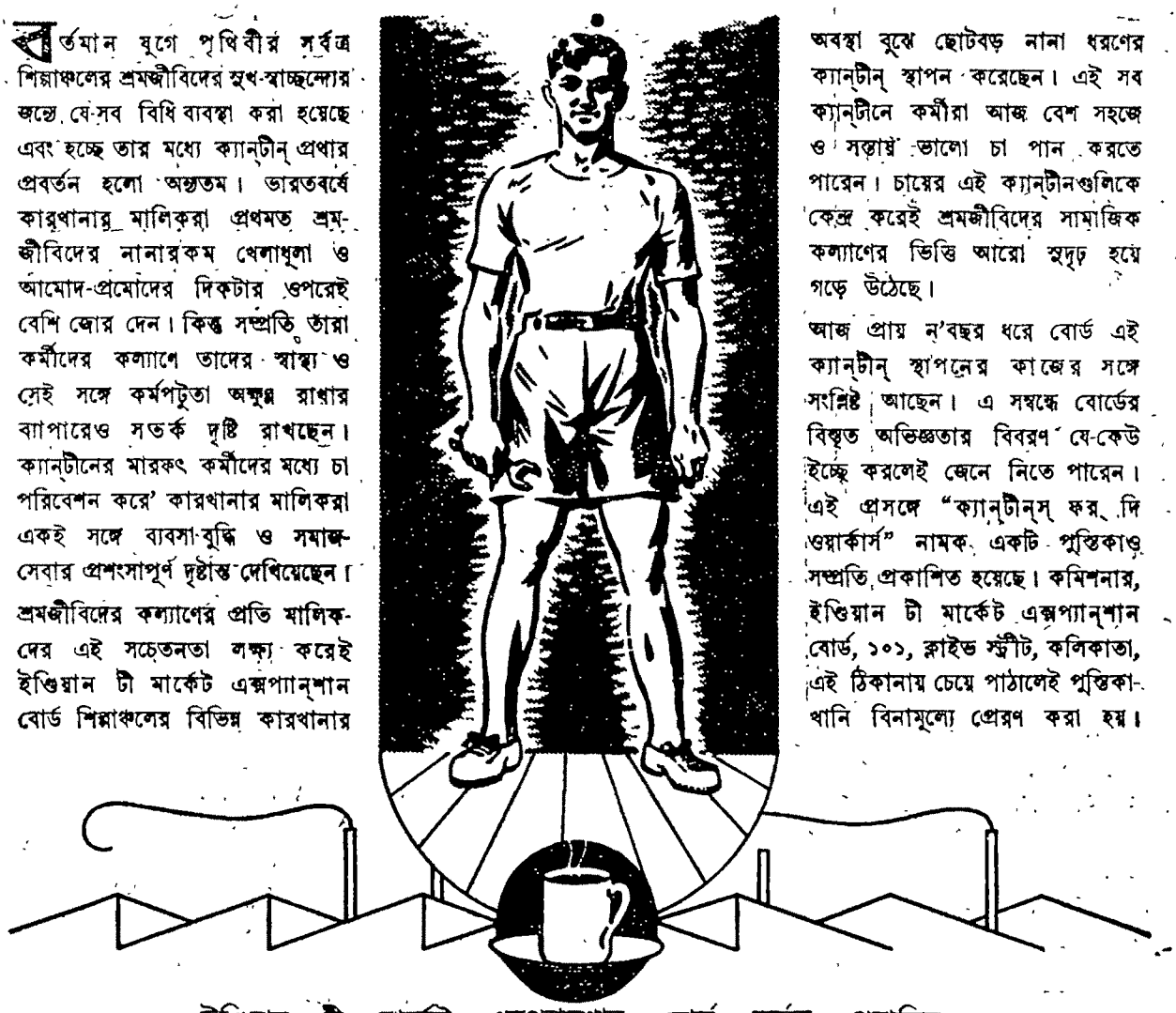

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IE 256

গবর্ণমেণ্টের আলোচ্য অর্ডিন্যান্স দ্বারা দেশে চলতি মুদ্রার এই ১৩৭ কোটী টাকাই প্রভাবান্বিত হইবে। এই মুদ্রারও যে সাকুল্য অংশ অচল হইয়া যাইবে, তাহা নহে। গত ১২ই তারিখে দেশের সমস্ত ট্রেজারী এবং ব্যাঙ্কে একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের যে সব নোট পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণ কত তাহা এখনও জানা যায় নাই। উহার পরিমাণ ৩৬।৩৭ কোটী টাকা হইতে পারে এবং উহা অচল হইবার কোন আশঙ্কা নাই। এই হিসাবে জনসাধারণের হস্তস্থিত একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোটের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০ কোটী টাকা। উহার সমস্ত অংশ চোরাবাজারের নোট নহে। যাহারা সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং যাঁহারা উহার উপর যথাযথ পরিমাণে আয়কর দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও এই নোটের অনেক মালিক রহিয়াছেন। যে নোট চোরাবাজারের লাভ বা ঘুষ সহায়ে অর্জ্জিত হইয়াছে তাহারও একটা অংশ কম মূল্যে সাধারণের নিকট বিক্রীত হইতেছে এবং যথাসময়ে উহার বদলে একশত টাকা বা উহার নিম্ন মূল্যের নোট বাজারে চলতি হইবে, আশা করা যায়। চোরাবাজারের কারবারীদের হস্তস্থিত নোটের যে অংশ ব্যাঙ্ক বা ট্রেজারীতে ভাঙ্গাইবার জন্য উপস্থিত করিতে উহারা সাহস পাইবে না, মাত্র তাহাই চিরদিনের জন্য বাতিল হইবে। শেষ পর্য্যন্ত উহার পরিমাণ ৫০ কোটী টাকার বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে স্থলে নোট ও টাকা, আধুলী ইত্যাদি মিলিয়া দেশে মোট ১,৩৭০ কোটী টাকা চলতি রহিয়াছে সেখানে যদি বাজার হইতে ৫০ কোটী টাকা (শতকরা ৪ ভাগেরও কম) উধাও হয় তাহা হইলে উহা বিশেষ কিছু মুদ্রা-সঙ্কোচ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না এবং এজন্য দেশের শিল্প-বাণিজ্যে মন্দা উপস্থিত হইবে মনে করিবারও কোন হেতু নাই। বিশেষতঃ, যে নোট এতদিন চোরাবাজারে সক্রিয় ছিল তাহা স্বাভাবিকভাবে ও প্রকাশ্যে কাজে লাগান সম্ভব হয় নাই। এজন্য সমষ্টিগতভাবে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উহা তেমন কোন সাহায্য করে নাই। উহা মনে করিলেও বলা যাইতে পারে যে, বাজার হইতে ৫০ কোটী টাকার চোরা নোট উধাও হইলে উহাতে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের কোন প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব হইবে না।

আমরা বিশ্বাস করি, আলোচ্য অর্ডিন্যান্সের ফলে কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারের বাজারে কিছু মন্দা দেখা দিলেও উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। পক্ষান্তরে আলোচ্য অর্ডিন্যান্স জারী হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণের বাজার চড়িয়া গেলেও এবং স্বর্ণের বাজার এখন পর্য্যন্ত চোরা নোটের প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ না হইলেও অদূর ভবিষ্যতে জনসাধারণ অনেক কম মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় করিতে পারিবে। এতদিন চোরাবাজারের টাকা স্বর্ণ ক্রয়ে নিয়োজিত থাকাও এত উচ্চ দরে স্বর্ণ বিক্রয়ের অন্যতম কারণ ছিল। এক্ষণে এই শ্রেণীর ক্রেতা বাজার হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার ফলে বাজারে ধীরে ধীরে স্বর্ণের স্বাভাবিক মূল্য বলবৎ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে স্বর্ণের মূল্য যদি ৬০ টাকায় পরিণত হয় তবে আমরা বিস্মিত হইব না। চোরাবাজারের টাকা এতদিন ধরিয়া বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্যের বাজারেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এক্ষণে এই টাকা অকেজো হওয়াতে দেশে বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও ধীরে ধীরে হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। মোটের উপর জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে গবর্ণমেণ্টের আলোচ্য অর্ডিন্যান্স কল্যাণদায়ক হইবে বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি। অবশ্য এই আশা ফলবতী হইতে কিছুদিন সময় লাগিবে।

দি
চৌমুহনী কমার্শিয়েল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
গ্রাম—জনশক্তি
স্থাপিত—১৯২৭ সাল
রেজিষ্টার্ড অফিস—চৌমুহনী (নোয়াখালী)
কলিকাতা অফিস—
১০৭নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ভারতের সর্ব্বত্র এজেন্সী আছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস, এন, দাশগুপ্ত

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৩০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,০০,০০০৲
শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ
এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

সূতী কাপড়
ও ভারতীয় কার্পাস
নূতন সংস্কৃতি
পূর্ব্বে ভারতীয় কার্পাস তূলায় প্রস্তুত ভারতীয় বস্ত্রাদি সমগ্র জগতে পরম সমাদরের সহিত গৃহীত হইত। এ গৌরব অনেকদিন বিনষ্ট হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য বর্ত্তমান রূপ ও রুচি-সঙ্গত আমাদের মিলজাত বস্ত্রসম্ভার আমাদেরই নিজ জমিতে চাষ করা ভারতীয় কার্পাস তূলায় বয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর নিজ জমিতে তূলার চাষ অচিরে আরম্ভ করিবার বন্দোবস্ত বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।
বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র মহাশয় এই কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন।
রাজকুমারী
কটন মিলস লিঃ
১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৪৪৯৮

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

(৭) ঘৃত ও মাখন।

যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় ঘৃত ও মাখনের মূল্য যুদ্ধের মূল্যের অনুপাতে সুলভ ছিল। একটু বেশী মূল্য দিলে বিশুদ্ধ ভয়সা ঘি পাওয়া তত কষ্টকর ছিল না। কৌটায় সংরক্ষিত মাখনও বর্ত্তমানের তুলনায় কম মূল্যেই বিক্রয় হইত। তখনকার সময়ে কলিকাতা সহরে গাওয়া ঘি প্রতি সের ১॥০ আনা হইতে ৩৲ টাকা, ভয়সা ঘি ১৵০ আনা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে পাওয়া যাইত। যুদ্ধের দরুণ ভয়সা ঘৃতের মূল্য প্রতি সের ৪৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং ৬৲ টাকা ৭৲ টাকা সের দরেও ভাল গাওয়া ঘি জোগাড় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যুদ্ধের দরুণ অন্যান্য প্রদেশ এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য হইতে ঘৃত এবং মাখনের রপ্তানী নিষিদ্ধ হওয়ায় কলিকাতা সহরে ঘৃত ও মাখনের যোগান পূর্ব্বের তুলনায় অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। সরকারী ব্যবস্থায় যে পরিমাণ ঘৃত এবং মাখন আমদানী হইতেছে তাহা কলিকাতার প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। পল্লী অঞ্চলসমূহে দুগ্ধবতী গরু-মহিষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার দরুণও বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতে কলিকাতায় ঘৃতের আমদানী পূর্ব্বের তুলনায় বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় ভয়সা ঘৃতের প্রচলনই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজপুতানার বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য হইতে কলিকাতায় ভয়সা ঘি আসিয়া থাকে। সংযুক্ত প্রদেশের খুর্জা, হাথরাস, সিকোয়াবাদ, এটোয়া, বালিয়া, আলিগড় এবং বিহার প্রদেশের দ্বারভাঙ্গা, দানাপুর এবং মধুবাণী প্রভৃতি স্থান কলিকাতায় ঘৃত রপ্তানীর বিশিষ্ট কেন্দ্র। প্রতি বৎসর প্রায় ১ লক্ষ মণ ঘৃত এই সমস্ত কেন্দ্র হইতে কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ঘৃতের যে মূল্য ছিল তদনুযায়ী ইহার দাম প্রায় ২½ কোটী টাকা। বর্ত্তমান বাজার দর মত ইহার মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৬ কোটী টাকা।

আমদানীকৃত ঘৃত বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় প্রায় এক শত বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী পাইকারী বিক্রেতা আছে। ইহারা সকলেই অর্থবান এবং পুরুষানুক্রমে ঘৃতের ব্যবসায়ে লিপ্ত। আমদানীকৃত ঘৃত পৌঁছার পর ব্যবসায়িগণ ঘৃতের শ্রেণী বিভাগ করিয়া বিভিন্ন 'ব্র্যাণ্ড' বা নামে বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। কলিকাতায় এরূপ প্রায় ২০টী 'ব্র্যাণ্ড' প্রচলিত ছিল। কোন কোন 'ব্র্যাণ্ড' বাজারে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং জনসাধারণ মার্কা বা নাম দেখিয়াই নির্ব্বিচারে তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। পাইকারী ব্যবসায়িগণের মধ্যে নগদ দাম এবং দালালী—উভয় প্রথাতেই বেচা-কেনার রীতি প্রচলিত আছে। সংযুক্ত প্রদেশ এবং বিহার হইতে নগদ দাম কিংবা পরে মূল্য দেওয়ার চুক্তিতে ঘৃত আমদানী হয়। কলিকাতার ব্যবসায়ী প্রতি মণে—৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ করিয়া ইহা বিক্রয় করিয়া দেয়। দালালী প্রথামতে আমদানীকৃত ঘৃতের মূল্য পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হয় না। ঘৃত কলিকাতায় পৌঁছিয়া বিক্রয় হওয়ার পর বিক্রয় মূল্যের উপর আমদানীকারক একটা কমিশন কাটিয়া বাকী টাকা রপ্তানীকেন্দ্রে পাঠাইয়া দেয়। কমিশনের হার সাধারণতঃ টাকায় এক আনা। কোন কোন ব্যবসায়ী নিকৃষ্ট একটি বা একাধিক 'ব্র্যাণ্ডের' স্থানীয় এজেন্ট। ইহাদের কমিশনের হার সারা বৎসরের জন্য পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অন্যান্য প্রদেশের ভয়সা ঘি ব্যতীত কলিকাতা সহরে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতেও প্রতি বৎসর ঘৃত আমদানী হইয়া থাকে। যশোহর, পাবনা, রাজসাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, নদীয়া, বর্দ্ধমান এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে অনিয়মিতভাবে ঘৃত আসিয়া থাকে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিং অঞ্চল হইতেও ঘৃত আমদানী হয়। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতে যে ঘৃত আমদানী হয় তাহার বেশী ভাগই গাওয়া ঘি এবং সাধারণতঃ সহরের বাঙ্গালী অধিবাসিগণই ইহার একমাত্র ক্রেতা। বাহির হইতে আমদানীকৃত ঘৃতের তুলনায় কলিকাতা সহরে বাঙ্গলার উৎপন্ন ঘৃতের যোগান কম। ঘৃতের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সাধারণতঃ মৃদু উত্তাপে গাওয়া ঘৃত প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কারণে ইহার গন্ধ ও স্বাদ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভয়সা ঘৃতের অনুপাতে মূল্য বেশী বলিয়াও গাওয়া ঘৃতের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম। গাওয়া ঘৃতে ভেজালের পরিমাণ বেশী থাকে বলিয়াও জনসাধারণের মধ্যে ধারণা আছে। এই সমস্ত কারণে কলিকাতা সহরে বাঙ্গলায় উৎপন্ন ঘৃত বিক্রয়ের ব্যবসায় তেমন প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীমাত্রেই গাওয়া ঘৃতের পক্ষপাতী। সততা ও অধ্যবসায়ের সহিত বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে লোকসান হওয়ার কথা নয়। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলে শীত এবং গ্রীষ্মের কয়েক মাসে প্রচুর

ON THEIR PERFORMANCE RECORDS

FIRST CHOICE

AROUND THE WORLD!

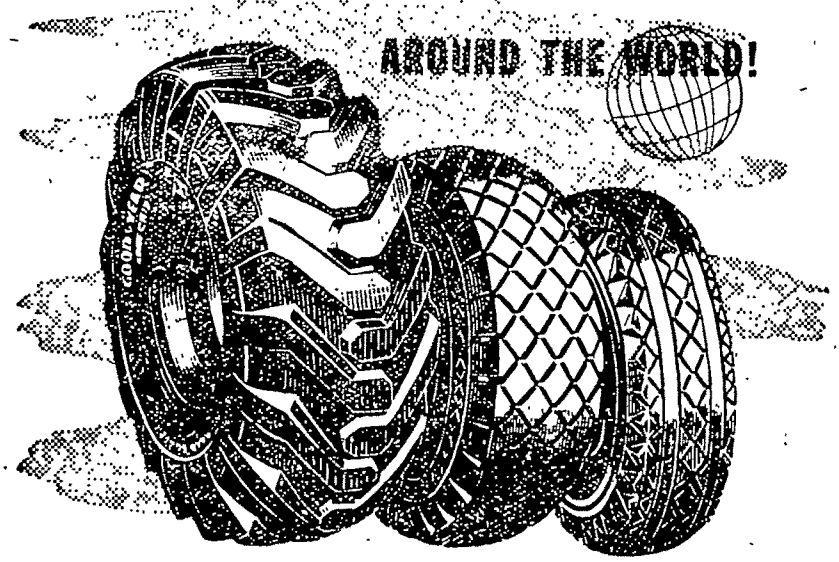

বিগত ৩০ বৎসরকাল ধরিয়া একথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে যে, "অন্য কোন প্রস্তুতকারকের প্রস্তুত টায়ার অপেক্ষা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেশীর ভাগ লোকে গুড ইয়ার টায়ারই ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

ইহার কারণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গুড ইয়ারের এই শ্রেষ্ঠ টায়ারগুলি যে উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হউক না কেন, ইহাদের কার্য্যকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কৃষিক্ষেত্র, রাজপথ, রাস্তানির্ম্মাণকার্য্য এবং গঠনকার্য্যে গুড ইয়ার টায়ার সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়, টেঁকসই এবং অন্যান্য বেকারের টায়ারের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। অতিরিক্ত মাইল চলাচল, ন্যূনতম খরচ ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাপত্তাই গুড ইয়ার টায়ারের বৈশিষ্ট্য।

গুড ইয়ার টায়ারের অতুলনীয় অবদানসমূহের জন্যই উহার পক্ষে এই অনুপম সমাদর লাভ সম্ভব হইয়াছে। উহার জন্যই গত ৩০ বৎসর ধরিয়া সমস্ত পৃথিবীর লোক গুড ইয়ার টায়ারকেই প্রথমে মনোনীত করিয়া আসিতেছেন।

GOOD YEAR TYRES

NO 107

MORE PEOPLE, MORE TONS THE WORLD OVER RIDE ON GOODYEAR TYRES THAN ON ANY OTHER MAKE

ঘৃত উৎপন্ন হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন কোন অঞ্চলে বার আনা হইতে একটাকা সের দরেও ঘৃত বিক্রয় হইয়াছে।

ভয়সা এবং গাওয়া ঘৃতের পরিবর্ত্তে উদ্ভিজ্জ ঘৃতের (Vegetable Ghee) প্রচলন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সরিষার তৈল দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে উদ্ভিজ্জ ঘৃতের চাহিদা বর্ত্তমানে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি মাসে প্রায় ২৫ হাজার মণ উদ্ভিজ্জ ঘৃত বিক্রয় হয়। ইহার প্রায় অর্দ্ধেক আসে বোম্বাই এবং সংযুক্তপ্রদেশ হইতে। বাকী অর্দ্ধেক স্থানীয় একটী কারখানাতে উৎপন্ন হয়। দেশের অভ্যন্তরে উদ্ভিজ্জ ঘৃতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার নানারূপ সুবিধা-সুযোগ প্রদান করিবেন বলিয়া সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন। হাওড়া এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে উদ্ভিজ্জ ঘৃতের কয়েকটী কারখানা স্থাপনের বর্ত্তমানে যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। বাঙ্গলার শিল্পব্যবসায়িগণ এই সুযোগ উপেক্ষা করিলে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলাদেশে নূতন করিয়া উদ্ভিজ্জ ঘৃতের কারখানা স্থাপন করা দুরূহ ব্যাপার হইবে।

কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে ঘৃতের তুলনায় মাখনের ব্যবহার খুব কম। সারা বৎসরে কলিকাতায় প্রায় ২৫ হইতে ৩০ হাজার মণ মাখন আমদানী হয়। মাখন বলিতে কৌটায় সংরক্ষিত মাখনই (Tinned Butter) আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি। কিন্তু কৌটার মাখন ব্যতীত টীন ভর্ত্তি হইয়া খোলা মাখনও কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। একমাত্র বিহার প্রদেশ হইতেই প্রতি বৎসর প্রায় ৭।৮ হাজার মণ খোলা মাখন কলিকাতায় আসিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আসানসোল, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও প্রতি বৎসর প্রায় ২ হাজার মণ মাখন আমদানী হয়। বিহার হইতে আমদানীকৃত মাখন পাইকারী বিক্রয়ের জন্য স্থানীয় কোন ব্যবসায়ী নাই। যে সমস্ত ব্যবসায়ী মাখন রপ্তানী করিয়া থাকে কলিকাতায় তাহাদের আফিস কিম্বা বেতনভোগী এজেণ্ট বা কর্ম্মচারী আছে।

কৌটায় সংরক্ষিত মাখন বোম্বাই প্রদেশ, সংযুক্ত প্রদেশের আলীগড়, দার্জ্জিলিং এবং শিলং হইতে আমদানী হয়। একমাত্র বোম্বাই প্রদেশ হইতেই প্রতি বৎসর প্রায় ছয় হাজার মণ কৌটার মাখন আসিয়া থাকে। বোম্বাইয়ের অন্তর্গত আমেদাবাদ মাখন রপ্তানীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় কেন্দ্র। আমেদাবাদ হইতে কলিকাতায় প্রতি বৎসর ৪ হইতে ৫ হাজার মণ পর্য্যন্ত মাখন আমদানী হয়। আলীগড় হইতে আমদানীর পরিমাণ বার্ষিক ২।৩ হাজার মণ। দার্জ্জিলিং এবং শিলং হইতে আমদানীর পরিমাণ আরও কম।

বোম্বাই, আলীগড় ও শিলং ব্যতীত কৌটায় সংরক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর মাখন নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া হল্যাণ্ড, এবং ইংলণ্ড হইতেও আমদানী হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিদেশী মাখন সাধারণতঃ সাহেবী হোটেল-রেষ্টুরেণ্ট এবং শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের গৃহে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের ২ হাজার হন্দর (প্রায় ৩ হাজার মণ) বিদেশী মাখন আমদানী হইত। যুদ্ধের দরুণ সৈন্য সমাবেশ এবং কলিকাতায় ইউরোপীয় ও আমেরিকান অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে বিদেশ হইতে পূর্ব্বের তুলনায় আরও বেশী পরিমাণ মাখন আমদানী হইতেছে।

মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় ঘৃত ও মাখন ব্যবহার করা সম্ভবপর হইতেছে না। কিন্তু উচিত মূল্য দিয়াও যে ঘৃত পাওয়া যায় তাহাতে ভেজালের মাত্রা এত বেশী যে, ক্রেতাকে পুনরায় ঘৃত ও মাখন ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রয়োজন সত্ত্বেও দমন করিতে হয়। দুগ্ধে জলের ভাগ বেশী হইলে তাহা ধরা পড়ে। কিন্তু নানাবিধ পশুর চর্ব্বি ও নারিকেল তৈল প্রভৃতি মিশ্রণের ফলে ঘৃত এবং মাখনের ভেজাল সহজে বোধগম্য হয় না। ভেজাল খাদ্য বিক্রয় সম্পর্কে কর্পোরেশনের যে আইন আছে, ঘৃত এবং মাখন তাহার অন্তর্গত। কিন্তু আইন থাকা সত্ত্বেও গোয়ালাগণ জলমিশ্রিত দুগ্ধ বিতরণ করিতেছে। অসাধু ব্যবসায়িগণও তদ্রূপ আইনের দণ্ড এড়াইয়া প্রকাশ্যে ভেজাল ঘৃত ও মাখন বিক্রয় করিতেছে। বাঙ্গলা সরকারের পাবলিক হেলথ লেবরেটরীতে এই সমস্ত ভেজাল খাদ্যবস্তু পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু পরীক্ষার জন্য পারিশ্রমিক দিতে হয় বলিয়া ক্রেতা জনসাধারণের মধ্যে এই সুযোগগ্রহণের উৎসাহ নাই। ভেজাল খাদ্য পরীক্ষার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনেরও একটী পরীক্ষাগার আছে। মাঝে মাঝে কর্পোরেশনের মুখপত্র মিউনিসিপাল গেজেটে ভেজাল খাদ্য বিক্রয়ের জন্য অপরাধীদের নাম, ধাম এবং সামান্য জরিমানার বিবরণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ঘৃত ও মাখনে ভেজালের মাত্রা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এবং কর্পোরেশন ভেজাল খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না করিলে ভেজাল বিক্রয়ের ব্যবসা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা নাই এবং ইহা বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত জনস্বাস্থ্য সর্ব্বদাই বিপন্ন থাকিবে।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,১৮,৯০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৬,০৯,৩০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৫ তারিখে) ৯৭,৩৬,৬৭,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এইচ, সি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেন্টস্ : বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেন্ট : দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট ; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট ; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; হাটখোলা—৭৫, শোভাবাজার ষ্ট্রীট ; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্রিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মোগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংখি, বক্সার। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড
গ্রাম : ইকমিক্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪
হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা
বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, রবার্টসগঞ্জ, জৈতপুর, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া, মোরাদাবাদ, গান্ধিনগর, দিল্লী, মীরাট, আগ্রা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
মেহেরপুর শাখা গত ১৮ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

চট্টগ্রামের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী দেশ-ব্যাপী প্রচণ্ড বিক্ষোভ-বেদনার সৃষ্টি করিয়াছে। ইংরেজ রাজত্বে বাস করিয়া আমরা যে কত অসহায় সেই নিষ্ঠুর সত্যের আরও একটি মর্ম্মান্তিক প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় জমা হইয়া রহিল।

গত ৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে চট্টগ্রামের উপকণ্ঠস্থ কাহারপাড়া গ্রামে সিভিল পাইওনিয়ার ফোর্সের একদল লোক প্রবেশ করে। তারপর সেখানে যে সব কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হইবে। নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের অপরাধ তাহারা ঐ নরপশুদের কামাগ্নির মুখে তাহাদের গ্রামের মেয়েকে আহুতি-স্বরূপ ছাড়িয়া দিতে রাজী হয় নাই। সুতরাং পশুর দল নির্ব্বিচারে সমস্ত গ্রামের উপর নারকীয় অত্যাচার আরম্ভ করে—পেট্রল ঢালিয়া বাড়ী-ঘর পোড়াইয়া, আগুনে ও পুকুরের জলে বৃদ্ধকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, নারীর উপর বলাৎকার করিয়া তাহারা না করিয়াছে এমন কোন অত্যাচার বাকী ছিল না!

সংবাদ পাইয়া চট্টগ্রামের কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির স্থানীয় নেতা ও কর্ম্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যান। আহতদের সেবা, গৃহহীনদের সাময়িক বসবাস, মৃতের প্রিয়জনদের সান্ত্বনা, অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে চট্টগ্রামে বিভিন্ন দলের যে মিলিত প্রয়াস লক্ষিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতের পক্ষে আশা-ভরসার কথা। মহাত্মা গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি আজাদ প্রমুখ নেতৃগণ এই শোচনীয় চণ্ডলীলার নিন্দা করিয়া দুর্গতদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। চট্টগ্রামে ও কলিকাতায় এবং আরও অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত জনসভায় অপরাধীদের শাস্তিবিধানের দাবী জানাইয়া প্রবল বিক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে সুখের বিষয় বলিতে হইবে, চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ঘটনা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাকে আমরা প্রকৃত ঘটনার পূর্ণ বিবরণ বলিতে না পারিলেও উহাতে আসল ব্যাপার যথাসম্ভব চাপিয়া যাইবার সরকারী চিরাচরিত প্রয়াস কোথাও নাই। আশা করি উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ অত্যাচারীদের কঠোর শাস্তি ও অত্যাচারিতদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে অযথা বিলম্ব করিবেন না।

* * *

গত সপ্তাহের আর একটি শোচনীয় ব্যাপার ডায়মণ্ডহারবার দুর্ঘটনা। ১২ই জানুয়ারী সকালে গঙ্গাসাগর যাত্রীরা ষ্টীমারে উঠিতে গেলে জেটি ভাঙ্গিয়া ১৩ জন নিহত ও ১২৫ জন আহত হয়। সন্ধ্যাবেলা অপর একটি জেটিতে যাত্রীরা আর একটি ষ্টীমারে উঠিতে গেলেও সেদিনের প্রভাতেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিল। এবারে মৃত্যু হইল ১৫০ জন যাত্রীর। জোয়ারের জলে কেহ ভাসিয়া গিয়াছে কি না এবং ভাসিয়া গিয়া থাকিলে তাহাদের সংখ্যা কত, সেই সব সঠিক হিসাব পাইতে আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

উপর্য্যুপরি এই দুই শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে? ষ্টীমার কোম্পানী যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহা সন্তোষজনক নহে। স্থানাভাবে আমরা এখানে ঐ রিপোর্টের আলোচনা করিতে পারিলাম না। ষ্টীমার কোম্পানীর বিবৃতির প্রতিবাদ করিয়া ডায়মণ্ডহারবারের স্থানীয় কংগ্রেস নেতার ও কলিকাতা হইতে তদন্তের জন্য প্রেরিত কংগ্রেস প্রতিনিধির যে দুইটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মূলতঃ কে দায়ী তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ তদন্ত করিয়া যে প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে পর্য্যন্ত জেলা বোর্ড ও ষ্টীমার কোম্পানীকে অনেকাংশে দায়ী করা হইয়াছে। আশা করি, গবর্ণমেণ্ট অগৌণে ব্যাপক তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন। মানুষের জীবন লইয়া যাহারা খেলা করে তাহাদের কঠোর শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* * *

আলীপুর প্রেসিডেন্সী জেল ও দমদম সেণ্ট্রাল জেলে মহাত্মা গান্ধী বহুসংখ্যক নিরাপত্তা বন্দীর সহিত দেখা করিয়াছেন। প্রকাশ, অহিংস-নীতি সম্পর্কে নাকি বন্দীদের সহিত মহাত্মাজীর আলোচনা হইয়াছে। ইঁহাদের মুক্তির জন্য মহাত্মা গান্ধী আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন অনুমান করিলে ভুল হইবে না। এই অবরুদ্ধ দেশভক্তদের বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এখনও আটকাইয়া রাখিয়া নাৎসী-সুলভ মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিতেছেন।

বাঙ্গলা ও আসামে ৪৮ দিন অবস্থানের পর মাদ্রাজ যাইবার প্রাক্কালে মহাত্মাজীর বাঙ্গলার দুইটি কারাগারে আটক বন্দীদের সহিত সাক্ষাৎ ও বাঙ্গলার গবর্ণরের সহিত তাঁহার আরও একবার (ইহা লইয়া এই সাতবার) আলোচনা হওয়ায় বন্দী-মুক্তি সম্পর্কে স্বভাবতঃই একটা ভরসার ভাব দেখা দিয়াছে। ১৮ই জানুয়ারী মহাত্মাজীও সোদপুর আশ্রমে প্রার্থনা সভায় বলিয়াছেন, তাঁহার বাঙ্গলায় আগমনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। বাঙ্গলার পুনর্গঠনে দুইটি প্রশ্নই বড়—একটি রাজনৈতিক, আর একটি বৈষয়িক। বাঙ্গলার বর্ত্তমান রাজনৈতিক সমস্যা মূলতঃ বন্দী-মুক্তি সমস্যা। এই কারণেই মহাত্মাজীর উপরোক্ত মন্তব্যকে কেন্দ্র করিয়া সংবাদপত্রে ও বিভিন্ন মহলে জোর জল্পনা-গবেষণা চলিতেছে। শুনা যাইতেছে, সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের সহিত জড়িত থাকার সন্দেহে অবরুদ্ধ বন্দী-সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে। এই গুজব সত্য হউক, সমগ্র দেশের তাহাই কামনা।

* * *

স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সম্প্রতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, "বর্ত্তমানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছে তাহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আমরা যদি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে চাই, তবে আমাদিগকে আঞ্চলিক যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া পৃথক নির্ব্বাচন প্রথার বিষময় ফল বিনষ্ট করিতে হইবে।"

* * *

বৃটিশ পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদলের একমাত্র মহিলা সদস্য মিসেস নিকোল নয়াদিল্লীতে এক

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত্

ভবিষ্যতে সুখ-শান্তি ভোগের জন্য সুখস্বপ্নই বর্ত্তমানকে ক'রে তোলে কর্ম্মময়—সেই কর্ম্মশক্তির উদ্দীপনা মানুষকে এনে দেয় আয়ের সংস্থান—তখন মানুষ উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রতে যায় ভুলে—স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে।

*

ভবিষ্যতের আশা পূরণ ক'রতে হ'লে যে সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় চালিত হওয়া দরকার উহাই—

!!!

ক্যালকাটা
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাংবাদিকের নিকট বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এই প্রতিনিধিদল ঘরে ফিরিলে পর বৃটেন চমকিত হইবে। আমি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, বড়-লাটের প্রাসাদকে কলেজ বা হাসপাতাল কিংবা অনুরূপ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। আমাদের সৃষ্ট এই রৌদ্রে-শুকানো আমলাতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন আমাদেরই করিতে হইবে। প্রকৃত অবস্থা যে এতখানি শোচনীয় পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমি ইতিমধ্যেই বীভৎস সব দৃশ্য দেখিয়াছি। ভারতের শ্রমিক ও অনুন্নতদের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছেন? কিছুই না। আমরাই যত গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছি, এখন আমাদেরই শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অখণ্ড ভারত অত্যাবশ্যক। অবশ্য সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকিবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি কিরূপ অনর্থের সৃষ্টি করিতে পারে, ইউরোপখণ্ড তাহার এক দৃষ্টান্ত। ইউরোপকে বড় বেশী কাটাছাঁটা করা হইয়াছে, উহারই ফলে অশান্তি অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের সমস্যা দেখা দিয়াছে।"

* * *

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অধ্যাপক আলবার্ট আইন্-ষ্টাইন ওয়াশিংটনে ইঙ্গ-মার্কিন কমিটির (প্যালে-ষ্টাইন সম্পর্কে) সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে বলেন, "বৃটিশ অফিসর ও দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে তথায় (প্যালে-ষ্টাইনে) একপ্রকার ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করা হইয়াছে। বৃটিশরাই উদ্যোগী হইয়া প্যালে-ষ্টাইনে গোলযোগের সৃষ্টি করিতেছে। আমার অভিমতে, বর্ত্তমান প্যালেষ্টাইন বর্ত্তমান ভারত-বর্ষেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।"

* * *

বৃটিশ সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া হইতে দিবেন না বলিয়া মিঃ চার্চ্চিল যে সদম্ভ প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন সেই হুমকি আমরা ভুলিয়া যাই নাই। কিন্তু শোষণপুষ্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষক কেবল রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব কর্ণধার মিঃ চার্চ্চিলই নহেন, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আমলেও তথাকথিত শ্রমিক দলের অন্যতম বিশিষ্ট মুখপাত্র সম্প্রতি নিউইয়র্কে গিয়া এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন, "রাজতন্ত্র এক মহৎ বিধান। আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যের দেউলিয়া ঘটাইবার কাজ সমর্থন করিতে পারি না। ব্লিৎসের (জার্ম্মান বিমান অভিযান) সময় এবং বর্ত্তমানের কঠিন অবস্থায় বৃটিশ রাজতন্ত্রের যে পরিচয় আমি পাইয়াছি তাহাতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর বিভিন্ন অংশ সংযুক্ত রাখিতে রাজতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা।"

* * *

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বহু দিন। তথাপি ভারতবর্ষ হইতে অসংখ্য বিদেশী সৈন্যের দুঃসহ বোঝা কেন অপসারিত হইতেছে না? এই প্রশ্ন কেবল আমা-দেরই নয়, বিদেশী সৈন্যরা নিজেরাও এই প্রশ্নের জবাব দাবী করিতেছে। গত ১৩ই জানুয়ারী কলিকাতার একটি পার্কে পাঁচ হাজার মার্কিন সৈন্যের এক সভায় ভারত ও ব্রহ্মে যে সব আমেরি-কান সৈন্য রাখা আবশ্যক নয় তাহাদিগকে অবিলম্বে স্বদেশে প্রেরণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণ-মেণ্টকে অনুরোধ জানান হইয়াছে। উক্ত সভায় জনৈক সৈনিক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা জার্ম্মানী ও টোকিওতে সৈন্য রাখার কারণ বুঝিতে পারি, কিন্তু ভারতে সৈন্য রাখার স্বপক্ষে কোনও যুক্তি নাই—কেন-না এখানে তাহাদের কিছুই করিবার নাই।"

* * *

চীনের জটিল রাজনীতি অদ্ভুত ও দুর্ব্বোধ। ১০ই জানুয়ারী এই মর্ম্মে সংবাদ আসিল: চীনের গৃহ-বিরোধের অবসান হইল। বিস্তর টালবাহনার পর উভয় পক্ষের সুবুদ্ধির জয় হইয়াছে। চীনা গবর্ণ-মেণ্ট ও কমিউনিষ্ট প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে মীমাংসায় পৌঁছিয়া উভয় পক্ষের সশস্ত্র বাহিনীকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য নির্দ্দেশ জানাইয়া-ছেন।

আমরা উল্লসিত হইয়া আশা করিয়াছিলাম, চীনের সুদীর্ঘ ১৮ বৎসরের গৃহ-বিবাদের রক্তাক্ত অধ্যায় বুঝি সত্য সত্যই এবার সাঙ্গ হইতে চলিল। কিন্তু পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, চীনা গবর্ণমেণ্ট-বাহিনী উত্তর অঞ্চলের এক স্থানে নূতন অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। তার পরের সংবাদে প্রকাশ, মীমাংসার কথাবার্ত্তা তথাপি পুরাদমেই চলিতেছে। ইহার পরেই যে সর্ব্বশেষ সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, কমিউনিষ্ট বাহিনীও এক আক্রমণ সুরু করিয়াছে।

চীনের পরিস্থিতি ধূম্রাচ্ছন্ন। এই শোচনীয় অবস্থার অবসান একান্ত আবশ্যক। ভারতে ও চীনে অখণ্ড স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল এশিয়ারই নহে, সমগ্র দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলার কোন আশা নাই।

* * *

গত ১০ই জানুয়ারী লণ্ডনে পৃথিবীর ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের লইয়া সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সঙ্ঘের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এই নূতন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রসচিব মঃ হেনরী স্পাক। বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে সম্মিলিত জাতি-সমূহের নিরাপত্তা সংসদ (সিকিউরিটি কাউন্সিল)। দুনিয়ার শান্তি বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন জাতির সৈন্যদল আহ্বানের ক্ষমতা ইহারই হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে। প্রধান পঞ্চশক্তি—বৃটেন, রুশিয়া, চীন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই নিরাপত্তা কাউন্সি-লের স্থায়ী সদস্য। তাহা ছাড়া অষ্ট্রেলিয়া, মিশর, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, মেক্সিকো ও ব্রেজিলও এই কাউন্সিলে থাকিবে। ইহারা অস্থায়ী সদস্য।

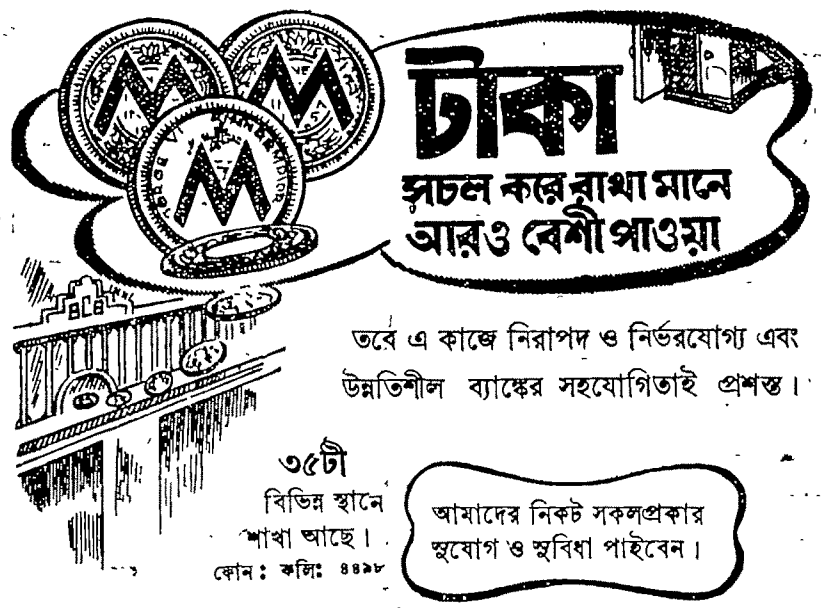

তবে এ কাজে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য এবং উন্নতিশীল ব্যাঙ্কের সহযোগিতাই প্রশস্ত।

৩৫টী বিভিন্ন স্থানে শাখা আছে।
ফোন: কলি: ৪৪৯৮

আমাদের নিকট সকলপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

পোষ্ট বক্স ২৪০৩: হেড অফিস ১৫বি ক্লাইভ রো, কলিকাতা টেলিগ্রাম: [illegible] কলি:

D64UPG.

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস :—
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্: ২০৪৪
গ্রাম—যেশখু

শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল,
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
শাখা :—খুলনা।
যশোহর, নড়াইল ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

এরূপ রাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা শান্তিকামী মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমরাও স্বীকার করি। এই জাতীয় আন্তর্জ্জাতিক সংগঠনের সুষ্ঠু কর্ত্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়াই পৃথিবীর স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই ধরণের বিশ্বপ্রতিষ্ঠানের উপর বিরূপ মনোভাব দেখাইবে কেবলমাত্র নৈরাশ্যবাদী মহল। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে এই কথার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া চাই যে, নূতন রাষ্ট্রপুঞ্জ সঙ্ঘ বিশ্বশান্তির জন্য প্রকৃতই ইচ্ছুক। নতুবা পুরাতন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মত এই সদ্যোজাত বিশ্বসঙ্ঘও একদিন লোক-দেখানো প্রহসনে পর্য্যবসিত হইবে। মহৎ আদর্শ-প্রণোদিত এই নবগঠিত আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের যে সেই দশা হইবে না তাহা বলিবার মত ভরসা কোথায়। ইন্দোচীনে ও ইন্দোনেশিয়ায়, চীনে ও ভারতবর্ষে, ইরাণে ও প্যালেষ্টাইনে ক্ষমতাক্ষিপ্ত সাম্রাজ্যবাদের এখনও যে সব কূট চক্রান্ত চলিতেছে তাহাতে লণ্ডনের সাড়ম্বর প্রথম অধ্যায় রণশ্রান্ত বিশ্ববাসীর মনে কতটুকু ভরসার আলো জ্বালিবে? নিপীড়িত ভারতের অধিবাসী আমরা; আমাদের মনে এই প্রশ্নই বার বার দেখা দিতেছে। এখনও উহার সদুত্তর আমরা পাইতেছি না। ভারত এখনও পরপদানত, শোষিত, বুভুক্ষিত।

* * *

লণ্ডনের ঐ ঐতিহাসিক প্রথম অধিবেশনে ভারতের পক্ষ হইতেও প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রতিনিধি নহে, সরকারী ভারতের প্রতিনিধি। সংবাদ আসিয়াছে, ভারতবর্ষ বিশ্বপ্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তবে আর কি! এই সম্পর্কে বিলাতে ডাঃ কৃষ্ণ মেনন আমাদের হইয়া স্পষ্ট ভাষায় শুনাইয়া দিয়াছেন, "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে আরও একবার ভারতের বিকৃত প্রতিনিধিত্ব হইল। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যরা যে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন না, তাহা সকলেরই জানা আছে। অথচ এরূপ একজনকেই ভারতের প্রতিনিধি করিয়া পাঠান হইয়াছে। তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ পালন করেন, আর ভারত গবর্ণমেণ্ট করেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ পালন।"

সুতরাং নূতন বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধি মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনেরই প্রতিনিধি, ভারতের নহে। মিঃ কৃষ্ণ মেননের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার 'নিউ টাইমস' পত্রিকাও মন্তব্য করিয়াছেন, "যে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ জাতিসমূহের সাম্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি মানিয়া লইয়াছে ভারতবর্ষ তাহারই সভ্য হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত নীতির আওতার বাহিরে পড়িয়া আছে। ইহা রীতিমত স্ববিরোধী ব্যাপার। ...এই উপনিবেশে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে। ইহাদের প্রাথমিক রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করায় শান্তি ও আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষায় আরও বেশী বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে।"

* * *

ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেখক জর্জ্জ ম্যালকম টমসন 'ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের অধিবাসীদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ছিল মাত্র ৫ পাউণ্ড এবং সাধারণ ইংরাজের বার্ষিক আয় ইহার ৩৩ গুণ। ভারতের ৪০ কোটি অধিবাসীর অধিকাংশকেই একরূপ অনাহারে কাটাইতে হয়। যুদ্ধের অতিরিক্ত চাপ যখন এই জাতির উপর পড়ে তখন নানা বরাদ্দব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করে না—আত্মপ্রকাশ করে নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধন, বৈষয়িক গোলযোগ ও মুদ্রাস্ফীতিতে এবং এই সবের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে দুর্ভিক্ষে।"

মিঃ টমসনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে রমেশ দত্ত, গোখেলে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের বিশেষজ্ঞগণ পর্য্যন্ত ভারতের জনগণের মাথা পিছু বার্ষিক আয় সম্পর্কে যে মোট হিসাব বাহির হইয়াছে (অবশ্য সরকারী হিসাবে পরিমাণ আরও বেশী) তাহাতে আমাদের মাথা পিছু বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ৫ পাউণ্ডেরও কম। এই সব হিসাব মিঃ টমসনের বোধ হয় জানা নাই।

* * *

নয়া দিল্লীতে প্রায় দুই বৎসর পরে ভারতের নরেন্দ্রমণ্ডলের বাৎসরিক অধিবেশনে বড়লাট এক অভিভাষণ দিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলালের ভাষায় যাঁহারা "মধ্যযুগের কঙ্কাল" ও "স্বৈরাচারের মূর্ত্ত প্রতীক", দেশীয় রাজ্যের সেই নৃপতিবৃন্দকে লর্ড ওয়াভেল আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন, "আমি আপনাদের এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি, আপনাদের ও আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান আছে, আপনাদের সম্মতি ছাড়া তাহা পরিবর্ত্তন করার কোন ইচ্ছাই আমাদের নাই।"

অর্থাৎ নৃপতিগণ যদি কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে দিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে ওয়াভেল-পরিকল্পিত স্বাধীন (?) ভারতে রাজস্থান (পাকিস্তানের দাবীর মত) কায়েম থাকিবে!

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া
লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী
লিমিটেড
স্থাপিত—১৮৯৭ সাল
—উন্নতির পরিচয়—
সম্পত্তির পরিমাণ
৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ
১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ
৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর
বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।
ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ
চীফ এজেণ্টস্
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম
২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

আজ ব্যাঙ্ক নোটের যে বিভীষিকায় সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তার সব চেয়ে ভাল প্রতিকার হ'ত —যদি টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখতেন এবং তার একটা নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—
আসাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৭১।২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আমাদের চরমুগুরিয়া শাখাও শীঘ্রই খোলা হইতেছে

ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস—কুমিল্লা
স্থাপিত—১৯২৮ ইং
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫, লোয়ার চিৎপুর রোড।
দক্ষিণ কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৯, মতিলাল নেহেরু রোড হইতে—
১৪০এ, রাসবিহারী এভিনিউ (দেশপ্রিয় পার্কের দক্ষিণ) স্থানান্তরিত হইল

খেয়ালীর খাতা

সুভাষচন্দ্র বসু কী ভাবে ভারতবর্ষ হইতে গোপনে জার্ম্মেনী ও জাপানে পৌছিয়াছিলেন তাহা লইয়া এদেশে কৌতুহলের সীমা নাই। শুধু এদেশে কেন, আই, এন, এর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যাঁহারা পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই উহার সর্ব্বাধিনায়ক ও সংগঠনকারী সুভাষচন্দ্রের ভারতবর্ষ হইতে পলায়নের প্রকৃত কাহিনী জানিতে উৎসুক। এ-সম্পর্কে নানাপ্রকার গল্প প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, সুভাষচন্দ্র জাপানী নাবিকের পোষাক পরিয়া রাত্রিকালে খিদিরপুর ডকে জাপানী জাহাজে চাপিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। কাহারও বা ধারণা তিনি স্ত্রীলোকের পোষাকে তিব্বতের মধ্য দিয়া রাশিয়ায় গিয়াছেন। আর একদল বিশ্বাস করেন যে, সুভাষচন্দ্র গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া একেবারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছেন। অবশ্য ইহাও ছদ্মবেশে। ইহার সবকয়টাই সমান উত্তেজনামূলক, কৌশল ও সাহসসাপেক্ষ। কিন্তু ঠিক কোন্‌টা যে ঠিক কিম্বা ইহার একটাও ঠিক কি না তাহা কেহই জানে না। সম্প্রতি শিখনেতা মাষ্টার তারা সিং তাঁহার "সন্ত সিপাহী" মাসিক পত্রিকায় এ-সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহা বিশেষ চমকপ্রদ। সুভাষচন্দ্র পেশোয়ারের পথে কাবুলে গিয়াছিলেন, এই যাত্রায় কে বা কাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল ইত্যাদি তথ্য তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে। আমাদের বাংলা কোন সংবাদপত্রে এই প্রবন্ধটির অনুবাদ দেখিতেছি না কেন? তাঁহারা কি উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না? না কি অন্য আর কিছু?

* * *

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ও তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন কাহিনী অবলম্বনে একটি প্রথম শ্রেণীর সবাকচিত্র তৈয়ার হইতে পারে। বর্ত্তমানে এই ছবি তুলিবার অসুবিধা আছে। তুলিতে পারিলেও দেখাইবার উপায় নাই। সেন্সার পাশ করিবে না। কিন্তু যে-দিন ভারতবর্ষ আত্মকর্ত্তৃত্ব পাইবে, দেশসেবা যে-দিন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না সে-দিন এই ছবি তুলিবার সময় আসিবে। কিন্তু সে-ছবি তুলিবে কে? আজিকার দিনের সিনেমা কোম্পানীদের উহা কর্ম্ম নয়। খান কুড়ি খেম্‌টা সুরের গান, কতকগুলি এমেরিকান প্যাটার্ণের ফার্নিচার ও কিঞ্চিৎ কমিউনিসমের বক্তৃতা সম্বল করিয়া যাঁহারা ছবি তুলিতেছেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া উহাতে হাত না দেন।

* * *

ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া ছবি তুলিবার চেষ্টা বাংলাদেশে এখনও হয় নাই। বাংলা থিয়েটারে মাইকেল মধুসূদনের জীবনী অবলম্বনে নাটক অভিনীত হইয়াছে, সিনেমায় হয় নাই। এমিল জোলা ও মাদাম কুরী ওদেশে ছবির পর্দ্দায় চিত্রিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবন ও কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া এদেশে কি সবাক চিত্র হইতে পারে না? আর একটি লোকের নাম মনে আসিতেছে, যিনি কবিগুরু বা দেশবন্ধুর মতো অতি প্রসিদ্ধ না হইলেও বাংলার গীতরসিকদের মধ্যে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন এবং যাঁহার স্বল্পায়ু জীবিতকাল রোমান্টিক উপাদানে একটি সুন্দর গীতিচিত্রের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। তিনি পরলোকগত সুরকার হিমাংশু দত্ত। আমাদের টালীগঞ্জের ষ্টুডিওর কর্ত্তারা এ বিষয়ে একটু মাথা ঘামাইলে উপকৃত হইবেন। অবশ্য মাথা নামক কোন বস্তু যদি তাঁহাদের থাকিয়া থাকে।

* * *

গত সপ্তাহে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে উহার প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্সের দ্বিশত জন্মবার্ষিক উৎসব শেষ হইল। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে য়ুরোপে পরিচিত করিতে স্যার উইলিয়াম জোন্স যে পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহার নিকটে ভারতীয়েরা চিরকাল ঋণী। রামায়ণ ও মহাভারতের তিনি ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনূদিত শকুন্তলা পড়িয়াই গ্যেটে উহার প্রংশসা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এসিয়াটিক সোসাইটির এই অনুষ্ঠানটি আমাদের সংবাদপত্রগুলি বড় একটা নজরেই আনেন নাই। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে খুব জনসমাগমও দেখি নাই। অথচ কয়েকটি বক্তৃতা, বিশেষ করিয়া অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ মর্টিমার হুইলারের বক্তৃতা দুইটি খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। ডাঃ মেঘনাদ সাহা—রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির বর্ত্তমান সভাপতি—এটম বোমা সম্পর্কে যেদিন বক্তৃতা করেন সে দিন বাংলার লাট কেসী সাহেবও সভায় উপস্থিত ছিলেন। শাড়ীর কম্পিটিশান ও গহনার ডেমোনেষ্ট্রেশানের সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানেব প্রত্যেক দিনই গুটি তিনেক বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী মেয়েকে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া সব চেয়ে বেশী অবাক এবং খুশী হইয়াছি!

* * *

বর্ত্তমান প্রাদেশিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষের যুগেও বাংলার বাহিরে যে সামান্য দুইচার জন বাঙ্গালী

ক্রিমির উপসর্গ থেকে মুক্তি পেতে হোলে
ডাঃ এ, কে, চৌধুরীর
ক্রিমি-নাশিনী
খাওয়া উচিত
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।
প্রস্তুতকারক :—
এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স
৪৭, [illegible]

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল
ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার (কলিকাতা), দমদম ক্যান্টনমেণ্ট, চৌমুহনী, বসুরহাট, কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, সিরাজদীঘা, রাজাপাড়া, জামুগুড়িহাট, রহা, রাসড়া, আজমীর, হিজলগঞ্জ, বেওয়াড়।
জেনারেল ম্যানেজার : মিঃ আর, চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ জে, ভৌমিক

আমাদের তৈয়ারী

রবারক্লথ	হটওয়াটার ব্যাগ	আইস ব্যাগ
এয়ার রিং	হাওয়া ভরা বালিস	এয়ার কুশন
ডাক্তারী দস্তানা	গাম বুট	ওভার শু

ইত্যাদি

এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ
হেড অফিস ও কারখানা : পাণিহাটী, (২৪ পরগণা)
বিক্রয়-কেন্দ্র : ১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিজ চরিত্রের মাধুর্য্য ও মহত্ত্বের দ্বারা বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী উভয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন, সম্প্রতি এমন একজন বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙ্গালীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। তিনি কাণপুরের ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু প্রবাসী বাঙ্গালীরাই নহে, অন্যান্য অবাঙ্গালীরাও সত্যিকার একজন দরদী বন্ধু হারাইলেন। ডাক্তার সেন কাণপুরে দুইটি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা। এবিষয়ে পরলোকগত কবি অতুল প্রসাদের সহিত তাঁহার নামও বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ রাখিবার যোগ্য। শুধু প্রতিষ্ঠা নহে এই সম্মেলনের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। গত বছর কাণপুরে সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে তিনি অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার উৎসাহ ও কর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। স্মরণ হইতেছে, সম্মেলনের একটি স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তিনি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় একটি ঘরোয়া বৈঠকে বিশেষ আবেদন জানাইয়াছিলেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে পরস্পরের মিলনক্ষেত্ররূপে এই সম্মেলনটিকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিলেই প্রবাসী বাঙ্গালীরা তাঁহাদের বন্ধুকৃত্য সম্পন্ন করিবেন।

* * *

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কথা বলিতে যাইয়া বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আরম্ভ হয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আমন্ত্রণে কাশিমবাজারে। রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রথম সভাপতি হন। যদিও ইহার পূর্ব্বে লাকুটিয়ার জমিদার স্বর্গীয় সাহিত্যিক দেবকুমার রায়-চৌধুরী বরিশালে ঐ সম্মেলনের প্রথম আয়োজন করিয়াছিলেন। সেবারও রবীন্দ্রনাথেরই সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। বরিশালে ঐ সময়েই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা ছিল। কি করিয়া সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নেতৃবর্গ ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অপমানিত হইয়াছিলেন, সম্মেলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে-বিবরণ হয়তো আজিকার দিনের অনেক রাজনৈতিক কর্ম্মীর স্মৃতিতেও তেমন স্পষ্ট নহে। রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সঙ্গে রাজনীতি-সম্পর্কহীন সে সাহিত্য সম্মেলনও ম্যাজিষ্ট্রেট নিষিদ্ধ করিয়া দেন। কাশীমবাজারের সম্মেলনের পর কয়েক বছর ক্রমান্বয়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। গত কয়েক বছর ধরিয়া উহার আর অধিবেশন হইতেছে না। শেষ সম্মেলন হইয়াছে কুমিল্লায় এবং সে-সম্মেলনও 'বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত'কে কেন্দ্র করিয়া এক অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল।

* * *

কুমিল্লার পরে সম্মেলনের আর কোন অধিবেশনই হয় নাই এবং শীঘ্র কোথাও হওয়ার লক্ষণও দেখিতেছি না। বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীর সংখ্যা কম। তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা প্রতি বছরই তাঁহাদের সম্মেলনটি বজায় রাখিতেছেন, অথচ বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গালীরা তাঁহাদের সম্মেলনটির বার্ষিক অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। ইহা গৌরবের কথা নহে। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বাংলাদেশের বাঙ্গালীর কি আর তেমন আগ্রহ নাই। নিত্য নতুন মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ও মৃত্যু দ্বারা সে-কথাতো মনে করিবার উপায় নাই। আসল কথা এই যে, একমাত্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছাড়া আর কোন কিছুতেই বাঙ্গালী এখন আর চাঞ্চল্য অনুভব করে না। সাহিত্য সম্মেলনের দ্বারা সাহিত্যের উন্নতি হয় না বলিয়া যাঁহারা লম্বা লম্বা কথা বলেন তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, কনফারেন্স, কংগ্রেস করিয়াও স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক কনফারেন্সের যে-সার্থকতা, সাহিত্য সম্মেলনেরও তাহাই। বিভিন্ন সাহিত্যিকদের বছরে একবার একস্থানে একত্রিত হওয়ার মধ্যে হৃদয়ের যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ আছে। কিন্তু হায়, ১৯৪৫ সালে হৃদয়ের কথা তুলিয়া লাভ কী? কংগ্রেস, কনফারেন্স প্রভৃতি রাজনৈতিক সম্মেলনেই যাঁহারা মিলিত হন তাঁহারা কি হৃদ্যতার খাতিরে আসেন না দল পাকাইতে আসেন? সে সম্মেলনগুলিতে মাথা ফাটাফাটি ও ছুরিকা আঘাতের যে-সকল খবর পত্রিকায় বাহির হয় তাহার মানে কি?

—খেয়ালী

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি:—SHILLBANK
ফোন: শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ:—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি:—BANKSHILLO
ফোন: ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারতে কাপড়ের কল আরও চাই

কাপড়ের চাহিদা অনুযায়ী কল আমাদের দেশে নাই। সে চাহিদা পূরণের জন্য এখনও শত শত কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক।
ভারতলক্ষ্মী সিল্ক ও কটন মিলস্ লিমিটেড ঐ বিরাট্ চাহিদার মাত্র কিয়দংশ পূরণের জন্যই স্থাপিত হইয়াছে।

ন্যূনতম বস্ত্রের চাহিদা

৪০ কোটি ভারতবাসীর জন্য ন্যূনতম ১২০০ কোটি গজ কাপড়ের প্রয়োজন। ভারতের ৪০৭টি কল হইতে ১৯৪৩-৪৪ সালে মাত্র ৫৮৬.৮ কোটি গজ কাপড় পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং উহার দ্বিগুণ সংখ্যক কাপড়ের কল স্থাপিত হইলে ভারত স্বাবলম্বী হইতে পারে। আমাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার মূলে জনসাধারণের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

প্রস্পেক্টাস পত্র লিখিলেই পাঠান হয়

ভারতলক্ষ্মী সিল্ক এণ্ড কটন
মিলস লিমিটেড

ফোন.: ক্যাল ৩৩৮১
৫।১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা
গ্রাম: HONEYCOMB

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

জাতীয় সম্পত্তিরূপে পোলিশ মৌলিক শিল্প—প্রকাশ, পোল্যাণ্ডের মৌলিক (basic) শিল্পগুলিকে সম্প্রতি পোল সরকার সরকারীভাবে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছেন। যে সব শিল্পে প্রত্যেক পালায় (shift) পঞ্চাশ জন লোক কাজ করে সে সব শিল্পের উপরে সরকারকে নিয়ন্ত্রণাধিকার দিয়া পোল জাতীয় পরিষদ একটি বিধান জারী করিয়াছেন। সরকার কর্ত্তৃক যে সমস্ত শিল্প খাস করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে রহিয়াছে যানবাহন ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক, খনি, কারখানা এবং জনকল্যাণ (Public Utility) প্রতিষ্ঠানসমূহ।

বাংলায় লবণ আমদানী—বাংলা সরকারের 'ডিরেক্টর জেনারেল অব্ ফুড'-এর অনুমতি (Permit) ব্যতিরেকে বাংলায় সর্ব্ব-প্রকারের লবণের আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া সম্প্রতি বাংলা সরকার একটী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। সংশোধিত বঙ্গীয় প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য (চলাচল) নিয়ন্ত্রণ বিধি, ১৯৪৫ (Bengal Essential Foodstuff (Movements) Control Order, 1945) অনুযায়ী এই আদেশ জারী করা হইয়াছে।

পরিষদ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনয়ন প্রার্থী ডাঃ সাহা—প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন নির্ব্বাচনে পূর্ব্ব-কলিকাতা সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কংগ্রেস মনোনয়নের জন্য তিনি নাকি ইতিমধ্যেই আবেদন করিয়াছেন।

আটচল্লিশ ঘণ্টায় কলিকাতা হইতে নিউ ইয়র্কে—প্রকাশ, প্যান-আমেরিকান এয়ার-ওয়েজ কোম্পানী কলিকাতা ও নিউ ইয়র্কের মধ্যে যে বিমান চলাচল ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার ফলে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা বিমানে অতিবাহিত করিলে এক নগরী হইতে অপর নগরীতে পৌছান যাইবে। সম্প্রতি উক্ত এয়ার-ওয়েজ কোম্পানীর তরফ হইতে একখানি বিমান পরীক্ষামূলকভাবে কলিকাতায় আসিয়াছিল।

বিদেশ হইতে পুস্তক আমদানী—যুদ্ধের মধ্যে গ্রেট বৃটেনের সহিত পুস্তক আমদানী-রপ্তানীর কার্য্য সম্পর্কে যে সব বাধা-নিষেধ ভারত সরকার আরোপ করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র হইতে পুস্তক আমদানী বিষয়ে বাধানিষেধগুলি এখনও কার্য্যকরী থাকিবে—তবে ব্যক্তি-বিশেষ আমেরিকা হইতে পুস্তক আনিতে চাহিলে তাঁহাকে লাইসেন্স লইতে হইবে না।

বাংলায় লবণ উৎপাদন—প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের নূতন লবণ-বিধি (New Salt Rules) দ্বারা সরকার গান্ধী-আরুইন চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন এবং অপরাপর ব্যবস্থা অবলম্বনে বাংলার লবণ উৎপাদনের ক্ষতি করিয়াছেন, এইরূপ অভিযোগ মহাত্মা গান্ধীকে জানানো হইলে তিনি নাকি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে উক্ত বিধি ও অপরাপর বাধা তুলিয়া লইয়া গান্ধী-আরুইন চুক্তি কার্য্যকরী করিবার জন্য অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

বিশ্ব-বাণিজ্য আলোচনা—নয়াদিল্লীর এক খবরে প্রকাশ যে, বিশ্ব-বাণিজ্য সম্মেলনে নিমন্ত্রিত দেশসমূহের কতকগুলির যে প্রাথমিক আলোচনা বৈঠক আগামী বসন্তকালে ওয়াশিংটনে বসিবে তাহাতে উপস্থিত হইবার জন্য আমেরিকার নিমন্ত্রণ ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

স্যার আর্দ্দেশির দালালের টাটা-প্রতিষ্ঠানে প্রত্যাবর্ত্তন—নয়াদিল্লীর খবরে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের পরিকল্পনা ও গঠনসচিব স্যার আর্দ্দেশির দালাল ব্যক্তিগত কারণে সম্প্রতি বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের সদস্য পদে ইস্তাফা দিয়াছেন। খুব সম্ভব তিনি টাটা প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর সভায় (Board) আবার যোগদান করিতেছেন।

সামরিক বিভাগের কবলমুক্ত বেসামরিক গৃহ—গত মহাযুদ্ধের সময়ে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতায় যে সমস্ত বেসামরিক গৃহ ও স্থান দখল করিয়া লইয়াছিলেন তাহার কতকগুলি ইতিপূর্ব্বেই সামরিক অধিকারমুক্ত হইয়াছে। গত ৫ই জানুয়ারীতে যে ত্রি-পক্ষ শেষ হইয়াছে তাহাতে আরও চৌত্রিশটী বসত-বাড়ী ও চৌত্রিশটী অপরাপর অঞ্চল হইতে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সরিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় এ পর্য্যন্ত মোট দুই শত ছয়টী বসত-বাড়ী এবং দুই শত পাঁচটী অপর এলাকা সামরিক অধিকারমুক্ত হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জ এলাকায় সেচ পরিকল্পনা—সিরাজগঞ্জের এক খবরে প্রকাশ যে, সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ফুলঝোর নদীর তীরবর্ত্তী প্রায় কুড়ি বর্গ-মাইলব্যাপী একটি এলাকায় জলসেচ ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য সম্প্রতি বাংলা সরকার দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

ধান চাষের পূর্ব্বাভাষ—ভারতে ধানচাষের ১৯৪৫-৪৬ সালের প্রথম 'পূর্ব্বাভাষ' হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে মোট সাত কোটী পঁয়ত্রিশ লক্ষ চুরানব্বুই হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে মোট সাত কোটী চৌত্রিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার একর জমিতে ধান চাষ করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে ধান আবাদী জমির পরিমাণ শতকরা দুইভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, ফসলের বর্ত্তমান অবস্থা মোটামুটি ভাল।

কানাডা হইতে ভারতে শুষ্ক আলু আমদানী—কানাডার সেণ্টজন সহরের এক খবরে প্রকাশ যে, শীঘ্রই প্রায় পনরো হাজার বাক্স শুষ্ক (dehydrated) আলু লইয়া একখানি জাহাজ বোম্বাই যাত্রা করিতেছে। শুষ্ক আলুগুলি নাকি টীনে ভরিয়া ভারতে পাঠান হইতেছে।

পানীয় জল সরবরাহের সরকারী পরিকল্পনা—বাংলার পল্লী অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের উন্নতি বিধানের জন্য বাংলা সরকার

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস, বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ) ও চাইবাসা।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

একটী পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিতে মোট পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। নূতন তিন হাজার জল সরবরাহ কেন্দ্র (Source of supply) তৈয়ারীর জন্য ব্যয় করা হইবে মোট কুড়ি লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুরাতন নলকূপগুলিকে-মেরামত এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হইবে।

কানাডার জনসংখ্যা বৃদ্ধি—আটোয়ার এক খবরে প্রকাশ যে, ১৯৪১ সালের তুলনায় কানাডার জনসংখ্যা মোট ছয় লক্ষ তের হাজার বাড়িয়াছে। বর্ত্তমানে কানাডার মোট জন সংখ্যা হইল এক কোটী একুশ লক্ষ এগার হাজার। বৃটিশ কলম্বিয়া, অণ্টারিও এবং কুইবেকেই জনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

উন্নত ধরণের যাত্রীবাহী মোটর বাস—প্রকাশ, বিভিন্ন প্রদেশের যাত্রীবাহী মোটর বাসগুলির বডি (body) গঠনের উন্নতিবিধানের বিষয়টী সম্প্রতি বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

দুনিয়ার চিনি-উৎপাদনের 'পূর্ব্বাভাষ'—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগ কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রচারিত চিনি-উৎপাদনের 'পূর্ব্বাভাষ' হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৪৫-৪৬ সালে সারা দুনিয়ায় মোট চার লক্ষ টন চিনি কম উৎপাদিত হইবে। উক্ত কৃষিবিভাগ বলিয়াছেন যে, ১৯৪৫-৪৬ সালে আখজাত এবং বীটজাত চিনি মোট দুই কোটী আটাত্তর লক্ষ টন উৎপাদিত হইবে; কিন্তু গত ১৯৪৪-৪৫ সালে উৎপাদিত চিনির পরিমাণ ছিল মোট দুই কোটী বিরাশী লক্ষ টন।

সিমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রত্যাহার—প্রকাশ, ১৯৪২ সালে যে সিমেণ্ট কনট্রোল অর্ডার জারী করা হইয়াছিল, ভারত সরকার শীঘ্রই তাহা বাতিল করিয়া দিতেছেন।

আরাকান হইতে চট্টগ্রামে ধান-চাউল আমদানী—প্রকাশ, আরাকান হইতে সম্প্রতি দশ হাজার মণ ধান ও চার হাজার মণ চাউল চট্টগ্রামে আসিয়া পৌছিয়াছে।

'ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সে'র বার্ষিক অধিবেশন—ফেডারেশনের কর্ম্মপরিষদ (Committee) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী ৩০শে ও ৩১শে মার্চ্চ নয়াদিল্লীতে ফেডারেশনের ১৯তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা—বাষট্টিটি বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার এক পরিকল্পনার কথা সম্প্রতি মার্কিন সহকারী স্বরাষ্ট্রসচিব ঘোষণা করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ষোল শত অফিসার নিয়োগ করা হইবে।

কানাডায় সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ (news-print)-এর উৎপাদন—১৯৪৬ সালে কানাডার সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। কানাডা সরকার নাকি আশা করিতেছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে কানাডায় মোট ছত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বুই হাজার টন সংবাদপত্র-কাগজ উৎপাদিত হইবে।

এষ্টেট ডিউটী বিল (Estate duty bill)—প্রকাশ, কেন্দ্রীয় পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে এষ্টেট ডিউটী বিলটী আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে। আরও প্রকাশ যে, পরিষদের এই অধিবেশনেই বিক্রয়-কর বিলটীর (Sales Tax Bill) আলোচনাদি শেষ করা হইবে।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা—প্রকাশ, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, পোর্ত্তুগাল ও ইটালীর সহিত ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ পুনরায় স্থাপন করিবার বিষয়টী ভারত সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারের দপ্তরে নাকি এতদুদ্দেশ্যে মিঃ এস বাজপেয়ীকে 'বাণিজ্য সহকারী' (Trade Attache) নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কলিকাতা অঞ্চলে চিনির মূল্যবৃদ্ধি—বাংলা সরকার এক সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বাংলায় চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য মণ প্রতি তিন আনা করিয়া বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে চিনির পাইকারী দর বৃদ্ধি পাইয়াছে; কলিকাতা ও বরাদ্দ-ব্যবস্থাধীন শিল্পাঞ্চলে চিনির মূল্য অদ্য ২১শে জানুয়ারী হইতে প্রতি সের আট আনার পরিবর্ত্তে সাড়ে আট আনা হইবে। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে কলিকাতার চিনির দর পূর্ব্ববঙ্গ ও বরাদ্দ-ব্যবস্থাধীন অপরাপর সহরের চিনির দরের সমান হইবে।

বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধন—১৯৪৩ সালের কলিকাতা বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধন করিয়া সম্প্রতি বাংলা সরকার এক প্রেস

AAA 462

১০০টা ইঁদুর বছরে ২৭ মণ শস্য খায়। কিন্তু ইঁদুরদের বংশ বৃদ্ধি হয় খুব তাড়াতাড়ি—একজোড়া ইঁদুর থেকে এক বছরে ৮০০ ইঁদুর জন্মাতে পারে। আমাদের মজুত শস্যের প্রধান শত্রু ইঁদুর, পোকা আর ভিজে-বাতাস।

কি দারুণ ক্ষতি!

প্রতি বছর এরা আপনাদের ১০,০০,০০০ টন শস্য খায় অথবা নষ্ট করে

ইঁদুর, পোকা আর ভিজে-বাতাসের জন্য যদি গুদামজাত শস্য নষ্ট না হ'ত, তা হ'লে তা' দিয়ে মাথা-পিছু রোজ এক পাউণ্ড হিসেবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের সারা বছরের খোরাক হ'ত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শস্য মজুত ক'রে এই ক্ষতি অনেকখানি নিবারণ করা যেতে পারে। ইঁদুর ও পোকা দূর করবার এবং ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ করবার সহজ নিয়মগুলি এখানে দেওয়া হল :—

কী কী করবেন

গুদামজাত করবার আগে সব শস্য পরিষ্কার করবেন ও শুকিয়ে নেবেন।

কেবলমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুদামে শস্য মজুত করবেন: মেঝে ও দেওয়াল ঘষে' সাফ করবেন, দেওয়ালে চুণকাম করবেন এবং গুদামঘর রূপে ব্যবহারের আগে তার দেওয়াল ও মেঝের সব গর্ত ও ভাঙা জায়গাগুলি মেরামত ক'রে নেবেন।

যে-গুদামে জল ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন।

যে-গুদামে ইঁদুর ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন: সিমেণ্ট এবং ভাঙা কাঁচের কুচি দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দেবেন: তারের জাল দিয়ে নর্দমার ছিদ্রগুলো ঢেকে দেবেন: দরজাগুলো আঁটসাট লাগে কি না দেখে নেবেন।

যেখানে সম্ভব, শস্য আলগাভাবে মজুত করবেন: যদি বস্তাবন্দী ক'রে মজুত করতেই হয় তবে লক্ষ্য রাখবেন বস্তাগুলো যেন পরিষ্কার থাকে, যেন মেঝের উপর ফেলে রাখা না হয় এবং দেওয়াল ঘেঁসে না থাকে।

শস্যগুলো নিয়মিত পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, এবং শীতকালে আলো বাতাসের জন্য সব ঘুলঘুলিগুলি খুলে' দেবেন।

কী কী করবেন না

নোংরা গুদামে, ময়লা বস্তায় কিংবা ইঁদুরে-খাওয়া, পোকা-ধরা শস্যের পাশে ভালো শস্য রাখবেন না।

ভিজে অবস্থায় শস্য গুদাম-ঘরে তুলবেন না।

গুদাম-ঘরের ভিতরে যা কাছে জল, জঞ্জাল, পুরানো বস্তা, নোংরা মাদুর পড়ে' থাকতে দেবেন না।

গুদাম-ঘরের পাশে শস্য পরিষ্কার করবেন না।

শীতের সময় চার মাসের বেশি, কিংবা বর্ষার সময় তিন মাসের বেশি, শস্য গুদাম-ঘরে বস্তাবন্দী রাখবেন না।

খোলা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে শস্য ফেলে রাখবেন না।

শস্য বাঁচানোই দেশের সেবা

নিউ দিল্লী [illegible] ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

নোট প্রচার করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতার বাড়ীর মালিকরা নূতন করিয়া বাড়ীভাড়া দিবার অথবা ভাড়ার চুক্তি পুনরায় কার্য্যকরী করিবার সময়ে ভাড়াটিয়াদের নিকট হইতে এক মাসের বেশী ভাড়া আর অগ্রিম লইতে পারিবেন না। ভাড়ার অতিরিক্ত টাকা বা 'সেলামী' প্রভৃতি যদি কোন ভাড়াটিয়া বাড়ীর মালিককে দেন এবং পরে যদি তিনি (ভাড়াটিয়া) এই সম্পর্কে রেণ্ট কণ্ট্রোলারের নিকট কোনরূপ আবেদন করেন তাহা হইলে রেণ্ট কণ্ট্রোলার সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিককে উক্ত অতিরিক্ত টাকা বা সেলামী প্রভৃতি ভাড়াটিয়াকে ফিরাইয়া দিবার নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। ১৯৪২ সালের বঙ্গীয় হোটেল ও লজিং হাউস নিয়ন্ত্রণ আদেশও অনুরূপভাবে সংশোধিত হইয়াছে।

১৯৪৪ সালের প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত কল্যাণকুমার গাঙ্গুলী এবং শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার রায়কে ১৯৪৪ সালের জন্য প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণার বিষয় ছিল "একশত বৎসর পূর্ব্বেকার ইঙ্গ-ভারতীয় অর্থনীতি", "প্রাচীন ভারতের মণিকার" ও "বাংলার কৃষি অর্থনীতি"।

নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডনে রৌপ্য আমদানী—লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, সম্প্রতি নিউইয়র্ক হইতে তেইশ লক্ষ (২·৩ মিলিয়ন) ষ্টার্লিং মূল্যের চার শত টন রৌপ্যের এক চালান লণ্ডনে আসিয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসেও অনুরূপ এক চালান রৌপ্য লণ্ডনে আমদানী করা হইয়াছে। বৃটেনের মজুত রৌপ্যের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলেই এইরূপ রৌপ্য আমদানী করা হইতেছে। এই সব রৌপ্য নাকি আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের কাজে ব্যবহার করা হইবে।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের গরুর গাড়ী—প্রকাশ, নিউইয়র্কের ক্যাথলিক আর্কবিশপ ডেসিগনেট ফ্রান্সিস্ স্পেলমেন হাল্কা ধরণের গরুর গাড়ী কিনিবার জন্য ভারতকে এক হাজার ডলার উপহার দিয়াছেন। বোম্বাইএর জনৈক ক্যাথলিক শিল্পপতি উক্ত অর্থ দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র হইতে নাকি এই নূতন ধরণের গরুর গাড়ী আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। দাতার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নাকি এই সব গাড়ীর নাম দেওয়া হইবে "স্পেলমেন গাড়ী"।

মোটর যান আইন সম্পর্কে বীমা অফিস সমিতির মতামত—১৯৩৯ সালের মোটর যান আইনের অষ্টম পরিচ্ছেদের ক্ষমতা বলে বিবিধ বিধান জারী সম্পর্কে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানের মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের স্পেশ্যাল অফিসার মিঃ সি. এম. অনন্তপদ্মনাথন্ সম্প্রতি ভারতীয় বীমা অফিস সমিতির (Association of Indian Insurance Offices) কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলে উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে মিঃ এস. সি. রায় ও মিঃ এস. সেন তাঁহাকে সমিতির মতামত জ্ঞাপন করেন।

বাংলায় বিলাতী কাপড়—সম্প্রতি প্রচারিত এক সরকারী প্রেস-নোটে প্রকাশ যে, গত জুলাই হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট প্রায় পঁয়ত্রিশ গাঁইট বিলাতী কাপড় বাংলায় আমদানী করা হইয়াছে এবং এই কাপড় কলিকাতার ৪০টি ভারতীয় ও ইউরোপীয় দোকানের মারফতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলায় বিলাতী কাপড়ের আমদানী বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাকি নাই।

ভারতের আশঙ্কাজনক খাদ্য-পরিস্থিতি—ভারত সরকারের খাদ্যসচিব স্যার জে পি শ্রীবাস্তব সম্প্রতি করাচীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে স্বীকার করেন যে, ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি বিশেষ শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বৎসরে সাইক্লোনের ফলে দাক্ষিণাত্য অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মাদ্রাজ ও গোদাবরীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের সমুদয় ফসলই নষ্ট হইয়াছে। অনাবৃষ্টির ফলে তাঞ্জোর তালুকে ফসল হয় নাই। মহীশূরের অবস্থাও আশাপ্রদ নয়। দক্ষিণ বোম্বাই, কর্ণাটক ও গুজরাটের খাদ্য-পরিস্থিতিও অনুরূপ। বঙ্গীয় দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশগুলির উল্লেখ করিয়া স্যার জওলাপ্রসাদ বলেন যে, ভারত সরকার কমিশনের সুপারিশগুলি গ্রহণ করিয়াছেন এবং খাদ্য-বিভাগে স্যার ক্লারেন্স বার্ডের অধীনে একটি শাখা খোলা হইয়াছে। এই শাখা অবিলম্বে প্রদেশগুলিতে এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কার্য্য সুরু করিবেন। বাংলা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বাংলার অবস্থা ভালই এবং সেখানে দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। উপসংহারে খাদ্যসচিব বলেন যে, ভারতের যেখানেই খাদ্যশস্য উৎপন্ন হউক না কেন তাহা সকল ভারতবাসীরই সম্পত্তি। প্রত্যেক ভারতীয়েরই খাদ্য পাইবার অধিকার আছে। খাদ্যশস্য লইয়া যাহারা ফাট্‌কাবাজী করে তাহারা মানবের শত্রু। উদ্বৃত্ত এলাকায় যাহারা বরাদ্দপ্রথার উচ্ছেদসাধন চাহে, তাহাদের ভারতবাসী বলা যায় না।

সংবাদপত্রের কাগজ ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস—সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ এককালে ছয় মাসের মত কিনিয়া মজুত রাখার অনুমতি গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রের মালিকগণকে দিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, মজুত কাগজের পরিমাণে ঘাটতি ঘটায় গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে ঐ নিয়মের সংশোধন করিয়াছেন। তদনুযায়ী সংবাদপত্রের মালিকগণ বর্ত্তমানে এককালে এক মাসের মত কাগজ অগ্রিম মজুত রাখিতে পারিবেন।

পেট্রোল সংক্রান্ত বিধিনিষেধ—জনসাধারণের মধ্যে অনেকের ধারণা এই যে, জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ হওয়ার ফলে ভারতে পেট্রোল ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্ত বিধিনিষেধ শীঘ্রই রদ হইয়া যাইবে; কিন্তু ভারতে পেট্রোল সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অদূর ভবিষ্যতে রদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯৪৭ সালের বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি—সম্প্রতি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের জেনারেল কমিটির সভায় সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৯৪৭ সালের অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই অধিবেশন পাটনায় অনুষ্ঠিত হইবে।

কলিকাতার শিল্প এলাকার রেশন কার্ডসমূহ—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে; ১০৪ নং রেশন সপ্তাহের শেষ তারিখ ১৯৪৬ সালের ২৭শে জানুয়ারীর পর হইতে কলিকাতার শিল্প এলাকার বর্ত্তমান খাদ্য রেশন কার্ডসমূহ বাতিল হইয়া যাইবে। ১৯৪৬ সালের ২৮শে জানুয়ারী হইতে রেশন লওয়ার জন্য বর্ত্তমান কার্ডসমূহ আরও ২৬ সপ্তাহের জন্য সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। আগামী ২১শে হইতে ২৭শে জানুয়ারীর মধ্যে খাদ্য-রেশন দোকানে কার্ড সংশোধন করা হইবে।

চাউলের জন্য মার্কিন দরবারে প্রার্থনা—মাদ্রাজের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট লণ্ডন মারফৎ মার্কিন গবর্ণমেণ্টকে ৭ হাজার হইতে ৮ হাজার টন চাউল ভারতে প্রেরণ করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাজ প্রদেশের ঘাটতি পূরণের জন্য নাকি এই অনুরোধ করিয়াছেন। প্রকাশ,

সুন্দর ডিজাইনের
ইংরাজি ও বাংলা
সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ
সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে
পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া
আর্থিক জগৎ প্রেসে অনুসন্ধান করুন।
১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৬৩৮২

অন্ধ্রের চাউল উৎপাদন অঞ্চলসমূহে সম্প্রতি ঘূর্ণিবাত্যা হওয়ায় এবং দক্ষিণ তামিল জেলায় সময়োচিত বর্ষার অভাবে মাদ্রাজে প্রচুর চাউলের ঘাটতি পড়িবে।

ভারতে উদ্বৃত্ত মার্কিন সম্পত্তি—ভারতে উদ্বৃত্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রদানের যে চুক্তি সম্প্রতি করা হইয়াছে, তাহার ফলে মার্কিন গবর্ণমেণ্টের এজেন্সির মারফতে বিক্রয় করার নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে ইতিমধ্যেই যে সকল সম্পত্তি বিক্রয় করা হইয়াছে অথবা যে সমস্ত সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলা হইয়াছে, সেই সংক্রান্ত কাজ এজেন্সির মারফতেই চলিবে। তবে ভবিষ্যতে যে সকল সম্পত্তি উদ্বৃত্ত বলিয়া ঘোষিত হইবে, সেইগুলি ভারত গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন। যে সকল মার্কিন দ্রব্য ইতিমধ্যেই জনসাধারণকে বিক্রয় করা হইয়াছে অথবা যে সব দ্রব্য বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার মূল্য ১৫ লক্ষ ডলার। মোট মার্কিন সম্পত্তির মূল্য ৫০ কোটি ডলার।

বাংলায় আমন ধানের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ—১৯৪৫-৪৬ সালের আমন ধান সম্বন্ধে কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে প্রকাশ, বাংলাদেশে আলোচ্য বৎসরে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫ হাজার ৩ শত একর জমিতে আমন ধানের চাষ করা হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ অনুযায়ী ১ কোটী ৮৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯ শত একর জমিতে আমন ধানের চাষ করা হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর স্বাভাবিক ফলনের শতকরা ৮১ ভাগ আমন ধান উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে; পক্ষান্তরে পূর্ব্ব বৎসরের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে স্বাভাবিক ফলনের শতকরা ৮৪ ভাগ এবং চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে শতকরা ৮০ ভাগ আমন ধান উৎপন্ন হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল।

ভাদই ফসলের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ—১৯৪৫-৪৬ সালের ভাদই ফসলের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে প্রকাশ, বাংলাদেশে আলোচ্য বৎসর আনুমানিক ৭৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৫ শত একর জমিতে ভাদই ফসলের চাষ করা হইয়াছে; উহার পূর্ব্ব বৎসরের সংশোধিত চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষের হিসাবানুসারে ৮৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯ শত একর জমিতে ভাদই ফসলের চাষ করা হইয়াছিল। উক্ত চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ অনুসারে অনুমান করা যাইতেছে যে, আলোচ্য বৎসরে স্বাভাবিক ফলনের শতকরা ৭৮ ভাগ ভাদই ফসল উৎপন্ন হইবে। উহার পূর্ব্ববৎসর স্বাভাবিক ফলনের শতকরা ৮২ ভাগ ভাদই ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল।

সিংহলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা—সিংহলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়া অর্থসচিব স্যার অলিভার গুনতিলেক সম্প্রতি বিমানযোগে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। তথায় তিনি উপনিবেশ-সচিব ও খাদ্যসচিবের নিকট সিংহলের খাদ্য পরিস্থিতি উত্থাপন করিবেন। সম্মিলিত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সভ্যদের নিকট হইতে কিছু পরিমাণ চাউলের বরাদ্দ আদায়ের উদ্দেশ্যে স্যার অলিভার বিমানযোগে ওয়াশিংটনেও যাইতে পারেন।

শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন নির্দ্ধারণ সম্পর্কে চেষ্টা—এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন, বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য, ব্যবসায় ও কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট এক বিলের খসড়া প্রণয়ন করিয়াছেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিক সমিতিগুলির নিকট উক্ত খসড়ার প্রতিলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকাশ, কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশনে ঐ বিল উত্থাপন করা হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনকে অর্থ সাহায্য—প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত প্রথম ৩ মাসের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে ১৩ লক্ষ ৫১ হাজার ২ শত টাকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। এই তিন মাসে কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের যে দুর্ম্মূল্যভাতা দেওয়া হইবে এবং কোন কোন কর্ম্মচারীদের খাদ্য-সামগ্রী বিক্রয় কালে কর্পোরেশনের যে ব্যয় হইবে, উক্ত অর্থ তাহার শতকরা ৮০ ভাগ হইবে।

এলুমিনিয়মের তৈরী বাড়ী—বিলাতের ব্রিষ্টল সহরের এক অংশে ৮২টি এলুমিনিয়মের বাড়ী তৈরী হইয়াছে। সম্প্রতি পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী এই সমস্ত এলুমিনিয়মের বাড়ী দেখিয়া খুব সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইতিমধ্যেই ৫৪ হাজার এলুমিনিয়মের বাড়ী তৈরী করার অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এলুমিনিয়মের বাড়ী বর্ত্তমানে দৈনিক চারিখানি করিয়া তৈরী হইতেছে। তিনি আশা করেন যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই দৈনিক ৫০ খানি হিসাবে এলুমিনিয়মের বাড়ী তৈরী করা সম্ভব হইবে।

খাদ্য বস্তুর সাপ্তাহিক মান—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের আর্থিক উপদেষ্টা সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ = ১০০ এই ভিত্তিতে) খাদ্যবস্তুর পাইকারী দরের যে মান নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, গত ২৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উহা ২৪০·৬ ছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ছিল ২৪০·২। তণ্ডুল জাতীয় শস্যাদি এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তুর মূল্যের পরিবর্ত্তন আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যে ঘটে নাই। ডাইলের দর ·৫ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডিসেম্বর মাসের গড়পড়তা দর ২৩৮·৮ এবং ১৯৪৫ সালের বাৎসরিক গড়পড়তা দর ২৩৫·৬।

শ্রমশিল্পের কাঁচামালের দর—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের আর্থিক উপদেষ্টা সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে শ্রম-শিল্পের কাঁচামালের পাইকারী দরের যে সাপ্তাহিক মান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে গত ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উহা ২৫৩·৬ ছিল; পূর্ব্ব সপ্তাহে ছিল ২৫১·১। খনিজ বস্তু এবং তৈল বীজের দর আলোচ্য সপ্তাহে যথাক্রমে ·১২ এবং ·৬ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিদেশে শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি—সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কিছু দিন পূর্ব্বে ৬ শত ভারতীয় ছাত্রকে বিদেশে শিক্ষাদানের জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৯৪৬ ৪৭ সালে যে বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার জন্য আবেদন পত্র গৃহীত হইবার শেষ তারিখ আগামী ৩১শে জানুয়ারী ধরা হইয়াছে। দরখাস্ত দিবার ছাপানো ফর্ম্মের সহিত এই বৃত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ বিস্তারিতভাবে একটি পুস্তিকায় পাওয়া যাইবে। 'ম্যানেজার অব পাবলিকেসনস্ সিভিল লাইনস, দিল্লী' এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পুস্তিকা পাঠানো হইবে।

চামড়া কষানো সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ আদেশ—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ৮ই জানুয়ারী ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং চামড়া কষানো শিল্পের (ট্যানিং) প্রতিনিধিগণের এক বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, ইণ্ডিয়া গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়া চামড়া কষাণো সম্পর্কে ১৯৪২ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাতিল করা হইবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় চামড়া রপ্তানী সম্পর্কে বিধিনিষেধ তুলিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ থাকাকালীন কষানো চামড়া-সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলেও চামড়ার দাম বাড়িবে না বলিয়াই সরকারী মহল বিশ্বাস করেন। অবশ্য দাম বাড়িলে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

EASTERN INDUSTRIAL BANK LIMITED.
বাজারের সাথে যোগাযোগ
বিভিন্ন ধরণের কাজ
১। স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
২। ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
৩। হুণ্ডী ও বিল ডিসকাউণ্ট করা হয়।
আমাদের মধ্যস্থতায় বাজারের সংস্পর্শে আসুন
ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৮, লায়ন্স রেঞ্জ
কলিকাতা

কোম্পানী প্রসঙ্গ

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে অডিটসাপক্ষে গত ১৯৪৪ সালের জের লইয়া উপরোক্ত ব্যাঙ্কের ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯ শত ৪ টাকা নীট লাভ হইয়াছে। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ উক্ত টাকা নিম্নলিখিতভাবে বিলি করিবেন স্থির করিয়াছেন—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত প্রথম ছয় মাসের জন্য লভ্যাংশ এবং বোনাস বাবত ১৫ লক্ষ ৭ হাজার ১ শত ৩৪ টাকা। ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ছয় মাসের জন্য শতকরা বার্ষিক ১৪৲ টাকা হারে চূড়ান্ত লভ্যাংশ বাবত ২০ লক্ষ ১০ হাজার ১ শত ৩০ টাকা, আয়কর ও সুপারট্যাক্সের জন্য মজুদ ৫৫ লক্ষ টাকা, রিজার্ভ ফণ্ডে জমা ২০ লক্ষ টাকা, কর্ম্মচারিবৃন্দের জন্য বোনাস ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জমা ১৮ লক্ষ ৩১ হাজার ৬ শত ৪০ টাকা।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

আমরা অবগত হইলাম যে, গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত এক বৎসরে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ ১২ কোটী টাকার উপর নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। ১৯৪৪ সালের তুলনায় উহা প্রায় ৩ কোটী টাকা বেশী। উহা খুব আনন্দের বিষয় যে, হিন্দুস্থান প্রত্যেক বৎসরেই উহার পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বেশী পরিমাণে কাজ করিতেছে। কোম্পানীর এই বিপুল সাফল্যের জন্য আমরা উহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ইণ্ডিয়ান টি ডিলার্স এসোসিয়েশান লিঃ

কলিকাতার বাজারে প্রতি বৎসর বহু কোটী টাকার চা ক্রয়বিক্রয় হয় এবং এই ব্যবসায়ে লাভও হয় প্রচুর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিরাট ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান অতি নগণ্য।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, ইণ্ডিয়ান টি ডিলার্স এসোসিয়েশান লিঃ এই ব্যবসায়ে আত্ম-নিয়োগ করিয়া আশাতীত সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিজস্ব চা বাগান থাকিলে এই ব্যবসায়ে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়; সেই জন্য একটী চা বাগান ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে কোম্পানী মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের সভাপতি হইতেছেন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী এবং বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস্ চ্যাটার্জ্জি। এক্স-অফিসিও ডিরেক্টর মিঃ এস্ গাঙ্গুলীরও চা-এর ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিকে ১২ বৎসরেরও উপর অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। সমস্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া আমরা আশা করি এই কোম্পানীর শেয়ার বিশেষ জনপ্রিয় হইবে।

সার্ভিস এড্ভারটাইজিং এজেন্সি লিঃ

সার্ভিস এড্ভারটাইজিং এজেন্সি লিমিটেডের বোম্বাই শাখা বর্ত্তমান মাসে নোবল চেম্বারস্, পার্শি-বাজার ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বাইয়ে খোলা হইয়াছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জে চক্রবর্ত্তী বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলে অবস্থান করিতেছেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

প্রিমিয়ার ইন্‌ভেষ্টরস্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ বি কে ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫-৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। দাদনী ব্যবসা।

আসাম-বেঙ্গল কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস দাশগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ২২, মিশন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৬০ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল।

দি ইণ্ডিয়ান ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মতিলাল বিশ্বাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ব্লক তৈরী এবং মুদ্রাঙ্করের ব্যবসা।

দি কসমোপোলিটান ষ্টোরস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি কে কর গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, যদু ভট্টাচার্য্য লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। এরোপ্লেন, মোটর সাইকেল প্রস্তুত এবং বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।

স্কিমারস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মহম্মদ আখতার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, চাঁদনীচক, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাধারণ সওদাগরী এবং এজেন্সির ব্যবসা।

দি চাঁদবালী রাইস্ মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দীপচাঁদরাই আগরওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪০২, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ধান-চাউলের ব্যবসা, চাউলের কল এবং তেলের কলের স্বত্বাধিকারী।

ম্যাকীন এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন কে মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারক।

বেঙ্গল প্রেস এণ্ড পাবলিসিটি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জে, কে, সাহু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত

হিন্দুস্থান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :- ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
শাখা
গৌহাটি, তেজপুর, নলবাড়ী, মাজবাট, বর্দ্ধমান, জামসেদপুর, বহুবাজার।
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জে, কে চৌধুরী এম,এ, সিটিফাল বিদ্যাসাগর কলেজ—
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এস, কে চক্রবর্ত্তী বি,এ,

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি
নর্দান ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূলধন—১ লক্ষ টাকা। মুদ্রাকর, প্রকাশক এবং পুস্তকবিক্রেতা।

আজাদ হিন্দ মেডিক্যাল ষ্টোরস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন, কে, মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪০বি, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারক।

দি ভবানীপুর ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কনসার্ন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ গোপালচন্দ্র রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৮।১, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। জমির উন্নতিবিধান সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ফ্রি ইণ্ডিয়া কটন মিলস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অহিভূষণ বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল স্থাপন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

গ্রেট ইণ্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কালীপদ দাশগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১বি, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। লৌহ ঢালাই সম্পর্কিত ব্যবসা, সিভিল এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারস।

অজন্তা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ আই এস সহিদুল আলম। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সিনেমা ফিল্ম প্রদর্শন এবং বণ্টন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিশ্বনাথ রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—সেরহামপুর, মুর্শিদাবাদ। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। পাট ও তিসির ব্যবসা এবং শণ ও সূতা কাটার ব্যবসা।

বেঙ্গল কোল-টার প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—ডাঃ আর এল সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৬।বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। সর্ব্ব প্রকারের কয়লার, আলকাতরার ব্যবসা।

বেঙ্গল ফুড ডিস্‌টিলেশন প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—ডাঃ আর এল সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৬।বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৬ লক্ষ টাকা। সর্ব্বপ্রকার কাষ্ঠ নিষ্কাশনের (উড ডিস্‌টিলেশন) ব্যবসা।

কন্‌টেইনার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিমল দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, বলমিক ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। সর্ব্বপ্রকার বাক্স প্রস্তুতিকরণ সম্পর্কিত ব্যবসা।

ওরিয়েণ্টাল এডভারটাইজারস্ এণ্ড পাবলিসারস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অমিয় এস ভট্টাচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাধারণ বিজ্ঞাপনদাতা, কমার্শিয়াল আর্টিষ্টস্।

মিডনাপুর ফরেষ্ট এণ্ড এগ্রিকালচার লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি, এন, ঘটক। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৬, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। চাষ-আবাদ, মৎস্য-চাষ, খনির কার্য্য এবং খনিজ পদার্থ নিষ্কর্ষণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

সাউথ ইষ্টার্ণ ডেভেলপমেণ্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিশ্বনাথ রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা।

দি প্ল্যাণ্টার্স টি হাউস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সুধাংশুনাথ গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৪এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। এজেন্সির ব্যবসা।

ইঞ্জিনিয়ারিং এজেন্সি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে পি দাশগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১বি, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা।

রাজস্থান বলিজস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি সেথিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। পাট, তুলা এবং পশমী কাপড়-চোপড় আমদানী, রপ্তানী এবং বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।

পরশ কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি, সি, রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। কয়লাখনি মালিক।

আশাকুটি কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি, সি, রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। কয়লা খনি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

পাল ইনডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ শরৎ মোহন পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—বাধাদাসী, সাঁকরাইল, পোঃ হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন—১ হাজার টাকা। মৎস্য চাষের ব্যবসা।

ইণ্ডো-বার্ম্মা ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস কে মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫৬, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। পোলট্রি, ফিসারি এবং ডেয়ারী ফার্ম্ম।

মেডিকেল এইড্‌সোসাইটি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৬।১।এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১৬ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডেভেলপমেণ্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জি, এস, নিবেদিতা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৫ বি, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্যদ্রব্যাদির আমদানী-রপ্তানী সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

দি টিটাগড় পেপার মিলস্ লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বঙ্গ-বঙ্গ জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ টাকা। **ন্যাশনাল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪

—মূলধন—

অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত— ৫৭,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ২৫,০০,০০০৲ উপর

শাখাসমূহ—

কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মাদ্রাজ (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—
ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল — কুষ্টিয়া (নদীয়া) | ২নং মিল — বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৮ই জানুয়ারী—ভারত সরকার কর্ত্তৃক উচ্চ মূল্যের ব্যাঙ্ক নোট (বাতিল) আইন High Denomination Bank Notes (Demonitisation Ordinance) ও ব্যাঙ্ক পরিদর্শন আইন (Banks Inspection Ordinance) জারী হওয়ার ফলে ভারতের 'আর্থিক জগতে' ত্রাস ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে ভারত সরকারের সম্প্রতি ঘোষিত ২৫ কোটী টাকা নূতন ঋণ গ্রহণের বিষয়টি প্রায় ধামাচাপা পড়িয়া যায়। অবশ্য "সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত পরিমাণ সমেত" মোট ২৫ কোটী টাকার ঋণই ভারত সরকার পাইয়াছেন। তবে অনেকে অনুমান করিতেছেন মোট ৬ কোটী বা ৭ কোটী টাকার বেশী জনসাধারণের নিকট হইতে সরকার এই ঋণ বাবদ পান নাই।

কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে চাহিদার তুলনায় টাকার যোগান বেশীই ছিল। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে 'কল' টাকার লেনদেন হইয়াছিল তাহার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা এবং বোম্বাই-এ শতকরা ।০ আনাই বহাল ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের দিকে দাদনকারীরা বিশেষ নজরই দেন নাই। গত ১৫ই জানুয়ারী মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু মাত্র ৫০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৸৵৩ পাই দরের সমুদয় টেণ্ডার গৃহীত হয়। নিম্ন মূল্যের টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ।৶০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ২২শে জানুয়ারী মঙ্গলবার বোম্বাই-এ সকাল ১১টা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত এবং অপরাপর কেন্দ্রে আগামী ২২শে জানুয়ারী সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৪ কোটী টাকার ৩ মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ২৫শে জানুয়ারী শুক্রবার দিন টাকা জমা দিতে হইবে। অপরাপর সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ১১ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অনুকূলে মোট ১ কোটী ৫৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজার আলোচ্য সপ্তাহেও স্থিরই ছিল। 'রেমিট্যান্স'এর চাহিদা ভালই ছিল। কিছু পরিমাণ 'রপ্তানী বিল' এবং 'রপ্তানী টেলিহুণ্ডি' বাজারে দেখা গিয়াছে। বিনিময় বাট্টার হারে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বাট্টার হার নীচে দেওয়া হইল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ	৫৭½ পেঃ
ঐ দর্শনী (")	"	" ৬
ডি এ তিন মাস (")	১. শিঃ	৬৬⅞ "
ডি এ চার মাস (")	"	৬১⅝ "
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা	

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৪ঠা জানুয়ারীর হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২১৮ কোটী ৩৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২১০ কোটী ৮৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। গত ৪ঠা জানুয়ারীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬১৮ কোটী ৩১ লক্ষ ৪২ হাজার ও ২৭৯ কোটী ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭২ কোটী ৫৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ও ২৮০ কোটী ২৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৮ই জানুয়ারী—পাঁচশত, হাজার এবং দশ হাজার টাকার নোট উত্তমর্ণ অধমর্ণের নিকট হইতে আইনানুসারে গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে বলিয়া আলোচ্য সপ্তাহের ১২ই জানুয়ারী এক অর্ডিন্যান্স জারী হয়। ১৪ই জানুয়ারী ব্যাঙ্কসমূহের উপরও এক অর্ডিন্যান্স জারী হয়। তদনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কোন ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা পাইলেন। আলোচ্য সপ্তাহের শনিবার এবং সোমবার ব্যাঙ্কসমূহও অর্ডিন্যান্স অনুসারে বন্ধ ছিল। পর্য্যায়-ক্রমে উক্ত অর্ডিন্যান্সসমূহ জারী হওয়ার ফলে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে অর্থাৎ সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবারে কলিকাতার শেয়ার বাজারের বিক্রেতাগণের মধ্যে বিশেষ ত্রাসের সঞ্চার হয়; ফলে সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্যের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কের সুদের হার হ্রাস পাইবার সম্ভাবনার আশা থাকায় প্রথমে জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের মূল্যহ্রাস ঘটিলেও, পরে উক্ত সম্ভাবনা অমূলক প্রতিপন্ন হওয়ায় শেয়ার-ক্রয়েচ্ছু জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের দরেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অদ্য শুক্রবার গতকল্যকার উন্নতি ত অব্যাহত থাকেই, পরন্তু সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের কাজকর্ম্ম আরও ভাল হয় এবং প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের দরও বৃদ্ধি পায়।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি তেমন হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের হস্তস্থিত কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহ হস্তান্তর করিতে উন্মুখ হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের মূল্যহ্রাস ঘটে। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের ঋণপত্র ১০৩॥০ আনা পর্য্যন্ত কেনা-বেচা হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৭) ১০০॥৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৭০-৭৫) ৯৮।০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৬), ১০১৸৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লা-খনি—গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের শেয়ারসমূহের তেমন বিকিকিনি হয় নাই। মূল্যের দিক দিয়াও উল্লেখযোগ্য

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা
লিমিটেড
শুধু কলিকাতাবাসীদেরই নয়, ইহা সমগ্র ভারতবাসীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক।
বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর ও করাচী ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।
কার্য্যকরী তহবিল
দুই কোটি টাকা
হেড অফিস: ৩, ম্যাঙ্গো লেন
ফোন: ক্যাল ২৭৬৭
ম্যাঃ ডিরেক্টর—
ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি

Pioneer Quality Manufacturer of:
Spring, Springwashers, Setscrews, Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler Tube, Brushes, Link & Wire Chains, etc.
S. K. Dutt
Manufacturer & Mill Furnisher,
20, STRAND ROAD
CALCUTTA
Phone: Cal. 1434

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

অবনতি ঘটিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বেঙ্গল ৮০০৲ টাকা, ভালগোরা ২৯॥০ আনা, বরাকর ৪৪৸০ আনা, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া ১৩।০ আনা, সাউথ-করণপুরা ৪২৲ টাকা, ইকুইটেবল ৭৮৲ টাকা, নিউ বীরভূম ৫২৲ টাকা এবং ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ১৬।০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজকর্ম্ম মোটামুটি মন্দ হয় নাই। তবে কয়লা-খনি শেয়ারসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে চটকল শেয়ারসমূহেরও মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ৬৫০৲ টাকা, বালী ৫৪০৲ টাকা, বরানগর ৪৭৫৲ টাকা, চম্পদানী ৩৩৫৲ টাকা, গেঞ্জেজ ৭৫৮৲ টাকা, কামারহাটি ৯৩৭৲ টাকা, হাওড়া ১১৮৲ টাকা এবং রিলায়েন্স ৯৯॥০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে নামিয়াছিল।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের তেমন কাজকর্ম্ম না হইলেও, মূল্যের দিক হইতে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে তেজপুর ২৯॥০ আনা, নম্বুরনদী ১৮॥০ আনা এবং হাতক্ষীরা ৩৪॥৵০ আনা পর্য্যন্ত বিকি-কিনি হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের কাজকর্ম্ম মোটা-মুটি মন্দ হয় নাই। কানপুর টেক্সটাইল ১৩।০ আনা, এলগিন ৭৪॥৵০ আনা এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ৮॥৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে কলি-কাতার শেয়ার বাজারে লাভান্বেষিগণ এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং ফলে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দরের উঠা-নামা আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৫০।০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৪২৸০ আনা, বার্ণ এণ্ড কোং ৫৩০৲ টাকা, মার্শালস্ ৮৸৵০ আনা, টেক্সমাকো ১৮।০ আনা এবং ব্রেইতওয়েইট ১৬॥০ পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে নামিয়াছিল।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভা-গের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের কাজকর্ম্ম তেমন হয় নাই। কেরু ৩৩৵০ আনা, রামনগর কেইন এণ্ড সুগার ২৫॥০ আনা এবং বেলসুন্দ ১৫৸৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার পাটের বাজার বেশ 'গরম' আর কর্ম্মতৎপর ছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত-ভাবে সরকারী আদেশ অনুযায়ী ব্যাঙ্কসমূহ কয়দিন বন্ধ থাকায় এবং মুদ্রাসংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স জারীর ফলে অন্যান্য বাজারে উদ্বেগের সৃষ্টি হওয়ায় পাটের বাজারেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তবু বাজারের 'তেজী' ভাবটাই বজায় থাকে।

গত ডিসেম্বর মাসের পাট রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ডিসেম্বরের তুলনায় এবারের রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হইলেও তাহা আশানুরূপ হয় নাই। ডিসেম্বর মাসে মোট ১ লক্ষ ৬২ হাজার ১৭৬ গাঁইট পাট রপ্তানী করা হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারের উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা হইল—ইতালীর তরফ হইতে বৃটিশ সরকারের মারফতে প্রায় ২০ হাজার গাঁইট পাট রপ্তানীর এক 'অর্ডার' প্রাপ্তি। ১৯৪০ সালের মে মাসের পরে এই প্রথম ইতালী হইতে পাটের 'অর্ডার' আসিল। লণ্ডনের নিম্ন মূল্য অনুযায়ী এই পাটের মূল্য ধার্য্য হইয়াছে। আগেকার দরেই কিছু পরিমাণ ডাণ্ডি তোষা ২, ৩ ও ৪-এর অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তোষা শ্রেণীর পাট সম্পর্কে আমেরিকার চাহিদা আরও কিছু বাড়িয়া-ছিল। স্থানীয় মিলমালিকরা নিম্ন দরে লাইটনিংস ও রেজেক্সনস্-এর বেচাকেনা সামান্য পরিমাণে করিয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে প্রথম দিকে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা বর্ত্তমান থাকিলেও শেষের দিকে ইহাতে কিছু ভাঁটা পড়ে। ইউরোপীয় প্যাকিং এর মিড্‌ল্‌স্ এবং বটম্‌স্ প্রতি মণ ১৬৲ টাকা ও ১৩৲ টাকা দরে বিক্রয় হয়। সুপারভাইজড শ্রেণীর পাট মিড্‌ল্ প্রতি মণ ১৫॥০ আনা এবং বটম্‌স্ প্রতি মণ ১২॥০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে, বটম্‌সের দর শেষের দিকে আরও চার আনা বাড়িয়াছে। আসাম বটম্‌সের দর ছিল মণ প্রতি ১১॥০ আনা (নিম্ন দর)। তোষা শ্রেণীর সকল মার্কা পাটের দরই বেশ চড়া ছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ দরেও বেচাকেনা হয়। লো ডিষ্টিক্ট তোষা শ্রেণীর মিডল ও বটম যথাক্রমে ১৪৲ টাকা ও ১২৲ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে; পরে দাম আরও চার আনা বাড়ে।

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে নূতন কাজ-কারবার কিছু কম হইলেও এবং মুদ্রাসংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ায় বাজারে অস্থিরতা প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও পাটজাত দ্রব্যাদির দরে প্রায় পূর্ব্ব হারই বহাল রহিয়াছে। বাজারে এখনও চটের অভাব থাকায় জানুয়ারী ৮ আউন্স চটের দর ২১॥৵০ আনা হইতে বাড়িয়া ২২৵০ আনা হয়। ফেব্রুয়ারী/মার্চ্চ চটের দরেও অনুরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 'ফরওয়ার্ড' কারবারের অবস্থায় কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। 'বি' টুইলের জন্য সরকারী 'অর্ডার' আসায় 'হেভি গুড্‌স্'-এর বাজারের তেজী ভাবটী বজায় থাকে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৮ই জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহের ১৪ই জানুয়ারী সোমবার বোম্বাইয়ের 'বুলিয়ন এক্সচেঞ্জের' ডিরেক্টরগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সোনা-রূপার সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন দর যথাক্রমে নিম্নরূপ হইবে:—সোনা (প্রতিভরি) ৮৫৲ টাকা ও ৮১৲ টাকা। রূপা (প্রতি ১০০ ভরি) ১৪৯৲ টাকা ও ১৩৪৲ টাকা। প্রকৃত কেনা-বেচা 'ক্লিয়ারিং হাউসের' মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হইবে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় প্রতি ভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ দর ৮৮।৵০ আনা; প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ দর ১৩৮৸৵০ আনা। কলি-কাতার বাজারে অন্য প্রতিখণ্ড গিনি ৬৩৵০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

NOTHING IS STRONGER - - -
- - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা।

-পে-অফিস: মিরকাদিম ও পাটনা

জেনারেল ম্যানেজার:
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

ফোন: ক্যাল ৪০৫৩

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

শাখা:—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), মবেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, শিয়াখালা।

চল্‌তি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস্ শতকরা ২॥০

স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্—মিঃ এস্ কে ভট্টাচার্য্য, মিঃ এন্ এল্ মুখার্জ্জি

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১১ই জানুয়ারী	১৪ই জানুয়ারী	১৫ই জানুয়ারী	১৬ই জানুয়ারী	১৭ই জানুয়ারী	১৮ই জানুয়ারী
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৮৩৷৷/০	—	—	৮৮।৶০	৮৭/০	৮৮।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৮৩৸৶০	—	—	৮৪৷৷৶০-৮৪৷৷৶০	৮৫৶০	—
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৭।৶০	—	—	১৩৭৷৷০	১৩৮৸৶০	১৩৮৷৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৮৶০	—	—	১৩৮৶০	১৩৮৸৶০	—
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৮৷০	—	—	৬১৷৷৶০	৬৩৶০	৬২৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫৯৸০	—	—	—	—	—
বিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	—	—	—	—	—
ঐ ঐ ৩৷৷০ টাকা সুদের ...	১০৪৶০	১০৩৷৶০	১০৩৸০-১০৩৷৷৶০	১০৪৲-১০৩।/০	১০৩৷৷০-১০৩৶০	১০৩৸০-১০৩।০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	৯৯৸/১০	১০০৲	—	—	—	৯৯৸৶০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—	—	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	—	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫৮৷৷৶০-৫৭৷৷৶০	৫৪৷৷০-৫২।৶০	৫৩৸৶০-৫১।০	৫২৸০-৫০৸০	৫৩৸০ ৫১৸/০	৫৪৸৶০-৫৪৶০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৪৮৷৶০-৪৮৶০	৪৫।৶০-৪৩৸৶০	৪৫৶০-৪৩/০	৪৩৸৶০-৪২৸০	৪৪৸০-৪৩৸০	৪৫৷৷৶০-৪৫৲
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১৩।০-১৩৲	১৩/০-১২৷৷০	১২৸৶০-১২।৶০	১২৷৷০-১২৶০	১২৸০-১২।৶০	১২৸৶০-১২৷৷৶০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৭।৶০-১৬৸৶০	—	১৬।/০	১৬।০-১৬৶০	১৬৷৷০-১৬৲	১৬।৶০
জেসপ ...	৩২৷৷৶০	—	৩১৷৷০	৩১৸০-৩০৷৷৶০	৩১৲	৩২৲-৩১৸৶০
মার্শালস ...	৯৷৷/০-৯।৶০	৯৶০-৮৸৶০	৯৶০-৮৷৷৶০	৮৷৷/০-৮।/০	৮৸/০-৮৷৷০	৯৲-৮৸০ -
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১৩।৶০-১৩৶০	১৩।০	১৩।০-১৩৶০	১২৸৶০-১২৷৷/০	—	১২৸৶০-১২৸০
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস ...	১০৷৷৶০-১০৷৷০	১০।০	—	—	—	১০।/০-১০৶০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	—	—	—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৮।/০-৮৶০	৮/০-৭৷৷৶০	৮৲-৭।/০	৭৸০-৭৶০	৭৸/০-৭।/০	৮৶০-৭৸০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৫৷৷০-৫৶০	৫/০-৪৷৷৶০	৫৲-৪৷৷/০	৪৸০-৪৷৷০	৫৲-৪৷৷৶০	৫।০-৪৸০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	—	১৫৭৲-১৫৫৲	১৫৫৲	১৫৫৷৷০	১৫৭৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৯৬৲-৯৫৲	৯৫৲	৮৯৷৷০	৯৩৲-৯০৲	৯১৲-৯০৲	৯৩৷৷০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	১৬৷৷০-১৬।৶০	—	—	—	১৬।০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪৷৷০-১৪।৶০	—	১৪।০-১৪।০	৪।৶০-১৪।৶০	১৪৷৷০-১৪।৶০	১৪৷৷/০-১৪৷৷০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫।/০-১৫।০	১৫৶০	১৫৲	১৫/০	১৫৶০	১৫।৶০-১৫।০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৫৬৲	—	—	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৫০।৶০-৪৯৶০	৪৮৲-৪৬৸৶০	৪৭৶০-৪৬৲	৪৫৸০-৪৫৶০	৪৬।/০-৪৫৸৶০	৪৭৷৷৶০-৪৭৶০
তালচের ,, ,, ...	—	—	১২।০	১২৶০-১১৸০	১২।০-১২৲	১২৸০-১২৶০
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	৬৭৲	—	—	—	—	—
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৮০।/০-৭৯৸০	৭৭৸০ ৭৭৷৷০	৭৬৸০-৭৫৲	৭৬৲-৭৫।০	৭৭৲-৭৬।০	৭৮৲-৭৬।৶০
সাউথ করণপুরা ,, ...	৪৪।৶০-৪৩৸০	৪২৷৷৶০-৪২৲	৪১৸৶০-৪০৷৷৶০	৪১।০-৪০।০	৪১৷৷০-৪১।৶০	৪২৸/০-৪২৶০
ভুলনবরারি ...	৩৭।০	—	—	—	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—	—	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	১৫।০	—	—	—	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	—	—	—	—	৫০৲

গ্রাম : মারকোব্যাঙ্ক ফোন : ক্যাল ৩৭৩৪

ইউনিয়ন মারকেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেঃ অঃ—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যাঃ ডিঃ
এম, কে, নন্দী

চেয়ারম্যান
মিঃ কে, ডি, বোস।

গ্রাম : লাইভ ব্যাঙ্ক : কলিঃ
টেলিফোন : ক্যাল ৩২৭৫ / ৪৭৩১

স্থাপিত—১৯৩০

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
২১,এ ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই
আমাদের সমস্ত শাখা ও কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য।

ব্যাঙ্কিং কার্য্যে অতুলনীয় সুবিধা
এখানে পাইবেন।

চেয়ারম্যান :
রায় জে, এন, মুখার্জ্জি বাহাদুর
গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার
(হুগলী)

ডিরেক্টর ইন-চার্জ্জ :
মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জ্জি।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১১ই জানুয়ারী	১৪ই জানুয়ারী	১৫ই জানুয়ারী	১৬ই জানুয়ারী	১৭ই জানুয়ারী	১৮ই জানুয়ারী
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৯।৵০-৯।/০	—	৮॥০	৮॥০-৮৵০	৮॥৵০-৮৵০	৮॥/০-৮॥০
বেনারস ...	১২৸০	—	—	১২॥/০	—	১২॥০-১২।০
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৪৶/০	—	১৩৵০-১৩/০	১৩৶০-১৩/০	১৩।০-১৩/০	১৩।৵০-১৩।০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	৭৯।০-৭৯৲	—	—	৭৩৸৵০	৭৫।৵০-৭৪॥০	৭৬৸০-৭৬৲
কেশোরাম ...	২২৸০-২২॥৵০	—	—	২১।০-২১৲	—	২২/০
বঙ্গশ্রী ...	১৫৶০-১৫৵০	১৪৸০	১৪॥৵০-১৪॥০	১৫।০	১৪॥৵০-১৪॥০	১৫/০-১৫৲
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৸৶০-৭৸৵০	৭॥৵০-৭॥০	৭৸০-৭॥৶০	৭৸০-৭॥৵০	৭৸০	৭৸৵০-৭৸/০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২৯৪৲-২৯৩॥০	—	২৮০৲-২৭১৲	২৫৯৲-২৫৭৲	২৭৬৲-২৭৪৲	২৮২৲-২৭৮৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	২৩॥০-২৩৵০	—	—	২১৲	—	—
টিটাগড় ...	৪৮৲-৪৬৲	৪৫।৵০-৪৪৶০	৪৫।/০-৪২৸৵০	৪৪॥০-৪৩।৵০	৪৬।০-৪৫/০	৪৭৶০-৪৬/০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	—	—	৪২৮৲	৪২৫৲-৪২৩৲	৪৩২৲-৪৩০৲	৪৩৭৲-৪৩৫৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৬৪০৲-৬৩৩৲	৬২১৲-৬১৭৲	৬১৪৲-৫৯০৲	৬১০৲-৫৯৮৲	৬১৫৲-৬০৮৲	৬২৫৲-৬১৪৲
কামারহাটি „ „ „ ...	৯৭৪৲-৯৬৫৲	৯৪০৲-৯৩২৲	৯২০৲-৯১২৲	৯১৭৲-৯০৪৲	৯৩৭৲-৯১৮৲	৯৪৮৲-৯৪৩৲
নদীয়া „ „ „ ...	১৮৯৲-১৮৪৲	১৭৮৲-১৭৫৲	১৭৭৲-১৬৮৲	১৭৩৲-১৬৮৲	১৭৮৲-১৭৬৲	১৮০৲-১৭৭৲
প্রেসিডেন্সী „ „ „ ...	১৬৲-১৫৸৶০	—	১৫॥০-১৫।০	১৫।৵০-১৪৸/০	—	১৫॥০-১৫।৶০
রিলায়েন্স „ „ „ ...	১০৭॥০-১০৫৲	১০২॥০-১০১॥০	১০২৲-৯৯৵০	১০০৲-৯৪৲	১০২৲-১০০৲	১০৩॥০-১০২॥০
কাঁকনাড়া „ „ „ ...	৮২২৲-৮১৪৲	৭৯৮৲-৭৯০৲	৭৯০৲-৭৫৮৲	৭৮৩৲-৭৬৮৲	৭৯৫৲-৭৮২৲	৮০৪৲-৭৯০৲
হাওড়া „ „ „ ...	১২৫৲-১২৩॥৵০	১১৯।৵০-১১৭৸০	১১৪৸০	১১৬॥০-১১৫॥০	১১৭।০-১১৫৵০	১১৯৸০-১১৮৸৵০
ডালহৌসী „ „ „ ...	৪৮০৲-৪৬৪৲	৪৪৬৲-৪৪০৲	৪৩২৲-৪২০৲	৪৪৩৲	৪৪৬৲	৪৬৫৲-৪৫০৲
বজবজ „ „ „ ...	৭০৯৲-৭০৮৲	৬৭৫৲-৬৭০৲	৬৬৫৲-৬৬০৲	৬৭০৲-৬৬০৲	৬৮০৲	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড „ „ ...	৪০৮৲-৪০০৲	—	৩৯৫৲-৩৯৪৲	—	৩৮৫৲-৩৮৪৲	—
এলায়েন্স „ „ „ ...	—	৮৩৯৲	—	—	—	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৬৸৶০	—	—	১৫৸৵০-১৫৸/০	১৫৸৵০	১৬৲-১৫৸৵০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪৫।০-৪৩।০	—	—	—	৪৪৲-৪৩।০	—
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩৬।৶০-৩৫॥০	—	৩৫৲-৩৩৸০	৩২॥/০-৩১॥০	৩৩/০-৩২॥০	৩৩।০-৩৩৵০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান „ „ „ ...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী „ „ „ ...	৫৬৲-৫৫৲	৫৪৲	—	—	—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	১৩।৶০-১৩।৵০	১৪৲-১৩॥০	১৪৲-১৩৸০	১৩৸৵০-১৩৸০	১৪/০-১৪৲	১৩৸০-১৩॥৵০
তেজপুর „ „ „ ...	—	২৯॥৵০-২৯॥০	৩০৲	—	২৯॥০ ২৮৸৵০	২৯৸০-২৯।০
বিশ্বনাথ „ „ „ ...	—	—	—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৮৸৵০-১৮॥০	—	১৮৲	১৮॥/০-১৮৵০	১৮॥৶০-১৮৵০	১৮।৵০
বি আই কর্পোরেশন ...	৯॥৶০-৯।৵০	৯৵০-৮৸৵০	৯৵০-৮।৶০	৮॥/০-৮।০	৮৸৵০-৮॥০	৯৶০-৮৸৶০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	২১৯৲-২১৭৲	২০৭৲-২০৪৲	২২৮৲-১৯৭৲	২০৪৲-১৯৬৲	২০৭৲-২০০৲	২১২৲-২০৭৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৮।৶০-১৮৵০	১৮৲-১৭৸০	১৮৵০-১৭।৵০	১৭।৶০-১৭৲	১৭॥৵০-১৭।০	১৮৲-১৭৸০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২৮৪৲-২৮০৲	২৭৫৲-২৬৫৲	২৭৩৲-২৫৪৲	২৬৫৲-২৫৮৲	২৮৪৲-২৬৫৲	২৯২৲-২৮৫৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট „ „ ...	২৫৲-২৪॥৶০	২৫॥০-২৪।৶০	২৫।০-২৪৸৵০	—	২৪৲	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	—	—	—	১৩৶০	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	—	—	১১৶০-১০॥৵০	—	১১॥৵০-১০৸০

জলপাইগুড়ি

ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংএর সকল সুযোগসহ ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান

সেণ্ট্রাল অফিস ঃ **৮৭, ওল্ড চীনাবাজার, কলিকাতা** ফোন ঃ বি বি ১৮৫৮

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—**শ্রীমোহিনীমোহন সাহা**

এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—**শ্রীনলিনীরঞ্জন সাহা**, বি-এস-সি

হেড অফিসঃ মালদহ।

গ্রাম : উদয়ের পথে

অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট

ট্রাষ্ট লিমিটেড

১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনার সঞ্চিত অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাটাইয়া লাভবান হইতে হইলে সত্বর আমাদের সহিত পরামর্শ করুন।

ম্যাঃ ডিরেক্টর—মিঃ কে, সি, মিত্র।

ন্যাশন্যাল এক্স্প্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৬২৯৭

নিরাপত্তা ও সেবার জন্য চিরপরিচিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

আপনার সেবা ও সাহায্যের জন্য কি করিতে পারি ? খোঁজ করুন।

বি. এন্. চ্যাটার্জ্জী এম-এ, এফ. আর. জি. এস (লণ্ডন), এফ. আর. এস. এ (লণ্ডন), ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

এন. বি. পর্ব্বত, জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

• কোকোলা
• কল্যানী
• ত্রিগুণ
• জুয়েল আমলা
কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

হেড অফিস ফি.ফি. ৪১৮ ★ হাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ফি.ফি. ২৭৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত
অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার, জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

—সুদের হার—
কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়
চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—
(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)
হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

CALCUTTA CITY BANK LIMITED

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার,	দীঘিরপাড়,	পাটনা সিটি,
বেলেঘাটা,	লাহেরিয়াসরাই,	ভিজিয়ানাগ্রাম
শ্যামবাজার,	ভাগলপুর,	বোলাঙ্গীর,
আরামবাগ,	নাথনগর,	কাটাবঞ্জী
চাঁপাডাঙ্গা,	দ্বারভাঙ্গা,	(পাটনা ষ্টেট),
মিরকাদিম,	রায়পুর,	নাগপুর,
নারায়ণগঞ্জ,	পাটনা,	সম্বলপুর।

মূল্য কমিল !!!
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।
লিখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
ও গোধুলিয়া, বেনারস।

অক্ষয় কুমার লাহা
লেডিয়াম মার্ক সিমেন্ট কলার
বাড়ীর রং কারখানার রং
১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী
আর্য্যস্থানে
বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরু ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়
লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

লিলি
বিস্কুট
স্বাদে ও
গুণে—
অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHCNE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 28th January, 1946. সোমবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৫২ [৩৭শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতা সহরের উন্নতি বিধান

আগামী ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখ সময়ের মধ্যে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট মাণিকতলা পয়ঃপ্রণালীর প্রসার, বস্তিসমূহের উন্নতি, ঢাকুরিয়া লেক অঞ্চলের উন্নতিবিধান, নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ ইত্যাদি কাজে মোট ৫ কোটী ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মধ্যে জমি খাস করিবার জন্য ৩ কোটী ১২ লক্ষ টাকা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পূর্ত্তকার্য্যে ২ কোটী ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। উহা ছাড়া কলিকাতা সহরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ২৫ হাজার লোকের বসবাসের উপযুক্ত একটী সহর স্থাপনের জন্য বাঙ্গলা সরকারের নির্দ্দেশে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ৪ কোটী টাকা ব্যয় করিবেন এবং এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে তথ্যতালিকা সংগ্রহ করা হইতেছে। এদিকে কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট একশত জন রোগী রাখিবার উপযুক্ত একটী হাসপাতাল এবং পোর্ট ট্রাষ্টের ১০ হাজার মজুরের বসবাসের উপযুক্ত বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ৭ কোটী টাকা ব্যয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সহরের উন্নতিবিধানের জন্য অদূরভবিষ্যতে হয়ত কলিকাতা কর্পোরেশনও এই ধরণের বৃহৎ কাজে মনোনিবেশ করিবেন। কিন্তু কলিকাতা বর্ত্তমানে যে প্রকার ঘনবসতিপূর্ণ এবং নানা রোগের আকর হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সহরের ভিতরে এইরূপ কোটী কোটী টাকার পরিকল্পনার কি যুক্তিযুক্ততা রহিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতেছি না। সহরে অত্যধিক জনবাহুল্যের জন্য কেবল যে বসতবাড়ীর অভাব ঘটিয়াছে এরূপ নহে; অত্যধিক জনতার চাপে সহরের রাস্তাঘাট, যানবাহন, হাটবাজার, হাসপাতাল ইত্যাদিতেও আর স্থানসঙ্কুলান হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় সহরের ভিতরে জনতার চাপ বর্দ্ধিত না করিয়া সহরের লোক যাহাতে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরের চতুর্দ্দিকে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনের ব্যবস্থা হওয়াতে ঐ দুই সহরের চতুর্দ্দিকে ২০।২৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত সুন্দর সুন্দর বাসস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। উহার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে বসবাস করিয়া প্রত্যহ সহরে আসিয়া নিজ নিজ কার্য্যে যোগদান করিতে সমর্থ হইতেছে। কলিকাতার জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। কলিকাতা ও হাওড়া কেন্দ্রের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম—সকল দিকে ২৫।৩০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত যদি বৈদ্যুতিক ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আজ যাঁহারা কলিকাতা ও হাওড়ার ৩০।৪০ লক্ষ লোকের কথা চিন্তা করিয়া বড় বড় পরিকল্পনায় মাতিয়াছেন, ১০।১৫ বৎসর পরে হয়ত তাঁহাদিগকে ৬০।৭০ লক্ষ লোকের সমস্যার কথা ভাবিতে হইবে। কাজেই এক্ষণে যদি কর্পোরেশন, পোর্ট ট্রাষ্ট, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের মারফতে সহরের উন্নতিবিধানের কার্য্যক্ষেত্র সহরের অভ্যন্তরেই কেন্দ্রীভূত হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে উহাদিগকে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে কয়লার যে প্রাচুর্য্য রহিয়াছে তাহাতে সহরের চতুর্দ্দিকে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীর ব্যবস্থার জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কোন অসুবিধা হইতে পারে না। উহা সত্ত্বেও এই দিকে কর্ত্তৃপক্ষের কেন দৃষ্টি পড়িতেছে না তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আগামী বাজেট বক্তৃতা

আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট উপস্থিত করার সময়ে ভারত সরকারের অর্থসচিব দেশবাসীর স্বার্থ সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। প্রকাশ যে, বাজেট উপস্থিত করার কালে অর্থসচিব একটী ট্যাক্স তদন্ত কমিটির কথা ঘোষণা করিবেন। উক্ত কমিটি দেশবাসীর উপর নূতন নূতন কি প্রকার ট্যাক্স ধার্য্য করা যায় তৎসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন। প্রকাশ যে, কৃষিজাত আয়ের উপর ট্যাক্সও এই কমিটির একটী অন্যতম বিচার্য্য বিষয় হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অর্থসচিব মূলধন নিয়ন্ত্রণ

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯০৫-১২
স্বর্ণের মূল্য	৯১৩-১৪
কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা (৮) সরিষার তৈল	৯১৫-১৬
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৯১৭-১৮
খেয়ালীর খাতা	৯১৯-২০
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৯২১-২৬
কোম্পানী প্রসঙ্গ	৯২৭-২৮
বাজারের হালচাল	৯২৯-৩৪

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি: "রেণবো" কলিকাতা। বি, মুখার্জ্জী

ফোন: পি কে—২৬৮১ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। ভারত সরকার যখন মূলধন নিয়ন্ত্রণের (Capital Control) ব্যবস্থা বলবৎ করেন তখন উহার উদ্দেশ্য ছিল মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করা। পরবর্ত্তীকালে দেশের মূলধন যাহাতে যথাযোগ্যভাবে বিনিয়োগ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া বিভিন্ন কোম্পানীকে শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইতেছে। এক্ষণে দেশের মূলধন যাহাতে অনাবশ্যক শিল্পে নিয়োজিত হইতে না পারে এবং বীমা ব্যবসায়ের ন্যায় যে শ্রেণীর ব্যবসায়ের জন্য গঠিত যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে কোন লাভ পাওয়া যায় না সেই সব ব্যবসায়ের জন্য গঠিত কোন কোম্পানী যাহাতে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য অনুমতি না পায় তাহার ব্যবস্থা বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোনিবেশ করিবেন। এজন্য নাকি একটী আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হইবে। যে সব বিদেশী মুদ্রা (Foreign Exchange) দেশবাসীর আয়ত্তে আসিবে তাহা যাহাতে বিদেশ হইতে বিলাস-সামগ্রী ক্রয়ে নিয়োজিত না হয় তৎপক্ষেও নাকি বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্পর্কে অর্থসচিব মত প্রকাশ করিবেন। এজন্য ব্যবস্থা পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনের শেষে একটী আইনের খসড়া পরিষদে পেশ করা হইবে। যুদ্ধোত্তরকালীন উন্নয়নমূলক কর্ম্মপদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে কি ভাবে অর্থ সাহায্য করিবেন অর্থসচিবের বাজেট বক্তৃতা হইতে তাহারও একটা বিবরণ পাওয়া যাইবে, আশা করা যাইতেছে। প্রকাশ যে, এখন হইতে বিভিন্ন প্রদেশকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে অর্থ সাহায্য না করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মদক্ষতা বিচার করিয়া এবং বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট নিজ নিজ প্রদেশ হইতে আদায়যোগ্য ট্যাক্স আদায়ে কি প্রকার বিলি-ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বিচার করিয়া তদনুযায়ী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন প্রদেশকে দেয় সাহায্যের পরিমাণ স্থির করিবেন।

ভারতে রংশিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

ভারতে রংশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য টাটা ইম্পিরিয়াল কেমিকেল চুক্তির খবর প্রকাশিত হইবার পর রংশিল্প সম্পর্কে ভারত সরকারের একটী পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষকে রংশিল্পে স্বাবলম্বী করিবার জন্য ভারত সরকার ২৫ কোটি টাকা মূলধন লইয়া রংশিল্প গড়িয়া তুলিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ইতিমধ্যে বিহারে একটী রংশিল্পের কারখানা খুলিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়াও খবর পাওয়া গিয়াছে।

ভারতীয় পুঁজিপতিরা রংশিল্প প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা করিতেছেন তাহার সহিত ভারত সরকারের পরিকল্পনার কোন যোগাযোগ আছে কি না তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের একটী পরিষ্কার বিবৃতি দেওয়া কর্ত্তব্য। এ ব্যাপারে বিদেশী কোম্পানীগুলিকে কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইতেছে কি না, তাহাও দেশবাসীর জানা দরকার। ভারতবর্ষে রংশিল্প গড়িয়া উঠুক ইহা সকলেই কামনা করেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই যদি বিদেশী মালিকদের করায়ত্ত হয়, তাহা হইলে ভারতের তাহাতে লোকসান ছাড়া লাভ নাই।

টাটা ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল চুক্তি সম্পর্কে নানারূপ ধারণার সৃষ্টি হওয়াতে টাটার ডিরেক্টর মিঃ এ, ডি, শ্রফ সম্প্রতি আমেদাবাদে সাংবাদিকদের নিকট এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ১৯৩৭ সাল হইতেই আই, সি, আই বা ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের সহিত টাটার রংশিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা সুরু হইয়াছিল। বর্ত্তমান চুক্তি অনুযায়ী প্রথমে কারখানার জায়গা, যন্ত্রপাতি ক্রয়, গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদি কাজ সমাধার জন্য একটী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী গঠিত হইবে। পরে রং প্রস্তুত করার জন্য পাঁচ কোটি টাকা মূলধন লইয়া একটী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত কোম্পানীই উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং এজেণ্ট রূপে কাজ করিবেন। খুব কম পক্ষেও কারখানা বসাইতে দেড় হইতে দুই বৎসর লাগিবে। আই, সি, আই লিঃ মোট পুঁজির শতকরা মাত্র ২৪ ভাগ দিবেন এবং বাকী ৭৬ ভাগ জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইবে। টাটাই ইহার অধিকাংশ ক্রয় করিবেন, কাজেই বৃটিশ ফার্ম্মের হাতে রংশিল্প চলিয়া যাইবে—এই আশঙ্কার কারণ নাই। ভারতের কারখানায় ক্রমে ক্রমে ৫১ রকমের রং প্রস্তুত করা হইবে এবং উহার ফলে বিদেশ হইতে রং আমদানী হ্রাস পাইতে থাকিবে। বাজারে মাল বিক্রয়ের জন্যও একটী স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে এবং আই, সি, আই-কে তাহার মোট শেয়ারের শতকরা ৫১ ভাগের বেশী দেওয়া হইবে না। জনসাধারণের আশঙ্কা দূর করিবার জন্য মিঃ শ্রফ টাটা ইস্পাত কারখানার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত কারখানায় প্রথমে ২৫০ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞ ছিল, এখন তাঁহাদের সংখ্যা ২০ জনের বেশী নয়। মিঃ শ্রফের বিবৃতি অনেকটা আশাপ্রদ হইলেও আশঙ্কার কোন কারণ নাই, একথা বলা শক্ত। প্রথমতঃ, একটী শিল্প স্থাপনের জন্য মোট তিনটী প্রতিষ্ঠান খাড়া করা হইতেছে, কাজেই আই, সি, আই মূল প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শেয়ার কবলিত করিতে না পারিলেও অন্য দুইটী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শেয়ার হস্তগত করিবার সুযোগ পাইবেন, এ আশঙ্কা থাকিয়া যায়। ভারতীয় গবেষকের অভাবের জন্য বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতেছে—মিঃ শ্রফের এই যুক্তি হয়ত ঠিক, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে অন্যায় বা অতিরিক্ত সুবিধা দিবার কোন কারণ নাই। মোটের উপর রংশিল্পে একটা একচেটিয়া ব্যবসায় গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে টাটা যদি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য লাভের জন্য দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেন, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে।

কৃষি সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের ঔদাসীন্য

গত ১৯শে জানুয়ারী সায়ান্স ক্লাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার অধ্যাপক এ, কে, ঘোষ 'বাঙ্গলার কৃষি—অতীত ও বর্ত্তমান' সম্পর্কে একটী বক্তৃতা দেন। বাঙ্গলা সরকার কৃষির প্রতি কিরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন তাহার তথ্যপূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতির উল্লেখ করিয়া যে কথা বলিয়াছেন, তাহা যেমনই চাঞ্চল্যকর, তেমনই কৌতুকপ্রদ।

অধ্যাপক ঘোষ বলেন যে, কচুরীপানার উৎপাতে প্রতি বৎসর বাঙ্গলার ১১ কোটি টাকা ক্ষতি হয় এবং বাঙ্গলার ৩৭ লক্ষ একর আবাদ যোগ্য জমি কচুরীপানায় ছাইয়া রহিয়াছে। তথাপি বাঙ্গলা সরকার কচুরীপানা চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, বাঙ্গলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের কীট-তত্ত্ববিদ্‌দের মতে যেখানে কচুরীপানা জন্মায় সেখানে নাকি ম্যালেরিয়ার বীজাণুবাহক মশা জন্মায় না।

লক্ষ লক্ষ একর আবাদযোগ্য জমি নষ্ট করিয়া এবং কোটি কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া ম্যালেরিয়া দমনের এমন অভিনব উপায় বোধ হয় পৃথিবীতে কোন গবর্ণমেণ্টই অবলম্বন করেন নাই। ম্যালেরিয়া দমনের এমন চমৎকার উপায় আবিষ্কার করিয়াও বাঙ্গলা সরকার ঢাক পিটান নাই কেন, তাহা ভাবিয়াই আমরা বিস্ময় বোধ করিতেছি।

ভারতে শিশু-মৃত্যুর হার বৃদ্ধি

বিদেশী শাসন ও শোষণের ফলে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য চিরন্তন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর মহাযুদ্ধের চাপে এবং বৃটেনের ষ্টার্লিং ঋণ সংক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে ভারতের দারিদ্র্য শত গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিশু-মৃত্যুর হার বৃদ্ধির প্রধান কারণ দারিদ্র্য এবং ভারতবর্ষে শিশু-মৃত্যুর হার যে কোনও দেশের তুলনায় অধিক। শিশু-মৃত্যুর হার বলিতে যত শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহার প্রতি হাজারে এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর মৃত্যুসংখ্যা বুঝায়। যুদ্ধের সময় ইউরোপের বহু দেশে শিশু-মৃত্যুর হার বাড়িয়াছিল, কিন্তু ভারতে স্বাভাবিক অবস্থায় শিশু-মৃত্যুর হার তদপেক্ষা অনেক বেশী। ফ্রান্সে ১৯৪০ সালে হাজারে ৯১টা শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। ইহাই ইউরোপের শিশু-মৃত্যুর বৃহত্তম হার। বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলির শিশু-মৃত্যুর হার ১৯৩৯ সালে ছিল হাজারে ১৫৬ এবং ১৯৪২ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছিল হাজারে ১৬৩। ১৯৪২ সালের পরের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের কথা স্মরণ করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, শিশু-মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে ছাড়া কমে নাই। ভারতবর্ষে যতদিন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে ততদিন ম্যালথাসের সহজ নিয়মে তাহার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হওয়াই বোধ হয় তাহার ভাগ্য।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলি: ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

জার্ম্মানীর ক্ষতিপূরণে ভারতের অংশ

বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য দায়ী কে—উহার জন্য ফ্যাসিষ্টবাদ, না সাম্রাজ্যবাদ অধিকতর দায়ী—তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তাগণ স্থির করিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পরাজিত জার্ম্মাণীর নিকট হইতে বিপুল পরিমাণে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

গত ১৯১৪-১৮ সালে যে বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধ হয় তাহার অবসানেও জার্ম্মানীর উপর বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপান হয়। কিন্তু তখন মিত্রশক্তিগণ ভুল করিয়া এই ক্ষতিপূরণের অধিকাংশ নগদ টাকায় আদায় করা হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। জার্ম্মানী প্রথমে বৃটীশ ব্যাঙ্কগুলি হইতে টাকা ধার করিয়া এই ক্ষতিপূরণের সামান্য অংশ পরিশোধ করে। তৎপর জার্ম্মানী ক্ষতিপূরণ করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করাতে প্রথমে ১৯২৫ সালে ডয়েস পরিকল্পনা অনুযায়ী জার্ম্মানীকে ক্ষতিপূরণের জন্য দীর্ঘ সময়ের কিস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এই কিস্তির টাকাও জার্ম্মানী পরিশোধ করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করাতে ১৯২৯ সালে ইয়ং পরিকল্পনা অনুসারে উক্ত দেশকে ক্ষতিপূরণের দায় হইতে বহুল পরিমাণে রেহাই দেওয়া হয়। জার্ম্মানী তাহাও পরিশোধ করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করে। ফলে ১৯৩০ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হুভারের নির্দ্দেশমতে জার্ম্মানীকে সাময়িকভাবে ক্ষতিপূরণের দায় হইতে রেহাই (moratorium) দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে জার্ম্মানী পুনরায় সামরিক বলে শক্তিশালী হইয়া উঠে। কাজেই মিত্রশক্তিবর্গ জার্ম্মানীর নিকট হইতে পরবর্ত্তীকালে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে ক্ষতিপূরণ আদায় সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে এবার মিত্রশক্তিগণ সাবধান হইয়াছেন। এবার স্থির হইয়াছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য জার্ম্মানীকে প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায় আরও বেশী পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে—কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ নগদ টাকার হিসাবে আদায় না করিয়া বিদেশস্থিত জার্ম্মান সম্পত্তি, জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে মজুদ মালপত্র, জার্ম্মানীতে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী এবং জার্ম্মানীর কলকারখানা, জাহাজ ইত্যাদি হস্তগত করতঃ আদায় করা হইবে। জার্ম্মানী হইতে এই ভাবে যে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইবে টাকার হিসাবে তাহার মোট মূল্য কত তাহা প্রকাশিত হয় নাই। তবে গত ডিসেম্বর মাসে প্যারী সহরে মিত্রশক্তিবর্গের যে ক্ষতিপূরণ বৈঠক বসে তাহার সিদ্ধান্তমত স্থির হইয়াছে যে, জার্ম্মানী হইতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে গৃহীত মোট সম্পত্তিকে 'ক' ও 'খ' এই দুই ভাগে ফেলা হইবে এবং 'ক' শ্রেণীর সম্পত্তির মধ্যে ইংলণ্ড ২৮ ভাগ, আমেরিকা ২৮ ভাগ এবং ফ্রান্স ১৬ ভাগ পাইবে। বাকী ২৮ ভাগ মিত্রপক্ষীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলির মধ্যে বিভক্ত হইবে। 'খ' শ্রেণীর সম্পত্তিগুলি, যাহার মধ্যে জার্ম্মানীতে অবস্থিত কলকারখানা ও জার্ম্মানীর জাহাজসমূহকে ফেলা হইয়াছে তাহাও অনুরূপভাবে বিভক্ত হইবে।] এই ভাগ-বাটোয়ারার মধ্যে ভারতের ভাগে মোট ক্ষতিপূরণের শতকরা ২ ভাগ এবং 'খ' শ্রেণীর ক্ষতিপূরণের শতকরা ২.৯ ভাগ ফেলা হইয়াছে।

ভারতবর্ষ জার্ম্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য লালায়িত নহে। বর্ত্তমান জার্ম্মানীর মত পরাধীন জাতির দুর্ভাগ্য লইয়া খেলা করিবার ভারতবর্ষের কোন উৎসাহ থাকিতে পারে না। কিন্তু কিরূপ হিসাবের উপর ভারতবর্ষের জন্য মোট ক্ষতিপূরণের শতকরা ২ ভাগ মাত্র সংরক্ষিত হইল তাহা ভারতবাসী জিজ্ঞাসা করিতে পারে। একথা সত্য যে, জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু এই যুদ্ধে ভারতের ক্ষতিও নগণ্য নহে—অন্ততঃ মোট ক্ষতি স্বীকারের উহা যে শতকরা ২ ভাগের চেয়ে বেশী তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মিত্রশক্তিবর্গের হিসাবমতে জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের মোট ৬ কোটী ডলার মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে ৯০০০ লোক প্রাণ দিয়াছে এবং যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষের ফলে ১৫ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। উহার উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু উহা সর্ব্বজনবিদিত যে, ভারতের প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী। যুদ্ধের ফলে একমাত্র বাঙ্গলাদেশেই দুর্ভিক্ষ এবং উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মড়কের জন্য ৫০ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ড, কানাডা বা আমেরিকার লোককে জীবনযাত্রার আদর্শ খর্ব্ব করিয়া রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইতে হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে ভারতবাসীকে জীবনযাত্রার আদর্শ এরূপভাবে খর্ব্ব করিতে হইয়াছে যাহার ফলে এদেশের কোটী কোটী লোককে রোগে ও অর্দ্ধাশনে একপ্রকার অকর্ম্মণ্য হইতে হইয়াছে। যুদ্ধে ভারতের মোট ক্ষতি সম্বন্ধে যদি নিরপেক্ষভাবে কোন তদন্ত হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষ হল্যাণ্ড, গ্রীস, কানাডা, জুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। অথচ ক্ষতিপূরণে এই সব দেশের অংশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশী হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিষয়েই ভারতবর্ষের প্রতি কি প্রকার অবিচার হইয়া থাকে বর্ত্তমান ব্যাপারে তাহার আর একটী প্রমাণ পাওয়া গেল।

স্যার জিয়াউদ্দীনের প্রস্তাব

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম লীগ দলভুক্ত সদস্য স্যার জিয়াউদ্দীন পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটীশ দিয়াছেন। এই সব প্রস্তাবের একটীতে বলা হইয়াছে শেয়ার, স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং তুলার মূল্য স্থির রাখার জন্য এবং জনসাধারণকে জুয়ার প্রভাব হইতে মুক্ত রাখার জন্য দেশের সমস্ত শেয়ার বাজার, সোনার বাজার ও তুলার বাজার (Stock, Bullion & Cotton Exchanges) বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। তাঁহার আর একটী প্রস্তাব হইতেছে যে, কোন কোম্পানী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সুদের (Bank rate of Interest) দ্বিগুণ পরিমাণের অতিরিক্ত হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে পারিবে না। আর একটী প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটী কাপড়ের কলকে বাধ্যতামূলকভাবে তাঁতীদের ব্যবহারের জন্য উহাদের উৎপাদিত সূতার এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করিতে হইবে।

স্যার জিয়াউদ্দীনের প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ষ্টক এক্সচেঞ্জ, বুলিয়ন এক্সচেঞ্জ এবং তুলার এক্সচেঞ্জসমূহে অনেকটা জুয়ার প্রশ্রয় থাকিলেও এই সব এক্সচেঞ্জে সর্ব্বসময়ে শেয়ার ও স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তুলা ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা থাকার জন্য উহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কোন এক সময়ে বাজারে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী পণ্যদ্রব্যের জোগান অথবা অভাব হেতু উক্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্যে হঠাৎ যে অত্যধিক উঠানামা ঘটে এক্সচেঞ্জগুলিতে সারা বৎসর ধরিয়া ঐ পণ্যদ্রব্যের বিকিকিনি হয় বলিয়া এইরূপভাবে পণ্যমূল্যে উঠানামা অনেকটা বিদূরিত হয়। অন্য কথায় বাজারে সময় সময় পণ্যমূল্যে যে তরঙ্গ উঠে এক্সচেঞ্জগুলির কার্য্যের জন্য ঐ তরঙ্গগুলি অতি ক্ষুদ্র হিল্লোলে পরিণত হয়। বিশেষতঃ এক্সচেঞ্জগুলি বর্ত্তমান থাকার দরুণ সকলে সব সময়ে ইচ্ছামত শেয়ার, স্বর্ণ বা অন্য কোন পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আন্তর্জ্জাতিক বণিক সভা বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যের জন্য সংগঠিত বাজার বা এক্সচেঞ্জগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন। স্যার জিয়াউদ্দীন পণ্যদ্রব্যের মূল্য স্থির করিবার জন্য এক্সচেঞ্জগুলিকে বন্ধ করিয়া দিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার নির্দ্দেশমত আইন প্রণীত হইলে উহার উল্টা ফল হইবে বলিয়াই আমরা আশঙ্কা করিতেছি।

স্যার জিয়াউদ্দীনের দ্বিতীয় প্রস্তাব নীতির দিক হইতে একেবারে মন্দ নহে। কিন্তু কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া কেহ যদি ব্যাঙ্ক রেটের দ্বিগুণের বেশী লভ্যাংশ না পায় তাহা হইলে অনেকেই দেশের ব্যবসা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে টাকা না খাটাইয়া তাহা অন্যভাবে বিনিয়োগ করিবে। উহার ফলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে। দেশের সমবায়-সমিতিগুলি কর্ত্তৃক দেয় লভ্যাংশের পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকাতে এই সব সমিতির যে প্রকার দুরবস্থা রহিয়াছে তাহা হইতে স্যার জিয়াউদ্দীন সাবধান হইতে পারেন।

স্যার জিয়াউদ্দীনের তৃতীয় প্রস্তাব আরও আপত্তিজনক। ভারতে বর্ত্তমানে যে সব কাপড়ের

গ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা ফোন : ক্যাল ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯২৬)

হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন ও

রিজার্ভ ফাণ্ড—১১,৭৫,০০০৲ টাকার উপর

কার্য্যকরী মূলধন—১,৩৫,০০,০০০৲ " "

—শাখাসমূহ—

খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালনা, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), নাটোর, নওগাঁ, রাজসাহী, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

কল রহিয়াছে তাহার অনেকগুলিতেই এরূপ পর্য্যাপ্ত সংখ্যক টাকু নাই যাহার ফলে উহারা উহাদের সমস্ত তাঁতের প্রয়োজনীয় সূতা জোগাইয়া বাজারে সূতা বিক্রয় করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক কলের পক্ষে উৎপন্ন সূতার এক-তৃতীয়াংশ বাহিরের তাঁতীকে দেওয়া যদি বাধ্যতামূলক হয় তাহা হইলে অনেক কলে বহুসংখ্যক তাঁত অচল হইয়া থাকিবে। উহাতে কলগুলি বিপন্ন হইয়া পড়িবে। স্যার জিয়াউদ্দীন তাঁতীদের দুঃখে যদি এত বিচলিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি গবর্ণমেণ্টকে কতিপয় স্পিনিং বা সূতাকাটা কল স্থাপনের জন্য চাপ দিতে পারেন। তাহা না করিয়া তাঁহার উপরোক্ত প্রস্তাব মত আইন পাশ হইলে উহা সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পক্ষে একটা মারাত্মক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।

আমাদের মনে হয় স্যার জিয়াউদ্দীন বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি পরিষদের সমক্ষে উপস্থিত করেন নাই। এই সব বিষয়ে তিনি যদি দেশের বণিক সভাগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করেন তাহা হইলে ভাল হয়।

ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষিনীতি

ভারত সরকার সম্প্রতি তাঁহাদের খাদ্য ও কৃষিনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি এবং ক্রমশঃ তাহাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিই ভারত সরকারের লক্ষ্য। সকলের জন্য উৎকৃষ্ট ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা দেশের খাদ্যসম্পদ বৃদ্ধির সমস্ত ব্যবস্থা অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

ভারত সরকারের এই ঘোষণা দুর্ভিক্ষ কমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াই করা হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারত সরকারের ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগও এই নীতিরই অঙ্গ। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মণিলাল নানাবতী পরিষ্কারভাবেই বলিয়াছিলেন যে, ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ব্যতীত কোন খাদ্য ও কৃষিনীতি সফল হইতে পারে না। তাহার পরই ভারত সরকার ভূমি-সংস্কার সম্পর্কে কমিটি নিয়োগ করিতে চাহিয়াছেন। ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষিনীতি সম্পর্কিত ঘোষণা ও ভূমি-সংস্কারের উদ্যোগ শুভ সূচনা, সন্দেহ নাই। তবে কেবলমাত্র ঘোষণা এবং কমিটির আলোচনা ও সুপারিশেই যদি দিন কাটিয়া যায় তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত 'পর্ব্বতের মূষিক প্রসব' প্রবাদ বাক্যই এখানে খাটিয়া যাইবে।

এতদ্ব্যতীত এই সকল কাজের প্রধান দায়িত্ব দিতে হইবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে উদ্যোগী হইয়া মূলনীতিটুকু নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে এবং প্রয়োজনমত সাহায্য করিতে হইবে। নচেৎ সরাসরি সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির মতভেদ ও তাহার মীমাংসা করিতেই সময় কাটিয়া যাইবে, আসল কাজ কিছুই হইবে না। বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির সহিত কাজের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা ও পরামর্শ করার জন্য ভারত সরকার একটী ক্ষুদ্র বিশেষ কমিটি সংগঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই ধরণের একটী ছোট কমিটির মারফৎ ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি সচিব অনায়াসে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারিবেন। তবে এখানেও বলিয়া রাখা ভাল, এই ব্যাপার লইয়া চিরাচরিত প্রথানুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি যেন অসংখ্য দপ্তরের সৃষ্টি করিয়া চাকুরী প্রার্থীদের মনোরঞ্জন না করেন; তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত উনানে ইন্ধন যোগাইতেই সব ফুরাইয়া যাইবে—ভাতের হাঁড়ি আর চড়িবে না।

আজাদ হিন্দ ফৌজের আর্থিক সমস্যা

সুভাষচন্দ্র বসুর অধিনায়কত্বে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইয়াছিল ক্যাপ্টেন শা'নওয়াজ প্রভৃতির বিচারকালে দেশবাসীর দৃষ্টি তাহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই সৈন্য বাহিনীর কিছু অংশ মুক্তি পাইয়াছে এবং এখনও বহু লোক বন্দী হইয়া রহিয়াছে। ভারত সরকারের মতিগতি দেখিয়া মনে হয় যে, এই ফৌজের কাহাকেও শাস্তি দেওয়া না হইলেও ইহাদের জীবিকার্জ্জনের সমস্যা সম্পর্কে তাঁহারা কিছুই করিবেন না। এই বিষয়টী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দিকে এখনও জনসাধারণের দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। নেতৃবৃন্দ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহায্য কমিটিগুলির পক্ষ হইতে চেষ্টা করিয়া কিছু কিছু লোককে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু এইভাবে সমগ্র সমস্যার সমাধান হইবে না। সম্প্রতি সদ্যঃমুক্ত ক্যাপ্টেন সেগল আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের জীবিকার্জ্জনের সুব্যবস্থা করিবার একটী পরিকল্পনা দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। মুক্তিপ্রাপ্ত ও বন্দীদের ধরিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকসংখ্যা ৪০ হাজার হইবে। এতদ্ব্যতীত আজাদ হিন্দ দলেরও বহু লোক ক্রমে ক্রমে ভারতে ফিরিতেছেন। মোটামুটিভাবে প্রায় ৬০ হাজার লোকের অন্নসংস্থানের দায়িত্ব দেশবাসীকে লইতে হইবে। ক্যাপ্টেন সেগল আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে সমবায় ভাণ্ডার, সমবায় শিল্প ও সমবায় কৃষির ব্যবস্থা করিয়া এই সকল লোকের জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। আর্থিক দিক হইতে আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের স্বাবলম্বী করিবার যে প্রস্তাব ক্যাপ্টেন সেগল করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় ও অনুধাবনযোগ্য। আমরা আশা করি, দেশবাসী ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস সংযত করিয়া এই কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম : ইকনমিক ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, রবার্টসগঞ্জ, জৈতপুর, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া, মোরাদাবাদ, গান্ধিনগর, দিল্লী, মীরাট, আগ্রা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

মেহেরপুর শাখা গত ১৮ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

আসামের সর্ব্বপ্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

দি ব্যাঙ্ক অফ্ আসাম লিঃ

হেড অফিস :—শিলং
টেলিগ্রাম— BANKASSAM
টেলিফোন—২০ (২ লাইন)

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ রো
টেলিগ্রাম—ASSAMBANK
টেলিফোন—কলি: ৬৯৪০

—শাখাসমূহ—

বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, নওগাঁ

অনুমোদিত মূলধন—	২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	১০,০০,০০০৲ "
বিক্রীত মূলধন—	১০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন— (অগ্রিম কল সহ)	৫,৬৩,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ তহবিল—	৭৫,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন—	প্রায় ১,০০,০০,০০০৲ টাকা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ্ ব্যানার্জী

ভারতবর্ষের ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার

ভারত সরকার ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং উহার সংস্কারের উদ্দেশ্যে সুপারিশ করিবার জন্য একটী কমিটি গঠন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিখ্যাত মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বহু বিশিষ্ট অর্থনীতি ও রাজনীতিবিদ্ ভূমি-সংস্কারের জন্য বহু প্রস্তাব এযাবৎ কাল উত্থাপন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ভূমি-ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কারের ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করেন নাই। যুদ্ধোত্তর ভারতে ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা সুখের কথা, কিন্তু ইহার জন্য আবার একটী কমিটি গঠনের কি প্রয়োজন আছে তাহা বুঝা গেল না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভূমি-ব্যবস্থা ও প্রজাস্বত্বের সমস্যা একরূপ নহে; কাজেই ইহার জন্য কোন একটী কমিটি গঠন করিয়া বিশেষ কোন ফল হইবার আশা নাই, বরং ইহার দ্বারা একটী গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে বিলম্ব ঘটিবে মাত্র। ভূমি-ব্যবস্থায় তিনটী সমস্যাকে সর্ব্বভারতীয় সমস্যা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, গবর্ণমেণ্ট ও কৃষকের মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর অস্তিত্ব; দ্বিতীয়তঃ, মহাজনী প্রথার ফলে কৃষকদের বিপুল ঋণভার; তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ কৃষকের প্রমাণ-আয়তনের জমির (economic holding) অভাব এবং উত্তরাধিকার ও হস্তান্তর আইনের ত্রুটি। এই তিনটী সমস্যার সমাধানের ভার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির উপর দেওয়া যাইতে পারে এবং দেওয়াই সঙ্গত। ভূমি-সংস্কার সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে বর্ত্তমানে যে সকল বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে সেইগুলি অপসারণ করাই ভারত সরকারের প্রধান কর্ত্তব্য। আগামী এপ্রিল মাসে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উল্লিখিত তিনটী সমস্যা সমাধানের জন্য বদ্ধ-পরিকর এবং কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে এই সকল বিষয় সংক্রান্ত কার্য্যক্রম পরিষ্কারভাবেই দেওয়া হইয়াছে। কাজেই জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলীগুলি যাহাতে তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন তাহার সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়াই ভারত সরকারের কর্ত্তব্য। পৃথক একটী কমিটি গঠন করিয়া অকারণ কালক্ষেপের আমরা পক্ষপাতী নহি।

ভারতীয় জাহাজীদের বেকার-সমস্যা ও জাহাজ শিল্প

যুদ্ধের সময় যাহারা জীবন তুচ্ছ করিয়া মিত্রশক্তির জয়ে সাহায্য করিয়াছিল সেই ভারতীয় জাহাজীদের সম্মুখে বেকার-সমস্যা ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়াছে। ইতিমধ্যেই বেকার জাহাজীরা রাস্তায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে—এই ধরণের কথা পোর্ট কর্ত্তৃপক্ষের মুখে শুনা যাইতেছে এবং সেদিন পর্য্যন্ত যেখানে হাজার জাহাজীকে কাজে ভর্ত্তি করা হইতেছিল সেখানে আজ ২০ হইতে ৩০ জন মাত্র লোক লওয়া হইতেছে। ইউরোপের সমস্ত দেশে জাহাজ শিল্পকে আবার নূতন করিয়া এবং বৃহদাকারে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। সে সকল দেশে জাহাজীদের মধ্যে যেটুকু বেকার-সমস্যা দেখা দিবে তাহা সাময়িক মাত্র। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল দেশে বেকার-ভাতারও ব্যবস্থা আছে। পরাধীন ভারতবর্ষের জাহাজীদের প্রাণপাত কাজের বিনিময়ে না দেওয়া হইয়াছে বেকার-ভাতা, না দেওয়া হইয়াছে কাজ দিবার গ্যারাণ্টি। ভারতীয় জাহাজ শিল্পের পুনর্গঠন ও ব্যাপক প্রসার ব্যতীত এই বিপুল সংখ্যক জাহাজীর জীবিকার্জ্জনের কোন সম্ভাবনাও নাই। অথচ এইখানেই গবর্ণমেণ্টের পরম দুর্ব্বলতা। বৃটিশ জাহাজ শিল্পকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিবার পর তাঁহারা ভারতীয় জাহাজ শিল্পের কথা ভাবিতে পারেন। ইতিমধ্যেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যুদ্ধের অজুহাতে ভারতীয় বাণিজ্য-পোতগুলিও সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হইয়াছিল। বৃটিশ যানবাহন দপ্তরের একজন প্রতিনিধির হাতে এই সকল জাহাজ নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হয়। পরে এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের হাতে দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতের জন্য একটী সংগঠনও স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত সংগঠনের বাণিজ্যপোত মেরামত বিভাগ ইতিমধ্যেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিন চারি মাসের মধ্যে জাহাজ নির্ম্মাণ বিভাগটী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ফলে সমগ্র সংগঠনই লোপ পাইবে। জাহাজ নির্ম্মাণ কোনদিনই একরূপ হয় নাই, মেরামতের কাজও যেটুকু হইত তাহাও আর হইবে না।

ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর জাহাজ নীতি ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে স্থিরীকৃত হয় এবং পলিসি কমিটি উক্ত নীতিকে যখন বাস্তব আকার দিতেছেন ঠিক তখনই জাহাজ নির্ম্মাণ ও সংস্কারের যেটুকু সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে। কাজ ও নীতির মধ্যে যেখানে এতটা তফাৎ সেখানে ভারতীয় জাহাজ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন না হইয়া পারা যায় না। বৃটেনে জাহাজ শিল্পকে বিরাট আকারে গড়িয়া তোলা হইতেছে, কাজেই ভারত সরকারের উৎসাহে ভাটা পড়িতেছে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে বোধ হয় ভুল হইবে না। ভারত সরকারের জাহাজ শিল্প সংক্রান্ত নীতিই ভারতীয় জাহাজীদের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিতেছে। এক্ষেত্রে সমগ্র উপকূল-বাণিজ্য ও আভ্যন্তরীণ নৌবাণিজ্য কেবলমাত্র ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার দাবী আদায় করিয়া না লইতে পারিলে ভারতীয় জাহাজ শিল্প বা জাহাজীদের কোন ভবিষ্যৎ নাই।

রাজস্থান
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস:- ২২, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা
শাখাসমূহ:
বসিরহাট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বাদুড়িয়া, সোনারপুর, জয়নগর-মজিলপুর, বসিরহাট বাজার, লক্ষ্মীকান্তপুর, মাল (জলপাইগুড়ি), জলপাইগুড়ি।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীলাল মোহন মুখার্জি
গ্রাম-"গোল্ডনেষ্ট"
ফোন-কলিকাতা, ৪০৩৮
RB-1-/8(1)

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের মেদিনীপুর, পুরী, হাটখোলা ও জলপাইগুড়িতে শাখা খোলা হইয়াছে।
বেনারস শাখাও খোলা হইয়াছে।
দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
(সিডিউলড্ এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক)
অনুমোদিত মূলধন— ... ৫০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড— ১৩,৭১,০০০৲ ,,
আমানত— ... ... ২,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন— ... ২,৯০,০০,০০০৲ টাকার উপর
পৃষ্ঠপোষক—
মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্-আই
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
প্রধান অফিস—
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)
রেজিষ্টার্ড অফিস—
আখাউড়া (বি এ রেলওয়ে)
কলিকাতা অফিসসমূহ—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।

বিহারে কৃষি সংক্রান্ত সংখ্যা সংগ্রহ আইন

কৃষি সংক্রান্ত হিসাব সংগ্রহের জন্য সম্প্রতি বিহার গবর্ণমেণ্ট এক নূতন আইন জারী করিয়াছেন। উক্ত আইনের বলে কলেক্টররা কখন এই সকল হিসাব সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা বিজ্ঞাপিত করিবেন এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা মাপ-জোক ইত্যাদির জন্য যে কোনও লোকের জমিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন। মালিকদেরও তথ্যাদি সরবরাহ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে সংখ্যাতত্ত্বের আদর নাই। আজ পর্য্যন্ত প্রকৃত সংখ্যার ভিত্তিতে কোন বিষয়ের তথ্যাদি সংগৃহীত হয় নাই। ইহার ফলে শুধু যে গবেষকদের অসুবিধা হয় তাহা নহে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার কৃষি-সংক্রান্ত হিসাবগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ত্রুটিপূর্ণ। অধিকাংশ কৃষক নিরক্ষর। তাহারা হিসাবের গুরুত্ব বুঝে না, হিসাব রাখিতেও জানে না। হিসাব চাহিলেও তাহারা ভয় পাইয়া যায়, ভাবে তাহাদের নিকট হইতে নূতন কোন ট্যাক্স আদায়ের বুঝি ষড়যন্ত্র হইতেছে।

যুদ্ধের প্রয়োজনেই প্রথম ভারত সরকারের দৃষ্টি সংখ্যাতত্ত্বের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ কৃষি সংক্রান্ত হিসাবাদির প্রতি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিরও দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। সেদিক হইতে বিহার সরকারের কার্য্য প্রশংসনীয়। কিন্তু শুধু আইন জারী করিলেই সুফল ফলিবে ইহা মনে করা ভুল। সরকারী কর্ম্মচারীরা যদি নিরক্ষর কৃষকদের বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া আইনের দাপট দেখাইতে যান তাহা হইলে অযথা আতঙ্কের সৃষ্টি হইবে।

কুইনাইন উৎপাদন পরিকল্পনা

বাঙ্গলা সরকার কুইনাইন সম্পর্কে বাঙ্গলাদেশকে স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে বৎসরে এক লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট উৎপাদনের জন্য এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা নাকি ১৯৩৮ সালে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় নাই। বাঙ্গলা দেশ ম্যালেরিয়ার জন্য কুখ্যাত। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্গলা দেশে এই মহামারীর কবলে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ বলি দিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক জীবন্মৃত থাকিয়া বিপুল ক্ষয়ক্ষতির কারণ হইতেছে। এক কথায় একমাত্র ম্যালেরিয়া রোগেই বাঙ্গালীর জীবনশক্তি লোপ পাইতে বসিয়াছে। ডাঃ বেণ্টলীর ন্যায় বিদেশী বিশেষজ্ঞ সরকারী চাকুরী করিতে আসিয়াও নীরব থাকিতে পারেন নাই। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে তিনি সরকারী নীতির তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন এবং পরিষ্কারভাবেই দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি হ্রাসের এবং যক্ষ্মা রোগের ন্যায় ভয়াবহ রোগসমূহের প্রসারের জন্য প্রধানতঃ ম্যালেরিয়াই দায়ী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিয়াছিলেন, পুষ্টিকর খাদ্য, পথ্য এবং ঔষধের অভাবেই ম্যালেরিয়া এত বাড়িয়া চলিয়াছে। আর দেশের লোক ত এই বিষয় লইয়া কত আর্ত্তনাদ ও কত আবেদন-নিবেদন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এদেশের বিদেশী আমলাতন্ত্রের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া বিশেষজ্ঞের সতর্কবাণী ও সমালোচনা এবং দেশবাসীর দাবী ও আর্ত্তনাদ কর্ত্তৃপক্ষের ফাইলের স্তূপে নিঃশব্দে সমাধি লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৪ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মরে, প্রতি বৎসর প্রায় ৩ কোটী লোক (ডাঃ বি সি রায়ের মতে) জীবন্মৃত হইয়া থাকে এবং এজন্য আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় বৎসরে কমপক্ষে ১০০ কোটী টাকা।

এই সকল সংখ্যা দিয়া সরকারী ও বে-সরকারী বহু বিজ্ঞাপন পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয় এবং কর্ত্তৃপক্ষ কি বিরাট কাজ করিতেছেন তাহার বিজ্ঞাপন দিতেও ত্রুটি হয় না। অথচ লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী ম্যালেরিয়ায় ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিয়াই চলিয়াছে। সরকারী বাজেট লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে গবর্ণমেণ্ট এই কুইনাইন হইতে বেশ মোটা লাভও করিতেছেন। কিন্তু এই বিভাগের শৈথিল্য ও অদূরদর্শিতার জন্য যুদ্ধের সময় কুইনাইনের অভাবে হাজারে হাজারে মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরিয়াছে এবং চোরাবাজারে কুইনাইন কিনিতে গিয়া হাজার হাজার পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এতদিনে গবর্ণমেণ্টের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, ইহাতেই আমরা আনন্দিত। পরিকল্পনাটী আর যেন ফাইলে আটকাইয়া না রাখিয়া অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হয়।

কেন্দ্রীয় পরিষদে রেল শ্রমিক ছাঁটাই সম্পর্কে আলোচনা

নূতন কেন্দ্রীয় পরিষদে সর্দ্দার মঙ্গল সিং রেল শ্রমিক ছাঁটাই নীতির প্রতিবাদে একটা মুলতুবী প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। প্রস্তাবটী আলোচনায় পর্য্যবসিত হয়। কোন ভোটাভুটি হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের নরম সুরই ইহার কারণ। দল নির্ব্বিশেষে সকলেই রেলওয়ে বোর্ডের শ্রমিক ছাঁটাই নীতির তীব্র সমালোচনা করায় এবং রেল শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা প্রবল হইয়া ওঠায় গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত নরম কাটিয়া গিয়াছেন। স্যার বেন্থল বলেন যে, নবেম্বর পর্য্যন্ত মাত্র ১৪,২৭৩ জন লোক ছাঁটাই হয় এবং ইহার মধ্যে ৫,৮৯৬ জন লোককে পুনরায় কাজ দেওয়া হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসে মাত্র ২,৪৬৪ জন লোককে ছাঁটাই করা হয়। ইহাদের মধ্যেও ২,০৫৮ জনকে আবার কাজ দেওয়া হইয়াছে। একেবারে বেকার সমস্যা এড়ানো যাইবে না, এ কথা স্বীকার করিয়াও সরকার পক্ষ হইতে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, যত লোক ছাঁটাই হইবে বলা হইতেছে, তাহা হইবে না। এ ছাড়া ৩৬টী নূতন লাইন খোলা হইবে, কাজেই কাজ পাইবেও বহু লোক। রেলওয়ে শ্রমিক ফেডারেশনের প্রস্তাবগুলিও গবর্ণমেণ্ট সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন। মোটের উপর জনমতের চাপে গবর্ণমেণ্ট সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন।

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

কার্য্যকরী মূলধন—১২ কোটি টাকার উপর

—কলিকাতা অফিসসমূহ—

৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯-এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং ১৩৯-বি, রসা রোড কলভাদেবী (বোম্বাই)

ঃ অন্যান্য অফিসসমূহ ঃ

কুমিল্লা	জোড়হাট	দ্বারভাঙ্গা	নারায়ণগঞ্জ	পুরাণবাজার	ভাগলপুর
গৌহাটী	ডিব্রুগড়	ধুবড়ী	পাবনা	ব্রাহ্মণবেড়িয়া	ভৈরব
চট্টগ্রাম	ঢাকা	নিতাইগঞ্জ	পাটনা	বোম্বাই	ময়মনসিংহ
চাঁদপুর	তিনসুকিয়া	নওগাঁ	পাটনা সিটি	বরিশাল	মজঃফরপুর
					রাজসাহী

মাদ্রাজে এজেন্সী আছে—

বৈদেশিক এজেন্সীসমূহ : লণ্ডন—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা—গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক, অষ্ট্রেলিয়া—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনী, আলেক্জাণ্ড্রিয়া—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি, এণ্ড ও, এ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিঃ ভাঃ পশম ব্যবসায়ী সম্মেলন

সম্প্রতি করাচীতে নিখিল ভারত পশম ব্যবসায়ী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতের পশমের অন্যতম প্রধান খরিদ্দার হইতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কার্পেট প্রস্তুতের জন্যই তথায় ভারতীয় পশমের চাহিদা। আমেরিকার কার্পেট প্রস্তুতকারক পরিষদের সভাপতি মিঃ লেরোয়া বীয়ার্স বলিয়াছেন যে, ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি মার্কিন কার্পেটের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪১ সালের সমান সমান দাঁড়াইবে। এক্ষেত্রে ভারতীয় পশমের চাহিদা বাড়া স্বাভাবিক, কিন্তু যুদ্ধকালীন বিধিনিষেধ বজায় থাকিলে ভারতীয় পশম ব্যবসায়ীরা এই চাহিদার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই কারণেই উক্ত সম্মেলনে রপ্তানী সম্পর্কে যুদ্ধকালীন বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবী জানানো হইয়াছে। ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রস্তাব ছাড়াও সম্মেলনে পশম উৎপাদন ও পশমজাত দ্রব্যের শিল্প সম্পর্কেও আলোচনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে

ইহা একটী বিবৃতি—প্রসপেক্টাস নহে

শেয়ার বিক্রয়

দি ইণ্ডিয়ান ক্লক ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং লিঃ।

জামসেদপুর ও সুন্দরনগর (ভায়া টাটানগর)

অনুমোদিত মূলধন	৫,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	২,২৬,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (৩১।৩।৪৫ তারিখ পর্য্যন্ত)	২,০৯,৭৭২।।০ টাকা

শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা লভ্যাংশের প্রায় ২০০ প্রেফারেন্স শেয়ার প্রিমিয়ামসহ ১১০৲ টাকা মূল্যে (অর্থাৎ প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের শেয়ারের উপর ১০৲ টাকা প্রিমিয়াম ধরিয়া) বিক্রয়ার্থ আছে।

আবেদনের সঙ্গে এক টাকা ভর্ত্তির ফি সহ শেয়ারের সাকুল্য টাকা প্রেরণ করিতে হইবে।

আগামী ৩১শে মার্চ্চ তারিখে কোম্পানীর যে বৎসর শেষ হইবে তাহার জন্য যে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে শেয়ার ক্রেতাগণ কর্ত্তৃক আদায়ীকৃত টাকার উপর উহারা লভ্যাংশ পাইবেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যানেজিং এজেন্টস—**মেসার্স সুন্দরদাস এণ্ড সন্স লিঃ** পোঃ **সুন্দরনগর** (ভায়া টাটানগর) বি, এন, রেলওয়ে।

শেয়ার বিক্রেতা ও এজেন্টগণ শেয়ার বিক্রয়ের সর্ত্তের জন্য আবেদন করুন।

আবেদনের ফরম

দি ইণ্ডিয়ান ক্লক ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানী লিমিটেডের
ম্যানেজিং এজেন্টগণ সমীপে—
পোঃ সুন্দরনগর (ভায়া টাটানগর), বি এন রেলওয়ে।

ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি মণি অর্ডার / ড্রাফট / চেক যোগে আপনাদের কোম্পানীর..... খানা শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা লভ্যাংশের প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য ভর্ত্তির ফি ১৲ টাকা লইয়া শেয়ারের প্রিমিয়ামসহ (অর্থাৎ প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০০৲ টাকা ও উহার প্রিমিয়াম বাবদ ১০৲ টাকা ধরিয়া) মোট..... টাকা পাঠাইলাম। আমি আপনাদিগকে আমার নামে এই সংখ্যক শেয়ার বিলি করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি এতদ্দ্বারা স্বীকার করিতেছি যে, কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেলস অনুযায়ী আপনারা আমার নামে আবেদনকৃত শেয়ার অথবা উহার কম সংখ্যক যে শেয়ার বিলি করেন তাহা গ্রহণ করিব।

স্বাক্ষর.....
পূর্ণ নাম.....
ঠিকানা.....
ব্যবসা.....
তারিখ.....

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—যাঁহারা বর্ত্তমানে শেয়ার-হোল্ডার আছেন তাঁহাদিগকে ভর্ত্তির ফি দিতে হইবে না।

দি ইণ্ডিয়ান ক্লক ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রস্তুত দেওয়াল ঘড়ি, সুন্দর মার্কা গ্রামোফোনের পিন, সুন্দর মার্কা কাগজের ক্লিপ এবং সুন্দর মার্কা কাগজ আটকাইবার পিন প্রভৃতি দ্রব্যাদি ভারতের সর্ব্বত্রই কোম্পানীর অনুমোদিত বিক্রেতাদের নিকট হইতে পাওয়া যায়। যে সমস্ত এলাকায় কোম্পানীর কোন অনুমোদিত বিক্রেতা নাই তথাকার ব্যবসায়িগণ অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে পারেন।

দি সেলস্ ম্যানেজার—
দি ইণ্ডিয়ান ক্লক ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং লিঃ
পোঃ সুন্দরনগর (ভায়া টাটানগর), বি এন আর।

সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে বলা যায় যে, সর্ব্বদিকে এতাবৎ এই শিল্পটী যেরূপ সফলতা অর্জ্জন করিয়াছে তাহার ফলে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের যুগে ইহার প্রভূত সমৃদ্ধি এবং দ্রুত অগ্রগতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্ট হইয়াছে। এই শিল্পটীর প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ সুবিধার জন্য ইতিপূর্ব্বে কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টগণ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বরাবর আবেদন করিয়াছেন এবং সম্প্রতি গঠিত শুল্ক সমিতি (Tariff Board) এ বিষয়ে অনুকূল রায় দিবেন বলিয়া ম্যানেজিং এজেন্টগণ আশা করিতেছেন।

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের অভিনন্দন

২৮-১০-৪৫ তারিখে দি ইণ্ডিয়ান ক্লক ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানী লিমিটেডের নূতন কারখানা পরিদর্শনকালে সুন্দরনগরে এক বিশিষ্ট জনসমাবেশকে সম্বোধনা করিয়া ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন : "১৯৪২ সালে প্রথমবার আমাকে যখন জামসেদপুরের ক্ষুদ্র অট্টালিকায় অবস্থিত ইণ্ডিয়ান ক্লক ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানী লিমিটেডের কারখানা ঘুরাইয়া দেখান হইল, তখন দেওয়াল ঘড়ির বিভিন্ন অংশ তৈয়ারী এবং একত্র করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভারতে প্রস্তুত একটী স্বদেশী দেওয়াল ঘড়ি দেখিয়া আমি সাতিশয় আনন্দিত হইয়া উঠি। দেওয়াল ঘড়ির জন্য আমাদের দেশকে এপর্য্যন্ত পুরাপুরিভাবে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ সুন্দরদাসের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমি বিশেষ উৎসাহিত বোধ করি; তখনই আমার ধারণা হয় যে, পরিণামে এই শিল্পটী সাফল্য অর্জ্জন করিবেই। এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটী এইরূপ বর্দ্ধিষ্ণু অবস্থায় উপনীত হইয়াছে দেখিয়া আজ আমি আনন্দিত। ভারতের সর্ব্বত্র বহু সংখ্যক অনুমোদিত বিক্রেতা ছাড়াও বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিরাট কারখানা বাড়ী বৈদ্যুতিক কলকব্জা (Plant) এবং নূতন যন্ত্রপাতি রহিয়াছে। সুকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম্মচারিবৃন্দের বাসস্থান, ডিস্‌পেনসারী, বিদ্যালয়, বাজার এবং কুটীর শিল্পাদি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ধলভূম রাজসরকারের নিকট হইতে চাঁইবাসা-রাঁচি সড়কের উপরে টাটানগর রেল ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে এই কোম্পানী পাঁচ শত বিঘা জমি পত্তনি লইয়াছেন।

এই জাতীয় শিল্পটী টাটা এবং ওয়্যার প্রোডাক্টস্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সকল সাহায্য পাইতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। জনসাধারণের নিকট হইতেও এই প্রতিষ্ঠানটী ইহার যোগ্য সর্ব্ববিধ সাহায্য ও উৎসাহ পাইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।"

দি ইণ্ডিয়ান ক্লক ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানী
লিমিটেড।

বিদেশী পশমী কাপড়ের উপর আমদানী-শুল্ক বসাইবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

ভারতীয় পশম শিল্পের উন্নতির জন্য পশম ব্যবসায়িগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন, ইহা আনন্দের কথা। পশম শিল্পের উন্নতির পন্থা সম্পর্কে তাঁহারা যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই; কাজেই এ সম্বন্ধে এখনই কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে অষ্ট্রেলিয়ার বিরাট পশম শিল্পের প্রতিযোগিতার কথা স্মরণ রাখিয়াও আমরা মনে করি যে, শুধু বিদেশী মালের উপর আমদানী-শুল্ক বসাইয়া কোন দেশীয় শিল্পের উন্নতি করা যায় না। শিল্পের প্রাথমিক অবস্থায় বিদেশী মালের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমদানী-শুল্কের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু আমরা যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎকৃষ্ট পশম ও পশমজাত দ্রব্য উৎপাদন করিবার চেষ্টা না করি তাহা হইলে শুধু স্বাদেশিকতার দোহাই দিয়া বা শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করা যাইবে না।

তুলা ব্যবসায়ের অবস্থা

বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ চুণীলাল মেটা এণ্ড কোম্পানী ভারতে তুলা উৎপাদন সম্বন্ধে সম্প্রতি উহাদের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানীর মতে ১৯৪৪-৪৫ সালের তুলার মরশুমে (১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরে) এদেশে যত তুলা উৎপন্ন হয় তাহার তুলনায় এদেশে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল বেশী তুলা খরচ হইয়াছে এবং ১৯৪৩-৪৪ সালের উদ্বৃত্ত তুলা হইতে এই পৌণে ৫ লক্ষ বেল তুলা সংগৃহীত হইয়াছিল। উক্ত কোম্পানী বলেন যে, ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতবর্ষে ৪৩ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯২০-২১ সালের পরে এদেশে আর কখনও এত কম তুলা উৎপন্ন হয় নাই। পূর্ব্ব বৎসরের জের ৩৪ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল তুলা লইয়া ১৯৪৫-৪৬ সালে মোট তুলার জোগান হয় ৭৭ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল। ঐ তুলা হইতে ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার বেল তুলা ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে খরচ হইয়াছে, ৬ লক্ষ বেল তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং ১॥ লক্ষ বেল তুলা ভারতবাসীর গৃহস্থালীর কাজে খরচ হইয়াছে। কাজেই ১৯৪৫-৪৬ সালে মোট ৫০ লক্ষ বেল তুলা খরচ হইয়াছে এবং গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে পূর্ব্ব বৎসরের জেব হিসাবে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল তুলা উদ্বৃত্ত ছিল।

দুঃখের বিষয় যে, ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতে-তুলার বেল টান থাকা সত্ত্বেও এই বৎসরে তুলা-চাষিগণ তুলা বিক্রয় করিয়া ৬৪ কোটী ৭৫ হাজার টাকা পাইয়াছিল—অথচ উহার পূর্ব্ব বৎসরে তুলা-চাষিগণ পাইয়াছিল ৮৯ কোটী টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কম তুলা উৎপাদন করাতে এবং তুলার মূল্য পড়িয়া যাওয়াতেই ১৯৪৪-৪৫ সালে তুলা চাষী এত কম টাকা পাইয়াছে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট তুলার মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে অধিক তুলা খরচ হওয়া সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট কেন তুলার মূল্য কম করিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন তাহা বুঝা দুষ্কর। উহা কি দেশের কৃষকদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দরদের একটী প্রকৃষ্ট পরিচয় নহে?

কৃষি বনাম শিল্প

মিঃ ডি, এন, ওয়াদিয়া বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বাদশ বার্ষিক সভায় ভারতের কৃষির উন্নতির আবশ্যকতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কৃষিই ভারতের প্রাণ এবং কৃষি পুনর্গঠন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র শিল্পোন্নতির দ্বারা আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিতে পারে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বৃটিশ আমলে শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হওয়ায় ও জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ায় কৃষিরও অবনতি ঘটিতেছে। কাজেই ভারতের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি পরস্পর-সাপেক্ষ। কৃষির উন্নতির প্রয়োজন নাই একথা কেহই বলিবে না, কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতে শিল্পোন্নতি ব্যতীত জমির উপর চাপ কমিবে না এবং কৃষির উন্নতিও সম্ভব হইবে না। এই কারণেই শিল্পোন্নতির উপর অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তি ও জনসাধারণ জোর দিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে ভারতে সমস্যা কৃষি বনাম শিল্পের সমস্যা নহে। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কি ভাবে উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতি লাভ করা যায় ইহাই ভারতের সমস্যা। মিঃ ওয়াদিয়া ঠিক এই দিক হইতে সমস্যাটীকে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

তবে এ কাজে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য এবং উন্নতিশীল ব্যাঙ্কের সহযোগিতাই প্রশস্ত।

৩৫টী বিভিন্ন স্থানে শাখা আছে।
ফোন: কলি: ৪৪৯৮

আমাদের নিকট সকলপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

পোষ্ট বক্স ২৪০৩: হেড অফিস ১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা টেলিগ্রাম: লেবফেন: কলি:

BG4UPG.

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি:—SHILLBANK
ফোন: শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ:—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি:—BANKSHILLO
ফোন: ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিল্ক এণ্ড এলায়েড ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ

অফিস—১৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ডেয়ারী এবং ফার্ম্ম: সাহাজাদপুর (পাবনা)

অনুমোদিত মূলধন ২,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ১,০৬,০২০৲ টাকা

সমমূল্যে কিছু শেয়ার এখনও পাওয়া যায়

আমাদের প্রস্তুত কন্‌ডেন্‌স্‌ড্ মিল্ক, সুগার অফ্ মিল্ক এবং ঘি শীঘ্রই বাজারে বাহির হইবে

পাউডার মিল্ক তৈয়ারীর যন্ত্রপাতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানীর প্রাথমিক ব্যবস্থা শেষ হইয়াছে।

ডাঃ বি, বি, ঘোষ, এল্, এম্, এফ্
ডিরেক্টর ইন্-চার্জ্জ

মিঃ এস্, সি, সাহা, বি-এ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্বর্ণের মূল্য

গত ১৯৩১ সালে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পাউণ্ড এবং ডলারের হিসাবে স্বর্ণের মূল্য দ্বারা ভারতে টাকার হিসাবে স্বর্ণের মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। ঐ সময়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইংলণ্ডে এক পাউণ্ডের বদলে ১১৩.০০১৬ গ্রেণ এবং আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এক ডলারের বদলে ২৩.২২ গ্রেন ওজনের বিশুদ্ধ স্বর্ণ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল এবং যেহেতু ভারতবর্ষের এক টাকা ঐ সময়ে ইংলণ্ডের এক শিলিং ছয় পেনীর সমান বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল তজ্জন্য ভারতে প্রতি ভরি (১৭৯.৬৬৬ গ্রেন) স্বর্ণের মূল্য ছিল ২০ টাকার কিছু উপর। এই মূল্যের উপর স্বর্ণের আমদানী খরচা এবং স্বর্ণ বিক্রেতাদের লাভ যোগ হইয়া ১৯৩১ সালের পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি স্বর্ণ ২১৶৬ পাই হইতে ২২ টাকা দরে বিক্রয় হইত।

১৯৩১ সালে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করাতে আমেরিকার ডলারের হিসাবে ইংলণ্ডের পাউণ্ডের মূল্য কমিয়া যায় এবং ঐ সময়ে পাউণ্ডের সহিত ভারতীয় টাকার বিনিময় হার সুনির্দ্দিষ্টভাবে প্রতি এক শিলিং ছয় পেনী এক টাকার সমান হারে বাঁধা ছিল বলিয়া ডলারের হিসাবে টাকার মূল্যও ইংলণ্ডের অনুরূপভাবে কমিয়া যায়। কিন্তু ঐ সময়ে আমেরিকাতে ডলারের হিসাবে স্বর্ণের মূল্য পূর্ব্ব হারেই বলবৎ থাকে। ফলে ইংলণ্ড ও ভারতের বাজারে পাউণ্ড ও টাকার হিসাবে স্বর্ণের মূল্য চড়িয়া যায় এবং ভারতে প্রতি ভরি স্বর্ণের মূল্য দাঁড়ায় ৩৫ টাকা। অধুনাসমাপ্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত ভারতে স্বর্ণের অল্পবিস্তর এই দরই বলবৎ ছিল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গত ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি স্বর্ণের মূল্য কি ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে—

বৎসর	সর্ব্বোচ্চ মূল্য	সর্ব্বনিম্ন মূল্য
১৯৩৮-৩৯	৩৭॥৶৬	৩৪৸৩
১৯৩৯-৪০	৪৩॥০	৩৬॥৴০
১৯৪০-৪১	৪৮॥০	৪০৶৬
১৯৪১-৪২	৫৭৸০	৪১॥৴৬
১৯৪২-৪৩	৭২৲	৪৪৸০
১৯৪৩-৪৪	৯৬।০	৬৫।০
১৯৪৪-৪৫	৭৬৸০	৬১৶০
এপ্রিল ১৯৪৫	৭৮॥০	৭২৸০
মে "	৭৭৶০	৭০॥০
জুন "	৮০৴০	৭৩৸৴০
জুলাই "	৮০৲৬	৭৭।৴৬
আগষ্ট "	৭৯৴০	৬২॥৶০
সেপ্টেম্বর "	৮০।০	৭০॥৶০
অক্টোবর "	৭৯৴০	৭৩।০
নবেম্বর "	৮৪॥০	৭৭॥৶০
ডিসেম্বর "	৮৬॥৶০	৭৯৴০
জানুয়ারী ১৯৪৬	৯৫৲	...

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে স্বর্ণের মূল্য ক্রমশঃ চড়িয়া ১৯৪৩-৪৪ সালে (১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে) উহা প্রতি ভরি ৯৬।০ আনায় পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। উহার পর স্বর্ণের মূল্য কতকটা নিম্নাভিমুখী হয়। সম্প্রতি গত ১২ই জানুয়ারী তারিখে নোট সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স জারীর দিন স্বর্ণের মূল্য পুনরায় ৯৫৲ টাকায় পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। উহার পর হইতে বোম্বাইয়ের বাজারে (Exchangeএ) স্বর্ণের বিকিকিনি একপ্রকার বন্ধ আছে—যদিও বাজারের বাহিরে ৯০ টাকার কাছাকাছি দরে কিছু কিছু স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে।

ইংলণ্ডে বা ভারতবর্ষে স্বর্ণমান বলবৎ নাই—অর্থাৎ এই দেশের গবর্ণমেণ্টের পাউণ্ড বা টাকার হিসাবে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয়ের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কাজেই ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডে এক্ষণে স্বর্ণ একটা সাধারণ পণ্যদ্রব্যের পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণমান বলবৎ না থাকিলেও এবং আমেরিকার অধিবাসিগণের ঐ দেশ হইতে ইচ্ছামত স্বর্ণ রপ্তানী করিবার কোন ক্ষমতা না থাকিলেও উক্ত দেশে এখন পর্য্যন্ত ডলারের সহিত স্বর্ণের একটা নির্দ্দিষ্ট দর বাঁধা রহিয়াছে। এদিকে ডলারের সহিত ইংলণ্ডের পাউণ্ডের এবং ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত ভারতীয় টাকারও একটা নির্দ্দিষ্ট বিনিময়-হার স্থির রহিয়াছে। সেই হিসাবে ভারতীয় টাকার হিসাবেও স্বর্ণের মূল্য একটা নির্দ্দিষ্ট হারে বলবৎ থাকা উচিত। গত ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাস হইতে আমেরিকাতে এক আউন্স (২.৬৭ তোলা) স্বর্ণের মূল্য ৩৫ ডলার ধার্য্য রহিয়াছে এবং ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে এক আউন্স স্বর্ণের মূল্য ৮ পাউণ্ড ১১ শিলিং। সেই হিসাবে ভারতবর্ষের ৩.৩২ টাকা এক ডলারের এবং ১৩.৩ টাকা এক পাউণ্ডের সমান ধরিয়া ভারতে স্বর্ণের মূল্য হওয়া উচিত ৪২ টাকা হইতে ৪৪ টাকা এবং বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানীর খরচা ও আমদানীকারকের লাভসহ বোম্বাইয়ের বাজারে স্বর্ণের বিক্রয়-মূল্য হওয়া উচিত ৪৪ হইতে ৪৫ টাকা।

উহা সত্ত্বেও বোম্বাইয়ের বাজারে দ্বিগুণ এবং অনেক সময়ে প্রায় আড়াই গুণ অধিক মূল্যে কেন স্বর্ণ বিক্রয় হইতেছে তাহা ভাবিবার বিষয়। একথা সত্য যে, ভারতবর্ষে খনিগর্ভ হইতে একপ্রকার কিছুই স্বর্ণ উত্তোলিত হয় না। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে খনিগর্ভ হইতে উত্তোলিত স্বর্ণের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতে উত্তোলিত স্বর্ণের পরিমাণও কমিয়াছে। গত ১৯৪০ সালে সমগ্র পৃথিবীতে ৪ কোটী ৮ লক্ষ ১০ হাজার আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হয়। উহার মধ্যে ভারতে প্রাপ্ত স্বর্ণের পরিমাণ মাত্র ২ লক্ষ ৯১ হাজার আউন্স। ১৯৪৪ সালে সমগ্র পৃথিবীতে উত্তোলিত স্বর্ণের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৭৫ লক্ষ আউন্স। উহার মধ্যে ভারতে মাত্র ১ লক্ষ ৮৭ হাজার আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হয়। এই স্বর্ণও ভারতবাসীর আয়ত্তে আসে নাই। কারণ ভারতে বৎসর বৎসর খনি হইতে যে স্বর্ণ উত্তোলিত হয় তাহার শতকরা ৯৫ ভাগই মহীশূর রাজ্যস্থিত ৪টী ইউরোপীয় কোম্পানীর অধিকারভুক্ত খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থাতে যুদ্ধের সময়ে ভারতে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া অসম্ভব নহে। যুদ্ধের সময়ে এদেশে সমস্ত শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িয়াছে—সেই ক্ষেত্রে অন্যতম পণ্যদ্রব্য হিসাবে স্বর্ণের মূল্যও চড়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় মিত্রপক্ষের পুনঃ পুনঃ পরাজয় ঘটাতে এদেশের বহু ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত নোট ও টাকার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে এবং উহারা হস্তস্থিত নোট ও টাকা দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় করতঃ তাহা মজুদ করিতে আরম্ভ করে। চোরাবাজারে কারবার করিয়া এবং ঘুষ লইয়া যাহারা রাতারাতি বড়লোক হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের মধ্যেও অনেকে হস্তস্থিত টাকা ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া তদ্দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে স্বর্ণের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেও স্বর্ণের মূল্য চড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে পণ্যদ্রব্যের আমদানী বন্ধ হয় নাই। স্বর্ণ আমদানী করিতে জাহাজেও খুব বেশী স্থানের আবশ্যক হয় না। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে প্রতি ভরি ৪২ হইতে ৪৪ টাকা দরে যখন স্বর্ণ পাওয়া সম্ভব ছিল তখন

বর্ষ-পরিচয়

১৯৪৫-এর নূতন বীমা

২৫ লক্ষের উপর

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং

লিমিটেড

চেয়ারম্যান :

আলামোহন দাশ

৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভারতের বাজারে উহা দ্বিগুণ—এমন কি আড়াই গুণ মূল্যে বিক্রয় হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময়ে স্বর্ণের বাজারে কখনও এরূপ অবস্থা ঘটে নাই।

এই সম্পর্কে প্রধানতঃ তিনটী কারণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে—(১) বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী এবং হস্তস্থিত বিদেশী মুদ্রা ব্যয় সম্পর্কে ভারত সরকার কর্ত্তৃক বিধিনিষেধ জারী, (২) বোম্বাইয়ের স্বর্ণের বাজারে একটী সঙ্ঘবদ্ধ দলের কারসাজি এবং (৩) চোরাবাজারের টাকার প্রভাব। সকলেই জানেন, যে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই এদেশের কেহ বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী করিতে পারিবে না বলিয়া এবং হস্তস্থিত বিদেশী মুদ্রা ইচ্ছামত খরচ করিতে পারিবে না বলিয়া ভারত সরকার আদেশ জারী করেন এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই দুইটী আদেশ প্রত্যাহৃত হয় নাই। এই দুইটী আদেশ বলবৎ না থাকিলে যুদ্ধের নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় ব্যবসায়িগণ উহাদের হস্তস্থিত ডলার বা পাউণ্ড মুদ্রা দ্বারা আমেরিকা বা ইংলণ্ড হইতে ৪৩৲।৪৪৲ দরে কিছু কিছু স্বর্ণ ক্রয় করিয়া তাহা ভারতে আমদানী করতঃ বিক্রয় করিতে পারিতেন। উহাতে স্বর্ণের মূল্য কিছুতেই বর্ত্তমানের ন্যায় চড়িতে পারিত না। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানে অসীম অর্থবলে বলীয়ান একদল ব্যক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটী সিণ্ডিকেট স্থাপন করতঃ বোম্বাইয়ের সোনার বাজারে বিকিকিনি করিতেছে। বাজারে যত স্বর্ণ বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশ উহারা ক্রয় করিয়া ফেলে এবং পরে দর চড়াইয়া এই স্বর্ণ উহারা বিক্রয় করে। সোনার বাজারে এই সঙ্ঘবদ্ধ দলের অপচেষ্টা বন্ধ করিবেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিলেও এবং কোন ব্যক্তির নিকট এক সঙ্গে ৫ ভরির বেশী স্বর্ণ বিক্রয় করা হইবে না বলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক সময়ে নির্দ্দেশ দিলেও শেষ পর্য্যন্ত কেহ এই সিণ্ডিকেটের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে সমর্থ হন নাই। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও এই সিণ্ডিকেট সোনার বাজারে উহাদের অব্যাহত ক্ষমতা চালাইয়া যাইতেছে। চোরাবাজারের টাকাও এতদিন ধরিয়া স্বর্ণের বাজারে অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছিল। এই টাকা দ্বারা কেবল যে বহু ব্যক্তি স্বর্ণ ক্রয় করতঃ তাহা মজুদ করিয়া স্বর্ণের চাহিদা বাড়াইয়া দিতেছিল এরূপ নহে। চোরাবাজারের টাকা উপরোক্ত সিণ্ডিকেটেরও শক্তি বৃদ্ধি করিতেছিল। বর্ত্তমানে একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোট বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হওয়াতে সোনার বাজারে উপরোক্ত সিণ্ডিকেটের প্রভাব কতকাংশে হ্রাস পাইবে এবং উহার ফলে স্বর্ণের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমিবে তাহা খুবই আশা করা যায়। তবে বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী এবং হস্তস্থিত বিদেশী মুদ্রার বিনিযোগ সম্বন্ধে নিষেধবিধি প্রত্যাহারই এদেশে স্বর্ণের মূল্য হ্রাসের যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যতদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট এদেশের ব্যবসায়িগণকে ইচ্ছামত বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী করিয়া তাহা এদেশে বিক্রয় করিতে স্বাধীনতা প্রদান না করিবেন ততদিন ভারতের বাজারে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বাজারের সমান হারে স্বর্ণ বিক্রীত হইবে না এবং ততদিন দেশবাসীকে অত্যধিক উচ্চমূল্যে স্বর্ণ ক্রয় করিতে হইবে।

স্বর্ণের মূল্য সম্পর্কে একটী বিষয় উল্লেখ না করিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই বিষয়টী হইতেছে ভারতের স্বর্ণের বাজারে বৃটীশ ও আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চোরাবাজারী কারবার। গত ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ের বাজারে স্বর্ণের মূল্য ৯৬।০ আনা পর্য্যন্ত উঠে সেই সময়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐ বাজারে স্বর্ণ বিক্রয় আরম্ভ করে। প্রথমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রত্যহ ৩০ হাজার ভরি করিয়া স্বর্ণ বিক্রীত হইতে থাকে। পরে উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন দিনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিক্রীত স্বর্ণের পরিমাণ ৩ লক্ষ তোলা পর্য্যন্ত দাঁড়ায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক এইভাবে স্বর্ণ বিক্রয় এবং যুদ্ধের অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য জনসাধারণের মন হইতে আতঙ্ক কতকটা দূরীভূত হওয়ার ফলেই ১৯৪৩ সালের শেষের দিক হইতে বোম্বাইয়ের বাজারে স্বর্ণের মূল্য নিম্নাভিমুখী হইতে থাকে—যদিও সিণ্ডিকেটের কার্য্যকলাপ, চোরাবাজারের টাকার প্রভাব এবং স্বর্ণ আমদানীর বিধিনিষেধের ফলে এই দর স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছিতে পারে নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন এই স্বর্ণ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে তখন ব্যাঙ্ক কোথা হইতে এই স্বর্ণ পাইতেছে তদ্বিষয়ে অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত করা হয় নাই। ১৯৪৩ সালের নবেম্বর মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তদানীন্তন অর্থসচিব জবাব দেন যে, "জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে" রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোথা হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া তাহা বোম্বাইয়ের বাজারে বিক্রয় করিতেছে তাহা গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিতে পারেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই রহস্য অধিক দিন গোপন করিয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। অল্পদিন পরেই দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেণ্টে একটী বিতর্ককালে এরূপ প্রকাশ পায় যে, গত ১৯৪০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের সহিত বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে একটী চুক্তি করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার খনি হইতে উত্তোলিত সমস্ত স্বর্ণ বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রতি আউন্স ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং দরে ক্রয় করিবেন। সেই হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রীত স্বর্ণের মূল্য দাঁড়ায় প্রতি ভরি ৪২ টাকার মত। এই স্বর্ণই বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে বোম্বাইয়ের বাজারে সুবিধামত ৭০।৮০ টাকা দরে বিক্রয় করিয়াছে। এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টও ভারতে উহাদের সমর-ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে অনুরূপ দরে কতক পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয় করেন। উহা যে চোরাবাজারী কারবার তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেণ্টে স্বয়ং ফিল্ড মার্শেল স্মাটস্ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। যে সময়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতে অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী নিষিদ্ধ করতঃ কৃত্রিম উপায়ে ভারতের সোনার বাজার অত্যধিক চড়াইয়া দেন—সেই সময়ে ভারতের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এবং উহার দোসর আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর নিকট হইতে শতকরা পঞ্চাশ হইতে একশত ভাগ লাভে স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছেন! আর এই নিন্দনীয় কাজে সাহায্য করিয়াছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক! স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যাপারে বৃটীশ ও আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট যদি এত অধিক স্বার্থপরতার পরিচয় না দিতেন এবং উহারা যদি ন্যায্য লাভে ভারতের বাজারে স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বেই ভারতের বাজারে স্বর্ণের অনেকটা স্বাভাবিক মূল্য বলবৎ হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই।

মোট কথা এই যে, এদেশে জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে স্বর্ণের মূল্য যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কোন নীতি ও কর্ম্মপন্থা নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হয় অনিচ্ছুক—না হয় অসমর্থ। ফলে যে সব ভারতবাসী স্বর্ণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহারা কখনও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এবং কখনও ফাটকাওয়ালাদের দ্বারা প্রতারিত ও শোষিত হইতেছে। এই অবস্থার কবে প্রতিকার হইবে তাহা ভবিতব্যই জানেন।

আমাদের তৈয়ারী

রবারক্লথ	হটওয়াটার ব্যাগ	আইস্ ব্যাগ
এয়ার রিং	হাওয়া ভরা বালিস	এয়ার কুশন
ডাক্তারী দস্তানা	গাম বুট	ওভার শু

ইত্যাদি

এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

হেড অফিস ও কারখানা: পাণিহাটী, (২৪ পরগণা)

বিক্রয়-কেন্দ্র: ১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

(৮) সরিষার তৈল

যুদ্ধের দরুণ বাঙ্গলাদেশে সরিষার তৈলের এত অভাব ঘটিবে, জনসাধারণ তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। বাঙ্গলা, আসাম এবং বিহার উড়িষ্যার কতকাংশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ কিংবা দেশীয় রাজ্যসমূহে সরিষার তৈলের তেমন প্রচলন নাই। সরিষাবীজ বিদেশ হইতে আমদানী হয় না। পরন্তু, দেশের প্রয়োজন মিটাইয়া প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে সরিষা এবং অন্যান্য তৈলবীজ ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহা সত্ত্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সরিষার তৈল দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। রেশনিং প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে প্রতিসের সরিষার তৈল ২৲ টাকা হইতে ২॥০ আনা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইয়াছে। রেশনিং ব্যবস্থায় মাথাপিছু মাসিক আধসের সরিষার তৈল বরাদ্দ হইয়াছে। নিম্নআয়ের পরিবারের পক্ষেও এই বরাদ্দ অত্যন্ত কম। ফলে সরিষার তৈলের চোরাবাজার রেশনিং প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরও বিলুপ্ত হয় নাই।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষে সরিষার তৈল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার এবং অন্যান্য প্রদেশে তখনও তেলের কলের প্রসার ঘটে নাই। বাহির হইতে সরিষা বীজ আমদানী হইলেও, বাষ্প এবং বিদ্যুৎ চালিত কলে তৈল নিষ্কাশন প্রধানতঃ কলিকাতাতেই হইত এবং প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ সরিষার তৈল কলিকাতা হইতে বাঙ্গলার বাহিরে রপ্তানী হইত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সুরু হয়। সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার এবং মধ্য প্রদেশে বহুসংখ্যক তৈলের কল স্থাপিত হয় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী সংযুক্তপ্রদেশ হইতে কলিকাতায় সরিষা বীজ আনয়নের ভাড়া বৃদ্ধি এবং সরিষার তৈল আমদানীর উপর ভাড়ার হার হ্রাস করিয়া দেওয়ার পর কলিকাতার প্রাধান্য দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে এবং সমগ্র বাঙ্গলা বিশেষতঃ কলিকাতা নগরী সরিষার তৈলের জন্য সংযুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। ১৯২৯ সালে যে আর্থিক মন্দার সূচনা হয় তাহাতে কলিকাতার বহুসংখ্যক তেলকল একেবারে উঠিয়া যায় অথবা কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী সরিষা বীজ এবং সরিষার তৈল সম্পর্কে যে পক্ষপাতিত্বমূলক ভাড়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন বাঙ্গলার তেল কলের মালিকগণ রেলওয়ে রেটস্ এডভাইজরী কমিটীতে মোকদ্দমা করিয়া অবশ্য তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু সরিষার তৈল উৎপাদন ব্যাপারে কলিকাতার প্রাধান্য আর পুনঃস্থাপিত হয় নাই। কলিকাতা এবং উপকণ্ঠে কালক্রমে প্রায় একশত কুড়িটী ছোট বড় তেলের কল স্থাপিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বহুসংখ্যক কল উঠিয়া গিয়া মাত্র ১৫।২০টী বড় কল এবং ৪ হইতে ১০টী ঘানির কয়েকটী বিদ্যুৎচালিত কলে কাজ চলিত। এই সমস্ত কলের দৈনিক প্রায় ৮০০ মণ সরিষাবীজ নিষ্কাশন করিয়া ২৫০ শত মণ তৈল উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল; কিন্তু কোন কলেই সারা মাস প্রতিদিন সমানভাবে কাজ হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে কলিকাতায় দৈনিক গড়ে ১০০ মণের বেশী সরিষার তৈল উৎপন্ন হইত না। এই হিসাবে বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ৪০ হাজার মনেরও কম ছিল। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সরিষার বীজের পরিবর্ত্তে সংযুক্তপ্রদেশ হইতে সরিষার তৈল আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতার যে কয়েকটী তেলকল কোনরূপে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহাদের ধ্বংসের পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতায় সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, করাচী, রাজপুতানা মধ্য ভারত এবং কাথিয়াবাড়ের দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে সরিষার বীজ আসিয়া থাকে। বাঙ্গলার কয়েকটী জেলা হইতেও কলিকাতায় সরিষাবীজ আমদানী হয়; কিন্তু বাহির হইতে আমদানীর তুলনায় ইহার পরিমাণ খুব কম। অবশ্য বাঙ্গলার বাহির হইতে যে সমস্ত সরিষাবীজ আমদানী হয় তাহার সাকুল্যই যে কলিকাতার তেলকলসমূহে নিষ্কাশিত হয় তাহা নয়। ইহার কতকাংশ মফঃস্বলে অবস্থিত তেলকলসমূহের ব্যবহারের জন্যও কলিকাতা হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে। আমদানীকৃত সরিষাবীজ হাওড়া কিম্বা কাঁটাপুকুরে (পোর্ট কমিশনারদের গুদাম) পৌছার পর কমিশন এজেণ্টগণ এবং দালালদের মারফত তাহা বিভিন্ন তেলকলের নিকট বিক্রয় হইয়া থাকে। কমিশন এজেণ্টগণ (ইহাদের মধ্যে অনেকেই আমড়াতলা এবং বড়বাজারের অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী) প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের সরিষাবীজের উপর ১॥০ আনা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত কমিশন গ্রহণ করিয়া থাকে। দালালগণ প্রতি মণে দুই পয়সা হিসাবে দালালী পাইত। বিগত যুদ্ধের সময় কমিশন এবং দালালীর হার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সরিষাবীজ আমদানী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পর দালালের মারফৎ বিক্রয়ের প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বের কয়েক বৎসর কলিকাতায় সরিষাবীজের পাইকারী মূল্য ৪॥০ আনা হইতে সাধারণতঃ ৫॥০ আনার উপরে যায় নাই। যুদ্ধের ফলে ইহা ৩।৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারিত মূল্যই প্রায় ১৬৲ টাকা।

সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব এবং মধ্য ভারতের কয়েকটী দেশীয় রাজ্য হইতে কলিকাতায় সরিষার তৈল আমদানী হয়। সংযুক্তপ্রদেশ এবং বিহার হইতেই আমদানীর পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বিহারে গয়া, সাহেবগঞ্জ, পুরুলিয়া, পাটনা ও ভাগলপুর এবং সংযুক্তপ্রদেশের কানপুর, বেলানগঞ্জ, ফাকুন্দ, এটোয়া, সিকোয়াবাদ এবং হাথ্‌রাস কলিকাতায় সরিষার তৈল রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র। বর্ত্তমানে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের তত্ত্বাবধানে যে তৈল আমদানী হইতেছে তাহার সাকুল্যই আসিতেছে সংযুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে। রেলগাড়ীতে তৈল বহনের জন্য সাধারণতঃ ৫০০ মণের ট্যাঙ্ক ব্যবহৃত হয়। ট্যাঙ্ক হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলে পোর্ট কমিশনারদের রেল দ্বারা তাহা ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের জেটিতে অবস্থিত বিভিন্ন ডিপোতে পৌছাইয়া দেওয়া হয়। আমদানীকৃত সরিষার তৈল সরিষা-বীজের ন্যায়ই কমিশন এজেণ্ট এবং দালালদের মারফৎ পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় হয়। কমিশন এবং দালালীর হারও একরূপ। কলিকাতার কলসমূহে যে তৈল উৎপন্ন হয় তাহার কতকাংশ দালালদের মারফৎ বিক্রয় হয়; কতকাংশ পাইকারগণ মিল হইতে সরাসরিভাবে ক্রয় করিয়া থাকে। মিলকর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলাসমূহেও সময় সময় তৈল রপ্তানী করিয়া থাকেন। সরিষার তৈলের রেশনিং প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সংযুক্ত-

প্রদেশের তৈল কলের মালিকগণের সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন তদনুসারে ঐ প্রদেশের তৈল কলের মালিকগণ প্রত্যেকেই কলিকাতায় এক একটী পাইকারী ডিপো এবং সরিষার তৈল খুচরা বিক্রয়ের জন্য বহুসংখ্যক খুচরা দোকান খুলিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী অন্যান্য পণ্যের সহিত পাইকারী এবং খুচরা সরিষার তৈল বিক্রয়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। সরকারী ব্যবস্থার ফলে ইহাদের ব্যবসায় নষ্ট হইয়া অনেকের জীবিকার পথ বন্ধ হইয়াছে।

পূর্ব্বে কলিকাতায় সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর—১নং ও ২নং সরিষার তৈল পাইকারী বাজারে বিক্রয় হইত। প্রথম শ্রেণীর তৈলের দাম দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলনায় প্রতি মণে গড়ে ১৲ টাকা বেশী ছিল। ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা সহরে সরিষার তৈলের গড়পড়তা পাইকারী দাম ছিল প্রতিমণ প্রায় ১৪৲ টাকা। ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪ সালে গড়পড়তা মূল্য আরও প্রায় ৩৷৷০ আনা কম অর্থাৎ প্রায় ১০৷৷০ আনা ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বেও কলিকাতায় প্রতিমণ সরিষার তৈলের পাইকারী মূল্য গড়ে ২০৲ টাকার উর্দ্ধে যায় নাই। যুদ্ধের দরুণ জনসাধারণকে চোরাবাজার হইতে প্রতিমণ ৮০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে সরিষার তৈল ক্রয় করিতে হইয়াছে। রেশনের সরিষার তৈলের যে দর নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধের পূর্ব্বে একমণ ঘৃত ক্রয় করা চলিত।

উচ্চ মূল্য দিয়াও খাঁটি সরিষার তৈল পাওয়া বর্ত্তমানে যে কত কষ্টকর তাহা সকলেই অবগত আছেন। রেশনিং হওয়ার পূর্ব্বে চোরাবাজারে যে বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন দামের তৈল বিক্রয় হইয়াছে, তাহার স্বাদ এবং গন্ধ জনসাধারণ কখনই ভুলিতে পারিবেন না। সরিষার তৈলের নামে অসাধু ব্যবসায়ীরা ভেজাল এক পদার্থ বিক্রয় করিয়া যে কত নির্দ্দোষ জনসাধারণের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমানেও রেশন দোকান হইতে যে শ্রেণীর তৈল সরবরাহ করা হয় তাহা ভেজালশূন্য মনে হয় না। রেশনের তৈলে প্রায়ই একটা অস্বাভাবিক ঝাঁঝ অনুভূত হয়। নূতন সরিষার তৈলে ২।১ মাস এই প্রকার ঝাঁঝ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু পুরাতন সরিষা নিষ্কাশিত হইলে তৈলে এরূপ ঝাঁঝ বর্ত্তমান থাকা ভেজালের প্রমাণ দেয়। সরিষার তৈলে ভেজাল দেওয়া এবং ভেজাল সরিষার তৈল বিক্রয় করার অপরাধ আইনতঃ দণ্ডনীয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন সরিষা-বীজ এবং সরিষার তৈল উভয়ের মূল্যই কম ছিল তখনও এই ঘৃণ্য প্রবৃত্তি রোধ করা সম্ভবপর হয় নাই। অতিরিক্ত লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কোন অসাধু তেল-কলের মালিক এবং দোকানদার মাছ, তিসি, মহুয়া, চীনাবাদাম ও তিলের তৈল এবং লঙ্কা ও সজনে ডাটা প্রভৃতি দ্বারা ভেজাল সরিষার তৈল উৎপন্ন করিয়া জনসাধারণকে ঠকাইবার প্রয়াস করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২।৪ জন যে ধরা পড়িয়া দণ্ডভোগ না করিয়াছে, এমন নয়। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীর সংখ্যার তুলনায় প্রতি বৎসর ভেজালের অপরাধে অপরাধী খুব অল্পসংখ্যক লোকই অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডভোগ করিয়াছে। ভেজালের গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হইলেও দণ্ডের মাত্রা অপরাধের তুলনায় সাধারণতঃ কিছুই ছিল না বলা চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধীকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া কিংবা ২০৲।২৫৲ টাকা জরিমানা আদায় করিয়া রেহাই দেওয়া হইত। বলা বাহুল্য, ইহাতে ভেজালের ব্যবসায় মোটেই বন্ধ হয় নাই; বরং শাস্তির অল্পতা দেখিয়া ভেজাল তৈলের প্রচলন দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ভেজাল খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে যে আইন (Bengal Food Adulteration Act) আছে দুগ্ধ এবং ঘৃত সম্পর্কিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত আইন সম্পর্কে কলিকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট ভাষায় যে রুলিং দিয়াছেন তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

হাইকোর্টের রুলিং অনুসারে "The sale of an article of food for human consumption even if advertised to be of mixed character is an offence under the Act. Articles mentioned in Sec 6 of the Bengal Food Adulteration Act are presumed to be of articles of food and the sale thereof in an adulterated condition is an offence and punishable under the Act irrespective of the fact that the purchaser knows the articles to be adulterated or otherwise."

অর্থাৎ কোন খাদ্যবস্তু ভেজাল বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয় করাও উক্ত আইনানুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। ক্রেতার জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক ভেজাল কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলে আইনমতে তাহা শাস্তির যোগ্য অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভেজাল নিবারণের জন্য আইনের কোন ত্রুটী নাই। কিন্তু সেই আইন কার্য্যকরী করার পক্ষে কর্পোরেশন এবং গবর্ণমেণ্টের যে ঔদাসীন্য এবং অক্ষমতা তাহাই লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুর্ভোগের কারণ হইয়াছে।

দি ট্রিনিটি মিউচুয়াল এ্যাসিওরেন্স কোং
লিমিটেড—(বোম্বাই)
কোম্পানীর সমুদয় লভ্যাংশ কেবলমাত্র বীমাকারিগণই পাইবার অধিকারী।
বীমাকর্ম্মীদের সর্ত্ত অতীব সুবিধাজনক।
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্ট
রায় এণ্ড সন্স
৮৪-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা।
পোষ্ট বক্স—জি পি ও, ১৩৪ ফোন—ক্যাল: ৬১৩৩

সঞ্চয়-অপচয়
অপচয়ের সমস্যা সমাধানের নামই সঞ্চয়—সঞ্চিত অর্থে শুধু অপব্যয়ের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না—ইহা দুর্দ্দিনেও একান্ত বন্ধুর কাজ করে, অধিকন্তু জাতীয় শিল্প উন্নতিতে সাহায্য ক'রে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করে।
এই অপচয়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কি ভাবে সঞ্চয়ী হ'তে পারেন সেই সুপরামর্শ দিতে পারে একটি সুপরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান—
ক্যালকাটা
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

সুভাষ দিবস উপলক্ষে সেদিন কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় গৃহে গৃহে পতাকার যে সমারোহ দেখিয়াছি, নরনারী বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র যে অভূতপূর্ব্ব উদ্দীপনা লক্ষ্য করিয়াছি সত্যই তাহার তুলনা নাই। সেদিনের অনুষ্ঠান সমগ্র দেশের জনসাধারণের অদম্য স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষারই পরিপ্রকাশ। সুভাষচন্দ্র সেই প্রেরণারই একটি প্রতীক।

শুধু কলিকাতায় নহে, সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সেদিন সাড়ম্বরে সুভাষ দিবস পালিত হইয়াছে। পরিতাপের বিষয়, বোম্বাইএর কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বাহ্নে শোভাযাত্রা বাহির করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করায় বোম্বাইএর জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। কলিকাতার মত বোম্বাইতেও গবর্ণমেণ্ট অর্থহীন আপত্তি উত্থাপন করেন। কলিকাতার নিষিদ্ধ অঞ্চল ছিল 'সামরিক', বোম্বাইএর নিষিদ্ধ অঞ্চল 'সাম্প্রদায়িক'! এক কল্পিত বিপদের আশঙ্কায় পুলিশ স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড ধরিয়া শোভাযাত্রাকে ভেণ্ডিবাজারের দিকে যাইতে দিতে আপত্তি করে। অতঃপর স্বৈরাচারের সেই পুরাতন কাহিনী। রহস্যজনক স্থল হইতে ইট-পাটকেল বর্ষণের ঘটনার অভাব যেমন কোন স্থানে কোনদিনই ঘটে না, বোম্বাইএও তেমনি তাহার অভাব ঘটে নাই। অতএব চলিল লাঠি, চলিল গুলী, চলিল টিয়ার-গ্যাস। বোম্বাইএর রাজপথ দুই মাস পূর্ব্বের কলিকাতার মতই শহীদের রক্তে রঞ্জিত হইল। বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশ তখন পাল্টা জবাবের জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী পুলিশে-জনতায় গেরিলা যুদ্ধ চলে। তারপরে দুই দিনের সংবাদ আসিয়াছে। অবস্থা এখনও ঘোরাল। বোম্বাইএর কতিপয় অঞ্চল 'উপদ্রুত এলাকা' বলিয়া সে সব স্থানে সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে। এতাবৎ ২২ জন নিহত ও ছয় শতাধিক জন আহত হইয়াছে। পুলিশপক্ষেও জনকয়েক আহত হইয়াছে। এই শোচনীয় ঘটনার বিশদ বিবরণ ও হতাহতদের সঠিক সংখ্যা এখনও আমরা জানি না।

* * *

এই মর্ম্মান্তিক পরিণতির জন্য দায়ী কে? কলিকাতার অভিজ্ঞতা হইতেও কি বোম্বাই কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই? কলিকাতায় মৃত্যুভয়হীন ছাত্রদের কাছে গবর্ণমেণ্ট পরাজয় মানায় কি এই কথাই প্রমাণিত হয় না যে, আগুন লইয়া খেলা করা আর চলে না? তৎসত্ত্বেও বোম্বাইএ নিরস্ত্র জনতার উপর গর্ব্বান্ধ আমলাতন্ত্র গুলীবর্ষণের সহজ পথটা বাছিয়া লইল কেন? শান্তিরক্ষার নামে বারে বারে কেন এমন শান্তি-ভঙ্গ? সমগ্র বিক্ষুব্ধ দেশ আজ এই সব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব চায়। ইহার একমাত্র সদুত্তর স্বাধীনতা অর্জ্জন। কেবল নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানাইয়া ও উহার ফলাফল শুনিয়া আসল কারণ কোনদিনই দূর হয় নাই, এক্ষেত্রেও হইবে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ না হইলে ভারতবাসীর উপর এরূপ পাইকারী গুলীবর্ষণ মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হইবেই। আমাদের স্বাধীনতা-কাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশের পথে—সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা ইত্যাদির উপর—বিদেশী শাসকদের কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে ঠোকাঠুকি অনিবার্য্য; সুতরাং বোম্বাইএর ঘটনা কলিকাতার মতই অদম্য স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে আমাদের আরও এক-পা আগাইয়া দিবে। স্বাধীনতার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জনতার ন্যায়সঙ্গত দাবী যখন অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, তখন ইতিহাসের রথের চাকা বুঝি শত সহস্র শহীদের রক্ত ও অস্থি-বিকীর্ণ পথ দিয়াই যাইতে চায়!

* * *

ভারতের নূতন কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনে সরকার পক্ষের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছে। প্রথম দিনেই এই পরাজয় ঘটে বৃটিশ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আনীত এক প্রস্তাব সম্পর্কে। কংগ্রেসী সদস্য অধ্যাপক রঙ্গ কর্ত্তৃক উত্থাপিত ইন্দোনেশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের নিন্দাসূচক ঐ প্রস্তাবটির পক্ষে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একযোগে ভোট দিয়া সমগ্র ভারতের বিক্ষুব্ধ জনমতই জ্ঞাপন করিয়াছে। অধ্যাপক রঙ্গের প্রস্তাবটি বিনা ডিভিশনেই গৃহীত হইয়াছে। এই পরাজয়ে নয়া দিল্লী ও হোয়াইট হলের ঘাবড়াইবার কারণ নাই। বড়লাটের শাসন-পরিষদের 'দেশ ভক্ত' সদস্যরাও বিচলিত হইবেন না, বলাই বাহুল্য। কেন না, ভারতবর্ষের পরিষদ লোক-দেখান গণতন্ত্রের ছায়া মাত্র। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশ হইলে আজ গবর্ণমেণ্ট প্রমাদ গণিতেন। পাঠকগণের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, পুরাতন পরিষদেও উপর্য্যুপরি পরাজয় বরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কিরূপ অটল ও নির্ব্বিকারই ছিলেন। স্বদেশে যাহাই হউক, বিদেশে—খাস জমিদারীতে—বৃটিশ শাসকশ্রেণী ভাঙ্গিলেও মচকায় না—সেখানে গণতান্ত্রিক মূলনীতির কোন মূল্য নাই। সুতরাং এবারের প্রারম্ভেই এই শোচনীয় পরাজয় হইতে এটিলি-ওয়াভেল কোম্পানী শিক্ষালাভ করিবেন, এই আশা বাতুল ছাড়া আর কেহ পোষণ করিবে না।

* * *

১৯শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেস দলের এক বিশেষ বৈঠকে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু পরিষদে কংগ্রেসী দলের নেতা ও মিঃ আসফ আলী ডেপুটি লীডার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

গত ২৪শে জানুয়ারী নূতন কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত জি ভি মবলঙ্কর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী স্যার কাওয়াস্‌জী জাহাঙ্গীরকে ৬৬-৬৩ ভোটে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্যার কাওয়াস্‌জীকে মুসলিম লীগ, ইউরোপীয় দল ও গবর্ণমেণ্ট পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এই তিন দলের সম্মিলিত বিরোধিতা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত মবলঙ্করের জয় কংগ্রেসের প্রভাবেরই প্রমাণ। শ্রীযুক্ত মবলঙ্কর বহুকাল যাবৎ কংগ্রেসের আদর্শ অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। আমরা আশা করি, এই নূতন পদে অভিষিক্ত হইয়া তিনি

ভারতে কাপড়ের কল আরও চাই

কাপড়ের চাহিদা অনুযায়ী কল আমাদের দেশে নাই। সে চাহিদা পূরণের জন্য এখনও শত শত কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক।
ভারতলক্ষ্মী সিল্ক ও কটন মিলস্ লিমিটেড ঐ বিরাট্ চাহিদার মাত্র কিয়দংশ পূরণের জন্যই স্থাপিত হইয়াছে।

ন্যূনতম বস্ত্রের চাহিদা

৪০ কোটি ভারতবাসীর জন্য ন্যূনতম ১২০০ কোটি গজ কাপড়ের প্রয়োজন। ভারতের ৪০৭টি কল হইতে ১৯৪৩-৪৪ সালে মাত্র ৫৮৬.৮ কোটি গজ কাপড় পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং উহার দ্বিগুণ সংখ্যক কাপড়ের কল স্থাপিত হইলে ভারত স্বাবলম্বী হইতে পারে। আমাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার মূলে জনসাধারণের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

প্রস্‌পেক্টাস পত্র লিখিলেই পাঠান হয়

ভারতলক্ষ্মী সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড

ফোন: ক্যাল ৩৩৮১ | ৫১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা | গ্রাম: HONEYCOMB

তাঁহার পূর্ব্বসূরী পরলোকগত ভি জে প্যাটেলের ন্যায় নির্ভীক ও তীক্ষ্ণধী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন।

* * *

'অমৃতবাজার পত্রিকার' লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নাকি ভারত গবর্ণমেণ্টের বড় কর্ত্তাদের মধ্যে অদলবদলের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন এবং ভারতের বড়লাট নাকি শীঘ্রই দেশরক্ষা দপ্তরের ভার একজন ভারতীয়ের উপর ন্যস্ত করিবেন। স্থল, জল ও বিমানবিভাগীয় সেনাপতিদের উপর একজন সর্ব্বাধিনায়ক নিয়োগ বৃটিশ সরকারের অভিপ্রায় বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সর্ব্বাধিনায়ক দেশরক্ষা-সচিবের উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করিবেন।

* * *

আসাম প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের সকল কেন্দ্রের চূড়ান্ত ফলাফল এখনও ঘোষিত হয় নাই। এতাবৎ যে সব কেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে এবং অন্যান্য কেন্দ্রের ফলাফলের যে সব পূর্ব্বাভাষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আসাম পরিষদে কংগ্রেসের অন্য-দল-নিরপেক্ষ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ এখন সুনিশ্চিত, অর্থাৎ আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। পরিষদের মোট ১০৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৫৮টি আসন দখল করিয়াছে। কমিউনিষ্ট দল, অহোম সভা ও হিন্দু মহাসভা সর্ব্বত্রই পরাজিত হইয়াছে। সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইতেছে তিনজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানের জয়লাভ। আরও একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে, যে চারজন নিরপেক্ষ সদস্য পরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা নৈষ্ঠিক কংগ্রেসকর্ম্মীরূপে কংগ্রেস দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আসামেই প্রথম নির্ব্বাচন (প্রাদেশিক) অনুষ্ঠিত হইল। অন্যান্য প্রদেশের নির্ব্বাচনেও আমরা কংগ্রেসের অনুরূপ জয়জয়কার শুনিতে পাইব বলিয়া আশা করি।

* * *

বৃটিশ পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দল গত শনিবার কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। কলিকাতা ভারতে বৃটিশ মূলধনের প্রধান ঘাঁটি, কলিকাতা বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক কেলেঙ্কারীরও প্রধান লীলাস্থল। বৃটিশ প্রতিনিধি দলের মধ্যে সত্যকার ভাল মানুষ দুই-চার জন আছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তাঁহারা চোককাণ খোলা রাখিয়া জাতীয়তাবাদী মহলের মুখপাত্রদের সংস্পর্শে আসিতে পারিলে অনেক অশ্রুত ও অবিশ্বাস্য বিষয় জানিয়া শুনিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইতে পারিবেন। মন্বন্তর ও মহামারীর বাঙ্গলা, উৎকোচ ও চোরাবাজারের বাঙ্গলা বৃটিশ শাসনের মহিমা উদ্ঘাটন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিয়া ঐ প্রতিনিধিরা যদি সঙ্কীর্ণ বৃটিশ স্বার্থের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন, তাহা হইলে বৃটেনের জনসাধারণ তথা সমগ্র নিরপেক্ষ দুনিয়া চার্চ্চিলী ও এটিলী এই উভয় আমলের ভারত শাসনের স্বরূপ জানিয়া স্তম্ভিত হইবে।

* * *

বৃটিশ পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য মেজর উডরো ওয়াট বোম্বাই-এ এক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, "ক্রিপস্ প্রস্তাব এখন অকেজো হইয়া গিয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতির সহিত উহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে আবার নূতন করিয়া ভাবিতে হইবে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কথা বলা একেবারে নিরর্থক। বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়ন বা উপনিবেশগুলিতে প্রধানতঃ বৃটিশ বংশধররা বসবাস করে। ভারতবর্ষ ঐরূপ নহে। স্বাধীন ভারত ও বৃটেনের মধ্যে সম্পূর্ণ এক নূতন সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতেই হইবে।"

মিঃ ওয়াট ক্রিপস্ প্রস্তাব অকেজো বলিয়া রায় দিলে কি হইবে, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এখনও যুদ্ধ-পূর্ব্ব চশমা চোখে আঁটিয়া যুদ্ধকালীন দুনিয়ায় আটকাইয়া পড়িয়া আছেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবী আর সেই পুরাতন পৃথিবী নাই—সে অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করাও আর সম্ভব নহে। কায়েমী স্বার্থ তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না বলিয়াই ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কি হইবে তাহা উপলব্ধি করিবার মত ঐতিহাসিক দৃষ্টিও উহার নাই। এখনও তাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ক্রিপস্ প্রস্তাবেরই প্রতিধ্বনি চলিতেছে। ইহাতে সমস্যার সমাধান না হইয়া কেবল আরও জটিল ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত রচিত হইয়া চলিয়াছে।

* * *

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধি ডাঃ শ্রীধরণী নিউইয়র্ক হইতে জানাইয়াছেন, "নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত বাটাভিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় বাহিনীর দলত্যাগী সৈন্যরা ইন্দোনেশিয়ানদের সহিত যোগ দিয়া বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে। জাভায় ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের বিরুদ্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারতীয় সৈন্যরা এতদিন মোটামুটিভাবে ধৈর্য্য ধরিয়াই ছিল। কিন্তু এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে তাহাদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।"

* * *

কলিকাতার নাগরিকদের সম্বর্দ্ধনা সভায় মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিলে সাম্প্রদায়িক সমস্যাও চিরতরে ভারত হইতে লুপ্ত হইবে। ইংরাজের অর্থে লালিত ও খেতাবধারী এক দল লোকই ভারতে সাম্প্রদায়িকতা জীয়াইয়া রাখিতেছেন। এই সব ধুরন্ধররা বলিয়া থাকে, হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের সন্তান নহে। ইহারাই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের নিয়োজিত পঞ্চম-বাহিনী।" অতঃপর শাহ্ নওয়াজ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন, বৃটিশ প্রচারবিভাগের প্রচারের মধ্যেই ভারতের প্রকৃত শক্তি কোথায় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলেন, "কলিকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে হিন্দু-মুসলমান-শিখ প্রভৃতির যে প্রচার-চিত্র দেখিয়াছি তাহাতে লেখা আছে: 'আসুন আমরা সকলে মিলিয়া জাপানকে প্রতিরোধ করি।' ইংরাজ জানে, ভারতের শক্তি কোথায়। কিন্তু আজ যুদ্ধের বিপদ পার হইয়া ইংরাজ সুর পাল্টাইয়া বলিতেছে, 'আপনারা একতাবদ্ধ হইবেন না, ভারতে আমাদের শাসন অব্যাহত থাকুক'। আসুন আমরা হিন্দু-মুসলমান-শিখ সকলে মিলিয়া একযোগে ভারত হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ করি।"

খেয়ালীর খাতা

পাছে ভুলিয়া যাই সেজন্য গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি। 'আর্থিক জগতের' পাঠকেরা কেহ কেহ আমাকে চিঠি লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাহারও চিঠিরই জবাব লিখি না। যাঁহারা খুশী হইয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তাঁহাদেরও যেমন ধন্যবাদ জানাই না, যাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া মুণ্ডপাত করেন, তাঁহাদের সঙ্গেও ঝগড়া করি না। কিন্তু এই নীরবতার জন্য যাঁহারা আমার ভদ্রতাজ্ঞানের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাঁহারা সুবিবেচক নহেন। পত্র-লেখকদের পত্রে যে-সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকে, সময়, স্থান এবং নিজের জ্ঞান থাকিলে এই "খাতায়"ই সেগুলির আলোচনার চেষ্টা করি। আর খেয়ালীর পরিচয় জানিতে চাহিয়া যাঁহারা বারম্বার পত্র লিখিতেছেন তাঁহাদিগকে সবিনয়ে একটি পুরাতন পার্শী প্রবাদ স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। যমালে গুল্‌রা নিগাদার্ মাপুরছ্, কে ইন্ কিস্ত্ পারোয়ারদৈ। গোলাপের সৌন্দর্য্য দেখিয়াই খুশী থাকিও, মালীর খোঁজে দরকার কী? জানি, যাঁহাদিগকে চটাইয়াছি, বা আনন্দ দিতে পারি নাই তাঁহারা বলিবেন, "অহঙ্কার তো কম নয়! গোলাপ না হাতি! আসলে গোলাপের কাঁটা।" হয়তো তাহাই। কে না জানে সংসারে ফুলের চাইতে কাঁটাই বেশী। মধুর চাইতে হুল। যেমন সাধুর চাইতে ঠগ, চাউলের চাইতে কাঁকর এবং মালের চাইতে ব্ল্যাক মার্কেট!

* * *

গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে অনুষ্ঠিত একাডেমী অব ফাইন আর্টসের চিত্র প্রদর্শনী দেখিয়া নিরাশ হইলাম। প্রদর্শনীতে চিত্রসংখ্যা খুব যে কম তাহা নয়। কিন্তু এমন একখানা ছবিও নাই যাহা প্রদর্শনী হইতে বাহির হওয়ার পরেও মনে থাকে। অয়েলস্ বিভাগে এমন অনেক ছবি দেখিলাম এই বার লইয়া যাহা অন্ততঃ ১৩ বার দেখা হইল। হেমেন্দ্র মজুমদারের কয়েকটি ছবি আছে যাহা শুধু যে ইহার আগে অন্যান্য প্রদর্শনীতে দেখিয়াছি তাহা নয় বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছে। নিশ্চয়ই তাহা দেখিবার জন্য একাডেমী অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে যাওয়ার দরকার ছিল না। প্রদর্শনীর প্রবেশমূল্য হিসাবে যে চার আনা ব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহা দ্বারা কাবলী মটরভাজা কিনিয়া খাইলেও দুঃখের কারণ থাকিত না।

* * *

কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংএর এককোণে যে উইমেনস্ ক্যাণ্টিন নামক একটি খাবারের দোকান আছে তাহাতে আপনারা কয়জন প্রত্যহ যান বা একেবারেই যান কি না জানি না। অবশ্য যাঁহারা প্যাণ্টুলেনের পকেটে হাত পুরিয়া সিগারেটের ধোঁয়া ফুকিতে ফুকিতে গ্রেট ইষ্টার্ণ বা ফারপোর সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিয়া যাইতে পারেন, তাঁহাদের এখানে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। সাধারণ মধ্যবিত্ত যে-সকল বাঙ্গালী ভদ্রলোক ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আশেপাশের আপিসে চাকুরী করে, তাহাদের পক্ষে এই ক্যাণ্টিনটি অত্যন্ত উপকারী। চার আনায় যে খাবার সেখানে পাওয়া যায়, তাহা শুধু আজকালকার বাজারের হিসাবে নয়, যুদ্ধের আগের দিনের তুলনায়ও অবিশ্বাস্য রকম সস্তা। ব্যবস্থাও চমৎকার। দেয়ালে বোর্ডের গায়ে এক, দুই, তিন করিয়া খাবারের গ্রুপ্ করা আছে। প্রথম নম্বরে রুটি ও মাংসের কোপ্তাকারী, দ্বিতীয় নম্বর রাধাবল্লভী ডাল ও চাট্‌নি এবং তৃতীয় নম্বরে লুচী, ডাল ও চাট্‌নি। প্রত্যেক গ্রুপের দামই চার আনা। দাম দিলেই নম্বরযুক্ত চাক্‌তি পাওয়া যায়। সে চাক্‌তী দেখাইয়া পাশের কাউণ্টার হইতে খাবার লইতে হয়। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। চেচামিচি নাই, শালপাতার ঠোঙা নাই। চমৎকার।

* * *

এই ক্যাণ্টিনের অধিকাংশ কর্ম্মীরা অবৈতনিক। ব্যবসায় করিবার কোন উদ্দেশ্য নাই, জনহিতকর প্রেরণা হইতে ইহার উদ্ভব এবং যতদূর জানি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের যত্ন, উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে ইহা চলিতেছে। এই সকল কারণেই এত অল্প দামে খাবার দেওয়া এবং ভেজালহীন খাবার দেওয়া সম্ভব হইতেছে। ডালহৌসী স্কোয়ার ও ক্লাইভ ষ্ট্রীট এলাকায় এ রকম অন্ততঃ এক ডজন ক্যাণ্টিন থাকা প্রয়োজন এবং শুধু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় তাহা হওয়া কঠিন। যে-সকল বড় বড় সাহেব ও ভারতীয় কোম্পানী কলিকাতায় ব্যবসা করিতেছেন তাঁহারা তাঁহাদের কেরাণীদের জন্য প্রত্যেকেই এ-ধরণের ক্যাণ্টিন খুলিতে পারেন। কিম্বা দুই তিনটি কোম্পানী মিলিয়া একটি ক্যাণ্টিন চালাইতে পারেন। কোম্পানীগুলি তাঁহাদের তহবিল হইতে ব্যবস্থার ব্যয়, ইংরেজীতে যাহাকে বলে এষ্টাব্লিশমেণ্ট কষ্টস্, বহন করিলে জিনিষ অনেক কম দামে বিক্রয় হইতে পারে। মজুরদের জন্য নানা রকম সুবিধার আয়োজন কলকারখানার মালিকেরা কিছুটা স্বেচ্ছায়, কিছুটা সরকারী আইনের চাপে করিতেছেন। কিন্তু যে হাজার হাজার ভদ্রলোকের ছেলের' কুড়ি, পঁচিশ, ত্রিশ টাকায় কেরাণীগিরি করে তাহাদের জন্য কোনই ব্যবস্থা নাই। কারণ তাহারা তো লাল ঝাণ্ডা উঁচাইয়া পথে পথে চেঁচাইতে পারে না। এন্‌ড্রুইউল, বার্ড প্রভৃতি

ভারতের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় - - - - - - ৩

জল সরবরাহের উন্নত ব্যবস্থা

মাঠে ও বাগানে উপযুক্ত জল সরবরাহের যন্ত্রের অভাব এতদিন কৃষি ভারতকে ভোগ করতে হয়েছে। ভারতের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় এই উন্নত জল সরবরাহের অসুবিধা দূর করতে মায়া পাম্প যথেষ্ট সাহায্য করবে।

মায়া ইকনমিক ও গার্ডেনিং পাম্পগুলি ২৫ ফুট পর্য্যন্ত গভীর নদী, পাতকুয়ো, টিউব ওয়েল প্রভৃতি থেকে প্রচুর পরিমাণে জল সরবরাহ করতে পারে। এই পাম্পগুলির সাহায্যে কৃষকরা সকল ঋতুতে ও সর্বপ্রকার আবহাওয়ায় মাঠে ও বাগানে ফসল ফলাতে পারবে।

সুদৃঢ় ডিজাইনে এবং শিল্পকৌশলে নিখুঁত অথচ দামে সস্তা এই পাম্পগুলি অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায়ও কাজের উপযোগী। বিশদ বিবরণের জন্য লিখুন।

মায়া ইকনমিক ও গার্ডেনিং পাম্প

মায়া ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্-এ প্রস্তুত

৩৬এ, রসা রোড, কলিকাতা।

কোম্পানীতে সাহেবদের জন্য কোম্পানী হইতে বিনা পয়সায় লাঞ্চ দেওয়া হয়। আমাদের দেশীয় বিড়লা ব্রাদার্স, হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি দেশীয় কেরাণীদের জন্য—বিনা পয়সায় নহে—অর্দ্ধ মূল্যে জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া পথ দেখান না কেন?

* * *

কলিকাতায় একটি সংবাদপত্র আফিসের খবর রাখি। সেখানে কর্ম্মচারীদের মাধ্যাহ্নিক ভোজনের ব্যবস্থা আছে। আলোবাতাসযুক্ত প্রশস্ত একটি কক্ষ। চমৎকার টেবিল চেয়ার, সুদৃশ্য বাসন-পত্র আট আনায় তিন কোর্সের লাঞ্চ, মায় ফল পর্য্যন্ত। খাদ্যদ্রব্যের রকম ও পরিমাণ গ্রেট ইষ্টার্ণ, বা ফারপো, স্পেনস্ হোটেলের তিন টাকা দামের লাঞ্চের সমতুল্য। বোধ হয় বলিয়া দেওয়ার আবশ্যক নাই যে, এই সংবাদপত্রটি শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত। আমাদের দেশীয় খবরের কাগজের আপিসের সঙ্গেও পরিচয় আছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বছরে উপরোক্ত ইংরেজী কাগজের চাইতে অনেক বেশী লাভ করিয়া থাকেন। কাহারো এরোপ্লেনে কাগজ বিলি করিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত আছে। নাই শুধু কর্ম্মচারীদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা। সেখানে কর্ম্মচারীরা ক্ষুধা নিবারণের জন্য রাস্তার বামা কেবিন বা শ্যামা কেবিন হইতে যাহা কিনিয়া খান বা খাইতে বাধ্য হন, তাহার বদলে পোটাসিয়াম সায়ানাইড খাইলেও বোধ হয় ফল তফাৎ হইত না। খবরের কাগজের সাংবাদিক বিভাগের লোকদের নাওয়া-খাওয়ার সময় অনিশ্চিত এবং অনিয়মিত। আপিসে সুলভে স্বাস্থ্যকর খাওয়ার ব্যবস্থা রাখা সংবাদপত্রের মালিকদের পক্ষে অপরিহার্য্য হওয়া চাই ঠিক যেমন টেলীপ্রিণ্টার ও টেলীফোন।

* * *

সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় যে বিরাট শোভাযাত্রা হইয়া গেল তাহাতে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম। প্রথম, শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে আমরা ক্রমে ক্রমে সচেতন হইতেছি। সুশৃঙ্খল হইতে অভ্যাস করিতেছি। প্রায় দুই মাইলব্যাপী এই শোভাযাত্রা শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াই দেশপ্রিয় পার্ক হইতে দেশবন্ধু পার্কে পৌছিয়াছে। বাংলা গবর্ণমেণ্টের একজন অত্যন্ত পদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ হইল। তিনিও স্বীকার করিলেন শোভাযাত্রা was on the whole orderly। সাহেবের মন্তব্যটি উল্লেখ করিলাম এই বলিয়া নহে যে, সাহেবদের উক্তি বা আচরণের উপর আমার বিশেষ ভক্তি আছে। করিলাম এই কারণে যে, যাহারা সর্ব্বদা আমাদের ছিদ্র খুঁজিয়া বাহির করিতেই ব্যগ্র, তাহারাও এই সুশৃঙ্খলতার কথা অস্বীকার করিতে পারিতেছে না।

* * *

দ্বিতীয় বিষয়টি পুলিশ সম্পর্কিত। এই শোভাযাত্রা দ্বারা একথা আর একবার প্রমাণিত হইল যে, পুলিশ সর্দ্দারী না করিলে সাধারণতঃ আমাদের ছাত্র, যুবক বা জনসাধারণ এমন কোন কাজ করে না যাহা দ্বারা হাঙ্গামার সৃষ্টি হইতে পারে। সেদিন রাস্তায় একজনও পুলিশ কনেষ্টবল দেখি নাই। কোথাও কোন গোলযোগ হইয়াছে বলিবাও কেহ শোনে নাই। পুলিশ একেবারেই দেখি নাই বলা ঠিক হইল না। কর্পোরেশান ষ্ট্রীটে এলিট সিনেমার সামনে জনচারেক পুলিশ দেখিয়াছি। শান্তিরক্ষকের ভূমিকায় নয়। দর্শক হিসাবে। অগণিত জনসাধারণের সঙ্গে তাহারাও ফুটপাথে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া শাহনওয়াজের অপেক্ষা করিতেছিল। মাঝে একবার আগ্রহাতিশয্যে রাস্তার কিনারে নামিয়া আসিয়াছিল। অমনি গুটি দুই বালক-ভলাণ্টিয়ার তাহাদিগকে ধাক্কা দিয়া পিছনে হঠাইয়া দিল। "রাস্তা ছোবকে ফুটমে যাও।" তাহারাও বিনা বাক্যব্যয়ে সুর সুর করিয়া রাস্তা ছাড়িয়া ফুটপাথে উঠিয়া দাঁড়াইল। দিন বদলাইতেছে, সন্দেহ নাই!

—খেয়ালী

উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের অর্দ্ধেক

কমারসিও ডবল বেনিফিট স্কীম

সুদের হার
(১) বৎসর…৫ প্রতিশত
(২) ,, …৫॥ ,, ,,
(৩) ,, …৬ ,, ,,

সাধারণতঃ আমাদের ডবল বেনিফিট স্কীমে ৫০০৲ বা ততোধিক টাকা জমা লইয়া নির্দ্দিষ্ট সুদ ছাড়াও উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের শতকরা ৫০৲ টাকা দিয়া থাকি।

পত্র লিখিলে আমাদের 'সাপ্তাহিক শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট' পাঠান হয়।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট, লিমিটেড
ফোন: বি,বি,৫৪৪১ ৩০।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা COMMERSYND
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর
মিঃ টি,দে, এম,এ; এফ,আর,জি,এস (লণ্ডন)
CS16-UPS:6"x2

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২৯
হেড অফিস: কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন— ১,00,00,000৲
বিলিকৃত মূলধন— ১২,৫0 000৲
আদায়ীকৃত মূলধন— ১0,২0,000৲
মোট কার্য্যকরী তহবিল— ২,00,00,000৲ টাকার অধিক

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, পাল

আজ ব্যাঙ্ক নোটের যে বিভীষিকায় সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তার সব চেয়ে ভাল প্রতিকার হ'ত —যদি টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখতেন এবং তার একটা নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—

আসাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৭১।২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের চরমুগুরিয়া শাখাও শীঘ্রই খোলা হইতেছে

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

মুসলমানদের বেকার-সমস্যা সম্পর্কে মহাত্মাজী ঃ—মুস্লিম বেকার বান্ধব সমিতির (Muslim Unemployed Relief Association, Bengal) কয়েকজন কর্ম্মী মহাত্মাজীর সহিত সোদপুর আশ্রমে সাক্ষাৎ করিয়া সাধারণভাবে বাঙ্গলার, বিশেষ করিয়া মুসলমানদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা নাকি যুদ্ধোত্তর বেকার-সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা দুই ঘণ্টার অধিক কাল চলে। সমস্যার সমাধান-কল্পে মহাত্মাজী নাকি তাঁহার যথাসাধ্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। মুস্লিম বেকার বান্ধব সমিতির কর্ম্মপরিষদ মুস্লিম বাঙ্গলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এক স্মারকলিপি মহাত্মাজীর বরাবর পেশ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ভারতে চিকিৎসকের সংখ্যা ঃ—সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কলিকাতা মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিট্যুট্-এর প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতি ডাঃ কে. সি. চক্রবর্ত্তী প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, ভারতে সাতচল্লিশ হাজার পাঁচ শত জন পাশ করা চিকিৎসক আছেন; অর্থাৎ প্রত্যেক ছয় হাজার আট শত লোকের জন্য একজন ডাক্তার আছেন। ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেক এক হাজার লোকের জন্য একজন ডাক্তার আছেন। ভারতে পাশকরা নার্সের সংখ্যা হইল মোট সাত হাজার। তাহার মানে, প্রত্যেক আটচল্লিশ হাজার লোকের জন্য একজন করিয়া নার্স আছে—অপর পক্ষে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যেক তিনশত লোকের জন্য একজন করিয়া নার্স রহিয়াছে। ভারতে শিক্ষিতা ধাত্রীর সংখ্যা হইল মাত্র পাঁচ হাজার অর্থাৎ ষাট হাজার পিছু একজন; ইংল্যাণ্ডে প্রতি ছয়শত আঠারজন পিছু একজন করিয়া ধাত্রী আছে। ভারতে দন্তচিকিৎসকের সংখ্যা হইল মোট এক হাজার অর্থাৎ প্রতি তিন লক্ষ লোকের চিকিৎসার জন্য একজন দন্তচিকিৎসক পাওয়া যায় —অপর পক্ষে ইংল্যাণ্ডে প্রতি সাতাইশ শত লোকের চিকিৎসার জন্য একজন করিয়া দন্ত-চিকিৎসক পাওয়া যায়। ডাঃ চক্রবর্ত্তী আরও বলেন যে, জাতীয় স্বাস্থ্যের ভবিষ্যৎ গৌরবোজ্জ্বল করিতে হইলে প্রয়োজন হইল জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রয়োজনীয় উপকরণাদি করায়ত্ত করা এবং তাহার জন্য আবশ্যক পূর্ণ স্বরাজের প্রতিষ্ঠা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তারিখ ঃ—বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন নির্ব্বাচনের বিষয় বিবেচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা ম্যাট্রিকুলেশন, বি.এ. ও বি.এস্-সি পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া দিয়াছেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ১৮ই মার্চ্চ আরম্ভ না হইয়া ২৫শে মার্চ্চ আরম্ভ হইবে। বি.এ. ও বি. এস্-সি পরীক্ষা ২৬শে মার্চ্চের পরিবর্ত্তে ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইবে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ঃ—প্রকাশ, আগামী মার্চ্চ মাসে মোট আটচল্লিশ হাজার পরীক্ষার্থী প্রবেশিকা (ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষা দিবে। ইতিপূর্ব্বে এত অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় নাই। ১৯৪৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মোট চুয়াল্লিশ হাজার। ইহাই হইল পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্বাধিক সংখ্যা। আরও প্রকাশ যে, এই বৎসর মোট সতের হাজার তিন শত সাতাশি জন ছাত্র আই.এ. এবং আই. এস-সি পরীক্ষা দিবে। গত বৎসর আই.এ. এবং আই. এস-সি পরীক্ষার্থী ছাত্রের মোট সংখ্যা ছিল সাড়ে চৌদ্দ হাজার।

উচ্চ মূল্যের ব্যাঙ্কনোট (বাতিল) আইন সম্পর্কিত মামলা বাতিল ঃ—প্রকাশ, বোম্বাই হাইকোর্টে উচ্চ মূল্যের ব্যাঙ্কনোট (বাতিল) আইনের বিরুদ্ধে আনীত প্রথম মামলা ডিস্‌মিস্ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই-এর জনৈক এক হাজার টাকার নোটের মালিক ভারত সরকারের এই আইনের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন। আবেদনপত্রে "দাবী করিবামাত্র" নোটে মুদ্রিত অঙ্কের সমপরিমাণ অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি পালন করিবার জন্য ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নির্দ্দেশ দিবার অনুরোধ করা হয়। বিচারপতি খরচাসহ মামলা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিয়াছেন।

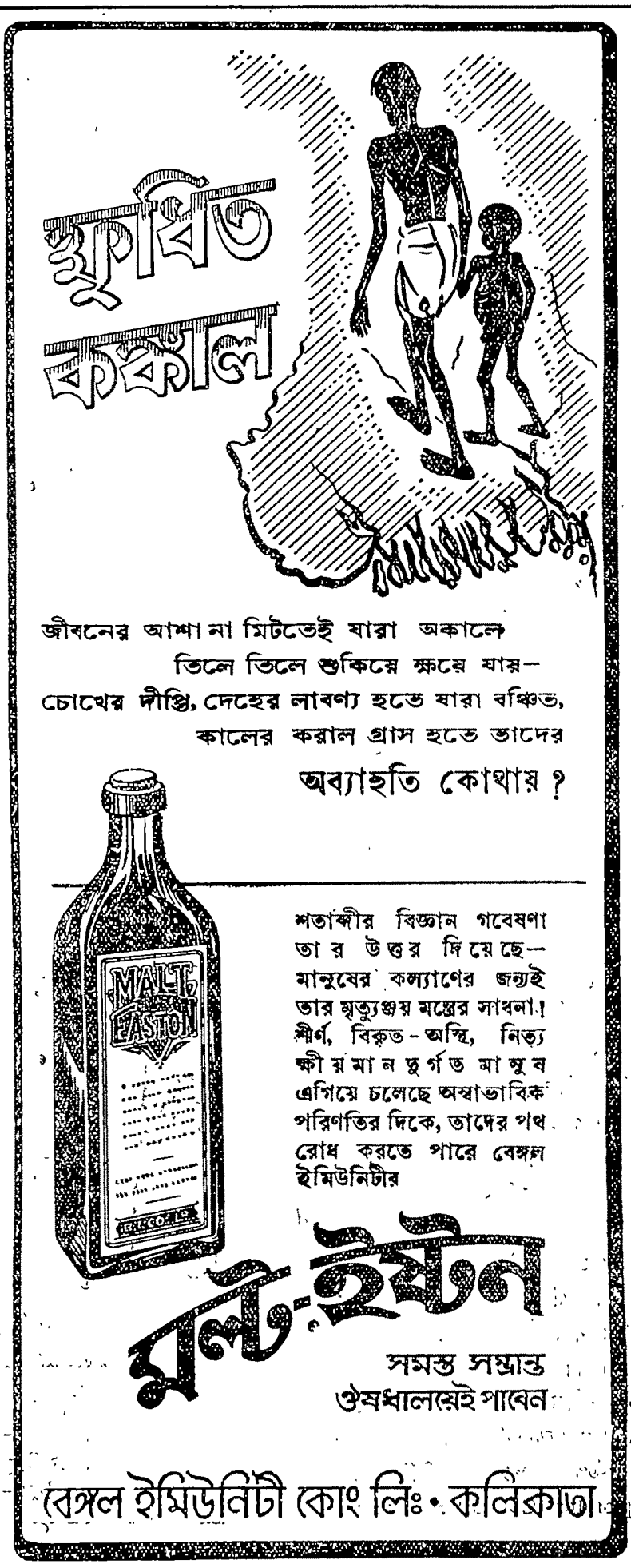

কুইনাইন উৎপাদনের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ—প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার বার্ষিক এক লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন উৎপাদনের এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ইতিমধ্যে কার্য্য সুরু করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা সফল হইলে ভারতের প্রয়োজনীয় কুইনাইনের প্রায় সমস্তটাই ভারতেই উৎপন্ন হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে মোট সাত লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। দার্জ্জিলিং জেলাকে বর্ত্তমানে নাকি কর্ম্ম-এলাকা হিসাবে লওয়া হইতেছে। আধুনিক উপায়ে সিঙ্কোনা আবাদের উন্নতিবিধানের জন্য কর্ম্মীদিগকে বিদেশ হইতে শিক্ষিত করিয়া আনা হইবে। বর্ত্তমান কারখানাও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পুনর্গঠিত করা হইবে—বিদেশ হইতে আধুনিক যন্ত্রপাতি আনা হইবে।

কাথিয়াবাড়ে রেলপথ ও বিমানপথের সমন্বয়ঃ—প্রকাশ, কাথিয়াবাড় ষ্টেট রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষ কাথিয়াবাড় রাজ্যের রেলপথ এবং বিমানপথের সমন্বয়সাধনের এক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন।

পুরুলিয়া-লোহারদাগা রেলপথ—প্রকাশ, রেলবোর্ড সম্প্রতি বি.এন. রেলপথের পুরুলিয়া-লোহারদাগা শাখাটীকে "ন্যারো গজ" হইতে "ব্রড গজে" রূপান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রী ও মাল চলাচল এবং পূর্ত্ত কার্য্যাদির জরীপ ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন।

ভারতের "ট্রেড মার্কা"র সংখ্যা—প্রকাশ, ১৯৪২ সালের জুন মাসে "ট্রেডস্ মার্ক এ্যাক্ট (১৯৪০)"-এর প্রধান বিধানগুলি কার্য্যকরী হইবার পর হইতে ট্রেড মার্কা রেজিষ্টার্ড করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত মোট এক লক্ষ চল্লিশ হাজার খানি আবেদন পত্র সরকার পাইয়াছেন।

রাস্তা সমান করিবার জন্য 'রোলার' উৎপাদন—প্রকাশ, ভারতের বিভিন্ন সরকারী পূর্ত্তবিভাগে রাস্তা সমান করিবার 'রোলার' সরবরাহ করিবার জন্য যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতাস্থ ডিরেক্টর জেনারেল অব মিউনিসনস্ প্রডাক্সন-এর নিকট হইতে এতদ্‌সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিবরণাদি পাইতে পারেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় তথা এসিয়াবাসী-বিরোধী আইন—দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের এক খবরে প্রকাশ যে, ভারতীয় এবং অপরাপর এসিয়াবাসী কর্ত্তৃক ভূসম্পত্তির মালিকানা বন্ধ করিবার জন্য একটী আইন প্রণয়ন করা হইবে বলিয়া জেনারেল স্মাটস্ একটি ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার আইন সভায় এ সম্পর্কে শীঘ্রই নাকি একটি 'বিল' আনীত হইতেছে। প্রস্তাবিত বিলটী আইনে পরিণত হইলে আর কোন এসিয়াবাসী দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনরূপ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে বা ইজারা লইতে পারিবেন না।

ভারতে রং-শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা—প্রকাশ, "বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ"-এর রং-উপাদান অনুসন্ধান সমিতি (Dyestuffs Exploratory Committee) তাঁহাদের তদন্তবিবরণীতে (রিপোর্ট) ভারতে রং-শিল্প গড়িয়া তুলিবার এক ব্যাপক পরিকল্পনার সুপারিশ করিয়াছেন। পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করিতে প্রায় পঁচিশ কোটী টাকা খরচ হইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইলে পনের হইতে কুড়ি বৎসরের ভিতরেই সর্ব্বপ্রকারের রং ভারতেই উৎপন্ন করা যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

তুলার মূল্যনির্দ্ধারণ সম্মেলন—বর্ত্তমান বৎসরে পূর্ব্ব আফ্রিকা এবং সুদান হইতে ভারতে যে তুলা আমদানী করা হইবে তাহার দর স্থির করিবার জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি পূর্ব্বআফ্রিকা, সুদান এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। সুদানীয় কৃষি ও বনবিভাগের অধ্যক্ষ (ডিরেক্টর) মিঃ মার্চ্চ করাচীতে পৌঁছিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গত দুই বৎসরে সুদান হইতে মোট এক লক্ষ গাঁইট তুলা আমদানী করা হইয়াছে। সুদানে ভারতীয় বস্ত্রাদিরও বিশেষ চাহিদা আছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন।

সরকারকে ধার দেওয়া দ্রব্যাদি—দিল্লীর সামরিক সদর দপ্তর (GHQ) হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে ভারত সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়া জনসাধারণ ও সামরিক কর্ম্মচারীদের ভিতর হইতে যাঁহারা সরকারকে দুনলী দুরবীণ (বাইনোক্যুলার), দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (কম্পাস), এবং আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিয়াছিলেন অথবা ধার দিয়াছিলেন তাঁহারা সেই সব দ্রব্যাদি ফিরিয়া পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন। দাতাদিগকে তাঁহাদের নিজের দ্রব্যই ফিরাইয়া দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে। নিজের জিনিষ যাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না তাঁহাদিগকে সামরিক গুদাম হইতে অনুরূপ জিনিষ (ইক্যুইভালেণ্ট) সরবরাহ করা হইবে।

রাশিয়ায় নূতন ধরণের তাঁত আবিষ্কার—মস্কোর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, রুশ বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি এক নূতন ধরণের তাঁত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত নূতন ধরণের তাঁতের উৎপাদন শক্তি শতকরা ৪০ ভাগ বেশী এবং উক্ত তাঁত প্রস্তুত করিতেও এক-তৃতীয়াংশ ধাতু কম লাগে। মধ্য রাশিয়ার কাপড়ের কলগুলিতে উক্ত নূতন ধরণের তাঁত ব্যবহার করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা।

বিলিকৃত মূলধন— ৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ২ ,, ,,
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৭॥০ লক্ষ ,,

বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্
মিঃ জি ডি বিড়লা (চেয়ারম্যান)
মিঃ এম এ ইস্পাহানি (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি সরাইয়া (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ অনন্তচরণ লাহা
মিঃ মহাদেও এল্ দহন্মুকর
মিঃ নবীনচন্দ্র মফৎলাল
মিঃ মদনমোহন আর রুইয়া
মিঃ মতিলাল তাপুরিয়া
মিঃ বৈজনাথ জালান
মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা
স্যার আদমজী হাজী দায়ুদ কে, টি

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ বি টি ঠাকুর (জেনারেল ম্যানেজার)

ভারতের সর্ব্বত্র এবং বাহিরে শাখা ও পে-অফিস আছে।

কলিকাতা মেন—ও এইচ্ ঘিওয়ালা, ম্যানেজার
বড়বাজার—জে পি সেনগুপ্ত, ম্যানেজার
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—এ পাল, ম্যানেজার
ভবানীপুর—এম্ এম্ ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন—ইণ্ডিয়ান কেমিকেল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন কমিটি গত ১৭ই জানুয়ারী উক্ত এসোসিয়েশন ভবন প্রাঙ্গণে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও সাপ্লাই বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এস এ ভেঙ্কটরমণ, সি আই ই, আই সি এসকে সম্বর্দ্ধনা করেন। কমিটি মিঃ ভেঙ্কটরমণের সঙ্গে রাসায়নিক শিল্প সম্বন্ধে বিশেষতঃ উদ্বৃত্ত রাসায়নিক মজুদ মাল হস্তান্তর, রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত মৌলিক কাঁচা মাল সরবরাহ এবং ক্ষতিপূরণ চুক্তি অনুসারে জার্ম্মাণী হইতে রাসায়নিক যন্ত্র-পাতি আমদানীর সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও আলাপ-আলোচনা করেন।

যুদ্ধকালীন ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত সরকারী পুস্তিকা—যুদ্ধের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নানা সরকারী ইস্তাহার ও আইন প্রভৃতি এবং আমদানী-রপ্তানী, অর্থ-ব্যবস্থা, শত্রুদেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক, শত্রু সম্পত্তির ও কাগজ, ইস্পাত, লোহা, পেট্রোল, যন্ত্রপাতি (ছোট ও বড়), চা, রবার ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ ; বাড়ীভাড়া, রেল-ষ্টিমারে মালের ভাড়া, বেতন ও দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মজুদ ও অতিলাভ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নানা প্রকার সংবাদ ও তথ্য পাওয়া যাইবে। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৪৪ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এইরূপ নানা তথ্য সম্বলিত একটী পুস্তিকা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন।

এ্যালুমিনিয়াম হইতে জহরত তৈরী—আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে কয়লা হইতে নকল হীরা তৈরীর কথাটা এখন আর কাহারো অজানা নাই। জিনিষটা ব্যবহারও করিয়া থাকেন অনেকে। হালের চমকপ্রদ ঘটনা—এ্যালুমিনিয়াম হইতে চুনী আর নীলা তৈরীর সংবাদ। এইবারে নকল নয়, একেবারে খাঁটি চুনী আর নীলা। কিন্তু যে চুনী আর নীলার নামে মুগ্ধ হইয়া কত কবি কত কবিতা লিখিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকের কাছে তাহা নিতান্তই এ্যালুমিনিয়াম—অক্সাইড (এল—০৩) মাত্র। ইংলণ্ডে এই দামী পাথর তৈরীর শিল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে মাত্র যুদ্ধের এই কয় বছরে এবং যুদ্ধের তাগিদেই। ক্রমাগত ঘর্ষণে ক্ষয় না পায়, যে সমস্ত বস্তুর কাঠিন্য খুব বেশী, যুদ্ধের বহু যন্ত্রপাতিতে সেই সমস্ত লাগাইতে হয়। পৃথিবীতে কঠিনতম বস্তু হইতেছে খনিজাত (কৃত্রিম নয়) হীরক। তার পরেই হইল এই কৃত্রিম উপায়ে তৈরী আসল নীলা আর চুনী। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে তাই এই সমস্ত দামী পাথরের বিশেষ প্রয়োজন। হাত-ঘড়িতে যে চুনী বসানো থাকে, তা আমরা জানি। বর্ত্তমানে এইগুলি ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে তৈরী হইতেছে। ইহার জন্য ইংলণ্ডে কয়েকটি কারখানাও গড়িয়া উঠিয়াছে।

অভিনব উপায়ে পুলিশ ডাকা—ইউরোপ এবং আমেরিকার অনেক বাড়ীর দরজায় এমন যন্ত্র লাগানো থাকে যাহাতে কেউ সেটা খুলিলেই ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, এই খবর অনেকেই জানেন। দিন-দুপুরে কর্ত্তারা যখন থাকেন কর্ম্মস্থলে, গিন্নীরা তখন বাড়ীর ভিতরে নিশ্চিন্ত মনে ঘর-সংসারের কাজ করিতে কিম্বা ঘুমাইতে পারেন। কিন্তু রাত্রে যদি বাড়ীতে চোর ঢোকে এবং কর্ত্তা, গিন্নী কিম্বা বাড়ীর লোকজনের ঘুম নাও ভাঙ্গে, তবু পুলিশের কাছে খবর ঠিক পৌছিয়া যাইবে, আর দলবল নিয়ে পুলিশ আসিয়া সেই বাড়ী ঘেরাও করিয়া চোর ধরিয়া ফেলিবে, এমনটি হয় কিনা ? সম্প্রতি লণ্ডনে উহা সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বাড়ীতে চোর ঢুকিলে কোথা হইতে একটা অদৃশ্য কণ্ঠ ক্রমাগতই বলিতে থাকে, 'অমুক বাড়ীতে, এত

কলকারখানার কাজে

যুদ্ধের সময় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন-শক্তি বাড়িয়ে তোলার দিকে মালিকদের প্রায় সবাইকেই বিশেষ করে' নজর রাখতে হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সমস্যা ছিল অন্যান্য সব দেশের চেয়ে জটিল। যুদ্ধরত সৈন্যদের চাহিদা অনুযায়ী মাল জোগানোর জন্যে এখানে যে-সব কলকারখানা করা হয়েছিল তার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ মজুরের অভাব ছিল একটা মস্ত বড় সমস্যা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সব কারখানায় উৎপন্ন মালের পরিমাণ আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে ভারতীয় চায়ের দান অনেকখানি। কিছুদিন আগেও কারখানার মালিকদের এই ধারণা ছিল যে নির্দিষ্ট কাজের সময়ের শেষের দিকে কর্মীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে বলে' এ সময় উৎপাদনের পরিমাণ কমে যেতে বাধ্য। কিন্তু বর্তমানে এ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা বদলে গেছে, কারণ তাঁরা বার বার পরীক্ষা করে দেখেছেন যে একটানা খাটুনির ফাঁকে কর্মীদের চা খেতে দিলে তাদের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং তারা আবার পূর্ণ উদ্যমে নিজ নিজ কাজে মন দিতে পারে। ফলে, উৎপাদনের হার সব সময় বাড়তির মুখেই থাকে। শিল্পপতিরা ইচ্ছে করলেই ক্যান্টীন্ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের কাছে জেনে নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে "ক্যান্টীন্স্ ফর্ দি ওয়ার্কার্স্" নামক একটি পুস্তিকাও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনার, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান বোর্ড, ১০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠালেই পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 257

নম্বর বাড়ীতে চোর ঢুকেছে।' সেই খবর তৎক্ষণাৎ পুলিশের কাছে পৌছিয়া যায়। চোর ধরিতে তখন আর কতক্ষণ। একটা রেকর্ডে ঐ কথাগুলি বলা থাকে। চোর আসিলেই সেটা আপনা হইতেই বাজিয়া উঠে। টেলিফোন লাইনের সঙ্গে থাকে যোগাযোগ, সুতরাং খবরটা পৌছিয়া যায় পুলিশের কাণে। রের্ডকটা থাকে অত্যন্ত সাবধানে লুকানো। চোর কিছুতে তার সন্ধান পায় না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা পুলিশ লণ্ডনে এই অভিনব কায়দায় এই পর্য্যন্ত ২ শত ৫০ জন চোরকে পাকড়াও করিয়াছে।

সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে—সম্প্রতি হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের দার্জ্জিলিং-এর নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর 'দি সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোং লিঃ'-এর কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিবেন।

মুর্গীর ডিম হইতে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার টিকা—বিলাতের জাতীয় চিকিৎসা গবেষণাভবনের সভ্য ডাঃ এণ্ডরুজ ১২ বৎসর গবেষণা চালাইয়া মুর্গীর ডিম হইতে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধক এক প্রকার টিকা তৈয়ারী করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, মার্কিন ঔষধের দোকানে এই টিকা খুব বিক্রয় হইতেছে। এই সম্পর্কে ডাঃ এণ্ডরুজ বলিয়াছেন, দেশে মুর্গীর ডিমের অভাব হওয়ার জন্য ঔষধটি বেশী পরিমাণে তৈরী করা সম্ভব হইতেছে না। তিনি আরও বলেন যে, দেশে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মড়ক উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই টিকার কার্য্যকরিতাও সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে না। [মার্কিন সামরিক বিভাগে নাকি ইহা পরীক্ষা করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে বে-সামরিক জনসাধারণকেও এই ঔষধ দেওয়া হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

ব্রঙ্কাইটিস রোগে পেনিসিলিন—বিলাতের প্যাডিংটন সেণ্ট মেরী হাসপাতালের ডাক্তার চার্লস স্মিথ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পেনিসিলিনের সাহায্যে ব্রঙ্কাইটিস রোগ আরোগ্য করা সম্ভব। দেখা গিয়াছে, গলার ঘায়েও পেনিসিলিন ছিটাইয়া দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘা শুকাইয়া যায়। 'ব্যাকটেরিয়াল এনডোকার্ডাইটিস' নামক কঠিন হৃদরোগেও পেনিসিলিন ব্যবহার করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বিমানপথে নূতন রেকর্ড—ডেইলী টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা মণ্টেভিডিও হইতে জানাইতেছেন যে, "ষ্টার লাইট" নামক ল্যাঙ্কাষ্টিয়ান জাতীয় একটি বিমান লণ্ডন হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌছাইয়া নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। বৃটিশ সাউথ আমেরিকান এয়ার ওয়েজের এই বিমানটির বিলাতের হীথ্ রো হইতে দক্ষিণ আমেরিকার রাইয়ো ডি জেনিরো আসিতে সময় লাগিয়াছে মাত্র ৩২ ঘণ্টা ২০ মিনিট। ইহার মধ্যে বিমানটি লিসবন, ব্যার্থাষ্ট এবং ব্রেজিলের নাটালে নামিয়াছিল। এই সকল স্থানে বিশ্রামের সময় বাদ দিয়া সমস্ত পথ উড়িতে সময় লাগিয়াছে মাত্র ২৮ ঘণ্টা ১৮ মিনিট।

টেলি-ফটো শীঘ্রই চালু হইবে—টেলিগ্রাম পাঠানোর মতই অতি সহজে 'টেলি-ফটো'ও দেশে বিদেশে চালু হইবে বলিয়া ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্প্রতি এক সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ায় মেলবোর্ণ সহরে এক ভদ্রলোক তাঁহার ফটো তুলিয়া তাহার উপরে তাঁহার বড় দিনের শুভেচ্ছা জানাইয়া ইংলণ্ডে তাঁহার মায়ের কাছে পাঠাইবার জন্য দেন। তাহার ঠিক ৩ ঘণ্টা পরেই শুভেচ্ছা ও স্বাক্ষরসমন্বিত সেই ফটো তাঁহার মায়ের হাতে পৌছিয়া যায়।

স্কুলের ছেলেমেয়েদের বেশী সর্দ্দি হয় কেন?—ল্যাঙ্কাশায়ারের আর্ম্মস্টন হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ পোষ্টন সম্প্রতি ছোট ছেলেমেয়েদের সর্দ্দিকাশির উৎপত্তির যে কারণ নির্ণয় করিয়াছেন তাহা সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক। ডাঃ পোষ্টন বলেন যে, ছেলেমেয়েদের সর্দ্দির কারণ অনেক ক্ষেত্রেই হইল চক খড়ির গুঁড়া। স্কুলে ব্ল্যাকবোর্ডে চক খড়ি দিয়া লেখার সময় বা ডাষ্টার দিয়া বোর্ড

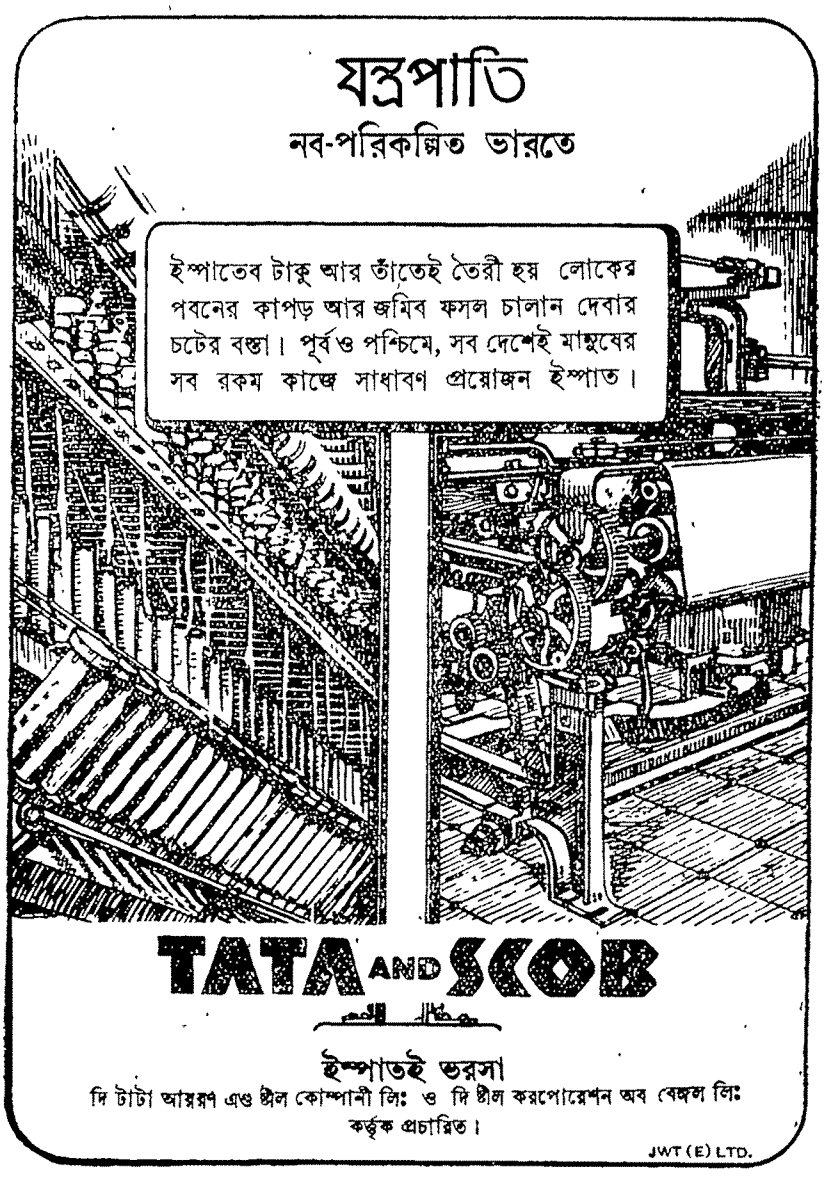

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—

কলিকাতা

১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং ক্যালকাটা—৫৬০৭
২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।
৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড্-এ
(কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ মোড়) খোলা হইয়াছে।

আসাম: শিলং, শিলচর, গৌহাটি, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নওগাঁ, ছাতক, হবিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড— ৫,৫০,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲

বাঙ্গালা: চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—
১। সিলেট ৩। শিলচর
২। শিলং ৪। ঢাকা

কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার
মিঃ জে, এম, দাস, জেনারেল ম্যানেজার

মুছিবার সময় চকের গুঁড়া তাহাদের নাকে ঢুকিয়া সর্দ্দি জন্মায়। প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন যে, যে সমস্ত ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় না বা লম্বা ছুটিতে বাড়ীতে থাকে তাহাদের সর্দ্দি হয় খুব কম। ছুটির পর স্কুলে গেলেই তাহাদের সর্দ্দি হয়। তিনি বলেন, যুদ্ধের সময় ডার্ব্বিশায়ারে চকের পাহাড়ে চক ভাঙ্গিতে নিযুক্ত শ্রমিকরা অনেকেই শ্বাসযন্ত্রের রোগে ভুগিয়াছে। চকের গুঁড়াই তাঁহার মতে উহার কারণ।

সামরিক বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া স্থায়ী বাড়ীঘর তৈয়ার—সামরিক প্রয়োজনে নয়াদিল্লীতে সাময়িকভাবে যে সকল ঘরবাড়ী তৈরী করা হইয়াছিল সেই সমস্ত ভাঙ্গিয়া এখন স্থায়ীভাবে নূতন বাড়ীঘর তৈয়ার করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে :—দিল্লীর চীফ কমিশনার (সভাপতি), শ্রমবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ প্রাযর, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের সেক্রেটারী লেঃ জেনারেল স্যার টমাস হটন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ মেনন। কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত বিভাগ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধিকে লইয়া একটি উপদেষ্টা সমিতিও ইহার জন্য গঠিত হইয়াছে, জানা গিয়াছে।

প্রস্তাবিত রেল লাইন—প্রকাশ, গৌরীপুর হইতে মহেন্দ্রগঞ্জ এবং বনগাঁও হইতে সেরপুরের ডিরেদিয়া-সিংজানী জংশন পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত রেল লাইনের সার্ভে পার্টি সেরপুরে সার্ভের কাজ আরম্ভ করিয়াছে। সেরপুর একটি বাণিজ্যকেন্দ্র এবং সেরপুরের ধান ও চাউল দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি জেলা গত দুর্ভিক্ষের সময় রক্ষা পাইয়াছে। প্রকাশ, সেরপুর হইতে সিংজানী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের যে রাস্তা আছে, উহা চলাচলের পক্ষে অযোগ্য ও বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সেরপুরের উপর দিয়া রেল লাইন লইয়া যাইবার বিশেষ প্রয়োজনীতা আছে।

ভারতের বহির্বাণিজ্য—প্রকাশ, ভূতপূর্ব্ব শত্রু-দেশসমূহের সহিত ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন দেশের মিত্রপক্ষীয় অধিকার কর্ত্তৃপক্ষের (অকুপেশন অথরিটিস্) সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। আরও প্রকাশ যে, এই সমস্ত এলাকায় ভারতীয় বাণিজ্য-প্রতিনিধিদল প্রেরণ করার সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে উচ্চমূল্যের নোট বিনিময়ের সময় বৃদ্ধির ক্ষমতা দান—নয়াদিল্লীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চমূল্যের ব্যাঙ্কনোট (বাতিল) আইনের ৬নং ধারার ১০ উপধারা অনুযায়ী কতিপয় কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চমূল্যের নোট গ্রহণ ও ভাঙ্গাইবার সময় বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতা দান করিয়া এক নোটীশ জারী করিয়াছেন। এই নোটীশ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ ১৯৪৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর ও ডেপুটী গবর্ণর ১৯৪৬ সালের ২৬শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে কাজ করিতে পারিবেন। ইহার পরে সময় বৃদ্ধির বিষয়টী কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা বিবেচিত হইবে। গত ২৬শে জানুয়ারী হইতে সরকারী তোষাখানা (ট্রেজারী) ও তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের উচ্চমূল্যের ব্যাঙ্কনোট ভাঙ্গান সম্পর্কিত আবেদন গ্রহণ ও বিবেচনা করিবার ক্ষমতা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

'এটম' মোটর গাড়ী—নিউইয়র্কের পেট্রল খাঁটির যে সব মালিকগণ পেট্রল ও আণবিক শক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আণবিক শক্তি বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক মিঃ ই এইচ স্ক্রিবার জানাইয়া দিয়াছেন, মানুষের হাতের মুঠির আকারের একতাল ইউরেনিয়ামের দ্বারা মোটর গাড়ী (বিনা পেট্রলেই) ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত চালান যাইবে। অবশ্য মোটরের টায়ারের হাওয়া লইবার জন্য বেশ কিছুকাল পথিমধ্যস্থ ষ্টেশনের প্রয়োজন থাকিবে। অপর পক্ষে বৃটিশ আণবিক শক্তি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অ্যালিফ্যাণ্ট সম্প্রতি মন্তব্য করিয়াছেন, 'এটম' মোটর গাড়ীর সম্ভাবনা খুবই কম।

মূল্য কমিল !!!
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।
লিখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
ও গোধুলিয়া, বেনারস।

AAA 460

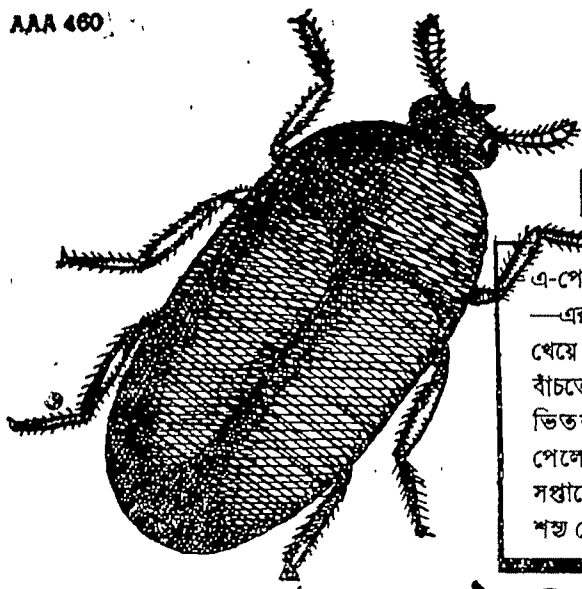

আসল চেহারা

এ-পোকার নাম খপ্‌রা —এর শূককীট কিছু না খেয়ে এক বছরের বেশি বাঁচতে পারে। কিন্তু শস্যের ভিতর একবার ঢুকতে পেলে এ-পোকা প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার মণ শস্য খেয়ে ফেলতে পারে।

আরো একটা লড়াই জিততে হবে—
এ লড়াই অপচয়ের বিরুদ্ধে

ক্ষয়-ক্ষতি, ইঁদুর আর পোকার জন্য প্রতি বছর ৩০,০০,০০০ টনের বেশি শস্য নষ্ট হয়। তা' দিয়ে ভারতের মোট ৪০ কোটি লোকের মাথা-পিছু রোজ এক পাউণ্ড হিসেবে ১৬ দিনের খোরাক খুবই হ'তে পারে। যে-দেশ খাদ্যবস্তুর দিক্ দিয়ে স্বাবলম্বী নয়, সেখানে এই অপচয় বাস্তবিকই ভয়াবহ! এ-অপচয় রোধ করা যেতে পারে, এবং তা করতেই হ'বে। অথচ এ-কাজ কঠিনও নয়, শুধু যদি আমরা সকলে উপযুক্ত ভাবে গুদামজাত করবার এই সহজ নিয়মগুলি মেনে চলি :—

কী কী করবেন

গুদামজাত করবার আগে সব শস্য পরিস্কার করবেন ও শুকিয়ে নেবেন।

কেবলমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুদামে শস্য মজুত করবেন : মেঝে ও দেওয়াল ঘষে' সাফ করবেন, দেওয়ালে চুণকাম করবেন এবং গুদামঘর রূপে ব্যবহারের আগে তার দেওয়াল ও মেঝের সব গর্ত ও ভাঙা জায়গাগুলি মেরামত ক'রে নেবেন।

যে-গুদামে জল ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন।

যে-গুদামে ইঁদুর ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন : সিমেণ্ট এবং ভাঙা কাঁচের কুচি দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দেবেন : তারের জাল দিয়ে নর্দ্দমার ছিদ্রগুলো ঢেকে দেবেন : দরজাগুলো আঁটসাট লাগে কি না দেখে নেবেন।

যেখানে সম্ভব, শস্য আলগাভাবে মজুত করবেন : যদি বস্তাবন্দী ক'রে মজুত করতেই হয় তবে লক্ষ্য রাখবেন বস্তাগুলো যেন পরিষ্কার থাকে, যেন মেঝের উপর ফেলে রাখা না হয় এবং দেওয়াল ঘেঁসে না থাকে।

শস্যগুলো নিয়মিত পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, এবং শীতকালে আলো বাতাসের জন্য সব ঘুলঘুলিগুলি খুলে' দেবেন।

কী কী করবেন না

নোংরা গুদামে, ময়লা বস্তায় কিংবা ইঁদুরে-খাওয়া, পোকা-ধরা শস্যের পাশে ভালো শস্য রাখবেন না।

ভিজে অবস্থায় শস্য গুদাম-ঘরে তুলবেন না।

গুদাম-ঘরের ভিতরে বা কাছে জল, জঞ্জাল, পুরানো বস্তা, নোংরা মাদুর পড়ে' থাকতে দেবেন না।

গুদাম-ঘরের পাশে শস্য পরিষ্কার করবেন না।

শীতের সময় চার মাসের বেশি, কিংবা বর্ষার সময় তিন মাসের বেশি, শস্য গুদাম-ঘরে বস্তাবন্দী রাখবেন না।

খোলা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে শস্য ফেলে রাখবেন না।

শস্য বাঁচানোই দেশের সেবা

নিউ দিল্লী থেকে, ফুড ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

নূতন এফ আর এস—অমৃতবাজার পত্রিকার খবরে প্রকাশ যে, মিঃ পি, সি, মিত্র, বি, ই, এ, এম, আই, ই (ইণ্ড) সম্প্রতি গ্রেট বৃটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটীর 'ফেলো' নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

করপোরেশনের বরাতে সরকারী সাহায্য ঋণ—প্রকাশ, দেবেন্দ্র ঘোষ রোডের সংযোগস্থল হইতে আমির আলি এভেন্যুয়ে অপরিশ্রুত জল সরবরাহের প্রধান নল (পাইপ) বসাইবার পরিকল্পনাটীকে কলিকাতা কর্পোরেশন যাহাতে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন তাহারই জন্য বাঙ্গলা সরকার কর্পোরেশনকে তিন লক্ষ ৭০ হাজার টাকার এক ঋণ দিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। এই ঋণের জন্য কর্পোরেশন সরকারকে বার্ষিক তিন টাকা হারে সুদ দিবেন। দশটী সমান বার্ষিক কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

দিল্লী-কলিকাতা বিমান ডাক চলাচল—ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এয়ার ওয়েজের দিল্লী-কলিকাতা বিমানপথে সম্প্রতি দৈনিক ডাক চলাচল সুরু হইয়াছে। এই বিমানপথে চলাচলকারী ডাকবাহী বিমান এলাহাবাদ ও কানপুরেও অবতরণ করে। প্রচলিত ডাকমাশুলের উপরে প্রতি তোলায় এক আনা হিসাবে বিমান মাশুল দিলে বিমান ডাকে চিঠি লওয়া হইবে বলিয়া ডাক বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে। কলিকাতার বড় ডাকঘরে (জি, পি, ও,) ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম সকাল নয়টা (স্থানীয় সময় সকাল দশটা) পর্য্যন্ত এই বিমান ডাকের চিঠিপত্র লওয়া হইবে।

অভিনব চরকা উদ্ভাবন—ডায়মণ্ডহারবারের কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত রঞ্জিত মণ্ডল একটি অভিনব হাতে প্রস্তুত চরকা উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা পাঁজ তৈয়ারী করা ও সূতাকাটা উভয় কাজই চলে। শ্রীযুক্ত মণ্ডল সম্প্রতি সোদপুর যাইয়া এই চরকা দ্বারা মহাত্মা গান্ধীকে সূতা কাটিয়া দেখান। গান্ধীজী ইহাতে গভীর কৌতূহল প্রকাশ করেন। সোদপুরে কর্ম্মী সম্মেলনে ইহা দ্বারা সূতা কাটিয়া দেখান হইয়াছিল এবং দর্শকগণ ইহার প্রশংসা করেন।

চরকাটি ২২ ইঞ্চি লম্বা ও ৭ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং ২০ ইঞ্চি উচ্চ। সর্ব্বসমেত একটি বড় চাকা ও দুইটি ছোট ছোট চাকা লইয়া ইহা গঠিত।

অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে 'সর্ব্বাধিকারী' সুবর্ণ পদক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৫ সালের স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুবর্ণ পদক অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে দেওয়া হইয়াছে।

স্যার আর্দ্দেশীর দালাল—যুক্তপ্রদেশের পরবর্ত্তী গবর্ণর হিসাবে স্যার আর্দ্দেশীর দালালের নাম উল্লেখিত হইতেছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, স্যার আর্দ্দেশীর সম্প্রতি বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য পদে ইস্তাফা দিয়াছেন।

হাসপাতালসমূহের উন্নতি-বিধান—বাঙ্গলা দেশের মফঃস্বল অঞ্চলে যে সমস্ত হাসপাতাল আছে সেই সব হাসপাতালের সংস্কার, সম্প্রসারণ এবং ঐ সব হাসপাতালগুলিকে আধুনিক ধরণের যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ৩৪ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। এই বরাদ্দ অনুসারে প্রত্যেক হাসপাতালের প্রত্যেকটী বেডের জন্য ১০০ টাকা করিয়া ব্যয় হইবে।

আসামের উন্নতিবিধান—আসাম গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের উন্নয়নকল্পে মোট ৩ কোটী ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। উহার মধ্যে কৃষির উন্নতির জন্য ২২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা, বনবিভাগের উন্নতির জন্য ২২ লক্ষ টাকা, কুইনাইন প্রস্তুতের জন্য সিঙ্কোনা গাছের চাষে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, রাস্তা ও বাড়ীঘর নির্ম্মাণে ৭৩ লক্ষ টাকা, একটী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা এবং জলপ্রবাহ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে জরীপ কার্য্যের জন্য ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

ইংলণ্ডের শিল্প-প্রচেষ্টা—ইংলণ্ডের মোট ৫৩২০০ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বৎসরে মোট ৩৫৩ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার মধ্যে ৫ শতের অনধিক লোক কাজ করে এরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫০৩০০ এবং এই সব প্রতিষ্ঠানে বৎসরে ১৬৭ কোটী পাউণ্ড মূল্যের অর্থাৎ দেশের মোট উৎপাদনের অর্দ্ধেক শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়।

বৃটেন কর্ত্তৃক গ্রীসকে ঋণ দান—আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধ বিধ্বস্ত গ্রীক জাতিকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে গ্রেট বৃটেন গ্রীসকে বিনা সুদে ১০০,০০০০০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং ধার দিবেন বলিয়া পররাষ্ট্র সচিব বলিয়াছেন। ঋণদানের সর্ত্ত এই যে উভয় সরকারের অনুমোদনক্রমে আঠার মাস অথবা দুই বৎসরের জন্য গ্রীক কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করিবার জন্য বৃটিশ উপদেষ্টা নিযুক্ত করিতে হইবে।

সুবল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জেন, ক্যাল ৫৪১
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
গ্রাম কমার্শিয়ান্স
হেড অফিস ৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে. সি. চক্রবর্ত্তী।
মধ্য ও পূর্ব্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

সুন্দর ডিজাইনের
ইংরাজি ও বাংলা
সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ
সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে
পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া
আর্থিক জগৎ প্রেসে অনুসন্ধান করুন।
১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৬৩৮২

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

গত বৎসর বাঙ্গলা দেশের জীবন-বীমা ক্ষেত্রে যে সমস্ত নূতন কোম্পানী প্রবেশ করিয়াছে তাহার মধ্যে সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল ইনসিওরেন্স কোম্পানী অন্যতম। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, উক্ত কোম্পানী যদিও গত বৎসরের ৭ মাস কাল সময়ের মধ্যে ৫ মাস কাল মাত্র কাজ করিয়াছে তথাপি উহা এই স্বল্প সময়ে ৪৩ লক্ষ টাকার উপর বীমাপত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী রায় বাহাদুর রামেশ্বর নাথানী উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি এবং মিঃ পি এস নারায়ণ উহার সুযোগ্য জেনারেল ম্যানেজার। এই কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ বি মজুমদার এবং সেক্রেটারী মিঃ এইচ চক্রবর্ত্তী বাঙ্গলার বীমাক্ষেত্রে খুব সুপরিচিত এবং বীমা ব্যবসায় সম্বন্ধে উহাদের সুদীর্ঘকালের কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। উহাদের সকলের সমবেত চেষ্টার ফলেই সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ অভূতপূর্ব্ব সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা আশা করিতেছি অদূর ভবিষ্যতে এই কোম্পানী ভারতের বীমাক্ষেত্রে একটী অন্যতম সর্ব্বপ্রধান বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। এই সাফল্যের জন্য আমরা কোম্পানীর পরিচালকগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ন্যাশন্যাল কটন মিলস্ লিঃ

১৯৪৫ সালের রিপোর্ট

ছয় বৎসর পূর্ব্বে চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃর ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ কে কে সেনের উদ্যোগে চট্টগ্রামে স্বল্পসংখ্যক তাঁত লইয়া দি ন্যাশন্যাল কটন মিলস্ লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কল কার্য্যারম্ভ করিবার অব্যবহিত পরে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে সামরিক বিভাগ কর্ত্তৃক কলের বাড়ীঘর অধিকার করিয়া লওয়া হয়। ফলে মিঃ সেন কলটীর সম্প্রসারণ এবং উহার স্পিনিং বিভাগ খুলিতে সমর্থ হন নাই। সম্প্রতি যুদ্ধের অবসানহইয়াছে এবং সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কলের বাড়ীঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন। আরও আনন্দের কথা এই যে, ভারত সরকার ইতিমধ্যে কলের জন্য ৭ হাজার টাকু ও ১২০খানা তাঁত দিবেন এবং এই বিষয়ে ন্যাশন্যাল কটন মিলের দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে দি ন্যাশন্যাল কটন মিলস্ বাঙ্গলার সুপ্রতিষ্ঠ কাপড়ের কলগুলির অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবে।

সম্প্রতি আমরা উক্ত কোম্পানীর গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বৎসরে কলটী সামরিক বিভাগ কর্ত্তৃক অধিকৃত থাকাতে উক্ত বিভাগ হইতে প্রাপ্ত ভাড়া ছাড়া কলের অন্য বিশেষ কোন আয় ছিল না। উক্ত বৎসরে সামরিক বিভাগ হইতে প্রাপ্ত ২৯,৩১৬ টাকা লইয়া কোম্পানীর মোট আয় হইয়াছে ৩৩,৪২৮ টাকা। উহা হইতে সমস্ত ব্যয় বাদে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০,৯৫৯ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের জের ১,৩২৭ টাকা লইয়া কোম্পানীর লভ্যাংশের হিসাবে যে ২২,২৮৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে তাহা হইতে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর অংশীদারগণকে আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী ৮,৪৬৭ টাকা চলতি বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

ন্যাশন্যাল কটন মিলের কর্ণধার মিঃ কে কে সেন চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর পরিচালনায় যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পরিচালনাতে উক্ত কটন মিলও যে অল্পদিনের মধ্যে একটী বেশ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা অবগত হইলাম যে, বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর নূতন শেয়ার বাজারে বিক্রয় হইতেছে। যাঁহারা নিরাপদ ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে নিজেদের অর্জ্জিত অর্থ বিনিয়োগ করিতে চাহেন, তাঁহারা নির্ভয়ে ন্যাশন্যালের শেয়ার ক্রয় করিতে পারেন। কলিকাতায় ১নং গঙ্গারাম পালিত লেনে কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত।

নববর্ষের ক্যালেণ্ডার

আমরা নিম্নলিখিত স্থানসমূহ হইতে ইংরেজী নববর্ষের সুদৃশ্য দেয়ালপঞ্জীর ধন্যবাদ সহকারে প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

অক্ষয়কুমার সাহা—১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রেমচাঁদ ট্রান্সপোর্ট কোং লিঃ—সেনট্রাল অফিস : ৯ এ, এস্‌প্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা।

হুগলী ইঙ্ক কোং লিঃ—৪৩৩, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া।

এস, কে, দত্ত—২০, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভোলানাথ পেপার হাউস লিঃ—২১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোয়ালিটী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস—১২১।এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ন্যাশনাল এক্সপ্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ—৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মডার্ণ ল্যাবরেটরী লিঃ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।
কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে
ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা প্রাপ্ত।
আমাদের
"পেন্‌সন্ সার্টিফিকেটে"
৫,০০০৲ টাকা জমা দিলে
১০,০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।
পত্র লিখিলেই বিস্তারিত জানান হয়।
বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ২১টি শাখা
দ্বারা জাতির সেবায় নিযুক্ত
অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ড
পাইয়াছেন।

১৯৪২ সনে	শতকরা	৫৲
১৯৪৩ সনে	,,	৫৲
১৯৪৪ সনে	,,	৭॥০

আর, রায়,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্
হেড অফিস :—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	৮০,০০,০০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন	৪৮,৭৫,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	১৪,৯৮,০০০৲ ,,
আমানত	৯,৯০,০০,০০০৲ ,,

(১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হিসাব অনুযায়ী)
কে এন্ দালাল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের হাউসিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে গৃহনির্ম্মাণেচ্ছুক জনসাধারণকে ঋণ দেওয়া হয়।...ঋণ অবশ্য হয়, কিন্তু এই মর্টগেজ-সহিত-বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার অঘটন হইতে নিরাপদ থাকে। ঋণ ক্রমে ক্রমে শোধ হইয়া যায় এবং ঋণকারী বা তাঁহার পরিবারবর্গের সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হয় না।

পদ্ধতির সামান্য একটু আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স
লিমিটেড
হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডিয়া জেনারেল কনষ্ট্রাকশন কর্পোরেরেশন, লিঃ—প্রোপ্রাইটর—মিঃ বি এন রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৪, ষ্টীফেন হাউস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ কোটি টাকা। ইঞ্জিনিয়ার ও কন্‌ট্রাক্‌টরের ব্যবসা।

ইকনমিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিক্টের—মিঃ হীরেন্দ্রলাল অধিকারী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সাধারণ সওদাগরী ও অর্ডার সাপ্লাই সম্পর্কিত ব্যবসা।

রাজকুমার শশধর মুখার্জ্জি এণ্ড কোং, লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ হরিগোপাল মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৭, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এজেন্সির ব্যবসা, ম্যানেজিং এজেন্টস্ এবং সেক্রেটারীজ।

ন্যাশনাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ হরিগোপাল মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৭, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

হিন্দ ডেভেলপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি দেব। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৭, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ কোটি টাকা। ভূমির উন্নতি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ইষ্টল্যাণ্ড ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে সি বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী।

কালীকুমার দাস এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জিতেন্দ্রকুমার দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, রাধাবাজার লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাধারণ সওদাগরী ও এজেন্সির ব্যবসা।

ডেয়ারী ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সি এন মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গরু ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংরক্ষণ ফার্ম্ম।

নৈহাটি কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অনঙ্গকুমার ভট্টাচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস—নৈহাটি, ২৪ পরগণা। অনুমোদিত মূলধন—২০ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল।

দি ডিলাক্স টি কর্পোরেশন, লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আর বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৬৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। চা-বাগান।

দি ভারত ফিল্মল্যাণ্ডস কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বরদা উকিল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৩, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। চলচ্চিত্র প্রদর্শন যন্ত্র সম্পর্কিত ব্যবসায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

এলগিন মিলস কোং, লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কৃষ্ণবেহারী টি কোং, লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৯৲ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। **দি আপকর কোলিয়ারীজ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নিউ বাঁশদেওপুর কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

অভূতপূর্ব্ব সাফল্য!

সিটিজেন্স অফ ইণ্ডিয়া

গত ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫ তারিখ পর্য্যন্ত মাত্র সাত মাসকাল সময়ে—অর্থাৎ উহার কার্য্য আরম্ভ হইবার প্রথম সরকারী বৎসরে

৪৩,০৫,২৫০৲ টাকার

বীমাপত্র প্রদান সম্পূর্ণ করিয়া ভারতীয় বীমাক্ষেত্রে এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে।

সিটিজেন্স অফ ইণ্ডিয়া

মিউচুয়াল ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

(পলিসিগ্রাহকদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান)

রায়বাহাদুর রামেশ্বর নাথানীর (দুধেওয়ালা)

সভাপতিত্বে প্রতিপত্তিশালী ডিরেক্টর বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত

পি এস নারায়ণ এস্কোয়ার—জেনারেল ম্যানেজার

বি বি মজুমদার এস্কোয়ার, বি-এ, এল-এল-বি, ম্যানেজার

পি চক্রবর্ত্তী এস্কোয়ার, বি-এ, এজেন্সী, ম্যানেজার

এইচ চক্রবর্ত্তী এস্কোয়ার, বি-এল, সেক্রেটারী

১৭৭এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৫শে জানুয়ারী—ভারত সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রা সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ার ফলে ভারতের আর্থিক জগতে যে ত্রাস ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রাথমিক ঘোরটা কাটিয়া গিয়াছে; বাজার প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। নোট সম্পর্কিত অর্ডিনান্স জারীর পর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কারেন্সী অফিস এবং তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি হইতে কয়েক কোটী টাকার উচ্চ মূল্যের নোটের দাবী পূরণ করায় জনসাধারণের মন হইতে ত্রাসের ভাবটী বহুল পরিমাণ দূর হইয়াছে।

কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও চাহিদার তুলনায় টাকার যোগান বেশী ছিল। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে 'কল' টাকার লেনদেন হইয়াছিল তাহার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা এবং বোম্বাইএ শতকরা ।০ আনাই বজায় ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের পরিমাণে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। সুদের হার অপরিবর্ত্তিতই ছিল। গত ২২শে জানুয়ারী মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, মোট ২ কোটী ৯১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৸৵৩ পাই দরের সমুদয় টেণ্ডার গৃহীত হয়। নিম্ন মূল্যের টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ২ কোটী ৮১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ।৶০ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ২৯শে জানুয়ারী মঙ্গলবার বোম্বাই-এ সকাল ১১টা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত এবং অপরাপর কেন্দ্রে আগামী ২৮শে জানুয়ারী সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৪ কোটী টাকার ৩ মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিন টাকা জমা দিতে হইবে। অপরাপর সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ১৮ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অনুকূলে মোট ২ কোটী ৩২ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নাই। অবশ্য 'রেমিট্যান্সের' চাহিদার কমতি ঘটে নাই। বিনিময় বাট্টার হারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বাট্টার হার নীচে দেওয়া হইল—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ	৫৩½ পেঃ
ঐ দর্শনী („)	„	„ ৬
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ	৬৩⅛ „
ডি এ চার মাস („)	„	৬৩⅜ „
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা	

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১১ই জানুয়ারীর হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২২৬ কোটী ৫৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২১৮ কোটী ৩৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। গত ১১ই জানুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭৮ কোটী ২৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ও ২৮০ কোটী ৯৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮১ কোটী ৩১ লক্ষ ৪২ হাজার ও ২৭৯ কোটী ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৫শে জানুয়ারী—'ভারত গবর্ণমেণ্ট সোনা-রূপা এবং শেয়ার বাজারের ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কেও অর্ডিন্যান্স জারী করিবেন', কলিকাতার শেয়ার বাজারের শেয়ারক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে এইরূপ মনোভাব বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজারের প্রায় সমস্ত বিভাগেরই শেয়ারসমূহের তেমন কেনাবেচা হয় নাই এবং শেয়ারসমূহের মূল্যেরও উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটে। মঙ্গলবারও কলিকাতার শেয়ারসমূহের কাজকর্ম্মের তেমন কোন উন্নতি হয় নাই তবে মঙ্গলবার বাজার বন্ধের সময় শেয়ারসমূহের মূল্যের কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বুধবার কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। ভারত গবর্ণমেণ্ট আর কোন অর্ডিন্যান্স জারী না করায়, অধিকন্তু উচ্চমূল্যের নোট ভাঙ্গাইবার সময় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে শেয়ারক্রয়েচ্ছু জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। শুক্রবার লাভান্বেষিগণ আবার শেয়ার বাজারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়াই অনেকটা নিরাপদ মনে করেন এবং তাহার ফলে অদ্য জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের মূল্য গতকল্য হইতেও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহেও কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি তেমন হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের সহজে নগদে পরিবর্ত্তিত হইবার উপযোগী কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহ হস্তান্তর করিতে রাজী না হওয়াই উহার প্রধানতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৮/০ আনা পর্য্যন্ত (সর্ব্বনিম্ন) বিকিকিনি হইয়াছিল।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

সর্ব্ব প্রকারের বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ের কাজ গ্রহণ করা হয়।

স্থানীয় হেড অফিস:
কলিকাতা * বোম্বাই
মাদ্রাজ

এতদ্ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ৪০০এর উপর শাখা ও সাব-অফিস রহিয়াছে।

লণ্ডন অফিস:
২৫, ওল্ড ব্রড ষ্ট্রীট।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা।

পে-অফিস: মিরকাদিম ও পাটনা

জেনারেল ম্যানেজার:
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি.

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন:—
বড়বাজার:—১৩৯৭ অফিস
„ :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

শতকরা ৩॥০ আনা সুদের ঋণপত্র ১০৩৵০ আনা (সর্ব্বনিম্ন) পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৭) ১০০॥৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৭০-৭৫) ৯৮৵০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র ১১৩॥৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চটকল—সাধারণভাবে আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিলেও, এবং কতকগুলি চটকলে ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা পরিস্ফুট হইলেও, বিদেশের চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের কাজকর্ম্ম একমত ভালই হইয়াছে। এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৬০৬৲ টাকা, বরানগর ৪৬৫৲ টাকা, কামারহাটি ৯৩০৲ টাকা, হাওড়া ১১৬॥৵০ আনা, রিলায়েন্স ১০২৲ টাকা, নদীয়া ১২৫৲ টাকা, প্রেসিডেন্সি ১৫।০ আনা, গেঞ্জেজ ৭৪০৲ টাকা এবং ওরিয়েন্ট ৪৩৪॥০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের কাজকর্ম্ম তেমন হয় নাই। এই বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্যেরও উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা যায়। বেঙ্গল ৮২০৲ টাকা, ভালগোরা ২৯৸০ আনা, বরাকর ৪৮।০ আনা, ইকুইটেবল ৭৭।০ আনা, নিউ বীরভূম ৫১৸০ আনা, সাউথ করণপুরা ৪২।০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজকর্ম্মে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য তৎপরতা পরিলক্ষিত না হইলেও, মূল্যের দিক হইতে স্থিরভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বড়দীমা ১১৭॥০ আনা, নম্বুরনদী ১৭৸০ আনা, পরুগাঁও ৫৫॥৵০ আনা, ডীমাকুশী ৬৯।০ আনা, তেজপুর ২৯৸০ আনা এবং হাতীক্ষীরা ৩৬৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের কলকারখানার সম্প্রসারণ হইবে এবং নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইবে এই আশায় লাভান্বেষিগণ এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দিকে আলোচ্য সপ্তাহে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং তাহার ফলে এই বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের উঠানামা আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৫২৸০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৪৪৵০ আনা, বার্ণ এণ্ড কোং ৫২৫৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ ১৩৫৲ টাকা, জেসপ ৩১৲ টাকা, মার্শালস ৮॥৵০ আনা এবং ব্রেইতওয়েইট ১৬॥০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের তেমন কোন কাজকর্ম্ম হয় নাই এবং মূল্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা যায়। কানপুর টেক্সটাইল ১২৸৵০ আনা, ডানবার ৪৩৬৲ টাকা, এলগিন ৭২॥০ আনা, কেশোরাম ২০৸০ আনা এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ৮॥৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের তেমন কাজকর্ম্ম হয় নাই। বলরামপুর ১৭।৵০ আনা, বেলসুন্দ ১৫৲ টাকা, কেরু এণ্ড কোং ৩২৲ টাকা, দ্বারভাঙ্গা সুগার ২৫॥০ আনা এবং রামনগর কেইন এণ্ড সুগার ২৫।০ পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৫শে জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহের গোড়ার দিকে কলিকাতার পাটের বাজারে সামান্য অনিশ্চয়তার ভাব পরিলক্ষিত হইলেও এক কোটী বস্তা সরবরাহের জন্য সরকারী 'অর্ডার' আসায় বাজারে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকে।

পাটের রপ্তানী বাজারে সামান্য অবনতি দেখা গিয়াছে। তোষা শ্রেণীর পাট ক্রয়ে আমেরিকার কিছু পরিমাণ উৎসাহ দেখা গেলেও অন্যান্য শ্রেণীর

গ্রাম : উদয়ের পথে

অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট

ট্রাষ্ট লিমিটেড

১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনার সঞ্চিত অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাটাইয়া লাভবান হইতে হইলে সত্বর আমাদের সহিত পরামর্শ করুন।

ম্যাঃ ডিরেক্টর—মিঃ কে, সি, মিত্র।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং

কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪

—মূলধন—

অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲

বিলিকৃত ও বিক্রীত ১,০০,০০,০০০৲

আদায়ীকৃত— ৫৭,০০,০০০৲ উপর

রিজার্ভ ফাণ্ড— ২৫,০০,০০০৲ উপর

শাখাসমূহ—

কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—

ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—

ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—

ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—

মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

এডুকেশন

সুখের ভবিষ্যৎ গড়তে হলে সুশিক্ষার প্রয়োজন। আর আপনার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে হলে তাদের জন্য এক একটি 'এডুকেশন পলিসি' নেওয়াই সবচেয়ে ভালো। "ন্যাশন্যালের" সাহায্যে এ ব্যবস্থা আপনি খুব সহজেই করতে পারেন।

NF. 2/6-3

ন্যাশন্যাল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

৭ নং, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট

ফোন : ক্যাল : ৫৭২৬

ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্ত্তমান।

হেড অফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি. ২৭৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার, জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

—সুদের হার—

কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

ফোন : ক্যাল ৪০৫৩

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

লিমিটেড

৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

শাখা :—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, শিয়াখালা।

চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস্ শতকরা ২॥০

স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্—মিঃ এস্ কে ভট্টাচার্য্য, মিঃ এম্ এল্ মুখার্জ্জি

পাটের বিষয়ে তাহার কোনরূপ উৎসাহ দেখা যায় নাই। নিম্নমূল্যে নিউ ক্রপ লাইটনিংস্ ও ডেইজী পাটের সামান্য কাজকারবার মিল-মালিকরা করিয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে মিল মালিকরা বিশেষ কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠে, ফলে দরও বাড়িয়া যায়। ইউরোপীয় প্যাকিং-এর মিডল্স্ এবং বটমস্ প্রতি মণ যথাক্রমে ১৬॥০ আনা ও ১৩॥০ আনা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হয়। তবুও বেশী বিক্রেতা পাওয়া যায় নাই। সুপারভাইজড শ্রেণীর পাট মিডল প্রতি মণ ১৬৲ টাকা ও বটমস্ প্রতি মণ ১৩৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। শেষের দিকে দর আরও চার আনা বাড়িয়া যায় এবং চাহিদাও বেশ ছিল। ইউ-রোপীয় প্যাকিং-এর তোষা শ্রেণীর পাট সর্ব্বোচ্চ দরে বেচাকেনা হইয়াছে। ইণ্ডিয়া ডিষ্ট্রীক্ট তোষা শ্রেণীর মিডল ও স্পেশ্যাল বটম যথাক্রমে ১৬॥০ আনা ও ১৫৲ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে। আসাম বটমসের দর ছিল মণ প্রতি ১১॥০ আনা হইতে ১১৸০ আনা। অনুমান করা হইতেছে যে, জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে মোট ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার গাঁইট পাট কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে —গত বৎসরের ঐ সময়কার আমদানীর পরিমাণ ছিল মোট ২ লক্ষ ৩২ হাজার গাঁইট। গত মরশুমের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ৪২ লক্ষ ৯১ হাজার গাঁইট পাট কলিকাতায় আসিয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে কলিকাতায় আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ ৩৫ হাজার গাঁইট।

চটের বাজারে এপ্রিল/জুন পর্য্যন্ত নাইন পোর্টার এবং মার্চ্চ পর্য্যন্ত ইলেভেন পোর্টার উচ্চতম দরেও পাওয়া যায় নাই। জুলাই/সেপ্টেম্বর নাইনস এবং এপ্রিল/জুন ইলেভেন উচ্চতম দরে কেনাবেচা হইয়াছে। জুলাই/সেপ্টেম্বর ইলেভেনের দর ছিল আট আনা কম। বাজারের 'তেজী' ভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। 'হেভি-গুডস' এর খুব বেশী কাজ কারবার হইলেও 'তেজী' ভাবটী বহাল থাকে। 'বি' টুইলের মার্চ্চ পর্য্যন্ত দর ছিল ৬৪৲ টাকা। এপ্রিল/জুন ৬৩৲ টাকা এবং জুলাই/-সেপ্টেম্বর ৬২৲ টাকা, জুলাই/সেপ্টেম্বর লিভারপুলের দর ছিল ৭০৲ টাকা। অষ্ট্রেলিয়ায় এ বৎসর গমের আবাদ খুবই ভাল হওয়ার ফলে অদূর ভবিষ্যতে বস্তার চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে। চটের বাজারে তাহার সামান্য প্রতিক্রিয়াও লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৫শে জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। লাভান্বেষিগণের বে-পরোয়াভাবে সোনা মজুদ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদর্শনই উহার প্রধানতম কারণ। 'অদূর ভবিষ্যতে সোনার দাম বিশেষ হ্রাস পাইবে না' কলিকাতার ও বোম্বাইয়ের সোনার বাজারে এই মনোভাব বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে সোনার চাহিদা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া চোরাবাজারের ব্যবসায়িগণের পক্ষে প্রচুর পরিমাণ সোনা ক্রয় করিয়া তাহা লুকাইয়া রাখাও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ব্যাপার। তাই 'সোনার ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই অর্ডিন্যান্স জারী করিবেন', সপ্তাহের প্রথম দিকে এইরূপ মনোভাব কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারের বিক্রেতাগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিলেও ভারত গবর্ণমেণ্ট উচ্চমূল্যের নোট ভাঙ্গাইবার মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় বিক্রেতাগণের মধ্যে আবার আস্থা ফিরিয়া আসে এবং এই প্রকার কোন অর্ডিন্যান্স জারীর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও তাঁহারা সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাই, আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের উন্নতি আগাগোড়াই বজায় থাকে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার দর (সর্ব্বোচ্চ) যথাক্রমে ৮৯৸০ আনা ও ৮৯॥০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর যথাক্রমে (সর্ব্বোচ্চ) ১৩৮৸০ আনা ও ১৩৭৷৵০ আনা।

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn., CALCUTTA,

Phone : Cal. 3436

LOTUS brand OILS

The name you can trust

LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ সুবিধা ও উদার সর্ত্তাবলী প্রাপ্ত হন।

কর্ম্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু কর্ম্মী এজেন্সি দ্বারা প্রচুর আয় করিতে পারেন। ম্যানেজারের নিকট আজই আবেদন করুন।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ ৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বেলেঘাটা, মাণিকতলা (কলিঃ), সৈয়দপুর, জলপাইগুড়ী, রাজসাহী, কাটিহার, সায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ঢাকা ও তেরপাখিয়া।

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাসহ যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

Tele : PURSE-CAL.

ফোন—বি, বি, ৬৭৭৯

বি, সেনগুপ্ত,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৮ই জানুয়ারী	২১শে জানুয়ারী	২২শে জানুয়ারী	২৩শে জানুয়ারী	২৪শে জানুয়ারী	২৫শে জানুয়ারী
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৮৮।০	৮৯॥৵০	৮৯৲	বাজার বন্ধ	৮৯৸০	৮৯৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	৮৯॥০	৮৯৲		—	—
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৮॥০	১৩৭॥০	১৩৭।০		১৩৮৸০	১৩৮॥০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	১৩৭।৵০	১৩৭।০		—	—
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৬২৸০	৬৩৲	৬২৸০		৬৩॥০	৬৩॥৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	৬৫৲	৬৫৲		—	—
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲		৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	৯৮/০	৯৮।/০		—	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০৩৸০-১০৩।০	১০৩৸০-১০৩৶০	১০৩॥/০-১০৩।৶০		১০৩।৶০-১০৩৵০	১০৩।৵০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	৯৯৸৵০	৯৯৸০	—		৯৮॥৶০	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—	—		—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	—		—	১১৩॥৶০
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—		—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫৪৸৶০-৫৪৵০	৫৩॥৶০-৫২।৵০	৫২৸০-৫১॥৵০		৫৩।০-৫২॥০	৫৩॥৵০-৫৩৶০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৪৫॥৶০-৪৫৲	৪৪৸৶০-৪৩৸৵০	৪৪।০-৪৩৵০		৪৪৵০-৪৩॥৵০	৪৪৵০-৪৩৸/০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১২৸৵০-১২॥৵০	১২॥৶০-১২॥/০	১২।৵০-১২৶০		১২৶০-১২৲	১২॥৵০-১২৵০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৬।৶০	১৬।৶০-১৬।৵০	১৬।০-১৬৵০		১৬॥/০-১৬।০	১৬॥০
জেসপ ...	৩২৲-৩১৸৶০	৩১৸০-৩০৸০	৩১৲-৩০৸/০		৩০৸৶০-৩০॥০	৩০৸৵০-৩০৸/০
মার্শালস ...	৯৲-৮৸০	৮৸৵০-৮॥০	৮॥/০-৮।৶০		৮৸/০-৮॥০	৮৸০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২৸৶০-১২৸০	১২৸৶০-১২৸০	১৩৲-১২॥/০		১৩/০-১২৸০	১২৸৶০-১২॥০
আর্থার বাটলার ...	—	—	—		—	—
হিন্দুস্থান মোটরস ...	১০।/০-১০৶০	১০/০-১০৲১০	—		১০।৫-১০৶০	—
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	—	—		—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৮৶০-৭৸০	৮৲-৭॥৶০	৭৸/০-৭॥৵০		৮/০-৭৸/০	৮৲-৭৸/০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৫।০-৪৸০	৫/০-৪৸০	৪৸৵-৪॥৶০		৫৲-৪৸০	৫/০-৪৸৵০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫৭৲	১৫৫॥০-১৫৪॥০	১৫৫॥০-১৫৫৲		১৫৭৲-১৫৫৲	১৫৭৲-১৫৫৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৯৩॥০	৯১॥০	৯২॥০-৯২/০		৯১॥০-৯০৲	৯০॥০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৬।০	১৬॥৵০-১৬॥০	১৬৲		—	১৬৸০-১৬॥৵০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪॥/০-১৪॥০	১৪॥/০-১৪।৶০	১৪।৶০-১৪।৵০		১৪॥০	১৪॥৵০-১৪॥০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫।৵০-১৫।০	১৫।০	১৫৵০-১৫৲		১৫৵০	১৫৵০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—		—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—		—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—		—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—		—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৭॥৵০-৪৭৵০	৪৭৲-৪৬৲	৪৭।০-৪৬।০		৪৮।৵০-৪৭৸০	৪৮॥০-৪৮৵০
তালচের ,, ,, ...	১২৸০-১২৵০	১২৸৶০-১২।৶০	১২।৶০		—	১২॥৵০
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	—	—	—		—	৬৪॥৶০-৬৪॥০
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৭৮৲-৭৬।৵০	৭৭॥৵০-৭৬৲	৭৬।০-৭৫॥০		৭৭৵০-৭৬॥০	৭৭॥০-৭৭।০
সাউথ করণপুরা ,, ...	৪২৸/০-৪২৶০	৪২।/০-৪২৲	৪১।০-৪০৸৶০		৪২৲-৪১॥০	৪১৸৵০-৪১৶০
ভুলনবরারি ...	—	—	—		—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—		—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	—	—	—		—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৫।৵৲	—	—		—	৪৭৸৶০

অক্ষয় কুমার লাহা
ষ্টিয়াম মার্ক সিমেণ্ট কলার
বা ও কারখানার
নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

জাতীয় ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৮ই জানুয়ারী	২১শে জানুয়ারী	২২শে জানুয়ারী	২৩শে জানুয়ারী	২৪শে জানুয়ারী	২৫শে জানুয়ারী
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮॥/০-৮॥০	৮॥/০-৮।৵০	৮॥/০-৮।/০	বাজার বন্ধ	৮॥/০-৮।৶০	৮॥০
বেনারস ...	১২॥০-১২।০	১২।৵০	১২।০		—	—
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৩।৵০-১৩।০	১৩।৵০-১৩।/০	—		১২৸৵০	১৩৲-১২৸৵০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	৭৬৸০-৭৬৲	৭৪৸০-৭৪॥০	৭৪॥০-৭৩।০		৭২॥০	—
কেশোরাম ...	২২/০	—	২০৸৵০		২০৸০	২১৲
বঙ্গশ্রী ...	১৫/০-১৫৲	১৫।০-১৪৸০	১৫৲-১৪৸৵০		১৫৲-১৪৸৵০	১৪৸৵০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৸৵০-৭৸/০	৯॥৵০	৭৸০		—	৭॥০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২৮২৲-২৭৮৲	২৭৫৲	২৭৭৲-২৭২৲		২৮০৲	২৭৯৲-২৭৭৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	—	২২৸৶০-২২৵০	২২৸/০-২২॥৵০		২২৸/০-২২৲	২২॥০-২২।৵০
টিটাগড ...	৪৭৶০-৪৬/০	৪৭।৵০-৪৬॥০	৪৬॥৶০-৪৬।০		৪৭।০-৪৬॥৵০	৪৭।৵০-৪৬॥৶০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৪৩৭৲-৪৩৫৲	৪১২৲	—		—	৪১৮৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৬২৫৲-৬১৪৲	৬২৫৲-৬১৩৲	৬০১৲-৫৯৪৲		৬০৬৲-৬০০৲	৬১১৲-৬০৬৲
কামারহাটি " " " ...	৯৪৮৲-৯৪৩৲	৯৩৬৲-৯২১৲	৯১৫৲		৯৩০৲-৯২৪৲	৯৩৬৲-৯৩৩৲
নদীয়া " " " ...	১৮০৲-১৭৭৲	১৭৮॥০-১৭৩৲	১৭২৲-১৬৯৲		১৭৩॥০-১৭০৲	১৭৫৲-১৭২৲
প্রেসিডেন্সী " " " ...	১৫॥০-১৫।৶০	১৫৵০-১৪।৶০	১৫।০-১৪৸৵০		১৫।০-১৪৸০	১৫।০-১৪৸/০
রিলায়েন্স " " " ...	১০৩॥০-১০২॥০	১০২।০-৯৭৸০	৯৭॥০		১০২৲-১০০৲	—
কাঁকনাড়া " " " ...	৮০৪৲-৭৯০৲	৭৯৪৲-৪৭৫৲	৭৭৮৲-৭৭২॥০		৭৮১৲-৭৭৯৲	৭৯৫৲-৭৯২৲
হাওড়া " " " ...	১১৯৸০-১১৮৸৵০	১১৭॥০-১১৫॥০	১১৫॥০-১১৪/০		১১৬৲-১১৫৲	১১৮৸০-১১৭৸/০
ডালহৌসী " " " ...	৪৬৫৲-৪৫০৲	৪৪২৲-৪৪০৲	৪৪৪৲-৪৩৪৲		৪৪১৲	৪৪৫৲-৪৪৩৲
বজবজ " " " ...	—	—	—		—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " " ...	—	৩৯০৲-৩৮২৲	৩৭৪৲-৩৭১৲		৩৮৬৲-৩৮০৲	৩৮৯৲-৩৮৮৲
এলায়েন্স " " " ...	—	৮১২৲	—		৮২৯৲-৮২৭৲	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৬৲-১৫৸৵০	১৬।০-১৬৲	১৫৸৶০		১৬৲-১৫৸/০	১৬/০-১৬৲
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	—	৪৪৲-৪৩॥৵০	৪৫৲-৪৩।০		৪৩॥৵০-৪৩॥০	৪৩৸০-৪৩॥৵০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩৩।০-৩৩৵০	৩৩৶০-৩২৸৵০	৩২।৵০-৩২।০		৩২॥০-৩১॥৶০	৩৩৲-৩২॥০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—		—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " " ...	—	—	—		—	—
কল্যাণী " " " ...	—	—	—		—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	১৩৸০-১৩॥৵০	১৪৲-১৩৸৵০	১৪৲		১৪৲	১৪৲
তেজপুর " " " ...	২৯৸০-২৯।০	২৯৸০	—		—	—
বিশ্বনাথ " " " ...	—	—	—		—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৮।৵০	১৯৲-১৭৸০	১৮॥০-১৭৸৵০		১৮।৵০-১৭॥০	১৭॥০
বি আই কর্পোরেশন ...	৯৶০-৮৸৶০	৯৲-৮।৶০	৮॥৶০-৮।৶০		৮৸/০-৮॥৵০	৮৸/০-৮॥৵০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	২১২৲-২০৭৲	২০৯৲-২০২৲	২০৫৲-১৯৮৲		২০৫৲-২০০৲	২০৪৲-২০২৲
বোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৮৲-১৭৸০	১৭৸০-১৭॥/০	১৭৸০-১৭।০		১৭॥৵০-১৭॥০	—
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২৯২৲-২৮৫৲	৩০২৲-২৮৯৲	২৯৬৲-২৯০৲		২৯৮৲-২৯৩৲	২৯৮৲-২৯২৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " " ...	—	২৪॥০	২৪৲		২৫।৵০-২৪।৵০	২৫/০-২৪॥০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	—	—		—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১১॥৵০-১০৸০	১০॥৶০	১০।৵০-১০।/০		১১৲	—

গ্রাম : মারকোব্যাঙ্ক ফোন : ক্যাল ৩৭৩৪

ইউনিয়ন মারকেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেঃ অঃ—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যাঃ ডিঃ
এম, কে, নন্দী

চেয়ারম্যান
মিঃ কে, ডি, বোস।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৩০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,০০,০০০৲

শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ

এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

- কোকোলা
- কল্যানী
- ত্রিগুণ
- জুয়েল আমলা কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং
কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ

ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম

শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এম চাটার্জ্জী এফ, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৪

রেজিষ্টার্ড অফিস ঢাকা।

সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও মতিহারি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।

ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—

মিঃ অমিয় গুহ।

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাক্সন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

জাকলাবান্ধা (আসাম) ও মাণিকতলা শাখা খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি বিশ্বাস

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 4th February, 1946. সোমবার, ২১শে মাঘ, ১৩৫২ [৩৮শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

সাময়িক প্রসঙ্গ

বীভারিজ পরিকল্পনা আইনে পরিণত করার ব্যবস্থা

স্যার উইলিয়াম বীভারিজ ধনতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোর মধ্যেই জনসাধারণের জীবনের দুর্ভাবনা দূর করিবার ও নিরাপত্তা বিধানের যে যুগান্তকারী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন এবং যাহা লইয়া সমগ্র জগতের মনীষীরা ইতিপূর্ব্বেই বহু আলোচনা করিয়াছেন সেই পরিকল্পনা এইবার জাতীয় বীমা বিলের আকারে পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হইয়াছে। এই বিল আইনে পরিণত হইলে বৃটেনের ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটী লোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বহু দুর্ভাবনার হাত এড়াইয়া জাতীয় জীবনে এক নূতন শক্তি ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে।

বীভারিজ পরিকল্পনা বা বর্ত্তমান বিলের ধারা অনুযায়ী বৃটেনের ১৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক এবং বার্ষিক ৭৫ পাউণ্ডের অধিক আয়সম্পন্ন প্রত্যেক নরনারীকে সপ্তাহে ৩ শিলিং ১০ পেনী হইতে ৫ শিলিং ৯ পেনী পর্য্যন্ত চাঁদা বীমা-তহবিলে জমা দিতে হইবে। এইভাবে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা বেকার ভাতা, ব্যাধি ভাতা, বিধবাদের ভাতা, বার্দ্ধক্যের জন্য পেন্সন, মাতৃমঙ্গল, অনাথ শিশুদের জন্য ভাতা এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সাহায্য প্রভৃতি খাতে ব্যয়িত হইবে। সোভিয়েট রুশিয়া ব্যতীত পৃথিবীর কোন দেশে আজ পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যাপক আকারে কোন সমাজমঙ্গলকর বিধান এ যাবৎ করা হয় নাই। জনসাধারণের চাঁদা ও গবর্ণমেণ্টের চাঁদা মিলাইয়া ১৯৪৯ সালে এই বীমা-তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪৫ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে এই তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪৯ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড।

বৃটেনের প্রতিটী মানুষের জীবনের দুর্ভাবনা দূর করিয়া ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আজ নূতন আদর্শ স্থাপন করিতে যাইতেছেন। কিন্তু শুধু শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের জন্যই এই বিরাট ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে এ কথা ঠিক নহে। বৃটেনে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট আছে বলিয়াই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সেখানে নূতন নূতন শিল্প-সম্পদ গড়িয়া উঠিয়াছে, জাতিকে সমৃদ্ধ হইতে সমৃদ্ধতর করিবার অবিরাম প্রচেষ্টা চলিতেছে, জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সেখানে আন্দোলন ও চেষ্টার শেষ নাই। ইহারই ফলে বৃটেন দুইটী বড় বড় যুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিয়াও বিশাল সম্পদের অধিকারী এবং তাহারই বলে বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট আজ ধনতান্ত্রিক জগতে এক ও অদ্বিতীয় দেশ হিসাবে বৃহত্তম সমাজ-মঙ্গল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইতে সাহসী হইয়াছেন।

পরাধীন ভারতবর্ষের জনসাধারণ এই বিশাল পরিকল্পনার কথা শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিবে। তাহাদের ঐশ্বর্য্য ছিল, সম্পদ ছিল, ক্ষমতা ছিল—তাহারাও স্বাধীন হইলে এই ধরণের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করিতে পারিত। যাহা হউক, কেন্দ্রের কথা এখনও বলা যায় না, কিন্তু আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা যদি সীমাবদ্ধ আকারেও এই ধরণের পরিকল্পনা অনুসরণ করিতে পারেন তাহা হইলেও দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

নোট সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্সের ফল

একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোট অচল বলিয়া ঘোষণা করিয়া ভারত সরকার গত ১২ই জানুয়ারী তারিখে যে অর্ডিন্যান্স জারী করেন তৎসম্বন্ধে গত ২১শে জানুয়ারী তারিখের আর্থিক জগতে "নোট সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স ও উহার প্রতিক্রিয়া" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই প্রবন্ধে ভারতে প্রচলিত মোট নোটের মধ্যে একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোটের হার ১৯৪৫ সালের শেষ পর্য্যন্ত ১৯৪৪ সালের অনুরূপভাবে (শতকরা ১০ ভাগে) বলবৎ আছে মনে করিয়া অর্ডিন্যান্স জারীর পূর্ব্বে দেশে একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোট ১৩৭ কোটী টাকার নোট প্রচলিত ছিল বলিয়া

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৩৫-৪২
ভারতের জটিল খাদ্য-পরিস্থিতি	৯৪৩-৪৪
কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা (৯) ফল	৯৪৫-৪৬
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৯৪৭-৪৮
খেয়ালীর খাতা	৯৪৯-৫০
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৯৫১-৫৫
কোম্পানী প্রসঙ্গ	৯৫৬-৫৭
বাজারের হালচাল	৯৫৮-৬২

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি: "রেণবো" কলিকাতা।
ফোন: পি কে—২১৮১

বি, মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি বোম্বাই হইতে এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফতে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, অর্ডিন্যান্স জারীর অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশে একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের ১৬০ কোটী টাকার নোট প্রচলিত ছিল। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, গত ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরের পরে দেশে উপরোক্ত শ্রেণীর নোটের প্রচলন পূর্ব্বের তুলনায় বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যাহা হউক, এসোসিয়েটেড প্রেসের উপরোক্ত সংবাদে প্রকাশ যে, অর্ডিন্যান্স জারীর পরে এই শ্রেণীর নোট ভাঙ্গাইবার জন্য যে ১৪ দিন সময় দেওয়া হয় তাহার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও উহার শাখাসমূহের মারফতে ৭৫ কোটী টাকার এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখাসমূহের মারফতে ১০ কোটী—একুনে ৮৫ কোটী টাকার একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোট ভাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই সময়ের মধ্যে ট্রেজারিসমূহ এবং তালিকাভুক্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মারফতে মোট কত টাকার একশত টাকার উর্দ্ধমূল্যের নোট ভাঙ্গান হইয়াছে তাহা এখনও প্রকাশ করা হয় নাই। এই সমস্ত হিসাব না পাওয়া পর্য্যন্ত মোট ১৬০ কোটী টাকার নোটের মধ্যে কত কোটী টাকার নোট পুনরায় বাজারে চালু হইল এবং এই নোটের মধ্যে মোট কত কোটী টাকা বাতিল হইল তাহা বুঝা যাইবে না।

বৃটন উডস্ চুক্তি ও ভারতবর্ষ

গত ডিসেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত তাড়াহুড়া করিয়া আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক স্থাপনের বৃটন উডস্ পরিকল্পনা দুইটি মানিয়া লইয়াছিলেন। ভারতের নবগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের নিন্দা করিয়া সম্প্রতি এক প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন। ঐ দুইটি পরিকল্পনা বিচার করিয়া তাহাতে ভবিষ্যতে তাহার সহিত সংযোগ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তা স্থির করিবার জন্য ব্যবস্থা পরিষদ নয় জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। ঐ কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ না করা পর্য্যন্ত এবং সেই রিপোর্ট পরিষদে আলোচিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন না।

বৃটন উডস্ চুক্তি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের এই সব প্রস্তাব আমরা খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা স্থির হওয়ার সময়ে উহাদের কয়েকটি বিধান কেন্দ্র করিয়া এদেশের জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারত সরকারের প্রাক্তন অর্থ-সচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ঐ দুইটি পরিকল্পনা পাকাপাকিভাবে মানিয়া লওয়ার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিষয়টি আলোচনার সুযোগ দিবেন। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে বৃটন উডস্ সম্মেলনে স্কীম দুইটি গৃহীত হওয়ার পর দীর্ঘ সময় মধ্যেও গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ উহা পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করেন নাই। নূতন নির্ব্বাচনের জন্য ঐ সভা সাময়িকভাবে বাতিল হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি ছাড়াই তাঁহারা তাড়াতাড়ি ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া বসিয়াছেন। নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া ও ভারতের জনপ্রতিনিধিদিগকে তাঁহাদের মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী নীতিতে বৃটন উডস্ চুক্তি মানিয়া লওয়া ভারত সরকারের পক্ষে খুবই অনুচিত হইয়াছে। কাজেই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ তাহার নিন্দা করিয়া দেশের জনমতই ব্যক্ত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তবে আন্তর্জ্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা জগতের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য ও ব্যবসাগত লেনদেনের দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ দুইটি স্কীমের কার্য্য-নির্ব্বাহক বোর্ডে ভারতকে কোন স্থায়ী সদস্য পদ না দিয়া ও ভারতের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে কোন বিধান এই সব পরিকল্পনায় যুক্ত না করিয়া উহাদের প্রধান উদ্যোক্তারূপে বৃটেন ও আমেরিকা ভারত সম্বন্ধে যথেষ্ট অবিবেচনা দেখাইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুইটি স্কীম যেখানে আজ কার্য্যকরীভাবে বহাল হইতে চলিয়াছে সেখানে উহাদের সংশ্রব একেবারে ত্যাগ করিতে যাওয়া ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বৃটন উডস্ চুক্তি মানিয়া লওয়ার যেরূপ কতকগুলি অসুবিধা আছে তেমনই উহাতে যোগদান করিলে তাহার ফলে কোন কোন দিক দিয়া কিছু কিছু সুবিধাও ভারতবর্ষ পাইবে বলিয়া অনেক অর্থনীতিবিদের ধারণা (গত ৩১শে ডিসেম্বরের আর্থিক জগতে একটি প্রবন্ধে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি)। কাজেই বৃটন উডস্ পরিকল্পনা একেবারে পরিহার করিবার পূর্ব্বে একটি বেসরকারী কমিটি দ্বারা উহার সমস্ত দিক ভালভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ সম্প্রতি ঐরূপ একটি কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, আন্তর্জ্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার সম্পর্কে বৃটন উডসএ যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে যে কোন সময়ে যে কোন দেশের পক্ষে উহার সদস্য পদে ইস্তাফা দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া উপরোক্ত কমিটি যদি আন্তর্জ্জাতিক ধনভাণ্ডার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের স্কীমে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত করেন তবে ঐ সমস্ত হইতে ভবিষ্যতে সরিয়া আসা ভারতের পক্ষে কঠিন হইবে না।

দেশীয় পোতের ভবিষ্যৎ

জাহাজশিল্প দীর্ঘকাল হইল আমাদের দেশে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও বড় বড় নদী ও উপকূলভাগে মালপত্র বহনের জন্য দেশীয় পোত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ২৫ হইতে ১৫০ টনের প্রায় পাঁচ হাজার পোত আছে। ছোট আকারের এই দেশীয় জাহাজগুলি যুদ্ধের সময় খুবই কাজে লাগিয়াছে। যুদ্ধের সময় এই সকল পোতের চাহিদা এত বাড়িয়াছিল যে, গত তিন বৎসরের মধ্যে এক হাজার নূতন পোত নির্ম্মিত হইয়াছে। যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশীয় পোতশিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যেই দেশীয় পোত ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দেশীয় পোতশিল্পকে বাঁচাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট কয়েকটী প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। ঐ সকল প্রস্তাবে কয়েক প্রকার মাল কেবলমাত্র দেশীয় পোতেই বহন করা যাইবে, মাশুলের ন্যূনতম হার বাঁধিয়া দিতে হইবে ইত্যাদি বিধিব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। এই সকল প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখার আমরা পক্ষপাতী, কিন্তু কেবলমাত্র ঐ সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলেই দেশীয় পোতশিল্প বাঁচিয়া যাইবে অথবা ঐ সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে কিনা, ইহা সন্দেহের বিষয়। প্রকৃত পক্ষে বিদেশী কোম্পানীগুলিকে উপকূল ও আভ্যন্তরীণ নৌবাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতে না দেওয়াই কিছু কালের মত দেশীয় পোতশিল্প রক্ষার একমাত্র উপায়। এইভাবেই ক্রমে দেশীয় পোতশিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্ত্তনের দ্বারা দেশীয় জাহাজশিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় শিল্প বিস্তারের ব্যবস্থা

অষ্ট্রেলিয়ায় শিল্প বিস্তারের জন্য ব্যাঙ্কগুলির মারফৎ ছোট বড় সকল প্রকার শিল্পকে অপরিমেয় পুঁজি সরবরাহের এক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নূতন আইনের বলে কমনওয়েলথ ব্যাঙ্ক শিল্প বিস্তারের জন্য পুঁজি সরবরাহের ব্যাপক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। নব প্রতিষ্ঠিত শিল্প সংক্রান্ত অর্থবিভাগ কার্য্যতঃ যত ইচ্ছা পুঁজি পাইবেন। প্রাথমিক পুঁজির পরিমাণ হইবে ৪ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি হইতে প্রয়োজন হইলে আরও ১ কোটী ৭ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত কমনওয়েলথ সেভিংস ব্যাঙ্ক এবং ট্রেজারী হইতে অপরিমেয় টাকা পাওয়া যাইবে। ওভারড্রাফট, বন্ধক, ডিবেঞ্চার ঋণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দিবার ব্যবস্থা, কোম্পানীগুলির সেয়ার বাজারে বিক্রয় করা ইত্যাদি বহুবিধ উপায়ে শিল্পবিস্তারে সহায়তা করা হইবে। ওভারড্রাফটের বাবদ সুদ দিতে হইবে শতকরা সাড়ে চার টাকা। নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহীত ঋণের সুদ কখনই শতকরা সাড়ে চার টাকার অধিক হইবে না। অষ্ট্রেলিয়ায় শিল্পবিস্তারের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে ধরণের ব্যবস্থা আমাদের দেশেও করা সম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ও নীতি বজায় থাকা পর্য্যন্ত এই ধরণের কোন ব্যবস্থা হইবে, এমন আশা করা দুরাশা মাত্র।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনায়

স্বর্ণের বাজারে প্রতিক্রিয়া

নোট সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্সের সুদূরপ্রসারী ফল যাহাই হউক ইতিমধ্যে উহা স্বর্ণের বাজারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। গত ১২ই তারিখে যখন ব্যাঙ্কসমূহে অবস্থিত নোটের পরিমাণ স্থির করিবার উদ্দেশ্যে ঐ দিন ব্যাঙ্কের ছুটীর দিন বলিয়া ঘোষণা করা হয় তখন একশত টাকার নোটকেও এই গণনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। পরে যখন দ্বিতীয় অর্ডিন্যান্স জারী করা হয় তখন একশত টাকার নোটকে অচল বলিয়া ঘোষণা না করিয়া উহার উর্দ্ধ মূল্যের সমস্ত নোট অচল হইল বলিয়া জানান হয়। উহার ফলে এই অর্ডিন্যান্স জারীর পর হইতে যাহাদের হাতে একশত টাকার নোট আছে তাহাদেরও মনে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। উহাদের ধারণা যে, অদূর ভবিষ্যতে হয়তঃ একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোটের ন্যায় একশত টাকার নোটকেও অচল বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। যাহারা সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এবং উহার উপর আইন মাফিক ট্যাক্স দিয়া সঞ্চিত অর্থ একশত টাকার নোটে মজুদ করিয়াছে ভবিষ্যতে এই নোট অচল বলিয়া ঘোষিত হইলেও তাহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু যাহারা চোরাবাজারের কারবারে অযথা ঘুষ লইয়া অর্থোপার্জ্জন করতঃ তাহা একশত টাকার নোটে হাতে মজুদ করিয়াছে তাহারা বর্ত্তমানের এই সুযোগে একশত টাকার নোট দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় করতঃ তাহা মজুদ করিতেছে। কারণ অসদুপায়ে অর্থ সঙ্গোপনে রাখিবার জন্য স্বর্ণ মজুদ করার মত নিরাপদ পন্থা বর্ত্তমানে আর কিছু নাই। উহাদের এই মনোভাবের ফলে স্বর্ণের বাজার অত্যন্ত চড়িয়া গিয়াছে। অর্ডিন্যান্স জারীর অব্যবহিত পরে বোম্বাইয়ের সংগঠিত স্বর্ণের বাজারের (Bullion Exchange) কর্ত্তৃপক্ষ টাকা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিলি করিবার সর্ত্তে বিক্রীত (spot) স্বর্ণের সর্ব্বোচ্চ মূল্য ৮৫৲ টাকা এবং সর্ব্বনিম্ন মূল্য ৮১৲ টাকা হইবে বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইদানীং উপরোক্ত কারণে সংগঠিত বাজারে স্বর্ণ ক্রেতার এরূপ ভিড় জমিয়াছে যে, উক্ত বাজারে কেহই ৮৫৲ টাকা মূল্যে স্বর্ণ বিক্রয় করিতে রাজী হইতেছে না বিধায় উহার কাজকারবার বন্ধ রহিয়াছে। এদিকে বাজারের বাহিরে স্বর্ণের দর বর্ত্তমান নিবন্ধ লিখার সময় পর্য্যন্ত ৯৫॥০ টাকায় উঠিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত এই মূল্য কোথায় পৌছিবে তাহা বলা যায় না।

স্বর্ণের মূল্য সম্বন্ধে এদেশের গবর্ণমেণ্টের কোন নীতি ও কর্ম্মপন্থা নাই বলিয়া আমরা গত সপ্তাহে অভিযোগ জানাইয়াছি। বর্ত্তমানে স্বর্ণের বাজারে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যাহাতে এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের আশু হস্তক্ষেপ আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট এত অর্ডিন্যান্স জারী করিলেন। এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের অতিরিক্ত কোন স্বর্ণ কেহ হাতে রাখিতে পারিবে না এবং হস্তস্থিত অতিরিক্ত স্বর্ণ গবর্ণমেণ্টের নিকট আমানত করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার বিনিময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রসিদ (gold certificate) লইতে হইবে বলিয়া একটী অর্ডিন্যান্স জারী করিলে মন্দ হইবে না। উহার ফলে দেশের অধিকাংশ স্বর্ণ গবর্ণমেণ্টের হাতে মজুদ হইবে এবং উহারা জনসাধারণের প্রয়োজনানুরূপভাবে দেশের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট দরে স্বর্ণ বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য কতিপয় দেশে এই ব্যবস্থা বলবৎ হইয়াছে। এদেশে স্বর্ণ লইয়া যে ব্যাপক ফাটকাবাজী চলিতেছে তাহাতে এদেশে অনুরূপ ধরণের ব্যবস্থা বলবৎ করিলে তাহাতে ক্ষতি হইবে না।

ডাক ও তার বিভাগে চাঞ্চল্য

যুদ্ধোত্তর ভারতে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে আসন্ন বেকার সমস্যা ও মাহিনা হ্রাসের সমস্যা অতিশয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। রেলওয়ের সমস্যা এড়াইতে না এড়াইতেই ভারত সরকার ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীদের দাবীর সম্মুখীন হইয়াছেন। ডাক ও তার বিভাগ গবর্ণমেণ্টের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এবং আধুনিক যুগে জনসাধারণের জীবনমরণ বহুল পরিমাণে এই বিভাগের উপরেই নির্ভর করে। সাধারণতঃ এই বিভাগের কর্ম্মচারীরা গবর্ণমেণ্টের খুবই অনুগত এবং কর্ত্তব্যতৎপর। ভারত সরকারের এই একটী মাত্র বিভাগই জনসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা কম সমালোচনার বিষয়। এহেন ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীরা নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে ধর্ম্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কথা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। আমরা আশা করি যে, উক্ত কর্ম্মচারীদের দাবী ও অভিযোগ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। অকারণ টালবাহানা করিয়া বা আমলাতান্ত্রিক মেজাজের পরিচয় দিয়া গোলযোগ পাকাইয়া না তোলাই বাঞ্ছনীয়।

ইংলণ্ডে দাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ

গত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে ইংলণ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট বৃটীশ পার্লামেণ্টের বিবেচনার্থ দেশের মূলধন বিনিয়োগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটী আইনের খসড়া (Investment Control & Guarantees Bill) পেশ করিয়াছেন। দেশের ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ত্তৃক ঋণ গ্রহণ এবং শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির মারফতে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইন পরিকল্পিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হাতে যে মূলধন সঞ্চিত হইবে তাহা যাহাতে অনভীপ্সিত পন্থায় দাদন হইয়া উহার অপচয় না ঘটে, দেশের অর্থ সম্পদ যাহাতে সমষ্টিগতভাবে সমগ্র দেশবাসীর কল্যাণজনক পথে নিয়োজিত হয় এবং সমষ্টিগতভাবে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে যাহাতে উহা কাজে লাগিতে পারে তদুদ্দেশ্যেই উক্ত আইন প্রণীত হইতেছে। এই আইনের বলে গবর্ণমেণ্টের আওতায় একটি জাতীয় দাদন পরিষদ (National Investment Council) গঠিত হইবে এবং উহাতে ইংলণ্ডের অর্থ সচিব, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের গবর্ণর, লণ্ডন ষ্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান, ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে অর্থ সাহায্যের জন্য উক্ত দেশে যে দুইটী ফাইনান্স কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে তাহার সভাপতিদ্বয় ও অন্যান্য ব্যক্তি সভ্য মনোনীত হইবেন।

ইংলণ্ডের জনসাধারণ শিক্ষাদীক্ষায় অনেক উন্নত, উক্ত দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যবসা বুদ্ধি রহিয়াছে এবং কিরূপ প্রতিষ্ঠানে অর্থ দাদন করিতে হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ দানের জন্য উক্ত দেশে অনেক বিশেষজ্ঞ ও সততা-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। কাজেই উক্ত দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের নামে সাধারণের অর্থের তেমন অপচয় হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত তাঁহাদেরও অনেকের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান নাই। কিরূপ কোম্পানীতে বীমা করা উচিত, কোন্ ব্যাঙ্কে টাকা রাখা সঙ্গত, কোন্ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিলে টাকা মারা যাইবে না—ইত্যাদি বিষয়ে এদেশের লোকের জ্ঞান অনেক সীমাবদ্ধ। ফলে এদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের নামে দেশবাসীর বহুল পরিমাণ অর্থের অপচয় ঘটিতেছে। কাজেই ভারতবর্ষেও ইংলণ্ডের অনুকরণে দাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটী আইন প্রণীত হওয়া আবশ্যক। ইদানীং কিছুদিন যাবৎ সীমাবদ্ধ কর্ম্মক্ষেত্র লইয়া এদেশে কনট্রোলার অব ক্যাপিট্যাল ইস্যুজ বিভিন্ন কোম্পানীর পক্ষে শেয়ার বিক্রয় করার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন বটে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কোনও ব্যাপক ও সর্ব্বসাধারণের কল্যাণমূলক

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, হাটখোলা, ইটালী মার্কেট, ডায়মণ্ড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।
স্থাপিত :- ১৯২৬
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস, আর, দাশ

গ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা ফোন : ক্যাল ২০৭৩
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
(স্থাপিত—১৯২৬)
হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড—১১,৭৫,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন—১,৩৫,০০,০০০৲ " "
—শাখাসমূহ—
খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালনা, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), নাটোর, নওগাঁ, রাজসাহী, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

আদর্শ নাই। বিশেষতঃ কনট্রোলার অব কেপিট্যাল ইস্যুজ সব সময়েই যে উপযুক্তরূপ প্রতিষ্ঠানকে শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিতেছেন তাহা বলা চলে না। ইংলণ্ডের আলোচ্য আইনে ন্যাশন্যাল ইনভেষ্টমেণ্ট কাউন্সিলে যেভাবে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ দিবার সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে ভারতে একজামিনার অব কেপিট্যাল ইস্যুর সেরূপ কোন বালাই নাই। তিনি ব্যক্তিগত দায়িত্বেই শেয়ার বিক্রয়ের আবেদন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। এই ব্যবস্থাকে ব্যবস্থা না বলিয়া অব্যবস্থা বলিলেই শোভা পায়। ইংলণ্ডের অনুকরণে উহার আমূল সংস্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারতে বিদেশী পুঁজি

ভারতে কি পরিমাণ বিদেশী পুঁজি খাটে ইহার সঠিক কোন হিসাব পাইবার উপায় নাই। অথচ এই বিষয় লইয়া বহু বাদবিতণ্ডা চলিতেছে। সম্প্রতি বড় বড় দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সহিত বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের যোগ স্থাপিত হওয়ায় বিষয়টির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশী পুঁজির পরিমাণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। ইহাতে তর্কই বাড়ে, সমস্যার সমাধান হয় না। বর্ত্তমানে শুধু এই বিতর্কের অবসানের জন্য নহে, প্রকৃত পক্ষে ভারতে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে তাহার সঠিক তথ্য জানা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্রেটন উডস্ চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী হিসাবে ভারতবর্ষ তাহার স্বর্ণের পরিমাণ, আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ, পুঁজির পরিমাণ প্রভৃতি তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব মানিয়া লইয়াছে। এই অবস্থায় এই সকল তথ্য সংগ্রহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। "ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট" পত্রিকায় এই সকল তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দিতে বলা হইয়াছে। আমরাও এই প্রস্তাব খুবই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

বাঙ্গলায় টাকু সরবরাহ

বাঙ্গলাদেশ বস্ত্র উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতের অন্যান্য কতিপয় প্রদেশের তুলনায় যে অনেক পশ্চাৎপদ তাহা নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। বোম্বাই, আমেদাবাদের কথা দূরে থাকুক, মাদ্রাজের তুলনাতেও বাঙ্গলা এই শিল্পে বহু পেছনে পড়িয়া রহিয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে মাদ্রাজের কাপড়ের কলগুলিতে ২২ কোটী ৬৪ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই স্থলে এই বৎসরে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে মাত্র ৫ কোটী ৭১ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। অথচ বাঙ্গলার জনসংখ্যা মাদ্রাজের তুলনায় বেশী বলিয়া বাঙ্গলায় ঐ প্রদেশের তুলনায় বেশী পরিমাণে বস্ত্র উৎপন্ন হওয়ার আবশ্যকতা রহিয়াছে। টেক্সটাইল কনট্রোল বোর্ডের মতে বাঙ্গলার জনসাধারণের বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইতে হইলে এই প্রদেশে প্রত্যেক মিলে ২৫ হাজার টাকু সহ আরও ৫৫টী নূতন কাপড়ের কল স্থাপন করা দরকার। উহা সত্ত্বেও সম্প্রতি টেক্সটাইল কনট্রোল বোর্ড বাঙ্গলা ও আসামের জন্য মাত্র ৪॥ লক্ষ টাকুর ব্যবস্থা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মাদ্রাজের জন্য ৫॥ লক্ষ টাকু দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। বাঙ্গলার প্রতি এই অবিচারকে বাঙ্গলার বাজার ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের জন্য সংরক্ষিত করিবার একটী ষড়যন্ত্র বলিলে ভুল হয় না। কিন্তু এই বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইংরাজগণ বলিতেছেন যে, বাঙ্গলায় বেশী কাপড় চালাইবার জন্য তুলা উৎপাদনের ব্যবস্থা কোথায়? আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইংলণ্ডে কিছুমাত্র তুলা উৎপাদন না হওয়া সত্ত্বেও ল্যাঙ্কাশায়ারে যদি একটী বিরাট বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে এবং এই শিল্পকে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যখন সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা সঙ্গত বোধ করিতেছেন তখন বাঙ্গলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তুলা উৎপন্ন না হওয়ার অজুহাত দেখাইয়া এই প্রদেশকে বস্ত্রশিল্পে পশ্চাৎপদ করিয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে কেন?

মৃৎশিল্প (Ceramics) প্রতিষ্ঠার সুযোগ

আধুনিককালে মৃৎশিল্প বলিতে আর একমাত্র প্রাচীনকালের কুম্ভকারদের মৃৎপাত্রসমূহই বুঝায় না। বর্ত্তমান যুগের উন্নত ধরণের পটারি বা সিরামিক শিল্পের মারফতে চীনামাটী ও পোর্সেলিন সহায়ে কেবল গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত অগণিত প্রকার তৈজসপত্রই তৈয়ার হয় না—এই শিল্পের মারফতে বর্ত্তমানে বিভিন্ন রংয়ের সুদৃশ্য ও চকচকে (glazed) টালী, বিভিন্ন শ্রেণীর সেনিটারী সাজসরঞ্জাম, বিদ্যুৎ শিল্পে ব্যবহৃত ইনসুলেটার, রাসায়নিক শিল্পে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য, রিফ্রেকটার ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে দেশে এরূপ কোন পরিবার নাই যে পরিবারে চীনামাটী ও পোর্সেলিনের তৈয়ারী কোন না কোন জিনিষ ব্যবহৃত হয় না। ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সিরামিক শিল্পের যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতির সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফেকচারার্স অরগেনাইজেসন হইতে সম্প্রতি এই শিল্প সম্বন্ধে একটী পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তিকায় বলা হইয়াছে যে, সাফল্যের সহিত একটী সিরামিক কারখানা পরিচালিত করিতে বাড়ীঘর, কলকব্জা ইত্যাদি বাদে মোট ১৩॥০ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়ে এবং ৬॥০ লক্ষ টাকা ওয়ার্কিং মূলধন লইয়া এই ধরণের কারখানাতে মোট ২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা আবশ্যক। এই ধরণের একটী কারখানাতে বৎসরে মোট ১০ লক্ষ ৬ হাজার ৪০৭ টাকা মূল্যের চীনামাটী ও পোর্সেলিনের মালপত্র প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর এবং প্রস্তুত জিনিষপত্র স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের সময়ে উহার যে অংশ ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া যায় তাহার খরচ ধরিয়া এইরূপ একটী কারখানাতে বৎসরে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৪০ টাকা—অর্থাৎ মোট নিয়োজিত মূলধনের শতকরা ১৮·৩ ভাগ করিয়া লাভ হইতে পারে। এই লাভ হইতে প্রতি টাকায় ।৶৬ পাই করিয়া আয়কর এবং ম্যানেজিং এজেণ্টসদের প্রাপ্য টাকা বাদ দিয়াও অংশীদারদের মধ্যে বণ্টনের জন্য শতকরা ৮·৩৯ টাকা অবশিষ্ট থাকিতে পারে।

অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফেকচারার্স অরগেনাইজেসন একটী বিশেষ দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান এবং উহারা বিশেষজ্ঞের সাহায্যে এক একটী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মূলধনের এবং সম্ভাবিত লাভের পরিমাণ স্থির করেন। কাজেই উহাদের উপরোক্ত

জানেন কি?

ব্যবসা থেকে সরকারী ক্ষমতা কমিয়ে দেবার জন্য আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলি ৪৩টী দলে মিলিত হয়ে ব্যবসায়ীদের সাহায্য কচ্ছেন।

* * * *

দেশের আর্থিক বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য দেশী ব্যাঙ্কদেরও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার। ব্যবসায়ীদের উচিত ভাল ব্যাঙ্কের পিছনে দাঁড়াবার, যেমন দরকার টাকা ভাল ব্যাঙ্কে জমা রাখবার। এ সবের জন্য একটী ভাল ব্যাঙ্ক

সুরমা ভেলী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস: সিলেট: কলিঃ অফিস: ১৪, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট
শাখা: আসামের সর্ব্ব বৃহৎ সহরে এবং
বাংলাদেশে ঢাকায় ও কলিকাতায়।

মিল্ক এণ্ড এলায়েড ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ

অফিস—১৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ডেয়ারী এবং ফার্ম্ম: সাহাজাদপুর (পাবনা)

অনুমোদিত মূলধন ২,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ১,০৬,০২০৲ টাকা

সমমূল্যে কিছু শেয়ার এখনও পাওয়া যায়

আমাদের প্রস্তুত কন্‌ডেন্‌স্‌ড্ মিল্ক, সুগার অফ্ মিল্ক এবং ঘি শীঘ্রই বাজারে বাহির হইবে

পাউডার মিল্ক তৈয়ারীর যন্ত্রপাতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানীর প্রাথমিক ব্যবস্থা শেষ হইয়াছে।

ডাঃ বি, বি, ঘোষ, এল্, এম্, এফ্
ডিরেক্টর ইন্-চার্জ্জ

মিঃ এস্, সি, সাহা, বি-এ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

হিসাব নিকাশে অবিশ্বাসী হইবার কোন কারণ নাই। এই হিসাব মতে যাবতীয় খরচা বাদ দিয়া নিয়োজিত মূলধনের উপর নিট ৮·৩৯ টাকা আয় হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

বাঙ্গলাদেশ পটারী শিল্পে অগ্রদূত ছিল। দুর্ভাগ্য ক্রমে আজ বাঙ্গলার এই শিল্পটী পরহস্তগত। আরও দুঃখের কথা যে, বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা কোম্পানীর কাগজে শতকরা ২৸০ মাত্র সুদ পাইতেছেন তাঁহারাও এই লাভজনক শিল্পটীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছেন না। আমরা উপরোক্ত পুস্তিকাখানির প্রতি দেশের শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। পুস্তিকাখানা অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফেকচারার্স অরগেনাইজেসন ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এসিউরেন্স বিল্ডিং, চার্চ্চগেট রেলষ্টেশনের বিপরীত দিক, ফোর্ট, বোম্বাই—এই ঠিকানায় ১।০ আনা মূল্যে পাওয়া যায়।

ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য

যুদ্ধ সমাপ্তির ফলে সমুদ্রপথে পণ্যদ্রব্যের আমদানী-রপ্তানীর সুবিধাহেতু ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের অবস্থার বহুল পরিমাণে উন্নতি ঘটিয়াছে। গত ১৯৪৩ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সাত মাসে ভারতে বিদেশ হইতে ৬০ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হয় এবং ভারত হইতে বিদেশে ১১৭ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হয়। ১৯৪৪ সালের এই সাত মাসে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১০ কোটী ৫২ লক্ষ ও ১৩৫ কোটী ৯৫ লক্ষ। চলতি ১৯৪৫ সালের এই সাত মাসে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ হইয়াছে যথাক্রমে ১৪২ কোটী ২৪ লক্ষ ও ১৩৭ কোটী ৮৩ লক্ষ। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, গত তিন বৎসরের মধ্যে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ প্রায় আড়াই গুণ বর্দ্ধিত হইলেও সেই পরিমাণে ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ কিছুই বাড়ে নাই। ফলে যে স্থলে ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে ভারতের রপ্তানীর আধিক্য ছিল যথাক্রমে ৫৭ কোটী ২ লক্ষ ও ২৫ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা সেই স্থলে চলতি বৎসরে রপ্তানীর আধিক্য তো হয়ই নাই, বরং রপ্তানীর তুলনায় আমদানী ৪ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতে জনসাধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় বহুবিধ ভোগ্য দ্রব্য (Consumer goods) এবং উৎপাদক দ্রব্যের (Capital goods) দারুণ অভাব থাকা সত্ত্বেও এই কয় বৎসরে এদেশে এই সব জিনিষ প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। বরং যুদ্ধের সুযোগে এদেশ যাহাতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের ব্যাপারে কোন উন্নতি লাভ করিতে না পারে তজ্জন্যই গত কয়েক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এক্ষণে সমুদ্রপথ নিরাপদ হওয়াতে এবং জাহাজের সংস্থান হওয়ায় এদেশে যে বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্যের আমদানী বৃদ্ধি পাইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। উহা এদেশের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষতিরও কারণ হয় নাই। কারণ ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালের উক্ত ৭ মাসে এদেশে অনেক বেশী পরিমাণে রং ও রঞ্জনদ্রব্য, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি, কাগজ ইত্যাদি আমদানী হইয়াছে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে শিল্পের প্রসারের জন্য কলকব্জার যে চাহিদা রহিয়াছে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ যদি তাহা পূরণে সমর্থ হয় তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইবে। এই ধরণের জিনিষের আমদানী বৃদ্ধিতে দেশের কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, গত অক্টোবর মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১৯ কোটী ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে এবং এই মাসে ভারতবর্ষ হইতে ২৭ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকার মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। উহা হইতে মনে হয় যে, ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যও এক্ষণে যুদ্ধের মন্দা কাটাইয়া উঠিতেছে। মোটের উপর ৭ মাসের অবস্থা দৃষ্টে ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের সমূহ উন্নতিই পরিলক্ষিত হইতেছে।

বিহারে সারের কারখানা

গত সংখ্যার আর্থিক জগতে রংশিল্প সম্পর্কিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে বিহারে একটা কারখানা স্থাপিত হইতেছে লেখা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বিহার প্রদেশের সিন্দ্রীতে যে কারখানা স্থাপিত হইতেছে তাহা রংএর কারখানা নহে, সারের কারখানা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমির সার উৎপাদনের জন্য ভারত সরকার অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। তবে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা প্রথম হইতেই জনসাধারণের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছে। গাউয়িং মিশন যখন এদেশে সার উৎপাদন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য আসেন তখন উক্ত মিশন আই, সি, আই-এর একটি অলাভজনক কারখানা ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই কথা রটিয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট পরে ইহার প্রতিবাদ করেন এবং ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে পিটকিথলি মিশন পাঠানো হয়। উক্ত মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট বিহারের সিন্দ্রীতে এমোনিয়াম সালফেট উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কারখানা স্থাপনের জন্য একটী মার্কিন ও একটি বৃটিশ ফার্ম্মের সহিত চুক্তি অনুমোদিতও হইয়াছে। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা যন্ত্রপাতি বসানো প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন এবং বৃটিশ ফার্ম্মটী যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিবেন। এই ধরণের ব্যবস্থায় জনসাধারণের মনে স্বতঃই সন্দেহের উদ্রেক হয়। প্রথমতঃ, একটী কারখানা বসাইবার জন্য দুইটী দেশের ফার্ম্মের সহিত চুক্তির আবশ্যকতা কি, তাহা বুঝা গেল না। মার্কিনীরা জমির সার উৎপাদন ব্যাপারে অতি উন্নত বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণে অভ্যস্ত বলিয়া—আমরা জানি। সেক্ষেত্রে শুধু কল-কারখানা বসাইবার জন্য তাহাদের না ডাকিয়া সমগ্র ব্যাপারটীর দায়িত্ব তাহাদের দিলেই সুবিধা হইত। এই ভাবে কাজ ভাগাভাগি করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন-স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা ভারতের পক্ষে কল্যাণদায়ক কিনা এ প্রশ্ন মনে উঠা একান্তই স্বাভাবিক।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন ঃ—
বড়বাজার ঃ—১৩৯৭ অফিস
" ঃ—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

এই প্রস্পেক্টাসের এক কপি বাংলার যৌথ কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে

এই শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি পাওয়া গিয়াছে। শেয়ার বিক্রয়ের সর্ত্তসমূহ এই যে, গবর্ণমেন্টের মতে শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থের যে অংশ অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত যথাযথভাবে খরচ হইতে পারিবে না তাহা গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সিকিউরিটিতে দাদন করিয়া রাখিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে সন্তুষ্ট না হন যে, গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বলবৎ নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুযায়ী ঐ টাকা খরচ করা যাইবে না ততদিন উক্ত টাকা খরচ করিতে দেওয়া হইবে না। উহা সুনির্দ্দিষ্টভাবে বুঝিতে হইবে যে, উপরোক্ত শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়া গবর্ণমেন্ট উক্ত কোম্পানীর পরিকল্পিত কোন নীতির অর্থনীতিক সুদৃঢ়তা অথবা কোম্পানীর কোন বিবৃতির সত্যতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

(ইহা একটী বিজ্ঞপ্তি মাত্র, প্রস্পেক্টাস্ নহে)

জয়ন্তী টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনানুসারে সংগঠিত)

অনুমোদিত ও বিক্রয়যোগ্য মূলধন—৫০,০০,০০০৲ টাকা

নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত

৩৫০০০০—প্রতি ১০৲ টাকা মুল্যের অর্ডিনারী শেয়ার ৩৫০০০০০৲ টাকা
১৫০০০—প্রতি ১০০৲ টাকা মুল্যের প্রেফারেন্স শেয়ার ১৫০০০০০৲ টাকা

উপরোক্ত শেয়ার সমূহের মধ্যে কোম্পানীর **প্রমোটার** ও **বন্ধুবর্গ** কর্ত্তৃক ইতিমধ্যেই ১০ হাজার অর্ডিনারী শেয়ার (প্রতি শেয়ার ১০৲ টাকা) এবং ৯ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার (প্রতি শেয়ার ১০০৲ টাকা) ক্রীত হইয়াছে। **বাকী ৩ লক্ষ ৪০ হাজার অর্ডিনারী শেয়ার এবং ৬ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে।**

শেয়ারের টাকা নিম্নলিখিতরূপে দেয়।

উপরোক্ত প্রতি অর্ডিনারী শেয়ারের জন্য আবেদনের সঙ্গে ২৲ টাকা, বিলি হইবার পর প্রতি শেয়ারের জন্য ২৲ টাকা এবং বাকী টাকা প্রথম কলের তারিখ হইতে অনধিক ৩ মাসের মধ্যে ৩৲ টাকার সমান দুই কিস্তীতে দেয়।

প্রতি প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য আবেদনের সঙ্গে ৫৲ টাকা, বিলি হইবার পর প্রতি শেয়ারের জন্য ১৲ টাকা এবং বাকী টাকার মধ্যে প্রতি শেয়ারের জন্য ১৪৲ টাকা প্রথম কলের সময় দিতে হইবে এবং ২০৲ টাকার ৪টি সমান কিস্তীতে পর পর কলের সময় টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। প্রথম কলের তারিখ হইতে অনধিক ৩ মাসের মধ্যে পর পর কিস্তীর তারিখ ধরিয়া লইতে হইবে।

এতদব্যতিরিক্ত প্রত্যেক আবেদনের সঙ্গে ভর্ত্তির ফি হিসাবে ১৲ টাকা দিতে হইবে।

ডিরেক্টরগণ কোম্পানীর লাভের যে অংশ অংশীদারগণের মধ্যে বিতরণ করিবার সিদ্ধান্ত করিবেন, সেই অংশ হইতে প্রেফারেন্স শেয়ারের মালিকগণ শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হারে (আয়করমুক্ত কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্সিয়াল) লভ্যাংশের অধিকারী হইবেন।

ডিরেক্টরবর্গ

আই বি সেন, এস্কোয়ার বোর্ড অব ডিরেক্টরস্-এর চেয়ারম্যান, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট; বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ-এর ডিরেক্টর এবং ডেপুটী চেয়ারম্যান; ডিরেক্টর; বিজনি ডোয়ারস্ টি কোং লিঃ, সিড্‌লি ডোয়ারস্ টি কোং লিঃ, ইষ্টার্ণ ডোয়ারস্ টি কোং লিঃ, আনন্দময়ী এজেন্সী লিঃ, ইণ্ডিয়া প্রভিডেন্ট কোং লিঃ এবং যোগটা কোল কোং লিঃ।

শরৎচন্দ্র সাহু, এস্কোয়ার, ডিরেক্টর পি জি এণ্ড ডব্লিউ, সাহু লিঃ, বল্লভ এণ্ড সাহু লিঃ, শ্রীরাধাকান্ত রাইস মিলস লিঃ, রাধাকান্ত রাইস মিল লিঃ শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ, গ্রেট ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ, সাহু ব্রাদার্স লিঃ এবং সাহু এষ্টেটস্ লিঃ।

নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, এস্কোয়ার, অমৃতবাজার পত্রিকা লিঃ-এর বাণিজ্য সম্পাদক, ডিরেক্টর, বঙ্গশ্রী কটন মিলস লিঃ, ন্যাশনাল নিউট্রিমেন্টস্ লিঃ, ডোমিনিয়ন ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ, বেঙ্গল কটন এসোসিয়েশন লিঃ, ন্যাশনাল মার্কেন্টাইল ইনস্যুরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ।

প্রফুল্লকুমার সরকার, এস্কোয়ার, মার্চেন্ট, শান্তি রাইস মিলস লিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ-এর ডিরেক্টর।

আর বি বসু, এস্কোয়ার, হিন্দুস্থান ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড কনষ্ট্রাকশন কোং-এর প্রোপ্রাইটর; ন্যাশনাল মার্কেন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোং, (ইণ্ডিয়া) লিঃ-এর ডিরেক্টর এবং চেয়ারম্যান।

ব্যাঙ্কারস্

দি বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

অডিটরস্

এস কে কর, বি-এস-সি, এফ-এস-এ-এ (লণ্ডন) আর-এ, ইনকরপোরেটেড একাউণ্টেট এণ্ড অডিটর, ৯, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সলিসিটরস্

মেসার্স মুখার্জ্জি এণ্ড বিশ্বাস

১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেন্টস্

মেসার্স আর বি বসু এণ্ড সন্স

২, চার্চ্চ লেন, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড অফিস

২, চার্চ্চ লেন, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য

কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং বিশেষভাবে তুলা ও অপরাপর আঁশ বস্তু (fibre) হইতে বিভিন্ন প্রকারের সূতা ও কাপড় উৎপাদন করিবার বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাহার সূতা কাটিয়া বয়ন সেলাই, ধোলাই, রং প্রভৃতি করিয়া ব্যবসায় চালাইবার উদ্দেশ্যে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বস্ত্র-শিল্প **ভারতের বৃহত্তম শিল্প** হইলেও এই শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলা দেশের স্থান নগণ্য, ফলে বাংলা দেশে ইহার উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলার কাপড় ব্যবহারের পরিমাণ মাথা পিছু ১২ গজ হিসাবে ধরিলেও বাংলার বর্ত্তমান কাপড়ের কলগুলি প্রদেশের চাহিদার শতকরা ২৫ ভাগও মিটাইতে পারে না। প্রদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সাধারণ জীবনযাত্রার মান উন্নততর হইলে কাপড়াদির ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে। কাপড়ের বর্দ্ধিত ব্যবহারের পরিমাণ মাথা পিছু ১৮ গজ হইলেও বর্ত্তমান কাপড়ের কলগুলির বর্ত্তমান কার্য্যক্ষমতা সেই বর্দ্ধিত চাহিদার **শতকরা পনের ভাগের** বেশী মিটাইতে পারিবে না। উপরন্তু, তাঁত শিল্পের চাহিদাও খুবই রহিয়াছে। বাংলার উৎপাদিত সূতার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই ব্যবহৃত হয় তাঁত শিল্পে। সুতরাং কেবলমাত্র সূতা উৎপাদন করিলেও বাংলা দেশে তাহার ভাল বিক্রয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রভৃতি প্রতিবেশী প্রদেশগুলির চাহিদার কথা ছাড়িয়া দিলেও বাংলা দেশেই বস্ত্র-শিল্পের উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় এবং **অদূর ভবিষ্যতে বাংলার কাপড়ের মিলগুলির সমৃদ্ধি লাভের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।**

মিলটী **আসানসোলে** স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ফলে কয়লা সংগ্রহের জন্য কোনরূপ অসুবিধা দেখা দিবে না, কয়লা আনয়নের ব্যয়ও বিশেষ বহন করিতে হইবে না এবং আসানসোল শ্রমিক এলাকা হওয়ায় কলের জন্য শ্রমিক সংগ্রহেরও সুবিধা হইবে। উপরন্তু আসানসোলের অবহাওয়া অপেক্ষাকৃত কম আর্দ্র হওয়ায় বস্ত্র-শিল্পের বিশেষ উপযোগী, তাহা ছাড়া আসানসোল হইল ভারতের তুলা উৎপাদন কেন্দ্রের নিকটে অবস্থিত।

মিল স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে কতিপয় জমি (Site) দেখা হইয়াছে—যোগ্যতম জমি সংগ্রহের জন্য আলোচনা চলিতেছে।

বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান কারখানা ও ইমারতাদির পরিকল্পনা করিতেছেন। যথাসম্ভব শীঘ্র উৎপাদন কার্য্য চালু করিবার উদ্দেশ্যে কলকব্জা সংগ্রহের জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হইতেছে। ৬০০ শত তাঁত ও ২৫,০০০ হাজার টাকু স্থাপন করিয়া কোম্পানীর কাজ করিবার ইচ্ছা, কিন্তু তাড়াতাড়ি উৎপাদন আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে হয়তো কম সংখ্যক সহজলভ্য তাঁত ও টাকু লইয়াও কাজ সুরু করিতে পারে।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্

১৯৪৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী কোম্পানী এবং মেসার্স আর বি বসু এণ্ড সন্স-এর সঙ্গে এক চুক্তি অনুযায়ী **মেসার্স আর বি বসু এণ্ড সন্স** ম্যানেজিং এজেণ্টস হিসাবে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা করিবেন। মেসার্স আর বি বসু এণ্ড সন্স চুক্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস থাকিবেন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ডিরেক্টরবর্গকে জানাইয়াছেন যে, মিলের কাজ আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন পারিশ্রমিক দাবী করিবেন না।

কোম্পানীর কার্য্যের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টস্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারিবৃন্দের বেতন, মজুরী, ফি, পারিশ্রমিক অথবা কমিশন খরচা কোম্পানীকে বহন করিতে হইবে।

সর্ব্বনিম্ন বিক্রীত শেয়ার

শেয়ারের সমমূল্যে সর্ব্বনিম্ন ১০০০০০০৲ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রীত হইবার পর ডিরেক্টরগণ শেয়ার বিলি করিতে আরম্ভ করিবেন।

ডিরেক্টরগণের যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক

এক্স-অফিসিও ডিরেক্টর ভিন্ন অন্যান্য ডিরেক্টরগণ ৫০০০৲ টাকা মূল্যের অর্ডিনারি শেয়ার নিজ নামে ক্রয় করিলে ডিরেক্টর হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন। প্রত্যেক ডিরেক্টর ডিরেক্টরের সভায় উপস্থিত থাকিলে পারিশ্রমিক হিসাবে প্রত্যেক সভার জন্য ৫০৲ টাকা করিয়া পাইবেন। বোর্ডের সভায় উপস্থিত হইবার জন্য ডিরেক্টরগণ ন্যায়সঙ্গত রাহাখরচও পাইবার অধিকারী হইবেন।

ডিরেক্টরগণের স্বার্থ

কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের মধ্যে মিঃ আর বি বসু কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স আর বি বসু এণ্ড সন্স-এর অংশীদার।

প্রমোশন

কোম্পানী প্রমোশন বাবদ কাহাকেও কোন অর্থ দেন নাই এবং দিবেনও না।

দলীলাদি পরিদর্শন

কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম এণ্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের কপি এবং উপরোক্ত প্যারায় উল্লিখিত চুক্তিপত্রের কপি কোম্পানীর রেজিষ্টারী কৃত অফিসে (২, চার্চ্চ লেন, কলিকাতা) অফিসের কাজের স্বাভাবিক সময়ে পরিদর্শন করা যাইবে।

কমিশন ও দালালী

কোম্পানীর অনুমোদিত ব্রোকারগণকে শতকরা ৭॥০ টাকা হারে কমিশন দেওয়া হইবে।

শেয়ারের জন্য আবেদন

কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ফরমে শেয়ারের জন্য আবেদন করিতে হইবে। উক্ত ফরম কোম্পানীর রেজিষ্টারীকৃত অফিস অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্ক-সমূহের সমস্ত অফিস ও শাখাসমূহে পাওয়া যাইবে।

এই সমস্ত ফরম শেয়ারের জন্য আবেদনের সহিত দেয় অর্থসহ ফরমে উল্লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রেরণ করিতে হইবে। সমস্ত টাকা পয়সা কোম্পানীর রেজিষ্টারীকৃত অফিসে অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্ক-সমূহের সমস্ত অফিসে ও শাখাসমূহে পাঠাইতে হইবে।

যদি কোন শেয়ার বিলি না হয় তবে আবেদনের সহিত প্রেরিত অর্থ ফেরৎ দেওয়া হইবে। যদি আবেদনে উল্লিখিত শেয়ার অপেক্ষা কমসংখ্যক শেয়ার বিলি করা হয় তবে আবেদনের সহিত প্রেরিত অর্থের যে অংশ অবশিষ্ট থাকিবে তাহা বিলিকৃত শেয়ারের বাবদ কোম্পানীর প্রাপ্ত বাকী টাকা পরিশোধার্থ নিয়োজিত হইবে। উহার পরেও যদি কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা আবেদনকারীকে ফেরৎ দেওয়া হইবে। যদি বিলিকৃত শেয়ার বাবদ দেয় কোন অর্থ সময়মত পরিশোধ করা না হয় তবে শেয়ার ক্রেতা কর্ত্তৃক পূর্ব্ব প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে।

স্বাক্ষরিত—

আই বি সেন
শরৎচন্দ্র শাহ
নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ
প্রফুল্লকুমার সরকার
আর বি বসু
} ডিরেক্টরবর্গ

তারিখ, কলিকাতা, ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৪৬ সাল।

পাট ব্যবসায়ের অবস্থা

ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ হইতে সম্প্রতি পাটের উৎপাদন, খরচা এবং মজুদ পাট সম্বন্ধে কতকগুলি চিত্তাকর্ষক তথ্যতালিকা প্রকাশিত করা হইয়াছে। এই তালিকায় প্রকাশ, ১৯৪৪ সালের ১লা জুলাই তারিখে চটকলগুলির হাতে ২৪ লক্ষ ২৪ হাজার ২৮৪ বেল এবং পাটচাষী, মফঃস্বলের ফড়িয়া ও কলিকাতার বেলার ও পাট-ব্যবসায়ীর হাতে ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৪০৮ বেল পাট লইয়া মোট মজুদ পাটের পরিমাণ ছিল ৪৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৯২ বেল। উহার সহিত ১৯৪৪-৪৫ সালে উৎপন্ন ৬২ লক্ষ ৩ হাজার ২০৫ বেল পাট যোগ দিলে ১৯৪৪-৪৫ সালে পাটের মোট জোগান দাঁড়ায় ১ কোটী ৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৮৯৭ বেল। উহার মধ্যে এই বৎসরে চটকলগুলিতে ৬০ লক্ষ ৪৭২ বেল ও জনসাধারণের গৃহস্থালীর কাজে ৬ লক্ষ বেল পাট খরচ হয় এবং ১০ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৭০ বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হয়। ফলে ১৯৪৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে ২৯ লক্ষ ১৩ হাজার ১৫৫ বেল পাট অবশিষ্ট থাকে। এই পাটের সহিত ১৯৪৫-৪৬ সালে উৎপন্ন ৭১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৩৫ বেল পাট যোগ করিলে চলতি বৎসরে মোট পাটের যোগান দাঁড়ায় ১ কোটী ৭ লক্ষ ৮ হাজার ৬৯০ বেল। সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের মতে চলতি বৎসরের শেষ অর্থাৎ আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত চটকলসমূহে ৬২ লক্ষ ৩০ হাজার ৫৩০ বেল ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনে ৬ লক্ষ বেল পাট খরচ হইবে এবং বিদেশে ১৮ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী হইবে। কাজেই, আগামী ১লা জুলাই তারিখে চলতি বৎসরের পাট হইতে মাত্র ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ১৬০ বেল পাট অবশিষ্ট থাকিবে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চটকলগুলিতে খরচার জন্য প্রতি বৎসর গড়ে ভারতবর্ষ হইতে ৪২ লক্ষ বেল করিয়া পাট রপ্তানী হইত। এই পাট দ্বারা বিদেশের চটকলগুলি উহাদের খরচ চালাইয়া উহাদের হাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাট মজুদ রাখিতে পারিত। যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ হইতে পাট রপ্তানীতে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে বিদেশের কলগুলি নিজেদের কাজ চালাইয়া একপ্রকার কোন পাট মজুদ করিতে পারে নাই। এক্ষণে ভারতবর্ষ হইতে পাট রপ্তানীর সুবিধা উপস্থিত হওয়ার ফলে উহারা এদেশ হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট ক্রয় করিতে পারে। যদি তাহা হয় তবে চলতি বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ১৮ লক্ষ বেল অপেক্ষাও বেশী পাট রপ্তানী হইতে পারে। উহার ফলে চলতি মরশুমের শেষে অর্থাৎ আগামী ১লা জুলাই তারিখে ভারতে অবশিষ্ট পাটের পরিমাণ ১৪ লক্ষ ৪৮ বেল অপেক্ষাও কমিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে।

পাটচাষীর পক্ষে এই সংবাদ শুভ, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, এদেশে কখনও চাহিদা ও জোগানের দ্বারা পাটের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না। এজন্য চলতি বৎসরের শেষের দিকে পাটচাষী যে পাটের জন্য অধিক মূল্য পাইবে, তাহার আশা কম। বিশেষতঃ, আগামী একমাস কালের মধ্যে বাঙ্গলায় এবার কি পরিমাণ পাটচাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে, তাহা গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিবেন। এবার যখন দেখা যাইতেছে যে, বাজারে পাটের টান পড়িয়াছে তখন হয়ত—হয়ত কেন নিশ্চয়ই—বাঙ্গলা সরকার গত বৎসরের তুলনায় বেশী পরিমাণে পাট চাষে অনুমতি দিবেন। উহার ফলে ফাল্গুনের প্রথম হইতে নির্ব্বোধ কৃষক বেপরোয়াভাবে জমিতে অধিক পরিমাণে পাটচাষ আরম্ভ করিবে। ফলে জুলাই মাস হইতে প্রভূত পরিমাণে পাট পাওয়া যাইবে দেখিয়া চটকলওয়ালারা পাটের মূল্য বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, বরং উহার মূল্য কমাইয়া দিবে। সুতরাং বাজারে পাটের টান পড়িলেও পাটচাষী যে পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য পাইবে, সেই আশা অত্যন্ত কম। গত ২০ বৎসর কাল ধরিয়া বাঙ্গলাদেশে পাটচাষীর ভাগ্য লইয়া এইরূপ খেলা চলিতেছে। উহার কবে অবসান ঘটিবে, তাহা কে জানে? তবে একথা সুনিশ্চিত যে, বাঙ্গলার শাসনক্ষেত্রে যতদিন পর্য্যন্ত ক্লাইভ ষ্ট্রীট তথা শ্বেতাঙ্গ চটকলওয়ালাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট না হইবে ততদিন পাটচাষীর অবস্থার পরিবর্ত্তনের কোন আশা-ভরসা নাই।

বৃটীশ শিল্পের গঠন প্রণালী

ইংলণ্ড পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিল্পোন্নত দেশগুলির অন্যতম। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বাদ দিলে শিল্পে এত বড উন্নত দেশ পৃথিবীর মধ্যে আর নাই। ঐ দেশের শিল্পের অর্থে আমরা সাধারণতঃ ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল, লেভার ব্রাদার্স, ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো, কোর্টল্ড প্রভৃতি যে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শত শত কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং যে সব প্রতিষ্ঠানের এক একটী কারখানাতে ১০।১৫ হাজার করিয়া লোক রহিয়াছে তাহাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু উক্ত দেশের রয়েল ষ্টেটিষ্টিক্যাল সোসাইটী হইতে সম্প্রতি যে সব তথ্যতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে, সমষ্টিগতভাবে ইংলণ্ড শিল্পের ব্যাপারে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও ঐ দেশে ছোট ও মাঝারি ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠানেরই বাহুল্য রহিয়াছে। উক্ত সমিতির মতে ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে যে শিল্প-কারখানা রহিয়াছে তাহার মোট সংখ্যা ৫৩ হাজার ২ শত, উহার মধ্যে ৪১ হাজার ২ শত অর্থাৎ মোট কারখানার শতকরা ৭৭টীতেই দৈনিক একশত

জনের কম মজুর কাজ করিয়া থাকে। সমিতি আরও বলেন যে, উক্ত দেশের ৫৩ হাজার ২ শত কারখানার মধ্যে ৫০ হাজার ৩ শত কারখানাতেই দৈনিক ৫. শতের কম লোক কাজ করে এবং ইংলণ্ডে বৎসরে যে ৩৫৩ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে ১৬৭ কোটী পাউণ্ড মূল্যের শিল্পদ্রব্যই উপরোক্ত ছোট ও মাঝারি ধরণের কারখানাগুলিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধুনাসমাপ্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জাপানও একটী শিল্পোন্নত দেশ ছিল—যদিও ইংলণ্ডের সহিত উহার তুলনা মিলে না। কিন্তু জাপানেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই ছিল বেশী। এই সব বিবরণ হইতে কোটী কোটী টাকা মূলধন লইয়া বিরাট কারখানা না গড়িলে তাহা সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না বলিয়া আমাদের দেশে যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহা বিদূরিত হইবে। ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি সমস্ত দেশেই গবর্ণমেণ্ট সংরক্ষণশুল্ক, মূলধন সরবরাহ, অর্থ সাহায্য, গবেষণা, শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা, স্বদেশী আন্দোলনে উৎসাহ দান ইত্যাদি বহু প্রকারে দেশীয় শিল্পের সাহায্য করিয়া থাকেন। এজন্য ঐ সব দেশে বৃহদাকার শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিও সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া দেশের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি ও বেকার-সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। এদেশেও যদি দেশবাসীর স্বার্থের প্রতিভূস্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই গবর্ণমেণ্ট যদি দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া দেশের শুল্কনীতি, মুদ্রানীতি, বাট্টানীতি, ব্যাঙ্কনীতি, যানবাহননীতি, ট্যাক্সনীতি ইত্যাদি পরিচালনা করেন, তাহা হইলে এদেশেও সহস্র সহস্র নহে লক্ষ লক্ষ ছোট ও মাঝারি ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে এবং ভারতবর্ষ জগতের শিল্পক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষ

দক্ষিণ আফ্রিকার নেটাল প্রদেশে ভারতীয়দের পক্ষে কোন জমি ক্রয় করা নিষিদ্ধ করিয়া ঐ দেশে যে আইন প্রণয়ন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে তৎসম্পর্কে কলিকাতাস্থ শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত 'ক্যাপিটাল' পত্র কতকগুলি অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। উক্ত পত্র বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর বিরুদ্ধে যে আইন পাশ হইতেছে ভারতবর্ষে অনুরূপ নীতি ও কর্ম্মপন্থার অভাব নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উক্ত পত্র পাঞ্জাবের জমি হস্তান্তর আইন, ভারতের শিল্পপ্রচেষ্টায় বৃটীশ মূলধন ও বৃটীশ বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বিরোধিতা এবং পরিশেষে বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা তালিকাভুক্ত হিন্দুগণকে পৃথক করিয়া রাখার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের কোন প্রদেশে তালিকাভুক্ত হিন্দুগণ কোন অঞ্চলে জমি-জায়গা ক্রয় করিতে পারিবে না বলিয়া বর্ণহিন্দুগণ কোন আইন বলবৎ করে নাই। এদেশে যেখানে উপযুক্তরূপ মূলধন ও বিশেষজ্ঞ রহিয়াছে সেখানে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে বিদেশী মূলধন বা বিশেষজ্ঞ আমদানীর কোন যৌক্তিকতা নাই বলিয়াই দেশবাসী বিদেশী মূলধন ও বিশেষজ্ঞের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। পাঞ্জাবের জমি হস্তান্তর আইন দেশের আবাদী জমি যাহাতে জমির চাষাবাদের সহিত যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই এরূপ ব্যক্তির করায়ত্ত হইতে না পারে তদুদ্দেশ্যেই প্রচলিত হইয়াছিল। উহার সহিত দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতবাসী, যাহারা ঐ দেশকেই নিজেদের মাতৃভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং একমাত্র ভারতীয় হওয়ার অপরাধেই যাহাদিগকে ঐ দেশে জমি ক্রয় করিতে বাধা দেওয়া হইতেছে তাহাদের কোন তুলনা হইতে পারে না। 'ক্যাপিটাল' পত্র কতকগুলি বাজে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার এই অবিচারমূলক আইনের সমর্থন করতঃ নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করিতেছেন। ভারতে অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবেই এবং ঐ গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতের সমস্ত ইউরোপীয়কে এদেশে জমি-জায়গা ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া আইন প্রণয়ন করেন তাহা হইলে 'ক্যাপিটাল' পত্র কি তাহা সমর্থন করিতে পারিবেন? এদেশে অবস্থিত ইংরাজগণ যদি উক্ত পত্রের মনোভাবের অনুরূপ মনোভাব সমর্থন করেন তবে তাঁহারা নিজেদেরই বিপদ ডাকিয়া আনিবেন।

নেপালে শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা

নেপাল আমাদের প্রতিবেশী। ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিতেও একান্তভাবেই আমাদের। এমন একটী দেশ এখনও স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হয় বলিয়া আমরা কিছুটা গর্ব্বও অনুভব করিয়া থাকি। নেপালের প্রাকৃতিক সম্পদ বিপুল হইলেও আধুনিক শিল্পের প্রসার এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হওয়ায় নেপাল এখনও অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পিছাইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি নেপালের প্রধান মন্ত্রী এবং প্রকৃত শাসক কাটামুণ্ডুতে নেপালীদের সমাবেশে তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় নেপালের আর্থিক উন্নতির যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। প্রথমতঃ, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন শিল্প প্রবর্ত্তনে উৎসাহ দেওয়া হইবে বলিয়া উক্ত পরিকল্পনায় স্থির হইয়াছে এবং তদুদ্দেশ্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধার জন্য ব্যাপক আকারে রাজপথ, রেলপথ ও রজ্জুপথ (পার্ব্বত্য প্রদেশের বৈশিষ্ট্য) নির্ম্মাণের পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় উক্ত পরিকল্পনার উপর জোর দিয়া ঠিকই করিয়াছেন। কারণ, নেপালের ন্যায় দেশে দুর্গমতাই ব্যবসাবাণিজ্য বিস্তারের প্রধান বাধা। তৃতীয়তঃ, খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসৃত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং উহার জন্য নূতন নূতন শিল্প প্রবর্ত্তন করা হইবে। চতুর্থতঃ, কাপড়ের অভাব দূর করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীপ্রবর ঘরে ঘরে তাঁত প্রবর্ত্তন, বর্ত্তমান কাপড়ের কলগুলির বিস্তারসাধন এবং নূতন নূতন কল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, নেপালের নিজস্ব কুটীর শিল্পগুলিকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য দানেরও প্রস্তাব করা হইয়াছে। বৃটিশ আমলাতন্ত্রের অনুসরণ না করিয়া নেপালের প্রধান মন্ত্রী যদি অবিলম্বে তাঁহার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে নেপাল অচিরে একটী উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, সন্দেহ নাই।

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

কুষ্টিয়াবাজার, নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

৩নং মোহিনী মিলের শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য আমাদের শেয়ারহোল্ডারগণ ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে বহু আবেদন আসায় আমরা জানাইতেছি যে, বর্ত্তমানে ঐরূপ মিল প্রতিষ্ঠার কোন প্রকার পরিকল্পনা বা ইচ্ছা আমাদের নাই। কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ১নংএবং বেলঘরিয়ার ২নং ব্যতীত মোহিনী মিলের নিজস্ব অন্য কোনও শাখা মিল নাই। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের পুরাতন যন্ত্রাদি পরিবর্ত্তিত এবং বেলঘরিয়ার ২নং মিলের তাঁত এবং টাকুর সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিয়া বর্ত্তমান যুগোপযোগী রং ও ধোলাই করিবার এবং বাংলার বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত সূক্ষ্মবস্ত্রাদি উৎপাদনের নিমিত্ত আধুনিক যন্ত্রাদির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কারণ বশতঃ মোহিনীর মূলধন বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং স্থায়ী শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে শেয়ার বিতরিত হইবে।

ডিরেক্টারগণ ও ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং কুষ্টিয়া এবং বেলঘরিয়ায় যথাক্রমে ১নং ও ২নং মিলদ্বয় ব্যতীত অন্য কোনও প্রচলিত মিলের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট নহেন।

মেসার্স চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্

রাজস্থান
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস:- ২২, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

শাখাসমূহ:
বসিরহাট, বালীগঞ্জ,
ভবানীপুর, বাদুড়িয়া,
সোনারপুর, জয়নগর-মজিলপুর,
বসিরহাট বাজার, লক্ষ্মীকান্তপুর,
মাল (জলপাইগুড়ি), জলপাইগুড়ি।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীলাল মোহন মুখার্জি

গ্রাম-"গোল্ডনেষ্ট"
ফোন-কলিকাতা, ৪০৩৮

RB-1.

ভারতের জটিল খাদ্য-পরিস্থিতি

এ বৎসর বাঙ্গলায় ও ভারতের অন্য নানা অঞ্চলে ফসলের উৎপাদন কম হওয়ার নমুনা দেখিয়া প্রথম হইতেই আমরা একটা জটিল খাদ্যাভাব আশঙ্কা করিতেছিলাম। অনেক বিদেশী সাংবাদিকও এ বিষয়ে খোলাখুলিভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু বাঙ্গলার গবর্ণর মিঃ কেসী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত সরকারের বড় কর্ত্তারা পর্য্যন্ত সকলেই নানা আশার কথা শুনাইয়া এতদিন সেই উদ্বেগ ও আশঙ্কাকে চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে ফাঁকা আশ্বাস ও বাক্‌চাতুর্য্যে আসল ফাঁড়া ঢাকিবার সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। অবস্থার ক্রমিক শোচনীয় গতি লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকারের খাদ্যবিভাগের বড় কর্ত্তারা এতই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা নিজেরাই আজ হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিতে সুরু করিয়াছেন। গত ১৮ই জানুয়ারী লাহোরে এক বক্তৃতায় খাদ্যসচিব স্যার জওলপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এ দেশের বর্ত্তমান খাদ্যাভাব সমস্যাকে নিতান্ত জটিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে খাদ্য-সমস্যা আলোচনা করিতে গিয়া ভারত সরকারের ফুড ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী মিঃ বি আর সেন খাদ্যের দিক দিয়া ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা খুবই শোচনীয় ও উদ্বেগজনক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "একটা মারাত্মক ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে, দাক্ষিণাত্যে উপযুক্তরূপ বৃষ্টি হয় নাই, এখন আবার যুক্তপ্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে শীতকালীন বারিপাতের অভাব দেখা যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে, এই সমস্তের সমষ্টিগত ফল ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি নিতান্তই জটিল করিয়া তুলিবে।" ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ দেখা যাওয়ায় তাহাতে ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাহার পর খাদ্যের দিক দিয়া অবস্থার যদিও কতকটা উন্নতি ঘটিয়াছিল তথাপি দুর্ভিক্ষের জের হিসাবে এদেশে অনাহার, অর্দ্ধাহার ও মহামারীর শোচনীয় ধ্বংসলীলা আজও বন্ধ হয় নাই। ইহার উপর মিঃ বি আর সেন নূতন করিয়া ভারতে আবার জটিল খাদ্যাভাব সূচিত হওয়ার যে আভাস দিয়াছেন তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবেন, সন্দেহ নাই।

বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রাক্তন ভারতসচিব মিঃ এমেরী ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া নানা দৈব দুর্ব্বিপাকের কথা সজোরে প্রচার করিয়াছিলেন। সরকারী ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা চাপিয়া গিয়া দুর্ভিক্ষকে ভগবানের সৃষ্ট অপরিহার্য্য দুর্গতি হিসাবে জাহির করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী বর্ত্তমান শোচনীয় পরিস্থিতির যে কারণ দিয়াছেন তাহাতে আমরা সেই কারসাজিরই একটা পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু ঘূর্ণিবাত্যা ও অনাবৃষ্টি সাময়িকভাবে খাদ্যাভাবের কতকটা কারণ হইলেও এই জটিল পরিস্থিতির মূল হেতু তাহা নহে। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তদনুপাতে বেশী পরিমাণ চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্য-ফসল উৎপন্ন হইতেছে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের দিক দিয়া স্বাবলম্বী ছিল না। এদেশের লোকদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গড়ে বৎসরে দশ লক্ষ টন পরিমিত খাদ্যশস্য বাহির হইতে আমদানী করিতে হইত। এই অবস্থায় যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এদেশে একদিকে সামরিক কারণে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় ও অপর দিকে আমদানীর সুযোগ-সুবিধা বিশেষভাবে ব্যাহত হওয়ায় ভারতে খাদ্য-সমস্যা স্বভাবতঃই খুব জটিল হইয়া দাঁড়ায়। এদেশে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের ইহাই হইতেছে মূল কারণ। এই কারণ উডহেড কমিশনের রিপোর্টে ভালভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ হইতে কোন শিক্ষা পান নাই। খাদ্যাভাবের মূলগত কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা উহার প্রতিকার সম্পর্কে অকারণ টালবাহানা করিতেছেন। খাদ্য-ফসল বৃদ্ধির জন্য জমির জল-সেচ ও জমিতে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহারা আন্তরিকভাবে যত্নপর হন নাই। ফলে ছোটখাট দৈব দুর্ব্বিপাক দেখা যাওয়ার সঙ্গে খাদ্যের দিক দিয়া ভারতে অবস্থার গতি আবার সম্পূর্ণ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ভারতবর্ষ খাদ্যদ্রব্যের দিক দিয়া স্বাবলম্বী নহে বলিয়া এদেশের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৪৩ সালের ফুড গ্রেনস্ পলিসি কমিটি (গ্রেগরী কমিটি) ভারত গবর্ণমেন্টকে ১৯৪৪ সালের অক্টোবর হইতে প্রথম এক বৎসরে বাহির হইতে ১৫ লক্ষ টন ও পরে প্রত্যেক বৎসরে কম পক্ষে ১০ লক্ষ টন করিয়া খাদ্যশস্য আমদানীর নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। ঐ আমদানী হইতে তাঁহারা ভাবী দুর্দ্দিনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ৫ লক্ষ টনের একটি মজুত খাদ্যভাণ্ডার গঠন করার কথা বলিয়াছিলেন। ফ্যামিন কমিশনও যুদ্ধের সময়ে এবং ট্রান্‌জিসন পিরিয়ডে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট ও বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এই ধরণের নির্দ্দেশ মানিয়া লইলেও কার্য্যতঃ তাহা যথারীতি পরিপালন করিয়া চলিতেছেন না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে খাদ্যসমস্যা আলোচনা করিতে গিয়া কংগ্রেস দলের মিঃ মাসানী দেখাইয়াছেন, ফুড গ্রেন পলিসি কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে যেস্থলে গত ২৭ মাসে বাহির হইতে ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানীর কথা ছিল সেস্থলে গবর্ণমেন্ট ঐসময়ে মাত্র ১৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভারতে আমদানী করিয়াছেন। ৫ লক্ষ টন খাদ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে মজুত রাখার কথা। কিন্তু মিঃ বি আর সেন নিজেই জানাইয়াছেন, গবর্ণমেন্ট এপর্য্যন্ত কখনও ৫০ হাজার টন হইতে ১ লক্ষ টনের বেশী খাদ্য মজুত করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মদেশ ও শ্যামরাজ্য শত্রু-কবলমুক্ত হওয়ার পর ঐ দুই দেশ হইতে বাহিরে চাউলের রপ্তানী সুরু হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্ট ঐ রপ্তানীর একটা বড় অংশ ভারতের জন্য সংগ্রহ করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম পাওয়াও কঠিন হইবে না বলিয়া তাঁহারা ভরসা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের খাদ্যাভাব-সমস্যা পুনরায় জটিল হইয়া উঠা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে প্রকৃত সুব্যবস্থা কিছুই হইতেছে না। মিঃ বি আর সেন জানাইয়াছেন, বৃটিশ ফুড মিশনের সহিত যোগ দিয়া ওয়াশিংটনে সম্মিলিত জাতির খাদ্য বোর্ডের নিকট ভারতের প্রয়োজনে বাহির হইতে খাদ্যশস্য দাবী করিবার জন্য ভারত সরকার স্যার রবার্ট হাচিংসকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। খাদ্য বোর্ডের সহিত তাঁহার আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই। তবে স্যার রবার্ট হাচিংস্ তাঁহার আলোচনার গতি সম্পর্কে যে আভাস দিয়াছেন তাহাতে বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী খাদ্যাভাবের কথা স্মরণ করিয়া ওয়াশিংটনস্থ খাদ্য বোর্ড ভারতকে তাহার প্রয়োজনীয় নিম্নতম পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যও সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া মনে হয় না। (মিঃ মাসানী তাঁহার বক্তৃতায় জানাইয়াছেন, স্যার রবার্ট হাচিংস্ খাদ্য বোর্ডের সহিত কার্য্যকরী আলোচনা চালাইবেন দূরের কথা, নানা কারসাজির জন্য ঐ বোর্ডের দরবারে তিনি এখনও উপস্থিত হইতেই পারেন নাই)। কাজেই একদিকে ভারত গবর্ণমেন্টের অকর্ম্মণ্যতা ও অপরদিকে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও সম্মিলিত জাতির খাদ্য বোর্ডের অবিবেচনা—এইসব কারণে ভারতের খাদ্যসমস্যা দিন দিনই জটিল হইয়া দেখা দিতেছে। এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢাকিবার জন্য মিঃ সেন ছোটখাট দৈব দুর্ব্বিপাকের কথা বড় করিয়া প্রচার করিতে পারেন। কিন্তু আসল গলদ যে কোথায় তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হওয়ার কথা নহে।

আজ ব্যাঙ্ক নোটের যে বিভীষিকায় সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তার সব চেয়ে ভাল প্রতিকার হ'ত —যদি টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখতেন এবং তার একটা নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—

আসাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৭১।২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের চরমুগুরিয়া শাখাও শীঘ্রই খোলা হইতেছে

দেশের খাদ্য-সমস্যা নূতন করিয়া জটিল হইয়া উঠিতে দেখিয়া মিঃ বি আর সেন উহার যথাসম্ভব প্রতিকারের জন্য সরকারীভাবে কয়েক প্রকারের বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ, দেশের খাদ্য-সম্পদ বর্ত্তমানের চেয়ে আরও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে লোকের ব্যবহারে লাগাইতে হইবে। ঐ জন্য এখন হইতে চাউল, গম প্রভৃতি ক্রয় ও বণ্টনের উপর অধিকতর পরিমাণে সরকারী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে সরকারী এজেন্সীর মারফতে খাদ্যশস্য ক্রয় ও বণ্টনের ব্যবস্থা এপর্য্যন্ত বিশেষ কিছু কার্য্যকরী হয় নাই। ভবিষ্যতে সেবিষয়ে জোর দিতে হইবে। যেসব কৃষক নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিয়া থাকে তাহাদের বাড়তি ফসল সরকারীভাবে খরিদ করিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দেশে সমষ্টিগত ভাবে যে খাদ্যাভাব ঘটিবে সমান ত্যাগ স্বীকারের ভিত্তিতে সকল অঞ্চলেই তদনুসারে খাদ্যদ্রব্যের বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। এখন হইতে দেশে এইজন্য রেশন প্রথার অধিকতর প্রসার সাধন করিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্যের যোগান পূর্ব্বের চেয়ে কম পড়ায় অদূর ভবিষ্যতে রেশনের পরিমাণ হ্রাস করিবারও প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইবে। তৃতীয়তঃ, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের যে নীতি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন জনসাধারণের স্বার্থে তাহা যথারীতি বহাল রাখা হইবে।

মিঃ বি আর সেন যে ধরণের বিধিব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের আমলে তাহা দ্বারা খাদ্যসমস্যা সমাধানের আশা নাই। এইসব ধরণের বিধিব্যবস্থা এপর্য্যন্ত দেশে যাহা কিছু অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত না হইয়া তাহা বরং নানাভাবে ব্যাহত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নানাস্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া ঘাটতি অঞ্চলের প্রয়োজনে ঠিক ঠিক ভাবে তাহা চালান ও বণ্টন করেন নাই। নানাস্থানে লোকের জটিল খাদ্যাভাব সত্ত্বেও অনেক সময়ে সরকারী গুদামে চাউল ও আটা দীর্ঘকাল আটক থাকিয়া অযথা পচিয়া নষ্ট হইয়াছে। সরকারী অফিসরদের দুর্নীতির জন্যও খাদ্যদ্রব্যের নানারূপ অপচয় ও অপব্যবহার ঘটিয়াছে। এহেন ধরণের অকর্ম্মণ্যতা ও অযোগ্যতার কথা জানিয়াও যদি খাদ্যশস্য ক্রয় ও বণ্টন সম্পর্কে সরকারী একচেটিয়া অধিকার নূতন করিয়া বৃদ্ধি করা হয় তবে খাদ্যের দিক দিয়া দেশের লোকের দুর্গতি আরও বাড়িয়া যাইবে বলিয়াই আমরা আশঙ্কা করি। খাদ্যদ্রব্যের যোগান কমিয়া আসার অজুহাতে মিঃ বি আর সেন রেশন প্রথায় মাথাপিছু দেয় খাদ্যের পরিমাণ অদূর ভবিষ্যতে আরও হ্রাস করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহাতেও আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া পারি না। রেশন প্রথায় লোকে বর্ত্তমানে মাথাপিছু যে খাদ্যদ্রব্য পাইতেছে তাহা তাহাদের প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বলিয়া ইতিমধ্যেই দেশে যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ দেখা দিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে যদি ঐ পরিমাণ আরও হ্রাস করা হয় তবে রেশন প্রথার আমলে লোকের সুবিধার চেয়ে অসুবিধাটাই বাড়িয়া যাইবে। স্বল্প রেশনে নিজেদের প্রয়োজন মিটাইতে না পারিয়া অনেকে অসাধু উপায়ে চাউল, গম প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে যত্নপর হইবে। খাদ্যদ্রব্য নিয়া চোরাবাজারের কাজকারবার নূতন করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। সরকারী রেশন ব্যবস্থার নানা গলদ প্রকাশ পাওয়ায় সাধারণে যেখানে উহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেখানে যুদ্ধের পরেও আবার তাহার প্রসার সাধনের কথা সাধারণকে নিতান্তই বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে।

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আমলে খাদ্য 'প্রকিউরমেণ্ট' নীতি ও রেশনিং নীতির যে অপব্যবহার আমরা গত কয় বৎসর যাবৎ দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতে নূতন করিয়া এইসব নীতি ব্যাপকভাবে জাহির করিতে গেলে খাদ্যসমস্যার সমাধান হওয়া দূরের কথা, উহার জটিলতাই বরং বাড়িয়া চলিবে। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হইতেছে বাহির হইতে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমদানীর সুব্যবস্থা করা। খাদ্যসমস্যা সমাধান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের যদি কোন আন্তরিকতা থাকিয়া থাকে তবে তাহাদিগকে অবিলম্বে ঐ বিষয়ে সুসঙ্কল্পিতভাবে ব্রতী হইতে হইবে। যুদ্ধের সময়ে জাহাজের অভাবে যদি বা বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর অসুবিধা ছিল, এক্ষণে সে অসুবিধা প্রায় সর্ব্বতোভাবেই দূর হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ ও শ্যামরাজ্য হইতে এক্ষণে পুনরায় বাহিরে চাউল রপ্তানী সুরু হইয়াছে। জগতের খাদ্যাভাবপীড়িত দেশসমূহে গম সরবরাহ করিবার মত বাড়তি ফসল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় যথেষ্টই উৎপাদিত হইতেছে। ওয়াশিংটনস্থ সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া এখন আর বাহির হইতে খাদ্য পাইবার সুবিধা নাই সত্য; কিন্তু এদেশের অগণিত দুঃস্থ জনসাধারণের বুভুক্ষা মিটাইবার দাবী লইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের উপর আন্তরিকভাবে চাপ দেন তবে অচিরে বিদেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য অবশ্যই আসিতে পারে। অসুবিধার কথা এই যে, ঐ সব বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বাধীন মতামত বা চেষ্টার বালাই নাই। তাঁহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ধামাধরা সাজিয়া উহাদের হুকুম মতই চলিয়া থাকেন। ফলে বৃটিশ স্বার্থবুদ্ধির চাপে পড়িয়া ভারতের ন্যায্য দাবী-দাওয়া সমস্তই অবহেলিত হইতেছে। ভারতের মত বিরাট দেশ দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়াও সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডে স্থায়ী প্রতিনিধি রাখিবার সুযোগ পায় নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার উপর নির্ভর করার ফলে ঐ বোর্ডের নিকট হইতে বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর অনুমতি পাওয়া ভারতের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য দেশের প্রয়োজন সম্বন্ধে অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে গিয়া সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের প্রধান নিয়ামক হিসাবে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত সম্বন্ধে অবিচার করিতেছেন। বাহির হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য পাইতে হইলে ভারত গবর্ণমেণ্টকে আজ তাঁহাদের জো-হুকুম বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সুসঙ্কল্পিতভাবে সেজন্য উদ্যোগী হইতে হইবে। এদেশবাসীদের সহযোগিতা লইয়া সেজন্য তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে।

খাদ্যদ্রব্যের আমদানী বৃদ্ধির জন্য ঐ প্রকারের বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে ভারত সরকারের কর্ত্তব্য এখন হইতে এদেশে খাদ্য-ফসলের উৎপাদন বাড়াইবার সমুচিত ব্যবস্থা করা। ঐ সম্পর্কে উপযুক্ত স্বল্পমিয়াদী ও দীর্ঘমিয়াদী পরিকল্পনা কি হইতে পারে উডহেড কমিশন (ফ্যামিন কমিশন) তাঁহাদের রিপোর্টে তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অচিরে ঐ রীতিতে ব্যাপকভাবে কাজ সুরু হইলে খাদ্যসমস্যা সমাধানের স্থায়ী উপায় হইতে পারে। যদি এদেশের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ঐ সব বিষয়ে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী না হন, তবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলিব, গবর্ণমেণ্টের উচিত অচিরে পদত্যাগ করা এবং প্রকৃত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়া তাহাদের হাতে সমস্ত দায়িত্বভার ছাড়িয়া দেওয়া। এ ছাড়া ভারতের খাদ্য-সমস্যা স্থায়ীভাবে মিটিবার কোন আশাই আমরা দেখিতেছি না।

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

(৯) ফল

সমগ্র ভারতবর্ষে কলিকাতা ফলের ব্যবসায়ের একটী প্রধান কেন্দ্র। সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারে নিয়মিতভাবে ফল খাওয়ার রীতি প্রচলিত না থাকিলেও সহরের ইউরোপীয় অধিবাসিগণ এবং অগণিত বিত্তশালী অবাঙ্গালী ও বাঙ্গালী পরিবার-সমূহ প্রতিদিন যে সমস্ত ফল ক্রয় করিয়া থাকে পরিমাণ ও মূল্যের দিক দিয়া তাহা একটী প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রদেশসমূহের তুলনায় বাঙ্গলাদেশ ফলের চাষ ব্যাপারে অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ। কলা, আম, জাম, কাঁঠাল, শশা, পেয়ারা, আনারস প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর মরশুমী ফল ব্যতীত বাঙ্গলায় উচ্চ মূল্যের বিভিন্ন ফলসমূহের চাষ হয় না বলিলেই চলে। ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, হুগলী এবং হাওড়া জেলায় যে সমস্ত মরশুমী ফল বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই রেলে, নৌকায়, মোটর লরীতে কিংবা মুটের সাহায্যে আনীত হইয়া কলিকাতার বিভিন্ন বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। কত টাকা মূল্যের এবং কি পরিমাণ মরশুমী ফল বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতে কলিকাতায় আমদানী হয় তাহার কোন হিসাব নাই। কিন্তু প্রতি বৎসর বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত দেশীয় ফল কলিকাতায় আসিয়া থাকে তাহার পরিমাণ সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভবপর না হইলেও ইহার মূল্য যে কয়েক কোটী টাকার বেশী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাহির হইতে যে সমস্ত ফল কলিকাতায় আসে তাহা সাধারণতঃ তাজা ও শুষ্ক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তাজা ও শুষ্ক ফল ব্যতীত কৌটায় সংরক্ষিত ফল এবং জ্যাম, জেলী, মারমালেড্ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ফলজাত দ্রব্যও কলিকাতার বাজারে আমদানী হইয়া থাকে।

তাজা ফলের মধ্যে পরিমাণ এবং মূল্যের দিক্ দিয়া আম্রের আমদানীই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রতি বৎসর প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩½ লক্ষ মণ আম বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কলিকাতায় আমদানী হইত। আম্র আমদানীর সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র বিহার। বিহার হইতে বার্ষিক আমদানীর পরিমাণ ছিল ২½ লক্ষ মণের উপর এবং ইহার মূল্য ১০ লক্ষ টাকারও বেশী। বিহারের পর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আমদানী হয় মাদ্রাজ হইতে। মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রায় সারা বৎসরই আম আসিয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে প্রায় ৬½ লক্ষ টাকা মূল্যের ৭০ হাজার মণ আম্র আসিত। বোম্বাই এবং সংযুক্তপ্রদেশ হইতেও কলিকাতায় আম আসিয়া থাকে; কিন্তু ইহার পরিমাণ খুবই কম।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী চন্দননগর অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর ৬০ হইতে ৭০ হাজার মণ কলা বাঙ্গলার বাহিরে রপ্তানী হয়। কিন্তু শীতকালে সুদূর বোম্বাই এবং মাদ্রাজ হইতেও কলিকাতার বাজারে কলা আমদানী হইয়া থাকে। ডিসেম্বর মাসে বড়দিন উপলক্ষে বোম্বাই হইতে ১৫০০৲ হইতে ২০০০৲ হাজার টাকা মূল্যের কলা আসে। মাদ্রাজের ইছাপুরম্ ও ওয়াল্টেয়ার হইতে নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিনমাস কাল প্রতি বৎসর প্রায় ৪০০০৲ টাকা মূল্যের কলা আমদানী হয়। বোম্বাই এবং মাদ্রাজের কলা হগ্ সাহেবের বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় উৎপন্ন যে সমস্ত কলা কলিকাতায় আমদানী হয় তাহা সাধারণতঃ পোস্তাবাজারে (কলাপোস্তা) পাইকারী বিক্রয় হয়। গ্রীষ্মকালের কয়েকমাস পোস্তাবাজারে দৈনিক প্রায় ১০ হাজার কাঁদি কলা আমদানী হয়।

আসাম এবং সিঙ্গাপুর হইতে কলিকাতা সহরে প্রতিবৎসর প্রায় ৪ হাজার মণ আনারস আমদানী হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই সমস্ত আমদানীকৃত আনারসের পাইকারী মূল্য ১৫০০০৲ টাকার কম ছিল না। যুদ্ধের দরুণ সিঙ্গাপুর হইতে আমদানী বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু দার্জ্জিলিং জেলা এবং ডুয়ার্স অঞ্চল হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আনারস কলিকাতায় আমদানী হইতেছে।

দার্জ্জিলিং জেলায় কমলালেবুর চাষ হয় এবং ইহার কতকাংশ কলিকাতায় আসিয়া থাকে। কিন্তু কলিকাতার বাজারে দার্জ্জিলিং নামে বিখ্যাত যে সমস্ত কমলালেবু পাওয়া যায় তাহার প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই আসিয়া থাকে সিকিম রাজ্য হইতে। অধুনাসমাপ্ত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে সিকিম হইতে কলিকাতায় বার্ষিক প্রায় ১ লক্ষ মণের উপর কমলালেবু আমদানী হইত। যুদ্ধের পূর্ব্বের পাইকারী দর অনুযায়ী ইহার মূল্য ছিল ৬ লক্ষ টাকার উপর। সিকিম এবং দার্জ্জিলিং হইতে আমদানী কমলালেবু প্রধানতঃ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে পাইকারী বিক্রয় হইয়া থাকে। আড়তদার বা কমিশন এজেন্ট প্রতি ঝুড়িতে ॥০ আনা হারে কমিশন পাইত। বি, এন, আর, রেলপথে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নাগপুর হইতে কলিকাতায় সারা বৎসরে প্রায় ১½ লক্ষ হইতে ২ লক্ষ মণ কমলালেবু আমদানী হয়। এই সমস্ত কমলালেবু রামলোচন মল্লিক ষ্ট্রীট (মেছুয়াবাজার), কলেজ ষ্ট্রীট এবং হগ্ সাহেবের বাজারের পাইকারী ব্যবসায়িগণ আমদানী করিয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকা, প্যালেষ্টাইন, মিশর প্রভৃতি স্থান হইতেও প্রায় ১ হাজার মণ কমলালেবু এবং ৩ শত মণ গ্রেপ্‌ফ্রুট (কমলালেবুর আকৃতিবিশিষ্ট) আমদানী

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হইত। গ্রেপ্ ফ্রুট ব্যতীত প্রায় তিন লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ মণ অন্যান্য তাজা ফল ইংলণ্ড প্যালেষ্টাইন, লঙ্কা, মালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী, মস্কট, মিশর, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে সমুদ্রপথে আমদানী হইত। এই সমস্ত ফল বড় বড় সাহেবী হোটেলের মালিকগণই বেশীর ভাগ আমদানী করিতেন এবং ঠাণ্ডা গুদামে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে বিক্রয় করা হইত।

উপরোক্ত কয়েকটী ফল ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর যে সমস্ত উচ্চ মূল্যের ফল কলিকাতায় প্রতি বৎসর আমদানী হয় তাহার মোটামুটি বিবরণ নিম্ন তালিকায় দেওয়া হইল :—

ফলের নাম	বার্ষিক আমদানীর পরিমাণ (মণ)	সাধারণতঃ কোন্ স্থান হইতে আমদানী হয়।
আনার	প্রায় ১ লক্ষ	পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত।
আপেল	„ ৬ হাজার	পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিকিম।
আঙ্গুর	„ ৫০ হাজার	বেলুচিস্থান, বোম্বাই, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত।
লিচু	„ ২ হাজার	বিহার।
নাসপাতি	„ ১০ „	কয়েকটি দেশীয় রাজ্য।

শুষ্ক ফলের মধ্যে বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্, খেজুর প্রভৃতি ফলসমূহ সারা বৎসরে মোট কি পরিমাণ আমদানী হয় তাহার সঠিক হিসাব নাই। ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স এবং ইরাণ হইতে প্রায় ১½ লক্ষ টাকা মূল্যের বাদাম যুদ্ধের পূর্ব্বে আমদানী হইত। বাহেরিণ দ্বীপপুঞ্জ, মস্কটরাজ্য, ইরাক্, ইরাণ, হংকং, পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব-আফ্রিকা, ইতালী, কেনিয়া উপনিবেশ প্রভৃতি স্থান হইতেও কলিকাতায় প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ শুষ্ক ফল আসিয়া থাকে।

সংরক্ষিত ফল আমদানী হয় প্রধানতঃ ষ্ট্রেটস্ সেটেলমেণ্ট এবং আমেরিকা হইতে। ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং হংকং হইতেও অল্পবিস্তর সংরক্ষিত ফল আমদানী হয়। কলিকাতায় প্রতি বৎসর যে সমস্ত সংরক্ষিত ফল সমুদ্রপথে বাহির হইতে আমদানী হয় তাহার মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্বেই ছিল প্রায় ৩ লক্ষ টাকার মত।

বাঙ্গলার বাহির হইতে কলিকাতায় যে সমস্ত তাজা ও শুষ্ক ফল আমদানী হয় তাহার বার্ষিক মূল্য এক কোটী টাকার উপর হইবে, এরূপ অনুমান করা ভুল হইবে না। এই সমস্ত ফলের পাইকারী এবং খুচরা ব্যবসায় ২০।২৫ জন অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীর একচেটিয়া। মেছুয়াবাজারের রামলোচন মল্লিক ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট বাজার, শিয়ালদহ, চিৎপুর এবং হগ্ সাহেবের বাজারে ইহাদের গদী আছে। ইহারা কমিশন এবং বিক্রয় বাবদ প্রতি বৎসর অন্ততঃ ১০ লক্ষ টাকা মুনাফা করিয়া থাকে। যুদ্ধের বাজারে এই মুনাফার অঙ্ক দ্বিগুণ হইয়াছে এরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না।

জ্যাম, জেলী স্কোয়াস, সিরাপ প্রভৃতি ফলজাত দ্রব্যের ব্যবসায় বাঙ্গলা দেশের মধ্যে একমাত্র কলিকাতা সহরেই চলিয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় ফলজাত দ্রব্য প্রস্তুতের কয়েকটী প্রতিষ্ঠান ছিল। যুদ্ধের সুযোগে নূতন আরও কয়েকটী কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত দেশীয় প্রতিষ্ঠানের পণ্যসমূহ আমদানীকৃত মালের মূল্যের তুলনায় অনেক কম দামে বিক্রয় হইয়া থাকে। দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে এই সমস্ত দ্রব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সহিত প্রস্তুত হয় না বলিয়া বিদেশী মালের এজেণ্ট ও বিক্রেতাগণ প্রচার করিয়া থাকে। এরূপ প্রচারকার্য্য যে সম্পূর্ণ অভিসন্ধিমূলক, তাহা বলা বাহুল্য। দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ লেবেল, প্যাকিং, বোতল ও কৌটার জন্য প্রয়োজনানুরূপ ব্যয় করেন না বলিয়াই জনসাধারণের নিকট দেশীয় ফলজাত দ্রব্যসমূহকে হেয় প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর হইতেছে। এ বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগী হইলে এরূপ মিথ্যা প্রচারকার্য্যের কোন মূল্যই থাকিবে না। সম্প্রতি ফলজাত দ্রব্যসমূহ সম্পর্কে ভারত সরকার যে আদেশ (Fruit Products Control Order) জারী করিয়াছেন তাহাতেও দেশীয় মালের কাটতির পক্ষে কতকটা সুবিধা হইবে আশা করা যায়।

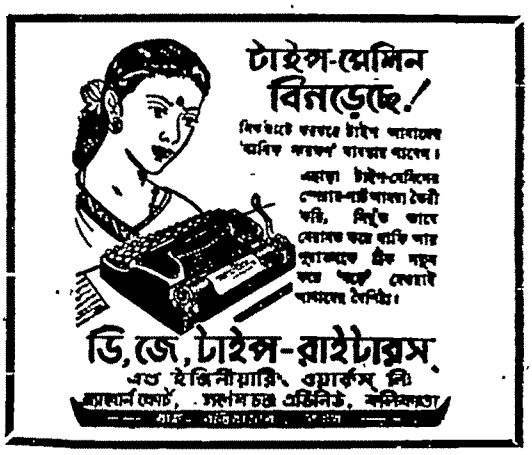

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪

—মূলধন—

অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত— ৫৭,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ২৫,০০,০০০৲ উপর

শাখাসমূহ—

কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—
ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

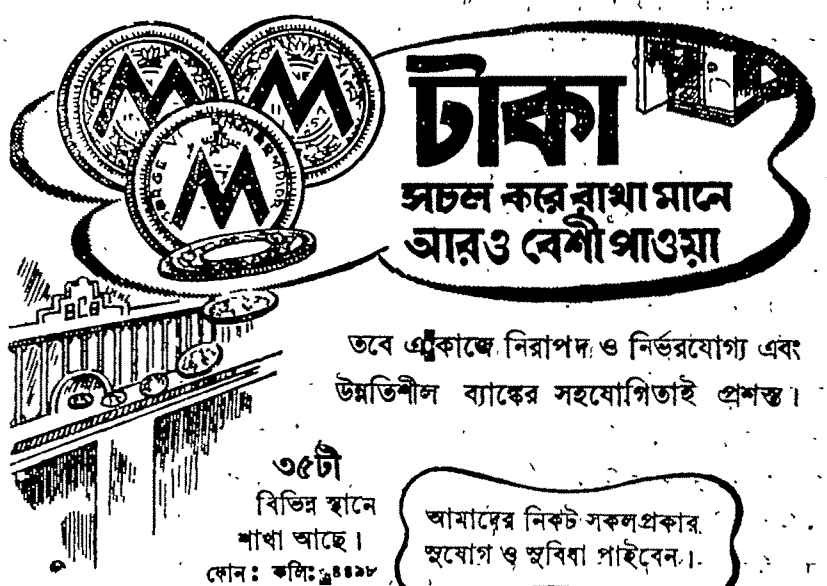

হেড অফিস R.R. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৮২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট R.R. ২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার, জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহে।

—সুদের হার—

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪%
ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত ২৬শে জানুয়ারী সারা ভারতে স্বাধীনতা দিবস পালিত হইয়াছে—গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে। সেদিন সর্ব্বত্র উৎসাহ-উদ্দীপনার যে অপরিমেয় প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসে তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব—তাহা বিদেশী-শাসন-ক্লিষ্ট উদ্বেল জনসমুদ্রের অটুট সঙ্কল্পের গুঞ্জন-গর্জ্জন! লক্ষ্যস্থল আর বেশী দূরে নয়! পথে এখনো আরো কত বাধা ও বিপত্তি আছে, আছে বিস্তর জটিলতা ও বিফলতা; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের কোটি কোটি প্রাণের আছে অদম্য সঙ্কল্প, পাথেয় আছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অক্ষয় ঐতিহ্য আর আছে বাস্তবনিষ্ঠ চক্ষুর সম্মুখে সুখী ও স্বাধীন ভারতের প্রোজ্জ্বল চিত্রখানি। এবারের স্বাধীনতা দিবসে ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে আমরা বিপুল ভরসায় দুর্জ্জয় সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিয়া লক্ষ কোটি কণ্ঠে মন্ত্র পড়িয়াছি: বন্দে মাতরম!

* * *

আগষ্ট আন্দোলনের অক্ষয় ইতিহাস যাঁহারা নিজের হাতে রচনা করিয়াছেন, শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলী সেই খ্যাত ও অখ্যাত বীরবৃন্দেরই অন্যতম। এই বীরাঙ্গণাকে ধরিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যথাসময় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়াছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী নায়িকা শ্রীযুক্তা আসফ আলী ক্ষমতা-ক্ষিপ্ত আমলাতন্ত্রের ব্যাপক বেড়াজাল ব্যর্থ করিয়া দিয়া এতকাল আত্মগোপন করিয়াছিলেন। নেপথ্যের সেই ইতিহাস যেদিন উদ্ঘাটিত হইবে সেদিন সমগ্র জগৎ বিস্ময় মানিবে। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া অরুণা এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশ, স্থান হইতে স্থানান্তরে, ইহার ঘর ছাড়িয়া উহার ঘরে বছরের পর বছর তাড়িত শশকের ন্যায় লুকাইয়া ফিরিয়া যে তটস্থ জীবন যাপন করিয়াছেন তাহা কোনও ভারতীয় মহিলার পক্ষে সম্ভব বলিয়া ইতিপূর্ব্বে কেহ মনেও ভাবিতে পারিত না। পরম আনন্দের বিষয় শ্রীমতী অরুণা তাঁহার অজ্ঞাতবাস হইতে আবার আমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ জীবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভারত সরকার অবশেষে তাঁহার উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। আত্মপ্রকাশ করিয়া অরুণা প্রথমে কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের প্রথম সৌভাগ্য লাভ করিল বাঙ্গলার রাজধানী। সেদিন—গত ৩০শে জানুয়ারী—দেশবন্ধু পার্কে লক্ষাধিক উৎসুক জনতা অরুণার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে পরপদদলিতা দেশজননীর শৃঙ্খল-মুক্তির জন্য আপোষ-বিহীন সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান শুনিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া ঘরে ফিরিয়াছে।

* * *

লক্ষ্ণৌ সেনট্রাল জেলে অবরুদ্ধ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কাঁকুড়ী ষড়যন্ত্র মামলার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আমরণ অনশন ধর্ম্মঘটের সংবাদে সমগ্র দেশ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় যতীন দাসের কথা আমরা আজও ভুলিতে পারি নাই বলিয়া আমাদের এতখানি শঙ্কা। একদিকে বিদেশী শাসকের মূঢ় জেদ, আর একদিকে আত্মসম্মান-সচেতন বীরের সঙ্কল্প। দেশবাসী বিক্ষুব্ধ, শঙ্কিত। শ্রীযুক্ত যোগেশ চট্টোপাধ্যায় কতকগুলি অভাব-অভিযোগের প্রতিকার দাবী করিয়া ঐরূপ মারাত্মক পন্থার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার অনশনের আজ ১৯ দিন। তাঁহাকে জোর করিয়া আহার গ্রহণ করান হইতেছে। তাঁহার অবস্থা উদ্বেগজনক। তাঁহার দাবীর প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া গত দেড় সপ্তাহ যাবৎ বেরিলী জেলের ১৫ জন বন্দীও প্রায়োপবেশন করিতেছেন। জেলের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রাথমিক অধিকার আদায় বা সংরক্ষণের জন্য বিগত ২৫ বৎসর কারাভ্যন্তরে অনেকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টকেও বহু ক্ষেত্রে শেষ পর্য্যন্ত বন্দীদের দাবী মানিয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সুযোগ মত সেই সব সুবিধা আবার ফিরাইয়া লইয়াছেন। দেশের স্বার্থে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বন্দীদের সম্পর্কে এরূপ আচরণ কেবল এ দেশেই সম্ভব। কেবল এদেশেই যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় দেশভক্তকেও রাজনৈতিক বন্দীরূপে গণ্য না করিবার মত স্পর্দ্ধা সম্ভবপর! অথচ পরিহাসের বিষয় এই যে, বিলাতে ও ভারতে যুগপৎ আমাদের স্বাধীনতা দিবার কথা চলিতেছে। এই সব প্রতিশ্রুতি যে অন্তঃসারশূন্য তাহার স্পষ্ট প্রমাণ, শ্রীযুক্ত যোগেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সহস্র সহস্র ভারতবাসী এখনও কারা-প্রাচীরের অন্তরালে তিলে তিলে ক্ষয় পাইয়া চলিয়াছেন।

* * *

আসামের নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে। এই প্রদেশকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার মুসলিম লীগের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে চলিয়াছে। সংবাদ আসিয়াছে, আসামের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাদুল্লা শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন। গবর্ণর রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরীর পদত্যাগপত্র ইতিপূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছেন। আসামের গবর্ণর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য কংগ্রেস দলের নেতাকে আহ্বান করিবেন এবং ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্য ভাগে নূতন মন্ত্রিসভা কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। আসামের কংগ্রেসের এই জয় পাকিস্তান পরিকল্পনারই পরাজয় নহে কি?

সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, আসাম পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলই গত ১লা ফেব্রুয়ারী আসাম লাটের সহিত সাক্ষাৎকারের পর এক সপ্তাহের মধ্যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এবার আসামই সবার আগে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের সৌভাগ্য লাভ করিল।

* * *

ভারতের অপর এক সীমান্তেও পাকিস্তানী স্বপ্নে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হইয়াছে। সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের সমস্ত আসনের নির্ব্বাচন ফল ঘোষিত হইয়াছে। মুসলিম লীগ সেখানে অপর দল-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা দূরে থাক, তাহারা কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতেও সক্ষম হইবে কি না তাহাতেও এখন পর্য্যন্ত যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। মোট ৬০টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ২৭টি, কংগ্রেস ২২টি, জাতীয়তাবাদী মুসলমান দল (বলা বাহুল্য, ইহারা কংগ্রেস কর্ত্তৃক সমর্থিত) ৪টি, সৈয়দ দল ৪টি ও ইউরোপীয় দল ৩টি আসন দখল করিয়াছে। কোন দলই অন্য-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করায় সিন্ধুতে কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠনের আলোচনা চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। এখন প্রশ্ন, কংগ্রেস কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট হইবে, না মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবে? উপরে উদ্ধৃত নির্ব্বাচনের ফলাফল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, মিঃ জি এম সৈয়দ ও তাঁহার দলবল যেদিকে ভিড়িবেন সেদিকেরই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। 'আর্থিক জগতের' পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে মিঃ সৈয়দ মুসলিম লীগ কর্ত্তৃপক্ষের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া সিন্ধুর লীগ প্রেসিডেণ্টের পদে ইস্তফা দিয়া স্বতন্ত্রভাবে নির্ব্বাচন-

কুবের ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
৩ ও ৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ঃ শাখাসমূহ ঃ
শ্যামবাজার, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিমতলা, হাটখোলা, তারকেশ্বর, ভদ্রক, বগুড়া, বাগেরহাট, কালিম্পং, দার্জ্জিলিং, ঢাকা, শিলিগুড়ি, ইছাপুর, কৃষ্ণনগর, ঝাড়গ্রাম, বেলুড়, মেদিনীপুর, হাওড়া, রাজসাহী, সূত্রগড়, বালি, রাণাঘাট, শালিমার, বাঁকুড়া, বালেশ্বর, শান্তিপুর, গিড্‌নি, কদমতলা।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস চক্রবর্ত্তী।

দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এত শীঘ্র তাঁহাকে আবার লীগের মধ্যে ফিরিয়া পাওয়া আদৌ সম্ভব কিনা সেই প্রশ্নের উপরই সিন্ধুতে মুসলিম লীগের কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠন নির্ভর করিতেছে। সংবাদ আসিয়াছে, সিন্ধুর বর্ত্তমান লীগ প্রেসিডেণ্ট মুস্কিল আসানের আশায় মিঃ জিন্নার সহিত দেখা করার জন্য বিমানযোগে দিল্লী অভিমুখে ছুটিয়াছেন। ওদিকে অপর এক সংবাদে প্রকাশ, সর্দ্দার প্যাটেল সিন্ধুর ঘোরাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা কূলকিনারা করার জন্য করাচী পৌঁছিয়াছেন।

মিঃ সৈয়দ এদিকে জানাইয়াছেন, যে দল সিন্ধুর প্রাদেশিক কল্যাণের জন্য কাজ করিবেন তিনি সেই দলকেই সমর্থন করিবেন। পরিষদের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার দল যে সুবিধা পাইয়াছে তাহার সুযোগ তিনি গ্রহণ করিবেন না বলিয়া দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। মিঃ সৈয়দের স্পষ্ট অভিমত জানার পরেও সিন্ধুর ভাবী মন্ত্রিসভা গঠন সংক্রান্ত জটিলতা দূর হইল না। যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে দুই দিকেই ইউরোপীয় দল মাতব্বরী করার সুযোগ পাইবে বলিয়া মনে হয়। লীগকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হইলে তিন জন ইউরোপীয় সদস্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। অপরপক্ষে কংগ্রেস সৈয়দ ও মৌলাবক্সের দলের সহিত কোয়ালিশন করিতে সক্ষম হইলেও ইউরোপীয় সদস্যদের সন্তুষ্টিবিধান করিতে হইবে। অবশ্য ইতিমধ্যে লীগ হইতে কংগ্রেসের দিকে বা কংগ্রেস হইতে লীগের দিকে এক-আধ জন খসিয়া পড়িলে অবস্থা তখন ভিন্নরূপ দাঁড়াইতে পারে। সমগ্র ভারত এখন সিন্ধুর দিকে সাগ্রহে তাকাইয়া আছে। ফলাফল যাহাই হউক, সিন্ধুতে পুরাপুরি অপর-নিরপেক্ষ মুসলিম-লীগ গবর্ণমেণ্ট গঠনের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। মিঃ জিন্নার বুঝি রাতের ঘুম নষ্ট হইয়াছে। কেননা তাঁহার পাকিস্তান পরিকল্পনায় সিন্ধু যে অন্যতম প্রধান কেন্দ্র!

* * *

গত ২৮শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নূতন কোন আলোকপাত হওয়া দূরে থাকুক, উহা পড়িয়া বরং ভারতবাসীর সন্দেহ-সংশয় আরও বৃদ্ধি পাইবে। বড়লাট আশ্বাস দিয়াছেন "একথা আমি বলিতে চাই যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে লইয়া বড়লাটের শাসন পরিষদ এবং যথাশীঘ্র সম্ভব একটি শাসনতন্ত্র-প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান বা পরিষদ গঠন করিবার একটা সঙ্কল্প বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আছে"। ইহা নূতন কথা নহে। আমরা যে সব কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিতে চাই সেই সব প্রসঙ্গেই লর্ড ওয়াভেল অস্পষ্টতার আড়ালে আত্মগোপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কিভাবে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা পরিষদ গঠিত হইবে অথবা তৎসংক্রান্ত অসুবিধাগুলি কিভাবে দূর করা হইবে সে সম্বন্ধে আমি বর্ত্তমানে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি না।" এইটুকু পড়িয়া যে সংশয়ের সৃষ্টি হয় তাহা আরও ঘনীভূত হয় বড়লাটের উহার পরবর্ত্তী বাক্যগুলিতে। বড়লাট স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন, "ভারতের স্বাধীনতার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা আমি বিজ্ঞজনোচিত বলিয়া মনে করি না।" একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার দাবী যে কেবল ভারতবাসীই জানাইয়াছে তাহা নহে, বিলাতের একাধিক স্থিরবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ, এমন কি সেদিনও পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দলের জনৈক সদস্যও নির্দ্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার উপর জোর দিয়াছেন। এমন একটি প্রধান প্রশ্নে বড়লাট যে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাকে বৃটিশ শাসকশ্রেণীর চিরাচরিত "কাল হরণের" কূটকৌশল মনে করাই কি স্বাভাবিক নহে?

* * *

বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় নূতন শাসন পরিষদ গঠনের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আমাদের এই মহান কর্ত্তব্যে আপনাদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করিতেছি।" বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিকট এরূপ সহযোগিতার হস্ত প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই লর্ড ওয়াভেল কোমল-কঠিন হুমকি প্রদর্শন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহারই ভাষায়, "আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো প্রত্যেক প্রশ্নেই সরকারের বিপক্ষে ভোট দিয়া সরকার পক্ষকে যত অধিকবার সম্ভব পরাজিত করাকেই উচিত কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারেন।..... আমি হয়তো ইহাকে একটি অদূরদর্শী নীতি বলিয়া মনে করিতে পারি। যাহা হউক এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনাদেরই। আমি বলিতে চাই যে, পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে আপনারা এমন কিছু আলোচনা করিবেন না যাহাতে আমার শাসন পরিষদ গঠনের ক্ষতি হয়, অথবা দেশের মধ্যে যে তিক্ততা রহিয়াছে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ...আশা করি, আপনারা আমাকে আমার বিশেষ ক্ষমতা (ভিটো) প্রয়োগ করিতে বাধ্য করিবেন না।"

* * *

বড়লাটের শেষোক্ত বাক্যগুলি কি সদিচ্ছার পরিচয় দেয়? কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রথম দিনের অধিবেশনে ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ সম্পর্কিত প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টের পরাজয়ে লর্ড ওয়াভেল বিচলিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামত যদি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যায়, তাহা হইলে উহা দেশের জনমতের অভিব্যক্তি বলিয়া মানিয়া লওয়াই তো গণতান্ত্রিক পন্থা! স্বাধীন দেশ হইলে যে পরাজয়ের পরে গবর্ণমেণ্টের পতন ঘটিত এদেশে সেক্ষেত্রে উল্টা গবর্ণমেণ্ট পক্ষই অভিযোগ করিবার ধৃষ্টতা দেখান! যাহা হউক বড়লাটের আপত্তি ও উপদেশ সত্ত্বেও গত ২৯শে জানুয়ারী পরিষদের মতামত পূর্ব্বে গ্রহণ না করিয়া ব্রেটন উডস্ চুক্তি অনুসারে গঠিত আন্তর্জ্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কে ভারতবর্ষের যোগদান করায় ভারত গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়া বর্ত্তমানে কি ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন তাহা স্থির করার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইহার পরে গত ৩১শে জানুয়ারী আবার কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারতবর্ষের জনসাধারণের হস্তে অতি শীঘ্রই শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সঙ্কল্প ঘোষণা করা সত্ত্বেও ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসে স্থায়ীভাবে ইউরোপীয় নিয়োগ করায় গবর্ণমেণ্টের নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাব বিনা ডিভিশনে গৃহীত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এই সব পরাজয় গবর্ণমেণ্টের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই জনমতের প্রতিধ্বনি। অথচ ওয়াভেল এই গণতান্ত্রিক অভিমত প্রকাশকে তাঁহার শাসন পরিষদ গঠনের পথে বাধা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া 'ভিটো' প্রয়োগের মৃদুমন্দ ভীতি-প্রদর্শন করিতেও ছাড়েন নাই। সুতরাং বিলাতে ও নয়াদিল্লীতে যে সব আশা-ভরসার জল্পনা-গবেষণা চলিতেছে তাহাতে আস্থা স্থাপনের মতো অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির আভাস বড়লাটের বক্তৃতায় আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না।

* * *

গত সপ্তাহের একটি উল্লেখযোগ্য খবর হইতেছে ভারতবর্ষ, নিকট ও সুদূর প্রাচ্যে অবস্থিত আর-এ-এফ-(বৃটিশ বিমান বাহিনী)-এর লোকজনের মধ্যে ধর্ম্মঘটের হিড়িক। দমদমে, করাচীতে,

(৯৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জলপাইগুড়ি
ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক লিঃ
ক্লিয়ারিংএর সকল সুযোগসহ ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান
সেণ্ট্রাল অফিস : ৮৭, ওল্ড চীনাবাজার, কলিকাতা ফোন : বি বি ১৮৫৮
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীমোহিনীমোহন সাহা
এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীনলিনীরঞ্জন সাহা, বি-এস-সি
হেড অফিসঃ মালদহ।

ফোন নং ৫৪৯
ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
গ্রাম কমার্সিয়াল
হেড অফিস ৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে. সি. চক্রবর্ত্তী।
মধ্য ও পূর্ব্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

খেয়ালীর খাতা

প্রায় এক বছর পরে সেণ্ট্রাল এসেম্বলীর অধিবেশন দেখিলাম। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম্মসের এই ষষ্ঠ এবং, আশা করা যাউক, শেষ এসেম্বলী। এই এসেম্বলীতে অনেক পরিচিত মুখের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ঠিক তেমনি আবার অনেক নতুন মুখও দেখা গেল। প্রথমতঃ বৃদ্ধ সভাপতি স্যার আব্দার রহিম নাই। নাই ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট অখিলচন্দ্র দত্ত। অশোক রোড ও উইণ্ডসর প্লেসের কোণের বাড়ীটিতে আর অতঃপর প্রতি সন্ধ্যায় বৃদ্ধ দত্ত মহাশয়কে কেন্দ্র করিয়া আড্ডা জমিবে না, দত্তগৃহিণীর চা, লুচী ও আদর-আপ্যায়নের অভাব গভীরভাবে অনুভব করিব। এন, এম যোশীর মারাঠী পাগড়ীটি রাইসিনা রোডে আর দেখা যাইবে না। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত ও দাদা অমর চাটুয্যেকে টাঙ্গা চাপিয়া ফিরোজশা' রোডে যাতায়াত করিতে দেখিব না। দেখিব না চোস্ত পাজামা ও সাদা আচ্‌কান পরিহিত যমুনাদাস মেটাকে। এক নম্বর ইলেকট্রিক লেনের বাড়ীতে বহু বছর পরে এবার আব্দুল হালীম গজনভীর পরিবর্ত্তে অপর সদস্য বাস করিবেন।

* * *

সব চেয়ে প্রধান পরিবর্ত্তন বিরোধী দলের আসনে। শ্রীভুলাভাই দেশাই আর এসেম্বলীতে নাই। মাথার চুল ধব্‌ধবে সাদা, তীক্ষ্ণ নাসা, প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, শ্বেত খদ্দরের শেরোয়ানী পরিহিত এই দেশনেতা দীর্ঘকাল অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকারের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টারী সংগ্রাম চালাইয়াছেন। বক্তৃতায় তাঁহার দক্ষতা, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার ক্ষমতা, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বৈধতার প্রশ্ন তুলিবার জ্ঞান—ইত্যাদি যাঁহারা সব চেয়ে বেশী টের পাইয়াছেন, তাঁহারা হইলেন গবর্ণমেণ্ট বেঞ্চের লোক। একটি মাত্র ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিব, যুদ্ধ সুরু হওয়ার পরে স্যার জেরেমী রেইসম্যান—তখনকার অর্থসচিব—যুদ্ধে ন্যায় ও সত্য ইংরেজের পক্ষে এই কথাটা প্রমাণ করিয়া পরিষদে বক্তৃতা করিতেছিলেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি বলিলেন, সভ্যতার জন্য আমরা যুদ্ধ করিতেছি অমনি ভুলাভাই দাঁড়াইয়া বলিলেন—তোমরা প্রত্যহ আকাশ হইতে বোমা ফেলিয়া সহস্র সহস্র জার্ম্মান বেসামরিক নারী ও শিশু হত্যা করিতেছ, কাগজে তাহার ফটো ও চমকপ্রদ বিবরণ ছাপিয়া বীরত্ব দেখাইতেছ। জানি, যুদ্ধ জিতিতে হইলে তোমরা ইহা করিবেই। By all means, go ahead, But, for Heaven's sake, please don't talk of civilization! অতঃপর স্যার জেরেমীর মুখে আর বাক্য জোগাইল না। দুই চারিটি অসংলগ্ন কথা বলিয়াই বসিয়া পড়িলেন।

* * *

অথচ, এমন সর্ব্বজনপ্রিয়, ইংরেজীতে যাহাকে বলে universally popular, বিরোধী দলের নেতা বড় দেখা যায় না। দুই চারিজন খুব বড় বড় সরকারী লোকের কথা জানি, যাঁহারা ভুলাভাইর একটা অনুরোধ রাখিবার জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করিবেন না। মুস্লিম লীগ সদস্যদের মধ্যে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কংগ্রেসের কোন্ লোকটির সঙ্গে তোমরা সহযোগিতা করিতে রাজী এবং যদি ব্যালট ভোটের ব্যবস্থা করা যায়, তবে আমি বাজী রাখিতে প্রস্তুত আছি, ভুলাভাই দেশাই ৯৯ পারসেণ্ট ভোট পাইবেন। গবর্ণমেণ্ট, ইউরোপীয়, মুসলমান, স্বতন্ত্রদল, অনুন্নত সম্প্রদায়, সকলেরই তিনি আস্থাভাজন ছিলেন। যদি কখনও কোন আলাপ-আলোচনা ও আপোষের প্রশ্ন ওঠে, তবে তাহার জন্য কংগ্রেসে ভুলাভাইর চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহ আছেন বলিয়া আমি জানি না।

* * *

প্রথম অধিবেশনের দিন পরিষদে দলবিভাগটি সদস্যদের মাথার দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারা যাইত। কংগ্রেসদলের মাথায় সাদা খদ্দরের গান্ধী টুপী, মুস্লিম লীগের মাথায় কালো 'জিন্না টুপী', গবর্ণমেণ্ট ও মনোনীত সদস্যদের খালি মাথা। ইহার মধ্যে শুধু একটু ব্যতিক্রম আছে। বাংলা হইতে নির্ব্বাচিত লীগ সদস্য মিঃ আব্দার রহমান সিদ্দিকী তাঁহার লাল ফেজ্ টুপীটি ছাড়িয়া কালোটুপী পড়িতে রাজী হন নাই। সিদ্দিকীকে লইয়া লীগের মাঝে মাঝে একটু মুস্কিল হয়। তিনি সর্ব্বদা জিন্নাজীর শ্রীচরণেষু হইতে রাজী নন। ব্রেটন উডস্ সম্পর্কিত আলোচনার দিনও দেখিলাম তিনি কংগ্রেসী সদস্যদের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তীব্র ভাষায় গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিলেন এবং লীগ-গবর্ণমেণ্ট চুক্তি অনুসারে যখন ভোটের সময় সমুদয় মুসলমান সদস্য সরকার পক্ষে ভোট দিল তখন সিদ্দিকী পরিষদে অনুপস্থিত রহিলেন। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা যখন পদত্যাগ করে, তখন জিন্না মুসলমানদিগকে 'নিষ্কৃতি দিবস' পালন করিতে ফতোয়া দেন। সিদ্দিকী তাঁহার সে আচরণের প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে পরে লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

* * *

কংগ্রেসী দলের প্রথম সারিতে বসিয়াছেন শরৎ বাবু, আসফ আলী, মভলঙ্কার, শেঠ গোবিন্দ দাস, ক্ষিতীশ নিয়োগী, মানু সুবেদার ও দেওয়ান চামনলাল। ক্ষিতীশ নিয়োগী বর্ত্তমান পরিষদে 'ফাদার অব্ দি হাউস', অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সদস্য। অন্যান্য দলে দলের প্রথম সারিতে আছেন জিন্না, লিয়াকৎ আলী, পি, জে, গ্রিফিথস্, থর্ণ, আকবর হায়দারী ও অন্যান্য একজিকিউটিভ কাউন্সিলর। জিন্না যখন পরিষদ কক্ষে ঢুকিলেন তখন লীগ হইতে হর্ষধ্বনি করা হয়, তাহাতে আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস এবং থর্ণও যোগ দিলেন। স্যার ইয়াসিন খান যখন শপথ গ্রহণ করিতেছিলেন তখন এক মজার ব্যাপার ঘটিল। শপথটি অন্য আর সবাই লেখা কাগজ দেখিয়া পড়িয়াছেন। ইয়াসিন খান কাগজটি বাঁ-হাতে পিছনে রাখিয়া একবারও না দেখিয়া স্রেফ মুখস্থ বলিয়া গেলেন। কংগ্রেসী, এমন কি সরকারী বেঞ্চগুলি হইতেও কৌতুক হাস্যরোল উঠিল। আর দুইজন লীগ সদস্য শপথ গ্রহণ করিতে যাওয়ার আগে লীগ-কুয়েরার জিন্নার সামনে মাথা হেলাইয়া ইংরেজী কায়দায় অভিবাদন জানাইলেন।

* * *

সবচেয়ে উত্তেজনা গিয়াছে সভাপতি নির্ব্বাচনের দিন। কংগ্রেস পক্ষ শ্রীগণেশ বাসুদেব মভলঙ্কারকে সভাপতি পদের জন্য দাঁড় করাইয়াছিলেন। আগের দিন দুপুরবেলা পর্য্যন্ত আমরা জানিতাম, তাঁহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু পরে দেখা গেল, পর্দ্দার অন্তরালে তাড়াতাড়ি অনেক কিছুই ঘটিয়া গিয়াছে। স্যার এডোয়ার্ড বেন্থল, যাঁহার মুসলমান-প্রীতি কাহারও অজানা নাই, লীগের সঙ্গে যোগসাজে স্যার কয়াজী জাহাঙ্গীরকে সভাপতি পদের জন্য দাঁড় করাইলেন। এ ব্যাপারে তিনি একজিকিউটিভ কাউন্সিলে তাঁহার অন্যান্য সহকর্ম্মীদের সঙ্গেও পরামর্শ করেন নাই—অবশ্য একমাত্র আম্বেদকার ছাড়া। আম্বেদকার কংগ্রেসকে জব্দ করিতে পারিলে নিজের নাক কাটিতেও রাজী

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঞ্চয়ের মূলনীতি

- সাধ্যমত মিতব্যয়ী হওয়া।
- নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করা।
- সঞ্চিত অর্থ খরচ না করা।

শাখাসমূহ

শ্যামবাজার, বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, হাওড়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, গোপালদি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, জয়নগর-মজিলপুর, পুরান বাজার, জলপাইগুড়ি, ভৈরব, নরসিংদি, আসানসোল, ভোলা, গৌহাটি, টেংলা, জোড়হাট, বদরপুর, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোলাঘাট, ইটওয়ারী, নাগপুর, রায়গড়, রায়পুর, পাটনা, বেনারস, শিলং, ডিব্রুগড়, তেজপুর, কাটিহার, আরা, বোম্বে।

ফোন : ক্যাল. ২৫৪৬
গ্রাম : পেমেণ্ট

এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আছেন। সুতরাং বেম্বল ভালো সমর্থকই পাইয়াছিলেন। স্যার আর্দ্দেশীর দালাল তো ইহাতে এত চটিয়া গিয়াছিলেন যে, পরিষদে ভোটের সময় "আই রিফিউজ টু ভোট" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছেন। শোনা যায় যে, স্বরাষ্ট্রসচিব থর্ণ পর্য্যন্ত বেম্বলের এই দুষ্ট চক্রান্ত পছন্দ করেন নাই।

* * *

বেম্বলের ভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ যাহাদের জানা আছে, তাহাদের কাছে ইহা আশ্চর্য্য মনে হইবে না। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের সময় হিন্দু সদস্য ও আগা খাঁয়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটা সন্তোষজনক চুক্তি হইয়াছিল। পরদিন বৈঠকে উভয়ের সম্মিলিত একটা দাবী পেশ করিবার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক। এমন সময় গভীর রাত্রিতে কলিকাতা ক্লাইভ ষ্ট্রীটের একজন শ্বেতাঙ্গকে আগা খাঁয়ের শিবিরে ঢুকিতে দেখা গেল। তিনি ঘণ্টা কয়েক পর বাহির হইয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরা জানাইল, তাহারা পূর্ব্বের মীমাংসা বাতিল করিতেছে। এই শ্বেতাঙ্গটির নাম পরে জানিতে বাকী থাকে নাই। তিনি এদেশে ফিরিয়া কলিকাতার সমস্ত বড় বিলাতী আপিসগুলিকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহারা যেন বেশী করিয়া মুসলমানদের মোটা বেতনের চাকুরী দেয়। তাহা হইলে হিন্দু কংগ্রেসীদের বিরোধিতা করিবে এমন লোকের আর অভাব হইবে না। উহা "বেম্বল সার্কুলার" নামে কুখ্যাত হইয়াছিল এবং জে, এম, সেনগুপ্তের এডভান্স পত্রিকা ঐ গুপ্ত দলিলখানা ছাপিয়া ঐ সকল তথ্য ফাঁস করিয়া দিয়াছিলেন। বেম্বল জানেন, "আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়।" তাই পরলোকগত সৌকত আলীর ছেলেকে তিনি তাঁহার হিলজার্স কোম্পানীতে এগারোশ' টাকা মাহিনায় সে-সময় চাকুরীও দিয়াছিলেন।

* * *

রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সের এই হিরোটি এবার কিন্তু সুবিধা করিতে পারেন নাই। ২৪শে সকাল বেলায় কংগ্রেসের জিতিবার সম্ভাবনা একরকম নাই বলিয়াই আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম। লীগ ও গবর্ণমেণ্ট একদিকে গেলে কংগ্রেসের চাইতে ভোট বেশী হয়। কিন্তু কংগ্রেস প্রার্থীই সভাপতি হইলেন। ইহা সম্ভব হইয়াছে কেবল কয়েকজন সরকার মনোনীত সদস্যের দেশপ্রীতির ফলে। তাঁহাদের নাম চিরদিনই অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষে ভোট না দিলে স্যার কয়াজী জাহাঙ্গীর সভাপতি হইতেন। তাঁহার জয় সম্পর্কে লীগ ও সরকার পক্ষ একপ্রকার নিশ্চিত ছিলেন। ডানদিকের ব্যালট বাক্স হইতে ব্যালট পেপার গুণতি করিয়া যেই দেখা গেল ৬৩, অমনি সরকার পক্ষ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং কংগ্রেস বেঞ্চে একটা বিষাদের ছায়া পড়িল। কিন্তু আমাদের প্রেস গ্যালারী হইতে সাংবাদিকেরা কংগ্রেস পক্ষকে ইসারা করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাদের প্রার্থী জিতিয়াছেন। দুর্গাদাস ও পি, ডি, শর্ম্মা বারবার মভলঙ্কারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে একটা অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি হইল। স্যার এডোয়ার্ড বেম্বল উপরের দিকে তাকাইয়া আমার সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কে জিতিয়াছে? মভলঙ্কারকে দেখাইয়া দিলাম। তিনি বিশ্বাস করিলেন মনে হইল না। নীচু গলায় বলিলেন, 63 for Sir Cowasji? What about the casting vote? ডাঃ চাটার্জ্জী অবশ্য দুইটি ভোট দিতে তৈয়ারী ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও ৬৩কে ৬৬র উপরে তোলা যায় না।

* * *

জয় সম্পর্কে জনাব জিন্না সাহেবের সন্দেহমাত্র ছিল না। ভোট দানের পর লবীতে বসিয়া তিনি জয় সংবাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তুমুল হর্ষধ্বনি কানে যাইতেই তিনি রাজোচিত কায়দায় ধীরে ধীরে পরিষদের দিকে রওনা হইলেন। আজিকার এই ভোটযুদ্ধে তিনিই প্রধান সেনাপতি। স্যার কয়াজী জাহাঙ্গীরের সভাপতি পদলাভে তাঁহার শক্তি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল। কংগ্রেসকে হারাইয়া মনে মনে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার মুখে চোখে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একি? হঠাৎ দ্বারপথে তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কংগ্রেস পক্ষ হর্ষধ্বনি করিতেছে কেন? 'জয় হিন্দ' শুনিতেছি যেন। তবে কি—? হ্যাঁ, তাইতো, লীগ সদস্যগণ সদ্য পুত্রশোকাতুর ব্যক্তিদের মতো বসিয়া আছে। বিমর্ষ আম্বেদকার কৃত্তিবাস রামায়ণে বর্ণিত ভগ্নদূতের মতো চেহারা লইয়া ম্রিয়মান। জিন্নাজী আর পরিষদে প্রবেশ করিলেন না। ধীরে ধীরে আবার লবীতেই ফিরিয়া গেলেন।

* * *

মভলঙ্কারকে অভিনন্দন জানাইয়া লীডার অব দি হাউস হিসাবে বেম্বল বক্তৃতা করিতে করিতে বলিলেন "your success....." । কংগ্রেস পক্ষের পিছন দিককার বেঞ্চ হইতে অমনি একজন চেঁচাইয়া বলিলেন "inspite of your machination", মভলঙ্কার কেন্দ্রীয় পরিষদে দ্বিতীয় কংগ্রেস সভাপতি। ২৮শে জানুয়ারী বড়লাটের বক্তৃতার দিন তিনি পার্লামেণ্টারী প্রথায় 'উইগ' না পড়িয়া খদ্দরের সাদা আচকান ও চোস্ত পাজামা পরিয়া আসিলেন। স্বর্গগত বিঠলভাই প্যাটেলের মতো তিনিও বড়লাটের দক্ষিণে বসিলেন। গত কয়েক বছরের সভাপতিরা সবাই বড়লাটের বক্তৃতার সময় সভাপতির মঞ্চের সামনে বড়লাটের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া বক্তৃতা শুনিয়াছেন। বোধ হয় অনেকের জানা নাই যে ভি, জে, প্যাটেল যে নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, মভলঙ্কারও সেই কেন্দ্র হইতেই এবার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

একটি কৌতুকজনক ঘটনার উল্লেখ করিয়াই আজিকার মতো শেষ করিব। বড়লাটের বক্তৃতার দিন এক মাত্র আম্বেদকার ও রোল্যাণ্ডস্ ব্যতীত সরকারী সদস্যেরা সবাই মর্ণিং কোট পরিয়া আসিয়াছিলেন। মুস্লিম লীগের জিয়াউদ্দিন আমেদ একজন অনারারী লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্ণেল। তিনি একটি মিলিটারী ইউনিফর্ম্ম পরিয়া পরিষদে খুব গর্ব্বভরে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ যে তাঁহার দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করিল এমন মনে হইল না। আব্দার রহমান সিদ্দিকীতো তাঁহাকে লইয়া রীতিমতো তামাশা করিতেই সুরু করিলেন। জাম সাহেবের ভ্রাতা কর্ণেল হিম্মৎ সিংজী সৈন্যদলের প্রতিনিধি হিসাবে পরিষদে মনোনীত হইয়াছেন। তিনি কিন্তু আচকান ও পাগড়ী পরিয়াই আসিয়াছেন। কারণ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত নয়। স্যার জিয়াউদ্দিন যাত্রাদলের সাজা সেনাপতির মতো ঝুটা লেফ্‌টন্যাণ্ট। কাজেই তাঁহাকে সামরিক পোষাকটা গায়ে বহিয়া বেড়াইতে হয়। পাছে লোকে ভুলিয়া যায়। হিম্মৎসিংজী সত্যিকার সামরিক কর্ণেল। তিনি জানেন, ইউনিফর্ম্ম না পরিলেও তিনি কর্ণেলই থাকেন।

—খেয়ালী

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা
লিমিটেড
শুধু কলিকাতাবাসীদেরই নয়, ইহা সমগ্র ভারতবাসীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক।
বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর ও করাচী ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।
কার্য্যকরী তহবিল
দুই কোটি টাকা
হেড অফিস: ৩, ম্যাঙ্গো লেন
ফোন: ক্যাল ২৭৬৭
ম্যাঃ ডিরেক্টর—
ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত
মোহিনী মিলস্ লিঃ
এই মিলের
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।
১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) — ২নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)
ম্যানেজিং এজেণ্টস্:—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাংলা হইতে আসাম পর্য্যন্ত রেলপথ—ঢাকার সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, বাংলা দেশ হইতে আসাম পর্য্যন্ত একটি নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে। ময়মনসিংহের প্রদ্যোতনগর হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত এই রেলপথ যাইবে। এই সম্পর্কে প্রাথমিক কার্য্যাদি ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

বাড়ী নির্ম্মাণের উপকরণ—প্রকাশ, সাধারণ অবস্থায় বাড়ী নির্ম্মাণকার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট বাড়ী নির্ম্মাণের উপকরণসমূহের উপর হইতে যুদ্ধকালীন বিধি-নিষেধ শিথিল করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, এই উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের যে ৩৫ কোটি ইঁট জমা আছে তাহা বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

চলচ্চিত্রে নেতাজীর জীবনালেখ্য—৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন ইতিহাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার্স নামে এক চিত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের এক ভোজ সভায় ন্যাশনাল থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার সাংবাদিকদের নিকট এই কথা ঘোষণা করেন। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার কাহিনী রচনা করিবেন। উক্ত জীবনালেখ্য দুইটি খণ্ডে বিভক্ত হইবে। প্রথম অংশে ভারতে নেতাজীর কার্য্যকলাপ এবং দ্বিতীয় অংশে ভারতের বাহিরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী প্রদর্শিত হইবে।

ভারতের স্বর্ণে দক্ষিণ আফ্রিকার মুনাফা—দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থসচিব মিঃ জে এইচ্ হফমেয়ার সম্প্রতি বলেন যে, ভারতে স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে মুনাফা করিয়াছেন তাহার সহিত অংশ গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন ট্রেজারী ১০ লক্ষ ৭২ হাজার ১ শত ৮২ পাউণ্ড লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী—কলিকাতায় লাট প্রাসাদে বাংলার গবর্ণর পত্নী মিসেস কেসীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রকলার এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে। উক্ত প্রদর্শনী ১০ই ফেব্রুয়ারী অবধি ৯ দিনের জন্য খোলা থাকিবে।

সিন্ধু গবর্ণমেণ্টের নূতন উদ্যম—২২ কোটি টাকা ব্যয়ে সিন্ধুতে বাঁধ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট রেল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে আরও দুইটি রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এই রেলপথ দুইটির মধ্যে একটি শা' বুন্দার বিভাগে বাথরো এবং চুহর জামালিথেথ হইয়া টাণ্ডো মোহাম্মদ খান হইতে এবং অপরটি টাটা বিভাগে জাংশহি হইতে টাটা এবং মারোতে যাইবে। রেল কর্ত্তৃপক্ষ এই অঞ্চল জরিপ করাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন। জেলায় পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার জন্য সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশন—কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের ব্রহ্ম ও মালয় গমন সম্পর্কে পাশ পোর্টের ব্যবস্থার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ও লণ্ডন ডোমিনিয়ন অফিসের মধ্যে পত্রালাপ চলিতেছে। প্রকাশ, কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনে চারটি ইউনিট থাকিবে এবং প্রত্যেক ইউনিটে একজন ডাক্তার, একজন কম্পাউণ্ডার, একজন নার্স এবং ৭ জন স্বেচ্ছাসেবক থাকিবেন।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন—গত ২৬শে জানুয়ারী বরোদায় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৭ম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যসচিব স্যার আজিজুল হক উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং সিংহল হইতে সমবেত প্রায় ১২৫ জন প্রতিনিধি এবং বরোদার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ অধিবেশনে যোগদান করেন। আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের দুইজন প্রতিনিধি, কলম্বোর একজন প্রতিনিধিও সম্মেলনে যোগদান করেন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের অভাব-অভিযোগ—সম্প্রতি নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায়চৌধুরী ও সহকারী

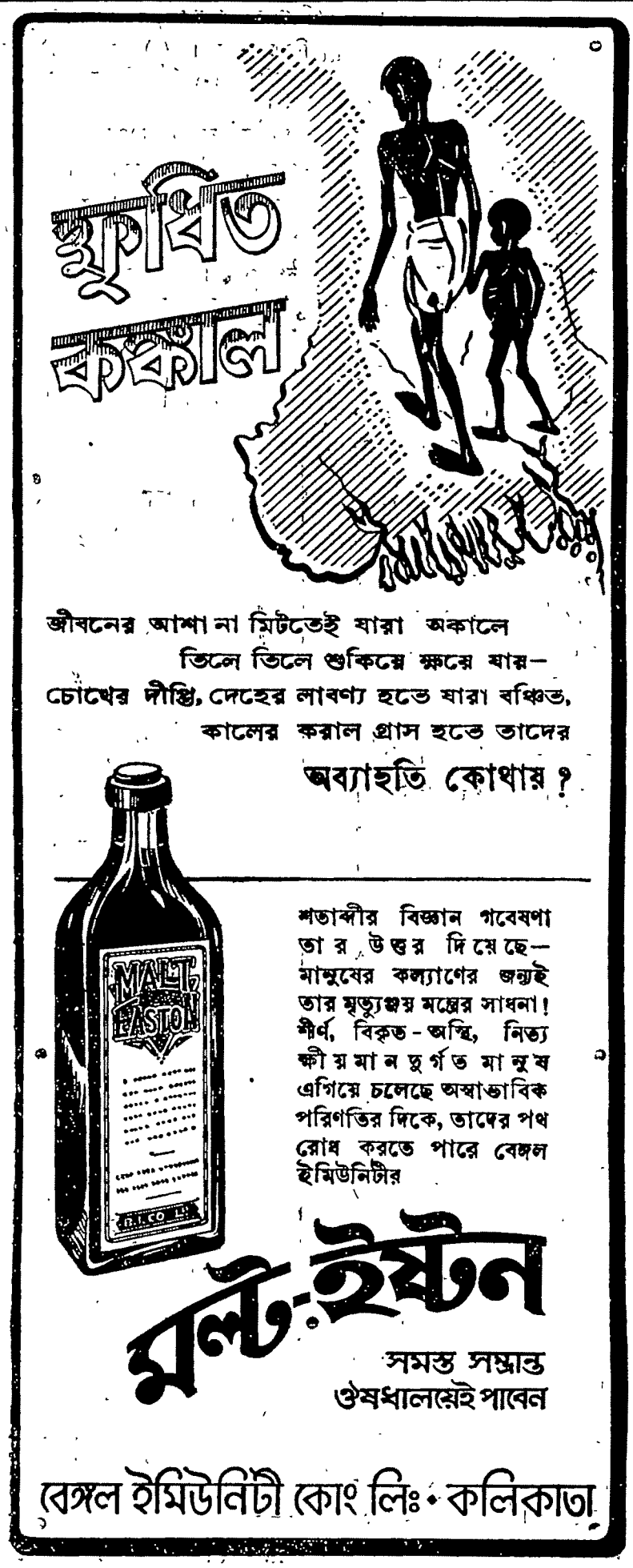

সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার সিংহ শিক্ষকগণের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগের ডিরেকটর মিঃ এ কে চন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শিক্ষকগণের প্রধানতম দাবী বেতন বৃদ্ধির কথায় মাননীয় ডিরেক্টর বলেন যে, বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁহার কোন হাত নাই। বর্ত্তমান বেতন লইয়াই শিক্ষকগণকে তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে বলেন। আনট্রেণ্ড শিক্ষকদের সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি বা অন্যান্য দাবী সম্বন্ধে আমলই দেন নাই। আনট্রেণ্ড শিক্ষকদের ট্রেণিং দেওয়াইবার ব্যবস্থার কথায় তিনি বলেন, যে পদ্ধতি ও যে হারে শিক্ষকদের ট্রেণিং দেওয়া হইতেছে, সেইভাবে এই কার্য্য চলিতে থাকিবে। সার্জ্জেণ্ট স্কীম আগামী দুই বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে কার্য্যকরী হইবে বলিয়া তিনি আশা দেন।

স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ—ভারতের ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁকে আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ের ১৫ জন সদস্যের মধ্যে একজন নির্ব্বাচিত হইবার জন্য মনোনীত করা হইয়াছে।

৫৯ ঘণ্টা ১০ মিনিটে লণ্ডন হইতে টোকিও—বৃটিশ ওভার সীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন অদূর ভবিষ্যতে যে সমস্ত বিমান পথ উন্মুক্ত করিবে, তন্মধ্যে ৫৯ ঘণ্টা ১০ মিনিটে লণ্ডন হইতে টোকিও যাত্রার ব্যবস্থা অন্যতম। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান উপরিউক্ত পরিকল্পনার বিষয় সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন।

আমেরিকায় প্রচারকার্য্য—প্রচার কার্য্যের জন্য ইণ্ডিয়া অফিস কিংবা ভারত গবর্ণমেণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কত লোক নিয়োগ করিয়াছেন এবং সেইজন্য কত ব্যয় হয়, সেই সম্পর্কে মিঃ পি বারষ্টো সম্প্রতি কমন্স সভায় এক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সহকারী ভারত সচিব মিঃ হেণ্ডারসন বলেন যে, ইণ্ডিয়া অফিসের মতানুযায়ী কেবলমাত্র একজনকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহার জন্য প্রতি বৎসর গড়ে ব্যয় হয় ৪৫ হাজার টাকা। ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজের ব্যয়ে ৩ জন অফিসার ও ১৬ জন স্থানীয় কর্ম্মচারীকে নিয়োগ করিয়াছেন। মিঃ হেণ্ডারসন শীঘ্রই মোট ব্যয় সম্পর্কে বিবৃতি দিবেন।

কিরকুক-ত্রিপলী তৈলবাহী পাইপ লাইন—সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে কিরকুক (ইরাক) হইতে ত্রিপলী (লেবানন) পর্য্যন্ত ১২ ইঞ্চি ব্যাসের যে তৈলবাহী পাইপ লাইন আছে, 'ইরাকের তৈল কোম্পানী' তাহার সমান্তরালে ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের অপর একটি তৈলবাহী পাইপ-লাইন স্থাপন করিবে। কিরকুক হইতে হাইফা পর্য্যন্ত নূতন পাইপ স্থাপন করা হইলেই নাকি এই পরিকল্পনা গৃহীত হইবে। ৫ শত ৩০ মাইল ব্যাপী কিরকুক-ত্রিপলী লাইনের কাজ ১৯৪৮ সালে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৯ সালে শেষ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বৎসরে এই লাইনে ৪০ লক্ষ টন তৈল বহন করা যাইবে।

ট্রাম ধর্ম্মঘট সম্পর্কিত সালিশী মীমাংসা—কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর ধর্ম্মঘটে সালিশী বোর্ড যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা বাংলা গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এইরূপ :—

(১) যাহাদের সর্ব্বনিম্ন বেতন ২০৲ টাকা তাহাদের মাহিনার হার সংশোধন করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে। (২) ট্রাফিক কর্ম্মচারী ও ডিপোর কেসিয়ারগণ ২৮৮ দিনের পরিবর্ত্তে ২৮০ দিন কাজ করিবার পর প্রিভিলেজ ছুটি পাইতে পারিবে। (৩) সমস্ত শ্রমিকগণ, কয়েকজন অস্থায়ী কর্ম্মচারী ব্যতীত, যাহারা পুরা এক বৎসর একটানা কাজ করিতেছে, তাহাদের চাকুরী স্থায়ী করিতে হইবে। ভবিষ্যতে যে কেহ একটানা এক বৎসরকাল কোম্পানীতে কাজ করিলেই তাহার চাকুরী স্থায়ী হইবে। (৪) রাজাবাজার ও পার্কসার্কাস কাণ্টিন অনতিবিলম্বে সম্পন্ন করিতে হইবে; বালিগঞ্জ, কালীঘাট, খিদিরপুর ও হাওড়ায় নূতন কাণ্টিন খুলিতে হইবে এবং তিন মাসের মধ্যে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। (৫) কোম্পানীকে কলিকাতা ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে মানিয়া লইতে হইবে।

ভারতে ফল চাষ ও ফল সংরক্ষণ প্রচেষ্টা—প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়ার ফল চাষ সম্পর্কে আধুনিক গবেষণা ও ফল টাটকা রাখার আধুনিক প্রণালী এবং তৎসম্পর্কিত যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে সঠিক ও খুঁটিনাটি বিবরণ জানিয়া আসিবার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সর্দ্দার বাহাদুর সর্দ্দারলাল সিংকে বর্ত্তমান বৎসরের ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠাইতেছেন। সর্দ্দারলাল সিং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে ফল চাষ ও ফল সংরক্ষণের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিতেছেন। তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছিয়া ভারতের আবহাওয়ার উপযোগী ফল চাষের ও ফল টাটকা রাখার যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় কিনা তাহার চেষ্টাও করিবেন।

গবর্ণমেণ্টের মারফতে বিদেশে টাকা প্রেরণ—যুদ্ধের সময়ে বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় ভারত গবর্ণমেণ্ট বে-সামরিক কর্ম্মচারীদের (বে-সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত সামরিক কর্ম্মচারীদেরও) জন্য ইংলণ্ড ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থিত পরিবারবর্গের নিকট বেতনের কিয়দংশ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানে ঐ সমস্ত দেশের সহিত ভারতবর্ষের ডাক চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক হইয়াছে। সেজন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের সহিত পরামর্শক্রমে ভারত গবর্ণমেণ্ট আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ঐ বিশেষ সুবিধা রহিত করিয়া দিবেন, স্থির করিয়াছেন।

সূতী কাপড়
ও ভারতীয় কার্পাস

নূতন সংস্কৃতি

পূর্ব্বে ভারতীয় কার্পাস তূলায় প্রস্তুত ভারতীয় বস্ত্রাদি সমগ্র জগতে পরম সমাদরের সহিত গৃহীত হইত। এ গৌরব অনেকদিন বিনষ্ট হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য বর্ত্তমান রূপ ও রুচি-সঙ্গত আমাদের মিলজাত বস্ত্রসম্ভার আমাদেরই নিজ জমিতে চাষ করা ভারতীয় কার্পাস তূলায় বয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর নিজ জমিতে তূলার চাষ অচিরে আরম্ভ করিবার বন্দোবস্ত বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র মহাশয় এই কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজকুমারী
কটন মিলস লিঃ
১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
ফোন ঃ কলিঃ ৪৪৯৮

RC/5—UPS.

(রাজনৈতিক ৯৪৮ পৃষ্ঠার পর)

কানপুরে, আলমাজা, লিড্ডা প্রভৃতি বিমান ঘাঁটিতে এক সঙ্গে এরূপ ধর্ম্মঘট সবিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিমানবাহিনীর লোকজনের অভিযোগ-সমূহের একটি হইতেছে এই যে, যুদ্ধ শেষ হওয়া সত্ত্বেও এখনও তাহাদের কেন ও কি উদ্দেশ্যে ধরিয়া রাখা হইতেছে তাহা তাহারা জানিতে চায়। বিভিন্ন স্থানের এই ধর্ম্মঘট যে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে মিঃ এটিলির হুমকি ও 'ডেলি মেল' পত্রিকার উষ্মা প্রকাশ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। 'ডেলি মেল' লিখিয়াছেন, "ভারতে, সিংহলে, মিশরে ও প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ বিমান বাহিনীর লোকেরা যে ধর্ম্মঘট করে তাহার পিছনে এক 'গভীর চক্রান্ত' রহিয়াছে।" আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, এই 'গভীর চক্রান্ত'টা কি ও কাহার বিরুদ্ধে এবং কিসের জন্য ?

* * *

পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দলের ভারত সফর শেষ হইয়া আসিল। তাঁহারা দুই চার দিনের মধ্যেই ভারত ত্যাগ করিবেন। দেশে ফিরিয়া তাঁহারা কি বলিবেন বা কি করিবেন এবং কিছু বলিলেও বা করিলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর তাহার বাধ্যবাধকতা কি বা কতখানি তাহা লইয়া আমরা আলোচনা করিব না। এই সম্পর্কে পূর্ব্বেই আমরা জানাইয়াছি, এই 'গুডউইল' মিশনের নিকট আমরা বড় কিছু প্রত্যাশা করি না। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে—এই প্রতিনিধি দল সম্পর্কে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অভিযোগ। তাঁহাদেরই আমন্ত্রণে ডাঃ রায় কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহাদের সঙ্গে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে দেখা করিতে গিয়া সাধারণ শিষ্টতার অভাব দেখিয়া অপমানিত বোধ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ডাঃ রায় সংবাদপত্রে এক বিবৃতিও দিয়াছেন। পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দলে ভাল লোক নাই এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু ডাঃ রায়ের ন্যায় একজন ভারতবিখ্যাত ব্যক্তি যদি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া যথোচিত ভদ্র ব্যবহার না পান, তাহা হইলে বলিতেই হইবে ঐ প্রতিনিধি দলের গঠন ও পরিচালনায় নিশ্চয়ই মারাত্মক ত্রুটি রহিয়াছে।

* * *

বিলাতে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় কমন্স সভার সদস্য মিঃ ডেভিস বলিয়াছেন, "ভারতকে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে তাহা বলপূর্ব্বকই করিতে হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না, শ্রমিকের মজুরীও কখনও বাড়ে না। ...বৃটিশ-রাজের অবস্থা সেখানে মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে। আমরা এখন যত শীঘ্র ভালয় ভালয় সরিয়া পড়ি এশিয়ায় আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল।"

* * *

উক্ত সভায় কমন্স সভার আর একজন সদস্য মিঃ জুলিয়াস সিলভারম্যান মন্তব্য করিয়াছেন, "ভারতবর্ষে আমরা এক আগ্নেয়গিরির শিখরে আছি। ভারতবর্ষকে হয় স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দিবার সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, নতুবা তাহাদিগকে দমন করার জন্য এক নৃশংস সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইবে। ভারতীয় ও ইংরাজ উভয়েরই প্রাণের বিনিময়ে ঐরূপ সংগ্রাম চালাইতে হইবে।"

বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর প্রসার—ইংলণ্ড হইতে ভারতে আমদানী করা সম্পর্কে কতকগুলি জিনিষের উপর হইতে (আমদানী) নিয়ন্ত্রণাদেশ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া ইতি-পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন। সম্প্রতি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আরও কতকগুলি জিনিষের উপর হইতে আমদানী নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। এই জিনিষগুলি কেবল ইংলণ্ডে নয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশ (কানাডা ও নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড বাদে) হইতেও ভারতে আমদানী করা চলিবে। বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্যাদি (কয়েকটি বাদে), পশমী সূতা, লিথোগ্রাফ ও অন্যান্য ছাপাখানার সরঞ্জাম, মোজা, চশমা ও চিকিৎসার অন্যান্য যন্ত্র-পাতি, ধাতু পিণ্ড প্রভৃতি এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত জিনিষ সাধারণ পণ্য আমদানির নিয়ম অনুসারেই আমদানী করা যাইবে বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়—বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পরলোকগত অধ্যাপক অনাথগোপাল সেন মহাশয়ের স্থলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন।

চর্ম্মশিল্প শিক্ষা—চর্ম্মশিল্প শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং উহার বিষয়বস্তুর প্রসার সাধনের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট কয়েকটি পরিকল্পনা অনু-মোদন করিয়াছেন, জানা গিয়াছে। আগামী জুলাই মাসে এই সমস্ত পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ আরম্ভ হইবে এবং দুই বৎসরের মধ্যে কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পরিকল্পনা-গুলি প্রধানতঃ বঙ্গীয় শিল্পতদন্ত কমিটি এবং বঙ্গীয় শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রস্তুত করা হইয়াছে। একটি নূতন রাসায়নিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা এবং বর্ত্তমান বঙ্গীয় ট্যানিং ইনষ্টিটিউটের ষ্টাফে নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা এইগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় ইনষ্টিটিউটের পরিচালনাধীনে ঢাকায় ও চট্টগ্রামে দুইটি চর্ম্মশিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

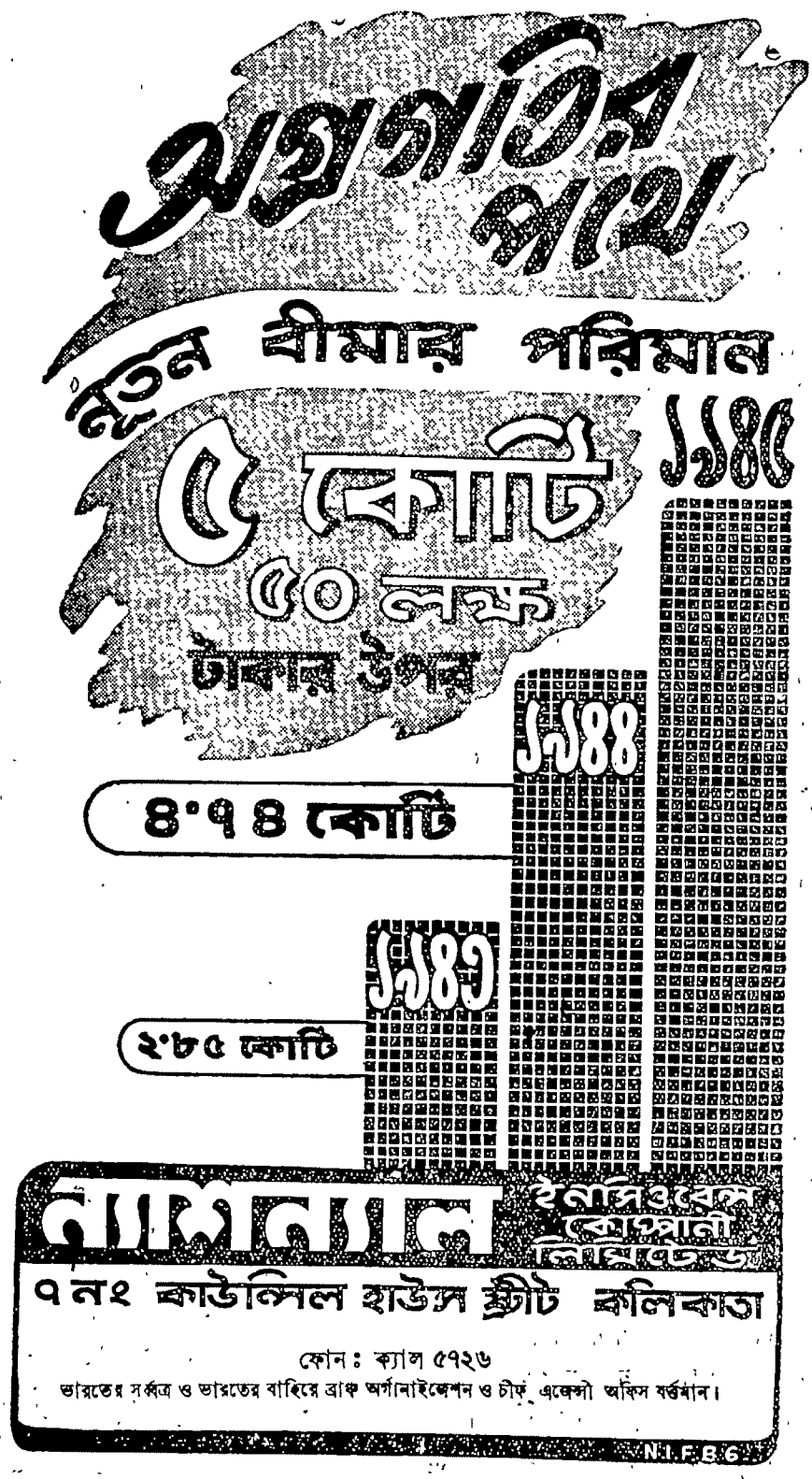

১৯৪৬ সালে বাংলায় পাট-চাষ—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৯৪০ সালে বাংলায় যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল, ১৯৪৬ সালে তাহার শতকরা ৫০ ভাগ জমিতে পাটের চাষ হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৯৪৫ সালে একই পরিমাণ পাটের চাষ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

বিশ্বব্যাপী গম ঘাটতি—প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বিশ্বব্যাপী গম ঘাটতির উপর ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখিবার জন্য পররাষ্ট্র সচিব জেমস বার্ণস, কৃষি, সমর, নৌ ও শ্রম সচিব প্রভৃতির উপর এক নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর দুঃস্থদিগকে খাদ্য দিয়া বাঁচাইবার দায়িত্ব প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জ্জেন্টিনার। তিনি বলিয়াছেন, ঘাটতি অঞ্চলের প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা ১৯৪৬ সালের প্রথমার্দ্ধে ৫০ লক্ষ টন গম কম চালান যাইবে।

রেল ও যানবাহনের সমন্বয় সাধন—রেল পথ এবং স্থলপথে চলাচলকারী অপরাপর যানবাহনের সমন্বয় সাধনের পরিকল্পনাটী কিরূপ অগ্রসর হইতেছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া সে সম্পর্কে একটি তদন্ত বিবরণী পেশ করিবার জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদ সাত জন সদস্যের একটি কমিটী গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী ৩ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এই কমিটীকে তদন্ত বিবরণী দাখিল করিতে হইবে।

সরিষার তৈল ও খইলের সংশোধিত দর—সম্প্রতি কলিকাতা ও হাওড়ার রেশন অঞ্চলে সরিষার তৈল ও খইলের দর নূতন করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশ হইতে আমদানী করা তৈলের দর মণ প্রতি এক টাকা চার আনা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে অপর পক্ষে কলিকাতায় উৎপাদিত তৈলের দর মণ প্রতি আড়াই টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানের সংশোধিত দর হইল :—সরিষার তৈল (ক) পাইকারী (এক্স-মিল) (আলগা) প্রতি মণ চল্লিশ টাকা (খ) পাইকারী ব্যবসায়ীরা গুদাম হইতে (টিনে ভর্ত্তি, টিন ফেরৎ দিতে হইবে) মণ প্রতি চল্লিশ টাকা (গ) যে সব পাইকারী ব্যবসায়ী বিভিন্ন জেলায় সরবরাহের জন্য ক্লিয়ারিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করেন তাহাদের গুদাম হইতে (আলগা) প্রতি মণ সাড়ে একচল্লিশ টাকা। খইল : পাইকারী (এক্স-মিল, ছালা সমেত) প্রতি মণ পৌণে পাঁচ টাকা।

ভারতের উপরে আসন্ন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া—'নিউ ইয়র্ক টাইমসে'র নয়া দিল্লীর সংবাদদাতার প্রদত্ত এক খবরে প্রকাশ, দায়িত্বশীল সরকারী কর্ম্মচারীদের ধারণা যে, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্যের সমতলভূমি নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষাক্রান্ত হইবে এবং তাহার ফলে অন্ততঃ দশ কোটী লোক উহার করাল কবলে নিপতিত হইবে। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আজ বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। জনৈক পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর মতে আসন্ন এই দুর্ভিক্ষের তুলনায় বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর নাকি নিতান্তই তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। ভারতের অনেকেরই আশঙ্কা এই যে, দুর্ভিক্ষে গ্রামে যখন ভারতের লক্ষ লক্ষ নর নারী মরিতে থাকিবে তখনও বাহির বিশ্বে জানিবে 'ভারতে সামান্য একটা দুর্ভিক্ষ হইয়াছে'। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ বিবরণেই সমর্থিত হইতেছে।

বৃটেনের কয়লা-শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত—কমন্স সভার গত ৩০শে জানুয়ারীর নৈশ অধিবেশনে বৃটেনের সমগ্র কয়লা-শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করণের বিলটী বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। বিলটী অগ্রাহ্য করিবার জন্য রক্ষণশীলদলের পক্ষ হইতে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় কিন্তু উহা ৩৫৯-১৮২ ভোটে বাতিল হইয়া যায়। দ্বিতীয় দফায় আলোচনার পর বিলটী গৃহীত হইয়াছে। এই সময়ে কোন ভোট গ্রহণ করা হয় নাই। উৎপাদনের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে খনিসমূহকে নূতনভাবে যন্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত করিবার জন্য এই বিলে মোট পনর কোটী পাউণ্ড বরাদ্দ রাখা হইয়াছে।

বাংলা ত্যাগের প্রাক্কালে শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলীর বিদায় বাণী—সম্প্রতি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া দিল্লী যাত্রার আগে শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"বিবৃতি আর বাণী নেতাদের মুখেই মানায়। কিন্তু মূলতঃ যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহাদের মুখে এ সব বড়ই অদ্ভুত শুনায়। তবুও, বাংলাদেশ যদি ১৯৪৬ সালের উৎসাহ-উদ্যম লইয়া ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে পারে, বৃটিশ সামগ্রীকে পুরাপুরি বয়কট করিতে পারে, একমাত্র তাহা হইলেই বাংলায় দুর্ভিক্ষের মৃত্যুতাণ্ডবের কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ লওয়া হইবে। লক্ষ কোটী বুভুক্ষু নরনারীর সেই কাতর ক্রন্দন, সেই চিত্তবিদারী হাহাকার ধ্বনি আজও ক্ষীণ হয় নাই, কোনদিন হবেও না। আমরা যেন তাদের ভুলে না যাই, চাপা দিয়ে মন্দীভূত করে না তুলি।"

মানব কল্যাণ সম্মেলন—প্রকাশ, বর্ত্তমান মাসে লণ্ডনে যে বিশ্ব 'মানব কল্যাণ সম্মেলন' হইবে তাহাতে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিবেন। বৃটিশ বৈজ্ঞানিকরা এই সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। রয়্যাল সোসাইটীর সভাপতি অধ্যাপক স্যার রবার্ট রবিনসন সম্মেলনের

স্টেণ্ডার্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।
কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে
ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা প্রাপ্ত।
আমাদের
"পেন্‌সন্ সার্টিফিকেটে"
৫,০০০৲ টাকা জমা দিলে
১০,০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।
পত্র লিখিলেই বিস্তারিত জানান হয়।
বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ২১টি শাখা
দ্বারা জাতির সেবায় নিযুক্ত
অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ড
পাইয়াছেন।
১৯৪২ সনে শতকরা ৫৲
১৯৪৩ সনে ,, ৫৲
১৯৪৪ সনে ,, ৭॥০
আর, রায়,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬
কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪
অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জীবনযাত্রার পাথেয়
আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে ?—
হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।
জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে
জীবনবীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।
১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অধ্যাপক এ. ভি. হিল সম্মেলনে বক্তৃতা করিবেন। মানবজাতির কল্যাণ সাধনায় কি প্রকারে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত ও পরিচালিত করা যায় তাহা লইয়া সম্মেলনে আলোচনা করা হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়—কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪৫ সালের নবেম্বর মাসের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, সাময়িক লেনদেন, রেল ও ডাক বিভাগের আদান-প্রদান বাদ দিয়া বর্ত্তমান আর্থিক বৎসর ১৯৪৫-৪৬ সালের প্রথম আট মাসের ব্যয় আয় অপেক্ষা একশত একান্ন কোটী পঁচিশ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয় এক শত বিয়াল্লিশ কোটী পঁচাত্তর লক্ষ টাকা বেশী ছিল। আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে সাড়ে ছাব্বিশ কোটী টাকা, কিন্তু সামরিক ব্যয় বাড়িয়াছে প্রায় পৌণে ছাব্বিশ কোটী টাকা এবং বেসামরিক ব্যয় বাড়িয়াছে সওয়া নয় কোটী টাকা। এই আট মাসে সামরিক ব্যয় হইয়াছে মোট দুই শত একষট্টি কোটী পঁচিশ লক্ষ টাকা। স্থায়ী ঋণের পরিমাণও প্রায় দুই শত পঁচিশ কোটী পঁচাত্তর লক্ষ টাকা।

বোম্বাই-এ উচ্চ মূল্যের ব্যাঙ্কনোট বিনিময়—প্রকাশ, উচ্চ মূল্যের ব্যাঙ্কনোট (বাতিল) আইন জারী হইবার পর হইতে বোম্বাইতে মোট পঁচাশি কোটী টাকার উচ্চ মূল্যের নোট ভাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনুমান করা হইতেছে যে, এই আইন জারী হইবার কালে জনসাধারণের মধ্যে যে আনুমানিক মোট একশত ষাট কোটী টাকার উচ্চ মূল্যের নোট প্রচলিত ছিল তাহার শতকরা তিপ্পান্ন ভাগ ভাঙ্গান হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বোম্বাই শাখাতে মোট পঁয়তাল্লিশ কোটী টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অনুমান করা হইতেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অপরাপর শাখাতে প্রায় ত্রিশ কোটী টাকার উচ্চ মূল্যের ব্যাঙ্কনোট ভাঙ্গান হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইম্পেরিয়্যাল ব্যাঙ্কও দশ কোটী টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া দিয়াছে।

কাশীতে নোট ভাঙ্গানী—কাশীর খবরে প্রকাশ যে, গত ২৬শে জানুয়ারী ইম্পেরিয়্যাল ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখায় পাঁচ শত ব্যক্তি মোট চল্লিশ লক্ষ টাকার উচ্চ মূল্যের নোট ভাঙ্গাইবার উদ্দেশ্যে জমা দিলে প্রায় প্রত্যেকেই নোটের ভাঙ্গানী পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে একজনই এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া লইয়াছেন।

কানপুরে নোট বিনিময়—গত ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কানপুর শাখা মোট পঞ্চাশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাঁচ শত টাকার উচ্চ মূল্যের নোট ভাঙ্গাইয়া দিয়াছে।

পরলোকে অর্থনীতিবিদ্ শ্রীযুক্ত ভি. জে. কালে—বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য অধ্যাপক ভি. জে. কালে অল্প কয়েক দিন রোগ ভোগ করিয়া একাত্তর বৎসর বয়সে গত ২৬শে জানুয়ারী পুণাতে পরলোক গমন করিয়াছেন। অধ্যাপক কালে ১৯২৩ সালে শুল্ক সমিতির (Tariff Board) সদস্য ছিলেন। ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি, পল্লী উন্নয়ন সমিতি এবং খাদ্য উপদেষ্টা সমিতি (Food Advisory Committee) প্রভৃতি বোম্বাই সরকারের কয়েকটি কমিটীর সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি গোয়ালিয়র সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন।

ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের পাঁচ পাউণ্ডের পুরাতন নোট বাতিল—লণ্ডনের খবরে প্রকাশ যে, ১৯৪৪ সালের ২রা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে পাঁচ পাউণ্ড মূল্যের যে সমস্ত নোট ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড কর্ত্তৃক প্রচারিত (ইস্যু) হইয়াছিল সেই সব নোট আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে বাতিল করিয়া দেওয়া হইতেছে; অবশ্য ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের সদর অফিস হইতে ১লা মার্চ্চের পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত এই নোট বদলাইয়া দেওয়া হইবে।

ভারতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সরকারী সমাপ্তি—একটী সরকারী ঘোষণায় প্রচার করা হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সরকারী পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

কর ভার (Incidence of taxation) তদন্ত কমিটী—প্রকাশ, ভারতবর্ষের করভার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য ভারত সরকার শীঘ্রই একটি তদন্ত কমিটী গঠন করিতেছেন। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের করভার এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের মধ্যে আয়ের পুনর্ব্বণ্টনের বিষয়টিও সম্ভবতঃ এই কমিটীকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

মূল্য কমিল !!!
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।
লিখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
ও গোধুলিয়া, বেনারস।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—
(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)
হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭
CALCUTTA CITY BANK LIMITED
—শাখাসমূহ—
বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, আরামবাগ, চাঁপাডাঙ্গা, মিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, দীঘিরপাড়, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, নাথনগর, দ্বারভাঙ্গা, রায়পুর, পাটনা, পাটনা সিটি, ভিজয়ানাগ্রাম বোলাঙ্গীর, কাটাবঞ্জী (পাটনা ষ্টেট), নাগপুর, সম্বলপুর।

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :- ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
শাখা
গৌহাটি, তেজপুর, নলবাড়ী, মাজবাট, বর্দ্ধমান, জামসেদপুর, বহুবাজার।
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জে, কে চৌধুরী এম,এ, প্রিন্সিপাল বিদ্যাসাগর কলেজ—
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এস, কে চক্রবর্ত্তী বি,এ,

SREE BANK LIMITED
শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
: শাখাসমূহ :
কলিকাতা—শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, বহুবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, বজ্‌বজ্‌, ল্যান্সডাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ডায়মণ্ডহারবার।
আসাম—সিলেট। বাংলা—সিলিগুড়ি, কার্সিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর।
বিহার—ঘাটশীলা, মধুপুর। দিল্লী—দিল্লী ও নয়াদিল্লী।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্
সুধাংশু বিশ্বাস
সুশীল সেনগুপ্ত

কোম্পানী প্রসঙ্গ

জয়ন্তী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ

অন্যত্র জয়ন্তী টেক্সটাইল মিলস লিঃর বিবৃতি-পত্র প্রকাশিত হইল। ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া এই কোম্পানী রেজেষ্টরী-কৃত হইয়াছে এবং কোম্পানীর প্রমোটারবর্গ উহার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকার শেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন। আসানসোলে এই কোম্পানীর কল প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উহাতে ৬ শত তাঁত ও ২৫ হাজার টাকু বসান হইবে বলিয়া পরিচালকবর্গ স্থির করিয়াছেন। আসানসোলে সস্তায় জমি, কয়লা ও মজুর পাওয়া যাইবে বিধায় কাপড়ের কল স্থাপনের পক্ষে উহা একটী প্রকৃষ্ট স্থান বলা যাইতে পারে। কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মধ্যে ব্যবসা ও শিল্পে অভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি রহিয়াছেন। মেসার্স আর বি বসু এণ্ড সন্স এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস এবং ২ নং চার্চ্চ লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় উহাদের অফিস অবস্থিত। বাঙ্গলায় কাপড়ের কলের যে অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহাতে উক্ত কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ে কোম্পানীর উদ্যোক্তাদিগকে কোন বেগ পাইতে হইবে না বলিয়া আমরা মনে করি।

বীমা আইন ও প্রভিডেণ্ট কোম্পানী

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে আগামীতে যে বীমা আইন সম্বন্ধে আলোচনা উঠিবে তাহাতে ভারতীয় প্রভিডেণ্ট কোম্পানীসমূহের স্বার্থরক্ষা বিষয়ে তদ্বিরের জন্য ১৫নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ কলিকাতাস্থ প্রভিডেণ্ট ইনসিউরেন্স কোম্পানীজ এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার তরফ হইতে একটী প্রতিনিধি দল শীঘ্রই দিল্লী যাইবেন স্থির করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়া জেনারেল কনষ্ট্রাকশন কর্পোরেশন লিঃ

গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে' নূতন যৌথ কোম্পানীর তালিকায় উক্ত কোম্পানীর নামের পার্শ্বে "প্রোপ্রাইটর—মিঃ বি, এন, রায়"—এইরূপ লেখা হইয়াছে; ঐ স্থানে "প্রোমোটার—ডাঃ বি, এন, দে" হইবে।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃর হেড অফিস গত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে পাণিহাটী হইতে ৩২নং থিয়েটার রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিঃ

হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নূতন বালীগঞ্জ অফিস, ১৭০ নং রাসবিহারী এভেনিউ (ফোন—পি কে ২৬৩৪) স্থানান্তরকরণ উৎসব গত ২৭শে জানুয়ারী (১৯৪৬) হইয়া গিয়াছে। ঐ উৎসবে বিচারপতি মিঃ পি, বি, চক্রবর্ত্তী পৌরোহিত্য করেন এবং ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি এবং প্রধান অতিথি মহাশয় উভয়েই ব্যাঙ্ক ব্যবসা সংক্রান্ত সারগর্ভ বক্তৃতা দেন এবং হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ক্রমোন্নতির এবং তাহার পরিচালকবর্গের ভূয়সী প্রশংসা করেন। উক্ত ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ পি সি রায় ব্যাঙ্কের কর্ম্মপদ্ধতি এবং ইহার পরিচালকমণ্ডলীর কর্ম্মতৎপরতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। উক্ত উৎসবে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন:—রায় বাহাদুর মল্লিনাথ রায় চৌধুরী, মিঃ এস সি, গুহ এডভোকেট, মিঃ কে ডি ঘোষ, ডাঃ স্নেহময় দত্ত, প্রোঃ এন, এম, বসু, রায় বাহাদুর এন, সি, গাঙ্গুলী, মিঃ এস কে গাঙ্গুলী এবং অন্যান্য অনেকে। উক্ত ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ পি সি রায় এবং নূতন এজেণ্ট মিঃ এস সি কুণ্ডু উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সুখ ও সুবিধার প্রতি সবিশেষ যত্নবান ছিলেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

মডার্ণ প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিসার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ প্রণবকুমার সাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫ ও ৬; হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

ক্যালকাটা ট্রেডার্স লিঃ—দিল্লী হইতে স্থানান্তরিত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ফার্ণডেইল লিঃ— ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ অমিয়মোহন রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। হোটেল ও রেষ্টুরেণ্টের ব্যবসা।

ইউ, কে, সি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বরদা উকিল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৩, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা।

শ্রীবিজয় কেমিকেল এণ্ড সেলুলয়েড ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ ভি শেঠ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক, ঔষধ বিক্রেতা এবং রং, ভেষজদ্রব্য, গদ, তৈল এবং আচার প্রভৃতির ব্যবসায়ী।

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের তৈয়ারী

রবারক্লথ	হটওয়াটার ব্যাগ	আইস ব্যাগ
এয়ার রিং	হাওয়া ভরা বালিস	এয়ার কুশন
ডাক্তারী দস্তানা	গাম বুট	ওভার শু

ইত্যাদি

এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

হেড অফিস: ৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।

বিক্রয়-কেন্দ্র: ১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রূপছায়া লিঃ—ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—মিঃ অলোকনাথ বাগচী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। থিয়েটার ও ফিল্ম সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

অরোরা এণ্ড সেহগল লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দীননাথ অরোরা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, কমার্শিয়েল বিল্ডিংস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। সাধারণ সওদাগরী ও কনট্র্যাক্টরীর ব্যবসা।

হেনা কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আবুল সফিউল্লা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৪, ফিয়ার লেন, বৌবাজার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। বিল্ডার ও কনট্রাক্টর।

লছমী কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ হরিকৃষ্ণ সাদনী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। কয়লা-খনি মালিক।

দি রাজসাহী ট্রেডারস্ সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি-কে সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—ঘোড়ামারা, রাজসাহী। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। থিয়েটার, সিনেমা ম্যানেজার ও মালিক।

রঞ্জন কেমিকেল ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬২।৩।১ এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

এভারেষ্ট ফিল্মস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ই আর গুহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ফিল্ম সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

গৌরীশঙ্কর টি এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর-মিঃ গিরিজাকান্ত রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৬ লক্ষ টাকা। চা-চাষ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ইলেকট্রিক ফিটিংস্ কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ চিরঞ্জীলাল ঝুনঝুনওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ট্যাংরা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার, কনট্রাক্টর ও সূত্রধরের ব্যবসা।

ভারত অয়েল ক্লথ এণ্ড রাবার ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ হীরেন্দ্রলাল অধিকারী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। অয়েল ক্লথ, রাবার ক্লথ ও ওয়াটার প্রুফ প্রস্তুতীকরণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

শিব ইলেকট্রিক কোং, লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে পাল চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১০-বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ার ও মিকানিকেল ইঞ্জিনিয়ার।

এসরটেড ইণ্ডাষ্ট্রীজ ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে পাল চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১০, বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেণ্ট, ম্যানেজার ও সেক্রেটারী।

ওয়েষ্টার্ণ পেইণ্ট ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পরেশচন্দ্র ভৌমিক। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রং এবং বার্ণিসের ব্যবসা।

ইষ্টার্ণ মেসিনারী এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিনোদ চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

এ্যাডক্র্যাক্ট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সি কে চাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস - পি ৬, মিশন রো, এক্সটেনশন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। নিউজ পাবলিসিটি এবং এডভারটাইজিং এজেণ্ট।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

হোসিয়ারপুর-দোয়াব ব্রাঞ্চ রেলওয়ে কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪৸০ আনা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪৷৷০ আনা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

নববর্ষের দিনপঞ্জিকা

আমরা রূপছায়া লিমিটেড, রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে ইংরেজী নববর্ষের সুদৃশ্য দেওয়াল পঞ্জিকার ধন্যবাদ সহকারে প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

AAA 461

ভারতবর্ষ কী ক'রে বছরে আরো ৩০,০০,০০০ টন শস্য পেতে পারে

এর নাম চেলোপোকা (আকার অনেক বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে) চেলোপোকা, অপরাপর পোকা, ইঁদুর আর ভিজে-বাতাস, ইত্যাদিতে আমাদের মোট আবশ্যকীয় শস্যের শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি নষ্ট করে ফেলে। আমাদের অসাবধানতার জন্যই চেলোপোকারা পরিপুষ্ট হয়, আর প্রতি বছর হাজারে হাজারে বাড়ে।

আসল চেহারা

খারাপভাবে গুদামজাত করবার জন্য প্রতি বছর ৩০,০০,০০০ টন শস্য নষ্ট হয়। ভিজে-বাতাস, ইঁদুর আর পোকা প্রভৃতিতে প্রতি বছর ভারতের প্রত্যেক লোকের ভাগ থেকে ৮ সের ক'রে শস্য চুরি করে নিচ্ছে। শস্য গুদামজাত করবার এই সব বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকরী নিয়মগুলি সকলে মেনে চললে এই অপচয় নিবারণ করা যেতে পারে, এবং তা করতেই হবে:—

কী কী করবেন

গুদামজাত করবার আগে সব শস্য পরিষ্কার করবেন ও শুকিয়ে নেবেন।

কেবলমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুদামে শস্য মজুত করবেন: মেঝে ও দেওয়াল ঘষে' সাফ করবেন, দেওয়ালে চুণকাম করবেন এবং গুদামঘর রূপে ব্যবহারের আগে তার দেওয়াল ও মেঝের সব গর্ত ও ভাঙা জায়গাগুলি মেরামত ক'রে নেবেন।

যে-গুদামে জল ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন।

যে-গুদামে ইঁদুর ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন: সিমেণ্ট এবং ভাঙা কাঁচের কুচি দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দেবেন: তারের জাল দিয়ে নর্দমার ছিদ্রগুলো ঢেকে দেবেন: দরজাগুলো আঁটসাট লাগে কি না দেখে নেবেন।

যেখানে সম্ভব, শস্য আলগাভাবে মজুত করবেন: যদি বস্তাবন্দী ক'রে মজুত করতেই হয় তবে লক্ষ্য রাখবেন বস্তাগুলো যেন পরিষ্কার থাকে, যেন মেঝের উপর ফেলে রাখা না হয় এবং দেওয়াল ঘেঁসে না থাকে।

শস্যগুলো নিয়মিত পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, এবং শীতকালে আলো বাতাসের জন্য সব ঘুলঘুলিগুলি খুলে' দেবেন।

কী কী করবেন না

নোংরা গুদামে, ময়লা বস্তায় কিংবা ইঁদুরে-খাওয়া, পোকা-ধরা শস্যের পাশে ভালো শস্য রাখবেন না।

ভিজে অবস্থায় শস্য গুদাম-ঘরে তুলবেন না।

গুদাম-ঘরের ভিতরে বা কাছে জল, জঞ্জাল, পুরানো বস্তা, নোংরা মাদুর পড়ে' থাকতে দেবেন না।

গুদাম-ঘরের পাশে শস্য পরিষ্কার করবেন না।

শীতের সময় চার মাসের বেশি, কিংবা বর্ষার সময় তিন মাসের বেশি, শস্য গুদাম-ঘরে বস্তাবন্দী রাখবেন না।

খোলা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে শস্য ফেলে রাখবেন না।

শস্য বাঁচানোই দেশের সেবা

নিউ দিল্লী থেকে, ফুড ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১লা ফেব্রুয়ারী—কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থার আলোচ্য সপ্তাহেও কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই; বাজারে চাহিদার তুলনায় টাকার যোগান এসপ্তাহেও বেশীই ছিল। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে 'কল' টাকার লেনদেন হইয়াছিল তাহার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা এবং বোম্বাই-এ শতকরা ।০ আনাই বহাল ছিল। গত সপ্তাহের তুলনায় ভারত সরকারের ট্রেজারীবিলের টেণ্ডারের পরিমাণে আলোচ্য সপ্তাহে আরও বেশী উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। গড়পড়তা সুদের হারও অপরিবর্ত্তিতই ছিল। গত ২৯শে জানুয়ারী মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী-বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, মোট ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৸৵৩ পাই দরের সমুদয় টেণ্ডার গৃহীত হয়। মোট ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক ।৶০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বোম্বাই-এ সকাল ১১টা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত এবং অপরাপর কেন্দ্রে আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৪ কোটী টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী-বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিন টাকা জমা দিতে হইবে। অপরাপর সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ২৫শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যুবিভাগের অনুকূলে মোট ২ কোটী ৪১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

সারা সপ্তাহে 'রেমিট্যান্সের' জন্য খুব চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিনিময় বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নাই। বিনিময় বাট্টার হারেও কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বাট্টার হার নীচে দেওয়া হইল :—

টেলি: হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শি:	৫৩½ পে:
ঐ দর্শনী (" ")	" "	" "
ডি এ তিন মাস (")	১ শি:	৬৩⅞ "
ডি এ চার মাস (")	"	৬৩⅝ "
ডলার (প্রতি শত)		৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১৮ই জানুয়ারীর হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৩৬ কোটী ৫৮ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল, ১২২৬ কোটী ৫৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। গত ১৮ই জানুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৯১ কোটী ২৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ও ২৮১ কোটী ১৪ লক্ষ ১ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭৮ কোটী ২৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ও ২৮০ কোটী ৯৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১লা ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম তিন দিন কলিকাতার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কর্ম্মপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণের সংখ্যাধিক্যের দরুণ প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সোনা-রূপা এবং শেয়ার বাজারের ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অর্ডিন্যান্স জারীর সম্ভাবনার গুজব কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ার দরুণ আলোচ্য সপ্তাহের বৃহস্পতিবার শেয়ার বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে অস্থিরতা দেখা দেয়; ফলে প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহেরই মূল্য হ্রাস ঘটে। অদ্য শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে গতকল্যকার তুলনায় প্রথম দিকে শেয়ারসমূহের দর সামান্য বৃদ্ধি পাইলেও, শেষের দিকে প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের দরের উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটে। ইঞ্জিনিয়ারিং, চটকল এবং অন্যান্য বিবিধ বিভাগের বিকিকিনি বৃদ্ধি এবং এই সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের দরের উঠানামাই আলোচ্য সপ্তাহের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনির অবস্থার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া না উঠিলেও, মূল্যের দিক হইতে কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের উন্নতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৮।০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল। শতকরা ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০৩৸০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৭০-৭৫) ৯৮॥০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৯৯৸৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৭) ১০১॥৵০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র ১১৩৸৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজকর্ম্ম বেশ ভাল হইয়াছে। বিশিষ্ট চটকল কোম্পানী কর্ত্তৃক বোনাস দেওয়ার সম্ভাবনার দরুণই আলোচ্য সপ্তাহে লাভান্বেষিগণ জনপ্রিয় চটকল শেয়ার ক্রয়ব্যাপারে বিশেষ তৎপর হন; ফলে আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের দর উঠানামা করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে অকল্যাণ্ড ৪৪৬৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৬৩৫৲ টাকা, কামারহাটি ৯৬৮৲ টাকা, নদীয়া ১০২৲ টাকা, প্রেসিডেন্সী ১৫।৵০ আনা, রিলায়েন্স ১০৮॥০ আনা, কাঁকনাড়া ৮০৭৲ টাকা, হাওড়া ১২৪৶০ আনা, এলায়েন্স ৮৫২৲ টাকা, ডালহৌসী ৪৫৮৲ টাকা, বজবজ ৬৮৩৲ টাকা, এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৪০৬৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

কয়লা খনি—গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের কাজ-কর্ম্ম তেমন হয় নাই। বরাকর ৪৯।/০ আনা, তালচের ১৩৵০ আনা, বালীগঞ্জ ৬৫।০ আনা, ইকুইটেবল ৮০॥০ আনা, সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ৪৭॥০ আনা এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৪৭৸৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের বিকিকিনি খুব সন্তোষজনক না হইলেও, মূল্যের দিক হইতে সামান্য উন্নতি দেখা যায়। সেণ্ট্রাল কাছাড় ১৫২ টাকা, তেজপুর ২৯৸০ আনা, হাতী-

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা সিটী।

পে-অফিস : গিরকাদিম।

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য এবং অদ্যকার দিনের সর্বপ্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির সঙ্গে তাল রেখে চলবার উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধানকল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট ও সজাগ।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এবং শাখাসমূহ।

ক্ষিরা ৩৭৲ টাকা, লেবং এণ্ড মিনাবেল ১৪৲ টাকা, এবং বিশ্বনাথ ৪৯॥০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধি এবং এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দরের উঠানামাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৫৫॥০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৪৬৲ টাকা, কুমারধুবী ১২॥৵০ আনা, ব্রেইতওয়েইট ১৬৸০ আনা, জেসপ ৩১॥৴০ আনা, ন্যাশনাল আয়রণ ১৩৲ টাকা, হিন্দুস্থান মোটরস্ ১০।৴০ আনা এবং ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ১৯৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে উঠিয়াছিল।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি হয় নাই। বঙ্গেশ্বরী ৭৸৵০ আনা, বঙ্গশ্রী ১৫৲ টাকা, কেশোরাম ২২৵০ আনা, বাসন্তী ১৬৲ টাকা, কাণপুর টেক্সটাইলস ১৩।৵০ আনা এবং নিউভিক্টোরিয়া ৮॥৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের প্রায় সমস্ত শেয়ারসমূহের তেমন বিকিকিনি হয় নাই। বেলসুন্দ ১৬॥৵০ আনা, চম্পারণ ৪৪।০ আনা, কেরু এণ্ড কোং ৩৪।০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১লা ফেব্রুয়ারী—বর্ত্তমান বৎসরের গোড়া হইতে কলিকাতায় পাটের বাজারে যে দর বৃদ্ধি সুরু হইয়াছে আলোচ্য সপ্তাহে তাহার কোন অবনতি ঘটে নাই।

গত কয়েক সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে পাটের রপ্তানী বাজারে সর্ব্বাধিক কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয়, সর্ব্বাধিক পরিমাণে কাজ-কারবার চলে। সম্মিলিত জাতি সাহায্য ও পুনর্গঠন পরিষদের (U. N. R. R. A.) তরফ হইতে প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর পাটের জন্যই অধিক পরিমাণ 'অর্ডার' আসিয়াছে। মিল গ্রেড ফার্ষ্ট-এর দর ছিল ৮৬৲ টাকা, রেডস ৯২৲ টাকা, মিল লাইটনিংস ৭৮৲ টাকা, মিল হার্টস্ ৭০৲ টাকা এবং আউট পোর্ট তোষার দর ছিল ৭৯৲ টাকা। বৃটেন হইতেও কিছু কাজের 'অর্ডার' আসিয়াছে—ইহাতে রেডস-এর দর দেওয়া হইয়াছে ৮৯৲ টাকা ফার্ষ্ট ৭৬৲ টাকা হইতে ৭৭॥০ আনা, লাইটনিংস্ ৭১৲ হইতে ৭২৲ টাকা এবং ডাণ্ডি তোষা ৮৬৲ টাকা। এন, সি, কাটিংস্ এবং এম, সি, কাটিংস-এর দর ছিল, যথাক্রমে ৪১৲ টাকা ও ৪০৲ টাকা। তবুও বাজারে সরবরাহ সেরূপ বেশী ছিল না। ফাটকা বাজারেও বিশেষ 'তেজী'ভাব পরিলক্ষিত হয়।

আলগা পাটের বাজারে তীব্র চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট কাজ-কারবার হইয়াছে। ইউরোপীয় প্যাকিং-এর মিডলস্ এবং বটমস্ প্রতি মণ প্রথমতঃ যথাক্রমে ১৬৸০ আনা ও ১৩৸০ আনা দরে বিক্রয় হয়, পরে উক্ত মাটা পাটের জন্য সর্ব্বোচ্চ মূল্য মণ প্রতি যথাক্রমে ১৭৲ টাকা ও ১৪৲ টাকাই দেওয়া হয়। সুপারভাইজড্ ও মেঘনা অঞ্চল জাতের মিডলস প্রতি মণ ১৬॥০ আনা ও বটমস প্রতি মণ ১৩॥০ আনা দরে বিক্রয় হয়, পরে দর আরও ।০ আনা বাড়িয়া যায়। অবশ্য বন্ধের মুখে বাজার আবার ।০ আনা পড়িয়া যায়। সুপারভাইজড্ ময়মনসিংহ অঞ্চল জাতের মিডলস প্রতি মণ ১৬।০ আনা ও বটমস্ প্রতি মণ ১৩।০ আনা দরে বেচাকেনা হইয়াছে, পরে দর আরও ।০ আনা বাড়ে। ডিষ্ট্রিক্ট তোষা শ্রেণীর মিডল ও বটমস্-এর দর ছিল যথাক্রমে ১৬॥০ আনা ও ১৪॥০ আনা, পরে মিডলস্-এর দর হয় প্রতিমণ ১৭৲ টাকা এবং স্পেশ্যাল বটমস্-এর দর হয় ১৫৲ টাকা। মফঃস্বলের বাজারেও বেশ তেজীভাব লক্ষিত হয়।

চটের বাজারে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কোন 'ডেলিভারি' পাওয়াই যায় নাই। এপ্রিল/জুন নাইন পোর্টার ও ইলেভেন পোর্টারের যথেষ্ট কাজকারবার হইয়াছে। জুলাই/সেপ্টেম্বরের কিছু বেচাকেনা হইয়াছে। সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সব দরই ছিল খুবই চড়া। 'হেভি গুডসের' দাম চড়া থাকিলেও কাজকারবার কমিয়াছে। 'বি' টুইনের দর ছিল ৬৫।০ আনা, ফেব্রুয়ারী/মার্চ্চ ৬৪।০ আনা এবং এপ্রিল/জুন ৬৩৲ টাকা।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১লা ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায়ও উল্লেখযোগ্য তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ভারত গবর্ণমেণ্ট সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও অর্ডিন্যান্স জারী করিবেন, কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে এইরূপ মনোভাব অভিব্যক্ত হইলেও লাভান্বেষিগণ বে-পরোয়াভাবে সোনা ক্রয় করার ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির প্রধানতম কারণ। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণ সোনা লুকাইয়া রাখা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলিয়া চোরাবাজারের ব্যবসায়িগণ যে কোন মূল্যেই সোনা মজুদ করার জন্য আলোচ্য সপ্তাহে অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রদর্শন করার দরুণও আলোচ্য সপ্তাহে অতিরিক্ত সোনার মূল্যবৃদ্ধি হয়। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ দর দাঁড়াইতেছে যথাক্রমে ৯৪৸৵০ আনা ও ৯৪॥০ আনা। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ৮৯৸০ আনা ও ৮৯॥০ আনা।

রূপা—সোনার দরের উন্নতির সঙ্গে সম্যক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও উল্লেখযোগ্য তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ১৩৮৸০ আনা ও ১৩৭।৵০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা উভয় বাজারেই ১৪৩৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন :Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস, বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ) ও চাইবাসা।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,১৮,৯০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৬,০৯,৩০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৫ তারিখে) ৯৭,৩৬,৬৭,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এইচ্ সি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেন্টস্ : বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেন্ট : দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট ; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট ; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; হাটখোলা—৭৫, শোভাবাজার ষ্ট্রীট ; ভবানীপুর—৮-এ; রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুল্টী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মোগাল্কিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংখি, বক্সার। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৫শে জানুয়ারী	২৮শে জানুয়ারী	২৯শে জানুয়ারী	৩০শে জানুয়ারী	৩১শে জানুয়ারী	১লা ফেব্রুয়ারী
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৮৯৸০	৯৩॥০	৯৪৸/০	৯৪৸/০	৯৩/০	৯২/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	৯৩৲	৯৪॥০	৯৪॥০	৯৪৲	৯২।০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৮॥০	১৪০৸০	১৪৩৲	১৪১॥০	১৪২।০	১৪২।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	১৪১৲	১৪৩৲	১৪২॥০	১৪২।৵০	১৪২॥০
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৬৩॥৵০	৬৪॥০	৬৫৲	৬৫৲	৬৪৸০	৬৪।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	৬৭৲	৬৭৲	৬৮৲	৬৬৲	৬৫৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	—	—	—	৯৮।০	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০৩।৵০	১০৩॥/০-১০৩॥০	১০৩॥/০-১০৩।৶০	১০৩॥/০-১০৩।/০	—	১০৩৸০-১০৩৲
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	৯৯৸৶০	৯৯৸৵০	—	৯৮৸/০	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	৯৮৸৶০-৯৮৸/০	৯৯/০	৯৯/০-৯৮৸৶০	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	১১৩॥৶০	১১৩॥/০	১১৩৸৵০	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫৩॥৵০-৫৩৶০	৫৪॥৶০-৫৩৸/০	৫৫॥০-৫৪৸/০	৫৫।৶০-৫৪।৶০	৫৪৸০-৫৪৵০	৫৪।৵০-৫৩॥/০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৪৪৵০-৪৩৸/০	৪৫৲-৪৪।৵০	৪৫৲-৪৪৸০	৪৫৸/০-৪৫/০	৪৫৸০-৪৪॥/০	৪৪৸৶০-৪৪।/০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১২॥৵০-১২৵০	১২॥/০-১২৶০	১২॥৵০-১২।০	১২॥৵০-১২॥/০	১২॥০-১২।/০	১২॥০-১২।/০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৬॥০	১৬॥০-১৬।/০	১৬॥৵০-১৬।০	১৬॥৵০	—	১৬৸০
জেসপ ...	৩০৸৵০-৩০৸/০	৩১/০-৩০৸০	৩১।/-৩১।০	৩১॥/০-৩১।০	৩১।৶০-৩১৵০	৩১॥০-৩১৶০
মার্শালস ...	৮৸০	৮৸৶০-৮৸০	৯/০-৮৸৵০	৯/০-৮৸৵০	৮৸৵০-৮॥৶০	৮৸৵০-৮৸০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২৸৶০-১২॥০	—	১৩৲-১২৸০	—	১২।৵০	১২॥০-১২।০
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস ...	—	১০।০-১০৶০	—	১০।/০-১০।০	—	—
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	—	১৯৲-১৮৲	—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৮৲-৭৸/০	৮৵০-৭৸৵০	৮৵০-৭৸৵০	৮/০-৭৸৵০	৭৸৶০-৭৸/০	৭৸৶০-৭৸০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৫/০-৪৸৵০	৫৶০-৪৸৶০	৫।/০-৫৲	৫৶০-৫৲	৫৵০-৪৸৶০	৫৵০-৪৸৶০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫৭৲-১৫৫৲	১৫৭৲-১৫৬৲	১৫৭৲-১৫৬॥০	১৫৭॥০-১৫৬৲	১৫৭৲	১৫৭৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৯০॥০	৯১॥০-৯১৲	৯২॥০-৯১॥০	৯২॥০-৯০৲	৯২॥০-৯১॥০	৯২৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৬৸০-১৬॥৵০	—	১৬।০-১৬৶০	১৬।০	—	১৬।০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪॥৵০-১৪॥০	১৪॥/০-১৪॥০	১৪॥৵০-১৪॥০	১৪॥০-১৪।৶০	—	১৪॥/০-১৪॥০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫৵০	১৫।০	১৫৵০-১৫৲	১৫৵০-১৫৲	১৫৲	১৫৵০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	৩৪৸০-৩৪॥০	৩৪॥০-৩৪।০	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৮॥০-৪৮৵০	৪৯/০-৪৮।০	৪৯।/০-৪৮।/০	৪৯৲-৪৮৵০	৪৮॥০-৪৭/০	৪৭॥৶০-৪৬।৵০
তালচের ,, ,, ...	১২॥৵০	১২৸৶০	১৩৵০	—	—	১২।০
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	৬৪॥৶০-৬৪॥০	—	৬৫।০-৬৪॥৵০	৬৪৸০	৬৫৲-৬৪৸০	৬৫৲
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৭৭॥০-৭৭।০	৭৮।০-৭৭৲	৭৯৲-৭৮৲	৮০॥০-৭৯।০	৭৮৸৵০-৭৪৸০	৭৮৸০-৭৭৸৵০
সাউথ করণপুরা ,, ...	৪১৸৵০-৪১৶০	৪২৵০-৪১॥৵০	৪২৵০-৪১॥০	—	৪১॥৵০-৪০৵০	৪০॥০-৩৮॥০
ভুলনবরারি ...	—	—	—	—	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	৪৭॥০	—	—	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	—	—	—	—	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৭৸৶০	—	—	৪৭৸৶০-৪৭৸/০	—	—

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটী নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক
দি এসোসিয়েটেড
ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড
পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ
মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর
দেব বর্ম্মণ
চীফ অফিস :—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।
রেজিষ্টার্ড অফিস :—গঙ্গাসাগর।
কলিকাতা অফিসসমূহ :—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"
অন্যান্য অফিসসমূহ :
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভানুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাস্থ, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।

অক্ষয় কুমার লাহা
অরিজিনাল মার্কা সিমেন্ট কলার
বাড়ীর রং কারখানার রং
৪নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স
লিঃ
হেড অফিস : ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৫৩৮০

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৫শে জানুয়ারী	২৮শে জানুয়ারী	২৯শে জানুয়ারী	৩০শে জানুয়ারী	৩১শে জানুয়ারী	১লা ফেব্রুয়ারী
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮॥০	৮॥৶০-৮॥০	৮॥৶০-৮॥৵০	৮॥৶০-৮॥০	৮॥৶০-৮॥৴০	৮।০
বেনারস	—	১২৶০	১২।৵০-১২।৴০	১২।৶০-১২।৴০	—	—
কাণপুর টেক্সটাইলস্	১৩৲-১২৸৵০	—	১৩৶০	১৩।৵০-১৩৶০	১৩।০	—
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ	—	৭৪৸০-৭৪৵০	৭৫৸০-৭৫৲	৭৪॥০	৭৪।০-৭৩৸০	—
কেশোরাম	২১৲	২১৲	২১॥৵০-২১।৴০	২২৵০-২১৸০	—	২১॥৵০
বঙ্গশ্রী	১৪৸৵০	১৫৲	১৫৲	১৫৲	১৫৲	১৫৲-১৪৸৵০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্	৭॥০	৭॥০	৭৸০	৭৸৵০-৭৸৴০	৭॥০	৭৸০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	২৭৯৲-২৭৭৲	২৭২৲	২৮১॥০	২৭৮৲	২৭৯৲	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ	২২॥০-২২।৵০	২৩।০-২২৸০	২৩।০-২৩৲	২৩॥০-২৩৵০	২৩৲-২২৸৵০	২৩৲
টিটাগড	৪৭।৵০-৪৬॥৶০	৪৭॥০-৪৬।৶০	৪৭।৴০-৪৬।৴০	৪৭৵০-৪৬॥০	৪৬৸৵০-৪৬।৵০	৪৬৸০-৪৫৸০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ	৪১৮৲	৪৩৩৲-৪২১৲	৪৪০৲-৪৩৫৲	৪৪৬৲-৪৩৯৲	৪৪৩৲-৪৪০৲	৪৪৪৲-৪৪৩৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ	৬১১৲-৬০৬৲	৬২৪৲-৬১৮৲	৬২৯৲-৬২৪৲	৬৩৫৲-৬২২৲	৬২৪৲-৬২২৲	৬২২॥০-৬২১৲
কামারহাটি " " "	৯৩৬৲-৯৩৩৲	৯৫২৲-৯৪৪৲	৯৫৪৲-৯৪৮৲	৯৫৭৲-৯৫০৲	৯৬৫৲-৯৬০৲	৯৬৮৲-৯৫৬৲
নদীয়া " " "	১৭৫৲-১৭২৲	১৮০॥০-১৭৯৲	১৮২৲-১৮১৲	১৮২৲-১৭৯৲	১৭৯॥০	১৭৯৲-১৭৬॥০
প্রেসিডেন্সী " " "	১৫।০-১৪৸৴০	১৫।৴০-১৫৴০	১৫।৵০-১৪॥০	১৫।০-১৪৸০	১৫৵০-১৫৲	১৫৵০-১৪৲
রিলায়েন্স " " "	—	১০২॥০	১০৪।০-১০৩৲	১০৮৲-১০৩॥০	১০৮॥০-১০৬॥০	১০৮৲-১০৭৲
কাঁকনাড়া " " "	৭৯৫৲-৭৯২৲	৭৯৬৲-৭৯০৲	৮০০৲-৭৯৪৲	৮০২৲-৭৯৫৲	৮০৭৲	৮০৫৲
হাওড়া " " "	১১৮৸০-১১৭৸৴০	১২০॥০-১১২৸০	১২১॥০-১২০।৵০	১২৪৲-১২০॥৴০	১২৪৶০-১২২৸৴০	১২৪৲-১২১৴০
ডালহৌসী " " "	৪৪৫৲-৪৪৩৲	৪৫১৲-৪৫০৲	৪৫৪৲-৪৫১৲	৪৫৮৲-৪৫৪৲	৪৫৫৲	৪৫৬৲-৪৫২৲
বজবজ " " "	—	—	৬৭৫৲-৬৭৩৲	৬৮৩৲-৬৭৪৲	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড "	৩৮৯৲-৩৮৮৲	৩৯৮৲-৩৯৫৲	৪০০৲-৩৯৭৲	৪০৬৲-৩৯৯৲	৪০০৲	৪০২৲-৩৯৩৲
এলায়েন্স " " "	—	৮৫২৲-৮৩২৲	৮৫০৲	৮৪২৲	—	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ	১৬৶০-১৬৲	১৬॥০	১৬॥৵০-১৬॥৴০	—	১৬৶০-১৬৴০	—
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ	৪৩৸০-৪৩॥৵০	৪৩৸৵০-৪৩৸০	৪৪।০-৪৪৲	৪৪।০	৪৪।০	৪৪৲
কেক এণ্ড কোং লিঃ	৩৩৲-৩২॥০	৩২৸৴০-৩২৸০	৩৩॥০-৩২৸০	৩৪৵০-৩৩।০	৩৩৸৵০-৩৩॥৵০	৩৪৴০-৩৩॥৵০
চা বাগান—চন্দননগর টি	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " "	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী " " "	—	—	—	—	—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল	১৪৲	১৪৲	১৪৲	—	—	—
তেজপুর " " "	—	২৯।৵০-২৯।০	—	—	—	—
বিশ্বনাথ " " "	—	৪৯॥০	৪৯৲-৪৮৸০	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ	১৭॥০	১৮৲-১৭৸০	১৮৲	১৭৸৵০-১৭৸০	১৭৸০	১৭৸৶০-১৭৸০
বি আই কর্পোরেশন	৮৸৴০-৮॥৵০	৯৴০-৮৸০	৯৵০-৮৸৵০	৯৵০-৮৸৶০	৮৸৶০-৮৸৴০	৮৸৴০-৮॥৶০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	২০৪৲-২০২৲	২০৭৲-২০১৲	২০৯৲-২০৫৲	২০৮৲-২০৫৲	২০৭৲-২০৩৲	২০৪৲-২০৩৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	—	১৭৸৴০-১৭॥৴০	১৭৸৵০-১৭৸০	১৮৲-১৭৸০	১৭৸০-১৭।৶০	১৭॥৵০-১৭॥০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ	২৯৮৲-২৯২৲	৩০১৲-২৯৭৲	৩০৩৲-২৯৭৲	৩০২৲-২৯৮৲	৩০২৲-২৯৫॥০	২৯৫৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " "	২৫৴০-২৪॥০	২৫।৵০-২৫৲	২৫॥০-২৫৲	২৫৶০-২৫৵০	২৫৸০-২৫॥০	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস	—	—	১৪।০	১৪৸০	—	১৪॥৶০-১৪॥০
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স	—	১১৲	—	১১৴০-১০॥৶০	—	১০৸৴০-১০॥৶০

গ্রাম : মারকোব্যাঙ্ক ফোন : ক্যাল ৩৭৩৪

ইউনিয়ন মারকেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেঃ অঃ—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যাঃ ডিঃ
এম, কে, নন্দী

চেয়ারম্যান
মিঃ কে, ডি, বোস।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৫০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,৫০,০০০৲ "
শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ
এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

চারিটি মুকুট-মণি

- কোকোলা
- কল্যানী
- ত্রিগুণ
- জুয়েল আমলা কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

আর মিত্র — পারফিউমার
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

গ্রাম : উদয়ের পথে

অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিমিটেড

১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনার সঞ্চিত অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাটাইয়া লাভবান হইতে হইলে সত্বর আমাদের সহিত পরামর্শ করুন।

ম্যাঃ ডিরেক্টর—মিঃ কে, সি, মিত্র।

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯০৪

রেজিষ্টার্ড অফিস ঢাকা।

সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও মতিহারি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।

ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—

মিঃ অমিয় গুহ।

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাক্‌সন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

জাকলাবান্ধা (আসাম) ও মাণিকতলা শাখা খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি বিশ্বাস

লিলি বার্লি

আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 11th February, 1946. সোমবার, ২৮শে মাঘ, ১৩৫২ [৩৯শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সাময়িক প্রসঙ্গ

আবার দুর্ভিক্ষ

কেন্দ্রীয় পরিষদের আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে এবং দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের অবস্থা কাটিয়া যাইতে না যাইতেই এই নিদারুণ সংবাদে দেশবাসী উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। মাদ্রাজের উত্তর ভিজাগাপত্তম ও রয়লা সীমায় দুর্ভিক্ষ একরূপ সুরু হইয়াছে—বলা চলে। এখন হইতেই বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। গত নবেম্বরের ঘূর্ণি-বাত্যার ফলে প্রায় সমগ্র গোদাবরী ও কৃষ্ণা অঞ্চলের ধান্য নষ্ট হইয়াছে এবং অনাবৃষ্টির ফলে অবশিষ্ট এলাকার ধান্যও অকালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই প্রদেশের অবস্থাও শোচনীয়। দক্ষিণে অনাবৃষ্টি ও উত্তরে বন্যার ফলে বিপুল পরিমাণ ফসল নষ্ট হইয়াছে। ইতিমধ্যেই বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ১৭ই জানুয়ারী হইতে শোলাপুর জেলার ৩৬৮টী গ্রাম ও সাঁতারা জেলার ১৪৬টী গ্রাম এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে পুণা জেলার ২২৫টী গ্রামে অন্নকষ্ট সুরু হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের বহু জেলাতেও ব্যাপক অন্নাভাব দেখা দিয়াছে।

যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম ভারতেও দুর্ভিক্ষের সূচনা হইয়াছে। বৃষ্টিপাত না হইলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। মেবারের কোন কোন অঞ্চলে লোকে মৃত জন্তুর মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। বে-সরকারী হিসাবে ভারতবর্ষের চাউলের ঘাটতির মোট পরিমাণ হইবে ৪০ লক্ষ টন। সাধারণতঃ ভারতে বৎসরে তিন কোটি টন চাউল উৎপন্ন হয় এবং ভারত আমদানী করে ১৫ হইতে ২৫ লক্ষ টন চাউল। মাদ্রাজ প্রদেশে স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রহ্ম ও শ্যাম হইতে প্রতি বৎসরই পাঁচ হইতে সাড়ে সাত লক্ষ টন চাউল আমদানী করা হয়। এই চাউল পাওয়া যাইবে ধরিয়া লইলেও মাদ্রাজে ১০ হইতে ২০ লক্ষ টন চাউল ঘাটতি পড়িবে।

বে-সরকারী হিসাব যে খুব ভুল নহে তাহা খাদ্য সংক্রান্ত বিতর্ককালে খাদ্য-সচিব শ্রীযুক্ত জওলাপ্রসাদ স্বীকারই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ অনুমান ত্রিশ লক্ষ টন হইবে। খাদ্য-পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া আমরাও গভীর উদ্বেগ বোধ করিতেছি। 'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ডরায়।' মন্বন্তরে ৩৫ লক্ষ জীবন বলি দিবার পর বাঙ্গালীর মনে এই অবস্থায় আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ইহার উপর বাঙ্গলায় এখনও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই। এবারও আমন ফসল স্বাভাবিক উৎপাদন অপেক্ষা শতকরা ১৯ ভাগ কম হইবে বলিয়া আনুমানিক হিসাবে জানা গিয়াছে। ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন সমস্ত প্রদেশের মধ্যে খাদ্য ভাগাভাগি করিয়া লইবার নীতি অনুসরণ করিবেন বলিয়াছেন। এই নীতি ভাল সন্দেহ নাই। বিপদের সময় সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকা ভাল এবং দুর্ভিক্ষের সময় "ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান" কবির এই উপদেশও আমরা ভুলি নাই, কিন্তু যে অন্যের দ্বারে ভিখারী তাহার ঝুলি লইয়া টানাটানি করিলে ফল কি দাঁড়াইবে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আশা করি দুর্ভাগা বাঙ্গলার ছিন্ন ঝুলি লইয়া এবার বড় কর্ত্তারা টানাটানি করিবেন না।

আবার বিক্রয়-কর বৃদ্ধি

অন্যান্য বারের মত বাঙ্গলা সরকার এবারও তাঁহাদের বাজেটে বেশী রকম ঘাটতি পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন। সেই ঘাটতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দরবারে যথারীতি অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন উপস্থিত করা হইয়াছে। কিন্তু নিজেরা আয় বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৬৩-৭০
যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অর্থনীতিবিদ্‌গণের প্রতিবাদ	৯৭১-৭২
কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা (১০) গুড় ও চিনি	৯৭৩-৭৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৯৭৫-৭৭
খেয়ালীর খাতা	৯৭৮-৭৯
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৯৮০-৮৩
কোম্পানী প্রসঙ্গ	৯৮৪-৮৫
বাজারের হালচাল	৯৮৬-৯০

অর্থের জন্য কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকা না কি অশোভন। তাই বাঙ্গলা সরকার এপ্রদেশে সরকারী ট্যাক্স বাড়াইবার মতলব করিয়াছেন। কম আয়াসে মোটা আয়ের সংস্থান করিয়া লওয়ার পক্ষে বিক্রয়-করের মত এমন ট্যাক্স আর নাই। কাজেই তাঁহারা সে দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। গত জুন মাসে বাঙ্গলাদেশে জিনিষপত্রের উপর বিক্রয়-করের হার টাকায় দুই পয়সা হইতে তিন পয়সা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। এক্ষণে নূতন করিয়া তাহা টাকায় এক আনা পর্য্যন্ত বাড়ানো হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার আশা করিতেছেন, এই অতিরিক্ত হার নির্দ্ধারিত হওয়ার ফলে বিক্রয়-করের দফায় বাঙ্গলা সরকারের আয় বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে।

বাঙ্গলার লোকদের একান্ত দুর্দ্দিনে তাহাদের উপর নূতন করিয়া এইভাবে ট্যাক্স নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা আমরা খুবই আপত্তিকর বলিয়া মনে করি। বিক্রয়-করের মত পরোক্ষ করের চাপ ধনী-নির্ধন সকলের উপরই পড়িয়া থাকে। যেসব লোকের উপর নির্ভরশীল আত্মীয়-পরিজনের সংখ্যা বেশী অধিক পরিমাণ প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় করিতে গিয়া বিক্রয়-করের জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বাঙ্গলাদেশে যখন প্রথম বিক্রয়-কর ধার্য্য করা হয় তখন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী সাহেব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই কর ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের নিকট হইতেই আদায় করা হইবে, আর উহার চাপও তাহাদের উপরই পড়িবে। কিন্তু এই ধরণের উক্তি কার্য্যতঃ একটা ধাপ্পাবাজিতেই পরিণত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎভাবে ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে যে বিক্রয়-কর আদায় করিতেছেন, তাহা উহারা নিজেদের গাট্‌ হইতে না দিয়া খরিদ্দারদের নিকট হইতেই কাটিয়া রাখিতেছে। ফলে এই করের জুলুম জনসাধারণকে বিশেষভাবে ভোগ করিতে হইতেছে। এখন নূতন করিয়া বিক্রয়-কর বৃদ্ধি করাতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর তাহার প্রতিক্রিয়া খুবই মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে। দরিদ্র লোকদের অভাব ও অসুবিধার কথা বিবেচনা না করিয়া এইভাবে নির্ব্বিচারে ট্যাক্স বসাইয়া যাওয়া আমরা খুবই আপত্তিজনক বলিয়া মনে করি। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে আজও বিক্রয়-কর নির্দ্ধারিত হয় নাই। যে দুই একটি প্রদেশে এই কর বসিয়াছে সেখানে উহার হারও স্বল্প। বাঙ্গলায় বিক্রয়-করের হার বাড়াইয়া টাকায় এক পয়সা হইতে চারি পয়সায় পরিণত করা এই হতভাগ্য প্রদেশের দুর্গত জনসাধারণের উপর নিতান্ত জুলুম ছাড়া আর কিছু নহে। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় বাঙ্গলার লোক যেখানে যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত ট্যাক্সভার হইতে রেহাই পাওয়ার আশা করিতেছে, সেখানে নূতন করিয়া বিক্রয়-করের হার বৃদ্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে আরও বেশী নাজেহাল করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের এই অনুচিত কার্য্যনীতির বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

চাকুরী ও পেশাজীবীদের উপর কর

বাঙ্গলাদেশে চাকুরী, পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা যাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন তাঁহাদের আয় ইনকম ট্যাক্সের আওতায় পড়িলে সেই ট্যাক্সের সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগকে বাঙ্গলা সরকারকেও বার্ষিক ত্রিশ টাকা হারে একটা কর দিতে হয়। বাঙ্গলা সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯৩৯ সালে প্রথম এই কর প্রবর্ত্তন করেন। তৎপর এ পর্য্যন্ত লোকের নিকট হইতে অব্যাহতভাবে এই কর আদায় করা হইয়াছে। এক্ষণে নূতন করিয়া বিক্রয়-কর বাড়াইতে গিয়া বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালে নির্দ্ধারিত চাকুরী ও পেশাজীবীদের দেয় ঐ কর তাঁহারা আগামী ১লা এপ্রিল হইতে উঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। ছোট বড় সকল আয়কর প্রদানকারীর নিকট হইতে বার্ষিক ত্রিশ টাকা হারে ঐ ট্যাক্স আদায় করা তাঁহাদের পক্ষে অবিচারমূলক। অপেক্ষাকৃত কম আয়জীবীদের উপর উহার চাপ খুবই গুরুভার হইয়া দাঁড়ায়। এই শ্রেণীর ট্যাক্স রীতিমত আদায় করার পক্ষে নানারূপ অসুবিধা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া এই কর দ্বারা বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের পূরা ১০ লক্ষ টাকাও আয় হয় না। এইরূপ অবস্থায় তাঁহাদের মতে এই কর আর বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত নহে।

চাকুরী, পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে যাঁহারা ভারত সরকারকে আয়কর দিতেছেন; তাঁহাদের আয় হইতে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে বার্ষিক আরও ৩০ টাকা করিয়া টানিয়া লওয়া অনুচিত। সকল আয়কর প্রদানকারী সম্বন্ধে এই একই হার নির্দ্ধারণ করার মূলেও কোন যুক্তি নাই। কাজেই বাঙ্গলাদেশে এই কর বসিবার পর হইতে উহা তুলিয়া দেওয়ার জন্য আমরা দাবী উপস্থিত করিয়া আসিয়াছি। এতদিন পরে বাঙ্গলা সরকার এই কর তুলিয়া দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তবে আমরা ইহাও বলিব যে, ৭ বৎসর এই করটি বহাল থাকিবার পর বাঙ্গলা সরকার এতদিনে উহাকে অবিচারমূলক ও অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে কৃতিত্ব বা প্রশংসার কথা নহে। প্রকৃত বিচার-বুদ্ধি খাটাইয়া ও যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করিয়া যে এপ্রদেশে সরকারীভাবে কর নির্দ্ধারণ করা হয় না, ইহা তাহারই একটা স্বীকারোক্তি বলা যাইতে পারে।

ডাক ও তার বিভাগে ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা

ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীদের মধ্যে মাহিনার হার প্রভৃতি সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ জমিয়া উঠিয়াছে এবং ছাঁটাইএর আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীরা সর্ব্বত্রই শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার জের কেন্দ্রীয় পরিষদ পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। এ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের অযোগ্যতার নিন্দাসূচক মুলতুবী প্রস্তাব বিনা ডিভিসনে পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। ডাক ও বিমান বিভাগের সেক্রেটারী স্যার গুরুনাথ বেউর ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীদের অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য অধিকাংশ বে-সরকারী সভ্য লইয়া একটী কমিশন গঠন করা হইবে এবং স্থায়ী কর্ম্মচারীদের কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। তথাপি কেন্দ্রীয় পরিষদের সকল দলের সভ্যরাই মুলতুবী প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছেন। সরকার পক্ষের কথায় কেহ আশ্বস্ত হইতে পারেন নাই। কিছুকাল পূর্ব্বেই ডাক ও তার বিভাগ সম্প্রসারণের এক বিরাট পরিকল্পনা ঢাক পিটাইয়া প্রচার করার পর গবর্ণমেণ্ট কেন যে কাহারও চাকুরী যাইবে না বলিয়া সরাসরি প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না, তাহা বুঝা কঠিন। মাহিনা সম্পর্কে কমিশন বসানোতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু বর্ত্তমানে মাহিনার যে হার আছে তাহা বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেও কোন বাধা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। অযথা কালহরণের নীতি অনুসরণ না করিয়া গবর্ণমেণ্ট তৎপরতার সহিত কাজ করিলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

গ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা ফোন : ক্যাল ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯২৬)

হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন ও

রিজার্ভ ফাণ্ড—১১,৭৫,০০০৲ টাকার উপর

কার্য্যকরী মূলধন—১,৩৫,০০,০০০৲ " "

—শাখাসমূহ—

খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালনা, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), নাটোর, নওগাঁ, রাজসাহী, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

দেশের ও দশের সেবায় নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান

ইণ্ডিয়ান

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ

৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,

কলিকাতা

ফোন : কলি: ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.

আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।

আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

কলিকাতায় রেশনের খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস ও মূল্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা

কলিকাতায় রেশনের খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস ও মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। চাউলের পরিমাণ হ্রাস না করিয়া গম ও গমজাত খাদ্যের পরিমাণ হ্রাসের কথা হইয়াছে। ইহাতে খুব ভরসা পাইবার কারণ নাই। খাদ্যের পরিমাণ যাহা আছে, তাহাতে কোনরূপে চলিয়া যায়। উহা হ্রাস করিলে সাধারণ লোকের মধ্যে পুষ্টিহীনতাজনিত রোগব্যাধি ব্যাপক আকারে দেখা দিবে। দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টদের দোষে যে বিপুল খাদ্যের অপচয় হইয়াছে ও হইতেছে তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য রেশনের কোন কোন খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিবার কথা হইয়াছে। জনসাধারণ এখনই যে দামে রেশনের জিনিষ কিনিতেছে, তাহা অত্যধিক। তাহার উপর আরও দাম চড়াইলে বেকার সমস্যার সম্মুখীন বিপুলসংখ্যক নরনারী ও শিশু অর্দ্ধাশনে থাকিতে বাধ্য হইবে। বাঙ্গলা সরকার কি এই সকল বিষয় চিন্তা করিবার সময় পাইতেছেন না?

মানুষের তৈয়ারী দুর্ভিক্ষ

১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় যে দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা মানুষের তৈয়ারী দুর্ভিক্ষ বলিয়াই এদেশে বর্ণিত হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষা ও তাঁহাদের আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যই এদেশে ঐ শোচনীয় দুর্ব্বিপাকের সূচনা হইয়াছিল। যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতে খাদ্যের অভাব দেখা যাইতে পারে মনে করিয়াও গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রতিকারে যত্নবান হন নাই। বরং সৈন্যবিভাগের জন্য যথেচ্ছভাবে খাদ্যদ্রব্য মজুত করিয়া, ডিনায়েল পলিসি অনুসারে বাঙ্গলার মফঃস্বল হইতে চাউল সরাইয়া লইয়া এবং নির্ব্বিচারে এদেশ হইতে বাহিরে চাউল, গম রপ্তানী করিয়া তাঁহারা খাদ্যাভাব সমস্যা নিজেরাই জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ প্রতিকারের নামে সরকারীভাবে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় ও বণ্টনের যে বিধান অবলম্বিত হয় তাহার ভিতর দিয়াও বহু প্রকার দুর্নীতি ও অব্যবস্থা প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই সব গলদ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ যে মূলতঃ মানুষের তৈয়ারী দুর্ভিক্ষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সত্যিকার কারণ সম্পর্কে এই ধরণের মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত আমাদের বৃটিশ প্রভুরা মোটেই বরদাস্ত করিতে পারেন না। এদেশের বর্ত্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামো বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরই সৃষ্টি, এদেশের স্থায়ী সরকারী আমলারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহাদের নিয়োজিত লাট-বড়লাটের নির্দ্দেশ অনুসারেই কাজ করিয়া থাকেন। কাজেই দুর্ভিক্ষের জন্য আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে দায়ী করা হইলে তাহাতে বৃটিশ প্রেষ্টিজ আহত হইয়া পড়ে। এই জন্যই ইংরাজ জাতির মুখপাত্ররা ভারতে ও ভারতের বাহিরে বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া সরকারী ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা সর্ব্বদা চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। ছোট-খাট দৈব-দুর্ব্বিপাককে উহার মূল কারণ বলিয়া জাহির করিয়াছেন। কিন্তু এইখানেই তাঁহাদের সে চেষ্টার যবনিকাপাত হয় নাই। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মতবাদকেও তাঁহারা বিকৃত করিয়া প্রচার করিতে সুরু করিয়াছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেণ্টারী দলের যে সাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে একজন প্রতিনিধি বলেন, বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ যে মানুষের তৈয়ারী নহে বাঙ্গলার গবর্ণর মিঃ আর জি কেসী তাহা গান্ধীজীকে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। গান্ধীজী এই দুর্ভিক্ষ ভগবানের সৃষ্ট দুর্ব্বিপাক হিসাবেই মানিয়া লইয়াছেন। এই খবর প্রকাশ হইয়া পড়ায় সাধারণের ভিতর একটা ক্ষোভ ও বিস্ময় দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি ইউনাইটেড প্রেসের এক প্রতিনিধি সেবাগ্রামে গান্ধীজীর সহিত দেখা করিয়া প্রকৃত ব্যাপার জানিতে চাহিলে তিনি পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধির ঐ উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গান্ধীজী বলিয়াছেন, "বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ ভগবানের সৃষ্ট দুর্ব্বিপাক বলিয়া আমি কখনও স্বীকার করি নাই। আসলে উহা তাহা নহে বলিয়াই আমার নিশ্চিত ধারণা। কোন কোন মহলে ঐ দুর্ভিক্ষকে মানুষের তৈয়ারী দুর্ভিক্ষ বলা হইয়া থাকে। সামরিক প্রয়োজনের চাপে ও নানারূপ অব্যবস্থার জন্যই যে এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করি এবং স্পষ্টভাবে আমি তাহা জ্ঞাপনও করিয়াছি।"

মহাত্মা গান্ধীর এই সময়োচিত প্রতিবাদের ভিতর দিয়া দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বৃটিশ প্রচার কার্য্যের স্বরূপ ভালভাবেই উন্মোচিত হইয়াছে। ইংরাজ জাতির মুখপাত্ররা তাঁহাদের জাতীয় ভণ্ডামি হইতে বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের কারণ যাহাই বর্ণনা করুন না কেন, উহা মূলতঃ মানুষের তৈয়ারী দুর্ভিক্ষ বলিয়াই লোকে স্মরণ রাখিবে। ঐ মর্ম্মন্তুদ পরিস্থিতির জন্য যে ৩৫ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছিল তজ্জন্য বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব কোন দিন ক্ষালন হইবে না।

তাঁতশিল্পের জন্য সূতার দাবী

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদে তাঁত শিল্পের জন্য সূতা কলগুলিতে প্রস্তুত মোট সূতার অন্ততঃ পক্ষে এক-তৃতীয়াংশ দিতে হইবে বলিয়া যে প্রস্তাব আনা হইয়াছিল তাহা সংশোধিত আকারে গৃহীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বস্ত্র শিল্পে দেশীয় তাঁত শিল্প একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। অথচ যুদ্ধের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত সূতার অভাবে হাজার হাজার তাঁত বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং সূতার অভাবে ব্যবসা চালাইতে না পারিয়া বহু তন্তুবায় পরিবার অনাহারে মারা গিয়াছে অথবা পথের ভিখারী হইয়া গিয়াছে। কোন স্বাধীন দেশে এই ধরণের ব্যাপার কল্পনাও করা যায় না। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় পরিষদে তাঁতশিল্প রক্ষার জন্য যে প্রস্তাব আনা হইয়াছে, সরকার পক্ষ ও শ্বেতাঙ্গ দল ব্যতীত আর সমস্ত দল স্বতঃই তাহা সমর্থন করিয়াছেন। এক কোটি তাঁতীর স্বার্থ বিবেচনা করার প্রয়োজন সরকার পক্ষ ও শ্বেতাঙ্গ দল উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সূতা কলগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণ সূতা প্রস্তুত হয় না, সূতা রপ্তানীর পরিমাণ অতি সামান্য ইত্যাদি যুক্তি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই সকল যুক্তির কোন অর্থ হয় না। প্রথমতঃ, সূতা কম প্রস্তুত হয় বলিয়া তাঁতশিল্পকে মারিয়া ফেলা যায় না। এক্ষেত্রে সূতার উৎপাদন বৃদ্ধি করাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। গবর্ণমেণ্টের সরবরাহ দপ্তরের সেক্রেটারীও বলিয়াছেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব সূতা কল আমদানী করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালিত হইলেই আমরা সুখী হইব এবং সূতা সমস্যারও সমাধান হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত সূতার ব্যাপারে ভারতবর্ষ স্বাবলম্বী না হয় সে

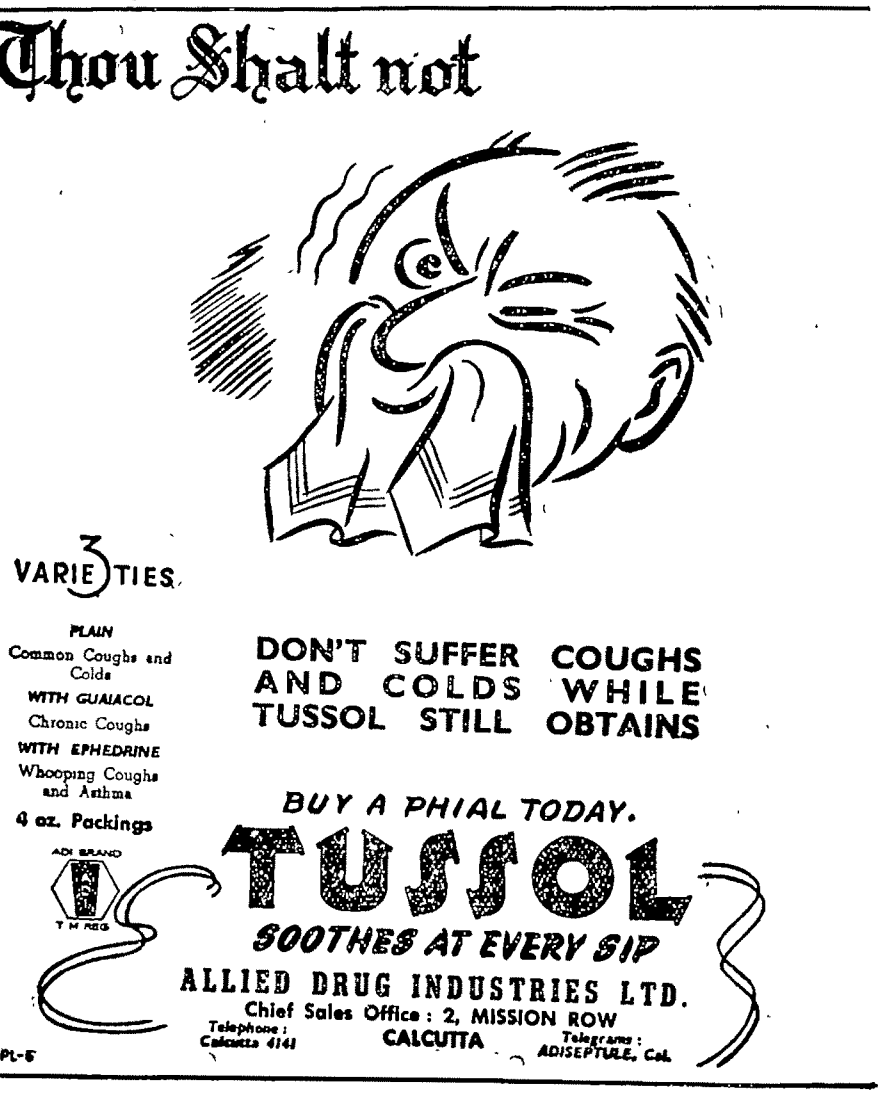

পর্য্যন্ত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে কোন সূতা রপ্তানী করা চলিবে না। সরকার পক্ষ হইতে ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, এদেশে যে পরিমাণ সূতা ব্যবহৃত হয় তাহার শতকরা এক ভাগের এক-তৃতীয়াংশেরও কম সূতা বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে সুখের কথা, কিন্তু ভারতবর্ষে নিদারুণ বস্ত্রাভাব সত্ত্বেও কি পরিমাণ কাপড় বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে, সে কথা গবর্ণমেণ্ট বলেন নাই। এই তথ্য প্রকাশিত হইলে দেখা যাইবে যে, সেই পরিমাণ কাপড় এদেশে থাকিলে অথবা সেই পরিমাণ কাপড়ের সূতা এ দেশের তাঁতে ব্যবহৃত হইলে বস্ত্রাভাবে বহু লোককে আত্মহত্যা করিতে এবং বহু তাঁতীকে পথের ভিখারী হইতে হইত না।

ভারতে শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী নিয়োগ

ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতার দাবী ব্যাপক ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং বিক্ষুব্ধ জনমতের সম্মুখে গবর্ণমেণ্ট বার বার স্বাধীনতা দিবার আশ্বাস দিতে বাধ্য হইতেছেন, ঠিক সেই সময়েও বৃটিশ আমলাতন্ত্র তাহার চিরাচরিত নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় পরিষদে সিভিল সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিসে শ্বেতাঙ্গ নিয়োগের প্রতিবাদে গবর্ণমেণ্টের নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর একটী বিবৃতিতে প্রকাশ যে, লণ্ডনে বৃটিশ বাহিনীর কর্ম্মচ্যুত লোকদের মোটা মাহিনায় ভারতে চাকুরী দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয়গণ বিজ্ঞাপিত পদগুলির জন্য প্রার্থীরূপে সাক্ষাৎকারের জন্য গেলে বৃটিশ কর্ম্মচারীরা নানাভাবে অপমান করিয়া তাঁহাদের সরাইয়া দিতেছেন। কাহার নির্দ্দেশমত বৃটেনে এই খেলা চলিতেছে নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন কেন্দ্রীয় পরিষদে উঠিবে, তখন গবর্ণমেণ্ট কি জবাব দেন তাহার জন্য আমরা কৌতূহলের সহিত অপেক্ষা করিব। ভারতীয়দের অভিপ্রায় অনুযায়ী কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছাড়া কোন অবস্থায় কোন বিদেশীকে ভারতে চাকুরী দেওয়া চলিবে না, ভারত সরকারকে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিবার দিন আসিয়াছে। এ বিষয়ে যে কোন দলের মধ্যে মতভেদ নাই, ইহা গবর্ণমেণ্ট জানেন। কাজেই অকারণ উত্তেজনা ও বিক্ষোভ সৃষ্টি না করিয়া গবর্ণমেণ্টের সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ঘোষণা ও অনুসরণ করা উচিত।

সিনেমা শিল্পের ভবিষ্যৎ

গত জানুয়ারী মাসে ন্যাশন্যাল ষ্টুডিওজ লিমিটেডের ষষ্ঠ সাধারণ সভায় মিঃ জে, কে, সরাফ তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে ভারতীয় সিনেমা শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতীয় সিনেমা শিল্প পুরাতনের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিয়া চলিয়াছে এবং সাধারণের দাবী বা প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া প্রধানতঃ মালিক বা খ্যাতনামা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের খেয়াল চরিতার্থ করাই ভারতীয় সিনেমাগুলির কাজ হইয়া, দাঁড়াইয়াছে ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মিঃ সরাফও তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইহা ছাড়া আর্থিক ও উৎপাদনের খুঁটিনাটি দিক হইতে বিবেচনা করিয়া মিঃ সরাফ যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। ভারতীয় সিনেমা শিল্পগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার। ইহার উপর যুদ্ধের সুযোগে ব্যাং-এর ছাতার ন্যায় অসংখ্য সিনেমা কোম্পানী গজাইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের পর যখন প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইবে তখন এই সকল ছোট ছোট সিনেমা কোম্পানী পাততাড়ি গুটাইতে বাধ্য হইবে।

বিদেশী সিনেমা শিল্পের প্রতিযোগিতা স্বভাবতঃই প্রবল হইবে এবং ভারতবর্ষে বড় বড় বিদেশী সিনেমা কোম্পানীগুলি বিশাল আকারে ষ্টুডিও খুলিবার চেষ্টায় আছেন এমন খবরও পাওয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় এখন হইতেই অযথা প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া পারস্পরিক সহযোগিতায় ভারতীয় সিনেমা কোম্পানীগুলির নিজেদের দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য মিঃ সরাফ কয়েকটী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সিনেমা শিল্প কেন্দ্রীভূত করিয়া যে ধরণের একচেটিয়া ব্যবসা চালু করিবার পরামর্শ দিয়াছেন আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। উন্নততর বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন, তরুণ শিল্পীদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগদান, সিনেমা সংক্রান্ত শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা, সিনেমা গৃহগুলিতে দর্শকদের জন্য সুবন্দোবস্ত, সিনেমা কোম্পানীগুলিকে দৃঢ়তর আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা, আধুনিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত বৃহদাকার ষ্টুডিও নির্ম্মাণ প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভারতীয় সিনেমা শিল্পগুলি বিদেশী প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও টিকিয়া যাইতে ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এতদ্ব্যতীত বিদেশী সিনেমা কোম্পানীর প্রতিযোগিতার প্রতি গবর্ণমেণ্টেরও দৃষ্টি রাখা দরকার। ভারতবর্ষে কোন বিদেশী কোম্পানী যাহাতে ষ্টুডিও নির্ম্মাণের সুযোগ না পায় তাহার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টেরই করা উচিত।

বাঙ্গলায় চিনি উৎপাদনের অবস্থা

বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর অনুমান দুই লক্ষ টন চিনির প্রয়োজন হয়। কলের চিনি আমদানী হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশের দেশীয় চিনিশিল্প বেশ সমৃদ্ধই ছিল। কিন্তু দেশীয় চিনি প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এদিকে চিনির কলও বাঙ্গলা দেশে খুব অল্প সংখ্যায় স্থাপিত হইয়াছে। ফলে বাঙ্গলা চিনির ব্যাপারে পরনির্ভরশীল হইতে বাধ্য হইয়াছে। জাভা চিনির পরিবর্ত্তে এখন আমাদের যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের বর্ত্তমান ৯টী চিনির কলের যে পরিমাণ চিনি উৎপাদনের ক্ষমতা আছে উৎকৃষ্ট আখের

রাজস্থান
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস:- ২২, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা
শাখাসমূহ:
বসিরহাট, বালীগঞ্জ,
ভবানীপুর, বাহুড়িয়া,
সোনারপুর, জয়নগর-মজিলপুর,
বসিরহাট বাজার, লক্ষ্মীকান্তপুর,
মাল (জলপাইগুড়ি), জলপাইগুড়ি।
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীলাল মোহন মুখার্জি
গ্রাম-"গোল্ডনেষ্ট"
ফোন-কলিকাতা ৪০৩৮
RB-1. 16CR.

SREE BANK LIMITED
শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
ঃ শাখাসমূহ ঃ
কলিকাতা—শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, বহুবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, বজ্‌বজ্‌, ল্যান্সডাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ডায়মণ্ডহারবার।
আসাম—সিলেট। বাংলা—সিলিগুড়ি, কার্সিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর।
বিহার—ঘাটশীলা, মধুপুর। দিল্লী—দিল্লী ও নয়াদিল্লী।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্
সুধাংশু বিশ্বাস
সুশীল সেনগুপ্ত

অভাবে সে পরিমাণ চিনি প্রস্তুত হয় না। বাঙ্গলার চিনির কলগুলিতে বৎসরে প্রায় ৭৫ হাজার টন চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু ১৯৪৪-৪৫ সালে চিনি প্রস্তুত হইয়াছে মাত্র ১১,৯৮৬ টন। ১৯৪০-৪১ সালে সর্ব্বাধিক চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ বৎসর ৬৪, ৬০০ টন চিনি উৎপন্ন হয়। বিস্ময়ের বিষয় হইতেছে ইহাই যে, যে উৎকৃষ্ট আখের অভাবে বাঙ্গলায় প্রধানতঃ চিনির উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে, সেই উৎকৃষ্ট আখের চাষ যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পাঞ্জাবের তুলনায় বাঙ্গলায়ই ভাল হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও বাঙ্গলায় আখের চাষ বাড়াইয়া চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির কোন চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। এতদিনে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইক্ষু চাষের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৫ শত ৩৮ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮ শত ৪০ টাকা ব্যয়ের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, ঐ টাকা তাহারই প্রথম কিস্তি। গবর্ণমেণ্ট ইক্ষু চাষের জন্য কিছু টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া উল্লসিত হইবার কারণ নাই, কারণ এ টাকার অধিকাংশ মোটা মাহিনার কর্ম্মচারীদের রাহা খরচেই ব্যয় হইয়া যাইবে। তবু কিছুটা চেষ্টা হইবে এই মাত্র ভরসা। বাঙ্গলায় চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং পাটের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল অঞ্চলগুলির অসহায়তা দূর করিবার জন্য ইক্ষু চাষ বৃদ্ধি একান্ত বাঞ্ছনীয়। গবর্ণমেণ্টের এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন এবং জনসাধারণেরও সচেতন হওয়া দরকার।

রবার উৎপাদনের অবস্থা

রবার শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য লণ্ডনে রবার আলোচনাদল গঠিত হয়। উক্ত বিশেষজ্ঞদলের গবেষণার বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ডাচ, মার্কিন ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ছাড়া সম্প্রতি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিও উক্ত বিশেষজ্ঞদলে যোগ দিয়াছেন।

লণ্ডনের এই বিশেষজ্ঞদলের রিপোর্টে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৎসরে ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার টন কৃত্রিম রবার প্রস্তুত করিতে পারে এবং প্রতি বৎসর সমগ্র জগতে অনুমান ১৩ লক্ষ হইতে ১৪ লক্ষ টন কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হয়। স্বাভাবিক রবার উৎপাদন সম্পর্কে উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ইন্দোচীনের প্রাথমিক রিপোর্টে জানান গিয়াছে যে, সেখানে রবার বাগানগুলিতে গাছগুলির কোন ক্ষতি হয় নাই এবং জাপ অধিকারে মালয়ে শতকরা ১০ ভাগের অধিক গাছ নষ্ট হয় নাই। ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ হইতে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নাই। জাপানের পরাজয়ের পর এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে দুই লক্ষ হইতে তিন লক্ষ টন মজুত রবারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এই সকল তথ্য হইতে বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, রবারের জিনিষ প্রস্তুতকারী দেশগুলি ১৯৪৬ সালে ছয় লক্ষ টনের মত আসল রবার পাইতে পারেন। তিন চার বৎসরের মধ্যে আসল রবার উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরে ১৫ লক্ষ টনের কাছাকাছি যাইতে পারে। মোটের উপর আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে আসল ও নকল উভয় প্রকার রবার উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরে ১৫ লক্ষ টনের বেশী হইবে না বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

যুদ্ধ মিটিয়া গেলেও এরোপ্লেন, মোটর প্রভৃতির ব্যবহার সমস্ত দেশেই বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই শীঘ্রই রবারের চাহিদা কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই। রবার শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই ধরা যাইতে পারে।

ধান হইতে চাউল উৎপাদনের নূতন মার্কিন পদ্ধতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধান হইতে চাউল উৎপন্ন করিবার এক নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। ধান সিদ্ধ করিয়া চাউল উৎপাদনের যে প্রক্রিয়া সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে তাহাতে চাউলের অন্তর্নিহিত সারভাগ ও ভাইটামিন অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য ভাত লোকের শারীরিক পুষ্টি সাধনে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারে না। এই গলদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন বৈজ্ঞানিকরা ধূম বা বাষ্পের সাহায্যে ধান হইতে চাউল উৎপাদনের এক ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধানগুলিকে কতক্ষণের জন্য বাষ্পের চাপের মধ্যে রাখিয়া প্রথমে উহার সারভাগকে চাউলের ভিতরে কেন্দ্রীভূত করা হয়, পরে ধানের বাহিরের দিকটা ছাড়াইয়া লইয়া ভাইটামিনসহ চাউল উদ্ধার করা হয়। প্রকাশ, এই পদ্ধতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে চাউল উৎপন্ন হইতেছে, দুই বৎসর কাল গুদামে মজুত রাখিলেও তাহা পচিবার বা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নাই। সাধারণ কলে ছাঁটাই চাউলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজে এই চাউল সিদ্ধ করা যায়। ভাতগুলি দেখিতেও সুদৃশ্য হয়। ভাইটামিন অনেক পরিমাণে বজায় থাকিবার ফলে উহা লোকের শারীরিক পুষ্টিসাধনের কাজে অপেক্ষাকৃত বেশী সাহায্য করিয়া থাকে।

ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে ভাত লোকের প্রধান খাদ্য। বাঙ্গলার লোকেরা মুখ্যতঃ উহা খাইয়াই জীবনধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এদেশে যে পদ্ধতিতে ধান হইতে চাউল উৎপাদন করা হয় এবং ঐ

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

কুষ্টিয়াবাজার, নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

৩নং মোহিনী মিলের শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য আমাদের শেয়ারহোল্ডারগণ ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে বহু আবেদন আসায় আমরা জানাইতেছি যে, বর্ত্তমানে ঐরূপ মিল প্রতিষ্ঠার কোন প্রকার পরিকল্পনা বা ইচ্ছা আমাদের নাই। কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ১নং এবং বেলঘরিয়ায় ২নং ব্যতীত মোহিনী মিলের নিজস্ব অন্য কোনও শাখা মিল নাই। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের পুরাতন যন্ত্রাদি পরিবর্ত্তিত এবং বেলঘরিয়ার ২নং মিলের তাঁত এবং টাকুর সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিয়া বর্ত্তমান যুগোপযোগী রং ও ধোলাই করিবার এবং বাংলার বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত সূক্ষ্মবস্ত্রাদি উৎপাদনের নিমিত্ত আধুনিক যন্ত্রাদির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কারণ বশতঃ মোহিনীর মূলধন বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং স্থায়ী শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে শেয়ার বিতরিত হইবে।

ডিরেক্টারগণ ও ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং কুষ্টিয়া এবং বেলঘরিয়ায় যথাক্রমে ১নং ও ২নং মিলদ্বয় ব্যতীত অন্য কোনও প্রচলিত মিলের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট নহেন।

মেসার্স চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্

কাপড়ের ঘাটতি এবং গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা!

"বর্ত্তমানে সকলপ্রকার কাপড়ের ঘাটতি এবং সেজন্য ভারতীয় কলসমূহের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা সন্দর্শনে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার আশা আমরা করিয়াছিলাম। ভারতলক্ষ্মী সিল্ক ও কটন মিলস্ লিমিটেড সংগঠিত হওয়ায় আমাদের অনুমান সত্যই হইয়াছে। জনসাধারণের জন্য এই কোম্পানী ১০৲ মূল্যের ১,১০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার ও ২৫৲ মূল্যের শতকরা ৭৲ লভ্যাংশসহ ৩২,০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি করিতেছেন। ডাইরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ১০৲ টাকা মূল্যের ৪০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা।"

—"ক্যাপিট্যাল", ১১ই অক্টোবর, '৪৫

ভারতলক্ষ্মী সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড

টেলিগ্রাম— 'HONEYCOMB'

* রেজিষ্টার্ড অফিস *
৫।১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

ফোন— কলি: ৩৩৮১

চাউল যে ভাবে সিদ্ধ করিয়া ভাতে পরিণত করা হয় তাহাতে উহার মৌলিক ভাইটামিন শেষ পর্য্যন্ত প্রায় বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সেজন্য এদেশে লোকের শারীরিক পুষ্টি হয় কম। অসুখ-বিসুখও বেশী করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। বাষ্পের চাপের মধ্যে রাখিয়া ধান হইতে চাউল উৎপাদনের যে উন্নত প্রক্রিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার গুণাগুণ যথাযথ বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশে উহা প্রচলনের ব্যবস্থা করেন তবে খাদ্য ও পুষ্টির দিক দিয়া তাহাতে জনকল্যাণের পথ প্রশস্ত হইতে পারে। ঐ সম্পর্কে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ও খাদ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকদের লইয়া নূতন দিল্লীতে শীঘ্রই এক বৈঠক বসাইবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। ঐ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনেকেই উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিবেন সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের বিপদ

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণসঙ্কর শ্বেতাঙ্গদের তীব্র আভিজাত্যবোধ ও জাতিবিদ্বেষের ফলে দীর্ঘকাল যাবৎ তথায় ভারতীয়রা বহু লাঞ্ছনা ও অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ভারতীয়দের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন তাহা আজ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। এই সকল আন্দোলনে ভারতীয়দের মর্য্যাদা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ গবর্ণমেণ্ট সুযোগ পাইলেই আঘাত হানিতে দ্বিধা করেন নাই। নানা ভাবে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা অর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করায় এবং রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতীয়রা অধিকতর সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসক গোষ্ঠীর উদ্বেগের অন্ত নাই। তাই ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যে জার্ম্মানী ও ইতালীর কবল হইতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে রক্ষা করিবার পর তাঁহারা কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার আরও সঙ্কুচিত করিবার জন্য নূতন আইন প্রণয়নে অগ্রসর হইয়াছেন। নাটাল ও ট্রান্সভালে যাহাতে ভারতীয়রা জমির মালিক হইতে না পারে নূতন আইনে তাহার ব্যবস্থা হইবে। বহু নিন্দিত পেগিং এক্টের মেয়াদ আগামী মার্চ্চ মাসে শেষ হইয়া যাইবে। তাহার স্থলে যে নূতন আইন জারী হইবে তাহা আরও কঠোর। বর্ত্তমানে এই বিল লইয়া আলোচনা চলিতেছে। ভারতীয় কেন্দ্রীয় পরিষদে ইহা লইয়া কংগ্রেস, লীগ, এংলো ইণ্ডিয়ান সকল দলের সভ্যই গবর্ণমেণ্টকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবিধানের জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে "বলং বলং বাহু বলং" ছাড়া অন্য কোন দাওয়াই কাজে লাগিবে বলিয়া মনে হয় না। ভারত সরকার তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন কি?

গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ঋণ

গত ২রা জানুয়ারী হইতে কমনওয়েলথ অব অষ্ট্রেলিয়া ব্যাঙ্কের নূতন দুইটী বিভাগ খোলা হইয়াছে। একটী হইতেছে শিল্পে অর্থ সাহায্য বিভাগ। গত সংখ্যায় আমরা ইহার বিবরণ দিয়াছি। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ঋণদানের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিভাগটী খোলা হইয়াছে। নূতন গৃহ নির্ম্মাণ, বাড়ী ক্রয় এবং বন্ধকী বাড়ী খালাসের জন্য ব্যক্তি বা আইনানুমোদিত গৃহ নির্ম্মাণ সমিতিগুলি এই বিভাগ হইতে ঋণ লইতে পারিবেন। বর্ত্তমানে শুধু নূতন গৃহ নির্ম্মাণ বা কেহ বসবাস করে নাই এইরূপ বাড়ী ক্রয়ের জন্য ঋণ দেওয়া হইবে। ঋণ গ্রহীতা কিস্তিতে কিস্তিতে এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন। পাকা বাড়ীর জন্য প্রতি একশত পাউণ্ড ঋণ মাসিক ৯ শিলিং এবং কাঠের বাড়ীর জন্য প্রতি শত পাউণ্ড ঋণ মাসিক ১১ শিলিংএর কিস্তিতে ৩৩ হইতে ২৩ বৎসরের মধ্যে শোধ করিতে হইবে। সুদ দিতে হইবে শতকরা ৩½ পাউণ্ড হারে। সম্পত্তির মূল্যের শতকরা ৮৫ ভাগ পর্য্যন্ত ঋণ পাওয়া যাইবে, তবে তাহার পরিমাণ ১২৫০ পাউণ্ডের অধিক হইতে পারিবে না।

আমাদের দেশের ব্যাঙ্কগুলি যদি এই ধরণের ঋণদানের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে টাকা খাটাইবার একটী নূতন পথ খুলিয়া যায় এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহ-সমস্যা বহুল পরিমাণে দূর হইয়া যায়। আমরা গবর্ণমেণ্ট, ব্যাঙ্কসমূহ ও দেশবাসীর দৃষ্টি অষ্ট্রেলিয়ার এই দৃষ্টান্তের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

বেঙ্গল কমার্শিয়াল এণ্ড এগ্রিক্যালচারাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

আলমবাজার, মাণিকতলা, বড়বাজার, বরানগর, খড়দহ, শিলিগুড়ি ও গোণ্ডিয়া (সি, পি)

রায়পুর (সি, পি) ও মান্দলা (সি, পি) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ ইউ, সি, সরকার

কর্পোরেশন বাজেট

আয়ের তুলনায় ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় গত কয় বৎসর যাবৎ কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি দেখা যাইতেছিল। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসর মিঃ শৈলপতি চ্যাটার্জ্জি সম্প্রতি কর্পোরেশনের আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করিয়াছেন তাহাতে কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয় ও জটিল বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য কর্পোরেশনের যে ব্যয় ধরা হইয়াছে কর্পোরেশনের আয়ের তুলনায় তাহা ৩১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা অধিক দাঁড়াইবে। কেবল এই বাড়তি ব্যয় পূরণের সমস্যাই নহে ১৯৪৬-৪৭ সালের শেষে দৈনন্দিন কাজ চালাইবার জন্য অন্ততঃ যাহাতে ২০ লক্ষ টাকা কর্পোরেশনের হাতে অবশিষ্ট থাকে সে ব্যবস্থাও কর্পোরেশনকে করিতে হইবে। ১৯৩৫ সালে কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করিয়াছিলেন প্রতি বৎসরের শেষে যাহাতে হাতে অন্ততঃ ৪০ লক্ষ টাকার নগদ তহবিল থাকে সে বিষয়ে তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন। কর্পোরেশনের দায়িত্ব নানাদিক দিয়া যেরূপ বেশী তাহাতে ঐরূপ একটি তহবিল ছাড়া এতবড় প্রতিষ্ঠানের কাজ চলিতে পারে না বলিয়াই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। মিঃ শৈলপতি চ্যাটার্জ্জি জানাইয়াছেন, আগামী বৎসরের শেষে এত টাকা হাতে রাখা যদি একান্তই সম্ভবপর না হয়, তবে অন্ততঃ ২০ লক্ষ টাকার সংস্থান করিতেই হইবে। নতুবা কর্পোরেশনের কাজ নিতান্তই অচল হইয়া পড়িবে। এই ২০ লক্ষ টাকার কথা ধরিলে কর্পোরেশনের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে মোট ঘাটতি দাঁড়ায় ৫১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। এই ঘাটতি পূরণের জন্য চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসর আগামী বৎসর হইতে বাড়ীঘরের উপর আদায়ী ট্যাক্সের হার শতকরা দুই টাকা হারে বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শতকরা ১৯½ ভাগ হারে এই কর ধার্য্য আছে। আগামী বৎসর হইতে তাহা ২১½ ভাগে নির্দ্ধারিত হইবে। এই বর্দ্ধিত কর দ্বারা মোটামুটি আগামী বৎসরে ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে। বাকী ৩৭ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা সম্পর্কে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া উহা পাওয়ার জন্য কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গলা সরকারেরই দারস্থ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার সেই টাকা কর্পোরেশনকে সরবরাহ করেন ভাল, নতুবা আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালে কর্পোরেশনের অভাব ও অসুবিধার সীমা থাকিবে না।

শ্রীযুক্ত শৈলপতি চ্যাটার্জ্জির বক্তৃতায় কলিকাতা কর্পোরেশনের যে শোচনীয় আর্থিক দুর্গতির চিত্র উন্মোচিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া এই বিরাট পৌর প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকলেই শঙ্কিত হইবেন সন্দেহ নাই। কর্পোরেশনের অবস্থা যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই খারাপ হইয়া আসিতেছিল। যুদ্ধের সময়ে অধিক পরিমাণে ব্যয় বহর চাপাইতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট উহার আর্থিক বনিয়াদ বেশী পরিমাণে বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন। কর্পোরেশনের ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে যদি উহার আয় বাড়াইবার সুবিধা থাকিত তবে এই দুর্গতির কারণ দাঁড়াইত না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে সে ক্ষমতা বিশেষ কিছুই

—ঘোষণা—

দি আসাম টি কোম্পানী লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত)

রেজিঃ অফিস ঃ ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন---- ৮,00,000৲ (আট লক্ষ টাকা)

বিক্রয়ার্থ মূলধন---- ৫,00,000৲ (পাঁচ লক্ষ টাকা)

নিম্নোক্তরূপে বিভক্ত

প্রত্যেকটি ১০৲ মূল্যের ৩০ হাজার অর্ডিনারী শেয়ার ও প্রত্যেকটি ১০০৲ মূল্যের শতকরা বার্ষিক ৬৲ সুদের আয়করমুক্ত শেয়ারের সমমূল্যে পরিশোধযোগ্য (Redeemable at par) ২০০০ দুই হাজার কিম্যুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার। ম্যানেজিং এজেণ্টস্, ডিরেক্টরস্ ও তাঁহাদের বন্ধুবর্গ শতকরা ৫০টি প্রেফারেন্স শেয়ার ও শতকরা ৫০টি অর্ডিনারী শেয়ার নিজেরাই কিনিয়া লইবেন সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের কমিটির নিকট শেয়ার বাজারে এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়বিক্রয় করিবার অনুমতি চাহিয়া আবেদন করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি অর্ডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য আবেদনের সহিত যথাক্রমে ৫৲ ও ৫০৲ এবং শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে বাকী টাকা দিতে হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র

চায়ের আবাদ, উৎপাদন, ব্যবসায় এবং সিলেটের হিংগাজিয়া চা বাগানটীর মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লইবার জন্য এবং কোম্পানীর অনুষ্ঠানপত্রোক্ত কার্য্যাদি পরিচালনের উদ্দেশ্যে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ২৪৪৪'৮০ একর ভূমি এবং মূল্যবান বনসম্পদ, আবাদের সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং ইমারতাদিসহ উক্ত হিংগাজিয়া চা-বাগানটী উক্ত বাগানের স্বত্বাধিকারী গ্রেট ব্রিটেনের মেসার্স চরগোলা টি এসোসিয়েশন্ লিঃ-এর এজেণ্ট মেসার্স জেমস ফিনলে এণ্ড কোং-এর নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে। বনসম্পদ, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি সহ উক্ত সম্পত্তির সাকুল্য মূল্য আট লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। নিম্নে উহার বর্ণনা দেওয়া গেল।

বাগানের অবস্থান এবং জমির পরিমাণ ঃ—

রেলওয়ে ষ্টেশন ও ষ্টিমার ষ্টেশন কুলাউরা ও কেঁচুগঞ্জ মাত্র যথাক্রমে ৬ ও ১২ মাইল দূরে। সমস্ত মাল ষ্টিমারে পাঠান হয় এবং তাহাতে ভাড়া অনেক কম পড়ে।

মোট জমির পরিমাণ ২৪৪৪'৮০ একর, চা উৎপন্ন হইতেছে ৬৯৪'২৫ একর, ক্ষেত জমি ৩২২'২৫ একর, চা চাষের উপযোগী ৬০৮'৬২ একর, ১৯৪৫ সালে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ ৩০০০ মণ, ১৯৪৬ সালে উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ ৩৫০০ মণ।

মোট বিক্রয় (গ্রিণ টি ইণ্টারনাল কনসাম্পসান) প্রতি পাউণ্ড ১৲ হিঃ ২,৮০,০০০৲, ১৯৪৬ সালের কার্য্যপরিচালনের অনুমিত ব্যয় ৮০,০০০৲, প্রেফারেন্স শেয়ারে সুদ ১২,০০০৲, অন্যান্য ব্যয় ১০,০০০৲, চা বিক্রয় হইতে সম্ভাব্য আয় ১,৭৮,০০০৲, বন-সম্পদ ও ধান্য হইতে সম্ভাব্য আয় ৫,০০০৲, মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৬৬৫, মোট জনসংখ্যা ১৩০০, গভর্ণমেণ্টকে দেয় রেভিনিউ বাৎসরিক ৪৮৮০৲।

ইমারতাদি

ম্যানেজারের বাংলো—১০০´×৬০´, আয়রণ কলাম, ব্রিক ওয়াল, থ্যাচ রুফ। ফ্যাক্টরী—১৫০´×৬০´, আয়রণ কলাম, ব্রিক ওয়াল, সি, আই, রুফ্। এঞ্জিন, ফায়ারিং ও ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস—১২২´×৩৬´, আয়রণ কলাম, উডেন সুপার ষ্ট্রাকচার, সি, আই, রুফ্। ব্যাটারি এ্যাক্সেসোরিজ ষ্টোর রুম: ১৪´×১২½´, ব্রিক ওয়াল, উড্ ও ইটালিয়েট রুফ্। ব্যাটারি হাউস—২৪½´×১৬½´, ব্রিক ওয়াল, উডেন সুপার ষ্ট্রাকচার, সি, আই, রুফ্। **উইদারিং হাউস**—উডেন ফ্রেম, সি, আই, রুফের আয়রণ কলাম (ব্রিক ওয়ার্ক), ১টী ১৫০´×৩২´, ব্রিক কলাম, উডেন ফ্রেম, সি, আই, রুফের একটী ১৫০´×৩২´, ব্রিক কলাম, আয়রণ ফ্রেম ওয়ার্ক, সি, আই, রুফের একটী ১৫০´×৩২´, ব্রিক কলাম, উডেন ফ্রেম, সি, আই রুফের একটী ১৫০´×৩০´, অল আয়রণ, উডেন ফ্লোর, সি, আই, রুফের একটি ১২৪´×৩৬´, ফার্মেণ্টিং হাউস (একাংশ গুদাম) আয়রণ এণ্ড ব্রিক ফ্রেম, উডেন ফ্লোর ১৫০´×৪০´, হসপিট্যাল বিল্ডিং ৭৫´×৫০´, (আয়রণ কলাম, ব্রিক ওয়াল, সি, আই, রুফ) অফিস বিল্ডিং—৩৬´×২৬´, আয়রণ কলাম, ব্রিক ওয়াল, সি, আই, রুফ। ৩টী গুদাম ঘর—১৪´×১১´, ২২´×১৫½, ১২২´×৩০´, আয়রণ ও উডেন ফ্রেম, সি, আই, রুফ। দুইটী গ্যারেজ—৩২´×১৮´, ২১½´×১৩½´; উডেন ফ্রেম, ব্রিক ওয়াল, সি, আই, রুফ। ৩টী ম্যানিওর শেড—ব্রিক আয়রণ কলাম, সি, আই, রুফ। কর্ম্মচারীদের কোয়ার্টার্স ১৪টি—২টী অর্দ্ধেক পাকা এবং বাকীগুলি কাঁচা। কুলি কোয়ার্টার্স—২০৬টী—৬টী পাকা ও বাকীগুলি কাঁচা।

যন্ত্রপাতি

৩টী ক্রস বি অয়েল এঞ্জিন ৮৫, ৬০, ৪ এইচ্ পি, প্যারাফিন এঞ্জিন, ক্রুড অয়েল এঞ্জিন (রুস্তম এ্যাণ্ড হর্ণবি) ১০ বি পি এইচ্। জ্যাকসনস রোলিং টেবল ৪টী, ৩টী ড্রাইং মেসিন...ভিক্টোরিয়া ১টী, সিরোক্কো ডানি ড্রাফট ১টী, এম্পায়ার (৪ ফিট) ১টী, ৪টী কাটিং মেসিন—জ্যাকসনস্ ক্লিপ এ্যাকসান ১টী, রিডস্...১টী, স্যাভেজ কাটার ও বেটম্যানস ষ্টক এক্সট্রাকটর, চফ কাটার...১টী, সর্টার্স—২টি ১টী মুরের ১টী ম্যাকডোনাল্ডস্ ডিক্রেক্টর ফ্যানার। জি ই সি ইলেকট্রিক ইনসটলেশন ডায়নামো সুইচ বোর্ড ফিটিং সহ। ক্লোবাইড ইলেকট্রিক্যাল ষ্টোরেজ কোম্পানীর ৬০ সেলের ৪ টাইপ এ এল জি ব্যাটারি (১৯৪৪ সালে রিপ্লেটেড) মার্শাল গ্রিণ টি পলিশিং মেসিন।

শেয়ারের জন্য আবেদন

কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স এরিয়ান প্লাণ্টার্স এজেন্সির ১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতাস্থ কার্য্যালয়ে অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কার মেসার্স কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ—কলিকাতা ও শাখাসমূহে করিতে হইবে।

দিতেছেন না। কর্পোরেশনের একমাত্র সুযোগ ছিল বাড়ীঘরের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করা। বর্ত্তমানে তাহাই তাঁহারা করিয়াছেন। নূতন ধরণের কোন ট্যাক্স বসাইতে হইলে সেজন্য আইনগত অধিকার পাওয়া আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট সে অধিকার কর্পোরেশনকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন না। অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে মোটা হারে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়া থাকেন। এদেশে সেই ধরণের রীতি এখনও বিশেষ কিছু গড়িয়া উঠে নাই। ফলে নিদারুণ অর্থাভাবের ভিতর ভালভাবে পৌর-কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করা মিউনিসিপ্যালিটিগুলির পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক মিউনিসিপ্যালিটির কাজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা অবস্থার সেই শোচনীয় গতিই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শৈলপতি চ্যাটার্জ্জি কতকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্পোরেশনকে বাঁচাইতে হইলে সেই উপায়গুলি বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে তাহা যথাসম্ভব কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য।

বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর প্রশ্ন

ভারতে নূতন করিয়া যে খাদ্যসঙ্কট সৃষ্ট হইয়াছে অবিলম্বে বিদেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ও গম আমদানী না করিতে পারিলে তাহার কোন সুসমাধান আশা করা যায় না। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করার পক্ষে যুদ্ধের সময়ে জাহাজের অভাব মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক্ষণে সে অসুবিধা কাটিয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্মিলিত জাতিসমূহের পক্ষ হইতে ওয়াশিংটনে একটি খাদ্য বোর্ড স্থাপিত হওয়ায় জাহাজ পাওয়ার সুবিধা সত্ত্বেও কার্য্যতঃ বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া আজ ভারতের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ বোর্ড দুনিয়ার খাদ্যাভাব সমস্যা মিটাইবার নামে বিভিন্ন অঞ্চলের বাড়তি ফসল আজ নিজেদের কর্ত্তৃত্বাধীনে টানিয়া লইতেছেন। উহাদের অনুমতি ছাড়া এখন আর একদেশ হইতে অন্যদেশে চাউল, গম প্রভৃতি রপ্তানী হওয়ার সুবিধা নাই। কেবল ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের বাড়তি গম ফসলই নহে ভারতের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম রাজ্যে যে বেশী চাউল উৎপন্ন হইবে তাহা বাহিরে চালান দেওয়ার কাজও উহারাই নিয়ন্ত্রণ করিবেন। পৃথিবীর ঘাটতি অঞ্চলসমূহের সত্যকার প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া সম্মিলিত খাদ্য বোর্ড যদি ন্যায্যভাবে এই রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের কাজ নির্ব্বাহ করিতেন তবে এহেন ব্যবস্থায় ভারতের পক্ষে আসলে কোন অসুবিধার কারণ দাঁড়াইত না। ভারতের জনসংখ্যা অনুপাতে এদেশে খাদ্যদ্রব্যের যোগান স্বভাবতঃই স্বল্প। তাহার উপর নানা দৈবদুর্ব্বিপাক জন্য এবার খাদ্য সমস্যা নিতান্ত জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। খাদ্যের দিক দিয়া এরূপ মারাত্মক অভাব আর কোন দেশে বর্ত্তমানে বড় একটা লক্ষিত হইতেছে না। এই অবস্থায় ন্যায্যভাবে বাড়তি ফসল বণ্টনের নীতি অনুসরণ করা হইলে খাদ্য বোর্ডের নিকট হইতে বাহির হইতে চাউল ও গম আমদানীর অনুমতি ভারতবর্ষ অবশ্যই পাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় খাদ্য বোর্ডের কর্ত্তারা সেরূপ নিরপেক্ষ নীতিতে ভারতের জন্য খাদ্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থা করিতে নারাজ। ঐ বোর্ডে ভারতের কোন স্থায়ী প্রতিনিধি নেওয়া হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের প্রতিনিধিরা কার্য্যতঃ উহার মোড়লী করিতেছেন। যুদ্ধের পরে ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন দেশে খাদ্যের সামান্য অভাব দেখা যাওয়াতেই তাঁহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। দুনিয়ার বাড়তি ফসল যথাসম্ভব টানিয়া লইয়া তাহা দ্বারা ঐ মুষ্টিমেয় দেশের লোকদের উন্নত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখাই আজ তাঁহাদের বড় কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের মত বিরাট দেশে অগণিত লোকের নিদারুণ খাদ্যাভাব মিটাইবার সমস্যাটা এখনও তাঁহাদের নিকট মোটেই বড় হইয়া দেখা দিতেছে না। ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের নিকট এদেশের হইয়া দাবী জানাইবার জন্য স্যার রবার্ট হাচিংসকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বোর্ড তাঁহার কথায় বিশেষ কিছু কর্ণপাত করেন নাই।

কিন্তু সম্মিলিত খাদ্য বোর্ড বিশেষ কিছু কর্ণপাত না করিলেও এবং বৃটিশ সরকার ভারতের প্রয়োজন সম্পর্কে উপেক্ষা দেখাইলেও তাঁহাদের নিকট বার বার দাবী উত্থাপন করা ছাড়া এদেশের কোন গত্যন্তর নাই। কাজেই বর্ত্তমান জটিল সমস্যার কথা ভাবিয়া ভারত সরকারের খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব অন্য কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া নিজে আজ লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন উপস্থিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী ছাড়া যেখানে বর্ত্তমান সমস্যা মিটাইবার কোন উপায় নাই সেখানে খাদ্যসচিবের এই সঙ্কল্প আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। ওয়াশিংটনস্থ খাদ্য বোর্ডটি যেভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে ভারত সম্পর্কে পরিপূর্ণ সুবিবেচনা উহাদের নিকট আশা করা যায় না। তবু স্যার জওলাপ্রসাদ আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হইলে ও মানবতার নামে এদেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা উহাদের দরবারে যথাযথ উপস্থিত করিলে বাহির হইতে এদেশে খাদ্য প্রেরণ সম্পর্কে অন্ততঃ কতকটা সুব্যবস্থা তাঁহারা করিতে চাহিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। সনাতন নিয়মে ভারত গবর্ণমেণ্ট এতদিন ধামাধরা বৃটিশ সিভিলিয়ানের উপরই এই শ্রেণীর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ঐ সব প্রতিনিধিরা বিদেশের দরবারে ভারতের প্রয়োজন ঠিক ঠিকভাবে জ্ঞাপন করেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থনির্দ্দেশের নাগপাশ কাটাইয়া স্যার জওলাপ্রসাদ যদি স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে খাদ্য বোর্ডের সমক্ষে এদেশের ন্যায্য দাবী উপস্থিত করিতে পারেন তবে ৪০ কোটি নরনারীর অফুরন্ত দুঃখ গ্লানির কথা সেখানে হয়ত প্রকৃত সমবেদনার উদ্রেক করিতে পারে।

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

অনুমোদিত মূলধন—	২,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	১,০০,০০,০০০৲	,,
বিক্রীত মূলধন—	১,০০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কলসহ)	৬০,০০,০০০৲	টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৫,০০,০০০৲	,, ,,
আমানত—	১১,০০,০০,০০০৲	,, ,,
কার্য্যকরী মূলধন—	১৩,০০,০০,০০০৲	টাকার উপর

সকল প্রকার বৈদেশিক বিনিময়ে কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট। ফোন : বি, বি, ১৫৩৪

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্‌টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর দ্বারভাঙ্গা।

যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী— মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে গুহ

যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অর্থনীতিবিদ্‌গণের প্রতিবাদ

অধুনাসমাপ্ত বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইতে ভারত সরকার উহাদের নিজেদের এবং বৃটিশ ও আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ভারতবর্ষে অপরিমিত নোট ছড়াইয়া দেশের কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গত ১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষের কতিপয় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ উহাদের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। উহারা তখন এরূপ প্রস্তাব করেন যে, ট্যাক্স ও ঋণের দ্বারা ভারত সরকার প্রতি বৎসর যে পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন তদতিরিক্ত আর্থিক দায়িত্ব উহারা যেন গ্রহণ না করেন। ভারত সরকার বিশেষজ্ঞদের এই প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেন নাই। ফলে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে স্থলে ভারতে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা সেই স্থলে ১৯৪৫ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে জাপান কর্ত্তৃক আত্মসমর্পণের ফলে যে দিন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে তাহার অব্যবহিত পরে ১৭ই আগষ্ট তারিখে ভারতে সাধারণের হস্তে প্রচলিত নোটের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৩৮ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে রূপার টাকা এবং এক টাকার নোট (যাহা সরকারী হিসাবে নোট বলিয়া গণ্য না হইয়া টাকা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে) তাহার প্রচলনও ১২ কোটী টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে যুদ্ধবিরতির সময় পর্য্যন্ত ভারতে জনসাধারণের হাতে প্রচলিত অতিরিক্ত নোট ও টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৭৮ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতে যে হারে নোট ও টাকার প্রচলন বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল এই সময়ে ঠিক এই হারে যদি দেশে পণ্যদ্রব্যের জোগান বাড়িত তাহা হইলে অতিরিক্ত নোটের প্রচলনের জন্য দেশের কোন ক্ষতি হইত না। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে এদেশে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ যে সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে গবর্ণমেণ্ট উহাদের নিজেদের সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনে উহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ পণ্যদ্রব্য টানিয়া লইয়াছেন। পক্ষান্তরে শান্তির সময়ে ভারতবাসীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে যে পণ্যদ্রব্য আমদানী হইত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাও এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। ফলে যুদ্ধের সময়ে দেশবাসীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পণ্যদ্রব্যের একান্ত অভাব ঘটে। এই সময়ে দেশবাসীর হাতে প্রচলিত নোট ও টাকার—অন্য কথায় ক্রয়শক্তির পরিমাণ ৯৭৮ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা বাড়িয়া যাওয়াতে পণ্যদ্রব্যের বাজারে ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যে উহা ক্রয় করিবার জন্য একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। এজন্য দেশে কোন জিনিষের মূল্য তিনগুণ, কোন জিনিষের মূল্য ৫ গুণ এবং কোন কোন জিনিষের মূল্য ২০।২৫ গুণে পরিণত হয়। এই অবস্থার ফলে যুদ্ধের সময়ে আহার্য্য, পরিচ্ছদ, ঔষধ ইত্যাদি সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া দেশের লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ বলি দিয়াছে এবং অন্য কোটী কোটী লোক অনশন ও অর্দ্ধাশনের ফলে জীবনীশক্তি হারাইয়া জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৪৩ সালে ভারতের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাতে কর্ণপাত করিতেন তাহা হইলে দুর্ভিক্ষে ও রোগে দেশের এত অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত না এবং বর্ত্তমানে দেশে যে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা এত মারাত্মক হইত না।

যাহা হউক ১৯৪৩ সালে অর্থনীতিবিদগণের কথা অগ্রাহ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশের যে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন, যুদ্ধবিরতির পরে গবর্ণমেণ্ট উহাদের কর্ম্মপন্থা পরিবর্ত্তন করিয়া উহাদের পাপের কথঞ্চিৎ প্রতিকার করিবেন, তাহা খুবই আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু গত ৬ মাস কাল ধরিয়া যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিলেও এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র চৈতন্য হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। উপরে বলা হইয়াছে যে, জাপান কর্ত্তৃক আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরে এদেশে সাধারণের হাতে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৮ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ দিন সাধারণের হাতে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ছিল ১১৯৯ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যুদ্ধবিরতির পরে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ছয় মাস কালের মধ্যে দেশে প্রচলিত নোটের পরিমাণ তো কমানই হয় নাই—বরং উহা আরও ৬১ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে পুণা হইতে ভারতের ২৪ জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের স্বাক্ষরিত আর একটী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্ট যে নীতি ও কর্ম্মপন্থা অবলম্বনে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়া দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, যুদ্ধাবসানেও গবর্ণমেণ্ট ঐ নীতি ও কর্ম্মপন্থা পরিত্যাগ না করায় উক্ত বিবৃতিতে অর্থনীতিবিদগণ তাহার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

যুদ্ধের সময়ে ভারতে কি নীতি ও কর্ম্মপন্থা ধরিয়া গবর্ণমেণ্ট এত অধিক পরিমাণে নোটের প্রচলন করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে "ইঙ্গ-মার্কিন ঋণচুক্তি ও ভারতবর্ষ" শীর্ষক প্রবন্ধে (আর্থিক জগৎ, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫; ৭৮০ পৃঃ) আমরা তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে উক্ত আলোচনার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। যুদ্ধের সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গেলেও এই কয় বৎসরে উহারা দেশ হইতে ট্যাক্স ও ঋণ সহায়ে এত অধিক অর্থ আদায় করিয়াছেন, যাহার ফলে উহাদের পক্ষে দেশে নোট ছড়াইয়া নিজেদের ব্যয় সঙ্কুলানের তেমন কোন প্রয়োজন ঘটে নাই। যুদ্ধের এই কয় বৎসরের মধ্যে রাজস্বের হিসাবে ভারত সরকারের ১৯৪০-৪১ সালে ৮ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা, ১৯৪১-৪২ সালে ১৭ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা, ১৯৪২-৪৩ সালে ৯৪ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা, ১৯৪৩-৪৪ সালে ১৮৯ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা, ১৯৪৪-৪৫ সালে (সংশোধিত হিসাব মত) ১৫৫ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে (বাজেট বরাদ্দ অনুসারে) ১৫৫ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা—একুনে ৬২১ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। কিন্তু এই কয় বৎসরে টাকার হিসাবে ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৮৪৪ কোটী টাকা। সুতরাং যুদ্ধের কয় বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের আয়ের অতিরিক্ত যে পরিমাণ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাও বেশী পরিমাণ টাকা গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর নিকট হইতে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য এই কয় বৎসরে ভারত সরকার মূলধন বিনিয়োগ হিসাবেও বহু কোটী টাকা খরচ করিয়াছেন। কিন্তু উহা সত্ত্বেও যুদ্ধের ঘাটতি মিটাইবার জন্য ভারত সরকারের পক্ষে দেশে নোটের প্রচলন বাড়াইবার তেমন কোন প্রয়োজন ঘটে নাই বলা যাইতে পারে। যুদ্ধের

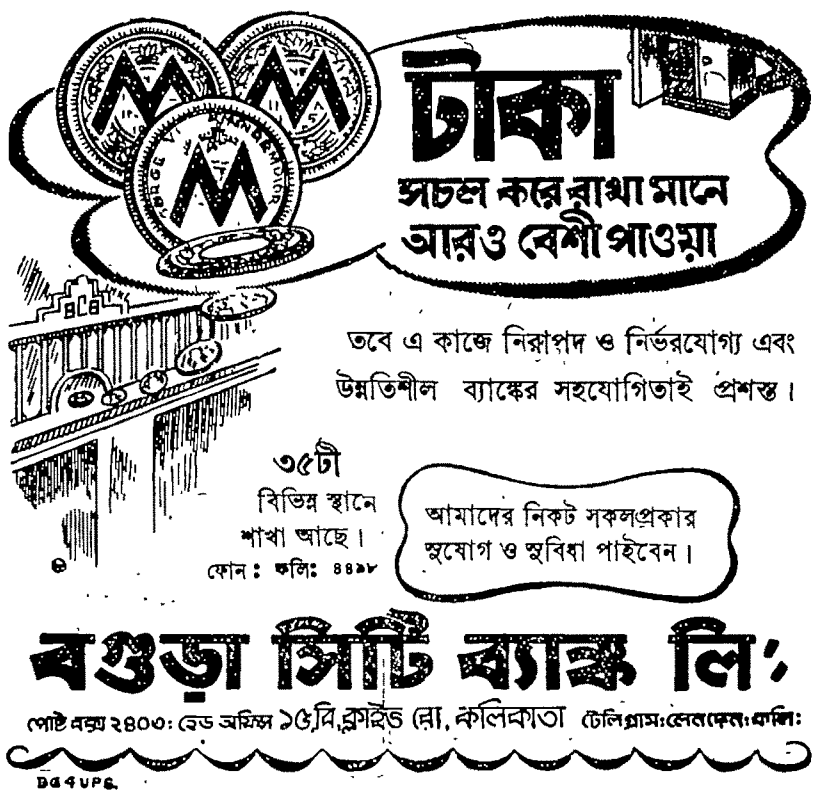

সময়ে বৃটীশ ও আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট উহাদের নিজেদের সামরিক প্রয়োজনে এদেশে যে ব্যয় করিয়াছেন (ডাঃ রাওয়ের মতে উহার পরিমাণ ১৩৮৫ কোটী টাকা) তাহা সঙ্কুলান করিবার দায়িত্ব ঘাড়ে লইবার ফলেই ভারত সরকারকে এদেশে নোটের প্রচলন প্রায় হাজার কোটী টাকা বাড়াইতে হইয়াছিল। একথা সকলেই জানেন যে, কোন এক দেশের লোক অন্য দেশে গিয়া যে খরচা করে তাহা প্রথম দেশের লোককে দ্বিতীয় দেশে প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা পরিশোধ করিতে হয় এবং পণ্যদ্রব্য, স্বর্ণ অথবা অন্য কোন সম্পত্তির বিনিময়ে প্রথম দেশের ব্যক্তিকে দ্বিতীয় দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হয়। স্বাভাবিক ব্যবস্থা অনুযায়ী ইংলণ্ড ও আমেরিকা যুদ্ধের সময়ে ভারতে যে ১৩৮৫ কোটী টাকা খরচ করিয়াছে তাহা পণ্যদ্রব্য, স্বর্ণ বা অন্য কোন সম্পত্তি দ্বারা উহাদের পরিশোধ করা উচিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সূত্রপাতেই ভারত সরকার এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন—অথবা দিতে বাধ্য হন যে, ভারতে মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির খরচার জন্য ভারতে যে নোট ও টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা ভারত সরকারই সরবরাহ করিবেন এবং এই টাকা ও নোট সংগ্রহের জন্য ইংলণ্ডকে স্বর্ণ, পণ্যদ্রব্য বা অন্য কোন সম্পত্তি দিতে হইবে না। এজন্য ইংলণ্ডের নিজ দেশের নোট বা ষ্টার্লিং প্রদান করিলেই চলিবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের সামরিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ভারতবাসী অনশনে ও অর্দ্ধাশনে থাকিয়া ঐ সব দেশকে খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ, ঔষধ, গৃহ-সরঞ্জাম, যানবাহন ও মজুরী সরবরাহ করিয়া ১৩৮৫ কোটী টাকার নোট পাইয়াছে বটে, কিন্তু দেশে পণ্যদ্রব্যের চূড়ান্ত অভাবের সময়ে এই নোট পাওয়ার ফলে ভারতবাসীকে ৩।৪ গুণ অধিক মূল্য দিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কাজেই আপাত-দৃষ্টিতে ভারতবাসী যে টাকা পাইয়াছে—পণ্যমূল্যের হার বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবাসী পাইয়াছে উহার এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ মাত্র। অবশ্য ভারত সরকারের এজেণ্ট হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মিত্রশক্তিদের প্রয়োজনে দেশে এই ভাবে যে ১৩৮৫ কোটী টাকার নোট ছড়াইয়াছে তাহার জামীন হিসাবে ঐ ব্যাঙ্ক উপরোক্ত টাকার সমপরিমাণ ষ্টার্লিং মুদ্রা পাইয়াছে এবং এই মুদ্রা বর্ত্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডনস্থিত শাখায় মজুদ রহিয়াছে। কিন্তু এই ষ্টার্লিং মুদ্রার বদলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে অদূর ভবিষ্যতে ইংলণ্ড হইতে ভারতের প্রয়োজনীয় ভোগ্য ও উৎপাদক দ্রব্য (Consumer & Capital goods) পাইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বরং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাপ্য এই ষ্টার্লিং মুদ্রার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (কত তাহা এখনও বলা হয় নাই) মকুব করিয়া (adjust) দেওয়া হইবে এবং বাকী অংশ সুদীর্ঘকালের কিস্তিতে পরিশোধ করা হইবে বলিয়া ইঙ্গ-মার্কিন ঋণচুক্তিতে সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে। সোজা কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, যুদ্ধের সময়ে ইংরাজগণ এদেশের অধিবাসিগণকে অনশনে, অর্দ্ধাশনে রাখিয়া এদেশের বহুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ, গৃহ-সরঞ্জাম, মজুরী ইত্যাদি জোর করিয়া বিনা সুদে ধার লইয়াছে এবং এখন যুদ্ধাবসানে এই ধারের একাংশ বাতিল করিয়া দিয়া বাকী অংশ দীর্ঘ দিনের কিস্তীতে প্রদান করা হইবে বলিয়া স্তোক-বাক্য দিতেছে। ভারতে অত্যধিক পরিমাণে নোটের প্রচলনের মূলে উহাই ভারত সরকারের নীতি ও কর্ম্মপন্থা। উহা প্রদানত ভারতবর্ষকে নির্লজ্জভাবে শোষণ করিবারই একটা পন্থামাত্র। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় সঞ্চিত ষ্টার্লিং ব্যালান্স ভারতবাসীর চোখে ধূলা দিবার একটা ফন্দী ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যুদ্ধের সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে ভারতবাসীকে চার আনা হইতে পাঁচ আনা দিয়া এক টাকার প্রবোধ দেওয়া হইয়াছে এবং এজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এক টাকার বদলে যে ষ্টার্লিং দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে একটা উল্লেখ-যোগ্য অংশ মকুব করিয়া দিয়া বাকী অংশ সুদীর্ঘ-কালের কিস্তীতে পরিশোধ করিবার স্তোকবাক্য দেওয়া হইতেছে। জগতের ইতিহাসে একটী দেশ কর্ত্তৃক অন্য দেশকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অথচ নির্ম্মমভাবে এরূপ শোষণের দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।

ভারতীয় অর্থনীতিবিদগণ গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে পুণা হইতে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক যুদ্ধাবসানের পরেও নোটের প্রচলনের এই দিকটার প্রতি সমধিক জোর দিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক যুদ্ধের পরেও দেশে নোটের প্রচলন বর্দ্ধিত করা হইতেছে এবং এজন্য দেশ হইতে মুদ্রাস্ফীতির অনিষ্টকর প্রভাব বিদূরিত হইতেছে না—অর্থনীতিবিদগণ এই সমস্যার উপর জোর দেন নাই। যুদ্ধাবসান সত্ত্বেও এখনও ইংলণ্ডের তরফ হইতে ভারতে যে মালপত্র ক্রয় করা হইতেছে তাহার মূল্য ষ্টার্লিং মুদ্রা দিয়া শোধ করা হইতেছে এবং উহার ফলে ষ্টার্লিংয়ের জামীনে ভারতে নোটের প্রচলন বাড়িতেছে বলিয়াই অর্থ-নীতিবিদগণ তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। উহারা বলিয়াছেন—যুদ্ধের সময়ে ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রীত পণ্যদ্রব্যের মূল্য হিসাবে নোট জোগাইয়া ভারত সরকার এদেশে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়াছেন, যুদ্ধাবসানের পরেও অনুরূপ-ভাবে ভারতে মুদ্রাস্ফীতির সাহায্য করিয়া ভারত সরকার ভারতীয় আর্থিক পরিস্থিতিকে সর্ব্বনাশের দিকে আগাইয়া দিতেছেন। যুদ্ধের সময়ে আমরা এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাইয়াছি। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে এই ব্যবস্থার যে যুক্তি-যুক্ততাই থাকুক না কেন, এক্ষণে যুদ্ধাবসানে ইংলণ্ডকে এইভাবে পণ্যদ্রব্য জোগাইবার যে কোন যুক্তিযুক্ততাই নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা ইংলণ্ডকে ঋণদানেরই নামান্তর। কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে এক্ষণে ঋণদানের কোন ক্ষমতাই নাই। ভারতে যে কিছু পণ্যদ্রব্য এক্ষণে পাওয়া যাইতেছে তাহা যুদ্ধবিধ্বস্ত ভারতের পুনর্গঠনের জন্যই নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। আজ ভারতবাসীকে জোর করিয়া এক দিকে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করতঃ উহার বিনিময়ে ষ্টার্লিং মুদ্রা মজুদ করিতে বাধ্য করা হইতেছে এবং অন্য দিকে বলা হইতেছে যে, ভারতবাসী তাহার পাওনা সাকুল্য ষ্টার্লিং মুদ্রা ফিরাইয়া পাইবে না। এই ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধ করা বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।' অর্থ-নীতিবিদগণের এই সব কথায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং উহার এজেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইবে—তাহা মনে করা ভুল। ভারতের অসহায় অবস্থার দরুণই আজ এই শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং উহা আমাদের অসহায় অবস্থার কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যে ইংরাজ জাতি যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ-সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য নিজেদের সঞ্চিত মোটমাট ১১০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের দাদনী সম্পত্তি এবং ১০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রা—একুনে ১২০ কোটী পাউণ্ড (আমাদের দেশের হিসাবে ১৬ শত কোটী টাকা) মূল্যের সম্পত্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে প্রদান করিতে বাধ্য হইল, সেই ইংরাজ ভারতে উহাদের ১০০০ কোটী টাকা মূল্যের সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও উহার এক পয়সা না দিয়া এক প্রকার অকেজো নোট দিয়া ভারতবর্ষ হইতে কেন প্রায় ১৪ শত কোটী টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য ও মজুরী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল? আজ যুদ্ধা-বসান সত্ত্বেও উহাদের এই দুর্নিবার লোভের অবসান ঘটিল না কেন? উহার কারণ, ইংলণ্ড যুদ্ধের সময়ে আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি যে সব দেশ হইতে সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়াছে সেই সব দেশ স্বাধীন এবং নিজ স্বার্থ-রক্ষায় সমর্থ। পক্ষান্তরে আমরা ভারতবাসী ইংরাজের পদানত এবং উহাদের শোষণপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আমরা একটী অঙ্গুলী হেলনও করিতে পারি না। কাজেই যুদ্ধের সময়ে আমরা ইংরাজের শোষণের মূলে মশা-ছারপোকার মত মরিয়াছি এবং বর্ত্তমানেও মরিতেছি। ভবিষ্যতে কি আছে তাহা বিধাতাই জানেন।

গ্রাম : যেশখু ফোন : ক্যাল ২০৪৪

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্কের নিজস্ব ত্রিতল বাটী নির্ম্মিতপ্রায়।

শাখা : ভবানীপুর, খুলনা।

নড়াইল ও বাগেরহাট শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

চেয়ারম্যান,

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

(১০) গুড় ও চিনি

যুদ্ধের দরুণ কলিকাতার জনসাধারণকে সাড়ে পাঁচ আনা সের দরে কনট্রোলের গুড় ক্রয় করিতে হইতেছে। কনট্রোল দোকানসমূহে নিয়ন্ত্রিত দরে যে গুড় বিক্রয় হয় তাহা মানুষের অভক্ষ্য। যুদ্ধের পূর্ব্বে গরু-ঘোড়ার খাদ্য ব্যতীত এই শ্রেণীর গুড়ের আর কোন ব্যবহার ছিল না। নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত যে সমস্ত খেজুর গুড় (পাটালী নামে প্রচলিত) ও কলসীর গুড় দেখা যায় তাহা শীতের কয়েক মাস ছাড়া বৎসরের অন্যান্য সময় পাওয়া যায় না। এই সমস্ত গুড় বর্ত্তমানে ৸০, ৸৵০, ১৲ ও ১।০ আনা সের দরে বিক্রয় হয় বলিয়া ইহা ক্রয় করা অনেকেরই সামর্থ্যের বাহিরে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা সহরে গুড়ের খুচরা মূল্য প্রতি সের দুই আনা হইতে তিন আনার উপরে যায় নাই। উক্ত বৎসরে বিভিন্ন শ্রেণীর গুড়ের মণপ্রতি পাইকারী মূল্য ছিল নিম্নরূপ—

বেনারেস গুড় ৩॥৵০
বিহার " ৩।০ হইতে ৩॥৵০
হাপুর ও মীরাটের গুড় ৩৸০

বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতে কলিকাতায় যে গুড় আমদানী হয় তাহার মূল্য বিহার এবং সংযুক্ত প্রদেশের গুড়ের মূল্য অপেক্ষা সাধারণতঃ কম। এই সময়ে বাঙ্গলায় উৎপন্ন গুড়ের মূল্যও কলিকাতা সহরে প্রতি মণ গড়ে ৩॥০ আনার বেশী ছিল না।

যে সমস্ত স্থান হইতে কলিকাতায় গুড় আমদানী হয় তন্মধ্যে ২৪ পরগণা, হাওড়া এবং রাজসাহী জেলা, সংযুক্তপ্রদেশের বেনারস, হাপুর, মীরাট, মজঃফরনগর এবং বিহার প্রদেশের অন্তর্গত গয়া, মুকতুমপুর, ডেল্টনগঞ্জ, বিহিটা এবং জাহানাবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ২৪ পরগণা, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে গরুরগাড়ী এবং মুটের সাহায্যে বহু পরিমাণ গুড় আমদানী হয় বলিয়া কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর বাঙ্গলাদেশে উৎপন্ন কি পরিমাণ গুড় বিক্রয় হয় তাহার কোন হিসাব নাই। কিন্তু বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ হইতে রেলযোগে গুড় আমদানী হয় বলিয়া এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ হইতে প্রায় ৪½ লক্ষ মণ গুড়, রাব এবং মাৎগুড় কলিকাতায় আমদানী হইত। ইহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সংযুক্তপ্রদেশ হইতে এবং এক-তৃতীয়াংশ বিহার প্রদেশের বিভিন্ন মোকাম হইতে আসিত। গুড় ও চিনি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় এগ্রিকাল্‌চারেল মার্কেটিং বিভাগের যে রিপোর্ট (১৯৪৩) আছে তন্মতে কলিকাতা সহরে বার্ষিক প্রায় ২ লক্ষ মণ গুড় (রাব্ এবং মাৎগুড় বাদে) ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা যায় যে, সংযুক্তপ্রদেশ ও বিহার হইতে রাব ও মাৎগুড় ব্যতীত একমাত্র গুড়ের আমদানী বার্ষিক প্রায় ১½ লক্ষ হইতে ১¾ লক্ষ মণ হইবে। বাকী ২৫ হাজার হইতে ৫০ হাজার মণ গুড় আমদানী হয় ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী এবং রাজসাহী প্রভৃতি বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতে।

কলিকাতায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ গুড় আমদানী হয় তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গরু-ঘোড়ার খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বেলিয়াঘাটা এবং বেলগাছিয়া দেশী গুড় বিক্রয়ের প্রধান পাইকারী বাজার। বেলিয়াঘাটায় প্রতি বৎসর প্রায় এক লক্ষ মণ গুড় বিক্রয় হইয়া থাকে বলিয়া ব্যবসায়ী মহলের অনুমান। আড়তদারী প্রথায় এই সমস্ত গুড় পাইকারী এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় হইয়া থাকে। আড়তদারগণ অনুমিত মূল্যের শতকরা পঁচাত্তর টাকা আড়তে গুড় আসিবার অব্যবহিত পর বিক্রেতাকে অর্পণ করিয়া থাকে।

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ বাঙ্গলাদেশে উৎপন্ন হয়। গুড় উৎপাদন ব্যাপারে বাঙ্গলার স্থান সংযুক্তপ্রদেশের পরেই এবং বাঙ্গলায় বার্ষিক যে পরিমাণ গুড়ের প্রয়োজন হয় তাহার শতকরা ৯৫ ভাগই এই প্রদেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়। ইহা সত্ত্বেও কলিকাতা এবং সহরতলীর জন্য প্রতি বৎসর ৪।৫ লক্ষ মণ গুড় বিহার এবং সংযুক্তপ্রদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় উৎপন্ন গুড় তেমন পরিষ্কৃত হয় না বলিয়া কলিকাতায় উহার চাহিদা কম—মূল্যও কম। বিভিন্ন জেলার গুড় উৎপাদনের প্রধান প্রধান কেন্দ্রসমূহে গবর্ণমেণ্ট উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গুড় প্রস্তুত সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিলে বাঙ্গলায় উৎপন্ন গুড় দ্বারাই কলিকাতা সহরের চাহিদা মেটান সম্ভবপর হইতে পারে।

রেশনিং ব্যবস্থানুসারে কলিকাতাবাসিগণ প্রতি সের আট আনা বা কুড়ি টাকা মণ দরে চিনি ক্রয় করিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় চিনির পাইকারী মূল্য প্রতি মণ ৮৲ হইতে ৯৲ টাকা এবং

বোনাস ঘোষণা

ডবল বেনিফিট স্কীমে প্রতি ১০০০৲ টাকায় ২৫৲ টাকা

আমাদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকগণের নিকট আমরা সানন্দে জানাইতেছি যে, আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় ডবল বেনিফিট স্কীমে ইং ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে তাহার জন্য উক্ত বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে।

অধিক ও নিশ্চিত লাভের উপায়স্বরূপ
নিম্নের বিজ্ঞাপনটি পড়িতে অনুরোধ করি।

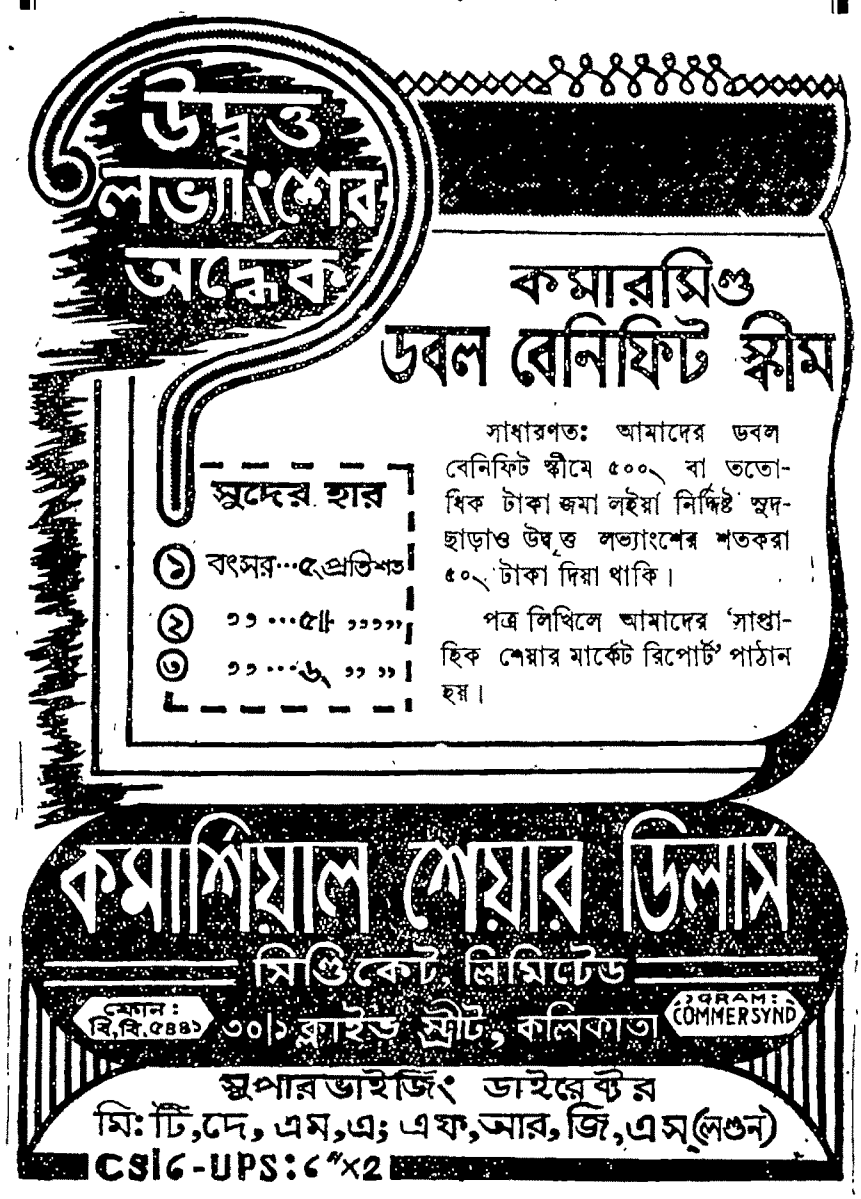

খুচরা মূল্য প্রতি সের চারি আনা হইতে পাঁচ আনার বেশী ছিল না। ১৯৩৯-৪০ সালে ইক্ষুর ফলন কম হওয়ায় দেশের সর্ব্বত্রই চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময়ে কলিকাতায় চিনির পাইকারী মূল্য ছিল প্রতিমণ মতিপুর ১১৲, মারহাওড়া ও চম্পারণ ১০৸৶০ আনা এবং পুণা ও তামকোহি ১০৸০। বর্ত্তমানে পাইকারী দাম প্রতিমণ ১৬৲ টাকার উপর ধার্য্য থাকা সত্ত্বেও চিনির কলের মালিকগণ অন্যান্য ব্যবসায়ীর ন্যায় লাভবান হইতেছেন না বলিয়া প্রকাশ।

যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় বিহার এবং সংযুক্তপ্রদেশ হইতেই প্রতি বৎসর প্রায় ১২ লক্ষ হইতে ১৫ লক্ষ মণ চিনি আমদানী হইত। এতদ্ব্যতীত নদীয়া, দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলায় যে কয়টী চিনির কল আছে তাহা হইতেও কলিকাতায় চিনি আসিত। বাঙ্গলার বাহির হইতে যে চিনি আমদানী হইত তাহার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী বিহার হইতে এবং এক-তৃতীয়াংশের কম আসিত সংযুক্তপ্রদেশ হইতে। ইহা হইতে বাষিক প্রায় এক লক্ষ মণ চিনি আসাম, মাদ্রাজ ও বিহার প্রদেশে রপ্তানী হইয়া যাইত। পশ্চিম এবং মধ্যবঙ্গের বিভিন্ন মোকামসমূহেও কলিকাতা হইতে চিনি রপ্তানী হয়। পূর্ব্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে প্রয়োজনীয় চিনি সাধারণতঃ কলিকাতা হইতে রপ্তানী হয় না। কলিকাতার ব্যবসায়ী এবং চিনির দালালগণ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থাকিলেও পূর্ব্ববঙ্গ উত্তরবঙ্গ এবং আসাম প্রদেশে যে চিনির আমদানী হয় তাহার অধিকাংশই কলিকাতার দালাল এবং ব্যবসায়িগণের মারফৎ বিহার এবং সংযুক্তপ্রদেশের চিনির কলসমূহ হইতে সরাসরি রপ্তানী হইয়া থাকে। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ চিনি প্রতি বৎসর বিক্রয় হয় তাহার শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী আমদানী করা হইয়া থাকে কলিকাতার চিনি ব্যবসায়িগণের মারফতে।

বড়বাজার রামকুমার রক্ষিত লেন ও ক্রশ ষ্ট্রীট অঞ্চলে কলিকাতার চিনির পাইকারী ব্যবসায়ীদের গদী আছে। কয়েকটী ইউরোপীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও চিনির ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। পাইকার বা আমদানীকারক রেলের রসিদ পাইয়া মিল কর্ত্তৃপক্ষ কিংবা মিলের স্থানীয় প্রতিনিধির নিকট চিনির মূল্য পাঠাইয়া দেয়। সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের মারফৎই রেলের রসিদ কলিকাতায় আসিয়া থাকে এবং ব্যাঙ্কসমূহ এই টাকা আদায়ের জন্য পূর্ব্বে শতকরা দুই আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত খরচ পাইত। চিনির যাহারা পাইকারী বিক্রেতা তাহাদের অনেকেই দালালী করিয়া থাকে। এইরূপ দালাল এবং পাইকারগণ মিল হইতে চিনি ক্রয় করিলে শতকরা আট আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত কমিশন পাইয়া থাকে এবং ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক টাকা আদায়ের ব্যয়ও এই সমস্ত ক্ষেত্রে মিলকর্ত্তৃপক্ষ বহন করিয়া থাকে। উল্লিখিত দালালগণের সহিত বাঙ্গলা এবং আসামের পাইকারী ব্যবসায়িগণের যোগাযোগ রহিয়াছে। কোনও মোকামে চিনির প্রয়োজন হইলে উল্লিখিত দালালগণের অর্ডার অনুযায়ী মিল হইতে সরাসরি চিনি রপ্তানী করা হইয়া থাকে। চিনির দালালী ও পাইকারী কারবার যুদ্ধের পূর্ব্বে বেশ লাভজনক ব্যবসায় বলিয়া পরিগণিত হইত। রক্ষণশুল্কের সুযোগে শর্করা শিল্পের এরূপ প্রসার ঘটিয়াছিল যে, উৎপন্ন চিনি কাট্‌তির জন্য চিনির কলের মালিকগণ দালাল এবং পাইকারী ক্রেতাগণকে উচ্চহারে দালালী প্রদান ব্যতীত সর্ব্বদাই নানা বিষয়ে সন্তুষ্ট রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন।

সমগ্র বাঙ্গলার কথা বাদ দিলেও একমাত্র কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ চিনি বাঙ্গলার বাহির হইতে আমদানী হয় তাহার আনুমানিক মূল্য ১½ কোটী হইতে ২ কোটী টাকা। বাঙ্গলায় শর্করাশিল্পের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও চিনি সম্পর্কে বাঙ্গলাদেশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিহার এবং সংযুক্তপ্রদেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া রহিয়াছে। কলিকাতার মত বাজার নিকটে থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গলার শিল্পপতি এবং ব্যবসায়িগণ এতদিন বাঙ্গলাদেশের অভ্যন্তরে শর্করাশিল্পের উন্নতিবিধানে যে তৎপর হন নাই, তাহা বিস্ময়ের কারণ বটে। যুদ্ধোত্তর যুগে বাঙ্গলায় যে সমস্ত শিল্পস্থাপনের বিষয় শিল্পব্যবসায়িগণ এবং গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে বা হইবে, শর্করাশিল্পের প্রসার তন্মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিয়া কি আমরা আশা করিতে পারি?

গুড ও চিনির প্রসঙ্গে শর্করাজাত আর দুইটী পণ্যের আলোচনা বাঞ্ছনীয় মনে করি। যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রায় ১৫টী মিশ্রির কারখানা ছিল এবং এই সমস্ত কারখানা হইতে বার্ষিক প্রায় ৩ লক্ষ মণ মিশ্রি প্রস্তুত হইত। সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিংএর কল্যাণে কারখানাগুলি উঠিয়া গিয়া বহু লোকের অন্নসংস্থানের পথ বন্ধ হইয়াছে। বাতাসা এখনও বাজারে পাওয়া যায়। রেশনিং অনুযায়ী চিনির মাথাপিছু বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বলিয়া জনসাধারণ বাধ্য হইয়া ৸০ আনা হইতে ১৲ টাকা সের দরে বাতাসা ক্রয় করিয়া থাকে এবং চিনির রেশনিং উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত এই প্রকার উচ্চমূল্যেই বাতাসা বিক্রয় হইবে। বাতাসার বর্ত্তমান মূল্য অযৌক্তিক কি না তৎসম্পর্কে আমাদের নিকট বিস্তৃত তথ্য নাই। তবে বাতাসা প্রস্তুত করিতে বর্ত্তমানে কি ব্যয় লাগে এবং ইহার যুক্তিসঙ্গত পাইকারী ও খুচরা মূল্য কিরূপ হওয়া উচিত এ সম্পর্কে অসামরিক সরবরাহ বিভাগ কর্ত্তৃক একটী বিশেষ তদন্ত হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি।

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল
— ব্যাঙ্ক লিঃ —
হেড অফিস ঃ—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ ঃ—
বড়বাজার (কলিকাতা), দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, চৌমুহনী, বসুরহাট, কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, সিরাজদীঘা, রাঙ্গাপাড়া, জামুগুড়িহাট, রহা, রাসড়া, আজমীর, হিঙ্গলগঞ্জ, বেওয়াড়।
জেনারেল ম্যানেজার ঃ মিঃ আর, চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ মিঃ জে, ভৌমিক

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282
সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২৮
হেড অফিস—১২, জ্যাক্‌সন লেন, কলিকাতা।
অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।
জাকলাবান্ধা (আসাম) ও মাণিকতলা শাখা খোলা হইয়াছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি বিশ্বাস

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

আসামে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি আজাদ শিলং পৌঁছিয়াছেন। প্রকাশ, ১২ই মার্চ্চ তারিখে নবগঠিত পরিষদের বাজেট অধিবেশন সুরু হইবে। আসামে জাতীয়তাবাদের জয়লাভের জন্য আমরা কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ, জমিয়েৎ-উল-উলেমার নেতৃবৃন্দ, উপজাতীয়দের মুখপাত্রগণ এবং তাঁহারা সকলে একত্রে যাহাদের প্রকৃত প্রতিনিধি, আসামের সেই সচেতন জনসাধারণকে অকপট অভিনন্দন জানাইতেছি।

* * *

ভারতের অপর প্রান্তের মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কিত জটিলতা এখনও কাটিয়া উঠে নাই। সিন্ধু প্রদেশে কংগ্রেস কোয়ালিশন, না লীগ কোয়ালিশন হইবে গত সপ্তাহের সেই প্রশ্নের জবাব এখন সিন্ধু লাটের হাতে। হিদায়েতুল্লা মন্ত্রিসভা একযোগে পদত্যাগ করিয়াছেন। সিন্ধুর লাট বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতার সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের চেষ্টা হইয়াছিল। সিন্ধুর বিশেষ অবস্থার বিবেচনায় এক সর্ব্বদলীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইলেই যে উহা স্থায়ী গবর্ণমেণ্ট হইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ প্রথমে আগ্রহ দেখাইয়া পরে বাদ সাধিয়াছে। মুসলিম লীগ দাবী করিয়াছে, প্রস্তাবিত সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের গ্রহণ করা চলিবে না। বলা বাহুল্য, লীগের এই অসঙ্গত প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি আজাদ রাজী হইতে পারেন নাই। লীগের জেদে ঐ মিলন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর হইতে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন চলিতেছে গুজব ও গবেষণা। কেহ বলিতেছে, মিঃ সৈয়দ আবার মুসলিম লীগে ভিড়িবেন। কেহ বলিতেছে, তাঁহাকে ছাড়িয়াই তাঁহার দলবল এবং মৌলাবক্সকে ছাড়িয়া তাঁহার অনুগামীরাও একযোগে লীগে চলিয়া যাইতেছেন। অবশ্য ইতিমধ্যে একজন লীগে যোগদান করিয়াছেন। ইহার ফলে এখন কংগ্রেস ও লীগের উভয়েরই সংখ্যা-শক্তি দাঁড়াইয়াছে ২৮ জন। শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির দিক হইতে দেখিতে গেলে মিঃ সৈয়দের কোয়ালিশন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সক্ষম। গবর্ণর যদি লীগকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে ডাকেন এবং ইউরোপীয় সদস্যদের সমর্থনে লীগ যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে, সেরূপ ক্ষেত্রে কংগ্রেস সিন্ধু পরিষদে বিরোধী দলে পরিণত হইবে।

সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, সিন্ধুর গবর্ণর স্যার ফ্রান্সিস মুডি সিন্ধুতে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লাকেই আমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং স্যার গোলাম তাঁহার তিনজন সহকর্ম্মী সহ যথারীতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

* * *

দেশবরেণ্য নেতৃগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাইশ দিন পরে অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন। এই সংবাদে সমগ্র দেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে। তবে দেশবাসীর কর্ত্তব্য এখানেই শেষ হয় নাই। যেসব অধিকার আদায়ের জন্য যোগেশবাবু মৃত্যু বরণ করিতে চলিয়াছিলেন তাহার দাবী করিয়া সমগ্র দেশে জোর আন্দোলন চালাইতে হইবে। যোগেশবাবুর বাইশ দিনের কৃচ্ছ্রসাধন নিরর্থক হয় নাই। তিনি কারাগারের অন্যায় অবিচারের দিকে জাগ্রত জনমত আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার পালা শেষ, এবার দেশবাসীর পালা।

* * *

লণ্ডনে নূতন জাতি-সঙ্ঘের বৈঠকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সিংহ বড়ই ফ্যাসাদে পড়িয়াছে। সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ ভিশিন্স্কি নিরাপত্তা পরিষদে এই মর্ম্মে অভিযোগ আনিয়াছেন যে, গ্রীসে বৃটিশ সৈন্যের অবস্থান বিশ্বশান্তির পক্ষে বিঘ্নকর। উক্রেনের প্রতিনিধিও ইন্দোনেশিয়ায় বৃটিশ সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জাতিসঙ্ঘের দরবারে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। শুধু ইহাই নয়। লেবানন ও সিরিয়াও অবিলম্বে বিদেশী সৈন্য (ইঙ্গ-ফরাসী) সরাইয়া লইবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। ওদিকে ইরাণে হাকিমী গবর্ণমেণ্টের পতনে বৃটিশ প্রভাব ও বৃটিশ স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইতে চলিয়াছে। এদিকে মিশরে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্য অপসারণের জন্য ওয়াফদ আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। প্যালেষ্টাইনেও আরব এবং ইহুদী উভয় পক্ষই বৃটিশ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হইয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিতেছে।

চতুর্দ্দিকে এরূপ বেকায়দায় পড়িয়া বৃটিশ সিংহের অবস্থা যখন তটস্থ, ঠিক সেই সময়ে রুশিয়া খোলাখুলিভাবেই মধ্য-প্রাচ্য সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সোভিয়েট পত্রিকাগুলিতে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন তদন্ত কমিশন নিয়োগের তীব্র সমালোচনা করিয়া প্রশ্ন করা হইয়াছে, সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়কে আহ্বান না করিয়া তাহাদের সমস্যা সমাধানের অধিকার ইঙ্গ-মার্কিন কমিশনকে কে দিয়াছে? প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন নিয়োগ করার আইনগত ভিত্তি কি? পারশ্য উপসাগরে বৃটিশ কুক্ষিগত বাহ্‌রিন্ দ্বীপটি ইরাণ ফিরিয়া পাইবার দাবী তুলিয়াছে এবং এই দাবীর পিছনে সোভিয়েট সমর্থন রহিয়াছে। ইরাণের নূতন প্রধান মন্ত্রী সুলতানে স্বয়ং মস্কো যাইতেছেন রুশ-পারশ্য বিরোধের আপোষ-মীমাংসার জন্য। রুশিয়া জানাইয়া দিয়াছে, সে

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

'গ্রাম: মেমোর্যাণ্ডাম্ 'ফোন: ক্যাল ৫৭৬৬

হেড অফিস: চাঁদপুর (কুমিল্লা)
কলিকাতা অফিস: ৫৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

শাখাসমূহ:

শিয়ালদহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পুরাণবাজার, মালদহ, টঙ্গিবাড়ী, সিরাজদিখা, পাটকেলঘাটা (খুলনা), গৌহাটি, নরসিংদি।

চট্টগ্রাম শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

আসামের সর্ব্বপ্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

দি ব্যাঙ্ক অফ্ আসাম লিঃ

হেড অফিস:—শিলং
টেলিগ্রাম— BANKASSAM
টেলিফোন—২০, (২ লাইন)

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ রো
টেলিগ্রাম—ASSAMBANK
টেলিফোন—কলি: ৬৯৪০

—শাখাসমূহ—

বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, নওগাঁ

অনুমোদিত মূলধন—	২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	১০,০০,০০০৲ "
বিক্রীত মূলধন—	১০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন— (অগ্রিম কল সহ)	৫,৬৩,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ তহবিল—	৭৫,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন—	প্রায় ১,০০,০০,০০০৲ টাকা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ্ ব্যানার্জ্জী

সিরিয়া, লেবানন ও মিশরের সহযোগিতা করিবে এবং প্যালেষ্টাইনে আরবদের দাবীর সমর্থন করিবে। এই সব অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ বেভিনের মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখা সম্ভব হইতেছে না। তাই গ্রীসের সমস্যা লইয়া তিনি নিরাপত্তা পরিষদে কখনো ক্রোধে, কখনো ক্ষোভে, কখনো বা অভিমানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন, আবার পরক্ষণেই চাঙ্গা হইবার চেষ্টা করিতেছেন। সোভিয়েট প্রতিনিধি মিঃ ভিশিনস্কি ও মিঃ বেভিনের মধ্যে যে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ চলিতেছে তাহা বিশ্ববাসী সাগ্রহে উপভোগ করিতেছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, গ্রীসের ব্যাপার লইয়া ইঙ্গ-সোভিয়েট বিরোধের ফলে নিরাপত্তা পরিষদে সম্পূর্ণ অচল অবস্থা দেখা দিয়াছে। যাহা হউক, নূতন জাতিসঙ্ঘ পুরাতন জাতিসঙ্ঘের মতই, না উহার সত্যকার ক্ষমতা আছে, সেই প্রশ্নের সদুত্তর এবার মিলিবে।

* * *

বৃটিশ আশ্বাসে ভারতের জনসাধারণের যে আস্থা নাই, তাহা নৈরাশ্যজাত কোন অভিমান নহে। বার বার দেখিয়া-শুনিয়া, ঠেকিয়া-শিখিয়া, আমরা অবিশ্বাসী হইয়াছি। সম্প্রতি রেওয়ার মহারাজার সিংহাসনচ্যুতি বৃটিশ আশ্বাসের আর একটি জলজ্যান্ত নমুনা। এই সেদিন নয়া দিল্লীতে ভারতীয় নরেন্দ্রমণ্ডলীর সভায় বড়লাট তাঁহার ভাষণে দেশীয় নৃপতিবৃন্দের সহযোগিতা (বশ্যতা?) কামনা করিয়া তাঁহাদের সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সব সন্ধি-জাত অমোঘ বাধ্যবাধকতা আছে ভবিষ্যৎ ভারতে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়া অভয়-বাণী শুনাইয়াছিলেন। বৃটিশ ভারতের অনাগত গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে দেশীয় রাজ্যসমূহও নিজেদের আস্তেধীরে মিলাইয়া মিশাইয়া লইবেন, এমন একটা শুভ কামনা ও সদুপদেশ বর্ষণ করিতে লর্ড ওয়াভেল দ্বিধা করেন নাই। এদিকে রেওয়া রাজ্যে ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে। ৩০শে জানুয়ারী হইতে এক মাস কাল সেখানে বিনানুমতিতে শোভাযাত্রা ও সভা-সমিতির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্বয়ং মহারাজাকে কেবল গদিচ্যুত করিয়াই বড়লাট ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাকে মধ্য-ভারত, মধ্য-প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও রাজপুতনা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ, মহারাজাকে এক প্রকার জোর করিয়াই সশস্ত্র পাহারাধীনে তাঁহার নিজের (?) রাজ্য হইতে এলাহাবাদে প্রেরণ করা হইয়াছে।

দেশীয় রাজ্যের আসল প্রভু যে রেসিডেণ্ট বা পলিটিক্যাল এজেণ্ট, সে-কথা আমরা ভাল করিয়াই জানি। সুতরাং রেওয়ার মহারাজার রাতারাতি সিংহাসনচ্যুতিতে আমরা বিস্মিত হই নাই। আমাদের ঔৎসুক্য শুধু কি কারণে এমন অঘটন ঘটা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল সেই আসল কথা জানিবার জন্য। এক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট মহারাজার এক বিবৃতি দৃষ্টে জানা যায়, তিনি তাঁহার প্রজাদের জন্য দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করার সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন। দেশীয় রাজ্যের উপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের এক বিন্দু মোহ নাই যে কারণে সেই সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর পরিবর্ত্তনের জন্য স্বয়ং এক ভারতীয় নৃপতি সচেষ্ট হওয়ায় বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ আতঙ্কিত হইলেন কেন? দেশীয় রাজ্যগুলিকে যে তাঁহারা মধ্যযুগের অন্ধকারে যথাসাধ্য ও যতদিন সম্ভব আটকাইয়া রাখিতে চাহেন, তাহা দিবালোকের মতই স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে আমাদের শুধু কয়েক দিন পূর্ব্বে দেশীয় নরপতিদের অধিকার ও সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষায় বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের উচ্ছ্বসিত প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ে। মধ্যযুগীয় দেশীয় রাজ্যগুলিকে 'গণতান্ত্রিক' করিয়া তুলিবার 'গণতান্ত্রিক' পন্থা বটে!

* * *

আসামে মুসলিম লীগ কুপোকাৎ হইয়াছে, মুসলমান-প্রধান সিন্ধু প্রদেশেও সে আঘাত খাইয়াছে। পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের নির্ব্বাচনেও লীগের যে বিশেষ সুবিধা হইবে না ইতিমধ্যেই তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। এই সব কারণেই বোধ হয় লীগ মুখপাত্রদের কথায় একটা নূতন সুর লক্ষ্য করিতেছি। সম্প্রতি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সেক্রেটারী নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে নীতিনিষ্ঠার দোহাই পাড়িয়া বলিয়াছেন, অন্য-দল-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হইলে লীগ এবার কোন প্রদেশেই মন্ত্রিসভা গঠন করিবে না। অতঃপর নবাবজাদা জানাইয়াছেন, কাউন্সিল, এসেম্ব্লি ইত্যাদি মুসলিম লীগের কাছে গৌণ, মুখ্য হইতেছে পাকিস্তান। অতীতের নজির কিন্তু মুসলিম লীগের এরূপ বৈরাগ্যের স্বপক্ষে যায় না। সরকারী আনুকূল্যে ও ইউরোপীয় দলের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গলা, আসাম, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের স্বল্পায়ু মন্ত্রিসভা গঠন ও পরিচালনার ইতিহাস উল্টা কথাই বলে। আসল কথা, এবার বোধ হয় সরকারী সমর্থন ও ইউরোপীয় সহযোগিতা পাইয়া মন্ত্রিসভা গঠনের সেই সুযোগ সুবিধার পথও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তাই কি লীগ সেক্রেটারীর মুখে এমন নিস্পৃহ নীতি কথা?

* * *

বৃটিশ পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দলের সদস্য মিঃ সোরেন্সেন আগ্রায় ভারতের সাধারণ নির্ব্বাচন ও মুসলিম লীগ প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, "স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থা বৃটেনই সৃষ্টি করিয়াছে। নিজেদের গঠনতন্ত্র নিজেরা রচনা করার সময় ভারতবাসীকে এ ব্যাপারে চিন্তা করিতে হইবে।...এতাবৎ প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের ফলাফলে একথাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, লীগ সকল মুসলমানের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারে না। এরূপ দাবী যে অমূলক তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

* * *

ভারতের নিরক্ষরতাই তাহার স্বাধীনতার পথে অন্তরায় বলিয়া যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে তাহার অসারতা দেখাইয়া মিঃ সোরেন্সেন বলেন, "ভারতে যে শতকরা মাত্র ১৩ জনের অক্ষরজ্ঞান আছে তাহা আমি জানি। কিন্তু আমি এই কথাও জানিতে চাই যে, এই জন্য দায়ী কে? রুশিয়া যদি ২৫ বৎসরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিয়া দিতে পারিয়া থাকে, তবে ভারতবর্ষেই বা কেন যে তাহা সম্ভব হইবে না সে-কথা আমার বোধের অগম্য।"

* * *

চীনের খবর এবার ভাল। এতদিনের অচল অবস্থার অবসান ঘটিয়াছে। তবে কিছু দিন না গেলে চীন সম্পর্কে এখনই কোন খবর চূড়ান্তভাবে মানিয়া লওয়ার মত ভরসা পাইতেছি না। কেননা, কুওমিণ্টাং-কমিউনিষ্ট বিরোধ-নিষ্পত্তি সম্পর্কে কতবার যে আমরা আশার পরে নৈরাশ্য এবং নৈরাশ্যের পরেই আবার ভরসার তরঙ্গে উঠানামা করিয়াছি! তৎসত্ত্বেও এবারের মীমাংসার সংবাদ অবশেষে সত্য বলিয়াই মনে হয়। এতদিন আমরা সাগ্রহে চীনের দিকে তাকাইয়া ছিলাম কেবল চীনের প্রতি আমাদের প্রীতির বশেই নয়, গৃহবিবাদ-মুক্ত চীন ও শৃঙ্খল-মুক্ত ভারত অখণ্ড এশিয়ার নব জাগরণে ও দ্রুত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে বলিয়াই আমাদের এতখানি আগ্রহ। তাই ৩১শে জানুয়ারীর সংবাদ আমাদের কাছে পরম সন্তোষের বিষয়। কমিউনিষ্ট-কুও-

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের মেদিনীপুর, পুরী, হাটখোলা ও জলপাইগুড়িতে শাখা খোলা হইয়াছে।
বেনারস শাখাও খোলা হইয়াছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্‌ড্‌ এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন— ... ৫০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড— ১৩,৭১,০০০৲ „
আমানত— ... ... ২,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন— ... ২,৯০,০০,০০০৲ টাকার উপর

পৃষ্ঠপোষক—
মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্-আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

প্রধান অফিস—
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)
রেজিষ্টার্ড অফিস—
আখাউড়া (বি এ রেলওয়ে)
কলিকাতা অফিসসমূহ—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।

মিণ্টাং আপোষকল্পে চীনে সর্ব্বদলীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইয়াছে। জাতীয় গবর্ণমেণ্টের ইহাই সর্ব্বোচ্চ পরিষদ হইবে। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন, শাসনতান্ত্রিক ও সামরিক নীতি নির্দ্ধারণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বাজেট, মন্ত্রী নিয়োগ ও পদচ্যুতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার এই পরিষদের উপরই ন্যস্ত থাকিবে।

* * *

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরকালে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রায় ১৯ হাজার ৫ শত লোককে পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৬ হাজার লোক ভারতবর্ষে ও ২ হাজার লোক দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া খণ্ডে আটক রহিয়াছে। উক্ত বাহিনীর ২৭ জন সৈনিক আটক অবস্থায় মারা গিয়াছে এবং ৯ জনকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। আরও একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে, এতাবৎ ইন্দোনেশিয়ায় ১৭১ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত, ৫৪৪ জন আহত ও ১৯৩ জন নিখোঁজ হইয়াছে।

* * *

ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞান ক্ষেত্রের অন্যতম স্তম্ভ স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী গত ৬ই জানুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে আমরা সমবেদনা জানাইতেছি। ডাক্তার ব্রহ্মচারীর কৃতিত্বের কথা সারা জগৎ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কালাজ্বরের অমোঘ ঔষধ আবিষ্কার করিয়া তিনি অসংখ্য দেশবাসীর জীবন রক্ষার উপায় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিশেষজ্ঞের অভাব শীঘ্র পূরণ হইবার নয়।

* * *

গত সপ্তাহে ভারত-সচিব লর্ড পেথিক-লরেন্স ভারত শাসন আইনের সংশোধনের জন্য লর্ড সভায় এক বিল উত্থাপন করিয়াছেন। বড়লাটের বর্ত্তমান শাসন-পরিষদের সদস্যগণের স্থলে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোক নিয়োগ সম্পর্কে যে আইনগত বাধা রহিয়াছে, তাহা দূর করাই উক্ত বিলের উদ্দেশ্য। এতদিন এইরূপ বিধান ছিল যে, শাসন-পরিষদের অন্ততঃ তিন জন সদস্য এমন লোক হইতে হইবে যাঁহারা অন্ততঃ দশ বৎসর ভারতবর্ষে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। উক্ত আলোচ্য বিলে এই ধারাটি প্রত্যাহার করার নির্দ্দেশ আছে।

* * *

উপরোক্ত বিলের আর একটি ধারাতে দেশের অর্থনৈতিক জীবন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে প্রদেশসমূহের কিছু কিছু অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সাময়িকভাবে ন্যস্ত করার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। বিগত দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা হইতে এবং আসন্ন দুর্ভিক্ষের কথা বিবেচনা করিয়া এরূপ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের (বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি প্রদেশের মধ্যে আদান-প্রদানের ব্যাপারে) প্রয়োজন আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। অবশ্য সেই নিয়ন্ত্রণ জনকল্যাণমুখী হইলে তবেই তাহা সমর্থনযোগ্য।

* * *

ভারতে কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে নিরস্ত্র ছাত্র ও জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ সম্পর্কে প্রকাশ্য তদন্তের জন্য ভারত সরকারকে কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে কিনা, জনৈক শ্রমিক সদস্যের এই প্রশ্নের গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সহকারী ভারত-সচিব সাফ জবাব দিয়াছেন। বড়লাটের অভিমতে এই সম্পর্কে প্রকাশ্য তদন্তের কোন প্রয়োজন নাই। লর্ড ওয়াভেল তথা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের গণতান্ত্রিক মনোভাবের চমৎকার দৃষ্টান্ত! এদেশের জাগ্রত জনমত—জাতি-ধর্ম্ম-দল নির্ব্বিশেষে সকলেই—একবাক্যে প্রকাশ্য তদন্তের দাবী জানাইয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসন-যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই এই যে, উহা জনমত অগ্রাহ্য করিয়া নিজের মতেই আঁকড়াইয়া থাকে! ভারত পরাধীন বলিয়াই এখানে নিরস্ত্রের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হইলেও জনমতের কাছে নিরঙ্কুশ আমলাতন্ত্রের জবাবদিহির বালাই নাই!

ফোন :- কলিঃ ৩১৩৬ —ভারতবর্ষের সর্ব্ববৃহৎ কৃষি-শিল্প-মৎস্য ব্যবসায় পরিকল্পনা— টেলিগ্রাম :- "একোয়াটিক"

ফিসারীজ এ্যাণ্ড ফার্ম্মস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেন্টস্—কে, সি, ব্যানার্জি এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
পি-৬, মিশন্ রো এক্সটেন্সন, কলিকাতা।

বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্

১। ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জি
এম-এ, ডি- এস-সি (লণ্ডন),
বার-এ্যাট-ল, এম-এল-এ, (সেণ্ট্রাল)
চেয়ারম্যান, ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ।

২। মহারাজকুমার
সিতাংশুকুমার আচার্য্য
(ময়মনসিংহ)।

৩। ডাঃ এইচ, কে, মুখার্জি
এম-এ, ডি-এস-সি (লণ্ডন),
এফ-এন-আই, ডি, আই, সি (লণ্ডন)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।

৪। মিঃ যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী
প্রিন্সিপ্যাল, বিদ্যাসাগর কলেজ,
ডিরেক্টর, ন্যাশনাল ষ্টীম নেভিগেশন
কোং লিঃ, চেয়ারম্যান, হিন্দুস্থান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ।

৫। মহম্মদ মেহেদালী খান পান্নী
জমিদার, করোটীয়া এষ্টেট, ময়মনসিংহ।

৬। মিঃ দ্বিজেশচন্দ্র রায় চৌধুরী
জমিদার, ধানকুড়া-এষ্টেট, ডিরেক্টর,
ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ।

৭। মিঃ রতীশচন্দ্র ব্যানার্জি
মার্চ্চেণ্ট, ময়মনসিংহ।

৮। মিঃ শরৎচন্দ্র রায়
জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট, ভাগ্যকুল, ঢাকা।

৯। মিঃ কে, সি, ব্যানার্জি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কে, সি, ব্যানার্জি এণ্ড কোঃ লিঃ, চেয়ারম্যান, ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ এণ্ড কেমিক্যালস্ লিঃ।

কোম্পানীর কাজ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই মোটা লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

বিক্রয়যোগ্য মূলধন ২০ লক্ষ টাকা যথাক্রমে ২০০৲ টাকা মূল্যের ৬% প্রেফারেন্স এবং ২০৲ টাকা মূল্যের অর্ডিনারী শেয়ার সমমূল্যে পাওয়া যাইতেছে। বিশেষ বিবরণ ও শেয়ারের জন্য উপরের ঠিকানায় আবেদন করুন।

খেয়ালীর খাতা

ছাব্বিশে জানুয়ারী সকাল বেলা আপিসে আসিতেছিলাম। ট্রাম থিয়েটার রোডের মোড়ে আসিতেই একদল তরুণী—জন সাতেক হইবে—লাফাইয়া ট্রামে উঠিল। ট্রামে-বাসে একদল লোক আছে যাহারা মেয়ে উঠিতেছে দেখিলেই নিজেদের বসিবার জায়গা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া পড়েন। সিভালরীর পরাকাষ্ঠা দেখাইতে। আমাদের ট্রামেও সে-রকম লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু তাহারা বসিবার জন্য ব্যগ্র নয়, বলিল, এখনই নামিয়া যাইবে। ট্রামে প্রত্যেককেই একখানা করিয়া কাগজে মুদ্রিত তিন রংএর জাতীয় পতাকা বিলি করিল। কংগ্রেসের জন্য সবার কাছ হইতেই অর্থ সংগ্রহ করিল। এক আনা, দুই আনা, চার আনা, আট আনা যে যাহা দিল। ট্রামের কণ্ডাক্টরটি গাড়ীর একেবারে শেষ প্রান্তে ছিল, সে একটি মেয়ের কাছে আসিতেই মেয়েটি তাহার অপর এক সঙ্গিনীকে ইসারা করিয়া ডাকিল, ট্রামের পয়সা বোধহয় তাহারই কাছে। ট্রাম কণ্ডাক্টরটি অমনি "না, টিকিটের জন্য নয়, আমাকে একটি ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগ দিন" বলিয়া এক আনা পয়সা মেয়েটির হাতে দিল।

* * *

অর্থ সংগ্রহ শেষ হইলে হল্ এণ্ডারসনের দোকানের কাছাকাছি আসিয়া তরুণীরা যে ভাবে আসিয়াছিল, ঠিক সেভাবেই আবার ঝুপ ঝুপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া পড়িল এবং দেখিলাম তখনই অন্য আর একটি ট্রামে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। অনেক দিন পরে আমাদের মেয়েদের সত্যিকার পরিচয় পাইয়া খুশী হইলাম। ন্যাকামী নাই, 'সখী-ধর-ধর' ভাব নাই, সতেজ, অকুণ্ঠ সপ্রতিভ। অথচ অতি-আধুনিক বেহায়াপনাও নাই। লক্ষ্য করিলাম, তিন চারটি মেয়ের পরিধানে সাধারণ মিলের শাড়ী কোমরে আঁচল জড়ানো। দেশের কাজ করিতে হইলেই খদ্দর পরিধান করিতে হইবে এবং সে-জন্য একপ্রস্থ মিটিংকা কাপড়া আলমারীতে রাখিতে হইবে এই ভণ্ডামি হইতেও তাহারা মুক্ত। ইহাদের বয়স বেশী নহে, বোধ করি বেশীর ভাগই কলেজ ফার্ষ্ট বা সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী হইবে। কিন্তু ইহারা যদি এ যুগের বাঙ্গালী তরুণীদের সত্যিকার নমুনা হইয়া থাকে, তবে আশা এবং আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করিব আমাদের ভবিষ্যৎ ভালো।

* * *

কলিকাতায় কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনীটি যাঁহারা এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া দেখিবার উদ্যোগ করুন। এবং একা না দেখিয়া আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে লইয়া যাইবেন। প্রদর্শনীতে সিপাহী বিদ্রোহ হইতে সুরু করিয়া কলিকাতায় ছাত্রদের উপর গুলীচালনা পর্য্যন্ত ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস ছবির মধ্য দিয়া প্রকাশের আয়োজন করা হইয়াছে এবং সে আয়োজন বহুলাংশে সার্থক হইয়াছে। সবগুলি ছবিই নিখুঁত এমন কথা বলিব না, কারণ তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু এইরূপ একটি চিত্র-প্রদর্শনীর পরিকল্পনা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। অবশ্য এই ধরণের প্রদর্শনী ইহাই প্রথম নহে, ইতিপূর্ব্বে কমিউনিষ্টেরা সোভিয়েট রাশিয়ার গুণকীর্ত্তনের জন্য এ-রকম পোষ্টার এগজিবিশন করিয়াছিল। কিন্তু মৌলিকতাটাই বড় কথা নয়, আসল প্রশ্ন দেশহিতৈষণার। সে-দিক দিয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্কের প্রদর্শনীটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিকদের জন্য প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষ একটি বিশেষ সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং দেখিয়া খুশী হইলাম, কলিকাতার সমুদয় সংবাদপত্র সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়াছিলেন। জনকয়েক প্রবীণ সম্পাদককেও উপস্থিত দেখিলাম। দর্শকদের কাছে ছবিগুলির ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রদর্শনীতে ছেলে ও মেয়ে স্বেচ্ছাসেবকদল মোতায়েন ছিল এবং তাহাদের আগ্রহ ও আচরণ দুইই প্রশংসার যোগ্য।

* * *

প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ মাত্র জন দুই তিন শিল্পীকে দিয়া ছবিগুলি আঁকাইয়াছেন। অধিক সংখ্যক শিল্পীর সহায়তা লাভে বোধ হয় নানারূপ অন্তরায় ছিল। বোধ হয় সময়ের অভাব ছিল। বোধহয় আর্থিক প্রশ্নও তাহার মধ্যে একটি। কিন্তু বাংলা দেশে নিশ্চয়ই এমন একাধিক খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী আছেন যাঁহারা এই ধরণের প্রদর্শনীর জন্য অত্যন্ত অল্প পারিশ্রমিকে এবং হয়তো বা একেবারে বিনা পারিশ্রমিকেও ছবি আঁকিয়া দিতে রাজী আছেন। সে-রূপ একজন আমার সঙ্গেই প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ঠিকভাবে বুঝাইতে পারা চাই। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর কিছু কাজ করা প্রয়োজন। নানাপ্রকার ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকে সকলের পক্ষে পুরাপুরি সময়, সামর্থ্য ও শক্তি সে কাজে নিয়োগ করা হয়তো সম্ভব নহে। সুতরাং যাঁর যে বিষয়ে পারদর্শিতা আছে, তিনি সে দিক দিয়া যতটুকু পারেন তাহাই করিলে দেশের প্রতি নিজ দায়িত্ব পালন করিবেন,—এই কথাটা আমাদের শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, অভিনেতা, গায়ক, কেরাণী, মাষ্টার সবাইকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। তাহা হইলে দেখিবেন, অর্থই সংসারে মহৎকর্ম্ম সাধনের একমাত্র কিম্বা অপরিহার্য্য উপকরণ নহে।

* * *

প্রদর্শনী সম্পর্কে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। জাতীয় আন্দোলন যে ভারতবর্ষকে শুধু রাজনৈতিক আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাহা নহে, তাহার শিল্প ও সাহিত্যকেও নবজন্ম দান করিয়াছে। প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথ, কবি এক্‌বাল ও শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়কে জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গীভূত করিয়া একখানি চিত্র আঁকা হইয়াছে। ইহা সঙ্গত হইয়াছে। যদিও এই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ও নবীন সেনের উল্লেখ থাকিলে আরও ভালো হইত। কিন্তু সব চেয়ে বেশী চোখে পড়িল প্রদর্শনীতে জাতীয় আন্দোলনের সংবাদপত্রের দান ও প্রভাবকে অনুরূপ স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। বাংলা দেশের হিন্দু পেট্রিয়ট, সন্ধ্যা, যুগান্তর, অমৃত বাজার ও বেঙ্গলী এবং বালগঙ্গাধর তিলকের মারাঠা ও কেশরী প্রভৃতি পত্রিকার নাম কোন ছবিতে দেখিলে খুশী হইতাম। দ্বিতীয়তঃ, যে-চিত্রশিল্পীরা সাহিত্যে জাতীয় জাগরণের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাঁহারা স্মরণ করিতে পারিতেন যে, চিত্রশিল্পেও জাতীয় ভাবধারার উদ্বোধনের ইতিহাসটি একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। ভারতের আধুনিক চিত্রশিল্প যে আগাগোড়া ইউরোপীয় ছবির নকলনবিশী না করিয়া নিজ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার পশ্চাতে জাতীয়তাবোধের প্রেরণা একেবারে সামান্য নয়। বোধ হয় এ কথাও স্মরণের যোগ্য যে, নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা নামে বর্ত্তমানে যাহা চিত্রশিল্পে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার প্রবর্ত্তনে ভগ্নী নিবেদিতার ন্যায় এমন অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তির দান আছে, যাঁহারা নিজেরা চিত্রশিল্পী নহেন, কিন্তু দেশহিতব্রতী।

* * *

যে-দেশে শতকরা নব্বুই জন লোকের অক্ষরজ্ঞান নাই, সে-দেশে জাতীয় ভাবধারা প্রচারের উপায় ছবি, গান, অভিনয় ইত্যাদি। চোখ এবং

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী
এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি
নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কানের মারফতে অশিক্ষিত লোকের হৃদয়ে পৌছা সহজ। কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ ইচ্ছা করিলে এ-দিক দিয়া অনেক কিছু করিতে পারেন। এই চিত্র-প্রদর্শনীটিকে তাঁহারা একমাত্র কলিকাতায়ই নিবদ্ধ না রাখিয়া, বাংলার বিভিন্ন জেলা বা মহকুমা সহরে লইয়া যাইতে পারেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠিত নাটক অভ্যুদয়ের কথা ইতিপূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়ে টিকিট কাটিয়া যাঁহারা উহার অভিনয় দেখিয়াছেন বা দেখিতে পারেন, তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নহে। 'যাত্রা' ধরণের পালা বাঁধিয়া পাড়ায় পাড়ায় উহার অভিনয় ব্যবস্থা করিতে পারিলে আপামর সাধারণ দেখিতে পাইবে। কলিকাতার বাহিরে পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে যাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, যাত্রাগান জনসাধারণের নিকট কী রূপ আকর্ষণীয়। গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের কাছে কংগ্রেসের আবেদন পৌছাইবার কথা যাঁহারা ভাবিতেছেন, তাঁহারা এই "স্বদেশী যাত্রার" কথাটা চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন। নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় মাথা ফাটাইবার দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্ততঃ এই কথাটা উপলব্ধি করা উচিত যে, মুসলমানদের কাছে আবেদন জানাইবার—ইংরেজিতে যাহাকে বলে approach—তাহার নূতন উপায় উদ্ভাবন প্রয়োজন।

* * *

আগামী গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে একটি ভারতীয় ক্রিকেট দল পাঠাইবার উদ্যোগ আয়োজন সুরু হইয়াছে। তাহারা সরকারীভাবে ইংলণ্ডে টেষ্ট ম্যাচ্ খেলিবে। সম্প্রতি পাতৌদির নবাব এই ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পাতৌদির নবাব এককালে ইংলণ্ডে সুদক্ষ ক্রিকেটিয়ার হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়ায় খেলিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ফিরিয়া একমাত্র পেণ্টেঙ্গুলার ব্যতীত আর বিশেষ কোন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তিনি খেলেন নাই। সুতরাং খেলোয়াড় হিসাবে ইংলণ্ডগামী টিমের তিনি কতখানি শক্তি বৃদ্ধি করিবেন তাহা বলা কঠিন। সে-দিক দিয়া বিজয় মার্চ্চেণ্ট তাঁহার চাইতে হয়তো ভালো অধিনায়ক ছিলেন। কিন্তু একটি কারণে তাঁহার অধিনায়কত্ব আমি পছন্দ করি। সেটি এই যে, ইংলণ্ডের আবহাওয়া ও 'পীচে'র সঙ্গে আমাদের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটিয়ারদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ নহে এবং বিশেষজ্ঞেরা জানেন যে, এই অসুবিধার জন্যই ভারতীয়দল ইংলণ্ডের সঙ্গে খেলায় তেমন আঁটিয়া উঠিতে পারে না। পাতৌদির নবাব সে-দিক দিয়া ভাগ্যবান। ইংলণ্ডের পীচ্ সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা ভারতীয় টিমের উপকারে আসিবে বলিয়াই আশা হয়। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম টেষ্টেই সেঞ্চুরী করিবার কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। আশা করি সে কৃতিত্ব ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসাবে তিনি পুনরায় দেখাইবেন। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয়ে ভারতীয় ক্রিকেটিয়ার-দের গৌরব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে-কয়জন ভারতীয় ইংলণ্ডের হইয়া অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিকেট খেলিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের প্রথম খেলাতেই সেঞ্চুরী করিয়াছেন। রণজি, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কে, এস্, দলীপসিংজী ও পাতৌদির নবাব প্রত্যেকেই এই সম্মানের অধিকারী। ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার অতিবিখ্যাত খেলোয়াড়দের মধ্যেও খুব বেশী লোক এই গৌরবের গর্ব্ব করিতে পারেন না।

—খেয়ালী

শ্রমশক্তির সহায়

কল-কারখানার কাজের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ মজুর ও অভিজ্ঞ কারিগর সংগ্রহ কারখানার মালিকদের কাছে একটা মস্ত বড় সমস্যা। এদিকে আবার যুদ্ধের দরুণ কারখানার কাজও গেছে অনেকখানি বেড়ে। ফলে চাহিদা অনুযায়ী মাল উৎপাদন করতে গিয়ে শ্রমিকের অভাবের সমস্যাটা আরো জটিল হয়ে পড়েছে।

আজ তাই শ্রমিকদের ব্যক্তিগত কর্মপটুতার ওপর বিশেষ করে নজর দেওয়া হচ্ছে। একটানা কাজ করতে করতে তারা যাতে হয়রান হয়ে না পড়ে এবং নির্দিষ্ট সময়ের শেষ পর্যন্ত যাতে তাদের কাজে উৎসাহ ও মনোযোগ বজায় থাকে সে সম্বন্ধে কারখানার মালিকরা যথারীতি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। এই ব্যাপারে চা তাঁদের অনেক-খানি সাহায্য করেছে। কাজের ফাঁকে শ্রমিকদের চা খেতে দিয়ে তাঁরা দেখেছেন যে যতক্ষণ তাদের কাজের পালা ততক্ষণ তারা পূর্ণ উদ্যমেই কাজ করে যেতে পারে, কখনই শ্রান্ত বা ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। শিল্পপতিরা ইচ্ছে করলেই ক্যান্টীন্ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞ-তার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের কাছে জেনে নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে "ক্যান্টীন্স্ ফর্ দি ওয়ার্কার্স" নামক একটি পুস্তিকাও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনার, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান বোর্ড, ১০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠালেই পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 258

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ব্রহ্ম হইতে চাউল প্রাপ্তির আশা নাই—কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যবিভাগের প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, ১৯৪৬ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে চাউল আমদানী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মের মজুত চাউল হইতে ভারতের জন্য এক লক্ষ ষাট হাজার টন বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু উহার মধ্যে এ যাবৎ ভারতে মাত্র নব্বুই হাজার টন চাউল আসিয়াছে, বাকী সত্তর হাজার টন পাওয়ার আর কোন আশা নাই।

ব্রহ্মে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা—প্রকাশ, ১৯৪৫ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালে ব্রহ্মে কুড়ি লক্ষ একর বেশী জমিতে ধান চাষ করিবার জন্য ব্রহ্ম সরকার ইচ্ছা করিয়াছেন। ১৯৪৫ সালে ব্রহ্মে মোট ষাট লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় কৃষি-মজুর ও বলদাদির সরবরাহে সাহায্য করিবার জন্য নাকি ইতিমধ্যেই ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে। যুদ্ধ-পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মদেশে ধান আবাদী জমির পরিমাণ ছিল এক কোটী কুড়ি লক্ষ একর এবং আবাদী জমির শতকরা চল্লিশ ভাগই ছিল ভারতীয়দের ব্যবস্থা ও কর্ত্তৃত্বাধীনে। যুদ্ধের সময়ে ব্রহ্মপ্রবাসী যে সমস্ত ভারতীয় জোতদার ভারতে চলিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা যাহাতে আবার ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া গিয়া কৃষিকার্য্য চালাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করার জন্যও নাকি ব্রহ্ম সরকার ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

বাঙ্গলার আইন পরিষদের আসন্ন নির্ব্বাচন—প্রকাশ, আগামী ১৯শে মার্চ্চ হইতে বাঙ্গলার আইন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণকার্য্য সুরু হইবে এবং আগামী ২৩শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভোট লওয়া হইবে। আরও প্রকাশ যে, কলিকাতা নির্ব্বাচনকেন্দ্রে আগামী ১৯শে, ২০শে ও ২১শে মার্চ্চ তারিখে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

কৃষিযন্ত্রপাতির জন্য রাশিয়ায় নূতন উদ্যম—মস্কোর এক খবরে প্রকাশ যে, রাশিয়া গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের দপ্তরটী (Commissariat) উঠাইয়া দিয়াছেন এবং উহার পরিবর্ত্তে কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে এক নূতন কমিসারিয়েট স্থাপন করিয়াছেন।

মহীশূরে খাদ্য অনটন—অনাবৃষ্টির ফলে বর্ত্তমান বৎসরে মহীশূর রাজ্যে খাদ্যশস্যের বিশেষ অনটন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। অনুমান করা হইতেছে মোট প্রায় তিন লক্ষ টন খাদ্য কম পড়িবে। প্রকাশ, মহীশূর সরকার ইতিমধ্যেই আর্জ্জেণ্টাইন হইতে ষাট হাজার টন জোয়ার (millet) আমদানী করিবার জন্য ভারত সরকারের নিকট দাবী জানাইয়াছেন।

কলিকাতার বাড়ীঘরের সামরিক কবলমুক্তি—ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ডের পাবলিক রিলেসান্স বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দুইশত একষট্টিখানি বসতবাড়ী ও দুইশত বাহান্নখানি বাসভবন নয় এইরূপ বাড়ী মালিকদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতায় কেরোসিন বরাদ্দ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন—কলিকাতা গেজেটের ২৮শে জানুয়ারী তারিখের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ যে, কলিকাতার শিল্প অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও গ্যাসবিহীন বাড়ীতে যাঁহারা বাস করেন বা দোকানাদি পরিচালনা করেন তাঁহারা রেশন কার্ড পাইয়াও যদি কেরোসিনের রেশন কার্ড না পাইয়া থাকেন তবে তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট ফরমে নিজ নিজ এলাকায় রেশনিং অফিসারের বরাবর কেরোসিনের রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করিতে হইবে। কেরোসিনের রেশন কার্ডে প্রতি ইউনিটে প্রতি চার সপ্তাহে তেত্রিশ আউন্স (প্রায় এক সের) কেরোসিন দেওয়া হইবে। গত ২৮শে জানুয়ারী হইতে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইয়াছে।

ভারতে বস্ত্র উৎপাদন:—শ্রীযুক্ত অনন্ত শয়নম্ আয়েঙ্গারের এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মি: এ, এ, ওয়াফ ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৪ সাল হইতে ১৯৪৫ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে মোট এক শত বাষট্টি কোটী, কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড সূতা উৎপাদিত হইয়াছে। ইহার মধ্য হইতে এক শত পনর কোটী কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড সূতা কাপড়ের কলগুলি নিজেরাই কাপড় উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করে এবং বাকী সাতচল্লিশ কোটী পাউণ্ড সূতা ব্যবহৃত হইয়াছে হস্তচালিত তাঁত ও হোসিয়ারী কারখানা প্রভৃতিতে। ১৯৪৪ সালে ছয় কোটী ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৪৫ সালে পাঁচ কোটী নব্বুই লক্ষ পাউণ্ড সূতা ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের প্রথম ছয় মাসে মোট সত্তর লক্ষ পাউণ্ড সূতা ভারত হইতে রপ্তানী করিবার কথা। ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে বিদেশ হইতে প্রায় কোন সূতাই ভারতে আমদানী করা হয় নাই। ঐ দুই বৎসরে ভারতের কলগুলিতে বার্ষিক চার শত সত্তর কোটী গজ কাপড় উৎপাদিত হয়। ঐ সময়ে বার্ষিক দেড় শত কোটী গজ কাপড় উৎপাদিত হয় হস্তচালিত এবং অপরাপর তাঁতে। মাথা পিছু গড়ে সোয়া তের গজ করিয়া কাপড় ব্যবহারের জন্য পাওয়া গিয়াছিল।

ভারতীয় বস্ত্র শিল্প

উজ্জ্বল
ভবিষ্যতের
সূচনা

নব রূপ রেখা সমন্বিত আধুনিক মার্জ্জিত রুচির উপযোগী 'রাজকুমারী'র বিবিধ সুন্দর সুন্দর উচ্চাঙ্গের বস্ত্র সম্ভার তৈয়ারী আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনরায় ফিরিয়া আসিবে এবং ভারতীয় কার্পাস-জাত বস্ত্রের মহিমা একবাক্যে স্বীকৃত হইবে ইহা অবিসংবাদী সত্য। ভারতীয় বস্ত্র পূর্ব্বে ভারতজাত কার্পাস তূলাতেই তৈয়ারী হইত সেইজন্য তাহার ছিল বৈশিষ্ট্য। 'রাজকুমারী'র যাবতীয় বস্ত্র তাহার নিজ জমিতে চাষ করা তূলায় প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হইতেছে। সেজন্য বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে মিলের নিজস্ব জমিতে উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় কার্পাসের চাষ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র মহাশয় এই কোম্পানীর পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজকুমারী কটন মিল্‌স
লিমিটেড
১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা
ফোন: কলি: ৪৪৯৮

RC/6—U.P.S. 8"×2

বেঙ্গল আর্ট-সিল্ক মিল-মালিক সমিতি—গত ২৯শে জানুয়ারী বেঙ্গল আর্ট-সিল্ক মিল-মালিক সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা উক্ত সমিতির অফিস, 'বাগাটি হাউস,' ৪, গনেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতায় শ্রীযুক্ত ডি,এন, মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১৯৪৬ সালের জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়—সভাপতি শ্রীযুক্ত ডি, এন, মুখোপাধ্যায়, স্বদেশী ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ; সহঃ সভাপতি—মিঃ সি, এ, আরিফ, বেঙ্গল সিল্ক মিলস্; সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কে, সি, বিশ্বাস, প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস লিঃ; সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত হংসরাজ, কুনওয়ার সিল্ক মিলস; শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ পোদ্দার, ক্যালকাটা সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিঃ; মিঃ ই, ইয়াভাই, ক্যালকাটা সিল্ক উইভিং কোং।

খাদ্যশস্যের পাইকারী দাম—কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আর্থিক উপদেষ্টা সর্ব্ব-ভারতীয় (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ=১০০, এই মূল ভিত্তিতে) খাদ্যশস্যের পাইকারী মূল্যের যে সাপ্তাহিক মান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, গত ১৯শে জানুয়ারী (১৯৪৬) উহা ২৩৯·৬ ছিল; উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ছিল ২৫১·১। আলোচ্য সপ্তাহে তণ্ডুল জাতীয় শস্য ও ডাইল প্রভৃতির মূল্যের পরিবর্ত্তন হয় নাই; অন্যান্য খাদ্যবস্তুর মূল্য ও পরিমাণ কমিয়াছে এবং কলিকাতায় চায়ের দর কমিয়াছে।

রোহনপুর হইতে দিনাজপুর পর্য্যন্ত নূতন রেলপথ—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ যে, মালদহের রোহনপুর হইতে (নিথপুর ও বালুরঘাট হইয়া) দিনাজপুর পর্য্যন্ত ৭৬ মাইল রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য জরীপের ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার বি, এন, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ বেভিন শিক্ষার্থী দল—বেভিন শিক্ষার্থীর ১৩টি দল ইতিপূর্ব্বে কাজ-কর্ম্ম শিখিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশই ভাল ভাল চাকুরী পাইয়াছে। লড়াই-ফেরৎ ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য বেভিন শিক্ষা পরিকল্পনার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং আর একদল শিক্ষার্থীকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। লড়াই-ফেরৎ ব্যক্তিদের ভিতর হইতেই ৫০ জনকে এই দলে লওয়া হইবে। যুদ্ধের ফলে অকর্ম্মণ্য লোকদের কাজ শিখাইবার বিশেষ শিক্ষা লাভের জন্য আরও ১০ জনকে এই দলে লওয়া হইবে।

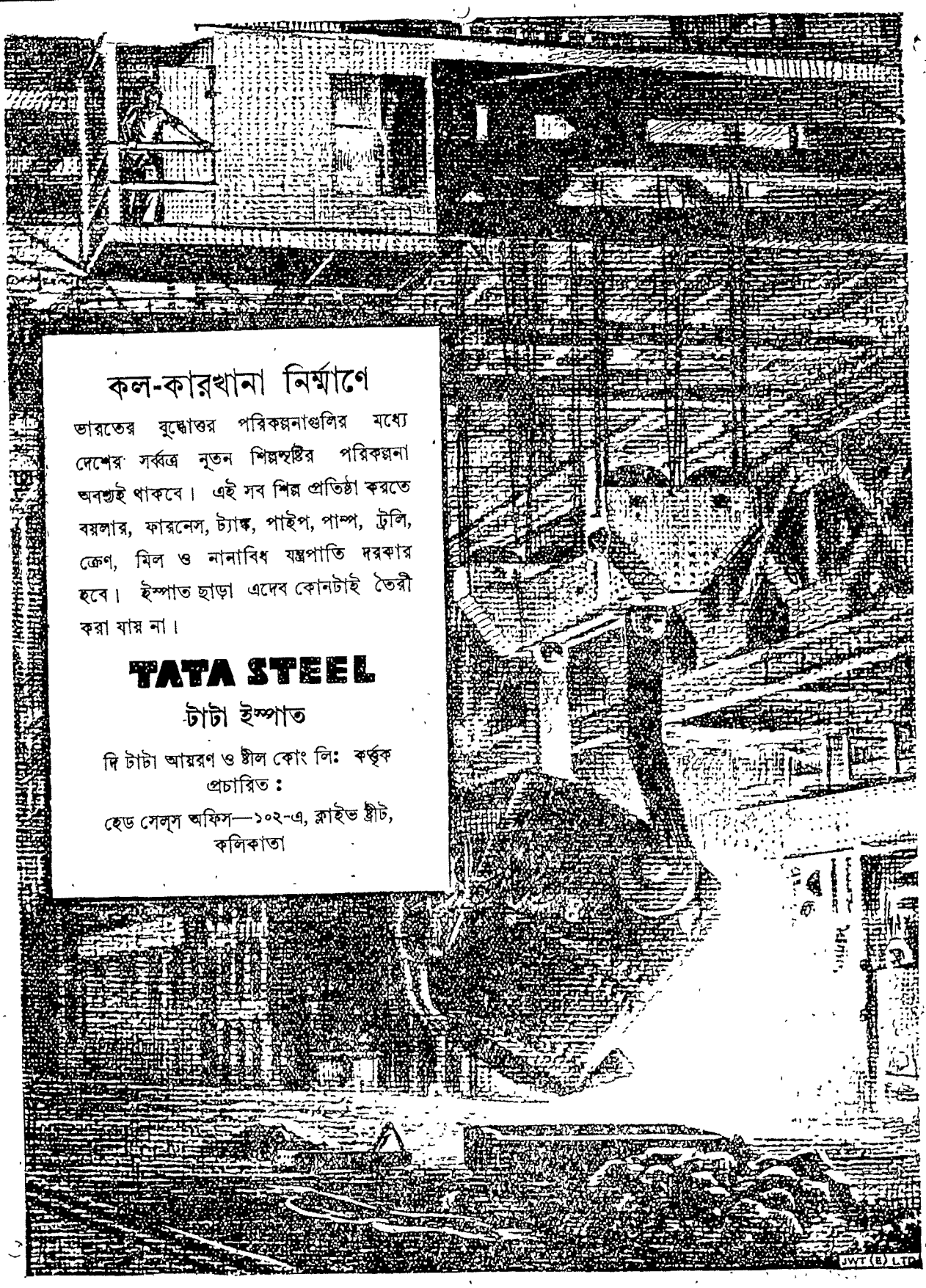

TN. 4879.

ভারতীয় চায়ের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিয়া বর্ত্তমান (১৯৪৫-৪৬) আর্থিক বৎসরে ভারতীয় চায়ের বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার অনুমতি গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট রপ্তানীকৃত চায়ের পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫৮ পাউণ্ড; এক্ষণে তাহার পরিমাণ মোট ৩৯ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৬ শত ৩৩ পাউণ্ড করা হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির আমদানী ও বিক্রয়—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ডি সি বৈদ্যুতিক মোটর, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদক যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক তার প্রভৃতি সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের বৈদ্যুতিক দ্রব্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ আদেশ কার্য্যকরী হইবে না। ঐ সকল দ্রব্য বিনা পারমিটেই এক্ষণে আমদানী ও বিক্রয় করা চলিবে।

ত্রিভেন্দ্রাম-কোচিন-বাঙ্গালোর-মাদ্রাজ বিমান পথ—প্রকাশ, বিমান পথে ত্রিভেন্দ্রাম কোচিন, বাঙ্গালোর ও মাদ্রাজকে সংযুক্ত করিয়া ঐ পথে বিমান-চালনার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বাঙ্গালোর, ত্রিভাঙ্কুর, কোচিন মহীশূর ও মাদ্রাজ সরকারের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ঐ সম্মেলনে টাটা কোম্পানীর প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

যুদ্ধের সময়ে বেভিন পরিকল্পনা মতে বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া যে ৭১৩ জন ভারতীয় ছাত্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছে, গত ১লা জানুয়ারী তারিখে তাহার মধ্যে ৫০৯ জন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং বাকী সকলে বেকার ছিল।

* * *

গত ১৯৪৩ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে এদেশে একজামিনার অব ক্যাপিটাল ইস্যুর নিকট হইতে অনুমতি না লইয়া কোন যৌথ কোম্পানী শেয়ার বিক্রয় করিতে পারিবে না বলিয়া নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ঐ সময় হইতে গত সেপ্টেম্বর মাস কাল পর্য্যন্ত ৪৬৬০টী কোম্পানীর তরফ হইতে মোটমাট ৩৮৫ কোটী টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতির জন্য একজামিনার অব ক্যাপিটাল ইস্যুর নিকট আবেদন পড়ে। এই সব আবেদনের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত ৩৭৮৪টী কোম্পানীকে মোটমাট ২৬০ কোটী টাকার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

* * *

আসামের কংগ্রেস নেতা মিঃ বারদুলই সম্প্রতি একটী বক্তৃতায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসামে অবস্থিত মাত্র ২০০০ ইউরোপীয়ানের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ আসামের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছেন।

* * *

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহে যে টাকা আমানত আছে তাহার কত অংশ ব্যবসায়ী, শিল্প পরিচালক, ফার্ম্ম, ক্লাব, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ট্রাষ্ট ইত্যাদি ভেদে কোন শ্রেণীর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি তাহা নির্দ্ধারণের জন্য ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে একটী তদন্ত করাইবেন।

* * *

ইংলণ্ডের বাণিজ্যসচিব স্যার ষ্টেফোর্ড ক্রিপস এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চলতি বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যত কার্পাস বস্ত্রের প্রয়োজন রহিয়াছে পৃথিবীতে তাহা অপেক্ষা ১০০ কোটী গজ কম কাপড় উৎপন্ন হইবে।

* * *

ইংলণ্ডের ন্যুফিল্ড প্রতিষ্ঠানের কারখানাসমূহে গত জানুয়ারী মাসে প্রত্যহ ২০০ করিয়া মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে উহার সংখ্যা আরও বাড়িবে। এই সব মোটর গাড়ীর অর্দ্ধেক ইংলণ্ডের অধিবাসীদের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া বাকী অর্দ্ধেক বিদেশে বিক্রয়ার্থ রপ্তানী করা হইবে।

* * *

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে কোন সাইকেল নির্ম্মিত হইত না এবং এজন্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ভারতে ১ লক্ষ ৩০ হাজার করিয়া সাইকেল আমদানী হইত। যুদ্ধের সময়ে ভারতে যে সাইকেলের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে এক্ষণে প্রতি বৎসরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার করিয়া সাইকেল প্রস্তুত হইতে পারিবে। এজন্য ভারতীয় সাইকেল শিল্পকে সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা দানের প্রস্তাব বিবেচনা করা হইতেছে।

* * *

যুদ্ধের সময়ে ভারত হইতে বিদেশে পুস্তক রপ্তানী নিষিদ্ধ এবং ইংলণ্ড হইতে ভারতে পুস্তক আমদানী নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই সব বিধিনিষেধ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে এখনও পুস্তক আমদানী নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হইয়াছে।

* * *

ভারতবর্ষে ৬২টী নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য জরীপ কার্য্যে রেলওয়ে বোর্ড চলতি ১৯৪৫-৪৬ সালে ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছিলেন। আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালে এজন্য ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

* * *

ভারত সরকার এদেশে বিমানপোত নির্ম্মাণের জন্য একটী কারখানা স্থাপন বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। এজন্য শীঘ্রই একজন বিশেষজ্ঞকে

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস ঃ ৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—বেলেঘাটা, মাণিকতলা (কলিঃ), সৈয়দপুর, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী, কাটিহার, সায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ঢাকা ও তেরপাখিয়া।
ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাসহ যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
Tele : PURSE-CAL.
ফোন—বি, বি, ৬৭৭৯
বি, সেনগুপ্ত,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাবান প্রস্তুতের
ফোন ঃ—
বড়বাজার ঃ—১৩৯৭ অফিস
" ঃ—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৪৭১৯
স্থাপিত :—১৯১০ ইং
গ্রাম :—'MOHABANK'
সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ (প্রায়) ১৫,০০,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী তহবিল (প্রায়) ১,৫০,০০,০০০৲ টাকা
আমানত রাখিবার সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।
অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা সুপরিচালিত।
দেশের সর্ব্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে।
সুষ্ঠু এবং কর্ম্মতৎপরতার দরুণ সর্ব্বত্র প্রশংসিত।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ

ভারতে আনা হইবে। তবে এই কারখানা একটী সরকারী কারখানা হিসাবে পরিচালিত হইবে।

* * *

ইদানীং অনেক ভারতীয় ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ডে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে এবং হোষ্টেলে স্থান লাভে অসমর্থ হইয়া বিপন্ন হইতেছে। এই বিষয়ে মিঃ হিঙ্গুরাণী জানাইতেছেন যে, পূর্ব্বে তাহার নিকট খোঁজ করিলে তিনি ছাত্রগণের সমস্ত প্রকার বিলি-ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। মিঃ হিঙ্গুরাণী একজন বিশিষ্ট ভারতীয় চিকিৎসক এবং গত ১৬ বৎসর ধরিয়া তিনি লণ্ডনে একজন অস্ত্র-চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 128, Harley Street, London W. I, Mr. R. U. Hingorani—এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

* * *

সিংহল দেশের গবর্ণমেণ্ট উহাদের নিজেদের পরিচালনায় উক্ত দেশে কতিপয় কাপড়ের কল ও তৈলের কল স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই ব্যাপারে অনেকগুলি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সিংহল গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

* * *

কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে কারখানাতে রেলের ইঞ্জিন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্য রেলওয়ে বোর্ড মোট ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

* * *

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পল্লী অঞ্চলে কৃষিকার্য্য ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য উক্ত দেশে Rea (Rural Electrification Administration) নামে একটী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৯৪৫ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত আমেরিকার পল্লী অঞ্চলে ১২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৪৭টী কৃষিকার্য্য ও গৃহস্থ বাটীতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে Rea আরও ১৩ লক্ষ ২৯ হাজার কার্য্য ও বাসগৃহে বিদ্যুৎ সরবরাহে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

* * *

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজ কর্ত্তৃক দিল্লী হইতে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত একটী বিমানপথ স্থাপিত হইয়াছে। এই পথে দিল্লী হইতে লক্ষ্ণৌ পৌঁছিতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগিবে। প্রতি ব্যক্তির যাওয়া আসার প্রত্যেক বারের জন্য ভাড়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে ৬৫ টাকা।

* * *

আমেরিকার বেলিভিল নামক স্থানে আণবিক শক্তি পরিচালিত মোটরগাড়ী নির্ম্মাণের জন্য একটী কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। এই চেষ্টা সফল হইলে আণবিক শক্তি চালিত এরোপ্লেন ও জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইবে।

* * *

বাঙ্গলা সরকারের নিকট হইতে অনুমতি না লইয়া কেহ এই প্রদেশে বাঙ্গলার বাহির হইতে লবণ আমদানী করিতে পারিবে না বলিয়া একটী আদেশ জারী হইয়াছে।

রাশিয়ায় নূতন ধরণের বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র—প্রকাশ, হ্রস্ব তড়িৎপ্রবাহ (Short current) উৎপাদনের জন্য রাশিয়াতে এক নূতন ধরণের উৎপাদক যন্ত্র (Generator) উদ্ভাবিত হইয়াছে। প্রচণ্ডতম বিদ্যুৎ-ঝলকে যে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয় বলিয়া জানা গিয়াছে, এই নব উদ্ভাবিত যন্ত্রটী তাহা অপেক্ষাও দ্বিগুণ শক্তিশালী বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করিতে নাকি সক্ষম।

Pioneer Quality Manufacturer of :

Spring, Springwashers, Setscrews, Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler Tube, Brushes, Link & Wire Chains, etc.

S. K. Dutt

Manufacturer & Mill Furnisher,
20, STRAND ROAD
CALCUTTA
Phone : Cal. 1434

দুবল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪

—মূলধন—

অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত— ৫৭,৫০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ২৬,৫০,০০০৲ উপর

শাখাসমূহ—

কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই) দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—
ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা সিটী।
পে-অফিস : মিরকাদিম।
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

শুধু কলিকাতাবাসীদেরই নয়, ইহা সমগ্র ভারতবাসীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর ও করাচী ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

কার্য্যকরী তহবিল
দুই কোটি টাকা

হেড অফিস : ৩, ম্যাঙ্গো লেন
ফোন : ক্যাল ২৭৬৭
ম্যাঃ ডিরেক্টর—
ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এভারেষ্ট ফিল্মস লিঃ

গত ২৭শে জানুয়ারী, রবিবার উক্ত কোম্পানীর গবর্নিং ডিরেক্টর মিঃ সি, আর গুহ কোম্পানীর বিশিষ্ট সদস্যগণের উপস্থিতিতে ছায়া-চিত্র শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি এভারেষ্ট ফিল্মস লিঃ-এর প্রতি সকলের গভীর সহানুভূতির বিষয় ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে, এই কোম্পানী সংঘটনের মুখ্য উদ্দেশ্য ফিল্ম প্রযোজন, বণ্টন ও সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছায়া-চিত্র প্রদর্শন কার্য্য যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করা। প্রসঙ্গক্রমে মিঃ গুহ বলেন যে, কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ হাজার ও জার্ম্মানীতে ৫ হাজার ছায়া-চিত্র গৃহ আছে। সারা পৃথিবীব্যাপী ছায়া-চিত্র প্রদর্শনী কার্য্যের শতকরা ৭০ ভাগ মার্কিন ছায়া-চিত্র শিল্পই দখল করিয়া আছে। মিঃ গুহ আরও বলেন যে, ছায়া-চিত্র ভারতের চিত্রজগতে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। বিদেশে যে কয়েকটি ছায়া-চিত্র প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় ছায়া-চিত্র শিল্প আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। বর্ত্তমানে ৬০ হাজার লোক ভারতীয় ছায়া-চিত্রশিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং ছায়া-চিত্র নির্ম্মাণ কার্য্যে ১৫ কোটী টাকা খাটান হইতেছে বলিয়াও মিঃ গুহ উল্লেখ করেন।

জি, বি, সি, কোম্পানীর উদ্বোধন

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় কুবের ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী পি ৬১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ জি, বি, সি, কোম্পানী উদ্বোধন করেন। মাসিক কিস্তীতে উক্ত কোম্পানী ফার্নিচার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উদ্বোধন উৎসবে মিঃ ইউ, এন, পাল, মিঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, মিঃ রাজমোহন পাল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। কোম্পানীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত চিত্ত সরকার অতিথিবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

ইনস্যুরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

১৯৪৫ সালে ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ কুমিল্লা, (বেঙ্গল), ৩৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৫০ টাকার জীবনবীমার কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ১৯৪৪ সালে উক্ত কোম্পানী ২১ লক্ষ ৩০ হাজার ৫ শত টাকার জীবনবীমার কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইনস্যুরেন্স অব ইণ্ডিয়ার এই ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতি ম্যানেজিং বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ এন দত্তের অনন্যসাধারণ কর্ম্মকুশলতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। মিঃ এন, সি, দত্ত ম্যানেজিং বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জ্জন করিবে নিঃসন্দেহে এই আভাষ পোষণ করা যায়।

দি ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোং, লিঃ

দি ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোং, লিঃ-এর জীবনবীমা বিভাগের ম্যানেজার, মিঃ আর এন চোপরা গত ৩রা ফেব্রুয়ারী পদত্যাগ করিয়াছেন।

বাঁকুড়া ব্যাঙ্কের নূতন শাখার উদ্বোধন

গত ৩০শে জানুয়ারী আড়ম্বরের সহিত বাঁকুড়া ব্যাঙ্কের কলেজ স্কোয়ার শাখার উদ্বোধন সুসম্পন্ন হয়। বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও পুস্তকপ্রকাশক উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করা হয়। এই উপলক্ষে দুই লক্ষ টাকার অধিক আমানত করা হইয়াছে, জানা গিয়াছে।

নূতন যৌথ কোম্পানী

জয় হিন্দ টেক্সটাইল লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মেমরাজ বাবুয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮, মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। কার্পাস-জাত দ্রব্য ব্যবসায়ী।

বিজয়লক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ—প্রমোটার—মিঃ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-১২, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ কোটি টাকা। কাপড়ের কল।

দেবী এণ্ড বোস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সুশীলচন্দ্র বোস। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সেক্রেটারী এবং ম্যানেজারীর ব্যবসা।

মেট্রোপোলিটন ল্যাবরেটরী এণ্ড নার্সিং হোম লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি সি সিংহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ক্লিনিকেল এবং প্যাথলজিকেল ল্যাবরেটরী লিঃ।

রিপ্রেজেণ্টেটিভ এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন দে। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। বৃহদায়তন রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবসা।

পূরবী পারফিউমস্ এণ্ড কেমিকেল লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অজিতকুমার বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫২-১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। ঔষধ প্রস্তুতীকরণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

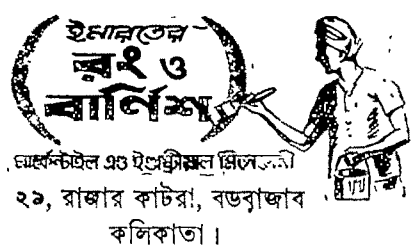

২৯, রাজার কাটরা, বড়বাজার
কলিকাতা।

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স
লিঃ
হেড অফিস : ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৫৩৮০

দি ট্রিনিটি মিউচুয়াল এ্যাসিওরেন্স কোং
লিমিটেড—(বোম্বাই)
কোম্পানীর সমুদয় লভ্যাংশ কেবলমাত্র বীমাকারিগণই পাইবার অধিকারী।
বীমাকর্ম্মীদের সর্ত্ত অতীব সুবিধাজনক।
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্ট
রায় এণ্ড সন্স
৮৪-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা।
পোষ্ট বক্স—জি পি ও, ১৩৪ ফোন—ক্যালঃ ৬১৩৩

আমাদের তৈয়ারী

রবারক্লথ	হটওয়াটার ব্যাগ	আইস ব্যাগ
এয়ার রিং	হাওয়া ভরা বালিস	এয়ার কুশন
ডাক্তারী দস্তানা	গাম বুট	ওভার শু

ইত্যাদি

এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ
হেড অফিস : ৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
বিক্রয়-কেন্দ্র : ১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সরাফ ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সি, এম, সরাফ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬২, নলিনী শেঠ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। সাধারণ সওদাগরী এবং এজেন্সির ব্যবসা।

কালীঘাট গৌরী হোসিয়ারী লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মুরারীমোহন চাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২১-বি, হাজরা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। গেঞ্জী, মোজা প্রস্তুত ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।

কসমোপলিটন এজেন্সি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সন্তোষকুমার চাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সওদাগরী এবং আমদানী-রপ্তানীকারক।

ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জে. খন্দকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। সিভিল, মিকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

পাইওনিয়ার ইউনিয়ন (বেঙ্গল), লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ভূধর চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৬, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এজেন্সি এবং ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা।

রাডারস্ করপোরেশন লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ প্রভাকর চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্টস্, ম্যানেজার এবং সেক্রেটারী।

দি ইউনাইটেড জেনারেল ট্রান্সপোর্ট এণ্ড এজেন্সি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ প্রভাকর চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। বাস, ট্যাক্সি এবং লরী চালানর ব্যবসা।

সেণ্ট্রাল প্রোপারটিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নৃপেন্দ্রগোপাল মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০২-বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। জমি, খনিজ পদার্থ এবং সম্পত্তি ক্রয়, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

এমালগেমেটেড কোল ফিল্ডস্ লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ার শতকরা বার্ষিক ১১।০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নিউ বীরভূম কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ক্যালেডোনিয়ান জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **সেভিয়ট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ডেল্টা জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ওরিয়েণ্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

নব বর্ষের দেওয়াল পঞ্জিকা

আমরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে ইংরেজী নববর্ষের সুদৃশ্য দেওয়াল পঞ্জীর ধন্যবাদ সহকারে প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

গ্লোব রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট লিঃ— ৩০ এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক—৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

এল রহমান এণ্ড সন্স—৩৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মডার্ণ ড্রাগ হাউস—৭২, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা।

ক্যালকাটা কেমিকেল কোং লিঃ—৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা।

কি দারুণ ক্ষুধা!
ফি বছর এরা
আপনাদের ১০,০০,০০০ টন
শস্য খায় অথবা নষ্ট করে

ইঁদুর, পোকা আর ভিজে-বাতাসের জন্য যদি গুদামজাত শস্য নষ্ট না হ'ত, তা হ'লে তা' দিয়ে মাথা-পিছু রোজ এক পাউণ্ড হিসেবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের সারা বছরের খোরাক হ'ত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শস্য মজুত ক'রে এই ক্ষতি অনেকখানি নিবারণ করা যেতে পারে। ইঁদুর ও পোকা দূর করবার এবং ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ করবার সহজ নিয়মগুলি এখানে দেওয়া হল :—

কী কী করবেন

গুদামজাত করবার আগে সব শস্য পরিষ্কার করবেন ও শুকিয়ে নেবেন।

কেবলমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুদামে শস্য মজুত করবেন : মেঝে ও দেওয়াল ঘষে' সাফ করবেন, দেওয়ালে চুণকাম করবেন এবং গুদামঘর রূপে ব্যবহারের আগে তার দেওয়াল ও মেঝের সব গর্ত ও ভাঙা জায়গাগুলি মেরামত ক'রে নেবেন।

যে-গুদামে জল ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন।

যে-গুদামে ইঁদুর ঢুকতে পারে না, কেবল তাতেই শস্য মজুত করবেন : সিমেণ্ট এবং ভাঙা কাঁচের কুচি দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দেবেন : তারের জাল দিয়ে নর্দ্দমার ছিদ্রগুলো ঢেকে দেবেন : দরজাগুলো আঁটসাট লাগে কি না দেখে নেবেন।

যেখানে সম্ভব, শস্য আলগাভাবে মজুত করবেন : যদি বস্তাবন্দী ক'রে মজুত করতেই হয় তবে লক্ষ্য রাখবেন বস্তাগুলো যেন পরিষ্কার থাকে, যেন মেঝের উপর ফেলে রাখা না হয় এবং দেওয়াল ঘেঁসে না থাকে।

শস্যগুলো নিয়মিত পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, এবং শীতকালে আলো বাতাসের জন্য সব ঘুলঘুলিগুলি খুলে' দেবেন।

কী কী করবেন না

নোংরা গুদামে, ময়লা বস্তায় কিংবা ইঁদুরে-খাওয়া, পোকা-ধরা শস্যের পাশে ভালো শস্য রাখবেন না।

ভিজে অবস্থায় শস্য গুদাম-ঘরে তুলবেন না।

গুদাম-ঘরের ভিতরে বা কাছে জল, জঞ্জাল, পুরানো বস্তা, নোংরা মাদুর পড়ে' থাকতে দেবেন না।

গুদাম-ঘরের পাশে শস্য পরিষ্কার করবেন না।

শীতের সময় চার মাসের বেশি, কিংবা বর্ষার সময় তিন মাসের বেশি, শস্য গুদাম-ঘরে বস্তাবন্দী রাখবেন না।

খোলা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে শস্য ফেলে রাখবেন না।

শস্য বাঁচানোই দেশের সেবা

১ নিউ দিল্লী থেকে, ফুড ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত ৬

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৮ই ফেব্রুয়ারী—কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা আলোচ্য সপ্তাহেও অপরিবর্ত্তিতই থাকে; ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে 'কল' টাকার লেন-দেন হইয়াছিল তাহার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা এবং বোম্বাইএ শতকরা ।০ আনাই বজায় ছিল। টাকার চাহিদা বোম্বাইএ বেশ 'জোর' ছিল। স্থায়ী (ফিক্সড্) টাকার যে আদানপ্রদান হয় তাহার সুদের হারেও কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। গত সপ্তাহের তুলনায় ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের পরিমাণে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। গড়পড়তা সুদের হার অপরিবর্ত্তিত ছিল। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, মোট ৩ কোটী ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৸৵৩ পাই দরের সমুদয় টেণ্ডার গৃহীত হয়। মোট ৩ কোটী ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৶০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বোম্বাইএ সকাল ১১টা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত এবং অপরাপর কেন্দ্রে আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৪ কোটী টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দিন টাকা জমা দিতে হইবে। অপরাপর সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অনুকূলে মোট ১ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও তেমন কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নাই, রপ্তানীর কাজকারবারও হয় নাই। তবে 'রেমিট্যান্সে'র জন্য চাহিদা ছিল খুবই। প্রকাশ, কতকগুলি ব্যাঙ্ককে নাকি ১ শিঃ ৫৩/৪ পেঃ দরে কিছু পরিমাণ ষ্টার্লিংও কিনিতে হইয়াছে। তবুও বিনিময় বাট্টার হারে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বাট্টার হার নীচে দেওয়া গেল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)		১ শিঃ ৫৩/৪ পেঃ
ঐ দর্শনী (" ")		" " " "
ডি এ তিন মাস (")		১ শিঃ ৬৩/৪ "
ডি এ চার মাস (")		" ৬৩/৪ "
ডলার	(প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৫শে জানুয়ারীর হিসাবদৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৯৯ কোটী ৬৮ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল, ১২৩৬ কোটী ৫৮ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। গত ২৫শে জানুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৩ কোটী ১৮ লক্ষ ২৪ হাজার ও ২৮৬ কোটী ৫৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৯১ কোটী ২৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ও ২৮১ কোটি ১৪ লক্ষ ১ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৮ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্য কমতির দিকেই ছিল। মঙ্গলবার বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্য আরও কমতির দিকে যায় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারসমূহের কেনাবেচাও অপেক্ষাকৃত কম হয়। বুধবার ৺সরস্বতী পূজোপলক্ষে কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে শেয়ারসমূহের কেনাবেচা মঙ্গলবারের তুলনায়ও হ্রাস পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অদ্য শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রথম দিকে শেয়ার বিক্রয়েচ্ছু জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শেয়ারসমূহের মূল্য হ্রাস পায়; কিন্তু পরে ক্রেতাধিক্যের দরুণ বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের দর আবার সামান্য বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণভাবে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের দরের অবনতির কারণ স্বরূপ এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য হ্রাস পাওয়ার দরুণ লাভান্বেষিগণ শেয়ার বাজারের দিকে আর তেমন ঝুঁকিয়া পড়েন নাই; পক্ষান্তরে, চলতি নোটের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় 'ডিফ্লেশন' আরম্ভ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া শেয়ার বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং ফলে প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্য হ্রাস ঘটে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ আলোচ্য সপ্তাহে ১০৩।০ আনা (সর্ব্ব নিম্ন) পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৮৵০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৭০-৭৫) ৯৮॥৵০ আনা, ৩৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৯৯॥৶০ আনা, ২৸০ আনা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৮-৫২) ১০০।৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ৯৯৲ টাকা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৯-৫২) ১০২৶০ আনা, ৩৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৫১-৫৪) ১০১৸০ আনা, ৩॥০ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৭-৫০) ১০৩।০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের উল্লেখযোগ্য কর্ম্ম-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় এবং মূল্যের দিক

ক্যালকাটা
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ
১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। মিঃ এম্, সি, চন্দ্র,
ডিরেক্টর :—ন্যাশন্যাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ; বাসন্তী কটন মিলস্ লিমিটেড, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ; ইত্যাদি।

২। খান বাহাদুর এম্, এ, মোমিন
সি-আই-ই,
ডিরেক্টর :—নিউ এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ ইত্যাদি।

৩। রায় বাহাদুর জি, ডি, সোয়াইকা,
প্রোপ্রাইটর :—সোয়াইকা অয়েল মিলস্; ডিরেক্টর :—বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—সোয়াইকা কেমিক্যাল এণ্ড মিনারেল কোম্পানী লিমিটেড; সোয়াইকা ষ্ট্যাণ্ড অয়েল এণ্ড বার্ণিশ কোম্পানী লিমিটেড; সোয়াইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্পোর্ট লিঃ; সোয়াইকা ফার্টিলাইজার; সোয়াইকা প্রোপার্টিজ্ লিমিটেড; মুর্ এভেনিউ প্রপার্টিজ্ লিঃ ইত্যাদি।

৪। মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি
ভূতপূর্ব্ব চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন; ডিরেক্টর :—আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং, ইত্যাদি।

৫। মিঃ ডি, এন্, দত্ত,
পার্টনার :—এঙ্গাস্ কিথ্ এণ্ড কোং।

৬। মিঃ বি, সি, ঘোষ, কণ্ট্রোলার :—হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ।

৭। মিঃ এস্, দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জে, এম্, সেন, এফ্ আর্ এস (লণ্ডন)
জেনারেল ম্যানেজার।
(১)

দি
চৌমুহনী কমার্শিয়েল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
গ্রাম—জনশক্তি
স্থাপিত—১৯২৭ সাল
রেজিষ্টার্ড অফিস—চৌমুহনী (নোয়াখালী)
কলিকাতা অফিস—
১০৭নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ভারতের সর্ব্বত্র এজেন্সী আছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্, এন্, দাশগুপ্ত

NOTHING IS STRONGER - - -
- - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.
P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone: Cal. 3436

হইতে উন্নতি দেখা যায়। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যভাগ এবং শেষ ভাগে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের কেনা-বেচা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্য হ্রাস ঘটে এবং শেয়ারসমূহের বিকিকিনিও অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের প্রায় সমস্ত শেয়ারসমূহের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম্ম হয় নাই।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা যায়।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধি পাইলেও, মূল্যের দিক দিয়া সামান্য অবনতিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত না হইলেও, মূল্যের দিক হইতে কিন্তু স্থিরতাই দেখা যায়। বানার হাট ৯৫২৲ টাকা, বিশ্বনাথ ৪৭।০ আনা, তেজপুর ২৯৲ টাকা এবং নম্বুর নদী ১৮।০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৮ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহের গোড়ার দিকে কলিকাতার পাটের বাজারে সামান্য পরিমাণ অনিশ্চয়তার ভাব দেখা যায়। পরে অবশ্য পাট আবাদী জমির 'কোটা', বুনানী এবং সম্মিলিত জাতি সাহায্য ও পুনর্গঠন পরিষদের (U. N. R. R. A.) নিকট হইতে অধিক পরিমাণে 'অর্ডার' আসা প্রভৃতির খবরে রপ্তানীকারকদের ভিতরে কিছু পরিমাণে উৎসাহের দেখা পাওয়া যায়।

গত কয়েক সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় পাটের বাজারে সর্ব্বাধিক কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায়, আরও বেশী পরিমাণ কাজ-কারবার চলে। ফেব্রুয়ারী/মার্চ্চ রেডস্‌এর দর ছিল ৯০৲ টাকা, ফাষ্ট ৭৭॥০ আনা এবং লাইটনিংস্ ৭২॥০ আনা, পরে মার্চ্চ/এপ্রিল ফাষ্ট ৭৯৲ টাকা, লাইটনিংস্ ৭৩৲ টাকা এবং আউট-পোষ্ট তোষা ৭৮৲ টাকা দরে বেচাকেনা হয়। ইহারই পরে আসিল সম্মিলিত জাতি সাহায্য ও পুনর্গঠন পরিষদের নিকট হইতে আরও 'অর্ডার'। মিল ফাষ্টের দর পাওয়া গেল ৮৪৲ টাকা, মিল লাইটনিংসের ৭৮৲ টাকা এবং মিল ডেইসীর ৭৭৲ টাকা।

গত কয়েক সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে কিছু পরিমাণ কম কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হইলেও চাহিদা থাকায় দর পড়িয়া যায় নাই। ইউরোপীয় প্যাকিং এবং সকল জাতের পাটের দরই উচ্চতম বিন্দুতে ছিল। সুপারভাইড্‌ও মেঘনা অঞ্চল জাতের মিডলস প্রতি মণ ১৬৸০ আনা এবং বটমস্ প্রতি মণ ১৩৸০ আনা দরে বেচা-কেনা চলে। মাড়োয়ারী মার্কা ময়মনসিংহ জাতের পাটের মিডলসের ও বটমসের দর ছিল যথাক্রমে প্রতি মণ ১৬॥০ আনা ও ১৩॥০ আনা। স্পেশ্যাল কাটিংসের দর ৫১৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মফঃস্বলের বাজারে বেশ 'তেজী ভাব' ছিল—সর্ব্বত্রই উচ্চতম মূল্যে লেনদেন চলিয়াছে।

চটের বাজারে চোরাবাজার ছাড়া, কাছাকাছি 'ডেলিভারী' দেওয়ার জন্য কোন বিক্রেতারই দেখা পাওয়া যায় নাই। জুলাই/সেপ্টেম্বর নাইনপোর্টার এবং এপ্রিল/জুন ইলেভেন পোর্টারের কিছু কাজ কারবার সর্ব্বোচ্চ দরে হইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৮ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য অবনতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হ্রাস পাওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে মুদ্রা সঙ্কোচন (ডিফ্লেশন) আরম্ভ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া লাভান্বেষিগণ আর বে-পরোয়াভাবে সোনা ক্রয় ব্যাপারে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই; ফলে আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে সাধারণভাবে গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য অবনতিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ দর যথাক্রমে ৯২।০ আনা ও ৯৩৲ টাকা। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ৯৪৸০ আনা ও ৯৪॥০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই প্রতিখণ্ড গিনির সর্ব্বোচ্চ মূল্য দাঁড়াইতেছে ৬৬৲ টাকা।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিলেও, রূপার দরে কিন্তু কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই সামান্য উন্নতি দেখা যায়। রূপার চাহিদা বৃদ্ধিই উহার প্রধানতম কারণ। লাভান্বেষিগণ আলোচ্য সপ্তাহে সোনা ক্রয় ব্যাপারে তেমন উৎসাহ না দেখাইলেও, রূপা সঞ্চয় ব্যাপারে কিন্তু তাঁহারা বেশ উৎসাহ দেখাইয়াছেন। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই প্রতি ১০০ ভরি রূপার (সর্ব্বোচ্চ) দর ছিল ১৪৩৲ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৪৪॥০ আনা ও ১৪৬।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম
শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী
এফ, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট
ফোন : বড়বাজার—৯৮৭
অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ পাটনা, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।
মীরকাদিম শাখা ইং ১৯৪৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১
শাখাসমূহ
টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

মূল্য কমিল !!!
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।
লিখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা ও গোধুলিয়া, বেনারস।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১লা ফেব্রুয়ারী	৪ঠা ফেব্রুয়ারী	৫ই ফেব্রুয়ারী	৬ই ফেব্রুয়ারী	৭ই ফেব্রুয়ারী	৮ই ফেব্রুয়ারী
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৯২/০	৯১/০	৯১/০	বাজার বন্ধ	৯১/০	৯২/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৯২।০	৯১॥০	৯২৸০-৯১॥০		৯২৲	৯৩৲
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৪২।০	১৪৩।০	১৪৩৸০		১৪৩॥০	১৪৪॥০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৪২॥০	১৪৩৸০	১৪৩৸/০		১৪৪॥/০	১৪৬।০
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৬৪।০	৬৪৵০	৬৬৲		৬৪।০	৬৪।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৬৫৲	৬৫॥০	৬৬৲		৬৫৸০	৬৬৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲		৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	—	৯৮।০-৯৮৶০		৯৮।৵০-৯৮৲	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০৩৸০-১০৩৲	১০৩।/০-১০৩৵০	১০৩॥/০		১০৩।০-১০৩৵০	১০৩৵০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	৯৯॥৶১০	—		৯৯॥৶০	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	৯৯৶০-৯৯৵০	৯৯৲		—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	১১৪।০-১১৩।০	—		—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—		—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫৪।৵০-৫৩॥/০	৫৪।৵০-৫৩৸৵০	৫৪৲-৫৩॥/০		৫৩।৵০-৫৩॥৵০	৫২৸০-৫২৲
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৪৪৸৶০-৪৪।/০	৪৪৸০-৪৪৵০	৪৪৵০-৪৩৸৵০		৪৩॥৵০-৪৩।৵০	৪৪৲-৪৩৲
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১২॥০-১২।/০	১২॥০-১২।•	১২।৵০-১২।০		১২/০	১২৶০-১১৸৶০
ব্লেইতওয়েইট ...	১৬৸০	—	১৬।৶০-১৬।৵০		১৬।০	১৬।০-১৬৶•
জেসপ ...	৩১॥০-৩১৶০	৩১॥৵০-৩১৵০	৩১।৶০		৩১।০-৩১৲	—
মার্শালস ...	৮৸৵০-৮৸০	৮৸৵০-৮।৵০	৮॥৶০-৮॥০		৮॥/০-৮।৵০	৮॥/০-৮।৶০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২॥০-১২।০	১২॥৵০-১২।৵০	১২॥৵০		১২॥৶০-১২॥/০	১২॥০-১২।৶০
আর্থার বাটলার ...	—	—	—		—	—
হিন্দুস্থান মোটরস ...	—	১০৵০-১০৲১০	১০৵০-১০৲১০		১০৲-৯৸৶০	১০৲-৯৸৶০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	১৯৲	১৯৲		১৯৲	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৭৸৶০-৭৸০	৮৵০-৭৸৵০	৮৶০-৭৸৵০		৮।০-৮৲	৮/০-৭৸৶০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৫৵০-৪৸৶০	৫৵০-৪৸৵০	৫/০-৪৸৵০		৪৸৶০-৪৸/০	৪৸৵০-৪৸/০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫০৲	১৫৮৲-১৫৪॥০	১৫৮॥০-১৫৮৲		১৫৮॥০-১৫৭॥০	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৯২৲	৯৩৲	৯৩৲-৯১॥৵০		—	৯১॥০-৯০॥০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৬।০	—	—		—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪॥/০-১৪॥০	১৪॥০-১৪।৶০	১৪॥০-১৪।৶০		১৪।৵০	১৪।৵০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫৵০	১৫৵০-১৫৲	১৫৵০-১৫৲		১৫৲	১৫৲
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—		—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—		—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	৫৬।০	৫৬৲-৫৫৸০		৫৫৸০-৫৫॥০	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—		—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৭॥৶০-৪৬।৵০	৪৭॥০-৪৬৸০	৪৭৵০-৪৬৸৵০		৪৬৸০-৪৬৲	৪৬॥৶০
তালচের " " ...	১২।০	১২।/০-১২৶০	১২।/০-১২৵০		—	১২/০-১২৲
রাণীগঞ্জ " " ...	৬৫৲	৬৫৲	৬৫॥০-৬৫৲		৬৫।০-৬৫৵০	৬৫৲
ইকুইটেবল " " ...	৭৮৸০-৭৭৸৵০	৭৮।০-৭৮৲	৭৭॥৵০-৭৭৲		৭৭।০-৭৭৲	৭৭।০
সাউথ করণপুরা " ...	৪০॥০-৩৮॥০	৪০।০-৩৮॥০	৩৯৸৶০-৩৯৸/০		৩৯৶০-৩৮।৵০	৩৮৸৵০-৩৭৸/০
ভুলনবরারি ...	—	—	—		—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—		—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	—	—	—		—	১৩৸৵০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	—	—		—	—

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ২১২৫,৬৪৮৩।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান

—শাখাসমূহ—

আলিপুর দুয়ার	দিনাজপুর	বাঁকুড়া	লালমণিরহাট
আসানসোল	দুবরাজপুর	বালুরঘাট	শ্যামবাজার
আজমগড়	নিউ মার্কেট	বেনারস	সাউথ কলিকাতা
এলাহাবাদ	নীলফামারী	ভাটপাড়া	সাহাজাদপুর
কাঁচরাপাড়া	নৈহাটী	রায়বেরিলী	সিরাজগঞ্জ
কুচবিহার	পাটনা	রংপুর	সিউড়ী
জলপাইগুড়ি	পাবনা	লক্ষ্ণৌ	সৈয়দপুর
জৌনপুর	বর্দ্ধমান	লাহিড়ী মোহনপুর	হিলি

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

সেক্রেটারী—মিঃ সুধেন্দুকুমার নিয়োগী ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, রায়।

টেলেগ্রাফিক ঠিকানা ফি.ফি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ টেলিফোন ফ্রীট নং ফি.ফি.২৯৮০

পূর্ব্বতক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার, জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

—সুদের হার—

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪%

ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১লা ফেব্রুয়ারী	৪ঠা ফেব্রুয়ারী	৫ই ফেব্রুয়ারী	৬ই ফেব্রুয়ারী	৭ই ফেব্রুয়ারী	৮ই ফেব্রুয়ারী
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮।০	৮॥/০-৮॥০	৮॥/০-৮।৶০	বাজার বন্ধ	৮।/০-৮৶০	৮॥০-৮।৵০
বেনারস ...	—	১২॥০-১২।/০	—		১২৶০-১২৵০	—
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	—	১৩।৵০-১৩৶০	১৩৵০		১২৸৶০-১২৸/০	১২৸/০-১২৸০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	—	—	—		—	৭২৸০-৭২॥০
কেশোরাম ...	২১॥৵০	২১৸০	—		—	২১৲
বঙ্গশ্রী ...	১৫৲-১৪৸৵০	১৫।০-১৫৲	১৫।০-১৫৲		১৫৵০	১৪৸৵০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৸০	—	—		৭৸৵০	৭৸৵০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—	২৭৪৲-২৭৩৲	২৭১॥০		—	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	২৩৲	২৩৲-২২৸৵০	২২৸০		—	—
টিটাগড় ...	৪৬৸০-৪৫৸০	৪৬৸০-৪৬।/০	৪৬৲-৪৫॥৵০		৪৫৵০-৪৪৸০	৪৫।০-৪৪৸৵০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৪৪৪৲-৪৪৩৲	৪৩৫৲-৪৩৩৲	—		৪২৫৲	৪৩০৲-৪২৫৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৬২২॥০-৬২১৲	৬২৫৲-৬২১৲	৬২০৲		৬১৩৲	৬১৫৲-৬১২॥০
কামারহাটি " " " ...	৯৬৮৲-৯৫৬৲	৯৬৬৲-৯৫৯৲	৯৬০৲-৯৫৩৲		৯৫০৲-৯৪৬৲	৯৪৭৲
নদীয়া " " " ...	১৭৯৲-১৭৬॥০	১৭৭৲-১৭৪৲	১৭৬৲-১৬৯৲		১৭৫৲-১৬৮৲	১৭১॥০-১৭১৲
প্রেসিডেন্সী " " " ...	১৫৵০-১৫৲	১৫৲-১৪॥৶০	১৪৸/০		১৪।/০	১৪।৶০-১৪।৵০
রিলায়েন্স " " " ...	১০৮৲-১০৭৲	১০৯॥০-১০০৲	১০৮॥০-১০৮৲		১০৬৲	১০৬।০-১০৫॥০
কাঁকনাড়া " " " ...	৮০৫৲	৮০১৲-৭৯৪৲	—		৭৮৭৲	৭৮৭৲-৭৭৮৲
হাওড়া " " " ...	১২৪৲-১২১/০	১২৫।০-১২৩৸০	১২৪৲-১২৩॥/০		১২২৸০	১২২।/০-১২২৵০
ডালহৌসী " " " ...	৪৫৬৲-৪৫২৲	৪৫১৲-৪৪৮৲	৪৪৭৲-৪৪০৲		৪৩৬৲-৪৩০৲	৪৩৮৲-৪৩৪৲
বজবজ " " " ...	—	৬৬৫৲	—		৬৫৫৲	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " " ...	৪০২৲-৩৯৩৲	৩৯৩৲	—		৩৭৭৲	—
এলায়েন্স " " " ...	—	৮৪৪॥০	—		—	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	—	১৬/০	১৬৲-১৫৸৶০		—	—
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪৪৲	৪৩৸৵০-৪৩৸০	৪৩৸০		৪৩।০	৪৩॥০-৪৩।০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩৪/০-৩৩॥৵০	৩৪।৵০-৩৩৸০	৩৩॥/০-৩৩।৵০		৩৩।৵০-৩৩৶০	৩৩।০-৩৩৵০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—		—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " " ...	—	—	—		—	—
কল্যাণী " " " ...	—	৫৩৲	—		—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—	—	—		১৩৲-১২৸০	১৩৲-১২৸০
তেজপুর " " " ...	—	—	—		২৮৸৵০	২৯৲
বিশ্বনাথ " " " ...	—	৪৮৵০-৪৭৸৵০	—		৪৭৸৵০-৪৭॥৵০	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৭৸৶০-১৭৸০	১৭৸৵০-১৭॥৵০	১৭৸০-১৭৸০		১৭৸০	১৭৸৵০
বি আই কর্পোরেশন ...	৮৸/০-৮॥৶০	৮৸৶০-৮॥৵০	৮৸০-৮॥/০		৮॥/০	৮॥৶০-৮।৶০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	২০৪৲-২০৩৲	২০৭৲-২০২৲	২০২৲-১৯৯৲		২০০৲-১৯৭৲	২০০৲-১৯৮৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৭॥৵০-১৭॥০	১৭॥/০-১৭।৵০	১৭।০-১৭৲		১৭।৶০	১৭।/০-১৭৲
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২৯৫৲	২৯৭৲-২৯৪৲	২৯২॥০-২৭৩৲		২৯২॥০-২৯১৲	২৯২৲-২৮৬৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " " ...	—	২৪৸৶০-২৪৸০	২৪৸০-২৪॥/০		—	২৪॥০-২৪।৵০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	১৪॥৶০-১৪॥০	—	১৪৲		১৪।৶০-১৪৲	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১০৸/০-১০॥৶০	১০॥৵০	১০॥/০-১০॥০		—	১০।৶০

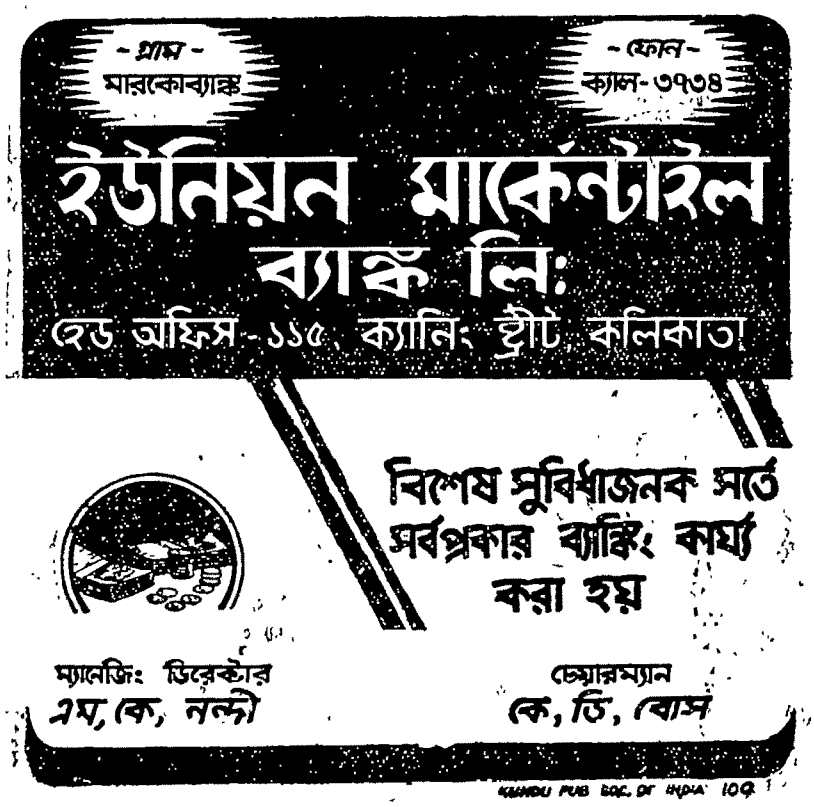

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৫০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,৫০,০০০৲ "
শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ
এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

- কোকোলা
- কল্যানী
- ত্রিগুণ
- জুয়েল আমলা কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

অক্ষয় কুমার লাহা

মেডিয়াম মার্ক সিমেন্ট কলার — বাড়ীর রং কারখানার রং

১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

জাতীয় ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৯

হেড অফিস : কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন— ১,০০,০০,০০০৲

বিলিকৃত মূলধন— ১২,৫০,০০০৲

আদায়ীকৃত মূলধন— ১০,২০,০০০৲

মোট কার্য্যকরী তহবিল— ২,০০,০০,০০০৲ টাকার অধিক

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস্, সি, পাল

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া

লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৯৭ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ ৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর

চলতি বীমার পরিমাণ ১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর

দাবী শোধ ৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চীফ এজেন্টস্

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট — স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—

কলিকাতা

১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং—ক্যালকাটা—৫৬০৭

২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।

৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড্-এ (কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ মোড়) খোলা হইয়াছে।

আসাম: শিলং, শিলচর, গৌহাটি, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নওগাঁ, ছাতক, হবিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড— ৫,৫০,০০০৲

কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲

বাঙ্গালা: চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—

১। সিলেট ২। শিলং ৩। শিলচর ৪। ঢাকা

কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার

মিঃ জে, এম, দাস, জেনারেল ম্যানেজার

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Tuesday, 19th February, 1946, মঙ্গলবার, ৭ই ফাল্গুন, ১৩৫২ [৪০শ সংখ্যা

UTTARPARA JAIKRISHNA PUBLIC LIBRARY

রেল বিভাগের বাজেট

রেল বিভাগের বাজেট উপস্থিত প্রসঙ্গে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেল বিভাগের মন্ত্রী স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল ভারতীয় রেলপথসমূহের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে, আপাততঃ রেলপথসমূহের অবস্থা খুব সমৃদ্ধ হইলেও অদূরভবিষ্যতে ভারতীয় রেলবিভাগ নানা জটীল আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হইবে।

স্যার এডওয়ার্ড বেন্থলের বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, গত ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের সমস্ত সরকারী রেলপথের আয় হইতে যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া ৪৯ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। এই উদ্বৃত্ত হইতে ভারত সরকারকে ৩২ কোটী টাকা দেওয়া হয় এবং বাকী ১৭ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা রেলের মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। চলতি ১৯৪৫-৪৬ সালের অবস্থার পূর্ণ বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। কারণ এই বৎসর শেষ হইতে এখনও এক মাস কাল বাকী আছে। তবে ১০।১১ মাসের হিসাবদৃষ্টে রেলওয়ে মন্ত্রী এরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, চলতি বৎসরে আয় হইতে রেলের যাবতীয় খরচা বাদ দিয়া উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩২ কোটী ৭ লক্ষ টাকা। এই টাকা হইতে ৩২ কোটী টাকা ভারত সরকারকে প্রদান করিয়া বাকী ৭ লক্ষ টাকা রেলের রিজার্ভ ফণ্ডে মজুদ করা হইবে স্থির হইয়াছে। আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালে রেল বিভাগের মোট আয় হইতে উহার সাকুল্য ব্যয় বাদ দিয়া মাত্র ১২ কোটী ২২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া রেলওয়ে মন্ত্রী বরাদ্দ করিয়াছেন এবং এই উদ্বৃত্ত হইতে ৭ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা ভারত সরকারকে প্রদান করা হইবে, ৩ কোটী টাকা উন্নয়ন তহবিল (Betterment Fund) নামক একটি নূতন তহবিলে ন্যস্ত করা হইবে এবং বাকী ১ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা রেলের মজুদ তহবিলে দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এই বৎসরের আয়ব্যয় সম্পর্কে একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, এই বৎসরে যাত্রী ও মালের ভাড়া দফায় রেলপথগুলির আয় চলতি বৎসরের আয় অপেক্ষা ৪৮ কোটী টাকা কম হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। রেলওয়ে মন্ত্রী আশঙ্কা করেন যে, যুদ্ধ শেষ হইবার ফলে আগামী কয়েক বৎসর কাল পর্য্যন্ত রেলের আয় এইভাবে কমিতে থাকিবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

রেলওয়ে বাজেট সম্বন্ধে একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে রেলে যাত্রী ও মালের ভাড়া যে ভাবে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে আগামী বৎসরে তাহার কোন পরিবর্ত্তনের জন্য রেলওয়ে মন্ত্রী কোন প্রস্তাব করেন নাই। তবে রেলের আর্থিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইবে মনে করিয়া রেলওয়ে মন্ত্রী এই বিষয় ভবিষ্যতে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

বর্ত্তমানে ভারতীয় রেলপথগুলির সম্বন্ধে বহুবিধ সমস্যা দেখা দিয়াছে। উহার মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, রেলকর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে ছাঁটাই এবং উহাদের বেতনাদি সম্বন্ধে বিলিব্যবস্থা, যাত্রীবহনের জন্য রেলপথ ও মোটরের সম্মিলিত ব্যবস্থা, যাত্রী ও মালের ভাড়া বর্দ্ধিত করিবার যুক্তিযুক্ততা, মালের ভাড়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে রেলওয়ে মন্ত্রী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা আগামীবারে এই সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করিব।

একশত কোটি লোকের খাদ্যসমস্যা

দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জটিল খাদ্যাভাব সমস্যার সূচনা দেখিয়া সম্মিলিত রাষ্ট্র সঙ্ঘ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ফ্রান্স ও চীন দেশের প্রতিনিধিদের মিলিত দাবী হিসাবে তাই ঐ সঙ্ঘের পরিষদে উপরোক্ত বিষয়ে একটি জরুরী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। খাদ্যসমস্যার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করিবার জন্য ঐ প্রস্তাবে প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্টকে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ এবং লোকের প্রয়োজনের তুলনায় তাহার স্বল্পতা ও আধিক্য খোলাখুলিভাবে জ্ঞাপন করিতে বলা হইয়াছে। আসন্ন বিপদ কাটাইয়া উঠিবার জন্য গবর্ণমেণ্টসমূহকে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যের অপচয় নিবারণ সম্পর্কে সুসঙ্কল্পিত বিধি-

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৯১-৯৮
যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অর্থনীতিবিদ্‌গণের প্রতিবাদ (২)	৯৯৯-১০০০
কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা (১১) গম ও গমাজত দ্রব্য	১০০১-০২
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১০০৩-০৪
খেয়ালীর খাতা	১০০৫-০৬
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১০০৭-০৯
কোম্পানী প্রসঙ্গ	১০১০-১১
বাজারের হালচাল	১০১২-১৬

Broomby

গ্রাম

P.C.B.L.

২১০-এ রাসবিহারী এভেনিউতে সুসাঙের মহামান্য মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংএর পৌরোহিত্যে বালীগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে

পাইওনিয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিন এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতে গিয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "দুনিয়ার লোকদের প্রয়োজনের তুলনায় চলতি বৎসরের প্রথম অর্দ্ধে গম ও ময়দার ঘাটতি ৫০ লক্ষ টনেরও অধিক দাঁড়াইবে। তাহার উপর চাউলের যদি ঘাটতি দাঁড়ায় তবে আগামী দুই মাসের মধ্যে জগতের একশত কোটি লোককে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে হইবে। খাদ্যের যেটুকু যোগান পাওয়া যাইবে তাহা যদি সুবণ্টনের ব্যবস্থা হয় তবে হয়ত অনাহার ও দুর্ভিক্ষের একটা সমাধান হইতে পারে। যদি সে ব্যবস্থা না হয় তবে খাদ্য-সমস্যার জন্য দুনিয়ার অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে।"

ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কম হওয়ায় এদেশে এবার নূতন করিয়া একটা দুর্ভিক্ষের সূচনা হইয়াছে। এ হেন জটিল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া ভারতের লোক বাহির হইতে খাদ্য-দ্রব্য আমদানীর জন্য সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের নিকট করুণভাবে আবেদন জানাইতেছে। বাহির হইতে চাউল ও গম আমদানী ছাড়া এদেশের নিদারুণ অভাব মিটিবার কোন আশা দেখা যাইতেছে না। এই অবস্থায় একই সময়ে দুনিয়ার অন্য অনেক অঞ্চলে জটিল খাদ্যসমস্যা সৃষ্টি হওয়ার খবর এবং আগামী দুই মাস মধ্যে জগতে একশত কোটি লোককে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে হইবে বলিয়া মিঃ বেভিনের উক্তি আমাদিগকে নিতান্তই আশঙ্কা-গ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর কোন সুযোগ ভারতবর্ষ আদৌ পাইবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ দাঁড়াইয়াছে। দুনিয়ার খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ সকল গবর্ণমেণ্টের মিলিত চেষ্টা ও পারস্পরিক সাহায্য আহ্বান করিয়া প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন, ইহা ভাল কথা। কিন্তু বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যে ভাবে সম্মিলিত রাষ্ট্র পরিষদ ও সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের কাজ নির্ব্বাহ হইতেছে তাহাতে খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের মিলিত চেষ্টা ও পারস্পরিক সাহায্যের আবেদন শেষ পর্য্যন্ত সকল দেশের পক্ষে কতদূর সুফলপ্রসূ হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডে ভারতের মত পরাধীন দেশসমূহের নাম যুক্ত থাকিলেও উহাদের প্রয়োজন সে সব দরবারে কখনও সহানুভূতির সহিত বিবেচিত হয় না। এই অবস্থায় দুনিয়ার খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য পারস্পরিক সাহায্যের নামে বাড়তি অঞ্চলের উদ্বৃত্ত খাদ্য সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিয়া আসিলে তাহাতে ভারতের মত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশের পক্ষে উপযুক্ত সাহায্য পাওয়ার পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর অনুমতি পাওয়া দূরের কথা, মানবতার নামে ইউরোপের লোকদের অভাব পূরণের জন্য হয়ত ভারতের স্বল্প যোগান হইতেও শেষ পর্য্যন্ত খাদ্যসামগ্রী টানিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইবে। ভারতে দুর্ভিক্ষ সূচিত হওয়ার কথা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ যে ভাবে অন্যান্য অঞ্চলের খাদ্যাভাব সমস্যার কথা সজোরে জাহির করিতে সুরু করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ আশঙ্কা বাস্তবিকই রহিয়াছে। ভারতের স্বকীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যতদিন এ দেশে স্বাধীন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন পারস্পরিক সাহায্যের নামে কোন বিশ্ব সঙ্ঘে মিলিত হওয়া এদেশের পক্ষে লাভজনক হইবে না। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থপর কারসাজির জন্য তাহাতে বরং ভারতবর্ষকে শোষণ করিবার পথটাই প্রশস্ত হইবে।

বীমা আইনের সংশোধন

ভারতীয় বীমা আইন সংশোধনের জন্য গবর্ণমেণ্ট গত ১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটী সংশোধক বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ বিলে অন্যান্য বিধানের সঙ্গে বীমা কোম্পানীর সর্ব্বোচ্চ খরচের হার বাঁধিয়া দেওয়ার, এজেণ্টদের কমিশন কমাইয়া দেওয়ার এবং বীমা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ম্যানেজারের কোন কোন শ্রেণীর পারিশ্রমিক সীমাবদ্ধ করিবার প্রস্তাব ছিল। এই সকল প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে ভারতের বীমা ব্যবসায়ের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে মনে করিয়া অনেকে তখন উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ফলে বিলটি শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু বিলটি তখন প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইলেও ভারত সরকার বীমা আইনটিকে নানাদিক দিয়া সংশোধন করিয়া লওয়ার প্রয়োজনীয়তা এখনও উপলব্ধি করিতেছেন। সেজন্য বীমা আইনের একটি পরিবর্ত্তিত সংশোধক বিল তাঁহারা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করিয়াছেন। উপরোক্ত বিতর্কমূলক বিধানসমূহ এই বিল হইতে বাদ দেওয়ায় উহা বর্ত্তমানে অনেকটা গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। তবে ভারত সরকার এমন কয়েকটি নূতন প্রস্তাব এই বিলে যোগ করিয়া দিয়াছেন, বীমা ব্যবসায়ের স্বার্থের দিক হইতে যাহা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। নূতন প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই :—(১) ভারত সরকারের বীমা বিভাগের জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ করিতে গিয়া অতঃপর এই পদ এ্যাক্চুয়ারীদের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। উপযুক্ত এ্যাক্চুয়ারী না পাইলে গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন অভিজ্ঞ লোককে এই পদে নিয়োগ করিতে পারিবেন। (২) কোন বীমা কোম্পানীর এজেণ্ট বা এজেণ্ট নিয়োগকারী অতঃপর বীমা প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হইতে পারিবেন না। (৩) কোন বীমাকারীর পলিসি বাতিল হইলে তাহা পুনরায় চালু করিবার ব্যবস্থা করিয়া উহার প্রেমিয়ামের উপর শতকরা ২॥ ভাগ হারে রিঙ্গুয়েল কমিশন আদায় করিবার অধিকার যে কোন এজেণ্টের থাকিবে। (৪) কোন বীমাকারীর পলিসির দাবী আদালত কর্ত্তৃক ডিক্রী হওয়ার পর তবু যদি কোন জীবন বীমা কোম্পানী (বা প্রভিডেণ্ট কোম্পানী) তিন মাস মধ্যে সেই দাবী পরিশোধ না করে তবে বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেই কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেসন বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন। (৫) যে পর্য্যন্ত কোন জীবন বীমা কোম্পানীর ভেলুয়েসনে ঘাটতি দেখা যাইবে সে পর্য্যন্ত ঐ কোম্পানীকে অন্য কোন শ্রেণীর বীমার কাজ সুরু করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

নূতন বীমা বিলের উপরোক্ত প্রথম চারিটি প্রস্তাব সম্পর্কে আমরা আপত্তির কোন কারণ দেখি না। কিন্তু শেষোক্ত প্রস্তাবটি নানা কারণে আমাদের পক্ষে সমর্থন করা কঠিন। এক বীমা কোম্পানী একই সঙ্গে জীবন বীমা ও সাধারণ বীমার কাজ চালাইলে দুই বিভাগের জন্য তাহাকে আলাদা তহবিল সৃষ্টি করিতে হয়। দুই বিভাগের হিসাবও ঐ কোম্পানী আইন অনুসারে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে বাধ্য। এই অবস্থায় এক বিভাগে ঘাটতি পড়ার জন্য অন্য বিভাগের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার যেখানে আশঙ্কা নাই সেখানে কোন জীবন বীমা কোম্পানীর ভেলুয়েসনে ঘাটতি দেখা গেলে তাহাকে অন্য শ্রেণীর বীমার কাজ সুরু করিবার অনুমতি কেন দেওয়া হইবে না তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে ভারতে দেশীয় কোম্পানীসমূহের স্থান এখনও নগণ্য। সেই পশ্চাদ্‌পদ অবস্থা কায়েম করিয়া রাখিবার জন্যই কি আজ গবর্ণমেণ্ট নানা ছুঁতা করিয়া ভারতে সাধারণ বীমা কোম্পানী স্থাপনের সুযোগ খর্ব্ব করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন?

গ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা ফোন : ক্যাল ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯২৬)

হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন ও

রিজার্ভ ফাণ্ড—১১,৭৫,০০০৲ টাকার উপর

কার্য্যকরী মূলধন—১,৩৫,০০,০০০৲ " "

—শাখাসমূহ—

খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কাল্না, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), নাটোর, নওগাঁ, রাজসাহী, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

দেশের ও দশের সেবায় নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান

ইণ্ডিয়ান পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,

কলিকাতা

ফোন : কলি: ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.

আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।

আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

খাদ্যসমস্যার সমাধানে গান্ধীজীর প্রস্তাব

ভারতবর্ষে গুরুতর খাদ্যসঙ্কট ঘনাইয়া আসিতেছে। ১৩৫০ সালে জাপ আক্রমণের আশঙ্কায় অস্থির গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলার খাদ্যসঙ্কটের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই। যুদ্ধে হারিলে বাঙ্গলা বাঁচিল কি মরিল তাহা জানিয়া তাঁহাদের কি লাভ—ইহাই ছিল তখন গবর্ণমেণ্টের মনোভাব। কিন্তু এখন রাজ্যরক্ষা হইয়াছে, কাজেই প্রজার দিকেও দৃষ্টি পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া প্রজাবৃন্দ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে যে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ পরিচালনার পর তাহা খুব লোভনীয় বস্তু নহে। ভারত সরকার তাই এবার ভারতের খাদ্যসঙ্কটের কথা সারা বিশ্বে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন এবং মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন হইতে আরম্ভ করিয়া সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে পর্য্যন্ত ইহা লইয়া তোলপাড়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বড়লাট লর্ড ওয়েভেল বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার বর্ত্তমান শাসন পরিষদ ও আমলাতন্ত্রের সাহায্যে এই বিষম সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়া মূর্খতা মাত্র। তাই তিনি নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। মিঃ জিন্নার সহিত ইতিমধ্যেই তাঁহার আলোচনা হইয়াছে। গান্ধীজী দিল্লী পর্য্যন্ত যাইতে সক্ষম না হওয়ায় বড়লাট প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছেন। উহার পরই মহাত্মা গান্ধী যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক প্রশ্ন ও গবর্ণমেণ্ট বিরোধিতার মনোভাবের উর্দ্ধে তিনি খাদ্যসঙ্কটকে স্থান দিতে বলিয়া দলনির্ব্বিশেষে কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচিত সভ্যদের মধ্য হইতে লোক লইয়া শাসন পরিষদ গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-কষ্ট গান্ধীজীর ন্যায় মহামানবের হৃদয়কে বিগলিত করিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। বাঙ্গলার মহামন্বন্তরের সংবাদে ব্যথিতচিত্ত গান্ধীজী গবর্ণমেণ্টের মনোভাব ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও জনগণের সেবার জন্য মুক্তি চাহিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য তিনি প্রার্থনা করেন নাই, জনগণের সেবা করিবার সুযোগ লাভের জন্য তিনি মুক্তি চাহিয়াছিলেন। আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ উদ্ধত ভারত সরকার তাঁহার সাহায্যপ্রত্যাশী। কিন্তু পুরাতন স্মৃতি গান্ধীজীর উদার ও অম্লান দৃষ্টিকে ম্লান ও সঙ্কীর্ণ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার প্রস্তাবে কোথাও বিন্দুমাত্র ক্রোধ বা ঔদ্ধত্যের পরিচয় নাই। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে সহযোগিতার হস্ত প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান দায়িত্বহীন শাসন পরিষদের পরিবর্ত্তে দায়িত্বশীল শাসন পরিষদ গঠন করিতে হইবে। অপর দিকে রাজনৈতিক দলগুলিকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতের কোটি কোটি নরনারী বস্ত্র ও খাদ্য-সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, কাজেই দলনির্ব্বিশেষে কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচিত সভ্যদের এই দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। গান্ধীজী পরিষ্কারভাবে সরকারী কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অসাধুতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সাধুভাবে চলিলে বাহিরের সাহায্য না লইয়াও ভারতবর্ষ সঙ্কট অতিক্রম করিতে পারিবে। তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, খাদ্যশস্য ও বস্ত্রব্যবসায়ীরা যেন মজুতদারী ও কাটকাবাজী না করে। গান্ধীজী ফসল বাড়াইবার জন্য ও সর্ব্বপ্রকার উৎসব-অনুষ্ঠান বন্ধ করিবার জন্যও অনুরোধ করিয়াছেন। কোনরূপ আতঙ্কের যাহাতে সৃষ্টি না হয় তজ্জন্যও তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রামের জন্য গান্ধীজী আহ্বান জানাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কাপড় সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ একটা হাস্যকর ব্যাপার। গবর্ণমেণ্ট ও মিলমালিকরা সাধুভাবে চলিলে ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিলে একজন লোককেও বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ থাকিতে হয় না। আমাদের যথেষ্ট তুলা আছে, যথেষ্ট বেকার লোক আছে এবং গ্রামে কাপড় প্রস্তুত করার মত বহু দক্ষ লোক আছে।" গান্ধীজীর এই উক্তির প্রতি আমরা গবর্ণমেণ্ট, মিলমালিক ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন কি না, অথবা কংগ্রেস ও লীগ এবং অন্যান্য সকলে মিলিত হইতে পারিবেন কি না, জানি না। কিন্তু গান্ধীজীর আবেদন ব্যর্থ হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘনাইয়া আসিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বঞ্চনানীতির জন্য ক্ষতিপূরণ

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকার পক্ষ হইতে জানানো হয় যে, বাঙ্গলাদেশে জাপ আক্রমণকালে সরকারী বঞ্চনা নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মোট ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে। কি পরিমাণ ক্ষতির জন্য কত লোককে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কেন্দ্রীয় পরিষদে বলা হইয়াছিল কিনা আমরা জানি না। তবে বঞ্চনানীতির ফলে বাঙ্গলার কোটী কোটি লোক বিপন্ন হইয়াছিল, লক্ষ লক্ষ লোক জীবন হারাইয়াছিল বা জীবন্মৃত হইয়াছিল এবং সমগ্র প্রদেশের পারিবারিক ও আর্থিক জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, ইহা আমরা জানি। কাজেই ক্ষতির তুলনায় যে পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা যে অকিঞ্চিৎকর একথা বলিতে আমরা দ্বিধা করিব না। যাহারা জীবন দিয়াছে তাহারা আর ফিরিবে না, যে পরিবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা আর গড়িয়া উঠিবে না। তথাপি নূতন করিয়া বাঙ্গলাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং ইহার জন্য ভারত সরকার যদি অন্ততঃ পক্ষে ৫০ কোটি টাকা দেন, তবেই সত্যকার কিছুটা ক্ষতিপূরণ হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি।

বাঙ্গলায় লবণ আমদানী

বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক বৎসর বাহির হইতে অল্পাধিক ৩ লক্ষ টন লবণ আমদানী হইয়া থাকে। গত ১৯৪৪-৪৫ সালে এই লবণের ৩৫ ভাগ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে, ৩৮ ভাগ মিশরের সৈয়দ বন্দর হইতে এবং ১৬ ভাগ এডেন হইতে আমদানী হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ভারত সরকার এই আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া উপরোক্ত বিভিন্ন স্থানের মধ্যে কোন্ স্থান হইতে কত লবণ বাঙ্গলায় আমদানী হইবে তাহার পরিমাণ (Quota) স্থির করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহাতে করাচীর বায়ার্স ও শিপার্স চেম্বার ভারত সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। উহারা বলেন যে, করাচী অঞ্চলে প্রতি বৎসর যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহা হইতে ঐ অঞ্চলের চাহিদা মিটাইয়াও উক্ত অঞ্চল হইতে বৎসরে ৪ লক্ষ টন লবণ বাহিরে রপ্তানী হইতে পারে। এরূপ

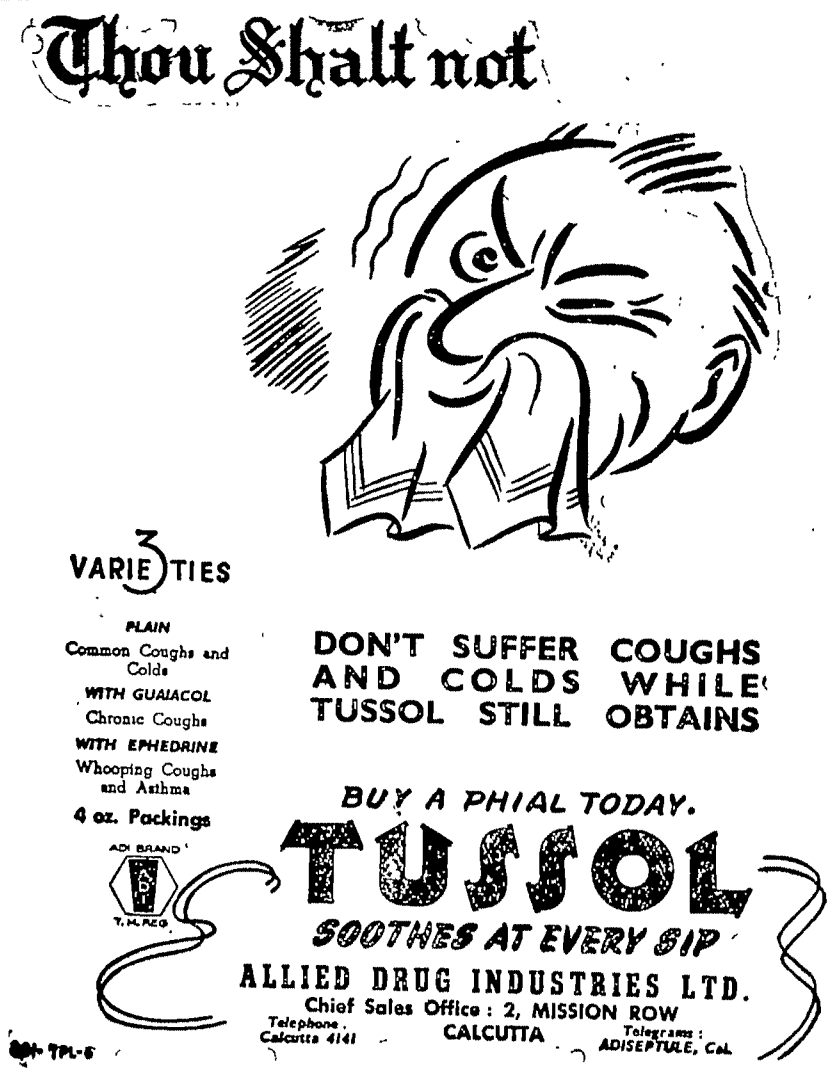

অবস্থায় বাঙ্গলার বাজারে লবণ সরবরাহের ব্যাপারে এডেন বা সৈয়দ বন্দরকে বিশেষ কোন সুবিধা দেওয়া উচিত নহে।

বাঙ্গলার বাজারে লবণ সরবরাহের ব্যাপারে করাচী এবং ভারতবর্ষের বহির্ভূত অন্যান্য অঞ্চলের লবণ উৎপাদনকারীদের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের কোন স্বার্থ জড়িত নাই। বাঙ্গলা দেশ জীবন-ধারণের পক্ষে এই অপরিহার্য্য জিনিষের জন্য সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে ২৫ লক্ষ টাকার মত প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এই টাকা অভীপ্সিত উদ্দেশ্যে খরচ না করিয়া তাহা বেমালুম হজম করিয়া ফেলেন। ফলে যুদ্ধের সময়ে যখন বাহির হইতে লবণ আমদানীর পক্ষে নানা প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হইল সেই সময়ে বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলের অধিবাসিগণ ছয় পয়সা সেরের লবণ দুই টাকা পর্য্যন্ত সের দরে ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। এক্ষণে যুদ্ধাবসানেও বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলায় যাহাতে অবাধভাবে লবণ আমদানী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। যদি এডেন ও সৈয়দ বন্দর হইতে বাঙ্গলায় প্রভূত পরিমাণে লবণ আমদানীর সম্ভাবনা থাকে এবং এই লবণ বাঙ্গলায় যদি অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় হইবার আশা দেখা যায়, তাহা হইলে করাচীর কতিপয় ধনবান লবণ ব্যবসায়ীর পকেট ভর্ত্তির জন্য এডেন ও সৈয়দ বন্দরের লবণ আমদানীর পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না।

শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা

'ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট' পত্র খবর দিতেছেন, ভারত সরকার এদেশের জন্য যে যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছিলেন এক্ষণে তাহা সমাপ্তির পথে আগাইয়া আসিয়াছে। আপাততঃ ৫ বৎসরের নিমিত্ত এই পরিকল্পনা রচনা করা হইতেছে। বিভিন্ন শিল্পের কথা আলাদা-ভাবে বিবেচনা করিবার জন্য যেসব প্যানেল গঠিত হইয়াছিল, প্রত্যেক শিল্পের দিক দিয়া ৫ বৎসরে মোট উৎপাদন কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে তাঁহারা উপযুক্ত লক্ষ্য স্থির করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। বস্ত্র, চিনি, সিমেণ্ট এবং লোহা ও ইস্পাত সম্পর্কে ঐ লক্ষ্য ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হইয়াছে। অন্যান্য শিল্প সম্পর্কেও প্যানেল সমূহের সিদ্ধান্ত শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। প্রকাশ, ভারত সরকার তাঁহাদের পরিকল্পনা অনুসারে শিল্প স্থাপন ও পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রকৃত সুযোগ-সম্ভাবনা বুঝিয়া দেশের সকল অঞ্চলের উপরই যথাসম্ভব জোর দিবেন। যেসব অঞ্চল শিল্পের দিক দিয়া পশ্চাদ্‌পদ, সেই সব অঞ্চলে প্রয়োজনীয় মাত্রায় শিল্প-কারখানা গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইবে। কোন শিল্প যাহাতে কোন একটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইতে না পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইবে। কলকারখানা স্থাপন সম্পর্কে লাইসেন্স প্রথা অনুসরণ করা হইবে। কোন্ প্রদেশে কোন্ শিল্প কি পরিমাণে গড়িয়া তোলা হইবে তাহা খোলাখুলিভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহার দায়িত্ব অতঃপর প্রাদেশিক সরকারসমূহের উপর ছাড়িয়া দিবেন। সর্ব্বভারতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকার-সমূহ তখন নিজ নিজ এলাকায় প্রয়োজনীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্পর্কে উৎসাহ দিবেন। লাইসেন্স প্রথা দ্বারা নূতন শিল্পস্থাপনের কাজ কার্য্যতঃ তাঁহারাই নিয়ন্ত্রণ করিবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্স দ্বারা গত কয় বৎসর হইতে এদেশে কোম্পানী গঠন ও মূলধন সংগ্রহের পথে একটা বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকাশ, ভবিষ্যতে এই বিধানকে শিল্পোন্নতির পরিকল্পনার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য নূতন শিল্পের যে তালিকা নির্দ্ধারিত হইবে, তদনুযায়ী ভারত সরকার উপরোক্ত বিধানবলে কোম্পানী গঠন ও মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কিত সুযোগ সীমাবদ্ধ করিবেন।

ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়া জগতের অন্য অনেক দেশের তুলনায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করিতে হইলে অচিরে উপযুক্ত শিল্পপরিকল্পনা গঠন ও কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। অথচ অন্যান্য শ্রেণীর যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা গঠনে ব্রতী থাকিয়া গবর্ণমেণ্ট এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রথম হইতে একটা অবহেলার ভাব দেখাইয়াছেন। প্ল্যানিং এণ্ড ডেভলপমেণ্ট বিভাগের প্রাক্তন সচিব স্যার আর্দ্দেশির দালাল তাঁহার কার্য্যভার লইয়া শিল্প-পরিকল্পনা গঠনের জন্য কতকগুলি প্যানেল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সব প্যানেল দ্বারা পরিকল্পনা গঠনের কাজ অনেকটা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তাঁহাদের সুচিন্তিত প্রস্তাবসমূহ দেশের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিবেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। 'ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট' পত্রে শিল্পপরিকল্পনা সম্পর্কে যেটুকু খবর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন বিষয়ে মূল নির্দ্দেশসমূহ দেওয়া হয় নাই। উহাতে ঐ পরিকল্পনা সম্পর্কে এখনই কোন বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন ও স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা বুঝিয়া ভবিষ্যতে দেশের শিল্পোন্নতি নিয়ন্ত্রণ করা আমরা সমর্থন করি। তবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের হাতে লাইসেন্স প্রথা ও ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্সের যে অপব্যবহার আমরা বর্ত্তমানে লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে কেন্দ্রে ও প্রদেশ-সমূহে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত না হইলে এই ধরণের বিধান ভবিষ্যতে কতদূর কল্যাণকর-ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ভারতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ

বিগত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলের পরিচালকদের একটী সভাতে ভারত সরকারের উন্নয়ন বিভাগের তদানীন্তন মন্ত্রী সার আর্দ্দেশীর দালাল এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ভারতের সমস্ত কাপড়ের কল মিলিয়া ভারতবর্ষে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্য যদি একটী কারখানা স্থাপনে অগ্রসর হন তাহা হইলে এই ব্যাপারে ভারত সরকার সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। সার আর্দ্দেশীরের এই আশ্বাস পাইয়া কাপড়ের কলের পরিচালকগণ বিশেষ উৎসাহান্বিত হন এবং এই বিষয়ে খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যাপার স্থির করিবার জন্য একটী কমিটী গঠন করেন। এই ব্যাপারের অব্য-বহিত পরেই বড়লাটের শাসন পরিষদ হইতে সার আর্দ্দেশীর দালালের পদত্যাগের সংবাদ ঘোষিত হয়। উহাতে সার আর্দ্দেশীরের পরিকল্পিত কার-খানা স্থাপনের প্রস্তাব বাতিল হইয়া যাইতে পারে বলিয়া আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, উপরোক্ত প্রস্তাব এখনও পরিত্যক্ত হয় নাই। সম্প্রতি এরূপ সংবাদ জানা গিয়াছে যে, গত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে দিল্লীতে উপরোক্ত কমিটীর একটী অধিবেশন বসিয়াছিল। এই কমিটীতে এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে ভারতের ৪ শত কাপড়ের কলের পুরাতন যন্ত্রপাতির স্থলে নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং ভারতের নবগঠিত ১ শত কাপড়ের কলের জন্য যন্ত্রপাতির সংস্থান করিতে হইলে এদেশে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্য একটী বৃহদাকার কারখানা স্থাপন করা ছাড়া

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী
এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি
নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্য কোন পন্থা নাই। এইরূপ একটী কারখানা স্থাপিত হইলে উহাতে নির্ম্মিত যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের জন্য যে বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হইবে না তদ্বিষয়েও কমিটী নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। ফলে কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এজন্য একটী বৃহদাকার কোম্পানী গঠিত হইবে এবং ভারতের সমস্ত কাপড়ের কল উহার অংশীদার হইবে। এই ব্যাপারে ভারত সরকারকেও কতকটা মূলধন সরবরাহ এবং অন্য সমস্ত প্রকার সাহায্যের জন্য কমিটী অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে ৪ শত চলতি কাপড়ের কল রহিয়াছে তাহা এবং ইদানীং যে ১ শত কাপড়ের কলের জন্য নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়াছে উহারা সকলে যদি প্রত্যেকে গড়ে এক লক্ষ টাকার করিয়া শেয়ার ক্রয় করে তবে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি তৈয়ারের কারখানার জন্য পরিকল্পিত কোম্পানীর অনায়াসে ৫ কোটী টাকা মূলধন সংগৃহীত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই কোম্পানীকে যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা সাহায্য করেন, তবে উহা অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের কাপড়ের কলগুলিকে তাঁত, টাকু ইত্যাদি সরবরাহ আরম্ভ করিতে পারে। এরূপ শ্রেণীর একটী কোম্পানী স্থাপিত হইলে দেশের জনসাধারণও উহাতে সানন্দে অর্থ বিনিয়োগ করিবে। সুতরাং এই প্রচেষ্টার সাফল্যের পক্ষে কোন বিঘ্নই নাই। কিন্তু আসল কথা হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট কি এই কোম্পানীর কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আনাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন? একথা বলাই বাহুল্য যে, ভারত সরকারের অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে সার আর্দ্দেশীর ভারতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলওয়ালাগণ এবং ইংলণ্ডে যে সব কারখানায় কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হয় তাহার পরিচালকগণ উহা ভাল চোখে দেখেন নাই। উঁহারা যে ভারত সরকারকে প্রভাবিত করিয়া ভারতের বস্ত্রশিল্পের উন্নতির এই প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়া দিবেন না, তাহার নিশ্চয়তা কি?

ভারতে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের দাবী জানাইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ আন্দোলন চলিতেছে। ভারতবর্ষের এই সহস্র মাইল বিস্তৃত রেলপথসমূহের জন্য প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার বিদেশী মাল আমদানী করা হয়। এই সকল মালের অধিকাংশই ভারতবর্ষে প্রস্তুত করা সম্ভব। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ যাবৎ বিদেশী মাল আমদানী বন্ধ করিয়া দেশীয় শিল্প গড়িয়া তুলিবার কোন আগ্রহ দেখান নাই। সম্প্রতি রেলওয়ের ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কসপে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ৮২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সংবাদে গবর্ণমেণ্টের নীতির কিছুটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। ভারতীয় রেলপথসমূহের ইঞ্জিন, ওয়াগন প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্যাপক আকারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে একদিকে একটা বিরাট শিল্প গড়িয়া উঠার ফলে ভারতবর্ষ একটী গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে স্বাবলম্বী হইবে এবং আর একদিকে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে। যুদ্ধের সময় যে সমস্ত নূতন কারখানা স্থাপিত এবং পুরাতন কারখানার বিস্তার সাধন করা হইয়াছে, সেগুলি বন্ধ না করিয়া রেলওয়ের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তৈয়ারীর কাজে লাগাইবার উপযোগী করিয়া লওয়া সম্ভব। গবর্ণমেণ্ট সেদিকে দৃষ্টি রাখিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

বাঙ্গলা সরকারের রাস্তা নির্ম্মাণ পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির যুদ্ধোত্তর রাস্তা নির্ম্মাণ পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বে মন্তব্য করিয়াছি। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকার আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার মাইল রাস্তা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম পাঁচ বৎসরে ইহার জন্য ৪১ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহার মধ্যে যে ১৪ কোটি টাকা রাজপথ নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে, তাহা ভারত সরকার দিবেন। এই রাজপথগুলি বাঙ্গলা দেশের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলিকে যুক্ত করিবে। এই ধরণের ১২ শত মাইল দীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মিত হইবে। বিভিন্ন জেলার মধ্যে যোগ স্থাপনের জন্য ২,২৪২ মাইল দীর্ঘ প্রাদেশিক রাজপথ নির্ম্মিত হইবে। জেলাগুলির মধ্যে পাঁচ শত অধিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলির সহিত সহরের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য মোট ২৬,৩০০ মাইল দীর্ঘ পথ নির্ম্মাণ করা হইবে।

এই বিংশ শতাব্দীতেও ইংরাজ শাসনে বাঙ্গলা দেশের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা যে কত নিকৃষ্ট তাহা আমরা প্রতিনিয়তই অনুভব করিতেছি। মফঃস্বলে ১০।২০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করিতে যে সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত হয়, তাহাতে অন্যান্য দেশে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করা যায়। বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে শুধু যে এই দুর্গতির অবসান হইবে তাহা নহে, ব্যবসাবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং সামাজিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হইবে। মোটের উপর, রাজপথ নির্ম্মাণ পরিকল্পনার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল সুদূরপ্রসারী হইবে, সন্দেহ নাই।

ভারতবাসীর শোষণে দক্ষিণ আফ্রিকার বখরা

গত ২৮শে জানুয়ারী তারিখে 'স্বর্ণের মূল্য' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ৪৩।৪৪ টাকা দরে

★ কেশ গৌরব মালা নং ৫ ★ রবীন্দ্র সাহিত্যে ★

কে দিয়েছে কেশ এলায়ে

রবীন্দ্র-সাহিত্যে কবি-মানসী তার ভুবন-ভুলানো রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সসীম ছেড়ে অসীমে—গগনে পবনে, বসন্তে ও বরষায়। সেদিন মেঘমেদুর আকাশে গুমরি গুমরি উঠছিল মেঘ-গরজন; বাদলের ধারায় মিশেছিল দাদুরির সঘন দুরু দুরু; পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে জেগে উঠেছিল প্রাণের স্পন্দন। কবির নয়নে সেদিন নবঘন নীলবাসখানি অঙ্গে টেনে, ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি এলিয়ে দিয়ে প্রাসাদ শিখরে দেখা দিয়েছিল তাঁর মানসী। "আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া গগনে ছড়ায়ে এলো চুল", "প্রাসাদের শিখরে আজিকে কে দিয়েছে কেশ এলায়ে", "আঁধারিয়া উড়ে শূন্যে ঝড়ো এলো চুল"—ইত্যাদি অনুভূতি অতীন্দ্রিয় হলেও কেশগৌরবেরই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত; আধুনিক যুগে একমাত্র বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় 'হিমকল্যাণ' কেশতৈলই আপনার কেশের অনুরূপ গৌরব বৃদ্ধি করবে

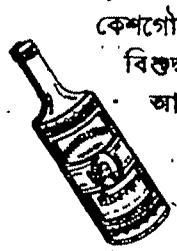

হিমকল্যাণ

ভেষজবিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর আয়ুর্ব্বেদীয় মহোপকারী কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

UPCO. HK-17.

প্রতি ভরি স্বর্ণ ক্রয় করিয়া তাহা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি ৭০।৮০ টাকা দরে বিক্রয় করিয়াছেন। এই ভাবে স্বর্ণ বিক্রয়ের দ্বারা ভারতবাসীকে শোষণকে যে ফিল্ড মার্শেল স্মাট্‌স্ চোরাকারবার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাহাও আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এই সময়ে আমাদের ধারণা ছিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে স্বর্ণ ক্রয় করিয়া তাহা দ্বিগুণ মূল্যে ভারতের বাজারে বিক্রয় করিয়া যে লাভ হইয়াছে, তাহার সাকুল্য অংশ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টই গ্রাস করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকাকেও এই লাভের একটা বখরা দিয়াছেন। গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেণ্টে উক্ত দেশের অর্থসচিব মিঃ জে হফমেয়ার এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতে স্বর্ণ বিক্রয়ের লাভের একটা অংশ হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১০ লক্ষ ৭২ হাজার ১৮২ পাউণ্ড অর্থাৎ ১ কোটী ৪২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭৬০ টাকা পাইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মোট লাভের কত অংশ ভিত্তি করিয়া উপরোক্ত টাকা পাইয়াছে, তাহা মিঃ হফমেয়ার জানান নাই। তাহা জানাইলে ভারতের বাজারে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট মোটমাট কত টাকা লাভ করিয়াছেন, তাহা বুঝা যাইত।

বাঙ্গলায় পুষ্করিণী সংস্কার

বাঙ্গলা নদী-মাতৃক দেশ। কিন্তু বৃটিশ শাসনের অব্যবস্থার ফলে পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গলার নদীগুলি মজিয়া গিয়া সোনার বাঙ্গলা শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গলার অধিবাসীদের সুখ-সুবিধার প্রতি শাসকরা দৃষ্টি রাখিতেন এবং সামাজিক কর্ত্তব্য হিসাবে ধনী ব্যক্তিরাও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিতেন। নূতন শাসকবর্গের আমলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি দৃষ্টি দিবার ভার কেহ লইল না, সামাজিক কর্ত্তব্যবোধও লুপ্ত হইয়া গেল। ফলে আজ পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গলায় গ্রীষ্মকালে একবিন্দু জলের জন্য মানুষ হা হা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কৃমি-কীটদুষ্ট পঙ্কিল জল পান করিতে বাধ্য হয়, সেচের অভাবে মাঠের ফসল মাঠেই শুকাইয়া যায়। সুদীর্ঘকাল পরে এইদিকে বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করিতেছি। পুষ্করিণীর জলে সেচ ব্যবস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকার বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় প্রায় দুই হাজার মজা পুকুরের সংস্কার করিয়াছেন। ইহার ফলে ৮০ হাজার একরেরও অধিক পরিমাণ জমিতে জল সেচন করা যাইবে। উক্ত জেলা দুইটীতে পুষ্করিণী সংস্কারকার্য্য সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট আরও ৮টী জেলায় বঙ্গীয় পুষ্করিণী সংস্কার আইন প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই আইনের বলে জিলা কর্ত্তৃপক্ষ মজা পুষ্করিণী দখলে আনিতে পারিবেন এবং সংস্কারের ফলে যিনি বা যাঁহারা উপকৃত হইবেন তাঁহাদের নিকট হইতে খরচা উসুল করিয়া লইতে পারিবেন। খরচা উসুল না হওয়া পর্য্যন্ত পুষ্করিণী গবর্ণমেণ্টের অধিকারে থাকিবে। ১৯৪৬-৪৭ সালে এক কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ হাজার মজা পুষ্করিণী সংস্কারের একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে।

মার্শাল ষ্টালিনের বক্তৃতা

সোভিয়েট রুশিয়ার সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে সর্ব্বাধিনায়ক মঃ ষ্টালিন যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা নানা দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সঙ্কটের ফলেই যুদ্ধ বাধিয়া থাকে এবং বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অবস্থা একরূপ না হওয়ায় কাঁচামাল ও বাজারের জন্য প্রতিযোগিতা বাধে এবং তাহার শেষ পরিণতি ঘটে যুদ্ধে। মঃ ষ্টালিনের এই কথা হইতে বুঝা যায় যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইলেও সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া সর্ব্বত্রই ধনতান্ত্রিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিপুল শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

এ অবস্থায় তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা স্বতঃই থাকিয়া যায়। ইহা স্মরণ রাখিয়াই মঃ ষ্টালিন লাল ফৌজের শক্তি বৃদ্ধি ও আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ়তর করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। যে ভাবে ইহা করিতে হইবে, তাহার পন্থা মঃ ষ্টালিন নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। আর্থিক দিক হইতে ইহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। মঃ ষ্টালিন বলিয়াছেন যে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিবার জন্য খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে রেশনিং ব্যবস্থা লোপ করা হইবে। আমরা মঃ ষ্টালিনের এই উক্তির প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা অভাব দূর করিতে না পারিলে রেশনিং ব্যবস্থা লোপ করা যায় না। পক্ষান্তরে, রেশনিং ব্যবস্থা বহাল রাখার অর্থ অভাব দূর করিবার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা না করা। ভারত সরকার শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন, ফলে জনসাধারণের দুর্গতির সীমা নাই। ভারতবর্ষের সম্পদ বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভারতের হাহাকার ঘুচিতেছে না। জাতীয় মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কোন বিদেশী শাসকগোষ্ঠী কাজ করিতে পারে না। ইহারই ফলে ভারতের অদৃষ্টে চরম দুর্গতি অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আজ শাসনের ভার জাতীয় সরকারের হস্তে অর্পণ না করিলে বর্ত্তমান ভারত সরকার কিছুই করিতে পারিবেন না।

জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করিবার জন্য মঃ ষ্টালিন যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধ-পূর্ব্ব কালের তুলনায় রুশিয়ার উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। রুশিয়ার লক্ষ্য হইবে বৎসরে পাঁচ কোটি টন পেটা লোহা, ছয় কোটি টন ইস্পাত, ৫০ কোটি টন কয়লা ও ছয় কোটি টন তৈল উৎপাদন করা। ইহার জন্য অন্ততঃপক্ষে তিনটী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজন হইবে।

মঃ ষ্টালিন ১৫ বৎসরের মধ্যে এমন কয়েকটি জিনিষের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দিয়াছেন যাহার ফলে রুশিয়া আর্থিক ও সামরিক উভয় দিক হইতে অতি বিপুল শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। জাতীয় মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে একটী দেশের গবর্ণমেণ্ট স্বল্পকালের মধ্যে কী বিরাট কাজ করিতে পারে, রুশিয়া তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রুশিয়ার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইয়া জাতীয় সরকারের দাবী তীব্রতর করিবে, সন্দেহ নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ সুবিধা ও উদার সর্ত্তাবলী প্রাপ্ত হন।
কর্ম্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু কর্ম্মী এজেন্সি দ্বারা প্রচুর আয় করিতে পারেন। ম্যানেজারের নিকট আজই আবেদন করুন।

জানেন কি?
ব্যবসা থেকে সরকারী ক্ষমতা কমিয়ে দেবার জন্য আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলি ৪৩টী দলে মিলিত হয়ে ব্যবসায়ীদের সাহায্য কচ্ছেন।
* * * *
দেশের আর্থিক বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য দেশী ব্যাঙ্কদেরও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার। ব্যবসায়ীদের উচিত ভাল ব্যাঙ্কের পিছনে দাঁড়াবার, যেমন দরকার টাকা ভাল ব্যাঙ্কে জমা রাখবার। এ সবের জন্য একটী ভাল ব্যাঙ্ক
সুরমা ভেলী ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস: সিলেট: কলিঃ অফিস: ১৪, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট
শাখা: আসামের সর্ব্ব বৃহৎ সহরে এবং বাংলাদেশে ঢাকায় ও কলিকাতায়।

সরকারী ট্যাক্সের চাপ

দুনিয়ার উন্নতিশীল দেশসমূহে, সরকারী ট্যাক্স নীতির ধারা আজ বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে পরোক্ষ করের চাপ ছিল অধিক। বর্ত্তমানে পরোক্ষ করের বদলে সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ কর বেশী করিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে। পরোক্ষ করের চাপ গরীব লোকদের উপর মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। উহাতে জিনিষ পত্রের কাট্‌তি ও ব্যবহার সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সে কারণেই সরকারী ব্যয় মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টসমূহ আজ মুখ্যতঃ প্রত্যক্ষ করের উপরই জোর দিতেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কারবারসমূহের সে ধরণের বিচার ও বিবেচনার বালাই নাই। নিজেদের অপরিমিত ব্যয় মিটাইবার জন্য তাঁহারা নূতন নূতন ট্যাক্স বসাইতে বাধ্য হইতেছেন। আর প্রত্যক্ষ করের চেয়ে পরোক্ষ কর বসানো অনেকটা সহজ বলিয়া সে দিকেই তাঁহারা বেশী করিয়া ঝুঁকিতেছেন। এই সব করের চাপ কাহাদের উপর বেশী করিয়া নিপতিত হইতেছে এবং দেশের লোকদের শিল্প-প্রচেষ্টার উপর তাহার কি প্রতিক্রিয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছেন না। এদেশের জনসাধারণের ব্যবহার্য্য লবণ, চিনি, চা, সুপারি ও তামাকের উপর যথেষ্ট হারে কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যাক্স বসানো হইয়াছে। তাহাতেও পরোক্ষ করের অভিযান বন্ধ হইতেছে না। কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বিক্রয়-কর বসাইয়া জিনিষ-পত্রের উপর হইতে আর এক দফা পাওনা আদায় করিতেছেন। বাঙ্গলায় এই করের হার বাড়াইয়া বর্ত্তমানে টাকায় এক আনা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। পরোক্ষ কর বৃদ্ধির এই গতি দেশের পক্ষে খুবই মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পণ্য ব্যবহারকারীদের ক্রয়-ক্ষমতার উপর অত্যধিক চাপ পড়ায় শিল্প-ব্যবসার উন্নতি ব্যাহত হইবার বিশেষ আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী মিঃ ডি, পি, খৈতান এদেশের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্পর্কে এক বেতার বক্তৃতা দিতে গিয়া সম্প্রতি এই শ্রেণীর ট্যাক্সের বিরুদ্ধে সময়োচিত প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন এবং দেশের কল্যাণে তৎসম্পর্কে একটা পুনর্বিবেচনাও দাবী করিয়াছেন। মিঃ খৈতান বলিয়াছেন, "ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, লোকের আর্থিক সঙ্গতি ও ক্রয়-ক্ষমতার সহিত যে ট্যাক্স নীতির যোগ নাই, জাতীয় অর্থনৈতিক কর্ম্মধারা খর্ব্ব করিয়া তাহা লোকের জীবনযাত্রা মানের অবনতি ঘটাইতেই সাহায্য করিবে। অতিরিক্ত পরোক্ষ কর সরকারী রাজকোষ ভর্ত্তি করার সঙ্গে জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস করিয়া শেষ পর্য্যন্ত জিনিষ-পত্রের কাট্‌তি ও ব্যবহার সঙ্কুচিত করিবে। এই দরিদ্র দেশে অগণিত জনসাধারণের জন্য বেশী পণ্য সামগ্রী যোগাইবার যদি কোন আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয় তবে লোকের ক্রয়-ক্ষমতা খর্ব্ব না করিয়া তাহা সমুচিতভাবে বাড়াইবার ব্যবস্থাই আমাদিগকে করিতে হইবে। কেননা, সমুচিত ক্রয়-ক্ষমতা না থাকিলে দেশে জিনিষ-পত্রের যোগান বাড়িলেও তাহা উপযুক্ত পরিমাণে লোকের ব্যবহারে আসিবে না। এই সব কারণে সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা সংরক্ষণ করিয়া ও তাহাদিগকে জিনিষ-পত্র কিনিবার অধিকতর সুযোগ দিয়া এদেশে সরকারী ট্যাক্স নীতির একটা পুনর্বিবেচনা আমি একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি।" মিঃ ডি, পি, খৈতানের এই মন্তব্য খুবই সঙ্গত। এদেশের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে আমরা তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বেকার সমস্যা সমাধানে বৃটেন ও ভারত

যুদ্ধোত্তর বেকার-সমস্যা সকল দেশেই দেখা দিয়াছে এবং অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশেই সাময়িকভাবে বেকার-সমস্যা বিরাট আকারে দেখা দিয়া থাকে। কিন্তু স্বাধীন ও উন্নত রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ রাষ্ট্রের জনসাধারণের কল্যাণচিন্তা সর্ব্বাগ্রে করিতে বাধ্য হয় বলিয়া বেকার-সমস্যার জটিলতায় তাহারা বিমূঢ় হইয়া পড়ে না। বৃটেনই ইহার একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ১৯৪৫ সালের শেষভাগে বৃটেনের সমরোপকরণ নির্ম্মাণের কারখানাগুলি ও সৈন্য-বাহিনী হইতে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক অর্থাৎ সমগ্র বৃটেনের জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ছাড়া পায়। কিন্তু বিভিন্ন শিল্প পুনর্গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধির সুব্যবস্থা এবং লোক-নিয়োগের সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকায় নবেম্বর মাসের শেষে মাত্র ২ লক্ষ ৪৬ হাজার লোক অর্থাৎ সমগ্র বৃটেনের উপার্জ্জনশীল লোকসংখ্যার শতকরা মাত্র এক ভাগ বেকার ছিল। এই ২ লক্ষ ৪৬ হাজার লোকেরও অধিকাংশকে একটী পেশা হইতে অপর পেশা অবলম্বন করিবার জন্য স্বল্পকালের জন্য বেকার থাকিতে হইয়াছে। বৃটেনের এই অবস্থার সহিত ভারতবর্ষের অবস্থা তুলনা করিলে ভারত সরকারের পরিপূর্ণ ব্যর্থতা ও অকর্ম্মণ্যতা স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে।

ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই বহু লক্ষ বেকার হইয়াছে এবং আগামী মে মাসের শেষভাগে শুধু কর্ম্মচ্যুত সৈন্যের সংখ্যাই দাঁড়াইবে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার। গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত ক্রমবর্দ্ধমান বেকার-সমস্যা সমাধানের কিছুই করিতে পারেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রেলওয়ে, ডাক বিভাগ প্রভৃতি হইতে লোক ছাঁটাই করিয়া তাহাদের স্থলে সামরিক বিভাগের লোক নিয়োগের দ্বারা বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না, ইহা সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়। কিন্তু ভারত সরকারের অতি বুদ্ধিমান ও মোটা মাহিনার কর্ম্মচারীগুলি এই পরিকল্পনাতেই মসগুল রহিয়াছেন।

ধাতুশিল্পের বিপদ

নন-ফেরাস ধাতু শিল্পে ভারত সরকার কখনও উৎসাহ দেন নাই। কিন্তু এইবার যুদ্ধের সময় বিপদে পড়িয়া নন-ফেরাস ধাতুশিল্পে উৎসাহ দিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়াছিলেন। যুদ্ধের পর ভারত সরকার নির্লজ্জভাবে 'কাজ ফুরালেই পাজী' এই প্রবাদ বাক্যের অনুসরণ করিতেছেন। ফলে নন-ফেরাস ধাতুশিল্প গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। বরোদা ষ্টীল লিমিটেডের ডিরেক্টর মিঃ এস দীক্ষিতের যে মন্তব্য 'কমার্স' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, নন-ফেরাস ধাতু, উক্ত ধাতু প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং প্রস্তুত মাল বিতরণ প্রভৃতি সব কিছু করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্ট নিজের হাতে রাখিয়াছেন। যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া শিল্প সম্প্রসারণে সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজন না থাকায় তাঁহাদের চাহিদাও ন্যূনতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দিকে কাঁচা মাল আমদানী সম্পর্কিত কড়াকড়ি

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৫০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,৫০,০০০৲ "
শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ
এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

আমাদের তৈয়ারী

রবারক্লথ	হটওয়াটার ব্যাগ	আইস ব্যাগ
এয়ার রিং	হাওয়া ভরা বালিস	এয়ার কুশন
ডাক্তারী দস্তানা	গাম বুট	ওভার শু

ইত্যাদি

এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ
হেড অফিস : ৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
বিক্রয়-কেন্দ্র : ১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিছুমাত্র হ্রাস করা হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের হাতে যে মাল মজুত আছে তাহাও তাঁহারা বর্ত্তমানে ছাড়িতে রাজী নহেন অথবা তাঁহাদের হাতে মজুত মাল নাই। ফলে কাঁচা মালের অভাবে নন-ফেরাস ধাতুশিল্প মরিতে বসিয়াছে। পক্ষান্তরে চোরা-বাজারে প্রচুর পরিমাণে নন-ফেরাস ধাতু পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর খুসীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হয়। বাঁধা দরে যে সব প্রস্তুতকারী মাল বেচিতে বাধ্য তাঁহাদের ইহাতে পোষায় না।

মিঃ দীক্ষিত এই অবস্থার অবসান ঘটাইয়া নন-ফেরাস ধাতু আমদানী সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার বা শিথিল করা, কাঁচা মালের আমদানী শুল্ক লোপ, অতিরিক্ত শুল্ক বসাইয়া নন-ফেরাস ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আমদানী বন্ধ করা, ভারতের ধাতুসম্পদ আহরণের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন প্রভৃতির দ্বারা ভারতীয় নন-ফেরাস ধাতুশিল্পকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। ভারত সরকারের দৃষ্টি মিঃ দীক্ষিতের প্রস্তাবের প্রতি আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

যুক্তপ্রদেশে রেল-বাস সমন্বয়ের ব্যবস্থা

ট্রেণ ও বাস চলাচল ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করিয়া যাত্রীদের সুবিধা বিধান এবং সুশৃঙ্খল ও সংগঠিতভাবে ট্রেণ ও বাস চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া অযথা প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা লইয়া এখনও তুমুল বিতর্ক চলিতেছে। যাঁহারা এই পরিকল্পনার বিরোধী তাঁহাদের প্রধান যুক্তি হইতেছে এই যে, গবর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনার সাহায্যে দেশীয় বাস কোম্পানীগুলি হস্তগত করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু এই যুক্তির খুব মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। রেল কোম্পানীগুলির মালিকানা গবর্ণমেণ্টের হাতে যাওয়ায় যাতায়াতের অনেক সুব্যবস্থা হইয়াছে এবং রেলওয়ে বিভাগ কেন্দ্রীয় পরিষদের আলোচনার বিষয়ীভূত হওয়ায় জনসাধারণের মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। রেল কোম্পানীগুলি বিদেশী ছিল এবং বাস কোম্পানীগুলি প্রধানতঃ দেশীয়, এমন কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু যখন কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে যাইতেছেন এবং যখন গবর্ণমেণ্টের শাসন-পরিচালন কার্য্যে জনসাধারণের মতামতের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে তখন দেশীয় মালিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কিছু করিতে পারিবেন এমন আশঙ্কার কোন ভিত্তি নাই। জনসাধারণের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই গবর্ণমেণ্টকে রেল-রোড বা ট্রেণ বাস পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইবে।

বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশের রেলপথের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা বা রেলওয়ে কেন্দ্রগুলির সহিত যুক্ত রাস্তাগুলিতে যে সকল বাস চলাচল করে সেই সকল বাসের মালিক, রেলওয়ে ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে লইয়া যুক্ত কোম্পানী স্থাপন করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যুক্তভাবে শতকরা ৬১ ভাগ বা ততোধিক শেয়ারের মালিক হইতে পারিবেন।

যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রাথমিক অর্ডার হিসাবে তাঁহারা অযোধ্যা-ত্রিহুত রেলপথ ও ই, আই, আরের সহিত যুক্তভাবে চালাইবার জন্য ১৮০ খানি শেভ্রলে বাসের অর্ডার দিয়াছেন। প্রত্যেকটী বাসে ২৫ জন যাত্রী বসিবার জায়গা থাকিবে এবং আরামদায়ক আসন, দুর্য্যোগের সময় জানালা দরজা আঁটিয়া দিলে বাসের মধ্যে বায়ু চলাচল, আগুন লাগিলে আগুন নিভাইবার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা থাকিবে।

রেশন সম্পর্কে জনসাধারণের অভিযোগ ও গবর্ণমেণ্টের সাফাই

রেশন প্রথার আমলে কলিকাতায় জনসাধারণের মাথাপিছু যে কাপড় বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা লোকের প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। তাহার উপর অধিকাংশ দোকান হইতে যে কাপড় দেওয়া হয় তাহার মধ্যে মোটা ও নিকৃষ্ট কাপড়ই বেশী। ফলে রেশনিং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কলিকাতার নাগরিকদের বিক্ষোভ তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। বাঙ্গলা সরকার এই ধরণের অভিযোগ সম্বন্ধে এতদিন কোন কর্ণপাত করেন নাই। বর্ত্তমানে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া এই সব অভিযোগের বিরুদ্ধে তাঁহারা নিজেদের সাফাই গাহিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, যুদ্ধের সময় নানা কারণে কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের মিলগুলি কাপড় উৎপাদনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নত করিতে পারিতেছে না। জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার জন্য তাহারা মুখ্যতঃ মোটা কাপড়ই প্রস্তুত করিতেছে। এই অবস্থায় কলিকাতার নাগরিকদের দাবী অনুযায়ী বেশী মাত্রায় 'সুপারফাইন' ও ফাইন ধুতী সরবরাহ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই অসুবিধার কথা জনসাধারণের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। কলিকাতার রেশন দোকানগুলিতে দশ গজী ধুতীর পরিবর্ত্তে অনেক সময় ৯॥ গজী ধুতী দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়া সে কারণেও জনসাধারণ একটা বিক্ষোভ দেখাইয়া আসিয়াছেন। যে সব লোক দশ গজী ধুতী পরিধানে অভ্যস্ত তাহাদের পক্ষে ৯॥ গজী ধুতী পাইয়া সন্তুষ্ট হওয়া যে কঠিন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কিছু করিবার নাই। চাহিদা অনুযায়ী বেশী কাপড় উৎপাদনের সুবিধার্থ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড মিলগুলিকে ১০ গজী কাপড়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া বেশী পরিমাণে ৯॥ গজী কাপড় প্রস্তুতের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির গরজে সেই বিধান ও তজ্জনিত অসুবিধা জনসাধারণকে বরণ করিয়াই নিতে হইবে।

কলিকাতায় রেশন বস্ত্রের অপকৃষ্টতা সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের এই সাফাই আমরা খুব সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিতে পারি না। ভারতের লোকেরা যুদ্ধের পূর্ব্বে মাথা পিছু যে কাপড় পরিধান করিত, বর্ত্তমানে সে তুলনায় তাহারা বেশী কাপড় দাবী করিয়া বসে নাই। তাহাদের বর্দ্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য বর্ত্তমান বস্ত্রসঙ্কট সৃষ্টও হয় নাই। যুদ্ধের সময় বাহির হইতে এদেশে কাপড়ের আমদানী বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বিচারে এদেশের উৎপন্ন কাপড়ের কতক অংশ সামরিক বিভাগের জন্য সংরক্ষিত রাখিতেছেন এবং আরও কতক অংশ বেপরোয়াভাবে বাহিরে রপ্তানী করিতেছেন। এইভাবে টান পড়িবার জন্যই দেশে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের একটা অভাব সূচিত হইয়াছে। সেই অভাব মিটাইতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট ১০ গজী ধুতীর বদলে ৯॥ গজ ধুতী ও মিহি কাপড়ের বদলে মোটা কাপড় দিয়া জনসাধারণকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। নিজেরা বস্ত্রসঙ্কট সৃষ্টি করিয়া তাহারই প্রতিকারের নামে ঐরূপ বিধান অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অপার করুণা ও অপরূপ সুব্যবস্থা বলিয়া জাহির করিতে পারেন, কিন্তু দেশের লোক ইহাতে বিভ্রান্ত হইবে না। দেশের উৎপন্ন কাপড় নির্ব্বিচারে বাহিরে রপ্তানী করিবার ও সামরিক বিভাগের প্রয়োজনে তাহা নির্ব্বিচারে সংরক্ষিত করিবার রীতি যতদিন বজায় থাকিবে ততদিন ঐ প্রকারের ব্যবস্থাকে তাহারা একটা অহেতুক জুলুম বলিয়াই মনে করিবে। তাহা ছাড়া মিহি কাপড়ের অভাব সম্বন্ধে যে অভিযোগ দাঁড়াইয়াছে কেবল কম উৎপাদনই উহার মুখ্য হেতু নহে। দেশে যে মিহি কাপড় উৎপন্ন হইতেছে তাহা যদি গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন কেন্দ্রে উপযুক্তরূপ বণ্টন করিতে পারিতেন, তবে প্রত্যেক এলাকার লোকই কিছু পরিমাণে উহা সংগ্রহ করিতে পারিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সে বিচার-বিবেচনার বালাই নাই। কলিকাতার রেশন দোকানগুলির কোনটিতে হয়ত বা কেবল মিহি কাপড় আর কোনটিতে হয়ত বা কেবল মোটা কাপড় বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইতেছে। ক্রেতাসাধারণের ভিতর মোটা ও মিহি দুই শ্রেণীর কাপড়ের খরিদ্দারই রহিয়াছে। এক সঙ্গে উভয় শ্রেণীর কাপড় দোকানে বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত না হওয়ায় বহু মিহি কাপড়ের খরিদ্দার যেরূপ মোটা কাপড় কিনিতে বাধ্য হইতেছে অপর দিকে অনেক মোটা কাপড়ের খরিদ্দারকেও অনিচ্ছাসত্ত্বে বেশী মূল্য দিয়া মিহি কাপড় ক্রয় করিতে হইতেছে। সহরে মিহি কাপড়ের অভাব সত্ত্বেও অনেক সময়ে পাড়াগাঁয়ের লোকদের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে ফাইন ধুতী বিপুল পরিমাণে চালান দেওয়া হইতেছে। কয়েক শ্রেণীর গ্রেড নির্দ্দিষ্ট করিয়া সকল রেশন দোকানে ও কণ্ট্রোল সপে যথাসম্ভব উভয় প্রকার কাপড় সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হইলে এই অসুবিধা ও অব্যবস্থা অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে। মিহি কাপড়ের স্বল্প যোগানের ভিতর উহার বণ্টন সম্পর্কে সেরূপ সুসঙ্গত নীতি অনুসৃত হওয়ার আশা কি আমরা করিতে পারি না?

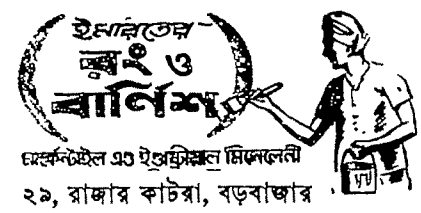

মূল্য কমিল !!!
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।
লিখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা
ও গোধুলিয়া, বেনারস।

যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অর্থনীতিবিদ্‌গণের প্রতিবাদ (২)

যুদ্ধাবসান সত্ত্বেও ভারতবর্ষে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে নোটের প্রচলন বন্ধ করা হইতেছে না দেখিয়া উহার প্রতিবাদে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে পুণা হইতে ভারতের ২৪ জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের স্বাক্ষরিত যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে গত সপ্তাহে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। ভারতের জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে বিষয়টী এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করা আমরা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি।

অর্থনীতিবিদগণ উহাদের বিবৃতির এক অংশে এরূপ দাবী প্রকাশ করিয়াছেন যে, লণ্ডনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে ষ্টার্লিং মুদ্রা মজুদ হইয়াছে তাহার পরিমাণ যেন আর বর্দ্ধিত করা না হয়। পৃথিবীর কোন এক দেশের লোকের হাতে যদি অন্য দেশের মুদ্রা সঞ্চিত হয় তাহা হইলে ঐ মুদ্রার বিনিময়ে প্রথমোক্ত দেশ ইচ্ছামত দ্বিতীয় দেশ হইতে স্বর্ণ, পণ্যদ্রব্য, অভিজ্ঞ কারিগর ইত্যাদি আমদানী করিতে পারে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে এই তিন শ্রেণীর জিনিষেরই, বিশেষতঃ উৎপাদক শ্রেণীর পণ্যদ্রব্য (Capital goods) এবং অভিজ্ঞ কারিগরের (Techuical Experts) বিশেষ অভাব রহিয়াছে। পক্ষান্তরে ইংলণ্ড ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষকে অনায়াসে এই সব পণ্যদ্রব্য ও কারিগর সরবরাহ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় ভারতের সম্পত্তি হিসাবে ইংলণ্ডে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে ষ্টার্লিং মুদ্রা মজুদ হওয়া ভারতবর্ষের পক্ষে খুব মঙ্গলের কথা। কিন্তু উহা সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতিবিদগণ উহাকে একটা অমঙ্গলের নিদান মনে করিয়া উহা যাহাতে আর বর্দ্ধিত না হয় তজ্জন্য দাবী করিয়াছেন। উহার প্রথম কারণ এই যে, সঞ্চয় ভাল কথা বটে—কিন্তু অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া এবং অর্দ্ধাহারে রুগ্ন ও জীবনীশক্তিহীন হইয়া সঞ্চয় করা আত্মহত্যারই নামান্তর। ভারতবর্ষ এই ভাবেই মৃত্যু ও জীবনীশক্তিহীনতার বিনিময়ে লণ্ডনে ষ্টার্লিং মুদ্রা সঞ্চিত করিয়াছে। উহাও ভারতবাসীর স্বেচ্ছা-প্রণোদিত নহে। যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের লোক যাহাতে অনশন ও অর্দ্ধাশনে কষ্ট না পায় তজ্জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে ভারতবাসীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আহার্য্য, পরিচ্ছদ, যানবাহন ইত্যাদি গ্রহণ করতঃ ভারতবাসীর নামে ষ্টার্লিং জমা করিয়াছেন। ভারতের জনকল্যাণকামী কোন ব্যক্তির পক্ষে এই ধরণের সঞ্চয় সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সঞ্চয় করিয়া সঞ্চিত অর্থ যদি বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত না করা যায় তাহা হইলে সঞ্চয়ের কোন মূল্যই নাই। ভারতবর্ষ যুদ্ধের সময়ে প্রাণবলি দিয়া যে অর্থ সম্পদ সঞ্চিত করিয়াছে তাহা ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং মুদ্রায় সঞ্চিত হইয়াছে। পাওনাদারের টাকা পরিশোধের পক্ষে—অন্য কথায় খাতক হিসাবে জগতের বাজারে ইংলণ্ডের কোন সুনাম নাই। গত ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ড আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ধার করিয়াছিল যুদ্ধাবসানে ইংলণ্ড তাহা পরিশোধ করিবে না বলিয়া কবুল জবাব দিয়াছিল। অধুনা-সমাপ্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের এবং মিশর প্রভৃতি দেশের নিকট হইতে যে অর্থ ধার লইয়াছে তাহারও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ উহারা বাতিল করিয়া দিবে এবং বাকী অংশ সুদীর্ঘ কালের কিস্তিতে প্রদান করিবে বলিয়া মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অর্থসম্পদ সঞ্চিত করিয়া তাহা ইংলণ্ডের মত দেশের নিকট মজুদ করা নির্ব্বুদ্ধিতা ভিন্ন কিছু নহে। এই কারণেও অর্থনীতিবিদগণ ভারতবাসীর কষ্টসঞ্চিত অর্থ আর যাহাতে ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং মুদ্রায় সঞ্চিত না হয় তজ্জন্য দাবী করিয়াছেন। যেখানে মৃত্যু ও জীবনীশক্তিহীনতার বিনিময়ে বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করিতে হয় এবং সঞ্চিত অর্থসম্পদ বাধ্যতামূলকভাবে অসাধু খাতকের নিকট মজুদ রাখিতে হয় সেখানে সঞ্চয় করা অপেক্ষা সঞ্চয় না করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। এইরূপ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াই অর্থনীতিবিদগণ ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে ভারতবাসীর আর সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ভারতীয় অর্থনীতিবিদগণের এই অভিমত জ্ঞাপনের পর সংবাদপত্রে উহা লইয়া বিশেষ আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম যে, অনেকেই এই ব্যাপারের মূলগত সমস্যা ভুলিয়া গিয়া বহু অবান্তর কথার অবতারণা করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন যে, লণ্ডনে সঞ্চিত ষ্টার্লিং মুদ্রা সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখ স্থির করিয়া দেওয়া হউক এবং এই তারিখের পরে যে ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইবে তাহা ইংলণ্ডের একটা ব্যবসাগত ঋণ (Commercial debt) বলিয়া ধার্য্য করতঃ উক্ত ঋণের জামীনে ভারতে নোটের প্রসার বন্ধ করিয়া উহা যাহাতে স্বর্ণ, পণ্যদ্রব্য ও মজুরী দ্বারা শোধ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হউক। আর একটী প্রস্তাব হইতেছে যে, ভারতের পক্ষে এখন হইতে লণ্ডনে যে ষ্টার্লিং মুদ্রা মজুদ হইবে তাহা ইংলণ্ডকে স্বর্ণ দ্বারা পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হউক। তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হইতেছে যে, লণ্ডনে সঞ্চিত ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ আর যাহাতে বর্দ্ধিত না হইতে পারে তজ্জন্য ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানীর পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হউক। চতুর্থতঃ এরূপ প্রস্তাব করা হইতেছে যে, ইংলণ্ডে যে ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইতেছে তাহা ভারতবাসীর অত্যধিক মুনাফার ফলস্বরূপ কিনা এবং ইংলণ্ডের উহা পরিশোধ করিবার ক্ষমতা আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা হউক। পঞ্চমতঃ এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইতেছে যে, ভারতীয় টাকাকে ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং মুদ্রা হইতে বিযুক্ত (de-link) করা হউক। সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ডাঃ ভি কে আর ভি রাও এই শেষোক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন।

এই সব প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া উহার আমরা কোন যুক্তিযুক্ততা খুঁজিয়া পাইতেছি না। লণ্ডনে ভারতবাসীর সম্পত্তি হিসাবে যে ষ্টার্লিং মুদ্রা মজুদ হইয়াছে তাহার অধিকাংশ যদিও যুদ্ধের সময়ে মজুদ হইয়াছে, তথাপি উহা যে ইংলণ্ডের একটা ব্যবসাগত ঋণ নহে তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। অধুনাসমাপ্ত মহাযুদ্ধে ভারতবাসী স্বেচ্ছায় যোগদান করে নাই। এই যুদ্ধে ভারতবাসী ইংলণ্ডের পক্ষভুক্ত হইয়া নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য ইংলণ্ডকে মালপত্র ও মজুরী সরবরাহ করিয়াছে, তাহাও বলা চলে না। ইংরাজের নিজের স্বার্থের জন্য ভারতবর্ষ হইতে উহাকে মালপত্র ও মজুরী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল বলিয়াই উহার নিকট ভারতবাসীর এত ষ্টার্লিং মুদ্রা পাওনা হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে যাঁহারা এরূপ কথা বলিতেছেন যে, এতদিন পর্য্যন্ত যে ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইয়াছে তাহাকে একটা যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বলিয়া ধরিয়া লইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখের পরবর্ত্তীকালে সঞ্চিত ষ্টার্লিংকে মাত্র ব্যবসাগত ঋণ বলিয়া ধরিয়া উহা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হউক তাঁহারা দেশের সমূহ অনিষ্টই করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ—যাঁহারা বলিতেছেন যে, লণ্ডনে ভারতের পক্ষে যে ষ্টার্লিং মুদ্রা সঞ্চিত হইতেছে তাহা ইংলণ্ডকে স্বর্ণ দ্বারা পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হউক তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। যুদ্ধের সূত্রপাতে ইংলণ্ড যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতে আরম্ভ করে তখন আমেরিকা ইংলণ্ডকে উহার বিনিময়ে স্বর্ণ প্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন থাকিত তাহা হইলে ভারতবর্ষও এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিত এবং উহার ফলে আজ ইংলণ্ডে এত ষ্টার্লিং মজুদ না হইয়া ভারতে স্বর্ণ মজুদ হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। এক্ষণে যে দাবী জানাইলেই ইংলণ্ড ভারতে ক্রীত পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর বিনিময়ে ভারতবর্ষকে স্বর্ণ প্রদান

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা সিটী।

পে-অফিস ঃ মিরকাদিম।

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি

করিবে, তাহার কি আশা আছে? তৃতীয় প্রস্তাবে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানীর পরিমাণ কমাইয়া দিতে বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে ইংলণ্ডকে যে মালপত্র ও মজুরী সরবরাহ করিতেছে ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক ইংলণ্ড হইতে গৃহীত মালপত্র ও মজুরীর মূল্য তাহা অপেক্ষা কম বলিয়াই ইংলণ্ডের নিকট ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে ভারতবাসীর পাওনার পরিমাণ বাড়িতেছে। এক্ষণে যখন দেখা যাইতেছে যে, এই ভাবে সঞ্চয় ভারতবাসীর স্বার্থের পরিপোষক নহে এবং এই সঞ্চিত অর্থ ফেরৎ পাইবার আশাও কম, তখন ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডকে প্রদত্ত মালপত্র ও মজুরীর পরিমাণ কমাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব অসঙ্গত নহে। কিন্তু ইংলণ্ড এদেশ হইতে বর্ত্তমানে যে পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতেছে তাহা অনেকটা জবরদস্তি-প্রসূত। কারণ কোন ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানেরই এরূপ সাহস নাই যে, ইংলণ্ডকে যুদ্ধের নামে গৃহীত মালপত্র প্রদানে অস্বীকার করিতে পারে। এদেশে বেকার সমস্যা যে প্রকার ভয়াবহ তাহাতে ভারতীয় জনসাধারণ ইংলণ্ডের প্রয়োজনে কোন কাজ করিতে অস্বীকার করিবে, তাহা মনে করাও ভুল। কাজেই যাঁহারা প্রস্তাব করিতেছেন যে, ইংলণ্ডকে প্রদত্ত পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হউক, দেশের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা কথা বলিতেছেন না। ইংলণ্ডে সঞ্চিত ষ্টার্লিং মুদ্রা ভারতবাসীর অত্যধিক মুনাফা হইতে সঞ্চিত কিনা—এই বিষয়েও বর্ত্তমানে কোন তদন্ত করিবার কোন হেতু নাই। ভারতবাসীকে উহাদের কষ্ট-সঞ্চিত অর্থ হইতে বঞ্চিত করিবার মতলবে অনেকদিন পূর্ব্বেই ইংলণ্ডের কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয় সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য বৃটীশ পার্লামেণ্ট হইতে নির্ব্বাচিত একটী কমিটী (Parliamentary Select Committee on War Expenditure of U. K.) তদন্ত করিয়া অনেকদিন পূর্ব্বেই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে মালপত্র ক্রয় করা হইয়াছে তজ্জন্য ভারতবাসী কোন অযৌক্তিক লাভ করিতে পারে নাই। একথা সকলেই জানেন যে, যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকার ও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে যে নিয়ন্ত্রিত দরে লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য, সিমেণ্ট, চিনি, পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্রয় করিয়াছেন তাহা এই সব জিনিষের বাজার দরের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষাও কম ছিল। সুতরাং এতদিন পরে আবার যাঁহারা এই বিষয়ে তদন্তের প্রস্তাব করিতেছেন তাঁহাদের প্রস্তাব সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার ইংলণ্ডের ক্ষমতা আছে কি না তাহাতেও কোন সন্দেহের অবসর নাই। যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডকে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতে গিয়া ভারতের লোক খাদ্যাভাবে অনশন ও অর্দ্ধাশনে মরিয়াছে, পরিচ্ছদের অভাবে উলঙ্গপ্রায় হইয়াছে এবং যানবাহনের অভাবে অশেষ দুঃখভোগ করিয়াছে। ইংলণ্ডের লোককে সেরূপ কোন দুঃখভোগ করিতে হয় নাই। বরং যুদ্ধের আমলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে। এক্ষণে যুদ্ধাবসান হওয়াতে ইংলণ্ডের পর্ণকুটিরবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া ধনকুবের পর্য্যন্ত সকলকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সর্ব্বসময়ে সর্ব্বপ্রকার দুর্ভাবনা ও বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৮ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৭৮ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ৪৫ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৭৮ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড (আমাদের দেশের হিসাবে ৬০২ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা হইতে ১০৪৬ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা) পর্য্যন্ত ব্যয়ের পরিকল্পনামূলে একটী আইন প্রণয়নে সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইংলণ্ডের লোকের জীবনযাত্রা প্রণালীর যাহাতে কোন অবনতি না ঘটে তৎপক্ষেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট শত শত কোটী টাকা ব্যয়ের অন্যান্য বহু পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষকে উহার পাওনা ষ্টার্লিং মুদ্রা—যাহার পরিমাণ বর্ত্তমানে ১৭ শত কোটী টাকার কম—দিবার কথায় বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যদি নিজেদের অক্ষমতার কথা বলেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, উহা ভারতবর্ষকে ফাঁকি দিবার একটা অজুহাত ভিন্ন আর কিছু নহে।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় টাকাকে ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রা হইতে বিযুক্ত করিয়া দিবার জন্য ডাঃ রাও যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহারও আমরা কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতেছি না। এক দেশ অন্য দেশকে যে পণ্যদ্রব্য ও মজুরী প্রদান করে অন্য দেশ তাহা স্বর্ণ, পণ্যদ্রব্য ও মজুরী দ্বারাই পরিশোধ করিয়া থাকে। অধুনাসমাপ্ত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র জগতে এই নীতিই বলবৎ ছিল। উহার পূর্ব্বে কোন দেশ অন্য দেশ হইতে পণ্যদ্রব্য ও মজুরী সংগ্রহ করিয়া ঐ দেশকে জোর করিয়া নিজ দেশের মুদ্রা গছাইয়া দিয়াছে, উহা আমরা শুনি নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধের আমলেই ইংরাজজাতি সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে এই অবিচার-প্রসূত ও জবরদস্তিমূলক নীতি অবলম্বন করিয়া লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মৃত্যু এবং অন্য কোটী কোটী ভারতবাসীর জীবনীশক্তি হ্রাসের কারণ হইয়াছে। যাহারা এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছে তাহারা ভারতের টাকা ষ্টার্লিংয়ের সহিত বিযুক্ত থাকিলেই যে ভারতবর্ষ এইভাবে শোষণ কার্য্যে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হইত তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। আমেরিকার ডলার ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত যুক্ত (linked) না থাকিলেও যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই দুই মুদ্রার বিনিময় হার—এক পাউণ্ড = ৪·০৩ ডলার, এই ভাবে বলবৎ রাখা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় টাকা যদি ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত যুক্ত না থাকিত তাহা হইলেও পাউণ্ড ও টাকার একটা বিনিময় হার বলবৎ রাখা হইত। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধের সময়ে যে ভাবে ভারতে ক্রীত এক টাকার পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর বিনিময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের নামে ১ শিলিং ৬ পেনী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডনস্থিত শাখায় জমা দিয়াছেন ভারতীয় টাকা পাউণ্ডের সহিত যুক্ত না থাকিলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অনুরূপভাবে ভারতে গৃহীত পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর বিনিময়ে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে পাউণ্ড মুদ্রা দিতে পারিতেন। এজন্য একটী নূতন অর্ডিনান্সের মাত্র প্রয়োজন হইত।

মোটের উপর যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধাবসানের পর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যেভাবে এদেশে পণ্যদ্রব্য ও মজুরী গ্রহণ করিয়া তাহার বিনিময়ে ভারতবর্ষকে ষ্টার্লিং নোট প্রদান করিতেছেন এবং এই নোটের জামীনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে ভাবে এদেশে টাকার নোট ছড়াইয়া দেশবাসীর অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন তাহার প্রতিকারার্থ যে সমস্ত যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইতেছে তাহার কোনটীই কার্য্যকরী নহে। এই সব যুক্তি আমাদিগকে উপকথার ব্যাঘ্রের সহিত মেষশাবকের আত্মসমর্থনমূলক যুক্তির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। যেখানে ক্ষমতা ও স্বার্থপরতা উদগ্র সেখানে যুক্তির কোন স্থান নাই। Tyrant will always find a plea for his tyranny. যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ড মাত্র ভারতবর্ষ হইতেই পণ্যদ্রব্য ও মজুরী সংগ্রহ করে নাই, ইংলণ্ডকে এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশ হইতেও পণ্যদ্রব্য ও মজুরী সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। এজন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আমেরিকাকে ১৭ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, কানাডাকে ১৯ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৩ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের শেয়ার, কলকারখানা ও স্থাবর সম্পত্তি প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অধিকন্তু, এই জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় আমেরিকা ও কানাডাকে উহাদের নিজেদের হস্তস্থিত ২০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ও ডলার মুদ্রা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মোটের উপর, যুদ্ধের সময়ে ক্রীত পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে উপরোক্ত তিনটি দেশের নিকটই উহাদের হস্তস্থিত সম্পত্তির মধ্যে ৬৭ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড (৯ শত কোটী টাকা) মূল্যের সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। এই সব ক্ষেত্রে আমেরিকা, কানাডা বা দক্ষিণ আফ্রিকাকে কোন যুক্তিতর্ক দিয়া ইংলণ্ডকে বুঝাইতে হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজদের এক হাজার কোটী টাকা মূল্যের সম্পত্তি থাকিলেও যুদ্ধ-সরঞ্জামের বিনিময়ে ভারতবর্ষকে উহার শতকরা একভাগও দেওয়া হয় নাই। উহা না দিয়া ইংরাজ জাতি উহাদের ষ্টার্লিং (যাহা কাগজের নোট এবং ভবিষ্যতে পণ্যদ্রব্যের হিসাবে যাহার কি মূল্য দাঁড়াইবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই) দিয়া ভারতবর্ষ হইতে কনট্রোল দরে শত শত কোটী টাকার (কিছুদিন পূর্ব্বে ডাঃ রাও উহার পরিমাণ ১৩৮৫ কোটী টাকা বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উহা ১৫০০ কোটী টাকার কম হইবে না) পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন। উহার কারণ নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমেরিকা, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন—পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ ইংরাজের পদানত। সুতরাং লণ্ডনে ষ্টার্লিং মুদ্রা সঞ্চিত হইয়া ভারতে যে অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার একমাত্র প্রতিকার ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা। এই ক্ষেত্রে অন্য যুক্তিতর্কের কোন মূল্যই নাই। আশা করি, ভারতীয় অর্থনীতিকগণ অবান্তর কথার অবতারণা না করিয়া এই বিষয়ের মূলগত সমস্যার প্রতিই জোর দিবেন।

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

(১১) গম ও গমজাত দ্রব্য

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর প্রায় ৯০ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বাঙ্গলাদেশের গম উৎপাদনের পরিমাণ ৫০ হাজার টনের বেশী নহে। খাদ্যহিসাবেও বাঙ্গলাদেশে গমের প্রচলন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের তুলনায় খুব কম। ইহা সত্ত্বেও কলিকাতা গম ও গমজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ের একটী সর্ব্বভারতীয় কেন্দ্র। যুদ্ধের পূর্ব্বে একমাত্র কলিকাতা সহরেই গম ভাঙ্গিবার কলের চাকীর সংখ্যা ছিল পাঁচশতেরও অধিক। এই সময়ে ভারতের অন্য কোন প্রদেশ কিংবা দেশীয় রাজ্যে এত অধিক সংখ্যক কলের চাকী ছিল না। যে সমস্ত বৃহদায়তন ময়দার কলে সুজি ও ময়দা উৎপন্ন হয় কলিকাতায় পূর্ব্বে এরূপ ১১টী কারখানা ছিল; বর্ত্তমানে আরও একটী বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এরূপ বড আকারের ময়দার কল বা রোলার মিলের সংখ্যা সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশে ১৯টী, সংযুক্ত প্রদেশে ১৬টী, বিহারে ৮টী, সিন্ধুপ্রদেশে ৭টী, বোম্বাই প্রদেশে ১৩টী এবং দিল্লীতে ৩টীর বেশী ছিল না।

কলিকাতায় প্রতিবৎসর ২½ লক্ষ হইতে ৩ লক্ষ টন গম আমদানী হয়। ইহার মধ্যে বাঙ্গলায় উৎপন্ন গমের পরিমাণ এক হাজার টনের বেশী নহে। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং মালদহ জেলা হইতে এই গম কলিকাতায় আসিয়া থাকে। বাঙ্গলার বাহিরে যে সমস্ত স্থান হইতে কলিকাতায় গম আমদানী হয় তন্মধ্যে করাচী, পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহার উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।৪ বৎসরে কলিকাতায় গম আমদানীর বিবরণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ২½ লক্ষ টনের বেশী বার্ষিক আমদানীর মধ্যে অনধিক ১¼ টন আসিয়াছে ষ্টীমারযোগে একমাত্র করাচী বন্দর হইতে। সংযুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব—উভয় প্রদেশ হইতেই এই সময়ের মধ্যে আমদানীর পরিমাণ ছিল গড়ে প্রায় ৬০ হাজার টন।

যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় গমের গড়পড়তা পাইকারী মূল্য ছিল প্রতি মণ ৩॥০ আনা। এই হিসাবে বার্ষিক আমদানী ২½ লক্ষ টনের মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ২ কোটী ৩৭½ লক্ষ টাকা এবং ইহার প্রায় ২ কোটী ৩৬½ টাকাই বাঙ্গলার বাহির হইতে আমদানীকৃত গমের মূল্য ছিল। গম ব্যতীত পাঞ্জাব, সংযুক্তপ্রদেশ এবং করাচী হইতে কলিকাতার প্রতি বৎসর প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৫ হাজার টন ময়দা, সুজি প্রভৃতি গমজাত দ্রব্যও আমদানী হইত।

আমদানীকৃত গম এবং কলিকাতার ময়দার কলসমূহে উৎপন্ন এবং আমদানীকৃত নানাবিধ গমজাত দ্রব্যের সমস্তই যে কলিকাতায় ব্যয়িত হয়, তাহা নহে। ইহার কতকাংশ বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলাসমূহে এবং আসাম, উড়িষ্যা, বিহার এমন কি, ভারতবর্ষের বাহিরেও রপ্তানী হইয়া থাকে। অধুনাসমাপ্ত যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ হাজার টন ময়দা আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা এবং ২ হাজার টন ময়দা ভারতবর্ষের বাহিরে রপ্তানী হইয়া যাইত।

কলিকাতায় যে সমস্ত শ্রেণীর গম আমদানী হয় তন্মধ্যে পাঞ্জাব এবং করাচীর গমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদের মূল্যও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সংযুক্তপ্রদেশের গম পাঞ্জাব বা করাচীর গম হইতে নিম্নস্তরের এবং প্রতিমণ প্রায় এক আনা কম মূল্যে বিক্রয় হয়। বিহারের গম আরও নিকৃষ্ট এবং সংযুক্তপ্রদেশের গমের মূল্যের তুলনায় বিহার গমের মূল্য মণপ্রতি সাধারণতঃ দুই আনা কম। বাঙ্গলায় উৎপন্ন গম বিহারের গম অপেক্ষাও নিম্নস্তরের। পাঞ্জাব এবং বাঙ্গলার গমের মূল্যে মণপ্রতি প্রায় ছয় আনা ব্যবধান থাকে।

গমজাত দ্রব্য চারি প্রকার যথা—আটা, ময়দা, সুজি ও ভুষি। শেষোক্ত দ্রব্যটী পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। চাকী বা জাঁতায় গম পিষিয়া আটা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সমস্ত চাকী দ্বারা ময়দা বা সুজি প্রস্তুত করা যায় না। ময়দা এবং সুজি বৃহদাকার ময়দার কল বা রোলার মিলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সমস্ত কলে আটাও উৎপন্ন হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় গুণের তারতম্য অনুসারে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর ময়দা উৎপন্ন হইত। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ এবং রেশনিংএর ফলে বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে আটার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে আটা অপেক্ষা ময়দার চাহিদা যে প্রায় দ্বিগুণ ছিল, নিম্নোদ্ধৃত তালিকা হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

রোলার মিলসমূহ কর্ত্তৃক গমজাত দ্রব্যের উৎপাদন *

	ময়দা (শতকরা)	সুজি (শতকরা)	আটা (শতকরা)
পাঞ্জাব	২৭ ভাগ	১৮ ভাগ	৪০ ভাগ
সংযুক্তপ্রদেশ	২১ ,,	২ ,,	৬২ ,,
বিহার	২৭ ,,	২ ,,	৫৯ ,,
বাঙ্গলা	৫৫ ,,	৫ ,,	২৫ ,,

* (কেন্দ্রীয় মার্কেটিং বিভাগের গম সম্পর্কিত রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত)।

ON THEIR PERFORMANCE RECORDS—

FIRST CHOICE

AROUND THE WORLD!

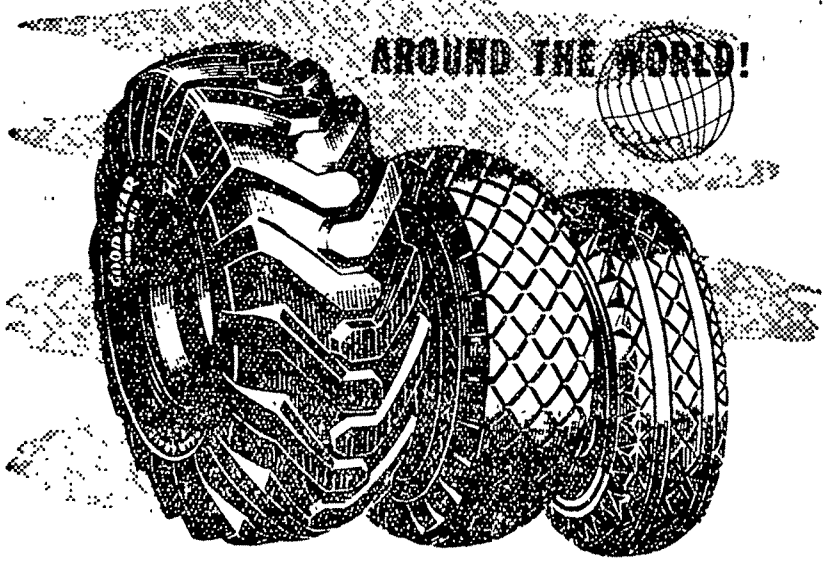

বিগত ৩০ বৎসরকাল ধরিয়া একথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে যে, "অন্য কোন প্রস্তুতকারকের প্রস্তুত টায়ার অপেক্ষা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেশীর ভাগ লোকে গুড ইয়ার টায়ারই ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

ইহার কারণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গুড ইয়ারের এই শ্রেষ্ঠ টায়ারগুলি যে উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হউক না কেন, ইহাদের কার্য্যকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কৃষিক্ষেত্র, রাজপথ, রাস্তানির্ম্মাণকার্য্য এবং গঠনকার্য্যে গুড ইয়ার টায়ার সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়, টেঁকসই এবং অন্যান্য যেকারের টায়ারের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। অতিরিক্ত মাইল চলাচল, ন্যূনতম খরচ ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাপত্তাই গুড ইয়ার টায়ারের বৈশিষ্ট্য।

গুড ইয়ার টায়ারের অতুলনীয় অবদানসমূহের জন্যই উহার পক্ষে এই অনুপম সমাদর লাভ সম্ভব হইয়াছে। উহার জন্যই গত ৩০ বৎসর ধরিয়া সমস্ত পৃথিবীর লোক গুড ইয়ার টায়ারকেই প্রথমে মনোনীত করিয়া আসিতেছেন।

GOODYEAR TYRES

NO 107

MORE PEOPLE, MORE TONS, THE WORLD OVER, RIDE ON GOODYEAR TYRES THAN ON ANY OTHER MAKE

কলিকাতায় গম ও গমজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান অতি নগণ্য। গমের আমদানী, রপ্তানী এবং পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় মারোয়াড়ী সম্প্রদায় এবং বোম্বাই অঞ্চলের কতিপয় ব্যবসায়ীর একচেটিয়া বলা চলে। গম উৎপাদনের বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে ইহাদের অফিস অথবা এজেন্ট থাকে। আমদানীকৃত গম হাওড়া বা কাঁটাপুকুর গুদামে পৌছাবার পর দালালের মারফৎ ময়দার কল, জাঁতাওয়ালা এবং অন্যান্য পাইকারী ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় হইয়া থাকে। গমের খুচরা দোকানদারদের মধ্যেও কোন বাঙ্গালী ছিল বলিয়া মনে হয় না। জাহাজযোগে ভারতবর্ষের বাহিরে যে সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গম ও গমজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া থাকে তন্মধ্যে রেলি ব্রাদার্স প্রমুখ কয়েকটী ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গম পিষিয়া আটা উৎপাদন করার যে সমস্ত চাকী বা জাঁতাকল আছে তাহাদের মালিক অধিকাংশই উত্তর ভারতের লোক। রোলার মিল ২।১টী বাঙ্গালী পরিচালিত হইলেও কলিকাতা এবং হাওড়ায় অবস্থিত বড় বড় ময়দার কলের পরিচালনা এবং কর্ত্তৃত্ব অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী অথবা নামজাদা কতিপয় ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে রহিয়াছে। গমজাত দ্রব্যের বণ্টন ব্যাপারেও বাঙ্গালীর স্থান খুচরা ব্যবসায়ের উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। গমজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য রোলার মিলসমূহের যে সমস্ত এজেন্ট আছে, তাহারাও পূর্ব্বকথিত কয়েকটী মারোয়াড়ী বা ভাটিয়া প্রতিষ্ঠানের মালিক। বাঙ্গালী খুচরা ব্যবসায়িগণ আটা, ময়দা ও সুজি বিক্রয় করিয়া থাকে বটে। কিন্তু গম ও গমজাত দ্রব্যের আমদানী, রপ্তানী ও পাইকারী ব্যবসায়ে কলিকাতায় মোট যে পরিমাণ টাকা লাভ হয় তাহার শতকরা পাঁচ ভাগও বাঙ্গালী খুচরা ব্যবসায়িগণ পাইয়া থাকেন কি না সন্দেহ।

বর্ত্তমানে কলিকাতায় যে ১২টি ময়দার কল আছে তাহাতে বার্ষিক প্রায় ৩ লক্ষ টন গমজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে চাকীর সংখ্যা বর্ত্তমানে কত এবং চাকীসমূহ বর্ত্তমানে কি পরিমাণ আটা প্রস্তুত করিতে পারে তাহার কোন বিস্তৃত তথ্য নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে পাউরুটী, কেক, বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত করার জন্য প্রায় ১২৫টী বেকারী ছিল। বড বড় সাহেবী হোটেলসমূহও পাউরুটী প্রস্তুত করিয়া খুচরা দোকানদারদের মারফৎ জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করিত। ইহা ব্যতীত অসংখ্য খাবারের দোকানে রুটী, লুচি, কচুরী, সিঙ্গারা, হালুয়া এবং নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুতের জন্যও প্রতিদিন বহু পরিমাণ আটা, ময়দা এবং সুজি ব্যবহৃত হইত। রেশনিং হওয়ার দরুণ বেকারী এবং খাবারের দোকানসমূহে গমজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিশ্চয়ই কতকটা হ্রাস পাইয়াছে। বেকারীশিল্প যুদ্ধের পূর্ব্বে বেশ একটী লাভজনক ব্যবসা হিসাবে পরিগণিত হইত। লাভজনক ছিল বলিয়াই অতি অল্পকাল মধ্যে বাঙ্গলা দেশের মফঃস্বল সহরসমূহেও বেকারীশিল্পের প্রসার ঘটিয়াছিল। চা-পানের প্রসার এবং নাগরিক জীবনের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বেকারীশিল্পের ভবিষ্যৎও বিশেষ আশাপ্রদ, এরূপ মনে করা অযৌক্তিক হইবে না। কলিকাতা বাঙ্গলার বেকারীশিল্পের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র বলিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গে দেশীয় বেকারীশিল্পের ২।১টী গলদ উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কতিপয় দেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত বিস্কুট ও পাউরুটী ইউরোপীয় অধিবাসীদেরও প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ বেকারী প্রতিষ্ঠানই নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাউরুটী এবং বিস্কুট বাজারে প্রচলন করিতেছেন। ইহার ফলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সুনাম ত নষ্ট হইতেছেই; অধিকিন্তু, দেশীয় বেকারীশিল্প সম্পর্কে দেশে বিদেশে ক্রেতা এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হইতেছে। অধিকাংশ বেকারীর প্রস্তুত পাউরুটীতে টক গন্ধ পাওয়া যায়। সস্তা দামের বস্তাপচা ময়দা ও আটা ব্যবহার করাই ইহার প্রধান কারণ। গম ও গমজাত দ্রব্য রেশনিং হওয়ার পূর্ব্বেও এই দোষ বর্ত্তমান ছিল। বর্ত্তমানে বেকারীর মালিকগণের পক্ষে বাছাই করিয়া ইচ্ছামত ময়দা বা আটা ক্রয় করার সুযোগ নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে এই বিষয়ে তাঁহারা সতর্ক না হইলে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা আছে।

জীবন যাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে জীবনবীমা মানুষের প্রধান পাথেয়।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :- ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

শাখা

গৌহাটি, তেজপুর, নলবাড়ী, মাজবাট, বর্দ্ধমান, জামসেদপুর, বহুবাজার।

চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জে, কে চৌধুরী এম,এ, সিভিল বিদ্যাসাগর কলেজ—

ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এস, কে চক্রবর্ত্তী বি,এ.

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঞ্চয়ের মূলনীতি

- সাধ্যমত মিতব্যয়ী হওয়া।
- নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করা।
- সঞ্চিত অর্থ খরচ না করা।

শাখাসমূহ

শ্যামবাজার, বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, হাওড়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, গোপালদি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, জয়নগর-মজিলপুর, পুরানবাজার, জলপাইগুড়ি, ভৈরব, নরসিংদি, আসানসোল, ভোলা, গৌহাটি, টেংলা, জোড়হাট, বদরপুর, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোলাঘাট, ইটওয়ারী, নাগপুর, রায়গড়, রায়পুর, পাটনা, বেনারস, শিলং, ডিব্রুগড়, তেজপুর, কাটিহার, আরা, বোম্বে।

ফোন : ক্যাল, ২৫৪৬

গ্রাম : পেমেণ্ট

এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

কলিকাতার রাজপথ আবার নিরস্ত্র জনতার তাজা রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে। আবার আমলাতান্ত্রিক হঠকারিতায় বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের উপর পুলিশের বেপরোয়া আক্রমণ আর মিলিটারীর নির্ব্বিচার গুলীবর্ষণের অকথ্য চণ্ডলীলা অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। নবেম্বরের ন্যায় এবারেও ক্লাইভ ষ্ট্রীটে একই অজুহাত দেখাইয়া পুলিশ ডালহৌসীগামী ছাত্র-শোভাযাত্রার পথ রোধ করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রসিদ আলীর দণ্ডাদেশের প্রতিবাদ জানাইয়া এবং সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করিয়া গত-সোমবার মধ্যাহ্নে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের সম্মিলিত শোভাযাত্রাকে পুলিশ যদৃচ্ছ লাঠি চালাইয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। এবারেও সেই ডালহৌসী স্কোয়ার "নিষিদ্ধ অঞ্চল।" পুলিশবাহিনী পথ ছাড়িয়া দিতে নারাজ, শোভাযাত্রীরা পথ করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। তারপর যাহা হইবার তাহাই হইল। ২০ জন ছাত্র আহত এবং ২৭ জন গ্রেপ্তার।

* * *

পরদিন গত নবেম্বর ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। সমগ্র সহর বিক্ষোভের চাপা আগুনে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই যানবাহন চলাচল ও দোকানপাট বন্ধ হইতে থাকে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তেমনি বিক্ষোভ-চঞ্চল অহিংস ছাত্রদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এবারের ছাত্র-সভার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা-শক্তি ছিল প্রায় সমান সমান। নেতারাও ছিলেন উভয় সম্প্রদায়েরই। প্রবীণ কংগ্রেসসেবী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও মুসলীম লীগের মিঃ সুরাবর্দ্দী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কতিপয় নেতার সক্রিয় অংশ গ্রহণে সেদিনের ছাত্র-সভা এক সর্ব্ব-দলীয় প্রতিরোধ আন্দোলনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সভায় কংগ্রেস পতাকার পাশেই লীগ পতাকা এবং উভয় পতাকার কাছেই লাল ঝাণ্ডা। হিন্দু-মুসলমান ছাত্ররা যে ধ্বনি করিতেছিল তাহাও একেবারে অপ্রত্যাশিত। তাহাদের সহস্র কণ্ঠের সম্মিলিত "হিন্দু-মুসলমান এক হও," "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হইক," "ক্যাপ্টেন রসিদ ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি চাই" প্রভৃতি শ্লোগান শুনিয়া বহুকাল পরে সেদিন ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের অধ্যায় বার বার মনে পড়িয়াছে। সভার শেষে শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত ও মিঃ সুরাবর্দ্দীর নেতৃত্বে পঞ্চাশ হাজার ছাত্রের এক দৃঢ়-সঙ্কল্প ও শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ডালহৌসী স্কোয়ার ঘুরিয়া আসে। ইতিহাসের পুনরুক্তিই বটে! এবারেও জনমতের চাপে "নিষিদ্ধ" ডালহৌসী অঞ্চল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই "অবারিতদ্বার" হইয়া যায়। তবু সেই মূঢ়তা, সেই হঠকারিতা, সেই স্বৈরাচার—আবার সেই বোধোদয়, সেই ত্রুটি সংশোধন, সেই পরাজয় বরণ। আমলাতন্ত্র তবু অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে এতটুকু শিক্ষা লাভ করিতে চায় না। তাই দেশের দহ্যমান অবস্থাকে আগে ভাগে উস্কাইয়া তুলিয়া পরে শান্তি রক্ষার নাম লইয়া চলিতে থাকে শান্তিভঙ্গের রক্তাক্ত কার্য্যকলাপ।

* * *

উক্ত শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা শেষের দিকে পুলিশী হঠকারিতায় ভাঙ্গিয়া যায়—জন কয়েক ছাত্রছাত্রী আহত হয়—পুলিশ লাঠি চালায়, কাঁদুনে গ্যাস ছাড়ে। এই সংবাদ দেখিতে দেখিতে সারা সহরে ছড়াইয়া পড়ে। স্থানে স্থানে উন্মত্ত জনতার বিশৃঙ্খল কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়। ২০ খানি মিলিটারী ট্রাক অগ্নিদগ্ধ হয়। পরদিন মঙ্গলবার সকাল হইতেই ক্ষিপ্ত জনতা ও উন্মত্ত পুলিশ বাহিনীর মধ্যে বহু স্থানে সংঘর্ষ হয়। নিরস্ত্র জনতার মধ্যে নিহতের সংখ্যা বাড়িয়া চলে, হাসপাতালগুলি আহতের ভীড়ে ভরিয়া উঠে। বুধবারও অবস্থা একই রূপ চলিতে থাকে। বাঙ্গলার বিদায়ী লাট মিঃ কেসী মিলিটারীর সাহায্য লইয়া জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ হুমকী ও নেতৃবৃন্দকে পরোক্ষ হিতোপদেশ বিতরণ করা ছাড়া শাসকোচিত কোন সুষ্ঠু পন্থা গ্রহণ করিতে পারিলেন না! ফলে বুধ ও বৃহস্পতিবার কলিকাতার বুকে পুলিশ আর মিলিটারীতে মিলিয়া যে রক্তাক্ত ইতিহাস রচনা করিল তাহা ক্ষমতাক্ষিপ্ত সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষেই শুধু সম্ভবপর। এই কয় দিনের চণ্ডলীলায় শিশু-বৃদ্ধ বাদ যায় নাই, মেয়েও রেহাই পায় নাই। মিঃ কেসী যাইবার আগে সত্যই রাঙাইয়া দিয়া গেলেন! কলিকাতা সহরে ১৪৪ ধারা। বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সভা ও শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। মুহুর্মুহু গুলীর আওয়াজ, ঘন ঘন দমকল। বাঙ্গলার রাজধানী যেন এক রণক্ষেত্রে পরিণত! এতাবৎ প্রথম ৪ দিনে ৪৪ জন নিহত ও শতাধিক আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই আগুন কেবল সহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই—থাকিতে পারে না। অশান্তির আঁচ সহরতলী ছাড়াইয়া নিকটে ও দূরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ই, আই, ও বি, এ রেলপথে গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়াছে। ট্রেন ধ্বংসেরও সংবাদ আসিয়াছে। দিল্লী, এলাহাবাদ ও কানপুরেও বিক্ষোভের ঢেউ পৌঁছিয়াছে।

* * *

এই শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য কে দায়ী? সেই চির-পুরাতন প্রশ্ন! জবাব দিতে কলম ঘৃণায় ও বেদনায় ভারী হইয়া আসে। পরাধীন জাতি বার বার স্বাধীনতা চাহিবেই। সেদিনের ছাত্র শোভাযাত্রা বিদেশী-শাসিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষারই পরিপ্রকাশ। সম্পূর্ণ বৈধ উপায়ে (দুনিয়ার সকল সভ্য দেশের গণতান্ত্রিক পন্থারই অনুসরণে) সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা বাহির করা ছাড়া আমাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন ও অসন্তোষ জ্ঞাপনের আর কোন্ পথ খোলা আছে? সেই ন্যায্য অধিকারের পথে বাধা দেওয়া ফ্যাসিষ্ট দমননীতি ছাড়া আর কি? পরদিন যে শোভাযাত্রাকে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়, পূর্ব্ব দিন তাহার পথ রোধ করিয়া এমন মর্ম্মান্তিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য কি? এ কি শুধুই আমলাতান্ত্রিক মূঢ়তা? মঙ্গলবার মিঃ কেসীর গবর্ণমেণ্ট মিলিটারী ডাকিয়া অবস্থা আয়ত্তে আনা

THE UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED

ইউনাইটেড্
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা।
বিলিকৃত মূলধন— ৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ২ " "
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৭॥০ লক্ষ "

বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্
মিঃ জি ডি বিড়লা (চেয়ারম্যান)
মিঃ এম এ ইস্পাহানি (ভাইস্ চেয়ারম্যান) মিঃ রমণলাল জি সরাইয়া (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ অনন্তচরণ লাহা
মিঃ মহাদেও এল্ দহনুকর
মিঃ নবীনচন্দ্র মফৎলাল
মিঃ মদনমোহন আর রুইয়া
মিঃ মতিলাল তাপুরিয়া
মিঃ বৈজনাথ জালান
মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা
স্যার আদমজী হাজী দায়ুদ, কে-টি

ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করা হয়
বিদেশী মুদ্রা সংক্রান্ত ধারের ও দেনাপাওনার কাজে এ ব্যাঙ্ক বিশেষ অভিজ্ঞ।
ভারতে সর্ব্বত্র এবং বাহিরে শাখা ও পে-অফিস আছে।
মিঃ বি টি ঠাকুর (জেনারেল ম্যানেজার)

UCB 4

দূরে থাকুক, বুধবার হইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত অবস্থা আরও মারাত্মক করিয়া তুলিয়াছিলেন। মিলিটারীর সাহায্য না লইয়া মিঃ কেসী যদি সহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডাকিয়া তাঁহাদের সহযোগিতায় জনসাধারণের অসন্তোষ প্রশমনের চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে বিক্ষোভ-বহ্নি এরূপ ব্যাপক হইয়া উঠিত না। কিন্তু আমলাতন্ত্র জনসাধারণের সহযোগিতা হইতে দূরে সরিয়া একাই সমস্যা সমাধানের কথা ভাবে। মিঃ কেসী জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বেতার মারফৎ কেবল হুমকি দিতেই জানেন। রাজপথ হইতে অবিলম্বে পুলিশ ও মিলিটারী সরাইয়া লইয়া বিভিন্ন দলের নেতাদের সহিত পরামর্শ করিলে বৃটিশ শাসন-কাঠামোর মর্য্যাদা নষ্ট হইত কিনা জানি না, কিন্তু শান্তি ও শৃঙ্খলা তথা জনসাধারণের নিরাপত্তা নিঃসন্দেহে এমন বিপন্ন হইত না।

* * *

মূলতঃ ও প্রধানতঃ আমলাতন্ত্র দায়ী হইলেও স্থানে স্থানে ক্ষিপ্ত জনতা সম্পত্তি নষ্ট, গীর্জ্জায় অগ্নিসংযোগ, শ্বেতাঙ্গ পথচারীদের নির্য্যাতন প্রভৃতি যে সব হিংসামূলক কাজ করিয়াছে তাহা কেহ সমর্থন কবিবে না। মৌলানা আজাদ প্রমুখ কতিপয় কংগ্রেসী নেতা যথাসময় এই সব অনাচারেব নিন্দাবাদ করিয়া জনতাকে ঠিক পথে চলিবার নির্দ্দেশ জানাইযাছেন। বস্তুতঃ দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি ও লক্ষ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে এখানে-ওখানে এরূপ বিদ্রোহ করিলে উহা শক্তির অপচয় ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার দ্বারা মূল স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি ও শক্তি সংরক্ষণের ব্রত বহুলাংশে ব্যাহত হয়। এমন কি, যাহারা কংগ্রেস অনুসৃত অহিংস পন্থায় আস্থাবান নহে তাহাদের পক্ষেও এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে কখনো কলিকাতায়, কখনো বোম্বাই, কখনো দিল্লীতে সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া লাভ কিছুই হয় না। নবেম্বর ও ফেব্রুয়ারীর গোলযোগে জনতার মৃত্যুভয়হীনতা যেমন ভরসার কথা তেমনি ভয়ের কথা জনতার শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতাব বিমুখতার কথা। কংগ্রেসের নিকট হইতে আহ্বান না আসা পর্য্যন্ত আন্দোলনের ভার নিজেদের উপর তুলিযা লওয়া, অর্থাৎ আন্দোলনের নামে নিরর্থক শক্তিক্ষয়ের মধ্যে লিপ্ত হওয়া, আমাদের অভিমতে, জাতীয় সংগ্রামের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। পুলিশ ও মিলিটারীর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হইয়া আমাদের আসল উদ্দেশ্য ও উপায় বিস্মৃত হইলে চলিবে না। উন্মত্ত জনতার বিদেশী শাসন-বিরোধী মনোভাবের প্রতি সম্যক সচেতন থাকিয়াও তাহাদের হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের আমরা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না।

* * *

ভারত সফর অন্তে করাচী হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে বৃটিশ প্রতিনিধি দলের সভ্য মিঃ সোরেন্সেন মিঃ সৈয়দের নেতৃত্বে গঠিত কোয়ালিশন দলের এক বৈঠকে পাকিস্তান প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, "ভবিষ্যতে ভারত খণ্ডিত হউক বা অখণ্ডিত থাকুক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, অখণ্ড ভারতের ধারণা চিরন্তন হইয়া থাকিবে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে পৃথক ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কল্পনা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

* * *

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকালে মাননীয় আগা খাঁ বলিয়াছেন, "ভারতের দুইটি দল কংগ্রেস ও মুসলীম লীগেব মধ্যে মিটমাটের জন্য মহাত্মা গান্ধীকে সচেষ্ট করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার মতে তিনিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।"

* * *

সুখের বিষয়, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। টোকিওস্থিত মিত্রপক্ষীয় সদরদপ্তর হইতে এই মুক্তি সংবাদ জানান হইয়াছে। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের উপর হইতে ভারতে প্রবেশ সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ প্রত্যাহৃত হইবে কবে আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

* * *

ভারতের প্রত্যাসন্ন দুর্ভিক্ষ দেখিতে দেখিতে সমগ্র দুনিয়ার আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু আলোচনার দ্বারা মন্বন্তর ঠেকান যায় না। গত দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জনগণ-বিচ্ছিন্ন আমলাতন্ত্রের অক্ষমতা ও অনাচারের কথা ভাল করিয়াই জানি। জনসাধারণের অবস্থা ও দেশবরেণ্য নেতৃগণের সহযোগিতা ছাড়া এই ভয়াল দুর্ভিক্ষের সহিত সাফল্যের সহিত সংগ্রাম করা বাতুলের স্বপ্ন। আসন্ন বিপদের চাপে পড়িয়া লর্ড ওয়েভেল এই বিষয়ে অনেকটা সচেতন বলিয়া মনে হয়। তিনি মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার শরণাপন্ন হইতে চাহেন। মিঃ জিন্নাব সহিত ইতিমধ্যে আলোচনা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী দিল্লী যাইতে শারীরিক অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় বড়লাটের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সেবাগ্রামে সাক্ষাৎ করিয়া খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কিত তথ্যাদি জানান। গত ১৫ই তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, স্বয়ং বড়লাট নাকি নয়াদিল্লী ছাড়িয়া মহাত্মাজীর সহিত আলোচনার জন্য সেবাগ্রামে যাইতেছেন। ভারতের ইতিহাসে এরূপ "মহম্মদ পর্ব্বতের নিকট যাইবার" ঘটনা এই প্রথম। কিন্তু আসল সমাধান মহাত্মা গান্ধী ইতিমধ্যেই বলিয়া দিয়াছেন। কেন্দ্রে জনগণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। মহাত্মাজীর এই নির্দ্দেশ কত সত্বর কতখানি পালিত হইবে তাহার উপরই সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

* * *

সম্প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, "বৃটিশ সরকার জানিয়া রাখুন যে, দেশে যদি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, জনসাধারণ এবার তাহা সহ্য করিবে না। তাহাবা আর কীটপতঙ্গের ন্যায় নীরবে মরিবে না। এই প্রদেশে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা হইলে আমি জনসাধারণকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে বলিব। সরকার যেন সেই অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন।"

* * *

মিশরেও বহু স্থানে বৃটিশবিরোধী ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী শোভাযাত্রার সহিত পুলিশের সংঘর্ষের ফলে বহু হতাহত হইয়াছে। ছাত্রদের দাবী হইতেছে : মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন	৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা	রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল	২,৫৬,০৯,৩০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন	৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা	আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৫ তারিখে)	৯৭,৩৬,৬৭,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	২,৫১,১৮,৯০০৲ টাকা	হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই	

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ. পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এইচ্ সি ক্যাপটেন, জে, পি।

লণ্ডন এজেণ্টস্ : বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট : দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট ; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট ; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; হাটখোলা—৭৫, শোভাবাজার ষ্ট্রীট ; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুল্‌টী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফ্‌ফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগড়িয়া, রকসউল, দৌগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঙ্গ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংখি, বক্সার। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩ ও ৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঃ শাখাসমূহ ঃ

শ্যামবাজার, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিমতলা, হাটখোলা, তারকেশ্বর, ভদ্রক, বগুড়া, বাগেরহাট, কালিম্পং, দার্জ্জিলিং, ঢাকা, শিলিগুড়ি, ইছাপুর, কৃষ্ণনগর, ঝাড়গ্রাম, বেলুড়, মেদিনীপুর, হাওড়া, রাজসাহী, সূত্রগড়, বালি, রাণাঘাট, শালিমার, বাঁকুড়া, বালেশ্বর, শান্তিপুর, গিড্‌নি, কদমতলা।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস্ চক্রবর্ত্তী।

খেয়ালীর খাতা

গত সপ্তাহের বিশৃঙ্খলায় সহরে নানারকম অসুবিধা ঘটিয়াছে। লরী পোড়ানো, গুলীবর্ষণ, যষ্টি চালনা, কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার প্রভৃতি যে-সকল সংবাদ খবরের কাগজওয়ালাদের দুই কলম হেডিং রচনায় সহায়তা করে, তাহার কোনটাই বাদ যায় নাই। এ সমস্তই ক্ষতির কারণ। কিন্তু লাভ যে একেবারে হয় নাই, এমনও নহে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কলিকাতার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে শতকরা ৮০ জন লোক কমাইয়া ব্যয় সঙ্কোচের সুযোগ আছে—এই কথাটা এই অশান্তির জন্যই আমরা প্রথম জানিতে পারিলাম। খবরের কাগজের মারফতে টেলীফোন কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন, বুধবার ও বৃহস্পতিবার নাকি শতকরা ৮০ জন মেয়ে অপারেটার কাজে আসে নাই। হইবেও বা। কিন্তু কৈ, টেলীফোন ব্যবহারকারীরা তো বুধবারের সঙ্গে ইহার আগের অন্য কোন দিনের বিশেষ কোন তফাৎ লক্ষ্য করে নাই!

* * *

কলিকাতার ব্যাফল ওয়ালগুলি ভাঙিতে সুরু করা হইয়াছে গত সাত আট মাস যাবৎ। কিন্তু বেশীর ভাগ রাস্তায়ই দেখিতেছি, দেয়ালগুলি ভাঙিয়া ইট পাটকেল ঐখানেই ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। সরকারী দালানগুলিই এ বিষয়ে সবচেয়ে অপরাধী। কারণ তাহাদের দেয়াল তোলা এবং ভাঙা দুইই হইবে টেণ্ডার ডাকিয়া কনট্রাক্টরের মারফতে। ওভারশিয়ার, এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতিদের সঙ্গে কনট্রাক্টরদের বখরা ঠিক হইতে কিছুটা বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। তাহার উপরে অনেক ক্ষেত্রে দেয়াল ভাঙিবার কনট্রাক্টর একজন, ভাঙ্গা ইট পাটকেল সরাইবার ঠিকাদার অন্য আর একজন। দুই পক্ষের কাজের সঙ্গতি ঘটাইবার কাজটাও সময় সাপেক্ষ। সুতরাং আসিতে যাইতে অনেক সময়-অনেক লোক সামান্য একটু অসাবধান হইয়াছেন কি, ব্যস্। হুমড়ি খাইয়া হাত, পা জখম।

* * *

কিন্তু সম্প্রতি এই বিফল প্রাচীরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইট পাটকেলের আর একটি মারাত্মক পরিণতি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছি। গত মঙ্গল ও বুধবারে চৌরঙ্গী, পার্ক ষ্ট্রীট ও ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের বেশীর ভাগ সাহেবী দোকানে কাঁচের দরজা, জানালা ও শোকেশগুলি দুষ্কৃতকারীরা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়াছে। এই বিনষ্টিকার্য্যে অস্ত্র ছিল রাস্তার পাশে, দোকানের কিনারে স্তূপীকৃত ইষ্টক ও ইষ্টক খণ্ড। পুলিশ যখনই গুলী চালায়, তখনই বলা হয় যে, জনতা হইতে পুলিশের উপর ইষ্টক বর্ষণ করা হইয়াছিল বলিয়া আত্মরক্ষার জন্যই পুলিশ বন্দুক ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু জনতা ইষ্টক বর্ষণ করিবে বলিয়া আগের ভাগেই তৈয়ার হইয়া আসে না, কিম্বা কোঁচার খুটে বাঁধিয়া বা জামার পকেটে পুরিয়া বাড়ী হইতে ইট লইয়া আসে না একথাও নিশ্চয়। যাহারা হাঙ্গামার সময় ঢিল ছুঁড়িয়া পথের দুই পাশের কাঁচ ভাঙ্গে বা মানুষ জখম করে, তাহাদের জন্য প্রতি দুই গজ ব্যবধানে এই ammunition dump রাখিয়া দিলে অনর্থ ঘটিবেই। গবর্ণমেণ্টের মাথায় এই সামান্য বুদ্ধিটুকু আসে না কেন? কর্পোরেশান কেন বাড়ীর মালিকদের এই ইট পাটকেলের স্তূপ পরিষ্কার করিতে বাধ্য করিতেছেন না?

* * *

কলিকাতার রাস্তায় পথচারীদের নানা বিপদ। মোটর চাপা পড়িবার ভয় তো আছেই। কলার খোসায় পা পিছলাইয়া ধপাস্, সঞ্চরমান বৃষভকুলের ভয়াবহ শৃঙ্গের দ্বারা আহত ইত্যাদি আরও বহু আশঙ্কা আছে। বিপদ ছাড়া অসুবিধাও আছে। ফুটপাথ যে লোকের পথ চলিবার জন্য একথা সব সময় বুঝিবার উপায় নাই। বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড প্রভৃতি যে-সব রাস্তায় লোক চলাচল বেশী, ঠিক সব জায়গায়ই ফুটপাথের উপর দোকান বসিয়া যায়। পাতিলেবু, নেপথ্যালিনের বল হইতে সুরু করিয়া ছিটের জামা তোয়ালে পর্য্যন্ত নানা রকমের জিনিষ এই সব দোকানগুলিতে বিক্রয় হয়। ফুটপাথে হাঁটিবার সাধ্য নাই, বাধ্য হইয়া রাস্তায় নামিয়া চলিতে হয়। ইহাতে যাহারা মোটর চালায় তাহাদের অসুবিধা, যাহারা পায়ে চলে তাহাদের প্রাণের আশঙ্কা। মাঝে মাঝে পুলিশ আসিয়া তাড়া করে, তখন দোকানদারদের মধ্যে যাহারা নতুন অথবা বোকা তাহারা দোকান গুটাইয়া চম্পট দেয় এবং পুলিশ চলিয়া গেলে আবার বেসাতি সাজাইয়া বসে। আর যাহারা চালাক তাহারা জানে কী দ্রব্যগুণে পুলিশের দৃষ্টিশক্তি কমবেশী করিতে পারা যায়। তাহাদিগকে আর মাঝে দোকান গুটাইবার পরিশ্রমও করিতে হয় না। পুলিশ পাশ দিয়া পঞ্চাশবার আসা-যাওয়া করিলেও উহাদিগকে দেখিতেই পায় না। কিন্তু সবচেয়ে বিস্মিত হইলাম দিন পাঁচেক আগে কর্পোরেশানের একজন পরিদর্শককে দেখিলাম এই ফুটপাথ দোকানগুলির লাইসেন্স মিলাইয়া দেখিতেছেন। ব্যাপারটা তাহা হইলে কর্পোরেশানের সম্মতিক্রমেই চলিতেছে? কলিকাতার পার্কগুলিতে পাড়ার "ব্যায়াম

দি চট্টগ্রাম ইঞ্জিনীয়ারীং অ্যাণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুযায়ী সঙ্ঘবদ্ধ)

হেড অফিস—১নং গঙ্গারাম পালিত লেন,

ফোন: কলিঃ ১১৭১ ধর্ম্মতলা, কলিকাতা।

অনুমোদিত মুলধন—৫০,০০,০০০৲ টাকা, ২৫৲ টাকার ২,০০,০০০ সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত।

শাখাসমূহ:—চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ ও রংপুর।

বহুবিধ জাতীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯২৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুযায়ী এই কোম্পানী রেজিষ্টারী করা হয়। কোম্পানী যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে এবং নিয়মিতভাবে অংশীদারদের লভ্যাংশ দিতেছে।

১৯২৮	শতকরা	৩॥০ টাকা,	আয়করমুক্ত	১৯৩৭	শতকরা	৬৲ টাকা,	আয়করমুক্ত
১৯২৯	„	৬।০ আনা,	„	১৯৩৮	„	৬৲ টাকা,	„
১৯৩০	„	৬।০ আনা,	„	১৯৩৯	„	৬৲ টাকা,	„
১৯৩১	„	৭॥০ টাকা,	আয়করযুক্ত	১৯৪০	„	৬৲ টাকা,	„
১৯৩২	„	৬।০ আনা,	আয়করমুক্ত	১৯৪১	„	৬৲ টাকা,	„
১৯৩৩	„	৬।০ আনা,	„	১৯৪২	„	৬৲ টাকা,	„
১৯৩৪	„	৬।০ আনা,	„	১৯৪৩	„	৬৲ টাকা,	„
১৯৩৫	„	৪৲ টাকা,	„	১৯৪৪	„	৭৲ টাকা,	„
১৯৩৬	„	৪৲ টাকা,	„	১৯৪৫	„	৭৲ টাকা,	„

এই হিসাবে এযাবৎ অংশীদারগণকে শতকরা ১০৫৲ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে। বাঙ্গলায় এবং অন্যান্য প্রদেশেও প্রসার, কোম্পানীর উদ্দেশ্য। নারায়ণগঞ্জে একটী বিশেষ শক্তিশালী টার্বাইন পাওয়ার হাউস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুমোদনার্থ দাখিল করা হইয়াছে এবং চট্টগ্রামে যুদ্ধোত্তর শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য একটা বিরাট বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের পরিকল্পনাও তৈয়ারী করা হইতেছে।

ইহা শেয়ার বিক্রয়ের প্রস্পেক্টাস নহে।

কে, কে, সেন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বিভাগ" 'ক্লাব' "সন্তরণ সমিতির" জন্য স্থানাভাব, ফুটপাথে দোকান। একমাত্র মিলিটারী গাড়ীর চাকার নীচে ছাড়া পথচারীদের জন্য আর কোন জায়গা রহিল না!

* * *

ইংরেজী বই কিনিয়া পড়িবার যাঁহাদের অভ্যাস আছে, তাঁহারা রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখিত Divided India বইখানার জন্য সাড়ে এগারো টাকা খরচ করিলে অনুতাপের কারণ থাকিবে না। পাকিস্থানের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে দুই দল লোকই এখন রাজনীতিতে যথেষ্ট। কিন্তু পাকিস্থান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক যুক্তিমূলক মনোভাব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, বা করিবার ক্ষমতা রাখেন এমন লোক বেশী নাই। রাজেন্দ্রবাবুর পাণ্ডিত্য আছে। দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার পূর্ব্বে মেধাবী ছাত্র এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবহারাজীব হিসাবে তাঁহার নাম ছিল। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে যাঁহারা তাঁহার সহপাঠী ছিলেন, তাঁহারা রাজেন্দ্রবাবুর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। এই বইটির মধ্যেও অনুসন্ধান, গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় আছে। সম্পূর্ণ হাতে তৈয়ারী কাগজে মুদ্রিত এবং খদ্দরে বাঁধাই বইটির আকৃতিও সুশ্রী। বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বইটির অনুবাদ ছাপা হইয়াছে দেখিলে খুসী হইব।

* * *

ঠিক এই প্রসঙ্গেই আর একটি পুস্তিকার কথা স্মরণ হইল। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বুলেটিনটি। ইহা এতকাল ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইংরেজী ভাষার উপর আমার বিরাগ নাই, বরং বহুক্ষেত্রে ইংরেজীর ব্যবহার আমি অপরিহার্য্য মনে করি। কংগ্রেসের বুলেটিন ইংরেজীতে ছাপা হওয়াই প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু, তামিল, গুজরাটি প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায়ও উহার প্রকাশ প্রয়োজন। এদেশে ইংরেজী পড়িতে পারে এমন লোকের সংখ্যা কত তাহা আর নতুন করিয়া কাহাকেও বলিয়া দেওয়ার দরকার নাই। শ্রীযুক্ত কৃপালিনী সম্প্রতি এলাহাবাদ কংগ্রেস দপ্তরের ভার লইয়াছেন। তিনি শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছেন, কবির পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন, বাংলা ভাষায়ও তাঁহার অধিকার আছে। তিনি প্রথমে অন্ততঃ হিন্দী, উর্দ্দু ও বাংলায় কংগ্রেস বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে কংগ্রেসের সংবাদ অধিকসংখ্যক লোক জানিতে পারিবে।

* * *

শীত শেষ হইয়া গরম পড়িয়া আসিল। রোদের তেজও বাড়িতেছে। আমার মতো যাহাদের ট্রামে বাসে যাতায়াত করিতে হয় তাহাদের পক্ষে সময়টা সুবিধার নয়। ফুটপাথে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা না করিয়া উপায় নাই। কারণ প্রথমতঃ ট্রাম ও বাস ঠিক ঘড়ি ধরিয়া আসেনা, বরং ঠিক তাড়াতাড়ির মুখে যখন যে দিকে যাওয়া দরকার সে-দিকের ট্রাম যেন আর কিছুতেই আসে না। দ্বিতীয়তঃ, যদি বা আসে, যেটা আসে সেটাতেই ওঠা যায় না। তিন খানা ছাড়িয়া একখানায় উঠিতে হয়। আমার মতো এই অপেক্ষমান জনতার জন্য এক রকম কোনই ব্যবস্থা নাই। না ট্রাম কর্ত্তৃপক্ষের, না কর্পোরেশানের। দুই একটি রাস্তার মোড়ে 'সেড্' আছে বটে, কিন্তু তাহা সংখ্যা এবং আকার কোন দিক দিয়াই উল্লেখ করিবার মতো নয়। হাওড়া ব্রিজের দুই দিকে যে সেড্ দুটি আছে তাহাও অতিশয় ক্ষুদ্র, যে সকল যাত্রীকে দাঁড়াইতে হয় তাহাদের অর্দ্ধেকেরও উহাতে জায়গা হয় না। কোন কোন সেড এমনভাবে তৈরী যে, বৃষ্টির ঝাপ্টা একটু বাঁকিয়া আসিলেই একেবারে জলে স্নাত হইতে হয়। কর্পোরেশান কি প্রত্যেকটি চৌমাথার মোড়ে প্রশস্ত ও রৌদ্র-বৃষ্টি আট্‌কাইতে পারে এমন সেড নিজেরা তৈরী করিতে অথবা ট্রাম কোম্পানীকে দিয়া তৈয়ার করাইতে পারেন না? কাউন্সিলরেরা বিষয়টি ভাবিয়া দেখিতে পারেন। ইহাতে ঠিকা দেওয়ার সুযোগ আছে। একেবারে নিষ্কাম পরহিতব্রত নয়।

—খেয়ালী

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৪
রেজিষ্টার্ড অফিস ঢাকা।
সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—শাখাসমূহ—
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও মতিহারি।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।
ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—
মিঃ অমিয় গুহ।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

টেক্সটাইল লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধি—বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৫ সালের বঙ্গীয় বস্ত্র ও সূতা নিয়ন্ত্রণাদেশানুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্সসমূহের মেয়াদ ৩১শে জানুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী বৎসরের জন্য নূতন করিয়া লাইসেন্স করিবার জন্য লাইসেন্সধারিগণকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে কাজের সময় পরিবর্ত্তন—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সমস্ত বেসামরিক দপ্তরে অফিসের কাজ এখন হইতে বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত চলিবে এবং শনিবার দিন ১০টা হইতে বেলা দেড় ঘটিকা পর্য্যন্ত চলিবে।

শ্রমশিল্পের কাঁচা মালের দর—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আর্থিক উপদেষ্টা সর্ব্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে শ্রমশিল্পের কাঁচা মালের পাইকারী দরের যে সাপ্তাহিক মান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, গত ১২ই জানুয়ারী তাহা ২৬৩'৬ ছিল; পূর্ব্ব সপ্তাহে ছিল ২৬৬'২। আলোচ্য সপ্তাহে 'ম্যাঙ্গানিজ' ধাতুর রপ্তানী কমিয়া যায় এবং তৈলবীজ, খনিজ দ্রব্য এবং অন্যান্য সাধারণ বস্তুর দর যথাক্রমে '৩,২০ ও '১ পরিমাণ নামিয়া গিয়াছে।

ইক্ষুচাষ ও শর্করা শিল্পের উন্নতির আয়োজন—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশে ইক্ষুচাষের ও শর্করা শিল্পের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় ইক্ষুচাষ উন্নয়ন কমিটির তহবিলে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী কমিটির চতুর্থ অধিবেশনে এই অর্থের সাহায্যে কি কি পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা হইবে সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রকাশ, ইক্ষুচারাব জন্য নার্সারি স্থাপন, উৎকৃষ্ট সার তৈয়ারী, গবেষণার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, পোকা, মাকড় ইত্যাদি হইতে ইক্ষু সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হইবে। গবেষণা কবিযা দেখা গিয়াছে যে, 'স্যাকারাম স্পন্‌টেনিয়ম' জাতীয় এক প্রকার বন্য ঘাসের সহিত ইক্ষুচারার সংমিশ্রণ ঘটিলে কোইম্বাটুর জাতীয় উৎকৃষ্ট ইক্ষু জন্মায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বনজঙ্গলে এই জাতীয় ঘাস পাওয়া যায় কিনা, তাহা অনুসন্ধানের জন্য একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইক্ষুচাষের উপযোগী জলহাওয়া সম্পর্কে গবেষণার জন্যও উক্ত তহবিল হইতে অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

দিল্লীর পশুপক্ষী পালন সমিতির প্রশংসনীয় উদ্যম—মানুষের খাদ্যবস্তু চাউল, ডাইল প্রভৃতির পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির ন্যায় হাঁস মোরগাদির সংখ্যা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন। এই সম্পর্কে দিল্লীতে পশুপক্ষী-পালন সমিতি নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়ের জন্য হাঁস-মোরগাদি সংগ্রহ, উত্তম প্রজননের জন্য বিভিন্ন প্রদেশ হইতে হাঁস-মোরগাদি আমদানী করা, সরকারী অনুমতির (পারমিট) ব্যবস্থা করা এবং পক্ষী পালন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নানাবিধ পরামর্শ ইত্যাদি দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। 'ইণ্ডিয়ান পোল্‌ট্রি গেজেট' নামে একখানি সাময়িক পত্র এই সমিতি হইতে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মারফৎ পশুপক্ষী-পালন সম্পর্কিত নানা তথ্য ও সভ্যদিগের প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রকাশ করা হয়। সম্প্রতি এই সমিতির উদ্যোগে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে লক্ষ্ণৌতে হাঁস, মোরগ ইত্যাদির এক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে; আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে দিল্লীতে একটি অনুরূপ প্রদর্শনী খোলা হইবে এবং পরে জয়পুর ও আজমীঢ়ে আবও দুইটি ঐরূপ প্রদর্শনী খোলার কথা আছে।

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক প্যালুড্রিন—সম্প্রতি বৃটেনের বৈজ্ঞানিকগণ ম্যালেরিয়ার যুগান্তকারী নূতন প্রতিষেধক প্যালুড্রিনের গোপন রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার রাসায়নিক সংমিশ্রণ এবং ইহা তৈয়ারী করিবার পদ্ধতি ও উপাদান এক্ষণে সর্ব্বজনবিদিত হইল। ১৯৪৫ সালের নবেম্বর মাসেই ঔষধটির কথা প্রথম শোনা যায়। ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, এই ঔষধটি কুইনাইন অপেক্ষা দশগুণ অধিক কার্য্যকরী। নিয়মিতভাবে উহা খাইলে ম্যালেরিয়া কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারে না। নূতন, পুরাতন, ম্যালিগন্যাণ্ট—সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরেই উহা অতীব কার্য্যকরী। প্রকাশ, ইতিমধ্যেই ঔষধটী কারখানায় তৈরী হইতেছে এবং ইহার জন্য নূতন কারখানা খোলারও আয়োজন চলিতেছে।

আলিপুরের গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপ—প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট কলিকাতাস্থ আলিপুরের গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপটি স্থানান্তরিত করিয়া জব্বলপুরের টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপকে প্রধান ওয়ার্কশপে পরিণত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, আলিপুরস্থ গবর্ণমেণ্টের এই টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপ গত ৭৫ বৎসর যাবৎ ভারতের মধ্যে একমাত্র প্রধান ওয়ার্কশপ বলিয়া খ্যাত।

সূতী কাপড়

ও ভারতীয় কার্পাস

নূতন সংস্কৃতি

পূর্ব্বে ভারতীয় কার্পাস তূলায় প্রস্তুত ভারতীয় বস্ত্রাদি সমগ্র জগতে পরম সমাদরের সহিত গৃহীত হইত। এ গৌরব অনেকদিন বিনষ্ট হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য বর্ত্তমান রূপ ও রুচি-সঙ্গত আমাদের মিলজাত বস্ত্রসম্ভার আমাদেরই নিজ জমিতে চাষ করা ভারতীয় কার্পাস তূলায় বয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর নিজ জমিতে তূলার চাষ অচিরে আরম্ভ করিবার বন্দোবস্ত বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র মহাশয় এই কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজকুমারী

কটন মিলস লিঃ

১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ফোন: কলিঃ ৪৪৯৮

মিঃ এ, এস, আয়েঙ্গার—প্রকাশ 'ট্রিবিউন' এবং 'ইণ্ডিয়ান নেশন'এর নয়াদিল্লীস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা মিঃ এ, এস, আয়েঙ্গার মিঃ পোথন জোসেফ-এর স্থলে সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রধান 'ইনফরমেশন অফিসার' নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাংলাদেশে আমদানী বস্ত্র—গত অক্টোবর মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত বোম্বাই, আমেদাবাদ, শোনাপুর, ইন্দোর এবং বাংলার মিলসমূহ হইতে বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশন ৫০ হাজার গাঁইট বস্ত্র পাইয়াছেন। উহার মধ্যে ৯ হাজার গাঁইট বস্ত্র কলিকাতা সহরে বণ্টন করা হইয়াছে। ৫ হাজার গাঁইট মফঃস্বলে বণ্টন করা হইয়াছে। প্রকাশ, কলিকাতায় বিভিন্ন রেশন দোকানে যে পরিমাণ বস্ত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক অবিক্রীত অবস্থায় আছে। ইহার কারণ নাকি এই যে, বস্ত্রসমূহ যে শ্রেণীর ও যে আয়তনের ক্রেতাদিগের তাহা মনঃপূত হয় নাই।

দুর্ভিক্ষবিধ্বস্ত বাংলার পুনর্গঠনে ভারত সরকারের দান—নয়া দিল্লীর খবরে প্রকাশ যে, দুর্ভিক্ষবিধ্বস্ত বাংলার পুনর্গঠনের জন্য ভারত সরকার এ বৎসরে সাত কোটী টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিবেন। এই পুনর্গঠন কার্য্য বাবদ গত বৎসরে ভারত সরকার দশ কোটী টাকা দিয়াছিলেন। এবারে পুনর্গঠনের কার্য্যের জন্য নাকি চৌদ্দ কোটী টাকা চাওয়া হইয়াছিল।

বাংলা ও সুর্ম্মা উপত্যকায় কংগ্রেস সদস্য সংখ্যা—গত ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বাংলা ও সুর্ম্মা উপত্যকায় মোট পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার সতর জন ব্যক্তি কংগ্রেসের সদস্য তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে নগরবাসী সদস্য হইলেন এক লক্ষ আটান্ন হাজার চার শত উনপঞ্চাশ জন এবং পল্লীবাসী সদস্য হইলেন তিন লক্ষ একাশী হাজার পাঁচ শত আটষট্টি জন। ইহাদের মধ্যে মোট তেইশ হাজার ছয় শত বত্রিশ জন সদস্য হইলেন মুসলমান।

বাঙ্গলা হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানীতে কংগ্রেসের দুর্ভিক্ষ অনুসমিতির প্রতিবাদ—গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দুর্ভিক্ষ অনুসমিতি বাঙ্গলা সরকারের চাউল রপ্তানী-প্রীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, "পশ্চিম বাঙ্গলায় আমন ধান না হওয়ায় বাঙ্গলার স্বাভাবিক খাদ্যাভাব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা জানিয়াও বাঙ্গলা সরকার মজুত চাউল ও ধান বাঙ্গলার বাহিরে রপ্তানী করিয়াছেন। আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট খাদ্যবিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এ, সি, হার্টলি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই অনুসমিতি বাঙ্গলা সরকারের এই কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতেছে। অবিলম্বে ধান, চাউল ও অপরাপর খাদ্যসম্ভারের বাঙ্গলার বাহিরে রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য এবং ভারত সরকারের সহযোগিতায় বাঙ্গলার বাহির হইতে অবিলম্বে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা করিবার জন্য এই অনুসমিতি বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।"

বিহারে চাউলের দর বৃদ্ধি—পাটনার খবরে প্রকাশ যে, গত কয়েকদিনে পাটনায় চাউলের দর—প্রতি মণ ষোল টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া পঁচিশ টাকা হইয়াছে। বিহার প্রদেশের সর্ব্বত্রই চাউলের দরবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দিয়াছে। মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা এবং সাহাবাদ জেলায় চোরাবাজারে চাউলের দর ইতিমধ্যেই যথাক্রমে ২৪৷৷৵০ আনা, ২৪৲ টাকা ও ২৩৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

ভারতের সৈন্যবাহিনী হইতে প্রায় আড়াই লক্ষ সৈনিক ছাঁটাই—নয়া দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ যে, ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের সৈন্যবাহিনী হইতে আশী হাজারেরও বেশী নরনারীকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। গত অক্টোবর মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার নরনারীকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী হইতে 'জবাব' দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৪৬ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত মোট সাড়ে আট লক্ষ লোকের চাকুরী এইরূপভাবে খারিজ করিয়া দেওয়া হইবে। ডিসেম্বরে যাহাদিগকে চাকুরী হইতে জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে ভারতীয় বাহিনীর তেরশত চুরানব্বই জন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছিয়াত্তর হাজার তিন শত বাহান্ন জন সৈন্য। ১৯৪৬ সালের ১লা মে'র মধ্যে মোট আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জনকে বরখাস্ত করা হইবে।

উচ্চ মুল্যের নোট ভাঙ্গাইবার আরও মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ—কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি স্যার আবদুল হালিম গজনভী উচ্চ মুল্যের ব্যাঙ্ক নোট (বাতিল) আইন সম্পর্কে সম্প্রতি এক বিবৃতিতে উচ্চ মুল্যের নোট ভাঙ্গাইবার মেয়াদ বৃদ্ধি করায় সরকারের নীতির প্রশংসা করিয়াছেন। তবুও তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নোট ভাঙ্গাইবার মেয়াদ সরকার কর্ত্তৃক কম পক্ষে আরও দুই মাস বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। তাহার পরে উপযুক্ত দায়িত্ব পালনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে সমর্থ হয় তাহার জন্য ব্যাঙ্কটীকে ক্ষমতা দান করা উচিত। স্যার আবদুল আরও বলেন যে, ঘোষণাপত্রখানিকে (Declaration Form) অনর্থক জটিল করা হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে অনেক প্রশ্নই সহজেই বাতিল করিয়া দেওয়া যাইত।

চীনে ভারতীয় তুলা ও তামাকের বাজার—নয়া দিল্লীর এক সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে, শীঘ্রই ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারীর নেতৃত্বে এক ভারতীয় প্রতিনিধি দল চীনে যাইবেন। চীনে ভারতের তুলা ও তামাকের বাজার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না, তাহার অনুসন্ধান করাই হইল এই প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য।

পঙ্গপালের ভারত অভিযান—নয়া দিল্লীর খবরে প্রকাশ যে, বেলুচিস্থানের শস্যক্ষেত্রের উপরে শীঘ্রই পঙ্গপালের অভিযানের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই পঙ্গপাল মধ্য প্রাচ্য হইতে রওয়ানা হইয়া পারস্যের দাশটিয়ারী এলাকায় উপনীত হইয়াছে। দাশটিয়ারী এলাকা ভারতের সীমান্ত হইতে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে।

বৃটিশ পার্লামেণ্টে মুলধন নিয়োগ (Investment) বিল—বৃটেনের মূলধন নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি পার্লামেণ্টে মূলধন নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ ও জামিন (Control and Guarantee) বিল উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই বিলটি আইনে পরিণত হইলে অর্থবিভাগ (Treasury) বৃটেনে শেয়ার ও সিকিউরিটী বিক্রয় করিয়া টাকা উঠাইতে এবং ঋণ গ্রহণ করিবার বিধি রচনার জন্য এবং শিল্প পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের জন্য যোগ্য ক্ষমতা লাভ করিবে।

কেন্দ্রীয় সাংবাদিক পরামর্শদাতা সমিতি—যুদ্ধের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি সাংবাদিক পরামর্শ সমিতি সাময়িকভাবে গঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সহিত আলোচনার ফলে উক্ত সাংবাদিক পরামর্শ সমিতিকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী
আর্য্যস্থানে
বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার
সংস্থিতি ও আয়করের গুরু
ভার লাঘব করুন।

হেড আফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

যুদ্ধের সময়ে ভারতে অবস্থিত সৈন্যের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে মান্নু সুবেদারের এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী মিঃ ফিলিপ ম্যাসন জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের সময়ে ভারতে অবস্থিত সৈন্যের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল : বৃটিশ সৈন্য ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ; আমেরিকান সৈন্য ১ লক্ষ ৭০ হাজার এবং অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় সৈন্য ৫৮ হাজার ৩ শত ৯৩ জন।

প্রেস ইন্‌ফরমেশন ব্যুরো—নয়াদিল্লীর সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, পাবলিক ইন্‌ফরমেশন ব্যুরো অদূরভবিষ্যতেই প্রেস ইন্‌ফরমেশন ব্যুরো নামে অভিহিত হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রৌপ্য বিক্রয়—ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভার (House of Representatives) কারেন্সি ও ব্যাঙ্কিং কমিটি মার্কিন ট্রেজারীকে শিল্প কার্য্যাদির উদ্দেশ্যে দুই বৎসরের জন্য রৌপ্য বিক্রয় বা ধার দিবার ক্ষমতা আবার প্রদান করিয়াছেন।

ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌দের কাবুলী চাকুরী ত্যাগ—প্রকাশ, কাবুলের বিভিন্ন কলেজে যে উনিশ জন ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, আফগান সরকার তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে অস্বীকার করায় তাঁহারা চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

উচ্চমূল্যের নোটের চোরা কারবারী—লাহোরের এক খবরে প্রকাশ যে, পাঞ্জাবের একটী বৃহত্তম ব্যাঙ্কের 'বড় সাহেব' উচ্চ মূল্যের নোটের চোরা কারবার করিয়া চল্লিশ লক্ষ টাকা অর্জ্জন করায় উক্ত ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উচ্চমূল্যের ব্যাঙ্ক নোট আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

শ্রীহট্ট জেলার সায়েস্তাগঞ্জ হইতে হবিগঞ্জ পর্য্যন্ত ৮ মাইল স্থানে একটী নূতন রেলপথ স্থাপনের জন্য জরীপকার্য্যের উদ্দেশ্যে রেলওয়ে বোর্ড ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

* * *

গত ১৯৪৪-৪৫ সালে সমগ্র ভারতে মোট ২৫ লক্ষ ৩৫ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল। চলতি বৎসরে সেই স্থলে ২৪ লক্ষ ৪৮ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে। বাঙ্গলায় ১৯৪৪-৪৫ সালে ১ লক্ষ ২৮ হাজার এবং চলতি বৎসরে ১ লক্ষ ৪ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে সংযুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারেই সবচেয়ে অধিক পরিমাণে তিলের চাষ হইয়া থাকে।

* * *

ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশের মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়া জেলাতেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আদার চাষ হইয়া থাকে। গত বৎসর এই দুই জেলায় ১১৮৭৭ একর জমিতে আদার চাষ হইয়াছিল। চলতি বৎসরে এই জেলার ১২৪৫০ একর জমিতে আদার চাষ হইয়াছে। গত বৎসর উক্ত দুই জেলাতে ৪০৩০ টন আদা উৎপন্ন হইয়াছিল। এবার ৪৪৫০ টন আদা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

* * *

গত বৎসর মাদ্রাজের মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়া জেলাতে ১ লক্ষ ৩ হাজার ২১ একর জমিতে গোলমরিচের চাষ হয় এবং এই জমিতে ৯৩৫০ টন গোলমরিচ উৎপন্ন হয়। এবার উক্ত দুই জেলায় ১ লক্ষ ২ হাজার ৭০০ একর জমিতে গোলমরিচের চাষ হইয়াছে এবং এই জমিতে ৯৩৬০ টন গোলমরিচ উৎপন্ন হইবে, আশা করা যাইতেছে। গত বৎসর বোম্বাই প্রদেশের কানাড়া জেলাতে ২৫০০ একর জমিতে গোলমরিচের চাষ হইয়াছিল—এবারও এই পরিমাণ জমিতে গোলমরিচের চাষ হইয়াছে। এবার ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক।

পুস্তক পরিচয়

হ্যাণ্ড-বুক অব্ সুগার এণ্ড গুড় ইণ্ডাষ্ট্রী—(Hand-Book of Sugar & Gur Industry) হরলাল ভট্টাচার্য্য এম-এ প্রণীত। লেখক কর্ত্তৃক ১১বি, ফার্ণ রোড্, বালীগঞ্জ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

গুড় ও চিনি শিল্প সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যসম্বলিত পুস্তক এদেশে বিরল। বেঙ্গল সুগার এডভাইসরী বোর্ডের ষ্ট্যাটিষ্টিসিয়ান বা সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ মিঃ হরলাল ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান পুস্তকটি প্রকাশ করিয়া সে বিষয়ে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাইয়াছেন। অভিজ্ঞ লেখক উপযুক্ত তথ্যবিবরণ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থটিতে নানা শ্রেণীর চিনি ও গুড়ের উৎপাদন, পড়তা খরচ ও ব্যবহার বর্ণনা করিয়াছেন। গুড় অপেক্ষা চিনি অধিকতর ব্যবহারোপযোগী বলিয়া আধুনিক যুগে লোকের একটা ধারণা হইয়াছে। কিন্তু লেখক দেখাইয়াছেন, চিনির তুলনায় গুড়ে খাদ্যপ্রাণ, লৌহ ও চূণ জাতীয় পদার্থ অনেক বেশী থাকে, আর সে কারণে উহাই অধিক সমাদরের যোগ্য। বাঙ্গলায় খেজুর ও তালগাছের রস হইতে গুড় প্রস্তুতের রীতি বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলায় আরও কয়েক শ্রেণীর গাছ হইতে গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। লেখক সেই ধরণের কতকগুলি গাছের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গলায় যখন খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন চলিতেছিল তখন বাঙ্গলা সরকারের কৃষিবিভাগ এই সব গাছ সম্বন্ধে সন্ধান নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। ভবিষ্যতে গুড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা ঐ সব গাছ সম্বন্ধে পরীক্ষা চালাইতে পারেন। লেখক এই পুস্তকে গুড় ও চিনি উৎপাদনের প্রক্রিয়া সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে একর প্রতি আখের উৎপাদন কত এবং ইক্ষু হইতে শতকরা কি পরিমাণ চিনি পাওয়া যায়, তাহার বিবরণও এই পুস্তকটিতে দেওয়া হইয়াছে। মিঃ ভট্টাচার্য্য যেরূপ বিচক্ষণতার সহিত পুস্তকটি রচনা করিয়াছেন এবং উহাতে সকল প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় যে ভাবে নিপুণতার সহিত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাতে চিনি ও গুড় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রই পুস্তকটি পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের ধারণা। আমরা দেশে এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচলন কামনা করি।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪
—মূলধন—
অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত— ৫৭,৫০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ২৬,৫০,০০০৲ উপর
শাখাসমূহ—
কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, ছাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।
লণ্ডন এজেণ্ট :—
ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

অক্ষয় কুমার লাহা
রেডিয়াম মার্কা সিমেন্ট কলার
বা ডীর রং কারখানার রং

সাবান প্রস্তুতের
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং কলিজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ফিসারিজ এণ্ড ফার্ম্মস্ লিঃ

গত সপ্তাহে ফিসারিজ এণ্ড ফার্ম্মস্ লিমিটেডের এক বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই কোম্পানীটির অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। উহা ২০ টাকা মূল্যের ৭৫ হাজার সাধারণ শেয়ার, ২০০ টাকা মূল্যের ১ হাজার ২৫০টি প্রেফারেন্স শেয়ার ও ১০ টাকা মূল্যের ২৫ হাজার ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত। বর্ত্তমানে এই সব শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে।

মাছ বাঙ্গালীর একটি প্রধান খাদ্য। এই খাদ্যের সহিত লোকের স্বাস্থ্য ও শারীরিক পুষ্টির নিকট সংযোগ রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলার এই অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যের যোগান দিন দিনই স্বল্প হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই অবস্থায় উন্নত প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে মাছের চাষ ও মাছের ব্যবসা পরিচালনার জন্য বর্ত্তমান নূতন কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। কোম্পানী তাহাদের কাজের জন্য ২০ লক্ষ টাকার মত বেশী মূলধন সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছে। ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জী, মহারাজকুমার সিতাংশুকান্ত আচার্য্য, ডাঃ এইচ বি মুখার্জ্জী, মিঃ যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী ও কে সি ব্যানার্জ্জী প্রমুখ অভিজ্ঞ ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদ্বারা কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে সুযোগমত কোম্পানী মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করিবেন। পূর্ব্ব ময়মনসিংহ ও পশ্চিম শ্রীহট্টের কয়েকটী অঞ্চলে কোম্পানী প্রথমে লীজ নিয়া মাছের চাষ সুরু করিবেন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য অঞ্চলেও তাঁহারা ঐ উদ্দেশ্যে কার্য্যে ব্রতী হইবেন। ভবিষ্যতে সমুদ্রের মাছ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যও কোম্পানীর রহিয়াছে। মাছ চাষ, মাছ ধরা ও মাছ বিক্রয়ের সমস্ত রকম পরিকল্পনাই তাঁহাদের কার্য্যপন্থার ভিতর অন্তর্ভুক্ত হইবে। মাছ চালান ও বিক্রয়ের সুবিধার্থ কোম্পানী টিনের কৌটায় মাছ সংরক্ষণের রীতিও প্রয়োজনমত অবলম্বন করিবেন। মৎস্য শিল্পের পরিপূরক হিসাবে বোতাম, সার ও মাছের তৈল শিল্পে যথাসম্ভব আত্মনিয়োগ করার ইচ্ছাও কোম্পানীর রহিয়াছে। বেশী মূলধন লইয়া যেরূপ অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ পরিচালকদের অধীনে কোম্পানীর কাজ নির্ব্বাহ করিবার আয়োজন হইতেছে, তাহাতে ফিসারিজ এণ্ড ফার্ম্মস্ লিমিটেড তাঁহাদের উপরোক্ত উদ্দেশ্য ভালভাবে সাধন করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। উন্নত প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে মাছের চাষে ব্রতী হইলে এই কোম্পানী যে তাঁহাদের কারবারে উল্লেখযোগ্যরূপ লাভ দেখাইতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কোম্পানীর আশাপ্রদ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া দেশের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা উহার শেয়ারে অর্থদান করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়া আমাদের ধারণা।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইষ্টার্ণ এগ্রিকালচারেল এণ্ড ফিসারী কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নৃপেন্দ্রগোপাল মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০২-বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। জমি, সম্পত্তি ক্রয়, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ইষ্টার্ণ ফরেষ্ট এণ্ড মাইনিং কোং, লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। বনজসম্পদ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

গ্রেইনস্ এণ্ড গ্রিনস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নৃপেন্দ্রগোপাল মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০২-বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। শস্য, ডাল, বীজ ও ফলের ব্যবসা।

ইণ্ডিয়া বার্লি প্রডাক্টস লিঃ— ডিরেক্টর—মিঃ এস কৃষ্ণ। রেজিষ্টার্ড অফিস—২, দয়াহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। খোসা ছাড়ান, যব প্রস্তুত ও ক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ইষ্টার্ণ জরি ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস আর দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, এজরা ম্যানসনস্, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৭॥ লক্ষ টাকা। জরি ও এই প্রকারের অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুতীকরণের ব্যবসা।

শোনপুর কোল ফিল্ডস্ লিঃ ডিরেক্টর—মিঃ সম্পৎকুমার মাজেজি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, লায়ন্স্ রেঞ্জ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১১ লক্ষ টাকা। কয়লা-খনি মালিক।

হিন্দ মেটাল ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দীপ্তেন্দ্র পরামাণিক। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৪, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। লৌহ ঢালাই কারখানা ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান।

নব ভারতী পিকচার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি এম চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮-২, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ফিল্ম উৎপাদন, বণ্টন এবং প্রদর্শন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

মধুপুর (এস্পি) ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস দাশগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২৬, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। বৈদ্যুতীকরণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

কণ্টিনেণ্টাল ইউনাইটেড ট্রেডারস লিঃ—ডিরেক্টর - মিঃ সতীন্দ্রমোহন মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৭, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ডেয়ারী ফার্ম্ম এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবসা।

ফিনান্স এণ্ড ফেসিলিটিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নৃপেন্দ্রগোপাল মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০২-বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। প্রমোটারস, ফিনান্সিয়ারস এবং ক্যাপিটেলিষ্টস্।

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স
লিঃ
হেড অফিস : ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৫৩৮০

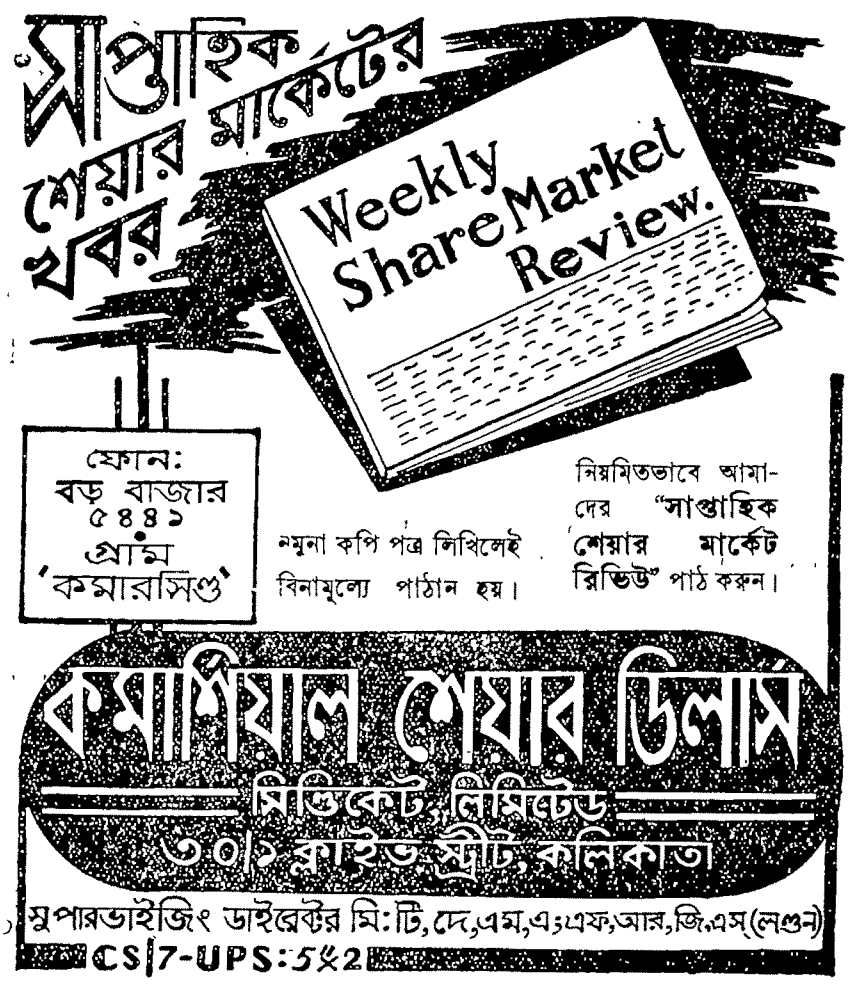

এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ চিত্তরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ঔষধ বিক্রেতা।

ডিলন হিল লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ডিলন হিল। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫৩, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবসা।

এম এম দাশ এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিরাজমোহন দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সর্ব্বপ্রকার এজেন্সির ব্যবসা।

সেনট্রাল ইণ্ডিয়া পেপার মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ এল গোয়েঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, বয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ কোটি টাকা। সর্ব্বপ্রকার কাগজ প্রস্তুত ও ক্রয়ের ব্যবসা।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়েলিষ্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে সি কোথারি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৬-বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সর্ব্বপ্রকার এজেন্সির ব্যবসা।

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি, বি, ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। জমি ও ইমারত প্রভৃতি ক্রয় ও লীজ দেওয়া সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

জয় হিন্দ ল্যাবরেটরিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সি, এম, সরাফ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক ও ঔষধ বিক্রয়ের ব্যবসা।

মহেশ্বরী ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অনিল সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, দুর্গাচন্দ্র ডক্টর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। মিল ও সহর-সমূহের বিদ্যুতীকরণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

গ্রেট ইষ্টার্ণ কমার্শিয়েল সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিমলেন্দু ধর। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, দুর্গাচন্দ্র ডক্টর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ হাজার টাকা। সর্ব্ব প্রকারের এজেন্সির ব্যবসা।

সানরাইজ ফার্ম্মস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অনিল সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-১৪, মিশন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। কৃষির উন্নতিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এজেন্সিজ লিঃ—ডিরেক্টার—মিঃ ঘনশ্যাম সাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭৭-৭৮, খেংরাপট্টি, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। আমদানী-রপ্তানী সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

নিও-রেমিডিজ এণ্ড কেমিকেল কোং লিঃ—ডিরেক্টার—মিঃ নরেন্দ্রচন্দ্র কবিভূষণ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২-১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সর্ব্বপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক কনষ্ট্রাকশন কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৸০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **টাইড ওয়াটার অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নর্থ-ওয়েষ্ট কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **কাণপুর সুগার ওয়ার্কস, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দিল্লী ক্লাউয়ার মিলস কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরে প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **রাণীগঞ্জ কোল এসোসিয়েশন লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৭॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস, বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ) ও চাইবাসা।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জলপাইগুড়ি
ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংএর সকল সুযোগসহ ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান
সেণ্ট্রাল অফিস : ৮৭, ওল্ড চীনাবাজার, কলিকাতা ফোন : বি বি ১৮৫৮
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীমোহিনীমোহন সাহা
এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীনলিনীরঞ্জন সাহা, বি-এস-সি
হেড অফিস : মালদহ।

গ্রাম : উদয়ের পথে
অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিমিটেড

১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আপনার সঞ্চিত অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাটাইয়া লাভবান হইতে হইলে সত্বর আমাদের সহিত পরামর্শ করুন।
ম্যা: ডিরেক্টর—মিঃ কে, সি, মিত্র।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে সুদের হারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ব্যাঙ্ক-সমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে টাকার আদানপ্রদান হইয়াছিল তাহার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা এবং বোম্বাই-এ শতকরা ।০ আনাই বহাল ছিল। টাকার চাহিদার তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে যোগান বেশী ছিল। গত সপ্তাহের তুলনায় ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইলেও সুদের হারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। গড়পড়তা সুদের হার গত ছয় সপ্তাহ যাবৎ ।৶০ আনাই বজায় রহিয়াছে। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, মোট ২ কোটী ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৸৶৩ পাই দরের সমুদয় টেণ্ডারই গৃহীত হয়। মোট ২ কোটী ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৶০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বোম্বাইএ সকাল ১১টা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত এবং অপরাপর কেন্দ্রে ১৮ই ফেব্রুয়ারী সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৪ কোটী টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিন টাকা জমা দিতে হইবে। অপরাপর সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অনুকূলে মোট ৯৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও সেরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নাই, কাজকারবারও সেরূপ হয় নাই। তবে রপ্তানী বিল অপেক্ষা 'রেমিট্যান্স' খুবই বেশী থাকায় কতকগুলি ব্যাঙ্ককে ১ শিঃ ৫৬৷৷ পেঃ দরে কিছু পরিমাণে ষ্টার্লিং কিনিতে হইয়াছে। শনিবার ও সোমবারে রপ্তানী বিল আসিয়া পড়ায় বাজারের কিছুটা উন্নতি লক্ষিত হয়। অবশ্য বিনিময় বাট্টার হারে আলোচ্য সপ্তাহে কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। বাট্টার হার নীচে দেওয়া হইল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ	৫৬৷৷ পেঃ
ঐ দর্শনী (" ")	" "	" "
ডি এ তিন মাস (")	১ শিঃ	৬৬৷৷ "
ডি এ চার মাস (")	"	৬৬৷৷ "
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা	

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১লা ফেব্রুয়ারীর হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৮৮ কোটী ৪৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৯৯ কোটী ৬৮ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা, আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১,২৩৬ কোটী ৫৮ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। গত ১লা ফেব্রুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৯ কোটী ১০ লক্ষ ৮ হাজার ও ২৮৯ কোটী ৮২ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৩ কোটী ১৮ লক্ষ ২৪ হাজার ও ২৮৬ কোটী ৫৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৯১ কোটী ২৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ও ২৮১ কোটী ১৪ লক্ষ ১ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার গত সপ্তাহের তুলনায় কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ার-সমূহের দরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। 'ভারতে নূতন নূতন কলকারখানার সম্প্রসারণ করিয়া অদূরভবিষ্যতেই ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পের উন্নতি বিধানার্থ বিশেষ প্রচেষ্টা করা হইবে এবং যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম বাজেট হিসাবে আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেটে অতিরিক্ত মুনাফা-কর একেবারেই রহিত করা হইবে', কলিকাতার শেয়ার বাজারে এইরূপ মনোভাব অভিব্যক্ত হওয়ার ফলে আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার ক্রেতাধিক্য হয় এবং ফলে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে উন্নতি দেখা দেয়। আলোচ্য সপ্তাহের মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার কলিকাতার অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য এবং অদ্য শুক্রবার মুসলমান পর্ব্ব ফতেয়াদোয়াজদাহাম উপলক্ষে কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল।

কোম্পানীর কাগজ—কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকি-কিনি বৃদ্ধি না হইলেও আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্র-সমূহের দরে উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ আলোচ্য সপ্তাহে ১০৩।১০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে তিন টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকল শেয়ারসমূহের মূল্য বৃদ্ধি কলিকাতার শেয়ার বাজারে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অকলাণ্ড ৪৩৬৲ টাকা, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ৬২১৲ টাকা, কামারহাটি ৯৬৪৲ টাকা, নদীয়া ১৭২৲ টাকা, প্রেসিডেন্সী ১৪॥৶০ আনা, রিলায়েন্স ১০৭।০ আনা, কাঁকনাড়া ৭৯৮৲ টাকা, হাওড়া ১২৩॥০ আনা, ডালহৌসী ৪৪৮৲ টাকা, এলায়েন্স ৮৩২৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লা খনি—আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের কাজকর্ম্ম ভালই হইয়াছে। মূল্যের দিক হইতে সামান্য উন্নতি দেখা যায়। বরাকর ৪৭॥৶০ আনা, তালচের ১২৶০ আনা, রাণীগঞ্জ ৬৫॥০ আনা, সাউথ করনপুরা ৩৯৸৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের শেয়ারসমূহের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কর্ম্মপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয় নাই। বঙ্গশ্রী ১৪৸৵০ আনা, বঙ্গেশ্বরী ৭॥৵০ আনা, এলগিন ৭৩৵০ আনা এবং কেশোরাম ২২৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের দরে উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৫৪৲ টাকা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৪৪৸৵০ আনা, জেসপ ৩১।৵০ আনা, মার্শালস ৮৸০ আনা, ন্যাশনাল আয়রণ ১২॥৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে কেনা-বেচা হইয়াছে।

কাগজের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম্ম হয় নাই। শ্রীগোপাল ২৩৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনি সামান্য বৃদ্ধি পাইলেও, মূল্যের দিক হইতে সামান্য অবনতিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বেলসুন্দ ১৫৸০ আনা এবং চম্পারণ ৪৩।৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে কেনা-বেচা হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে কর্ম্মতৎপরতার বিশেষ কোনরূপ অবনতি ঘটে নাই। পাটজাত দ্রব্যাদির দর আবার চড়িয়াছে এবং ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত 'ডেলিভারির' কাজ-কারবার খুবই হইয়াছে। রপ্তানীর জন্য কাঁচা পাটের কাজ-কারবার মন্দ হয় নাই, তবে আলগা পাটের বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায়। ফলে দাম চড়াই ছিল। যদিও গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আশা করা হইতেছে যে, এবারে সরকার যতদূর সম্ভব বেশী পরিমাণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দিবেন, তবুও পাট-আবাদী জমির 'কোটা' আলোচ্য সপ্তাহেও ঘোষণা করা হয় নাই।

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের রপ্তানী বাজারে কর্ম্মতৎপরতা সামান্য পরিমাণে কম দেখা গেলেও সপ্তাহের শেষের দিকে বেলজিয়ামের সহিত কিছু কাজ-কারবার হইয়াছে। অবশ্য স্থানীয় কল-মালিকরা সেরূপ অধিক পরিমাণে পাট ক্রয় করে নাই। ফার্ষ্ট ৮৬৲ টাকা, লাইটনিংস ৮০৲ টাকা এবং কয়েক রকমের স্পেশ্যাল কাটিংস ৫০৲ টাকা ও ৫১৲ টাকা দরে বেচা-কেনা হইয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে চাহিদা খুব বেশী থাকিলেও যোগান ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। ডিষ্ট্রিক্ট সাদা পাটের দর সর্ব্বোচ্চ দর অপেক্ষা চার আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত কম থাকিলেও মেঘনা অঞ্চল জাতের পাট সর্ব্বোচ্চ দরেও বেশী পাওয়া যায় নাই। অবশ্য ময়মনসিংহ অঞ্চল জাতের দর সর্ব্বোচ্চ দরের চার আনা নীচেই ছিল। ইউরোপীয় প্যাকিংএর যে কোন জাতের পাট বাজারে উপস্থাপিত হইলেই সর্ব্বোচ্চ দরে সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রয় হইয়া যাইত—মেঘনা অঞ্চল জাত পাটের জন্যও সর্ব্বোচ্চ দর দেওয়া হইত। ময়মনসিংহ অঞ্চল জাত মিডলস-এর দর ছিল ১৬৸০ আনা এবং বটমস-এর দর ছিল ১৩৸০ আনা। নর্দ্দার্ণ বেঙ্গল এবং জুংলী মার্কা পাটই কেবল সর্ব্বোচ্চ দর অপেক্ষা আট আনা কমে বাজারে পাওয়া গিয়াছে। গত কয়েক দিনের গোলযোগে কাজ-কারবারে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিলেও দর পড়িয়া যায় নাই। মফঃস্বলে বিক্রেতাগণ বেশী দর চাওয়ায় বিশেষ কাজ-কারবার হয় নাই।

সহরের গোলযোগে কাজকারবার ও পাটজাত দ্রব্যের বাজারের অসুবিধা সৃষ্টি করিলেও বাজারের তেজী ভাবটী নষ্ট হয় নাই। চটের বাজারে জুলাই/সেপ্টেম্বর ইলেভেন পোর্টার সর্ব্বোচ্চ দরে বেচাকেনা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে 'ডেলিভারি' দেওয়ার জন্য কোন বিক্রেতাই পাওয়া যায় নাই। অক্টোবর/ডিসেম্বর নাইন পোর্টারের জন্যও সর্ব্বোচ্চ দর চাওয়া হইয়াছিল। 'হেভি গুডসের' দর আলোচ্য সপ্তাহে ১।২৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিউবান সুগারস-এর দর ৭৬॥০ আনা হইতে বাড়িয়া ৮০॥০ আনা হইয়াছিল। জুলাই/সেপ্টেম্বর কিউবান সুগারস-এর দর ৭৫॥০ আনা হইতে বাড়িয়া ৭৯॥০ আনা হইয়াছিল।

গত জানুয়ারী মাসে রেলপথ ও জলপথে আনুমানিক মোট ৭ লক্ষ ৯ হাজার গাঁইট পাট কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর জানুয়ারী মাসে মোট ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার গাঁইট পাট কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। গত মরশুমের সময় হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সাত মাসে মোট ৪৬ লক্ষ ৩৭ হাজার গাঁইট পাট কলিকাতায় আসিয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে কলিকাতায় আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩৯ লক্ষ ৮৮ হাজার গাঁইট।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী—সম্প্রতি বোম্বাইয়ের 'বুলিয়ন এক্সচেঞ্জের' ডিরেক্টারগণ সোনা-রূপার যে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন দর স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন, আলোচ্য সপ্তাহে ফরোয়ার্ড সোনা-রূপা সম্পর্কে তাহা রহিত করা হইয়াছে। ফলে লাভান্বেষিগণ আবার সোনা ক্রয় ব্যাপারে উৎসাহ দেখাইতে আরম্ভ করায় সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায় উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ৯২।০ আনা ও ৯৩৲ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৯৩৸৵০ আনা ও ৯৩৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে। অদ্য শুক্রবার বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৯১।০ আনা। বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড গিনি অদ্য ৬৪॥০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা—সোনার দরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরেও অভূতপূর্ব্ব উন্নতি দেখা যায়। লাভান্বেষিগণের রূপা মজুত ব্যাপারে বেপরোয়া উৎসাহ দেখানোই উহার প্রধানতম কারণ। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ১৪৪॥০ আনা ও ১৪৬।০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৪৮॥০ আনা ও ১৪৮৸৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

যুদ্ধের পরেও
—"জীবন বীমাই শ্রেষ্ঠ পন্থা
ইণ্ডিয়ান মিউচ্যুয়াল
লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ
১০ ৭২ ক্লাইভ রো কলিকাতা

টেলি,ক্যাম ৫৪১
ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
গ্রাম ক্রয়েন্স
হেড অফিস
৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
জে. সি. চক্রবর্ত্তী।
মধ্য ও পূর্ব্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৮ই ফেব্রুয়ারী	১১ই ফেব্রুয়ারী	১২ই ফেব্রুয়ারী	১৩ই ফেব্রুয়ারী	১৪ই ফেব্রুয়ারী	১৫ই ফেব্রুয়ারী
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৯২/০	৯৩৸৵০	—	—	—	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৯৩/০	৯৩৸০	৯৩।০	৯৩৲	৯২।০	৯১।০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৪৪॥০	১৪৮॥০	—	—	—	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৪৬।০	১৪৮॥০	১৪৮৸৵০	১৪৮॥০	১৪৭৸৵০	১৪৭৵০
গিনির দব—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৬৪।০	৬৪।০	—	—	—	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৬৬৲	৬৬৲	৬৫৸৵০	৬৫৸০	৬৪৸০	৬৪।০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	—				
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	—	১০৩।১০-১০৩৶০				
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	১০০৲				
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—				
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—				
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—				
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫২৸০-৫২৲	৫৪৲-৫৩।০				
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৪৪৲-৪৩৲	৪৪৸৵০-৪৪৶০				
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১২৶০-১১৸৶০	—				
ব্রেইতওয়েইট ...	১৬।০-১৬৶০	—				
জেসপ ...	—	৩১।৵০-৩১৶০				
মার্শালস ...	৮॥৵০-৮।৶০	৮৸০-৮॥০				
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২॥০-১২।৶০	১২॥৶০-১২॥০				
আর্থার বাটলার ...	—	—				
হিন্দুস্থান মোটরস ...	১০৲-৯৸৶০	—				
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	—				
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৮/০-৭৸৶০	৮।০-৮/০				
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৪৸৵০-৪৸/০	৫৲-৪৸/০				
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	১৫৮॥০				
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৯১॥০-৯০॥০	৯২৲-৯১৲				
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	—				
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪।৵০	১৪।৶০				
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫৲	১৫৵০-১৫/০				
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—				
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—				
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—				
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—				
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৬॥৶০	৪৭॥৶০-৪৭৵০				
তালচের ,, ,, ...	১২/০-১২৲	১২৵০-১২৲				
বাণীগঞ্জ ,, ,, ...	৬৫৲	৬৫॥০-৬৫।০				
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৭৭।০	—				
সাউথ করণপুরা ,, ...	৩৮৸৵০-৩৭৸/০	৩৯৸/০-৩৯।/০				
ভুলনবরারি ...	—	—				
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—				
নিউ চুরুলিয়া ...	১৩৸৵০	১৩৸০				
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	—				

বাজার বন্ধ

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটী নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ
মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ম্যা: ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর
দেব বর্ম্মণ

চীফ অফিস :—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।
রেজিষ্টার্ড অফিস :—গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ :
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভানুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মান্নু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।

রেজেষ্টার্ড নং ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ রেজিষ্টার্ড ষ্ট্রীট নং ২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার, জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

—সুদের হার—
কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৮ই ফেব্রুয়ারী	১১ই ফেব্রুয়ারী	১২ই ফেব্রুয়ারী	১৩ই ফেব্রুয়ারী	১৪ই ফেব্রুয়ারী	১৫ই ফেব্রুয়ারী
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮॥০-৮।৵	৭৸৵০	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ
বেনারস ...	—	১২।০				
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১২৸৵০-১[illegible]০	১২।৵০-১২৸০				
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	৭২৸০-[illegible]॥০	৭৩৵০				
কেশোরাম ...	২১৲	২২৲-২১॥৵০				
বঙ্গশ্রী ...	১৪৸৵০	১৪৸৵০-১৪৸০				
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৸৵০	৭॥৵০-৭॥০				
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—	—				
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	—	২৩৲				
টিটাগড় ...	৪৫।০-৪৪৸৵০	৪৫৸৵০-৪৫॥৵০				
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৪৩০৲-৪২৫৲	৪৩৬৲-৪৩৫৲				
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৬১৫৲-৬১২॥০	৬২১৲-৬১২৲				
কামারহাটি " " " ...	৯৪৭৲	৯৬৪৲-৯৬২৲				
নদীয়া " " " ...	১৭১॥০-১৭১৲	১৭২৲-১৬৭॥০				
প্রেসিডেন্সী " " " ...	১৪।৵০-১৪।৵০	১৪॥৵০-১৪॥৵০				
রিলায়েন্স " " " ...	১০৬।০-১০৫॥০	১০৭।০-১০৬৲				
কাঁকনাড়া " " " ...	৭৮৭৲-৭৭৮৲	৭৯৮৲-৭৯৩৲				
হাওড়া " " " ...	১২২।৵০-১২২৵০	১২৩॥০-১২২॥০				
ডালহৌসী " " " ...	৪৩৮৲-৪৩৪৲	৪৪৮৲-৪৪২৲				
বজবজ " " " ...	—	—				
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " " ...	—	৩৭৭৲				
এলায়েন্স " " " ...	—	৮৩২৲-৮৩০৲				
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	—	১৫৸০				
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪৩॥০-৪৩।০	৪৩।৵০				
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩৩।০-৩৩৵০	—				
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—				
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " " ...	—	—				
কল্যাণী " " " ...	—	—				
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	১৩৲-১২৸০	—				
তেজপুর " " " ...	২৯৲	—				
বিশ্বনাথ " " " ...	—	৪৮৲				
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৭॥৵০	১৭৸৵০				
বি আই কর্পোরেশন ...	৮॥৶০-৮।৶০	৮৸০-৮॥০				
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	২০০৲-১৯৮৲	২০০॥৵০-১৯৯॥০				
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৭।৴০-১৭৲	১৭।০-১৭৲				
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২৯২৲-২৮৬৲	২৯০৲-২৮৮৲				
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " " ...	২৪॥০-২৪।৵০	২৪৸৵০				
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	—				
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১০।৶০	১০৸০				

-গ্রাম-
মারকোব্যাঙ্ক

-ফোন-
ক্যাল-৩৭৩৪

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস-১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত্তে সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এম, কে, নন্দী

চেয়ারম্যান
কে, সি, বোস

KUNDU PUB SOC. OF INDIA 109

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—
(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)
হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

CALCUTTA CITY BANK LIMITED

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, আরামবাগ, চাঁপাডাঙ্গা, মিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, দীঘিরপাড়, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, নাথনগর, দ্বারভাঙ্গা, রায়পুর, পাটনা, পাটনা সিটি, ভিজিয়ানাগ্রাম বোলাঙ্গীর, কাটাবঞ্জী (পাটনা ষ্টেট), নাগপুর, সম্বলপুর।

- কোকোলা
- কল্যানী
- ত্রিগুণ
- জুয়েল আমলা কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল	২নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)	বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

বাজারের সাথে যোগাযোগ, বিভিন্ন ধরণের কাজ

১। স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
২। ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
৩। হুণ্ডী ও বিল ডিস-কাউণ্ট করা হয়।

আমাদের মধ্যস্থতায় বাজারের সংস্পর্শে আসুন

ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৮, লায়ন্স রেঞ্জ কলিকাতা

দি

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

৩১-১২-৪৫ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মুলধন (অগ্রিম জমা সহ), ও সংরক্ষিত তহবিল	৩২,৪০,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	২,২০,০০,০০০৲
আমানত	৩,৩৯,৭৭,০০০৲
কার্য্যকরী তহবিল	৩,৯১,২৩,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন

লিলি বার্লি

আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 25th February, 1946. সোমবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৫২ [৪১শ সংখ্যা

বিক্রয়করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

বাঙ্গলায় নূতন করিয়া বিক্রয়কর বৃদ্ধি করাতে লোকের বিক্ষোভ তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। এই করের প্রতিবাদে এক সপ্তাহের অধিক কাল যাবৎ কলিকাতা ও সহরতলীর অধিকাংশ দোকান (আনুমানিক ৫০ হাজার) হরতাল চালাইতেছে। দোকানপাট বন্ধ থাকার জন্য কলিকাতা মহানগরীতে লোকের জীবনযাত্রা অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে। মফঃস্বলেও ক্রমে ক্রমে এই ধর্ম্মঘট প্রসারলাভ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বিক্রয়কর হ্রাস কিংবা উহা একেবারে রহিত না করা পর্য্যন্ত এই হরতাল বন্ধ হইবার আশা কম। এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য বাঙ্গলা সরকার গত বুধবার বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদিগকে এক সম্মেলনে আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রকাশ, ঐ সম্মেলনে গবর্ণরের এডভাইসর বা উপদেষ্টা মিঃ সি ডব্লিউ গার্ণার জানান যে, টাকায় তিন পয়সা হারে বিক্রয়কর আদায়ের যে নিয়ম পূর্ব্বে বলবৎ ছিল গবর্ণমেণ্ট তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে রাজী আছেন। কিন্তু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা তাহা না মানিয়া বিক্রয়কর আইনটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার দাবী জানান। উহাতে শেষ পর্য্যন্ত কোন আপোষ-মীমাংসা সম্ভবপর হয় নাই। মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীরা হরতাল চালাইয়া যাওয়ার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কলিকাতার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এক সপ্তাহেরও বেশী কাল যাবৎ যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়া অপূর্ব্ব দৃঢ়তার সহিত যেভাবে হরতাল চালাইতেছেন তাহাতে বিক্রয়করের বিরুদ্ধে তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক ক্ষোভ ও বেদনা ভালভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই করটি যে কিরূপ অসঙ্গত এবং সাধারণের উপর উহার জুলুম যে কিরূপ মারাত্মক, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি ৫০টি ব্যবসায়ী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে বিক্রয়করের বিরুদ্ধে বাঙ্গলা সরকারের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে তাহাতে উহার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখানো হইয়াছে। তাহার মধ্যে কয়েকটি এইরূপ :—(১) প্রথমে বিক্রয়কর বসাইবার সময় বাঙ্গলা সরকার বিশেষ প্রয়োজনে কেবল সাময়িকভাবে এই কর বসানো হইবে বলিয়া

সাময়িক প্রসঙ্গ

জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ৪॥ বৎসর গত হইবার পরও এই কর তুলিয়া লওয়া হইতেছে না। বরং গত জুন মাসে একবার টাকায় দুই পয়সা হইতে তিন পয়সা পর্য্যন্ত কর বাড়াইয়া সম্প্রতি আবার নূতন করিয়া উহা টাকায় চারি পয়সা হারে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। (২) বিক্রয়করের জন্য ক্রেতা সাধারণ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। দুর্ভিক্ষের সময় হইতে যে ভাবে লোকের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পাইতেছে তাহাতে বিক্রয়কর দ্বারা তাহাদিগকে ক্রমাগত শোষণ করার ব্যবস্থা খুবই অনুচিত। (৩) বাজারে জিনিষপত্রের দর ক্রমেই নামিয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় চড়া হারে বিক্রয়কর বলবৎ থাকিলে ব্যবসায়ীদিগকে লোকসান দিয়া মাল বেচিতে হইবে। (৪) বিক্রয়করের জন্য নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ হইতে মাল আমদানী করিয়া এ প্রদেশে তাহা বিক্রয় করা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লাভের সুযোগ নাই বলিয়া নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ হইতে মালপত্র আমদানীর অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতা ও বাঙ্গলার অন্যান্য কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন প্রদেশের যে সব ব্যবসায়ী মালপত্র খরিদ করিত, বিক্রয়করের জন্য পড়তা খরচ বেশী পড়ে বলিয়া তাহারা এ প্রদেশের সহিত এই শ্রেণীর ব্যবসা বন্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। (৫) বাঙ্গলায় যেভাবে বিক্রয়কর বসিয়াছে তাহাতে ম্যানুফ্যাচার্ড গুড্‌স্ ও সার্ভিস সম্পর্কে কোন তারতম্য করা হইতেছে না। ছাপাখানায় যে বই বা পত্রিকা ছাপা হইতেছে, তাহা ম্যানুফ্যাক্‌চার্ড গুড্‌সের সামিল না হইলেও সেই আয়ের উপর প্রেস মালিকদের নিকট হইতে বিক্রয়কর আদায় করা হইতেছে। (৬) প্রথম বিক্রয়কর

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০১৭-২৪
যানবাহন সচিবের ভাষণ	১০২৫-২৭
কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা (১২) চাউল ও ডাল	১০২৮-২৯
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১০৩০-৩২
খেয়ালীর খাতা	১০৩৩-৩৪
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১০৩৫-৩৯
কোম্পানী প্রসঙ্গ	১০৪০-৪১
বাজারের হালচাল	১০৪২-৪৬

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা।
ফোন : পি কে—২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বসাইবার সময় গবর্ণমেণ্ট এই বাবদ আয় জাতি-গঠনমূলক কাজে ব্যয়িত হইবে বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। সেই কথা তাঁহারা একেবারেই রক্ষা করেন নাই, ভবিষ্যতেও যে রক্ষা করিবেন সে আশা দেখা যাইতেছে না।

বিক্রয়করের বিরুদ্ধে এই সব যুক্তি খুবই ন্যায্য। এই করের জন্য জনসাধারণের যে ক্ষতি হইতেছে এবং দোকান ধর্ম্মঘটের জন্য লোকের জীবনযাত্রা যেভাবে অচল হইতে বসিয়াছে তাহার কথা ভাবিয়া অবিলম্বে এই কর একেবারে তুলিয়া দেওয়ার কথা বর্ত্তমানে সরকারের ভাবা উচিত।

ভারত সরকারের আগামী বাজেট

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের চলতি বৎসরের বাজেটে রাজস্বের হিসাবে ৫৭৪ কোটী টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইলেও যুদ্ধসমাপ্তি হেতু প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যয়ের পরিমাণ অনেক কম হইবে। আরও প্রকাশ যে, আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৪৪-৪৫ সালের তুলনায় অর্দ্ধেক পরিমাণে নির্দ্ধারিত হইবে। ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেটে মোট ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল ৪১৪ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা। কিন্তু পরে এই হিসাব সংশোধিত করিয়া বলা হয় যে, ঐ বৎসরে ৫৭৩ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এই বৎসরে চূড়ান্ত হিসাবে মোট কত ব্যয় হইয়াছে তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক, উহা যদি ৬ শত কোটী টাকাও হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার অর্দ্ধেক হিসাবে আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালের জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে ৩০০ কোটী টাকা।

ভারত সরকারের ব্যয় যদি এইভাবে অর্দ্ধেকে পরিণত করা হয় তাহা হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর উপর ধার্য্য ট্যাক্সের পরিমাণও কমিবে কিনা তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। এই বিষয়ে অনেকের ধারণা যে, আগামী বৎসরে ট্যাক্সের পরিমাণ কমান হইবে না। উহার প্রথম কারণ এই যে, রেল বিভাগ হইতে আগামী বৎসরে ভারত সরকারের আয় ২৫ কোটী টাকার মত কমিয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের উন্নতিমূলক কাজের জন্য আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্ট ৫০ কোটী টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিবেন। তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষে যে দুর্ভিক্ষ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে বহু কোটী টাকা ব্যয় করিতে হইবে। যাহা হউক, উহা সত্ত্বেও কেহ কেহ আশা করিতেছেন যে, ডাক ও তার বিভাগের মাশুলের দফায় এবং আয়করের ব্যাপারে আগামী বৎসরের বাজেটে জনসাধারণকে ট্যাক্সভার হইতে কিছুটা রেহাই দেওয়া হইবে।

আগামী বৃহস্পতিবারে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের বাজেট উপস্থিত করা হইলে এই সব জল্পনা-কল্পনা কতদূর সত্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

মফঃস্বলে চাউলের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি

ভারতের খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে বড়লাটের ঘোষণা প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার মফঃস্বল অঞ্চলগুলিতে চাউলের দর দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অনেক অঞ্চল হইতে চাউল ইতিমধ্যেই উধাও হইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট রেশন হ্রাস করিতেছেন, নূতন নূতন এলাকায় রেশন প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং বড় বড় উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ঘোষণার ফলে মফঃস্বলে এখনই যে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হইল সে সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারেই নীরব। গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ বাঙ্গলায় চাউলের বিশেষ অভাব নাই। এ অবস্থায় চাউলের দর নানা স্থানে ১৮৲ হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত অকস্মাৎ বৃদ্ধি পাইবার হেতু কি? পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, গতবারের ন্যায় এবারও চোরাকারবারীরা মানুষের জীবনের বিনিময়ে দাঁও মারিবার চেষ্টায় আছে। অথচ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অতীতের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নীরব ও নিষ্ক্রিয় রহিয়াছেন। জনসাধারণ ও জননেতাদের সহযোগিতা আহ্বান করিয়া এবং স্থানীয় কর্ম্মচারীদের উপর কড়া হুকুম জারী করিয়া চোরাবাজার ও মজুতদারী বন্ধ করার জন্য গবর্ণমেণ্টের এখনই সচেষ্ট হওয়া উচিত। অবস্থা যখন আয়ত্তের বাহিরে যাইবে তখন চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হইবে না। কয়েকটী অঞ্চলে রেশন চালু করিয়াই সমস্যার সমাধান করা যাইবে, এমন ধারণা যদি গবর্ণমেণ্টের হইয়া থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ভুল করিয়াছেন। মফঃস্বলের জনসাধারণের সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের হৃদয়হীন ঔদাসীন্য আমরা গত দুর্ভিক্ষের সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবারও কি তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে? এখনও পর্য্যন্ত মফঃস্বল সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের কোন পরিকল্পনা নাই, ইহা পরিষ্কারই দেখা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে অবিলম্বে একটী সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অবলম্বন করেন সেজন্য কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টের উপর অবিলম্বেই বিশেষভাবে চাপ দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় বিমান ব্যবসায়ে বিদেশীয় প্রাধান্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি বিমান চলাচলের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কি ভাবে সাহায্য করিতেছেন, তাহা জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, দিল্লী হইতে কলিকাতা, করাচী, পেশোয়ার ও মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যে ৪টী বিমানপথ হইয়াছে তাহার ভার দেওয়া হইয়াছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর উপর। এই ৪টী লাইনের জন্য ভারত সরকার ন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজকে মাসে ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৫০ টাকা করিয়া দিবেন। এতদ্ব্যতীত দিল্লী হইতে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত যে লাইন খোলা হইয়াছে তাহার ভারও উক্ত ন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজের উপর পড়িয়াছে—যদিও এজন্য ভারত সরকার উক্ত কোম্পানীকে কত টাকা দিবেন তাহা প্রকাশ পায় নাই। এই সব লাইন ছাড়া বোম্বাই হইতে দিল্লী ও কলিকাতা পর্য্যন্ত দুইটী লাইনের ভার দেওয়া হইয়াছে টাটা বিমান কোম্পানীর উপর এবং এজন্য ভারত সরকার টাটা বিমান কোম্পানীকে মাসে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা করিয়া দিবেন। উহা ছাড়া টাটা বিমান কোম্পানীকে করাচী হইতে কলম্বো পর্য্যন্ত একটী লাইনের ভার দেওয়া হইয়াছে। এজন্য টাটা বিমান কোম্পানী বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকা করিয়া পাইবেন। তবে, উহার মধ্যে সিংহল গবর্ণমেণ্ট ৪॥০ লক্ষ টাকা দিবেন। উপরোক্ত লাইনগুলির মধ্যে বোম্বাই হইতে কলিকাতা এবং দিল্লী হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত দুইটী লাইন ছাড়া আর সকল লাইনেই বর্ত্তমানে যাত্রী ও ডাক লইয়া নিয়মিতভাবে বিমান চলাচল করিতেছে।

ভারতে অদূর ভবিষ্যতে আরও বহু বিমান লাইন স্থাপিত হইবে। কিন্তু প্রথম অবস্থাতেই ভারত সরকার এই ব্যাপারে একমাত্র ভারতীয় কোম্পানীকে প্রাধান্য না দিয়া বিদেশীর পরিচালিত ন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজকে যে ভাবে সুবিধা-সুযোগ প্রদান করিতেছেন তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, অন্যান্য বিমান লাইনেও বিদেশী বিমান কোম্পানী কায়েম হইয়া বসিয়া ভারতবাসীকে শোষণের পথ প্রশস্ত করিবে।

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, ইটালী মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।
স্থাপিত :- ১৯২৬
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস, আর, দাশ

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

ব্যাঙ্ক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের নীতি

বৃটেনে নূতন শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জনসাধারণের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য তাঁহারা নানা ক্ষেত্রে ন্যাশনেলাইজেশন বা জাতীয়করণ নীতি প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হইয়াছেন। বৃটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের শেয়ার কিনিয়া লইয়া ইতিমধ্যেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উহাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছেন। বৃটেনের কয়লার খনিগুলিকে জাতীয়করণের জন্য সম্প্রতি শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পার্লামেণ্টে এক বিল উত্থাপন করা হইয়াছে। কেবল ইংলণ্ড নহে যুদ্ধের পরে ফ্রান্সে বামপন্থীদের প্রভাবান্বিত নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার পর সেখানেও জাতীয়করণের তোড়জোড় চলিয়াছে। এই দিক দিয়া তাঁহারা বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টকেও আজ ছাড়াইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। নূতন ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট কেবল ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককেই ন্যাশনেলাইজ করেন নাই, ঐ দেশের চারিটি প্রধান যৌথ ব্যাঙ্কের সমস্ত শেয়ার কিনিয়া লইয়া তাহাদিগকেও সরকারী কর্ত্তৃত্বে পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিল্পক্ষেত্রে প্রথমতঃ বিদ্যুৎ ও গ্যাস কোম্পানীদের লইয়া তাঁহাদের জাতীয়করণের কার্য্যনীতি সুরু হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে একটি জাতীয় বোর্ড গঠন করিয়া ও তাহার মারফতে ২ হাজার ৪০০টি ফার্ম্মকে একত্র গ্রথিত করিয়া ভবিষ্যতে ফ্রান্সে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদনের কাজ নির্ব্বাহ করার ব্যবস্থা হইবে।

বৃটেন ও ফ্রান্স এই দুইটি প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশে ব্যাপকভাবে জাতীয়করণ নীতি অনুসৃত হইতে দেখিয়া ভারতেও অনেকে এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত দায়িত্বের ভিত্তিতে এদেশে শিল্প-ব্যবসায়ের কাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ফলে, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা দেশের সমষ্টিগত স্বার্থসাধনের চেয়ে মুষ্টিমেয়ের লাভের সুবিধাটাই এইসব ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের ও দশের কল্যাণ দেখিতে হইলে ন্যাশনেলাইজেশন নীতিতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া ভারতেও প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক এবং শিল্প কোম্পানীকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার আবশ্যকতা আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে বর্ত্তমানে একটা বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে। জাতীয়করণ নীতি অনুসরণ করিতে হইলে প্রথমে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। ভারতে সেই জাতীয় সরকারই আজও স্থাপিত হয় নাই। বর্ত্তমানে যে আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট এদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে তাঁহার সহিত দেশের জনসাধারণের কোন যোগ নাই। দেশের লোকের স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারণের বদলে তাঁহারা নানাভাবে উহা পদদলিত করিয়া চলিতেই অভ্যস্ত। এই অবস্থায় ন্যাশনেলাইজেশনের নীতি এদেশে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইলে জাতীয় কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের পথই প্রশস্ত হইবে। সে কথা ভাবিয়া ভারতে প্রকৃত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ব্যাঙ্ক ও শিল্প কোম্পানী জাতীয়করণের কোন প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারি না।

ভারতে ক্রাইসলার গাড়ী প্রস্তুতের ব্যবস্থা

ভারতে "মরিস টেন" মার্কা মোটর গাড়ী প্রস্তুতের জন্য বিডলা-ন্যুফিল্ড চুক্তির পর সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভারতে সর্ব্বপ্রকার ক্রাইসলার গাড়ী প্রস্তুতের জন্য আমেরিকান ক্রাইসলার কর্পোরেশনের সহিত প্রিমিয়ার অটোমোবিল লিমিটেড নামক একটী ভারতীয় কোম্পানীর চুক্তি হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তি বিডলা-ন্যুফিল্ড চুক্তি অপেক্ষা অনেক দূরপ্রসারী, কারণ প্রথমোক্ত চুক্তি অনুযায়ী মাত্র এক ধরণের গাড়ী প্রস্তুত হইবে, কিন্তু দ্বিতীয় চুক্তি অনুযায়ী ক্রাইসলার মার্কা সর্ব্বপ্রকার গাড়ী প্রস্তুত করা যাইবে। শিল্পক্ষেত্রে ইঙ্গ-ভারতীয় ও মার্কিন-ভারতীয় সহযোগিতা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, ইহা এই সকল চুক্তি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। দুঃখের বিষয়, এই সকল চুক্তি কি পরিমাণে ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল বা প্রতিকূল হইবে তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। কি ভাবে এবং কি সর্ত্তে এই সকল চুক্তি সম্পাদিত হইতেছে, ইহা জানিবার অধিকার ভারতের জনসাধারণের নিশ্চয়ই আছে। আমরা আশা করি, ভারতীয় শিল্পপতিগণ জনমত উপেক্ষা করিয়া নিজেদের স্বার্থের খাতিরে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বিকাইয়া দিবেন না এবং এই সকল চুক্তির সর্ত্তাবলী প্রকাশ করিয়া আমাদের সন্দেহ ও আশঙ্কার নিরসন করিবেন।

মিশরের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং

যুদ্ধের সময়ে ভারতের মত মিশরেরও বৃটেনের নিকট উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা দাঁড়াইয়াছে। তবে ভারতের পাওনার অঙ্ক যেরূপ বিপুল মিশরের পাওনার পরিমাণ তত বিপুল নহে। বৃটেনের নিকট ভারতের অনাদায়ী পাওনা জমিয়াছে ১২৫ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড, সেস্থলে বৃটেনের নিকট মিশরের উদ্বৃত্ত পাওনা দাঁড়াইয়াছে ৪০ কোটি পাউণ্ড। উভয় দেশের পাওনা পরিশোধ সম্পর্কেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অহেতুক টালবাহানার ভাব দেখাইতেছেন। কিন্তু ভারতকে ধাপ্পা দেওয়া যেরূপ সহজ মিশরকে ধাপ্পা দেওয়া তত সহজ নহে। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ার সঙ্গে উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং আদায় করা সম্পর্কে মিশর গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে যত্নপর হইয়াছেন। অবিলম্বে তাঁহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত এবিষয়ে একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই মিশর গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব মিঃ মক্রম ইবিদ পাশা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে আলাপ-আলোচনার জন্য একটা তারিখ স্থির করিতে বলিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, মিশরের কৃষক শ্রেণীর বিপুল ক্ষতি ও স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়াই বৃটেনের নিকট তাঁহাদের ঐ পাওনা গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই সাকুল্য পাওনা দাবী করা ও বৃটেনের নিকট হইতে তাহা যথারীতি আদায়ের চেষ্টা করা মিশর গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

মিশর তাহার সাকুল্য পাওনা আদায় করিতে পারিবে কিনা জানি না। তবে জনসাধারণের বিহিত স্বার্থের কথা ভাবিয়া মিশর গবর্ণমেণ্ট যেভাবে সে বিষয়ে তৎপর হইয়াছেন, তাহা খুবই প্রশংসনীয়। এদিক দিয়া মিশর গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের কি পার্থক্যই না দেখা যাইতেছে। মিশর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ৪০ কোটি পাউণ্ড পাওনা অচিরে সাকুল্য আদায় করিয়া লইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। আর ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের একান্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও এদেশের ১২৫ কোটি পাউণ্ড পাওনা বৃটেনের নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া সম্পর্কে কোন কার্য্যকরী গরজ দেখাইতেছেন না। বৃটেনে সরকারী ও বেসরকারী মহলের অনেক দায়িত্বশীল লোক নানা অবান্তর অজুহাত দেখাইয়া ভারতের পাওনা বাতিল করিয়া দেওয়ার কথা বলিতেছেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হওয়ার লক্ষণ দেখাইতেছেন না। কবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সদয় হইয়া উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পরিশোধ সম্পর্কে বোঝাপড়া করিতে চাহিবেন এবং কবে তাঁহাদিগকে ডাক দিবেন উঁহারা সে আশায়ই দিন গণিতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের যে ধামাধরা বৃত্তি ও জোহুকুমবৃত্তির নমুনা আমরা দেখিতেছি তাহাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের পাওনার অনেকটা বাতিল করিয়া দিলেও তাঁহারা বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করিবেন বলিয়া মনে হয় না। ভারতে পূরাপূরি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না

গ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা ফোন : ক্যাল ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
(স্থাপিত—১৯২৬)
হেড অফিস ঃ—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন ও
রিজার্ভ ফাণ্ড—১১,৭৫,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন—১,৩৫,০০,০০০৲ " "

—শাখাসমূহ—
খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালনা, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), নাটোর, নওগাঁ, রাজসাহী, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

শাখা—ভবানীপুর, মগরা
জগদ্দল।

হেড অফিস
৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা

হওয়া পর্য্যন্ত উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং আদায় সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় দাবী বৃটিশ দরবারে ভালভাবে উপস্থাপিত হওয়ার আশা নাই।

খাদ্যসঙ্কট সমাধানে সরকারী ব্যবস্থা

খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার সহিত আলাপ আলোচনার পর বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এক বেতার বক্তৃতা দিয়াছেন। গান্ধীজী ও মিঃ জিন্না উভয়েই খাদ্যসঙ্কট সমাধানের জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত যথাসাধ্য সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন এবং মহাত্মাজী খাদ্যসঙ্কট সমাধানের উপায় সম্পর্কে তাঁহার মতামত পরিষ্কারভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন। বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় জনসাধারণকে গান্ধীজী ও মিঃ জিন্নার নেতৃত্ব অনুসরণের উপদেশ দিয়াছেন এবং সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন, কিন্তু ভুলক্রমেও তিনি একবার গান্ধীজীর প্রস্তাবের উল্লেখ করেন নাই। শাসন পরিষদের পরিবর্ত্তন করা হইবে অথবা খাদ্যসঙ্কটের সম্পর্কে জনমত মানিয়া লওয়া হইবে কি না ইহার ইঙ্গিতমাত্রও তিনি দেন নাই। পরন্তু স্বৈরাচারী শাসকের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি সরাসরি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের সর্ব্বত্র খাদ্য রেশনের পরিমাণ হ্রাস করিয়া এক পাউণ্ডের স্থলে ১২ আউন্স করা হইবে। তবে যাহারা কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করে সেই শ্রমিকদের জন্য আরও চার আউন্স অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হইবে। নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের কোনরূপ মতামত না লইয়া বড়লাট নিজ দায়িত্বে এই ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রয়োজন হইলে রেশন হ্রাস করিতে হইবে না এমন কথা আমরা বলি না, কিন্তু রেশন হ্রাসের দ্বারা সমস্যার সমাধান হইবে কি না তাহাই বিবেচ্য বিষয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলই রেশন এলাকার বাহিরে। কাজেই রেশন হ্রাসের ফলে রেশন এলাকাগুলির অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণ অর্দ্ধাশনে থাকিয়া অপুষ্টিজনিত রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবে এবং কর্ম্মশক্তি হ্রাস পাওয়ার দরুণ একদিকে তাহারা নিদারুণ অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন হইবে ও আর একদিকে কলকারখানার উৎপাদন হ্রাস পাইবার ফলে পণ্য-সঙ্কটেরও সৃষ্টি হইবে। কিন্তু রেশন এলাকাগুলিতে রেশন হ্রাসের ফলে রেশন এলাকার বহির্ভূত অঞ্চলগুলির কোন সুবিধাই হইবে না। খাদ্যসঙ্কটের কথা ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল এলাকার ধান-চাউল অন্তর্হিত হইতে সুরু হইয়াছে এবং ধান-চাউলের দর সাঙ্ঘাতিকভাবে চড়িয়া যাইতেছে। কাজেই রেশন এলাকার জন্য এই সকল স্থান হইতে ধান-চাউল আমদানী বন্ধ বা হ্রাস করার ফলে ধান-চাউলের অভাব হইবে না বা দর বৃদ্ধি পাইবে না এই ধারণা এখনই ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। অথচ রেশন এলাকা বহির্ভূত অঞ্চলগুলির সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নীতি কি হইবে তাহার কোন উল্লেখ বড়লাট তাঁহার ঘোষণায় করেন নাই। এতদ্ব্যতীত ঘাটতির পরিমাণ কত তাহা গবর্ণমেণ্ট নিজেও সঠিকভাবে জানেন না। বড়লাট তাঁহার ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, মোট ঘাটতির পরিমাণ ৩০ লক্ষ টন। আবার সম্পাদক সম্মেলনে স্যার আকবর হায়দরী বলিয়াছেন যে, মোট ঘাটতির পরিমাণ ৭০ লক্ষ টন। কাহার কথা সত্য? এইরূপ হাস্যকর ও পরস্পরবিরোধী তথ্য-তালিকা লইয়া যে গবর্ণমেণ্ট চালিত হয় সে গবর্ণমেণ্টের খাদ্যসঙ্কটের সমাধানের যোগ্যতা কতখানি তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। দেশের নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা বড়লাট কামনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অপদার্থ শাসন পরিষদ ও আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরতা তাঁহার অটুট রহিয়াছে। তিনি ও তাঁহার পারিষদবা হুকুম জারী করিবেন এবং নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ তাহা নির্ব্বিকারচিত্তে মানিয়া লইবে লর্ড ওয়াভেল কি ইহাই আশা করেন? গান্ধীজী আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং বড়লাট ও তাঁহার গবর্ণমেণ্ট আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণকে তাঁহার হুকুম তামিল করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। খাদ্যসঙ্কটে উদ্বিগ্ন গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, খাদ্যের ব্যাপার ছাড়া "অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে আমরা বিদেশী গবর্ণমেণ্টের সহিত সংগ্রাম করিব। তবে যদি তাঁহারা এ বিষয়েও উদাসীন হন এবং যুক্তিপূর্ণ জনমত উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে এক্ষেত্রেও আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।" গবর্ণমেণ্টের মনোভাব বুঝিয়াই গান্ধীজী এই কথা বলিয়াছেন। গান্ধীজীর জীবনে ইহা নূতন নহে। জনসাধারণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বার বার তিনি তাঁহার সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন এবং বার বার আঘাত হানিয়া মূঢ় শাসকবর্গ সেই হস্ত ফিরাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ফল শুভ হয় নাই। সমগ্র লাঞ্ছনা ও দমননীতি অতিক্রম করিয়া জনসাধারণই শক্তিশালী হইয়াছে, কংগ্রেস শক্তিশালী হইয়াছে। আজ চরম সঙ্কটের মুহূর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের চিরাচরিত নীতির পুনরাবৃত্তি করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের দুঃখদুর্গতির অবধি থাকিবে না সন্দেহ নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্টও যে অবস্থার সম্মুখীন হইবেন তাহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা আশা করি লর্ড ওয়াভেল অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করিবেন না।

বাঙ্গলায় খাদ্য রেশন হ্রাসের সিদ্ধান্ত

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রাইটার্স বিল্ডিংএ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাঙ্গলা সরকারের সামরিক সরবরাহ বিভাগের পরামর্শদাতা মিঃ এ, ডেক উইলিয়ামস ও খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এ, সি, হার্টলি বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই, এই আশ্বাস দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলার নিজস্ব খাদ্য-শস্য বাহিরে রপ্তানী করা হইবে না। এই আশ্বাসে সকলেই আশ্বস্ত ও সুখী হইবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা কলিকাতা ও অন্যান্য রেশন এলাকায় খাদ্য হ্রাসের যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উদ্বেগের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ত্তমানে বয়স্কদের সপ্তাহে মাথা পিছু চাউল ও আটা প্রভৃতি সমেত যে চার সের করিয়া খাদ্য রেশন দেওয়া হয় তাহা হ্রাস করিয়া দৈনিক মাথা পিছু ১২ আউন্স হিসাবে সপ্তাহে মোট ২ সের ১০ ছটাক খাদ্য রেশন দেওয়া হইবে। কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে হ্রাসের পরিমাণ কিছু কম হইবে। তাহাদের দৈনিক ১৬ আউন্স হিসাবে সপ্তাহে সাড়ে তিন সের খাদ্য রেশন দেওয়া হইবে। বাঙ্গলা সরকার অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় রেশনের পরিমাণ অনেক কম কমাইয়াছেন একথা বলিয়া মিঃ উইলিয়াম্ ও মিঃ হার্টলি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা বাঙ্গলার রেশন এলাকার জনসাধারণের উদ্বেগ হ্রাস করা যাইবে না। বাঙ্গলায় যদি দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাঁহারা মনে করেন, তাহা হইলে রেশন এলাকাগুলিতে খাদ্য রেশন হ্রাস করিবার পক্ষে যুক্তি দেখানো যায় না। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য মজুত খাদ্য শস্য যাহাতে পচিয়া নষ্ট না হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করা। গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। লোকের ঝুলি ধরিয়া টান দিয়া খাদ্য সঞ্চয়ের দিকেই তাঁহারা মন দিয়াছেন। খাদ্য রেশন হ্রাসে বাঙ্গলা সরকার উদারতার পরিচয় দিয়াছেন শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ৪ সের স্থলে ২ সের

সাবান প্রস্তুতের
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
ফোন ঃ—
বড়বাজার ঃ—১৩৯৭ অফিস
" ঃ—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কলিঃ
হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট
ফোন—বি, বি, ৯৮৭
অনুমোদিত মূলধন ... ... ২৫,০০,০০০৲
বিক্রয়ার্থ মূলধন ... ... ১৫,০০,০০০৲
বিক্রীত মূলধন ... ... ৭,৭৩,২৭৭৲
অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পাটনা, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

১০ ছটাক খাদ্য রেশনের ব্যবস্থা করিলে যে কতটা খাদ্য কমে তাহা অনুভব করিবার মত ক্ষুধা বোধ হয় আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের কখনই হয় না। বড় দুঃখে কবির কথাই মনে পড়িয়া যায়—"চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে, কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

সঠিক কোন্ তারিখ হইতে খাদ্য রেশন হ্রাসের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা মিঃ উইলিয়ামস বলিতে পারেন নাই। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত বাতিল করিবেন। বড় বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ প্রভৃতি বিলাসব্যসনপূর্ণ ভোজনালয়গুলিতে খাদ্যের পরিমাণ কঠোরভাবে হ্রাস করা হউক। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান, বিবাহ প্রভৃতির জন্য ন্যূনতম পরিমাণ খাদ্যের কোটা দেওয়া উচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের জন্য নহে, ধর্ম্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠান পালনের জন্য ন্যূনতম যে পরিমাণ আবশ্যক তাহাই দিবার জন্য আমরা বলিতেছি।

গবর্ণমেণ্ট আরও ১০টি সহরে রেশন প্রবর্ত্তন করিয়া মোট ৫৫ লক্ষ লোককে রেশনের আমলে আনিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। খাদ্যসঙ্কটকালে রেশন ব্যবস্থা চালু হওয়া বিধেয়, কিন্তু বাঙ্গলার সমস্ত সহর ও ঘাটতি এলাকাগুলিতে রেশন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হইলে এই ধরণের ব্যবস্থা খুব কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এখন হইতে বাঙ্গলাকে নিজস্ব খাদ্যের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট বাড়্তি চাউল প্রভৃতি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু বিগত মন্বন্তরের সময় সরকারী খাদ্যশস্য সংগ্রহনীতি কিরূপ ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং তাহার ফলে কিরূপ কেলেঙ্কারী হইয়াছিল, তাহা কাহারও অজানা নাই। জনসাধারণ ও জননেতাদের সহযোগিতা ব্যতীত খাদ্যশস্য সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য, ইহা আমরা পূর্ব্বাহ্নেই গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিতেছি।

ভারতে প্রসাধন দ্রব্যের আমদানী

রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে সরবরাহ বিভাগের যুগ্ম সম্পাদক মিঃ ইয়েটস্ জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৫ সালে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার প্রসাধন দ্রব্য ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং ১৯৪৬ সালে অনুমান ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার প্রসাধন দ্রব্য আমদানী হইবে। মিঃ ইয়েটস্ ইহাও বলিয়াছেন, ভারতে প্রসাধন দ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য-তালিকা পাওয়া যায় না।

প্রসাধন দ্রব্য সকল দেশেই ব্যবহৃত হয় এবং সভ্য ও সম্পদশালী দেশগুলিতে ইহার ব্যবহার সমধিক প্রচলিত। ভারতবর্ষের ন্যায় পরাধীন ও দরিদ্র দেশের পক্ষে প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহারের বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া যায় কি-না এমন তর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা এই প্রশ্নের কোন সমাধান হইবে না। বর্জ্জন অপেক্ষা স্বদেশে উৎপাদনের দ্বারাই প্রকৃত সমস্যার সমাধান সম্ভব। ইহা নিতান্ত বিলাসব্যসনবিরোধী সাধু প্রকৃতির লোক ছাড়া আর সকলেই স্বীকার করিবেন। ভারতবর্ষে সাবান, সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি কিছু কিছু প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল জিনিষের কোন বৃহৎ শিল্প গড়িয়া না উঠায় গবর্ণমেণ্ট ইহার কোন তথ্য-তালিকা সংগ্রহের আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করেন না।

এদিকে বৎসরের পর বৎসর প্রসাধন দ্রব্যের আমদানী বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিদেশী সৈন্যরা থাকার দরুণ এই আমদানী বাড়িয়াছে, এ কথা বলা চলে না; কারণ তাহা হইলে ১৯৪৬ সালে যখন বিদেশী সৈন্য প্রায় থাকিবে না তখন আমদানী বৃদ্ধি পাইত না। আমদানীর তথ্যতালিকা ইহাই প্রমাণ করে যে, আমাদের দেশে প্রসাধন শিল্পের একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে। আমরা শিল্পপতি ও শিল্পানুরাগীদের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

ভারত সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের সদস্য স্যার আর্দ্দেশীর দালাল তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। পরিকল্পনাটী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনায় আগামী পাঁচ বৎসরে দিল্লী প্রদেশের উন্নতির জন্য ৫ কোটি, রেলওয়ে বিস্তারের জন্য (আগামী ৭ বৎসরে) ৩১৯ কোটি, বে-সামরিক বিমান চলাচলের উন্নতির জন্য ৬ কোটি, নূতন রাস্তা তৈয়ারীর জন্য (আগামী ১০ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে) ৭০ কোটি, ডাক ও তার বিভাগের সম্প্রসারণের জন্য ১২ কোটি এবং প্রচার ও বেতার বিভাগের জন্য ৭০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কৃষি ও পশুপালন শিক্ষার কলেজ, বনবিদ্যা শিক্ষার কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষার পরিকল্পনাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

প্রাদেশিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ৯ শত কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাঙ্গলা দেশের জন্য ১৬০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

স্যার আর্দ্দেশীর দালালের পদত্যাগের পর তাঁহার পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করায় বুঝা যাইতেছে যে, এই পরিকল্পনা গ্রহণে গবর্ণমেণ্টের আপত্তি নাই। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন সংস্কারের দ্বারা শাসন পরিষদে রাজনৈতিকদলের প্রতিনিধিদের লইবার ব্যবস্থা হইতেছে। কংগ্রেস যদি শাসন পরিষদে যোগদান করেন তাহা হইলে

মোহিনী মিলস লিমিটেড

কুষ্টিয়াবাজার, নদীয়া।

বিজ্ঞাপন

৩নং মোহিনী মিলের শেয়ার ক্রয় করিবার নিমিত্ত আমাদের শেয়ার হোল্ডারগণ ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে বহু আবেদন আসায় আমরা জানাইতেছি যে, বর্ত্তমানে ঐরূপ মিল প্রতিষ্ঠার কোন প্রকার পরিকল্পনা বা ইচ্ছা আমাদের নাই। কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ১নং এবং বেলঘরিয়ার ২নং ব্যতীত মোহিনী মিলের নিজস্ব অন্য কোনও শাখা মিল নাই। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের পুরাতন যন্ত্রাদি পরিবর্ত্তিত এবং বেলঘরিয়ার ২নং মিলের তাঁত এবং টাকুর সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিয়া বর্ত্তমান যুগোপযোগী রং ও ধোলাই করিবার এবং বাংলার বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি উৎপাদনের নিমিত্ত আধুনিক যন্ত্রাদির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কারণ বশতঃ মোহিনীর মূলধন বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং স্থায়ী শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে শেয়ার বিতরিত হইবে।

ডিরেক্টরগণ এবং ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং কুষ্টিয়া ও বেলঘরিয়ার যথাক্রমে ১নং ও ২নং মিলদ্বয় ব্যতীত অন্য কোন প্রচলিত মিলের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট নহেন।

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্।

স্যার আর্দ্দেশীর দালালের প্রাক্তন পদ. ফিরিয়া পাওয়া আশ্চর্য্য নয়। কংগ্রেস তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির সহায়তা কামনা করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। স্যার আর্দ্দেশীর দালালের এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত যন্ত্র-শিল্প সংক্রান্ত পরিকল্পনার সহিত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির পরিকল্পনার যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিযাছে, ইহা স্বীকারও করা হইয়াছে। যাহা হউক, পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করাই এখন বড কথা। প্রকৃতপক্ষে এই পরিকল্পনাকে জনসাধারণের কল্যাণার্থে কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার কোন যোগ্যতা বা ক্ষমতা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের নাই। গবর্ণমেণ্ট তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সত্য সত্যই যদি ক্ষমতা হস্তান্তর কবিতে রাজী থাকেন তবেই এই পরিকল্পনার সার্থকতা থাকিবে, নচেৎ ইহা পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়া জন-সাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করিবে মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষেব বিশাল আয়তন ও জন-সংখ্যার অনুপাতে ১৪।১৫ শত কোটী টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা আদৌ যথেষ্ট নহে। ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল ও সম্পদশালী, অথচ সকল দিক হইতে অনুন্নত একটী দেশের উন্নতিবিধানের জন্য স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট হইলে অনেক বেশী টাকা ব্যয়ের পরি-কল্পনা করিতেন এবং মূল শিল্প (Key Industries)গুলির দিকেই বেশী নজর দিতেন। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির যন্ত্রশিল্পসংক্রান্ত পরিকল্পনার সহিত সাদৃশ্য থাকাটাই বড় কথা নহে, তবে কথা হইতেছে এই যে, প্রকৃতপক্ষে এই পরিকল্পনা কার্য্য-ক্ষেত্রে কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে। তৃতীয়তঃ, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির সঙ্গতি নাই বা থাকিলেও তাহা খুবই কম। এই অবস্থায় প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপরেই তাহারা নির্ভরশীল হইতে বাধ্য। বিশেষ করিয়া বাঙ্গলাদেশ যেভাবে দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলা সরকারের ঘাটতি বাজেট পূরাইতেই প্রাণান্ত হইতে হইবে। এই অবস্থায় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে উন্নয়ন পরি-কল্পনার জন্য যে পরিমাণ অর্থসাহায্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা আদৌ যথেষ্ট নহে ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির সিদ্ধান্ত

নবনির্ব্বাচিত রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি যুদ্ধের সময় যে সমস্ত রেলপথ তুলিয়া ফেলা হইয়া-ছিল সেগুলি পুনঃ নির্ম্মাণ ও নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য দুই কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় ছোট ছোট অনেক রেলপথ তুলিয়া মধ্য প্রাচ্যের রণাঙ্গনে পাঠাইতে হইয়াছিল। ইহার ফলে জনসাধারণকে প্রভূত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। যুদ্ধের পর এই উৎপাটিত রেলপথগুলি পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি এইদিকে দৃষ্টি দিয়া সঙ্গত কাজই করিয়াছেন। অর্থের দিক হইতে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের কার্পণ্যের কোন কারণই নাই। কারণ যুদ্ধ থামিয়া গেলেও তাঁহাদের আয় বিশেষ হ্রাস পাইবে না। ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৬ সালের ১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত রেলওয়ের মোট আয় হইয়াছে ১,৭০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। গত বৎসরের তুলনায় ইহা ৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বেশী। ব্যয় হইয়াছে ৭৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। গত বৎসরের তুলনায় ইহা ১৬ কোটি ৩ লক্ষ টাকা বেশী।

ভারত হইতে চাউলের রপ্তানী

ভারতে খাদ্যাভাব সমস্যা নিতান্ত জটিল হইয়া উঠায় এক্ষণে এদেশ হইতে বাহিরে চাউল ও গম রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া দরকার। ভারতের অগণিত জনসাধারণ যেখানে অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে সেখানে বাহিরের লোকদের প্রয়োজন দেখাইয়া এদেশ হইতে কোন খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী কেহ আর সহ্য কবিবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বড়কর্ত্তারা এই শ্রেণীর রপ্তানী বন্ধ করিবার মৌখিক ভরসা দিলেও কার্য্যতঃ এখনও তাঁহারা সে বিষয়ে আন্তরিকভাবে যত্নপর হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বড়লাট লর্ড ওযাভেল সম্প্রতি তাঁহার এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "বাহিরে খাদ্য রপ্তানীর জন্য এদেশে দুর্ভিক্ষের সূচনা হইয়াছে বলিয়া যেসব জনরব উঠিয়াছে আমি তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। একমাত্র চীনাবাদাম ছাড়া এদেশ হইতে আর কোন খাদ্যদ্রব্য যে বাহিরে রপ্তানী হইতেছে না তাহা আমি জোর দিয়াই বলিতে পারি।" ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি আর সেন এ বিষয়ে আরও বেশী আশ্বাসবাণী ধ্বনিত করিয়াছেন। এলাহাবাদে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনে এক বক্তৃতায় তিনি জানাইয়াছেন যে, গত ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাস হইতে ভারত হইতে বাহিরে খাদ্য-শস্যের রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার উক্তির মূলে যে কোন সত্য নাই, দুই জন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাদের সময়োচিত বিবৃতি মারফতে তাহা ভাল-ভাবেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের একজন ভূতপূর্ব্ব সদস্য স্বামী ভেঙ্কটচলম চেট্টি মাদ্রাজ হইতে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে বাণিজ্য বিষয়ক সংখ্যাতথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, ১৯৪৫ সালের এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত আট মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানী হইয়াছে ৪০ হাজার টন।" কলিকাতার মাডওয়ারী চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এম এল খেমকা এক বিবৃতিতে এ বিষয়ে আরও তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কলিকাতার কাষ্টমস হাউস হইতে রপ্তানী দ্রব্যের যে তালিকা বাহির করা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, কেবল ১৯৪৫ সালের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাস মধ্যেই একটি অভারতীয় রপ্তানীকারক ফার্ম কলিকাতার বন্দর হইতে ৯৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ২২ হাজার ৫০৪ টন চাউল বাহিরে চালান দিয়াছিল। কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানীকৃত মালের তালিকা ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে চাউল রপ্তানীর আরও নূতন খবর মিলিতে পারে।" বড়লাট ও খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারীর উপরোক্ত উক্তি যে মূলতঃ একটা লোক-ভোলানো ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছু নহে, স্বামী ভেঙ্কটচলম চেট্টি ও মিঃ খেম-কার বিবৃতি হইতে তাহা ভালভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। খাদ্য-সমস্যা সমাধান সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের আন্তরিকতা কেবল মৌখিক উচ্ছ্বাসেই পর্য্যবসিত হইতেছে। ১৯৪৩ সাল হইতে একদিকে কনট্রোল ও রেশনিং নীতি অবলম্বন করিয়া এবং অপরদিকে নির্ব্বিচারে বাহিরে চাউল রপ্তানী করিয়া খাদ্যাভাব মিটাইবার এমনই প্রহ-সনই তাঁহারা অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন। ভারতের অগণিত জনসাধারণের ভাগ্য লইয়া এই ধরণের ছেলেখেলা কবে বন্ধ হইবে, তাহাই আমরা ভাবিতেছি।

PHARMACEUTICALS...

SALTS, TINCTURES, AQUAE, INJECTABLES AND DRUGS OF GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS, manufactured in our well-equipped laboratories under the supervision of expert chemists

Only the best and select raw materials are used in manufacture, to ensure guaranteed standards

We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential Oils and Laboratory Reagents.

ASK FOR PRICE LISTS

THE CALCUTTA CHEMICAL CO. LTD. CALCUTTA

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

ইহা প্রসপেক্টাস নহে—একটী বিবৃতি মাত্র

দি পাইওনীয়ার টী কোম্পানী লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত)

রেজিঃ অফিস—৮৬ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন - - - - - - - - - - - - - ১২,০০,০০০৲ টাকা

বর্ত্তমানে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার

বিক্রয়যোগ্য মূলধন - - - - - - - - - - - - - ৫,০০,০০০৲ টাকা

এই শেয়ার প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের ২৫,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার, প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা লভ্যাংশের ২,০০০ কিউমুলেটীভ রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার এবং প্রতি ১৲ টাকা মূল্যের ৫০,০০০ ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত।

শেয়ারের টাকা আদায়ের নিয়ম—আবেদনের সহিত শতকরা ৫০ ভাগ এবং শেয়ার বিলি হইবার পর বিলির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ। উহা ছাড়া শেয়ারের প্রত্যেক আবেদনের জন্য ১৲ টাকা হিসাবে ভর্ত্তি ফি দিতে হইবে।

যাঁহারা প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় করিবেন তাঁহারা শেয়ার বাবদ প্রদত্ত টাকার উপর শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে নির্দ্দিষ্টভাবে লভ্যাংশ পাইবেন এবং এই লভ্যাংশ আয়করমুক্ত হইবে। এই শেয়ারের টাকা যে কোন সময়ে শেয়ার ক্রেতাগণকে ৬ মাসের নোটীশ দিয়া শেয়ারের সমমূল্যে কোম্পানী ফেরৎ দিতে পারিবেন।

ডিরেক্টরগণ

১। **এস আর দাশ** এস্কোয়ার
ম্যানেজিং এজেন্ট—চাঁদপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ।
চেয়ারম্যান—কণ্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক অব এশিয়া লিঃ; ষ্ট্যাণ্ডার্ড ম্যাচ ফ্যাক্টরী লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শান্তিনিকেতন ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ; ধুবডী ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ; মডেল গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ; চ্যাটার্জ্জি দাশ এণ্ড কোং লিঃ; চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্ক লিঃ।
ডিরেক্টর—জেনারেল উলেন এণ্ড কটন মিলস লিঃ; এভারেষ্ট ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ; নিউ ইণ্ডিয়ান মেটাল ওয়ার্কস লিঃ; ইষ্টার্ণ পেপার মিলস্ লিঃ; বেঙ্গল কটন এণ্ড ষ্টোরস্ সিণ্ডিকেট লিঃ; পপুলার ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ; ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী অব দিনাজপুর লিঃ; হিল টপ টি কোং লিঃ ইত্যাদি ইত্যাদি
৪১-এ, এস আর দাশ রোড, কলিকাতা।

২। **মিঃ এইচ এন সেন**
ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার—সাউথ কাছাড় টি এষ্টেট।
ডিরেক্টর—ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ
২৫, রজনী সেন রোড, কলিকাতা।

৩। **মিঃ হীরেন্দ্রনাথ সেন** বি-এ, মার্চ্চেণ্ট,
৮৬ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। **মিঃ এম এন সেন** বি-কম, মার্চ্চেণ্ট,
২৫, রজনী সেন রোড, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কারগণ

মেসার্স কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
কলিকাতা ও শাখাসমূহ।

মেসার্স চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্ক লিঃ
কলিকাতা ও শাখাসমূহ।

অডিটরগণ

মেসার্স এইচ সি দাশ এণ্ড কোং, আর এ
ইনকরপোরেটেড একাউণ্টাণ্টস
১।১, ভ্যান্সিটার্ট রো, কলিকাতা।

সলিসিটার্স

মেসার্স এম কে রায় চৌধুরী এণ্ড কোং
৭নং ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেন্টস্

মেসার্স ইণ্ডিয়ান প্লান্টার্স লিঃ
৮৬ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য

কোম্পানীর মূল উদ্দেশ্য চিনাগুড টী এষ্টেট ক্রয় করা। উহা একটী প্রথম শ্রেণীর চা বাগান। আসামের কাছাড় জেলাতে উহা অবস্থিত এবং উহা বর্ত্তমানে ইষ্ট চিপ, লণ্ডনের টমাস বার্লো এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে সংগঠিত ব্রে এণ্ড চিনাগুড টী এষ্টেটস্ লিঃ নামক কোম্পানীর সম্পত্তি।

চা-বাগানের পরিধি—জমির পরিমাণ ৩২৩২ একর, উহার মধ্যে ৭২৮'৯৭ একর জমিতে চায়ের চাষ হইতেছে এবং উহাতে ১৯৪২ সালে ৫০৪৮ মণ, ১৯৪৩ সালে ৪২৪৩ মণ, ১৯৪৪ সালে ৩৯৭৫ মণ এবং ১৯৪৫ সালে ৪৮৯০ মণ চা উৎপন্ন হইয়াছে।

উপরোক্ত জমির যে অংশে চায়ের চাষ নাই তাহার কতকাংশে জঙ্গল রহিয়াছে এবং বাকী অংশে শ্যামাঘাস, বাঁশ, ধান ইত্যাদি উৎপন্ন হইতেছে। এই সব হইতে কোম্পানীর বেশ ভালরূপ আয় হইতেছে।

এক্সপোর্ট কোটা—ইণ্ডিয়ান টী লাইসেন্সিং কমিটী উক্ত চা বাগান হইতে বৎসরে ৪,০৮,২৬২ পাউণ্ড ফসলের ভিত্তিতে বিদেশে চা রপ্তানী হইতে পারিবে বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

লাভ ও লভ্যাংশের বরাদ্দ

১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে উক্ত বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে এই বাগান পরিচালনা করিয়া সর্ব্বনিম্ন যে লাভ হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল—

উৎপাদিত আনুমানিক ৫৫০০ মণ চা প্রতি মণ ৭০৲ টাকা দরে (অর্থাৎ প্রতি পাউণ্ড ৸৵০ আনা হিসাবে—গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রীত চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ড ৸৵৬ পাই)		৩,৮৫,০০০৲ টাকা
বাদ—উৎপাদন খরচা	১,৭৫,০০০৲	
অন্যান্য ব্যয়	৩৫,০০০৲	২,১০,০০০৲ টাকা
লাভ	...	১,৭৫,০০০৲ টাকা

এই লাভ অংশীদারগণকে লভ্যাংশ হিসাবে দেওয়া যাইতে পারিবে এবং উহার অংশ দাঁড়ায় ১২,০০,০০০৲ টাকা মূলধনের উপর শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকার কাছাকাছি।

বাগানের অবস্থান

সুর্ম্মাভ্যালিতে সোনাই নদীর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে এবং চা উৎপাদনের বিখ্যাত কেন্দ্র কাছাড় জেলার মধ্যে এই চা বাগান অবস্থিত। এই বাগানটী একটী ইউরোপীয় কোম্পানী কর্ত্তৃক অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। উহাতে একটী অতি চমৎকার তিনতলা কারখানা রহিয়াছে। এই কারখানার দৈর্ঘ্য ১৮০ ফুট এবং প্রস্থ ১০০ ফুট। এই কারখানায় সর্ব্বপ্রকার আধুনিক ধরণের যন্ত্রপাতি রহিয়াছে এবং উহাতে বর্ত্তমানে ৫০০০ মণ করিয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা প্রস্তুত হইতেছে। এই বাগানের সর্ব্বত্র ট্রলি লাইন রহিয়াছে এবং সমস্ত বাগানটী সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম আছে। বাগানের যে অংশে চা উৎপন্ন হইতেছে তাহাতে ভালরূপ ছায়ার ব্যবস্থা আছে। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে মজুর পাওয়া যায় এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে। বাগানের হাসপাতালটী যথাযথভাবে সংরক্ষিত একটী ইমারতে অবস্থিত এবং উহাতে ২টী ওয়ার্ড ও রোগী রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বাগানের অন্য সমস্ত ইমারত এবং বাসস্থানসমূহও সম্পূর্ণরূপে ভাল ব্যবস্থার অধীনে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত আছে।

বাগান ক্রয়ের চুক্তি

কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টগণ ইতিমধ্যেই কলিকাতার মেসার্স গিলেণ্ডার আরবুথনট এণ্ড কোম্পানীর সহিত উপরোক্ত বাগান ক্রয়ের জন্য একটী চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। এই চুক্তির সর্ত্তে শেষোক্ত কোম্পানী ১১,৫০,০০০৲ টাকা মূল্যে উপরোক্ত চা বাগান ম্যানেজিং এজেন্টদের নিকট বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ম্যানেজিং এজেন্টস মেসার্স ইণ্ডিয়ান প্লান্টার্স লিঃ পুনরায় এই বাগান ১২,০০,০০০৲ টাকা মূল্যে কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই বাগান ক্রয় করিবার জন্য যে সমস্ত খরচা—যথা প্রাথমিক ব্যয়, অতর্কিত ব্যয়, ষ্ট্যাম্প খরচা, রেজিষ্ট্রেশন খরচা, সলিসিটারের ফী ইত্যাদি লাগিয়াছে তাহা উপরোক্ত ১২ লক্ষ টাকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে মাত্র ৫,০০,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা হইবে স্থির হইলেও উপরোক্ত বাগান ক্রয় করিতে ১২,০০,০০০৲ টাকা লাগিবে। এই বাগান ক্রয় করিতে ৫ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত যে টাকা লাগিবে তাহা এবং প্রাথমিক ও অন্যান্য ব্যয় এবং ওয়ার্কিং মূলধন ম্যানেজিং এজেন্টগণ সরবরাহ করিবেন। ডিরেক্টরগণের এরূপ বিশ্বাস রহিয়াছে যে, উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করিবার পক্ষে ম্যানেজিং এজেন্টগণের যথোপযুক্ত অর্থ-সঙ্গতি রহিয়াছে।

বিবিধ বিষয়

যে কোন শেয়ার ক্রেতা কোম্পানীর অফিসে অফিস খোলা থাকিবার সময়ে কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম এবং আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন। উহা প্রতি কপি এক টাকা মূল্যে কিনিতেও পারা যাইবে।

শেয়ারের জন্য আবেদন শেয়ার দেয় টাকা সহ ম্যানেজিং এজেন্টদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

শেয়ারের আবেদনের ফরম এবং কোম্পানী সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ কোম্পানীর অফিসে অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কসমূহের অফিসসমূহে পাওয়া যাইবে।

নোট সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্সের ফল

গত ১২ই জানুয়ারী তারিখে একশত টাকার উর্দ্ধমূল্যের সমস্ত নোট অচল বলিয়া ঘোষণা করিয়া যে অর্ডিন্যান্স জারী হয় তাহার পর বিভিন্ন তথ্য-তালিকা অবলম্বনে আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম যে, এদেশে জনসাধারণের হাতে এক শত টাকার উর্দ্ধমূল্যের মোট ১৩৭ কোটী টাকার মত নোট রহিয়াছে। আমরা তখন উহাও বলিয়াছিলাম যে, ঐ নোটের মধ্যে ৮৭ কোটী টাকার মত নোট একশত টাকা ও উহার নিম্ন মূল্যের নোটে রূপান্তরিত হইয়া বাজারে চলতি হইবে এবং বাকী ৫০ কোটী টাকার নোট চিরদিনের জন্য অচল বলিয়া ধার্য্য হইবে। আমাদের এই মন্তব্যের পর গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাই হইতে এসোসিয়েটেড প্রেস কর্ত্তৃক প্রচারিত একটী সংবাদে এরূপ জানান হয় যে, উপরোক্ত অর্ডিন্যান্স জারী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষে একশত টাকার উর্দ্ধমূল্যের মোট ১৬০ কোটী টাকার নোট চলতি ছিল। উহাতে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, ভারতে কারেন্সী ও ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে ১৯৪৩-৪৪ সালের সরকারী রিপোর্টে একশত টাকার উর্দ্ধমূল্যের নোটের পরিমাণ সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে পরবর্ত্তী কালে এই শ্রেণীর নোটের প্রচলন উহা অপেক্ষা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এই বিষয়ে সমস্ত জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়াছে। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটী প্রশ্নের জবাবে ভারত সরকারের অর্থসচিব সার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস এরূপ জানাইয়াছেন যে, অর্ডিন্যান্স জারীর পূর্ব্বের দিন—অর্থাৎ গত ১১ই জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষে চলতি একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোট নোটের পরিমাণ ছিল ১৪৩ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকা। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অর্ডিন্যান্স জারীর অব্যবহিত পূর্ব্বে নোটের প্রচলন সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অপেক্ষা মাত্র ৬ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকার বেশী পরিমাণ উর্দ্ধমূল্যের নোট বাজারে চলতি ছিল।

অর্থসচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে আরও জানাইয়াছেন যে, গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখ—অর্থাৎ যে তারিখ পর্য্যন্ত একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোটের বদলে একশত টাকা ও উহার নিম্ন মূল্যের নোট গ্রহণের শেষ মেয়াদ ছিল সেই তারিখ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ এবং ট্রেজারীসমূহে একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোট ১০১ কোটী ৭০ লক্ষ টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া নিম্ন মূল্যের নোট গ্রহণ করা হইয়াছে এবং একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের ৪২ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার নোট বাজারে এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। এই নোট সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। খুব সম্ভবতঃ এই সব নোট চিরদিনের জন্য অচল হইল বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

কয়লা-সঙ্কট

কারখানার কাজ ও গৃহস্থালীর জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় কয়লার সঙ্কট আজও কাটে নাই। দাম ত চড়িয়াই আছে, পাওয়াও দুষ্কর ব্যাপার। তবে আগের তুলনায় অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে। কয়লা-সঙ্কটের ফলে শিল্পের যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহাই এখন বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। কি ভাবে কয়লা-সমস্যার সমাধান করা যায় তাহা বিশদভাবে জানিয়া সুপারিশ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট গত ডিসেম্বর মাসে কয়লাখনি তদন্ত কমিটি নামে একটী কমিটিও বসাইয়াছেন। এই কমিটি কতদিনে রিপোর্ট দিতে পারিবেন জানি না, তবে একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, প্রধানতঃ ওয়াগন ও শ্রমিক-সমস্যার ফলেই কয়লা-সঙ্কটের অবসান হইতেছে না। আগামী দুই বৎসরে ভারতবর্ষের ৩ কোটি ২০ লক্ষ মণ কয়লার প্রয়োজন হইবে বলিয়া একটা আনুমানিক হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গলা ও বিহারের কয়লা খনিগুলিকে অন্ততঃপক্ষে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টন কয়লা সরবরাহ করিতে হইবে। এই সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের মর্জ্জির উপর। তাঁহারা যদি ওয়াগন সরবরাহ না করেন তাহা হইলে কয়লা উত্তোলিত হইলেও পড়িয়া থাকিতে বাধ্য। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বড় বড় পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন, কিন্তু জনসাধারণের শিল্পের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। শিল্পের ও জনসাধারণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যদি উপযুক্ত সংখ্যায় কয়লা বহনের ওয়াগন সরবরাহ করেন, তাহা হইলে এখনই সঙ্কটের অনেকটা সমাধান হইতে পারে। দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে শ্রমিক লইয়া। কয়লার খনিতে যাহারা কাজ করে তাহারা অধিকাংশই কৃষক পরিবারের লোক। কৃষির সময় হইলে তাহারা খনি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এই ধরণের অস্থায়ী মজুর লইয়া কয়লা উৎপাদনের সমতা বজায় রাখা বা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত দুরূহ। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরী পাওয়ায় বহু শ্রমিক খনি ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াতেও কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। এখন এই সমস্যার সমাধান হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থায়ী শ্রমিকশক্তি গড়িয়া তুলিবার কোন চেষ্টা এখনও করা হইতেছে না। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ইহা করা সম্ভব নহে। শ্রমিক জীবনের মর্য্যাদা না দিলে স্থায়ী শ্রমিকশক্তি কখনও গড়িয়া উঠিবে না। বর্ত্তমানে কয়লার খনির শ্রমিকদের জীবনযাত্রা পশুবৎ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবিলম্বে এই অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ও খনিমালিকরা সচেষ্ট হইলে সংগঠিত ও স্থায়ী শ্রমিকশক্তি গড়িয়া উঠিবে এবং কয়লার উৎপাদনও বৃদ্ধি হইবে।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৫০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,৫০,০০০৲ "
শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ
এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

রাজস্থান
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস:- ২২, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা
শাখাসমূহ:
বসিরহাট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বাদুড়িয়া, সোনারপুর, জয়নগর-মজিলপুর, বসিরহাট বাজার, লক্ষ্মীকান্তপুর, মাল (জলপাইগুড়ি), জলপাইগুড়ি।
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীলাল মোহন মুখার্জি
গ্রাম-"গোভর্নেন্ট"
ফোন-কলিকাতা, ৪০৩৮
RB-1

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১
শাখাসমূহ
টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

যানবাহন সচিবের ভাষণ

ভারত সরকারের যানবাহন সচিব স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেল বিভাগের আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় রেলপথসমূহের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে হিসাবনিকাশ দাখিল করা হইয়াছে। অধিকন্তু, ভারতীয় রেলওয়ের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা সমাধানের জন্য উহাতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধান, রেল কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে লোক ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন ও উহাদের বেতনাদি সম্পর্কে বিলিব্যবস্থা, নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ ও ইঞ্জিন তৈয়ারের বন্দোবস্ত এবং ভবিষ্যতে যাত্রী ও মালভাড়া বৃদ্ধি করিবার যুক্তিযুক্ততা নিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। গত সপ্তাহে রেল বিভাগের আয়-ব্যয় ও উদ্বৃত্ত সম্পর্কে আমরা মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে যানবাহন সচিবের মন্তব্য ও প্রস্তাব এ সপ্তাহে আমরা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিব।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া হইতে প্রতি বৎসর রেল বিভাগের বিপুল আয় হইয়া থাকে। সুদিনে ও দুর্দ্দিনে উহাই তাঁহাদের বড় অবলম্বন। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উপর এত বেশী পরিমাণে নির্ভর করিতে হইলেও রেলবিভাগ তাহাদের সাধারণ সুখ-সুবিধার প্রশ্ন সর্ব্বদাই উপেক্ষার চোখে দেখিয়া থাকেন। একে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী সম্বন্ধে প্রকৃত সুব্যবস্থার অভাব, তাহার উপর যুদ্ধের সময়ে রেল বিভাগ এদেশের অনেক গাড়ী সামরিক প্রয়োজনে সংরক্ষিত রাখিয়া সাধারণের যাতায়াতের ব্যবস্থা অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে, গত কতিপয় বৎসর যাবৎ এদেশের জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ায় সকলেই এখন রেলে যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা ভালরূপ বাড়িবে বলিয়া আশা করিতেছে। কিন্তু যুদ্ধ থামিয়া গেলেও যুদ্ধকালীন সমস্যার নজির টানিয়া যানবাহন সচিব এখনও জনসাধারণকে আরও কিছুকাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে বলিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, সামরিক দাবী-দাওয়া কমিয়া আসার সঙ্গে ইতিমধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা কতকটা বাড়ানো সম্ভবপর হইয়াছে সত্য, কিন্তু ব্রড গজ লাইনের ১ হাজার ৩৬৬টি ও মিটার গজ লাইনের ৪১৬টি গাড়ী (কোচ) এখনও সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। ফলে যাত্রীগাড়ীর সংখ্যা এখনও সন্তোষজনকভাবে বাড়ানো যাইতেছে না।

যানবাহন সচিব এই অবস্থায় জনসাধারণকে আরও কিছুকাল ধৈর্য্য ধরিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইচ্ছায় না হউক অনিচ্ছায় তাহাদিগকে ঐরূপ ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ার পরও এতগুলি গাড়ী এখনও সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে—ইহা জনসাধারণ বেন্থল সাহেবের সুবিবেচনা ও সুব্যবস্থার পরিচয় বলিয়া মনে করিবে না। রেল গাড়ীতে লোকের ভিড় যেরূপ বেশী তাহাতে সামরিক কর্ত্তৃত্বাধীনে এখনও এতগুলি গাড়ী রাখিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং এইসব গাড়ীর প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইতেছে কিনা তাহা রেল বিভাগের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখা উচিত। নূতন গাড়ী তৈয়ার ও আমদানী করিয়া যাত্রী চলাচলের সুযোগ প্রসারিত করার চেষ্টাও তাঁহাদের পক্ষে খুবই সঙ্গত।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধার্থ তাহাদের কামরাগুলির নানা প্রকার উন্নতিসাধনের প্রস্তাব প্রত্যেক রেল সচিব তাঁহাদের বৎসরিক বাজেট বক্তৃতায় বেশ লোভনীয়ভাবে উপস্থিত করিয়া থাকেন। বেন্থল সাহেবের এবারের বক্তৃতায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বরং উচ্ছ্বসিত ভাষায় এ বিষয়ে অনেক পরিকল্পনার কথা এবার তিনি সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিভিন্ন রেলপথের স্থানীয় পরামর্শ সমিতির মতামত নিয়া রেলের তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর জন্য নূতন ধরণের গাড়ীর ডিজাইন স্থির করা হইতেছে। নমুনা হিসাবে কতকগুলি নূতন গাড়ী তৈয়ারের কাজও সুরু হইয়াছে। এই ধরণের গাড়ী রেলপথে চালু হইলে তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীরা অপেক্ষাকৃত আরামের সহিত তাহাতে বসিতে পারিবে, প্রয়োজনমত শয়ন করিবার সুযোগও তাহারা পাইবে। গাড়ীগুলিতে আলো ও জলের সুবন্দোবস্ত থাকিবে। মধ্যম শ্রেণীর কামরায় পাখাও দেওয়া হইবে। তবে যানবাহন সচিব জানাইয়াছেন, যাদুকরের কাঠি ঘুরাইয়া রাতারাতি এ সমস্ত তৈয়ার ও প্রচলন করা যাইবে না, সে জন্য জনসাধারণকে অপেক্ষা করিতে হইবে। তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধার জন্য নানা উন্নত ব্যবস্থার পরিকল্পনা খুবই ভাল কথা। কিন্তু সেজন্য অনিশ্চিত কাল অপেক্ষা করিয়া থাকার কথায় রেল বিভাগের আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ জাগিতেছে। কার্য্যতঃ কোন বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত না করিয়া বাজেট বক্তৃতার সময় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য নানা উন্নতিমূলক বিধি-ব্যবস্থার এই সনাতন প্রস্তাব আমাদিগকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এই ধরণের স্তোক-

পল্লীগ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনায়.....১নং

জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতি...

জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতি ভারতের ভবিষ্যৎ পল্লীগ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আমাদের দেশে প্রতিবৎসর কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ও অন্যান্য নানা সংক্রামক রোগের যে প্রকোপ দেখা দেয় তার মূল কারণ গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ জলের অভাব। এই অভাব দূর করে সুপরিচিত মায়া পপুলার টিউবওয়েল পাম্প গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও আনন্দবর্দ্ধনে সহায়তা করছে। কার্য্যকারিতা ও উৎকৃষ্টতার জন্য মায়া পাম্প ভবিষ্যৎ পল্লীগ্রাম উন্নয়নে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।

মায়া পপুলার পাম্প চারটি বিভিন্ন ধরণে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। (১) চামড়ার বাকেটযুক্ত (২) সম্পূর্ণ ধাতু-নির্ম্মিত (৩) ধূলি-নিরোধক বন্ধ মাথাযুক্ত এবং (৪) রোটারী (ঘোরানো) হাতলযুক্ত। সবিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

মায়া পপুলার পাম্প

প্রচারকঃ—মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
৩৬এ, রসা রোড, কলিকাতা।

AD-SYN. JOB. NO. RE 1178

বাক্য উচ্চারণ করিয়া জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ার নীতি কবে বন্ধ হইবে তাহাই আমরা ভাবিতেছি।

তবে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সাধারণ সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি সম্পর্কে যানবাহন সচিবের আশ্বাস আমরা নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে না করিলেও এদেশে নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ এবং ইঞ্জিন ও রেল-গাড়ী তৈয়ার সম্পর্কে রেলবিভাগের বর্ত্তমান উদ্যোগ আমরা প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ার সঙ্গে ইতিমধ্যে কোন কোন অঞ্চলে ছোট-খাট নূতন রেল লাইন নির্ম্মাণের কাজ সুরু হইয়াছে। ৩ হাজার মাইল নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য রেল বিভাগ ইতিমধ্যে জরীপ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়াও যানবাহন সচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারতের নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে ২২ কোটী টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ভারতের মতো বিরাট দেশে রেলপথের পরিসর এখনও খুব স্বল্প। আগামী কতিপয় বৎসরের মধ্যে যদি কয়েক হাজার মাইল নূতন রেলপথ গড়িয়া উঠে তবে দেশের পক্ষে তাহা কল্যাণকর হইবে।

নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের সঙ্গে রেল বিভাগ তাহাদের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে অন্য নানাদিক দিয়াও কতকগুলি উন্নতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন। সেই ধরণের বিধিব্যবস্থা হিসাবে রেল কর্ম্মচারীদের জন্য নূতন বাসভবন নির্ম্মাণের কথা ও রেলওয়ে উন্নতি সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি স্থায়ী বিভাগ পরিচালনার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এই ধরণের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে তাহা খুবই সুখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় রেলপথসমূহে বহু নূতন লোক নিয়োগ করা হইয়াছিল। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় সেই সব নবনিযুক্ত লোকদের অনেকেরই কর্ম্মচ্যুতির আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। যে সব লোক এইভাবে তাহাদের চাকুরী হারাইবে এই দুর্দ্দিনে অন্য কোন দিকে সহজে তাহাদের কর্ম্ম-সংস্থান হওয়া কঠিন। কাজেই অল ইণ্ডিয়া রেলওয়েমেনস্ ফেডারেশন (নিখিল ভারত রেল কর্ম্মচারী সমিতি) আসন্ন বেকারদের পক্ষ হইয়া রেল বিভাগের নিকট তাহাদের চাকুরীর গ্যারাণ্টি দাবী করিয়াছেন। ঐ সঙ্গে রেল শ্রমিকদের সাবেক বেতনের হার বৃদ্ধির জন্যও তাঁহারা আন্দোলন চালাইতেছেন। ফেডা-রেশনের দাবী গৃহীত না হইলে তাঁহারা সারা ভারতে ধর্ম্মঘট সুরু করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যানবাহন সচিব স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় এই ধরণের দাবী সম্পর্কে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, রেলওয়ের কাজ হইতে বহু নূতন লোককে কর্ম্মচ্যুত করা হইবে বলিয়া যে গুজব উঠিয়াছে তাহা সত্য নহে। ভারতীয় রেলপথসমূহে যুদ্ধের শেষ দিকে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক কাজ করিত। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ার পর এ পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে মাত্র ৮ হাজার ৮০০ জনকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ার ফলে রেলপথ-সমূহে যে বাড়তি লোক দাঁড়াইবে রেলওয়ে উন্নতির নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যান্য শ্রেণীর কাজে তাহাদিগকে যথাসম্ভব পুনর্নিয়োগ করাই রেল বিভাগের উদ্দেশ্য। রেল বিভাগ এই সমস্ত বিষয়ে অল ইণ্ডিয়া রেলওয়েমেনস্ ফেডারেশনের সহিত সর্ব্বদাই পরামর্শ করিতেছেন। তবে কোন রেল কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করা যাইবে না বলিয়া সরাসরি প্রতিশ্রুতি তাঁহারা উক্ত ফেডারেশনকে দিতে প্রস্তুত নহেন। রেল শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবী সম্বন্ধে স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল বলেন, এম্পর্কে সত্বর কোন পুনর্বিবেচনা সহজসাধ্য নহে। রেল কর্ম্ম-চারীদের বেতনের হার সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তদ্বিষয়ে করণীয় নির্দ্ধারণের জন্য রেল বিভাগ মুখ্যতঃ বেসরকারী প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করিবেন। কমিটির নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত বেতন বৃদ্ধির কার্য্যনীতি অবলম্বিত হইবে না। তবে বেতন বৃদ্ধি না করা হইলেও যুদ্ধের সময় রেল শ্রমিকদিগকে মাগ্‌গি ভাতা মারফতে যে রিলিফ্ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে জীবনযাত্রা-ব্যয়ের হার বিশেষভাবে হ্রাস না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহা কমান হইবে না বলিয়া যান-বাহন সচিব কথা দিয়াছেন।

রেল বিভাগ তাঁহাদের নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়তি লোকদিগকে অন্যান্য দিকে পুনর্নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং জীবন-যাত্রা-ব্যয়ের বর্ত্তমান বর্দ্ধিত হার হ্রাস না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা শ্রমিকদিগের মাগ্‌গি ভাতা কমাইবেন না বলিয়া ঠিক করিয়াছেন—ইহা বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে খুবই ভরসার কথা। কিন্তু এই সমস্ত উল্লেখ করিয়া রেলওয়েমেনস্ ফেডারেশনের দাবী-দাওয়াকে নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার যে চেষ্টা বেন্থল সাহেব করিয়াছেন তাহাতে আমরা মোটেই বিভ্রান্ত হই নাই। যুদ্ধের পরে রেলওয়ের কাজ হইতে ৮ হাজার ৮০০ শ্রমিককে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে, ইহা তাঁহার মতে উপেক্ষণীয় বিষয় হইতে পারে কিন্তু আমরা উহাকে সেভাবে দেখিতে পারি না। যুদ্ধের সময়ে যাহারা রেলওয়ের জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনী বরণ করিয়া নিয়াছিল, প্রয়োজন ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে এই ভাবে বিদায় দেওয়া রেল-বিভাগের পক্ষে নিতান্ত হৃদয়হীনতার পরিচয় বলিয়াই সাধারণে মনে করিবে। তাহা ছাড়া আজ যাঁহারা ৮ হাজার ৮০০ শ্রমিককে কর্ম্মচ্যুত করি-য়াছেন মরজি হইলে কাল আবার আরও কয়েক হাজার লোককে এইভাবে রাস্তায় বসাইতে তাঁহা-দের বাধিবে না, ইহা নিশ্চিত। কাজেই কোন লোককে বরখাস্ত না করা সম্পর্কে রেলওয়েমেনস ফেডারেশন রেল-বিভাগের নিকট হইতে যে প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের পক্ষে খুবই সঙ্গত। এদেশে নূতন করিয়া রেলপথ প্রসারণের ও নানাদিক দিয়া রেলওয়ের ব্যাপক উন্নতি সাধন করিবার যে সুযোগ রহিয়াছে তাহাতে রেল বিভাগ ইচ্ছা করিলে সমস্ত বাড়তি লোককেই কোন না কোন কাজে পুনর্নিযোগ করিতে পারেন। এই অবস্থায় উপরোক্ত প্রতি-শ্রুতি দানে তাঁহাদের অনিচ্ছা তাঁহাদের অসঙ্গত জিদ ও একগুয়েমিরই পরিচয় দিতেছে। এদেশে রেলওয়ের উচ্চ চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিয়া মুষ্টিমেয় লোক মোটা পারিশ্রমিক ও ভাতা পাইতেছে সন্দেহ

নাই। কিন্তু নিম্ন চাকুরীর মাহিয়ানা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গড়ে মাসিক ১৮ টাকার বেশী নহে। এই অবস্থায় অচিরে রেল শ্রমিকদের বেতনের হার বৃদ্ধি সম্পর্কেও ফেডারেশনের দাবী আমরা সর্ব্বথা ন্যায্য বলিয়াই মনে করি। ভবিষ্যতে একটি কমিটি গঠন করিয়া তাঁহাদের বিচার বিবেচনার নামে এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি বর্ত্তমানে উপেক্ষা করিয়া যাওয়া আমাদের মতে রেল বিভাগের পক্ষে অনুচিত। রেল শ্রমিকদের ঐসব ন্যায্য দাবী-দাওয়া যে পর্য্যন্ত পূরণ না করা হয় সে পর্য্যন্ত রেলওয়েমেনস ফেডারেশনের পক্ষে তাঁহাদের আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধার জন্য, রেল শ্রমিকদের আবাসস্থানের সুব্যবস্থার জন্য ও অন্যান্য ধরণের ছোটখাট উন্নতিমূলক বিধি-বিধানের জন্য যানবাহন সচিব তাঁহার বক্তৃতায় যেসব পরিকল্পনা অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী করিতে হইলে সেজন্য অতিরিক্ত অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইবে। সেই ব্যয় মিটাইবার জন্য যানবাহন সচিব আগামী বৎসর হইতে একটি Betterment Fund বা উন্নয়ন তহবিল স্থাপন করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। রেল বিভাগের মজুত তহবিল হইতে ১২ কোটি টাকা সরাইয়া লইয়া ও রেলওয়ের ১৯৪৬-৪৭ সালের আয় হইতে ৩ কোটি টাকা দিয়া এই তহবিল গঠন করা হইবে। উপরোক্ত ধরণের উন্নতিমূলক ব্যবস্থা দ্বারা সাধারণের উপকৃত হওয়ার আশা থাকিলেও সাক্ষাৎভাবে রেলবিভাগের আয়ের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। সে হিসাবে এই শ্রেণীর খরচপত্রের জন্য মূলধন খাতে অর্থ বিনিয়োগ না করিয়া রেলের স্বাভাবিক আয় হইতেই সেজন্য অর্থ নিয়োগ করা উচিত। অন্যান্য দেশে এই রীতিই বর্ত্তমানে প্রচলিত হইয়াছে। ভারত সরকারের রেলবিভাগ উন্নয়নমূলক কার্য্যধারা অবলম্বনের জন্য রেলের আয় হইতে কিছু টাকা বাঁচাইয়া ঐ পদ্ধতিতে একটি 'বেটারমেণ্ট ফ্যণ্ড' স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু ঐরূপ ফ্যণ্ড গঠনের কার্য্যনীতি ঘোষণা করিলেও যানবাহন সচিব সেই অর্থ ব্যয় সম্পর্কে এখনও কোন স্কীম পাকাপাকিভাবে স্থির করেন নাই। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধা বিধান ও রেল শ্রমিকদের জন্য নূতন বাসভবন নির্ম্মাণ সম্পর্কে তিনি অনেক কথাই বলিয়াছেন সত্য। কিন্তু উহার মধ্যে কোনটি ১৯৪৬-৪৭ সালে কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা তিনি করেন নাই। 'বেটারমেণ্ট ফ্যণ্ড' হইতে সেজন্য অর্থ প্রদানেরও প্রস্তাব হয় নাই। যানবাহন সচিব বলিয়াছেন, আগামী বৎসরের বাজেট রচনা করার সময়ে তাড়াতাড়ি করিয়া এ বিষয়ে তিনি কোন ব্যয়-বরাদ্দ ধরিবার সময় পান নাই। সময়ের অভাব ও কার্য্যকরী স্কীম তৈয়ারের বিলম্ব—এই সব ধরণের অজুহাত দেখাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধা বিধানের কাজ আর কতদিন অনিশ্চিতভাবে ফেলিয়া রাখা হইবে তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।

এবারকার রেল বাজেট সম্পর্কে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে রেলের যাত্রী ও মালের ভাড়া যেভাবে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, আগামী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭ সালে তাহা পরিবর্ত্তনের জন্য যানবাহন সচিব কোন প্রস্তাব করেন নাই। তবে যুদ্ধকালীন সমৃদ্ধি উবিয়া গিয়া রেলের আর্থিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িবার যে নমুনা দেখা যাইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে যাত্রী ও মালভাড়া বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতায় আভাষ দিয়াছেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের সংশোধিত বরাদ্দে ঐ সালে রেলের আয় ২২৫ কোটি টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া যানবাহন সচিব অনুমান করিয়াছেন। আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালে রেলের আয় ১৭৭ কোটি টাকার বেশী হইবে না বলিয়া তাঁহার ধারণা। ভবিষ্যতে আয়ের পরিমাণ আরও কম হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অথচ নানাদিক দিয়া রেলের খরচ তদনুপাতে হ্রাস পাওয়ার আশা দেখা যাইতেছে না। ভবিষ্যতে যুদ্ধোত্তর রেলওয়ে উন্নতির পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে গিয়া সেই নূতন দফায় বরং অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিতে হইবে। কাজেই যানবাহন সচিব ভবিষ্যতে যাত্রী ও মালভাড়া বৃদ্ধিরই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

তাঁহার এই প্রকার ইঙ্গিতে দেশের জনসাধারণ যথেষ্ট উদ্বেগ ও আশঙ্কা বোধ করিবে সন্দেহ নাই। রেলপথসমূহে পূর্ব্বেই যাত্রী ও মালভাড়ার হার বেশী ছিল। যুদ্ধের সময় নানা অজুহাতে রেল বিভাগ তাহা আবার যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভবিষ্যতে নূতন করিয়া সেই হার বাড়াইতে গেলে তাহাতে যাত্রী-সাধারণের ও শিল্প ব্যবসায়ীদের অসুবিধার কোন সীমা থাকিবে না। কাজেই বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে ভাড়া বৃদ্ধির যে কোন প্রস্তাব দেশে তুমুল বিক্ষোভ সৃষ্টি করিবে। যুদ্ধের পরে দেশে রেলওয়ের সংস্কার সাধন ও নানা দিক দিয়া যানবাহন ব্যবস্থার সম্যক উন্নতি বিধানের প্রশ্ন বড় হইয়া দেখা দিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেজন্য ভাড়া বৃদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া রেলের যুদ্ধকালীন সমৃদ্ধির দিনে তাহার উদ্বৃত্ত আয় হইতেই উপযুক্ত পরিমাণ টাকা সংরক্ষণ করিয়া রাখা উচিত ছিল। কিন্তু রেল বিভাগের কর্ত্তারা সেরূপ দূরদর্শিতা নিয়া কাজ করেন নাই। যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় ভারতীয় রেলওয়ের বাৎসরিক আয় যুদ্ধের সময়ে দ্বিগুণ হইয়াছে। কিন্তু একদিকে কার্য্যপরিচালনার ব্যয় যথেচ্ছ পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়া ও অপরদিকে ভারত সরকারকে মোটা অঙ্ক চাঁদা দিতে গিয়া তাঁহারা তাহা বেহিসাবীভাবে নিঃশেষ করিয়াছেন। ফলে যুদ্ধের পরে আয় পড়িয়া যাওয়ার সামান্য সম্ভাবনা দেখিয়াই আজ তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া যাত্রী ও মালভাড়া বৃদ্ধির কথা চিন্তা করিতে হইতেছে। রেলবিভাগের এই অপরিনামদর্শী নীতি বেম্বল সাহেব ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের অপরূপ কৃতকার্য্যতাই প্রমাণিত করিতেছে।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা সিটী।

পে-অফিস ঃ মিরকাদিম।

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের মেদিনীপুর, পুরী, হাটখোলা ও জলপাইগুড়িতে শাখা খোলা হইয়াছে।

বেনারস শাখাও খোলা হইয়াছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্‌ড্‌ এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন— ... ৫০,০০,০০০৲ টাকা

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড— ১৩,৭১,০০০৲ টাকার উপর

আমানত— ... ... ২,৫২,০০,০০০৲ টাকার উপর

কার্য্যকরী মূলধন— ... ৩,১২,০০,০০০৲ টাকার উপর

পৃষ্ঠপোষক—
মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্‌-আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

প্রধান অফিস—
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

রেজিষ্টার্ড অফিস—
আখাউড়া (বি এ রেলওয়ে)

কলিকাতা অফিসসমূহ—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

(১২) চাউল ও ডাল

কলিকাতার খাদ্যসমস্যা শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে যে সমস্ত খাদ্যপণ্যের সমস্যা আলোচিত হইয়াছে বা হইবে তন্মধ্যে চাউলের সমস্যাই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। চাউলের অভাব এবং দুর্মূল্যতার দরুণ ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে অনশনক্লিষ্ট অগণিত নর-নারী কলিকাতা সহরের প্রকাশ্য রাজপথে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। দুর্ভিক্ষের সময় চোরাবাজার হইতে প্রতিমণ ৪০৲, ৫০৲ বা ততোধিক মূল্যে চাউল ক্রয় করিয়া বহু পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। রেশনিংএর সুব্যবস্থায় কলিকাতা-বাসিগণ ১৫৲ মূল্য দিয়া ৩৮ সের চাউল এবং ২ সের কাঁকর ক্রয় করিয়া অর্থ এবং স্বাস্থ্য দুইই নষ্ট করিতেছে। সম্প্রতি চাউল এবং আটা রেশনের সাপ্তাহিক মাথাপিছু বরাদ্দ ৪ সের হইতে ২ সের ১০ ছটাকে হ্রাস করার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতেও জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক এবং ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের মতে কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চলসমূহের জন্য বার্ষিক প্রায় ২ লক্ষ হইতে ২½ লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন হয়। বর্ত্তমানে মোট কি পরিমাণ চাউল কলিকাতায় আমদানী হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কার তথ্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, ১৯৩৯-৪০ সালে কলিকাতা সহরে অন্যান্য প্রদেশ, বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য এবং বাঙ্গলার জেলাসমূহ হইতে মোট ৩০ লক্ষ মণ চাউল এবং ২০ লক্ষ মণ ধান্য (প্রায় ১৩½ মণ চাউলের সমান) আমদানী হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪০ লক্ষ মণ চাউল এবং ২৭ লক্ষ মণ ধান্য। বলা বাহুল্য, নৌকা ও মোটরলরীযোগে যে সমস্ত চাউল এবং ধান্য কলিকাতায় আমদানী হয়, পূর্ব্বোক্ত হিসাবে তাহা ধরা হয় নাই। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে কলিকাতায় মোট চাউল আমদানী এবং কলিকাতা হইতে মোট চাউল রপ্তানীর নিম্নরূপ বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—

	১৯৪১ (টন)	১৯৪২ (টন)
কলিকাতায় আমদানী	৫৮৩,৯৩০	২৭৯,৪৭৫
কলিকাতা হইতে রপ্তানী	২৮০,৩৪৩	১৫৬,৯৫০
কলিকাতার ব্যয়	৩০৩,৫৮৭	১১৪,৫২৫

বিদেশ হইতে জাহাজযোগে যে চাউল আমদানী হয় তাহাও উক্ত হিসাবের অন্তর্গত করা হইয়াছে। কলিকাতার ধান্য ও চাউলের ব্যবসায় যে কত বড় এবং ব্যাপক, উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। ১৯৪১ সালে প্রায় ৬ লক্ষ টন মোট আমদানীর মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কার দর অনুসারেও প্রায় ১০ কোটি টাকা হইবে। নৌকাপথে, মোটরলরী এবং গোযানে যে সমস্ত ধান্য ও চাউল আমদানী হয় তাহার মূল্য হিসাব করিলে যুদ্ধের পূর্ব্বেও কলিকাতা সহরে

শ্রমজীবীর কল্যাণে

চা

বিগত নয় বৎসর ধরে শ্রমিক জগতে একটি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছে ভারতীয় চা। দেশের বড় বড় শিল্পপতিরা আজকাল তাদের কর্মীদের জন্য স্বল্পব্যয়ে ভালো চায়ের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। এ কথা বেশ জোর করেই বলা চলে যে দেশে ছোটো বড়ো এ-হেন প্রতিষ্ঠান নেই, যারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে কর্মীদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা না রাখেন। চা শ্রান্ত দেহে শক্তি আনে, মনে উৎসাহ সঞ্চার করে।

শুধু প্রয়োজনের দিক ছাড়া সামাজিক কল্যাণের দিক থেকেও চায়ের একটা মূল্য আছে। ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান বোর্ড স্থানে-স্থানে ছোট বড় যতগুলো ক্যান্টীন্ স্থাপন করেছেন তার সব ক'টাই সর্বত্র বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। ক্যান্টীনে বসে চা পানের অভ্যাসের মধ্য দিয়েই কর্মীদের পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটেছে। এই যোগাযোগে মালিকদের সঙ্গে তাঁদের প্রীতির বন্ধন আরো নিবিড় হওয়ায় যে বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের সম্ভাবনার সূত্রপাত হলো সেটা মালিক ও তাঁদের কর্মী উভয়ের পক্ষেই আশার কথা। শিল্পপতিরা ইচ্ছা করলেই ক্যান্টীন্ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের কাছে জেনে নিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে "ক্যান্টীন্ ফর্ দি ওয়ার্কার্স" নামক একটি পুস্তিকাও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনার, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান বোর্ড, ১০১ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠালেই পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়।

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যানশান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 255

প্রতিবৎসর প্রায় ১৫ কোটি টাকার চাউল ও ধান্যের ক্রয়বিক্রয় হইত এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না। কলিকাতার প্রয়োজনমতই যে ধান্য ও চাউল আমদানী হয়, তাহা নহে। ধান্য এবং চাউলের রপ্তানী ব্যাপারেও কলিকাতা সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটী উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ১৯৩৮-৩৯ সালে কলিকাতা হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪০ লক্ষ মণ চাউল এবং ৪ লক্ষ মণ ধান্য রপ্তানী হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৎসরে চাউল এবং ধান্যের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৫ লক্ষ মণ এবং ৫ লক্ষ মণ। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরেও ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে কলিকাতা হইতে অন্যান্য প্রদেশে এবং বিদেশে যথাক্রমে প্রায় ৮৫ লক্ষ মণ ও ৪১ লক্ষ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বাহিরে ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশ হইতে সমুদ্রপথে যুদ্ধের পূর্ব্বে বাঙ্গলায় যে প্রভূত পরিমাণ চাউল আসিত তাহার প্রধান আমদানী কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। নিকটবর্ত্তী শিল্পাঞ্চলসমূহে ইহার কতকাংশ ব্যয়িত হইত। বাকী অংশ বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা এবং বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে রপ্তানী হইত। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কলিকাতার চাহিদার সমপরিমাণ চাউল একমাত্র ব্রহ্মদেশ হইতেই সমগ্র বাঙ্গলায় আমদানী হইত। দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত স্থান হইতে কলিকাতায় বেশী পরিমাণ চাউল আমদানী হয়, তন্মধ্যে ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট এবং ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, রাজসাহী জেলা, মালদহ জেলার চাপাই-নবাবগঞ্জ ও রোহানপুর, দিনাজপুর জেলার হিলি, মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড় বিভাগ ও উড়িষ্যার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিহার এবং পাঞ্জাব হইতেও কলিকাতায় চাউল আমদানী হইত বটে, কিন্তু আমদানীর পরিমাণ বিবেচনায় পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানসমূহের সহিত বিহার এবং পাঞ্জাবের তুলনা করা যায় না। কলিকাতায় প্রতি বৎসর যে ২০ লক্ষ হইতে ৩০ লক্ষ মণ ধান্য আমদানী হয় তাহার বেশীর ভাগ আসে বাখরগঞ্জ, ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলার অন্তর্গত সুন্দরবনাঞ্চল হইতে। বাখরগঞ্জ জেলার বগা বন্দর, ২৪ পরগণার ক্যানিং প্রভৃতি স্থান ধান্য রপ্তানীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র।

চেতলা, উল্টাডাঙ্গা, রামকৃষ্ণপুর ও খিদিরপুর কলিকাতার চাউল ব্যবসায়ের পাইকারী বাজার। অধিকাংশ চাউলের কল এই সমস্ত স্থানেই অবস্থিত। পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী প্রবন্ধে গম ও সরিষার পাইকারী ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। চাউলের পাইকারী ব্যবসায়ও তদনুরূপ। গম, সরিষা প্রভৃতি নানাবিধ কৃষিপণ্যের পাইকারী ব্যবসায়ে যাহারা লিপ্ত তাহাদের অধিকাংশই চাউলের কারবার করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের বাহিরে ইংলণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিসাস প্রভৃতি স্থানে সমুদ্রপথে কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ চাউল রপ্তানী হইয়া থাকে। যে সমস্ত শ্রেণীর চাউল সাধারণতঃ বহির্ভারতে রপ্তানী হয় তন্মধ্যে সুন্দরবনের পাটনাই চাউল সমধিক প্রসিদ্ধ। কলিকাতা হইতে বৈদেশিক চাউল রপ্তানীর ব্যবসায় কয়েকটী ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান এবং ৪।৫টী পশ্চিম ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া। ইহারা দালালের মারফৎ চাউল ক্রয় করিয়া থাকে এবং রপ্তানী ব্যবসায় দ্বারা প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে।

কলিকাতায় ধান্য ব্যবসায়ের আড়ত বা প্রধান পাইকারী বাজার কালীঘাট এবং উল্টাডাঙ্গা। উভয় স্থানেই প্রতি বৎসর বৃহদাকার নৌকাযোগে বহু পরিমাণ ধান্য আমদানী হইয়া চাউলকলের মালিকদের নিকট বিক্রয় হয়। অধুনাসমাপ্ত যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতা এবং উপকণ্ঠে প্রায় দেড়শত চাউলের কল ছিল। ধান্যের যোগান হ্রাস পাওয়ায় বিগত কয়েক বৎসর বহুসংখ্যক কলে কোনরূপ কাজ চলে নাই।

অন্যান্য খাদ্যপণ্যের ন্যায় ডাল সম্পর্কেও বাঙ্গলা দেশকে ঘাটতি অঞ্চল বলিয়া গণ্য করা হয়। ডালের উৎপাদন, আমদানী এবং রপ্তানী সম্পর্কে বিশদ তথ্য না থাকিলেও এরূপ মোটামুটি হিসাব আছে যে, একমাত্র কলিকাতা সহরেই রেল এবং ষ্টীমারযোগে প্রতিবৎসর প্রায় ১৩।১৪ লক্ষ মণ ছোলা আমদানী হইয়া থাকে। রেল এবং ষ্টীমার ব্যতীত নৌকা, মোটরলরী প্রভৃতি যানবাহনের সাহায্যেও আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা হইতে ডাল আমদানী হইয়া থাকে। কলিকাতায় মোট ডাল আমদানীর পরিমাণ বার্ষিক ৫০ লক্ষ মণেরও উপর। ইহা হইতে প্রায় ১০ লক্ষ মণ ডাল বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা, বিহার, আসাম ও মাদ্রাজে রপ্তানী হয়। সমুদ্রপথেও প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ ডাল কলিকাতা হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। যে সমস্ত কেন্দ্র হইতে কলিকাতায় ডাল আমদানী হয় তন্মধ্যে সংযুক্তপ্রদেশ সর্ব্বপ্রধান। সংযুক্তপ্রদেশের পর কলিকাতায় বেশী পরিমাণ ডাল আমদানী হয় নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং যশোহর জেলা হইতে। নদীয়া জেলার রাণাঘাট, মাজদিয়া, চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, ভেড়ামারা, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, ধুলিয়ান এবং যশোহর জেলার বনগাঁও ও ঝিকরগাছা বাঙ্গলাদেশের মধ্যে ডাল রপ্তানীর বড় কেন্দ্র। সংযুক্তপ্রদেশ ব্যতীত বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের কয়েকটী দেশীয় রাজ্য এবং হায়দরাবাদ হইতে কলিকাতায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ ডাল আমদানী হয় তাহাও নেহাৎ কম নহে। খুচরা বিক্রয়ের উপযুক্ত খোসা ছাড়ান ডাল এবং খোসাসুদ্ধ গোটা ডাল—এই উভয় ডালই কলিকাতায় আমদানী হয়। ডাল ভাঙ্গিবার জন্য কলিকাতায় একটিমাত্র বড় মিল আছে। গম হইতে আটা প্রস্তুতের জন্য যে সমস্ত জাঁতা বা চাকী আছে তাহাতেই বেশীর ভাগ ডাল ভাঙ্গা হয়।

আমডাতলা অঞ্চলের পশ্চিম ভারতীয় জনকয়েক ব্যবসায়ী বাঙ্গলার বাহির হইতে কলিকাতায় ডাল আমদানী করিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্রে ইহাদের প্রতিনিধি বা এজেণ্ট থাকে। এই সমস্ত এজেণ্ট ডাল, গম, সরিষা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্য ক্রয় করিয়া রেলযোগে কলিকাতায় রপ্তানী করিয়া থাকে।

জনবিরল মধ্য বাঙ্গলায় রবিশস্য চাষের বিশেষ সুযোগ আছে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, যশোহর, পাবনা প্রভৃতি কয়েকটী জেলায় বর্ত্তমানের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী পরিমাণ ডাল অনায়াসেই উৎপন্ন হইতে পারে। সরকারী কৃষি বিভাগ মনোযোগ দিলে ডালের জন্য কলিকাতা হইতে প্রতিবৎসর যে প্রায় ৪।৫ কোটী টাকা বাঙ্গলার বাহিরে চলিয়া যায় তাহার একটা বিশিষ্ট অংশ বাঙ্গলার চাষী ও ব্যবসায়িগণ পাইতে পারে।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ঘোষণা

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী
এবং গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর সদস্য হইয়াছি এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মারফৎ সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এখন হইতেই ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

দি
নর্দান ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত সপ্তাহে বৃটেনে ও ভারতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি ও ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য লর্ড সভায় ভারত সম্পর্কে ভারত সচিবের নয়া সিদ্ধান্তের ঘোষণা। এই সরকারী ঘোষণায় জানান হইয়াছে, ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা সম্পর্কে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার জন্য বৃটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য ভারতে যাইতেছেন। এই তিনজন মন্ত্রী হইতেছেন ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও নৌসচিব মিঃ আলবার্ট আলেকজান্দার।

বৃটিশ প্রতিনিধি দল ভারত সফর শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তিন তিন জন বিশিষ্ট মুখপাত্রকে এক সঙ্গে ভারতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এবার ইহা কালহরণের কূটকৌশল না-ও হইতে পারে। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ সত্যসত্যই ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন। তাই বলিয়া ইহাকে বৃটিশ সরকারের উদারতা মনে করিবার কারণ নাই। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে কোণঠাসা হইতে হইতে বৃটেনের যেরূপ করুণ অবস্থা দাঁড়াইতেছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পরাধীন জাতিগুলি যেভাবে স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুপণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে ও হইতে চলিয়াছে—বিশেষ করিয়া ভারতের জনগণের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে মৃত্যুভয়হীনতা দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাহারা ভারতবর্ষের হাতে অনেকখানি ক্ষমতা ছাড়িয়া দিলে সেই বাধ্যতার দানকে আমরা খুব বড় করিয়া দেখিব না। এদিকে বর্ত্তমান ভারতবর্ষ যেন বারুদের কারখানা, ওদিকে দুর্ভিক্ষও প্রত্যাসন্ন। এমন ঘোর সঙ্কটের দিনে বৃটিশ মন্ত্রিত্রয় ভারতে আসিয়া সরেজমিনে মিটমাটের চেষ্টা করিলে তাহাতে বিস্মিত বা কৃতজ্ঞ বোধ করার কিছু নাই।

* * *

ত্রি-মন্ত্রী মিশন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি আজাদ বলিয়াছেন, "বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যগণের ভারতবর্ষ পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞোচিত হইয়াছে এবং এই দেশের জনসাধারণ উহা সমর্থন করিবে।" পণ্ডিত জওহরলাল জানাইয়াছেন, "এই ধরণের এক দল লোক শুধু ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার খুঁটিনাটি কাজে সহায়তা করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রথম প্রয়োজন হইল পূর্ণ স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও তৎসম্পর্কিত ঘোষণা।" মিঃ আসফ আলী অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, "এইবার বাস্তবিক কিছু হউক ইহাই আমরা আশা করি এবং ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাস এবং সিমলা সম্মেলনের ইতিহাসের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়।" শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, "বৃটেনের দিক হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্ত সুবুদ্ধির পরিচায়ক, তবে ভারতের দিক হইতেও উহা তদ্রূপ হইয়াছে কিনা ভবিষ্যতে তাহা দেখা যাইবে।...মন্ত্রিসভার এই প্রতিনিধি দল যদি অবিমিশ্র স্বাধীনতার আদর্শ ভিত্তি করিয়া ভারতীয় নেতাদের সহিত আলোচনা করেন, তবে তাহা ফলপ্রসূ হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

* * *

গত সপ্তাহে রাষ্ট্রপতি আজাদ যে দুইটি বিবৃতি দিয়াছেন দেশের সাধারণ রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে তাহার সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। মৌলানা আজাদের প্রথম বিবৃতিটী নির্ব্বাচনান্তে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন, "আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই অন্যান্য প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হইবে। এই সময়ে গবর্ণর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া কংগ্রেস কেন প্রতিশ্রুতি আদায় করিতেছেন না, এই মর্ম্মে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন। যাঁহারা এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন যে, ১৯৩৭ সালে এই রকম প্রতিশ্রুতি দাবী করা হইয়াছিল এবং পাওয়াও গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ১৯৪৬ সাল ১৯৩৭ সাল নহে। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। ১৯৩৭ সালে প্রতিশ্রুতি আদায়ের প্রয়োজন ছিল। এক্ষণে ইহা সুনিশ্চিত সত্য যে, ক্ষমতা ভারতীয়দের হস্তে অর্পিত হইতে চলিয়াছে।...এরূপ ক্ষেত্রে আজ প্রতিশ্রুতির দাবী আমাদের লব্ধ সাফল্যের পক্ষে অপমানকর। মন্ত্রিসভা এবং গবর্ণরের মধ্যে যদি মতভেদ দেখাই দেয়, তবে এবার আর মন্ত্রিসভাকে নয়, গবর্ণরকেই পদত্যাগ করিতে হইবে।"

* * *

রাষ্ট্রপতি আজাদের দ্বিতীয় বিবৃতিও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি ঐ বিবৃতি প্রসঙ্গে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন, "বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যদি ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে পালন না করেন তাহা হইলে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন কংগ্রেস তাহা বিবেচনা করিয়া

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

কাপড়ের ঘাটতি এবং গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা!

"বর্ত্তমানে সকলপ্রকার কাপড়ের ঘাটতি এবং সেজন্য ভারতীয় কলসমূহের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা সন্দর্শনে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার আশা আমরা করিয়াছিলাম। ভারতলক্ষ্মী সিল্ক ও কটন মিলস্ লিমিটেড সংগঠিত হওয়ায় আমাদের অনুমান সত্যই হইয়াছে। জনসাধারণের জন্য এই কোম্পানী ১০৲ মূল্যের ১,১০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার ও ২৫৲ মূল্যের শতকরা ৭৲ লভ্যাংশসহ ৩২,০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি করিতেছেন। ডাইরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ১০৲ টাকা মূল্যের ৪০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা।"

—"ক্যাপিট্যাল", ১১ই অক্টোবর, '৪৫

ভারতলক্ষ্মী সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড

টেলিগ্রাম—'HONEYCOMB'

* রেজিষ্টার্ড অফিস *
৫।১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

ফোন—কলিঃ ৩৩৮১

দেখিবেন। কংগ্রেস অপেক্ষা করিবার এবং অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাকে সংগ্রাম কবিবার অনিচ্ছা বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে না। কংগ্রেস যতদিন পর্য্যন্ত ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণের অপেক্ষায় থাকিবেন ততদিন পর্য্যন্ত শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার ব্যাঘাত ঘটাইবার কিম্বা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে কোন আন্দোলন করার চেষ্টা অনুচিত কাজ হইবে। যখন উপযুক্ত সময় আসিবে তখন কংগ্রেস সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান জানাইবেন।...আমি বিশেষ-ভাবে ভারতের যুবকগণকে কংগ্রেসের এই নীতির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিবার এবং শৃঙ্খলাপবায়ণ সৈনিক হিসাবে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।"

* * *

বোম্বাইএ ভারতীয় নৌ-সেনার একটা বড অংশ বিদ্রোহ করিয়াছে। বিদ্রোহীরা ২০খানি জাহাজ দখল করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাহারা অস্ত্রাগার দখল করিয়া বহু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করিয়াছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ সৈন্য ও ভারতীয় নৌ-বাহিনীর মধ্যে গোলা ও গুলী বিনিময় চলিতেছে। কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর গুলীবর্ষণের শব্দ শুনা যাইতেছে। ক্যাস্‌ল ব্যারাকে ভারতীয় শিক্ষার্থী নৌ-সেনা ও বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যে তুমুল লড়াই চলিতেছে। এক কথায় বোম্বাই-এর পরিস্থিতি সঙ্কটজনক। এই বিপর্য্যয়ের ঢেউ করাচীতেও পৌছিয়াছে। সেখানে এবং কলি-কাতায় নৌ-সেনাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন চলিতেছে। ভারতীয় বিমানবাহিনীরও একাংশ সহানুভূতি-সূচক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ২০ হাজার নৌ-সৈন্য এই বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত।

* * *

প্রথমে ১৯শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই-এ ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ৭ হাজার লোক ধর্ম্মঘট করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 'তলোয়ার' জাহাজের শিক্ষার্থী নৌ-সৈনিকদের ধর্ম্মঘটের ঢেউ অন্যান্য নৌ-প্রতিষ্ঠানেও ছড়াইয়া পড়ে। বন্দরস্থিত জাহাজগুলিও সহানুভূতি জানাইতে থাকে। বোম্বাই-এর রাজপথে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর শত শত ধর্ম্মঘটী নাবিকের শোভাযাত্রা বাহির হয়। পরদিবস বোম্বাই-এর ধর্ম্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া কলিকাতারও ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ৫ শত লোক শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মঘট করে।

ধর্ম্মঘটের বিশদ বিবরণ ও সঠিক কারণ এখনও প্রকাশ পায় নাই। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বুঝিতে কষ্ট হয় না, এই ধর্ম্মঘট উক্ত শিক্ষার্থী সৈনিকদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত অভিযোগেরই ফল। তাহারা দাবী জানাইয়াছে, বৃটিশ সৈন্যরা যে পরিমাণ বেতন ও ভাতা পায়, তাহাদিগকেও তাহা দিতে হইবে এবং বৃটিশ নৌ-বহরের সৈন্যদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিরা যে পরিমাণ ভাতা পায়, ভারতীয়দের পরিবার-পরিজনকেও তাহাই দিতে হইবে। অধিকন্তু 'তলোয়ার' জাহাজের কম্যাণ্ডিং অফিসরের আচরণের তদন্তের জন্য তাহারা জোর দাবী জানাইয়াছে। প্রকাশ, ক্যাম্পে "জয় হিন্দ" ও "ভারত ছাড়" লিখিয়া রাখার অপরাধে সম্প্রতি জনৈক নৌ-সৈনিককে গ্রেপ্তার করা হইলে কম্যাণ্ডিং অফিসর ক্যাম্প পরিদর্শনে আসিলে একযোগে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করে নাই। কম্যাণ্ডিং অফিসর এজন্য তাহাদের ভর্ৎসনা করেন।

এই গোলযোগের কারণ এক বা একাধিক বা যাহাই হউক না কেন, একটা বিষয় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর মধ্যেও

—ঘোষণা—

দি আসাম টি কোম্পানী লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত)

রেজিঃ অফিস ঃ ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন- - - - ৮,00,000৲ (আট লক্ষ টাকা)
বিক্রয়ার্থ মূলধন- - - - ৫,00,000৲ (পাঁচ লক্ষ টাকা)

নিম্নোক্তরূপে বিভক্ত

প্রত্যেকটি ১০৲ মূল্যের ৩০ হাজার অর্ডিনারী শেয়ার ও প্রত্যেকটি ১০০৲ মূল্যের শতকরা বার্ষিক ৬৲ সুদের আয়করমুক্ত শেয়ারের সমমূল্যে পরিশোধযোগ্য (Redeemable at par) ২০০০ দুই হাজার কিম্যুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার।

ম্যানেজিং এজেন্টস্, ডিরেক্টরস্ ও তাঁহাদের বন্ধুবর্গ শতকরা ৫০টি প্রেফারেন্স শেয়ার ও শতকরা ৫০টি অর্ডিনারী শেয়ার নিজেরাই কিনিয়া লইবেন সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের কমিটির নিকট শেয়ার বাজারে এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়বিক্রয় করিবার অনুমতি চাহিয়া আবেদন করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি অর্ডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য আবেদনের সহিত যথাক্রমে ৫৲ ও ৫০৲ এবং শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে বাকী টাকা দিতে হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র

চায়ের আবাদ, উৎপাদন, ব্যবসায় এবং সিলেটের হিংগাজিয়া চা বাগানটীর মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লইবার জন্য এবং কোম্পানীর অনুষ্ঠান-পত্রোক্ত কার্য্যাদি পরিচালনেব উদ্দেশ্যে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ২৪৪৪·৮০ একর ভূমি এবং মূল্যবান বনসম্পদ, আবাদের সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং ইমারতাদিসহ উক্ত হিংগাজিয়া চা-বাগানটী উক্ত বাগানের স্বত্বাধিকারী গ্রেট ব্রিটেনের মেসার্স চরগোলা টি এসোসিয়েশন্ লিঃ-এর এজেন্ট মেসার্স জেমস ফিনলে এণ্ড কোং-এর নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে। বনসম্পদ, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি সহ উক্ত সম্পত্তির সাকুল্য মূল্য আট লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। নিম্নে উহার বর্ণনা দেওয়া গেল।

বাগানের অবস্থান এবং জমির পরিমাণ ঃ—

বেলওয়ে ষ্টেশন ও ষ্টিমার ষ্টেশন কুলাউরা ও ফেঁচুগঞ্জ মাত্র যথাক্রমে ৬ ও ১২ মাইল দূরে। সমস্ত মাল ষ্টিমারে পাঠান হয় এবং তাহাতে ভাড়া অনেক কম পড়ে।

মোট জমির পরিমাণ ২৪৪৪·৮০ একর, চা উৎ-পন্ন হইতেছে ৬৯৪·২৫ একর, ক্ষেত জমি ৩২২·২৫ একর, চা চাষের উপযোগী ৬০৮·৬২ একর, ১৯৪৫ সালে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ ৩০০০ মণ, ১৯৪৬ সালে উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ ৩৫০০ মণ।

মোট বিক্রয় (গ্রিণ টি ইণ্টারনাল কনসাম্পসান) প্রতি পাউণ্ড ১৲ হিঃ ২,৮০,০০০৲, ১৯৪৬ সালের কার্য্যপরিচালনের অনুমিত ব্যয় ৮০,০০০৲, প্রেফা-রেন্স শেয়ারে সুদ ১২,০০০৲, অন্যান্য ব্যয় ১০,০০০৲, চা বিক্রয় হইতে সম্ভাব্য আয় ১,৭৮,০০০৲, বন-সম্পদ ও ধান্য হইতে সম্ভাব্য আয় ৫,০০০৲, মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৬৬৫, মোট জনসংখ্যা ১,৩০০, গভর্ণমেণ্টকে দেয় রেভিনিউ বাৎসরিক ৪,৮৮০৲।

ইমারতাদি

ম্যানেজারের বাংলো—১০০´×৬০´, আয়রণ কলাম, ব্রিক ওয়াল, থ্যাচ রুফ। ফ্যাক্টরী—১৫০´×৬০´, আয়রণ কলাম, ব্রিক ওয়াল, সি, আই, রুফ। এঞ্জিন, ফায়ারিং ও ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস—১২২´×৩৬´, আয়রণ কলাম, উডেন সুপার-ষ্ট্রাকচার, সি, আই, রুফ। ব্যাটারি এ্যাক্সেসোরিজ ষ্টোর রুম : ১৪´×১২½´, ব্রিক ওয়াল, উড্ ও ইটালিয়েট রুফ্। ব্যাটাবি হাউস—২৪½´×১৬½´ ব্রিক ওয়াল, উডেন সুপার-ষ্ট্রাকচার, সি, আই, রুফ্। **উইদারিং হাউস**—উডেন ফ্রেম, সি, আই, রুফের আয়রণ কলাম (ব্রিক ওয়ার্ক), ১টী ১৫০´×৩২´, ব্রিক কলাম, উডেন ফ্রেম, সি, আই, রুফের একটী ১৫০´×৩২´, ব্রিক কলাম, আয়রণ ফ্রেম ওয়ার্ক, সি, আই, রুফের একটী ১৫০´×৩২´, ব্রিক কলাম, উডেন ফ্রেম, সি, আই, রুফের একটী ১৫০´×৩০, অল আয়রণ, উডেন ফ্লোর, সি, আই, রুফের একটী ১২৪´×৩৬´, ফার্মেণ্টিং হাউস (একাংশ গুদাম) আয়রণ এণ্ড ব্রিক ফ্রেম, উডেন ফ্লোর ১৫০´×৪০´, হসপিট্যাল বিল্ডিং ৭৫´×৫০´, (আয়রণ কলাম, ব্রিক ওয়াল, সি, আই, রুফ) অফিস বিল্ডিং—৩৬´×২৬´, আয়রণ কলাম, ব্রিক ওয়াল, সি, আই, রুফ। ৩টী গুদাম ঘর—১৪´×১১´, ২২´×১৫½´, ১২২´×৩০´, আয়রণ ও উডেন ফ্রেম, সি, আই, রুফ। দুইটী গ্যারেজ—৩২´×১৮´, ২১½´×১৩½´, উডেন ফ্রেম, ব্রিক ওয়াল, সি, আই, রুফ। ৩টী ম্যানিওর শেড—ব্রিক আয়রণ কলাম, সি, আই, রুফ। কর্ম্মচারীদের কোয়ার্টার্স ১৪টী—২টী অর্দ্ধেক পাকা এবং বাকীগুলি কাঁচা। কুলি কোয়ার্টার্স—২০৬টী—৬টী পাকা ও বাকীগুলি কাঁচা।

যন্ত্রপাতি

৩টী ক্রস বি অয়েল এঞ্জিন ৮৫, ৬০, ৪ এইচ্ পি প্যারাফিন এঞ্জিন, ক্রুড অয়েল এঞ্জিন (রুস্তম এ্যাণ্ড হর্ণবি) ১০ বি পি এইচ। জ্যাকসনস রোলিং টেবল ৪টী, ৩টী ড্রাইং মেসিন...ভিক্টোরিয়া ১টী, সিরোক্কো ডানি ড্রাফট ১টী, এম্পায়ার (৪ ফিট) ১টী, ৪টী কাটিং মেসিন—জ্যাকসনস্ ক্লিপ এ্যাকসান ১টী, রিডস্...১টী, স্যাভেজ কাটার ও বেট ম্যানস ষ্টক এক্সট্রাকটর, চফ কাটার...১টী, সর্টার্স—২টী ১টী মুয়ের ১টী ম্যাকডোনাল্ডস্ ডিফ্রেক্টর ফ্যানার। জি ই সি ইলেকট্রিক ইনসটলেশন ডায়নামো সুইচ বোর্ড ফিটিং সহ। ক্লোরাইড ইলেকট্রিক্যাল ষ্টোরেজ কোম্পানীর ৬০ সেলের ৪ টাইপ এ এল জি ব্যাটারি (১৯৪৪ সালে রিপ্লেটেড) মার্শাল গ্রিণ টি পলিশিং মেসিন।

শেয়ারের জন্য আবেদন

কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ মেসার্স এরিয়ান প্লাণ্টার্স এজেন্সির, ১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতাস্থ কার্য্যালয়ে অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কার মেসার্স কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ—কলিকাতা ও শাখাসমূহে করিতে হইবে।

জাতীয় চেতনার উন্মেষ হইয়াছে ও হইতেছে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ মামলায় যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কেবল বেসামরিক ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই।

* * *

বাটাভিয়া হইতেও বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সংবাদ আসিয়াছে। তথাকার বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যরা তাহাদের অফিসরদের জানাইয়া দিয়াছে যে, নবাগত ওলন্দাজ সৈন্যরা ইন্দোনেশিয়ানদের উপর জাতিগতভাবে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাইতেছে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে তাহা বন্ধ করার ব্যবস্থা না করিলে তাহারা ওলন্দাজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইবে।

* * *

এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, বর্ত্তমান সপ্তাহে পুণায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত মাননীয় আগা খাঁর এক সাক্ষাৎকার হইবে। উভয়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবিধানের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হইবে বলিয়া প্রকাশ। ঐ সংবাদে আরও প্রকাশ যে, নরেন্দ্রমণ্ডলের সভাপতি ভূপালের নবাবও মহাত্মাজী ও আগা খাঁর সহিত ভারতের সাধারণ শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। এই আলোচনার ব্যবস্থা নাকি ভূপালের নবাব ও মাননীয় আগা খাঁ করিয়াছেন।

* * *

খাদ্য-সমস্যা সমাধানের তদ্বিরের জন্য ভারত হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে মুসলিম লীগ যোগদান করিলেও কংগ্রেস উহার সহিত অসহযোগিতা করিয়াছে। ইহা লইয়া দেশবিদেশের কোন কোন মহলে মৃদু উষ্মা ও চাপা অভিযোগ উত্থিত হইয়াছে। উক্ত প্রতিনিধি দলে কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি যে কেন যোগদান করেন নাই, তাহা পণ্ডিত নেহরুর এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, "বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের জন্য যাঁহারা দায়ী তাঁহারা এই প্রতিনিধি দলে আছেন বলিয়া উহাতে কংগ্রেস যোগদান করে নাই।" যাঁহাদের অযোগ্যতা ও উদাসীনতা জগৎ সমক্ষে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে এবারের সঙ্কট সমাধানের ভার আবার তাঁহাদের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থই হইতেছে গবর্ণমেণ্ট এখনও জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের উপর আস্থা স্থাপন করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে কংগ্রেসের অসহযোগের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে।

* * *

বলা বাহুল্য, খাদ্য-সঙ্কটের ন্যায় মারাত্মক ব্যাপারে কংগ্রেস দলাদলি বা রাজনৈতিক প্রশ্ন এড়াইয়াই চলিবে। পণ্ডিত নেহরু জানাইয়াছেন, "খাদ্যসমস্যা সমাধানে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন, বিশেষতঃ জনসাধারণের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। রাজনীতিক দলাদলি ত্যাগ করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, রাজনীতিক অবস্থা জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সহযোগিতার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" বস্তুতঃ খাদ্য-সমস্যা যথাসাধ্য দূরীকরণের পথে প্রতিবন্ধক স্বয়ং আমলাতন্ত্র। মহাত্মা গান্ধী কেন্দ্রে নেতৃস্থানীয় দেশবাসীর হস্তে ক্ষমতা অর্পণের পরামর্শ দিয়া জানাইয়াছেন, "একমাত্র এই ক্ষেত্রে (খাদ্য-সমস্যা) ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে আমরা বিদেশী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব। তবে যদি তাঁহারা এই বিষয়েও উদাসীন হন এবং যুক্তিপূর্ণ জনমত উপেক্ষা করিয়া চলেন, তাহা হইলে এই ক্ষেত্রেও আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।" এতাবৎ সরকারী হালচাল দেখিয়া মনে হয়, মহাত্মাজীর নির্দ্দেশিত পন্থায় খাদ্য-সমস্যা সমাধানে গবর্ণমেণ্টের গরজ নাই। তাঁহারা মুখে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা চাহিলেও কাজের ক্ষেত্রে পুরাতন নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। খাদ্য সম্পর্কে যে সব সরকারী সিদ্ধান্ত থাকিয়া থাকিয়া ঘোষিত হইতেছে, তাহা দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের সম্মতি ও পরামর্শ লইয়া করা হইতেছে কি?

* * *

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পুলিশী জুলুমের সমালোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল মন্তব্য করিয়াছেন, "কিভাবে ট্যাক্স আদায় করিতে হয় এবং কিভাবে লাঠি চার্জ্জ করিতে বা গোলা চালাইতে হয় কেবল এই দুইটি কাজই ভারতে অবস্থিত বৃটিশরা ভাল করিয়া জানে।"

* * *

বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত এক প্রার্থনা-সভায় মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "ঘোরতর সঙ্কটকাল আমাদের সম্মুখে; জনগণের সেবার মতলব গবর্ণমেণ্টের থাকিলে তাঁহারা অন্যভাবে চলিতেন। ভারতে অবস্থিত সৈন্যদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল জনগণের সেবা। কিন্তু কার্য্যতঃ ভারতের উপর দিয়া লুণ্ঠনের লড়াই বহিয়া গিয়াছে।"

* * *

জাতিসঙ্ঘে আন্তর্জ্জাতিক খাদ্য-সমস্যার আলোচনাকালে ভারতের তথাকথিত প্রতিনিধি (সরকারী) স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার যে কিঞ্চিৎ সৎসাহস দেখাইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা অকপট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভারতের খাদ্যাভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে জাতিসঙ্ঘের পরিষদে স্যার রামস্বামী বলিয়াছেন, "গত বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষে সরকারী হিসাবেই ১৫ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। বে-সরকারী হিসাব অনুসারে মারা গিয়াছে ৩৫ লক্ষ লোক। আমরা ননী, মাংস ইত্যাদি চাহি নাই। যাহারা প্রাণত্যাগ করিল তাহারা কোন 'বেলসেন' শিবিরে বা শত্রুশিবিরে আবদ্ধ ছিল না। কেবল খাদ্যের অভাবেই তাহারা মরিয়াছে।"

বাঙ্গলার বিগত দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে সরকারী প্রতিনিধির মুখে নারকীয় বেলসেন বন্দিনিবাসের তুলনাত্মক উল্লেখের জন্যই আমরা সানন্দ বিস্ময়ে স্যার রামস্বামীকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই।

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা

বিলিকৃত মূলধন—
৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন—
২ কোটী টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড—
৭॥০ লক্ষ টাকা

মিঃ জি ডি বিড়লা
(চেয়ারম্যান)
মিঃ এম এ ইস্পাহানি
(ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি সরাইয়া
(ভাইস্ চেয়ারম্যান)

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতে ও বাহিরে সর্ব্বত্র শাখা ও পে অফিস আছে

মিঃ বি টি ঠাকুর
জেনারেল ম্যানেজার

UCB 1

আমাদের তৈয়ারী

রবারক্লথ	হটওয়াটার ব্যাগ	আইস ব্যাগ
এয়ার রিং	হাওয়া ভরা বালিস	এয়ার কুশন
ডাক্তারী দস্তানা	গাম বুট	ওভার শু

ইত্যাদি

এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

হেড অফিস ঃ ৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।

বিক্রয়-কেন্দ্র ঃ ১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খেয়ালীর খাতা

এ মাসের গোড়ার দিকে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর হীরক-জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে। ভারতের নারী-সমাজে তিনি শীর্ষস্থানীয়া একথা বলিয়া যাঁহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, ভারতীয় পুরুষ-সমাজেও তাঁহার ন্যায় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বড় বেশী নাই। কবি, সমাজ-সংস্কারক ও রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে তিনি আধুনিক ভারতের সর্ব্বপ্রধান মনস্বী-গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কবিতাগ্রন্থ The Golden Threshold প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। তাহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে গত বছর সর্ব্বশেষ গ্রন্থ Sceptred Flute প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা বাঙ্গালী মহিলা কবির ইংরেজী কবিতা নিশ্চয়ই আগ্রহের সঙ্গে পড়িয়া থাকিবেন। যদিও একথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিব, শ্রীমতী সরোজিনীর কবিতা পড়িয়াছেন এমন লোকের সংখ্যা শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে অত্যন্ত অল্প।

* * *

সরোজিনী দেবী কংগ্রেসের একমাত্র মহিলা সভানেত্রী। দীর্ঘকাল ধরিয়া কংগ্রেসের মন্ত্রণা-পরিষদের তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্যা। গান্ধীজীর লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কালে তিনি নিজে একদল সত্যাগ্রহীকে ধর্সনায় লবণের গোলায় সত্যাগ্রহ করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। সে সময় নিরস্ত্র ও একান্ত অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশ কীরূপ অত্যাচার করিয়াছিল এবং সত্যাগ্রহীদের পলিতকেশনেত্রী সরোজিনী দেবী কীরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার একটি বিস্তৃত বিবরণ বিখ্যাত এমেরিকান সাংবাদিক পরলোকগত ওয়েব মিলারের বহুপ্রচারিত পুস্তক I Found no Peace বইতে আছে।

* * *

কিন্তু কবিত্বশক্তি, দেশপ্রীতি ও রাজনীতিজ্ঞান ছাড়াও এই মহিয়সী মহিলার চরিত্রে আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার জন্য তিনি লোককে সহজেই আপন করিয়া লইতে পারেন। সেটি তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও মধুর স্বভাব। একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্টে যখন তীব্র সংঘর্ষ চলিতেছে সে সময়ে পাঞ্জাবের মুসলিম নেতা স্যার মহম্মদ শফী বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য। স্যার মহম্মদ শফী মুসলিম লীগের একজন চাঁই ও অত্যন্ত কংগ্রেস-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী নাইডুর তিনি একজন অনুরাগী বন্ধু। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শ্রীমতী সরোজিনী দিল্লীতে আসিয়া সেই সময়ে তাঁহার অতিথি হন। ইহা লইয়া কেন্দ্রীয় পরিষদে বিশেষ কৌতুককর প্রশ্নোত্তর ঘটে। যতদূর স্মরণ হইতেছে স্যার শ্রীনিবাস শর্ম্মা (তখনও তিনি স্যার হন নাই) সে সময়ে পরিষদের একজন মনোনীত সদস্য। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "Will the Hon'ble Member be pleased to state...একথা কি সত্য যে, মিসেস নাইডু তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেছেন?"

"হ্যাঁ, মহাশয়।"

"কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পরে কংগ্রেসের লোককে সরকারী বাড়ীতে থাকিতে দেওয়া উচিত নয়, একথা মাননীয় সদস্য স্বীকার করেন কি?"

"হ্যাঁ, মহাশয়।"

"মিসেস নাইডু কি কংগ্রেসের লোক নহেন? (হাস্য)

"তিনি কংগ্রেসের লোক। কিন্তু আমার বাড়ীটা গবর্ণমেণ্টের নয় (অধিকতর উচ্চ হাস্য)"

* * *

যাঁহারা শ্রীযুক্তা নাইডুর সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার আলাপ জমাইবার অসাধারণ দক্ষতা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক তাঁহার ন্যায় বাক্‌পটু, ইংরেজিতে যাহাকে বলে good conversationalist, মহিলা খুব বেশী নাই। তাঁহার রসবোধও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ১৯৩৯ সালে নয়া দিল্লীর কুশাক রোডে একটি বন্ধুর বাড়ীতে নৈশভোজে শ্রীযুক্তা নাইডুর নিমন্ত্রণ ছিল। ভোজ-সভায় একটি ভদ্রলোক ছিলেন, মিস বেরী নাম্নী একটি মহিলার প্রতি যাঁহার আসক্তির গল্প অনেকেরই জানা ছিল। শ্রীযুক্তা নাইডু তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, Hallo, how is your beri-beri? Still suffering? মনে আছে, ভোজসভার প্রবল হাস্যরোলের ধ্বনি থামিতে প্রায় পাঁচ মিনিট লাগিয়াছিল। বৎসরখানেক পরে ইহাদের বিবাহ স্থির হইলে তিনি একটি চার লাইনের কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই দম্পতীর ড্রয়িং রুমে মেণ্টেলপীসের উপর রূপার ফ্রেমে-বাঁধানো এই কবিতাটি এখনও বিদ্যমান আছে।

* * *

এবছর সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া, বিশেষ করিয়া মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, গবর্ণমেণ্ট ভয় করিতেছেন। এমেরিকার সম্মিলিত ফুড বোর্ড হইতে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্য ভারত-বর্ষে আমদানী করিতে না পারিলে, বাঙ্গলার বিগত দুর্ভিক্ষের চাইতেও অনেক বেশী প্রাণহানির আশঙ্কা

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি

ব্যাঙ্ক অফ আসাম

লিমিটেড

আসাম প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম সিডিউল্‌ড ব্যাঙ্ক

ঘোষণা

জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য আমরা জানাইতেছি যে, ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিমিটেডের (আসাম ব্যাঙ্ক নহে) অফিস ৬নং ক্লাইভ রোতে অবস্থিত।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক-এর ভূতপূর্ব্ব এজেণ্ট ও হিন্দ ব্যাঙ্ক-এর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মিঃ জে সি বোস আমাদের কলিকাতা শাখার ম্যানেজাররূপে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন।

হেড অফিস ঃ

শিলং টেলিগ্রাম ঃ BANKASSAM টেলিফোন ঃ ২০ (২লাইন)

কলিকাতা অফিস ঃ

৬, ক্লাইভ রো; টেলিগ্রাম ঃ ASSAMBANK টেলিফোন ঃ ক্যাল ৬৯৪০

শাখাসমূহ ঃ

ধুবড়ী, বড়পেটা, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, জোড়হাট, নওগাঁ ও আসাম।

মিঃ জে সি বোস
ম্যানেজার, কলিকাতা অফিস

মিঃ এইচ্ ব্যানার্জ্জী বি-এ, সার্ট, এ, আই, বি, (লণ্ডন)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

আছে। যাহাতে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ দুর্ভিক্ষ নিবারণে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করেন এজন্য লর্ড ওয়েভেল মহাত্মাজী ও মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনা করিয়াছেন, কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের সঙ্গেও আলাপ করিবেন। দুর্ভিক্ষ নিবারণে দেশের জনসাধারণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্য ছাড়া উপায় নাই, এই কথাটা যে এদেশের আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের মাথায় ঢুকিয়াছে, ইহা সুলক্ষণ। মহাত্মাজী ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণের পালনীয় কয়েকটি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এ-সম্পর্কে একটা উপায় চট্ করিয়া মনে পড়িতেছে, তাহা গ্রহণ করা সম্ভব কিনা বিশেষজ্ঞেরা ভাবিয়া দেখিতে পারেন। বাঙ্গলাদেশের অনেক অঞ্চলে কৃষকেরা ধানের চাইতে পাট চাষ বেশী করে, কারণ পাটে কাঁচা টাকা হাতে আসে, এবার গবর্ণমেণ্ট বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক কৃষকের জমির অর্দ্ধেকটায় ধান চাষের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কোন কোন জমিতে অবশ্য পাট ছাড়া অন্য শস্য বপনের অসুবিধা আছে, সে-গুলি কৃষিবিভাগের ও গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সুপারিশ অনুযায়ী এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। এই ব্যবস্থায় শুধু যে খাদ্যশস্য বেশী উৎপন্ন হইবে তাহা নয়, পাট চাষ কম হইলে পাটের দামও বাড়িবে। অবশ্য ক্লাইভ ষ্ট্রীটের শ্বেতাঙ্গ মিল-মালিকদের পক্ষে ইহা রুচিকর হইবে না। কিন্তু ব্রিটিশ বণিকদের লাভের অঙ্ক মোটা করিবার জন্য আমরাও এবার আর না খাইয়া মরিতে রাজী নই।

* * *

পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি অঞ্চলে বৃষ্টির অভাবে খাদ্য-শস্য চাষ হইতে পারিতেছে না, যাহা হইয়াছিল তাহাও নাকি শুকাইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এদেশে সেচ ব্যবস্থা এতই খারাপ যে, কৃষকদের বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকেই তাকাইয়া থাকিতে হয়, এবং বৃষ্টি ঠিক সময়ে ঠিক পরিমাণে না হইলেই অজন্মা। এই অসহায় অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য চাই সুপরিকল্পিত এবং ব্যাপক সেচব্যবস্থা। তাহা দুই এক মাসের মধ্যে হওয়া সম্ভব নয়, তাহা জানি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে যাহা করা যাইতে পারে, তাহাও কি করা হইতেছে? কৈ, কোন প্রমাণতো দেখি না। বর্ত্তমানে দেশরক্ষা বিভাগে বহু লোক আছে যাহাদের যুদ্ধ করিতে হইতেছে না। ডিমবিলাইজ্‌ড্—অর্থাৎ সৈন্যদল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এমন লোকের সংখ্যাও অনেক। তাহাদের ভবিষ্যৎ বেকার অবস্থা কল্পনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট অনেক কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। এই বিপুল জনশক্তি—manpower—কি গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে খাদ্য উৎপাদনের কাজে লাগাইতে পারেন না? সামরিক বিভাগে নলকূপ ও সাধারণ জলাশয় প্রভৃতি খনন করিবার আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব নাই। সেগুলির দ্বারা অবিলম্বে ছোট ছোট জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। অসংখ্য জিপ গাড়ী, যাহা আসামের জঙ্গলে ও অন্যান্য খোলা জায়গায় অকেজো পড়িয়া রহিয়া মরিচা ধরিতেছে, কিম্বা সহরে ব্রিটিশ সেনানায়কদের ফিরিঙ্গী বান্ধবীসহ প্রমোদভ্রমণের কাজে লাগিতেছে, তাহার সাহায্যে ঐ সকল নলকূপ বা সাধারণ কূপ হইতে জল পাম্প করিয়া ক্ষেতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা যায়। এমেরিকায় জিপগাড়ীর এই প্রকার ব্যবহার ইতিমধ্যেই প্রচলিত ও জনপ্রিয় হইয়াছে। বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের শেষের দিকে মিলিটারীর সাহায্য প্রয়োজন হইয়াছিল। এমন কি, মিলিটারীকে কাজে না লাগাইলে দুর্ভিক্ষ আরও কতদিন চলিত এবং আরও কত লোক মরিত তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। এবার দুর্ভিক্ষ না আসিতেই মিলিটারীকে কাজে লাগাইলে বিপদ এড়ানো যাইতে পারে। আমাদের সৈন্য বিভাগের স্যাপার্স মাইনার্স দল রাতারাতি নদীর উপরে পুল তৈয়ার করিয়াছে, জঙ্গল কাটিয়া সহর বসাইয়াছে ইত্যাদি কৃতিত্বের বহু বিজ্ঞাপন গবর্ণমেণ্ট ছবিতে, সিনেমায়, খবরের কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন। মানুষপ্রাণ মারিবার কাজে দক্ষতার চাইতে মানুষপ্রাণ বাঁচাইবার কাজে তাহাদের দক্ষতা দেখিতে পাইলে আমরা বেশী খুশী হইব।

* * *

সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি ব্যবস্থা দ্বারা ফসল উৎপাদন দ্রুত ও বহুল করা সম্ভব। তাহা কৃত্রিম সারপ্রয়োগ। জাহাজ বোঝাই করিয়া বিদেশ হইতে খাদ্য আনিতে অনেক বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গাইতে হইবে। প্রথমতঃ, যে দেশে খাদ্যশস্য বাড়তি আছে তাহাদের মর্জ্জি ও অনুগ্রহ। দ্বিতীয়তঃ আরও অন্যান্য যে-সকল দেশে খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে, তাহাদের প্রয়োজনের সহিত আমাদের চাহিদার সঙ্গতিবিধান ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু বিলাত ও কানাডা হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া নাইট্রেট ও স্যালফেট জাতীয় কৃত্রিম সার আমদানী তো ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলেই হইতে পারে। ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ এই সার উৎপাদনের সব চেয়ে বড় কোম্পানী এবং সেটা ব্রিটিশেরই অধীন। এই সার কয়েক লক্ষ টন আনিয়া গবর্ণমেণ্ট বিনামূল্যে দেশের সকল কৃষককে বিতরণ করেন না কেন? অনেক টাকার দরকার? কত টাকার? যুদ্ধের জন্য একদিনে যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহার চাইতে নিশ্চয়ই বেশী নয়।

—খেয়ালী

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য এবং অদ্যকার দিনের সর্বপ্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির সঙ্গে তাল রেখে চলবার উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধানকল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট ও সজাগ।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
এবং শাখাসমূহ।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা
লিমিটেড

শুধু কলিকাতাবাসীদেরই নয়, ইহা সমগ্র ভারতবাসীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর ও করাচী ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

কার্য্যকরী তহবিল
দুই কোটি টাকা

হেড অফিস: ৩, ম্যাঙ্গো লেন
ফোন: ক্যাল ২৭৬৭
ম্যাঃ ডিরেক্টর—
ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি

গ্রাম: যেশখু
ফোন: ক্যাল ২০৪৪

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস: ১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্কের নিজস্ব ত্রিতল বাটী নির্মিতপ্রায়।

শাখা: ভবানীপুর, খুলনা।

নড়াইল ও বাগেরহাট শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

চেয়ারম্যান,
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিশ্বকবির পৈত্রিক বাসভবন—প্রকাশ, ল্যাণ্ড একুইজিসন আইন অনুযায়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোস্থ পৈত্রিক ভবনটী নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতির হস্তে সত্বরই হস্তান্তরিত করা হইতেছে। স্মৃতিরক্ষা সমিতির হাতে অর্পিত হইলে কবিগুরুর এই গৃহটী জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভরূপে পরিণত করা যাইবে। কবির পৈত্রিক বাসভবনের কিয়দংশ ইতিপূর্ব্বে কতিপয় অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। স্মৃতিরক্ষা সমিতির নিকট বাটীর ঐ অংশ পুনরায় বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য উক্ত ব্যবসায়ীদের বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোন ফল হয় নাই, উপরন্তু ক্রেতাদের মধ্যে একজন উক্ত বাসভবনের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আরম্ভ করেন। সেইজন্য উক্ত বাড়ীগুলি এবং সংলগ্ন জমি দখল করিবার জন্য ল্যাণ্ড একুইজিসন আইন অনুসারে মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

মুলতুবী আই. এ., আই. এস্. সি. পরীক্ষা—গত হাঙ্গামার জন্য কলিকাতা ও ভবানীপুর কেন্দ্রের আই. এ., ও আই. এস্. সি. পরীক্ষার্থীরা ইংরেজী ও বাংলা পরীক্ষা দিতে না পারায় তাঁহাদের জন্য এই দুইটী বিষয়ে আবার পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী ও ১লা মার্চ্চ কেবলমাত্র কলিকাতা ও ভবানীপুর কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের জন্যই এই বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। এই দুই তারিখে যে যে বিষয়ের পরীক্ষা লওয়ার কথা ছিল, সেগুলির পরীক্ষা আগামী ৪ঠা ও ৫ই মার্চ্চ তারিখে লওয়া হইবে।

কুইনাইনের সরবরাহ বৃদ্ধি—সরকারী প্রেস নোটে প্রকাশ যে, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক কুইনাইন এখন হইতে অধিক পরিমাণে কিনিতে পাওয়া যাইবে। ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ঔষধগুলিতে কুইনাইনের পরিমাণ শতকরা কুড়ি ভাগ হইতে বাড়াইয়া পঞ্চাশ ভাগ করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

লাহোর টাকশাল কলিকাতায় স্থানান্তরিত—নয়া দিল্লীর খবরে প্রকাশ যে, ভারত সরকার লাহোর টাঁকশালটী কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। কলিকাতার বর্ত্তমান টাঁকশালটীর পরিবর্ত্তে আলিপুরে একটী আধুনিক সাজসরঞ্জাম-সমন্বিত টাঁকশাল স্থাপনের বিষয়টী বর্ত্তমানে বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতে তিলের চাষ ও উৎপাদন—১৯৪৫-৪৬সালে সমগ্র ভারতে চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাসানুযায়ী মোট ৩৮ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়া ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাসানুযায়ী ১৯৪৪-৪৫ সালে সমগ্র ভারতে মোট ৩৭ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়া ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯৪৫-৪৬ সালে রাই-সরিষা ও তিসির চাষ—১৯৪৫-৪৬ সালে প্রথম পূর্ব্বাভাসানুযায়ী সমগ্র ভারতে মোট ২৭ লক্ষ ৮৪ হাজার একর জমিতে রাই-সরিষা ও ২২ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে উক্ত প্রথম পূর্ব্বাভাসানুযায়ী সমগ্র ভারতে মোট ২৯ লক্ষ ৮১ হাজার একর জমিতে রাই-সরিষা ও ২৩ লক্ষ ৯৬ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছিল।

কাগজ কলের জন্য বৃটেন হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয়—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, হায়দরাবাদের মীর লায়েক আলী ভারতীয় কাগজ কলগুলির জন্য বৃটেন হইতে ২০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়াছেন।

ভারতে পেট্রোলের বরাদ্দ—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত পেট্রোলের বরাদ্দ বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহা বৃদ্ধি করা হইবে না বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট পেট্রোলের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, পেট্রোলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইবে না। কারণ ইহা সমগ্র জাগতিক ভিত্তিতে বণ্টন করা হইয়া থাকে। ইহার জন্য আরও

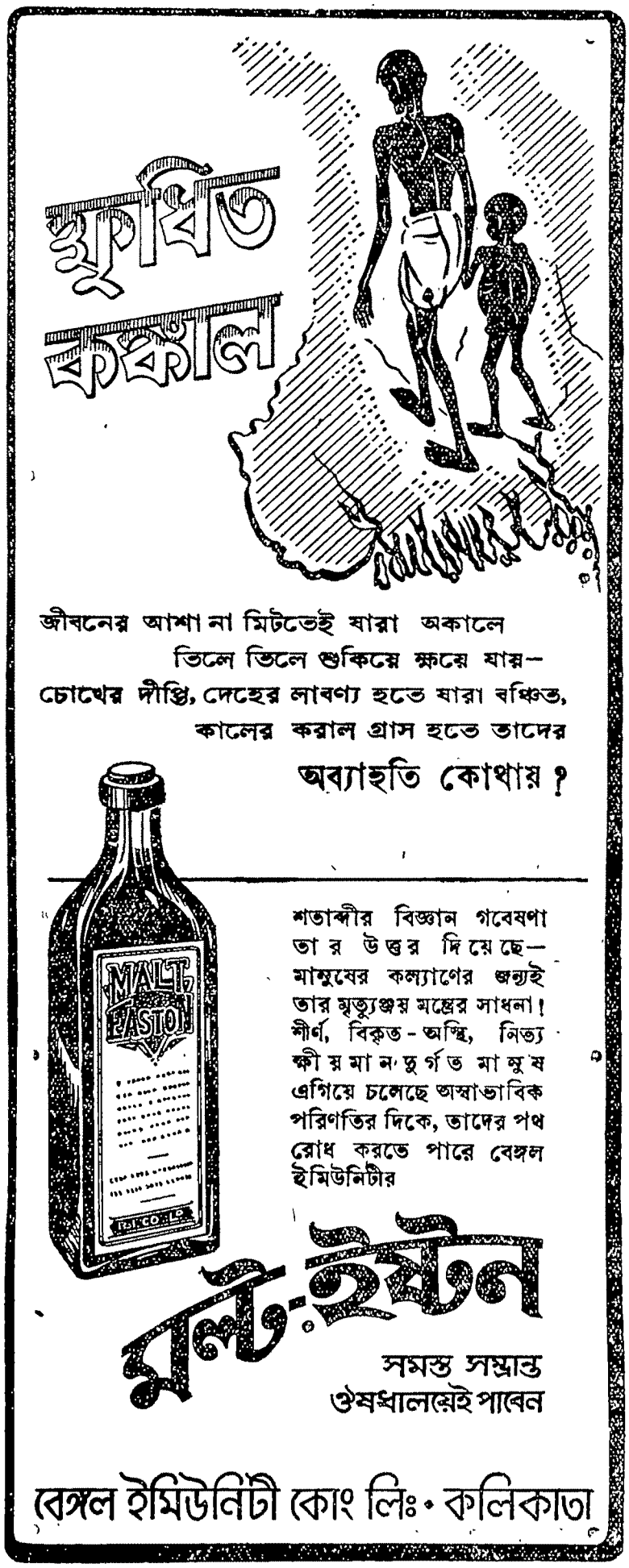

নির্দ্দেশ নাকি পরে দেওয়া হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, গত ১৫ মাস যাবত যে পেট্রোল মজুদ ছিল বর্ত্তমানে তাহার প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণাদেশ সংশোধিত—একদিনে একস্থানে একখানি সংবাদপত্রের একটির অধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইতে পারিবে না বলিয়া ১৯৪৪ সালের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণাদেশে যাহা নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা বাতিল করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া নিউজ প্রিন্ট এ্যাড্‌ভাইসরী কমিটি তাঁহাদের সর্ব্বশেষ সভায় ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্প্রতি প্রকাশিত এক ইস্তাহারে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট উক্ত সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং গত ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা হইল।

মিঃ বি মৈত্র—ক্যালকাটা কেমিক্যাল লিঃ-এর ডিরেক্টর মিঃ বি মৈত্র বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স হইতে সম্প্রতি বি এন রেলওয়ের পরামর্শদাতা সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সোভিয়েটে ব্যাপক তুলা উৎপাদন ব্যবস্থা—সোভিয়েট ইউনিয়ন আগামী দশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর বৃহত্তম তুলা উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হইবে বলিয়া মস্কো বেতারে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে। উজবেকস্তানে নাকি এই তুলা উৎপাদন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে।

বিহার গবর্ণমেণ্টের নূতন পরিকল্পনা—সম্প্রতি পাটনার একটি বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ই, টি, প্রিভুক্স বলেন যে, বিহারের পল্লী অঞ্চলে প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর যাহাতে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা যায়, বিহার গবর্ণমেণ্ট সেই বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন।

মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় তাঁতের কাপড়-চোপড় আমদানী—প্রকাশ, বাঙ্গলা দেশের চাহিদানুযায়ী মাদ্রাজ হইতে তাঁতের কাপড়-চোপড় বাঙ্গলায় প্রেরণ করার ব্যাপারে মাদ্রাজের তাঁত বস্ত্র ব্যবসায়িগণ অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। সম্প্রতি সাউথ ইণ্ডিয়ান হ্যাণ্ডলুম ক্লথ মার্চ্চেণ্টস্ এসোসিয়েশন কলিকাতার জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ ই, কে, জে শর্ম্মা মাদ্রাজ ও কলিকাতার উভয় স্থানেই ডেপুটি ডিরেক্টর অব টেক্সটাইলসের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন।

বাঙ্গলার নূতন ইনকাম-ট্যাক্স কমিশনার—প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশ অঞ্চলের ইনকাম-ট্যাক্সের ইন্‌স্‌পেক্‌টিং এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার রায় সাহেব বি, কে, মুখার্জ্জিকে বাঙ্গলার ইনকাম-ট্যাক্স কমিশনার পদের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘ তহবিল—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘের অর্থনীতিক বিশেষজ্ঞগণ আনুষ্ঠানিকভাবে পরামর্শ দিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘের কার্য্যকরী মূলধন তহবিল ২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার লইয়া খুলিতে হইবে। ভারতবর্ষকে ১০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭ শত ৫০ ডলার দিতে হইবে। মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির চাঁদার পরিমাণ নিম্নরূপ :—(১) মিশর ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ২ শত ৫০ ডলার; (২) ইরাক ৯৬ হাজার ডলার; (৩) সৌদী আরব ৭৩ হাজার ৭ শত ৫০ ডলার; (৪) সিরিয়া ৪৯ হাজার ২ শত ৫০ ডলার (৫) লেবানন ১২ হাজার ২ শত ৫০ ডলার এবং (৬) তুরস্ক ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ২ শত ৫০ ডলার চাঁদা দিবে। প্রধান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে (১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫ শত ডলার; (২) গ্রেটবৃটেন ৩৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ডলার; (৩) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ১৭ লক্ষ ২৩ হাজার ডলার।

বোম্বাই প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষক ধর্ম্মঘট—প্রাদেশিক সরকার তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধির দাবী পূরণ না করিলে বোম্বাই প্রদেশের পঁয়তাল্লিশ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে ধর্ম্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁহারা "প্রাথমিক শিক্ষক দিবস" পালন করিবেন; ঐ দিন তাঁহারা বিদ্যালয়ের কার্য্যেও যোগদান করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে বৃটেনে তরি-তরকারী রপ্তানী—অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য ও কৃষি সচিব সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, এক কোটী দশ লক্ষ পাউণ্ড (অষ্ট্রেলিয়া) মূল্যের সংরক্ষিত (Processed) তরি-তরকারী অষ্ট্রেলিয়া হইতে বৃটেনে রপ্তানী হইবার অবস্থায় রহিয়াছে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে পঁচিশ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সের) শুষ্ক আলু, তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড (প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার সের) শুষ্ক গাজর এবং আড়াই হাজার বাক্স টীনে ভরা তরি-তরকারী।

জল সেচনের নূতন যন্ত্র—প্রকাশ, পারসিক চক্রের সাহায্যে সুলভে জল সেচনের ব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগ অনুরূপ একশত চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কৃষকদিগের নিকট এই চক্রগুলি প্রতিটী তিনশত এগারো টাকা দরে বিক্রয় করা হইবে। পারসিক চক্র চালাইবার জন্য কোনরূপ তৈল বা যন্ত্রাদির দরকার হয় না। দুইটী বলদের সাহায্যে ষোল হইতে কুড়ি ফুট গভীর কূপ হইতে ঘণ্টায় সাড়ে চার হাজার গ্যালন জল সহজেই তোলা যায়। একটী পারসিক চক্রের সাহায্যে দশ একর জমিতে জল সেচন করা যায়।

ইরাকে সরকারী তৈলশোধনাগার—প্রকাশ, ইরাক সরকার মণ্ডলের আশী মাইল

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	৮০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন	৪৮,৭৫,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	১৪,৯৮,০০০৲ "
আমানত	৯,৯০,০০,০০০৲ "

(১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হিসাব অনুযায়ী)

কে এন্ দালাল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

দক্ষিণে টাইগ্রীস নদীর পারে অবস্থিত 'বৈজা'-তে পনর লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে দুইটি তৈলশোধনাগার স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। শোধনাগার দুইটি সরকারী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। বার্ষিক সাড়ে তিন লক্ষ টন মোটরে ব্যবহারযোগ্য তৈল, প্যারাফিন এবং জ্বালানি তৈল এই দুইটি শোধনাগারে উৎপাদিত হইবে। অপরিষ্কৃত (crude) তৈল ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর খনি হইতে পাওয়া যাইবে।

ভারতের কারখানা আইন সংশোধন—১৯৩৪ সালের কারখানা আইন সংশোধনের জন্য ভারত সরকারের লেবার কমিশনার কেন্দ্রীয় পরিষদে একটী বিল উপস্থাপিত করিয়াছেন। উহাতে সাপ্তাহিক কার্য্যকালের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ হ্রাস করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। স্থায়ী (perennial) কারখানার সর্ব্বোচ্চ সাপ্তাহিক কার্য্যকাল চুয়ান্ন ঘণ্টার স্থলে আটচল্লিশ ঘণ্টা এবং সাময়িক (Temporary) কারখানার সর্ব্বোচ্চ সাপ্তাহিক কার্য্যকাল ষাট ঘণ্টার স্থলে চুয়ান্ন ঘণ্টা করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই বিলে দৈনিক কার্য্যকালও অনুরূপভাবে কমাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ডাক কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটের নোটীশ—বোম্বাই-এর নিখিল ভারত ডাক কর্ম্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের নিকট ধর্ম্মঘটের নোটীশ দেওয়া হইয়াছে।

আমেদাবাদে বোনাস দান—প্রকাশ, আমেদাবাদের কাপড়ের কলমালিক সমিতি ও শ্রমিক সমিতি শ্রমিকদিগের বোনাসপ্রাপ্তি বিষয়ে একমত হইয়াছেন। প্রত্যেক শ্রমিকের ১৯৪৫ সালের বাৎসরিক আয়ের শতকরা কুড়ি ভাগ 'বোনাস' হিসাবে শ্রমিকদিগকে দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ভারতে দশমিক মুদ্রা প্রবর্ত্তন বিল—নয়াদিল্লীর খবরে প্রকাশ যে, ভারতে দশমিক মুদ্রামান প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়া ভারত সরকারের অর্থসচিব সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে একটী 'বিল' উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই বিলে টাকা, আধুলি এবং সিকির মূল্য যথাক্রমে ১০০ সেণ্ট, ৫০ সেণ্ট এবং ২৫ সেণ্ট ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। যতদিন এইভাবে মুদ্রামান পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হইবে ততদিন আনা এবং সেণ্ট দুই-ই প্রচলিত থাকিবে এবং পণ্যমূল্যও এই উভয়বিধ মুদ্রাতেই প্রকাশিত হইবে।

বিদেশে শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তিপ্রার্থী নির্ব্বাচন—কিছুদিন পূর্ব্বে ছয় শত ভারতীয় ছাত্রকে বিদেশে শিক্ষাদানের জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার হইতে ১৯৪৬-৪৭ সালে যে বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার জন্য যে সব আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছে তৎসমুদয় বিবেচনা করিয়া প্রার্থী নির্ব্বাচনের জন্য সরকার একটী বিশেষ মনোনয়ন বোর্ড নিযুক্ত করিয়াছেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার উক্ত বোর্ডের সভাপতি এবং মিঃ আশফাক হুসেন সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, স্যার সাফাৎ আহাম্মদ খান, মেজর সর্দ্দার নউনিলাল সিংহ এবং রাও বাহাদুর এন শিবরাজ উক্ত বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন করিয়া উক্ত বোর্ডকে ভারত সরকারের নিকট একটী রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে।

নূতন স্বর্ণখনি—কায়রোর খবরে প্রকাশ যে, সৌদী আরবের নেজদ প্রদেশে কয়েকটী নূতন স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই খনিগুলি নাকি স্বর্ণসম্ভারে খুবই সমৃদ্ধ। মদিনা হইতে প্রায় এক শত মাইল দূরে মাহদ এল জাহাব গ্রামটীর নিকটেই নাকি এই স্বর্ণভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ—বিহারের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মজঃফরপুর জেলা কংগ্রেস সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে পাঁচ দিনের মধ্যেই জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটিবে।

শিল্প সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি—বর্ত্তমান বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে সব শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটিবার কথা, তাহাদের সংরক্ষণের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়াইয়া দিবার জন্য নাকি ভারত সরকার কেন্দ্রীয় পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনেই প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ্চের পরেও সংরক্ষণ ব্যবস্থা বহাল রাখার সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য শীঘ্রই নাকি তিন চারটি শুল্ক সমিতি (Tariff Board)

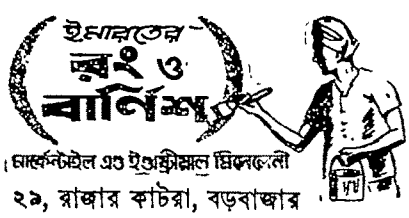

২৯, রাজার কাটরা, বড়বাজার
কলিকাতা।

মূল্য কমিল !!!
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।
লিখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা
ও গোধুলিয়া, বেনারস।

এলায়েড ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
কলিকাতা অফিস—
৩নং ম্যাঙ্গো লেন
ফোঃ কলিঃ ২৮৫৭
ঢাকা : ময়মনসিংহ : কিশোরগঞ্জ : বাজিতপুর।
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
অজিতকুমার সোম, ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ্জ
হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—সিলেট স্থাপিত—১৯২৮।
শাখাসমূহ :—
কলিকাতা
১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং - ক্যালকাটা—৫৬০৭
২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।
৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড্-এ
(কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ মোড়) খোলা হইয়াছে।
আসাম: শিলং, শিলচর, গৌহাটি, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নওগাঁ, ছাতক, হবিগঞ্জ।
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড— ৫,৫০,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲
বাঙ্গালা: চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা।
—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—
১। সিলেট ৩। শিলচর
২। শিলং ৪। ঢাকা
কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।
মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার
মিঃ জে, এম, দাস, জেনারেল ম্যানেজার

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Pioneer Quality Manufacturer of :
Spring, Springwashers, Setscrews, Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler Tube, Brushes, Link & Wire Chains, etc.
S. K. Dutt
Manufacturer & Mill Furnisher,
20, STRAND ROAD
CALCUTTA
Phone : Cal. 1434

গঠন করা হইবে। চিনি, বস্ত্র, লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিবেচনার জন্য তিনটি পৃথক শুল্ক সমিতি এবং অপরাপর শিল্পের সংরক্ষণ উপযোগিতা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য আর একটি শুল্ক সমিতি গঠিত হইবে বলিয়া প্রকাশ।

মহাত্মাজীর উদ্দেশ্যে 'মহামান্যে'র উপহার—ওয়ার্দ্ধার খবরে প্রকাশ যে, কস্তুরবা গান্ধী ও মহাদেব দেশাই-এর নামে জাতীয় সেবার কাজে লাগাইবার জন্য পুণার বিখ্যাত 'আগা খাঁ প্রাসাদ-' টীকে নাকি মহামান্য আগা খাঁ মহাত্মা গান্ধীকে উপহার দিতেছেন।

সামরিক খাতে মূলধন নিয়োগ—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ মান্নু সুবেদারের এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রাউল্যাণ্ডস্ জানান যে, যুদ্ধের সময়ে দেশরক্ষার প্রয়োজনে ভারতে যে সমস্ত মূল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে (Capital Works) তাহার জন্য মোট ৩ শত ৬৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। উক্ত ৩ শত ৬৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে ভারতের দেয় টাকার পরিমাণ ১ শত ৯৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং ভারতে অবস্থিত মার্কিন সৈন্যদের জন্য ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা পারস্পরিক সাহায্য হিসাবে ব্যয় হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত টাকায় যে সমস্ত মূল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে ভারতের সঞ্চিত ষ্টার্লিং তহবিল হইতে তাহার আয় বাদ যাইবে বলিয়াও স্যার আর্চ্চিবল্ড উল্লেখ করেন।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসে লোক নিয়োগ—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে শেঠ গোবিন্দ দাসের এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব জানান যে, যুদ্ধ-ফেরৎ লোকদের জন্য সংরক্ষিত ভারত সচিবের অধীনে ৩ শত ৩৬টি এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে ৪ শত ৬৮টি পদ খালি ছিল। ভারত সচিবের অধীনস্থ ৩ শত ৩৬টি পদের মধ্যে নিযুক্ত ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা ১ শত ৯৭ জন ও নিযুক্ত ভারতীয়দের সংখ্যা ১ শত ৩৯ জন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বৃটিশ ও ভারতীয়গণের সংখ্যার আনুপাতিক হার ৫০ : ৫০ এবং ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসে নিযুক্ত বৃটিশ ও ভারতীয়গণের সংখ্যার আনুপাতিক হার ৫০ : ৪৪ বলিয়াও স্বরাষ্ট্র সচিব উল্লেখ করেন।

রাশিয়া ও আমেরিকার সংযোগসাধনের নব উদ্যম—বেরিং প্রণালীর নীচ দিয়া একটী "তলবর্ত্ম" বা টানেল নির্ম্মাণ করিয়া সোভিয়েট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সংযুক্ত করা হইবে বলিয়া সোভিয়েট এ্যাকাডেমিসিয়ান ভাসিলি ওব্রাজৎ-সোভ সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন। ওব্রাজৎসোভের পরিকল্পনানুসারে এই তলবর্ত্ম দিয়া নিয়মিতভাবে ট্রেন চলাচল করিবে। 'ওগোনিক' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে যানবাহন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে স্বকীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া ভাসিলি ওব্রাজৎ-সোভ উত্তরপ্রান্ত হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় ব্যাপকভাবে রেলপথ নির্ম্মাণের সম্ভাবনার কথা বর্ণনা করেন। এই সব রেলপথের অধিকাংশ চলিবে বৈদ্যুতিক শক্তিতে।

ই. আই. রেলপথের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা—ই. আই. রেল কর্ত্তৃপক্ষ বীরভূম জেলার রামপুরহাট হইতে বিহারের হাজারীবাগ পর্য্যন্ত সোয়া দুইশত মাইল দীর্ঘ একটি নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহার জন্য ইতিমধ্যে জরীপের কার্য্য সুরু হইয়াছে। জরীপের জন্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

রাঁচী হইতে গয়া পর্য্যন্ত একশত দশ মাইল দীর্ঘ এবং চান্দোসী হইতে কিচা পর্য্যন্ত পঁয়ষট্টি মাইল দীর্ঘ দুইটী নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনাও রেলওয়ে বোর্ড অনুমোদন করিয়াছেন।

ভারতের কচুরীপানার উচ্ছেদ সাধনায় বিলাতী বৈজ্ঞানিক মিশন—লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, তরুণ অধ্যাপক ডি. জি. আর্ণটের নেতৃত্বে একদল বিলাতী বৈজ্ঞানিক শীঘ্রই ভারতে আসিতেছেন। সর্ব্বনাশা কচুরীপানা ধ্বংস করিবার কার্য্যকরী পন্থা নির্দ্দেশ করাই তাঁহাদের একমাত্র কাজ নহে, কচুরীপানার ধ্বংসাবশেষ দিয়া প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করাও তাঁহাদের পরিকল্পনার অন্তর্ব্বর্ত্তী। জনৈক অজ্ঞাতনামা দাতার অর্থসাহায্যে বাকিংহামশায়ারের এমারফাসে এক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া অধ্যাপক আর্ণট কচুরীপানার উপরে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক গবেষণা কার্য্য চালাইয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে নরকঙ্কাল রপ্তানী—১৯৪৬ সালের ৩০শে জানুয়ারী তারিখের কলিকাতার শুল্কবিভাগের রপ্তানী মালের তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, কলিকাতার কোন রপ্তানীকারক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নিউইয়র্কে পৌণে সাত হাজার টাকা মূল্যের নরকঙ্কাল চালান দিয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশন—আগামী মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্ত্তী অধিবেশন আরম্ভ হইবে। অধিবেশনের স্থান এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকটে সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইহা ঘোষণা করিয়াছেন।

রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর নূতন গৃহ—ষোল লক্ষ টাকা ব্যয়ে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর জন্য নিজস্ব এক নূতন গৃহ নির্ম্মাণের পরিকল্পনার কথা সোসাইটীর সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ঘোষণা করিয়াছেন।

বঙ্গড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

পোষ্ট বক্স ২৪০৩: হেড অফিস ১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা টেলিগ্রাম: লেনদেন, কলি

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : কলি: ৪৭১৯
স্থাপিত :—১৯১০ ইং গ্রাম :—'MOHABANK'
সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ (প্রায়)	১৫,০০,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী তহবিল (প্রায়)	১,৫০,০০,০০০৲ টাকা

আমানত রাখিবার সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।

অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা সুপরিচালিত।
দেশের সর্ব্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে।
সুষ্ঠু এবং কর্ম্মতৎপরতার দরুণ সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ

মিঃ সামসুদ্দিন আমেদের মুক্তিলাভ—কলিকাতার ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি, বাঙ্গলার প্রাক্তন মন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দিন আমেদ এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ টি পি সেনকে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উক্ত ব্যাঙ্কের দশ হাজার টাকার স্থায়ী আমানত তছরুপ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ফরিয়াদী মিঃ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মামলা তুলিয়া লওয়ায় তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

খাদ্য-সঙ্কট

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে বোম্বাই সরকার জনসাধারণের দৈনিক খাদ্যের বরাদ্দ মাথাপিছু এক পাউণ্ড (প্রায় আধ সের) হইতে কমাইয়া বার আউন্স (প্রায় দেড় পোয়া) করিয়াছেন এবং শ্রমিকদের জন্য দৈনিক যে আট আউন্স (প্রায় এক পোয়া) অতিরিক্ত খাদ্য বরাদ্দ ছিল তাহা কমাইয়া চার আউন্স (প্রায় আধ পোয়া) করা হইয়াছে।

* * *

ময়মনসিংহের ধুলদিয়া গ্রামে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। প্রতি মণ চাউল পঁচিশ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। ধুলদিয়ার কংগ্রেস সভাপতি সাহায্যের জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতির নিকট তার করিয়াছেন।

* * *

বোম্বাই সরকার ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে বিজাপুর জেলার আরও ১৫৫টি পল্লীতে 'খাদ্যাভাব' ঘোষণা করিয়াছেন।

* * *

আমেদনগর জেলার নেবাসাখুরদ গ্রামস্থ সরকারী শস্য গুদাম হইতে গম স্থানান্তরের চেষ্টা করা হইলে গ্রামবাসী নরনারী শিশুগণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন, ফলে গম স্থানান্তর প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

* * *

আগামী মাসের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া দেড় লক্ষ টন গম ভারতে রপ্তানী করিবার জন্য চেষ্টা করিবে বলিয়া মেলবোর্ণ বেতার কেন্দ্র হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

* * *

বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে প্রভূত পরিমাণ চাউল ও গম রপ্তানী করা সম্ভব হইবে বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্ম্মচারী আশা করিতেছেন।

* * *

কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি বিশেষভাবে আশা করিতেছেন যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ভারতের এবং কাছাকাছি দেশগুলির খাদ্য-সঙ্কটে খাদ্য সরবরাহ করিয়া বিশেষভাবে সাহায্য করিবে।

* * *

যথাসম্ভব সত্বর প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য দৈনিক খাদ্য-শস্যের বরাদ্দের পরিমাণ কমাইয়া বার আউন্স করা হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের উপদেষ্টা ঘোষণা করিয়াছেন। তবে যে সমস্ত শ্রমিক গুরুতর পরিশ্রমের কাজ করে তাহারা দৈনিক অতিরিক্ত চার আউন্স খাদ্য পাইবে। সিন্ধু প্রদেশেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

* * *

দার্জ্জিলিং, কলিম্পং ও কার্সিয়াংএ আগামী ২।১ সপ্তাহের মধ্যেই পূরাপূরি বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু হইবে।

* * *

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, আসানসোল, বার্ণপুর, কুল্টী, হীরাপুর, খড়্গপুর সহরে যথাসম্ভব সত্বর বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু করা হইবে।

* * *

আলোচ্য সপ্তাহে বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্রই চাউলের দরবৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি মণ চাউলের দর সিরাজগঞ্জে ও ফরিদপুরে ১৫৲ টাকা, গোপালগঞ্জে ও মেহেরপুরে ১৩॥০ আনা, কিশোরগঞ্জে ২২৲ টাকা, শ্রীহট্টে ১৬৲ টাকা, মুক্তাগাছায় ১৮৲ টাকা, ময়মনসিংহে ১৬৲ টাকা, লেছরাগঞ্জে (ঢাকা) ২২॥০ আনা, নাটোরে ১৫৲ টাকা, মুন্সীগঞ্জে ১৯৲ টাকা, বেরায় (পাবনা) ১৫৲ টাকা, কুমিল্লায় ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

* * *

ওয়াশিংটনের যুক্ত খাদ্য বোর্ড এই বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ভারতবর্ষের জন্য চার লক্ষ টন গম মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

* * *

ঘাটতি অঞ্চলে রপ্তানীর জন্য সিন্ধুতে দুই লক্ষ টন চাউল উদ্বৃত্ত রহিয়াছে বলিয়া সিন্ধু সরকার ঘোষণা করিয়াছেন।

* * *

বোম্বাই সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী হইতে আমেদনগর জেলার ৭৯৯ খানি গ্রামে খাদ্যাভাবের অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

* * *

নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের বাজার হইতে চাউল উধাও হইয়াছে।

* * *

পাবনার কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশ্য বাজারে চাউল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বরাদ্দ প্রথায় মাথা-পিছু আধ সের চাউল দেওয়া হইতেছে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪

—মূলধন—

অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত— ৫৭,৫০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ২৬,৫০,০০০৲ উপর

শাখাসমূহ—

কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—
ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

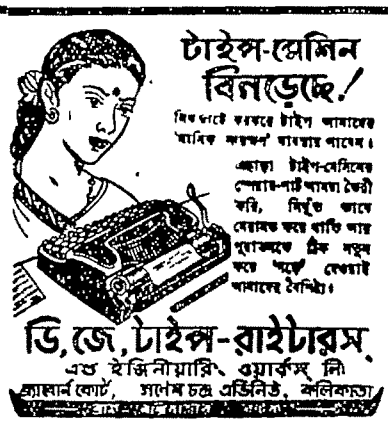

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম
শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী
এফ, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮
হেড অফিস—১২, জ্যাক্‌সন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত স্কীমিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

জাকলাবান্ধা (আসাম) ও মাণিকতলা শাখা খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি বিশ্বাস

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এস্যুরেন্স কোং, লিঃ.

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ১৯৪৫ সালে ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এস্যুরেন্স কোং লিঃ ২৫ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭ শত ৮৮ টাকার লাইফ এস্যুরেন্স পলিসির কাজ (১ লক্ষ ৩ হাজার ৩ শত ১০টি পলিসি) সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ১৯৪৪ সাল অপেক্ষা উক্ত টাকার পরিমাণ ৩॥০ কোটি টাকারও অধিক এবং উহা দ্বারা উক্ত কোম্পানীর পক্ষে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছে।

পাইওনীয়ার টি কোম্পানী লিঃ

অন্যত্র উপরোক্ত কোম্পানীর একটী বিবৃতি মুদ্রিত হইল। এই কোম্পানী কাছাড় জেলায় একটী ইউরোপীয় পরিচালিত চা-বাগান ক্রয় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঐ চা-বাগানে বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর গড়ে ৫৫০০ মণ করিয়া চা উৎপন্ন হইতেছে। ঐ চা-বাগানের মূল্য হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা এবং উহার পরিচালনা ব্যয় বাবদ আরও অনেক অর্থের প্রয়োজন থাকিলেও কোম্পানী মাত্র ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় বাকী টাকা কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টগণ প্রদান করিবেন। বাগানটি আধুনিক ধরণের যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত। এরূপ অবস্থায় উপরোক্ত টি কোম্পানী অল্পদিনের মধ্যে অংশীদারদের মধ্যে ভালরূপ লভ্যাংশ বিতরণ করিতে সমর্থ হইবেন, আশা করা যায়। যাঁহারা শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের কাছে এই কোম্পানীর শেয়ার যে আদরণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নূতন যৌথ কোম্পানী

গেইনস্ বোরো প্রডাক্টস্ (ইণ্ডিয়া) **লিঃ**—ডিরেক্টর—মিঃ ম্যালকম মিনাস। রেজিষ্টার্ড অফিস - ৬-১, ম্যাক্লিয়ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ হাজার টাকা। ঔষধ প্রস্তুতীকরণ সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান।

ষ্টেজ এণ্ড স্ক্রীন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি এন বাগচী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেণ্টস্, ম্যানেজার এবং সেক্রেটারী।

দি ট্রেডওয়ে লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সত্যব্রত সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, লায়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেডিও এবং সঙ্গীত সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির ব্যবসা।

ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট সিকিউরিটিজ ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এল এন বিড়লা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ লক্ষ টাকা। ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী।

নিউ ক্যালকাটা প্রিণ্ট এণ্ড পেপার মার্ট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ধীরেন্দ্রনাথ বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১-সি, আরপুলী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। কালী ও কাগজ সম্পর্কিত সওদাগরী ব্যবসা।

নিউ এজ পাব্লিশার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জানকীনাথ সিংহরায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। মুদ্রাকর, পুস্তক প্রকাশক এবং সংবাদপত্রের মালিক।

দি ইষ্ট ল্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট এণ্ড মেঘনা ফিসারিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এইচ কে চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—চাঁদপুর, ত্রিপুরা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ডেয়ারী-ফার্মিং, হাঁস-মোরগাদি সংগ্রহ এবং প্রজনন, কৃষি ও মৎস্য চাষ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

চক্রবর্ত্তী লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ হেমন্তকুমার চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪০-২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেণ্টস্, ম্যানেজার এবং সেক্রেটারী।

নিউ এরা পাইওনিয়ার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বীরেন্দ্রলাল মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৮, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও খোদাইকার।

এ এস কনসার্ণ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ইন্দুভূষণ গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭-২, শিবতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। দোকানদার ও ঔষধ ব্যবসায়ী।

সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অমলকুমার চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। লৌহ ও তৈজসের ব্যবসায়।

ন্যাশনাল টকিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ভূপেন্দ্রকুমার বাগচী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ফিল্ম কোম্পানী।

শ্রীসোপ এণ্ড কেমিকেল ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ চিন্ময়কান্তি বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫৯-বি, যশোহর রোড, দমদম, ২৪ পরগণা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। সাবান ও প্রসাধন দ্রব্যাদি তৈয়ারীর ব্যবসা।

মায়া ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ফিল্ম কোম্পানী।

ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রিজ এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মহম্মদ ইয়াসিন। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ লক্ষ টাকা। সাধারণ সওদাগরী ও এজেন্সির ব্যবসা।

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

SREE BANK LIMITED

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
ঃ শাখাসমূহ ঃ

কলিকাতা—শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, বহুবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, বজ্‌বজ্, ল্যান্সডাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ডায়মণ্ডহারবার।
আসাম—সিলেট। বাংলা—সিলিগুড়ি, কার্সিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর।
বিহার—ঘাটশীলা, মধুপুর। দিল্লী—দিল্লী ও নয়াদিল্লী।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্
সুধাংশু বিশ্বাস
সুশীল সেনগুপ্ত

পাইওনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারস কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ভূতনাথ চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। বাড়ী নির্ম্মাণকারী, কণ্ট্রাক্টর এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

কাশীরাম বেনারসীলাল লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কাশীরাম গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৩, চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। সেক্রেটারী, ট্রেজারার, ম্যানেজিং এজেন্টস্ এবং ম্যানেজার।

এস রাহা এণ্ড কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ শশধর রাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩-১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এজেন্টস, ম্যানেজার এবং সেক্রেটারী।

এজেন্টস্ এণ্ড ম্যানেজারস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নিশীথ রায় চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা।

স্বদেশী টুবাকো কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ইরিক রোজার সামনেলস্। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, নোডিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। তামাক, সিগারেট ক্রয়-বিক্রয়কারী।

এডুকেশন থিয়েটারস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ শান্তিপ্রিয় মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮এ, তারা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। সবাক ও নির্ব্বাক ফিল্ম উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

বেঙ্গল গোল্ড এণ্ড সিলভার এসোসিয়েশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ শান্তিলাল ক্ষেমানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৭, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সোনা, রূপা ও পাটের ব্যবসা।

ইণ্টার-ন্যাশন্যাল আয়রণ, ষ্টীল এণ্ড উডক্র্যাফট্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ হেমচন্দ্র গুহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। লৌহ ও ইস্পাতের ঢালাইখানা।

ব্রহ্মপুত্র ট্রেডিং কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ অনিলেশচন্দ্র ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১-৪৮, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। আমদানী ও রপ্তানীজনিত অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

মুইর মিলস্ কোং, লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি-শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি ডানবার মিলস্, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বোরিয়া কটন মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কাঁকনাড়া কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কামারহাটি কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ ঃ—

বড়বাজার (কলিকাতা), দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, চৌমুহনী, বসুরহাট, কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, সিরাজদীঘা, রাজাপাড়া, জামুণ্ডিহাট, রহা, রাসড়া, আজমীর, হিঙ্গলগঞ্জ, বেওয়াড়।

জেনারেল ম্যানেজার : মিঃ আর, চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ জে, ভৌমিক

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

৩১-১২-৪৫ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমা সহ), ও সংরক্ষিত তহবিল	৩২,৪০,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	২,২০,০০,০০০৲
আমানত	৩,৩৯,৭৭,০০০৲
কার্য্যকরী তহবিল	৩,৯১,২৩,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন

উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের অর্দ্ধেক

কমারসিণ্ড ডবল বেনিফিট স্কীম

সুদের হার
১ বৎসর ... ৫৲ প্রতিশত
২ ,, ... ৫॥ ,, ,,
৩ ,, ... ৬৲ ,, ,,

সাধারণতঃ আমাদের ডবল বেনিফিট স্কীমে ৫০০৲ বা ততোধিক টাকা জমা লইয়া নির্দ্দিষ্ট সুদ-ছাড়াও উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের শতকরা ৫০৲ টাকা দিয়া থাকি।

পত্র লিখিলে আমাদের 'সাপ্তাহিক শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট' পাঠান হয়।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড

ফোন : বি,বি,৫৪৪১ ৩০।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা TELEGRAM: COMMERSYND

সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর
মিঃ টি,দে, এম,এ; এফ,আর,জি,এস (লণ্ডন)

CS16-UPS: 6"x2

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২২শে ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহেও টাকার বাজারে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সুদের হারও অপরিবর্ত্তিতই ছিল। ব্যাঙ্ক-সমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে 'কল' টাকার লেনদেন হইয়াছিল তাহার সুদের হার বোম্বাই-এ ।০ আনা এবং কলিকাতায় ॥০ আনাই বজায় ছিল। গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের পরিমাণে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহ অপেক্ষা আলোচ্য সপ্তাহে ২ কোটী ২ লক্ষ টাকার বেশী টেণ্ডার পাওয়া গিয়াছে। গড়পড়তা বার্ষিক সুদের হারও বাড়িয়া ।৶৯ পাই হইয়াছে। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, মোট ৪ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৸৵৩ পাই দরের সমুদয় টেণ্ডারই এবং শতকরা ৯৯৸৵০ আনা দরের টেণ্ডারের শতকরা ৭৯ ভাগ টেণ্ডার গৃহীত হয়। মোট ৪ কোটী টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ।৶৯ পাই ধার্য্য হইয়াছে। আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সকাল ১১টা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত এবং অপরাপর কেন্দ্রে ২৫শে ফেব্রুয়ারী সোমবার কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ১লা মার্চ্চ শুক্রবার দিন টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অনুকূলে মোট ২ কোটী ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে 'রপ্তানী বিলের' মাঝারী রকমের কাজকারবার হইয়াছে। 'রেমিট্যান্সের' চাহিদার তুলনায় এখনও রপ্তানী বিলের সরবরাহ কিছু কম ছিল; ফলে কতকগুলি ব্যাঙ্ককে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্ধারিত ১ শিঃ ৫⅝ পেঃ দরের অপেক্ষা সামান্য বর্দ্ধিত হারে ষ্টার্লিং কিনিতে হইয়াছে। বিনিময় বাট্টার হার নীচে দেওয়া হইল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ	৫⅝ পেঃ
ঐ দর্শনী (,, ,,)	,, ,,	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ	৬⅞ ,,
ডি এ চার মাস (,,)	,,	৬⅞ ,,
ডলার (প্রতি শত)		৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৮ই ফেব্রুয়ারীর হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৯৭ কোটী ৩৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৮৮ কোটী ৪৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১,১৯৯ কোটী ৬৮ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৫ কোটী ৪৮ লক্ষ ১৮ হাজার ও ২৯১ কোটী ৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৯ কোটী ১০ লক্ষ ৮ হাজার ও ২৮৯ কোটী ৮২ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৩ কোটী ১৮ লক্ষ ২৪ হাজার ও ২৮৬ কোটী ৫৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২২শে ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার ও মঙ্গলবার 'যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম বাজেট হিসাবে আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেটে অতিরিক্ত মুনাফাকর একেবারেই রহিত করা হইবে এবং অন্যান্য ট্যাক্সেরও উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটিবে' কলিকাতার শেয়ার বাজারে এইরূপ মনোভাব অভিব্যক্ত হওয়ায় বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বুধবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং ফলে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে সামান্য অবনতি পরিলক্ষিত হয়। বৃহস্পতিবার বোম্বাই ও করাচীর ভারতীয় নৌসৈন্যগণের 'বিদ্রোহের' সংবাদ কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রথম ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং শেয়ারসমূহের দরেও অবনতি ঘটে। অদ্য শুক্রবার দ্বিপ্রহর হইতেই ট্রাম বাস চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন শেয়ারসমূহের বিকিকিনি বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের দরে আরও অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধি না হইলেও, কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্র সমূহের দরে তেজীভাব দেখা যায়। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের দরে কিন্তু অবনতিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ আলোচ্য সপ্তাহে ১০২৸৵০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৭) ১০১॥৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ৯৯৸৵০ আনা এবং ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৭০-৭৫) ৯৯৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকল শেয়ারসমূহের মূল্যের উঠানামা কলিকাতার শেয়ার বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হাওড়া ১২৩৲ টাকা, রিলায়েন্স ১০৭৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৮২০৲ টাকা, কামারহাটি ৯৬৪৲ টাকা এবং নদীয়া ১৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

বেঙ্গল কমার্শিয়াল
এণ্ড এগ্রিক্যালচারাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শাখাসমূহ
আলমবাজার, মাণিকতলা,
বড়বাজার, বরানগর, খড়দহ,
শিলিগুড়ি ও গোণ্ডিয়া (সি, পি)

রায়পুর (সি, পি) ও মান্দলা (সি, পি)
শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ ইউ, সি, সরকার

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজকর্ম মোটামুটি ভালই হইয়াছে এবং এই বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারসমূহের দরেও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। বরাকর ৪৬৸৶০ আনা, সাউথ করণপুরা ৩৮॥৶০ আনা, সেনট্রাল ইণ্ডিয়া ১৩॥০ আনা, ভালগোরা ৩০।০ আনা, ইকুইটেবল ৭৬৸০ আনা, চুরুলিয়া ১০।৶০ আনা, বীরভূম ৪৯৸০ আনা এবং সেণ্ড্রা ২৫॥০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারসমূহের বিকিকিনি তেমন হয় নাই। ডানবার ৪৮৮৲ টাকা, কানপুর টেক্স-টাইলস্ ১৩৲ টাকা, এলগিন ৭৪৲ টাকা, নিউ ভিক্টোরিয়া ৮॥৴০ আনা এবং কেশোরাম ২২॥৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগেব শেযারসমূহেব মূল্যের উঠা-নামা কলিকাতার শেয়ার বাজারের অন্যতম প্রধান ঘটনা। ষ্টীল কর্পোরেশন ৪৭।৶০ আনা, ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৫৪৸৶০ আনা, বার্ণ এণ্ড কোং ৫৩৭৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ৫৬৲ টাকা, জেসপ ৩১।৶০ আনা, টেক্স মাকো ১৯।৶০ আনা, মার্শালস ৮৸০ আনা এবং ন্যাশনাল আযরণ ১২।৴০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেযারসমূহের বিকিকিনি তেমন হয় নাই এবং এই বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারসমূহের দরেও সামান্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বলরামপুর ১৮৶০ আনা, বেলসুন্দ ১৬।৴০ আনা, কানপুর ৪৩॥৴০ আনা, কেরু এণ্ড কোং ৩৩৶০ আনা এবং রামনগর ২৭॥০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের তেমন কোন কাজকর্ম হয় নাই এবং এই বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারসমূহের দরেও সামান্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তেজপুর ২৭॥০ আনা, নম্বুরনদী ১৭৲ টাকা, টেঙ্গপানি ৩২॥০ আনা এবং জাতলিবারি ২১॥০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২২শে ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহের গোড়ার দিকে হাঙ্গামা, গোলযোগের জন্য কলিকাতার পাটের বাজারে আশানুরূপ কাজ-কারবার হইতে পারে নাই বটে, তবে হাঙ্গামা মিটিয়া গেলে খুবই 'তেজী' কর্ম্মতৎপবতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। দর চড়িয়া যাওয়ায় মিল-মালিকরা মাল বিক্রয় করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসে এবং ক্রেতাদের অভাব দেখা যায় নাই। কাঁচা পাটের বাজারে 'কভারিং'এর চাহিদা বেশী ছিল। রপ্তানীর জন্য কাঁচা পাটের কাজ-কারবার এ সপ্তাহে কিছু পরিমাণ কম হইয়াছে, তবে ক্রেতার অভাব নাই।

তোষা জাতের পাটের জন্য আমেরিকার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের রপ্তানী বাজারে খুব বেশী পরিমাণ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নাই। আলগা পাটের দর বাড়িয়া যাওয়ায় মিল মালিকগণ পাকা গাঁইটের বেচাকেনা করিতে তৎপর হইয়া উঠে। ইউরোপীয় প্যাকিং-এর ফার্ষ্ট ৯০৲ টাকা, লাইটনিংস্ ৮৫৲ টাকা এবং হার্টস্ ৭৬৲ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে। অর্ডিনারী মিল লাইটনিংসের দর ছিল ৮০৲ টাকা এবং স্পেশ্যাল মার্কসের দর ছিল ৮৪৲ টাকা। নিউ ক্রপের লাইটনিংস্ ৮০৲ টাকা, এবং হার্টস্ ৭২৲ টাকা দবে সামান্য পরিমাণে বেচাকেনা হইয়াছে। কাটিংসের সেরূপ যোগান ছিল না। পরে ৫০৲ টাকা দরে স্পেশ্যাল এন. মিঃর বেচাকেনা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে আরও বেশী কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে, কিন্তু অপরপক্ষে যোগান ছিল আরও সীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ প্রয়োজনীয় জাতের পাটের। সুপারভাইজড্ জাতের মিডিলস্ ১৭৲ টাকা এবং বটমস্ ১৪৲ সর্ব্বোচ্চ দরে বেচাকেনা হইয়াছে। শেষের দিকে বাজারে এই দুই জাতের পাট সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠে। ডিষ্ট্রিক্ট মিডিলস্ ১৬৲ টাকা, পরে ১৬।০ আনা দরে এবং বটমস্ ১৩৲ টাকা, শেষের দিকে ১৩॥০ আনা দরে বেচাকেনা হইয়াছে। বাজারে ডিষ্ট্রিক্ট তোষা পাটের সর্ব্বোচ্চ দর বহাল থাকিলেও যোগান খুবই কম। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমার্দ্ধে মোট ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার গাঁইট পাট কলিকাতায় আমদানী করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। গত বৎসর এই সময়ে মোট ২ লক্ষ ৬৫ হাজার গাঁইট পাট কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। মরশুমের সুরু হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ৫০ লক্ষ ৪৭ হাজার গাঁইট পাট কলিকাতায় আসিয়াছে। গত বৎসর এইরূপ সময়ে কলিকাতায় আসিয়াছিল ৪২ লক্ষ ৫৩ হাজার গাঁইট।

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে আরও অধিক পরিমাণ কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হইয়াছে, বাজারও তেজী হইয়াছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর-এর আগেকার কোনরূপ নাইন অথবা ইলেভেন পোর্টার চট পাওয়া যায় নাই এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর এই দুই জাতের চটও সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বেচাকেনা হইয়াছে। এপ্রিল-জুন-এর পূর্ব্বে কোনরূপ 'হেভি গুডস্' পাওয়া যায় নাই। 'বি' টুইল, কর্ণস্যাকস, লিভারপুল, হেভি সিজ এবং ফিউবান সুগার চটের বেচাকেনা জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বোচ্চ মূল্যে করিতে হইয়াছে। ফিউবার সুগারের জন্য আবার অক্টোবর-ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বোচ্চ মূল্য দিতে হইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২২শে ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোনার বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহেব তুলনায় উল্লেখযোগ্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দাঁড়াইতেছে ৮৮৸০ আনা। গত সপ্তাহে উহা দাঁড়াইয়াছিল ৯৩॥০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সোনার বাজার বন্ধ ছিল।

রূপা—সোনার দরের অবনতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরেও গত সপ্তাহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর পরিমাণ রূপা আমদানীই আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরের অবনতির প্রধানতম কারণ। গত সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১৪৮৲ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা ১৪১৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় রূপা বিক্রয় বন্ধ ছিল।

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স
লিঃ
হেড অফিস : ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৫৩৮০

জাতীয় ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা।

নোয়াখালী
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২৯
হেড অফিস : কলিকাতা
অনুমোদিত মূলধন—
১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত মূলধন—
১২,৫০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—
১০,২০,০০০৲
মোট কার্য্যকরী তহবিল—
২,০০,০০,০০০৲
টাকার অধিক
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, পাল

NOTHING IS STRONGER - - -
- - - - - - - THAN STRENGTH
CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.
READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.
SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.
Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands
BANKERS' UNION LTD.
P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৫ই ফেব্রুয়ারী	১৮ই ফেব্রুয়ারী	১৯শে ফেব্রুয়ারী	২০শে ফেব্রুয়ারী	২১শে ফেব্রুয়ারী	২২শে ফেব্রুয়ারী
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	—	—	—	—	—	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৯১।০	৮৯৸৵০	৯০।০	৯০৲	৯০৲	—
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	—	—	—	—	—	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৪৭৵০	১৪৪৸৵০	১৪৪৸৵০	১৪৩৸৵০	১৪৪।৵০	—
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	—	—	—	—	—	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৬৪।০	৬৩৸০	৬৩॥০	৬৩॥০	৬৪৲	—
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...		—	—	—	—	৯৮৵০
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...		১০৩॥/০-১০৩।৵	১০৩॥৶০-১০৩৶০	১০৩।৶০-১০২৸/১০	১০৩।/০-১০২৸৵	১০২৸/০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...		—	—	১০০।৵০-১০০৵	১০০/১০	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...		১০০৲	৯৯৸/০	—	৯৯৸৵০	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...		১১৩৸৵০-১১৩।০	—	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...		—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...		৫৫৶০-৫৪॥০	৫৪৸০-৫৩৸৵০	৫৪।৶০-৫৩৸৵০	৫৪৸৵০-৫৪।/০	৫৪।/০-৫৩॥৶০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...		৪৭৲-৪৫৸/০	৪৭/০-৪৬॥/০	৪৬৸৶০-৪৬।৵০	৪৬৸৵০-৪৬।০	৪৬।৵০-৪৫॥৶০
কুমারধুবী—অর্ডি ...		১২।৶০-১২/০	১২।৵০-১২/০	১২৲	১২৵০	—
ব্রেইতওয়েইট ...		—	১৬।০	—	—	—
জেসপ ...		৩১।/০-৩১৶০	৩১॥/০-৩১।০	৩১।০-৩১৵০	৩১।৵০ ৩১।০	৩১।/০-৩১৵০
মার্শালস ...		৮৸/০-৮॥/০	৮৸/০-৮॥৵০	৮॥৶০	৮৸০-৮॥৵০	৮॥৵০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	বাজার বন্ধ	১২॥০	১২॥/০-১২।/০	১২।/০	১২।/-১২।০	১২।৵০
আর্থার বাটলার ...		—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস ...		—	১০৲-৯৸৵০	১০/০	—	—
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...		—	—	—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...		৮৶০-৮৲	৮৲-৭৸৶০	৭॥০-৭/০	৭॥০-৭।৵০	৭।/০-৭।০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...		৪৸৶০-৪৸০	৪৸৵০-৪৸/০	৪৸৵০-৪৸০	৪৸৵০-৪৸০	৪৸/০-৪॥৶০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...		১৫৮৲-১৫৬॥০	১৫৭৸০-১৫৭৲	১৫৭॥০-১৫৭৲	১৫৭॥০-১৫৭৲	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...		৯২৸০-৯১॥০	৯১৸০	৯২৸০-৯২৲	৯৩৲-৯২॥০	৯৪৲-৯৩৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...		১৬।৵০-১৬।/০	১৬৸৶০	১৬।৵০-১৬৶০	—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...		১৪॥/০-১৪।৶০	১৪॥০	১৪॥০	১৪॥/০-১৪॥০	১৪।৵০-১৪।০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...		১৫।০-১৫৲	১৫৲	১৫৲	—	১৫৵০-১৫/০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...		—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...		১১/০	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...		—	—	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...		—	—	৩৪৸০-৩৪।০	৩৪৸০-৩৪॥৵০	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...		৪৭৸৵০-৪৭।/০	৪৭।৵০-৪৬॥৵০	৪৬৸৵০-৪৬॥৵০	৪৭৲ ৪৬৸৵০	৪৬॥০-৪৬।০
তালচের ,, ,, ...		১২৲	১১৸০	১১৸/০	১১৸৶০	১১৸৵০
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...		৬৫।৵০	৬৫।৵০	৬৫॥৵০	—	—
ইকুইটেবল ,, ,, ...		৭৮৲-৭৭।০	—	৭৬॥৵০	৭৭৲-৭৬॥০	৭৬।৵০
সাউথ করণপুরা ,, ...		৩৯।৶০-৩৯৲	৩৯।/০-৩৯৵০	৩৮॥৵০	৩৯৶০-৩৮৸০	৩৮৸০-৩৮।০
ভুলনবরারি ...		—	—	—	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...		—	—	৪৬৸৶০	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...		১৩।০	১৩॥৵০	—	১৪৲-১৩॥৵০	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...		৪৬৲	—	—	—	—

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট। ফোন : বি, বি, ১৫৩৪

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা।

যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—
মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এম কে গুহ

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

=স্থাপিত ১৯৩০=

হেড অফিস ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রাম— ফোন ক্যাল
লাইভ ব্যাঙ্ক ৪৭৩১ ও ৩২৭৫

বাংলা ও বিহারের প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে শাখা প্রতিষ্ঠিত

চেয়ারম্যান :
রায় জে এন মুখার্জ্জি বাহাদুর
গভঃ প্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার, হুগলী

ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ্জ—মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জ্জি

ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করা সব দিক দিয়ে নিরাপদ।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৫ই ফেব্রুয়ারী	১৮ই ফেব্রুয়ারী	১৯শে ফেব্রুয়ারী	২০শে ফেব্রুয়ারী	২১শে ফেব্রুয়ারী	২২শে ফেব্রুয়ারী
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	বাজার বন্ধ	৮॥/০-৮।৶০	৮॥০-৮।৶০	৮॥০-৮।৶০	৮॥০-৮।৶০	৮।০
বেনারস ...		১২।০-১২৲	১২।০-১২৵০	১২।০-১১৸৶০	১২৶০-১২/০	—
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...		১৩৵০-১২৸৵০	১৩৲	১৩/০-১৩৲	—	—
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...		৭৭৲	৭৩॥০	৭৩৸০	—	—
কেশোরাম ...		২১৸৵০-২১॥০	২১৸৵০-২১৲	২১॥০	২২৵০-২১॥৵০	২১৸৵০
বঙ্গশ্রী ...		১৪৸৶০-১৪৸/০	১৪৸৵০-১৪৸০	১৪৸/০	১৪৸০	১৪৸/০-১৪৸০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...		৭৸৵০-৭৸/০	৭॥০	৭৸৵০	৭৸৵০	৭৸০-৭॥৶০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...		—	২৭৫৲-২৭৪৲	২৭৪॥০	২৭৭৲-২৭০৲	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...		২৩।/০-২৩৵০	২৩॥০-২২॥০	২৩।০-২৩৶০	২৩৲	২২৸৶০
টিটাগড ...		৪৫৸৶০-৪৫॥৵০	৪৬৲-৪৫॥৵০	৪৫৸৵০-৪৫৸০	৪৫৸৶০-৪৫৲	৪৫৸৵০-৪৫৵০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...		৪৪০৲-৪৩৫৲	৪৪৩৲-৪৪২৲	—	৪৪৫৲-৪২৮৲	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...		৬২০৲-৬১১৲	—	—	৬২১৲-৬১৫৲	৬১২॥০
কামারহাটি „ „ „ ...		৯৬৩৲-৯৫৩৲	৯৭০৲-৯৬৮৲	—	৯৬৭৲-৯৬৩৲	৯৫৭৲-৯৫৬৲
নদীয়া „ „ „ ...		১৭৩৲-১৭১৲	১৭৩৲-১৬৯৲	—	১৭১৲-১৭০৲	১৭১৲-১৬৯৲
প্রেসিডেন্সী „ „ „ ...		১৪৸০-১৪॥/০	১৪৸০-১৪॥/০	১৪॥৶০-১৪৲	১৪৸০-১৪॥/০	১৪॥৵০-১৪॥০
বিলায়েন্স „ „ „ ...		১০৬৸০-১০৩।৵০	১০৭৲-১০৫॥০	—	১০৫।৵০	১০৪৲
কাঁকনাডা „ „ „ ...		৭৯৯৲-৭৯০৲	৮০৬৲-৮০১৲	৮০০৲	৮০৬৲-৮০১৲	—
হাওড়া „ „ „ ...		১২৩/০-১২১॥৶০	১২২॥০-১২২৶০	১২২৲	১২২৵০-১২২৲	১২১৵০
ডালহৌসী „ „ „ ...		—	৪৫০৲-৪৪৮৲	—	—	—
বজবজ „ „ „ ...		৬৬৬॥০-৬৫৯৲	৬৬০॥০-৬৬০৲	—	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড „ „ ...		৩৮২৲-৩৮১৲	৩৮৫৲-৩৮০৲	—	৩৮৫৲	—
এলায়েন্স „ „ „ ...		৮৩০৲	—	—	—	—
চিনির কল—বেলগুন্দ সুগার কোং লিঃ ...		১৫৸০	১৬।৵০-১৫৸০	১৬।/০	—	১৫॥৶০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...		৪৩॥০	৪৩॥৵০-৪৩॥০	৪৫৲	৪৪৸৵০-৪৪৸০	৪৪॥৵০
কেক এণ্ড কোং লিঃ ...		৩৩॥০-৩৩৵০	৩৩৸/০-৩৩॥৶০	৩৩৸৵০-৩৩॥৶০	৩৪।৶০-৩৩৸০	—
চা বাগান—চন্দননগর টি ...		—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান „ „ „ ...		—	—	—	—	—
কল্যাণী „ „ „ ...		৫৩৲	—	—	—	৫২৲
লেবং এণ্ড মিনারেল ...		—	১২৵০	—	—	—
তেজপুর „ „ „ ...		—	—	২৭॥০-২৭।৵০	২৭॥০-২৭৲	—
বিশ্বনাথ „ „ „ ...		৪৭৸০-৪৭॥৵০	—	৪৭৸০-৪৭॥৵০	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...		১৭॥৵০	১৭॥০	—	১৭৲	—
বি আই কর্পোরেশন ...		৮৸৶০-৮॥০	৯৵০৮৸/০	৯/০-৮৸৵০	৯/০-৮৸৵০	৮৸৶০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...		২০৩৲-১৯০৲	২০২৲-১৯৮৲	২০১॥০-১৯৭৲	২০১৲-১৯৯৲	২০০৲-১৯৯৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...		১৭৶০-১৭৵০	১৭।৵০-১৭/০	—	১৭৶০-১৬৸০	১৭/০-১৭৲
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...		২৯২৲-২৮৯৲	—	২৯১৲-২৮৮৲	২৯০৲	—
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট „ „ ...		২৪॥৶০-২৪৲	২৪॥৶০	২৪॥/০-২৪॥০	২৪।৶০-২৪।/০	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...		—	—	—	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...		১০॥০-১০৵০	১০৸০-১০॥৵০	১০॥৵০	—	—

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ ৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বেলেঘাটা, মাণিকতলা (কলিঃ), সৈয়দপুর, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী, কাটিহার, সায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ঢাকা ও তেরপাখিয়া।

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাসহ যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

Tele : PURSE-CAL. অশোক সেন এম-এ, জেনারেল ম্যানেজার — বি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ফোন—বি, বি, ৬৭৭৯

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ

কলিকাতা—বড়বাজার, হাওড়া, কালীঘাট, মাণিকতলা।

বেঙ্গল—বরাকর, বরিশাল, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, কৃষ্ণনগর, মালদহ, ময়মনসিংহ, নবদ্বীপ, নারায়ণগঞ্জ, নবশিংদি, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া।

বিহার—ভাগলপুর, চাইবাসা, দেওঘর, দুমকা, গয়া, হাজারিবাগ, কাটিহার, মুঙ্গের, মুজাফরপুর, পাটনা, রাঁচী, সাকচী (জামসেদপুর), সাহেবগঞ্জ।

আসাম—গৌহাটী, জোড়হাট, করিমগঞ্জ, শিলচর, শ্রীহট্ট, তেজপুর।

ইউ, পি—বেনারস।

জে, এন, সেন, এফ আর ই এস (লণ্ডন), জেনারেল ম্যানেজার — এস, দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

(২)

অক্ষয় কুমার লাহা

রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক সিমেন্ট কলার — বা ড়ীর ও কারখানার রং

৪৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মেডকমিটিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি. ২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার, জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

—সুদের হার—

কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪%

ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

- কোকোলা
- কল্যানী
- ত্রিগুণ
- জুয়েল আমলা কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

শ্রীউয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।
কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে
ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা প্রাপ্ত।
আমাদের
"পেন্‌সন্ সার্টিফিকেটে"
৫,০০০৲ টাকা জমা দিলে
১০,০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।
পত্র লিখিলেই বিস্তারিত জানান হয়।
বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ২১টি শাখা
দ্বারা জাতির সেবায় নিযুক্ত
অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ড
পাইয়াছেন।

১৯৪২ সনে	শতকরা	৫৲
১৯৪৩ সনে	,,	৫৲
১৯৪৪ সনে	,,	৭॥০

আর, রায়,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

কার্য্যকরী মূলধন—১২ কোটি টাকার উপর

—কলিকাতা অফিসসমূহ—

৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯-এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং ১৩৯-বি, রসা রোড

কলভাদেবী (বোম্বাই) : অন্যান্য অফিসসমূহ :

কুমিল্লা	জোড়হাট	দ্বারভাঙ্গা	নারায়ণগঞ্জ	পুরাণবাজার	ভাগলপুর
গৌহাটী	ডিব্রুগড়	ধুবড়ী	পাবনা	ব্রাহ্মণবেড়িয়া	ভৈরব
চট্টগ্রাম	ঢাকা	নিতাইগঞ্জ	পাটনা	বোম্বাই	ময়মনসিংহ
চাঁদপুর	তিনসুকিয়া	নওগাঁ	পাটনা সিটি	বরিশাল	মজঃফরপুর
					রাজসাহী

মাদ্রাজে এজেন্সী আছে—

বৈদেশিক এজেন্সীসমূহ : লণ্ডন—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা—গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক, অষ্ট্রেলিয়া—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনী, আলেক্‌জাণ্ডিয়া—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি, এণ্ড ও, এ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

গ্রাহকদের তরফ হইতে আয়করের রিটার্ণ প্রস্তুত করা হয় এবং উহাদের তরফ হইতে দাবী উপস্থিত করা হয়

স্থানীয় হেড অফিস :
কলিকাতা • বোম্বাই
মাদ্রাজ

এতদ্ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ৪০০এর উপর শাখা ও সাব-অফিস রহিয়াছে।

লণ্ডন অফিস :
২৫, ওল্ড ব্রড ষ্ট্রীট।

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 4th March, 1946 সোমবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৩৫২ [৪২শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বাঙ্গলা সরকারের কেলেঙ্কারী

বাঙ্গলায় লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে দুর্ভিক্ষ, লক্ষ লক্ষ লোকের অকালমৃত্যু, জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার, উৎপীড়ন, ঘুষ, দুর্নীতি প্রভৃতি বহু কেলেঙ্কারীর কথা সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি ভারত সরকারের পাব্লিক একাউন্টস্ কমিটী লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের আর একটী কুকীর্ত্তির কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। গত ১৯৪২ সালে যখন জাপান ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে হানা দেয় সেই সময়ে জাপান যাহাতে ভারতে আসিয়া কোন সাহায্য না পায় তজ্জন্য ডিনায়েল পলিসি অনুসারে জনসাধারণের মোটর গাড়ী, সাইকেল, নৌকা, হাতী ইত্যাদি যানবাহন গবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া লন, অনেকের বাড়ীঘর ও জমিজায়গা দখল করেন, এবং বহু লোককে বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে সরিয়া যাইতে বাধ্য করেন। এই সব কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে কিছু কিছু ক্ষতিপূরণ দিবারও ব্যবস্থা হয় এবং এই ক্ষতিপূরণ প্রদানের ভার পড়ে বিভিন্ন জেলার কর্ত্তৃপক্ষের উপর। জেলা কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত ক্ষমতার বলে সরকারী কোষাগার হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন বটে—কিন্তু এই টাকার অনেকাংশই অভীপ্সিত কাজে ব্যয় হয় নাই। অধিকন্তু যাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাহাদের নিকট হইতেও কোন রসিদ লওয়া হয় নাই। ফলে এই লক্ষ লক্ষ টাকার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ কত টাকা পাইয়াছে এবং জেলা কর্ত্তৃপক্ষের লোকেরা কত টাকা বেমালুম হজম করিয়াছে, তাহা এক্ষণে বুঝিবার কোনই উপায় নাই। অন্য দেশ হইলে শাসন কর্ত্তৃপক্ষের এই কেলেঙ্কারী এবং জনসাধারণের অর্থের এই অপচয় সম্বন্ধে আমূল তদন্ত হইত এবং দেশের চূড়ান্তরূপ দুর্দ্দিনের সময়ে যাহারা এইভাবে সাধারণের অর্থ বেমালুম পকেটস্থ করিয়াছে তাহাদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের কি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, কি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট—সর্ব্বক্ষেত্রে ঘুষ ও দুর্নীতির প্রাবল্য এত বেশী যে, "কেঁচো খুড়িতে সাপ উঠিবে" ভয়ে কেহই এই বিষয়ে নাড়াচাড়া করিতে সাহস পান না। ফলে পাব্লিক একাউন্টস্ কমিটী আমতা আমতা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, যদিও বাঙ্গলা সরকার এই ব্যাপারে অত্যন্ত "কদর্য্যরূপে আনাড়ীর

সাময়িক প্রসঙ্গ

মত কাজ করিয়াছেন" (bungled very badly) তথাপি ভারত সরকার কর্ত্তৃক এই খরচা মঞ্জুর করা উচিত। ফলে ভারতবাসী কর্ত্তৃক প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা উধাও হইয়া গেল এবং যাহারা একপ্রকার প্রকাশ্যভাবে উহা পকেটস্থ করিয়াছে তাহারা জনসাধারণকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিল। একমাত্র ভারতবর্ষেই এরূপ ব্যাপার সম্ভবপর।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০৪৭-৫৩
ভারত সরকারের বাজেট	১০৫৪-৫৬
তাল-মিছ্‌রি	১০৫৭-৫৮
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১০৫৯-৬০
খেয়ালীর খাতা	১০৬১-৬২
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১০৬৩-৬৭
কোম্পানী প্রসঙ্গ	১০৬৮-৬৯
বাজারের হালচাল	১০৭০-৭৪

বৃটন উডস চুক্তি ও ভারতবর্ষ

বৃটন উডস্ চুক্তি অনুসারে যে আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ তাহার সদস্য থাকিবে কিনা সে বিষয় স্থির করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। ঐ কমিটি সম্প্রতি একটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ যে কোন সময় ঐসব প্রতিষ্ঠানের সহিত সংস্রব ছিন্ন করিতে পারিবে। কমিটির মতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধের কি ব্যবস্থা করিবেন তাহার উপরই আন্তর্জ্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সহিত ভারতের সম্পর্ক রাখা না রাখার সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিতে বিলম্ব করেন কিংবা যদি ঐ আলোচনার ফল ভারতের পক্ষে সন্তোষজনক না হয়, তবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ভারতবর্ষকে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করিবারই নির্দ্দেশ দিবেন। কেন না, ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা স্থির না হইলে আন্তর্জ্জাতিক

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা।
ফোন : পি কে—২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ধনভাণ্ডার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সদস্য থাকিবার জন্য ভারতের উপর যে চাঁদার অঙ্ক ন্যস্ত হইবে তাহা এদেশ বহন করিতে পারিবে না।

আমাদের মতে কমিটির ঐ নির্দ্দেশ খুবই সঙ্গত হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের প্রাথমিক সদস্য থাকার এমন কতগুলি সার্থকতা আছে, যেজন্য অচিরেই ঐ সব প্রতিষ্ঠান হইতে সরিয়া আসা আমরা ভারতের পক্ষে সমীচীন মনে করি না। তবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে অদূর ভবিষ্যতে কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে ঐসব প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদে ইস্তফা দিবার একটি ন্যায্য কারণ দাঁড়াইবে। তখন ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কালবিলম্ব না করিয়া ঐরূপ কার্য্যনীতিই অবলম্বন করিতে হইবে। বৃটন উডস্ চুক্তিতে বিধান রহিয়াছে যে কোন সময়ে যে কোন দেশ ইচ্ছা করিলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে পারিবে। কাজেই আপাততঃ উহাদের সদস্য থাকিলেও ভবিষ্যতে প্রয়োজন মত তাহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার পক্ষে কোন বাধা দাঁড়াইবে না।

বাঙ্গলায় পাটের চাষ

এরূপ জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে বাঙ্গলা সরকার এবার গত ১৯৪০ সালের তুলনায় ছয় আনা জমিতে পাটের চাষ করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন। গত ১৯৪০ সালে বাঙ্গলায় মোট ৫৩ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। সেই হিসাবে আগামী মরশুমে ২০ লক্ষ ২৪ হাজার ৬ শত একর জমিতে পাটের চাষ হইবে এবং স্বাভাবিক হিসাবে উহাতে যদি পাট উৎপন্ন হয় তবে এই জমি হইতে প্রতি একরে ৩॥ বেল পাট ধরিয়া মোট ৭০ লক্ষ ৮৬ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইবে। পাটের চল্‌তি মরশুমের শেষে মোট কি পরিমাণ পাট উদ্বৃত্ত থাকিবে তৎসম্বন্ধে এখনও কোন সঠিক বিবরণ জানা যায় নাই। তবে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের 'আর্থিক জগতে' বিভিন্ন তথ্যতালিকা অবলম্বনে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম যে, চল্‌তি মরশুমের শেষে চটকলসমূহ, পাটচাষী কৃষক, ফড়িয়া, আড়তদার, পাট ব্যবসায়ী, বেলার ইত্যাদি সকল শ্রেণীর হাতে মোটমাট ১৪॥ লক্ষ বেলের মত পাট অবশিষ্ট থাকিবে। এরূপ অবস্থায় আগামী মরশুমে বাঙ্গলার বাহিরে ১০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে ধরিয়া ঐ মরশুমে মোট ৯৫॥ লক্ষ বেল পাটের জোগান হইবে আশা করা যায়। খরচের দিক দিয়া আগামী মরশুমে চটকলগুলিতে বেশী পাট খরচ হইবে ও বিদেশেও বেশী পরিমাণ পাটের রপ্তানী হইবে এবং আগামী মরশুমে এইভাবে মোটমাট ৯০ লক্ষ বেল পাট খরচ হইবে—তাহা খুবই আশা করা যায়। এরূপ অবস্থা ঘটিলে আগামী মরশুমের শেষে বাজারে বেশী কিছু পাট উদ্বৃত্ত থাকিবে না এবং উহার ফলে আগামী মরশুমে পাটচাষী পাটের উপযুক্তরূপ দর পাইবে—তাহা খুবই আশা করা যায়।

কিন্তু পাটচাষীরা যাহাতে তাহার উৎপাদিত পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে পাটচাষের জমির পরিমাণ কম করিয়া নির্দ্ধারিত করাই পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা নহে। একথা ঠিক যে, পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য না পাওয়া এবং ধানের দর অধিক থাকা হেতু গত ৩।৪ বৎসর কাল ধরিয়া কৃষকগণকে যে পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে তাহার তুলনায় পাটচাষী কম পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিয়াছে। কিন্তু আগামী মরশুমেও যে কৃষক কম পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এরূপ অবস্থায় আগামী মরশুমে কৃষক যাহাতে ১৯৪০ সালের তুলনায় ছয় আনার অধিক জমিতে পাটের চাষ না করে তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকারকে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পাটচাষীর মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি অর্থসঙ্গতিহীন বলিয়া উহারা ভাল দরের অপেক্ষায় পাট ধরিয়া রাখিতে পারে না। ২।৪ মাস কাল পর্য্যন্ত পাট গুদামজাত করিয়া রাখিবার মত স্থানও অধিকাংশ পাটচাষীর নাই। ফলে বাজারে পাটের খুব চাহিদা থাকিলেও কৃষকগণ পাট উৎপন্ন হইবার পর ২।১ মাসের মধ্যে উহা জলের দরে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। বাঙ্গলা সরকার এই সব বিষয়ে কৃষকদের সাহায্যের জন্য আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। পাটের দর যাহাতে একটা নির্দ্দিষ্ট দরের নীচে নামিয়া না যায় তৎপক্ষে উহারা ইতিপূর্ব্বে কৃষকগণকে একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বটে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কোনবারই এই প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় আগামী বৎসরে কৃষকের পক্ষে পাটের অধিকতর মূল্য পাওয়ার সুযোগ-সুবিধা ঘটিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষকগণ উপকৃত হইবে কিনা, তাহাতে খুবই সন্দেহ রহিয়াছে।

ডাক ও তার বিভাগের আসন্ন ধর্ম্মঘট

ভারত সরকারের সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ও কর্ম্মকুশল ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এখনও পর্য্যন্ত ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীদের দাবীদাওয়া পূরণ সম্পর্কে কোন আশ্বাসই দেন নাই। ডাক ও তার বিভাগে কয়েকটি ইউনিয়ন আছে। ইহার মধ্যে ডাক পিয়নদের ইউনিয়ন ১১ই মার্চ্চের মধ্যে ধর্ম্মঘট সুরু হইবে বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন। অন্যান্য ইউনিয়ন লইয়া গঠিত ডাক ও তার ফেডারেশন ২৪শে মার্চ্চ ধর্ম্মঘট সুরু হইবে বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন। মোটের উপর ২৪শে মার্চ্চের মধ্যে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করা সম্বন্ধে ডাক ও তার কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে মতভেদ নাই, ইহা বুঝা যায়। ডাক ও তার বিভাগের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে ধর্ম্মঘট হইলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা বিপর্য্যস্ত হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের সমস্ত বিভাগ অচল হইয়া যাইবে। ইহা জানিয়াও গবর্ণমেণ্ট কেন নীরব রহিয়াছেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রকাশ কলিকাতার প্রেসিডেন্সী পোষ্ট মাষ্টার ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট বন্ধ করার জন্য এক কড়া সার্কুলার জারী করিয়াছেন। উক্ত সার্কুলারে ধর্ম্মঘটে যোগদানকারীদের বরখাস্ত করিয়া নূতন লোক লওয়া হইবে বলিয়া ভয় দেখানো হইয়াছে এবং আফিসে টাকাকড়ি কম রাখিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই কথা সত্য হইলে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, প্রেসিডেন্সী পোষ্ট মাষ্টার অত্যন্ত হঠকারিতা ও অবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। ভয় দেখাইয়া অথবা আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতপক্ষে তিনি অকারণ উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেই সাহায্য করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীরাই গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মনিপুণ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। অকারণে তাঁহারা ধর্ম্মঘটের ন্যায় ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্য লইতে যাইতেছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দাবী বিবেচনার জন্য এডজুডিকেটর নিয়োগ করিবেন বলিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে একটি সংবাদও পাওয়া গিয়াছিল। আমরা আশা করি, এই সংবাদ সত্য। অবিলম্বে আপোষ-আলোচনার দ্বারা ধর্ম্মঘট এড়ানোর ব্যবস্থা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে আমরা পুনরায় অনুরোধ করিতেছি।

ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যের অবস্থা

ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার আজিজুল হক ভারতের উপকূল বাণিজ্যে লিপ্ত জাহাজসমূহের মধ্য হইতে যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্ট যতগুলি জাহাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতেই ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ যে কত কম পরিমাণ অংশ গ্রহণ করে তাহা উপলব্ধি করা যায়। স্যার আজিজুল হক বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময় ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে লিপ্ত জাহাজসমূহের মধ্যে ৫৭টী সমুদ্রগামী জাহাজ গবর্ণমেণ্ট মালিকদের নিকট হইতে নিজেদের হাতে গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে ১০টী নষ্ট হইয়াছে এবং ৩৬টী মালিকদের ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। বাকী জাহাজগুলি শীঘ্রই ফেরৎ দেওয়া হইবে। ভারতীয় রেলপথসমূহের উপর এখনও অত্যন্ত চাপ পড়িতেছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট জাহাজ মারফৎ মাল চালান দিবার ব্যবস্থা বহাল রাখিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশীয় জাহাজগুলিও কাজে লাগানো হইবে।

গবর্ণমেণ্টের উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে সাময়িকভাবে উপকূলবর্ত্তী ভারতীয় নৌবাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশীয় জাহাজ শিল্পের আয়ু আর কিছুকাল বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে আমরা আনন্দিত। কিন্তু ভারতের উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজসমূহের জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে যে সমস্যার এখনই সমাধান হয় বিদেশী স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট কেন অযথা তাহা জিয়াইয়া রাখিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধের পরও শক্তিশালী ঔপকূলিক বাণিজ্যপোত বহরের অভাবে বহু দুর্ভোগ ভুগিয়াও কি গবর্ণমেণ্টের চেতনা হয় নাই?

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন: কলিঃ ৩৩৮১ :: তার: 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

ব্যাঙ্ক ডিপজিট সম্বন্ধে তদন্ত

ভারতবর্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে বর্ত্তমানে যে আমানতী টাকা রহিয়াছে তাহার কত অংশ কোন্ শ্রেণীর লোকের সম্পত্তি তদ্বিষয়ে তদন্তকার্য্য আরম্ভ করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটী গুরুত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি উহার তালিকাভুক্ত সমস্ত ব্যাঙ্কের নিকট একটী সার্কুলার জারী করিয়াছেন। এই সার্কুলারে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে যে টাকা আমানত ছিল তাহার মধ্যে কত অংশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং কত অংশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি তাহা জানাইবার জন্য তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আবার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী ইত্যাদি বিভিন্নশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানভেদে কোন্ প্রতিষ্ঠানের কত টাকা ব্যাঙ্কে মজুদ আছে তাহা জানাইতে বলা হইয়াছে; ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির যে টাকা মজুদ আছে তাহা আবার শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও যানবাহন প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ও মূলধন সরবরাহক প্রতিষ্ঠানভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে ব্রহ্মদেশের আমানত লইয়া মোট আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল আড়াই শত কোটী টাকার মত। গত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতে আমানতী টাকার পরিমাণই দাঁড়ায় ৯৫৩ কোটী টাকার কাছাকাছি। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইলেও দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির কাজে উহার যাহাতে যথাযথভাবে বিনিয়োগ হয় এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের খামখেয়ালীমতে উহার যাহাতে কোন অপচয় না ঘটে তাহা দেখিবার পক্ষে রাষ্ট্রের একটা বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। এই জন্যই গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উপরোক্তরূপ তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই একটী জাতীয় ইনভেষ্টমেণ্ট বোর্ড (National Investment Board) গঠন করিবেন এবং উপরোক্তভাবে ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার মধ্যে যতদূর সম্ভব বেশী অংশ যাহাতে দেশের কৃষিশিল্পের উন্নতিমূলক কাজে যথাযথভাবে নিয়োজিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। গবর্ণমেণ্টের এই নীতি যদি একমাত্র দেশবাসীর স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া দক্ষতা ও সততার সহিত পরিচালিত হয় তাহা হইলে উহা দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিবে। কিন্তু এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট মাত্র তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির উপর জোর দিতেছেন কেন তাহা বুঝা দুষ্কর। আমাদের মনে হয়, তালিকাভুক্ত ও তালিকাবহির্ভূত ব্যাঙ্ক, কুঠি নিধি চিৎফণ্ড প্রভৃতি দেশীয় ব্যাঙ্ক, ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট, ডাক বিভাগের সেভিংস ব্যাঙ্ক ও ক্যাশ সার্টিফিকেট ইত্যাদিতে দেশবাসী কর্ত্তৃক আমানতী সমস্ত টাকার সম্বন্ধে অনুরূপ তদন্ত করিয়া কাজ করা উচিত। মোটের উপর সমস্ত দেশবাসী বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টায় প্রতি বৎসর যাহা কিছু সঞ্চয় করিতেছে তাহার সমগ্র অংশ কেন্দ্রীভূত হইয়া জাতিগঠনমূলক কার্য্যে নিয়োজিত হউক, তাহাই আমরা চাই।

রেল-বাস সমন্বয়ের পরিকল্পনা

ট্রেণ ও বাস চলাচল ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন করিয়া উহাদের অযথা প্রতিযোগিতা বন্ধ করা এবং যাত্রীদের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য যানবাহন সচিব একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। রেলওয়ে কেন্দ্রের সহিত যুক্ত রাস্তাগুলিতে যে সকল বাস চলাচল করে এই পরিকল্পনায় সেই সকল বাসের মালিক, রেলওয়ে কোম্পানী ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে লইয়া যুক্ত কোম্পানী স্থাপন করার কথা বলা হইয়াছিল। ঐ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য ১৯৪৬-৪৭ সালের রেল বাজেটে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ উপরোক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয়বাবদ বরাদ্দ বাতিল করিয়া দিয়াছেন। ট্রেন-বাস সমন্বয়ের স্কীম কার্য্যকরী হইলে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আমলে জনসাধারণ ও দেশীয় বাস সার্ভিসের স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়ার আশা নাই। কাজেই গবর্ণমেণ্ট ও রেল কোম্পানীর হাতে বাস চলাচল ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য রাজী নহেন।

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আমলে ট্রেন-বাস সমন্বয়ের পরিকল্পনায় দেশীয় বাস সার্ভিসের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার কিছুটা আশঙ্কা আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া বাস চলাচলের ব্যাপক সুব্যবস্থা করার জন্য ট্রেন ও বাস সার্ভিসের সমন্বয় সাধনের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহাও কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। বর্ত্তমানে দেশের অনেক অঞ্চলেই উপযুক্ত বাস সার্ভিস গড়িয়া উঠে নাই। যে সব দেশীয় কোম্পানী বাস চলাচলের কাজ চালাইতেছে তাহাদের বিধিব্যবস্থা জনসাধারণের প্রয়োজন অনুপাতে খুবই অনুপযুক্ত। একে বাসের সংখ্যা খুবই কম তাহার উপর সে সমস্তের ভিতর যাত্রীদের পক্ষে ভালভাবে যাতায়াত করিবার সুবন্দোবস্ত নাই। পুরানো ধরণের বাসে অতিরিক্ত ভিড়ের ভিতর যাত্রীদিগকে বহু কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ট্রেনের সময়ের সহিত মিল রাখিয়া বাস চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হয় না বলিয়া সে কারণেও বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। রেল কোম্পানী, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও বাস কোম্পানীর মিলিত চেষ্টায় বাস চলাচলের ব্যবস্থা হইলে ঐ সব গলদ ও দুরবস্থার সময়োচিত প্রতিকার সাধিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। অধিক মূলধন নিয়োজিত হওয়ার ফলে নূতন ধরণের বেশী সংখ্যক বাস কাজে লাগানো সম্ভবপর হইবে। যে সব কেন্দ্রে বাস সার্ভিস প্রবর্ত্তিত হয় নাই সে সব কেন্দ্রেও দরকারমত নূতন সার্ভিস খোলা হইবার আশা আছে। সেই সুযোগ-সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও রেল কোম্পানীসমূহের কর্ত্তৃত্বে দেশে বাস চলাচলের নীতি আমরা সমর্থন করি। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে বাস মালিকদের ও যাত্রীসাধারণের স্বার্থ দেখিবেন না বলিয়া ও সমস্তই রেলওয়ের স্বার্থ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা করা হইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে অবস্থার পরিবর্ত্তনে সেই ধরণের অনিষ্টকর নীতি প্রতিহত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। ঐ সমস্ত সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া এখন হইতে বাস সার্ভিসের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে ৩॥ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়া রাখিলে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর তাঁহারা অনতিবিলম্বেই দেশের যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে যত্নপর হইতে পারেন। ঐ সমস্ত সুবিধার কথা বিবেচনা না করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরা সরাসরি সমস্ত পরিকল্পনাটিকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন, ইহা খুব দুঃখের বিষয়।

পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ

ভারতবর্ষের জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার যে বহুবিধ পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কিত পরিকল্পনাও অন্যতম। বিদ্যুৎ কেবল বৈদ্যুতিক পাখা ও বৈদ্যুতিক আলোর মত বিলাসসামগ্রীর কাজেই ব্যবহৃত হয় না। পৃথিবীর যে সব দেশে সহর ও পল্লীর সর্ব্বত্র বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে সেই সব দেশে বিদ্যুৎ সহায়ে বৃহদাকার ও কুটীর

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, ইটালী মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।
স্থাপিত :- ১৯২৬
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস, আর, দাশ

গ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা ফোন : ক্যাল ২০৭৩
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
(স্থাপিত—১৯২৬)
হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
আদায়ীকৃত মূলধন ও
রিজার্ভ ফাণ্ড—১১,৭৫,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন—১,৩৫,০০,০০০৲ " "
—শাখাসমূহ—
খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালনা, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), নাটোর, নওগাঁ, রাজসাহী, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত, কৃষিজাত ধান, গম, সরিষা প্রভৃতি হইতে চাউল, আটা, তৈল ইত্যাদি প্রস্তুত, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন, কৃষিকার্য্যের জন্য কলের লাঙ্গল (Tractor) চালনা ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যও সম্পন্ন হইয়া থাকে। মোটের উপর পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্কে বিদ্যুৎশক্তি বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে বিপুল সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে তাহার শতকরা তিন ভাগও আজ পর্য্যন্ত কাজে লাগান হয় নাই। ফলে এদেশে বিদ্যুতের প্রসার একপ্রকার হয় নাই বলিলেই চলে। পল্লী অঞ্চল দূরে থাকুক, এদেশের অনেক সহরে পর্য্যন্ত এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এজন্য এখনও দেশের অধিকাংশ লোককে কৃষি ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ব্যাপারে কায়িক পরিশ্রমের উপরই নির্ভর করিতে হয়। ভারতবর্ষের ৭ লক্ষ পল্লীগ্রামে যদি বিদ্যুতের প্রসার হয় তাহা হইলে ভারতে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়া দেশের জনসাধারণের অশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। উক্ত বিষয়ে উন্নতির কিরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতবর্ষের এক এক জন লোক কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যে পরিমাণ জিনিষ উৎপাদন করিতে পারে বিদ্যুৎ, গ্যাস, জলপ্রপাত ইত্যাদির সাহায্য পাওয়ার দরুণ ইংলণ্ডের এক এক জন লোক উহার তুলনায় ১৮ গুণ, কানাডার এক এক জন লোক ২০ গুণ এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এক এক জন লোক ৩০ গুণ অধিক পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে।

স্বর্ণ বিক্রয়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের লাভ

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রতি ভরি ৪৫ টাকার মত দরে স্বর্ণ ক্রয় করতঃ ঐ স্বর্ণ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে বোম্বাইয়ের বাজারে ৭০।৮০ টাকা ভরি দরে বিক্রয় করিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যে বিপুল পরিমাণ টাকা মুনাফা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আমরা একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের বাজারে এইভাবে মোট কি পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছেন, তাহার বিবরণ গোপন রাখার ফলে এই কারবারে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মোট কি পরিমাণ টাকা লাভ হইয়াছে, তাহা এতদিন বুঝা যায় নাই। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটী প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের অর্থসচিব এরূপ জানাইয়াছেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৪৩-৪৪ সালে ৩০ লক্ষ আউন্স (প্রতি আউন্স ২'৬৭ ভরির সমান), ১৯৪৪-৪৫ সালে ৩২ লক্ষ আউন্স এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে ৯ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, উক্ত তিন বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মোটমাট ৭১ লক্ষ আউন্স—অর্থাৎ ১ কোটী ৮৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ভরি (১৯৪৩-৪৪ সালে ৮০ লক্ষ ১০ হাজার ভরি, ১৯৪৪-৪৫ সালে ৮৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ভরি এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে ২৪ লক্ষ ৩ হাজার ভরি) স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত তিন বৎসরে বোম্বাইয়ে স্বর্ণের বাজার দর পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উক্ত স্থানে ১৯৪৩-৪৪ সালে স্বর্ণের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন মূল্য ৯৬।০ আনা ও ৬৫।০ আনা এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে স্বর্ণের সর্ব্বোচ্চ মূল্য ৭৬৸০ আনা ও সর্ব্বনিম্ন মূল্য ৬১৵০ আনা ছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালের প্রথম দিকেও—অর্থাৎ যে সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বোম্বাইয়ের বাজারে স্বর্ণ বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন সেই সময়েও স্বর্ণের সর্ব্বোচ্চ দর ৮০৵০ আনা এবং সর্ব্বনিম্ন দর ৭০॥০ আনা ছিল। এই হিসাব হইতে বুঝা যায় যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতে স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রতি ভরিতে গড়পড়তায় ৩৬ টাকা, ১৯৪৪-৪৫ সালে প্রতি ভরিতে ২৪ টাকা এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রতি ভরিতে ৩০ টাকার মত লাভ করিয়াছেন। এই হিসাব অনুসারে উক্ত তিন বৎসরে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৬ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা। অবশ্য এই হিসাব অভ্রান্ত নহে। কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন্ তারিখে কি দরে কি পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছেন তাহা না জানিলে লাভের প্রকৃত পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। তবে উপরোক্ত হিসাব মোটামুটিরূপে নির্ভরযোগ্য মনে করা যাইতে পারে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতের বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অত্যধিক উচ্চ মূল্যে যে স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছেন তাহার একাংশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বলিয়াও গুজব রটিয়াছে। উহা সত্য কি না, তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নাই। সত্য হইলেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তরফে বিক্রীত স্বর্ণের তুলনায় আমেরিকা কর্ত্তৃক বিক্রীত স্বর্ণের পরিমাণ যে নগণ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এস্থলে আরও উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত তিন বৎসরে ভারতের বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবল স্বর্ণই বিক্রয় করেন নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বোম্বাইয়ের বাজারে বহুল পরিমাণে রৌপ্যও বিক্রয় করিয়াছেন। অর্থসচিবের বিবৃতি অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বোম্বাইয়ের বাজারে বিভিন্ন বৎসরে নিম্নলিখিত পরিমাণ রৌপ্য বিক্রয় করিয়াছেন, ১৯৩৯-৪০—প্রতি ৫ আউন্স ওজনের ৩০ লক্ষ বার; ১৯৪০-৪১—১ কোটী ৮০ লক্ষ বার; ১৯৪১-৪২—৯ কোটী ৪০ লক্ষ বার; ১৯৪২-৪৩—১ কোটী ১৬ লক্ষ বার; ১৯৪৩-৪৪—৯০ লক্ষ বার; ১৯৪৪-৪৫—৩ কোটী ৬৫ লক্ষ বার; ১৯৪৫-৪৬—১ কোটি ৩৩ লক্ষ বার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই রৌপ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই রৌপ্য বিক্রয়ে কত টাকা লাভ হইয়াছে এবং কাহার তরফে এই রৌপ্য বিক্রীত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত কোন বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশিত হয় নাই।

ভারতীয় নৌবাহিনীর ভবিষ্যৎ

জাহাজসংক্রান্ত নীতি নির্দ্ধারণ সাব-কমিটির সাম্প্রতিক বৈঠকে যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় জাহাজসমূহের মালিক কাহারা হইবে এই প্রশ্ন উঠিলে সাব-কমিটির অধিকাংশ সভ্যই এই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতীয়দের দ্বারাই ভারতীয় জাহাজসমূহ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এবং ঐ সকল জাহাজের মালিকানা কেবলমাত্র ভারতীয়দেরই থাকা উচিত। কি পরিমাণ জাহাজ ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে সাব-কমিটি দাবীর আকারে যে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। সাব-কমিটি বলিয়াছেন যে, ভারতের উপকূল বাণিজ্যের শতকরা একশত ভাগই ভারতীয় জাহাজসমূহের মারফৎ চালাইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত দেশগুলির সহিত যে বাণিজ্য হয় তাহা নিম্নলিখিত পরিমাণ ভারতীয় জাহাজসমূহের মারফৎ চালাইতে হইবে :—সিংহল-ভারত বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ; আফ্রিকা, মধ্য-প্রাচ্য, থাইল্যাণ্ড, (শ্যাম), ইন্দোচীন, মালয় ও

রাজস্থান
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস:- ২২, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা
শাখাসমূহ: বসিরহাট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বাদুড়িয়া, সোনারপুর, জয়নগর-মজিলপুর, বসিরহাট বাজার, লক্ষ্মীকান্তপুর, মাল (জলপাইগুড়ি), জলপাইগুড়ি।
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীলাল মোহন মুখার্জি
গ্রাম-"গোল্ডনেস্ট"
ফোন-কলিকাতা, ৪০৩৮
RB-1...

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি দেশে ভারতের যে বাণিজ্য হয় তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ; জাপান, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, ইউরোপ (বৃটেন বাদে), বৃটেন এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সহিত ভারতের যে বাণিজ্য হয় তাহার শতকরা ৫০ ভাগ; জাপানী জাহাজসমূহের মারফৎ যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রাচ্যে যে বাণিজ্য চলিত তাহার শতকরা ৩০ ভাগ। সাব-কমিটির হিসাব অনুসারে এই দাবীগুলি পূরণ করা হইলে ভারতবর্ষের ২০ লক্ষ গ্রোস টনের জাহাজের প্রয়োজন হইবে। জাহাজ সংক্রান্ত নীতি নির্দ্ধারণ কমিটি সাব-কমিটির এই রিপোর্ট বিবেচনা করিবেন। নীতি নির্দ্ধারণ বা পলিসি কমিটি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন জানি না, তবে সাব-কমিটির সুপারিশ বা সিদ্ধান্তগুলি যে মোটামুটি-ভাবে জনমতের সমর্থন লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় মালিকানায় ভারতের জাহাজসমূহ পরিচালিত হওয়া এবং ভারতের উপকূল কেবল-মাত্র ভারতীয় জাহাজসমূহের জন্য সংরক্ষিত রাখার দাবী বহু পুরাতন। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে গবর্ণমেণ্টের আর কোনরূপ দ্বিধা করা সঙ্গত নহে। অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য চলে তাহারও একটা বড় অংশ ভারতীয় জাহাজসমূহের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা উচিত। জাপানী নৌ-বাণিজ্যের কতকাংশ দাবী করা ভারতবর্ষের পক্ষে অন্যায় নহে, তবে চীন, অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের বখরা বাদ দিলে ভারতের ভাগ্যে কতটুকু জুটিবে তাহা বলা শক্ত। এ ছাড়া জাপ নৌবাণিজ্য ধ্বংস করিয়া জাপানকে পঙ্গু করিয়া রাখারও আমরা পক্ষপাতী নহি। স্বাধীন গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে জাপান জগতের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আসন লাভ করুক ইহা আমরা চাই এবং ইহার জন্য জাপানের আর্থিক সমৃদ্ধি বজায় রাখা দরকার। সাম্রাজ্যলিপ্সা ত্যাগ করিয়া জাপান বন্ধুরূপে সকল রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে। শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক জাপান সমগ্র প্রাচ্যের শক্তি বৃদ্ধি করিবে ইহা বুঝিয়াই জাপানের নৌ-বাণিজ্য ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে সহযোগিতা না করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

বাঙ্গলায় আবার দুর্ভিক্ষ?

খাদ্য-সঙ্কট সম্বন্ধে বড়লাটের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে ইতিমধ্যেই চোরা কারবারী ও মজুতদাররা তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মফঃস্বল সম্বন্ধে কোন কার্য্য-পদ্ধতিই স্থির করিতে পারেন নাই এবং তাহার ফলে চাউলের দর দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা "আর্থিক জগতে"র গত সংখ্যায় এই মন্তব্য করিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র চাউলের দর দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া মণকরা ১৮৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এই দরে চাউল ক্রয় করা অসম্ভব। ফলে অনশন সুরু হইয়াছে এবং দুঃস্থের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। আনুমানিক হিসাবে প্রকাশ, ২৪ পরগণা, হাওড়া ও অন্যান্য জেলা হইতে (কিছু কিছু পরিমাণে অন্যান্য প্রদেশ হইতেও—সম্ভবতঃ মাদ্রাজ ও উড়িষ্যা) প্রতিদিন গড়ে দুই শত দুঃস্থ নরনারী কলিকাতায় উপস্থিত হইতেছে। এই সকল দুঃস্থের অধিকাংশই নারী। দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত বাঙ্গলার নিদারুণ ক্ষত শুকাইতে না শুকাইতেই যদি এবার আবার দুর্ভিক্ষ সুরু হয় তাহা হইলে বাঙ্গলার অদৃষ্টে কি আছে তাহা বলা কঠিন। বাঙ্গলা সরকার এই সকল দুঃস্থকে দুঃস্থ ভবনে আশ্রয় দিতেছেন। গত কয়েক দিনে একশত দুঃস্থ নরনারী ও শিশুকে দুঃস্থাগার ও অনাথাশ্রমে প্রেরণ করা হইয়াছে।

কিন্তু এইভাবে সমস্যার সমাধান হইবে না। কঠোর হস্তে চোরাকারবার ও মজুতদারী বন্ধ করিয়া নিয়ন্ত্রিত এবং প্রয়োজন অনুসারে স্বল্প মূল্যে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে পল্লী বাঙ্গলার কোটি কোটি নরনারী আবার মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইবে।

ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের ভবিষ্যৎ

প্রকাশ যে, আগামী মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে লণ্ডনে বৃটীশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের লইয়া একটী অর্থনীতিক সম্মেলন (Imperial Economic Conference) বসিবে এবং এই সম্মেলনে ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স বা সাম্রাজ্যজাত পণ্যের সুবিধাদান-মূলক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। সম্মেলনের প্রধান কারণ এই যে, আগামী বসন্তকালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে কতিপয় দেশের প্রতিনিধিগণকে লইয়া "পৃথিবীর বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং বেকার সমস্যার সমাধানের" ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটী সম্মেলন হইবে এবং তৎপর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও বেকার সমস্যা সম্মেলনে (International Trade & Employment Conference) উহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হইবে। এই দুইটী সম্মেলনে আমেরিকার তরফ হইতে বিভিন্ন দেশের শুল্কনীতির সংস্কারের বিষয়ে যে দাবী উপস্থিত করা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধুনাকুখ্যাত আটলাণ্টিক চার্টারে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী চার্চ্চিল সম্মতি দিয়াছিলেন এবং এই চার্টারে বিভিন্ন দেশের নির্দ্ধারিত রক্ষণশুল্ক হ্রাস করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী-কালে ব্রেটন উড সম্মেলনেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

কুষ্টিয়াবাজার, নদীয়া।

বিজ্ঞাপন

৩নং মোহিনী মিলের শেয়ার ক্রয় করিবার নিমিত্ত আমাদের শেয়ার হোল্ডারগণ ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে বহু আবেদন আসায় আমরা জানাইতেছি যে, বর্ত্তমানে ঐরূপ মিল প্রতিষ্ঠার কোন প্রকার পরিকল্পনা বা ইচ্ছা আমাদের নাই। কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ১নং এবং বেলঘরিয়ার ২নং ব্যতীত মোহিনী মিলের নিজস্ব অন্য কোনও শাখা মিল নাই। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের পুরাতন যন্ত্রাদি পরি-বর্ত্তিত এবং বেলঘরিয়ার ২নং মিলের তাঁত এবং টাকুর সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিয়া বর্ত্তমান যুগোপযোগী রং ও ধোলাই করিবার এবং বাংলার বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি উৎপাদনের নিমিত্ত আধুনিক যন্ত্রাদির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কারণ বশতঃ মোহিনীর মূলধন বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং স্থায়ী শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে শেয়ার বিতরিত হইবে।

ডিরেক্টরগণ এবং ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং কুষ্টিয়া ও বেলঘরিয়ার যথাক্রমে ১নং ও ২নং মিলদ্বয় ব্যতীত অন্য কোন প্রচলিত মিলের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট নহেন।

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্।

নীতি মানিয়া লইয়াছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকা কর্ত্তৃক ইংলণ্ডকে যে ঋণ দেওয়ার কথা স্থির হইয়াছে তাহাতেও পরোক্ষভাবে এই বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইংলণ্ডের পক্ষে এক্ষণে উহার অধিকারভুক্ত দেশসমূহে নিজের সুবিধামূলক শুল্কনীতি বজায় রাখা খুবই কঠিন। এই জন্যই ইম্পিরিয়াল ইকনমিক কনফারেন্স আহূত হইতেছে। কারণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত প্রাথমিক সম্মেলন এবং পরবর্ত্তীকালে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও বেকার সমস্যা সম্মেলনে ইংলণ্ড কি প্রকার মতামত প্রকাশ করিবে তদ্বিষয়ে ইংলণ্ড পূর্ব্বেই নিজের অধিকারভুক্ত দেশগুলির প্রতিনিধিদের সহিত একটা সলাপরামর্শ করিতে চাহে।

একথা কাহারও অবিদিত নাই যে, বিগত ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর ভারতের বাজারে জাপানী পণ্যের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া উঠায় এবং এই প্রতিযোগিতার মূলে ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতের বাজারে কোন মালপত্র বিক্রয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠায় ইংলণ্ড গত ১৯২৩ সাল হইতে ভারতবর্ষে সংরক্ষণমূলক শুল্কনীতির প্রবর্ত্তন করে। কিন্তু ভারতবর্ষের বাজারে ইংলণ্ড ও জাপান হইতে আগত শিল্পদ্রব্যের উপর যদি একই হারে শুল্ক ধার্য্য হয় তাহা হইলে জাপানের সহিত প্রতিযোগিতায় এদেশে ইংলণ্ডের পক্ষে কোন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার সামর্থ্য নাই দেখিয়া ১৯৩২ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে অটোয়া সম্মেলনে সাম্রাজ্যজাত পণ্যের সুবিধাদান নীতি (Imperial preference) বলবৎ করা হয় এবং ভারতবাসীর বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও উহা ভারতে প্রয়োগ করা হয়। এই নীতির বলে ভারতে ইংলণ্ড ও বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি হইতে আমদানী মালপত্রের তুলনায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশগুলি হইতে আমদানী মালপত্রের উপর অনেক বেশী হারে শুল্ক ধার্য্য হইয়া আসিতেছে। উহার ফলে অধুনাসমাপ্ত যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতের বাজারে জাপান, জার্ম্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী মালের সহিত প্রতিযোগিতা করা খুব সহজ হইয়াছিল। এই নীতি যদি বলবৎ থাকে তবে বর্ত্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিতও ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা খুব সহজ হইবে।

বলা বাহুল্য যে, আমেরিকা ইংলণ্ডের এই বৈষম্যমূলক নীতি কোন দিন পছন্দ করে নাই। কারণ উহার ফলে আমেরিকার পক্ষে ভারতে উহার বাণিজ্যের প্রসার করা সম্ভবপর হইতেছে না। ভারতবর্ষও এই নীতির বিরুদ্ধে বরাবর প্রতিবাদ জানাইয়া আসিতেছে। কারণ ভারতবর্ষ বৎসর বৎসর বিদেশে যে মাল রপ্তানী করে তাহার প্রধান ক্রেতা ইংলণ্ড বা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি নহে —উহার প্রধান ক্রেতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশসমূহ। এরূপ অবস্থায় ইংলণ্ডকে অধিকতর সুবিধাদান করিয়া অথবা করিতে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সহিত যথোপযুক্তভাবে উহার বাণিজ্যের প্রসার করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই কারণে উপরে যে সমস্ত সম্মেলনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে ভারতের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি উহাদের সৃষ্ট ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের অনর্থকর নীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন তাহা হইলে ভারতের মঙ্গলই হইবে। ভারতবর্ষ সংরক্ষণ নীতি চাহে—কিন্তু ঐ ব্যাপারে পৃথিবীর কোন দেশের সম্পর্কে কোন পক্ষপাতমূলক নীতির ভারতবর্ষ সমর্থক নহে। যত শীঘ্র ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের বিষদুষ্ট নীতি পরিত্যক্ত হয় ততই ভাল কথা।

শিল্প-সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা লোপের কথা

কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীভাদিলাল লালুভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে সরবরাহ বিভাগের সদস্য জানাইয়াছেন যে, শিল্প-সংক্রান্ত অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ৮।৯ মাসের মধ্যে প্রত্যাহার করা হইবে। তবে কয়েকটী ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও কিছুকাল বহাল রাখার প্রয়োজন হইবে। শিল্পে স্বাভাবিক উৎপাদন ও প্রতিযোগিতার পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য আমরা যত শীঘ্র সম্ভব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা করায় আমরা আনন্দিত। তবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও দ্রুত অপসারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। কাপড় সম্বন্ধে কনট্রোল উঠাইতে গবর্ণমেণ্ট রাজী হন নাই। কিন্তু যে ধরণের কনট্রোল বা রেশনের ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাতে জনসাধারণের অসুবিধার কিছুমাত্র লাঘব হইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের জনসাধারণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া হয় নিয়ন্ত্রণ ও রেশন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করা উচিত, আর না হয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া স্বাভাবিক ব্যবসার উপর নির্ভর করা উচিত। শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ সকল ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী,

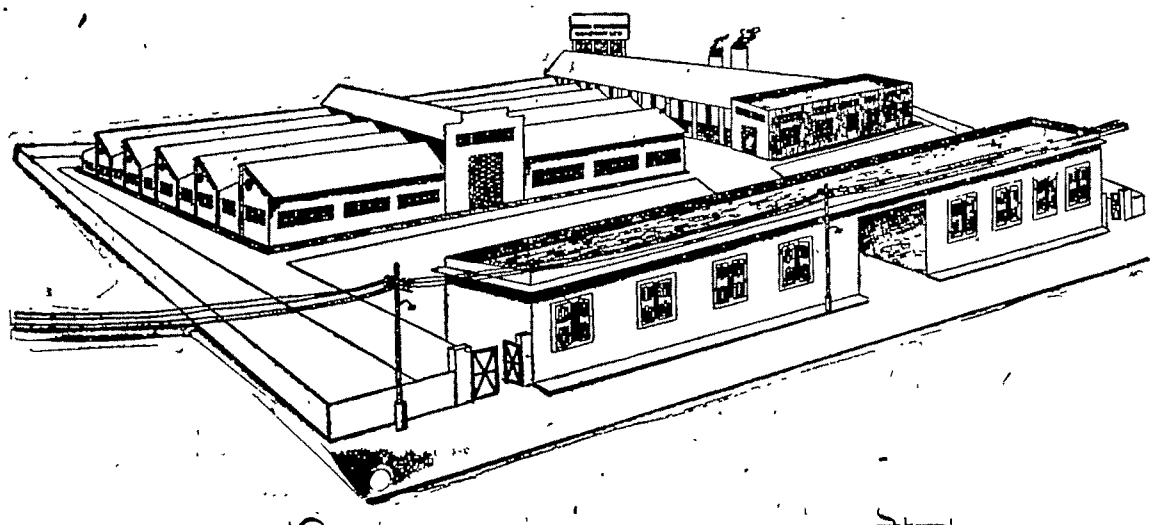

পটারী মেসিন
এর
একমাত্র
প্রস্তুতকারক

স্থাপিত ঃ
১৯৩৮

অনুমোদিত মূলধন- - - - - - ২৫,০০,০০০৲ টাকা
বর্ত্তমানে বিক্রয়যোগ্য মূলধন ৭,৫০,০০০৲ টাকা

লভ্যাংশ

১৯৪৩-৪৪ সালে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা (আয়করমুক্ত) হারে এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে (আয়করমুক্ত) লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে।

—শেয়ার পাওয়া যায়—

কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিঃ

২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

কিন্তু তাঁহাদেরও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা যদি সাধুতার পরিচয় না দেন এবং নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহৃত হইবার সুযোগ লইয়া জনসাধারণের পকেট হাল্কা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টেরই তাহার খুসীমত ব্যবস্থা করিবার সুবিধা হইবে। ইহার ফলে জনসাধারণ দুর্গতি ভোগ করিবে এবং তাহার ভবিষ্যৎ পরিণতি তাঁহাদেরও সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতি

ভারতবর্ষে যে সকল শিল্পের উন্নতি হইয়াছে তন্মধ্যে বস্ত্রশিল্পের উন্নতিই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বোম্বাইয়ের মিল মালিক সমিতি ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত ১৯৪৪ সালের হিসাবের তুলনা করিলে বস্ত্রশিল্পের অবস্থা আরও পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে।

	১৯৪৪	১৯৪৫ (৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত)
মিলের মোট সংখ্যা	৪০৭	৪১৭
আদায়ী মূলধন	৫২,৭১,৬৩,৪১১৲	৫৪,৩৫,৭৯,৭২৩৲
টাকুর সংখ্যা	১০,২২২,১০৭	১০,২৩৮,১৩১
চলতি টাকুর সংখ্যা	৯,৪৯৩,৭৮৪	৯,৪৬৬,০৯৮
তাঁতের সংখ্যা	২০১,৭৬১	২০২,৩৮৮
চলতি তাঁতের সংখ্যা	১৮৮,২৪১	১৯০,৬০১
তুলা খরচের পরিমাণ	২,৪২২,৮২২ গাঁট (৭৮৪ পাউণ্ডের গাঁট)	১৯০,৬০১ গাঁট
শ্রমিকের সংখ্যা	৫০৫,৫৬২	৫০৯,৭৭৮

উল্লিখিত সংখ্যাগুলি হইতে বুঝা যায় যে, বস্ত্রশিল্পের উন্নতি অব্যাহত রহিয়াছে। তবে সবগুলি টাকু ও তাঁত চালু হয় নাই। কলকব্জা পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় অনেক টাকু ও তাঁত অচল হইয়া গিয়াছে। এগুলি মেরামত বা বদল না করিলে চলিবে না। কিন্তু ইহার জন্য এখনও বৎসরাধিক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের অভাব না মেটা পর্য্যন্ত ভারতের ভাগ্যে নূতন যন্ত্রপাতি জুটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বস্ত্রের উৎপাদন যে বাড়িয়াই চলিয়াছে তাহা তুলা খরচের পরিমাণ লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। ১৯৪৪ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যেই প্রায় ৩২ হাজার গাঁট (ক্যাণ্ডি=৭৮৪ পাউণ্ড) তুলা বেশী খরচ হইয়াছে। গত ৪০ বৎসরে বস্ত্রশিল্পের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা ১৯০৪ ও ১৯৪৫ সালের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। ১৯০৪ সালে বোম্বাই প্রদেশে (সহর-সহ) ১৩৩টী কাপড়ের কল ছিল। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২০৯ হইয়াছে। ১৯০৪ সালে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে মোট ১৯১টী কাপড়ের কল ছিল। ১৯৪৫ সালে কাপড়ের কলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪১৭। ইহার মধ্যে নূতন যে ১৪টী কাপড়ের কল গঠিত হইতেছে বা রেজেষ্টারী হইয়াছে সেগুলি ধরা হয় নাই। ৪১৭টী মিলের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত মিলের সংখ্যা নিম্নরূপ:—বোম্বাই নগরী ও দ্বীপ—৬৫, আমেদাবাদ—৭৪ এবং অন্যান্য স্থানে (সিন্ধু সহ)—৭০, মাদ্রাজ—৬৯, বাঙ্গলা—৩৭, যুক্তপ্রদেশ—৩০, মধ্য ভারত—১৭। দেশীয় রাজ্যগুলিতে মিলের সংখ্যা নিম্নরূপ—মহীশূর—৮, হায়দ্রাবাদ—৬, ত্রিবাঙ্কুর—২। বস্ত্রশিল্পের এই প্রগতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, সামরিক চাহিদা ও গবর্ণমেণ্টের অকর্ম্মণ্যতার অবসান এবং বহু মিলমালিক ও ব্যবসায়ীর মুনাফালোভ সংযত হইলে ভারতবর্ষে বস্ত্র-সঙ্কট অচিরেই দূরীভূত হইতে পারে।

ভারত সরকারের ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির প্রস্তাব

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য যে ব্যয়ের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার মত। প্রথমতঃ ১৯৪৬-৪৭ সালে ৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদেশ হইতে ১ লক্ষ ৭৯ হাজার টন রাসায়নিক সার আমদানীর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ভারতে খাদ্যসঙ্কট জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। এ অবস্থায় জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির দ্বারা অধিক পরিমাণে ফলস উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু কোটি কোটি টাকার বিদেশী সার আমদানী করিলেই ভারতের দরিদ্র ও নিরক্ষর চাষীরা তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম। সমবায় সমিতি ও ব্যাঙ্ক মারফৎ কৃষকদের অল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা, কিস্তিতে পরিশোধনীয় মূল্যে কৃষির যন্ত্রপাতি, বলদ, সার, বীজ প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা, পাট, ধান প্রভৃতি কৃষিজাত গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যগুলির সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ এবং পতিত জমিসমূহ দরিদ্র বা জমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিলে ভারতবর্ষে কৃষির বিপুল উন্নতিসাধন করা সম্ভব। ভারত সরকার এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনাও করিতেছেন, কিন্তু ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী জুড়িবার প্রয়াস যেন ভারত-সরকারের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কাজেই, যে চেষ্টাগুলি আগে করা দরকার তাহা না করিয়া যাহা পরে করা চলিতে পারে তাহার জন্যই ভারত সরকার ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বে-সামরিক বিমান চলাচলের উন্নতির জন্য ১৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে মন্তব্য করিয়াছি। বিমান চলাচলের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট অশোভনীয় ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন বলিয়া মনে হয়। ভারতের ন্যায় কৃষি ও শিল্পে অনুন্নত একটী দেশে বিমান চলাচলের সুব্যবস্থার জন্য ব্যয়বহুল বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নহে। কিন্তু রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর গাড়ী তুলিয়া দিয়া প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য বিমানের ব্যবস্থা করিবার লোভ দেখাইয়া এবং অন্যভাবে গবর্ণমেণ্ট যেভাবে বিমান চলাচলের উপর জোর দিতেছেন, তাহাতে স্বতঃই মনে হয় গবর্ণমেণ্টের মনে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আশঙ্কা জাগরূক রহিয়াছে। বৃটেনে প্রস্তুত বহু বিমান যাহাতে ভারতে বিক্রয় হয় তজ্জন্যও তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, এ কথা জানিলেও বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটিতে গৃহীত প্রচার সম্পর্কিত প্রস্তাবই সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তিজনক। ভারত-সরকার ভারতবর্ষের জনসাধারণ এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কিরূপ অপ-প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা সুবিদিত। অথচ এই অপপ্রচারের জন্য দরিদ্র জনসাধারণের কষ্টার্জ্জিত অর্থ হইতে সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৯৪৬-৪৭ সালের জন্য ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি বিদেশে ও স্বদেশে প্রচারের (চলচ্চিত্র, পুস্তকাদি ধরিয়া) জন্য প্রায় ১ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। আমাদের মতে এই টাকা একেবারেই না-মঞ্জুর করা উচিত এবং জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বেতার-বিভাগ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার প্রচার ব্যবস্থা লোপ করা উচিত। কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেসী সদস্যদের দৃষ্টি আমরা এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

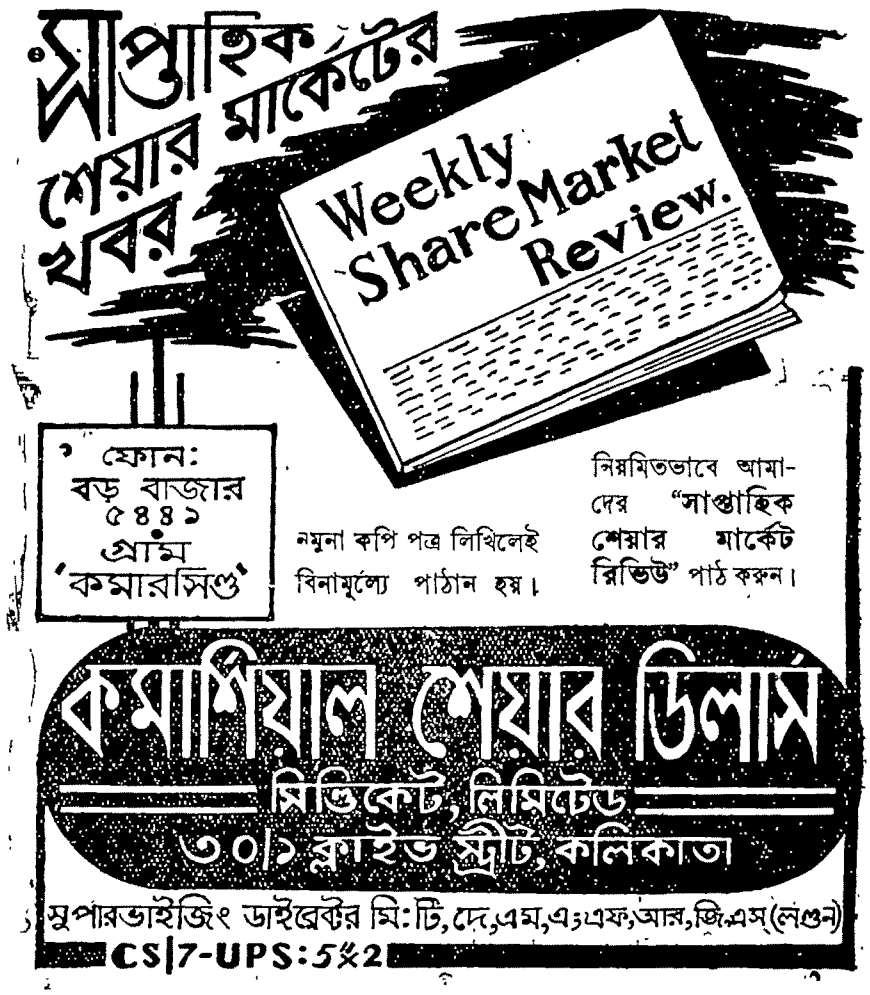

ভারত সরকারের বাজেট

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের অর্থসচিব সার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস ভারতীয় ব্যবস্থা পবিষদে যে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই বাজেটে চাকুরীজীবী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের উপরও ট্যাক্সভার অনেকটা লাঘব করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু বাজেটে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে একপ্রকার কোন প্রস্তাবই করা হয় নাই। অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতার প্রথমেই বলেন যে, দেশ হইতে দারিদ্র্য, অসন্তোষ, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষরতা, অর্দ্ধাশন ও বেকার-সমস্যা এবং সর্ব্বোপবি দারিদ্র্য দূরীকরণই দেশের প্রধান সমস্যা। দুঃখের বিষয় যে, অর্থসচিবের এই উক্তি খুব প্রশংসনীয় হইলেও তিনি যে ভাবে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহা হইতে এই বিষয়ে তাঁহাব আন্তরিকতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না।

অর্থসচিব যে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, চলতি ১৯৪৫-৪৬ সালে ৩৬২ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা আয় ও ৫১৭ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং উহার ফলে ১৫৫ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি হইবে বলিয়া গত বৎসর অনুমান করা হইলেও এখন পর্য্যন্ত আয়-ব্যয়ের যে অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে আগামী মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে গবর্ণমেণ্টের মোট আয় ৩৬০ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৫০৫ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা হইবে এবং উহার ফলে চলতি বৎসরে ঘাট্‌তির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৪৪ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ অনুমিত ঘাট্‌তির তুলনায় ১০ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা কম। এবারের বাজেট বরাদ্দে সামরিক বিভাগের জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৩৯৪ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা, কিন্তু অর্থসচিব এই হিসাব সংশোধন করিয়া চলতি বৎসরে সামরিক বিভাগের জন্য ৩৭৬ কোটী ৪২ লক্ষটাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। চলতি সরকারী বৎসর আরম্ভ হইবার ৫ সপ্তাহকাল পরেই (৭ই মে) ইউরোপীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং উহার কিঞ্চিদধিক ৩ মাস পরে (১৪ই আগষ্ট) জাপানের সহিত যুদ্ধের অবসান হয়। উহা সত্ত্বেও চলতি বৎসরে ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় একপ্রকার কিছুই হ্রাস পাইল না কেন—তাহার জবাবে অর্থসচিব বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ সমাপ্তির ফলে সামরিক বিভাগের বহু দিকে ব্যয়-সঙ্কোচ এবং সামরিক বিভাগ হইতে ১৫ লক্ষের মত লোককে ছাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে বটে, কিন্তু যানবাহনের অসুবিধা এবং চতুর্দ্দিকের অবস্থা অনির্দ্দিষ্ট বিধায় এই পর্য্যন্ত খুব কম লোককেই বিদায় করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। বিশেষতঃ যাহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে তাহাদিগকেও উহাদের প্রাপ্য বেতন, গ্রাচুইটি ও অন্যান্য ভাতা হিসাবে বহুল পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতে হইতেছে। অর্থসচিব বলেন যে, এই কারণেই চলতি বৎসরে সামরিক ব্যয় আশানুরূপভাবে হ্রাস পায় নাই এবং আগামী বৎসরেও সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশী করিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। অর্থসচিব আরও বলেন যে, চলতি বৎসরে বেসামরিক বিভাগগুলির ব্যয় মোটমাট ৭ কোটী টাকার মত হ্রাস পাইলেও বাঙ্গলা সরকারকে ৮ কোটী টাকা সাহায্য ও অন্যান্য কতিপয় দফায় ব্যয়বৃদ্ধি হেতু এই বিভাগে মোট ব্যয়ের পরিমাণ বাজেটে বরাদ্দকৃত ব্যয়ের তুলনায় ৫½ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়া উহা ১২৯ কোটী ১৯ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালে অর্থাৎ আগামী এপ্রিল মাস হইতে যে সরকারী বৎসর আরম্ভ হইবে তাহাতে বর্ত্তমানে প্রচলিত ট্যাক্স ও শুল্ক ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত সরকারের মোট আয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ৩০৭ কোটী টাকা। পক্ষান্তরে, এই বৎসরের সামরিক বিভাগের জন্য ২৪৩ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা এবং অসামরিক বিভাগসমূহের জন্য ১১১ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা—একুনে ৩৫৫ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইযাছে। এই হিসাব অনুযায়ী আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্টের ঘাট্‌তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা। কিন্তু অর্থসচিব আগামী বৎসরের বাজেটে দেশের ট্যাক্স ব্যবস্থা ও শুল্ক ব্যবস্থাব বহুবিধ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সব প্রস্তাবের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের আয় বাড়িবে ও অনেক ক্ষেত্রে আয় কমিবে এবং আয়বৃদ্ধি ও আয়হ্রাস কাটাকাটি হইয়া গবর্ণমেণ্টের আয় মোটমাট ২১ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইবে। ফলে আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্টের বাজেটে ঘাট্‌তি পড়িবে (৪৮ কোটী ৭১ লক্ষ+২১ কোটী ৪৫ লক্ষ) ৭০ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা। যুদ্ধের সময়ে গুদামজাত মালপত্র ও কলকারখানা বাধ্যতামূলক হিসাবে বীমা করিবার যে ব্যবস্থা হয় তদনুযায়ী বীমার দায় মিটাইয়াও গবর্ণমেণ্টের হাতে বর্ত্তমানে ২৬ কোটী ১০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। অর্থসচিব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই টাকা আগামী বৎসরের ঘাট্‌তি পূরণের জন্য প্রদান করা হইবে এবং ফলে আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্টের নিট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪৪ কোটী ৬ লক্ষ টাকা।

অর্থসচিব আগামী বৎসরের বাজেটে প্রচলিত ট্যাক্স ব্যবস্থা ও শুল্ক ব্যবস্থার বিবিধ পরিবর্ত্তনের দ্বারা দেশের শিল্প-প্রচেষ্টার সাহায্যের জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন বাজেট প্রসঙ্গে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথমতঃ, আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে দেশ হইতে অতিরিক্ত লাভকর তুলিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া অর্থসচিব প্রস্তাব করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাব কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারত সরকার চলতি বৎসরে অতিরিক্ত লাভকর বাবদ ৯০ কোটী টাকা এবং আগামী বৎসরে এই কর বাবদ বকেয়া পাওনা হিসাবে ৭৫ কোটী টাকা

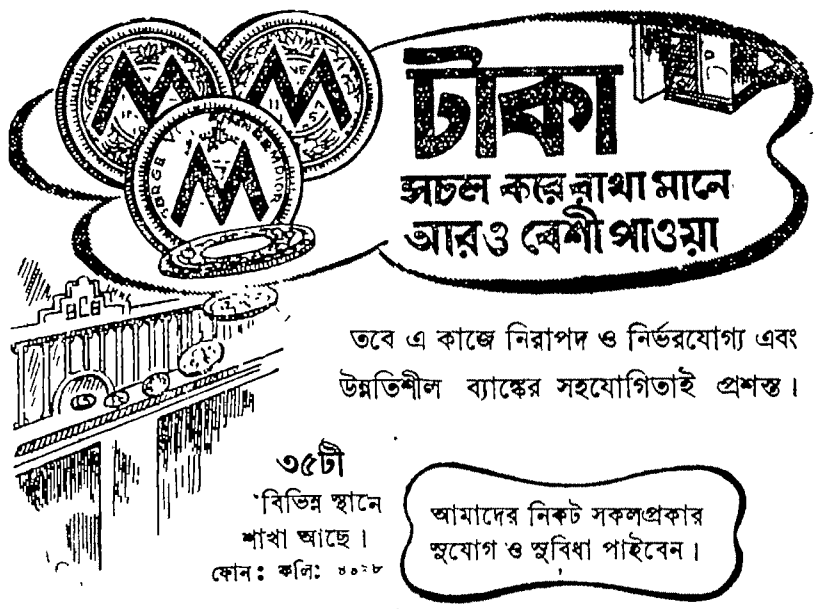

তবে এ কাজে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য এবং
উন্নতিশীল ব্যাঙ্কের সহযোগিতাই প্রশস্ত।
৩৫টী
বিভিন্ন স্থানে
শাখা আছে।
ফোন: কলি: ৪০২৮
আমাদের নিকট সকলপ্রকার
সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন।
বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ
পোষ্ট বক্স ২৪০৩: হেড অফিস ১৬বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা টেলিগ্রাম: [illegible] কলি:
BG4UPG.

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস—শিলং
টেলি:—SHILLBANK
ফোন: শিলং—১৬৬
কলিকাতা ব্রাঞ্চ:—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি:—BANKSHILLO
ফোন: ক্যাল—৪৪৫৪
অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

পাইবেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অবশ্য অতিরিক্ত লাভকর উঠিয়া যাওয়াতে ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ যে বৎসরে উপরোক্ত পরিমাণ টাকার ট্যাক্সভার হইতে রেহাই পাইবে, তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। কারণ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভবিষ্যতে লাভের উপর আয়কর ও সুপার ট্যাক্স প্রদান করিতে হইবে এবং সর্ব্বোচ্চ লাভের উপর যে হারে আয়কর ও সুপার ট্যাক্স ধার্য্য রহিয়াছে তাহার সহিত অতিরিক্ত লাভকর হিসাবে ধার্য্য ট্যাক্সের হারে পার্থক্য খুব বেশী নহে। যাহা হউক, অতিরিক্ত লাভকর উঠিয়া যাওয়ায় ফলে দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যে বহু কোটী টাকার করভার হইতে রেহাই পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থসচিব আরও জানাইয়াছেন যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠান-সমূহ অতিরিক্ত লাভকর হিসাবে ফেরৎযোগ্য যে টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট মজুত রাখিয়াছে তাহাও অনতিবিলম্বে ফেরৎ দেওয়া হইবে। উহার ফলেও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষরূপ সহায়তা হইবে। এতদতিরিক্ত অর্থসচিব আরও বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত বন্ধ করিয়া জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিবার জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে ১৯৪৫-৪৬ সালের অতিরিক্ত লাভকর ধার্য্য করার সময়ে ঐ ক্ষতির টাকা লাভ হইতে বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার উপরই অতিরিক্ত লাভকর ধার্য্য করা হইবে।

দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যের পক্ষে অর্থসচিবের দ্বিতীয় প্রস্তাব হইতেছে মূল্যাপকর্ষ (Depreciation) সম্বন্ধে সুবিধা দান। আগামী বৎসর হইতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি নূতন বাড়ীঘরের মূল্যের উপর শতকরা ১০ ভাগ এবং নূতন কল-কব্জার মূল্যের উপর শতকরা ২০ ভাগ মূল্যাপকর্ষ হিসাবে খরচ লিখিতে পারিবে এবং উহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাবদ যে খরচ করিবে তাহার সাকুল্য অংশ লাভের পরিমাণ ধার্য্য করার কালে খরচ বলিয়া ধরা হইবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যে সমস্ত সম্পত্তি অকেজো বলিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে এবং যে সব বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তাহার মূল্যও লাভের পরিমাণ স্থির করার কালে খরচ বলিয়া ধার্য্য করা হইবে। এই ব্যবস্থায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের পরিমাণ যে অনেকটা হ্রাস পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সম্পর্কে অর্থসচিবের আর একটি প্রস্তাব হইতেছে যে, আগামী বৎসর হইতে দেশের সমস্ত যৌথ কোম্পানীর উপর আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের পরিমাণ ৭ আনা ৯ পাই হইতে কমাইয়া ৬ আনায় ধার্য্য করা হইবে। এ দেশে মাঝারি ও বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি—এমন কি ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যেও অনেক শিল্প যৌথ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। কাজেই এইভাবে আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়াতেও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর করভার অনেক লাঘব হইবে।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য সম্পর্কে অর্থসচিব এই মর্ম্মে আর একটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান আগামী ২ বৎসরের মধ্যে শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের জন্য বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিবে তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট অর্থসাহায্য (Subsidy) প্রদান করিবেন, এই কাজের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে সহজে ইট, কাঠ, সিমেণ্ট ও ইস্পাত পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন এবং এই সব বাড়ীঘরের জন্য প্রথম হইতেই উর্দ্ধে শতকরা ১০ টাকার পরিবর্ত্তে ১৫ টাকা হারে মূল্যাপকর্ষ বাবদ খরচ ধরা যাইবে। অর্থসচিবের এই প্রস্তাবের ফলেও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। কিন্তু শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যের জন্য অর্থসচিব দেশের শুল্ক ব্যবস্থার যে পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আরও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থসচিবের প্রস্তাব এই যে, এখন হইতে ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য যে সব কাঁচা মাল বিদেশ হইতে আমদানী হইবে তাহার উপর কোন আমদানী শুল্ক ধার্য্য করা হইবে না। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিদেশ হইতে যে কলকব্জা আসিবে তাহার উপরও আমদানীশুল্ক কমাইয়া দেওয়া হইবে। তবে বিদেশ হইতে আগত তুলার উপর শুল্ক কমানো হইবে না এবং সিনেমার জন্য আমদানী ফিল্মের উপর শুল্ক কিছু বর্দ্ধিত করা হইবে। যাহা হউক, অন্যান্য শ্রেণীর কাঁচা মালের উপর আমদানী শুল্ক রহিত হইলে এবং কলকব্জার উপর আমদানী শুল্ক কমাইয়া দিলে ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যে বিশেষভাবে উপকৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে শিল্পের প্রসারের জন্য গবর্ণমেণ্ট উপরোক্তভাবে ছাড়া আরও বহু ভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। উহার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শিল্পের মূলধন সরবরাহ একটা প্রধান পন্থা। ভারতবর্ষে এখনও এই দিক দিয়া গবর্ণমেণ্ট কিছু করেন নাই। তবে অর্থসচিব এজন্য দেশে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন নামে একটী প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ন্যাশন্যাল ইনভেষ্টমেণ্ট বোর্ড গঠন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অর্থসচিবের এই প্রতিশ্রুতি কবে কার্য্যে পরিণত হয় তাহা বলিতে পারি না। তবে আগামী বৎসর হইতে ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গুলিকে উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারে সাহায্যের জন্য তিনি যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থসচিব যে প্রশংসনীয় উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন, ভারত সরকারের রেল বিভাগ তাহাতে অনুপ্রাণিত হন নাই। যদি হইতেন তাহা হইলে এই একই উদ্দেশ্যে ভারতের রেলপথসমূহে মালের ভাড়া কমাইয়া দেওয়া হইত।

অর্থসচিব তাঁহার বাজেটে মধ্যবিত্ত এবং বিশেষভাবে চাকুরীজীবী ব্যক্তিগণকেও ট্যাক্সভার হইতে কিছুটা রেহাই দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। যাহারা পৈত্রিক সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের চেষ্টায় অর্থ উপার্জ্জন করে তাহাদের আয় হইতে শতকরা ১০ টাকা বাদ দিয়া তাহার উপর আয়কর ধার্য্য করিবার নিয়ম চলতি বৎসরের প্রথম হইতে বলবৎ করা হইয়াছে। আগামী বৎসর হইতে এই ধরণের আয়ের শতকরা ২০ ভাগের উপর (যদি তাহা ৪০০০ টাকার বেশী না হয়) কোন আয়কর দিতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানে যাহাদিগকে বৎসরে ১৫০১ টাকা হইতে ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর প্রতি টাকায় ১৫ পাই হিসাবে এবং ৫০০১ টাকা হইতে ১০০০০ টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর প্রতি টাকায় ২৫ পাই হিসাবে আয়কর (সারচার্জসহ) দিতে হইতেছে আগামী বৎসরের প্রথম হইতে তাহাদিগকে প্রথমোক্ত আয়ের উপর প্রতি টাকায় ১২ পাই হিসাবে এবং দ্বিতীয়োক্ত আয়ের উপর প্রতি টাকায় ২৪ পাই হিসাবে আয়কর দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, বর্ত্তমানে যাহারা স্বোপার্জ্জিত আয়ের উপর সুপারট্যাক্স প্রদান করে তাহারা উহা হইতে স্বোপার্জ্জিত আয় বলিয়া কোন সুপারট্যাক্স বাদ

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—

কলিকাতা

১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং ক্যালকাটা—৫৬০৭
২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।
৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড্-এ
(কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ মোড়) খোলা হইয়াছে।

আসাম
শিলং, শিলচর, গৌহাটি, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নওগাঁ, ছাতক, হবিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড— ৫,৫০,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲

বাঙ্গালা
চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—
১। সিলেট ৩। শিলচর
২। শিলং ৪। ঢাকা

কলিকাতায় বাড়ার জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার
মিঃ জে, এম, দাস, জেনারেল ম্যানেজার

পায় না। আগামী বৎসর হইতে এই ধরণের আয়ের উপর সুপারট্যাক্স ধার্য্য করার সময়েও মোট আয় হইতে শতকরা ২০ ভাগ বাদ দিয়া বাকী আয়ের উপর সুপারট্যাক্স ধরা হইবে। চতুর্থতঃ, যাহারা বসতবাড়ী নির্ম্মাণ করিতে চাহে তাহারা যদি আগামী সরকারী বৎসর আরম্ভ হইবার পর দুই বৎসর কালের মধ্যে ঐ বাড়ী নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করে তবে তাহাদিগকে উক্ত দুই বৎসরের সাকুল্য আয়কর মকুব করিয়া দেওয়া হইবে। পঞ্চমতঃ, পেট্রলের উপর শুল্কের পরিমাণ প্রতি গ্যালনে ১৫ আনা হইতে কমাইয়া ১২ আনা ধার্য্য করা হইবে। অবশ্য এই শেষোক্ত ব্যবস্থায় কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে স্বচ্ছল ব্যক্তিদেরই যে লাভ হইবে এরূপ নহে—উহার ফলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির খরচের পরিমাণও কতকাংশে হ্রাস পাইবে। যাহা হউক, বর্ত্তমানে জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় যে প্রকার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহার ফলে নিম্ন-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, বিশেষতঃ যাহাদের আয় টাকার হিসাবে সুনির্দ্দিষ্ট, তাহাদের যে প্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহের ফলে তাহাদের অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি ঘটিবে।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, অর্থসচিব তাঁহার বাজেট রচনার কালে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের কথা এক প্রকার কিছুই চিন্তা করেন নাই। ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনি যে ভাবে সাহায্যের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার ফলে দেশের জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য কতটা কমিবে তাহা এখনও বলার সময় হয় নাই। অর্থসচিব কেরোসিনের উপর শুল্ক প্রতি গ্যালনে ১৫ আনা হইতে ১২ আনায় কমাইয়াছেন বটে, কিন্তু উহার ফলে কেরোসিনের খুচরা মূল্য এক প্রকার কিছুই হ্রাস পাইবে না। যাহা হউক কেরোসিনের ব্যাপারে দরিদ্র জনসাধারণের যে একটু সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে দরিদ্রের একমাত্র বিলাস সামগ্রী সুপারির ব্যাপারে তাহা অপেক্ষা অনিষ্ট করা হইয়াছে বেশী। আমদানীকৃত সুপারির উপর শুল্কের হার প্রতি পাউণ্ডে ।/১০ আনা—অর্থাৎ প্রতি সেরে ॥৶০ আনায় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। অর্থসচিব উহার যুক্তি হিসাবে দেশের সুপারি উৎপাদকদের স্বার্থের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতে সুপারি বিক্রেতা অপেক্ষা সুপারি ক্রেতার সংখ্যা অনেক বেশী। বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর বাহির হইতে ১ কোটী টাকারও বেশী সুপারি আমদানী হয় এবং এই প্রদেশে বরিশাল, নোয়াখালী প্রভৃতি ২।৩টী জেলা ছাড়া আর কোনও জেলায় ব্যাপকভাবে সুপারি উৎপন্ন হয় না। এরূপ অবস্থায় সুপারির উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশের উপর অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে। অর্থসচিব দরিদ্রের মুখ চাহিয়া দরিদ্রের পক্ষে অপরিহার্য্য লবণ, দেশলাই প্রভৃতি জিনিষের উপর ট্যাক্সের হার কথঞ্চিৎ লাঘব করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। পোষ্টকার্ডের মূল্য হ্রাস করিলেও দরিদ্রের কিছু উপকার হইত। কিন্তু তাহাও করা হয় নাই। ভারতীয় রেল বিভাগ রেলপথে যাত্রীর ভাড়া হ্রাস না করিয়া দরিদ্রের উপর যে অবিচারমূলক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন ভারতীয় অর্থসচিব তাঁহার বাজেটের মধ্য দিয়া সেই পন্থারই অনুসরণ করিয়াছেন—উহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। যিনি দেশের ধনী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের স্কন্ধ হইতে শতাধিক কোটী টাকার ট্যাক্সভার অপসৃত করিতে সমর্থ হইলেন তিনি দরিদ্রের সুবিধার জন্য লবণ, দেশলাই, কেরোসিন, সুপারি প্রভৃতি কতিপয় অপরিহার্য্য দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বাতিল করিয়া কয়েক কোটী টাকার স্বার্থত্যাগ করিতে পারিলেন না কেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির স্বার্থের দিক হইতে আমরা অর্থসচিবের বাজেট আলোচনা করিলাম। এই দিক দিয়া অনেক ক্ষেত্রে আমরা অর্থসচিবের সুবিবেচনার পরিচয় পাইলেও বর্ত্তমানে দেশের সমক্ষে সমষ্টিগতভাবে যে দুইটী বড় সমস্যা দেখা দিয়াছে তৎসম্বন্ধে অর্থসচিবের কোন সুস্পষ্ট নীতি ও কর্ম্মপন্থার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই দুইটী বিষয় হইতেছে সমষ্টিগতভাবে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং দেশের বেকার-সমস্যার সমাধান—যদিও প্রথমোক্ত সমস্যার সমাধানের উপরই দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে। অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় দেশের বেকার-সমস্যার তীব্রতা ও উহার সমাধানের বিষয়ে একপ্রকার কিছুই বলেন নাই। তবে তিনি উন্নয়ন কার্য্যের জন্য আগামী বৎসরের বাজেটে ৭৭ কোটী টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরিয়াছেন। উহার মধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্যের জন্য ৩৫ কোটী টাকা এবং ঐসব গবর্ণমেণ্টকে উক্ত কাজের জন্য ঋণ হিসাবে ১৫ কোটী টাকা দেওয়া হইবে। বাকী ২৭ কোটী টাকা ভারত সরকার স্বয়ং উন্নয়ন কাজে ব্যয় করিবেন। এতদতিরিক্ত রেল বিভাগের বাজেটেও অনুরূপ কাজের জন্য ২২ কোটী টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। যাহা হউক, ভারত সরকার স্বয়ং এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির মারফতে যে ৭৭ কোটী টাকা ব্যয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা কি ভাবে ব্যয় হইবে তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশবাসী সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবে না। আশা করা যায়, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট লইয়া আলোচনা উঠিলে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণ এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সত্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হইবেন।

অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় সামরিক বিভাগের ব্যয় নির্দ্ধারণ, ইঙ্গ-ভারত অর্থনীতিক চুক্তি (Financial Settlement), ডলার পুল, মুদ্রাসঙ্কোচ হেতু অনর্থের আশঙ্কা, ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং মুদ্রা, ট্যাক্স ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত ইত্যাদি আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা আগামীবারে এই সব বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত
মোহিনী মিলস্ লিঃ
এই মিলের
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।
১নং মিল — কুষ্টিয়া (নদীয়া)
২নং মিল — বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)
ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

তাল-মিছরি

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এ-এস্-টি-এ।

বর্ত্তমানে যে মিছরি আমরা খাই বা দোকানে বাজারে পাই, মিছরির জন্ম ইতিহাসের গোড়াতে কিন্তু এই নাম ইহার ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে আমাদের দেশে মিশর হইতে যে চিনি আসিত তাহারই নাম ছিল মিছরি। আমাদের দেশের চিনি হইতে ইহা উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া আমরাই ঐ মিশরীয় চিনির নামানুসারে মিছরি নাম বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। মিশরের এই চিনি যে ইক্ষুরস হইতে প্রস্তুত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আর ইংরাজী Candy নামও আমাদের সংস্কৃতে লিখিত Khand হইতে নেওয়া হইয়াছে। Khand বলিতে বুঝায় "to crush"—অতএব দেখা যায় আখ মাড়াই করিয়া তাহার রস হইতে যে চিনি পাওয়া যাইত তাহারই নাম ছিল Khand Sugar। ইংরাজীর Sugar-Candy আমাদের শর্করা-খাণ্ডা হইতে নেওয়া হইয়াছে। শর্করা খাণ্ডা বলিতে চিনির খণ্ড বুঝায়। সাধারণ চিনির দানা হইতে এই দানা অনেক বড়। তবে শর্করা হইতেই ইহা প্রস্তুত হইত এবং এই শর্করাই ইক্ষুরস হইতে উৎপন্ন চিনির নামান্তর। চীনদেশ হইতে আগত শর্করা ঐ দেশের নামানুসারেই চিনি নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। মূলতঃ ইহাও ইক্ষুরসসম্পৃষ্ট।

এই সংজ্ঞা অনুসারে বিচার করিলে তাল-মিছরি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। ইহা আধুনিক বাঙ্গলারই একমাত্র আবিষ্কার এবং সম্পদ। ১৫/২০ বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতার আশেপাশে যত ছোট বড় মিছরির কারখানা ছিল তাহাতে জাভা দেশ হইতে আমদানী চিনি হইতেই মিছরি তৈরী হইত। তাল-গুড় হইতে প্রস্তুত মিছরি বাঙ্গলাতেই প্রথম তৈয়ারী আরম্ভ হয়। প্রধানতঃ চিনির দুর্ম্মূল্যতা ও অভাব হেতু এবং তালগুড় অতি সস্তায় প্রাপ্য বলিয়াই এই মিছরির উৎপাদন সুরু হয়। মেদিনীপুর জিলায় তমলুক নামক স্থান হইতে প্রধানতঃ ইহা আমদানী হইয়া থাকে।

অবশ্য তাল-মিছরি এই কথাটি বাঙ্গলাদেশে বহু দিন হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আসলে উহা তালরসজ নহে। আমরা বড় crystals জাতীয় মিছরিকেই তাল-মিছরি বলিয়া জানি এবং চাকার আকৃতিবিশিষ্ট (সূতা সহিত) মিছরিকে শুধু মিছরি নাম দিয়া থাকি। এখন দেখিতে হইবে তাল কথাটির কি ভাবে প্রচলন হইয়াছে। মিছরি সাধারণতঃ বাঙ্গলায় দুই ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কুণ্ডাতে (Crystallisers) রাখিয়া যে শর্করা-খণ্ড জমান হয় তাহাকে আমরা মিছরি বলি। ইহা এক খণ্ড চাকার আকারে পাওয়া যায় এবং লৌহ পাত্রে অথবা থালাতে যে মিছরি জমান হয় তাহাতে বড় বড় দানা আলাদা-ভাবে পাওয়া যায়। তাহাকেই আমরা তাল-মিছরি বলি। মিশর হইতে আমদানীকৃত উৎকৃষ্ট চিনির নামকরণে মিছরি কথার উৎপত্তি। সুতরাং বলা যাইতে পারে এই "তাল" এবং মিশরীয় "মিছরি" শব্দ মিলিয়াই প্রকৃত "তাল-মিছরির" জন্মের পূর্ব্বেই তাল-মিছরি নামে প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তী দিনে তালগুড় হইতে যে মিছরি তৈরী হয় তাহাকেই তাল-মিছরি বলা হয়। কিছু দিন পূর্ব্বেও ইহা ছিল না।

কলিকাতায় প্রায় মিছরির কারখানাগুলি সাদা চিনি হইতে মিছরি তৈয়ারী করে। তবে খানিকটা রং লাল দেখানের জন্য কিছুটা তালগুড় মিশাইয়া থাকে।

কারণ লোকের ধারণা যে, তাল-মিছরি তালের রস অথবা তালগুড় হইতেই হইবে এবং তাহা কিঞ্চিৎ লাল রং হওয়াই স্বাভাবিক। আর তাল-মিছরি সর্দ্দি, কাশি ইত্যাদি রোগের পক্ষে উপকারী। কলিকাতায় খুব অল্পই কারখানা আছে যাহা শুধু তালগুড় হইতেই মিছরি তৈয়ার করিয়া থাকে—সাদা চিনি মোটেই ব্যবহার করে না।

প্রায় দশ শতাব্দী হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মিছরির গুণাগুণ উল্লেখিত আছে। ইহার কারণ—সেই যুগে যে চিনি পাওয়া যাইত তাহা ভাল ছিল না। মিছরি পাইতে হইলে খাঁটি চিনির তরল পদার্থ হইতে প্রস্তুত করিতে হয়। সেজন্য মিছরি চিনি হইতে উপকারী বলিয়া কথিত ছিল। কিন্তু আধুনিক চিনি সম্পূর্ণ খাঁটি বলিয়া ধরা যায়। এই চিনি শতকরা ৯৯,৯ ভাগ খাটি অর্থাৎ ঐ পরিমাণে শর্করাংশ আছে। এমনকি ১৮ শতাব্দীতেও এই চিনি পাওয়া যাইত না। কাজেই আধুনিক চিনি হইতে মিছরি প্রায় ঐরূপ খাঁটি অর্থাৎ শতকরা

SREE BANK LIMITED

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ঃ শাখাসমূহ ঃ

কলিকাতা—শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, বহুবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, বজ্‌বজ্‌, ল্যান্সডাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ডায়মণ্ডহারবার।

আসাম—সিলেট। বাংলা—সিলিগুড়ি, কার্সিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর।

বিহার—ঘাটশীলা, মধুপুর। দিল্লী—দিল্লী ও নয়াদিল্লী।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্
সুধাংশু বিশ্বাস
সুশীল সেনগুপ্ত

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক
লিঃ
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঞ্চয়ের মূলনীতি

- সাধ্যমত মিতব্যয়ী হওয়া।
- নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করা।
- সঞ্চিত অর্থ খরচ না করা।

BHARATI CENTRAL BANK LTD. ESTD. 1930

ফোন : ক্যাল, ২৫৪৬
গ্রাম : পেমেন্ট

ফোন : ক্যাল : ৩৪৫৯
(ম্যাঃ ডিরেক্টর)

শাখাসমূহ

শ্যামবাজার, বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, হাওড়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, গোপালদি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া, পাবনা, জয়নগর-মজিলপুর, পুরান-বাজার, জলপাইগুড়ি, ভৈরব, নরসিংদি, আসানসোল, ভোলা, গৌহাটি, টেংলা, জোড়হাট, বদরপুর, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোলাঘাট, ইটওয়ারী, নাগপুর, রায়গড়, রায়পুর, পাটনা, বেনারস, শিলং, ডিব্রুগড়, তেজপুর, কাটিহার, আরা, বোম্বাই।

এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

৯৯,৯ ভাগ খাঁটি। কাজেই আধুনিক খাঁটি সাদা চিনি ও চিনি-মিছরি বা কথিত তাল-মিছরি একই গুণাগুণ সম্বলিত বলিয়া ধরা যায়। উভয়েতেই কেবলমাত্র শর্করা জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায় যাহা কেবল শরীরে তাপ বৃদ্ধি করে। শর্করা পদার্থের উপকারিতা সম্বন্ধে আমার কাহারও সহিত দ্বিমত নাই। আমার বলার উদ্দেশ্য যে, আধুনিক খাঁটি চিনি এবং তাহা হইতে যে কোনরূপ মিছরির একই গুণাগুণ। এই মিছরিকে চিনির উপরে স্থান দিয়া প্রচার বা ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ বাজারে খাঁটি চিনি পাওয়া যায় এবং তাহা ব্যবহার করিলেই চলিবে।

তবে তালগুড় হইতে যে মিছ্‌রি তৈয়ারী হয় তাহা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধরিতে হইবে। কারণ এই মিছ্‌রি গুড় হইতে তৈয়ার হয়। গুড়ে খাদ্যপ্রাণ (Vitamins), লৌহ, ক্যালসিয়াম, প্রভৃতি জিনিষ, যাহা শরীরের পক্ষে উপকারী তাহা থাকে। কাজেই গুড় হইতে প্রস্তুত মিছ্‌রিতে লৌহ ও চূণ জাতীয় পদার্থ থাকে, যাহা চিনিজাত মিছ্‌রিতে পাওয়া যায় না। কাজেই খাঁটি তাল-মিছ্‌রি চিনি-মিছ্‌রি বা কথিত তাল-মিছ্‌রি হইতে শ্রেষ্ঠ। আধুনিক যুগে আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণাগুণ খাঁটি তাল-মিছ্‌রিতেই বর্ত্তমান।

এখন গুড় হইতে মিছ্‌রি কি ভাবে তৈয়ার হইতে পারে তাহাই দেখা যাক। বাঙ্গলায় মাত্র তিন প্রকার গুড় পাওয়া যায়। (১) ইক্ষুগুড়, (২) তাল গুড় ও (৩) খেজুরে গুড়।

বিভিন্ন গুড়ের সম্বন্ধে নিম্ন হিসাবে বুঝা যাইবে যে, কোন্ গুড়কে মিছ্‌রি তৈয়াব করিবার উপযুক্ত বলিয়া ধরা যায় :—

গুড়	শর্করাংশ	গ্লুকোজ	খনিজ উপাদান	জলীয়াংশ
ইক্ষু হইতে	৬৫ ২০৯	১৭.০৫	১.৩৫	৭.৩৮
তাল ”	৮৫.২৬৩	১.৭৭	১.৯২	৮.৪৬৭
খেজুর ”	৭৯.৪৫	২.২৮	২.২৫	৩.০৫

যে গুড়ে শর্করাংশ বেশী এবং গ্লুকোজ কম থাকে তাহাই ভাল বলিয়া বিবেচিত হইবে। কাজেই তালগুড় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ধরিতে হইবে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে ৫ মণ তালগুড় হইতে ১ মণ মিছ্‌রি পাওয়া যায়। তবে খেজুর গুড়ও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গুড় হইতে যাহারা মিছ্‌রি তৈয়ার করিবে তাহাদের একটি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, গুড় যেন পুরান না হয় এবং ভেজাল না থাকে। কারণ বাজারের গুড় সাধারণতঃ ৩।৪ মাস ভাল থাকিতে পারে এবং পরে ব্যবহার করিলে তাহা হইতে মিছ্‌রির ভাল দানা হইবে না। তবে তালগুড় অন্যভাবে দেখিতে গেলে খেজুর গুড় অপেক্ষা অনেকাংশে ব্যবহারের উপযোগী।

নিম্নের হিসাবে দেখা যাইবে যে, খেজুর গাছের চাইতে তালগাছ হইতে গুড় তৈয়ারীতে বেশী সুবিধা :—

গাছ	গাছ প্রতি গড়ে গুড়	কত মাস রস দেয়	রসে কত শর্করাংশ
খেজুর	২২	৩-৪	১০
তাল	৭০	৩-৬	১২-১৫

কাজেই দেখা যায়, সর্ব্বতোভাবে তালগাছ ব্যবহার করা ভাল। তালগুড় প্রস্তুত এবং সেই গুড় হইতে মিছরি তৈয়ারী করাও সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গলার উপযোগী।

বাঙ্গলায় তাল ও খেজুর রসের যে অংশ হইতে তাড়ি প্রস্তুত হয় তাহাও যদি গুড় উৎপাদনে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর মোট কি পরিমাণ গুড় পাওয়া যাইতে পারে নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

	কত গাছ ব্যবহার হইতেছে (১০০০)	প্রতি গাছ হইতে প্রাপ্য গুড়ের পরিমাণ (পাউণ্ড)	বৎসরে কত গুড় পাওয়া যায় (টন)
খেজুর	৯৮০০	২৫	১৫৪,০০০
তাল	৮০০	৬০	২১,৪০০

তাহা হইলে তালগুড় হইতে আমরা কমপক্ষে মোট ৪,২৮০ টন্ মিছবি বৎসরে পাইতে পারি।

সাধারণতঃ তাল-মিছরি তৈয়ার করিতে হইলে গুড়কে রাবের মত কবিয়া নিতে হইবে। পরে Centrifugal machineএ দিয়া দলো বা লাল চিনি করিতে হইবে। পবে সেই চিনি জলে মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে হইবে এবং সময়মত নামাইয়া পাত্রে রাখিয়া জমাইতে হইবে। সাধারণ সাদা চিনি হইতে যে মিছবি হইয়া থাকে সেই ভাবেই করিতে হইবে। শুধু মাত্র গুড়কে চিনিতে আনার জন্য নূতন ব্যবস্থা এবং থালা বা Tals-এ চিনির সিরা জমাইতে হইবে—কুণ্ডাতে নয়। তবে ভাল মিছরি করিতে হইলে একটী চাপক পরিশোধক যন্ত্র (Filter press) থাকা দরকার। ইহার দ্বারা সিরাপকে পরিষ্কার করা হইযা থাকে। সিরাপ (সিরা) যত দূষিতভাবমুক্ত হইবে মিছরি ততই ভাল হইবে। ইহা যে কোন মিছরি তৈয়ার করিবার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

গুড় জমাইয়া রাখিয়া বারমাস মিছরির কারখানা লাভজনক করা যায় না। তালগুড় এপ্রিল মাস হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে এবং খেজুরে গুড় শীতকালে পাওয়া যায়। গুড় বর্ষাকালে প্রায়ই খারাপ হইয়া যায়। কাজেই তাল-মিছরি তৈয়ার করিতে হইলে মে মাস হইতে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তৈয়ার করার উপযুক্ত সময়। খেজুরে গুড দিযা ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মিছরি তৈয়ার করা উচিত। এইভাবে কারখানা বৎসরে আট মাস চালু রাখা যায়। তবে ৮ মাস চালু রাখিতে হইলে খেজুরে গুড় ও তালগুড় উভয়ই সময়মত ব্যবহার করিতে হইবে। খেজুরে গুড় হইতে যে মিছরি হইবে তাহা তাল-মিছরির সমগুণ বলিয়াই মনে রাখা উচিত।

হিন্দুস্থান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
(হেড অফিস :- ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট)
শাখা
গৌহাটি, তেজপুর, নলবাড়ী, মাজবাট, বর্দ্ধমান, জামসেদপুর, বহুবাজার।
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জে, কে চৌধুরী এম.এ, প্রিন্সিপাল বিদ্যাসাগর কলেজ—
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এস, কে চক্রবর্ত্তী বি.এ.

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৬৫,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,৫০,০০০৲
শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ
এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার
হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা
ফোন সাউথ—২০০
কলিকাতা প্রধান শাখা—পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট। ফোন : বি, বি, ১৫৩৪
অন্যান্য শাখা অফিস
কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)
বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।
বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা।
যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।
শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।
সেক্রেটারী— মিঃ টি মজুমদার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে গুহ

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেণ্টারী দল ভারত সফর করিয়া গেলেন। শীঘ্রই এক বৃটিশ মন্ত্রী মিশন ভারতে আসিতেছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া অনেকেই আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন—ভাবিতেছেন, এইবার বৃটিশ শাসকশ্রেণী কালহরণের কূট কৌশল ছাড়িয়া বুঝি সত্য সত্যই একটা মিটমাটের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। আমরাও তাহাই কামনা করি। আগে ভাগেই নৈরাশ্যবাদের আশ্রয় লওয়া রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক নহে। জাতীয়তাবাদী ভারত সংগ্রামের পথও জানে, মীমাংসার পথও চিনে। শেষ পর্য্যন্ত বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গত ও সময়োচিত বলিয়া প্রতিভাত এই সিদ্ধান্ত যদি শুধু একটা সময় লইবার চাল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে অবস্থানুযায়ী তখন চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি ও সঙ্কল্প কংগ্রেস নেতৃগণ তথা স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের আছে। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলালের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াই আমরা এরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতেছি।

* * *

অধৈর্য্য ও নৈরাশ্যের প্রশ্রয় দিব না স্থির করিয়াও কতকগুলি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ কারণে মনে সংশয়ের ছায়াপাত ঘটিতেছে। গোড়া-ঘরে নীতি পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত হইয়া থাকিলে তাহার আভাস ভারতবর্ষে কিছুটা পাওয়া উচিত ছিল। ইংলণ্ডে 'ক্যাবিনেট মিশন' প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরে এখনও কেন বিনা-বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দানের নির্দ্দেশ আসিল না? আজাদ হিন্দ্ ফৌজ মামলা এখনও কেন চলিতেছে? বর্ণ-বৈষম্যের কারণে বোম্বাই-এ যে সেদিন বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়া গেল তাহাতে জনতা ও নৌ-সেনাদের কার্য্যকলাপে এখানে-সেখানে অল্পবিস্তর অন্ধতা ও আতিশয্য যতই থাকুক না কেন, ঐ বিক্ষোভ-বহ্নির রাজনৈতিক পটভূমি অগ্রাহ্য করিয়া বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী হইতে ভারতের জঙ্গীলাট পর্য্যন্ত রক্ত চক্ষু প্রদর্শনকেই একমাত্র সময়োচিত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন কোন্ পরিবর্ত্তিত নীতির অনুসরণে? আসমুদ্র-হিমাচলে পুলিশী অনাচার এতটুকু শিথিল হইবার কোন লক্ষণ চোখে পড়ে কি? এই সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর না হয় শীঘ্রই একটা সন্তোষজনক বোঝাপড়ার পরে সহজেই পাওয়া যাইবে বলিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারি। কিন্তু বৃটিশ মুখপাত্রদের প্রকাশ্য বক্তৃতা ও বিবৃতির মধ্যে সেই পুরাতন সুরের আরও জোরাল পুনরাবৃত্তি শুনিয়া বৃটিশ অকপটতায় স্বতঃই সন্দেহ জাগিতেছে। গত ২১শে জানুয়ারী কমন্স সভায় বৃটেনের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন বৈদেশিক নীতির আলোচনা কালে স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়া দিয়াছেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিতে আমি প্রস্তুত নহি, কারণ আমার বিশ্বাস এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে পৃথিবীর মুক্ত জাতিগুলির এক বিরাট অংশ পুনরায় অতীত যুগের বীভৎস অবস্থায় ফিরিয়া গিয়া এক বিপর্য্যয় দেখা দিবে।"

* * *

শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র-সচিব ঝুনো সাম্রাজ্যবাদী চার্চ্চিলেরই ভাব, মায় ভাষা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রস্তাবিত মন্ত্রী মিশনের শুভেচ্ছার সহিত এই বিঘোষিত নীতির মিল কোথায়? শুধু কি এই! যে ত্রি-মন্ত্রী মিশন ভারতে আসিতেছেন তাঁহাদেরই অন্যতম মিঃ এ্যালবার্ট আলেকজান্দার সম্প্রতি ইংলণ্ডে এক আলোচনা প্রসঙ্গে দম্ভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের ভারত ছাড়া সম্পর্কিত বাজে ধারণা মনের কোণে স্থান দিবেন না। আমরা সে প্রকার কিছুই করিতে যাইতেছি না। আমরা সেখানে থাকিবই। বরং আমরা সারাওয়াক দখল করিয়া ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যের পরিধি অল্প কিছুটা বাড়াইয়াছি।"

এই উক্তিতে কমন্স সভার কতিপয় সরকার-সমর্থক শ্রমিক সদস্য পর্য্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতে মন্ত্রী মিশনের সহিত মিঃ আলেকজান্দারের উপস্থিতি বৃটেনের অভিপ্রায় সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব দূর ত করিবেই না, উপরন্তু তাহাতে ঘৃতাহুতিই দিবে।"

* * *

বর্ত্তমানের এই সব উক্তি ও অতীতের অসংখ্য তিক্ত নজির সামনে থাকায় এই কারণেই আমরা মন্ত্রী মিশনকে "বরবাদ" বলিতে না চাহিলেও তাঁহাদের "স্বাগত" করিবার মত কুণ্ঠাহীন ভরসাও পাইতেছি না।

* * *

"প্রাচ্যে বিদ্রোহ" শীর্ষক এক প্রবন্ধে 'নিউইয়র্ক টাইমস্" লিখিয়াছেন, "মিঃ এটলি বলিয়াছেন, স্বাধীনতা ও ন্যায়পরায়ণতাই তাঁহার গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য। কিন্তু তাহাই যদি সত্য হয়, তবে কেবল আইন-শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারাই জয়লাভ হইতে পারে না। বিশৃঙ্খলার মূলীভূত কারণগুলি দূর করিতে হইবে। সমগ্র কৃষ্ণকায় জাতি আজ বিক্ষুব্ধ। এই বিরাট বিক্ষোভসাগরে যে আন্দোলন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহার সঙ্গে জগতের অর্দ্ধেক মানবজাতি সংশ্লিষ্ট। কৃষ্ণকায় জাতির উপর শ্বেতকায় জাতির সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। প্রভুশক্তিকে এই নূতন পরিণতি মানিয়া লইতে হইবে।"

* * *

বোম্বাই বিদ্রোহের উল্লেখ করিয়া মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে, "ইহা বুঝিতে আপনাদের দার্শনিক বা ঔপনিবেশিক নীতির ছাত্র হইবার দরকার হয় না যে, ভারতবাসী আজ আর পুরাতন পথে ফিরিয়া যাইতে চাহে না। কিন্তু সব কিছু আবার পুরাতন পথেই পরিচালিত করার যে চেষ্টা চলিতেছে এই বিরোধ বাধিয়াছে তাহারই সঙ্গে।...যুদ্ধের সময় যে সব সনদ ও দলিলপত্র রচিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া অধিকাংশ লোকই আজ বলিবেন, এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘোষণা যথাসময় কার্য্যে পরিণত করা হইলে বর্ত্তমান গোলযোগগুলি সহজেই এড়ান চলিত।"

* * *

মুসলিম লীগের পাকিস্তান পরিকল্পনায় ভারতের দুই বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত প্রধান দুইটি ঘাঁটিতে—আসামে ও সিন্ধু প্রদেশে—কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে, লীগ মন্ত্রিমণ্ডল নহে। পাকিস্তানী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশের মধ্যে সর্ব্বাধিক মুসলিম-গরিষ্ঠ অঞ্চল হইতেছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—সেখানে শতকরা ৯০ জন লোকই মুসলমান। ইহা সত্ত্বেও সেখানে নির্ব্বাচনের ফলে কংগ্রেস অপর-দলনিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। ভারতের এই সর্ব্বাধিক মুসলিমগরিষ্ঠ প্রদেশে পুরাপুরি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাই প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

পাঞ্জাবের সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফলও প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রদেশের মোট ১৭৫টি আসনের মধ্যে লীগ পাইয়াছে ৭৫, কংগ্রেস ৫১, ইউনিয়নিষ্ট পার্টি ২০ ও অকালী দল ২২টি আসন। দল হিসাবে মুসলিম লীগ আর সকলের অপেক্ষা বেশী ভোট পাইয়াছে বটে, কিন্তু লীগের একার পক্ষে সেখানে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বর্ত্তমান অবস্থায় ইউনিয়নিষ্ট ও অকালী দল, বিশেষ করিয়া অকালী দল, যেদিকে ঝুঁকিবে সেই দিকেরই পাল্লা ভারী হইবে। অর্থাৎ পাঞ্জাবে কংগ্রেস কোয়ালিশনও অসম্ভব নয়। কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলই অপরাপর দলগুলির সহিত জোর আলোচনা ও সলাপরামর্শ চালাইতেছে। সুতরাং সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মহলে এখন সম্ভাব্য কোয়ালিশন লইয়া বিস্তর জল্পনা-গবেষণা চলিতেছে। এতাবৎ তিনটি কোয়ালিশনের নাম শুনা যাইতেছে। (১) কংগ্রেস-ইউনিয়নিষ্ট-অকালী (২) লীগ-অকালী ও (৩) কংগ্রেস-লীগ। তন্মধ্যে শেষোক্ত কোয়ালিশন আপাততঃ সম্ভব নহে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অবশ্য সম্ভব হইলেই ভাল ছিল। কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রিসভা যদি গঠিত হইতে পারিত, তবেই পাঞ্জাবে এক মজবুত মন্ত্রিসভা সম্ভবপর ছিল। অন্যান্য কোয়ালিশনের পরমায়ু সম্পর্কে সব সময়ই একটা অনিশ্চয়তা থাকিয়া যাইবে।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা সিটী।

পে-অফিস ঃ মিরকাদিম।

জেনারেল ম্যানেজার ঃ

এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি

নির্ব্বাচনের উপরোদ্ধৃত ফলাফল বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়, পাঞ্জাবের মন্ত্রিত্ব সংক্রান্ত জটিলতায় এখন অকালী দলের উপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে লীগ-অকালী কোয়ালিশনের সম্ভাবনার কথা জানা গেল। যাহা হউক, শীঘ্রই পাঞ্জাবের নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের সংবাদ পাওয়া যাইবে।

লীগ কোয়ালিশন হইলেও সর্ব্বভারতীয় শক্তি-বিচারের দিক হইতে মুসলিম লীগের উল্লসিত হইবার মত মুখ নাই। কোন প্রদেশেই মুসলিম লীগ অপর-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। বাকী আছে শুধু বাঙ্গলা দেশ। এখানেও মুসলিম লীগের অন্য-দল-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোন সম্ভাবনা নাই। মিঃ জিন্নার পাকিস্তানের স্বপ্ন যে বেশ একটু চিড় খাইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! মুসলিম লীগই যে মুসলিম ভারতের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এই অসঙ্গত দাবী মিঃ জিন্না এবার ত্যাগ করিলে ভারতের দুরূহ রাজনৈতিক সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান রাতারাতিই সহজ হইতে পারে।

* * *

মুসলিম লীগের লণ্ডন শাখার জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ সৈয়দ আবদুল মজিদ কুরেশী লীগের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কংগ্রেস অনুপন্থী ইণ্ডিয়া লীগে যোগদান করিয়াছেন। লণ্ডনের লীগ শাখার প্রেসিডেন্টের নিকট তাঁহার পদত্যাগ-পত্রে মিঃ কুরেশী জানাইয়াছেন, "মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধি নহে। আমি ইহার সহিত আর সম্পর্ক রাখিতে চাহি না। পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে চালিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি মুসলিম লীগ যে আপোষহীন ও আত্মঘাতী মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছে, তাহা আমি সমর্থন করিতে পারি না। আমি মিঃ জিন্না ও নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁর নেতৃত্বে আস্থা হারাইয়াছি। পণ্ডিত নেহরু শতকরা ৯৫ ভাগ পাকিস্তানের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন নাই।"

* * *

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা যে কতখানি ব্যাপক এবং ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা-কাঙ্ক্ষা যে কিরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, গত সপ্তাহের দুইটি ঘটনা তাহার জ্বলন্ত পরিচয়। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের আঁচ ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে এত কাল এতটুকু সংক্রামিত করিতে পারে নাই। কিন্তু এবার সেই পূর্ব্ব ধারণার ওলট-পালট করিয়া দিয়া বোম্বাইএর নৌ-সেনা বিদ্রোহ এই প্রথম নূতন ইতিহাসের সূত্রপাত করিয়াছে। আর একটি ঘটনা হইতেছে স্বীয় জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভূপালের নবাবের এক একান্ত অপ্রত্যাশিত বক্তৃতা। নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলর তাঁহার বক্তৃতায় যে সব স্পষ্ট ও নির্ভীক উক্তি করিয়াছেন ভারতের দেশীয় নৃপতিবৃন্দের সকলের কথা তাহা না হইলেও এই সর্ব্বপ্রথম এক দেশীয় নৃপতি সাহস করিয়া বৃটিশ অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র সচেতনতার পরিচয় দিয়া সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তার দিকে দেশীয় রাজ্যগুলির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। ভূপালের নবাব অকুণ্ঠ ভাষায় সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশ হইতে সারা ভারতের বন্ধন-মুক্তির জোর দাবী ও সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন, "আজ এই মহান দেশ বৈদেশিক অধিকার ও শাসনের তলে নিজ গৃহে প্রভু না হইয়া ভৃত্যরূপে বাস করিবে, এই কথা ভাবিলে গভীর লজ্জা ও অপমানে আমার চিত্ত ভরিয়া যায়। অপরের শাসন ও দমন নীতিতে আমরা পীড়িত হইতেছি। যখন ভাবি এই শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে জীয়াইয়া রাখার জন্য আমরা দায়ী তখন লজ্জা ও অপমান-বোধ আরও বাড়িয়া যায়। যদি স্বার্থ বিসর্জ্জনের ডাক আসে তবে স্বদেশপ্রেমের উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের কল্যাণকে সবার উপরে স্থান দিয়া আমরা যেন সকলে মিলিয়া একযোগে নবীন ভারত প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করি।"

ভূপালের নবাবের দৃষ্টান্তে আর সব দেশীয় নৃপতির জাতীয় চেতনার উন্মেষ হইলে দেশীয় রাজ্যসমূহের তথা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি তথা সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ বেশীদিন বিলম্বিত হইবে না—হইতে পারে না। জাতীয়তাবাদী ভূপালের নবাবকে তাঁহার সৎসাহসের জন্য আমরা অকপট অভিনন্দন জানাইতেছি।

* * *

পুণায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত মহামান্য আগা খাঁ ও ভূপালের নবাব দুই দিন সাক্ষাৎ করিয়া বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক জটিলতার পটভূমিতে এই তিন প্রধানের সাক্ষাৎকার সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহাত্মাজী জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষের মুখপাত্র এবং আগা খাঁ ও ভূপালের নবাবকে যথাক্রমে মুসলিম ভারত ও ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মুখপাত্র বলিয়া মনে করা যায়। ভারতের তিনটি আপাততঃ পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের একটা সমন্বয় সাধনের উপর ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি তথা সমগ্র দুনিয়ার শান্তি নির্ভর করিতেছে। পুণা আলোচনার নেপথ্যের কাহিনী প্রকাশ পাইতে বিলম্ব ঘটিবে। আমরা ঐ বৈঠকের ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। প্রকাশ, বৃটিশ মন্ত্রীরা ভারতবর্ষে আসিয়া যাহাতে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য দেখিতে না পান তদুদ্দেশ্যেই নাকি তিন প্রধান সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতেছেন। আরও প্রকাশ যে, উক্ত আলোচনা-বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবের ভিত্তিতে মিঃ জিন্নাকে লইয়া মহামান্য আগা খাঁ ও ভূপালের নবাব একটি আলোচনার ব্যবস্থা করিবেন। বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের নিকট যাহাতে সম্মিলিতভাবে দাবী পেশ করা যায় তাহারই জন্য যথাসময় এই মহৎ প্রচেষ্টা চলিতেছে।

* * *

কংগ্রেসের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যে কত ব্যাপক হইয়াছে ও কত দ্রুতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যদের এক অধুনা-প্রকাশিত তালিকাই তাহা প্রমাণ করে। বোম্বাই, সিন্ধু, কর্ণাটক ও সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের মোট সভ্য-সংখ্যা (বর্ত্তমান বৎসরে) দাঁড়াইয়াছে ৫০ লক্ষেরও বেশী। বোম্বাই, সিন্ধু, কর্ণাটক ও সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই। উহাদের সংখ্যা লইয়া কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য-সংখ্যা প্রায় পৌণে এক কোটির মত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এরূপ অধিক সভ্য সংখ্যা শুধু ভারতের নহে, যে কোন দেশের, যে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

* * *

বোম্বাই বিদ্রোহ সম্পর্কে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলীর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে গান্ধীজী পুনরায় অহিংস নীতির তাৎপর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতের যে সংগ্রাম তাহা প্রকাশ্য ও নিরস্ত্র সংগ্রাম। এই জন্যই বিশ্বের সকল শোষিত জাতির নিকট ভারত আজ দৃষ্টান্তস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

পণ্ডিত জওহরলালও বোম্বাইএর এক জনসভায় বলিয়াছেন, "স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতের হিংসা নীতি অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নাই। যদি আমি বুঝিতে পারি যে, ভারতের মুক্তি সাধনে হিংসা নীতির আশ্রয় গ্রহণ প্রয়োজন তাহা হইলে আমিই সর্ব্বাগ্রে সহিংস সংগ্রামে জনগণকে আহ্বান করিব।" পরে এক সাংবাদিক বৈঠকেও পণ্ডিতজী জানাইয়াছেন, "ভারতের সমস্যা অহিংসার পথ ছাড়া অন্যভাবে সমাধানের চেষ্টা করিলে বহু ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাতে পরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতি বিলম্বিত হইতে পারে। আমরা সহিংস সংঘর্ষ চাহি না—ইহার ফলে বিদ্বেষ ও তিক্ততা থাকিয়া যায়। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, একমাত্র ভারতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতেই মীমাংসা হইতে পারে, অন্য কোন ভিত্তিতেই নহে।"

গ্রাম : যেশখু ফোন : ক্যাল ২০৪৪

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্কের নিজস্ব ত্রিতল বাটী নির্ম্মিতপ্রায়।

শাখা : ভবানীপুর, খুলনা।

নড়াইল ও বাগেরহাট শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

চেয়ারম্যান,
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

খেয়ালীর খাতা

কেন্দ্রীয় পরিষদে রেল বাজেট লইয়া আলোচনা শেষ হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধা ও কষ্ট সম্পর্কে পরিষদের প্রায় সকল সদস্যই বক্তৃতা করিয়াছেন। ভবিষ্যতে তৃতীয় ও মধ্যমশ্রেণীর যাত্রীদের জন্য ভালো বসিবার ব্যবস্থা, কোন কোন ক্ষেত্রে ঘুমাইবার ব্যবস্থা ও পাখা ইত্যাদি অনেক সুখ-সুবিধার আশ্বাস রেল সচিবের বাজেট বক্তৃতায় আছে। কিন্তু সে-ভবিষ্যৎটা কবে, কত বছর পরে, তাহা রেল সচিব বলেন নাই। জনৈক কংগ্রেসী সদস্য বলিয়াছেন যতদূর বোঝা যাইতেছে, ঐ সকল সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা হইতে আরও প্রায় ৬০ বছর লাগিবে। অসম্ভব নয়। ষাট মণ তৈল পুড়িলে রাধার নাচিবার সম্ভাবনা। ষাট বছর না গেলে ভারতীয় রেলেরও উন্নতি হইবে না।

* * *

প্রস্তাবিত উন্নতিগুলির মধ্যে তৃতীয় ও মধ্যম-শ্রেণীর কামরাগুলি নতুন করিয়া তৈয়ার করার কথা আছে। এই নতুন ধরণের কামরাতে বসিবার ব্যবস্থার বদল হইবে। এখনকার গাড়ীগুলিতে জানালার সঙ্গে লম্বালম্বি বেঞ্চি আছে। নতুন গাড়ীতে বসিবার ব্যবস্থা হইবে আড়া-আড়িভাবে। যেমন প্রথম শ্রেণীর ট্রাম গাড়ীতে আছে। এই বেঞ্চিগুলি এমন হইবে যে, দিনের বেলায় উহাতে বসা চলিবে এবং রাত্রিতে ভাঁজ খুলিয়া শোয়ার সুবিধা পাওয়া যাইবে। বেশ লোভনীয় ব্যবস্থা। কিন্তু ব্যবস্থা থাকিলেই তো হয় না। তাহা কাজে লাগানো হয় কি না সেটাই আসল কথা। এখনও গাড়ীতে লোক বসিবার একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা গাড়ীর দেয়ালে লেখা থাকে। কিন্তু "৪০ জন বসিবেকের" কামরায় ১০০ জন—বসিয়া নয়—দাঁড়াইয়া যাতায়াত করিতে বাধ্য হয়। এই অতিরিক্ত ভীড়—ওভারক্রাউডিং—বন্ধ না করিতে পারিলে তৃতীয় শ্রেণীর ও মধ্যমশ্রেণীর গাড়ীতে খাট-পালঙ্ক ও নেটের মশারীর ব্যবস্থা করিলেও আমাদের অর্থাৎ যাহারা ১১১নং গাড়ীতে যাতায়াত করিতে বাধ্য হই তাহাদের অদৃষ্টের উন্নতি হইবে না।

* * *

কেমন করিয়া এই ভীড় বন্ধ করা সম্ভব? অত্যন্ত সহজ উপায়ে। কামরার সংখ্যা বাড়াইয়া। রেল কোম্পানী বলিবেন কামরার সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট-ভাবে কেবল বাড়াইয়াই যাওয়া যায় না। ইঞ্জিনের বহন করিবার একটা ক্ষমতা আছে। ঠিক কথা। সে-ক্ষমতার বাহিরে যাইতে বলি না। কিন্তু রেল-কর্ত্তৃপক্ষ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে অবশ্যই বুঝিতে পারেন কোন্ গাড়ীতে বেশী ভীড় হয়। যেমন ই, আই, আরএ দেরাদুন এক্সপ্রেস। যদি দেখা যায় এই ট্রেণটিতে খুব বেশী তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রী যাওয়া আসা করে, তবে ডুপ্লিকেট দেরাদুন এক্স-প্রেস চালানো যাইতে পারে। টিকিট বিক্রয়ের সময় একটা বিশেষ দূরত্বের নীচে টিকিট না দেওয়া যাইতে পারে। এই ব্যবস্থা এখনও কিছুটা আছে' ইহার আরও প্রসার প্রয়োজন। ডুপ্লিকেট ট্রেণের জন্য মাঝের ষ্টেশানে থামিবার ষ্টেশান-সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে শুধু কলিকাতা, আসানসোল, গয়া, মোগলসরাই, বেনারস এই রকম লম্বা পাল্লায় থামা। এবং সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন প্ল্যাটফরমে দায়িত্বজ্ঞানশীল কর্ম্মচারী রাখা, যাঁহার কাজ হইবে যাত্রীদের তদারক করা। কোন কামরায় যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী লোক না ওঠে সে-বিষয়ে তিনি কড়া নজর রাখিবেন।

* * *

এবার উপরের শ্রেণীর কথাটাও একটু বলি। দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর গাড়ীগুলিতেও যাত্রীরা আজকাল প্রায়ই এত বেশী লটবহর লইয়া ওঠে যে, সেটা মাল গাড়ী কি যাত্রী গাড়ী সে সম্পর্কে মনে সন্দেহ জাগে। এ বিষয়ে মাড়োয়ারী যাত্রীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী। একজন জয়পুর, বিকানীর বা পিলানীর যাত্রী অন্ততঃপক্ষে ৬টি বাক্স, দুইটি বৃহদাকার ঝুড়ি ও তিনটি বালতী না লইয়া প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ওঠে না। যাত্রী-

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)

হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন: কলিঃ ৩৪৪৭

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, আরামবাগ, চাঁপাডাঙ্গা, মিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, দীঘিরপাড়, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, নাথনগর, দ্বারভাঙ্গা, রায়পুর, পাটনা, পাটনা সিটি, ভিজিয়ানাগ্রাম বোলাঙ্গীর, কাটাবঞ্জী (পাটনা ষ্টেট), নাগপুর, সম্বলপুর।

সূতী কাপড়

ও ভারতীয় কার্পাস

নূতন সংস্কৃতি

পূর্ব্বে ভারতীয় কার্পাস তূলায় প্রস্তুত ভারতীয় বস্ত্রাদি সমগ্র জগতে পরম সমাদরের সহিত গৃহীত হইত। এ গৌরব অনেকদিন বিনষ্ট হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য বর্ত্তমান রূপ ও রুচি-সঙ্গত আমাদের মিলজাত বস্ত্রসম্ভার আমাদেরই নিজ জমিতে চাষ করা ভারতীয় কার্পাস তূলায় বয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর নিজ জমিতে তূলার চাষ অচিরে আরম্ভ করিবার বন্দোবস্ত বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র মহাশয় এই কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজকুমারী

কটন মিলস লিঃ

১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ফোন: কলিঃ ৪৪৯৮

দের পুরাপুরি দোষ দিতে চাই না। কারণ ব্রেক-ভ্যানে বাক্স-পেটরা চাপাইলে তাহা অক্ষত শরীরে গন্তব্যস্থলে পৌছিয়া পাইবেন, এমন ভরসা প্রায়ই থাকে না। মালিক আগের গাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন, মাল পরের গাড়ীতে আসিতেছে এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। সুতরাং যাত্রীরা স্বভাবতঃই ব্রেকে মালপত্র চাপাইতে ভয় পায়। ইহার প্রতিকার করা কঠিন নয়, এবং করিলে উচ্চতর শ্রেণীর রেলযাত্রা বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক ভদ্র ও আরাম-প্রদ হইতে পারে। এখন যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর সঙ্গে চাকর-চাপরাশীদের একটি কামরা থাকে, তেমনই একটি 'লগেজরুম' প্রত্যেক উচ্চতর শ্রেণীর 'বগি'র সঙ্গে রাখিলে সেখানে বাক্স পেটারা যাত্রীরা রাখিতে পারে। গন্তব্য ষ্টেশানে পৌছিয়া নিজেরা সঙ্গে সঙ্গে নামাইয়া লইতে পারে। এযারকণ্ডিশানড্ 'বগি'তে এইরূপ বাক্স-পেটারা রাখিবার ব্যবস্থা এখনও আছে। ইহার আরও একটা সুবিধা এই যে, পথে মাঝখানে কোন যাত্রীর কোন বাক্স খুলিবার প্রয়োজন হইলে তিনি তাহা খুলিতে পারেন, ব্রেকভ্যানে দিলে সে সম্ভাবনা নাই।

* * *

কেন্দ্রীয় পরিষদে গত বৃহস্পতিবার স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস বাজেট পেশ করিয়াছেন। বাজেট বিকালের দিকে পাঁচটার পরে পেশ করা হয়—ইহাই প্রচলিত রীতি। এবার সভাপতি মাভ্লঙ্কর বাজেট অধিবেশনের আগে পরিষদের অধিবেশন আধ ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখিয়াছিলেন, সদস্যগণ যাহাতে একটানা অধিবেশনের ফলে ক্লান্ত হইয়া না পড়েন। পরিষদের মধ্যেও একটু নতুনত্ব ছিল। অর্থসচিবের বক্তৃতা যাহাতে সবাই শুনিতে পায় এজন্য মাভ্লঙ্কার একটি মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্যবস্থাটি নাকি পরীক্ষামূলক। আশা করি উহা স্থায়ী হইবে। যাঁহারা কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, অনেক সময়ে বিভিন্ন সদস্য এমন কি সভাপতির কথাও শুনিতে কষ্ট হয়। এদিক দিয়া বাঙ্গলা দেশের ব্যবস্থা পরিষদ নয়া দিল্লীর উপরে টেক্কা দিয়াছে। এখানে বিভিন্ন দলের আসনের সামনে মাইক্রোফোন আছে, সভাপতির মঞ্চেও আছে। সবার বক্তৃতাই এখানে স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য বাঙ্গলা পরিষদের কাজের গত কয় বছর বক্তৃতার চাইতে হট্টগোল এবং যুক্তির চাইতে গালাগালিই বেশী শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

* * *

স্যার আর্চ্চিবল্ড বাজেট পেশ করিবার নির্দ্ধারিত সময়ে পরিষদে প্রবেশ করিতেই প্রথমে কংগ্রেসী দলের শ্রীপ্রকাশ হর্ষধ্বনি দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। অন্যান্য দলের সদস্যেরাও তাহাতে যোগ দেয়। আর্চ্চিবল্ড তাঁহার বক্তৃতার মুখবন্ধে বলেন—তিনিই প্রথম অর্থসচিব যিনি তাঁহার প্রথম বাজেট পেশ করিতেছেন মনে এই নিশ্চিত বিশ্বাস লইয়া যে, ইহাই তাঁহার শেষ বাজেট। কংগ্রেস, লীগ ও ইউরোপীয় দলের অনেকেই এই উক্তিতে স্মিত হাস্য করেন। রোল্যাণ্ডসের বলিবার ভঙ্গীটি মোটের উপর ভালোই। বক্তৃতার সুরে না পড়িয়া তিনি সাধারণ কথা বলিবার ভঙ্গীতে সমুদয় বক্তৃতাটি পাঠ করেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন ও মন্তব্যের দ্বারা তাহা সরসও করিয়াছেন। অতিরিক্ত লাভকর বর্জ্জন সম্পর্কে তিনি বলিলেন, "ট্যাক্স আদায়কারী রূপে আমি অবশ্য এই করলব্ধ বিপুল অর্থের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিব। কিন্তু আমি ছাড়া এই পরিষদে বোধ হয় এমন আর কেহই নাই যিনি এই অতিরিক্ত লাভকর উঠিয়া যাওয়াতে শোক করিবেন।" পরিষদে সবাই চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি বিরোধীদলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমাকে এই জন্য ধন্যবাদ দিন।" অমনি পরিষদে তুমুল হাস্যধ্বনি হইল। মদ্যের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি ঘোষণা করা মাত্র বিরোধীদল হর্ষধ্বনি করিলেন। আর্চ্চিবল্ড তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "ইহাতে আমার নিজের পকেটে হাত পড়িল।" (হাস্যধ্বনি) সোনার উপর ট্যাক্স সম্পর্কে তিনি বলিলেন, "ইহার সঙ্গে খুব সামান্য সংখ্যক লোকেরই সম্পর্ক।" কিন্তু পরিষদে চাঞ্চল্য দেখিয়া তিনি অমনি বলিলেন, "I see it concerns a wider circle!" (বিপুল হাস্যধ্বনি)।

* * *

কলিকাতায় বিক্রয়করের প্রতিবাদে যে হরতাল সুরু হইয়াছে, তাহা কবে শেষ হইবে তাহা বোধ হয় একমাত্র স্যার ফ্রেডারিক বারোজ ছাড়া আর কেহই জানেন না। কিম্বা হয়তো আরও দুই একজন লোক জানে, স্যার ফ্রেডারিকের উপদেষ্টা গার্ণার, ওয়াকার, উইলিয়মস, ষ্টিভেন্স প্রভৃতি। এদিকে আমাদের তো প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঘরে চা নাই, গায়ে মাখিবার সাবান নাই, দাঁত মাজিবার টুথ পেষ্ট নাই। মশলার অভাবে উড়ে ঠাকুরটার রান্নার সঙ্গে কুমারটুলীর কবিরাজদের পাচনের পার্থক্য ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। গৃহিণীর মাথা ঠাণ্ডা কোন কালেই ছিল না, বর্ত্তমানে জবাকুসুমের অভাবে তাহা আরও তাতিয়া আছে। ফলে ছেলেমেয়ে দুইটা অনর্থক চড়-চাপড় খাইতেছে, ঝি-চাকরেরা ব্যতিব্যস্ত এবং তাহাদের মনিব বেচারা অহর্নিশি ভয়ে সন্ত্রস্ত। সে-দিন তাহার মেজ ভাই বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে রসগোল্লা-সন্দেশের দ্বারা জলযোগে আপ্যায়িত করিতে পারা গেল না। অর্দ্ধরজনী পর্য্যন্ত তাহার জন্য সখেদ ভৎর্সনা শুনিলাম, যেন আমিই ষড়যন্ত্র করিয়া দ্বারিক ঘোষকে দোকান বন্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছি। আর বলেন কেন, মশাই? সৃষ্টিকর্ত্তা কি ঐ বেণী-দোলানো মাথাগুলির ভিতরে কোন পদার্থ দেন নাই?

* * *

থাক, এ প্রসঙ্গ বেশীটা আর ঘাটাইয়া কাজ নাই। বলা যায় না, কেমন করিয়া কখন আবার কথাগুলি যথাকর্ণে যাইয়া পৌছিবে! কিন্তু মাথার কথায় আমাদের গবর্ণমেণ্টের মাথা সম্পর্কেও মাথা ঘামাইতে হইতেছে। তাঁহারা গোঁ ধরিয়া বসিয়া আছেন বিক্রয়কর কিছুতেই উঠাইবেন না। কলিকাতায় পনর দিনের উপর হরতাল চলিতেছে। মফঃস্বলেও অনেক জায়গায় ধীরে ধীরে হরতাল ছড়াইয়া পড়িতেছে। যে রাজস্বের অজুহাত দেখাইয়া গবর্ণমেণ্ট বিক্রয়কর তুলিয়া দিতেছেন না তাহা বেচাকেনা বন্ধের ফলে ডবল ঘাটতি হইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অচল, অটল। প্রেষ্টিজ আছে যে! মানুষ মরুক ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রেষ্টিজ বাঁচানো চাই। নতুবা যে টাকাটা রাজস্ব ঘাটতির ভয়ে সমগ্র বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বসাধারণের অসুবিধা ঘটানো হইতেছে, ঘোড়দৌড়ের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তাহা অনায়াসে আদায় করা যাইতে পারে। রয়েল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব, ঢাকা জিমখানা, দার্জ্জিলিং রেসেস্ প্রভৃতির উপর এবং মাদক দ্রব্য, মেম সাহেবদের লীপ্ ষ্টিক, রুজ, পাউডার পমেটমের উপর ট্যাক্স বসাইলে কেহ আপত্তি করিবে না।

—খেয়ালী

ফোন নং ৫৪৯

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গ্রাম ক্রোনেন্স

হেড অফিস ৭নং সোধালো লেন, কলিঃ | ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে. সি. চক্রবর্ত্তী।

মধ্য ও পূর্ব্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,২৬,৬২৫৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৭৪,৩০,৬০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৫ তারিখে) ১,০৫,২৩,৬৪ ৪,০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ৩২০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ. পি. মোদী, কে. বি. ই. চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ এইচ্ দি ক্যাপটেন, জে. পি।
লণ্ডন এজেন্টস্: বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেন্ট: দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট; সিটি মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; হাটখোলা—৭৫, শোভাবাজার ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুল্টী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফ্ফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবনী, খাগড়িয়া, রকসউল, মোগাহিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বদরংখি, বক্সার। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্য সংখ্যা—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ আহম্মদ জাফরের প্রশ্নের উত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বিভাগীয় সেক্রেটারী বলেন যে, সৈন্যদল হইতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজে ১২ হাজার হিন্দু, ৫ হাজার মুসলমান ও প্রায় ৩ হাজার শিখ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক যোগদান করিয়াছিল। ২২ হাজারের অধিক বে-সামরিক ব্যক্তি আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগদান করিয়াছিল। ইহার মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ হিন্দু। জাপানীদের হস্তে বন্দী অবস্থায় ভারতীয় সৈন্যদলের প্রায় ১১ হাজার ব্যক্তি মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে ২ হাজার ৬ শত ব্যক্তির মৃত্যু সরকারীভাবে সমর্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৩৫ জন মুসলমান।

যুক্তপ্রদেশে চিনির-কল—প্রকাশ, ইক্ষুর অভাব ও নিয়মিত ইক্ষু সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আগামী ৭ই মার্চ্চের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় শতকরা ৮০টি চিনির কলের কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে।

বাঙ্গলার বিমান ঘাঁটির সংখ্যা—সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে ভারতের প্রধান সেনাপতি জানান যে, বাঙ্গলাদেশে ৬৯টি বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। উক্ত ৬৯টি বিমানঘাঁটির অর্দ্ধেকেরও বেশী যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়াও প্রধান সেনাপতি উল্লেখ করেন।

ভারত হইতে বস্ত্র রপ্তানী—সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরের সময় ভারত গবর্ণমেণ্টের সরবরাহ বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী জানান যে, ১৯৪৫ সালে ভারত হইতে বিদেশে ৬০ কোটি গজ বস্ত্র রপ্তানী করা হইয়াছে।

ভারতে মাথাপিছু গড়পড়তা জীবন-বীমার হার—ইণ্ডিয়ান ইনস্যুরেন্স ইনষ্টিটিউটের সম্প্রতি প্রকাশিত নোটিশে ভারতে মাথাপিছু গড়-পড়তা জীবনবীমার হার নিম্নরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে :

বৎসর	টাকা
১৯২৯	৪.১৪
১৯৩১	৪.৮৮
১৯৩৩	৫.৬১
১৯৩৫	৬.৮৩
১৯৩৯	৭.১৬
১৯৪০	৭.৩৩
১৯৪১	৭.৪৯
১৯৪২	৮.০৭
১৯৪৩	৯.২২
১৯৪৪	১১.৭৫

কলিকাতা ও বোম্বাই-এ স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন—প্রকাশ, কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী ও আমেদাবাদের ন্যায় বৃহৎ নগরীতে স্বয়ং-ক্রিয় টেলিফোন পদ্ধতি চালু করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা ও বোম্বাই-এর জন্য যথাক্রমে ৩॥ লক্ষ ও ৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ডাক বিভাগে ধর্ম্মঘট—তাঁহাদের দাবীগুলি আগামী ৫ই মার্চ্চের মধ্যে পূরণ করা না হইলে নিম্নপদস্থ ডাক কর্ম্মচারী (যথা, ডাকপিওন, ডাক-হরকরা ইত্যাদি) আগামী ১১ই মার্চ্চ হইতে ধর্ম্মঘট সুরু করিবেন বলিয়া অল্ ইণ্ডিয়া পোষ্টমেন এ্যাণ্ড লোয়ার গ্রেড ষ্টাফ্ ইউনিয়নের অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন। এই ইউনিয়নের মোট সদস্য সংখ্যা হইল এক লক্ষ। ডাক ও তার বিভাগীয় ইউনিয়নের ফেডারেশন কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের দাবীগুলি সম্পর্কে কোনরূপ বিবেচনা না করা হইলে তাঁহারা আগামী ২৪শে মার্চ্চ হইতে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিবেন।

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন সংশোধন বিল—১৯২৬ সালের ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইনটী সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটী 'বিল' উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই বিলে শ্রমিক আদালত (Industrial Court) কর্ত্তৃক অনুমোদিত প্রতিনিধিমূলক শ্রমিক সঙ্ঘ (Trade Union) গুলিকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য মালিকগণকে বাধ্য করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবার শ্রমিকগণের বিধিবহির্ভূত বা অননুমোদিত (irregular or unauthorised) ধর্ম্মঘটের হাত হইতে মালিক-দিগকে রক্ষা করিবারও ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

এ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্রের দাম—গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ এ্যালুমিনিয়ামের বাসন-পত্রের সর্ব্বোচ্চ খুচরা দর প্রতি পাউণ্ড ২॥০ টাকা হিসাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন। বাসনপত্রের গায়ে উহার দর ও প্রস্তুতকারকের স্মারক চিহ্ন লিখিত থাকিবে।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কলিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট
ফোন—বি, বি, ৯৮৭

অনুমোদিত মুলধন	...	...	২৫,০০,০০০৲
বিক্রয়ার্থ মুলধন	...	...	১৫,০০,০০০৲
বিক্রীত মুলধন	...	...	৭,৭৩,২৭৭৲

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পাটনা, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

আমাদের তৈয়ারী

রবারক্লথ	হটওয়াটার ব্যাগ	আইস ব্যাগ
এয়ার রিং	হাওয়া ভরা বালিস	এয়ার কুশন
ডাক্তারী দস্তানা	গাম বুট	ওভার শু

ইত্যাদি

এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

হেড অফিস : ৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
বিক্রয়-কেন্দ্র : ১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মোটরের কলকব্জা ও অংশাদি বিক্রয়—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার কয়েকটী কারখানার তৈয়ারী মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও টুকরা অংশের সর্ব্বোচ্চ খুচরা দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটের অতিরিক্ত সংস্করণে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে এবং ঐ তারিখ হইতেই উহা কার্য্যকরী হইয়াছে। মূল্যতালিকা দিল্লীর সেণ্ট্রাল পাবলিকেশন ব্রাঞ্চের ম্যানেজারের নিকটে কিনিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রমশিল্প সম্পর্কে সরকারী সাহায্য—দেশীয় শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে শুল্ক সম্পর্কে কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আরও কতকগুলি দেশীয় শিল্প সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ সুবিধাদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এদেশে তৈয়ারী গ্লুকোজ, হ্যারিকেন লণ্ঠন, কোকো এবং চকোলেট, এ্যালুমিনিয়াম, সংরক্ষিত ফল ও (জাতা ছাড়া) যে সকল কল-কব্জায় ঘর্ষণজনিত ক্ষয় হয়, তাহাদের এই তালিকায় ধরা হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান উল্লিখিত দ্রব্যাদির উৎপাদনের সহিত কিম্বা উহাদের উপরে নির্ভরশীল অন্য কোনও ব্যবসায়ের সহিত জড়িত আছেন, তাঁহারা ট্যারিফ বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট (ক্যাল টেকস্ হাউস: ব্যালার্ড এষ্টেট, বোম্বাই—এই ঠিকানায়) আবেদন পত্র পাঠাইবেন।

আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের গবর্ণর—লণ্ডনের খবরে প্রকাশ যে, খ্যাতনামা বৃটিশ অর্থনীতিবিদ লর্ড কীনস্ আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন।

সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য কলিকাতায় সরকারী বসতবাড়ী—কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীদের বসবাসের জন্য কুড়িলক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতায় বসতবাড়ী নির্ম্মাণের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার কার্য্য সমাধা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কলিকাতার বালিগঞ্জ এলাকায় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের (অফিসার্স) জন্য কুড়িটী ফ্ল্যাট এবং অধস্তন কর্ম্মচারীদের (সাবর্ডিনেট ষ্টাফ) জন্য দুইশত বাসা (কোয়ার্টারস্) নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সুযোগ-সুবিধা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার নাকি তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের জন্য কলিকাতা ও বোম্বাইতেও নয়া-দিল্লীর অনুরূপ সরকারী বসতবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিবার ইচ্ছা রাখেন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রচারকার্য্যের জন্য ভারতীয় অর্থ—কেন্দ্রীয় পরিষদে একটী প্রশ্নের উত্তরে সরকারের প্রচারসচিব ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য ভারত সরকার ১৯৪৪-৪৫ সালে মোট আট লক্ষ উনষাট হাজার তিনশত টাকা ব্যয় করিয়াছেন; ১৯৪২-৪৩ এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রচারকার্য্যের জন্য ভারত সরকার যথাক্রমে চার লক্ষ একষট্টি হাজার ছয় শত এবং সাত লক্ষ আট হাজার তিনশত পঁচিশ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

ঘণ্টায় দুই হাজার মাইল—প্রকাশ, ইংরেজ যন্ত্রশিল্পী (industrial desiguer) মিঃ রিচার্ড লোনস্‌ডেল হ্যাণ্ড সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, আণবিক শক্তির উদ্ভাবনের ফলে আগামী ৫।১০ বৎসরের মধ্যে ঘণ্টায় দুই হাজার মাইল গতিবেগসম্পন্ন জেট্‌প্রপেলারযুক্ত বিমান তৈয়ারীর সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

বোম্বাই-নাগপুর-কলিকাতা বিমানপথ—প্রকাশ, বর্ত্তমান মাসেই বোম্বাই-নাগপুর-কলিকাতা পথে দৈনিক বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করিবার একটী পরিকল্পনা টাটা কোম্পানীর রহিয়াছে।

ইহা ঘোষণা মাত্র—প্রসপেক্টাস নহে।

ডি, জে, টাইপরাইটারস্ এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ

(১৯১৩-৩৯ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত)

অনুমোদিত মূলধন - - - - - - - ৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন - - - - - - - ৫,০০,০০০৲ টাকা

নিম্নোক্তরূপে বিভক্ত

প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা মূল্যের ৩০ হাজার শেয়ার ও প্রত্যেকটি ২০৲ মূল্যের ১০ হাজার শেয়ার প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের শেয়ারের জন্য আবেদনের সহিত ২৲ টাকা এবং বিলি হইবার পর ৩৲ টাকা দিতে হইবে। প্রতিটি ২০৲ টাকা মূল্যের শেয়ারের জন্য আবেদনের সহিত ৪৲ টাকা এবং বিলি হইবার পর ৬৲ টাকা দিতে হইবে। বাকী টাকা দুই মাসের কম নহে এরূপ ২টী সমান কিস্তিতে দিতে হইবে।

ডিরেক্টরবর্গ, তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা মূল্যের ১০ হাজার শেয়ার নিজেরাই কিনিয়া লইবেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাকী শেয়ারসমূহ জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইতেছে।

পৃষ্ঠপোষক: **কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ**

—ডিরেক্টরবর্গ—

১। **মিঃ প্রশান্তকুমার সিংহ**, বি-এ (চেয়ারম্যান); বেনিয়ন, বেঙ্গল পেপার মিলস্ লিঃ; ডিরেক্টর, কে এল জি ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ এবং ব্রডওয়ে পাব্‌লিসিটি লিঃ; সোল প্রোপ্রাইটার, প্রিণ্টিং হাউস, ৩এ, ডাফ্ লেন, কলিকাতা।

২। **মধুপুরাধিপতি এন্ সি ডি নরেন্দ্র**, পোঃ গড়মধুপুর, (উড়িষ্যা)।

৩। **মিঃ বনবিহারী পালিত**, বি-এল, জমিদার; সেক্রেটারী, অল্ উড়িষ্যা ল্যাণ্ড্ হোল্ডারস্ এসোসিয়েশন, বালু বাজার, কটক।

৪। **মিঃ মতিলাল পণ্ডিত**, এম-এল-এ (উড়িষ্যা), জমিদার; চেয়ারম্যান, কটক মিউনিসিপ্যালিটি, চাঁদনী চক্, কটক।

৫। **মিঃ অমরনাথ ভট্টাচার্য্য**, ডিরেক্টর, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রভিডেণ্ড ইন্‌সিওরেন্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ এবং গুডউইল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ; সোল্ প্রোপ্রাইটার, কস্‌মোপলিটান্ ট্রেডার্স, ৪৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। **মিঃ জীবনকৃষ্ণ সাহু**, জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বেঙ্গল প্রেস এণ্ড পাব্‌লিসিটি লিঃ, ১, গোয়ালটুলি লেন, কলিকাতা।

৭। **মিঃ অনুকূলচন্দ্র দে**, জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট; সোল প্রোপ্রাইটর, আর, এস টাইপ্‌রাইটার কোং, ১২-বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

৮। **মিঃ ধীরেন্দ্রকুমার সেন**, বি-এ, পি ৭ সি. ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা।

৯। **মিঃ জয়কৃষ্ণ সেন** (ম্যানেজিং ডিরেক্টর), জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট, ৩এ, গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলিকাতা।

ম্যানেজার
মিঃ এস্ সি মিত্র

ব্যাঙ্কার্স

১। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
২। দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্
৩। ব্যাঙ্ক অফ্ ক্যালকাটা (কটক)

অডিটর্স

মেসার্স এইচ্ পি, দে এণ্ড কোং, রেজিষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টস্ এণ্ড অডিটর্স, ৪সি, গার্ষ্টিন্ প্লেস, কলিকাতা।

সলিসিটর

মিঃ অরুণচন্দ্র মিত্র, বি-এল, ৬, ওল্ড্ পোষ্ট অফিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড অফিস্

৭, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, "ব্রাবোর্ণ কোর্ট", কলিকাতা।

কারখানা

৪২, ইণ্ডিয়ান্ মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিস

কটক (বালু বাজার), উড়িষ্যা।

উদ্দেশ্য

উক্ত এসোসিয়েশনের স্মারকলিপিতে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহকে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে (উক্ত স্মারকলিপি প্রসপেক্টাসের অংশবিশেষ) সাধারণভাবে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে এবং বিশেষভাবে কোম্পানীর মূল উদ্দেশ্য হইতেছে ইঞ্জিনিয়ারিং, ঢালাই, কামারশালা, মিকানিষ্টস্, ম্যানুফ্যাকচারার্স, পেটেণ্ট প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, টাইপরাইটার, ষ্টোভ, গ্রামোফোন, সাইকেল, সেলাইকল, গ্রামোফোনের পিন সম্পর্কিত ব্যবসা চালনা করা এবং উপরিউক্ত জিনিষসমূহের অংশবিশেষ এবং অন্যান্য যে কোন প্রকার মেসিন তৈয়ার করা। টাইপরাইটারের অতিরিক্ত অংশসমূহ প্রস্তুত করার ব্যাপারে সমগ্র ভারতে উক্ত কোম্পানীই একমাত্র পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী যাহা ভারতীয় মূলধন ও ভারতীয় শ্রমে পরিচালিত হইতেছে। সেই হিসাবে কোম্পানীর সুযোগ-সম্ভাবনাও বহু ব্যাপক এবং এই ব্যাপারে কোম্পানীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচনা করিতেছে। কোম্পানীর তত্ত্বাবধান ও দক্ষ পরিচালনায় ভারতেই পূর্ণাঙ্গ টাইপরাইটার মেসিন প্রস্তুত করিবার নির্ভীক পরিকল্পনাও কোম্পানীর আছে। প্রতিষ্ঠাপন্ন শেয়ার বিক্রয়কারী এজেণ্ট ও ব্রোকার আবশ্যক।

চীনে রিকসা চলাচল বাতিল—চীনের প্রচারসচিব সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী তিন বৎসরের মধ্যে সমগ্র চীনদেশ হইতে রিক্সা-গাড়ীর ব্যবহার বিলোপ করিয়া দেওয়া হইবে।

পরলোকে শ্রীযুক্ত সুশীল সেন—শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র সেন এম্, বি, ই, ৫৩ বৎসর বয়সে সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতায় ভারত সরকারের সলিসিটার ছিলেন। স্বর্গত স্যর এন, এন, সরকারের সহিত যুক্তভাবে তিনি "ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ্ এক্ট" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারতীয় বীমা আইন ও ভারতীয় কোম্পানী আইন উপস্থাপিত করিতেও তিনি ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব আইন সচিব স্যর এন এন, সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

বাংলা সরকারের জলসেচন পরিকল্পনা—প্রকাশ, বাংলা সরকার সম্প্রতি সাত কোটি টাকা ব্যয়ের একটী জলসেচন পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত হইলে পশ্চিম বাংলার ছয় লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে এবং চার হাজার কিলোওয়াট পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইবে। পরিকল্পনাটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। পরিকল্পনার প্রথমাংশানুযায়ী সাঁওতাল পরগণার মেসাঞ্জোরের মোর নদীতে একটি 'বাঁধ' (dam) এবং 'জলভাণ্ডার' (Reservior) নির্ম্মিত হইবে; এবং অপরার্দ্ধানুযায়ী বীরভূমের সড়ির নিকট একটী 'বাঁধাল' (barrage) এবং দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, বক্রেশ্বর এবং কোপাই নদীর উপরে কতকগুলি 'জমাযেৎ জাঙ্গাল' (pick-up weirs) নির্ম্মিত এবং অনেকগুলি নালা কাটা হইবে। আরও প্রকাশ যে, কর্ণফুলী এবং গোমতী নদীতেও জলভাণ্ডার নির্ম্মাণ করিয়া তথাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ করিয়া পূর্ব্ব বাংলার কোন কোন অঞ্চলে জলসেচ ও জলজবৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিবার আরও দুইটী পরিকল্পনা বাংলা সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

শুল্ক সমিতির কার্য্যক্রম (Tariff Board's Programme)—নিম্নলিখিত শিল্পগুলির সংরক্ষণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ভারতীয় শুল্ক সমিতি নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম অনুযায়ী মৌখিক সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করিবেন :—সোডিয়াম থিয়োসালফেট, সোডিয়াম সালফাইট এবং সোডিয়াম বাইসালফাইট অ্যান্ হাইড্রোস—৪ঠা ও ৫ই মার্চ্চ; জাতা (Grinding wheels)—১১ই ও ১৩ই মার্চ্চ এবং এণ্টিমনি—১৯শে ও ২০শে মার্চ্চ।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স কেন্দ্রের ব্যবস্থা পরিষদ নির্ব্বাচনপ্রার্থী—বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স নির্ব্বাচন কেন্দ্রের দুইটী আসনের জন্য (১) শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য, (২) শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষ (কংগ্রেস), (৩) শ্রীযুক্ত বিমলকুমার ঘোষ (কংগ্রেস), (৪) শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য ও (৫) শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র দত্ত—এই পাঁচজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গৃহীত হইয়াছে।

কলেরার নূতন চিকিৎসা—কলেরার এক অমোঘ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গত বৎসর কলিকাতায় ব্যাপক কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে এই ঔষধটী মার্কিন নেভি এপিডেমিয়োলজি ইউনিটের কর্ম্মাধ্যক্ষ কম্যাণ্ডার জে. এম. এম্বারসন বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সাধারণ কলেরা রোগে প্রয়োজনমত 'স্যালাইন' প্রভৃতি ও প্লাজমা ইন্‌জেক্‌সন সহযোগে এবং জটিল অবস্থায় পেনিসিলিন সহযোগে সালফাডিয়াজিনের প্রয়োগের বিধি তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভারত সরকারের নূতন ট্রেড কমিশনার—বসরা, ব্রহ্ম এবং সিংহলে ভারতীয় ট্রেড কমিশনার নিয়োগ করিবার এক সিদ্ধান্ত ভারত সরকার সম্প্রতি গ্রহণ করিয়াছেন। বুয়োনোস আইয়ার্স স্থ (আর্জ্জেনটাইন) ভারতীয় ট্রেড কমিশনারের পদটীর মেয়াদ আরও তিন বৎসর বাড়াইয়া দিবার সিদ্ধান্তও সরকার করিয়াছেন।

ভারতীয় জাহাজশিল্পের দাবী—প্রকাশ, ভারতীয় শিপিং পলিসি কমিটির উপসমিতি তাঁহাদের তদন্ত বিবরণীতে (Report) দাবী করিয়াছেন যেন ভারতের উপকূল বাণিজ্যের শতকরা একশত ভাগ; ব্রহ্ম, সিংহল, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয় এবং ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতের বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ; জাপান, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য (U. K.) মহাদেশীয় ইয়োরোপ এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সহিত বাণিজ্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং প্রাচ্যদেশে জাপানী জাহাজসমূহ যে কার্য্য করিত তাহার শতকরা ত্রিশ ভাগ ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহের পাওয়া উচিত। এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ভারতের প্রয়োজন হইবে আনুমানিক কুড়ি লক্ষ টন জাহাজ। বর্ত্তমানে উপসমিতির তদন্ত বিবরণীটী শিপিং পলিসি কমিটী কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের গতি—গত পনর বৎসরে ভারতে শ্রমিক সঙ্ঘের (ট্রেড ইউনিয়ন) সংখ্যা প্রায় আট গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯৩০ সালে ভারতবর্ষে মোট একশত তিনটি রেজেষ্ট্রীকৃত শ্রমিক সঙ্ঘ ছিল। উহাদের মধ্যে মোট উন-আশীটী সঙ্ঘ বার্ষিক বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করে। এই সব বিবরণী হইতে জানা যায় যে, উহাদের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল দুই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার দুই শত পঞ্চান্ন এবং মোট বার্ষিক আয় ছিল চার লক্ষ একত্রিশ হাজার ছয় শত আটান্ন টাকা। ১৯৪৪ সালে ভারতের (পাঞ্জাব এই হিসাবে ধরা হয় নাই) রেজেষ্ট্রীকৃত শ্রমিক সঙ্ঘের সংখ্যা ছিল সাত শত তিরাশি। ইহাদের মধ্যে মোট পাঁচ শত ত্রিশটী সঙ্ঘ বার্ষিক বিবরণী পেশ করে। উহাদের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল সাত লক্ষ চব্বিশ হাজার দুই শত উনাশী এবং মোট বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল বাইশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয় শত উনপঞ্চাশ টাকা।

ভারতবর্ষ হইতে চীনে কাপড় চালান—প্রকাশ, সমরোত্তর রপ্তানী-বাণিজ্যের উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত কাটা কাপড় সাংহাইয়ে শীঘ্রই চালান দেওয়া হইতেছে। কাটা কাপড় ভারতে যে দরে বিক্রয় হয় সাংহাইয়ে তাহার এক-চতুর্থাংশ দরে বিক্রয় হইবে। মোটা, মিহি, ড্রিল এবং অপরাপর রকমের কাপড়ও রপ্তানী করা হইবে।

মার্কিনের স্বর্ণভাণ্ডার বৃদ্ধি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "ফেডারেল রিজার্ভ সিষ্টেমে"র এক ঘোষণায় প্রকাশ যে, সম্প্রতি এক সপ্তাহে মার্কিনের মজুদ স্বর্ণভাণ্ডারে সাত কোটী ষাট লক্ষ ডলার বাড়িয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান মজুদ স্বর্ণ

বেঙ্গল কমার্শিয়াল
এণ্ড এগ্রিক্যালচারাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শাখাসমূহ
আলমবাজার, মাণিকতলা,
বড়বাজার, বরানগর, খড়দহ,
শিলিগুড়ি ও গোণ্ডিয়া (সি, পি)
রায়পুর (সি, পি) ও মান্দলা (সি, পি)
শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : ইউ, সি, সরকার

ভাণ্ডারের মোট পরিমাণ হইল দুই হাজার তেইশ কোটী ত্রিশ লক্ষ ডলার।

বিক্রয়কর হরতাল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত—শনিবার অপরাহ্নে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত কলিকাতার বিভিন্ন ব্যবসায় সমিতির প্রতিনিধিদের এক সভায় বিক্রয়করের প্রতিবাদে যে হরতাল চলিতেছে তাহা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গলার গবর্ণর কলিকাতার মেয়রের নিকট যে আশ্বাস দিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে বিবেচনার জন্য নিখিলবঙ্গ বিক্রয়কর বিরোধী কমিটি ৫৬টি প্রতিষ্ঠানকে উক্ত সভায় আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে ৩৯টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত হয় এবং ভোটাধিক্যে স্থির হয় আর হরতাল চালান হইবে না। এদিকে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিক্রয়কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীদের হরতাল চালাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। হরতাল স্থগিত রাখার সংবাদে জনসভায় বিশেষ বিক্ষোভ দেখা যায়। সভাপতি বলেন যে, জনসাধারণ ইচ্ছা করিলেই হরতাল চালাইয়া লওয়া যাইবে এবং রবিবার কোন দোকান খুলিলে শান্তভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দোকান বন্ধ করা হইবে। জনসাধারণকেও কোন জিনিষ ক্রয় না করিতে এবং ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের হরতাল স্থগিতের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আণবিক শক্তির গবেষণা—প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহার পরিচালনায় আণবিক শক্তি সম্বন্ধে যে গবেষণা চলিতেছে, তৎসম্পর্কে সাতচল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের এক "গ্রাম" রেডিয়াম কানাডা হইতে জাহাজযোগে শীঘ্রই কলিকাতায় রপ্তানী করা হইতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার—বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার ডাক্তার রাধাবিনোদ পালের কার্য্যকাল আগামী ১২ই মার্চ্চ শেষ হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি পরবর্ত্তী ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন।

সিমেণ্ট তৈয়ারীর নূতন কারখানা—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতে যুদ্ধোত্তর আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে সিমেণ্ট তৈয়ারীর জন্য কয়েকটি নূতন কারখানা স্থাপন করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ভারতে সিমেণ্ট তৈয়ারীর কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যুক্তভাবে যে পরিকল্পনা দিয়াছিলেন উক্ত সরকারী প্রচেষ্টায় তাহাই কার্য্যে পরিণত করার আভাস দেখা যাইতেছে। আরও প্রকাশ যে, এই সকল নূতন কারখানার সাহায্যে ভারতের বাৎসরিক ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হইবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে এই সম্পর্কে নাকি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, দক্ষিণ বাঙ্গলা ও ওয়ার্দ্ধা অঞ্চলে দুইটি নূতন সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত হইবে। উহার প্রত্যেকটিতে বাৎসরিক প্রায় ১ লক্ষ টন সিমেণ্ট তৈয়ার হইবে। প্রকাশ, সিরমুর, গাংপুর, ভূপাল, তেহরি গাড়ওয়াল রাজ্য ইত্যাদি স্থানেও অনুরূপ সিমেণ্টের কারখানা স্থাপন করা হইবে।

চলচ্চিত্রে প্রচারমূলক ছবি—যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে এবং মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য দেশে কিরূপ উদ্যোগ-আয়োজন চলিয়াছে তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে সমস্ত সিনেমাতে অন্ততঃ দুই হাজার ফুট প্রচারমূলক ছবি দেখাইতে হইত। কেন্দ্রীয় সংবাদ ও বেতার বিভাগ হইতে ঐ সকল ছবি অনুমোদন করাইয়া লওয়া হইত। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আগামী ১৫ই মার্চ্চ হইতে ঐ রকম প্রচারমূলক ছবির দৈর্ঘ্য কমাইয়া এক হাজার ফুট করা হইবে এবং বিদেশী ছবি সম্বন্ধে সংবাদ ও বেতার বিভাগের অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না।

চিনির বরাদ্দ কমিবার সম্ভাবনা—প্রকাশ, শীতকালে যথেষ্ট বৃষ্টির অভাবে ইক্ষুচাষের ক্ষতি হইয়াছে এবং চিনির কারখানাগুলিতে চিনি উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থসংগ্রহে নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন দেখা দিয়াছে। সে জন্য আশঙ্কা করা হইতেছে যে, চিনির উৎপাদন কম হইবে এবং বরাদ্দ অঞ্চলে চিনির পরিমাণ কমান হইবে।

বিভিন্ন শিল্পে গালার ব্যবহার—ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ১৯৪৫ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে ষাণ্মাসিক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, জঙ্গল অঞ্চলেও লাক্ষা চাষ সম্ভবপর হয় কিনা, তাহা গত তিন বৎসর ধরিয়া বিহার প্রদেশে পরীক্ষা করা হইতেছে। পরীক্ষার ফল বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে এবং এইভাবে জঙ্গলে লাক্ষার চাষ করিলে জঙ্গল হইতে একটা অতিরিক্ত আয় হইতে পারে বলিয়া প্রতিষ্ঠানের গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিকেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। গালার রং ও পালিশের উন্নতি সম্বন্ধেও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নানারূপ পরীক্ষা করা হইয়াছে। কাজু বাদামের খোসা হইতে এক রকম তৈলাক্ত পদার্থ পাওয়া যায়। তাহা গালার সহিত গরম করিয়া মিশাইয়া লইয়া পাট ও শণের ঠাসা আঁশের উপরে ঢালিয়া দিলে উহাদের ছাঁচে ফেলিয়া ইচ্ছামত থালা, বাটি ইত্যাদি তৈয়ার করিতে পারা যায়।

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া
লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী
লিমিটেড
স্থাপিত—১৮৯৭ সাল
—উন্নতির পরিচয়—
সম্পত্তির পরিমাণ
৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ
১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ
৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর
বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।
ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ
চীফ এজেণ্টস্
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম
২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য কমিল !!!
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।
লিখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা
ও গোধুলিয়া, বেনারস।

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৪
রেজিষ্টার্ড অফিস ঢাকা।
সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—শাখাসমূহ—
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও মতিহারি।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।
ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—
মিঃ অমিয় গুহ।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

খাদ্য-সঙ্কট

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে সিরাজগঞ্জ সহরে খাদ্য-বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। অদ্য ৩রা মার্চ্চ হইতে সিরাজগঞ্জ মহকুমার পল্লী অঞ্চলে খাদ্য বরাদ্দ-ব্যবস্থা চালু করা হইবে।

* * *

কোচিন বন্দরে সম্প্রতি এক জাহাজে সাড়ে চুয়ান্ন হাজার বস্তা খাদ্যশস্য আসিয়াছে।

* * *

এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার সময়ে দশ সের পর্য্যন্ত খাদ্যশস্য সঙ্গে লইবার যে সুবিধা এত দিন জনসাধারণের ছিল সিন্ধু সরকার সম্প্রতি তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। গম, চাউল, যব, ছোলা, জোয়ার ও অপরাপর খাদ্যশস্যের রপ্তানী নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

* * *

প্রকাশ, অদ্য ৪ঠা মার্চ্চ হইতে কৃষ্ণনগরে খাদ্য-বরাদ্দ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে।

* * *

যথাসম্ভব শীঘ্র পাঞ্জাবের লাহোর, অমৃতসর এবং রাওয়লপিণ্ডি সহরে চাউলবরাদ্দ প্রথা চালু করা হইবে।

* * *

বাঙ্গলাদেশের খাদ্য-ব্যবস্থা পরিচালনায় বাঙ্গলা সরকারকে সহায়তা করিবার জন্য সরকার একটী বেসরকারী উপদেষ্টা সমিতি নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন

* * *

কলিকাতায় আধার 'নিরন্নের' (destitutes) অভিযান সুরু হইয়াছে। ২৪ পরগণা, হাওড়া এবং নিকটবর্ত্তী জেলা হইতে দৈনিক গড়ে ২০০ 'নিরন্ন' কলিকাতায় আসিতেছে। ইহাদের অধিকাংশই হইল নারী।

* * *

দিনাজপুরের জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নিকট লিখিত এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, চাউলের কলগুলিতে প্রায় ৩০ হাজার মণ ভাঙ্গা চাউল পচিয়া নষ্ট হইতেছে। সরকার নিজেও এই চাউল কিনিতেছেন না এবং কলগুলিকেও জনসাধারণের নিকটে এই চাউল বিক্রয় করিতে দিতেছেন না।

* * *

খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ খাদ্যশস্যের পরিমাণ অর্দ্ধেক করা সম্বন্ধে বিহার সরকার বিবেচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

* * *

ইতিমধ্যে প্রতিটি মিলের (meal) নিয়ন্ত্রিত মূল্য দশ আনা হইতে বাড়াইয়া বার আনা করা না হইলে ঢাকার হোটেল বোর্ডিং সমিতি আগামী ১০ই মার্চ্চ হইতে ধর্ম্মঘট সুরু করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

* * *

১৯৪৫ সালের এপ্রিল হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত সিংহলে প্রেরিত ৪২,৩০২ টন সহ মোট ৪২,৮৬০ টন চাউল রপ্তানী করা হইয়াছে বলিয়া ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি. আর. সেন যে, বিবৃতি দিয়াছেন তাহার উত্তরে কলিকাতার শুল্ক বিভাগ হইতে প্রদত্ত দৈনিক রপ্তানী তালিকার বিবরণ উল্লেখ করিয়া মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি বলিয়াছেন যে, উক্ত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৯৪৫ সালের মে হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে কেবলমাত্র কলিকাতা বন্দর হইতেই ৬১,৭৯৭ টন ৩ হন্দর ৪০ পাউণ্ড চাউল রপ্তানী করা হইয়াছে।

* * *

খাদ্যসঙ্কট সমাধানের জন্য যাহাতে সারা ভারতে একই নীতি অবলম্বন করা যায় তাহার জন্য বড়লাট লর্ড ওয়াভেল চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

* * *

ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ত্রিপুরা হইতে বাহিরে চাউলের রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

* * *

ময়মনসিংহ জেলার কালীর বাজার অঞ্চল হইতে বহু পরিমাণ চাউল সরাইয়া লইবার চেষ্টা করা হইলে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া তাহাতে বাধা দান করেন।

* * *

আগামী ১১ই মার্চ্চ হইতে দার্জ্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্সিয়াং সহরে খাদ্যবরাদ্দ ব্যবস্থা চালু করা হইবে।

* * *

ভারতের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সৈনিকদের বরাদ্দ খাদ্য-দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা পঁচিশ ভাগ কমাইতে সম্মত হইয়াছেন।

* * *

উল্লাপাড়ার (পাবনা) পাঁচ হাজার মণ চাউল বোঝাই একটী সরকারী গুদাম পুড়িয়া গিয়াছে।

* * *

আলোচ্য সপ্তাহে বাঙ্গলার প্রায় সর্ব্বত্র হইতেই চাউলের দরবৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইতি মধ্যে প্রতিমণ চাউলের দর কিশোরগঞ্জ মহকুমায় ২৪৲, হাজিগঞ্জে ২০৲, গোপালগঞ্জে ও আরামবাগে ১৮৲, মিরকাদিমে ১৯॥০, নতিবপুর (হুগলী) ১৭॥০, শ্যামপুরে (হাওড়া) ২০৲ মাণিকগঞ্জে ১৭॥০ ও মুন্সীরহাটে ১৮৲ টাকা।

* * *

মার্চ্চ মাসের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া হইতে দেড়লক্ষ টন গম ভারতে আসিতেছে।

ব্যক্তিগত

মিঃ ভি, নরহরি রাও, সি, আই, ই, সম্প্রতি ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর মনোনীত হইয়াছেন।

* * *

স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, বার্ট (ব্যেরোনেট), শেঠ প্রাণলাল দেবকারণ নানজী এবং মিঃ ফজল ইব্রাহিম রহিমতুল্লাকে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য বোম্বাইএর ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্টস্ চেম্বারের কমিটিতে মনোনীত (কো-অপ্ট্) করিয়া লওয়া হইয়াছে।

* * *

কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর ও অতিরিক্ত মুনাফাকরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার জন শিহি আগামী এপ্রিল মাস হইতে ছয় মাসের ছুটি লইতেছেন। এই ছুটীর সময়ে বাঙ্গলার আয়কর কমিশনার মিঃ সি, এস, মুলনে স্যার জনের স্থলে কার্য্য করিবেন বলিয়া আশা করা হইতেছে।

* * *

খান বাহাদুর জি, ফারুকী ভারত সরকারের ডেপুটী কোল কমিশনারের কার্য্য ভার ত্যাগ করিয়া বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানীর চীফ অপারেটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

The
Hind National Bank
Limited
will be opened shortly
—AT—
P-5, Canning Street,
CALCUTTA

কোম্পানী প্রসঙ্গ

পেনিনসুলার কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ বিধায় দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি রোগের আক্রমণকালে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করিতে পারে না। এদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, তাহাও এদেশে উৎপন্ন করিবার কোন ব্যবস্থা একপ্রকার নাই। উহার ফলে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এদেশে বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর ১২ কোটী টাকার উপর রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ আমদানী হইত এবং উহার মধ্যে ঔষধ আমদানী হইত বৎসরে প্রায় পৌণে তিন কোটী টাকার। এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের চাহিদা দিন দিন খুব বাড়িয়া চলিবে—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় দেশে ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য যত অধিকসংখ্যক শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ততই মঙ্গলের কথা।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, বিভিন্ন শ্রেণীর ঔষধ, ভ্যাকসিন, সিরাম, ট্যাবলেট, জীবাণুনাশক দ্রব্য, একষ্ট্রাক্ট ইত্যাদি এবং ভারী ও সূক্ষ্ম শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের উদ্দেশ্য লইয়া ১০ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি সহ উপরোক্ত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার মধ্যে আপাততঃ ৪॥ লক্ষ টাকার প্রতি শেয়ার ১০ টাকা মূল্যের অর্ডিনারী শেয়ার এবং ৫০ হাজার টাকার প্রতি শেয়ার ১৲ টাকা মূল্যের ডেফার্ড শেয়ার—একুনে ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় হইবে। কোম্পানী ইতিমধ্যেই হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে একটী কারখানা স্থাপন করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। কোম্পানীর পরিচালকগণের মধ্যে অনেক কৃতী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। কাজেই এই কোম্পানীর শেয়ার খুব জনপ্রিয় হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। ১১৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতায় কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত এবং মেসার্স ইণ্ডো-বার্মা কর্পোরেশন উহার ম্যানেজিং এজেন্টস্ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পিপলস্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার পিপলস ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের টালীগঞ্জ শাখার উদ্বোধন-অনুষ্ঠান শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জ্জি, এম-এল-সি মহাশয়ের পৌরোহিত্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি মিঃ মুখার্জ্জি বলেন যে, ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত অনন্তলাল দাস মহাশয় মাত্র তিন বৎসরের মধ্যেই উক্ত ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। জনসাধারণের সহায়তায় উক্ত ব্যাঙ্ক অচিরেই একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে। সভাশেষে ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও অতিথিবর্গকে আদর আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করেন।

ডসেট এণ্ড কোং (ইষ্টার্ণ) লিঃ

ডসেট এণ্ড কোং (ইষ্টার্ণ) লিমিটেডের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে ১২৭ বি, লোয়ার সার্কুলার রোডে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন মহাশয় উহাতে সভাপতিত্ব করেন। ডসেট কোম্পানীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার মহাশয় ডসেট কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া উক্ত কোম্পানীর ক্রমোন্নতির কাহিনী বর্ণনা করেন। ডসেট কোম্পানীর সমস্ত প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিয়া শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন বলেন যে, রোগীর ঔষধ ছাড়াও পথ্য, শিশুর খাদ্য প্রভৃতি বহু জিনিষের জন্য পূর্ব্বে বিদেশীগণের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইত। সেই অভাব মোচনের সঙ্গে সঙ্গে অপমান এবং লাঞ্ছনাও ডসেট কোম্পানী দূর করিয়াছে।

উপস্থিত অতিথিগণের সুখ-সুবিধার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয় এবং সভান্তে উপস্থিত সকলকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীযুত পঙ্কজকুমার মল্লিক ও শ্রীযুত শচীনদাস মতিলাল সভায় পর পর কয়েকটি সঙ্গীত করেন। শ্রীযুত তুলসী লাহিড়ী হাস্যকৌতুক করেন। শ্রীযুত হিমাংশু গুপ্ত, শ্রীযুত শৈলেন রায় ও শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল দত্ত অতিথিদের সুখ-সুবিধার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। সভাতে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

নূতন যৌথ কোম্পানী

কন্টিনেন্টাল কমার্শিয়াল কোং, লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ তারকদাস চাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০, প্রিয়নাথ ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। সেক্রেটারী ও মুদ্রাকরের ব্যবসা।

ধন্বন্তরী আয়ুর্ব্বেদ ফার্ম্মেসী লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কেদারনাথ দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—নিতাইগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত ও ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।

ভিটা ল্যাবরেটরীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ চৈতন্যচন্দ্র সাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৬, শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী লেন। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। শিল্প ও ঔষধ বিক্রয় সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান।

হিগসন্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অজিতরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮/১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। সর্ব্বপ্রকারের ধাতব দ্রব্যাদির ব্যবসা।

সাম্‌রাইজ টেক্সটাইলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে মল্লিক, এটর্ণি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৫,

জানেন কি ?

ব্যবসা থেকে সরকারী ক্ষমতা কমিয়ে দেবার জন্য আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলি ৪৩টী দলে মিলিত হয়ে ব্যবসায়ীদের সাহায্য কচ্ছেন।

* * * *

দেশের আর্থিক বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য দেশী ব্যাঙ্কদেরও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার। ব্যবসায়ীদের উচিত ভাল ব্যাঙ্কের পিছনে দাঁড়াবার, যেমন দরকার টাকা ভাল ব্যাঙ্কে জমা রাখবার। এ সবের জন্য একটী ভাল ব্যাঙ্ক

সুরমা ভেলী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : সিলেট : কলিঃ অফিস : ১৪, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট

শাখা : আসামের সর্ব্ব বৃহৎ সহরে এবং বাংলাদেশে ঢাকায় ও কলিকাতায়।

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা — ফোন : কলিঃ ৪৭১৯

স্থাপিত :—১৯১০ ইং — গ্রাম :—'MOHABANK'

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ (প্রায়)	১৫,০০,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী তহবিল (প্রায়)	১,৫০,০০,০০০৲ টাকা

আমানত রাখিবার সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।

অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা সুপরিচালিত।

দেশের সর্ব্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে।

সুষ্ঠু এবং কর্ম্মতৎপরতার দরুণ সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ

চিত্তরঞ্জন রোড, সাউথ কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। তূলা ছাড়ান, সূতা কাটা, বুনন, সূতা ও সিল্কের ব্যবসা।

পেজেন্টস্ এণ্ড ইউনিয়ন (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিনয়ভূষণ সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এজেন্সি ও ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা।

রিজেণ্ট মোটরস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ রামেশ্বরপ্রসাদ পাতোদিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, বয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। মোটরকার, মোটর সাইকেল প্রস্তুত ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।

নর্থ বেঙ্গল ইন্‌ভেষ্টরস্—ডিরেক্টর—মিঃ জয়নারায়ণ মগরা। রেজিষ্টার্ড অফিস—গোয়েঙ্কা চেম্বার। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।

প্রসাদ ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ শিবপ্রসাদ গোয়েঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯৮, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সি ও কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

এম এন ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মোহিতরঞ্জন মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—ইণ্ডিয়ান্ মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাবান প্রস্তুতীকরণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

শ্রীভারতী এজেন্সি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সুধাংশুকুমার বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—১-বি, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজার ও ম্যানেজিং এজেন্টস্।

কোল অব ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ টি সি ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ কোটি টাকা। খনি ও খনির স্বত্ব ক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ট্রান্স-এসিয়াটিক নিউজ সার্ভিস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মণীন্দ্র গুহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। নিউজ এজেন্সির ব্যবসা।

ডাউসন ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আমেদ দাউদ গান্ধী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮, জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কার্পাস, তিসি প্রভৃতি হইতে তৈল নিষ্কাশন সম্পর্কিত ব্যবসা।

ফ্রি ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ডি পি সুরেকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা।

সিদ্ধেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সি কে খেমকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—ষ্টীফেন হাউস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১৫ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল।

সাউথ ইণ্ডিয়া মিনারেলস এণ্ড কেমিকেলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। খনিও খনির স্বত্ব ক্রয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

চক্রবর্ত্তী টেক্সটাইলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস কে চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেন্সি ও এজেন্সির ব্যবসা।

বেঙ্গল ন্যাশনাল গ্লাস ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কনককান্তি রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩০ হাজার টাকা। গ্লাস প্রস্তুতের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

দি প্রতাপপুর কোং, লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি-শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বরারী কোক কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৩৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ব্যাঙ্ক অব মহীশূর, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৬৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরে প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৪৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বেঙ্গল কোল কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৮৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারীর আর্থিক জগতে দি ফিসারিজ এণ্ড ফার্ম্মস লিমিটেডের যে সমালোচন বাহির হইয়াছিল তাহাতে ভুলক্রমে ঐ কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা বলিয়া ছাপা হইয়াছিল। আসলে ঐ কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৪০ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে।

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটী নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেব বর্ম্মণ

চীফ অফিস :—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।
রেজিষ্টার্ড অফিস :—গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।

টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা
টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ :

শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভাঙ্গুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাম্ভু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।

কুবের ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৩ ও ৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঃ শাখাসমূহ ঃ

শ্যামবাজার, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিমতলা, হাটখোলা, তারকেশ্বর, ভদ্রক, বগুড়া, বাগেরহাট, কালিম্পং, দার্জ্জিলিং, ঢাকা, শিলিগুড়ি, ইছাপুর, কৃষ্ণনগর, ঝাড়গ্রাম, বেলুড়, মেদিনীপুর, হাওড়া, রাজসাহী, সূত্রগড়, বালি, রাণাঘাট, শালিমার, বাঁকুড়া, বালেশ্বর, শান্তিপুর, গিড্‌নি, কদমতলা।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস চক্রবর্ত্তী।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ—আলোচ্য সপ্তাহেও টাকার বাজারে সুদের হারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে 'কল' টাকার আদান-প্রদান হইয়াছিল তাহার সুদের হার বোম্বাই-এ ।০ এবং কলিকাতায় ॥০ আনাই বহাল ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের প্রাপ্ত টেণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা কম ছিল। তবে গড়পড়তা বার্ষিক সুদের হার এ সপ্তাহেও বাড়িয়া ।৶১০ পাই হইয়াছে। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ভারত সরকারের তরফ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, মোট ৩ কোটী ৬৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৸৵০ আনা এবং তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা বার্ষিক সুদের হার শতকরা ।৶১০ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মোট ৩ কোটী ৬৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। আগামী ৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার বোম্বাইএ সকালে ১১টা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে অদ্য ৪ঠা মার্চ্চ সোমবার কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ৮ই মার্চ্চ শুক্রবার দিন টাকা জমা দিতে হইবে। অপরাপর সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অনুকূলে মোট ৭ কোটী টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে 'তেজী' ভাবটী বজায় থাকে এবং 'রপ্তানী বিল' ও 'রেমিট্যান্স' উভয়েরই যথেষ্ট কাজকারবার হয়। বিনিময় বাট্টার হার নীচে দেওয়া হইল :—

টেলি: হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শি:	৫৩½ পে:
ঐ দর্শনী (,, ,,)	,, ,,	,, ,,
টেলি: হুণ্ডি (,, ,,) (ব্যাঙ্কসমূহ কর্ত্তৃক ক্রীত নয় মাস পর্য্যন্ত অগ্রিম)		১৬½
ঐ দর্শনী ,, ,,		,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শি:	৬৩⅛ ,,
ডি এ চার মাস (,,)	,,	৬৩⅝ ,,
ডলার (প্রতি শত)		৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১৫ই ফেব্রুয়ারীর হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৯৭ কোটী ৫৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৯৭ কোটী ৩৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। আর এক [সপ্তাহ] পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১,১৮৮ কোটী ৪৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০২ কোটী ৮৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ও ২৯৪ কোটী ৭৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৫ কোটী ৪৮ লক্ষ ১৮ হাজার ও ২৯১ কোটী ৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৯ কোটী ১০ লক্ষ ৮ হাজার ও ২৮৯ কোটী ৮২ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ—গত সপ্তাহের শেষ ভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে যে উল্লেখযোগ্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার তাহা বহুলাংশে দূরীভূত হইলেও সোমবারেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে সাধারণভাবে মন্দাই দেখা যায়। মঙ্গলবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে অনেকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনিও মোটের উপর ভাল হয়। বুধবার লাভান্বেষিগণ অনুকূল বাজেট উপস্থাপিত হইবার সম্ভাবনার দরুণ বিশেষভাবেই কলিকাতার শেয়ার বাজারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং ফলে ক্রেতাধিক্যের দরুণ বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকি-কিনি বৃদ্ধি পায় এবং শেয়ারসমূহের দরেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট উপস্থাপিত করার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বাজেটকে কেন্দ্রীভূত করিয়া শেয়ার বাজারের লাভান্বেষিগণ যে সমস্ত জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে। উক্ত বাজেটে অতিরিক্ত মুনাফাকর একেবারেই রহিত করা হয়; যৌথ কোম্পানীসমূহের দেয় আয়কর এবং অতিরিক্ত করও হ্রাস করা হইয়াছে দেখিয়া কলিকাতার শেয়ার বাজারে অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং উহার ফলে চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী ৪টার সময় কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ হইয়া গেলেও, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫-৩০ মিনিটের সময় আবার শেয়ার বাজারের কাজকর্ম্ম আরম্ভ হয় এবং রাত্রি ৯টার সময় বাজার বন্ধ হয়। অদ্য শুক্রবার লাভান্বেষিগণ বে-পরোয়াভাবে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং উহার ফলে অদ্য শেয়ারসমূহের দরে অসম্ভব উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধি পায় এবং কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের দরেও গত সপ্তাহের তুলনায় উন্নতি দেখা যায়। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র আলোচ্য সপ্তাহে ৯৯৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের ঋণপত্র ১০৩।৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৯-৫২) ১০২৲ টাকা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫১-৫৪) ১০১৸৶০ আনা, ৩৲ টাকা

শ্যাণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।
কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে
ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা প্রাপ্ত।
আমাদের
"পেন্‌সন্ সার্টিফিকেটে"
৫,০০০৲ টাকা জমা দিলে
১০,০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।
পত্র লিখিলেই বিস্তারিত জানান হয়।
বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ২১টি শাখা
দ্বারা জাতির সেবায় নিযুক্ত
অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ড
পাইয়াছেন।
১৯৪২ সনে শতকরা ৫৲
১৯৪৩ সনে ,, ৫৲
১৯৪৪ সনে ,, ৭॥০
আর, রায়,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

NOTHING IS STRONGER - - -
- - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.
P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226
হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস, বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ) ও চাইবাসা।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুদের ঋণপত্র (১৯৫৩-৫৫) ১১৪৶০ আনা এবং ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৭০-৭৫) ৯৯৷৶০ আনা পর্য্যন্ত (সর্ব্বোচ্চ) হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের অভূতপূর্ব্ব মূল্যবৃদ্ধি কলিকাতার শেয়ার বাজারের অন্যতম প্রধান ঘটনা। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া গত সপ্তাহের ৬২০৲ টাকা হইতে ৬৮৩৲ টাকা, বরানগর ৪৫৬৲ টাকা হইতে ৪৭৫৲ টাকা, সেভিয়ট ৪৬০৲ টাকা হইতে ৪৮৫৲ টাকা, গেঞ্জেজ ৭৪০৲ টাকা হইতে ৭৬০৲ টাকা, কামারহাটি ৯৫৭৲ টাকা হইতে ১০২২৲ টাকা, হাওড়া ১২১৶০ আনা হইতে ১২৯।৶০ আনা, রিলায়েন্স ১০৪৲ টাকা, হইতে ১১৩।০ আনা, নদীয়া ১৭১৲ টাকা হইতে ১৯৯৲ টাকা, এবং প্রেসিডেন্সী ১৪৷৶০ আনা হইতে ১৭৲ টাকা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজকর্ম্মে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় নাই; তবে মূল্যের দিক হইতে গত সপ্তাহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। বরাকর গত সপ্তাহের ৪৬৷৷০ আনা হইতে ৫১৷৷০ আনা, ইকুইটেবল ৭৬।৶০ আনা হইতে ৮১৸০ আনা, সাউথ করণপুরা ৩৮৸০ আনা হইতে ৪২৸৶০ আনা, নিউ বীরভূম ৪৯৷৷০ আনা হইতে ৫১৲ টাকা, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ১৫।৶০ আনা হইতে ১৬।০ আনা এবং নিউ মানভূম ৫৮৲ টাকা হইতে ৬৩৷৷৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম্ম হয় নাই। নম্বুর নদী ১৭।০ আনা, তেজপুর ২৬৸০ আনা, হাস্তাপাড়া ১৫৮৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাগজের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি হইয়াছে এবংবিভিন্ন শেয়ারসমূহের দরেও উন্নতি দেখা গিয়াছে। টিটাগড় গত সপ্তাহের ৪৫৸৶০ আনা হইতে ৫২৸/০ আনা, ইণ্ডিয়া পেপার গত সপ্তাহের ২৭৭৲ টাকা হইতে ২৯৫৲ টাকা এবং শ্রীগোপাল ২২৸৶০ আনা হইতে ২৫।/০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

কাপড়ের কল—বাজেটের বিষয়বস্তু ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। নিউ ভিক্টোরিয়ায় গত সপ্তাহের ৮।০ আনা হইতে ৯৸০ আনা, বেনারস ১২৶০ আনা হইতে ১৩।৶০ আনা, এলগিন ৮৭৷৷০ আনা, কেশোরাম ২১৸৶০ আনা হইতে ২৬৷৷/০ আনা, বঙ্গশ্রী ১৪৸৶০ আনা, বঙ্গেশ্বর ৭৸০ আনা এবং কানপুর টেক্সটাইল ১২৸৶০ আনা হইতে ১৪৸৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ—আলোচ্য সপ্তাহের গোড়ার দিকে পাটআবাদী জমির 'কোটা' সম্পর্কে বহুবিধ গুজব সৃষ্টির ফলে কলিকাতার পাটের বাজারে খানিকটা পরিমাণ অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দেয় এবং 'ফরওয়ার্ড' কাজকারবার কিছুটা কমিয়া যায়।

আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে ১৯৪৬ সালের পাটআবাদী জমির 'কোটা' সরকারীভাবে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাট আবাদ করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান বৎসরে তাহার ।৶০ আনা পরিমাণ (¾ অংশ) জমিতে পাট বুনানী করিতে হইবে।

সরকারীভাবে যুদ্ধসমাপ্তির ছয় মাস পরে ভারত রক্ষা আইন উঠিয়া যাইবার কথা। কাজেই ভারত রক্ষা আইনের বলে জারী করা পাট (দর নিয়ন্ত্রণ) অর্ডারও আগামী সেপ্টেম্বর মাসে উঠিয়া যাইতে পারে। তবে ইতিপূর্ব্বে একবার সরকার পক্ষ হইতে প্রচার করা হইয়াছিল যে, এই মূল্য-নিয়ন্ত্রণ চালু রাখা হইবে। বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় মনে হয় যে, ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এই অর্ডারটী চালু রাখা বিশেষ দরকার।

পাটের সরবরাহ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা অনুমান করিয়া এবং বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও জার্ম্মানী হইতে পাটের জন্য প্রচুর অর্ডার আসায় কলিকাতার পাটের রপ্তানী বাজার বিশেষ কর্ম্মতৎপর ও তেজী হইয়া উঠে। রেডস্ এর দর ৯৫৲ টাকা, ফার্ষ্ট-এর ৮৬৲ টাকা এবং লাইটনিংস্-এর দর ৮১৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ৭৪৲ টাকা দরেও হার্টস্ কিনিতে পারা যায় নাই। ডাণ্ডি তোষা ২ ও ৩ ৯৪৲ টাকা দরে কেনাবেচা হইয়াছে। আউট পোষ্ট তোষা ২ ও ৩ এর দর ছিল ৮৪৲ টাকা, ডাণ্ডি ডেইজী ৮১৲ টাকা এবং আউট পোর্ট ডেইজি ৭৩৲ টাকা পর্য্যন্ত বেচাকেনা হইয়াছে।

প্রধানতঃ যোগান কম থাকায় আলোচ্য সপ্তাহে আল্‌গা পাটের বাজারের কাজকারবার কিছু হ্রাস পায়। বাজারের সর্ব্ব প্রকারের জাত পাটই প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে এবং ডিষ্ট্রিক্ট পাটের মজুতও অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। উপরন্তু মফঃস্বল বাজারেও সরবরাহ ভীষণভাবে কমিয়া গিয়াছে। বাজারে যে পাট আসিতেছে তাহারই সর্ব্বোচ্চ দর চাওয়া হইতেছে। বেচাকেনা খুবই অল্প। সর্ব্বোচ্চ দরে নিউ ক্রপ 'সুপারভাইজড মেঘনা অঞ্চলজাত পাটের কাজকারবার সামান্য পরিমাণে হইয়াছে। কলিকাতার বাজার দরের তুলনায় মফঃস্বলের বাজারের দর চড়া ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে বিক্রেতাদের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অক্টোবর/ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নাইন এবং ইলেভেন পোর্টার সর্ব্বোচ্চ দরে বিক্রীত হইয়াছে। সরকার কর্ত্তৃক কতকগুলি 'হেভি গুডস্' এর অর্ডার বাতিল করিয়া দিবার গুজবের ফলে সপ্তাহের গোড়ার দিকে দর গড়ে প্রায় ১৷৷০ আনা পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়, ফলে অনেকের দরই সর্ব্বোচ্চ দরের নীচে নামিয়া পড়ে। এমন কি, এপ্রিল/জুন 'বি' টুইলের দর হইয়া পড়ে ৬৬৲ টাকা। কিন্তু গুজবটী সমর্থিত না হওয়ায় সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারে 'তেজী' ভাব পরিস্ফুট হইতে থাকে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ দর দাঁড়াইতেছে ৮৭৸০ আনা। গত সপ্তাহে উহা ছিল ৮৮৸০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সোনার বাজার বন্ধ ছিল। বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি খণ্ড গিনি আলোচ্য সপ্তাহে ৬২৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর পরিমাণ রূপা আমদানীর ফলে আলোচ্য সপ্তাহেও রূপার দরে গত সপ্তাহের অবনতি অব্যাহত থাকে। গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ১৪১৲ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা ১৪১।০ আনা দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার রূপার বাজার বন্ধ ছিল।

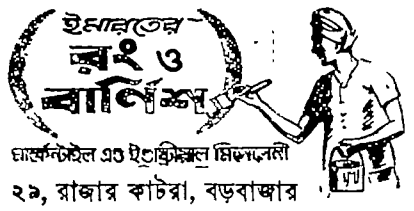

২৯, রাজার কাটরা, বড়বাজার
কলিকাতা।

দি
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)
৩১-১২-৪৫ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমা সহ), ও সংরক্ষিত তহবিল	৩২,৪০,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	২,২০,০০,০০০৲
আমানত	৩,৩৯,৭৭,০০০৲
কার্য্যকরী তহবিল	৩,৯১,২৩,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য এবং অদ্যকার দিনের সর্বপ্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির সঙ্গে তাল রেখে চলবার উদ্দেশ্যে আমাদের সেরা ও সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধানকল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট ও সজাগ।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
এবং শাখাসমূহ।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২২শে ফেব্রুয়ারী	২৫শে ফেব্রুয়ারী	২৬শে ফেব্রুয়ারী	২৭শে ফেব্রুয়ারী	২৮শে ফেব্রুয়ারী	১লা মার্চ্চ
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	—	—	—	—	—	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	৮৭॥০	৮৬৸/০	৮৭৸০	৮৪৸৶০	৮৬॥০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	—	—	—	—	—	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	১৪২।৶০	১৪৩৲	১৪৫৲	১৪১।০	১৪৩৶০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	—	—	—	—	—	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	—	৬১॥০	৬২৲	—	৬২৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৮৶০	—	৯৯৲	৯৯৲	—	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০২৸/০	১০৩৲-১০২॥৶০	১০৩।৶০	১০৩।০,	১০৩।০	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	১০০৲	১০০৲	—	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—	—	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	—	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫৪।/০-৫৩॥৶০	৫৪৶০-৫৩॥৶০	৫৪৸০-৫৩৸৶০	৫৪৸৶০-৫৪।৶০	৫৫৶০-৫৪৸৶০	৫৯॥৶০-৫৮।৶০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৪৬।৶০-৪৫॥৶০	৪৫৸৶০-৪৫॥০	৪৬॥৶০-৪৫॥৶০	৪৬৸/০-৪৬।/০	৪৭॥৶০-৪৬৸৶০	৫৩।৶০-৫১৲
কুমারধুবী—অর্ডি ...	—	১২৶০-১২/০	১২৶০	১২৶০	১২।/০-১২।০	১৪।৶০-১৩॥০
ব্রেইতওয়েইট ...	—	—	—	—	১৬।/০	১৭॥৶০-১৭॥০
জেসপ ...	৩১।/০-৩১৶০	৩১।০-৩১৶০	৩১৶০-৩১৶০	৩১।৶০-৩০৸৶০	৩১।০-৩১/০	৩২৶০-৩২/৭
মার্শালস ...	৮॥৶০	৮॥৶০-৮।৶০	৮৸০-৮॥/০	৮৸৶০-৮॥৶০	৯।০-৮৸/০	১০/০-৯॥৶০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২।৶০	১২॥০-১২।০	—	—	১২॥৶০	১২৸/০-১২৸০
আর্থার বাটলার ...	—	২১৲-২০৲	২৩।০-২২॥০	২৪৲-২৩॥৶০	—	২৫॥০
হিন্দুস্থান মোটরস ...	—	—	১০/১০-১০/০	—	—	—
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	—	—	—	—	—
খনি—বার্ম্মা কর্পোরেশন ...	৭।/০-৭।০	৭।/০-৭৶০	৭।/০-৭৶০	৭।৶০-৭।০	৭।৶০-৭।/০	৭॥/০-৭।৶০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৪৸/০-৪॥৶০	৪৸৶০-৪৸০	৪৸/০-৪॥৶০	৫৲-৪৸/০	৪৸৶-৪৸৶০	৫।৶০-৫৶০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	১৫৭॥০-১৫৭৲	—	১৫৮৲-১৫৭৲	১৫৮৲-১৫৭৲	১৫৭৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৯৪৲-৯৩৲	৯৯৲-৯৫৲	৯৯৲-৯৭॥০	৯৯॥০-৯৭॥০	৯৭৸০-৯৭॥০	৯৯৲-৯৮॥০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	১৬।৶০	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪।৶০-১৪।০	১৪॥০-১৪।৶০	১৪।৶০-১৪।০	১৪।৶০-১৪।/০	১৪।৶০-১৪।৶০	—
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫৶০-১৫/০	১৫৲	১৫।০-১৫৲	১৫৶০-১৫/০	১৫৲-১৪৸৶০	১৫৲
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	৫৪॥০-৫৪।০	—	৫৪৲-৫৩৲	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	৩৫৲	—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৬॥০-৪৬।০	৪৬।৶০-৪৬৶০	৪৭।০-৪৬॥৶০	৪৭৸০-৪৭।৶০	৪৮৲-৪৭৸/০	৫১॥০-৫০৲
তালচের ,, ,, ...	১১৸৶০	—	১১৸৶০	—	—	—
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	—	—	—	৬৫॥০	৬৫॥০	—
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৭৬।৶০	—	—	৭৭৲-৭৬৸০	—	৮১৸০-৮১।০
সাউথ করণপুরা ,, ...	৩৮৸০-৩৮।০	৩৯৲-৩৮।৶০	৩৯৸০-৩৮৸/০	৩৯৸৶০-৩৯।/০	৩৯৸০-৩৯॥৶০	৪২৸৶০-৪২৲
ভুলনবরারি ...	—	—	—	—	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	৪৭।০-৪৭৲	—	—	৫১৲
নিউ চুরুলিয়া ...	—	১৩৸৶০-১৩৸০	১৪/০-১৪৲	—	১৪৶০-১৪/০	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	—	—	—	—	১৮।০

PHARMACEUTICALS...

SALTS, TINCTURES, AQUAE, INJECTABLES AND DRUGS OF GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B P C. STANDARDS, manufactured in our well-equipped laboratories under the supervision of expert chemists

Only the best and select raw materials are used in manufacture, to ensure guaranteed standards.

We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential Oils and Laboratory Reagents.

ASK FOR PRICE LISTS

THE CALCUTTA CHEMICAL CO. LTD. CALCUTTA

অক্ষয় কুমার লাহা

লেডিয়াম মার্ব্ব সিমেন্ট কলার

বা ড়ী র জ্ব কারখানায় রং

৭৯ ৬৬নং তলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

দি

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স

লিঃ

হেড অফিস : ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিঃ ৫৩৮০

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২২শে ফেব্রুয়ারী	২৫শে ফেব্রুয়ারী	২৬শে ফেব্রুয়ারী	২৭শে ফেব্রুয়ারী	২৮শে ফেব্রুয়ারী	১লা মার্চ্চ
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮।০	৮।৵০-৮৶০	৮॥০-৮।০	৮॥৴০	৯৵০-৮॥৵০	৯৸০-৯।০
বেনারস ...	—	১২৵০	১২৵০	—	১২৶০	১৩।৵০-১২৸০
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	—	—	১২৸৵০-১২৸০	১৩৴০-১২৸৵০	১৩।০-১৩৲	১৪৸৵০-১৪৲
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	—	—	—	৭৪৲-৭৩।০	৭৬।০-৭৪॥০	৮৭॥০-৭৯॥০
কেশোরাম্ ...	২১৸৵০	২১।৶০	২১৴০	২১।৶০-২১৴০	২৩।৴০-২২।৴০	২৬॥৴০-২৪৸০
বঙ্গশ্রী ...	১৪৸৴০-১৪৸০	১৪৸০	১৪৸০-১৪॥৶০	১৪৸০-১৪॥৶০	১৪৸৵০	১৪৸৶০-১৪৸৵০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৸০-৭॥৶০	৭৸০	৭॥৵০-৭॥০	৭॥৶০-৭॥৵০	৭৸০	৭৸০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—	২৭৭৲-২৭৬৲	২৮১৲	২৭৫॥০-২৭৪৲	২৭৪৲	২৯৫৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	২২৸৶০	২২৸০	—	২৩৲	২২৸৵০	২৫।৴০-২৪৸৵০
টিটাগড ...	৪৫৸৵০-৪৫৵০	৪৫।৶০-৪৪৸৵০	৪৬৲-৪৫।০	৪৬।৶০	৪৭॥০-৪৬৵০	৫২৸৵০-৪৯৸০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	—	৪৩৫৲	৪৩৬৲	৪৪০৲	৪৪৭৲-৪৪০৲	৪৫৫৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৬১২॥০	৬১৬৲-৬১৫৲	৬২৫৲-৬১৭৲	৬৩০৲-৬২৪৲	৬৩১৲-৬২৭৲	৬৮৩৲-৬৪০৲
কামারহাটি " " " ...	৯৫৭৲-৯৫৬৲	৯৫৮৲-৯৫৪৲	৯৫৮৲	৯৬৭৲-৯৬৫৲	৯৭৫৲	১,০২২৲-১,০০৬৲
নদীয়া " " " ...	১৭১৲-১৬৯৲	১৬৯॥০	১৭২৲	১৭৩৲-১৭১।০	১৭৩৲-১৭২৲	১৯৯৲-১৮৫৲
প্রেসিডেন্সী " " " ...	১৪॥৵০-১৪॥০	১৪৸৲-১৪।৴০	১৫।৵০-১৫৲	১৫।৵০-১৫।০	১৫।৵০-১৫৲	১৭৲-১৬৸৵০
রিলায়েন্স " " " ...	১০৪৲	১০৪॥০-১০৪৲	১০৫৲-১০৪॥০	১০৫॥০-১০৫৲	১০৬॥০-১০৬৲	১১৩।০-১০৯৲
কাঁকনাডা " " " ...	—	৮০৫৲-৭৯৬৲	৮০৬৲-৮০১৲	৮০৮॥০-৮০৬৲	৮১০৲-৮০৬৲	৮৫৬৲-৮৩৮৲
হাওড়া " " " ...	১২১৵০	১২১॥০-১২০।৵০	১২১৸৵-১২১।৴০	১২২॥০-১২১॥৵০	১২২৸৴০-১২২॥০	১২৯।৵০-১২৭।০
ডালহৌসী " " " ...	—	৪৪৭৲-৪৪০৲	৪৫২৲-৪৪০৲	৪৫৫৲-৪৪৮৲	৪৫৬৲	৪৭৭৲-৪৭১৲
বজবজ " " " ...	—	—	৬৬৬৲	—	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " " ...	—	—	৩৮৫৲	৩৮৮৲	৩৮৬৲	—
এলায়েন্স " " " ...	—	—	—	৮৪৩৲-৮৩৫৲	—	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৫॥৶০	—	—	১৫৸০	১৫৸৴০-১৫॥০	১৬।৶০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪৪॥৵০	৪৪।৵০	—	৪৪।৴০-৪৪।০	—	—
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	—	—	৩৪৲-৩৩॥৵০	৩৪৵০-৩৩৸০	৩৪॥৶০-৩৩॥০	৩৯৸৴০-৩৮।০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " " ...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী " " " ...	৫২৲	—	—	৫২৲	—	—
লেবং এণ্ড মিনাবেল ...	—	১৩॥০	—	—	—	১৩।০
তেজপুর " " " ...	—	২৭।০	২৭৲	২৬৸০	২৬৸০-২৬॥৵০	—
বিশ্বনাথ " " " ...	—	৪৮৲	—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	—	১৭৶০-১৬॥০	—	১৭।৵০	—	১৭৸০
বি আই কর্পোরেশন ...	৮৸৶০	৮৸৵০-৮॥৶০	৮৸৴০-৮॥৶০	৯৲-৮৸০	৯।৶০-৮৸৵০	১১৸০-১০।৶০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	২০০৲-১৯৯৲	২০০৲-১৯৭॥০	২০১৲-১৯৯৲	২০১৲	২০১৲	—
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৭৴০-১৭৲	১৭৲-১৬৸৵০	১৭।০-১৭৶০	১৭।৴০-১৭৵০	১৭।৴০-১৭৵০	১৮৲-১৭৸০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	—	২৯০৲-২৮৫৲	২৮৫৲	২৯০৲-২৮৯৲	২৮৯॥০-২৮৭॥০	২৯০৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " " ...	—	২৪।০	২৪॥০	২৪৸০-২৪।৵০	—	২৫।০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	১৪৸০-১৪॥৵০	১৫৴০-১৪৸০	১৫৲-১৪৸০	১৫৵০-১৪৸৴০	১৫।০-১৫৵০
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	১০৸৵০-১০।০	—	১০৸৵০-১০৸০	১০৸৵০-১০॥৶০	১১৲

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাক্‌সন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

জাকলাবান্ধা (আসাম) ও মাণিকতলা শাখা খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস. বি বিশ্বাস

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা

লিমিটেড

শুধু কলিকাতাবাসীদেরই নয়, ইহা সমগ্র ভারতবাসীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর ও করাচী ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

কার্য্যকরী তহবিল

দুই কোটি টাকা

হেড অফিস : ৩, ম্যাঙ্গো লেন

ফোন : ক্যাল ২৭৬৭

ম্যাঃ ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর; আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

• কোকোলা
• কল্যানী
• ত্রিগুণ
• জুয়েল আমলা
• কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার, জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

—সুদের হার—

কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪

—মূলধন—

অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত— ৫৭,৫০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ২৬,৫০,০০০৲ উপর

শাখাসমূহ—

কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেন্ট :—
ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেন্ট :—
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্ট :—
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 11th March, 1946, সোমবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৫২ [৪৩শ সংখ্যা

ভারতে খাদ্যের ঘাট্‌তি

বড়লাট তাঁহার ঘোষণায় ৩০ লক্ষ টন খাদ্যের ঘাট্‌তি পড়িবে বলাতেই লোকে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পরই প্রচারসচিব স্যার আকবর হায়দারী সাংবাদিক সম্মেলনে বলিলেন, খাদ্যের ঘাট্‌তির পরিমাণ ৭৫ লক্ষ টন। ঘাট্‌তির পরিমাণ সম্পর্কে ভারত সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এইরূপ মতপার্থক্য দেখিয়া কেহ বিস্মিত, কেহ শঙ্কিত, কেহ বা উদাসীন হইলেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টও ব্যাপারটা সুবিধার নয় বুঝিয়া একটা ফয়সালা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি পাকাপাকি হিসাব করিয়া খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন সাংবাদিকদের বৈঠকে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতে খাদ্যের মোট ঘাট্‌তির পরিমাণ ৬০ লক্ষ টন। ইহার মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ৪০ লক্ষ টন খাদ্য বিদেশ হইতে আনিয়া সঙ্কট ঠেকাইতে হইবে। কয়েকটী স্থানে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ সুরু হইয়াছে, এ কথা জানাইতেও মিঃ সেন ভুলেন নাই। মোটের উপর, ভারত সরকারের খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারীর বিবৃতিতে ভয়ের কথা ছাড়া ভরসার কথা কিছুই নাই। মিঃ সেন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে খাদ্য পাওয়া গেলে অনশন ব্যাপক আকারে দেখা দিবে না—ইহা বলা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব; তবে সম্ভবতঃ এখানে ওখানে লোক অনশনে মরিতে পারে। ভারতের ৬০ লক্ষ টন খাদ্যের ঘাট্‌তি সম্পর্কে কৃষিবিভাগের সেক্রেটারী স্যার ফিরোজ খারেঘাট যে সংখ্যাগুলি পেশ করিয়াছেন সেগুলি উল্লেখযোগ্য। স্যার খারেঘাটের হিসাব অনুসারে ভারতবর্ষ বৎসরে মোট ৬ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য ব্যবহার করে। ইহার মধ্যে চাউল—২ কোটি ৯০ লক্ষ টন, গম—১½ কোটি টন, বাজরা—১ কোটি ৯৪ লক্ষ টন এবং যব—২৬ লক্ষ টন। এ ছাড়া ৪৪ লক্ষ টন ছোলা এবং ৩৯ লক্ষ টন বিবিধ প্রকার ডাল ভারতবাসী খাইয়া থাকে।

মোট ৬ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্যের মধ্যে বীজ, ঝড়তি-পড়তি ইত্যাদি বাবদ এক কোটি টন বাদ দিলে শুধু খাইবার জন্য ৫ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য থাকে। ফসল নষ্ট হওয়ায় এইবার খাদ্য-শস্যের পরিমাণ আরও ৬০ লক্ষ টন কমিয়া গিয়া ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাশিয়ায় জনস্বাস্থ্য উন্নতির প্রচেষ্টা

ভারতের জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে ভোর কমিটি যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা এদেশের গবর্ণমেণ্টকে সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই বিনা খরচে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। ভারতে শিক্ষিত ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা বর্ত্তমানে যথাক্রমে মাত্র ৪৭ হাজার ৫০০ জন ও ৭ হাজার ৫০০ জন। এদেশের প্রয়োজন মিটাইতে হইলে কমিটির মতে এই সংখ্যা ভবিষ্যতে যথাক্রমে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ও ৬ লক্ষ ৭০ হাজার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা দরকার। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কার্য্যসূচী এদেশের পক্ষে যাহাতে অসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া মনে না করেন সেজন্য ভোর কমিটি সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যাপক প্রচেষ্টার কথা তাঁহাদের রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, সোভিয়েট রাষ্ট্রে সুপরিকল্পিত সরকারী চেষ্টার ফলে সেখানে প্রত্যেক লোকের জন্য বিনা খরচে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জারের আমলে (১৯১৩ সালে) রাশিয়ায় ডাক্তারের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৯ হাজার ৭৮৫ জন। ১৯৪১ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৬০০ জন দাঁড়াইয়াছে। ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় মেডিকেল ওয়ার্কার, নার্স ও ধাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। ১৯৪১ সালে সেই সংখ্যা ৪ লক্ষ ১২ হাজার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জনস্বাস্থ্য উন্নতি সম্পর্কে প্রকৃত আন্তরিকতা থাকিলে আধুনিক যুগের গবর্ণমেণ্ট যে সেদিক দিয়া কতদূর সাফল্য দেখাইতে পারেন, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত কৃতিত্ব তাহারই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যেখানে ২৮ বৎসরে ডাক্তারের সংখ্যা ৭ গুণ এবং মেডিকেল ওয়ার্কার, নার্স ও

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০৭৫-৮২
ভারতে জনস্বাস্থ্য উন্নতির পরিকল্পনা	১০৮৩-৮৫
বাজেট প্রসঙ্গ	১০৮৬-৮৮
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১০৮৯-৯২
খেয়ালীর খাতা	১০৯৩-৯৪
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১০৯৫-৯৯
কোম্পানী প্রসঙ্গ	১১০০-০১
বাজারের হালচাল	১১০২-০৬

ধাত্রীর সংখ্যা ৮ গুণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন সেখানে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহ সুসঙ্কল্পিতভাবে কার্য্যে ব্রতী হইলে ২৫।৩০ বৎসরে বর্ত্তমানের তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা ৫ গুণ এবং নার্স ও ধাত্রী প্রভৃতির সংখ্যা উপযুক্ত পরিমাণে অবশ্যই বৃদ্ধি করিতে পারেন।

পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য উঠাইয়া দিবার দাবী

সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট ও হেসিয়ান এক্সচেঞ্জের সভাপতি মিঃ বাগারিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সভায় বর্ত্তমানে পাটের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা বাতিল করিবার দাবী জানান। মিঃ বাগারিয়া বলিয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালে ভারত সরকার সমস্ত পাটজাত মালের দর বাঁধিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা পাটেরও সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন দর স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকার দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া কিছুই করেন নাই। মিলমালিকদের চাপে পড়িয়া গবর্ণমেণ্ট এমন ভাবে দর বাঁধেন, যাহার ফলে কাঁচা পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য দিয়াও পাটকলের মালিকরা প্রচুর মুনাফা করিতে সমর্থ হন। পাট কলগুলির সেবারের চড়া দরই এই সমৃদ্ধির প্রমাণ। কিন্তু কয়েকমাস আগে কাঁচা পাটের বাজারে বিক্রেতারা নির্দ্ধারিত সর্ব্বনিম্ন মূল্য অপেক্ষাও কম দরে পাট বেচিতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর কোন বাজারে এরূপ ব্যাপার ঘটে নাই। অথচ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নির্দ্ধারিত সর্ব্বনিম্ন দর বজায় রাখার জন্য কিছুই করেন নাই। বর্ত্তমানে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে ইহা স্বীকার করিয়া মিঃ বাগারিয়া বলিয়াছেন যে, চাষীদের হাত হইতে চৌদ্দ আনা পরিমাণ পাট চলিয়া যাওয়ার পর দর বাড়িয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে বাঙ্গলা সরকার পাট চাষ আরও হ্রাস করিবেন ইহা অনুমান করিয়া মিঃ বাগারিয়া বলেন যে, ইহার ফলে কাঁচা পাটের অভাবই হইবে। কাজেই কাঁচা পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য না বাঁধাই উচিত।

মিঃ বাগারিয়ার অভিমত আমরা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। তবে মিঃ বাগারিয়া সর্ব্বনিম্ন দর সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নাই। কৃষকদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধার ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া যেমন কর্ত্তব্য, তেমনই সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেওয়াও সঙ্গত। যুদ্ধের সময় পাট ও পাটজাত দ্রব্য যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ নিজেদের ও মিত্রপক্ষের স্বার্থের খাতিরেই পাটের সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কাজেই সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া রাখার কোন হেতু নাই। এতদ্ব্যতীত, চাষীদের প্রতি দরদ দেখাইয়া গবর্ণমেণ্ট কাঁচা পাটের যে সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়াছিলেন তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য কোন আগ্রহ তাঁহারা দেখান নাই। কাঁচা পাটের সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিলে চাষী বাজারের ওঠানামার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না। এইজন্য দীর্ঘকাল যাবৎ ইহার জন্য বাঙ্গলা দেশে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। পাটের উপর সমগ্র বাঙ্গলার আর্থিক উন্নতি-অবনতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে; কাজেই বাঙ্গলার কৃষকদের তথা সমগ্র বাঙ্গলার মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধার ব্যবস্থা বহাল ও কার্য্যকরী করা প্রয়োজন। গত সংখ্যার আর্থিক জগতে আমরা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছি যে, আগামী মরশুমে ৯৫॥ লক্ষ বেল পাটের যোগান হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং দেশ-বিদেশের চাহিদা মিলাইয়া মোটমাট ৯০ বেল পাট খরচ হইবে ধরা যায়। এ অবস্থায় উদ্বৃত্ত পাটের পরিমাণ খুবই কম থাকিবে, ফলে পাটের বাজারে দর নামিবে না। সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিলে এবং সর্ব্বোচ্চ দর উঠাইয়া দিলে এই অবস্থায় কৃষকরা লাভবান হইবে।

ডাক ও তার বিভাগের ধর্ম্মঘট স্থগিত

ভারত সরকার জনমতের নিকট নতি স্বীকার করিয়া ডাক ও তার বিভাগের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত ও সুপারিশের জন্য এডজুডিকেটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক ও তার বিভাগের অধস্তন কর্ম্মচারীদের সৎ আচরণের জন্য মাসিক পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি করা হইবে জানাইয়া গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই বেতন সংক্রান্ত অভিযোগ অনেক পরিমাণে দূরীভূত করিয়াছেন। পেন্সন ও মহার্ঘ-ভাতা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও গবর্ণমেণ্ট অধস্তন কর্ম্মচারীদের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। এডজুডিকেটর তাঁহার রায় দিলে গবর্ণমেণ্ট এবং ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীরা উভয়তঃ তাহা মানিয়া লইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। মোটের উপর ধর্ম্মঘটের ন্যায় একটী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীরা যে সংযম এবং ভারত সরকার ধর্ম্মঘট এড়াইবার জন্য যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা উভয় পক্ষকেই ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অধ্যাপক ভকিলের পদত্যাগ

অধ্যাপক সি এন ভকিল ভারত সরকারের পরিকল্পনা বিভাগে একজন আর্থিক উপদেষ্টার পদে বৃত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি এই পদ ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত বিভাগের ভার-প্রাপ্ত সচিব স্যার আর্দ্দেশির দালাল উহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার অধ্যাপক ভকিল পরিকল্পনা বিভাগের কাজে ইস্তফা দেওয়ায় ঐ বিভাগের আভ্যন্তরীণ গলদ সম্পর্কে দেশবাসীর মনে যথেষ্ট সন্দেহ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। স্যার আর্দ্দেশির অবশ্য সরকারী সংস্রব ত্যাগের কারণ বিবৃত করেন নাই। কিন্তু অধ্যাপক ভকিল তাঁহার পদত্যাগের মূল হেতু বর্ণনা করিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেশসেবার যে আগ্রহ লইয়া তিনি প্ল্যানিং এণ্ড ডেভলপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের কাজে যোগদান করিয়াছিলেন ঐ বিভাগ পরিচালনায় আমলাতান্ত্রিক কর্ত্তৃত্ব ও কারসাজির বহর দেখিয়া সেই আগ্রহ আজ তাঁহার লোপ পাইয়াছে। অধ্যাপক ভকিল অভিযোগ করিয়াছেন, সামাজিক ও আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নে যে সরকারী আন্তরিকতা আবশ্যক, ভারত গবর্ণমেণ্টের তাহা নাই। তাঁহারা পুরানো দিনের অনুদার দৃষ্টি নিয়াই প্ল্যানিং ডিপার্টমেণ্টের কাজ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত লইয়া তাহার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গঠনের গরজ উহাদের একেবারে নাই। উপযুক্ত দূরদৃষ্টি ও উপযুক্ত জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সরকারী সিভিলিয়ানরা পরিকল্পনা গঠনের কাজে অহেতুক মুরুব্বিয়ানা ফলাইতে দ্বিধা করেন না। প্ল্যানিং ডিপার্টমেণ্টের মতামতের তোয়াক্কা না রাখিয়া বেশীর ভাগ পরিকল্পনা প্রভাবশালী আমলাতান্ত্রিক মহল হইতেই আমদানী হইয়া থাকে। এইরূপ শোচনীয় ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক ভকিল সরকারী পরিকল্পনা সম্পর্কে এতই নিরাশ হইয়াছেন যে, প্ল্যানিং ডিপার্টমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার কোন সার্থকতাই তিনি আর দেখিতেছেন না।

ভারত গবর্ণমেণ্ট যেভাবে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার তোড়জোড় সুরু করিয়াছিলেন তাহাতে, তাঁহাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে দেশে প্রথমে একটা আস্থা ও ভরসার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সে ভরসা যে নিতান্তই অর্থহীন, অধ্যাপক ভকিলের বিবৃতি হইতে তাহা ভালভাবেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভারতের বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট অতীতে ইংলণ্ডের স্বার্থে ভারতকে শোষণের পাকা ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃটিশ বাণিজ্যের কল্যাণে ভারতের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ও ভারতের শিল্পোন্নতির দাবী তাঁহাদের দ্বারা নির্ম্মমভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে। সেই অনুদার সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বৃটিশ সরকার ও তাঁহাদের ভারতস্থ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট যে এখনও মুক্ত হন নাই প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারে তাঁহাদের অকর্ম্মণ্য আভ্যন্তরীণ নীতি দ্বারা তাহাই সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত ও উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন

গত সপ্তাহে 'আর্থিক জগতের' ১০৫০ পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভে "ভারতীয় নৌবাহিনীর ভবিষ্যৎ" স্থলে "ভারতীয় নৌবাণিজ্যের ভবিষ্যৎ" হইবে। ১০৫৩ পৃষ্ঠায় "ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতি" শীর্ষক মন্তব্যে ১৯৪৫ সালে তুলা খরচের পরিমাণ "১৯০,৬০১ গাঁট" স্থলে "২,৪৫৪,৬৫৭ গাঁট" হইবে। ১০৫৬ পৃষ্ঠায় বাজেট প্রবন্ধে কেরোসিনের উপর শুল্ক "প্রতি গ্যালনে ১৫ হইতে ১২ আনা" স্থলে "প্রতি গ্যালনে সাড়ে চার আনা হইতে পৌনে চার আনা" হইবে।

টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা টেলিফোন : ক্যাল২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত—১৯২৬)

হেড অফিস ঃ—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত " ১২,৫০,০০০৲ "
বিক্রীত " ১২,৫০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ—১২,০০,০০০৲ টাকার উপর
কোম্পানীর কাগজ ও নগদ ৫৬,০০,০০০৲ " "
কার্য্যকরী মূলধন—১,৪০,০০,০০০৲ " "

১৯৪৪ সালে শতকরা ৬।০ ডিভিডেণ্ড ঘোষিত হইয়াছে। শেয়ার-হোল্ডারের টাকার উপর এতাবৎ ১০৬।০ দেওয়া হইয়াছে।

—শাখাসমূহ—

খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালুনা, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), রাজসাহী, নাটোর, নওগাঁ, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এল, এম, মুখার্জ্জী, এম-এস-সি (ক্যাল), এ-সি-আই-এস (লণ্ডন)
চার্টার্ড সেক্রেটারী।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান

ইণ্ডিয়ান পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা

ফোন : কলি: ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.

আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।

আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

শিল্প কারখানার লাভ ও শ্রমিক কল্যাণের প্রশ্ন

এদেশে শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের বেতন, ভাতা এবং বাসস্থান প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক উন্নতি বিধানের কথা উঠিলে কারখানার মালিকরা অনেক সময়ই তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়া থাকেন। ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের লাভের সুযোগ যেরূপ সীমাবদ্ধ, তাহাতে অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের তুলনায় এদেশে ঐ বিষয়ে বিশেষ কিছু করা সম্ভবপর নহে —ইহাই তাঁহাদের যুক্তি। কিন্তু এইরূপ আপত্তি যে সর্ব্বথা অসঙ্গত, সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ মিঃ পি এ ওয়াদিয়া তাঁহার 'Our Economic Problem' নামক পুস্তকে তাহা ভালভাবেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের নিয়োজিত মূলধনের উপর গড়ে বৎসরে যে লাভ করে ভারতের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ সে তুলনায় অনেক বেশী হারে মুনাফা করিয়া থাকে। ১৯১৯ সাল হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত সময়ে ইংলণ্ডে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োজিত মূলধনের উপর সকল শ্রেণীর শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আদায়ী লাভের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ১০.৫ ভাগ ও শতকরা ১০.৬ ভাগ। কিন্তু ঐ সময়ে ভারতের শিল্প কারখানা-সমূহ গড়ে শতকরা ১৭.১ ভাগ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিল। আলাদাভাবে এদেশের পাট, বস্ত্র ও খনি (কয়লা) শিল্পের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ ওয়াদিয়া বলিয়াছেন, যুদ্ধের পূর্ব্বে ও যুদ্ধের সময়ে এই সব শ্রেণীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান যেরূপ বেশী হারে লাভ করিয়াছে দুনিয়ার অন্য কোন দেশে সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ডাণ্ডি হইতে প্রেরিত এক ট্রেড ইউনিয়ন ডেলিগেশন ১৯২৫ সালে ভারতের চট-শিল্প সম্পর্কে তদন্ত করিয়া এদেশের চটকলগুলি তাহাদের নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ৯০ ভাগ লাভ করিয়া থাকে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধান প্রধান চটকলগুলি তাহাদের নিয়োজিত শেয়ার মূলধনের উপর ১৯১৮ সালে শতকরা ২৫০ টাকা, ১৯১৯ সালে ৪২০ টাকা, ১৯২৪ সালে ১২০ টাকা, ১৯৩৪ সালে ৫০ টাকা ও ১৯৩৯ সালে ৩৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছিল। ইহাতে ১৯১৮ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত গড়ে বাৎসরিক লভ্যাংশ দাঁড়াইয়াছিল শতকরা ৮৮ টাকা। ভারতের কাপড়ের কলগুলির সমষ্টিগত লাভের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। ১৯২৭ সালে একটি টেরিফ বোর্ড ভারতের বস্ত্র-শিল্প সম্পর্কে তদন্ত করিয়া ১৯২০ সালে বোম্বাইয়ের ৪২টি মিল শেয়ার মূলধনের উপর গড়ে শতকরা ৪০ ভাগ লভ্যাংশ দিয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৪টি মিল লভ্যাংশ দিয়াছিল গড়ে শতকরা ১০০ টাকারও উপর। নাগপুরের এম্প্রেস মিল তাহার সূচনা কাল হইতে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত ৯ কোটি ২২ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছিল। প্রাথমিক মূলধনের তুলনায় এই লাভের পরিমাণ ৬১ গুণের চেয়েও বেশী। কয়লার খনি সম্পর্কে মিঃ ওয়াদিয়া বলেন, কট্রাজ, ঝরিয়ার কয়লার খনি-সমূহ ১৯১৮ সাল হইতে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত গড়ে শতকরা ৭০ ভাগ লভ্যাংশ দিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে তৈয়ারী মালের দর কয়েক গুণ বাড়িয়া যাওয়ায় দেশে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান চড়া হারে মুনাফা করিয়াছে। ১৯৩৯ সালে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিট লাভের ইনডেক্স নাম্বার বা সূচীসংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯৪৩ সালে চট-শিল্পের ক্ষেত্রে সেই লাভের পরিমাণ ৯২৬, বস্ত্র-শিল্প ক্ষেত্রে তাহার পরিমাণ ৬৪৫, চা-শিল্পের ক্ষেত্রে তাহার পরিমাণ ৩৯২, চিনি-শিল্পের ক্ষেত্রে তাহার পরিমাণ ২১৮ ও কয়লা-শিল্পের ক্ষেত্রে তাহা ১২৪ দাঁড়াইয়াছিল বলা চলে। ১৯৪২ সালে বোম্বাইয়ের ৭০টি মিল গড়ে শতকরা ২৭৲ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে।

এদেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয় কম বলিয়া কলকারখানার মালিকেরা শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি সম্পর্কে এবং বাসস্থানের দিক দিয়া উহাদের অবস্থার উন্নতি সাধনে যে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা কিরূপ অযৌক্তিক ও অর্থহীন মিঃ ওয়াদিয়ার উপরোক্ত আলোচনা হইতে তাহা স্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে। শিল্প-কারখানার মালিকেরা ভবিষ্যতে স্বেচ্ছায় শ্রমিক-কল্যাণের প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন ভাল, নতুবা দেশের কলকারখানার লাভ সম্পর্কে উপযুক্তরূপ খোঁজখবর লইয়া তদনুপাতে শ্রমিকদের বেতন ও ভাতার নিম্নতম হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই কর্ত্তব্য হইবে।

বিক্রয়কর বিরোধী হরতালের অবসান

১৮ দিন ব্যাপী হরতালের পর কলিকাতার ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণ পুনরায় ব্যবসা সুরু করিয়াছেন ও দোকান-পাট খুলিয়াছেন। বাঙ্গলার নূতন গবর্ণর জনমতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপাততঃ বিক্রয়কর বৃদ্ধি স্থগিত রাখিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। বিষয়টা তিনি নবনির্ব্বাচিত আইন সভার নিকট উপস্থিত করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। নূতন আইন সভায় বিক্রয়কর সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দেওয়া হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি। বিক্রয়করের দ্বারা শুধু যে বাঙ্গলায় ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা নহে, ইহার জন্য জনসাধারণকে অত্যন্ত ক্ষতিস্বীকার করিতে হইতেছে। সরাসরি এইভাবে ক্রেতাদের উপর কর ধার্য্যের নীতি অত্যন্ত অসঙ্গত। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধোত্তর বাঙ্গলায় নানারূপ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। সে ক্ষেত্রে বিক্রয়কর বসাইয়া মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধির কোন সার্থকতা নাই। কাজেই আয় বৃদ্ধির অন্য পন্থা খুঁজিতে হইবে।

ফসল বাড়ানোর চেষ্টা

খাদ্যাভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এবার গবর্ণমেণ্ট অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। খাদ্য-সঙ্কট প্রতিরোধের জন্য গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বের তুলনায় অনেক সচেষ্ট ও সক্রিয় হইয়াছেন। ফসল বাড়াইবার জন্য এবার যে চেষ্টা সুরু হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সক্রিয়তার কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রদেশে নানাবিধ খাদ্য-শস্য ও ফল-মূলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাষীদের উৎসাহিত করা হইতেছে। জলসেচের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে কূপ খননের জন্য আর্থিক ও সম্ভবমত অন্যান্য সাহায্য করিতে চাহিয়াছেন। কৃষকদিগকে সাহায্য ও ঋণদানের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। চাষীদের যে ঋণ দেওয়া হইবে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দিবেন। প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী কায়েম হইলে এই সকল কাজ অনেক দ্রুতগতিতে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় মাদ্রাজই এ ব্যাপারে বেশী অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট

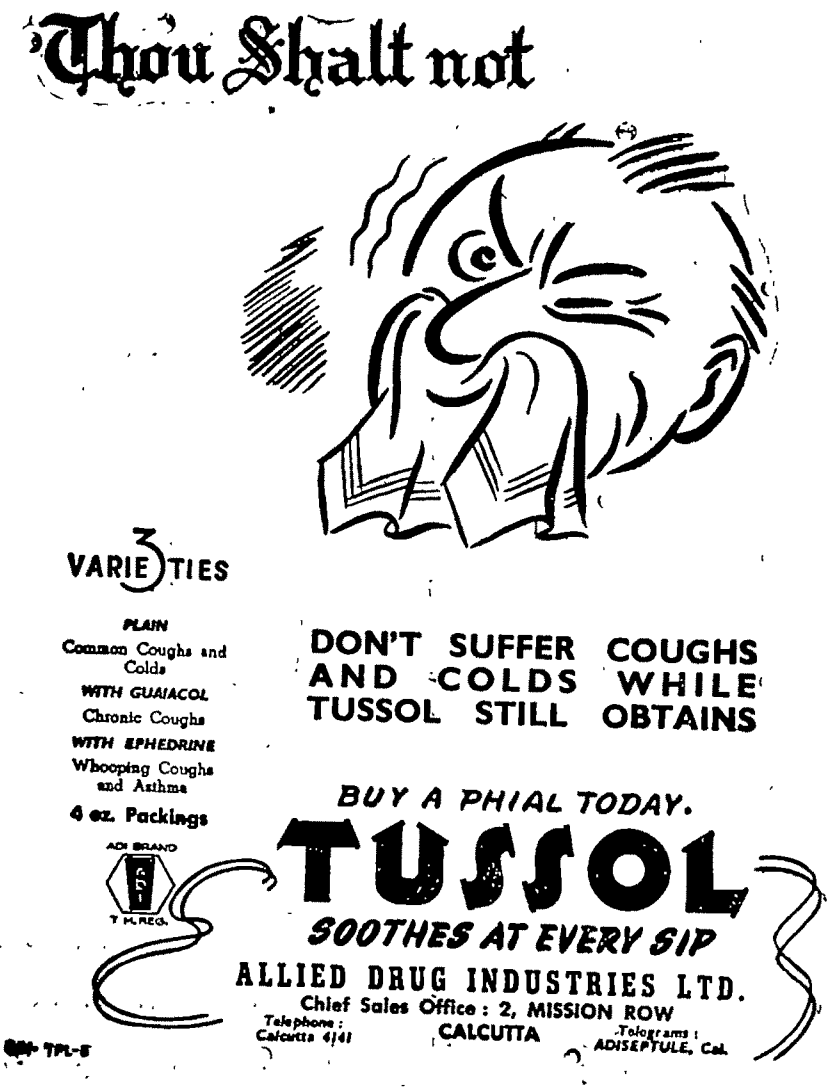

তিনটী জলাভাবপীড়িত জেলায় প্রত্যেকটীর জন্য দশ হাজার করিয়া মোট ৩০ হাজার কূপ খননের জন্য এক কোটি টাকা সাহায্য করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কোন কোন প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষীদের আংশিক জলকর ও খাজনা মাফ করিবার কথা উঠিয়াছে। ঐ সকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট মকুব টাকার অর্দ্ধেক পূরণ করিয়া দিবেন। চাষীদের উৎপন্ন খাদ্য-শস্যাদি সমস্তই উযুপক্ত মূল্যে গবর্ণমেণ্ট কিনিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবেন এবং এই ব্যবস্থায় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-গুলির কিছু ক্ষতি হইলে কেন্দ্রীয় সরকার তাহার অর্দ্ধেক পূরণ করিতে রাজী আছেন। মোটের উপর, ফসল বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ভালই বলিতে হইবে, তবে কেন্দ্রে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা খুবই কম।

চিনি শিল্পের ভবিষ্যৎ

ভারত সরকার বিভিন্ন শিল্পের সম্প্রসারণ সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য ২৯টী প্যানেল বা কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে চিনি, সুরাসার প্রভৃতি শিল্প সম্পর্কিত প্যানেল তাঁহাদের খসড়া রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ভারতের চিনি শিল্প নিয়ন্ত্রণ এবং চিনির উৎপাদন ও বিতরণ সম্পর্কে সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্যানেল সুরাসার প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য কয়েকটী প্রস্তাবও পেশ করিয়াছেন। উক্ত প্যানেলের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতের স্বাভাবিক চিনি উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে ১১ লক্ষ টন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ চিনির ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধ বাধিবার পর নানাবিধ কারণে চাহিদা শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বর্দ্ধিত চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতবর্ষকে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন চিনি উৎপাদন করিতে হইবে বলিয়া রিপোর্টে মন্তব্য করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫০ হাজার টন রপ্তানীর জন্য ধরা হইয়াছে। চিনির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দুইটী উপায় বাৎলানো হইয়াছে। একটী হইতেছে চিনির কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং অপরটী হইতেছে বর্ত্তমান কারখানাগুলিকে সম্প্রসারিত করা।

প্রথমোক্ত উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া রিপোর্টে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ভারত সরকার নিম্নলিখিত প্রদেশগুলিতে নিম্নলিখিত সংখ্যক নূতন কারখানা স্থাপন অনুমোদন করিয়াছেন :—

প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য	কারখানার সংখ্যা
বাঙ্গলা	২
আসাম	১
পাঞ্জাব (দেশীয় রাজ্যের জন্য ১টী ধরিয়া)	৩
বোম্বাই (ঐ)	৪
মাদ্রাজ	২
বিহার	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১
বরোদা	১
ত্রিবাঙ্কুর	১
হায়দ্রাবাদ	১
মোট	১৭

যুক্তপ্রদেশে ৭৬টী চিনির কারখানা থাকায় যুক্তপ্রদেশে আর কারখানা স্থাপনে সম্মতি দেওয়া হয় নাই। অবশ্য বিহারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ যুক্তি দেখানো যায়, কিন্তু সেখানে একটী কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এ ব্যাপারে বাঙ্গলার প্রতিই সর্ব্বাপেক্ষা অবিচার করা হইয়াছে। চিনি শিল্প সংক্রান্ত প্যানেলের রিপোর্টে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং চিনির চাহিদাও যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাও দেখানো হইয়াছে। কিন্তু চিনি ব্যবহারের দিক হইতে বাঙ্গলা দেশ যে ভারতে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে প্যানেল তাহা আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ভারত সরকারও তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলা দেশে চিনি শিল্পের বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উপযুক্ত আখের চাষ বৃদ্ধি করিতে পারিলে বাঙ্গলা দেশে ১০টী চিনির কারখানা স্থাপিত হইতে পারে এবং তজ্জন্য অন্যান্য প্রদেশের চিনি শিল্প কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। প্রত্যেক প্রদেশকে প্রত্যেক ব্যাপারেই স্বাবলম্বী হইতে হইবে এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু কোন ব্যাপারে কোন প্রদেশের স্বাবলম্বী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিলে তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া সঙ্গত নয়। ইহার দ্বারা সর্ব্বভারতীয় অর্থনীতিই শেষ পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বাঙ্গলা দেশে দুইটী নূতন চিনির কারখানা স্থাপনে অনুমতি দিয়া গবর্ণমেণ্ট সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না। বাঙ্গলা দেশে অন্ততঃপক্ষে ৫টী নূতন চিনির কারখানা স্থাপন করিতে দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের সহযোগিতায় পরিকল্পনা স্থির করাই ভারত সরকারের কর্ত্তব্য।

তৈলবীজের ব্যবসায়ে ভারতের স্থান

ভারতে নানাবিধ তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া তিসি ও চীনাবাদামের চাষে ভারতবর্ষ বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতবর্ষে মোট আড়াই কোটি একর জমিতে তৈলবীজের চাষ হয়। ১৯৩৯—৪০ সালে ভারতবর্ষে ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার টন চীনাবাদাম, ১১ লক্ষ ৪ হাজার টন সরিষা, ৪ লক্ষ ৩ হাজার টন তিসি এবং ৪৪ হাজার টন রেড়ীর বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতে উৎপন্ন তৈলবীজসমূহের আনুমানিক বার্ষিক মূল্য দুই শত কোটি টাকা হইবে। এ অবস্থায় তৈলবীজসমূহ যে ভারতের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে তৈলবীজসমূহের গুরুত্ব তেমনভাবে স্বীকৃত হয় নাই। পাট ও তুলার চাষ ও শিল্প সম্পর্কে সুনিয়ন্ত্রিত নীতি নির্দ্ধারণ গবেষণা ইত্যাদির জন্য যে প্রকার সর্ব্ব-ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি আছে, তৈলবীজের জন্য সেরূপ কোন কমিটি আজ পর্য্যন্ত স্থাপিত হয় নাই। অনেক দিন ধরিয়া চেষ্টা ও আন্দোলনের পর এইবার কেন্দ্রীয় পরিষদে একটী বিল উত্থাপিত হইয়াছে। বিলটীর নীতি সকলেই সমর্থন করেন। উহা একটী সিলেক্ট কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে। সিলেক্ট কমিটি তাঁহাদের মতামত জ্ঞাপনের পর বিলটী আইনে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু তৈলবীজ সম্পর্কে আরও কয়েকটী বিষয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্ট ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্যগণ লক্ষ্য রাখিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। এ পর্য্যন্ত তৈলবীজ প্রধানতঃ রপ্তানীর জন্য উৎপাদিত হইত। দেশের পক্ষে

পিপলস ক্রেডিট ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
—ঃ হেড অফিস ঃ—
পি-২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ৩৪৬।
শাখাসমূহ
শ্যামবাজার, শিবপুর, পাটনা,
রাঁচি, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, চৌধুরী

ফোন : ক্যাল ৩৯৫ গ্রাম : LALIKAY, কলিকাতা।
লাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
পৃষ্ঠপোষক : সিকিমের মহামান্য মহারাজকুমার
চেয়ারম্যান—ডাঃ এস, কে, বসু, কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ কে, লাল
মিঃ জে, এম, কোহেন, মিঃ পি, গুপ্ত, মিঃ আর, এম, করঞ্জাই
ডিরেক্টর ফিনান্স ইন-চার্জ্জ। ডিরেক্টর ও ম্যানেজার। ডিরেক্টর জেনারেল সেক্রেটারী।
শাখাসমূহ : কালিম্পং, কুড়িগ্রাম, হাওড়া।
দার্জ্জিলিং শাখা সত্বর খোলা হইবে।

ইহা মঙ্গলদায়ক হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া কোন কাঁচা মাল উৎপাদনের নীতি বিপজ্জনকও বটে। যুদ্ধের সময় হইতে ভারতবর্ষে তৈলবীজ নিষ্পেষণের কারখানাসমূহের প্রসার হওয়ায় এই অবস্থার অনেকটা অবসান হইয়াছে। এক্ষণে রপ্তানী বাণিজ্য একেবারে বন্ধ না করিয়াও আভ্যন্তরীণ তৈল-শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা যাইতে পারে এবং করা উচিত। বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কটের কথা চিন্তা করিলে তৈলবীজ চাষের জমি বাড়াইতে কেহই বলিবেন না, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। স্যার ফিরোজ খারেঘাটও একর প্রতি তৈলবীজের উৎপাদন ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি নজর দিতে বলিয়াছেন। তৈল-শিল্প সম্প্রসারণের যে বড় ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে তাহা স্যার ফিরোজ খারেঘাটের মন্তব্য হইতেই বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন দেশের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তৈল ও সজাত পদার্থ শতকরা আড়াই শত ভাগ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট ও কেন্দ্রীয় পরিষদ এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নূতন বিলটী আইনে পরিণত করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

জাপানের বস্ত্রশিল্প

যুদ্ধপূর্ব্ব যুগে জাপানের বিরাট বস্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতায় বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি বড় বড় শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিকেও হটিয়া যাইতে হইয়াছিল এবং ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পও বিপন্ন হইয়াছিল। যুদ্ধের ফলে জাপানের সেই বিরাট বস্ত্র-শিল্প কার্য্যতঃ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। জাপানী বস্ত্র-শিল্পের তীব্র প্রতিযোগিতার বিষয় চিন্তা করিলে এই খবর আপাতমধুর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার ফলে যে গুরুতর সঙ্কটের সৃষ্টি হইবে, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সমস্ত জিনিষেরই অভাব দেখা দিয়াছে। "মোটা ভাত-কাপড়" বলিতে যাহা বুঝায় তাহার অভাবই আজ সর্ব্বত্র সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। এই অবস্থায় জাপানী বস্ত্র-শিল্পের শোচনীয় দুর্গতিতে কাহারও উৎসাহ বোধ করিবার কারণ নাই। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে এই ঘটনা সঙ্কটের আকারেই দেখা দিবে। "টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়ার" বিশেষ সংবাদদাতার রিপোর্টে প্রকাশ যে, জাপানের বস্ত্র-শিল্পের তিন-চতুর্থাংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, তবু জাপানের বস্ত্র-শিল্প পুরাপুরিভাবে চালু হইলেও যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশের বেশী বস্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে না। যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগে জাপান চারশত কোটি বর্গগজ বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত এবং ইহার মধ্যে ২ শত ৪০ কোটি বর্গগজ বস্ত্র অর্থাৎ মোট উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানী করা হইত। এই হিসাব হইতে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমানে জাপানের ধ্বংসাবশিষ্ট কারখানাগুলি চালু হইলে জাপান কোনরূপে নিজের প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে। ইহা অবশ্য মন্দের ভাল। কিন্তু বর্ত্তমানে সমগ্র প্রাচ্যে ভারতবর্ষ ছাড়া কোথাও উন্নত বস্ত্র-শিল্প না থাকায় প্রাচ্যের বস্ত্রসমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিবে। ইউরোপ ও আমেরিকা বর্ত্তমানে প্রাচ্যের চাহিদা মিটাইতে সমর্থ নহে এবং ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলি দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদাই মিটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ভারতবর্ষের মিলমালিকরা যদি জাপানের শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা না করেন তাহা হইলে ভারতের নিদারুণ বস্ত্রাভাব মিটিবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। বিদেশ হইতে নূতন কলকারখানা আমদানী করিয়া তাঁহারা যে বস্ত্র-শিল্প সম্প্রসারিত করিবেন এমন সম্ভাবনাও নাই। কাজেই জাপানের বস্ত্র-শিল্প নষ্ট হওয়ায় ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের কোন সুবিধাই হয় নাই। পক্ষান্তরে, জাপানই ভারতের ছোট আঁশের তুলার সর্ব্বপ্রধান খরিদ্দার ছিল। জাপানী বস্ত্র-শিল্প নষ্ট হওয়ায় এই চাহিদা আর থাকিল না, ফলে তুলা-রপ্তানী বাণিজ্যে ভারতের প্রভূত ক্ষতি হইবে।

কচুরীপানার ভবিষ্যৎ

বাঙ্গলা দেশের পরম শত্রু কচুরীপানার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হইতেছে। অধ্যাপক ডি, জি আরনট নামক একজন বৈজ্ঞানিক বহু গবেষণার পর আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কচুরীপানা হইতে জমির সার, চিনি, গ্লুকোজ, কৃত্রিম রবার, সুরাসার প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। অধ্যাপক আরনট আণবিক পদার্থতত্ত্ববিদ। জনৈক ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে (ইনি নাম প্রকাশ করিতে রাজী নহেন) তিনি বাকিংহামসায়ারের অন্তর্ভুক্ত আমার্সহ্যামে এক গবেষণাগার স্থাপন করিয়া কচুরীপানা লইয়া গবেষণা চালান। অধ্যাপক ৪ জন সহকর্ম্মী ও ৭ জন সহযোগী লইয়া এপ্রিল মাসে ভারতে আসিতেছেন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতিদের যোগ স্থাপন করাই এই প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য। এই প্রতিনিধি দলের আগমনের ফলে শীঘ্রই ভারতে একটি বৃহৎ নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিবে এরূপ অনুমান করিলে বোধহয় ভুল হইবে না।

ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ এবং সেখানে নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের সাহায্যে নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিবার চেষ্টারও বিরাম নাই। তাই বাঙ্গলা দেশের অভিশাপস্বরূপ কচুরীপানা লইয়া গবেষণা করিয়া নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ইংলণ্ডের একজন ধনী ব্যক্তি উদ্যোগী হইলেন, কিন্তু দুর্ভাগা ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্ট ও ধনী সম্প্রদায় বসিয়া বসিয়া শুধু দিন গুণিলেন।

যাহা হউক, বিদেশীদের প্রচেষ্টায় একটি সর্ব্বনাশা জিনিষ যদি মঙ্গলকর হইয়া উঠে তজ্জন্য আমরা নিশ্চয়ই সেই বিদেশীদের কৃতজ্ঞতা জানাইব এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতিগণকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে বলিব।

খাদ্য বনাম তুলা

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া ১৯৪৬-৪৭ সালে তুলা চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, শুধু তুলার ব্যবসায়ের দিক হইতে লক্ষ্য করিলে তুলার চাষ বৃদ্ধি করাই সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হইবে। কিন্তু খাদ্যের গুরুতর পরিস্থিতি বিবেচনা করিলে যাহাতে তুলার চাষ ১৯৪৬-৪৭ সালে ১৯৪৫-৪৬ সালের তুলনায় বৃদ্ধি না পায় ভারত সরকার ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির পক্ষ হইতে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও বস্ত্রশিল্পবিশেষজ্ঞ স্যার চুণীলাল মেটা এ বিষয়ে একমত হন নাই। তাঁহার মতে খাদ্যের অভাব আছে ইহা সত্য, কিন্তু খাদ্য-সঙ্কট উপস্থিত হইবে এমন কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই এবং বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী হইতেও সুরু করিয়াছে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। স্যার চুণীলালের মতে তুলার চাষ বৃদ্ধি না করিলে তুলার ব্যবসায়ে ভারতবর্ষকে হটিয়া যাইতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের তুলার যখন সর্ব্বত্র চাহিদা রহিয়াছে ঠিক তখনই মার্কিন গবর্ণমেণ্ট মার্কিন আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্কের মারফৎ রপ্তানীর জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া অথবা প্রচুর ঋণ দিয়া মার্কিন তুলা রপ্তানীর দ্বারা ভারতের স্থান পূরণ করিতেছেন।

স্যার চুণীলালের আশঙ্কা মিথ্যা নহে। ইতিপূর্ব্বে চীন ও জাপানে উদ্বৃত্ত তুলার রপ্তানী সম্পর্কে আমরাও অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম।

তথাপি ভারতের সাম্প্রতিক খাদ্য-পরিস্থিতি এবং বড়লাট ও নেতৃবৃন্দের ঘোষণা ও বিবৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে, কেন্দ্রীয় তুলা কমিটির প্রস্তাবই সমীচীন হইয়াছে। আমাদের মনে হয় স্যার চুণীলালও এক্ষণে একথা স্বীকার করিবেন।

খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করা অত্যন্ত পীড়াদায়ক, বিশেষ করিয়া যখন যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই খাদ্যাভাব ও খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিয়াছে তখন ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হইলেও কতটা সাহায্য পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। এ অবস্থায় বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও আত্মনির্ভরশীল হইবার চেষ্টা করাই শ্রেয়। গান্ধীজীও তাঁহার বিবৃতিতে ঠিক এই জিনিষটীর উপরই জোর দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, ভারতের বাড়তি তুলা বাহিরে রপ্তানী করিবার জন্য এখন মাতামাতি না করিয়া বস্ত্র-সঙ্কট সমাধানের জন্য দেশেই ব্যবহার করা উচিত। ভারতের প্রয়োজন মিটাইয়া তুলা রপ্তানী-বাণিজ্যে ভারত তাহার যোগ্য আসন গ্রহণ করুক, ইহা আমরা সকলেই কামনা করি; কিন্তু ভারতের সমস্ত সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সর্ব্বব্যাপী পরিকল্পনা স্থির না করিয়া কোন একটি বিষয়ের উপর জোর দিলে কোনটিই কার্য্যকরী হইবে না।

রেল-ষ্টীমার প্রতিযোগিতা

রেল-রোড বা ট্রেণ-বাস সমন্বয়ের কথা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে রেল-রিভার বা ট্রেণ-ষ্টীমার প্রতিযোগিতার প্রশ্নও উঠিয়াছে। ট্রান্সপোর্ট পলিসি কমিটি এই বিষয় লইয়া শীঘ্রই আলোচনা সুরু করিবেন। গত বৎসর কেন্দ্রীয় পরিষদে এই বিষয় সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ছাঁটাই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর গবর্ণমেণ্ট উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে রেল-ষ্টীমার প্রতিযোগিতার ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য দুই জন বিশেষজ্ঞকে আহ্বান করেন। তাঁহারা রিপোর্ট প্রণয়ন ও পেশ করিয়াছেন। আভ্যন্তরীণ জলপথ ও জলযান প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আওতায় পড়ে, কাজেই এ বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির সহিত পরামর্শ করিবার প্রয়োজন আছে। এই কারণেই জলপথ ও জলযান সংক্রান্ত মূল সমস্যাগুলি বিবৃত করিয়া ভারত সরকার আসাম, বাঙ্গলা ও বিহার সরকারের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সরকার ইতিমধ্যেই উহার জবাব দিয়াছেন। বিহার ও আসাম সরকারের জবাবও শীঘ্রই পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

আভ্যন্তরীণ জলপথের সমস্যা বাঙ্গলার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাঙ্গলা দেশ নদীমাতৃক। বাঙ্গলার সুদীর্ঘ নদীপথে অনেকগুলি ষ্টীমার কোম্পানীর ষ্টীমার চলাচল করিয়া থাকে। আরও বহু ষ্টীমার ও মোটরলঞ্চের লাইন খুলিবার সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলার অধিকাংশ বড় ষ্টীমার কোম্পানীই বিদেশী। আর কোন দেশেই এরূপ অদ্ভুত অবস্থা কল্পনা করা যায় না। এই বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীগুলি অবাধে বাঙ্গলার নদীপথগুলির উপর রাজত্ব করিতেছে। যাত্রীদের সর্ব্বপ্রকারে লাঞ্ছনা করাই যেন ইহাদের কাজ, অথচ অভিযোগ করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না, কারণ ইহারা 'রাজার ঝিয়ারী, সোহাগিনী প্যারী।' গবর্ণমেণ্ট রেল-ষ্টীমার প্রতিযোগিতা সম্পর্কে তদন্তের দ্বারা রেল-বাস সমন্বয়ের মত কোন পরিকল্পনা চালু করিবার চেষ্টা করিতেছেন কি না জানি না, কিন্তু এই বিদেশী কোম্পানীগুলিকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাব যে সকলেই সমর্থন করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং-এর বিনিময়ে বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীগুলিকে স্বদেশী কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত করিবার চেষ্টা এখন হইতেই করা উচিত। আভ্যন্তরীণ জলপথে কোন বিদেশী কোম্পানীকে জলযান প্রভৃতি চালনা করিবার অধিকার আর দেওয়া সঙ্গত নয়। আশা করি ভারত সরকার এবং ট্রান্সপোর্ট পলিসি কমিটি রেল-ষ্টীমার প্রতিযোগিতার প্রশ্ন আলোচনাকালে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা করিতে ভুলিবেন না।

কয়লার পরিবর্ত্তে মাটির ঢেলা

কয়লা-সমস্যার উল্লেখ ও আলোচনা আমরা বহুবার করিয়াছি। কিন্তু কয়লার উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা লইয়া বিশেষ কোন আলোচনা আমরা করি নাই। কারণ "নাই মামা অপেক্ষা কানা মামা ভাল" এই প্রবাদবাক্য মানিয়া চলাই আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছি। কয়লা পাওয়া যায় না—ইহার উপর গুণাগুণ আলোচনা করিয়া লাভ কি? যুদ্ধের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত কয়লা নামে অভিহিত মাটির ঢেলা অথবা প্রস্তর খণ্ড জ্বালাইবার যন্ত্রণা সমস্ত পরিবারই ভোগ করিয়া আসিতেছেন, কখনও উহারই মধ্যে কিছুটা ভাল কয়লা পাইয়া সকলেই ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। কিন্তু এই ধরণের অপকৃষ্ট কয়লা বা কয়লা বলিয়া অভিহিত প্রস্তরখণ্ড বা মাটির ঢেলা সরবরাহের ফলে শিল্পগুলিকে তথা সমগ্র ভারতবর্ষকে কি পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে আমেদাবাদ ইলেকট্রিসিটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান মিঃ নোয়েল প্যাটন তাহার কিছুটা আভাষ দিয়াছেন। মিঃ নোয়েল প্যাটন ক্ষতির যে আভাষ দিয়াছেন তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। মিঃ নোয়েল প্যাটন উক্ত কোম্পানীর বার্ষিক সভায় বলেন যে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর কোম্পানীর যে বৎসর শেষ হইয়াছে [illegible] বৎসরে মোট ১ লক্ষ ২৭ হাজার টন কয়লা পোড়া[illegible] হয়। যুদ্ধের আগে যে ধরণের ভাল কয়লা পাওয়া যাইত সেই ধরণের কয়লা হইলে ঐ পরিমাণ অপেক্ষা অন্ততঃ পক্ষে ২৮ হাজার টন কম কয়লা

অভূতপূর্ব্ব সমাদর

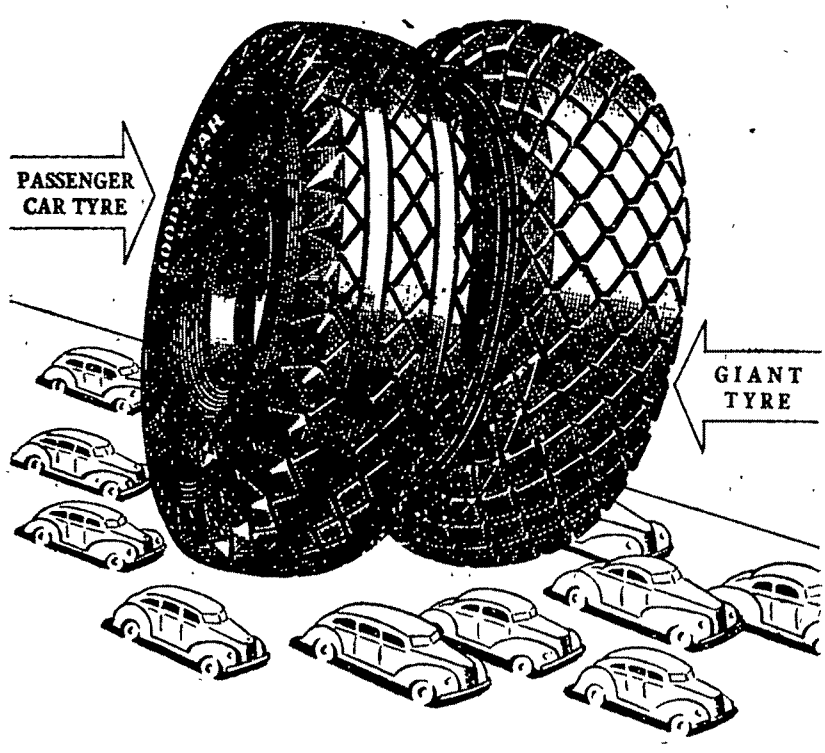

গত ৩০ বৎসর যাবৎ উপর্য্যুপরি সমস্ত পৃথিবীর লোক গুড ইয়ার টায়ারকেই প্রথমে মনোনীত করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু বর্ত্তমানে গুড ইয়ার টায়ারের সমাদর নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে। কারণ, বর্ত্তমান যুদ্ধের জরুরী অবস্থার সময়েও অবস্থণ এই সমস্ত গুড ইয়ার টায়ার ইহাদের কার্য্যকারিতার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। অন্যান্য মেকারের টায়ারের তুলনায় গুড ইয়ার টায়ার বর্ত্তমানে যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। গুড ইয়ার টায়ারের এইরূপ কার্য্যকারিতা এবং সমাদর লাভ, যে অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের সাহায্যে উহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং নৈপুণ্যের সমন্বয়ে গুড ইয়ার টায়ার নির্ম্মিত হয় বলিয়াই অতিরিক্ত মাইল চলাচল, ন্যূনতম খরচ এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাপত্তা গুড ইয়ার টায়ারের বৈশিষ্ট্য।

আপনার ব্যবসায়ীর নিকট গুড ইয়ার টায়ারের অনুসন্ধান করুন—তাহার নিকট গুড ইয়ার টায়ার মজুদ আছে।

GOODYEAR
THE GREATEST NAME IN RUBBER

NO. 108

ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের নিয়মাবলীর ৯৪-ক ধারা অনুসারে এই শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। জনসাধারণের পরীক্ষার জন্য এই অনুমতি পত্রের সম্পূর্ণ কপি কোম্পানীর হেড অফিসে রাখা হইয়াছে। ইহা সুনিশ্চিতভাবে বুঝিতে হইবে যে, এই অনুমতি দিয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর কোন পরিকল্পনার অর্থনীতিক নিরাপত্তা অথবা উহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত কোন বিবৃতি বা মতামতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারিজ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস—১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অনুমোদিত ও বিক্রয়যোগ্য মূলধন ২৫,০০,০০০৲ টাকা

(পঁচিশ লক্ষ টাকা)

প্রতি শেয়ার ১০৲ টাকা হিসাবে ২,৫০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত

শেয়ার প্রতি আবেদনের সহিত ২৷৷০ টাকা, শেয়ার বিলির ৩০ দিনের মধ্যে ২৷৷০ টাকা এবং বাকী টাকা প্রতি কিস্তিতে ২৷৷০ টাকা হিসাবে অন্যূন দুই মাসের ব্যবধানে সমান দুই কিস্তিতে দেয়। প্রত্যেক আবেদনের সহিত ভর্ত্তি ফি বাবদ ১৲ টাকা দিতে হইবে।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্, ডিরেক্টার্স ও তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবেরা ৫,০০,০০০৲ (পাঁচ লক্ষ) টাকার শেয়ার নিজেরাই কিনিয়া লইবেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্

মেসার্স বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অডিটর্স

মেসার্স এইচ সি দাশ এণ্ড কোং, আর এ

(ইনকরপোরেটেড একাউণ্টাণ্টস্)

১।১নং ভ্যান্সিটার্ট রো, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কার্স

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা।

সলিসিটর্স

মেসার্স দত্ত এণ্ড সেন

"টেম্পল চেম্বারস্"

৬নং ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এবং

এস এন সেন এস্কোয়ার

৯নং ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুষ্ঠানপত্র

কয়লার খনি হইতে কয়লা উত্তোলন এবং কয়লা, কোক, হার্ড কোক এবং অন্যান্য বাই প্রডাক্টস প্রস্তুত ও উহার ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে কোম্পানী গঠিত হইয়াছে।

কোম্পানী ঝরিয়া কয়লার খনি অঞ্চলে নর্থ বোরারি কোলিয়ারি নামক একটী চলতি ও সম্পূর্ণরূপে আধুনিক যন্ত্রপাতি-সজ্জিত কয়লার খনি ক্রয় করিয়াছেন। ঝরিয়া রেল ষ্টেশন হইতে মাত্র ৩ মাইল দূরে খনিটী অবস্থিত এবং জেলা বোর্ডের একটী পাকা রাস্তার সহিত সংলগ্ন। উহার মূল্য ৬,৩০,০০০৲ টাকা সলিসিটারদের দ্বারা খনির স্বত্ব-স্বামিত্ব পরীক্ষা করাইয়া খনির বিক্রেতাগণকে সাকুল্য পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত খনিতে ৭টীরও অধিক কয়লার সিম (Seams) রহিয়াছে এবং উহাতে হার্ড কোকের জন্য একটী সুসজ্জিত কোক-ওভেন (Coke-oven) খনির দুইটী কয়লা রাখিবার আঙ্গিনায় দুইটী রেলওয়ে সাইডিং এবং নামমাত্র দামে কেনা ৮,০০০ টন কয়লা আছে। এই খনি হইতে বর্ত্তমানে প্রতি মাসে ৭০০০ টন করিয়া কয়লা উত্তোলিত হইতেছে। খনিটীর আরও উন্নতিবিধান করা হইলে উহা হইতে প্রতি মাসে আরও বেশী কয়লা উত্তোলন করা যাইবে আশা করা যায়।

খনিতে ডিরেক্টরদের বাঙ্গলা, ম্যানেজারের বাঙ্গলা অফিসার ও কেরাণীদের বাসস্থান, মাল-গুদাম, কুলী লাইন ইত্যাদির জন্য উপযুক্তরূপ বাসগৃহ রহিয়াছে এবং এই সব বাসগৃহের সহিত জল কলের সংযোগ রহিয়াছে। উহা ছাড়া খনিতে একটী ওয়ার্কসপ এবং কয়লা রাখিবার কতিপয় আঙ্গিনাও রহিয়াছে।

ছয় শতেরও বেশী সংখ্যক মজুর বর্ত্তমানে খনিতে কাজ করে এবং এই সব মজুরদের অধিকাংশই বসবাস করে খনি এলাকার মধ্যেই। ইহা ছাড়া আশেপাশের বস্তীগুলি হইতেও প্রয়োজনমত যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ এবং অদক্ষ মজুর পাওয়া যায়। ইহার ফলে দূরবর্ত্তী অঞ্চল হইতে মজুর সংগ্রহ করিবার দুর্ভাবনা ও ব্যয়বাহুল্যের হাত হইতে কোম্পানী রেহাই পাইয়াছে।

বর্ত্তমানে উত্তোলিত কয়লার সমস্ত অংশই পাওয়া যায় কোম্পানী কর্ত্তৃক নিযুক্ত কয়লা-উত্তোলনকারী ঠিকাদারদের (Raising Contractors) নিকট হইতে। কয়লা উত্তোলনের জন্য ঠিকাদারদের যে চুক্তিকৃত দর দেওয়া হয় তাহার এবং নিয়ন্ত্রিত বিক্রয়দরের মধ্যে পার্থক্য অনেক; ফলে কোম্পানীর হাতে মোটারকমের নিশ্চিত লাভ থাকে।

উল্লেখ করা যায় যে, এই কোলিয়ারিটী গবর্ণমেণ্ট ও রেল কোম্পানীগুলিকে নিয়মিত কয়লা সরবরাহ করিয়া আসিতেছে।

কয়লা বিক্রয়ের মুনাফা ছাড়াও খনিতে অবস্থিত কোম্পানীর নিজস্ব কোক্‌ওভেনে উৎপাদিত সফ্‌ট কোক্ এবং হার্ড কোক্ বিক্রয় করিয়াও কোম্পানী যথেষ্ট লাভের আশা করে।

আরও কয়লার খনি লইয়া প্রতি মাসে অন্যূন কুড়ি হাজার টন কয়লা উত্তোলন করিয়া যাহাতে আরও বেশী মুনাফা করা যায় তদুদ্দেশ্যে কোম্পানী ইতিমধ্যেই আরও কতকগুলি চালু কয়লার খনি ক্রয় করিবার জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

শেয়ারের জন্য আবেদন

নিম্নলিখিত ফরমে শেয়ারের জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং কোম্পানীর অফিস অথবা উহার ব্যাঙ্কার দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা অথবা উহার শাখাসমূহে পেশ করিতে হইবে।

ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারিজ লিঃ-এর ডিরেক্টর্স সমীপে—
১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

তাং.....১৯৪৬

ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি/আমরা এতদ্‌সহ চেক/নগদ টাকা অথবা পোষ্টাল মণি অর্ডারে প্রতি শেয়ারের জন্য আবেদন হিসাবে ২৷৷০ টাকা এবং ভর্ত্তি ফি ১৲ টাকা মোট.....টাকা প্রেরণ করিয়া আপনাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি যে, আপনারা আমার/আমাদের নামে উপরোক্ত কোম্পানীর প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের.....শেয়ার বিলি করেন। আমি/আমরা এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপরোক্ত সংখ্যক অথবা উহার কম সংখ্যক যত শেয়ার আপনারা আমার/আমাদের নামে কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেল অনুযায়ী বিলি করিবেন তাহা আমি/আমরা গ্রহণ করিব।

.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

.....

স্বাক্ষী—

পূর্ণ নাম (বড় অক্ষরে).....

পিতা অথবা স্বামীর নাম.....

ব্যবসা.....

ঠিকানা.....

কোম্পানী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বা ফার্ম্মের নিকট হইতে শেয়ার বিক্রয়ের এজেন্সীর জন্য আবেদন বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত্তে বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।

পোড়াইলেই কাজ চলিয়া যাইত। এই বাজে কয়লার পরিমাণ মোট কয়লার শতকরা ২২ ভাগ এবং ইহার জন্য ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে ও রেলওয়ের দশলক্ষ ওয়াগণ, মাইলের ভাড়া নষ্ট হইয়াছে। শুধু একটি বিদ্যুৎ উৎপাদক কোম্পানীকে যদি বাজে কয়লার জন্য এই পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়া থাকে তাহা হইলে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন শিল্প ও জনসাধারণের মোট ক্ষতির পরিমাণ কতটা হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। গবর্ণমেণ্ট ও খনিমালিকরা এই বিষয়টীর প্রতি দৃষ্টি দিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। চাহিদার সুযোগ লইয়া যাহা খুসী তাহা সরবরাহ করিয়া বেশীদিন ব্যবসা বজায় রাখা যায় না, ইহাও খনিমালিকদের স্মরণ রাখা উচিত।

চা-ব্যবসায়ের অবস্থা

১৯৪২ সাল হইতে ভারতবর্ষ হইতে ব্যক্তিগতভাবে চা-রপ্তানী নিষিদ্ধ হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের খাদ্য-দপ্তর ভারতের রপ্তানীযোগ্য চা-র একমাত্র ক্রেতা। ওয়াশিংটনস্থিত সম্মিলিত খাদ্য বোর্ড বৃটিশ খাদ্য দপ্তর কর্ত্তৃক ক্রীত চা কোন্ দেশে কি পরিমাণে পাঠাইতে হইবে তাহা স্থির করিয়া দেন। যুদ্ধের পর এইরূপ একচেটিয়াভাবে চা-ক্রয় ও বিভিন্ন দেশে রপ্তানীর ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই, এ কথা বহুবার বলা হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ বেশী দিন এই ব্যবস্থা আর বহাল রাখা হইবে না।

যাহা হউক, গত ৪ বৎসরকাল ভারতবর্ষ হইতে চা-ক্রয় ও রপ্তানীর পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য তালিকা গোপন রাখা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ব্যবস্থা আর বহাল রাখা হইবে না বলিয়াই গোপনতা সম্পর্কে কড়াকড়ি হ্রাস করা হইয়াছে এবং "টি এণ্ড রাবার মেল" নামক পত্রিকায় ১৯৪৪-৪৫ সালের চা রপ্তানীর তথ্য-তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই তথ্য-তালিকা হইতে ভারতের চা-শিল্পের এবং চা-রপ্তানী বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটী পরিষ্কার ধারণা করা যায়।

সম্মিলিত খাদ্য বোর্ড ১৯৪৪ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দেশগুলির জন্য চা-রপ্তানীর নিম্নলিখিতরূপ কোটা ধার্য্য করিয়াছিলেন :—

দেশ	পাউণ্ড
আর্জ্জেণ্টিনা	১,৪৩০,৩৯৩
অষ্ট্রেলিয়া	১২,১২৫,০৩০
আরব রাজ্যগুলি	১,৯০৪,০০০
কানাডা ও গ্রীনল্যাণ্ড	৩১,৩৪৩,২০৫
চিলি	১,৪৩৫,৫৬০
ইরাক	২,৬৭২,৩২০
জ্যামেকা	২৮,৫৬০
নিউজিল্যাণ্ড (ফিজি সহ)	১,০০০,০০০
ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশ	২৫১,১১০
পেরু	৫৫৫,৫৫৫
পারস্য	২,৩৩৪,৯২৯
সুইজারল্যাণ্ড	৩৩৭,৬৮০
সুইডেন	৪৩২,৬২০
সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে বিদেশে চালান	৪,৫০০,০০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	৫,২৯৬,৯৬৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫০,৩৯২,৪৪৫
সোভিয়েট ইউনিয়ন	৬,৭২০,০০০
উরুগুয়ে	১০৬,৫২৩
বৃটেন (যুক্তরাজ্য)	২৩৮,৫৩৬,৩৪৭
তুরস্ক	১,০৭৬,৫৯১
ফকল্যাণ্ড দ্বীপ	২০,৪৮৭
এডেন	২৬৮,০০০
মোট	৩৬২,৭৬৮,৯৬৮

উক্ত হিসাবে বলা হইয়াছে বৃটিশ খাদ্য দপ্তরের নিকট হইতে পারস্য আরও ৫,৭৮৩,৪৬১ পাউণ্ড চা পাইয়াছে। কোথা হইতে এই চা পাওয়া গিয়াছে, তাহা উল্লেখ করা হয় নাই। হিসাবের মধ্যে মিশর প্রভৃতি উত্তর আফ্রিকার দেশগুলির উল্লেখ নাই। খুব সম্ভব বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে ঐ সকল দেশে চা সরবরাহ করা হইয়াছে। অন্যান্য দেশেও পূর্ব্ব-আফ্রিকার চা সরবরাহ করা হইয়াছে। তবে ভারতীয় চা-র চাহিদা, ঐ সকল দেশে কমে নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মিশরে ভারত ও সিংহলের চা-র চোরাবাজার বেশ চড়া দরেই বিকাইয়াছে।

উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের অর্দ্ধেক

কমারসিও ডবল বেনিফিট স্কীম

সুদের হার
১ বৎসর ... ৫ প্রতিশত
২ ,, ... ৫॥ ,, ,,
৩ ,, ... ৬ ,, ,,

সাধারণতঃ আমাদের ডবল বেনিফিট স্কীমে ৫০০৲ বা ততোধিক টাকা জমা লইয়া নির্দ্দিষ্ট সুদ-ছাড়াও উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের শতকরা ৫০৲ টাকা দিয়া থাকি।

পত্র লিখিলে আমাদের 'সাপ্তাহিক শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট' পাঠান হয়।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড
ফোন : বি,বি,৫৪৪১ ৩০।১ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা COMMERSYND
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর
মিঃ টি,দে, এম,এ; এফ,আর,জি,এস(লণ্ডন)
CSIC-UPS: ৫"×2

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৬৫,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,৫০,০০০৲
শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ
এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস : ৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—বেলেঘাটা, মাণিকতলা (কলিঃ), সৈয়দপুর, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী, কাটিহার, সায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ঢাকা ও তেরপাখিয়া।
ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাসহ যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
Tele : PURSE-CAL. ফোন—বি, বি, ৬৭৭৯
অশোক সেন এম-এ, জেনারেল ম্যানেজার
বি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারতে জনস্বাস্থ্য উন্নতির পরিকল্পনা

বৃটিশ ভারতের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তৎবিষয়ে ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট স্যার যোসেফ ভোরের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। দুই বৎসর কাল এদেশের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে তদন্ত, আলোচনা ও গবেষণা চালাইয়া ঐ কমিটি একটি ব্যাপক রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন এবং সম্প্রতি তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্টটি ৪টি খণ্ডে বিভক্ত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ রিপোর্ট হইতে আমরা দেশের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে ভোর কমিটির মন্তব্য ও এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ উন্নতির নির্দ্দেশসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ভোর কমিটি ভারতের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করিতে গিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "ভারতে রোগের প্রকোপ যেরূপ বেশী এবং এদেশে লোকের গড় মৃত্যুসংখ্যা যেরূপ অধিক তাহাতে স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার দিক দিয়া এদেশবাসীর চরম অধঃপতিত অবস্থাই প্রমাণিত হয়। ব্যাপক স্বাস্থ্যহীনতা ও দুঃখগ্লানির এরূপ শোচনীয় চিত্র বর্ত্তমান যুগে আর কোথাও বড় একটা লক্ষিত হয় না।" বিভিন্ন রোগের প্রকোপ বর্ণনা করিতে গিয়া কমিটি জানাইয়াছেন, ভারতে নানা শ্রেণীর জ্বরে বৎসরে গড়ে ৩৬ লক্ষ ২২ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। এক ম্যালেরিয়া জ্বরেই বৎসরে প্রায় দশ কোটি লোক ভুগিয়া থাকে (কর্ণেল জে এ সিনটনের বরাদ্দ)। নানা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে অনেক দেশেই যক্ষ্মার প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু এদেশে এখনও বৎসরে ৪ লক্ষ হইতে ৮ লক্ষ লোক এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। দুনিয়ার অন্য অনেক দেশের তুলনায় ভারতে কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ রোগের আধিক্য দেখা যায়। এই তিন রোগে বৎসরে যথাক্রমে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার, ৬৯ হাজার ও ৪২ হাজার লোককে ভবলীলা সম্বরণ করিতে হয়। তাহাছাড়া ভারতে কুষ্ঠ, সিফিলিস ও গণোরিয়া রোগে আক্রান্ত লোকের সংখ্যাও খুবই বেশী। সমস্ত দুনিয়ায় ৫০ লক্ষ লোককুষ্ঠ রোগে ভুগিতেছে। এই ব্যাধিগ্রস্তদের মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা হইতেছে কমপক্ষে দশ লক্ষ।

রোগের জন্য ও অন্য নানাভাবে ভারতে বৎসরে প্রতি ১ হাজার লোকের ভিতর ২২.৪ জনের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ভারতে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর সংখ্যাও খুবই অধিক। ১৯৩৭ সালে প্রতি হাজারে ১৬২টি শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত ২ লক্ষ প্রসূতি প্রাণ হারাইয়াছিল। রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতার জন্য এদেশে লোকের গড় পরমায়ু মাত্র ২৭ বৎসর। এসব দিক দিয়া জগতে ভারতের লোকদের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় ভোর কমিটি অন্যান্য দেশের সংখ্যা-বিবরণ আলোচনা করিয়া তাহা ভাল ভাবেই দেখাইয়াছেন। ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের সে তুলনামূলক বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

দেশ	মৃত্যুসংখ্যা (প্রতি হাজারে) (১৯৩৭)	শিশুমৃত্যু (প্রতি হাজারে) (১৯৩৭)	গড় পরমায়ু (পুরুষ)
নিউজিল্যাণ্ড	৯.১	৩১	৬৫.০৪
অষ্ট্রেলিয়া	৯.৪	৩৮	৬৩.৪৮
দক্ষিণ আফ্রিকা	১০.১	৩৭	৫৭.৭৮
ক্যানাডা	১০.২	৭৬	৫৯.৩২
জার্ম্মানী	১১.৭	৬৪	৫৯.৮২
যুক্তরাষ্ট্র	১১.২	৫৪	৫৯.১২
ইংলণ্ড	১২.৪	৫৮	৫৮.৭৪
ইটালী	১৪.২	১০৯	৫৩.৭৬
ফ্রান্স	১৫.০	৬৫	৫৪.৩০
জাপান	১৭.০	১০৬	৪৪.৮২
বৃটিশ ভারত	২২.৪	১৬২	২৬.৯১

(নারীদের গড় পরমায়ু ভারতবর্ষে ২৬.৫৬, অন্যত্র পুরুষের তুলনায় তাহা কিছু বেশী)

বিভিন্ন রোগের জন্য এদেশে কেবল মৃত্যুহারই বেশী নহে, রোগে ভুগিয়া যাহারা বাঁচিয়া থাকে শারীরিক অক্ষমতার জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। এক ম্যালেরিয়া রোগের জন্য ভারতে এই ধরণের ক্ষতির পরিমাণ টাকার হিসাবে বৎসরে ১৪৭ কোটি হইতে ১৮৭ কোটি বলিয়া ধরা যায়।

ভোর কমিটির মতে ভারতে ব্যাপক স্বাস্থ্যহীনতা, রোগ ও অকালমৃত্যুর কারণ—(১) দারিদ্র্য, (২) উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, (৩) বাসস্থান ও পারিপার্শ্বিকতার গলদ এবং (৪) সুচিকিৎসার উপযোগী ডাক্তার নার্স, ডিস্পেনসারী ও হাসপাতালের স্বল্পতা। এই সব কারণ নির্ণয় করিয়া কমিটি অতঃপর তাঁহাদের রিপোর্টে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে উপযুক্ত নির্দ্দেশ সহ একটি ব্যাপক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। স্বাস্থ্যহীনতার প্রতিকার ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা সম্পর্কে উহাতে সমুচিত বিধিবিধান অবলম্বনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দারিদ্র্য, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ও বাসস্থান সম্পর্কিত গলদ দূর করিবার জন্য কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধান করা ও লোকের ব্যয়

ভারতীয় বস্ত্র শিল্প

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা

নব রূপ রেখা সমন্বিত আধুনিক মার্জ্জিত রুচির উপযোগী 'রাজকুমারী'র বিবিধ সুন্দর সুন্দর উচ্চাঙ্গের বস্ত্র সম্ভার তৈয়ারী আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনরায় ফিরিয়া আসিবে এবং ভারতীয় কার্পাস-জাত বস্ত্রের মহিমা একবাক্যে স্বীকৃত হইবে ইহা অবিসংবাদী সত্য। ভারতীয় বস্ত্র পূর্ব্বে ভারতজাত কার্পাস তূলাতেই তৈয়ারী হইত সেইজন্য তাহার ছিল বৈশিষ্ট্য। 'রাজকুমারী'র যাবতীয় বস্ত্র তাহার নিজ জমিতে চাষ করা তূলায় প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হইতেছে। সেজন্য বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে মিলের নিজস্ব জমিতে উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় কার্পাসের চাষ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র মহাশয় এই কোম্পানীর পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজকুমারী কটন মিল্‌স লিমিটেড

১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ফোন : কলিঃ ৪৪৯৮

বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সে সব বিষয় বর্ত্তমান জনস্বাস্থ্য কমিটির আওতায় পড়ে না। তবে ডাক্তার, নার্স, সেনিটারী ইনস্পেক্টর, হাসপাতাল ও পাব্লিক হেলথ সেণ্টারের সংখ্যা বাড়াইয়া তাহাদের মারফতে দেশে খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে এবং পানীয় জল, বাসস্থান ও পারিপার্শ্বিকতার উন্নতি সম্পর্কে লোকের ভিতর সম্যক জ্ঞান প্রচারের বিধিসঙ্গত নির্দ্দেশ দিতে তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে ভোর কমিটির পরিকল্পনা দুইটি স্কীমে বিভক্ত। একটি দীর্ঘ মিয়াদী স্কীম (Long-Term Plan) ও অপরটি হইতেছে স্বল্প মিয়াদী স্কীম (Short Term Plan)। কমিটির মতে সকল বিষয়ে ব্যাপক বন্দোবস্ত ছাড়া জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দিক দিয়া দেশের অবস্থার সম্যক অগ্রগতি সম্ভবপর নহে। কাজেই অন্য দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের দীর্ঘ-মিয়াদী পরিকল্পনায় একযোগে সকল ধরণের প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থাই যথাসম্ভব কার্য্যকরী করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

ভারতে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ধাত্রী প্রভৃতির সংখ্যা এদেশের প্রয়োজন অনুপাতে খুবই অনুপযুক্ত। ইংলণ্ডে প্রতি হাজার জন লোক পিছু একজন শিক্ষিত ডাক্তার, প্রতি ৩০০ জন পিছু ১ জন নার্স, ৪ হাজার ৭৭০ জন পিছু একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ৬১৮ জন পিছু ১ জন ধাত্রী ও ২ হাজার ৭০০ জন পিছু একজন দন্ত চিকিৎসক রহিয়াছে। সেস্থলে বৃটিশ ভারতে শিক্ষিত ডাক্তার আছে প্রতি ৬ হাজার লোক পিছু একজন, নার্স আছে প্রতি ৪৩ হাজার জন পিছু একজন, স্বাস্থ্য পরিদর্শক আছে প্রতি ৪ লক্ষ জন পিছু একজন, ধাত্রী আছে প্রতি ৬০ হাজার জন পিছু একজন ও দন্ত চিকিৎসক আছে প্রতি ৩ লক্ষ জন পিছু একজন। হাসপাতাল ও বেডের (রোগীর জন্য বিছানা) সংখ্যার দিক দিয়াও ভারতবর্ষ অন্য অনেক দেশের তুলনায় বিশেষ পশ্চাতে-পড়িয়া রহিয়াছে। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১ হাজার জন পিছু যথাক্রমে ৭.১৪টি ও ১০.৪৮টি হাসপাতাল বেড আছে। কিন্তু বৃটিশ ভারতে বেড আছে প্রতি হাজার জন লোক পিছু মাত্র ০.২৪। এহেন স্বল্পতা বজায় থাকিলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতে ডাক্তার, নার্স, ধাত্রী ও বেডের আনুপাতিক হার দিন দিন অরাও কমিয়া আসিবে। এহেন শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া ভোর কমিটি উপযুক্ত দুরদৃষ্টি নিয়া এদেশে ঐ সবের সংখ্যা এখন হইতে যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। জনস্বাস্থ্যের সমুচিত উন্নতি বিধানের দায়িত্ব আজ সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক লোকই যাহাতে প্রয়োজনমত সুচিকিৎসার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। লোকের প্রয়োজনানুরূপ সুচিকিৎসার জন্য ভারতেও ঐ রীতি অনুযায়ী সরকারী চেষ্টায় ডাক্তার, নার্স, ধাত্রী, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, হাসপাতাল ও বেডের সংখ্যা যথোপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইবে। এদেশের গবর্ণমেণ্টের আর্থিক সঙ্গতি যেরূপ কম তাহাতে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের মত ঐ বিষয়ে তাঁহারা সমান অগ্রগতি দেখাইতে পারিবেন না বটে, কিন্তু বর্দ্ধিত জনসংখ্যার প্রয়োজন বুঝিয়া এখন হইতে যথাসম্ভব কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে তাহাদিগকে অবশ্যই সচেষ্ট হইতে হইবে। বর্ত্তমানের তুলনায় আগামী ২৫ বৎসরে ভারতে শিক্ষিত ডাক্তার, নার্স, ধাত্রী, স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও বেডের সংখ্যা কম পক্ষে কিরূপ বৃদ্ধি করা দরকার ভোর কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে সেবিষয়ে একটি বরাদ্দ প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহা এইরূপঃ—

	বর্ত্তমান সংখ্যা	১৯৭১ সালে ভারতের প্রয়োজন	১৯৭১ সালে লোকসংখ্যা অনুপাতে ব্যবস্থা কি হওয়া উচিত
ডাক্তার	৪৭,৫০০	১,৮৫,০০০	২ হাজারে ১ জন
নার্স	৭,০০০	৭,৪০,০০০	৩ শতে ১ „
স্বাস্থ্যপরিদর্শক	৭৫০	৭৪,০০০	৫ হাজারে ১ „
ধাত্রী	৫,০০০	১,০০,০০০	(——)
দন্তচিকিৎসক	১,০০০	৯২,৫০০	৪ „ ১ „
বেড্ (প্রতি হাজার জন পিছু)	০.২৪	...	১ „ ৫.৬৭টি

এইভাবে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ধাত্রী ও বেডের সংখ্যা বাড়াইয়া জনসাধারণের কল্যাণে তাহাদের দ্বারা জনকল্যাণ সাধণের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এদেশের পল্লী অঞ্চলের লোকেরাই বর্ত্তমানে চিকিৎসার সুযোগ পায় সবচেয়ে কম। প্রতি জেলায় উপযুক্ত সংখ্যক মেডিকেল ইউনিট বা চিকিৎসা কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়া ঐ বিষয়ে যথাসম্ভব সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা, তাহাদের সাজ-সরঞ্জাম ও তাহাদের দায়িত্ব কি হওয়া উচিত ভোর কমিটি তাঁহাদের দীর্ঘ-মিয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী সে সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনায় প্রথমতঃ গ্রামাঞ্চলের প্রতি ২০ হাজার লোক পিছু একটি করিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র (প্রাইমারী ইউনিট), দ্বিতীয়তঃ প্রতি ৬ লক্ষ লোক পিছু একটি করিয়া মাধ্যমিক চিকিৎসা কেন্দ্র (সেকেণ্ডারী ইউনিট) ও তৃতীয়তঃ প্রতি জেলায় একটি করিয়া সদর চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। প্রাথমিক কেন্দ্রসমূহে ৬ জন ডাক্তার, ৬ জন নার্স ও ৭৫টি বেডের একটি হাসপাতাল থাকিবে। হাসপাতালের জন্য আলাদা নার্সের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রথমে যে ৬ জন নার্সের কথা বলা হইল তাহারা ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শিনী হইবে। ডাক্তার ও নার্সেরা কেবল রোগীর চিকিৎসা কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিবে না, বাসস্থান, পনীয় জল ও আহার বিহার সম্পর্কে যথোপযুক্ত জ্ঞান প্রচার করিয়া গ্রামবাসীদিগকে স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধের কাজে সহায়তা করিবেন। মাধ্যমিক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কতিপয় ডাক্তার, ৬৫০টি বেডযুক্ত হাসপাতাল, প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স, দুইজন সিনিয়র সেনিটারী ইন্সপেক্টর ও একটি ল্যাবরেটরী থাকিবে। প্রতি জেলার সদর চিকিৎসা কেন্দ্রটিতে [illegible] সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, হেলথ অফিসর ও [illegible] ইঞ্জিনীয়ার রাখা হইবে। ২ হাজার ৫০০ বেডের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবে। মাধ্যমিক ও জেলা কেন্দ্রের ডাক্তার, নার্স ও সেনিটরী ইন্সপেক্টরগণ সাধারণ চিকিৎসা কার্য্যের সঙ্গে প্রাথমিক কেন্দ্রগুলির কার্য্যাদিও তদারক করিবেন।

দীর্ঘ-মিয়াদী পরিকল্পনায় নির্দ্দেশিত এই সব ব্যবস্থা যথাযথ কার্য্যকরী করিতে অনেক বৎসর লাগিবে। জনস্বাস্থ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য ক্রমে ক্রমে তাহা সম্ভবপর করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু সব কিছুই সুদূর ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখা ঠিক হইবে না। তাই ভোর কমিটি দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া অচিরে কার্য্যকরী করার জন্য একটি স্বল্প-মিয়াদী পরিকল্পনাও প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনায় ৫ বৎসর করিয়া দুইটি পিরিয়াড ঠিক করা হইয়াছে। প্রথম পাঁচ বৎসরে ও দ্বিতীয় পাঁচ বৎসরে চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত কাজ কতদূর প্রসারিত হইবে স্বল্প-মিয়াদী পরিকল্পনায় তাহার বিস্তারিত নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

SREE BANK LIMITED

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ঃ শাখাসমূহ ঃ

কলিকাতা—শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, বহুবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, বজ্‌বজ্‌, ল্যান্সডাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ডায়মণ্ডহারবার।

আসাম—সিলেট। বাংলা—সিলিগুড়ি, কার্সিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর।

বিহার—ঘাটশীলা, মধুপুর। দিল্লী—দিল্লী ও নয়াদিল্লী।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্
সুধাংশু বিশ্বাস
সুশীল সেনগুপ্ত

এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ সাধিত হইলে ৩০ লক্ষ লোকবিশিষ্ট এক একটি জেলায় চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিম্নরূপ দাঁড়াইবে—

	প্রথম বৎসরে (সংখ্যা)	পাঁচ বৎসরে (সংখ্যা)	দশ বৎসরে (সংখ্যা)
প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র	৫	১০	২৫
ডিস্পেনসারী	৫	১০	২৫
৩০টি বেডযুক্ত হাসপাতাল	১	২	১৩
মাধ্যমিক কেন্দ্র	১	১	২
২০০ বেডযুক্ত হাসপাতাল	১	১	১
৫০০ বেডযুক্ত হাসপাতাল	—	—	১

এই ব্যবস্থায় জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনার ষষ্ঠ ও দশম বর্ষে সমস্ত বৃটিশ ভারতে ডিস্পেনসারী, হাসপাতাল ও বেডসংখ্যা নিম্নরূপ দাঁড়াইবে :—

	৫ বৎসর শেষে	দশ বৎসর শেষে
ডিস্পেনসারী	২,২৯৩	৩,৯০৫
৩০টি বেডযুক্ত হাসপাতাল	৬৩৯	১,৯৯০
২০০টি বেডযুক্ত হাসপাতাল	২১৬	২১৬
৫০০টি বেডযুক্ত হাসপাতাল	—	১৩৯
প্রতি হাজার জন পিছু বেড	০·৫৫	১·০৩

উপরোক্ত স্বল্প-মিয়াদী স্কীম কার্য্যকরী করিতে হইলে পরিকল্পিত সংখ্যক চিকিৎসা কেন্দ্র, হাসপাতাল ও ডিস্পেনসারীসমূহের জন্য বৃটিশ ভারতে প্রথম ৫ বৎসরে ১৫ হাজার ১০০ জন ডাক্তার ও ৩২ হাজার ৬০০ জন নার্স দরকার হইবে। দশ বৎসরে ডাক্তার ও নার্সের প্রয়োজন দাঁড়াইবে যথাক্রমে ২৯ হাজার ৪০০ জন ও ৮০ হাজার ৪০০ জন। ঐ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য ও সমস্ত চিকিৎসা কেন্দ্রের কাজ সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ভোর কমিটি প্রত্যেক প্রদেশে প্রভিন্সিয়াল হেলথ বোর্ড গঠনের ও প্রাদেশিক জনস্বাস্থ্য বিভাগ সমূহ সমুচিতভাবে সম্প্রসারণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ভারত সরকারকেও তাঁহারা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কাজে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিতে বলিয়াছেন।

অতঃপর ভোর কমিটি তাঁহাদের স্বল্প-মিয়াদী পরিকল্পনা সম্পর্কে মোট অর্থব্যয়ের একটা বরাদ্দ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, প্রথম দশ বৎসরের জন্য যে সব প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা কার্য্যকরী করিতে সারা বৃটিশ ভারতে প্রথমতঃ এককালীনভাবে ৩৬২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ প্রতি বৎসরের চলতি খরচ মিটাইতে গিয়া পূরা দশ বৎসরে মোটমাট ৫০১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা লাগিবে। এককালীনভাবে যে ৩৬২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা দরকার হইবে, ৩॥ টাকা সুদের ৩০ বৎসর মিয়াদী ঋণপত্র বাহির করিয়া তাহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ঐরূপ ব্যবস্থা করিলে ঋণপূরণ তহবিল সৃষ্টির জন্য দশ বৎসরে ১০০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা নিয়োগ করিতে হইবে। কাজেই সমস্ত পরিকল্পনার জন্য দশ বৎসরে সর্ব্বসমেত ৬০১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা দরকার হইবে।

ভারতে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ভোর কমিটির উপরোক্ত নির্দ্দেশ ও পরিকল্পনা আমরা খুব সময়োচিত এবং সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। এই পরিকল্পনার বিশেষত্ব উহাতে গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার সুযোগ প্রসারিত করা সম্পর্কে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ধনী-গরীবনির্ব্বিশেষে সকল লোকের জন্যই চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতির বিধান পরিকল্পিত হইয়াছে। অধিকন্তু এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের নৈতিক ও বিধিসঙ্গত দায়িত্ব দেশের গবর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। ভারতের অগণিত রোগক্লিষ্ট জনসাধারণের পক্ষে এ সমস্তই খুব ভরসার কথা সন্দেহ নাই।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে দশ বৎসরে ৬০১ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট আঁৎকাইয়া উঠিতে পারেন কিন্তু যুদ্ধের সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার একাই সামরিক বিভাগের জন্য যেখানে বৎসরে ৩৭৬ কোটি টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়াছেন জনস্বাস্থ্য উন্নতির জন্য দশ বৎসরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ মিলিয়া ৬০১ কোটি টাকা ব্যয় করা সেখানে মোটেই অসম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বাবদ বর্ত্তমানে বৎসরে জনপিছু ৵৬ পাই হইতে ॥৵৯ পাই মাত্র খরচ করিতেছেন (বাঙ্গলায় মাথাপিছু খরচের পরিমাণ ।৶১ পাই)। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের মোট খরচের তুলনায় উহা শতকরা ২.৫ ভাগ হইতে ৭.৩ ভাগের বেশী নহে। জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহের তুলনায় জনস্বাস্থ্য বাবদ ভারতে এই ব্যয়ের হার খুবই সামান্য। গত ১৯৩৪-৪৫ সালে বৃটেনে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বাবদ লোকের মাথাপিছু ৫৪॥০ আনা করিয়া ব্যয়িত হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐ হার দাঁড়াইয়াছিল ৫১।৵০ আনা। মোট সরকারী ব্যয়ের তুলনায় তাহা ছিল বৃটেনে শতকরা ২০·৪ ভাগ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ১৩·৮ ভাগ। ঐ দুই দেশের দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্টের অনেক কিছু শিখিবার আছে।

ভোর কমিটি জনস্বাস্থ্য উন্নতির পরিকল্পনা বাবদ যে খরচের বরাদ্দ করিয়াছেন তাহাতে মাথাপিছু ব্যয়ের হার দাঁড়াইবে বৎসরে ১৸৵০ আনা। উহা অন্যান্য দেশের তুলনায় মোটেই তেমন কিছু নহে। এদেশে সরকারী আয় অনেকটা সীমাবদ্ধ সন্দেহ নাই। কিন্তু জনস্বাস্থ্যের উন্নতির একান্ত আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ যদি মোট ব্যয়ের শতকরা ১৫ ভাগ ঐ বাবদ খরচ করিতে প্রস্তুত হন তবে উক্ত পরিকল্পনার ব্যয় মিটানো তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। দেশের অগণিত জনসাধারণের কল্যাণ চিন্তা করিয়া তাঁহারা এখন হইতে ঐ বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

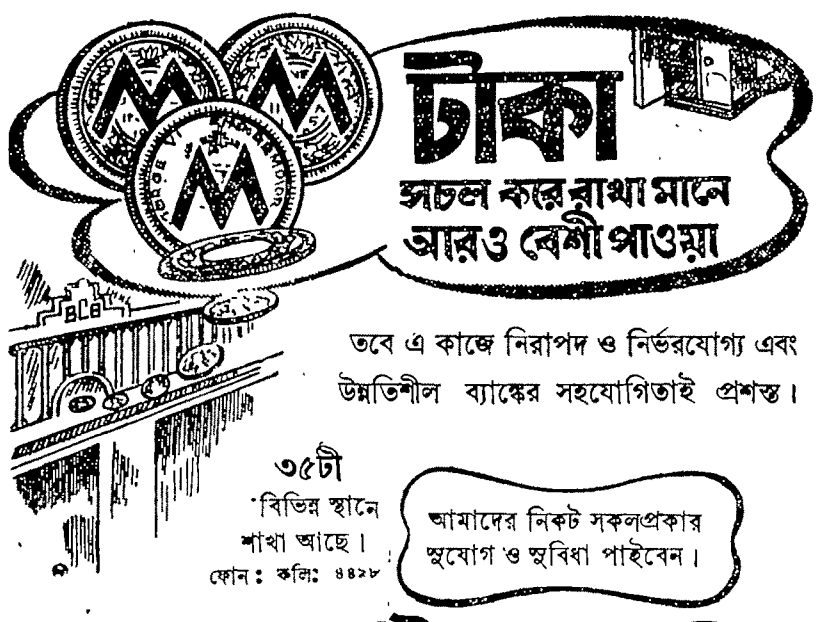

জলপাইগুড়ি
ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক লিঃ
ক্লিয়ারিংএর সকল সুযোগসহ ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান
সেণ্ট্রাল অফিস : ৮৭, ওল্ড চীনাবাজার, কলিকাতা ফোন : বি বি ১৮৫৮
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীমোহিনীমোহন সাহা
এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীনলিনীরঞ্জন সাহা, বি-এস-সি
হেড অফিস : মালদহ।

বাজেট প্রসঙ্গ

ভারত সরকারের বাজেট উপস্থিত করার কালে অর্থসচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্ ভারতীয় ট্যাক্স ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটী গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করিয়াছেন। উহা হইতেছে ভারতীয় ট্যাক্স ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য প্রধানতঃ বে-সরকারী মহল হইতে বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া 'ট্যাক্সেশন ইনকোয়ারি কমিটী' নামক একটী কমিটী গঠন। বর্ত্তমানে দেশের জনসাধারণের উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটী, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান —এই তিন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক ট্যাক্স বসান হইয়া থাকে। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরের সহিত পরামর্শক্রমে ট্যাক্স ধার্য্য করে না বলিয়া একদিক হইতে জনসাধারণ কিছু ট্যাক্স-ভার হইতে রেহাই পাইলেও অন্য দিক দিয়া উহার দ্বিগুণ ট্যাক্সভারে প্রপীড়িত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালের কথা ধরা যাইতে পারে। এই বৎসরে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্সভার কতকটা লাঘব করিবেন স্থির করিয়াছেন বটে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা সরকার বিক্রয়কর এক পয়সা বৃদ্ধি করিয়া (যদিও আপাততঃ এই বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হইয়াছে) এবং কলিকাতা কর্পোরেশন বাড়ীঘরের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সাধারণের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ তদনুপাতে অনেক বেশী বাড়াইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ এদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক দেশের জনসাধারণের উপর যখন ট্যাক্স বসান হয় সেই সময়ে দেশের শিল্প-বাণিজ্য, বেকার-সমস্যা, জীবনযাত্রা প্রণালী, সঞ্চয় ও মূলধন সরবরাহের উপর উহার কি প্রকার প্রভাব পড়িতে পারে তৎসম্বন্ধে কোন বিচার-বিবেচনা করা হয় না। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক ট্যাক্স ধার্য্য করার কালে ট্যাক্সের বোঝা যাহাতে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর ন্যায্যভাবে আপতিত হয় তৎপক্ষেও এদেশে কোন বিচার-বিবেচনা করা হয় না। চতুর্থতঃ অনেক সময়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সাধারণের একই প্রকার আয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারত সরকার কর্ত্তৃক ধার্য্য আয়কর এবং বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক ধার্য্য এমপ্লয়মেণ্ট ট্যাক্সের কথা বলা যাইতে পারে—যদিও আগামী এপ্রিল মাস হইতে এই শেষোক্ত ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মোটের উপর এ দেশের ট্যাক্স ব্যবস্থা বহুবিধ গলদে পূর্ণ। এই ট্যাক্স ব্যবস্থা যে দেশের ধনী ব্যক্তিকে উপযুক্তভাবে ট্যাক্স দিতে বাধ্য না করিয়া গরীবকে দুর্ব্বহ ট্যাক্সভারে নিপীড়িত করে তাহা স্যার অটো নিমেয়ারের মত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও স্বীকার করিয়াছেন। অর্থসচিব বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ট্যাক্স ব্যবস্থার উপরোক্ত গলদসমূহ বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া উহার সংশোধন এবং দেশের লোক যাহাতে গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স ফাঁকি দিতে না পারে তদ্বিষয়ে বিলিব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্যই উপরোক্ত ট্যাক্সেশন ইনকোয়ারি কমিটী গঠিত হইবে।

দেশের জনসাধারণ প্রস্তাবিত কমিটীকে যে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কমিটীর অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে কেবল বে-সরকারী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণকে লইয়া কমিটী গঠন করিলেই চলিবে না—যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দেশের জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন এবং যাঁহারা একমাত্র দেশবাসীর সমষ্টিগত স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়াই তাঁহাদের সুপারিশ রচনা করিবেন কমিটীতে তাঁহাদেরই প্রাধান্য থাকা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় রেল বিভাগও যাত্রী ও মালের ভাড়া হিসাবে দেশবাসীর উপর প্রত্যক্ষভাবে ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া থাকেন। অর্থসচিব ট্যাক্স সম্পর্কে এই বিভাগের নাম করেন নাই। আমরা আশা করি দেশের শিল্পবাণিজ্য ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্ত্তৃক ধার্য্য বহুবিধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্সের সমষ্টিগত ফল নির্দ্ধারণের সময়ে রেল বিভাগ কর্ত্তৃক ধার্য্য যাত্রী ও মালের ভাড়া সম্পর্কেও যথাযথ বিবেচনা করা হইবে।

* * *

অর্থসচিব বাজেট উপস্থিত করার সময়ে এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে আগত প্রতি ভরি স্বর্ণের উপর ২৫ টাকা হারে আমদানীশুল্ক ধার্য্য করা হইবে। এই সম্পর্কে অর্থসচিব বলেন—'সকলেই জানেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে স্বর্ণের দর যে হারে বলবৎ আছে ভারতে বলবৎ স্বর্ণের দরের সহিত তাহার কোন সামঞ্জস্য নাই। বর্ত্তমানে ভারতে স্বর্ণের যে অত্যধিক দর বলবৎ আছে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী স্বর্ণের অপ্রাচুর্য্যই তাহার কারণ। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা স্বাভাবিক হইলে ভারতে পুনরায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্বর্ণ আমদানী হইবে আশা করা যায়। এই সময়ে ফাটকাওয়ালারা যাহাতে ফাটকাবাজী করিয়া অত্যধিক লাভ করিতে না পারে তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তজ্জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, বিদেশ হইতে আগত প্রতি ভরি স্বর্ণের উপর ২৫ টাকা হারে আমদানী-শুল্ক ধার্য্য করা হইবে। ভারতে স্বর্ণের দর যাহাতে পৃথিবীর অন্য দেশে বলবৎ দরের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়ায় তজ্জন্য আমরা সময় সময় এই আমদানী-শুল্কের হার পরিবর্ত্তন করিব।'

আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার একথা বলিয়াছি যে, বর্ত্তমানে ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে স্বর্ণের দর যে ভাবে বলবৎ আছে তাহাতে ভারতবর্ষে স্বর্ণের দর ৪৫।৪৬ টাকার বেশী হওয়া উচিত নহে। কিন্তু এদেশে স্বর্ণ কখনও ৮০, কখনও ৯০, এমন কি কখনও ১০০ টাকা ভরি দরে বিক্রয় হইতেছে। অর্থসচিব এই অবস্থার অবসান ঘটাইয়া স্বর্ণের দর যাহাতে ৪৫।৪৬ টাকার কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়ায় তজ্জন্য চেষ্টা করিবেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। কিন্তু তিনি যে প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া-

দি

ব্যাঙ্ক অফ আসাম

লিমিটেড

আসাম প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ঘোষণা

জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য আমরা জানাইতেছি যে, ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিমিটেডের (আসাম ব্যাঙ্ক নহে) অফিস ৬নং ক্লাইভ রোতে অবস্থিত।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক-এর ভূতপূর্ব্ব এজেণ্ট ও হিন্দ ব্যাঙ্ক-এর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মিঃ জে সি বোস আমাদের কলিকাতা শাখার ম্যানেজাররূপে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন।

হেড অফিস ঃ
শিলং টেলিগ্রাম ঃ BANKASSAM টেলিফোন : ২০ (২লাইন)

কলিকাতা অফিস ঃ
৬, ক্লাইভ রো ; টেলিগ্রাম ঃ ASSAMBANK টেলিফোন ঃ ক্যাল ৬৯৪০

শাখাসমূহ ঃ
ধুবড়ী, বড়পেটা, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, জোড়হাট, নওগাঁ ও আসাম।

মিঃ জে সি বোস
ম্যানেজার, কলিকাতা অফিস

মিঃ এইচ্ ব্যানার্জ্জী বি-এ, সার্ট, এ, আই, বি, (লণ্ডন)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ছেন তাহাতে ফল উল্টা হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতে বিদেশ হইতে ৮০ লক্ষ ১০ হাজার ভরি, ১৯৪৪-৪৫ সালে ৮৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ভরি এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে ২৪ লক্ষ ৩ হাজার ভরি স্বর্ণ আমদানী হওয়া সত্ত্বেও ভারতের বাজারে উহার অনেক বেশী চাহিদা থাকা হেতু স্বর্ণের দর ৮০ টাকা হইতে ১০০ টাকায় বলবৎ রহিয়াছে। এক্ষণে যদি উহার দর নামাইয়া ৪৫।৪৬ টাকায় পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে বিদেশ হইতে ভারতে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু অর্থসচিব অনুমান করিয়াছেন যে, আগামী সরকারী বৎসরে স্বর্ণের আমদানী-শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের ১ কোটী টাকা আয় হইবে। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আগামী বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে ২৫ লক্ষ ভরির বেশী স্বর্ণ আমদানী হইবে না বলিয়াই অর্থসচিব মনে করেন। এরূপ অবস্থায় আমদানী স্বর্ণের উপর প্রতি ভরিতে ২৫ টাকা আমদানী-শুল্ক বসাইবার ফলে ভারতের বাজারে স্বর্ণের মূল্য আরও চড়িয়া যাওয়ারই আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবেও তাহা ঘটিতেছে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যখন বাজেটে স্বর্ণের উপর আমদানী-শুল্কের কথা ঘোষণা করা হয় তাহার পূর্ব্বে বোম্বাইএ প্রতি ভরি স্বর্ণের মূল্য ছিল ৮৫ টাকার মত। বর্ত্তমানে উহার মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৯০৲ টাকার কাছাকাছি। যতদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট এদেশে বিদেশ হইতে ব্যাপকভাবে স্বর্ণ আমদানীর ব্যবস্থা না করিবেন ততদিন স্বর্ণের মূল্য বাড়িয়াই চলিবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।

* * *

অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটে ভারতে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সম্মিলিত সামরিক ব্যয়ের যে বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহার তুলনায় ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতে এই দুই গবর্ণমেণ্টের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ৬ শত কোটী টাকা কম হইবে। এরূপ অবস্থায় ভারতে অদূর ভবিষ্যতে ডিফ্লেশন ঘটিয়া দেশের সমূহ অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। অর্থ সচিবের উক্তির তাৎপর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ইদানীং ভারতীয় অর্থনীতিবিদগণ যুদ্ধাবসান সত্ত্বেও ভারতে ইনফ্লেশনের অনুকূল পন্থায় কাজ করা হইতেছে বলিয়া যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন অর্থসচিবের উক্তি তাহার পাল্টা জবাব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কোন দেশে বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর তুলনায় দেশের জনসাধারণের হাতে অর্থের পরিমাণ যদি হ্রাস পায় তাহা হইলে দেশে পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর মূল্যও স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কমিয়া যায়। উহাতে দেশের অগণিত ব্যক্তি যাহারা পণ্যদ্রব্য ও মজুরী বিক্রয় করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শিল্প ব্যবসায়ে মন্দা আসে এবং দেশে বেকার-সমস্যা তীব্র হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থা যখন ঘটে তখনই উহাকে ডিফ্লেশন বলা হয়। দেশে মুদ্রা সঙ্কোচ (Contraction of Currency) এবং/অথবা পণ্যমূল্য হ্রাস আর ডিফ্লেশন (Deflation) এক কথা নহে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে জনসাধারণের হাতে এত অধিক অর্থ রহিয়াছে যাহার তুলনায় দেশে পণ্যদ্রব্যের ও মজুরীর যোগান খুবই কম। এই কারণে যুদ্ধ সমাপ্তি সত্ত্বেও দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য এবং লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় এক প্রকার কিছুই কমে নাই। আগামী বৎসরে ভারত সরকার ও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতে সামরিক ব্যয় যদি ৬ শত কোটী টাকা কমিয়া যায় তাহা হইলেও জনসাধারণের হস্তস্থিত অর্থের পরিমাণ এত কমিবে না অথবা/এবং দেশে পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর পরিমাণ এত বাড়িবে না যাহাতে দেশে ডিফ্লেশনের মত একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়া পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর মূল্য স্বাভাবিকের তুলনায় কমিয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানে ইনফ্লেশন-ডিফ্লেশনের সমস্যা অপেক্ষা দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস করিবার সমস্যাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অর্থসচিব উহার উপর জোর না দিয়া দেশবাসীকে ডিফ্লেশনের ভয় দেখাইয়া ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে দেশে পণ্যদ্রব্যের যে জোগান রহিয়াছে তাহার অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি না পাওয়া পর্য্যন্ত এদেশে ডিফ্লেশনের উদ্ভব হইবে না। যাহাতে পণ্যদ্রব্যের জোগান বাড়ে এবং যুদ্ধকার্য্য হইতে অপসৃত ব্যক্তিদের চাকুরীর ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা করাই কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য। উহারা যে এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত অর্থসচিবের বক্তৃতা হইতে তাহার তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

* * *

অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালের জন্য ভারতের সামরিক ব্যয়ের যে বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহার মধ্যে জাপানে অবস্থিত একটী ভারতীয় সৈন্যবাহিনী (ব্রিগেড), একটী ভারতীয় বিমানবহর (স্কোয়াড্রন), দুইটী যুদ্ধ জাহাজ (শ্লুপ) এবং উহাদের বিলি-ব্যবস্থার জন্য আনুষঙ্গিক দপ্তরের ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এজন্য মোট কত ব্যয় হইবে তাহা বলা হয় নাই। কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন নানা কারণে ভারতবাসী উহার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইবে। প্রথমতঃ জাপান কোন

বৈদ্যুতিক-শক্তি

গড়ে' তোলে নব নব শিল্প

আধুনিক জীবনযাত্রার বিদ্যুৎ-শক্তির ন্যায় অন্য কোন শক্তি এত অধিক প্রভাব বিস্তার করে না—বিদ্যুৎ-শক্তি দ্রুত শিল্প বিস্তারের পথ সুগম করিতেছে। শিল্পে বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যাপক উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির স্বচ্ছলতা আনিতেছে। এজন্য বিদ্যুৎ ব্যবসাকে পাব্লিক ইউটিলিটি (জনসাধারণের হিতজনক) ব্যবসা বলা হয়। উহা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে।

তিনসুকিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের শেয়ার স্বর্ণের মত মূল্যবান।

—ঘোষণা—

প্রতি দশ টাকা মূল্যের ৩০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার অবিলম্বে বিক্রয় করার জন্য জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা হইতেছে। এজন্য প্রতিপত্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।

একজনের নিকট ১০০৲ টাকার কম মূল্যের শেয়ার বিক্রয় করা হইবে না। আগামী ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৪৬ তারিখ পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় কার্য্য চলিবে।

আবেদনের ফরম এবং প্রসপেক্টাস নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যাইবে :

MORE LIGHT FOR LESS MONEY · TINSUKIA ELECTRIC SUPPLY CORPN. LTD.

ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান—
মিঃ এন সি দত্ত,
এম-এ, বি-এল

তিনসুকিয়া ইলেকট্রীক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

T.E.S.C./3 IDL

দিন ভারতবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই এবং ভারতবর্ষকে ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করান হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মিত্রশক্তিগণ যে ভাবে জাপানকে পর্য্যুদস্ত করিয়া রাখিয়াছেন ভারতবাসী তাহা সমর্থন করে না এবং এজন্য যে ব্যয় পড়িবে তাহাও ভারতবাসী দিতে চাহে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সামরিক ব্যয় সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের যে চুক্তি হইয়াছিল এবং যাহা ইঙ্গ-ভারত অর্থনীতিক চুক্তি (Financial Settlement) বলিয়া খ্যাত তাহার মধ্যেও এরূপ সর্ত্ত রহিয়াছে যে, 'ভারতের বাহিরে ভারতীয় সৈন্য রাখার জন্য যে ব্যয় পড়িবে তাহা বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। বর্ত্তমানে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যগত স্বার্থ রক্ষার জন্যই জাপানে সৈন্য-সামন্ত রাখা হইতেছে। এই সৈন্যদলের সাকুল্য ব্যয় বৃটীশ গবর্ণমেণ্টেরই বহন করা উচিত এবং ভারতের ঘাড়ে উহার এক পয়সাও ফেলা উচিত নহে। অর্থসচিব বলিয়াছেন যে, জাপানকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য ঐ দেশে যে সৈন্যদল মোতায়েন করা হইয়াছে তাহার মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদল থাকাতে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসী কখনও এই ধরণের গুরুত্ব চাহে না। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সমস্ত দেশের সহিত সদ্ভাবে বাস করিবার জন্যই ব্যগ্র।

* * *

এম্পায়ার ডলার পুল সম্বন্ধে অর্থসচিব যে সব তথ্যতালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইবে না। যুদ্ধের সময়ে ষ্টার্লিং এলাকার বহির্ভূত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন ও পর্ত্তুগালের নিকট বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির যে পাওনা হয় তাহা এম্পায়ার ডলার পুল নামক একটী অর্থ-ভাণ্ডারে ন্যস্ত করিয়া বৃটীশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে তাহা নিয়োজিত করা হয়। ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ বিধায় যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ বিদেশে মাল রপ্তানী করিয়া এবং ভারতে সমরসরঞ্জাম জোগাইবা ঐ সব দেশের যে মুদ্রা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা উপরোক্তভাবে এম্পায়ার ডলার পুলে মজুদ হওয়াতে ভারতবর্ষ যুদ্ধের সময়ে এই সব মুদ্রার সদ্ব্যবহার করিবার কোন সুযোগই পায় নাই। ভারতের পাওনা ডলার ও অন্যান্য বিদেশী মুদ্রা এই ভাবে আটক না পড়িলে যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে কলকব্জা ইত্যাদি আমদানী করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। এজন্য ভারতবর্ষ বরাবরই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া আসিয়াছে। এই সম্পর্কে বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতবর্ষের কোন তুলনা হইতে পারে না। কারণ এই সব দেশ যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী বিপন্ন হইয়াছিল। বিশেষতঃ ডলার পুলে থাকিয়া উহারা ইংলণ্ডের নিকট যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছে তাহার তুলনায় উহারা যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের নিকট হইতে অনেক বেশী স্বার্থ আদায় করিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ ডলার পুলে থাকিয়া কেবল স্বার্থত্যাগই করিয়াছে —কিন্তু উহার বদলে ইংলণ্ডের নিকট হইতে কোন সুবিধা পায় নাই। অর্থসচিব বলিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এম্পায়ার ডলার পুলে ভারতের তরফে ৩৬৪ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকার সমমূল্যের ডলার জমা হইয়াছে এবং উহার মধ্যে এই সময়ে ভারতের প্রয়োজনে ২৬৫ কোটী ২ লক্ষ টাকার সমমূল্যের ডলার খরচ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই সময়ে ভারতে ৫০ কোটী ৮ লক্ষ টাকার সমমূল্যের (ইংলণ্ডে প্রচলিত দর অনুযায়ী) স্বর্ণ ভারতে আমদানী হইয়াছে। কাজেই ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে ডলার পুলে ভারতবর্ষের হিসাবে ৪৯ কোটী ২৩ লক্ষ টাকার সমমূল্যের ডলার মজুদ ছিল। অর্থসচিবের এই সব হিসাব হইতে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে, ডলার পুলে থাকিয়া ভারতবর্ষের কোন অনিষ্ট হয় নাই। কিন্তু ভারতবাসীর প্রয়োজনে যে ২৬৫ কোটি ২ লক্ষ টাকার সমমূল্যের ডলার ব্যয়িত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত হিসাব না জানা পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে ভারতবাসীর স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া কতটা কাজ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ভারতবাসী উহাদের অর্জ্জিত বিদেশী মুদ্রা—উহা ডলার, ফ্রাঙ্ক, ইয়েন যাহাই হউক না কেন—স্বাধীনভাবে নিজের স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া নিজের হস্ত দিয়া খরচ করিতে চাহে। ইংরাজের লেজুড় হিসাবে ইংরাজের ষ্টার্লিং মুদ্রার মধ্য দিয়া ইংরাজের মর্জ্জিমাফিক ডলার ও অন্যান্য মুদ্রা ব্যয় করা ভারতবাসীর কখনও অভীপ্সিত নহে। কাজেই ভারতবর্ষ ডলার পুলের ব্যবস্থা কখনই সমর্থন করিতে পারে না। মোটের উপর তথাকথিত ডলার পুলের অবস্থা দেখিয়া ভারতীয় টাকাকে ইংলণ্ডের ষ্টার্লিংয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত করতঃ উহাকে একটী স্বাধীন মুদ্রায় পরিণত করিবার আশু প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে।

* * *

ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের লাভের উপর আয়করের হার পাঁচ আনা তিন পাই হইতে কমাইয়া পাঁচ আনায় পরিণত করার ফলে বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে অর্থসচিব কোন সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন বলা যায় না। পলিসি গ্রাহকগণ উহাদের সঞ্চিত অর্থ হইতে বীমা কোম্পানীকে প্রিমিয়াম হিসাবে যে টাকা দেন তাহা হইতেই বীমা কোম্পানীর লাভের টাকা আসিয়া থাকে। এই টাকার উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা আর লোকের সঞ্চিত অর্থের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা একই কথা। বীমা কোম্পানীর উপর যে আয়কর ধরা হয় তাহাকে আয়কর না বলিয়া উহাকে একপ্রকার সঞ্চয় কর (Capital levy) বলাই অধিকতর সঙ্গত। এই ধরণের করের অন্য যৌক্তিকতা যাহাই থাকুক বীমা কোম্পানীর মধ্য দিয়া দেশের দরিদ্র হইতে দরিদ্রতম ব্যক্তির উপর এই কর বসান কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। বীমা কোম্পানীর লাভের যে অংশ ডিভিডেণ্ড হিসাবে বণ্টিত হয় তাহার উপর গবর্ণমেণ্ট আয়কর ধার্য্য করুন তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই—কিন্তু উহার যে অংশ পলিসি গ্রাহকদের মধ্যে বোনাস হিসাবে বণ্টিত হয় তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আয়কর হইতে রেহাই দেওয়াই সমীচীন। অর্থসচিব বীমা কোম্পানীগুলিকে করভারের ২১ পয়সার মধ্যে এক পয়সা হইতে রেহাই দিয়া যে ভাবে ভিক্ষুক বিদায়ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন আমরা দেশের অগণিত দরিদ্র পলিসি গ্রাহকের পক্ষ হইতে তাহার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ
২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
বিলিকৃত মূলধন—
৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন—
২ কোটী টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড—
৭॥০ লক্ষ টাকা
মিঃ জি ডি বিড়লা
(চেয়ারম্যান)
মিঃ এম এ ইস্পাহানি
(ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি সরাইয়া
(ভাইস্ চেয়ারম্যান)
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ভারতের সর্ব্বত্র শাখা ও পে অফিস আছে
মিঃ বি টি ঠাকুর
জেনারেল ম্যানেজার
UCB 1

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং
কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪
—মূলধন—
অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত— ৫৭,৫০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ২৬,৫০,০০০৲ উপর
শাখাসমূহ—
কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।
লণ্ডন এজেণ্ট :—
ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

পাঞ্জাবে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জটিল সমস্যা লইয়া এক সপ্তাহেরও অধিক কাল যে জল্পনা-গবেষণা চলিতেছিল, অবশেষে তাহার অবসান ঘটিয়াছে। কংগ্রেস, ইউনিয়নিষ্ট ও পন্থিক অকালী দল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সম্মত হইয়াছে। এই ত্রিদলীয় মন্ত্রিসভায় আপাততঃ ইউনিয়নিষ্ট দলের তিনজন, কংগ্রেসের দুইজন ও পন্থিক অকালী দলের একজন সদস্য থাকিবেন। কোয়ালিশন দলের নেতা হইবেন মালিক খিজির হায়াত খান। গবর্ণর গ্ল্যান্সি তাঁহাকেই মন্ত্রিত্ব গঠনের আহ্বান জানাইয়াছেন।

শেষ পর্য্যন্ত পাঞ্জাবেও লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিত্ব সম্ভবপর হইল না। নির্ব্বাচনের ফলে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণে ব্যর্থতার কারণ হইতেছে অকালী দলের সহিত একটা সন্তোষজনক বোঝাপড়া করার অক্ষমতা। এই অক্ষমতার কারণ সহজেই অনুমেয়। মিঃ জিন্না ভারতে দুই জাতির তত্ত্ব প্রচার করিলেও দুই-এর অধিক জাতি আছে বলিয়া মানিতে তিনি রাজী নহেন। স্পষ্টতঃই অকালী দল মুসলিম লীগের কাছে এই আশ্বাস চাহিয়াছিল যে, পাঞ্জাবে পাকিস্তান প্রবর্ত্তিত হইলে শিখদেরও আপন স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য এক শিখস্তান গঠন করিতে দিতে হইবে। প্রকাশ, এই প্রশ্নটিকে সর্ব্ব-ভারতীয় সমস্যার যুক্তি দেখাইয়া লীগ নেতৃগণ এড়াইবার চেষ্টা করিয়া আপাততঃ এক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্নকেই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় করিতে চাহিয়াছিলেন। যে ব্যবচ্ছেদ নিজেরা চাহে, অপরের বেলা সেই নীতিই মুসলিম লীগ মানিতে নারাজ। যাহা হউক, পাঞ্জাবে অ-মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্ব হওয়ায় মিঃ জিন্নার পাকিস্তানী সুখস্বপ্ন আপাততঃ ভাঙ্গিয়া গেল।

* * *

কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারিলেই সব দিক দিয়া ভাল ছিল। উহার স্থায়িত্ব সম্পর্কে তখন কোনরূপ অনিশ্চয়তার অবকাশ থাকিত না। কংগ্রেস-অকালী-ইউনিয়নিষ্ট বা অন্য যে কোন কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্টের পরমায়ু সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না। কংগ্রেস এই বিষয়ে সম্যক সচেতন বলিয়াই লীগের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রিত্ব গঠনের কথাবার্ত্তা চালাইতে কংগ্রেস নেতারা আপত্তি করেন নাই। কিন্তু মুসলিম লীগের অসঙ্গত দাবীর জন্য সেই প্রচেষ্টা ফাঁসিয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কংগ্রেসের তরফ হইতে নাকি প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, লীগ-কংগ্রেস কোয়ালিশন সম্ভবপর হইলে নূতন মন্ত্রিসভায় উভয় দলের সমসংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে এবং পাকিস্তান সমস্যার একটা সমাধান পরে সর্ব্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে করা যাইবে। প্রকাশ, আসাম হইতে টেলিফোনযোগে মুসলিম লীগের কর্ণধার মিঃ জিন্না ঐরূপ প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভায় লীগ বহির্ভূত কোন মুসলমানকে স্থান দিতে কিছুতেই রাজী হন নাই। যে কারণে সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হইল, পাঞ্জাবে বাঞ্ছিত কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রিত্বের আলোচনাও ফাঁসিয়া গেল সেই একই জেদের জন্য। বিভিন্ন প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পরেও—একটি মাত্র প্রদেশে অপরের সাহায্য ব্যতীত মন্ত্রিত্ব গঠনে সক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও—মুসলিম লীগই মুসলিম ভারতের একমাত্র মুখপাত্র, এই অসঙ্গত দাবী ত্যাগ করার বাস্তববোধ দেখা যাইতেছে না। মিঃ জিন্না ভাঙ্গেন, তবু মচকাইতে চাহেন না।

* * *

পাঞ্জাবই হইতেছে মুসলিম লীগের পাকিস্তান পরিকল্পনার মর্ম্মস্থল। লীগ এখানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তৎসত্ত্বেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণে তাহাদের অক্ষমতা তাহাদের দলীয় স্বার্থের সঙ্কীর্ণ সচেতনতার ও রাজনীতিজ্ঞানের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। পাঞ্জাবের মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি আজাদ যে বিশদ বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, পাঞ্জাবে কংগ্রেস দল সংখ্যালঘু দলগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগ নিয়মতান্ত্রিক রীতিনীতি অগ্রাহ্য করিয়া প্রথমে অপর দলের সহিত দল পাকাইবার চেষ্টা করে। নিজেদের পাকিস্তানী দাবীর সহিত অকালী দলের পাল্টা দাবীর একটা সামঞ্জস্য সাধনে ব্যর্থ হইয়া তখন তাহারা কংগ্রেসের দিকে হাত বাড়াইবার জন্য ইচ্ছুক হয়। মৌলানা আজাদের ভাষায় "গোড়াতেই কংগ্রেসীদলের সহিত আলোচনা করা উচিত ছিল, তথাপি আমি লীগ নেতাদের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসায় সানন্দে সম্মত হই।" কিন্তু লীগ-কংগ্রেস আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল—হইল মুসলিম লীগের বাহিরে কোন সত্যকার মুসলমান নাই বলিয়া যে অসঙ্গত দাবী তাহারই অনিবার্য্য পরিণতিরূপে।

* * *

ইউনিয়নিষ্ট দল লীগবিরোধী হইলেও পাকিস্তান-বিরোধী নহে। নির্ব্বাচনী অভিযানে তাহারা পাকিস্তান জিগির বন্ধ করে নাই। সুতরাং কংগ্রেসের ও অকালীদের সহিত তাহাদের কি ভিত্তির উপর মিলন ঘটিল তাহা জানিবার জন্য

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

কুষ্টিয়াবাজার, নদীয়া।

বিজ্ঞাপন

৩নং মোহিনী মিলের শেয়ার ক্রয় করিবার নিমিত্ত আমাদের শেয়ার হোল্ডারগণ ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে বহু আবেদন আসায় আমরা জানাইতেছি যে, বর্ত্তমানে ঐরূপ মিল প্রতিষ্ঠার কোন প্রকার পরিকল্পনা বা ইচ্ছা আমাদের নাই। কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ১নং এবং বেলঘরিয়ার ২নং ব্যতীত মোহিনী মিলের নিজস্ব অন্য কোনও শাখা মিল নাই। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের পুরাতন যন্ত্রাদি পরিবর্ত্তিত এবং বেলঘরিয়ার ২নং মিলের তাঁত এবং টাকুর সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিয়া বর্ত্তমান যুগোপযোগী রং ও ধোলাই করিবার এবং বাংলার বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি উৎপাদনের নিমিত্ত আধুনিক যন্ত্রাদির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কারণ বশতঃ মোহিনীর মূলধন বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং স্থায়ী শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে শেয়ার বিতরিত হইবে।

ডিরেক্টরগণ এবং ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং কুষ্টিয়া ও বেলঘরিয়ার যথাক্রমে ১নং ও ২নং মিলদ্বয় ব্যতীত অন্য কোন প্রচলিত মিলের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট নহেন।

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্।

আমাদের ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। এই সম্পর্কে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, নূতন কোয়ালিশন প্রাদেশিক স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে এবং সেই কারণেই ৯৩ ধারার শাসনের আশু অবসান ঘটাইবার জন্য তাহারা প্রাদেশিক কল্যাণ ও উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্য লইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। এই মন্ত্রিসভার সহিত ভাবী শাসনতন্ত্র গঠন বা দলগত রাজনীতির যোগ থাকিবে না। সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তাহারা গ্রহণ করিবে। এক কথায়, তিন দলই বৃহত্তর ভারতীয় নীতির প্রশ্নে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া প্রাদেশিক ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মনীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে। সমগ্র দেশের ও পাঞ্জাবের রাজনৈতিক জটিলতার কথা বিবেচনা করিলে উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গঠিত কোয়ালিশন সমর্থনযোগ্য বলিয়াই আমাদের দৃঢ় অভিমত।

* * *

তবে পাঞ্জাবের এই নূতন মন্ত্রিত্বের পরমায়ু সম্পর্কে নিশ্চিত ভরসা কেহ দিতে পারিবেন না। কেন-না, পাঞ্জাব পরিষদের মোট ১৭৫ জন সদস্যের মধ্যে বর্ত্তমানে কোয়ালিশন দলের সদস্য হইতেছেন ৮৯ জন। লীগের ৭৫ জন এখন ৭৯ জনে দাঁড়াইয়াছে। কোয়ালিশন দল গঠিত হইবার অব্যবহিত পরে ৪ জন ইউনিয়নিষ্ট সদস্য লীগে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দিয়াছেন। প্রকাশ, ৪ জন স্বতন্ত্র সদস্যও নাকি লীগকেই সমর্থন করিবেন। তাহা ছাড়া ৩টি আসনের উপ-নির্ব্বাচন এখনও বাকী। অতএব পাঞ্জাবের কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব সম্পর্কে স্থির বিশ্বাসে কিছু বলা আপাততঃ সম্ভব নহে। তবে ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আপাততঃ এই কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের নীতির শোচনীয় ব্যর্থতা প্রমাণিত হইয়াছে।

* * *

মিঃ জিন্না এখন আসাম সফর করিতেছেন। সেখানে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি জোর দাবী জানাইয়াছেন, আসাম তাঁহার চাই-ই। আসামে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঐ প্রদেশকে তাঁহার পাকিস্তানের মধ্যে ধরিয়া লইয়াছেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি সম্পর্কেও লীগের দাবী অসঙ্গত হইলেও তাহাদের সেই দাবী সাধারণ বুদ্ধির নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু মুসলিমলঘিষ্ঠ আসাম প্রদেশ তাহারা কোন্ যুক্তির জোরে দাবী করে? মিঃ জিন্নার নিকট হইতে সভাস্থলে এই প্রশ্নের জবাব চাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কৌশলে প্রশ্নটিকে এড়াইয়া গিয়াছেন। মূল পরিকল্পনা পাকিস্তান সম্পর্কেও এতকাল পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও এতাবৎ মিঃ জিন্না কোন ব্যাখ্যা প্রদান অর্থাৎ পরিষ্কার করিয়া তাঁহার মনের গোপন কথা খুলিয়া বলেন নাই। ভারতের মুসলমানরা আর কতকাল এই ভ্রান্ত নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হইবেন?

* * *

ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দলের প্রায় সকলেই পাকিস্তান সম্পর্কে প্রতিকূল অভিমত জ্ঞাপন করিতেছেন। লর্ড চোর্লি পাকিস্তান পরিকল্পনাকে "মিঃ জিন্নার স্বপ্ন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মিঃ সোরেন্সেন বলিয়াছেন, "মিঃ জিন্না নিশ্চয়ই সীমান্তের নির্ব্বাচন ফল দেখিয়া হতাশ হইয়াছেন। লীগ সমগ্র মুসলমান ভারতের—এমন কি ভারতের অধিকাংশ মুসলমানেরও প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারে না। পাকিস্তান সহ্য করাও যায় না, সমর্থন করাও যায় না।" মিসেস নিকল্‌স্ প্রমুখ অন্যান্য সদস্যদেরও প্রায় সকলেই পাকিস্তান-বিরোধী মন্তব্য ও মতামত জানাইয়া অখণ্ড ভারতের আদর্শই সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন।

* * *

জব্বলপুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ধর্ম্মঘট সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের জনসাধারণ আজ পৌরুষ-গর্ব্বে উদ্দীপিত হইয়া স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া উঠিয়াছে। সামরিক বা অসামরিক সকলেরই শিরায় শিরায় আজ স্বাধীনতার অগ্নি-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই পট-ভূমিকাতেই আজ প্রত্যেকটি ঘটনার বিচার করিতে হইবে।...সেনাবাহিনীর নিয়মানুবর্ত্তিতাকে আজিকার নূতন পটভূমিকায় রাখিয়া দেখিতে হইবে—বিগত দিনের দাসসুলভ নিয়মানুবর্ত্তিতার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া আজ আর দেখিলে চলিবে না। ভারতীয় সৈন্যদের আমি এই কথা বলিতে চাই যে, তাহাদের যে দাবী তাহা আমাদেরও দাবী—তাহা সমগ্র জাতিরই দাবী। ঐ দাবীর শেষ পরিণাম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। এই ভাবিয়া আজ আমরা আনন্দিত হইতেছি যে, ভারতবর্ষে সৈনিক ও সাধারণ নাগরিকের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।"

* * *

সেই প্রাচীর যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে তাহারই জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আপ্রাণ আঁটঘাট বাঁধিবার কাজে লাগিয়াছেন। গত ৪ঠা মার্চ্চ কমন্স সভায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী বৃটেনের সামরিক দায়গুলির বিবরণ পেশ করিতে গিয়া জানাইয়াছেন,..."ভারতে শৃঙ্খলা রক্ষার যে দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা বৃটেনের 'অতি-গুরুতর' সামরিক দায়গুলির মধ্যে পড়ে। এই বৎসরের শেষে বৃটেনের সেনাবাহিনী কমাইয়া ১১ লক্ষ করা হইবে। পৃথিবীর কোন না কোনখানে সর্ব্বদাই গোলযোগ বাধিবার সম্ভাবনা আছে, এই কথা আমি এই কমন্স সভার নিকট গোপন রাখিতে চাহি না। যদি গোলযোগ বাধে তাহা হইলে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এবং অতিরিক্ত অর্থের অনুমোদনের জন্য আপনাদের নিকট আমাকে আসিতে হইবে।"

* * *

কেবল ইংলণ্ডেই নহে, ভারতেও ব্যাপক সামরিক ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন বাজেটে ১৯৪৫-৪৬ ও ১৯৪৬-৪৭ সালে সামরিক খাতে যে পরিমাণ ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হইয়াছে, মহাযুদ্ধ মিটিয়া যাইবার পরেও সেই সুবিপুল অর্থ লাগিবে কিসের জন্য? যুদ্ধোত্তরকালেও এরূপ যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা বজায় রাখার হেতু কি? ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে ভারতে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে কে এমন বাধা দিতে আসিবে যাহাকে দমনের জন্য এমন অসংখ্য সৈন্য ও অজস্র গোলাবারুদের প্রয়োজন? প্রয়োজন যে আছে, তাহা তো এটলি-বেভিন কোম্পানীর সাম্প্রতিক বক্তৃতা ও বিবৃতিগুলি হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

* * *

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির স্বাধীনতার আন্দোলন গায়ের জোরে দাবাইবার যদি কোন মতলব না থাকিবে, তাহা হইলে বৃটেনের পক্ষে যুদ্ধ শেষ হইবার এতদিন পরে এখনও ১১ লক্ষ সৈন্য পুষিবার কি প্রয়োজন? এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে বৃটেনের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র দুই লক্ষ। সুতরাং যুদ্ধোত্তর কালে উহার প্রায় ৬ গুণ সৈন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত রাখার সিদ্ধান্তের সহিত ভারত, ব্রহ্ম, মিশর, ইরাক, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশে বিপন্ন বৃটিশ কায়েমী স্বার্থরক্ষা সম্পর্কিত প্রশ্নের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গত সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহে কমন্স সভায় পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন জানাইয়াছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিবার কোনরূপ ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। গত সপ্তাহে কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী এটলীর ঘোষণা সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্ব্বাহ্নে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রচেষ্টা বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে অত্যুক্তি হইবে কি? বৃটিশ শাসকশ্রেণীর সাম্রাজ্য রক্ষার দুরভিসন্ধির জন্যই বোধ হয় ভারতে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্য স্থানে স্থানে ধর্ম্মঘট করিয়া তাহাদের গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের অহেতুক বিলম্বের জন্য অভিযোগ জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ এবং মধ্য ও সুদূর প্রাচ্য হইতে ব্যাপক সৈন্যাপসারণের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

* * *

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

অনুমোদিত মূলধন—	২,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	১,০০,০০,০০০৲	,,
বিক্রীত মূলধন—	১,০০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কলসহ)	৬০,০০,০০০৲	টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৫,০০,০০০৲	,, ,,
আমানত—	১১,০০,০০,০০০৲	,, ,,
কার্য্যকরী মূলধন—	১৩,০০,০০,০০০৲	টাকার উপর

সকল প্রকার বৈদেশিক বিনিময়ে কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

ইহা একটী ঘোষণা মাত্র—প্রসপেক্টাস নহে

মূলধন মঞ্জুরীর প্রচলিত সর্ত্তাবলী অনুসারে এই শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে অনুমতিপত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে।

১৯৪৬ সালের ১১ই মার্চ্চ তারিখে চাঁদার তালিকা খোলা হইবে এবং ১৯৪৬ সালের ২০শে মার্চ্চ তারিখে অথবা ডিরেক্টর বোর্ডের ইচ্ছানুযায়ী উহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন তারিখে শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

হিন্দুস্থান ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সমিতিবদ্ধ)

অনুমোদিত মূলধন - - - - - - - - - - - ৫,00,00,000৲ টাকা

প্রত্যেকটি ১০৲ টাকার ৫০,০০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত

বিলিকৃত প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা মূল্যের
১৫,00,000 অর্ডিনারী শেয়ার ১,৫০,00,000৲ টাকা

ডিরেক্টরগণ ও তাঁহাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে বিলিকৃত শেয়ার
৩৫,০০,০০০৲ টাকা

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও বন্ধুবর্গের জন্য সংরক্ষিত শেয়ার
১৫,০০,০০০৲ টাকা ৫0,00,000৲ টাকা

[illegible]ক্ষণে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ার্থ প্রত্যেকটি
[illegible]০৲ মূল্যের ১০,00,000 অর্ডিনারী শেয়ার ১,00,00,000৲ টাকা

[illegible]ত শেয়ারের জন্য আবেদনের সহিত ৫৲ টাকা এবং শেয়ার বিলি হইবার পর ৫৲ টাকা দেয়।

গত ১৯৪৪ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইবার সময় হইতে এই পর্য্যন্ত শেয়ারের আবেদনের জন্য এবং বিলিকৃত করার জন্য যে টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহা মূলধন মঞ্জুরীর সর্ত্তানুসারে কোম্পানীর কাগজে লগ্নী করিয়া রাখা হইয়াছে।

ডিরেক্টরগণ

মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার (চেয়ারম্যান), প্রেসিডেণ্ট—হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ ইন-সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ; ডিরেক্টর—হিন্দুস্থান মোটরস্ লিঃ. ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজ লিঃ, ইত্যাদি। ২৩৭নং লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

স্যার বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা, কেটি, সি, আই, ই, প্রেসিডেণ্ট—ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি ইত্যাদি, ইত্যাদি। ১৪৫নং মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ বি এম বিড়লা, মেসার্স বিড়লা ব্রাদার্স লিঃ, ৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ এন এন লাহা, এম-এ, পি-এইচ-ডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ; মেম্বার—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া; ডিরেক্টর—ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোং লিঃ, ইত্যাদি ইত্যাদি। ৯৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কুমার প্রমথনাথ রায়, ব্যাঙ্কার ও জমিদার, ৫৩বি, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্যার আদমজী হাজী দায়ুদ, ডিরেক্টর—আদমজী জুট মিলস্ লিঃ, ইত্যাদি। ৪নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

দি অনারেবল্ স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, জমিদার, চেয়ারম্যান—বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৫নং ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।

দি অনারেবল স্যার জহিদ হোসেন সি, আই, ই, হায়দ্রাবাদের মহামান্য নিজাম বাহাদুরের অর্থ-সচিব।

ব্যাঙ্কারগণ

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

ম্যানেজিং এজেণ্টস

এন আর সরকার এণ্ড কোং লিঃ
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

অডিটারগণ

রায় এণ্ড রায়, চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টস্,
জি বসু এণ্ড কোং, ইনকরপোরেটেড একাউণ্ট্যাণ্টস্

রেজিষ্টার্ড অফিস

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ

মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে অধিকতর বিশদভাবে যে সকল উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে সেই সকল উদ্দেশ্য এবং বিশেষভাবে ভারতবর্ষে বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, ভেষজ ঘৃত, ষ্টিল ও সীট ওয়্যারবস্ মেসিন টুল, কৃষি-যন্ত্রপাতি, কাঁচ, চামড়ার দ্রব্য, চিনি, খাদ্যদ্রব্য, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষের চাহিদা রহিয়াছে সেই সব জিনিষ প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন কারখানা স্থাপন ও নির্ম্মাণের জন্য এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কোম্পানী অবিলম্বে নিম্নলিখিত চারটী শিল্পে আত্মনিয়োগ করিবেন—

কাপড়ের কল

প্রথমতঃ—কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য একটী স্পিনিং ও উইভিং মিল। বাঙ্গলায় এই শিল্প ইতি-মধ্যেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বাঙ্গলা বয়নশিল্প-জাত দ্রব্যের একটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ক্রেতা এবং এই শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রসারের জন্য ভারত সরকার আমদানী লাইসেন্সের প্রথানুসারে আঞ্চলিকভাবে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি বণ্টনের নীতি অনুসরণ করিয়া এই প্রদেশেই বর্দ্ধিত হারে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। **গবর্ণমেণ্টের এই পরিকল্পনা অনুসারে হিন্দুস্থান ডেভেলপমেণ্ট কর্পো-রেশনের জন্য ২৫ হাজার টাকু ও ৫ শত তাঁত বরাদ্দ করা হইয়াছে।**

ভেষজ ঘৃত

দ্বিতীয়তঃ—ভেষজ ঘৃত প্রস্তুতের জন্য একটী কারখানা। ভারতের যে সকল বাজারে ভেষজ ঘৃতের সর্ব্বাধিক কাটতি আছে বাঙ্গলা তাহার অন্য-তম। ভারতে দুগ্ধের যোগান এত কম যে, বাজারে দুগ্ধজাত ঘৃতের বিশেষ অভাব রহিয়াছে এবং এই অভাব আরও অনেকদিন স্থায়ী হইবে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় যে দুগ্ধজাত ঘৃত ব্যবহৃত হয় তাহার জন্যও বাঙ্গলা বাহিরের উপর নির্ভরশীল। এই সব কারণে বাঙ্গলায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত ভেষজ ঘৃতের অনেকদিন পর্য্যন্ত খুব চাহিদা থাকিবে। এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া ভারত সরকার ভারতে ভেষজ ঘৃতের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। **এই পরিকল্পনা অনুসারে হিন্দুস্থান ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনকে দৈনিক ২৫ টন** ভেষজ ঘৃত প্রস্তুতের উপযোগী যন্ত্রপাতি বরাদ্দ করিয়াছেন। কোম্পানী ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত মেসার্স বামাগ লিঃর নিকট যন্ত্রপাতির জন্য অর্ডার দিয়াছেন। উহা শীঘ্রই জাহাজযোগে ভারতে প্রেরিত হইবে। এজন্য কলিকাতার নিকটে রেল লাইনের পাশে একটী ভাল জায়গা স্থির করিয়া তাহাতে কারখানার বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা

তৃতীয়তঃ—বাড়ীঘর ইত্যাদি নির্ম্মাণের উপযোগী দ্রব্যাদি, রেলের সাজসরঞ্জাম, গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসি-প্যালিটী, জেলা বোর্ড ইত্যাদির প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ঢালাইয়ের উপযোগী যন্ত্রপাতি, মেসিন টুল, হাসপাতালের সাজসরঞ্জাম, লৌহজাত দ্রব্যাদি, কাটলারি ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য কোম্পানী একটী **ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা স্থাপন করিতেছেন।** এই উদ্দেশ্যে কোম্পানী একজন অষ্ট্রীয়া দেশবাসী বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কলকব্জার কতকাংশ এখনই ভারতবর্ষে পাওয়া যাইবে এবং বাকী অংশ বিদেশ হইতে আমদানী করা হইবে।

কাঁচের কারখানা

চতুর্থতঃ—কাঁচের পাত এবং ফাঁপা কাঁচের জিনিষ প্রস্তুত করিবার জন্য একটী **কাঁচের কারখানা**। যুদ্ধের ফলে কাঁচ শিল্পের বহুল উন্নতি ঘটিয়াছে এবং দেশে শিল্পের প্রসার ও জনসাধারণের মধ্যে উহার ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা হেতু এই শিল্পের অদূর ভবিষ্যতে আরও উন্নতি ঘটিবে।

এই সকল বিভিন্ন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা ও পরি-চালনার জন্য উদ্যোক্তাগণ সুবিবেচনার পর একটি যৌথ কোম্পানী গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কারণ, প্রতিযোগিতার বাজারে যৌথ পরিচালন ব্যবস্থায় অধিকতর ব্যয় সঙ্কোচ হইবে। তাহা ছাড়া কোম্পানী যে সব জিনিষ প্রস্তুত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন বাজারে তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত যোগান নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। উহার ফলে ডিরেক্টরগণ মনে করেন যে, কোম্পানীর শেয়ার ক্রেতাগণ ক্রীত শেয়ারের জন্য ভালরূপ লভ্যাংশ পাইবেন।

পরিচালনা

কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনে মেসার্স এন, আর, সরকার এণ্ড কোং লিঃকে কোম্পানী গঠনের তারিখ হইতে নিম্নলিখিত পারিশ্রমিক দিবার সর্ত্তে ২০ বৎসর কালের জন্য কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—

(১) প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা হিসাবে অফিস এলাউন্স। এই সম্পর্কে ম্যানেজিং এজেণ্টগণ ডিরেক্টর-গণকে জানাইয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত এক বা একাধিক কারখানার কার্য্য আরম্ভ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা এই এলাউন্স গ্রহণ করিবেন না।

(২) কোম্পানীর অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দেও-য়ার পর হইতে কোম্পানীর বার্ষিক লাভের উপর কমিশন হিসাবে শতকরা ৬¼ ভাগ। তবে যখন অংশীদারগণকে প্রদত্ত লভ্যাংশের হার শতকরা বার্ষিক ৬।০ টাকা অপেক্ষা বেশী হইবে তখন হইতে ম্যানেজিং এজেণ্টগণ কোম্পানীর লাভের শতকরা ৬¼ ভাগের পরিবর্ত্তে শতকরা ১০ ভাগ পাইবেন।

দালালী

অনুমোদিত ব্রোকারদের মারফতে এই সব ব্রোকারের নিজ নিজ ষ্ট্যাম্পসহ যে সমস্ত আবেদন-পত্র আসিবে সেই সব শেয়ার বিলি হইবার পর ব্রোকারগণকে প্রতি শেয়ারে চার আনা হিসাবে দালালী দেওয়া হইবে।

আবেদন

৫০টী অথবা উহার গুণিতক যে কোন সংখ্যক শেয়ারের জন্য আবেদন করিতে হইবে। কোম্পানীর রেজেষ্টরীকৃত অফিসে এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ এবং কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃর সমস্ত বড় বড় অফিসে কোম্পানীর প্রসপেক্টাস্ ও আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে।

এশিয়া ও আফ্রিকায় বিশাল সৈন্য বাহিনী মোতায়েন রাখার আর একটী কারণ সোভিয়েট রুশিয়া। ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক এতই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, কোন কোন মহল হইতে এখনই—নূতন জাতিসঙ্ঘ গঠিত হইতে না হইতেই—তৃতীয় মহাযুদ্ধ বেশী দূরে নহে বলিয়া আশঙ্ক প্রকাশ করা হইতেছে। বস্তুতঃ গ্রেট বৃটেন আর 'গ্রেট' বা 'বড়' নহে। ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র বৃটেন কোণঠাসা হইয়াছে। কোথাও সাম্রাজ্য-বাদীদের প্রাক্তন প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় নাই। এবার মধ্য ও নিকট প্রাচ্যেও বৃটিশ সিংহ একটীর পর একটী দেশ হইতে পূর্ব্ব প্রতিপত্তি খোয়াইয়া ক্রমে ক্রমে কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছে। পারস্যে বৃটিশ মতলব ফাঁসিয়া গেল। সিরিয়া ও লেবানন হইতেও বৃটিশ সৈন্য জাতিসঙ্ঘের চাপে পড়িয়া ফরাসী বাহিনীর সহিত সসম্মানে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে। মিশরের জাতীয়তাবাদী জনসাধারণ এবং ছাত্র ও শ্রমিকদের বৃটিশ-বিরোধী অভিযান এত ব্যাপক ও এত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে যে, সেখানে বৃটিশ মোড়লীর পরমায়ু যে আর বেশী দিন নাই তাহা দিবালোকের মতই স্পষ্ট। প্যালে-ষ্টাইনেও আরব ও ইহুদিদের লইয়া বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ রীতিমত বিপদে পড়িয়াছেন। ইরাক ও ট্রান্সজো-র্দ্দানের প্রতিক্রিয়াশীলদের আপাততঃ দলে ভিড়াইয়া লইয়া বৃটেন 'বৃহত্তর সিরিয়া' পরিকল্পনার আড়ালে যতই আঁটঘাট বাঁধিবার চেষ্টা করুক না কেন, আরব লীগ মারফৎ নিখিল আরব-জগৎ বৃটেনের পক্ষে ক্রমেই বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সৌদী আরব, মিশর, লেবানন, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে সোভিয়েট রুশিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশাল দেহের মেরুদণ্ডস্বরূপ ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চল ও সুয়েজ খালের গুরুত্বপূর্ণ যোগা-যোগ পথ সম্পর্কে রুশ আতঙ্ক আর মনে মনে নয়, মুখেই প্রচারিত ও আলোচিত হইতেছে। চীনেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিনষ্ট হইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে শ্যাম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ড পুনরায় গ্রাস বা নূতন করিয়া গ্রাসের সব মতলব একটির পর একটি ফাঁসিয়া যাইতেছে। পুনরধিকৃত ব্রহ্ম ধৈর্য্য ও প্রতীক্ষার অসহ অধ্যায়ের পর ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষ তো টগবগ করে। সর্ব্বত্রই বৃটেনের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত ও সংগ্রামমুখীন। এরূপ অবস্থায় শেষ পর্য্যন্ত একবার চেষ্টা করিয়া দেখার দুরাশায় বৃটিশ কূটনীতি নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পন্থার আশ্রয় লইতেছে। রুশ-ভীতি বৃটেনের পক্ষে প্রকৃত হইলেও, ভারতের পক্ষে নয়। অথচ কোণঠাসা বৃটেন অসন্তুষ্ট ভারতবর্ষকে ভয় দেখাইয়া দলে ভিড়াইতে চাহিতেছে। সম্প্রতি কমন্সসভায় বৃটিশ পার্লামেণ্টারী দলের অন্যতম সদস্য লর্ড চোর্লি বলিয়াছেন, ভারত স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়া তাহাকে নিঃসন্দেহে আক্রমণ করিবে। সোভিয়েট রুশিয়া ভারত আক্রমণ করিতে পারে কি না বা করিবে কি না সেই প্রশ্ন আমাদের কাছে অবাস্তব। ভারতকে যদি কোন বাহিরের শক্তি আক্রমণ করে তো সে ভারত পরাধীন ভারত—স্বাধীন ভারত নয়। বৃটিশ-কবলিত ভারতেরই বাহিরের আক্রমণের ভয়। সাম্রাজ্যই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষের কারণ। সেই আসল সমস্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়া বা দৃষ্টি দিয়াও উহার সমাধানের একমাত্র উপায় না মানিয়া বৃটিশ ধুরন্ধররা রুশ-ভীতির প্রচারকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিঃ চার্চ্চিলও রুশ-ভীতি প্রচার করিয়াছেন। আমে-রিকার কোন কোন সাংবাদিক ও রাজনীতিকরাও ইরাণ-সমস্যা উপলক্ষ করিয়া বিশ্বব্যাপী এক সোভিয়েট-বিরোধী আত্মরক্ষা-প্রাচীর গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। যাহা হউক, এই সব তোড়জোড় হইতে জাতিসঙ্ঘ গড়িয়া পৃথিবীর শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে তাহারই প্রমাণ মিলিতেছে। একটা সংঘর্ষ অনিবার্য্য বলিয়াই মনে হয়। এখন প্রশ্ন: কবে? তাহা কত দূর?

* * *

ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি-শীল পার্ল বাক, লুই ফিশার প্রমুখ কতিপয় প্রখ্যাত আমেরিকান বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত এক তারবার্ত্তায় জানাইয়াছেন, "সময় দ্রুত চলিয়া যাই-তেছে। যে কোন স্ফুলিঙ্গ ভারতবর্ষে ব্যাপক অগ্নি-কাণ্ডের সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা সকলেরই দুঃখের কারণ হইবে। বিচক্ষণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইহাই উপযুক্ত সময়। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকায় ভারতবর্ষে অবিলম্বে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে এক মধ্যবর্ত্তী-কালীন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট অত্যা-বশ্যক। এই জাতীয় সরকারের সহিত বড়লাটের সম্পর্ক হইবে ইংলণ্ডের রাজার ন্যায়।.....যে তিন জন বৃটিশ মন্ত্রী দৌত্যের জন্য ভারতবর্ষে যাইতেছেন তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অবিলম্বে মূলগত কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হউক। এইরূপ কার্য্যের দ্বারাই বর্ত্তমান অশান্ত ভারতের পরিবর্ত্তে এক স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভার-তের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।"

উক্ত তার-লিপিতে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ইণ্ডিয়া লীগের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে জে সিংহ আছেন। ভারতের বর্ত্তমান সঙ্কট সমা ধানের জন্য উক্ত স্বাক্ষরকারিগণ যে অভিমত ও নির্দ্দেশ ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সহিত প্রকৃতিস্থ জাতীয়তাবাদী ভারতীয়গণের মনোভাবের চমৎ-কার মিল রহিয়াছে। মিঃ এটলি এই সময়ো-চিত সদুপদেশে কতখানি কর্ণপাত করিবেন জানি না, তবে এই কথা আমরা নিঃসংশয়ে জানি যে, বর্ত্তমানে উহা ছাড়া আর কোন পথ নাই।

* * *

সাম্প্রদায়িকতার বিষ সমাজ-দেহে বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জাতির যাহারা ভবিষ্য সম্পদ সেই ছাত্র সম্প্রদায়ও উহার দ্বারা বিপথগামী হইয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এ-বৎসরের সমাব উৎসবে বক্তৃতা করার জন্য পণ্ডিত জওহর নেহেরুকে আহ্বান করিয়াছেন। এই সংবা সকলেই খুসী হইবেন বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল। কিন্তু কলিকাতার মুসলিম ছাত্ররা পণ্ডিতজী আমন্ত্রিত হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া এবারের সমাবর্ত্তন উৎসব বর্জ্জন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রতিক্রিয়পন্থীরা পিছন হইতে ছাত্রদের উস্কানি দিতেছে। নহিলে, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত যাহাই হউক না কেন, পণ্ডিত জওহরলালের ন্যায় একজন বিশ্ববিশ্রুত লেখক ও বিদ্যানুরাগীর আমন্ত্রণে মুসলমান ছাত্ররা এরূপভাবে সুশিক্ষা ও সংস্কৃতিবোধের দৈন্য দেখাই-বার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত না। আমরা এখনও আশা রাখি, মুসলিম ছাত্ররা তাহাদের মূঢ় সিদ্ধান্ত পাল্টাইবে। পণ্ডিত নেহেরুকে যে একজন পণ্ডিত লোক বলিয়াই আমন্ত্রণ করা হইয়াছে—রাজনৈতিক নেতা বলিয়া নহে, এই সহজ কথাটা মতলববাজদের প্ররোচনায় মুসলিম ছাত্রসমাজ বিস্মৃত হইলে তাহা শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা কলঙ্কজনক ঘটনা হইয়া থাকিবে।

যুদ্ধের পরেও
—"জীবন বীমাই শ্রেষ্ঠ পন্থা
ইণ্ডিয়ান মিউচ্যুয়াল
লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ
৯০ নং ক্লাইভ রো কলিকাতা

খেয়ালীর খাতা

আমার খুসী হওয়ার কারণ আছে। দেখিলাম গান্ধীজী সম্প্রতি বড়লাটের খাসমুন্সী এবেল্ সাহেবকে যে-পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে খাদ্য-সঙ্কট দূর করিতে তিনিও ঠিক সেই উপায় কয়টিই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহা এই 'খেয়ালীর খাতায়' আমি দিন কুড়ি আগে লিখিয়াছিলাম। ফসল উৎপাদন কার্য্যে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ এবং বিশেষ করিয়া সাময়িক সেচ কার্য্যের জন্য কূপ খননের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তরে বড়লাট তাঁহার সেক্রেটারীর মারফতে গান্ধীজীকে জানাইয়াছেন, তিনি সেনাবিভাগকে দুর্ভিক্ষ দমনের কাজে লাগাইবার বিষয় প্রধান সেনাপতি স্যার ক্লড অকিনলেককে বলিয়াছেন। ইহার ফলাফল কী দাঁড়ায় তাহা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিব।

* * *

স্যার আর্চ্চিবল্ড রোলাণ্ডসের বাজেট লইয়া কেন্দ্রীয় পরিষদে দুইদিন আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই বাজেটের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, ইহা দরিদ্রের বাজেট নয়। দরিদ্রের করভার লাঘব ও তাহাদের জীবনযাত্রার সুবিধা হইতে পারে এমন ব্যবস্থা ইহাতে নাই। একটি সাধারণ বিষয় উল্লেখ করিতেছি। পোষ্টকার্ড। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ চিঠিপত্র নেহাৎ ঠেকায় পড়িয়াই লেখে, সখ করিয়া পত্রালাপের মতো সঙ্গতি বেশী লোকের নাই। অথচ এক পয়সার পোষ্টকার্ড যে কেমন ধাপে ধাপে তিন পয়সায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহা আমরা আমাদের জীবনেই স্বচক্ষে দেখিলাম। পোষ্টকার্ডের দাম কমানো একান্তই আবশ্যক এবং অবিলম্বেই আবশ্যক।

* * *

ডাক বিভাগের বর্ত্তমানে আয় প্রচুর। সুতরাং পোষ্টকার্ডের দাম কমাইতে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। আর্থিক আয়টাই ডাক বিভাগের একমাত্র লক্ষ্য নয়। ডাক বিভাগটা জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান। তেজারতী কারবার নয়। তাহার পরিচালনা শুধু লাভের অঙ্কের উপর চোখ রাখিয়া করা উচিত নয়। কিন্তু পোষ্টকার্ডের দাম কমাইতে আর্থিক লাভ-ক্ষতির প্রশ্নটাও অন্তরায় হইবে বলিয়া মনে হয় না, লাভের টাকায় হাত পড়িবে না এমন ব্যবস্থা করিয়াও পোষ্টকার্ড সস্তা করা যাইতে পারে। তাহা বিজ্ঞাপন লইয়া। পোষ্টকার্ডের ঠিকানা লিখিবার জায়গাটুকুর বামপার্শ্বে বিজ্ঞাপন লইলে ডাক বিভাগের প্রচুর আয় হইবে। যাঁহারা বিজ্ঞাপন দেন তাঁহারা পোষ্টকার্ডের চাইতে ভালো মিডিয়াম পাইবেন না। লক্ষ লক্ষ পোষ্টকার্ড বিক্রয় হয়, প্রত্যেক পরিবারে পোষ্টকার্ডের-প্রবেশ আছে। সুতরাং খুব চড়া হারেই ডাক বিভাগ ঐরকম বিজ্ঞাপন লইতে পারেন। সেই টাকায় পোষ্টকার্ডের সস্তাদামের ঘাটতি পূরণ হইয়া যাইবে। ব্যবহারকারীরাও এক পয়সায় একখানা পোষ্টকার্ড পাইলে অল্প একটু স্থান বিজ্ঞাপনের জন্য ছাড়িয়া দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করিবেন না।

* * *

চিঠিপত্র, পার্শ্বেল প্রভৃতির মাশুল বাড়াইয়া ডাকবিভাগ যে আয়ের অঙ্ক ফাঁপাইয়া তুলিতেছেন, সে কথা পরিষদে দুই একজন সদস্য বলিয়াছেন। এ গুলি সবই প্রকাশ্য মূল্য বৃদ্ধি। ইহা ছাড়া অপ্রকাশ্যও আছে। তাহার খবর অনেকেই রাখেন না। টেলিগ্রামের কথাটা ধরুন। টেলিগ্রামের সাধারণ মাশুল তের আনা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট আদায় করিতেছেন একটাকা দশ আনা। টেলিগ্রাম আমরা অর্থাৎ সাধারণ লোক একমাত্র তখনই করি, যখন না করিলে নয়। সময়ের মূল্য যখন দারুণ আর্থিক ক্ষতি বা জীবন-মরণের প্রশ্নের সহিত জড়িত। চাকুরীতে হাজিরা, মামলার সাক্ষ্য, বিবাহের তারিখ এবং মা, স্ত্রী বা ছেলে-মেয়ের অসুখের খবর ছাড়া আমরা টেলিগ্রাম বড় একটা করি না। কারণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ খবর দূরস্থিত আত্মীয়, বন্ধু, মনিব বা উকিলের কাছে পৌছা দরকার। গত চার বছরে যাঁহারা টেলিগ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন তের আনার টেলিগ্রামে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। চিঠি পাইতে যে সময় লাগে সাধারণ টেলিগ্রাম পাইতেও তাই। অনেকের ধারণা তার বিভাগ সাধারণ টেলিগ্রাম তারে না পাঠাইয়া ডাকের চিঠির মধ্যে ভরিয়া ঠিকানা উদ্দিষ্ট টেলিগ্রাম আপিসে পাঠান। সেখান হইতে তার বিভাগের কর্ম্মচারীরা উহা টেলিগ্রামের কাগজে ও খামে লিখিয়া প্রাপকের কাছে বিলি করে। ইহাকে সাধু ভাষায় কি বলে জানিনা, সোজা চলতি কথায় বলে জুয়াচুরী। ছয়পয়সার জায়গায় তের আনা আদায়!

* * *

জরুরী ব্যাপার তাড়াতাড়ি জানাইতে যাঁহারা ব্যগ্র আজকাল তাঁহারা সকলেই জরুরী টেলিগ্রাম করেন। তাহার দক্ষিণা ডবল, একটাকা দশ আনা। কারণ একমাত্র আর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রামই

PHARMACEUTICALS...

SALTS, TINCTURES, AQUAE, INJECTABLES AND DRUGS OF GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS, manufactured in our well-equipped laboratories under the supervision of expert chemists.

Only the best and select raw materials are used in manufacture, to ensure guaranteed standards.

We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential Oils and Laboratory Reagents.

ASK FOR PRICE LISTS

THE CALCUTTA CHEMICAL CO. LTD. CALCUTTA

গ্রাম : জনসম্পদ

ফোন : কলি : ২৭৬৭

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

কার্য্যকরী তহবিল (৩১-১২-৪৫) পর্য্যন্ত দুই কোটি টাকার উপর

বিলিকৃত মূলধন— ১৪,০৮,৬২৫৲

বিক্রীত মূলধন— ১৩,০৭,০২৫৲

আদায়ীকৃত মূলধন— ১০,০৯,৬২৬৲

বাংলা দেশের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম "যশোর লোন কোম্পানী লিঃ" মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের অনুমতিক্রমে এই ব্যাঙ্কের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা সিটী।

পে-অফিস : মিরকাদিম।

জেনারেল ম্যানেজার : এ চ্যাটার্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি

যথাসময়ে, অর্থাৎ আগের তুলনায় যথাসময়ের অনেক পরে প্রাপকের হাতে পৌছিবার আশা আছে। সুতরাং টেলিগ্রাম করার দরকার হইলেই লোকে প্রথমে লেখে 'এক্সপ্রেস'। গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ টেলিগ্রামের নিম্নতম মাশুলই একটাকা দশ আনা করিয়াছেন। যদিও কাগজে-পত্রে তাহাতের আনা দেখানো হইতেছে, কিছুটা জনসাধারণ ও কিছুটা খবরের কাগজের সম্পাদক ও আইন পরিষদের সদস্যদের সমালোচনা এড়াইবার জন্য। ইহাতে সাপ মরিতেছে এবং যষ্টিও অক্ষত রহিতেছে।

* * *

স্যার আর্চ্চিবল্ড রোলাণ্ডসের বাজেটের একটি ব্যবস্থার প্রশংসা করি। সেটি নতুন বাড়ীঘর নির্ম্মাণে উৎসাহদানের ব্যবস্থা। দেশে খাদ্যাভাব, সেটা সাঙ্ঘাতিক। দেশে বাসস্থানেরও অভাব। সেটাও কম সাঙ্ঘাতিক নয়। বড় বড় সহরগুলিতে প্রত্যহ বাড়ী বা ফ্ল্যাট খুঁজিয়া জুতার সোল্, পকেটের পয়সা এবং শরীরের শক্তি নষ্ট করিতেছেন এমন লোকের সংখ্যা কত তাহা লইয়া অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ গবেষণা করিতে পারেন। ছোট সহরগুলিতেও অবস্থা তাহার চাইতে বিশেষ ভালো নয়। অথচ লোকের হাতে পয়সা আছে, মনে ইচ্ছা আছে এবং সহরে খালি জায়গা আছে। নতুন বাড়ীর উপর ইনকাম ট্যাক্স বাদ ও ভাড়াটে নতুন বাড়ীর জন্য ক্ষয়খাতে ট্যাক্স মকুবের ব্যবস্থা করিয়া স্যার আর্চ্চিবল্ড বাড়ী নির্ম্মাতাদের যে সুবিধা দিয়াছেন, তাহার ফলে বর্ত্তমান বাসস্থান-কষ্ট তাড়াতাড়ি দূর হইবে এই আশা করিতেছি।

* * *

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, বাড়ী তৈয়ার করিতে বর্ত্তমানে অনেকেই আগ্রহশীল। এই ট্যাক্সঘটিত সুবিধা না পাইলেও, যাঁহারা অবিলম্বে নিজের বাড়ী করিতে ব্যগ্র এমন লোকের সংখ্যা কম নয়। তাঁহাদের আগ্রহ, অর্থ এবং চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও নতুন বাড়ীতে তাঁহারা হাত দিতে পারিতেছেন না। ইট, চুণ, সুরকী, লোহা-লক্কর ও সিমেণ্টের অভাবে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রচার দপ্তরের মারফতে ঐ সকল জিনিষের উপর কন্‌ট্রোল তুলিয়া লইয়াছেন এই কথা বলিয়াই খালাস। বাজারে কিনিতে যাইয়া দেখা যায় একটা না একটা ফ্যাকড়া লাগিয়াই আছে। প্রয়োজন মতো মাল পাওয়ার উপায় নাই। এই অব্যবস্থা দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বিলাতের মতো এখানেও একটা মিনষ্ট্রী অব হাউস বিল্ডিং গঠন করা আবশ্যক। তাঁহাদের কাজ হইবে কারখানা, লোহা ও সিমেণ্ট, ইটখোলা হইতে ইট, কাঠগোলা হইতে কাঠ প্রভৃতি গৃহ নির্ম্মাণের সাজ-সরঞ্জামের সুব্যবস্থা। যে প্রদেশে যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ বরাদ্দ ও যোগান। রেল, ষ্টীমারে ইমারত তৈয়ারীর জিনিষপত্র চালানের বন্দোবস্ত করা। গবর্ণমেণ্টের হাতে যে-সব উপকরণ বাড়তি আছে এবং যাহা বাড়ী তৈয়ারীর কাজে ব্যবহার হইতে পারে, সে-গুলি ব্যবসাদার মিডল্‌ম্যানের বদলে প্রকৃত ব্যবহারকারীদের পাওয়ার সুবিধাদান—এ সমস্তই ঐ দপ্তরের কাজ। যে-সকল মজুরেরা অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানা ও অন্যান্য অর্দ্ধ-সামরিক কাজ হইতে ছাঁটাই হইতেছে, তাহাদেরও এই দপ্তর বাড়ীঘর নির্ম্মাণের কাজে লাগিবার সুযোগ জুটাইয়া দিতে পারিবেন। তাহার ফলে বেকার-সমস্যা কমিবে, দুর্ভিক্ষে মৃত্যু অনেকটা নিবারিত হইবে।

* * *

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বক্তৃতা দিয়াছেন। সমাবর্ত্তন উৎসবে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। কিছুটা স্থানাভাবের জন্য, কিছুটা অন্য কারণেও। বহু লোক আছেন যাঁহারা এই উৎসবের বক্তৃতা শুনিতে আগ্রহান্বিত, অথচ শুনিবার উপায় নাই। তাঁহাদের জন্য অল ইণ্ডিয়া রেডিও এই উৎসবের বক্তৃতা বেতারে রীলে করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। জানি, তাঁহারা বলিবেন পণ্ডিতজী কংগ্রেসের লোক। তাঁহার বক্তৃতা বেতারে ঘোষণা করিলে রাজনৈতিক আপত্তি হইতে পারে। তাহার জবাবে বলিব যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি সমাবর্ত্তন উৎসবই যদি অল ইণ্ডিয়া রেডিও বেতারে রীলে করেন তবে কাহারও আপত্তি থাকিবার কারণ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি সমাবর্ত্তনেই আজকাল এমন কোন না কোন প্রথিতযশা ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়া থাকেন, যাঁহার ভাষণ রেডিওর শ্রোতারা আগ্রহের সহিত শুনিবে।

—খেয়ালী

ইষ্ট ইণ্ডিয়া
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ সুবিধা ও উদার সর্ত্তাবলী প্রাপ্ত হন।
কর্ম্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু কর্ম্মী এজেন্সি দ্বারা প্রচুর আয় করিতে পারেন। ম্যানেজারের নিকট আজই আবেদন করুন।

গিরিশ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
=স্থাপিত ১৯৩০=
হেড অফিস ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
গ্রাম— লাইভ ব্যাঙ্ক
ফোন ক্যাল ৪৭৩১ ও ৩২৭৫
বাংলা ও বিহারের প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে শাখা প্রতিষ্ঠিত
চেয়ারম্যান:
রায় জে এন মুখার্জ্জি বাহাদুর
গভঃ প্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার, হুগলী
ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ্জ—মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জ্জি
ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করা সব দিক দিয়ে নিরাপদ।

কাপড়ের ঘাটতি এবং গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা!
"বর্ত্তমানে সকলপ্রকার কাপড়ের ঘাটতি এবং সেজন্য ভারতীয় কলসমূহের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা সন্দর্শনে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার আশা আমরা করিয়াছিলাম। ভারতলক্ষ্মী সিল্ক ও কটন মিলস্ লিমিটেড সংগঠিত হওয়ায় আমাদের অনুমান সত্যই হইয়াছে। জনসাধারণের জন্য এই কোম্পানী ১০৲ মূল্যের ১,১০,০০০ অডিনারী শেয়ার ও ২৫৲ মূল্যের শতকরা ৭৲ লভ্যাংশসহ ৩২,০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি করিতেছেন। ডাইরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ১০৲ টাকা মূল্যের ৪০,০০০ অডিনারী শেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা।"
—"ক্যাপিট্যাল", ১১ই অক্টোবর, '৪৫
ভারতলক্ষ্মী সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্
লিমিটেড
টেলিগ্রাম— 'HONEYCOMB'
* রেজিষ্টার্ড অফিস *
৫।১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা
ফোন— কলিঃ ৩৩৮১

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক—রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ১২ই মার্চ্চ হইতে বোম্বাই-এ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সুরু হইবে।

বিক্রয়কর বৃদ্ধি সাময়িকভাবে স্থগিদ—বিক্রয়কর সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া একটী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে যে, নির্ব্বাচনের পর নূতন মন্ত্রিসভা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এ বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনা না করা পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ব্যবস্থা বহাল রাখা হইল এবং টাকা প্রতি এক আনা কর ধার্য্যের সিদ্ধান্ত স্থগিদ রাখা হইল।

নারিকেল তৈল এবং নারিকেলের শুষ্ক শাঁসের মূল্য নিয়ন্ত্রণ—নারিকেল তৈল এবং নারিকেলের শুষ্ক শাঁসের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারত সরকার শীঘ্রই এই দুইটি দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রস্তাবিত দশমিক মুদ্রানীতি ব্যবস্থা—বোম্বাই-এ অবস্থিত ভারত সরকারের ট্যাঁকশালের অধ্যক্ষ সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক মুদ্রা আইন সংশোধন সংক্রান্ত বিলটী গৃহীত হইবার ছয় মাসের মধ্যেই ভারতের সর্ব্বত্র দশমিক মুদ্রা প্রচলিত হইয়া যাইবে। উপরোক্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে মুদ্রা বিনিময়ের ব্যাপার যথেষ্ট সহজ হইবে। টাকাকে ভিত্তি-স্বরূপ ধরিয়া লইয়াই নূতন মুদ্রা ব্যবস্থা রচিত হইবে। অন্যান্য মুদ্রা ঐ টাকার সহিত দশমিকভাবে সংযুক্ত থাকিবে।

ভারতের পথে বৃটিশ বিমান মিশন—নয়া দিল্লীর এক সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বিলাত হইতে একটী বিমান মিশন (Aircraft Mission) ভারত অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। ভারতে বিমান উৎপাদনাদির সুযোগ-সুবিধাদির অনুসন্ধান করিবার জন্যই এই মিশন নাকি ভারতে আসিতেছেন।

বোম্বাই-এ জলজবিদ্যুৎ উৎপাদন—প্রকাশ, ভাণ্ডারধারায় অবস্থিত আর্থার হিল হ্রদের জলের সাহায্যে জলজবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বোম্বাই সরকার একটী পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যয় হইবে তিন কোটী নিরানব্বুই লক্ষ টাকা।

বিদেশ হইতে রাসায়নিক সার আমদানী—ভারত সরকার ১৯৪৬-৪৭ সালে সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে মোট এক লক্ষ উনআশী হাজার টন রাসায়নিক সার বিদেশ হইতে আমদানী করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমদানীকৃত সারের বণ্টন সরকারই নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ওয়াশিংটনস্থ যুক্ত খাদ্য বোর্ড ইতিপূর্ব্বেও ১৯৪৩-৪৪ সালে ৩৯,০৭৬টন ১৯৪৪-৪৫ সালে ৭০,১০০ টন, ১৯৪৫-৪৬ সালে ১,৫৪,১৫৫ টন রাসায়নিক সার ভারতকে দিয়াছিলেন।

অল ইণ্ডিয়া প্লাইউড ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশন—প্লাইউড উৎপাদকের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্লাইউড এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির উৎপাদকগণ সম্প্রতি 'অল্‌ ইণ্ডিয়া প্লাইউড ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন। শীঘ্রই নাকি উক্ত সমিতি ভারতীয় প্লাইউড শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারত সরকারের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিবেন।

মুসলিম জাহাজী প্রতিষ্ঠান—বোম্বাইএ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মেমন চেম্বার অব্‌ কমার্সের এক সাধারণ সভায় একটি মুসলিম জাহাজী প্রতিষ্ঠান গঠনের সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পরোক্ষ কর (Indirect tax) হ্রাস বা বাতিলের আশ্বাস—কেন্দ্রীয় পরিষদে বাজেট তর্কের উত্তরে ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্‌ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফিনান্স বিল আলোচনার মধ্যেই তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কোন্‌ কোন্‌ পরোক্ষ কর হ্রাস বা বাতিল করা যায়। পোষ্টকার্ডের দাম বা দিয়াশলাইয়ের দাম বা সুপারির শুল্ক হ্রাস করিয়া করভার লাঘব (relief) করিবার বিষয়ও তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

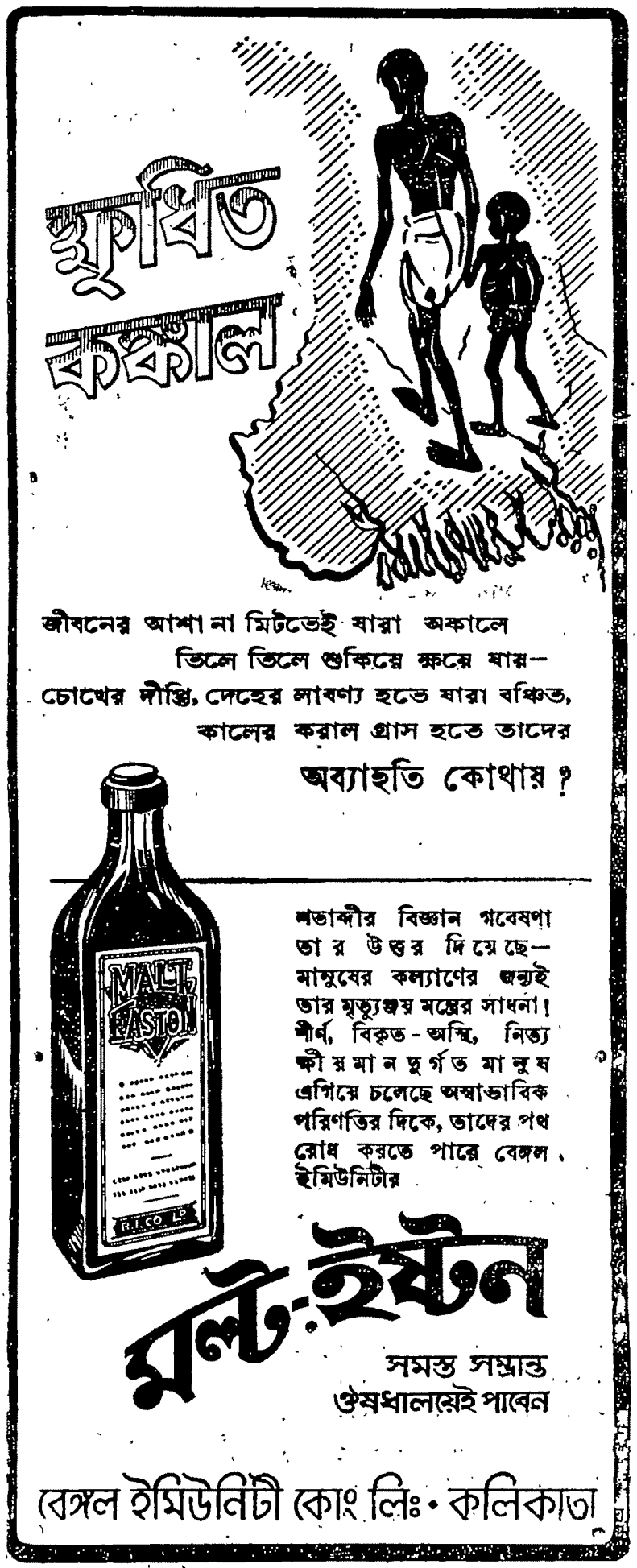

ডাক ও তার বিভাগের ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত—প্রকাশ, সরকার নিখিল ভারত ডাক পিয়ন ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের দাবীগুলি মীমাংসার জন্য সালিশীতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করায় বর্ত্তমানে নিখিল ভারত ডাকপিয়ন ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী সমিতি প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিয়াছেন।

ট্রাম ক্রয় সম্পর্কে করপোরেশনের নূতন সালিশী—কলিকাতা করপোরেশন এবং ট্রাম কোম্পানীর মধ্যে ক্রয়মূল্য সম্পর্কিত গোলযোগ মিটাইবার জন্য করপোরেশন সম্প্রতি এক সভায় এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত এন. কে. বসুকে তাঁহাদের নূতন সালিশ নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ট্রাম কোম্পানীকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাদের সালিশ মনোনীত করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। কোম্পানী যদি উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাদের সালিশ মনোনয়ন না করেন তবে শ্রীযুক্ত বসুই একমাত্র সালিশ নিযুক্ত হইলেন।

তিন হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের ধর্ম্মঘট—আমেদাবাদ সহর ও জেলার তিন হাজারেরও বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক গত ৫ই মার্চ্চ হইতে ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছেন। এই ধর্ম্মঘটের ফলে আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলির প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ছাত্রছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সমগ্র গুজরাটে প্রায় দশ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক এই ধর্ম্মঘটের সহিত জড়িত হইতে পারেন বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। প্রকাশ, শিক্ষকগণ দাবী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীদের দাবী—নিখিল ভারত ডাক পিয়ন ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী সমিতির দাবী পূরণ প্রসঙ্গে ভারত সরকার সম্প্রতি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। ডাক ও তার বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে সৎ আচরণের জন্য অবিলম্বে পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি করা হইবে এবং পেন্‌সনের সুবিধা ও মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বেতনের পুরাতন হার আবার প্রবর্ত্তনের জন্য যে দাবী করা হইয়াছে, তাহা মীমাংসার জন্য সালিশীতে দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার সকল কর্ম্মচারীকে ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারীর পরিবর্ত্তে ১৯৪৪ সালের ১লা জুলাই হইতেই বর্দ্ধিত হারে মাগ্‌গী ভাতা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

খবরের কাগজ ছাপাইবার কাগজের বরাদ্দ হ্রাস—প্রকাশ, খবরের কাগজ ছাপাইবার উপযুক্ত কাগজের বরাদ্দ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমাইয়া দিবার বিষয়টী ভারত সরকার চিন্তা করিতেছেন। আগামী ১৪ই মার্চ্চ তারিখে নয়া দিল্লীতে নিউজ প্রিন্ট এ্যাডভাইসরী কমিটির যে সভা হইবে তাহাতে নাকি এ বিষয়টী আলোচিত হইবে।

বাঙ্গলার আমন ধানের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাস—বাঙ্গলার কৃষি-বিভাগ হইতে বর্ত্তমান বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪৫-৪৬ সালের আমন ধানের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাসানুযায়ী বাঙ্গলায় আনুমানিক মোট ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৩ শত একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব বৎসর ২ কোটি ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩ শত একর (সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী) জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছিল। সুতরাং গত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসর শতকরা প্রায় ৮ ভাগ কম জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছে। ধান্য বীজ বপন ও ধান্য রোপণের সময় বৃষ্টির অভাবই ইহার কারণ বলিয়া উক্ত পূর্ব্বাভাসে উল্লেখ করা হইয়াছে। ধানের ফলন এই বৎসর স্বাভাবিক ফলনের শতকরা ৮১ ভাগ হইবে। গত বৎসর স্বাভাবিক ফলনের শতকরা ৮৪ ভাগ হইয়াছিল। প্রতি একরের ধান হইতে ১২.৪ মণ চাউল সাধারণতঃ পাওয়া যায়। সুতরাং আলোচ্য বৎসর (এই বৎসরের ফলন শতকরা ৮১ ভাগ ধরিয়া) মোট ৭২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬ শত টন চাউল উৎপন্ন হইবে। গত বৎসরে মোট ৭৫ লক্ষ ৭৯ হাজার ১ শত টন (সংশোধিত হিসাবে) চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। গত ৫ বৎসরের গড়পড়তা হিসাব হইতে দেখা যায় যে, (১৯৪৩-৪৪ সালে যে বৎসর শেষ হইয়াছে) ভারতে মোট যে পরিমাণ জমিতে আমন ধানের চাষ হয় বাঙ্গলায় আমন ধানের আবাদী জমির পরিমাণ তাহার প্রায় ২১.১ ভাগ।

বিলাতে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিবৃন্দ—আগামী ১৭ই জুন লণ্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বৈজ্ঞানিকগণের যে সম্মেলন হইবে, তাহাতে ভারতের যে ১২ জন প্রতিনিধি যাইবেন, তাঁহাদের মধ্যে স্যার এস এস ভাটনগর, স্যার সি ভি রমণ এবং অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ও বীরবল সাহানী, এই চারিজন রয়েল সোসাইটির ফেলোও থাকিবেন। রাজা উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন এবং উহাতে বিলাতের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ এবং অধিকাংশ ডোমিনিয়নের ও ভারতের এবং উপনিবেশসমূহের বৈজ্ঞানিকগণ যোগদান করিবেন।

বাঙ্গলার ভাদুই ফসলের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাস—১৯৪৫-৪৬ সালে বাঙ্গলার ভাদুই ফসলের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আলোচ্য বৎসরে ৭৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৫ শত একর জমিতে ভাদুই শস্যের চাষ হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাসানুযায়ী ৮৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯ শত (সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী) একর জমিতে ভাদুই শস্যের চাষ করা হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর উক্ত ৭৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৫ শত একর

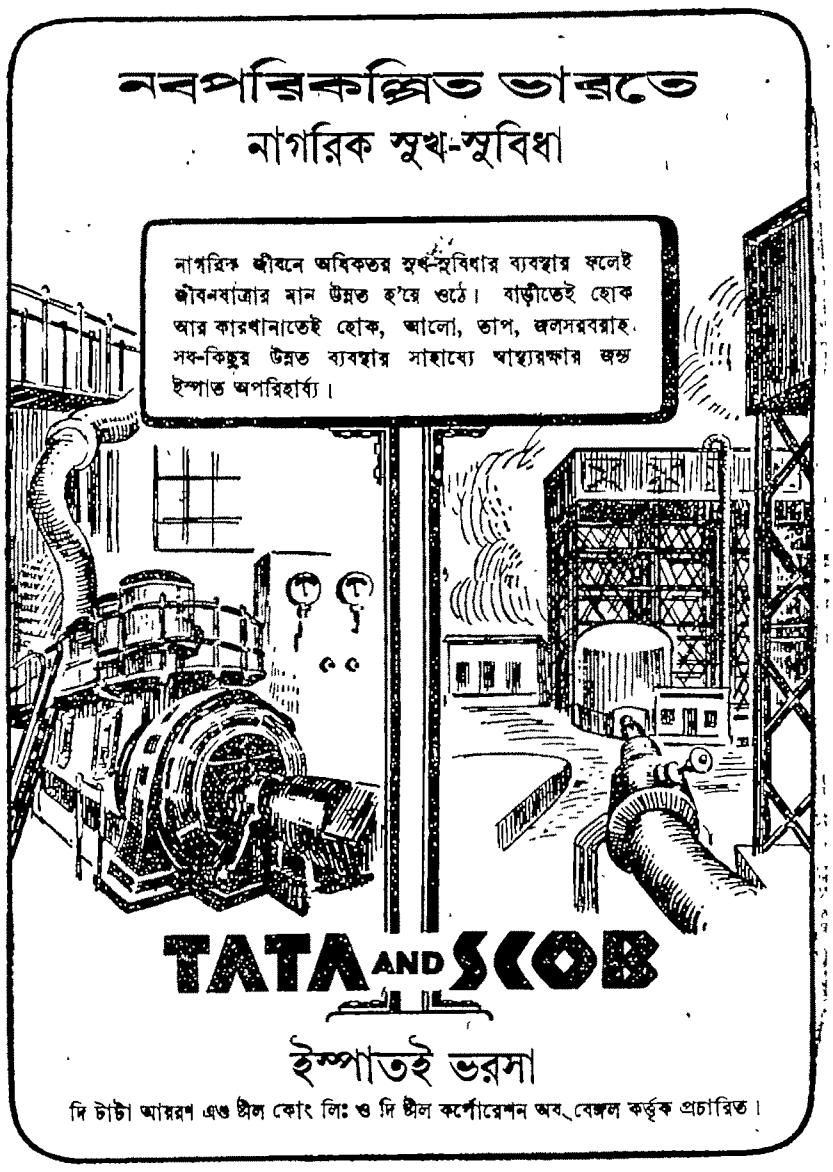

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জমির মধ্যে ৬৬ লক্ষ ৭১ হাজার ৪ শত একর জমিতে আউস ধানের চাষ করা হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব বৎসর চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাসানুযায়ী ৮০ লক্ষ ৮৪ হাজার একর জমিতে আউস ধানের চাষ করা হইয়াছিল। প্রতি একরের আউস ধান হইতে সাধারণতঃ ১০·৯ মণ চাউল পাওয়া যায়। উক্ত হিসাবানুযায়ী আলোচ্য বৎসর ২১ লক্ষ ১০ হাজার ৩ শত টন চাউল (আউস) উৎপন্ন হইবে। পূর্ব্ব বৎসর ২৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩ শত টন চাউল (আউস) উৎপন্ন হইয়াছিল। গত ৫ বৎসরের গড়পড়তা হিসাব হইতে দেখা যায় যে, (১৯৪৩-৪৪ সালে যে বৎসর শেষ হইয়াছে) সমগ্র ভারতে মোট যে পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হয় বাঙ্গলার আউস ধানের আবাদী জমির পরিমাণ তাহার প্রায় ৮·২ ভাগ।

মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনা—সম্প্রতি কটকে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উড়িষ্যা গবর্ণরের উপদেষ্টা মিঃ বি, কে, গোখেলে উল্লেখ করেন যে, উড়িষ্যার যুদ্ধোত্তর যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা হিসাবে মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বর্ত্তমান মাস হইতেই কাজ আরম্ভ হইবে। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, মহানদী উপত্যকার বাঁধটি ৩ মাইল দৈর্ঘ্য ও ৭৫ ফুট উচ্চ হইবে এবং উক্ত পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে ১২ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে ৫০ হাজার কিলওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে এবং সম্বলপুর জেলা ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহের ৫০ লক্ষ একর জমি সেচের ব্যবস্থাও হইবে। আগামী ১৫ই মার্চ্চ উড়িষ্যা গবর্ণর স্যার হর্থর্ণ লিউস সম্বলপুরের ৮ মাইল উত্তরে হীরাকাদে উক্ত বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করিবেন।

৪০ হাজার শিক্ষকের ধর্ম্মঘট—বোম্বাই প্রদেশের প্রাইমারী স্কুলসমূহের ৪০ সহস্রাধিক শিক্ষক গত ১লা মার্চ্চ হইতে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন। উহার ফলে বোম্বাই প্রদেশের প্রাইমারী স্কুলসমূহের দেড় লক্ষ ছাত্রের শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটিতেছে। প্রকাশ, শিক্ষকগণ মাসিক কমপক্ষে ত্রিশ টাকা বেতন দাবী করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, শিক্ষকগণের এই ধর্ম্মঘটের ফলে পল্লী অঞ্চলে চিঠিপত্র বিলির অসুবিধা হইতেছে; কেন না, অধিকাংশ শিক্ষকই পোষ্ট মাষ্টারের কাজ করিয়া থাকেন।

বরোদা রাজ্যে শিক্ষকগণের ধর্ম্মঘটের সঙ্কল্প—বেতন বৃদ্ধি না হইলে বরোদা রাজ্যের সাত হাজার শিক্ষক অদ্য ১১ই মার্চ্চ হইতে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিবেন।

বে-সরকারী কলেজে দুর্ম্মূল্য ভাতা—বাঙ্গলার ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজসমূহ সহ বে-সরকারী কলেজসমূহে যাহাতে শিক্ষকগণকে মাসিক ১০৲ টাকা এবং কেরাণী, লাইব্রেরীয়ান ও ব্যায়াম শিক্ষকগণকে ৫৲ টাকা করিয়া দুর্ম্মূল্য ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট উক্ত কলেজসমূহের জন্য ১৯৪৫ সালের ১লা মার্চ্চ হইতে এক বৎসরের জন্য অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

মূলধন ইস্যু সম্পর্কে আবেদন পত্র নামঞ্জুর—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে ডেপুটি ফিনান্স সেক্রেটারী মিঃ বি সি এ কুক জানান যে, মূলধন ইস্যুর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ শত ৬৫ খানি মূলধন ইস্যু সম্পর্কিত আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হইয়াছে। উক্ত আবেদন নামঞ্জুর সম্পর্কিত মোট টাকার পরিমাণ প্রায় ১ শত ৬ কোটি টাকা। এতদ্ব্যতীত উক্ত সময়ের মধ্যে ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের আবেদনপত্র আংশিকভাবে নামঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়াও মিঃ কুক উল্লেখ করেন।

উচ্চ মূল্যের নোট ইস্যুর পরিমাণ—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ শ্রীপ্রকাশের প্রশ্নের উত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ সচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রাউল্যাণ্ডস জানান যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইস্যুকৃত উচ্চ মূল্যের নোটের পরিমাণ (উচ্চ মূল্যের নোট বাতিল অর্ডিন্যান্স অনুসারে) ১৪৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা; গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত জনসাধারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ১২০ কোটি ৮ লক্ষ টাকা মূল্যের উচ্চমূল্যের নোট ভাঙ্গাইয়াছে বলিয়াও স্যার আর্চ্চিবল্ড উল্লেখ করেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দেয় টাকার পরিমাণ—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ কে সি নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ সচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রাউল্যাণ্ডস বলেন যে, ১৯৩০—৪০ সাল হইতে ১৯৪৫—৪৬ সাল পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টকে যে টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারত গবর্ণমেণ্টকে যে টাকা দিতে হইবে তাহার পরিমাণ ১ হাজার ৭ শত ৩৩ কোটি টাকা। সার্ভিস এবং সরবরাহের দরুণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট যে টাকা পাইবেন তাহার পরিমাণ ১ হাজার ৫ শত ৬৮ কোটি টাকা এবং ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অর্থে যে সমস্ত মূল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূল সম্পদের পরিমাণ ১ শত ৬৫ কোটি টাকা বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন।

বৃটেনকে কানাডার ঋণ দান—যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বৃটেনকে পুনর্গঠনের সুবিধা দিবার উদ্দেশ্যে কানাডা একশত পঁচিশ কোটী ডলার ধার দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। এই ঋণ আগামী ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া দুই ডলার হারে সুদে শোধ করিতে হইবে।

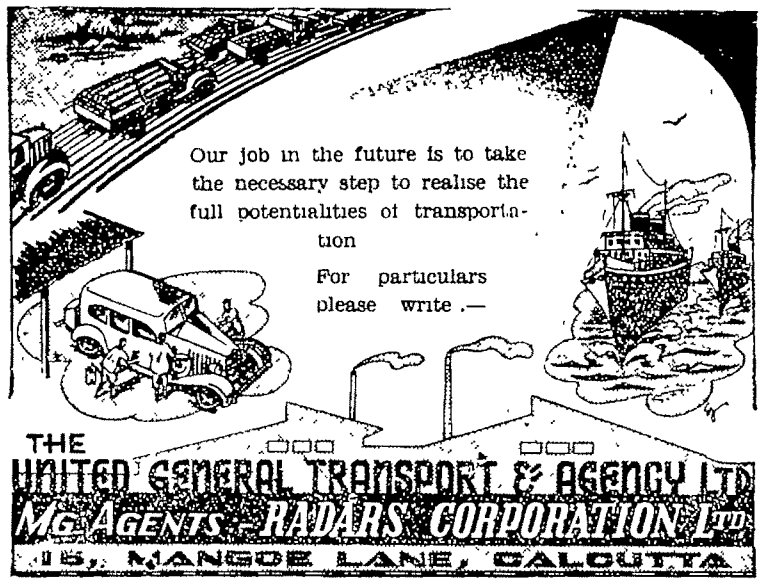

Pioneer Quality Manufacturer of :
Spring, Springwashers, Setscrews, Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler Tube, Brushes, Link & Wire Chains, etc.
S. K. Dutt
Manufacturer & Mill Furnisher,
20, STRAND ROAD
CALCUTTA
Phone : Cal. 1434

জাতীয় ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা।

স্থাপিত—১৯৩৩ টেলি—জাতীয়দীপ, কলিকাতা।
আসাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—শিলচর
সেণ্ট্রাল অফিস—৭১।২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ। শাখা অফিস—কলিকাতা ও সাঁতরাগাছি (হাওড়া)
স্থায়ী আমানত সুবিধাজনক সুদের হারে গ্রহণ করা হয়।
বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত্তে ঋণ ও দাদন (অগ্রিম) দেওয়া হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডি, গুপ্ত

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
মজুতদার বিক্রেতা
(৪২ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

ব্যক্তিগত

রেলওয়ে বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ এফ সি বাধওয়ার ছুটিতে যাওয়ায় মিঃ ভি নীলকণ্ঠন উক্ত পদের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

* * *

নিউ ভিক্টোরিয়া মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জয়কৃষ্ণ শ্রীবাস্তব বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ইউ পি চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

কানপুরের এল্‌গিন মিল কোম্পানীর মিঃ এইচ, হিল মিঃ ই. রয়ষ্টনের স্থলে ভারত সরকারের ট্রেড মার্কস্ এ্যাড্‌ভাইসরী কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

* * *

মিঃ জে. সি. শীতলবাদ ও মিঃ কে. সি. দেশাই দুই বৎসরের জন্য ভারত সরকারের ইন্‌স্যুরেন্স এ্যাডভাইসরী কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

* * *

মিঃ জে ম্যাক্‌ফারলন ১৯৪৬-৪৭ সালের জন্যও ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌সেন বোর্ডের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ পি. জে, গ্রিফিথ্‌স্, সি, আই. ই, আই. সি. এস্. (অবসরপ্রাপ্ত), ও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের সদস্য শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র ঘোষ উক্ত বোর্ডের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

খাদ্য-সঙ্কট

আসন্ন খাদ্য-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের জন্য সরকার ভারতের সর্ব্বত্র খাদ্য শতকরা ২৫ ভাগ কমাইবার, ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত অঞ্চলে বরাদ্দ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন ও সর্ব্বত্র খাদ্য সংগ্রহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়ভাবে চালু করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

* * *

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, চিনির পাইকারী (ex-mill) দর মণ প্রতি ছয় আনা বাড়াইয়া দেওয়া হইল।

* * *

আসামের উদ্বৃত্ত চাউলের সঠিক পরিমাণ হিসাব করা হইতেছে। সঠিক পরিমাণ নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত আসাম হইতে চাউল রপ্তানী স্থগিত রাখা হইবে বলিয়া আসাম সরকার ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগকে জানাইয়া দিয়াছেন।

* * *

পিরোজপুর (বরিশাল) মহকুমার প্রধান প্রধান বন্দরে, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে সরকারের নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা অবাধ গতিতে চাউল খরিদ করিতেছে। প্রতি হাটে, বাজারে হাজার হাজার মণ চাউল উধাও হইয়া যাইতেছে।

* * *

আমেদাবাদের খবরে প্রকাশ, বংশওয়াদা রাজ্যের প্রায় চার হাজার অধিবাসী "রুটী দাও" "রুটী দাও" ধ্বনি করিতে করিতে দেওয়ানের অফিস অভিমুখে অগ্রসর হয় ও ইঁটপাথর নিক্ষেপ করে। পুলিশ পাঁচ জনের অধিক লোকের জনতা নিষিদ্ধ করিয়াছে।

* * *

গমের অভাবের জন্য আমেদাবাদের হোটেলগুলিতে বজরার রুটী সরবরাহ করা হইতেছে।

* * *

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল একমাত্র চা ব্যতীত সমুদয় খাদ্যদ্রব্য ভারতের বাহিরে প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়া সম্প্রতি একটি আদেশ জারী করিয়াছেন।

* * *

খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব ব্যাখ্যা করিয়া রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছেন, "খাদ্যই ভারতের আশু সমস্যা। এই বিষয়ে বর্ত্তমান সাময়িক সরকারের সহিত জনসাধারণকে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করিতে হইবে। এই সম্পর্কে কোন ধর্ম্মঘট, বিক্ষোভ, হরতাল বা শোভাযাত্রা করা উচিত নয়। দেশের সাধারণ অবস্থা ধীর ও শান্ত রাখিতে হইবে।.....বরাদ্দ খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করা হইলে উহাকে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনরক্ষার জন্য অনুসৃত ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। খাদ্যকে যদি দলগত রাজনীতির বাহিরে রাখা যায় কেবলমাত্র তাহা হইলেই পরিস্থিতির উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।"

* * *

খাদ্য-সঙ্কট সম্পর্কে সীমান্ত গান্ধী বলিয়াছেন, "দেশে যে খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহা আমি স্বীকার করি বটে, কিন্তু বৃটিশ সরকার যত গুরুতর বলিয়া প্রচার করিতেছেন, আমি তত গুরুতর মনে করি না। আমার মনে হয় ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনরূপ আমাদের লক্ষ্য হইতে আমাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইবার উদ্দেশ্যেই সরকার খাদ্য-সঙ্কটের উপর গুরুত্ব দিতেছেন।"

* * *

ভারতীয় খাদ্যপ্রতিনিধি দল যুক্ত খাদ্য বোর্ডের নিকটে জানাইয়াছেন যে, ভারতের আহার্য্য দ্রব্যের শতকরা আশী ভাগ হইল খাদ্যশস্য। আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত প্রথম ছয় মাসের জন্য ভারতে অন্ততঃ কুড়ি লক্ষ টন খাদ্যশস্য (প্রধানতঃ চাউল ও গম) আমদানী করা দরকার। ১৯৪৬ সালের বাকী ছয় মাসের জন্যও দরকার আরও কুড়ি লক্ষ টন খাদ্যশস্য।

* * *

১৯৪৪ সালের বঙ্গীয় খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৪৬ সালের ৭ই মার্চ্চ হইতে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং-এ কার্য্যকরী করা হইয়াছে। এই আদেশ অনুযায়ী কোন প্রকার যানবাহনে লাইসেন্স ব্যতীত অন্যের পক্ষ হইতে এই সকল অঞ্চলে দশ মণ বা তাহার অধিক পরিমাণ চাউল বা ধান্য আমদানী-রপ্তানী বা স্থানান্তরিত করা নিষিদ্ধ। রেল ও ষ্টিমার কোম্পানী এই আদেশের আওতায় পড়িবে না। উপরোক্ত লাইসেন্সের জন্য এক টাকা ফি সহ নির্দ্দিষ্ট ফরমে আগামী ৭ই এপ্রিলের পূর্ব্বে আবেদন করিতে হইবে।

* * *

মহাত্মা গান্ধীর চিঠির জবাবে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী লিখিয়াছেন—"ঘুষ ও দুর্নীতি খাদ্য-সমস্যা সমাধানের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক শত্রু।"

* * *

সংশোধিত খাদ্য-বরাদ্দ পরিকল্পনা অনুসারে বাঙ্গলার পূর্ণ বরাদ্দ-এলাকার বাহিরের অঞ্চলে ১ কোটি ৩০ লক্ষ পারিবারিক রেশন কার্ডের সাহায্যে লবণ, চিনি, কেরোসিন এবং কাপড় দেওয়া হইতেছে। টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি ঘাটতি অঞ্চলে চাউলও বরাদ্দ অনুযায়ী দেওয়া হইতেছে।

* * *

ময়মনসিংহ জেলার কোন কোন অঞ্চলে সস্তা শস্যের দোকান খোলা হইয়াছে এবং অন্য কয়েকটি এলাকায় অনুরূপ দোকান খোলার আয়োজন চলিতেছে।

* * *

আগামী ২।৩ মাসের মধ্যে বাঙ্গলায় আর আটটি সহরে পূর্ণ বরাদ্দ-ব্যবস্থা চালু করা হইতেছে।

* * *

প্রয়োজন হইলে সাহায্য কার্য্য চালাইবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের খুদ ও ভাঙ্গা চাউল সরবরাহ করা হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ পাঠানো হইয়াছে।

* * *

১৯৪৫-৪৬ সালের, চূড়ান্ত 'পূর্ব্বাভাসে' জানা যায় যে, এবারে ব্রহ্মদেশে মোট ২৭ লক্ষ ১ হাজার টন ধান উৎপন্ন হইবে। এবারের উৎপাদন ব্রহ্মের সাধারণ উৎপাদন পরিমাণের মাত্র অর্দ্ধেক।

* * *

বাঙ্গলা সরকার আগামী ১৮ই মার্চ্চ হইতে চাউল ও গমজাত দ্রব্যের সাপ্তাহিক 'বরাদ্দের' পরিমাণ ৪ সের হইতে কমাইয়া ২ সের ১০ ছটাক করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ তারিখ হইতে মজুররা অতিরিক্ত 'বরাদ্দখাদ্য' এবং শিশুগণ নূতন হারে 'বরাদ্দখাদ্য' পাইবে।

* * *

ফোন—ক্যাল: ৫৯৪৪ টেলিগ্রাম—ইকনমিক ব্যাঙ্ক

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৯

হেড অফিস :—৮৬-বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

----শাখাসমূহ----

বড়বাজার, সাউদার্ণ এভেনিউ (কলিকাতা), বাঁকুড়া, ঘাটাল, মেহেরপুর, সোণামুখী (বেঙ্গল), টাটানগর, পুরুলিয়া, নওয়াগড (বিহার), বড়পেটা (আসাম), এলাহাবাদ, বেনারস, জৈতপুরা, মীর্জ্জাপুর, বালিয়া দেওরিয়া, অরৌরা, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, রবার্টসগঞ্জ, মোরাদাবাদ, গান্ধীনগর (কাণপুর), জৌনপুর (ইউ-পি) দিল্লী।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মজঃফরপুর সহরে শীঘ্রই খাদ্য বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু করিবার আয়োজন করা হইতেছে।

* * *

সরকারী অনুমতি ব্যতীত কুমিল্লা হইতে ধান বা চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া কুমিল্লার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ভারত রক্ষা আইন বলে একটি আদেশ জারী করিয়াছেন।

* * *

লুধিয়ানা হইতে গম উধাও হওয়ায় লুধিয়ানার মহিলারা একটি শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মহিলাদের জন্য গম ও আটা রেশন-এর স্বতন্ত্র দোকান খোলা হইবে।

* * *

খাদ্য শস্যাদির চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গ সরকার সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত মোটর লরী ও ট্রাক চলাচল নিষিদ্ধ করিয়া একটী আদেশ জারী করিয়াছেন।

* * *

কাঞ্জিভরমে জনতা রেশনিংএর দোকান আক্রমণের চেষ্টা করিলে পুলিশ গুলী চালায়।

* * *

ভারতীয় খাদ্য প্রতিনিধি দলের নেতা স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার অটোয়ায় বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে ভারত ১৯৪৩ সাল অপেক্ষাও এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইয়াছে; তাই বিশেষ করিয়া কানাডা হইতে ভারত চলতি বৎসরের জন্য নগদ মূল্যে খাদ্যশস্যের সরবরাহ পাইতে চায়।

* * *

ওয়াশিংটনে পৌছিয়া ভারতীয় খাদ্য প্রতিনিধি দলের জনৈক সদস্য বলিয়াছেন যে, শুধুমাত্র খাদ্যের অপচয় বন্ধ করিলেই কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে দশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাঠাইয়া সাহায্য করিতে পারে।

* * *

ভারত সরকারের উদ্দেশে এক বিবৃতিতে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অনুযোগ করিয়াছেন যে, ভারতীয় খাদ্য-সমস্যা লইয়া সরকার ছিনিমিনি খেলিতেছেন।

* * *

সাংবাদিকদের এক বৈঠকে ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন বলেন যে, ভারতে ৬০ লক্ষ টন পরিমাণ খাদ্যবস্তুর ঘাটতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

* * *

ভারত সরকার সিংহলে ডাল চালান নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

* * *

ভারত সরকারের কৃষিবিভাগের সেক্রেটারী স্যার ফিরোজ খারেঘট সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ভারত বৎসরে মোট ৬ কোটী ১০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য ব্যবহার করে। ইহার মধ্যে তাহার দরকারের ২ কোটী ৯০ লক্ষ টন চাউল, ১ কোটী টন গম, ১ কোটী ৯৪ লক্ষ টন চীনা (মিলেট), ২৬ লক্ষ টন যব, ৪৪ লক্ষ টন ছোলা এবং ৩৯ লক্ষ টন অপরাপর রকমের ডালও ধরা হইয়াছে। বীজের জন্য ও চলাচলের ঘাটতি প্রভৃতির জন্য রাখা হয় ১ কোটী টন। কাজেই খাওয়ার জন্য পাওয়া যায় প্রায় ৫ কোটী ১০ লক্ষ টন। কিন্তু শস্য কম হওয়ায় এবার পাওয়া যাইতেছে মাত্র ৪ কোটী ৫০ লক্ষ টন।

কারখানায় ক্যানটীন

বর্তমান যুগে পৃথিবীর সর্বত্র শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যে-সব বিধি ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার মধ্যে ক্যান্‌টীন্ প্রথার প্রবর্তন হলো অন্যতম। ভারতবর্ষে কারখানার মালিকরা প্রথমত শ্রমজীবিদের নানারকম খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের দিকটার ওপরেই বেশি জোর দেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁরা কর্মীদের কল্যাণে তাদের স্বাস্থ্য ও সেই সঙ্গে কর্মপটুতা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারেও সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। ক্যান্‌টীনের মারফৎ কর্মীদের মধ্যে চা পরিবেশন করে' কারখানার মালিকরা একই সঙ্গে ব্যবসা-বুদ্ধি ও সমাজ-সেবার প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

শ্রমজীবিদের কল্যাণের প্রতি মালিকদের এই সচেতনতা লক্ষ্য করেই ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন কারখানার

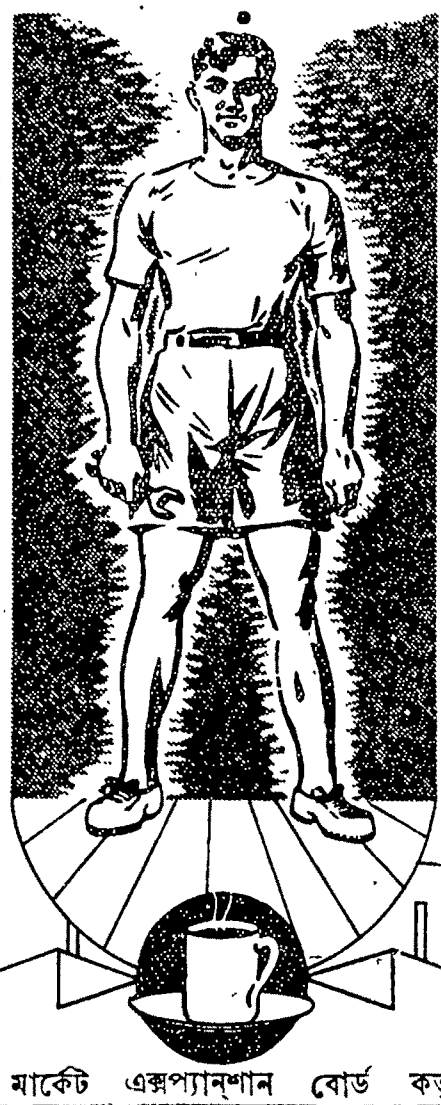

অবস্থা বুঝে ছোটবড় নানা ধরণের ক্যান্‌টীন্ স্থাপন করেছেন। এই সব ক্যান্‌টীনে কর্মীরা আজ বেশ সহজে ও সস্তায় ভালো চা পান করতে পারেন। চায়ের এই ক্যান্‌টীনগুলিকে কেন্দ্র করেই শ্রমজীবিদের সামাজিক কল্যাণের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়ে গড়ে উঠেছে।

আজ প্রায় ন'বছর ধরে বোর্ড এই ক্যান্‌টীন্ স্থাপনের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। এ সম্বন্ধে বোর্ডের বিস্তৃত অভিজ্ঞতার বিবরণ যে-কেউ ইচ্ছে করলেই জেনে নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে "ক্যান্‌টীন্‌স্ ফর্ দি ওয়ার্কার্স" নামক একটি পুস্তিকাও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনার, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড, ১০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠালেই পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IE 256

কোম্পানী প্রসঙ্গ

হিন্দুস্থান ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

এই সংখ্যার অন্যত্র হিন্দুস্থান ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইল। উক্ত কোম্পানী একটি সম্মিলিত শিল্প-প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংগঠিত হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত কোম্পানীর অধীনে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইবে। যুদ্ধের ফলে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় মালপত্রের চরম ঘাট্‌তির দরুণ দেশে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠার পক্ষে যে ব্যাপক সুযোগ-সম্ভাবনা উপস্থিত রহিয়াছে উক্ত কোম্পানী নিঃসন্দেহে তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে। অধিকন্তু বাঙ্গলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার দরুণও উক্ত কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সমধিক উজ্জ্বল।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের প্রশংসনীয় উদ্যমে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। কোম্পানীর একই পরিচালনাধীনে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংকল্প করার ফলে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যয় কম হইবে, সন্দেহ নাই। কোম্পানী অবিলম্বে কাপড়ের কল, উদ্ভিজ্জ ঘৃত, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এবং কাঁচের কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত চারিটি শিল্পে আত্মনিয়োগ করিবেন। এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির আমদানীর প্রাথমিক ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হইয়াছে।

কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের ৫০ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত। বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ১॥০ কোটি টাকা প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের ১৫ লক্ষ অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত। ডিরেক্টারবর্গ ও তাঁহাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে ৩৫ লক্ষ টাকা মূল্যের (৩৫ হাজার অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত) শেয়ার বিলি করা হইয়াছে; অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ও উহাদের বন্ধুবর্গের জন্য সংরক্ষিত শেয়ারের মূল্য (১৫ হাজার অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত) ১৫ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়যোগ্য শেয়ারের মূল্যের পরিমাণ ১ কোটি টাকা (১০ লক্ষ অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত)।

কোম্পানী যে সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, বাজারে তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত যোগান নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। ইহার ফলে উক্ত কোম্পানীর শেয়ারক্রেতাগণ তাঁহাদের ক্রীত শেয়ারের উপর ভালরূপ লভ্যাংশ পাইবেন বলিয়া আশা করা যায়। ম্যানেজিং এজেণ্টগণ যতদিন পর্য্যন্ত এক বা একাধিক কারখানার কার্য্য আরম্ভ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত প্রতি মাসে ১॥ হাজার টাকা হিসাবে অফিস এলাউন্স গ্রহণ করিবেন না এবং কোম্পানীর অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দেওয়ার পর হইতেই শুধু কোম্পানীর বার্ষিক নীট লাভের উপর কমিশন হিসাবে শতকরা ৬। ভাগ গ্রহণ করিবেন। উক্ত ব্যবস্থা দ্বারা কোম্পানী শেয়ারক্রেতাগণের সমক্ষে যে সুযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, শেয়ারক্রেতাগণ তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবেন বলিয়াই আমরা মনে করি।

ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারিজ লিঃ

অন্যত্র ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারিজ লিঃ-এর একটী ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইল। উক্ত কোম্পানী ঝরিয়া অঞ্চলে আধুনিক সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত নর্থ বোরারি নামক কয়লার খনি ক্রয় করিয়াছেন। এই খনি হইতে বর্ত্তমানে মাসে ৭ হাজার টন কয়লা উত্তোলিত হইতেছে। খনিটির ব্যাপক উন্নতিবিধান করিতে পারিলে আরও বেশী কয়লা উত্তোলন করিতে পারা যাইবে বলিয়া বর্ত্তমান কোম্পানীর ধারণা। ঘোষণাপত্র দৃষ্টে জানা যায়, এই কোলিয়ারিটী গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়েসমূহকে নিয়মিত কয়লা সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। আরও কতকগুলি চালু খনি কিনিয়া মাসে অন্ততঃ কুড়ি হাজার টন কয়লা উত্তোলন করিয়া মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করিবার জন্য কোম্পানী ইতিমধ্যেই কথাবার্ত্তা চালাইতেছে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে শিল্প প্রসারের ও রেলপথ বিস্তারের যেরূপ ব্যাপক প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে কয়লার খনি পরিচালনার ব্যবসায় ভবিষ্যতে বেশ শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিবে বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থায় বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারিজ লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেণ্টস মেসার্স বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেটের সুপরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাইতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

বেঙ্গল বিজনেস ব্যুরো লিঃ

সম্প্রতি ২নং রঘুনন্দন লেন, (পাথুরিয়াঘাটা) বেঙ্গল বিজনেস্ ব্যুরো লিঃ পরিচালিত সুপারী পাবলিক্ বস্তের ওয়ারহাউস্-এর কলিকাতার কালেক্টর বাহাদুর মাননীয় মিঃ এ, ই, রাইট কর্ত্তৃক শুভ উদ্বোধন হইয়াছে। রায় বাহাদুর ডি এন্ মুখার্জ্জি সভায় পৌরোহিত্য করেন। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বাবু মুকুন্দলাল সাহা এম এ ওয়ারহাউস-এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার পর রায় বাহাদুর মুখার্জ্জি এই ওয়ারহাউস স্থাপনে স্বল্প মূলধনের সুপারী ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় কতদূর সুবিধা হইল তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া বলেন, এবং এই প্রতিষ্ঠান কলিকাতার কালেক্টরীটের সর্ব্ব প্রকার সহযোগিতা পাইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। সভায় দিল্লী রেভিনিউ বোর্ডের জুনিয়র এড্‌ভাইজার মিঃ ই বি ম্যাগোবার, কলিকাতা কালেক্টরীটের মিঃ এন্ ডি ডেলী, মিঃ মেটা, মিঃ এস রায় চৌধুরী, মিঃ এ, কে, রায়, মিঃ কে সেন গু প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ, এবং সম্প্রান্ত সুপা ব্যবসায়িগণ উপস্থিত ছিলেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ক্লোরা কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মেসিউটিক্যালস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নিত্যগোপাল দে। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, শাঁখারীনগর লেন, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন—১৫ লক্ষ টাকা। ঔষধ ব্যবসায়ী।

বৃটিশ বার্ম্মা এ্যাগ্রিকালচার এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সুধীরচন্দ্র গুহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০৮, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ডেয়ারী ফার্ম্মিং-এর ব্যবসা।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

আমাদের তৈয়ারী

রবারক্লথ	হটওয়াটার ব্যাগ	আইস ব্যাগ
এয়ার রিং	হাওয়া ভরা বালিস	এয়ার কুশন
ডাক্তারী দস্তানা	গাম বুট	ওভার শু

ইত্যাদি

এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

হেড অফিস : ৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
বিক্রয়-কেন্দ্র : ১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রডওয়ে এজেন্সিজ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ননীগোপাল ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা।

আলো-ছায়া লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিজয়চন্দ্র সিংহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—জলপাইগুড়ি। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সিনেমার ব্যবসা।

দি শ্রীগুরু মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিভূতিরঞ্জন চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২/১৩, রজনী চৌধুরী রোড, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন—১৫ লক্ষ টাকা। মোজা, গেঞ্জী প্রভৃতির কল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ওয়েষ্টার্ণ কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ—ডিরেক্টর—মিঃ শৈলেশনারায়ণ বিশ্বাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—পাবনা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ঔষধ প্রস্তুত ও ঔষধ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।

ক্যালকাটা স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ক্ষিতীন্দ্রপ্রসাদ দালাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। সুতাকাটা ও বুননের কল।

মাদারল্যাণ্ড প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ললিতমোহন রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—ফারিমাট রোড, খুলনা টাউন। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। কৃষি, মৎস্য-চাষ, ডেয়ারী ফার্ম্মিং এবং হংস-কুক্কুটাদি গৃহপালিত পক্ষীর ব্যবসা।

ডিব্রাইট এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ রমেশচন্দ্র পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, যদু পণ্ডিত রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। সাধারণ কণ্ট্রাক্টরীর ব্যবসা এবং অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

সুধন্য কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সুধীরকুমার দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—কাস্তন পাড়া, নৈহাটী, ২৪-পরগণা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়েলিষ্টস্ কম্বাইণ্ড লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অজিতকুমার বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৫-বি, বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। কাঠের ব্যবসা।

দি সারদেশ্বরী কটন মিলস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নিত্যগোপাল দে। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, শাঁখারীনগর লেন, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন—৬০ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল।

রেমেণ ল্যাবরেটারীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ টি সি রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২৫।৭, যশোহর রোড, সাউথ দমদম। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ঔষধ প্রস্তুত সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

ওরিয়েণ্ট মুভিটোন কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মুরলীধর চ্যাটার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬০, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ কোটী টাকা। থিয়েটার, সিনেমার ব্যবসা।

ক্যালকাটা সার্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—নওয়ালকিশোর ভার্গব। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬১।১৬, হ্যাবিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। সার্ট, কোট তৈয়ার করার কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

রে বণ্ড এণ্ড কোং—ডিরেক্টর—গিরিজাকান্ত রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১৬ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা।

হোপজোন ষ্টোন এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ—ইউ পি মল্লিক। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেণ্টস্, ম্যানেজার এবং এজেণ্টস্।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ইণ্ডো-কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দিল্লী ক্লথ এণ্ড জেনারেল মিলস্ কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৬৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বেলভিডিয়ার জুট মিলস্ কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নিউ সেণ্ট্রাল জুট মিলস্ কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি বেঙ্গল ফ্লাউয়ার মিলস্ কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬।০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বেঙ্গল আসাম ষ্টিম সিপ কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২॥০ আনা।

নবর্ষের দিনপঞ্জী

আমরা ৫নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ ডি জে কিমার এণ্ড কোং লিমিটেডের নিকট হইতে ও ৪৭এ চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থিত জি এস এম্পোরিয়াম লিমিটেডের নিকট হইতে দুইটি নববর্ষের সুদৃশ্য দিনপঞ্জী উপহার পাইয়াছি।

গ্রাম : উদয়ের পথে
অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিমিটেড
১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আপনার সঞ্চিত অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাটাইয়া লাভবান হইতে হইলে সত্বর আমাদের সহিত পরামর্শ করুন।
ম্যাঃ ডিরেক্টর—মিঃ কে, সি, মিত্র।

দি বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ
হেড অফিস : ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৫৩৮০

জীবন যাত্রার পাথেয়
নূতন বীমা (১৯২৫) ১২ কোটী টাকার উপর
আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়; বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে—
হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান পাথেয়—দুর্দ্দিনে সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

অক্ষয় কুমার লাহা
রেডিয়াম মার্ব্ল সিমেণ্ট কলার
বা ওয়ার্ক কারখানার রং
১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৮ই মার্চ্চ—আলোচ্য সপ্তাহেও টাকার বাজারে আমানতী টাকার সুদের হারে কোনরূপ পরিবর্ত্তনই দেখা যায় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে 'কল' টাকার লেনদেন হইয়াছিল তাহার সুদের হার কলিকাতাতে ॥০ আনাই বহাল ছিল; বোম্বাই-এর সুদের হার।০ আনাতেও কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। চাহিদার তুলনায় টাকার যোগান আলোচ্য সপ্তাহে কিছু বেশী ছিল। এই সপ্তাহে নেগোশিয়েবল সেভিংস সার্টিফিকেট ও বিয়ারার ডিপোজিট রসিদের মারফতে কিছু পরিমাণ টাকা চলতি বাজার হইতে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের প্রাপ্ত টেণ্ডারের পরিমাণ আরও হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় প্রায় ১ কোটী ৮ লক্ষ টাকা পরিমাণ কম টেণ্ডার এবারে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গড়পড়তা বার্ষিক সুদের হার এ সপ্তাহে আরও বাড়িয়া ॥০ আনা হইয়াছে। গত ৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার চাওয়া হয়, মোট ২ কোটী ৫৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৸৵০ আনা এবং তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় টেণ্ডারই গৃহীত হইয়াছে। নিম্ন মূল্যের টেণ্ডার অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। মোট ২ কোটী ৩৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ॥০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। আগামী ১২ই মার্চ্চ মঙ্গলবার বোম্বাইএ সকাল ১১টা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত এবং অপরাপর কেন্দ্রে আগামী ১১ই মার্চ্চ সোমবার কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের তরফ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ১৫ই মার্চ্চ শুক্রবার দিন টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ১লা মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অনুকূলে মোট ৫ কোটী ৭০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজার আরও কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠে। বিলাতী ও দেশী রপ্তানীকারিগণ যথেষ্ট পরিমাণে 'ষ্টার্লিং' বিক্রয় করিতে থাকে। মনে হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪০-এর ধারা সংশোধনের সম্ভাবনার সংবাদ ঘোষণার ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধিত হইলে পাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে 'ষ্টার্লিং' ক্রয় করিতে নিষেধ করা হয় এই ভয়েই রপ্তানীকারিগণ এইরূপভাবে 'ষ্টার্লিং' বিক্রয় করিতে থাকে। তবে আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে এই কর্ম্মতৎপরতায় খানিকটা 'ভাঁটা' দেখা যায়। বিনিময় বাট্টার হার অপরিবর্ত্তিতই থাকে। নিম্নে বাট্টার হার দেওয়া হইল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ	৫৩½ পেঃ
ঐ দর্শনী (,, ,,)	,, ,,	,, ,,
টেলিঃ হুণ্ডি (,, ,,) (ব্যাঙ্কসমূহ কর্ত্তৃক ক্রীত নয় মাস পর্য্যন্ত অগ্রিম)	১ শিঃ	১৬৩/৮
ঐ দর্শনী ,, ,,		,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ	৬৬/৮ ,,
ডি এ চার মাস (,,)	,,	৬১৩/৮ ,,
ডলার (প্রতি শত)		৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২২শে ফেব্রুয়ারীর হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৯৫ কোটী ৯০ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৯৭ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১,১৯৭ কোটী ৩৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৫ কোটী ২৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ও ২৯৬ কোটী ২৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০২ কোটী ৮৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ও ২৯৪ কোটী ৭৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৫ কোটী ৪৮ লক্ষ ১৮ হাজার ও ২৯১ কোটী ৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৮ই মার্চ্চ—গত সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রাউল্যাণ্ডস কর্ত্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট উত্থাপিত হইবার পর হইতে কলিকাতার শেয়ার বাজারে যে অভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, লাভান্বেষিগণ যে বে-পরোয়াভাবে কলিকাতার শেয়ার বাজারের বিভিন্ন জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন, আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার তাহা সম্পূর্ণভাবে অব্যাহত ত থাকেই, পরন্তু গত শুক্রবার অপেক্ষাও আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মঙ্গলবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্যে আরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়, বাজারে ক্রেতার সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাপকভাবেই শেয়ারসমূহের কেনাবেচা হয়। বুধবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। বৃহস্পতিবার শেয়ার বিক্রেতাগণের সংখ্যাধিক্য হইবে মনে করিয়া শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকার মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং উহার ফলে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্যহ্রাস ঘটে। অদ্য শুক্রবার

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ওরিয়েণ্টাল শেয়ার এক্সচেঞ্জ

লিমিটেড

হেড অফিস :—১৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—Kanoarb ফোন : Cal 1359

সকলপ্রকার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

আংশিক ডিপোজিটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিয়া লাভবান হউন

স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

নিজস্ব কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

পোদ্দার এণ্ড কোং
ম্যানেজিং এজেণ্টস্

কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থা আবার ভালর দিকে যায়, ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শেয়ার-সমূহের মূল্যেও উন্নতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে চটকল, কাপড়ের কল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্য বৃদ্ধিই কলিকাতার শেয়ার বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায়ও কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্র-সমূহের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনিও বৃদ্ধি পায়। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের ঋণপত্র আলোচ্য সপ্তাহে ১০৩॥৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শতকরা ৩৲ সুদের ঋণপত্র ৯৯॥০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে উঠিয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৩-৫৫) ১০২৲ টাকা, শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৭) ১০১৸৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ১০০৸৶১০ আনা পর্য্যন্ত (সর্ব্বোচ্চ) আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে ক্রেতার অভাবের দরুণ প্রাদেশিক ঋণপত্র-সমূহের কোন বিকিকিনি হয় নাই।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্যবৃদ্ধি কলিকাতার শেয়ার বাজারের অন্যতম প্রধান ঘটনা। অকল্যাণ্ড ৪৫৫৲ টাকা হইতে ৪৮৪৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৬৮৩৲ টাকা হইতে ৬৮৮৲ টাকা, কাঁকনাড়া ৮৫৬৲ টাকা হইতে ৮৬৩৲ টাকা, হাওড়া ১২৯৶০ আনা হইতে ১৩২॥০ আনা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৪৩৬৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনি তেমন বৃদ্ধি না পাইলেও, মূল্যের দিক হইতে সামান্য উন্নতিই দেখা যায়।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্যবৃদ্ধিও কলিকাতার শেয়ার বাজারের অন্যতম প্রধান ঘটনা। নিউ ভিক্টোরিয়া ১০।৴০ আনা, বেনারস ১৪৸৴০ আনা, কানপুর টেক্সটাইলস ১৭৸৶০ আনা, এলগিন মিলস ৮৮।০ আনা, কেশোরাম ২৯॥০ আনা, বঙ্গশ্রী ১৫৶০ আনা এবং বঙ্গেশ্বরী ৮৶০ আনা (সর্ব্বোচ্চ) পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিংঃ—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্যের উঠা-নামাও কলিকাতার শেয়ার বাজারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৬১॥৴০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৫৬॥৶০ আনা, কুমারধুবী ১৪।৶০ আনা, ব্রেইথওয়েইট ১৮৶০ আনা, জেসপ ৩৪॥৶০ আনা, মার্সালস ১০॥০ আনা এবং ন্যাশন্যাল আয়রণ ১৩।৶০ আনা পর্য্যন্ত (সর্ব্বোচ্চ) আলোচ্য সপ্তাহে বিকি-কিনি হইয়াছে।

চা-বাগানঃ—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকি-কিনির অবস্থা তেমন সন্তোষজনক না হইলেও, মূল্যের দিক দিয়া কিন্তু উল্লেখযোগ্য উন্নতিই পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বনাথ ৫১।০ আনা, তেজপুর ৩০।৶০ আনা, লেবং এণ্ড মিনারেল ১৩॥০ আনা, কল্যাণী ৫৩৲ টাকা, হলদিবারি ৪১॥০ আনা, নম্বুরনদী ১৮৲ টাকা পর্য্যন্ত (সর্ব্বোচ্চ) হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা ৮ই মার্চ্চ—আলোচ্য সপ্তাহে পুরান পাট বাজারে কম আসায় এবং আল্‌গা পাটের কারবারীরা নূতন পাটের কারবার করিতে বিশেষ আগ্রহশীল না থাকায় মিলমালিকরা আল্‌গা পাট সেরূপ সংগ্রহ করিতে পারে নাই এবং মালবিক্রয় সম্বন্ধেও আশানুরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। পাটজাত দ্রব্য এবং আলগা পাট সর্ব্বোচ্চ দরে কেনাবেচা হইয়াছে। পাকা গাঁইটের বাজারে এক লক্ষ গাঁইট পাট চড়া দরে বেচাকেনা হইয়াছে, তবে দর এখন সাধারণভাবে সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতে উঠে নাই।

আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার পাটের রপ্তানীর বাজার বিশেষ কর্ম্মতৎপর ছিল, ইউরোপীয় বন্দর এবং দক্ষিণ আমেরিকায় চালানীর জন্য বিস্তর কাজকারবার হইয়াছে। রেডস্ ৯৬॥০ আনা হইতে ৯৭৲ টাকা, ফার্ষ্ট ৮৬৲ হইতে ৮৭৲ এবং লাইটনিংস ৮১॥০ আনা হইতে ৮২৲ টাকা দরে কেনাবেচা হইয়াছে। ডাণ্ডি তোষার দর ছিল ৯৫৲ টাকা এবং আউটপোর্ট তোষার কাজকারবার হইয়াছে ৮৫৲ টাকা হইতে ৮৭৲ টাকা দরে। রপ্তানীযোগ্য মিল ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাইটনিংস ৮৫৲ টাকা এবং হার্টস ৮০৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। স্থানীয় মিলমালিকগণ সর্ব্বোচ্চ দরে সামান্য পরিমাণ মাল খরিদ করিয়াছে। প্রকাশ, সরকার আগামী মরশুমের জন্য 'রপ্তানী কোটা' ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। রপ্তানী কোটায় সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ১৫ লক্ষ গাঁইট এবং সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ ১২½ লক্ষ গাঁইট ধার্য্য হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে আল্‌গা পাটের বাজারে মাঝারি রকমের কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হইয়াছে। যোগান কম থাকায় আশানুরূপ কাজকারবার হইতে পারে নাই সত্য, তবে চাহিদা বেশ ছিল। বাজারে ওল্ড ক্রপ জাত এবং পছন্দসই ডিষ্ট্রিক্ট পাট মোটেই পাওয়া যায় নাই—সব ফুরাইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র উত্তর বঙ্গ ও আসামের পাট বর্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে। নিউ ক্রপের জাত এবং ডিষ্ট্রীক্ট এই দুই প্রকার পাটেরই কিছু কাজ-কারবার সর্ব্বোচ্চ দরে হইয়াছে। কিন্তু তবুও মূল্য নিয়ন্ত্রণের স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তার জন্য সরবরাহ কম ছিল। মফঃস্বলের বাজারেও আমদানী কম ছিলএবং কলিকাতার তুলনায় তথাকার দর বেশ একটু চড়াই ছিল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় মোট প্রায় ৭ লক্ষ ১৮ হাজার গাঁইট পাট আসিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় আমদানীর পরিমাণ ছিল মোট ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার গাঁইট। মরশুমের সুরু হইতে ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতায় মোট ৫৩ লক্ষ ৯০ হাজার গাঁইট, গত বৎসর এই সময়ের আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪৪ লক্ষ ৮৪ হাজার গাঁইট।

বিক্রেতাদের অনুপস্থিতির জন্য পাটজাত দ্রব্যের বাজারে এই সপ্তাহে বিশেষ বেচাকেনা হয় নাই। চাহিদা খুবই ছিল। আগামী বৎসরের জানুয়ারী/মার্চ্চের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনরূপ চট সর্ব্বোচ্চ দরেও কিনিতে পাওয়া যায় নাই। জুলাই/সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 'হেভি গুডস'-এর কাজকারবার হইয়াছে সর্ব্বোচ্চ দরে। অক্টোবর/মার্চ্চ পর্য্যন্ত 'বি'টুইলেও বেচাকেনা হইয়াছে, সর্ব্বোচ্চ দরে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৮ই মার্চ্চ—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই ও কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৯০৲ টাকা ও ৯২/০ আনা। গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ মূল্য ছিল ৮৭৸০ আনা। গত সপ্তাহে কলিকাতার সোনার বাজার বন্ধ ছিল। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড গিনি বর্ত্তমানে ৬৩৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—সোনার মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দাঁড়াইতেছে যথাক্রমে ১৫৫৸০ আনা ও ১৫৪।০ আনা। গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে উহা ছিল ১৪১।০ আনা। গত সপ্তাহে কলিকাতায় রূপার বাজার বন্ধ ছিল।

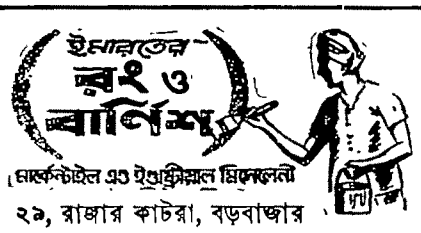

২৯, রাজার কাটরা, বড়বাজার
কলিকাতা।

এলায়েড ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
কলিকাতা অফিস—
৩নং ম্যাঙ্গো লেন
ফোঃ কলিঃ ২৮৫৭
ঢাকাঃ ময়মনসিংহঃ কিশোরগঞ্জঃ বাজিতপুর।
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
অজিতকুমার সোম — ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ্জ
হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য — ম্যানেজিং ডিরেক্টর

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH
CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.
READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.
SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.
Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands
BANKERS' UNION LTD.
P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১লা মার্চ্চ	৪ঠা মার্চ্চ	৫ই মার্চ্চ	৬ই মার্চ্চ	৭ই মার্চ্চ	৮ই মার্চ্চ
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	—	৮৯৸০	৯১৸০	৯২/০	৯১৸/০	৯২/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৮৬॥০	৯০৲	৯০৲	—	—	—
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	—	১৫৫৸০	১৪৭॥০	১৪৮॥০	১৪৮॥০	১৪৮॥০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৪৩৵০	১৫৪।০	১৪৮॥০	—	—	—
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	—	৬২॥০	৬৩৲	৬৩৲	৬৩৲	৬৩৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৬২	৬৩৲	৬৩৲	—	—	—
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	৯৯॥০	—	—	৯৯।০	৯৯।/০
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	—	১০৩॥৶০-১০৩।৶	১০৩।৶০-১০৩।০	১০৩॥৶০-১০৩৲	১০৩৲-১০২৸/০	১০২৸৶০-১০২৸/০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	—	১০০।৶০	১০০৸/০-১॥৶০	১০০৸৶১০	১০০৸৶০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—	—	১০০॥৶০-১০০॥০	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	১১৪॥৶০	—	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫৯॥৶০-৫৮।৶০	৬১।০-৫৯॥৶০	৬১॥/০-৬০।৶০	৬০॥৶০-৬০/০	৫৯৸০-৫৮॥৶০	৬০৸৶০-৬০।০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৫৩।৶০-৫১৲	৫৬॥৶০-৫৪।৶০	৫৬॥৶০-৫৫।০	৫৫॥০-৫৪॥৶০	৫৪৸/০-৫৩।৶০	৫৫॥৶০-৫৪॥৶
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১৪।৶০-১৩॥০	১৪।৶০-১৩।৶০	১৪।০-১৩৸০	১৪৲-১৩।৶০	১৩৸০-১৩৶০	১৩৸৶০-১৩॥৶
ব্রেইতওয়েইট ...	১৭॥৶০-১৭॥০	১৮৲-১৭।৶০	১৮৶০-১৭॥০	১৭৸০-১৭।৶০	১৭।৶০-১৭।৶০	১৭॥/০-১৭॥০
জেসপ ...	৩২৶০-৩২/০	৩৩৸৶০-৩২॥৶০	৩৪॥০-৩৩৸০	৩৪॥৶০-৩৩৸৶০	৩৪।০-৩৩॥০	৩৪॥০-৩৪৶০
মার্শালস ...	১০/০-৯॥৶০	১০॥০-৯॥৶০	১০।০-৯৶০	১০৲-৯॥৶০	৯॥৶০-৯।৶০	১০৶০-৯৸০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২৸/০-১২৸০	১৩৶০-১২৸৶০	১৩।৶০-১৩৲	১৩।৶০-১২৸০	১৩৶০-১৩৲	১৩৶০-১২৸০
আর্থার বাটলার ...	২৫॥০	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস ...	—	—	—	—	—	—
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	—	—	—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৭॥/০-৭।৶০	৭॥০-৭৶০	৭॥০-৭।০	৭।/০-৭৲	৭/০-৬৸/০	৭/০-৬৸৶০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৫।৶০-৫৶০	৫।৶০-৫৲	৫।০-৫/০	৫৶০-৫/০	৫৶০-৪৸৶০	৫৶০-৫৲
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫৭৲	—	১৫৮॥০-১৫৭৲	১৫৭৲	১৫৭৲	১৫৮৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৯৯৲-৯৮॥০	৯৯৸০-৯৮৲	১০১॥০-৯৮৸০	১০৪॥০-৯৯॥০	১০৪৲-১০০॥০	১০৪৲-১০১॥০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	১৬/০	১৬॥০-১৬৶০	১৬॥৶০-১৬॥০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	—	১৪।৶০-১৪।৶০	১৪।৶০-১৪।৶০	১৪।৶০-১৪।৶০	১৪॥/০-১৪॥০	১৪॥৶০-১৪॥/০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫৲	১৫৲	১৫/০	১৪৸৶০-১৪৸৶০	১৫।০-১৫৶০	১৫।০-১৫৶০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	১০৸০-১০॥০
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	৫৫॥০	—	৫৫৲
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৫১॥০-৫০৲	৫১।৶০-৫০।৶০	৫৩।৶০-৫১৸০	৫২।০-৫১।৶০	৫১৶০-৫০।০	৫১৸০-৫১৶০
তালচের " " ...	—	১২৲	১২॥/০	১২৸০-১২।০	১৩৲	—
রাণীগঞ্জ " " ...	—	৬৬।০-৬৫৲	—	—	—	—
ইকুইটেবল " " ...	৮১৸০-৮১।০	৮১॥০-৮০৲	৮৩৲-৮১৸০	৮২॥০-৮১॥৶০	৮১।০-৮১৶০	—
সাউথ করণপুরা ...	৪২৸৶০-৪২৲	৪৩॥/০-৪২।৶০	৪৪॥০-৪৩।০	৪৩।৶০-৪৩।০	৪২॥০-৪১৸০	৪৩৶০-৪২॥/০
ভুলনবরারি ...	—	—	—	৩৬৸০		—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	৫১৲	—	৫৩৲-৫২॥০	৫৫॥০-৫৪॥০	৫২৲	—
নিউ চুরুলিয়া ...	—	১৪৸০-১৪॥৶০	১৫৶০-১৪৸০	১৪॥০	—	১৪।৶০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৮।০	৪৮॥৶০	—	—	—	৪৬৲

"... চিঠিখানি যেন হাসছে"

মেরামত-কার্য্য সংরক্ষণ-ব্যবস্থা স্পেয়ার পার্টস্ নির্ম্মাণ এবং কণ্ট্রোল দরে বিলাতী রিবন ও কারবন-এর প্রচুর সমাবেশই আমাদের বৈশিষ্ট্য।

- ছোট বা বড় ব্যবসায় যেমনই হউক—রাশি রাশি চিঠির প্রয়োজন হয় নিত্য আর প্রত্যেক চিঠিখানি যেন হাসছে—এমনই হওয়া চাই যখন সেখানি টাইপরাইটার মেশিন থেকে আসে টাইপ হয়ে।
- মাধুর্য্যমণ্ডিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিঠির জন্য টাইপ-রাইটার মেশিনের নিখুঁত কর্ম্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক। আমাদের কুশল শিল্পিগণের উপর ভার দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন।

ডি, জে, টাইপরাইটারস্
এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—মিঃ জয়কৃষ্ণ সিংহ
হেড অফিস :—ব্র্যাবোর্ণ কোর্ট ; ৭, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা।
ওয়ার্কশপ :—৪২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ :—বালু বাজার, কটক।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২৯
হেড অফিস : কলিকাতা
অনুমোদিত মূলধন— ১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত মূলধন— ১২,৫০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন— ১০,২০,০০০৲
মোট কার্য্যকরী তহবিল — ২,০০,০০,০০০৲ টাকার অধিক
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, পাল

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১লা মার্চ্চ	৪ঠা মার্চ্চ	৫ই মার্চ্চ	৬ই মার্চ্চ	৭ই মার্চ্চ	৮ই মার্চ্চ
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৯৸০-৯।০	৯৸৵০-৯৲	১০।০-৯॥৵০	১০।/০-৯।০	১০/০-৮৸/০	১০।/০-৯৸৶০
বেনারস ...	১৩।৵০-১২৸০	১৩।৵০	১৪॥/০-১৩৸০	১৪৸/০-১৪/০	১৪॥৵০-১৪/০	১৪॥০-১৪।০
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৪৸৵০-১৪৲	১৫।/০-১৪॥৵০	১৬।৶০-১৫॥/০	১৭৲-১৫৸৵০	১৭।/০-১৬।০	১৭৸৵০-১৬॥৵০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	৮৭॥০-৭৯॥০	৮৮৲-৮৫।০	৮৮৲-৮৬৸০	৮৮৲-৮৫৵০	৮৮।০-৮৫৲	৮৭৲-৮৬৵০
কেশোরাম ...	২৬॥/০-২৪৸০	২৮৸৵০-২৭৵০	২৯॥০-২৮।৵০	২৮৸০-২৮৲	২৮॥০-২৭৵০	২৯॥০-২৮৸০
বঙ্গশ্রী ...	১৪৸৶০-১৪৸৵০	১৪৸০	১৫৲-১৪৸৵০	১৫৵০-১৪৸৶০	১৫৲	১৫৵০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৸০	৭৸০	৮৲১০-৮৲	৮৵০-৮/০	৮/০	৮৵০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২৯৫৲	৩২০৲-৩০৯॥০	৩২৯৲-৩১০৲	৩২৫৲-৩১৫৲	৩২১৲-৩১৪৲	৩২২৲-৩১৮৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	২৫।/০-২৪৸৵০	২৬।৵০-২৫৲	২৭/০-২৫৸৵০	৩০।০-২৭৲	২৯।৵০-২৯৲	৩০।৵০-২৯।৵ ০
টিটাগড় ...	৫২৸/০-৪৯৸০	৫৭॥০-৫৫॥০	৫৮।০-৫৭।০	৫৭॥০-৫৭।০	৫৭।০-৫৬৵০	৫৮॥৵০-৫৭।০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৪৫৫৲	৪৬৮৲-৪৫৫৲	৪৮৩৲-৪৬৪৲	৪৮০-৪৭২৲	—	৪৮৪৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৬৮৩৲-৬৪০৲	৬৮৪৲-৬৬৮৲	৬৮০৲-৬৭৩৲	৬৮৮৲-৬৭০৲	৬৬৫৲-৬৬১৲	৬৭৮৲-৬৭৩৲
কামারহাটি " " " ...	১,০২২৲-১,০০৬	১,০১৫৲-১,০০২৲	১,০২২৲-১,০১২৲	১,০০৬৲	১,০০০৲-৯৮৫৲	১,০১০৲-১,০০৭৲
নদীয়া " " " ...	১৯৯৲-১৮৫৲	১৯৮৲-১৮৭৲	১৯১৲-১৮৮৲	১৯১৲-১৮৭॥০	১৮৬৲	১৮৮॥০-১৮৫৲
প্রেসিডেন্সী " " " ...	১৭৲-১৬৵০	১৬॥৵০-১৬৵০	১৬॥৶০-১৬/০	১৬।০-১৬৲	১৬৵০-১৫৸/০	১৬।৵০-১৬/০
রিলায়েন্স " " " ...	১১৩।০-১০৯৲	১১২॥০-১১০৲	১১৪৲-১১২৲	১১৩৸০-১১২॥০	১১০৲-১০৮॥০	১১২৲-১১১৲
কাঁকনাড়া " " " ...	৮৫৬৲-৮৩৮৲	৮৬৩৲-৮৪৩৲	৮৫৫৲-৮৫০৲	৮৫২৲-৮৪৫৲	৮৪৫৲-৮৩৫৲	৮৫১৲-৮৪৪৲
হাওড়া " " " ...	১২৯।৵০-১২৭/০	১৩১।৶০-১৩০৲	১৩২॥০-১৩০।০	১৩১৲-১৩০॥০	১৩১৲-১২৮॥০	১৩১॥৶০-১৩০॥৵০
ডালহৌসী " " " ...	৪৭৭৲-৪৭১৲	৪৭৫৲	৪৮৯৲-৪৭৮৲	৪৯২৲-৪৮৫৲	৪৮১৲-৪৮০৲	৪৯৫৲-৪৮৬৲
বজবজ " " " ...	—	৭৩০৲-৭২০৲	৭৩৭৲-৭৩০৲	—	—	৭২৬৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " " ...	—	৪১৫৲-৪০৮৲	৪২৬৲-৪২০৲	৪৩৬৲-৪২০৲	৪২১৲-৪১৮৲	৪২৩৲
এলায়েন্স " " " ...	—	৯০০৲-৮৮৪৲	৯৩৭৲-৯২০৲	৯৩১৲-৯৩০৲	—	৯৩৭৲-৯৩৫৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৬।৶০	১৬৸০-১৬।৵০	১৬৸০-১৬॥/০	১৬॥৵০-১৬॥০	১৬।৵০-১৬।/০	—
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	—	৪৬।০-৪৫৸৵০	৪৬৶০-৪৬৲	৪৫৸৵০	৪৬৵০-৪৫৲	৪৬৲
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩৯৸/০-৩৮।০	৪০।/০-৩৮॥/০	৪২৲-৩৯৸০	৪২৲-৪১৲	৪১।০-৪০৶০	৪২৸০-৪০॥০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " " ...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী " " " ...	—	৫৩৲	—	৫৩৲	৫২॥০	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	১৩।০	—	—	১৩॥০	—	—
তেজপুর " " " ...	—	২৭॥০	২৮॥০-২৭॥০	২৮॥০-২৮৲	৩০৲-২৯৸০	৩০।৵০-৩০।০
বিশ্বনাথ " " " ...	—	৪৮।০	৪৮॥৵০-৪৮৲	—	৫১।০	৫১৲
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৭৸০	১৮।০-১৮৲	১৮।/০	১৮।০	১৮।/০-১৭৸০	১৮৵০
বি আই কর্পোরেশন ...	১১৸০-১০।৶০	১১।৶০-১০।০	১১৸/০-১১।০	১১॥৵০-১১।০	১১।৶০-১১৲	১১॥৶০-১১।৵০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	—	২১১৲-২০৬৲	২১১৲-২০৭৲	২০৯৲-২০৬৲	২০৪৲	২০৫৲-২০১৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৮৲-১৭৸০	১৮॥৵০-১৮৲	১৮।৵০-১৮৲	১৮।০-১৮৲	১৭॥/০	১৭৸০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২৯০৲	৩০৭৲-২৯৭৲	৩০৭৲-৩০১৲	৩০৪৲-৩০০৲	২৯৫৲	৩০৩৲-৩০০৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " " ...	২৫।০	২৫৸০-২৫।০	২৫৸৶০-২৫॥/০	২৬/০-২৫॥০	২৬৲-২৫।০	২৫।৶০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	১৫।০-১৫৵০	—	১৫।৵০-১৫৶০	১৫॥/০-১৫৲	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১১৲	১১৸৵০-১০৸৵০	১১৸৵০-১১॥/০	১১৸৵০-১১॥/০	১১।৵০	—

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

মূল্য কমিল !!!
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।
লিখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা
ও গোধুলিয়া, বেনারস।

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল
— ব্যাঙ্ক লিঃ —
হেড অফিস :—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
হাওড়া শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।
হোজাই শাখা (আসাম) ২রা মার্চ্চ '৪৬ খোলা হইয়াছে।
জেনারেল ম্যানেজার : মিঃ আর, চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ জে, ভৌমিক

দি
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)
৩১-১২-৪৫ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমা সহ), ও সংরক্ষিত তহবিল	৩২,৪০,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	২,২০,০০,০০০৲
আমানত	৩,৩৯,৭৭,০০০৲
কার্য্যকরী তহবিল	৩,৯১,২৩,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন

- কোকোলা
- কল্যানী
- ত্রিগুণ
- জুয়েল আমলা
  কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

হেড অফিস ৫১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৩১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

—সুদের হার—

কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং

কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ

ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম

শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী এফ্, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের মেদিনীপুর, পুরী, হাটখোলা ও জলপাইগুড়িতে শাখা খোলা হইয়াছে।

বেনারস শাখাও খোলা হইয়াছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্ড্ এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন—	...	৫০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড—		১৩,৭১,০০০৲ টাকার উপর
আমানত—	... ...	২,৫২,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন—	...	৩,১২,০০,০০০৲ টাকার উপর

পৃষ্ঠপোষক—
মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্-আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

প্রধান অফিস—
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

রেজিষ্টার্ড অফিস—
আখাউড়া (বি এ রেলওয়ে)

কলিকাতা অফিসসমূহ—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। মিঃ এম্, সি, চন্দ্র,
ডিরেক্টর :—ন্যাশন্যাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ; বাসন্তী কটন মিলস্ লিমিটেড, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ; ইত্যাদি।

২। খান বাহাদুর এম্, এ, মোমিন
সি-আই-ই,
ডিরেক্টর :—নিউ এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ ইত্যাদি।

৩। রায় বাহাদুর জি, ভি, সোয়াইকা,
প্রোপ্রাইটর :—সোয়াইকা অয়েল মিলস্; ডিরেক্টর :—বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—সোয়াইকা কেমিক্যাল এণ্ড মিনারেল কোম্পানী লিমিটেড; সোয়াইকা ষ্ট্যাণ্ড অয়েল এণ্ড বার্ণিশ কোম্পানী লিমিটেড; সোয়াইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্পোর্ট লিঃ; সোয়াইকা ফার্টিলাইজার; সোয়াইকা প্রোপার্টিজ্ লিমিটেড; মুর্ এভেনিউ প্রপার্টিজ্ লিঃ ইত্যাদি।

৪। মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি
ভূতপূর্ব্ব চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন; ডিরেক্টর :—আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং, ইত্যাদি।

৫। মিঃ ডি, এন্, দত্ত,
পার্টনার :—এঙ্গাস্ কিথ্ এণ্ড কোং।

৬। মিঃ বি, সি, ঘোষ, কণ্ট্রোলার :—হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ।

৭। মিঃ এস্, দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জে, এন্ সেন, এফ্ আর্ এস (লণ্ডন)
জেনারেল ম্যানেজার।

(১)

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382

REGD. NO. C. 2506

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 18th March, 1946, সোমবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৫২ [৪৪শ সংখ্যা

সরকারী আর্থিক পরিকল্পনার স্বরূপ

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের উদ্যোগে প্রথম ৫ বৎসরে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির যে সব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে তজ্জন্য সর্ব্বসমেত ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। বিভিন্ন দিকের জন্য পৃথকভাবে যে ব্যয়ের অঙ্ক স্থির করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কয়েকটি দফা এইরূপ :—কৃষি ১০৫ কোটি টাকা, শিল্প ২৩ কোটি টাকা, পাব্লিক ওয়ার্কস বা জনহিতকর কার্য্য ৪৭০ কোটি টাকা, শিক্ষা ১২৫ কোটি টাকা, সমাজকল্যাণ ১৮ কোটি টাকা, বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক গবেষণা ৪ কোটি টাকা, ডাক ও তার বিভাগ ৩৬ কোটি টাকা, বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা ৩০ কোটি টাকা, রাস্তা-ঘাট সম্প্রসারণ ২০ কোটি টাকা এবং রেলওয়ে উন্নতির পরিকল্পনা ২৫০ কোটি টাকা।

যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্ট এদেশের জন্য ব্যাপক যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা গঠনের তোড়জোড় দেখাইয়াছিলেন। সমর প্রচেষ্টা বন্ধ হওয়ার পর এ দেশবাসীর সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য সুসঙ্কল্পিতভাবে কাজ সুরু করা হইবে বলিয়া তাঁহারা কথা দিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১০ মাসকাল টালবাহনা করিয়া আজ তাঁহারা সেজন্য যে ব্যয়-বরাদ্দ স্থির করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। এই বিরাট দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য আগামী ৫ বৎসরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ মিলিতভাবে মাত্র ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা খরচ করিবেন—ইহা প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় আমরা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে করি। তাহা ছাড়া একসঙ্গে বেশী দিকে নজর দিতে গিয়া যে ভাবে নানা শ্রেণীর কার্য্যে ঐ বরাদ্দকৃত টাকা বণ্টন করার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে কোন দিক দিয়াই কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ার আশা আমরা দেখিতেছি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শিল্পোন্নতির জন্য মাত্র যে ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহাতে ব্যাপক শিল্পপ্রসারের সুবিধা হওয়া দূরের কথা, নিতান্ত প্রাথমিক উন্নতিও সাধিত হইবে না। একে মোট ব্যয়বরাদ্দ কম, তাহার উপর শিল্পোন্নতি সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব হইতে গবর্ণমেণ্ট এদিকে অতিরিক্ত কার্পণ্য

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেখাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যানবাহন বিষয়ে যেসব পরিকল্পনা কমিটি গঠন করিয়াছিলেন আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য ব্যয়বরাদ্দ স্থির করিতে গিয়া সেই সব কমিটির নির্দ্দেশের কোন মর্য্যাদা রাখেন নাই। শিক্ষার উন্নতির জন্য সার্জ্জেণ্ট কমিটি যে পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহাতে প্রত্যেক বৎসরের জন্য ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৩২০ কোটি টাকা। সে স্থলে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার উন্নতি বাবদ ৫ বৎসরে ব্যয় ধরিয়াছেন মাত্র ১২৫ কোটি টাকা। ভোর কমিটি জনস্বাস্থ্য উন্নতির জন্য প্রথম পাঁচ বৎসরে কমপক্ষে ১৯৫ কোটি টাকা ব্যয় করিতে বলিয়াছেন। সেস্থলে গবর্ণমেণ্ট ঐ বাবদ মাত্র ১০৫ কোটি টাকা খরচ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ঐরূপ অকিঞ্চিৎ ও অনুপযুক্ত ব্যয়-বরাদ্দের জন্য এদেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির সরকারী পরিকল্পনা রীতিমত প্রহসনে পরিণত হইবারই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১১০৭-১৩
ভারত সরকারের ঋণভার	১১১৪-১৫
কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা (১৩) লবণ	১১১৬-১৭
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১১১৮-২০
খেয়ালীর খাতা	১১২১
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১১২২-২৫
কোম্পানী প্রসঙ্গ	১১২৬-২৭
বাজারের হালচাল	১১২৮-৩২

কয়লা শিল্পের সংগঠন

কয়লার উৎপাদন ও যোগানের সহিত শিল্পোন্নতির প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। এইজন্য বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ঐ দেশের কয়লা খনিগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া সরকারী চেষ্টায় তাহাদিগকে সুসংগঠিত করিবার আয়োজন চালাইয়াছেন। ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার লোপ করিয়া কয়লা শিল্পকে সরকারী কর্ত্তৃত্বে আনিবার জন্য ইতিমধ্যেই পার্লামেণ্টে একটি বিল উত্থাপন করা হইয়াছে। ভারত সরকার কিছু দিন পূর্ব্বে এদেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তাঁহাদের নীতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কয়লা শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে বলিয়া ভরসা দিয়াছিলেন। সম্প্রতি বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট কয়লা শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্পর্কে বিশেষ-

গ্রাম : বন্দে হিন্দ

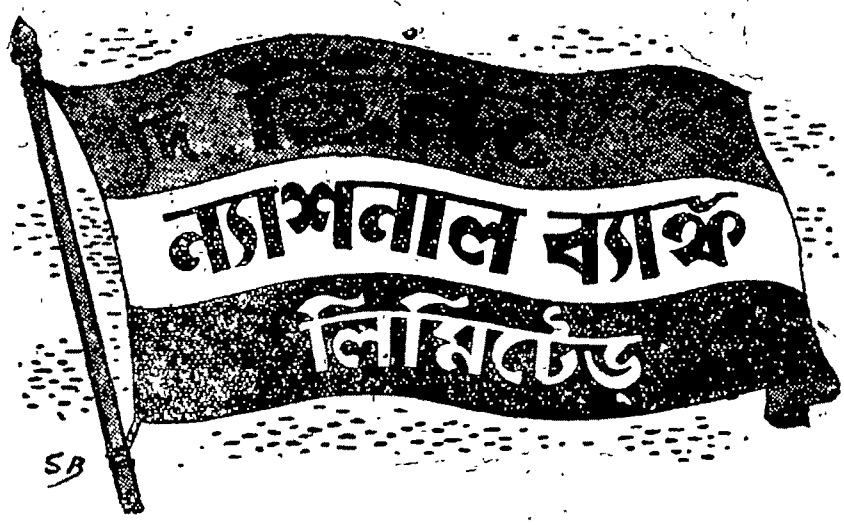

পি-৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভাবে উদ্যোগী হওয়ায় তাহাতে এদেশবাসীর মনে এ বিষয়ে একটা অনুরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। যদি ভারতের বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট কয়লা শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে কার্য্যতঃ কোন বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তবে অদূরভবিষ্যতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অন্ততঃ এ বিষয়ে একটা সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, কয়লা শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার প্রস্তাব দেশের জনসাধারণ বিশেষ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেও এদেশের শ্বেতাঙ্গ খনি-মালিকরা তাহা মোটেই সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখেন না। ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ জে লেটিমার সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন "গবর্ণমেণ্ট কয়লার বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, বর্ত্তমান সমস্যার কথা বিবেচনা করিলে তাহা সঙ্গতই বলিতে হইবে। কিন্তু এই শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি আরও বেশী কর্ত্তৃত্ব জাহির করিতে যান, তবে এদেশের কয়লা শিল্পের দিক হইতে তাহা আশঙ্কার বিষয় হইবে। বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট কয়লা শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া ঐ শিল্পের বিরাট উন্নতিসাধনের যে আশা করিতেছেন, তাহা কার্য্যতঃ সফল হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। সেই ব্যর্থতার সম্ভাবনা দেখিয়া এদেশে আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা-লাভ করিবার আছে। বৃটেনের কয়লা শিল্পকে পুনঃসংগঠন করিবার জন্য ও নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া ঐ শিল্পকে সুসজ্জিত করিবার জন্য যে বিপুল অর্থ নিয়োগ করা প্রয়োজন ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রচেষ্টায় তাহা সংগৃহীত হওয়ার আশা নাই। যতদূর বুঝা যাইতেছে সে অসুবিধার কথা ভাবিয়াই বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট কয়লা শিল্পকে নিজেদের কর্ত্তৃত্বাধীনে লওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু ভারতে কয়লা শিল্পসম্পর্কে সে অসুবিধা দেখা দেয় নাই। এদেশের কয়লা কোম্পানীসমূহ কয়লা শিল্পের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম বাড়াইবার জন্য সম্প্রতি প্রচুর অর্থ নিয়োগ করিয়াছেন। ইহার ফলে এই শিল্পের উপযুক্ত সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় কয়লা শিল্পকে সুসংগঠিত করার জন্য এদেশে জাতীয়করণ নীতি অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নাই।"

কয়লা শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইলে শ্বেতাঙ্গ-খনিমালিকদের মুনাফার সুযোগ নষ্ট হইবে। এই জন্যই মিঃ লেটিমার এদেশে কয়লা শিল্প সম্পর্কে জাতীয়করণ নীতি অনুসৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়াছেন এবং এখন হইতে ঐ নীতির বিরোধিতা করিতে তৎপর হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপরোক্ত বুলি শুনিয়া এদেশের জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইবে না। ভারতে খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহা খুবই অনুন্নত। ইহাতে দেশের কয়লা সম্পদের যথেষ্ট অপচয় হইতেছে। খনির মালিকেরা কেবল নিজেদের লাভের দিকে জোর দিতে গিয়া খনির শ্রমিকদের সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে মারাত্মক অবহেলা দেখাইতেছেন। ফলে যুদ্ধের সময়ে শ্রমিকের অভাব ঘটিয়া দেশে কয়লার উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। উহাতে দেশের জনসাধারণকে ও দেশের শিল্পকার-খানাসমূহকে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে। ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত ব্যবসাদারী বন্ধ করিয়া খনিসমূহ সরকারী কর্ত্তৃত্বে পরিচালনার ব্যবস্থা না হইলে এই প্রকার গলদ স্থায়ীভাবে দূর হওয়া অসম্ভব। কাজেই মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ খনিমালিকের অন্যায় ওজর আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া দেশের কল্যাণের জন্য ভবিষ্যতে কয়লা শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত হইবে।

সংবাদ ও প্রচার বিভাগের ব্যয় ছাঁটাই

যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকারের সংবাদ ও প্রচার বিভাগের ব্যয় ক্রমাগত বাড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমানে যুদ্ধের রাজসূয় যজ্ঞ যদিও সমাপ্ত হইয়াছে তথাপি ভারত সরকার এবারের বাজেটেও নূতন করিয়া এই বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ১৯৪৫-৪৬ সালে সংবাদ ও প্রচার বিভাগের জন্য ৩৫ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে ঐ বিভাগের জন্য সেই স্থলে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ তাঁহাদের সেই সাধে বাদ সাধিয়াছেন। সংবাদ ও প্রচার বিভাগ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের বেহিসাবী দরাজ ব্যবস্থা মানিয়া না লইয়া তাঁহারা ১৯৪৬-৪৭ সালের উপরোক্ত বরাদ্দ হইতে ৯৩ লক্ষ টাকা ছাঁটাই করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ঐ বরাদ্দ পুনর্ব্বহাল করিতে পারিতেন। কিন্তু যেরূপ বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে এবং কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগদল যুগপৎ যেরূপ তীব্রভাবে ঐ বিভাগের কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন তাহাতে সংবাদ ও প্রচার সচিব স্যার আকবর হায়দরী সেরূপ করিতে সাহসী হন নাই। তিনি জানাইয়াছেন, যে ব্যয় ছাঁটাই করা হইয়াছে তাহা পুনর্ব্বহাল করিবার কোন ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিবেন না।

মোট ব্যয়বরাদ্দ হইতে ৯৩ লক্ষ টাকা ছাঁটাই হওয়ার ফলে সংবাদ ও প্রচার বিভাগ সম্প্রসারণের নূতন পরিকল্পনা ফাঁসিয়া যাইবে। ইনফরমেশন সেকসনের অনেক কর্ম্মচারীর কাজ ফুরাইয়া আসিবে। গত কয় বৎসরের তথাকথিত 'পাব্লিক সার্ভিস' বা জনসেবার এই পরিণতি দেখিয়া সংবাদ ও প্রচার বিভাগের মোটা বেতনের চাকুরীয়ারা ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। কিন্তু দেশের লোক এই ব্যবস্থা খুব সমীচীন বলিয়াই মনে করিবে। জ্ঞান ও সংবাদ পরিবেষণের নামে ইনফরমেশন এণ্ড ব্রডকাষ্টিং ডিপার্টমেণ্ট (যাহার নূতন নামাকরণ হইয়াছে—ইনফরমেশন এণ্ড আর্ট ডিপার্টমেণ্ট) এতদিন ভারত সরকারের অর্থে দেশে-বিদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই প্রচারকার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। ভারতের প্রকৃত অবস্থা গোপন বা বিকৃত করিয়া সর্ব্বত্র এদেশের বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এই ডিপার্টমেণ্ট পরাধীন ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন মর্য্যাদা দেন নাই, বরং পুস্তিকা, বুলেটিন, ফিল্ম প্রভৃতির মারফতে সুকৌশলে সেই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে টুঁটি চাপিয়া মারিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃটিশের অনুকূল প্রচার-কার্য্য চালাইতে গিয়া ১৯৪২-৪৩ সাল হইতে ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্য্যন্ত এই দরিদ্র দেশের ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে তাঁহাদের বাধে নাই। ইনফর-মেশন এণ্ড ব্রডকাষ্টিং ডিপার্টমেণ্টের এই শ্রেণীর কার্য্যকলাপের তীব্র নিন্দা করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ উহাদের বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা আমরা খুব সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়াই মনে করি।

শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গ বণিকদের মনোভাব

ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহির হইতে বেশী পরিমাণে জিনিষপত্র আমদানী করিতে না দেওয়ায় তাহার ফলে দেশের কোন কোন শিল্প পরোক্ষভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ লাভ করিয়াছে। আর তাহা দেখিয়া এদেশের শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা রীতিমত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতীয় শিল্পের জন্য এইভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে তাহাতে এদেশে বিলাতী পণ্যের বাজার খর্ব্ব হইবে। কাজেই তাঁহারা নানা অবান্তর যুক্তি দেখাইয়া এই নীতির বিরোধিতা করিতেছেন। বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এইচ ডি টাউনএণ্ড্ সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "গবর্ণমেণ্ট বাহির হইতে মাল আমদানীর অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়া খিড়কি দরজা দিয়া ভারতীয় শিল্পকে যে সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করিতেছেন, তাহা সর্ব্বথা আপত্তিকর।"

মিঃ টাউনএণ্ডের এই আপত্তি যে মূলতঃ কেবল স্বার্থবাদী ইউরোপীয় সম্প্রদায়েরই আপত্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সাক্ষাৎভাবেই হউক, আর পরোক্ষভাবেই হউক দেশীয় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা এদেশের গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট সে কর্ত্তব্য পালন করিতে গেলে দেশের লোক তাঁহাদিগকে সেজন্য পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করিবে। পরোক্ষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে একমাত্র বিবেচনার কথা হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট বাহির হইতে যেসব জিনিষ আমদানী করিতে দিতেছেন না তাহা এদেশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কিনা। বর্ত্তমানে দেশে খাদ্য, বস্ত্র ও শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতির অভাব মারাত্মক হইয়া দেখা দিয়াছে। এই দুর্দ্দিনে বাহির হইতে যথা-সম্ভব বেশী পরিমাণে ঐসব জিনিষ আমদানী করা হউক, ইহা সকলেই চায়। ব্যাপকভাবে ঐ সমস্ত আমদানী করা ছাড়া দেশের দুঃখ দূর হইবে না। সেই আমদানীর সুযোগ অব্যাহত রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি অন্যান্য জিনিষের আমদানী নিয়ন্ত্রিত করেন, তবে দেশে ঐসব উৎপাদনের সুযোগ বাড়িবে। নূতন শিল্প গড়িয়া উঠার ফলে ভবিষ্যতে দেশের স্থায়ী উপকার সাধিত হইবে। কাজেই পরোক্ষ সংরক্ষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আপত্তি করিবার মত কিছুই নাই।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৬৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

গুড়ের সমস্যা

ভারতবর্ষের চিনির কারখানাগুলিতে চিনি উৎপাদনের পর যে বিপুল পরিমাণ গুড় থাকিয়া যায় সেগুলি কাজে লাগানো এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গুড় হইতে ইঞ্জিনাদি চালাইবার উপযোগী সুরাসার (Power alcohol) প্রস্তুত হইতে পারে। যুদ্ধের সময় সুরাসারের অভাব হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের গুড় হইতে সুরাসার উৎপাদনের জন্য কারখানা বসাইবার উৎসাহ হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের পর সে উৎসাহ আর দেখা যাইতেছে না। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে চার হইতে পাঁচ লক্ষ টন গুড় উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে শুধু চিনির কারখানাগুলিতেই তিন লক্ষাধিক টন গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্পিরিট প্রস্তুতের কারখানাগুলিতে বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে গুড় সরবরাহ করা হয়, কিন্তু ঐ সকল কারখানা উৎপন্ন গুড়ের এক-তৃতীয়াংশও ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারে না।

ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট (কানপুর) যুক্তপ্রদেশের যে সমস্ত চিনির কারখানা তাঁহাদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত সেই সকল কারখানায় সমস্ত গুড় নিজেদের হাতে লইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট স্পিরিটের কারখানাগুলির জন্য বাঁধা দরে সিণ্ডিকেটের নিকট হইতে গুড় কিনিয়া লইবেন। কারখানাগুলির ইহাতে যে ক্ষতি হইবে, তাহা সাধারণ তহবিল হইতে পূরণ করা হইবে। অবশিষ্ট গুড় বিক্রয় করিয়া যে লাভ হইবে তাহা সাধারণ তহবিলে জমা দেওয়া হইবে। যুক্তপ্রদেশে এই ধরণের ব্যবস্থা হইলে গুড়-সমস্যার একটা সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অন্যান্য স্থানেও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা যাইতে পারে। তবে চিনির কারখানা আরও বাড়িবে। গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই ১৭টী নূতন চিনির কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। কাজেই গুড় উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। এ অবস্থায় গুড় বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে বিশেষ কোন ফল হইবে না। এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের নিযুক্ত চিনি, সুরাসার ও খাদ্যসার সংক্রান্ত প্যানেল বা কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে শুধু যে গুড়-সমস্যার সমাধান হইবে তাহা নহে, উহার ফলে ভারতে নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিবে এবং ভারতবাসীর প্রকৃত কল্যাণ হইবে। উক্ত প্যানেলের মতে সামরিক ও অন্যান্য কারণে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতে বৎসরে দুই কোটি গ্যালন পাওয়ার এলকোহল উৎপাদন করা উচিত। ইহার জন্য যে কারখানা স্থাপন করিতে হইবে তাহাতে ২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। প্যানেল প্রধানতঃ যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে ১০ লক্ষ গ্যালন সুরাসার উৎপাদনের উপযোগী কারখানাসমূহ স্থাপন করিতে বলিয়াছেন। পাওয়ার এলকোহল শতকরা ৮০ ভাগ পেট্রোলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা যাইবে। প্যানেলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হইতেছে খাদ্যসার (Food yeast) প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা। প্যানেল পৃথক কারখানা স্থাপন করিতে না বলিয়া প্রত্যেক চিনির কারখানার সহিত এক টন করিয়া খাদ্যসার প্রস্তুতের উপযোগী ছোট কারখানা স্থাপন করিতে এবং তিন বৎসরের জন্য গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সমস্ত মাল কিনিয়া লইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। আজ এই খাদ্য-সঙ্কটের দিনে বিপুল পরিমাণ গুড়ের অপচয় না করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্যানেলের উল্লিখিত সুপারিশ অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

খাদ্যসংরক্ষণ ও বণ্টন সম্পর্কে সরকারী অব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের মজুত গমের মধ্যে ৩০ হাজার মণ একজন ব্যবসায়ীর কাছে কম দামে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছিলেন, উপরোক্ত গম পচিয়া একেবারে অখাদ্যে পরিণত হওয়ার দরুণই তাঁহারা উহা কম দরে বিকাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের এক খবরে ব্যাপারটি বর্ত্তমানে অন্যরূপ বলিয়াই মনে হইতেছে। এই পত্র জানাইয়াছেন, গিরিডিতে সম্প্রতি প্রতি মণ ১৯ টাকা হইতে ২১ টাকা দরে প্রভূত পরিমাণ গম বিক্রয় হইতেছে। এই গম মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই গম বাঙ্গলাদেশ হইতেই আমদানী হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার মানুষের অখাদ্য বলিয়া যে গম কম দরে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন, উহা তাহাই বলিয়া শুনা যাইতেছে।

বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ মানুষের অখাদ্য বলিয়া এক মারওয়াড়ী ব্যবসায়ীর নিকট নামমাত্র মূল্যে প্রভূত পরিমাণ ভাল গম বিক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া গত বৎসর এক খবর প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার নূতন করিয়া আবার সেইরূপ খবর প্রকাশিত হওয়াতে স্বভাবতঃই লোকের মনে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ সৃষ্টি হইয়াছে। এই খবর সত্য হইলে তাহা মাল সরবরাহ বিভাগের যথেষ্ট দুর্নীতির পরিচয় বলিয়াই ধরিতে হইবে। কতিপয় অফিসর তাঁহাদের লাভের কারসাজি হইতে পুঁথিপত্রে অখাদ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া বাঙ্গলা সরকারের সংরক্ষিত গম এইভাবে ব্যবসায়ীদের নিকট কম দরে বিক্রয় করিয়া দিবে ইহা কোনমতেই বরদাস্ত করা চলে না। বিশেষ করিয়া মাল সরবরাহের ক্ষতির জন্য বাজেটের ঘাটতি ইতিমধ্যেই যেখানে বিপুল হইয়া দেখা দিয়াছে, সেখানে এইরূপ দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্তই অনুচিত। আমরা আশা করি, জনস্বার্থের খাতিরে বাঙ্গলার গবর্ণর অবিলম্বে এ বিষয়ে একটা নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন।

ভারতে বিদেশী যুদ্ধবন্দী

ভারতবর্ষে এখনও পর্য্যন্ত ২৬ সহস্রাধিক ইতালীয় যুদ্ধবন্দী রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই যুদ্ধবন্দীদের জন্য ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্য্যন্ত ২৮ কোটিরও অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই ব্যয়ভার নাকি ভারতবর্ষকে বহন করিতে হইবে না। ইহা সান্ত্বনার কথা, কিন্তু এই রাজার-হালে রাখা যুদ্ধবন্দীরা যে ভারতের অনশনক্লিষ্ট ও আসন্ন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় বিমূঢ় জনসাধারণের মুখের গ্রাসের বেশ মোটা অংশে ভাগ বসাইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতালীর সহিত যুদ্ধ অনেক দিন হইল মিটিয়া গিয়াছে, অথচ ইতালীয় যুদ্ধবন্দীদের আর বন্দীজীবন যাপনের জন্য ভারতে রাখা হইয়াছে কেন? ইতালীর অন্নকষ্ট লাঘবের জন্য? চিরাচরিত জাহাজের অভাবের দোহাই পাড়া হইয়াছে। এদিকে "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকাতেই ছবি ছাপাইয়া ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আমেরিকার বন্দরে অসংখ্য জাহাজ অলস হইয়া পড়িয়া আছে। মিত্রশক্তিবর্গের মিত্রতার মহিমা বুঝাই ভার!

দেশীয় শ্বেতসার শিল্পের সমস্যা

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে শ্বেতসার তৈয়ারের কোন উল্লেখযোগ্য কারখানা ছিল না। এদেশে ব্যবহৃত শ্বেতসার প্রায় সমস্তই বাহির হইতে আমদানী হইত। যুদ্ধের সময়ে জাভা ও অন্যান্য দেশ হইতে শ্বেতসার আমদানী করা একেবারে কঠিন হইয়া পড়ে। এই প্রয়োজনীয় জিনিষটির যোগান না পাইয়া দেশের শিল্প-ব্যবসায়ীরা তখন দেশেই উহা উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হয়। ফলে ক্রমে ক্রমে শ্বেতসার তৈয়ারের কতকগুলি কারখানা গড়িয়া

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, ইটালী মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।
স্থাপিত :- ১৯২৬
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস, আর, দাশ

টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা টেলিফোন : ক্যাল২০৭৩
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ
(স্থাপিত—১৯২৬)
হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত " ১২,৫০,০০০৲ "
বিক্রীত " ১২,৫০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ—১২,০০,০০০৲ টাকার উপর
কোম্পানীর কাগজ ও নগদ ৫৬,০০,০০০৲ " "
কার্য্যকরী মূলধন—১,৪০,০০,০০০৲ " "
—শাখাসমূহ—
খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালনা, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), রাজসাহী, নাটোর, নওগাঁ, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

উঠে। গবর্ণমেণ্টও নাছোড়বান্দা হইয়া যুদ্ধ-প্রচেষ্টার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এই দেশীয় শিল্পকে নানাভাবে উৎসাহ দিতে থাকেন। যুদ্ধের পরে এই শিল্প যাহাতে বিদেশী প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য তাঁহারা উহার সংরক্ষণ সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াও কথা দেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের নিকট অন্য অনেক শিল্পের মত দেশীয় শ্বেতসার শিল্পেরও কদর কমিয়া আসিয়াছে। উহাদের দাবী-দাওয়াও আজ তাঁহারা উপেক্ষার চোখে দেখিতেছেন। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ার পর অনেক বিলম্ব করিয়া কতিপয় দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহারা একটি টেরিফ বোর্ড বসাইয়াছেন। ঐ টেরিফ বোর্ডকে অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে শ্বেতসার শিল্পের কথাও বিবেচনা করিতে বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কবে যে ঐ বোর্ড শ্বেতসার শিল্প সম্পর্কে তাঁহাদের তদন্তকার্য্য সুরু করিবেন এবং কবে যে উহার সম্পর্কে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অথচ যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় বাহির হইতে শীঘ্রই বেশী পরিমাণে শ্বেতসার আমদানী হওয়ার ও তাহার প্রতিযোগিতায় দেশীয় শ্বেতসার-শিল্প বিপন্ন হওয়ার খুবই আশঙ্কা আছে। যুদ্ধের সময়ে দেশের আমদানী-বাণিজ্য সম্পর্কে নানারূপ বিধিনিষেধ বলবৎ ছিল। তাহার ফলে শ্বেতসারের আমদানী ঐ কারণেও অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহির হইতে শ্বেতসার আনয়ন সম্পর্কে আমদানী-বাণিজ্যের বিধিনিষেধ আজ শিথিল করিয়া দিয়াছেন। এই অবস্থায় ভারতে বিদেশী শ্বেতসারের যোগান বাড়িয়া তাহার মারাত্মক প্রতিযোগিতায় দেশীয় শ্বেতসার শিল্পের সমস্ত সম্ভাবনাই আজ লোপ পাইতে বসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে দেশে যে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহাতে ভুট্টা হইতে বেশী পরিমাণে শ্বেতসার তৈয়ার হইলে তাহার প্রতিক্রিয়ায় খাদ্য-সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিতে পারে। সেকারণেই বাহির হইতে শ্বেতসার আমদানীর সুযোগ তাঁহারা বর্ত্তমানে প্রসারিত করার মতলব করিয়াছেন। এই যুক্তি যে অসঙ্গত নহে তাহা আমরা স্বীকার করি। তবে নূতন করিয়া বেশী পরিমাণে শ্বেতসার আমদানীর সুযোগ দিলে খাদ্য-সমস্যা মিটিয়া যাওয়ার পর তাহা আবার প্রতিরোধের ব্যবস্থা হইবে কিনা কে জানে? দেশীয় শ্বেতসার-শিল্পের কল্যাণে ভবিষ্যতে বিদেশাগত শ্বেতসারের উপর হইতে উপযুক্ত রক্ষণ-শুল্ক আদায়ের জন্য এখন হইতেই একটা কার্য্যনীতি স্থির করিয়া রাখা প্রয়োজন।

বৃটেনের যন্ত্রশিল্প

পৃথিবীর নানা স্থানের বিপুল চাহিদার ফলে বৃটেনের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ শিল্পে পুরাদমে কাজ চলিতেছে। চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যন্ত্র-শিল্পের পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণেরও বিরাট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইতেছে। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন যন্ত্রপাতির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃটেনের যন্ত্রশিল্প যেরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাতে যুদ্ধোত্তর যুগের চাহিদা মিটাইতে খুব বেগ পাইতে হইবে না। ১৯৩৯ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত বৃটিশ যন্ত্রশিল্প সাত গুণ প্রসার লাভ করিয়াছে। যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণে বৃটেনের খ্যাতি আছে। ইহা ছাড়া যুদ্ধের ধাক্কায় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি বৃটেন পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী করিত সেগুলি নিজেদের কারখানাগুলিতেই প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে বৃটিশ যন্ত্রশিল্প যেমন বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে তেমনি আর একদিকে বহু যন্ত্রপাতির ব্যাপারে বৃটেন স্বাবলম্বী হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বে যে সকল যন্ত্রপাতি বৃটেন আমদানী করিত সেগুলি এখন বৃটেনে প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইবে। জার্ম্মানীর বিখ্যাত যন্ত্রশিল্প পঙ্গু হইয়া যাওয়ায় পৃথিবীর বাজারের একটা বৃহৎ অংশ এইবার বৃটেনের করায়ত্ত হইবে। বর্ত্তমানে এই সকল ক্ষেত্রে এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বৃটেনের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। আপাততঃ বৃটেনের সুবিধা হইলেও অন্যান্য স্বাধীন দেশগুলি নিজ নিজ শিল্প গড়িয়া তুলিয়া অদূর-ভবিষ্যতেই বৃটেনের মাল আমদানী করা বন্ধ করিতে পারিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় পরাধীন দেশগুলির পক্ষে তাহা করা সম্ভব হইবে না, ফলে তাহাকে যন্ত্রপাতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। বর্ত্তমানে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন। বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিদলও ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কংগ্রেস নেতাদের সহিত আলোচনার জন্য ভারতে আসিতেছেন। অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের আলোচনাকালে ভারতে যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিরও মীমাংসা হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

বাঙ্গালোরে ট্রলী বাস প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ

মহীশূর সরকারের পূর্ত্ত কার্য্য ও যানবাহন সংক্রান্ত নীতিনির্দ্ধারণ কমিটি ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঙ্গালোরে বিদ্যুৎচালিত ট্রলী বাস প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। এই ধরণের বাসগুলির উপরে ট্রামের ন্যায় ইলেকট্রিকের তার থাকে, কিন্তু লাইনের কোন দরকার হয় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এই ধরণের ট্রলী বাস প্রবর্ত্তনের কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়িয়া যায়।

কলিকাতার ন্যায় জনবহুল ও যানবাহনসমাকীর্ণ নগরীতে ট্রামের স্থলে ক্রমে ক্রমে ট্রলী বাসের প্রবর্ত্তনই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। ট্রামের লাইন থাকায় নানাভাবে জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ, লাইন প্রায়ই মেরামত করিতে হয়। এই মেরামতের সময় লোক ও যান

রাজস্থান
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস:- ২২, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা
শাখাসমূহ:
বসিরহাট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বাদুড়িয়া, সোনারপুর, জয়নগর-মজিলপুর, বসিরহাট বাজার, লক্ষ্মীকান্তপুর, মাল (জলপাইগুড়ি), জলপাইগুড়ি।
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীলাল মোহন মুখার্জি
গ্রাম-"গোভর্নেন্ট"
ফোন-কলিকাতা, ৪০৩৮
RB-1. 48

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক
লিঃ
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সঞ্চয়ের মূলনীতি
- সাধ্যমত মিতব্যয়ী হওয়া।
- নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করা।
- সঞ্চিত অর্থ খরচ না করা।
শাখাসমূহ
শ্যামবাজার, বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, হাওড়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, গোপালদি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, জয়নগর-মজিলপুর, পুরানবাজার, জলপাইগুড়ি, ভৈরব, নরসিংদি, আসানসোল, ভোলা, গৌহাটি, টেংলা, জোড়হাট, বদরপুর, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোলাঘাট, ইটওয়ারী, নাগপুর, রায়গড়, রায়পুর, পাটনা, বেনারস, শিলং, ডিব্রুগড়, তেজপুর, কাটিহার, আরা, বোম্বাই।
ফোন: ক্যাল. ২৫৪৬
গ্রাম: পেমেণ্ট
ফোন: ক্যাল: ৩৪৫৯
(ম্যাঃ ডিরেক্টর)
এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বাহন চলাচলে অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ লাইন ছাড়া ট্রাম অচল। কাজেই কোন দুর্ঘটনা হইলে বা বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হইলে ট্রামও রাস্তার পক্ষে অচলায়তন হইয়া দাঁড়ায়। চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের ন্যায় যে সকল রাজপথে এখনও ট্রাম লাইন বসে নাই সেই সকল রাজপথে ট্রলী বাস প্রবর্ত্তনের সুযোগ আছে। কলিকাতা কর্পোরেশন বা কোন ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে আমরা সুখী হইব।

মহীশূর সরকারের নীতিনির্দ্ধারণ কমিটি যে পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন তাহাতে ৩২টী ট্রলী বাস চালানোর ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেকটী বাসে ৩২টী করিয়া আসন থাকিবে। ইহার জন্য ব্যয় হইবে ৪৮ লক্ষ টাকা। চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে ১৬টী ট্রলী বাস চালানোর ব্যবস্থা করিতে ২৪ লক্ষ টাকা (প্রাথমিক ব্যয় ধরিয়া কিছু বেশী পড়াই সম্ভব) ব্যয় হইতে পারে। এই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করা ভারতীয় বা বাঙ্গালী ধনীদের পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য বলিয়া আমরা মনে করি না।

স্বাভাবিক রবার বনাম কৃত্রিম রবার

যুদ্ধ শেষ হইবার পর মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি রবার উৎপাদক দেশগুলি পুনরধিকৃত হওয়ায় স্বাভাবিক ও কৃত্রিম রবারের প্রশ্ন রবার-শিল্পে বেশ বড় আকারেই দেখা দিয়াছে। জাপান প্রাচ্যের রবার উৎপাদক দেশগুলি হস্তগত করায় মিত্রপক্ষ কৃত্রিম রবার উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বড় বড় কৃত্রিম রবারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই সকল কারখানার রবার উৎপাদনের ক্ষমতাও বিপুল। প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এই সকল কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। ৭০ কোটি ডলার ব্যয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল কৃত্রিম রবারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল বর্ত্তমানে ঐ সকল কারখানার বার্ষিক উৎপাদনের ক্ষমতা ১১ লক্ষ টনেরও অধিক। উহা যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণ রবার প্রতি বৎসর ব্যবহৃত হইত তদপেক্ষা বেশী। এ ছাড়া যুদ্ধের সময় দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকাতেও স্বাভাবিক রবার উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছিল। ফলে কৃত্রিম ও স্বাভাবিক উভয় প্রকার রবারের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ যুদ্ধপূর্ব্বকালের উৎপাদনের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। যুদ্ধের আগে রবারের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ টন, আর এখন উভয় প্রকার রবারের মোট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৭½ লক্ষ টন। রবারের চাহিদা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বাড়িবে ছাড়া কমিবে না, তথাপি আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে এই চাহিদার পরিমাণ ১৫ লক্ষ টনের বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় চাহিদার তুলনায় রবারের যোগান অনেক বেশী হইলে রবারের বাজার ওলটপালট হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে কৃত্রিম ও স্বাভাবিক উভয় প্রকার রবারের উৎপাদন এত বেশী হইবে বলিয়া বুঝা যায় নাই। অবশ্য, স্বাভাবিক রবারের উৎপাদন যতটা ধরা হইতেছে এখনই ততটা হইবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তথাপি চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী হইবে ইহা ধরিয়া লইয়া এখন হইতেই এ ব্যাপারের মীমাংসা করা ভাল। মীমাংসা না হইলে প্রাচ্যের রবার উৎপাদক দেশগুলিরই সমধিক ক্ষতি হইবে, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই স্বাভাবিক রবারের সর্ব্বাপেক্ষা বড় খরিদ্দার। কৃত্রিম রবার উৎপাদনের বৃহত্তম কেন্দ্রও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। জগতের বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া রবার উৎপাদনকারী দেশগুলি উৎপাদনের কোটা নির্দ্ধারণ করিয়া লইলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

রুশিয়ায় তুলার চাষ বৃদ্ধি

রুশিয়ায় সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইবার পর সোভিয়েট রুশিয়ায় তুলা চাষ বৃদ্ধি করার দিকে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট মন দিয়াছিলেন। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে কাজাকস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে তুলার চাষ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের সময় সোভিয়েট ইউনিয়নকে সমস্ত ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য বৈজ্ঞানিক, শ্রমিক, কৃষক সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ব্যাপক আকারে নূতন ও উন্নত পন্থাসমূহ কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেন। তুলার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কাজাকস্তানে রুশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুলা উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলে জলের অভাব দূর করিয়া তুলার চাষ বৃদ্ধির জন্য বিরাট বিরাট বাঁধ বাঁধা হইয়াছে ও খাল কাটা হইয়াছে।

গত ৫ বৎসরে ১৫৫৩ মাইল খাল কাটিয়া ৫০ হাজার একর জমি কর্ষণযোগ্য করা হইয়াছে এবং আরও ১ লক্ষ ২৫ হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ বৈজ্ঞানিক পন্থায় তুলার চাষ ১৯২৪ সালে কাজাকস্তানে প্রবর্ত্তিত হয়। আজ দক্ষিণ কাজাকস্তানে অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় আড়াই লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হয়। সমস্ত কাজই যন্ত্রের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

দমকল বিভাগে ছাঁটাই

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার দমকল বিভাগের প্রায় এক হাজার কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই নোটীশ দিয়াছেন। ইহাতে দমকল কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। দমকল বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনকল্যাণকর বিভাগ। বর্ত্তমানে কলিকাতা নগরীতে যেরূপ লোকসংখ্যা এবং বাড়ীঘর ও কারখানা প্রভৃতির সংখ্যা বাড়িয়াছে তাহাতে দমকল বিভাগের সঙ্কোচসাধনের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত মফঃস্বলের বড় বড় সহরগুলিতে স্থায়ী দমকলবাহিনী গঠনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল উপস্থিত। ইতিমধ্যে বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবর আসিতে সুরু করিয়াছে। কলিকাতাতেও এই সময় অগ্নিকাণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ঠিক এই সময়ে দমকল বিভাগের মত অতিপ্রয়োজনীয় বিভাগের লোক ছাঁটাই করিবার কি প্রয়োজন উপস্থিত হইল তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। পুলিশ বিভাগের লোক ছাঁটাই করার জন্য গবর্ণমেণ্টের এমন ব্যগ্রতা কেন দেখা যায় না, গবর্ণমেণ্ট তাহা জানাইবেন কি?

ভারতের পশম শিল্প

আপার ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্সের বিদায়ী সভাপতি স্যার রবার্ট মেনজিস্ সম্প্রতি উক্ত চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের পশম শিল্প সম্পর্কে যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে পশম শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। স্যার

দি
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)
৩১-১-৪৬ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমা সহ), ও সংরক্ষিত তহবিল	৩২,৯৫,৪১৫৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	২,২৮,৫১,৪১০৲
আমানত	৩,৮৪,৭৩,৬৬০৲
কার্য্যকরী মূলধন	৪,৫৫,৬৫,৩৯৩৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন

জয় হিন্দ!
ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স
অফ্ বেঙ্গল
ম্যানেজিং এজেন্টস্—জি, সি, কোয়ার এণ্ড কোং
মেম্বর অফ্ ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল
৪-৬, জি, টি, রোড (শক্তি ব্যাঙ্ক, হাওড়া)
আমাদের সিওর প্রফিট স্কীমে টাকা খাটালে কোম্পানীর লাভের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ লাভ এবং শতকরা ২৲ টাকা সুদ দেওয়া হয়।

১৯৪৩ সালের ৭নং আইনের ৯২ (২) ধারানুসারে এই প্রস্পেক্টাসের এক কপি আসামের যৌথ কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে।

দি তিনসুকিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ

(১৯১৩-৩৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে ১৯৩৮ সালে ভারতে সংগঠিত)

সেণ্ট্রাল অফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন - - ৩,০০,০০০৲ টাকা

প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের ৩০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত

বিক্রয়ার্থ উপস্থিত মূলধন ১,০০,০০০৲ টাকা

উক্ত শেয়ারের মধ্যে ম্যানেজিং এজেণ্টগণ, ডিরেক্টরবর্গ এবং উহাদের বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিগণ প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের ১১৯৩টী শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জনসাধারণ কর্ত্তৃক আরও ১২৯৪টী শেয়ার ক্রীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের বাকী ৭৫১৩টী শেয়ার জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইতেছে।

শেয়ারের টাকা নিম্নভাবে দিতে হইবে।

আবেদনের সহিত—৩৲ টাকা। বিলি হইবার পর—২৲ টাকা। প্রথম কলের পর—২॥০ আনা। দ্বিতীয় কলের পর—২॥০ আনা।

শেয়ার বিক্রী হইবার তারিখের অথবা কোন কলের তারিখের পর দুই মাস কালের মধ্যে কোন কল দেওয়া হইবে না। শেয়ারের জন্য প্রত্যেক আবেদনের সহিত ১৲ টাকা ভর্ত্তির ফি দিতে হইবে।

ডিরেক্টরগণ

১। **মিঃ এন সি দত্ত**, এম-এ, বি-এল, ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এশিয়া এণ্ড ওভারসিজ লিঃর চেয়ারম্যান, ডেল্টা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃর ডিরেক্টর, 'প্রত্যহের' ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

২। **মিসেস মুকুলরাণী দত্ত**, এশিয়া এণ্ড ওভারসিজ লিঃর ডিরেক্টর, "মুকুল প্রেসের" স্বত্বাধিকারিণী।

৩। **মিঃ এস সি মজুমদার**, এম-এ, বি-এল, কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট, ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃর ডিরেক্টর।

ব্যাঙ্কার

মেসার্স ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

অডিটার

মিঃ ইউ সি মজুমদার, বি-এস-সি, জি-ডি-এ, আর-এ

সলিসিটার

মিঃ এম কে রায় চৌধুরী, এম-এ, বি-এল

আইন উপদেষ্টা

১। **মিঃ এস সি মজুমদার**, এম-এ, বি-এল, কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট।

২। **মিঃ ভুজঙ্গভূষণ বসু**, বি-এল

ম্যানেজিং এজেণ্টস্

মেসার্স এন সি দত্ত এণ্ড কোং,
১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবনা

১৯১০ সালের ভারতীয় ইলেকট্রিসিটি আইন (১৯১০ সালের ৯নং আইন) অনুসারে কর্পোরেশন আসামের গবর্ণর বাহাদুরের নিকট হইতে তাঁহার ১৯৩৯ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখের আই জি জে নং বিজ্ঞপ্তির বলে "দি তিনসুকিয়া ইলেকট্রিক লাইসেন্স, ১৯৪৫" নামক একটী লাইসেন্স পায়। আসাম গবর্ণমেণ্টের ২৩।১২।৪৩ তারিখের জি ই এল ৫।৪৩।৩নং বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এই লাইসেন্সের মেয়াদ যুদ্ধ পরিসমাপ্তির তারিখ হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে মেসার্স এন সি দত্ত এণ্ড কোং এই কোম্পানীর পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত কোম্পানী শেয়ার বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহের অনুমতি লাভ না করে ততদিন পর্য্যন্ত কোম্পানীকে অর্থ দাদন করিবার জন্য কলিকাতার একটী খ্যাতনামা ব্যাঙ্কের সহিত বিলিব্যবস্থা করেন।

বর্ত্তমানে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এবং কোম্পানীর বাধ্যতামূলক কাজের জন্য যে সব কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম আবশ্যক তাহা ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতে পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। এই সম্পর্কে মেসার্স এশিয়া এণ্ড ওভারসিজ লিঃর সহিত একটী বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং এই বন্দোবস্ত অনুসারে উক্ত কোম্পানী ইউরোপ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আমদানী করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ইলেকট্রিক কোম্পানীর উন্নতি ও লাভের সম্ভাবনা বহু এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল। বিশেষতঃ তিনসুকিয়াতে যাহা একটী অন্যতম বৃহত্তম তৈলখনির নিকটবর্ত্তী এবং যেখানে শিল্পোন্নতির বহুল সম্ভাবনা রহিয়াছে সেখানে বিদ্যুৎ কোম্পানীর সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই বেশী। ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের প্রান্তবর্ত্তী একটী ঘাঁটী হিসাবেও তিনসুকিয়া সহর ইদানীং খ্যাতনামা হইয়া উঠিয়াছে। আসাম অয়েল কোম্পানী, বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের প্রান্তীয় অফিস এবং তিনসুকিয়ার বাজার অঞ্চল—এই সমস্তই আমাদের বিদ্যুৎ কোম্পানীর আমলে আসিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

প্রথম বৎসরের কার্য্যকালে লাভের সম্ভাবনা

আমরা কলিকাতার একটী বিশেষজ্ঞ ফার্ম্মের সহিত পরামর্শক্রমে তাঁহাদের নিরপেক্ষ বরাদ্দ অনুসারে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, প্রত্যেকটী ২০০ কিলোওয়াট হিসাবে দুইটী বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র বসাইতে অল্পাধিক ২,০০,০০০ টাকা দরকার হইবে। এই টাকার অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্ক প্রদান করিবে। উপরোক্ত বরাদ্দমত কোম্পানীর বিদ্যুৎ কারখানায় বৎসরে ৩০ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে আশা করা যায়। সাধারণ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য ট্যাক্সসহ ৬ আনা, কলকারখানায় ব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য প্রতি ইউনিটে ৪ আনা এবং গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য গড়পড়তায় ২ আনা মূল্য আদায় করা হইবে ধরিলে প্রথম বৎসরে কোম্পানীর নিম্নলিখিতরূপ আয় হইবে মনে করা যায়—

১,০০০,০০০	প্রথম শ্রেণীর ইউনিট		২৩৪৩৭॥০ আনা
১,০০০,০০০	দ্বিতীয়	"	১৫৬২৫৲ টাকা
১,০০০,০০০	তৃতীয়	"	৭৮১২॥০ আনা
৩,০০০,০০০			৪৬৮৭৫৲ টাকা

কোম্পানীর সম্পত্তির ঘাটতি, প্রাথমিক ব্যয়, ব্যাঙ্ক হইতে গৃহীত টাকার সুদ ও অন্যান্য খরচা বাবদ ৪০,০০০ টাকা খরচ হইবে ধরিলে কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের উপর সহজেই শতকরা ৭।৮ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া যাইবে মনে করা যাইতে পারে।

ভারতের যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন সম্পর্কে যে সমস্ত বিরাট পরিকল্পনা হইয়াছে তাহার কথা বিবেচনা করিলে এই শ্রেণীর কর্পোরেশনের উন্নতির বিপুল সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে বলা চলে।

সর্ব্বনিম্ন শেয়ার

প্রতি ১০ টাকা মূল্যের অন্যূন ৬০০ শেয়ারের জন্য আবেদন পাওয়ার পর ডিরেক্টরগণ শেয়ার বিলি আরম্ভ করিবেন স্থির হইয়াছে।

প্রমোটার ও প্রাথমিক ব্যয়

মেসার্স এন সি দত্ত এণ্ড কোম্পানী ম্যানেজিং এজেণ্ট হিসাবে কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়া কোম্পানীর পক্ষে যে সমস্ত বাধ্যতামূলক কাজ রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য যথা-বিহিত ব্যবস্থা করিতেছেন।

চুক্তি

কোম্পানীর পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত কনট্রাক্ট ও চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

১। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন ঘোষ, কিরণচন্দ্র সেন এবং নরেন্দ্র দত্ত চৌধুরীর মধ্যে অংশীদারের চুক্তি অবসান করিয়া একটী দলিল।

২। মেসার্স দত্ত চৌধুরী কোম্পানী, মিঃ এন সি দত্ত এবং তিনসুকিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের লিঃর মধ্যে একটী চুক্তি।

৩। তিনসুকিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ এবং মেসার্স এন সি দত্ত এণ্ড কোম্পানীর মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্সী বিষয়ে একটী চুক্তি।

ডিরেক্টরদের স্বার্থ

মিঃ এন সি দত্ত মেসার্স এন সি দত্ত এণ্ড কোম্পানীর একমাত্র মালিক এবং এই ভাবে তিনি ম্যানেজিং এজেণ্টগণকে দেয় পারিশ্রমিক ও কমিশনের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট আছেন। অধিকন্তু যে ব্যাঙ্ক কর্পোরেশনকে উহার প্রয়োজনীয় অর্থের অর্দ্ধেক পরিমাণ অর্থ ধার দিতেছে তাহার তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ডিরেক্টরের যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক

কোন ব্যক্তি কোম্পানীর শেয়ারের সমমূল্যের হিসাবে ২০০০৲ (দুই হাজার) টাকা মূল্যের শেয়ার ক্রয় করিয়া উহার সমস্ত 'কলের' টাকা প্রদান করিলে ডিরেক্টর হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন। ডিরেক্টরগণ ডিরেক্টরদের অথবা অংশীদারদের সভায় উপস্থিত থাকিলে প্রত্যেক সভার জন্য ১৬৲ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইবেন। দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানীর জন্য কোন ডিরেক্টর কোন বিশেষ কাজ করিলে উহার ব্যয় হিসাবে ডিরেক্টরগণ যাহা ধার্য্য করেন তাহা উক্ত ডিরেক্টর পাইবেন। তৃতীয়তঃ, ডিরেক্টরদের অথবা অংশীদারদের কোন সভায় উপস্থিত হইবার জন্য অথবা কোম্পানীর কোন বিশেষ কাজের জন্য ডিরেক্টরগণ ন্যায়সঙ্গতভাবে রাহাখরচ, হোটেলের খরচ ও অন্যান্য খরচ হিসাবে যে ব্যয় করিবেন তাহাও তাঁহারা কোম্পানী হইতে পাইবেন।

চেয়ারম্যানের পারিশ্রমিক

ডিরেক্টর হিসাবে প্রাপ্য টাকার এবং রাহাখরচ, অবস্থান খরচ, হোটেল খরচা, চিঠিপত্র লেখার ব্যয়, অর্গেনাইজেশন বাবদ ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় হিসাবে প্রাপ্য টাকার অতিরিক্ত হিসাবে কোম্পানীর চেয়ারম্যান মাসে ১০০৲ টাকা হিসাবে এলাউন্স পাইবেন। কোম্পানীর অংশীদারগণ উহাদের সাধারণ সভায় এই টাকার পরিমাণে ইতরবিশেষ করিতে পারিবেন।

ডিরেক্টরদের ক্ষমতা

ডিরেক্টরগণ যে সমস্ত সাধারণ ও বিশেষরূপ ব্যবস্থা করেন তৎসাপক্ষে এবং কোম্পানীর অংশীদারগণ উহাদের সাধারণ সভায় যে সব ব্যবস্থা করেন তৎসাপক্ষে কোম্পানীর চেয়ারম্যানের কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সমান ক্ষমতা থাকিবে এবং তিনি কোম্পানীর উপকারার্থ তাঁহার নিজের বিবেচনামত এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন। উহা ছাড়া কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনে কোম্পানীর পরিচালন ব্যাপারে ডিরেক্টরদের ক্ষমতার উপর কোন বিধিনিষেধ বলবৎ করা হয় নাই। কোম্পানীর পরিচালনাভার কোম্পানীর ডিরেক্টরদের উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্টগণের পারিশ্রমিক

ম্যানেজিং এজেন্টগণ তাঁহাদের কাজের জন্য নিম্নলিখিতরূপ পারিশ্রমিক পাইবেন—(১) প্রতি মাসে ১৫০৲ টাকা করিয়া এলাউন্স (২) কোম্পানীর বার্ষিক লাভের শতকরা দশ ভাগ হিসাবে কমিশন, কিন্তু যদি কোম্পানীর কোন লাভ না হয় অথবা যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণ লাভ না হয় তাহা হইলে ম্যানেজিং এজেন্টগণ কমিশন হিসাবে মাসে অন্যূন ১০০৲ টাকা হিসাবে পাইবেন।

প্রকাশ থাকে যে, তিনসুকিয়া ইলেকট্রিক লাইসেন্স অনুযায়ী বাধ্যতামূলক কাজ যে বৎসরে শেষ হইবে সেই বৎসর হইতে ম্যানেজিং এজেন্টদের এলাউন্সের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া মাসে ২০০৲ টাকায় পরিণত হইবে। কোম্পানী ম্যানেজিং এজেন্টগণকে স্বাভাবিক যে সমস্ত খরচা আছে তাহা প্রদান করিবেন। অধিকন্তু ম্যানেজিং এজেন্টগণ উহাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে কোম্পানীর জন্য যে ঋণ গ্রহণ করিবেন তদ্বাবদ তাঁহারা শতকরা ১॥০ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন।

ভোটের ক্ষমতা

প্রত্যেক অর্ডিনারী শেয়ার হোল্ডার ব্যক্তিগতভাবে সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং শেয়ার হোল্ডার যদি কোন কোম্পানী হয় তাহা হইলে ১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনের ৮০ ধারা অনুসারে উহারা প্রক্সিমূলে অথবা এটর্নী বা প্রতিনিধি মারফতে হস্ত উত্তোলন করিয়া একটি ভোট দিতে পারিবেন। পল দাবী করা হইলে উক্ত আইনের ৮০ ধারা অনুসারে প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার ব্যক্তিগতভাবে, অন্যান্য প্রক্সিমূলে অথবা এটর্নী বা প্রতিনিধি মারফতে এক হইতে দশ পর্য্যন্ত শেয়ারের জন্য একটী ভোট দিতে পারিবেন। ভোট দেওয়ার অধিকারী প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার দশ শেয়ারের অতিরিক্ত প্রতি ২৩টী শেয়ারের জন্য একটী করিয়া অতিরিক্ত ভোটদানে অধিকারী হইবেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই কোন শেয়ারহোল্ডার ৮টীর অধিক ভোট দিতে পারিবেন না। তবে চেয়ারম্যান অংশীদার হিসাবে যে ভোট দিতে সমর্থ হইবেন তদতিরিক্ত তিনি আরও ১টী কাষ্টিং ভোট দিবার অধিকারী হইবেন।

শেয়ার হস্তান্তরে বিধিনিষেধ

ডিরেক্টরদের সম্মতি ব্যতীত কোন শেয়ার হস্তান্তরিত বা রেজেষ্টরীকৃত হইতে পারিবে না। ডিরেক্টরগণ কোন কারণ না দর্শাইয়া শেয়ার হস্তান্তর বা রেজেষ্টরীকালে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

কোন শেয়ারের উপর কোম্পানীর যদি কোন পাওনা টাকা (lien or charge) থাকে তবে ডিরেক্টরগণ ইচ্ছা করিলে এই শেয়ারের হস্তান্তরের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কমিশন ও দালালী

যে কোন ব্যক্তি কোম্পানীর যে কোন সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করিবেন অথবা (চূড়ান্তরূপে, কি সর্ত্তসাপক্ষে) ক্রয় করিতে সম্মত হইবেন তাঁহাকে কোম্পানী কমিশন দিতে পারিবেন। তবে শেয়ার ক্রয় অথবা শেয়ার ক্রয় করিতে সম্মতি—এই উভয় ক্ষেত্রেই কমিশনের পরিমাণ শেয়ারের মূল্যের শতকরা ৫ টাকার বেশী হইবে না।

দলিলাদি

কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনও এই প্রসপেক্টাসের একটী অংশ। উহা কোম্পানীর সেণ্ট্রাল অফিসে অফিস খোলা থাকিবার স্বাভাবিক সময়ে পরিদর্শন করা যাইবে।

শেয়ারের জন্য আবেদন

কোম্পানীর ফরমে শেয়ারের জন্য আবেদন করিতে হইবে। এই ফরমে নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত পূরণ করিয়া আবেদনের সহিত দেয় টাকাসহ উহা কোম্পানীর সেণ্ট্রাল অফিসে পাঠাইতে হইবে। যদি আবেদন পাওয়ার পর কোন শেয়ার বিলি করা না হয় তাহা হইলে এই আবেদনসহ প্রেরিত টাকার সাকুল্য অংশ ফেরৎ দেওয়া হইবে। আবেদনপত্রে যত শেয়ারের জন্য আবেদন করা হইবে যদি তাহা অপেক্ষা কম শেয়ার বিলি করা হয় তবে আবেদনসহ প্রেরিত টাকার বক্রী অংশ হইতে বিলিকৃত শেয়ারের কলের টাকা পরিশোধ করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ টাকা কোম্পানীর নিকট জমা রাখা হইবে। যদি উহার পরেও কোন টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। বিলিকৃত শেয়ারের জন্য দেয় সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিলে শেয়ার বাবদ পূর্ব্বে প্রদত্ত সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে।

স্বাক্ষর—এন সি দত্ত
এম আর দত্ত
এস সি মজুমদার

রবার্ট মেনজিস্ মনে করেন যে, ভারতের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার ফলে ভারতীয় পশমকারখানাগুলির মালের চাহিদা যুদ্ধোত্তর যুগে হ্রাস পাইবে না।

ভারতীয় পশমের কারখানাগুলির জন্য কাঁচামাল অর্থাৎ পশম প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী করা হয়। এই আমদানীর পরিমাণ যুদ্ধের গত পাঁচ বৎসরে বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে যেখানে ৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পশম আমদানী হইয়াছিল ১৯৪৩-৪৪ সালে সেখানে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পশম আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে অষ্ট্রেলিয়া যে পরিমাণ পশম জাপানে রপ্তানী করিয়াছিল ১৯৪৩-৪৪ সালে অষ্ট্রেলিয়া ভারতবর্ষে তাহার শতকরা ৯০ ভাগের সমান পশম রপ্তানী করিয়াছে। পরাজিত জাপানের শিল্প পুনর্গঠিত হইতে এখনও দীর্ঘকাল লাগিবে; কাজেই বর্ত্তমানে একদিকে ভারতীয় পশম শিল্পের সমৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং আর একদিকে অষ্ট্রেলিয়া জাপানের বাজারের স্থলে ভারতের বাজার পাইয়া লাভবান হইবে। যুদ্ধের সময় সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় পশমজাত দ্রব্যাদি রাখিয়া যাহা বাকী থাকিত তাহা জনসাধারণকে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভারত সরকারের শিল্প ও বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৯৪৫ সালে জনসাধারণের জন্য মাত্র ৭৩ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের পশমী মাল সরবরাহ করা হইয়াছে। উহা পশম কারখানাগুলিতে উৎপন্ন মোট মালের শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র। জনসাধারণের চাহিদা অনেক বেশী ছিল এবং গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে মাল আমদানীর অনুমতি দিয়া ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাজেই ১৯৪৬ সালে সামরিক বিভাগগুলির চাহিদা কমিয়া গেলেও পশম শিল্পের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। স্যার রবার্ট মেনজিস এ সম্বন্ধে যে আশা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যুক্তি ও তথ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরাট দেশ। ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষিশিল্পে এত উন্নত দেশও পৃথিবীতে নাই বলিলেই চলে। আয়তনে বিশাল এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন এই দেশের প্রতি জগতের সমস্ত জাতিরই—বিশেষ করিয়া ইউরোপীয় জাতিগুলির বিপুল আকর্ষণ আছে। আমেরিকায় গেলে ভাগ্যলক্ষ্মী অনুকূল হইবেন এমন ধারণা বহু লোকেই পোষণ করিয়া থাকেন এবং প্রকৃতপক্ষে নবীন গণতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিশ্রমী ও ধীশক্তিসম্পন্ন লোকের অর্থার্জ্জনের ও উন্নতিলাভের সুযোগও আছে যথেষ্ট। এই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নানাদিগ্‌দেশাগত যত লোকের ভীড় দেখা যায় এমন আর পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে যে মার্কিন জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে তাহা নানা জাতির বিচিত্র সমন্বয় মাত্র।

এই মার্কিন জাতির লোকসংখ্যা যুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৯৪০ সালের জুলাই হইতে ১৯৪৫ সালের জুলাই—এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে শতকরা একশত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আভ্যন্তরীণ বাস পরিবর্ত্তনও (Mass Migration) বিংশ শতাব্দীতে এমন বিপুল আকারে আর কোথাও হয় নাই। ১৯৩০ হইতে ১৯৪০ সালের মধ্যে দশ বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ৮২ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেখানে ১৯৪০ হইতে ১৯৪৫ এই পাঁচ বৎসরে লোকসংখ্যা ৮০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের ফলে শিল্পের ব্যাপক প্রসার ও আর্থিক সমৃদ্ধিই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৩ কোটি ৯৬ লক্ষ ৯৭ হাজার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং বিশাল আয়তনসম্পন্ন দেশের পক্ষে এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই, বরং ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এই প্রকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি তাহাদের কাম্য। রুজি-রোজগারের সুযোগ যে অঞ্চলে বেশী, সেই দিকেই লোকে ঝুঁকিয়া পড়িবে, ইহা স্বাভাবিক। যুদ্ধের সময় এই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেড় কোটিরও অধিক নরনারী নিজেদের ভিটার মায়া ত্যাগ করিয়া অন্যত্র ঘর বাঁধিয়াছে। যুদ্ধের পরও লক্ষ লক্ষ নরনারীকে এইভাবে ভিটা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে দেখা যাইতেছে। ইহার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের গুরুত্বের গুরুতর হ্রাস-বৃদ্ধি হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন অঞ্চলে লোকের বাসস্থান পরিবর্ত্তনের বিপুল সামাজিক তাৎপর্য্য আছে।

ভারত সরকারের ঋণভার

গত ১৯৩৮-৩৯ সালের শেষে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারত সরকারের ঋণের * পরিমাণ ছিল ১,১৫৮ কোটি টাকা। যুদ্ধের শেষে (১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে) তাহা বাড়িয়া ১৯৩০ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালে নূতন করিয়া আরও ৩০০ কোটি টাকা ঋণ তোলা হইবে বলিয়া ভারত সরকারের অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত সরকারের যে ঋণ ছিল তাহার মধ্যে ষ্টার্লিং হিসাবে গৃহীত ঋণের অংশ ছিল বিপুল। যুদ্ধের সময়ে ষ্টার্লিং ঋণ অনেকাংশে শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর এদিকে টাকার হিসাবে এদেশ হইতে নূতন করিয়া প্রভূত ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের শেষে ভারত সরকারের মোট ১১৫৮ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ষ্টার্লিং হিসাবে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৪৫ কোটি টাকা, টাকার হিসাবে গৃহীত মিয়াদী ঋণ ও ট্রেজারী বিলের পরিমাণ ছিল ৪৮৪ কোটি টাকা, আর বাকী ২২৯ কোটি টাকা ছিল আনফাণ্ডেড ডেট (ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, পোষ্টেল সেভিংস ব্যাঙ্কের আমানত ও প্রভিডেণ্ট ফ্যাণ্ড প্রভৃতির দফায় গবর্ণমেণ্টের হাতে সংরক্ষিত টাকা)। ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে ভারত সরকারের যে ১৯৩০ কোটি টাকা ঋণ দাঁড়াইবে তাহাতে বিভিন্ন দফার অনুমিত হার হইতেছে ষ্টার্লিং ঋণ ৩৯ কোটি টাকা, টাকার হিসাবে গৃহীত মেয়াদী ঋণ ও ট্রেজারী বিল ১৫৭১ কোটি টাকা এবং আনফাণ্ডেড ডেট ৩২০ কোটি টাকা। কাজেই দেখা যায়, যুদ্ধের সময় ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পাইলেও দেশে টাকার হিসাবে গৃহীত ঋণের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর তাহার ফলে যুদ্ধের জন্য সরকারী ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৭৭২ কোটি টাকা। অবশ্য যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ কেবল ঋণই করে নাই—উদ্বৃত্ত পাওনা হিসাবে বিস্তর ষ্টার্লিংও সঞ্চয় করিয়াছে। এই উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংএর বর্ত্তমান পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬৮৫ কোটি টাকা। আদায়যোগ্য পাওনা হিসাবে ধরিয়া এই উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং যদি মোট ঋণ হইতে বাদ দেওয়া হয় তবে ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ২৪৫ কোটি টাকা। কিন্তু উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং কার্য্যতঃ কতদূর আদায় হইয়া আসিবে সেবিষয়ে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। এই পাওনা আদায় সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের আলাপ-আলোচনা সুরু হইবে। সেই আলোচনার ফল প্রকাশিত হইলে তখন ষ্টার্লিং পাওনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিতভাবে বুঝা যাইবে। যে পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না হয় সে পর্য্যন্ত উহা অনাদায়ী বলিয়া ধরিতে হইবে। আর সেকারণে ভারত সরকারের বর্ত্তমান ঋণও ১৯৩০ কোটি টাকা হিসাবেই বরাদ্দ করিতে হইবে।

ভারত সরকারের যে ঋণ রহিয়াছে তাহা প্রধানতঃ আয়সম্পন্ন (Productive) ও আয়হীন (non-productive) এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রডাক্টিভ ঋণের বিশেষত্ব—এই ঋণের টাকা যেসব কাজে খরচ করা হয় তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টের একটা আয় হইয়া থাকে। নন্-প্রডাক্টিভ ঋণ এমন সব কাজে ব্যয় করা হয় যাহা হইতে কোন সরকারী আয়ের সম্ভাবনা নাই। এই মূলগত পার্থক্যের জন্য প্রডাক্টিভ ও নন্-প্রডাক্টিভ ঋণের মধ্যে প্রডাক্টিভ ঋণই দেশের স্বার্থের দিক দিয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত সরকারের যে ঋণ ছিল তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল প্রডাক্টিভ বা আয়সম্পন্ন। মাত্র এক-চতুর্থাংশ ছিল নন্-প্রডাক্টিভ ধরণের ঋণ। যুদ্ধের সময়ে সরকারী ঋণ সম্পর্কে সেদিক দিয়া একটা বিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গত কয় বৎসরে গবর্ণমেণ্ট সমর প্রচেষ্টার জন্য যে ঋণ করিয়াছেন তাহা এমন সব কাজে ব্যয়িত হইয়াছে যাহা হইতে সরকারী আয়ের সুযোগ প্রসারিত হওয়ার কোন আশা নাই। ফলে বর্ত্তমানে ১৯৩০ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে বেশীর ভাগই হইয়া দাঁড়াইয়াছে নন্-প্রডাক্টিভ। রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতির কাজ প্রসারিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ঋণ তুলিয়া যে টাকা খরচ করিয়াছেন তাহা প্রডাক্টিভ পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও মোট ঋণের মধ্যে তাহার অংশ বর্ত্তমানে খুবই সামান্য। রেলওয়ে এবং ডাক ও তার বিভাগের সম্পত্তি এদেশের একটা বিরাট সম্পদ বলিয়া গবর্ণমেণ্ট গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা নিয়া এখনও বাস্তবিকই গর্ব্ব করা চলে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ঐ ধরণের সম্পত্তি দিন দিনই ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল। যুদ্ধের সময়ে ক্ষয়ের মাত্রা অনেকগুণ বাড়িয়া গিয়া নিয়োজিত মূলধনের যথেষ্ট অপকর্ষতা ঘটিয়াছে। কাজেই রেলওয়ে এবং ডাক ও তার বিভাগের সম্পত্তির মূল্য এখন আর বড় করিয়া ধরা চলে না। অথচ এই সমস্তের ঋণ ও তৎবাবদ সুদের বোঝা ভারত সরকারকে যথানিয়মেই বহিয়া চলিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের উচিত রেলওয়ে এবং ডাক ও তার বিভাগের সম্পত্তির বর্ত্তমান মূল্য ঠিক ঠিকভাবে নির্দ্ধারণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থা করা। তাহাতে সরকারী সম্পত্তি ও প্রডাক্টিভ ডেটের স্বরূপ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

ভারত সরকারের অর্থসচিব আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালে নূতন করিয়া ৩০০ কোটি টাকা ঋণ তুলিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। আগামী বৎসরে সরকারী

* যেসব ঋণ Interest bearing অর্থাৎ যাহার উপর নিয়মিত সুদ দিতে হয় এস্থলে শুধু তাহার কথাই উল্লেখ করা হইতেছে।

PHARMACEUTICALS...

SALTS, TINCTURES, AQUAE, INJECTABLES AND DRUGS OF GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS, manufactured in our well-equipped laboratories under the supervision of expert chemists.

Only the best and select raw materials are used in manufacture, to ensure guaranteed standards.

We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential Oils and Laboratory Reagents.

ASK FOR PRICE LISTS

THE CALCUTTA CHEMICAL CO. LTD. CALCUTTA

ফোন : ক্যাল ৩৯৫ গ্রাম : LALIKAY, কলিকাতা।

লাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

পৃষ্ঠপোষক : সিকিমের মহামান্য মহারাজকুমার

চেয়ারম্যান—ডাঃ এস, কে, বসু, কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ কে, লাল

মিঃ জে, এম, কোহেন, মিঃ পি, গুপ্ত, মিঃ আর, এম, করগুাই

ডিরেক্টর ফিনান্স ইন-চার্জ্জ। ডিরেক্টর ও ম্যানেজার। ডিরেক্টর জেনারেল সেক্রেটারী।

শাখাসমূহ : কালিম্পং, কুড়িগ্রাম, হাওড়া।

দার্জ্জিলিং শাখা সত্বর খোলা হইবে।

বাজেটে ঘাট্‌তি পড়িবে শেষ পর্য্যন্ত ৪৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। কাজেই ঘাট্‌তি পূরণের জন্য এত বেশী পরিমাণ ঋণের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় সামরিক প্রচেষ্টার জন্য ঋণ তুলিবার কোন প্রয়োজনীয়তা এখন আর নাই। যদি আগামী বৎসরের জন্য জাতিগঠনমূলক কাজের কোন ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইত, তবে হয়ত নূতন করিয়া বেশী ঋণ তুলিবার একটা সার্থকতা থাকিত। কিন্তু অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য অনেক বাহ্যিক উচ্ছ্বাস দেখাইলেও সেবিষয়ে কার্য্যকরী প্রস্তাব বিশেষ কিছুই উপস্থিত করেন নাই। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্ত পরিকল্পনা ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখিয়া আগামী বৎসরে তিনি শুধু ছোট ছোট কয়েকটি স্কীমই কার্য্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। ঐ সবের জন্য যে বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহাতে ৩০০ কোটী টাকার মত বেশী ঋণ তুলিবার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছে না। মূলধন খাতের সরকারী আয়-ব্যয় সম্পর্কে বাজেটে এতদিন কোন আলাদা বিবরণ দেওয়া হইত না। অর্থসচিব এবার তাহা পৃথক করিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা ভাল কথা। কিন্তু মূলধন খাতে আগামী বৎসরে ১৩২ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমিত হইলেও তাহা ব্যয়ের জন্য কোন দরকারী জাতিগঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা তিনি উপস্থিত করেন নাই। এই অধঃপাতিত দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য যেখানে সরকারীভাবে অনেক কিছু করিবার রহিয়াছে সেখানে উদ্বৃত্ত অর্থব্যয়ের এই কৃপণতা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। কোন স্থায়ী গঠনমূলক কাজে হাত না দিয়া নূতন করিয়া ঋণ বাড়াইবার প্রস্তাবও খুবই অযৌক্তিক।

যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এখন আর দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ বিশেষ না বাড়াইয়া স্বল্প-মেয়াদী ও সামরিক ট্রেজারী বিল দ্বারাই তাঁহাদের প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু ভারত সরকার নূতন ঋণের ব্যবস্থা করিতে গিয়া সেইরূপ বিবেচনাসম্মত নীতি অনুসরণের কোন গরজ দেখাইতেছেন না। দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের তুলনায় স্বল্প-মেয়াদী ট্রেজারী বিলের উপর দেয় সুদের হার কম। কাজেই এই শ্রেণীর সাময়িক ঋণ দ্বারা সরকারী প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা হইলে তাহাতে সুদ বাবদ দায় অনেকটা কম হইতে পারে। কিন্তু ভারতের শ্বেতাঙ্গ অর্থসচিবের নিকট সে ধরণের সুবিবেচনা আশা করা বৃথা।

ভারত সরকারের সঞ্চিত ঋণভার মোচনের জন্য ভারত সরকারের প্রাক্তন অর্থসচিব স্যার বেসিল ব্লাকেট ১৯২৪ সাল হইতে প্রত্যেক বৎসরের সরকারী আয় হইতে ৪ কোটি টাকা পৃথক করিয়া রাখার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে সরকারী বাজেটে সেজন্য প্রতি বৎসর ৩ কোটি টাকার বেশী সংস্থান করা হইতেছে না। যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকারের আয় যথেষ্ট বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও পূর্ব্বাপর ঐ অদূরদর্শী নীতিই অনুসরণ করা হইয়াছে। সামরিক ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বর্ত্তমানে যে অনুকূল অবস্থার সূচনা হইয়াছে, তাহাতে অর্থসচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ড সরকারী ঋণ পূরণের জন্য ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে ৩ কোটি টাকার চেয়ে বেশী টাকা বরাদ্দ করিলে আমরা সুখী হইতাম।

ইতিমধ্যে ভারত সরকারের স্কন্ধে যে ঋণভার চাপিয়াছে তাহা মিটাইবার কোন সুব্যবস্থা হইতেছে না। অথচ নূতন করিয়া ঋণ বাড়াইবার আয়োজন পুরামাত্রায়ই চলিয়াছে। এই অদূরদর্শী নীতির পরিণাম যে ভবিষ্যতে খুবই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সরকারী ঋণের জন্য বর্ত্তমানে বাৎসরিক যে সুদ দিতে হইতেছে তাহার পরিমাণ বিপুল। নূতন করিয়া ঋণ গ্রহণ করা হইলে সেই বোঝা আরও বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ায় এখন আর গবর্ণমেণ্টের প্রদেয় সুদের ভিতর দিয়া দেশের টাকা বিদেশে যাইতে পারে না। এদেশে যাঁহারা সরকারী ঋণপত্রে টাকা নিয়োজিত রাখিয়াছেন, সুদ বাবদ প্রদত্ত টাকাও মুখ্যতঃ তাঁহারাই পাইতেছেন। কিন্তু দেশের টাকা দেশে থাকিলেও বিপুল সরকারী ঋণ ও তৎবাবদ দেয় সুদের অঙ্ক ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর একটা দুর্ব্বহ বোঝা হইয়াই দেখা দিবে। নন্-প্রডাক্টিভ কাজে অপরিমিতভাবে অর্থ ব্যয় করিয়া ভবিষ্যতের জন্য দেশকে এইভাবে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখা খুবই অনুচিত। ভারতে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইলে এই নীতির একটা সমুচিত পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায়..... ১নং

গ্রামে ব'সে
সহরের সুখ সুবিধা

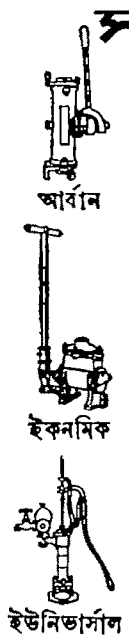

'কল খুললেই জল' এতদিন সহরেই এই সুবিধা পাওয়া গেছে। ভারতের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য্য সুরুতে মায়ার লিফ্‌ট্ ও ফোর্স পাম্পগুলি সহরের এই জলের সুবিধা গ্রামেও এনে দিয়েছে। বর্ত্তমানে জলসরবরাহের জন্য যে সব কুয়ো, টিউব-ওয়েল ও পুকুর আছে সেইগুলি থেকে অনায়াসে জল তুলে এই পাম্পগুলি গ্রামবাসীদের যখন তখন বা বড়বাঞ্ছল জল আনার অসুবিধা দূর করেছে।

বাড়ীতে মায়া পাম্প বসালে ধারামানের বিলাসিতা ও কলের জলের সুবিধা আপনি গ্রামে বসেও ভোগ করতে পারবেন। মাটির তলায় পঁচিশ ফুট অবধি নিচু থেকে জল তুলে মাটি থেকে বাট্ট ফুট ওপরে বসানো ট্যাঙ্কে এই পাম্প জল পৌঁছে দিতে পারে।

এই সুদৃঢ় মায়া পাম্পগুলি শুধু ডিজাইনেই নিখুঁত নয়—দামেও কম। বিশদ বিবরণীর জন্য পত্র লিখুন।

মায়া লিফ্‌ট এণ্ড ফোর্স পাম্প

প্রচারকঃ—মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
৩৬এ, রসা রোড, কলিকাতা।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

(১৩) লবণ

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম ভারতের এই চারিটী প্রদেশ লবণ সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী। প্রতিবৎসর ১½ কোটী হইতে ২ কোটী মণ লবণ এই চারিটী প্রদেশের জন্য এডেন, পোর্ট সৈয়দ, জিবুতি, হামবুর্গ, লিভারপুল প্রভৃতি বৈদেশিক বন্দর এবং করাচী, নবলক্ষী, গুখা, বোম্বাই, জামনগর, টিউটিকোরিন, প্রভৃতি ভারতীয় বন্দরসমূহ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এই আমদানীর সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র কলিকাতা। জাহাজ-যোগে কলিকাতায় লবণ আমদানী হওয়ার পর তাহা রেল এবং ষ্টীমারে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। অধুনাসমাপ্ত যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯৩৮-৩৯ সালে কলিকাতায় মোট ১ কোটী ৩৪½ লক্ষ মণ লবণ আমদানী হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালে এই আমদানীর পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটী ৪৫ লক্ষ মণ। ১৯৩৮-৩৯ সালে কলিকাতায় যে ১ কোটী ৩৪½ লক্ষ মণ লবণ আমদানী হয় তাহা হইতে ১ কোটী ১৪ লক্ষ মণ লবণ বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা এবং ১½ লক্ষ মণ লবণ নেপালে রপ্তানী হয়। এই বৎসরে শালকিয়া লবণ গোলাতে প্রায় ৩০ লক্ষ মণ লবণ নষ্ট হয় এবং ১৪ লক্ষ মণ লবণ বিভিন্ন পটারী কারখানা এবং চর্ম্মশিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত হিসাব করিলে অনুমিত হয় যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে কলিকাতার অধিবাসিগণ মোট প্রায় ১৮½ লক্ষ মণ লবণ ব্যবহার করিয়াছে। অবশ্য এস্থলে কলিকাতা বলিতে কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী হাওড়া এবং অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে যে পরিমাণ লবণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও উপরোক্ত হিসাবের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। বর্ত্তমানে লোকসংখ্যার আধিক্য হেতু বৃহত্তর কলিকাতায় বার্ষিক মোট লবণের প্রয়োজন আরও ৩।৪ লক্ষ মণ বেশী হইবে এবং বর্ত্তমান বাজারদরমত ইহার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১½ কোটী টাকা।

আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ লবণের প্রয়োজন হয় তাহার অধিকাংশই কলিকাতা হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে মোট রপ্তানীর পরিমাণ জানা থাকিলেও এই তিনটী প্রদেশে স্বতন্ত্রভাবে কি পরিমাণ লবণ রপ্তানী হয় তৎসম্পর্কে বিস্তৃত হিসাব নাই। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের কমার্শিয়াল ইণ্টেলিজেন্স এবং ষ্ট্যাটিস্টিক্স বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত অন্তর্ব্বাণিজ্যের যে বার্ষিক বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা হইতে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরে কলিকাতা হইতে এই সমস্ত প্রদেশে লবণ রপ্তানীর নিম্নরূপ মোটামুটি হিসাব ধরা যাইতে পারে :—

	আসাম	বিহার	উড়িষ্যা
	মণ	মণ	মণ
১৯৩৮-৩৯	১,৩৮০,০০০	৩,১০০,০০০	৫০০,০০০
১৯৩৯-৪০	১,২৮০,০০০	৩,৫০০,০০০	৫০০,০০০

এস্থলে ইহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, বিহার প্রদেশ কলিকাতা ব্যতীত পাঞ্জাব ও রাজপুতানা হইতে এবং উড়িষ্যা মাদ্রাজ হইতেও প্রতি বৎসর লবণ আমদানী করিয়া থাকে।

কলিকাতার লবণ-সমস্যা সমগ্র বাঙ্গলাদেশের লবণ-সমস্যারই নামান্তরমাত্র। প্রয়োজনের তুলনায় বাঙ্গলায় লবণ উৎপাদনের পরিমাণ অতি নগণ্য বলিয়াই বাহির হইতে প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণ লবণ আমদানী করিতে হয় এবং এই আমদানীর শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী কলিকাতায় আমদানী হইয়া বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে সমগ্র বাঙ্গলায় মোট ১ কোটী ৪১ লক্ষ মণ লবণ আমদানী হয়। ইহার মধ্যে কলিকাতায় আমদানীর পরিমাণ ছিল ১ কোটী ৩৪ লক্ষ ৬৭ হাজার মণ অর্থাৎ মোট আমদানীর প্রায় শতকরা ৯৫½ ভাগ। বাকী ৬ লক্ষ ৪২ হাজার মণ অর্থাৎ মোট আমদানীর শতকরা ৪½ ভাগ আমদানী হয় চট্টগ্রাম বন্দরে। এই বৎসরে কলিকাতা হইতে রেল এবং ষ্টীমারযোগে ৫৬ লক্ষ মণ লবণ অর্থাৎ কলিকাতায় মোট আমদানীর এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলাসমূহের প্রয়োজনে রপ্তানী হয়।

কলিকাতায় প্রতিবৎসর যে পরিমাণ লবণ আমদানী হয় তাহার বেশীর ভাগ আসে এডেন এবং করাচী বন্দর হইতে। ১৯৩৭-৩৮ সালে কলিকাতায় মোট ১ কোটী ৪৫ লক্ষ মণ লবণ আমদানীর মধ্যে এডেন হইতে আসে ৭১ লক্ষ ৪৬ হাজার মণ (মোট আমদানীর শতকরা ৫৩ ভাগ) এবং করাচী হইতে আসে ২৬ লক্ষ ৭০ হাজার মণ (মোট আমদানীর শতকরা ১৭ ভাগ)। ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে লিভারপুল, হামবুর্গ, পোর্ট সৈয়দ প্রভৃতি বন্দর হইতে পুনরায় বিদেশী লবণের আমদানী সুরু হওয়ায় এই বৎসরে মোট আমদানী ১ কোটী ৩৪½ লক্ষ মণের মধ্যে এডেন হইতে আসে ৩৮ লক্ষ ৮১ হাজার মণ (মোট আমদানীর শতকরা ৩২ ভাগ) এবং করাচী হইতে ১৯ লক্ষ ২১ হাজার মণ (মোট আমদানীর শতকরা ১৩½ ভাগ)। ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে লবণ আমদানীর এই গতি পরিবর্ত্তনের কারণ সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতে পারে। টেরিফ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট বিদেশী লবণের উপর মণ প্রতি সাড়ে চারি আনা আমদানী-শুল্ক ধার্য্য করিয়া ১৯৩২ সাল হইতে দেশীয় লবণ শিল্পের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এডেন হইতে আমদানী লবণের উপর এই শুল্ক প্রযোজ্য হয় নাই বলিয়া লিভারপুল, হামবুর্গ প্রভৃতি বিদেশী বন্দর হইতে লবণের আমদানী ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং এই সুযোগে এডেন হইতে আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৮-সালের মে মাস হইতে বিদেশী লবণের উপর আমদানী-শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দেন এবং তখন হইতেই পুনরায় লিভারপুল প্রভৃতি বিদেশী বন্দর হইতে লবণ আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৩৭-৩৮ সালে লিভারপুল হইতে কলিকাতায় মাত্র ২২ হাজার মণ লবণ আমদানী হয়; কিন্তু আমদানী-শুল্ক প্রত্যাহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৩৮-৩৯ সালে লিভারপুল হইতে আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার মণ। এডেন লবণ সম্পর্কে আমদানী-শুল্ক প্রযোজ্য হয় নাই বলিয়া ভারতীয় ব্যবসায়িমহল, বিশেষতঃ করাচীর লবণ ব্যবসায়িগণ তৎকালে সরকারী কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।

লবণের আমদানী-রপ্তানী সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা দ্বারা লবণ সম্পর্কে বাঙ্গলাদেশের পরনির্ভরতার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটী বিস্তৃত অনুসন্ধান করিয়া যে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গলার অসহায় অবস্থা আরও বিশদভাবে প্রমাণিত হয়। উক্ত কমিটীর মতে সমগ্র বাঙ্গলাদেশে প্রতিবৎসর প্রায় ৯৩ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গলার মোট লবণ উৎপাদনের পরিমাণ ৯ লক্ষ ৩০ হাজার

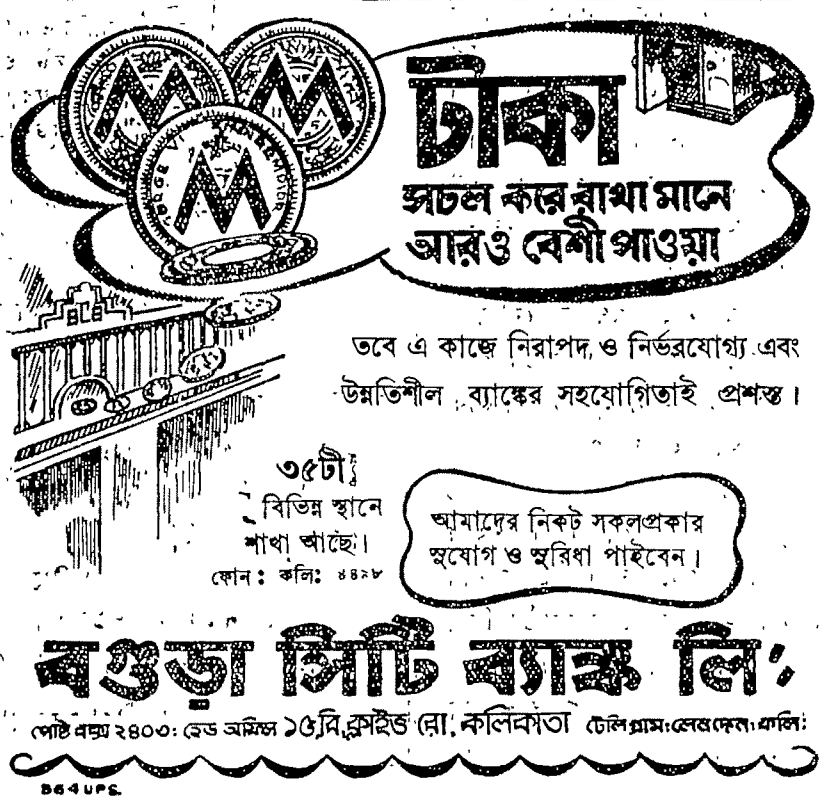

মণের বেশী নহে। বাকী ৮৩ লক্ষ ৭০ হাজার মণ লবণ বাঙ্গলার অধিবাসীদের জন্য প্রতিবৎসর বাহির হইতে আমদানী করিতে হয় এবং ইহার আনুমানিক মূল্য বর্ত্তমানে প্রায় ৬ কোটী টাকা। এই পরমুখাপেক্ষিতার দরুণ বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলে লবণের যে দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছিল তাহা দেশবাসী কখনই ভুলিতে পারিবে না। যুদ্ধের দরুণ উপযুক্ত সংখ্যক রেল ও ষ্টীমারের অভাবে লবণ আমদানী এবং দেশের অভ্যন্তরে লবণের চলাচল ব্যাহত হয়। তদুপরি চোরাবাজারের মুনাফাশিকারী এবং অসাধু সরকারী কর্ম্মচারীদের কারসাজির ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সামান্য পরিমাণ লবণ পাওয়ার কথা ছিল তাহাও জনসাধারণের অজ্ঞাতে উধাও হইয়া যাইত। ফলে অসহায় জনসাধারণ কোন কোন অঞ্চলে ২।৩ টাকা সের দরেও লবণ ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশে বর্ত্তমানে যে ৯ লক্ষ ৩০ হাজার মণ লবণ উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে মাত্র ৩০ হাজার মণ লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত হয়। বাকী ৯ লক্ষ মণ উৎপন্ন হয় মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা এবং চট্টগ্রাম জেলায় কুটীরশিল্পের পণ্য হিসাবে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী উপরোক্ত কয়েকটী জেলায় লবণ প্রস্তুতের আরও কয়েকটী কারখানা স্থাপনের যে সুযোগ-সম্ভাবনা আছে তৎসম্পর্কে বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী বিশেষজ্ঞগণও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট লবণ-শিল্প প্রসারের জন্য এপর্য্যন্ত কোনরূপ প্রচেষ্টার পরিচয় দেন নাই। পরন্তু লবণ-শুল্কের আয় হইতে বাঙ্গলায় লবণ-শিল্পের প্রসারের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে যে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার মত পাইয়াছেন তাহা প্রাদেশিক রাজস্বের সামিল করিয়া আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার বাজেট স্ফীত করিয়াছেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯৩৮-৩৯ সাল সম্পর্কে বাঙ্গলার লবণ বিভাগ শাসনের যে রিপোর্ট আছে তাহাতে দেখা যায়, উক্ত বৎসরে সমগ্র বাঙ্গলাদেশে মাত্র ৭টী লাইসেন্সপ্রাপ্ত লবণের কারখানা ছিল এবং এই সমস্ত কারখানা সম্মিলিতভাবে মাত্র ১১ হাজার মণ লবণ উৎপাদন করিয়াছিল। লবণ শিল্পের এই অবস্থাদৃষ্টে দেশবাসী বাঙ্গলা সরকারকে নিন্দা করার ভাষা খুঁজিয়া পায় না।

লবণ আন্দোলন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটী বিশিষ্ট গৌরবপূর্ণ অধ্যায়। সহস্র সহস্র ভারতবাসী এই সম্পর্কে পুলিশের অত্যাচার এবং কারাবরণ করিয়াছে। বিগত যুদ্ধের সময় হইতে গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে জনসাধারণকে লবণ সরবরাহ করার দায়িত্ব নিয়া তাহা পালন করিতেও অক্ষমতার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়াছেন। জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়াও গবর্ণমেণ্ট লবণ প্রস্তুত এবং লবণের চলাচল সম্পর্কে কঠোর আইন চালু রাখিয়াছেন। দেশের প্রকৃত প্রতিনিধিগণের হাতে শাসনক্ষমতা না আসা পর্য্যন্ত এই সমস্ত অবিচারের প্রতিকার হইবে এরূপ আশা করা নিরর্থক।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বোম্বাই-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন চলিতেছে, জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রের দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাবলীর পটভূমিতে উহা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-বৈঠক। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ব্যতীত মহাত্মা গান্ধীও এই জরুরী অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন।

ওয়ার্কিং কমিটির কলিকাতা বৈঠকের পরে দেশে উদ্বেগজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। প্রকাশ, কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভূত কয়েকটি দল কংগ্রেসের নামে নিজেদের ইচ্ছামত কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করায় ওয়ার্কিং কমিটি তৎসম্পর্কে একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্তের কথা আলোচনা করিতেছেন। এসোসিয়েটেড প্রেস অফ আমেরিকার এক সংবাদে প্রকাশ, ফরোয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলকে কংগ্রেসের মধ্যে আর রাখা সম্ভব কিনা তাহা লইয়া নেতৃগণের মধ্যে নাকি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিতেছে। অবশ্য পরবর্ত্তী সংবাদে ইহা ঠিক নহে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মন্ত্রী মিশন প্রেরণের বৃটিশ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পরে ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রথম অধিবেশনে স্বভাবতঃই ঐ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে। বৃটিশ মন্ত্রী দূতদের সহিত আলোচনার ভিত্তি কি হইবে তাহা নেতারা সকলে মিলিয়া বোম্বাই বৈঠকের ঠিক করিবেন। বলা বাহুল্য, সাধারণভাবে সেই ভিত্তি হইবে ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতি। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি আজাদের সহিত বড়লাটের দুইবার বিশেষ সাক্ষাৎকার ও তাঁহার সহিত মহাত্মা গান্ধীর পত্র-বিনিময়ের বিষয় লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গভীর আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন বলিয়া প্রকাশ।

* * *

আরও একটি সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই বৈঠকে কংগ্রেস নেতৃগণ বড়লাটের প্রস্তাবিত খাদ্য বোর্ড সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আসন্ন-খাদ্য সঙ্কটের সম্মুখীন হইবার জন্য লর্ড ওয়েভেল রাষ্ট্রপতি আজাদ মারফৎ ঐ প্রস্তাব কংগ্রেসের নিকট পেশ করিয়াছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি দুই ঘণ্টা ব্যাপী বিশদ আলোচনার পর সরকারী খাদ্য কমিটিতে যোগদান না করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কংগ্রেস নেতৃগণের অভিমতে "জাতীয় গবর্ণমেণ্টে গঠিত হইলে এরূপ একটি ফুড কমিটির আর কোনই প্রয়োজন থাকিবে না। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের যদি কোন পরিবর্ত্তনই না ঘটে, সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত খাদ্য কমিটি অবস্থার উন্নতি সাধনে সক্ষম হইবে না।.....শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে শীঘ্রই যে আলোচনা আরম্ভ হইবে তখন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তনের প্রশ্নও আলোচিত হইবে বলিয়াই এখন পরিকল্পিত খাদ্য কমিটিতে কংগ্রেসের যোগদানে কোন সুফল হইবে না।"

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংবাদ সত্য হইলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বিগত দুর্ভিক্ষে আমলাতন্ত্রের যে পর্ব্বতপ্রমাণ অযোগ্যতা ও অনাচারের পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাতে সেই অপরিবর্ত্তিত শাসন কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া ফুড কমিটিতে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের 'কর্ত্তৃত্বহীন' দায়িত্বের দ্বারা খাদ্য সমস্যার কোন সমাধানের আশা নাই। সুতরাং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির খাদ্য বোর্ডে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে সম্যক সচেতনতার অভাব তো নহেই, পরন্তু আসন্ন সঙ্কট সম্পর্কে তাহাদের আশু কর্ত্তব্যবোধেরই পরিচায়ক। কেন্দ্রে ক্ষমতা হস্তান্তর না করিলে কংগ্রেস নেতৃগণের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যাইবে না, পাওয়া গেলেও সমস্যার সমাধান হইবে না। কংগ্রেস নেতৃগণ উপরোক্ত সিদ্ধান্তে এই নির্দ্দেশ বা সতর্কবাণীই উচ্চারণ করিয়াছেন।

* * *

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের ১২ই মার্চ্চ তারিখের অধিবেশনে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য মিঃ খারে ঘোষণা করেন, দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের স্বতন্ত্রীকরণ সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন তাহার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থারূপে ভারত গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহাদের পূর্ব্বসম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের কথা দক্ষিণ অফ্রিকায় ভারতীয় হাই কমিশনার মারফৎ ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইয়াছে এবং জানান হইয়াছে, ঐ বিজ্ঞপ্তির দ্বারা তিন মাসের সময় দেওয়া হইল। পরম পরিতাপের বিষয় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী এবং মিত্রপক্ষের অন্যতম জাঁদরেল গণতন্ত্রবাদী জেনারেল স্মাটস ১৩ই মার্চ্চ ইউনিয়ন পরিষদে জানাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার গবর্ণমেণ্ট পরিকল্পনা পরিবর্ত্তনের কোন কারণ দেখিতেছেন না এবং ১৫ই মার্চ্চ ভারতীয় বিল যথারীতি পেশ করা হইবে।

* * *

১৯৪৩ সাল হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর 'পেগিং এ্যাক্ট' ঝুলিতেছে। এই বিলের মূলে রহিয়াছে বর্ণবৈষম্যজাত হীন স্বার্থ। ভারতীয়দের সাধারণ নাগরিক অধিকার হরণ করিয়া তাহাদের অনুন্নত ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের ন্যায় জাতীয় জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুত করাই ঐ জঘন্য বিলের উদ্দেশ্য। এই 'কোণঠাসা' বিলের বিরুদ্ধে আজ তিন বৎসর যাবৎ দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মধ্যে এবং ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবল বিক্ষোভ লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। যুদ্ধের আমলে ভারতের বিক্ষোভ অগ্রাহ্য করা মিত্রপক্ষের স্বার্থের অনুকূল নহে বলিয়াই বোধ হয় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল যে, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকান ও ভারতীয়দের মিলিত বোর্ড গঠিত হইবে এবং এই বোর্ডের রিপোর্ট পেশ করা হইলে পর উহারই ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে নাটালের ইণ্ডিয়ান জুডিশিয়াল কমিশন তথাকার ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানান্তে যথাসময় একটি রিপোর্টও পেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সবই ইউনিয়ন

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

আমাদের তৈয়ারী

রবারক্লথ	হটওয়াটার ব্যাগ	আইস ব্যাগ
এয়ার রিং	হাওয়া ভরা বালিস	এয়ার কুশন
ডাক্তারী দস্তানা	গাম বুট	ওভার শু

ইত্যাদি

এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

হেড অফিস ঃ ৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।

বিক্রয়-কেন্দ্র ঃ ১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গবর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করিয়া ভারতীয় দলনকারী উপরোক্ত নূতন বিল পাশ করিতে যাইতেছেন। ভারতবর্ষ এখনও পরাধীন বলিয়াই অপর একটি দেশের এরূপ ঔদ্ধত্য ও মূঢ়তা দেখাইবার দুঃসাহস হইয়াছে! ভারত স্বাধীন হইলে এই প্রশ্ন লইয়া আজ সারা পৃথিবীতে হৈ-চৈ সুরু হইত—জাতিসঙ্ঘে তোলপাড় দেখা যাইত। জাতীয়তাবাদী ভারত বহুদিন যাবৎ ভারত গবর্ণমেণ্টকে দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে কঠোর হইবার অনুরোধ জানাইয়া আসিতেছিল। সুখের বিষয় ভারত সরকার এই সম্পর্কে এতদিনে মর্য্যাদাবোধের পরিচয় দিলেন। কেবল বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করিলেই গর্ব্বান্ধ স্মাটস্ গবর্ণমেণ্টের উপযুক্ত শিক্ষা হইবে না, ভারতীয় হাই কমিশনারকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরাইয়া আনিবার সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্যবিধ যতপ্রকার প্রতিশোধমূলক উপায় আছে তাহার আশ্রয় লইয়া ভারতীয়-দলনের সমুচিত জবাব দিতে হইবে।

* * *

গত ৭ই মার্চ্চ বাঙ্গলার নূতন লাট স্যার ফ্রেডারিক বারোজ বাঙ্গলার অধিবাসীদের উদ্দেশে তাঁহার বেতার বক্তৃতায় নিজেকে ভারতের একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বর্ণনা করেন। এদেশে আসিয়া এই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা এবং আরও বহু লাট-বেলাটের ন্যায় এই উদ্বোধনী ভাষণে তিনিও এই প্রদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের শুভেচ্ছার কথা শুনাইয়াছেন। স্যার ফ্রেডারিকের অকপটতায় আমরা সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি না। এত লাট আসিল, এত লাট চলিয়া গেল। ইঁহাদের মধ্যে এক-আধ জন ভাল লোকও যে ছিলেন না এমন কথা বলিতেছি না। আসল কথা, লোক ভাল কি মন্দ তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের যে কুলিশ-কঠোর কাঠামো এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহার প্রভাব ও বিধিবিধান মানিয়া চলিতেই হয় এবং চলিতে গিয়া ভাল লোকও আর ভাল থাকিতে পারেন না। স্যার ফ্রেডারিক বারোজ যদি আমাদের সত্যকার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীও হন, তবু তাঁহার সত্যিকার মঙ্গল করার ক্ষমতা কতটুকু? বরং অকল্যাণ করার ক্ষমতাই এদেশের লাটদের বেশী। সেই ক্ষমতাটা তিনি না দেখাইলেই বলিব তিনি সত্যই ভাল লোক।

* * *

গত ৯ই মার্চ্চ বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে সমবেত সুধীজনমণ্ডলীর সমক্ষে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার উদ্দীপনাময়ী ভাষায় সদ্য বর্ত্তমানের কঠিন ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ভাবীকালের এক বুদ্ধিগ্রাহ্য বলিষ্ঠ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই বিশ্লেষণাত্মক ভাষণের একস্থানে পণ্ডিতজী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছেন, "দেড় শত বৎসরের বৃটিশ শাসনের অবসান হইতে চলিয়াছে। ইহা এক অবিসংবাদিত সত্য। আজ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। আমাদের মানসপটে আজ নব ভারত, নবীন এশিয়া ও এক নূতন পৃথিবীর চিত্র স্থাপন করিতে হইবে। আমি রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিক হইতে এই নূতন ভারতের কথা বলিতেছি না। কারণ স্বাধীনতাকে এখন বাস্তব ব্যাপার বলিয়াই ধরিয়া লইতেছি। ...আজ আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর কেন্দ্র ক্রমশঃ ইউরোপ হইতে সরিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে কি বিপ্লবাত্মক কার্য্যাবলী কি প্রগতিশীল কার্য্যাবলী সমস্ত কিছুরই আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে এশিয়ায়। ...সুদূর প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ভাগ্যের সহিত ভারতের ভাগ্যকেও সংযুক্ত করিতে হইবে।"

* * *

এবারের সমাবর্ত্তন উৎসবে বিদায়ী ভাইস্ চ্যান্সেলর ডক্টর রাধাবিনোদ পালের ভাষণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশের রাজনৈতিক সমস্যাকে এড়াইয়া গিয়া শিক্ষা-সংস্কৃতির বড় বড় কথা দিয়া মামুলী বক্তৃতা করার যে রেওয়াজ আছে তাহা তিনি অমান্য করিয়া ঘটনাবহুল বিগত বৎসরের ভাবধারা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের কর্ম্মজগতে প্রবেশের এই শুভ দিনে তোমরা এই শিক্ষায়তনের পাদনিম্নে বসিয়া শপথ গ্রহণ কর যে, যতদিন না তোমাদের মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খল খসিয়া পড়ে, ততদিন তোমরা শান্তি মানিবে না, স্বস্তি স্বীকার করিবে না।...যাহাদের উপর শান্তি ও শৃঙ্খলার ভার ন্যস্ত তাহারা জনমতের ধার ধারে না। জনমত যতই তীব্র হউক না কেন তাহাদের তাহা স্পর্শ করিতে পারে না।...আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণাগুলি আজ সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে হইবে। সমাজের এই নব চেতনার মধ্যে শিক্ষাকে নূতন দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হইবে।...ছাত্ররা গুলীবর্ষণেও ন্যায়ের পথ হইতে বিচ্যুত হয় না। এই রক্তস্নানের পর বাঙ্গলার ছাত্রসমাজ অভাবনীয় শক্তিশালী হইয়াছে।...কিন্তু আন্দোলন থামিবে না—আন্দোলনের পুরোভাগে তোমরাই আসিয়া দাঁড়াইবে।"

এই বক্তৃতাকালে বাঙ্গলার নূতন লাটও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ স্পষ্ট ভাষণের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন কি?

* * *

ভারতে গণবিক্ষোভের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে মার্শাল চিয়াং কাইশেক ভারতের ব্যাপারে মার্কিন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন জানাইয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, এতদিন পর বিখ্যাত সাংবাদিক ড্রু পিয়ার্সন সেই গোপন চিঠির মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পত্রে মার্শাল চিয়াং জানাইয়াছিলেন, "আমার বিশ্বাস, পুলিশ বা সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারতবাসীকে দমাইবার চেষ্টা করা হইলে উহার ফল বিপরীত হইবে। সমষ্টিগতভাবে সমগ্র ভারত আজ স্বাধীনতা চায়। ভারতবাসী আশা করে, আমাদের সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল হইবে। যদি ভারতের জনগণ একটা মীমাং-

স্থাপিত—১৯৩৩ টেলি—জাতীয়দীপ, কলিকাতা।

আসাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—শিলচর

সেণ্ট্রাল অফিস—পি-৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ। শাখা অফিস—কলিকাতা ও সাঁতরাগাছি (হাওড়া)

স্থায়ী আমানত সুবিধাজনক সুদের হারে গ্রহণ করা হয়।

বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত্তে ঋণ ও দাদন (অগ্রিম) দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডি, গুপ্ত

মনে পড়ে ছিয়াত্তর,
মনে পড়ে তেরশো-পঞ্চাশ?

শুধু মনে নয়, একথা চিন্তাশীলদের মুখে মুখে। বারবার দুর্ভিক্ষ মহামারীর কবলে পড়ে তাঁরা আজ বুঝতে পেরেছেন কেন দেশব্যাপী নিরন্নতা, কেন সর্ব্বত্র শ্মশানের হাহাকার!

আমরা দিনের পর দিন ধরণীর বুক থেকে রসধারা নিঙ্ড়িয়ে নিচ্ছি, তাকে রাখছি বুভুক্ষু। উপযুক্ত সার ও সেচের অভাবে দেশ আজ অনুর্ব্বর আর ক্রমশই হ'য়ে উঠছে আবাদের অযোগ্য। ফলে, জাতি আজ নিরন্ন, নগ্ন, ভগ্নোদ্যম। জাতির এই উদ্যমহীনতা দূর করতে হ'লে, তা'কে সুস্থ ও সবল করে গড়ে তুলতে হলে সর্ব্বাগ্রে চাই কৃষিকার্য্যের উন্নতি, দেশময় শিল্প-বাণিজ্যের অবাধ প্রসার। কিন্তু, সুদৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রথা আর বিশেষ উন্নতধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া তা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই সুকঠোর দায়িত্বপালন করতে আমরা হাওড়া থেকে ত্রিশ মাইলের মধ্যে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক প্রথায় ফিসারী ও ফার্মিংএর কার্য্য আরম্ভ করেছি। এই কল্যাণকর কার্য্যে দেশবাসীর আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতি পেলে আমরাই প্রমাণ করবো—

বসুমতী আজো অকৃপণা
বুকে তার অফুরন্ত শস্যের সম্ভার।

সানরাইজ ফার্মস্ লিমিটেড

৩৫নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, (দক্ষিণ) কলিকাতা।

সায় পৌঁছিবার আশা ত্যাগ করে, তাহা হইলে কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া যে কোন প্রকার সংগ্রাম তাহারা সুরু করিবে। সে অবস্থায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। উহার ফলে পৃথিবীতে এখনও যে ন্যায়বিচার আছে, ভারতবাসী তাহা উপলব্ধি করিবে। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যদি ঔপনিবেশিক আইনকানুনের সাহায্যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে চাহেন, তবে শুধু হাঙ্গামা ও অশান্তিই বৃদ্ধি পাইবে। আমি একান্তভাবে আশা করি, যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত সমাধানে পৌঁছিবার জন্য মার্কিন রাষ্ট্র বৃটেন ও ভারতবর্ষকে পরামর্শ দিবে।"

দুঃখের বিষয় পরলোকগত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মার্শাল চিয়াংএর ঐ পরামর্শে কান দেন নাই বা দিতে পারেন নাই। ঐ চিঠি লেখা হইয়াছিল ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে। উহার পর এক মাসের মধ্যেই ঐতিহাসিক আগষ্ট বিপ্লব সংঘটিত হইল। বৃটেনও তাহার "ঔপনিবেশিক আইন-কানুনেরই" আশ্রয় লইল এবং আমেরিকাও বৃটেনের "ঘরোয়া ব্যাপারে" নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া রহিল। উহার বিষময় ফল আজও চলিতেছে। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পরাধীন ভারতে গণবিক্ষোভ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে।

* * *

ওয়াশিংটনের এক সাংবাদিক বৈঠকে স্যার রামস্বামী মুদালীয়ার বলিয়াছেন, "ভারতে দুর্ভিক্ষ সৃষ্ট হইতে দিলে শাসনকার্য্য অচল হইয়া পড়িবে। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সৈন্য দল ভাঙ্গিয়া দিবার সময় যদি গবর্ণমেণ্টের পতন ঘটে, তবে দেশে লুঠতরাজ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে এবং দিশাহারা জনসাধারণের মধ্যে কমিউনিজমের প্রসার ঘটিবে।"

* * *

বিখ্যাত রুশ সাংবাদিক ডেভিড জাসলাভোস্কি লিখিয়াছেন, "ইংলণ্ড নিজেকে গণতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করে। 'গণতন্ত্র' শব্দের খাঁটি অর্থে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী হইবে দিল্লী এবং লণ্ডনে থাকিবেন একজন বড়লাট। গণতন্ত্রের অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন; কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যে ৪ কোটি ইংরাজ ৫৬ কোটি ৩০ লক্ষ লোককে শাসন করে।"

* * *

পারস্যকে কেন্দ্র করিয়া রুশিয়া এবং বৃটেন ও আমেরিকায় ক্রমবর্দ্ধমান মনান্তর এখন বিপর্য্যয়ে পর্য্যবসিত হইতে চলিল কি?

সংবাদ আসিয়াছে লাল ফৌজ নাকি তেহরাণের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। ওদিকে উত্তর ইরাণ হইতে রুশ বাহিনীর অপসারণ সম্পর্কে বৃটেন ও আমেরিকা সত্বর জবাব চাহিয়া রুশিয়ার নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছে মস্কো এখনও তাহার কোন জবাব দেয় নাই বলিয়া প্রকাশ। অধিকন্তু মিঃ চার্চ্চিলের ফাল্টন বক্তৃতায় রুশিয়ার বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি সমাবেশের যে স্পষ্ট আহ্বান জানান হইয়াছে, মস্কো বেতার ও বিভিন্ন সোভিয়েট সংবাদপত্রে তাহার তীব্র নিন্দাবাদ চলিতেছে। স্বয়ং ষ্ট্যালিন পর্য্যন্ত মুখ খুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতা বিপজ্জনক, উহা কলহের বীজ বপন করিবে। মিঃ চার্চ্চিল এখন যুদ্ধবিলাসী হইয়া পড়িয়াছেন এবং নাৎসীদের মত জাতি-বৈষম্যের ভিত্তিতে যুদ্ধের অভিযান চালাইতে উন্মুখ। দুঃখের বিষয় ঝানু রক্ষণশীল চার্চ্চিল এই সহজ সত্যটা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবীতে ইংরেজী ভাষায় কথা বলে না এমন জাতির সংখ্যাই বেশী।" 'মস্কো নিউজ' পত্রিকা সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীকে আরও শিক্ষিত ও আরও তৎপর হইবার আবেদন জানাইয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া আর এক মহাযুদ্ধ অনিবার্য্য বলিয়াই আমাদের মনে হয়। তবে মার্কিন সাংবাদিকদের ন্যায়, আগামী এপ্রিল মাসে বা দু'চার মাসের মধ্যেই যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ যুদ্ধ করিবে মিঃ চার্চ্চিল নয়, তাঁহার দেশের জনগণ। ছয় বৎসরের একটানা রণক্লান্তি ও দুর্ভোগের পর এখনই "যুদ্ধ কর" বলিলেই সাড়া পাওয়া যাইবে না। এই বিষয়ে মনীষী বার্ণার্ড শ'র উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি মিঃ চার্চ্চিলের ফাল্টন বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা নাই। অধ্যাপক লাস্কি, জে বি প্রিষ্টলী প্রমুখ চিন্তানায়কগণও চার্চ্চিলের নিন্দা করিয়াছেন এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রকৃতিস্থ মহলগুলিও ঐ বক্তৃতায় খুশী হয় নাই, একথা সত্য। কিন্তু বিরোধের বীজ যখন উপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, তখন জাতিসঙ্ঘের ঠাট যতই বজায় রাখা হউক না কেন, আর এক যুদ্ধ রোধ করা যাইবে না। সাম্রাজ্যবাদী নীতি যতক্ষণ না বিলুপ্ত হইবে এবং যতদিন না পরাধীন দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করিবে, ততকাল বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে রেষারেষি ও প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। রুশিয়ার সহিত বৃটেনের যে বিরোধ বাধিয়াছে তাহা তো স্পষ্টতঃই বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থ লইয়া। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ডস্বরূপ সুয়েজ খাল ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশগুলিতে রুশিয়ার সম্ভাবিত প্রভাব বিস্তার বন্ধ করার জন্যই বৃটেন এখন সর্ব্বক্ষণ তৎপর হইয়া আছে। পারস্যকে কেন্দ্র করিয়া ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশের যে মুখবন্ধ রচিত হইতেছে তাহা নষ্ট করার একমাত্র উপায় হইতেছে মধ্য প্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্যের দেশগুলি হইতে শ্বেতকায় জাতির এতকালের কায়েমী স্বার্থের সকল পাট তুলিয়া লওয়া—ভারতবর্ষ ও সুদূর প্রাচ্যের সকল জাতির স্বাধীনতা অবিলম্বে স্বীকার করিয়া লওয়া। নহিলে ইরাণে যে কালো মেঘ দেখা দিয়াছে সেই মেঘে এখন কোন ঝড় না উঠিলেও একদিন যে আবার প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিবে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটী নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক
দি এসোসিয়েটেড
ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড
পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ
মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
ম্যা: ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর
দেব বর্ম্মণ
চীফ অফিস :—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।
রেজিষ্টার্ড অফিস :—গঙ্গাসাগর।
কলিকাতা অফিসসমূহ :—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা
টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"
অন্যান্য অফিসসমূহ :
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভাঙ্গুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাস্থ, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।

ওরিয়েণ্টাল শেয়ার এক্সচেঞ্জ
লিমিটেড
হেড অফিস :—১৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—Kanoarb
ফোন : Cal 1359
সকলপ্রকার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
আংশিক ডিপোজিটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিয়া লাভবান হউন
স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।
নিজস্ব কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।
পোদ্দার এণ্ড কোং
ম্যানেজিং এজেণ্টস্

খেয়ালীর খাতা

কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকারী প্রচার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ প্রায় ৯৪ লাখ টাকা ছাঁটাই হইয়াছে। ইহার ফলে ইনফরমেশান অ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং ডিপার্টমেন্টের ৪টি শাখা বন্ধ হইয়া যাইবে। বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার আকবর হায়দারী পরিষদে বলিয়াছেন যে, ছাঁটাই টাকাটা পুনরায় বহালের জন্য তিনি কোন চেষ্টা করিবেন না। পরিষদ যদি ভোটের জোরে ছাঁটাই প্রস্তাব পাশ করে, তবে গবর্ণমেণ্ট তাহা মানিয়া লইবেন। পরিষদের মতামতের প্রতি গবর্ণমেণ্টের এই শ্রদ্ধাটা যদি আসন্ন রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের মুখবন্ধ হইয়া থাকে তবে আমরা খুসী হইব।

* * *

ছাঁটাই শাখাগুলির মধ্যে দুই একটি সম্পর্কে জানি। একটির নাম ফিল্ড পাব্লিসিটি। এই নামটি ছদ্মনাম। আসলে ইহা ৺নেশন্যাল ওয়ার ফ্রণ্টের জন্মান্তর। গল্পে আছে যে, বড়বাজারে অনেক দোকান চার বার নাম বদলাইয়া পরে কায়েমী হয়। প্রথম ছগন্লাল ঝুনঝুনওয়ালা, তাহার পর কিষণলাল পোদ্দার, তাহার পর বিষণলাল সিউকিষণ ইত্যাদি। কেবল সাইনবোর্ড বদল। দোকান আসলে একই। ফিল্ড পাব্লিসিটিও তাই। নেশন্যাল ওয়ারফ্রণ্ট বছর তিনেকে এণ্টিনেশন্যাল কাজ করিয়া লালবাতি জ্বালিবার পর উহার নতুন সাইনবোর্ড হইয়াছে! কিন্তু মাল একই। মালিকও। গবর্ণমেণ্ট উহার মারফতে নিজেদেরই প্রচারকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। অবশ্য গবর্ণমেণ্টের বকমফের অনুসারে প্রচারের নমুনাও আলাদা। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ড পাব্লিসিটি গ্রামে গ্রামে, হাটে বাজারে বলিয়া বেড়াইয়াছে, সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে আমরা কী রকম মহাসুখে আছি এবং যুদ্ধে ভারতবর্ষের কত সুবিধা হইয়াছে। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট গবর্ণমেণ্ট ইহা দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের ঢাক পিটাইয়াছেন এবং বাঙ্গলাদেশে পরোক্ষে লীগের প্রচার কার্য্য দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু পাব্লিসিটির বিলোপ সাধনে একমাত্র যাহাদের চাকুরী যাইবে তাহারা ছাড়া আর কেহই অশ্রুবরিষণ করিবে না।

* * *

প্রত্যেক প্রদেশে এই ফিল্ড পাব্লিসিটি বিভাগে যে শতাধিক কর্ম্মচারী আছে তাহাদের কাজ কি তাহা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে জবাব দেওয়া শক্ত। এইটুকু জানি যে, মফঃস্বলে বিভিন্ন কেন্দ্রে—বেশীর ভাগ জেলা সহর ও মহকুমায় ইহার আপিস আছে। প্রভিন্সিয়াল অর্গেনাইজার, ডেপুটি প্রভিন্সিয়াল অর্গেনাইজার, এ্যাসিষ্টেণ্ট প্রভিন্সিয়াল অর্গেনাইজার ইত্যাদি হইতে ক্রমে সাবডিভিশানেল অর্গেনাইজার মিলিয়া এক এলাহী কাণ্ড। তাঁহাদের কি করিতে হয়, তাহা তাঁহারাই ভালো বলিতে পারেন। তবে ইঁহাদের মধ্যে একজন করিয়া গাইয়ে, একজন তবলা বাদক, একজন হার্ম্মোনিয়াম বাদকও আছে। বায়া-তবলা এবং হার্ম্মোনিয়ামও অবশ্য সরকারী পয়সায়ই কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। গায়কদের মধ্যে অবাঙ্গালী মুসলমানও আছে। বাজারের মাঝখানে বা কোন মাঠে সভা করিয়া সেখানে তাহারা গান ধরিয়া দেয়, হর্‌কিসিসে দিল্ লাগানা এ তেরা ক্যা কাম হ্যায়? সবার সঙ্গে প্রেম করিয়া বেড়ানো এ তোমার কী বদ স্বভাব! মাস তিনেক আগে কলিকাতায় একটি চা-মজলিসে বাঙ্গলার একজন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়নের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলাপ হইতেছিল। তিনি একজন বিভাগীয় কমিশনার। তিনি নাকি গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন যে, এই ফিল্ড পাবলিসিটি ব্যবস্থাটি অতি উত্তম তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহার সামান্য একটু খুঁত রহিয়া গিয়াছে। ইহাতে হারমোনিয়ামও আছে, তবলা, মন্দিরাও আছে। গায়কেরও অভাব নাই। অভাব শুধু একটি নাচওয়ালীর—এ নাচ্‌গান ব্যস। তাহা হইলেই একেবারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়!

* * *

কিন্তু ইহার আগের কাহিনীও একটু বলা আবশ্যক। ফিল্ড পাব্লিসিটি অর্গেনাইজেসানের পিতৃপুরুষ নেশন্যাল ওয়ারফ্রণ্টের কাহিনীটি সমান কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার সৃষ্টি হয় মি পি, জে, গ্রিফিথস্ সি, আই, ই, আই, সি, এস (রিটায়ার্ড) মহোদয়ের উদ্যোগে। এই ভদ্রলোককে বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণ বোধ হয় তেমন ভাল করিয়া চেনেন না। তবে মেদিনীপুরের লোকেরা ইঁহাকে একেবারে ভুলিয়াছেন এমন মনে হয় না। ইনি একবার কেন্দ্রীয় পরিষদে সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার বলিবার কহিবার ক্ষমতায় য়ুরোপীয় দল খুব খুসী হন এবং তাঁহাকে চাকুরী ছাড়িয়া পলিটিক্স করিতে অর্থাৎ য়ুরোপীয়দের স্বার্থরক্ষায় যোগ দিতে বলা হয়। গ্রিফিথস্ সাহেব তখন বোধ হয় সতরশ' টাকার মত মাইনে পাইতেছিলেন। কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় তাঁহাকে টী মার্কেট এক্সপানসান বোর্ডের ভাইসপ্রসিডেণ্টের চাকুরী দিলেন। বেতন তিন হাজার, তাহা ছাড়া অন্যান্য বহুবিধ এলাউন্সতো আছেই। সেই হইতে তিনি এই চাকুরী এবং এদেশে য়ুরোপীয়দলের মুখপাত্র হিসাবে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যগিরি করিতেছেন। এইখানে বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, এই টী মার্কেট এক্সপান্সান্ বোর্ডের খরচ চার উপর করধার্য্য করিয়া যে টাকা ওঠে তাহা হইতে চলে এবং প্রত্যক্ষভাবে অনেক ভারতীয় চা বাগানের মালিকেরা এবং পরোক্ষভাবে চা পানকারী ভারতীয় জনসাধারণ এই টাকা দিয়া থাকে।

* * *

যুদ্ধ গ্রিফিথস্ সাহেবকে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার সুযোগ দেয়। যুদ্ধের গোড়াতে তিনি কলিকাতা ওয়ার কমিটির সভাপতি ছিলেন। সেই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ডিরেক্টর জেনারেল অব ইনফরমেশান স্যার ফ্রেডারিক পাকল (তখনও তিনি অবশ্য স্যার হন নাই) একবার কলিকাতায় আসিয়া গ্রিফিথসের সহিত পরিচিত হন। সেই তাঁহার উর্দ্ধারোহণ পর্ব্বের সুরু। পাকলের দয়ায় তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রচার পরামর্শ সভার একজন সদস্য হন। পরে তিনি ফিল্ম এডভাইজার, পাব্লিসিটি এ্যাডভাইসর প্রভৃতি সরকারী চাকুরীতে বহাল হন। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো গ্রিফিথস সাহেবকে অত্যন্ত পছন্দ করিতে সুরু করেন। কারণ সুস্পষ্ট; দুইজনই সমান কংগ্রেস-বিদ্বেষী এবং সমান লীগপ্রেমিক। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, প্রথম শাসন পরিষদ সম্প্রসারণ দ্বারা যখন বেসরকারী লোকদের বড়লাটের শাসন পরিষদে গ্রহণ করা হয় তখন য়ুরোপীয় বণিকদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য একজন সাহেবকে নেওয়ার পশ্চাতে এই গ্রিফিথস্ মহোদয়ের অনেকখানি হাত ছিল। অবশ্য তাঁহার আশা ছিল যে, তিনি নিজেই ঐ পদটি লাভ করিবেন, যদিও শেষ পর্য্যন্ত তাহা হয় নাই। স্যার এডোয়ার্ড বেন্থল শাসন পরিষদের সদস্য হন। ভগ্নমনোরথ গ্রিফিথস্ তখন লিন্‌লিথগোর আশীর্ব্বাদ লইয়া নেশন্যাল ওয়ার ফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। আগষ্ট আন্দোলনে কংগ্রেসীদের "গুণ্ডা" আখ্যা দিয়া দেশের সমুদয় "জাতীয়তাবাদী" কাগজে গবর্ণমেণ্টের পয়সায় যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এই গ্রিফিথস্ সাহেবেরই কীর্ত্তি। তাঁহার জন্যই শান্তারাম ও কারকার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিরা ইনফরমেশন ফিল্মসের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

* * *

বাঙ্গলাদেশে পরিষদের ভোটগ্রহণ সুরু হইয়াছে। অনেকগুলি কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিলেন এমন অনেকে নির্ব্বাচন হইতে সড়িয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাহা না করায় নির্ব্বাচনের নিয়ম অনুসারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকিলেও ভোটগ্রহণ চলিয়া থাকে। এই নিয়মের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন প্রার্থীকেও ভোট রেকর্ড করাইবার সমুদয় দায়িত্ব পালন করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া লোকের সুবিধা করিতে পারেন। মফঃস্বলে ভোট রেকর্ড করিবার স্থান—পোলিং বুথ্‌গুলি অনেক দূরে দূরে। গ্রাম গ্রামান্তর হইতে ভোটার আনা নেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিশেষ করিয়া এবার নির্ব্বাচন শীত শেষ হইয়া যাওয়ার পরে হইতেছে। রোদ অত্যন্ত প্রখর, গ্রীষ্মও দুঃসহ। যে সকল প্রার্থী নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন তাঁহারা যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এফিড-এফিড করিয়া ঐরূপ ঘোষণা করেন, তবে তাহা গ্রাহ্য করিতে ক্ষতি কি? এ বিষয়ে আমাদের সংবাদপত্রগুলি ও জননায়কেরা একটু সচেতন হইলে ফললাভ হইতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে শুধু কংগ্রেস বলিয়া নহে, প্রত্যেক প্রার্থীই প্রতিদ্বন্দ্বী সরিয়া দাঁড়াইলে এই সুবিধা লাভ করিতে পারেন।

—খেয়ালী

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা সিটী।

পে-অফিস : মিরকাদিম।

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে আড়াই টন পেনিসিলিন আমদানী—বিমান পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সম্প্রতি আড়াই টন পেনিসিলিন ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রকাশ, এই প্রয়োজনীয় মহার্ঘ ঔষধটী সরকারের হাতে দেওয়া হইবে।

আসামের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা—প্রকাশ, আসামের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্য্যের জন্য ভারত সরকার আড়াই কোটী টাকা সাহায্য করিতেছেন। এই পুনর্গঠন কার্য্যের জন্য আসামের প্রধান মন্ত্রী নাকি ইতিমধ্যেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সহিত আলোচনা করিয়াছেন। প্রদেশের উন্নতিবিধানের জন্য কি ভাবে এই টাকা ব্যয় করা যায় তাহার পরিকল্পনা করিবার জন্য তিনি নাকি আসাম কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়দেরও অনুরোধ জানাইয়াছেন।

আসাম সরকারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট—আসাম ব্যবস্থা পরিষদে সম্প্রতি আসামের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট উত্থাপিত করা হইয়াছে। এই বাজেটে ১০ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই বৎসরের সুরুতে ১৯৪৫-৪৬ সালের উদ্বৃত্ত ১ কোটী ৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইবে। মোট আয় ৩৭ কোটী ৬২ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা (তন্মধ্যে রাজস্ব বাবদ ৫ কোটী ১৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ও মূলধন হিসাবে প্রাপ্তি (capital receipts) বাবদ ৩২ কোটী ৪৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা এবং মোট ব্যয় ৩৮ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা (তন্মধ্যে রাজস্ব খাতে ব্যয় ৫ কোটী ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ও মূলধনাদি হিসাবে (capital expenditure) খরচ ৩৩ কোটী ১৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। ফলে বৎসরান্তে ১০ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে।

১৯৪৬-৪৭ সালের সিন্ধুর উদ্বৃত্ত বাজেট—সিন্ধু পরিষদে ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বাজেটে ২ কোটী ১৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা ভূমিরাজস্ব সমীকরণের জন্য এবং যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন সম্পর্কে কাজের জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা লওয়া হইবে। ইহার পরও ৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। বাজেটে বলা হইয়াছে ৮ কোটী ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় হইবে। তাহার মধ্যে ভূমিরাজস্ব সমীকরণ ও যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন সম্পর্কিত ব্যয়সহ অন্যান্য কার্য্যের জন্য মোট ৮ কোটী ৯৩ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

বোম্বাই চেম্বার অব কমার্স—আগামী ২৭শে মার্চ্চ বুধবার বোম্বাই চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কচ্ছেদ—নয়া দিল্লীর খবরে প্রকাশ যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার এবং ভারতীয় বিরোধী আইন প্রণয়নের চেষ্টার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ভারতের যে বাণিজ্য চুক্তি আছে তাহা বাতিল করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার তিন মাসের নোটীশ দিয়াছেন।

দিল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা—প্রকাশ, আধুনিক মতে পুরাতন দিল্লীর উন্নতি বিধানের জন্য দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক একটী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনাটীকে কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যয় হইবে পাঁচ কোটী টাকা, প্রায় অর্দ্ধেক টাকা নাকি ভারত সরকার দিবেন।

বোম্বাই মিলওনার্স এসোসিয়েসন—আগামী ২৯শে মার্চ্চ বুধবার বোম্বাই মিলওনার্স এসোসিয়েসনের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

ভারতে মার্কিন বিশেষজ্ঞ দল—প্রকাশ, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কৃষিবিশেষজ্ঞ দল সফরে আসিয়াছেন তদনুরূপ একটী দল শীঘ্রই ভারতে আসিতেছেন।

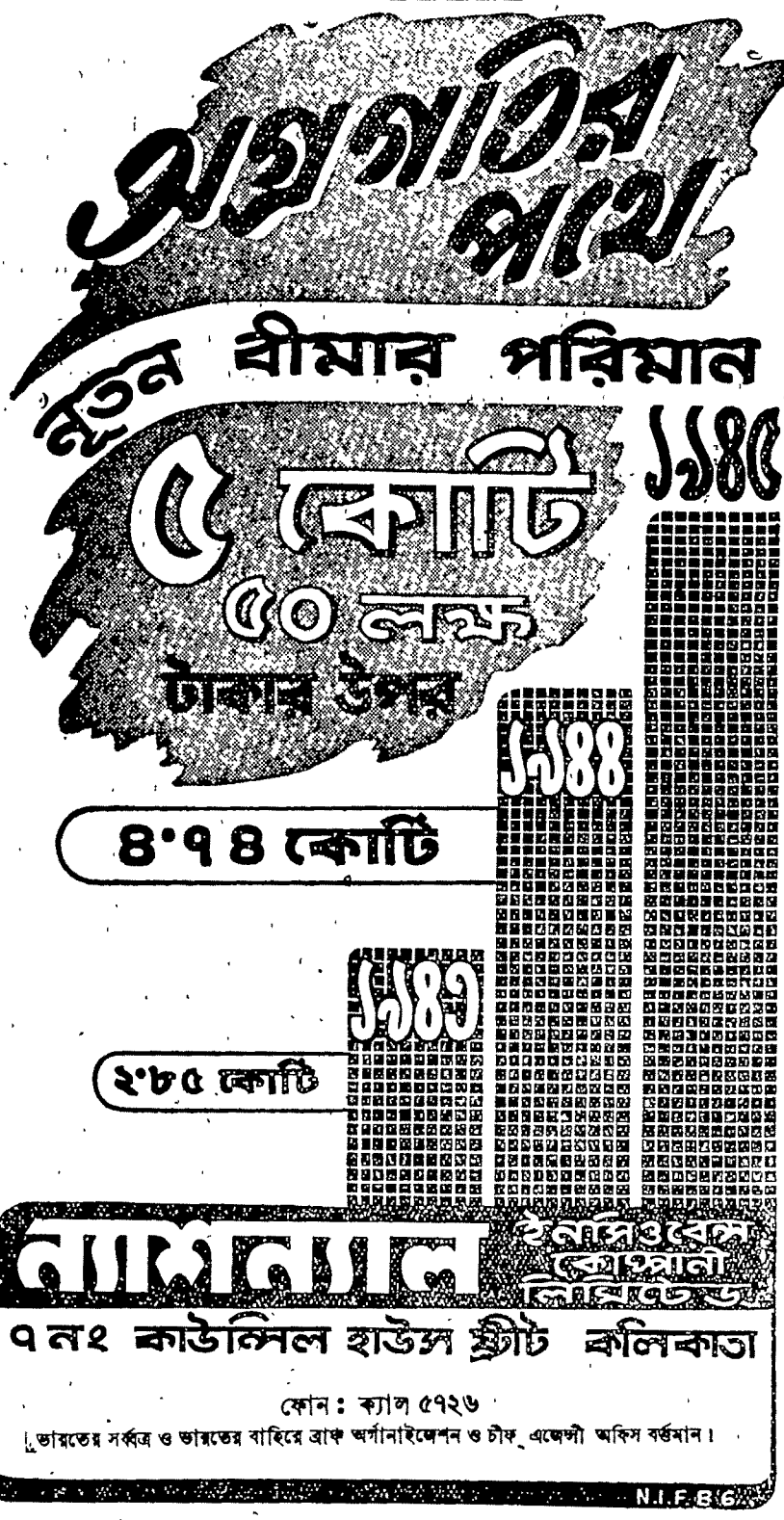

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

খাদ্যশস্যের পাইকারী মূল্যের মান—কেন্দ্রীয় আর্থিক উপদেষ্টা সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ = ১০০) শস্যের পাইকারী মূল্যের যে মান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে উহা ২৪১·৭ ছিল; উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ছিল ২৪২·৯। আলোচ্য সপ্তাহে গম, চাউল প্রভৃতি খাদ্য-শস্যের মূল্য অপরিবর্ত্তিতই ছিল; ডাল ও অন্যান্য খাদ্য-শস্যের মূল্যমান যথাক্রমে ·৩ ও ·২ পরিমাণ কমিয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসে খাদ্য শস্যের গড়পড়তা মূল্যের মান ছিল ২৪৩।

ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বিমান ডাক চলাচল—ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জ ও নিউ হিব্রাইডিস পর্য্যন্ত বিমান ডাক চলাচল ব্যবস্থা যুদ্ধের কারণে ব্যাহত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা পুনরায় চালু করা হইয়াছে লিয়া সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্রম শিল্পের কাঁচামালের পাইকারী মূল্য—কেন্দ্রীয় আর্থিক উপদেষ্টা সর্ব্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ = ১০০) শ্রম শিল্পের কাঁচামালের পাইকারী মূল্যের যে মান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, গত ৯ই ফেব্রুয়ারী উহা ছিল ২৭৪·৮; উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ছিল ২৭২·৪। ঐ সপ্তাহে তুলা ইত্যাদি আঁশ্ জাতীয় দ্রব্য ও নানাপ্রকার তৈলবীজের মূল্য যথাক্রমে ·৪ ও ·৩ পরিমাণ বাড়িয়াছিল এবং অন্যান্য জিনিষের মূল্য ·১১ পরিমাণ কমিয়াছিল। খনিজ বস্তুর মূল্য অপরিবর্ত্তিত ছিল।

মোমের প্রতিদ্বন্দ্বী 'এব্রিল'—খবর পাওয়া গিয়াছে, বিলাতের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক যৌগিক পন্থায় কৃত্রিম মোম তৈয়ারীর উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। খাঁটি জিনিষের যায়গায় কৃত্রিম জিনিষ দেখা দিলে উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দিবে, বলাই বাহুল্য। খাঁটি মোমের এই প্রতিদ্বন্দ্বী 'এব্রিল' নাম লইয়া শীঘ্রই বাজারে বাহির হইবে। মোম দিয়া কেবল বাতি জ্বালান ছাড়া আরও নানা রকম কাজ হয়। জুতার কালি, ছাপার কালি, নানারকম রং, কাঠের বার্ণিশ, গ্রামোফোনের রেকর্ড, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদিতে মোমের সর্ব্বদা প্রয়োজন হয়। তাহা ছাড়া, কাপড়ে এবং সুতায় (মাড় দেওয়ার), বেতার যন্ত্রের (বিদ্যুৎ-রোধক) এবং জল-নিরোধক (ওয়াটারপ্রুফ) প্রলেপ তৈয়ারীর কাজেও মোম একটি অপরিহার্য্য উপাদান। যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের ভারী তৈল তৈয়ার করিতেও মোমের দরকার হয়। খাঁটি মোমের এই সুবিস্তৃত এলাকায় কৃত্রিম মোম এব্রিল আসিয়া শীঘ্রই ভাগ বসাইবে। খাঁটি মোমের দামের তুলনায় কৃত্রিম মোমের দাম প্রায় অর্দ্ধেক হইবে, অথচ গুণের দিক দিয়া নাকি খাঁটিতে আর মেকীতে বিশেষ তফাৎ থাকিবে না।

বেতার ও প্রচার বিভাগ হইতে লোক ছাঁটাই—এসোসিয়েটেড প্রেস বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, ইনফরমেশন এণ্ড ব্রডকাষ্টিং ডিপার্টমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগকে সরকারীভাবে জানাইয়াছেন যে, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ৯৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার যে দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা পুনরায় মঞ্জুর করিতে হইবে না। এই বিভাগের ৪টি শাখার কর্ম্মচারীদের উপর অবিলম্বে এক নোটিশ জারী করিয়া নাকি জানান হইবে যে, আগামী ১লা মে হইতে তাহাদের আর প্রয়োজন নাই।

কলিকাতায় ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি—আগামী নির্ব্বাচনে কলিকাতায় মোট ৩ লক্ষ ১১ হাজার ৩ শত ৮০ জন লোক ভোট দিতে পারিবেন। ১৯৩৭ সালে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬ শত ৯৪ জন। বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতার পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫ হাজার ৯ শত ৮৬ জন এবং নারী ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার ৩ শত ৯৪ জন। আগামী ১৯শে মার্চ্চ কলিকাতার ভোট গ্রহণ করা হইবে। মুসলমান কেন্দ্র ২টিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ৪৮ হাজার ৮ শত ৪২ জন। তাহাদের মধ্যে নারী ১০ হাজার ৭ শত ৩৫ জন। ১৯৩৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার ৬ শত ৮৯ জন; তাহার মধ্যে নারী ৬ হাজার ৯ শত ৭৬ জন। কলিকাতার সাধারণ মহিলা কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা মোট ৯৪ হাজার ৮ শত ৬২ জন; ১৯৩৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ৫২ হাজার ৫ শত ১৪ জন।

★ কেশ গৌরব মালা নং ৫ ★ রবীন্দ্র সাহিত্যে ★

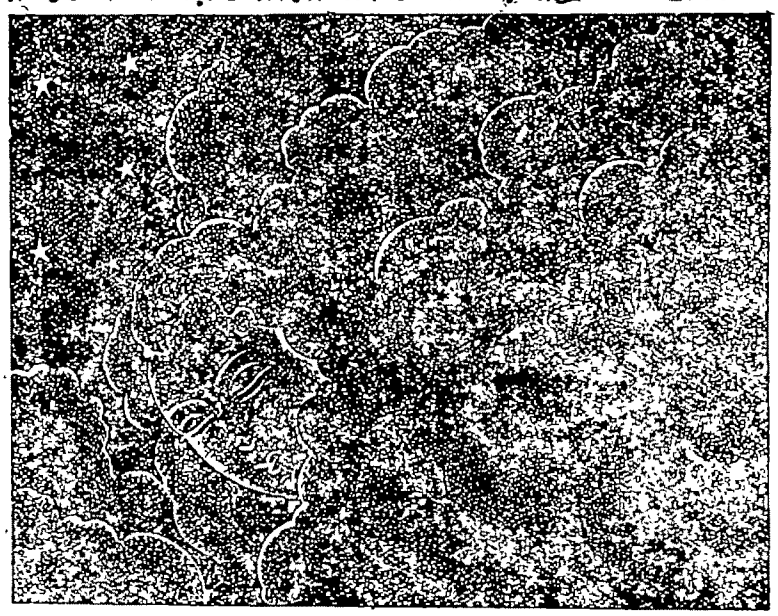

কে দিয়েছে কেশ এলায়ে

রবীন্দ্র-সাহিত্যে কবি-মানসী তার ভুবন-ভুলানো রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সসীম ছেড়ে অসীমে—গগনে পবনে, বসন্তে ও বরষায়। সেদিন মেঘমেদুর আকাশে গুমরি গুমরি উঠছিল মেঘ-গরজন; বাদলের ধারায় মিশেছিল দাদুরির সঘন দুরু দুরু; পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে জেগে উঠেছিল প্রাণের স্পন্দন। কবির নয়নে সেদিন নবঘন নীলবাসখানি অঙ্গে টেনে, ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি এলিয়ে দিয়ে প্রাসাদ শিখরে দেখা দিয়েছিল তাঁর মানসী। "আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া গগনে ছড়ায়ে এলো চুল", "প্রাসাদের শিখরে আজিকে কে দিয়েছে কেশ এলায়ে", "আঁধারিয়া উড়ে শূন্যে ঝড়ো এলো চুল"—ইত্যাদি অনুভূতি অতীন্দ্রিয় হলেও কেশগৌরবেরই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত; আধুনিক যুগে একমাত্র বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় 'হিমকল্যাণ' কেশতৈলই আপনার কেশের অনুরূপ গৌরব বৃদ্ধি করবে

হিমকল্যাণ

ভেষজবিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর আয়ুর্ব্বেদীয় মহোপকারী কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

UPCO. HK-17

সাদার্ণ ব্যাঙ্কিং লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

করাচীতে শিক্ষক ধর্ম্মঘট—করাচীর প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রায় সাত শত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছেন।

জাতি সঙ্ঘের সংখ্যাতত্ত্ব কমিশনের সদস্যপদে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক—ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সম্পাদক ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পি, সি, মহালনবীশ সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের বৈষয়িক ও সমাজ সংক্রান্ত পরিষদের সংখ্যাতত্ত্ব কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। অধ্যাপক মহালনবীশই এই কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য।

ভারতে ইতালীয়ান যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা—সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে যুদ্ধ সেক্রেটারী মিঃ এ ভি এফ ডাণ্ডাস বলেন যে, ভারতের ৮টি শিবিরে এখনও যুদ্ধবন্দী হিসাবে ২৬ হাজার ১ শত ৭২ জন ইতালীয়ান আছে। জাহাজের সুবিধা হইলে তাহাদিগকে স্বদেশে পাঠান হইবে, তবে বৃটিশ সৈন্যের পূর্ব্বে তাহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে না বলিয়াও তিনি জানান। এই সম্পর্কে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তাহাদের ভরণ-পোষণ জন্য ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ২৮ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯৪৫-৪৬ সালে ৩॥০ কোটি টাকা খরচ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ভারতীয় রাজস্ব হইতে ঐ সমস্ত বন্দীর ভরণ-পোষণের জন্য কোন খরচ করা হয় নাই বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন।

শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাড়ী তৈয়ারীর পরিকল্পনা—বর্ত্তমানে বড় বড় কলকারখানার শ্রমিকেরা যে সমস্ত জঘন্য বস্তীতে বাস করে সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাড়ী-ঘর তৈয়ারের বিষয় আলোচনার জন্য সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় শ্রম-বিভাগের কারখানা-সম্পর্কিত প্রধান পরামর্শদাতা মিঃ গর্ডন পিসের সভাপতিত্বে এক সাব-কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, দেশীয় রাজ্য, মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণ যোগ দিয়াছিলেন। বড় বড় শ্রম-শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যকর আবাস তৈয়ারের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য পরীক্ষা-মূলকভাবে একটি 'গৃহ-নির্ম্মাণ বিল' খোলার সিদ্ধান্তও সভায় গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও মালিকগণ এই অর্থ ভাণ্ডারে অর্থসাহায্য করিবেন। কম বেতনের শ্রমিকেরা যাহাতে ন্যায্য হারে ভাড়া দিতে পারে, সেজন্য বাড়ী ভাড়ার একটা সর্ব্বনিম্ন মান নির্দ্ধারণের কথাও সভায় আলোচিত হয়। উক্ত সাব-কমিটি শ্রমিকদের বাসস্থানের নিম্নতম মান সম্পর্কেও স্থায়ী শ্রমসমিতির নিকট তাঁহাদের মন্তব্য দাখিল করিবেন।

দমকলের কর্ম্মচারী ছাঁটাই—প্রকাশ, কলিকাতার অক্সিলিয়ারি ফায়ার সার্ভিসের (দমকল) প্রায় এক হাজার কর্ম্মচারীকে সম্প্রতি হঠাৎ ছাঁটাই-এর নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, তাঁহাদিগকে এক মাসের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে এবং যিনি যত বৎসর কাজ করিয়াছেন তাঁহাকে তত মাসের মাহিনা গ্র্যাচুইটী দেওয়া হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে করপোরেশনের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি—প্রকাশ, করপোরেশন এলাকায় সামরিক যানবাহন চলাচলের ফলে কলিকাতা করপোরেশনের রাজপথ ও অপরাপর সম্পত্তির ক্ষতি হওয়ায় করপোরেশন সত্তর লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ চাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি রাস্তা মেরামতের বাবদ করপোরেশনকে কুড়ি লক্ষ টাকা প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। উক্ত টাকার মধ্যে দুই লক্ষ টাকা নাকি ইতিমধ্যেই করপোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী আঠার লক্ষ টাকা চারটী সমান বাৎসরিক কিস্তিতে দেওয়া হইবে। আরও প্রকাশ যে, অন্যান্য দাবী সম্পর্কে তেত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করার প্রশ্নটীও কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

রেশমনিয়ন্ত্রণ আদেশ বাতিল—এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪৫ সালের বঙ্গীয় রেশমনিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৪৬ সালের ১লা মার্চ্চ হইতে বাতিল করা হইয়াছে।

নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনী—বর্ত্তমান মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতার ৩৭২নং হাজরা রোডে যে নিখিল ভারত শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে তাহার চারুকলা বিভাগে প্রদর্শনের জন্য প্রদর্শনী সামগ্রী (exhibit) আগামী ২৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইবে।

দেশীয় ভাষায় টেলিগ্রাম—কলম্বোর খবরে প্রকাশ যে, সিংহলের ডাক কর্ত্তৃপক্ষ সিংহলী ও তামিল ভাষায় 'তার' (টেলিগ্রাম) আদান-প্রদানের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

অক্ষয় কুমার লাহা
জাতিয়াম মার্ক সিমেন্ট কলার
বং
বা ড়ীর জন্য পরামর্শ দানের জন্য
১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
হস্তপাতি বিক্রেতা
৪৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাপ্তাহিক শেয়ার মার্কেটের খবর
Weekly Share Market Review.
ফোন: বড় বাজার ৫৪৪১
গ্রাম 'কমারসিণ্ড'
নমুনা কপি পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে পাঠান হয়।
নিয়মিতভাবে আমাদের "সাপ্তাহিক শেয়ার মার্কেট রিভিউ" পাঠ করুন।
কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স
সিণ্ডিকেট, লিমিটেড
৩০।১ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর মিঃ টি, দে, এম, এ; এফ, আর, জি, এস (লণ্ডন)
CS|7-UPS:5&2

জানেন কি?
ব্যবসা থেকে সরকারী ক্ষমতা কমিয়ে দেবার জন্য আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলি ৪৩টী দলে মিলিত হয়ে ব্যবসায়ীদের সাহায্য কচ্ছেন।
* * * *
দেশের আর্থিক বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য দেশী ব্যাঙ্কদেরও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার। ব্যবসায়ীদের উচিত ভাল ব্যাঙ্কের পিছনে দাঁড়াবার, যেমন দরকার টাকা ভাল ব্যাঙ্কে জমা রাখবার। এ সবের জন্য একটী ভাল ব্যাঙ্ক
সুরমা ভেলী ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস: সিলেট: কলিঃ অফিস: ১৪, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট
শাখা: আসামের সর্ব্ব বৃহৎ সহরে এবং বাংলাদেশে ঢাকায় ও কলিকাতায়।

খাদ্য-সঙ্কট

দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের চিকিৎসার্থে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় যে ৬২৬টী হাসপাতাল খোলা হয় গত ডিসেম্বর মাসে তাহাতে মোট ২৭,৬৩১ জন রোগাকে ভর্ত্তি করা হয়। এই মাসে মৃত্যুর হার শতকরা আনুমানিক ৪ জন।

* * *

ভারত সরকার মার্কিন সামরিক বিভাগের উদ্বৃত্ত খাদ্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলগুলির জন্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করিতেছেন।

* * *

বাঁকুড়া সরকারী গুদামে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার মণ চাউল মজুত আছে এবং উক্ত চাউল নাকি অখাদ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

* * *

কলিকাতার ২নং ওয়ার্ডের, ২০বি, বনমালী সরকার ষ্ট্রীটের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের টিনের গুদামে দশ হাজার মণ আটা ও গমজাত দ্রব্য মনুষ্য গ্রহণের অযোগ্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

* * *

নোয়াখালীর সরকারী গুদামে তিন লক্ষ মণ চাউল রহিয়াছে।

* * *

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে বড়লাটের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদের এক সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে। প্রায় একঘণ্টা তাঁহারা আলাপ-আলোচনা করেন। প্রকাশ, দেশের খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কেও তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন।

* * *

সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলা পরিদর্শন করিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রাক্তন সদস্যা বলিয়াছেন যে, বাঁকুড়া জেলায় শতকরা ১২ হইতে ১৫ জন লোক ইতি-মধ্যেই অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। চাউল ১৩৲ টাকা হইতে ২০৲ দরে বিক্রীত হইতেছে।

* * *

সিন্ধুতে উদ্বৃত্ত গম নাই।

* * *

অষ্ট্রেলিয়ার বৃটেনকে যে ২০ হাজার টন চাউল দিবার কথা ছিল তাহা ভারতে ও সিংহলে প্রেরিত হইবে।

* * *

আগামী কয়েক মাসের খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য ভারত সরকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ১০ কোটী ভিটামিন ট্যাবলেটের 'অর্ডার' দিয়াছেন।

* * *

নিউ-জিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১০ হাজার টন মিল্ক পাউডার আমদানীর ব্যবস্থা হইয়াছে।

* * *

প্রকাশ, মনুষ্য খাদ্যের অযোগ্য বলিয়া বাঙ্গলা সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে যে ৩০ হাজার মণ গম বাঙ্গলার বাহিরে বিক্রয় করিবার সর্ত্তে একজন ব্যব-সায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন সম্প্রতি সেই গমই গিরিডির বাজারে ১৯৲।২১৲ মণ দরে বিক্রী হইতেছে; গমগুলি মনুষ্য ব্যবহারের যোগ্য এবং পুষ্টিকর আছে।

* * *

শ্যামে মজুদ দশ লক্ষ টন চাউল যাহাতে ভার-তের জন্য আনা যায় তাহার জন্য বৃটিশ মন্ত্রিসভা চেষ্টা করিতেছেন।

* * *

পাটদহ (পাবনা) গ্রামের নিকটে সাত খানি গাড়ী বোঝাই ধান লুণ্ঠিত হইয়াছে।

* * *

খাদ্য বরাদ্দ হ্রাসের প্রতিবাদে জামালপুরে রেল-ওয়ের চৌদ্দ হাজার শ্রমিক গত ১১ই মার্চ্চ ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

* * *

ভাগলপুরের বাজার হইতে চাউল উধাও হই-য়াছে।

* * *

ময়দার অভাবে ভাগলপুরের 'বেকারী'গুলি বন্ধ রহিয়াছে।

* * *

কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল মহকুমা হইতে চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। উক্ত এলাকায় চাউলের অভাব বাড়িতেছে।

* * *

নোয়াখালিতে পাঁচ শত মণ পচা আটা ও পচা চাউল গর্ত্তে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

* * *

আসাম হইতে দশ হাজার টন চাউল শীঘ্রই মাদ্রাজে চালান দেওয়া হইতেছে।

* * *

মেহেরপুরের খবরে প্রকাশ যে, প্রায় ৫ হাজার মণ চাউল নদীয়া জেলায় দর্শনার কোন গুদামে পচিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তিগত

মিঃ এস, ই, মাসুদ, মিঃ ডব্লিউ, জে, প্যাকউড ও লালা রামনারায়ণ গর্গকে ১৯৪৬-৪৭ সালের জন্য কানপুরের আপার ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্সের পরিষদের সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিয়া লওয়া হইয়াছে।

* * *

ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কটন কমিটিতে ১৯৪৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে মিঃ চিমনলাল বি, পারিখ বোম্বাই-এর ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্টস্ চেম্বারের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য স্যর কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, বার্ট (ব্যারোনেট), রায় বাহাদুর ডি, এম, ভট্টাচার্য্য ও রাজা স্যার সয়ইয়িদ এ, এ, কান আলভি বড়লাট কর্ত্তৃক পাবলিক একাউণ্টস্ কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

* * *

ভারতীয় খাদ্য প্রতিনিধিদলের উপদেষ্টা ডাঃ ভি, কে, আর, ভি, রাও আন্তর্জ্জাতিক খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সূতী কাপড়
ও ভারতীয় কার্পাস

নূতন সংস্কৃতি

পূর্ব্বে ভারতীয় কার্পাস তূলায় প্রস্তুত ভারতীয় বস্ত্রাদি সমগ্র জগতে পরম সমাদরের সহিত গৃহীত হইত। এ গৌরব অনেকদিন বিনষ্ট হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য বর্ত্তমান রূপ ও রুচি-সঙ্গত আমাদের মিলজাত বস্ত্রসম্ভার আমাদেরই নিজ জমিতে চাষ করা ভারতীয় কার্পাস তূলায় বয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর নিজ জমিতে তূলার চাষ অচিরে আরম্ভ করিবার বন্দোবস্ত বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র মহাশয় এই কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজকুমারী
কটন মিলস লিঃ

১৫।বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ফোন: কলিঃ ৪৪৯৮

RC/ 5—UPS.

কোম্পানী প্রসঙ্গ

তিনসুকিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ

এই সংখ্যার অন্যত্র তিনসুকিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেডের একটি প্রসপেক্টাস প্রকাশিত হইল। উক্ত কোম্পানী আসামের অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র তিনসুকিয়া সহরে ইলেকট্রিসিটি সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হইয়াছে। তিনসুকিয়া সহর ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই কোম্পানীর জন্য মূলধন সংগ্রহ করা হইতেছে। তিনসুকিয়া একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। উহার নিকটবর্ত্তী তৈলখনি অঞ্চল এবং রেলষ্টেশনেও বিদ্যুৎ সরবরাহের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। কাজেই উহা বিদ্যুৎ শিল্পের পক্ষে একটী প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। আধুনিক জীবনযাত্রায় বিদ্যুৎশক্তির ন্যায় অন্য কোন শক্তি এত অধিক প্রভাব বিস্তার করে না। বিদ্যুৎশক্তি দ্রুত শিল্পবিস্তারের পথ সুগম করিতেছে। শিল্পে বিদ্যুৎশক্তি ব্যাপক উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির স্বচ্ছলতা আনিতেছে। এজন্য বিদ্যুৎ ব্যবসাকে পাব্লিক ইউটিলিটি (জনসাধারণের হিতজনক) ব্যবসা বলা হয়। উহা জাতীয় সম্পদও বৃদ্ধি করে। সুতরাং আমরা একথা নিঃসঙ্কোচেই বলিতে পারি যে, এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সমধিক উজ্জ্বল।

কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন তিন লক্ষ টাকা প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের ৩০ হাজার শেয়ারে বিভক্ত। শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দত্ত (এন, সি, দত্ত) মহাশয়ের প্রশংসনীয় উদ্যমে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। উদীয়মান শিল্পপতি হিসাবে শ্রীযুত দত্ত ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি ভারতী সেনট্রাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর; এসিয়া এণ্ড ওভারসিজ লিঃ, প্রত্যহ লিঃ, ইষ্টার্ণ ফিসারিজ এণ্ড ফার্ম্মস লিঃ ও আজাদ হিন্দ পাব্লিশিং কোম্পানীর চেয়ারম্যান এবং ডেল্টা ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, তিস্তা ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী ও আইডিয়াল প্রিণ্টার্স লিমিটেডের ডিরেক্টর। কাজেই আমরা আশা করি যে, মিঃ দত্তর সুপরিচালনায় এই কোম্পানী ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাইতে পারিবে।

নূতন যৌথ কোম্পানী

সাইকেল এসেসরিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস পি আগরওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ কোটি টাকা। সাইকেল এবং আনুষঙ্গিক সাজ-সরঞ্জামের ব্যবসা।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড কনষ্ট্রাকশন কোং লিঃ—সলিসিটর—মিঃ এস এম বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনিয়ারিং, নির্ম্মাণ কার্য্য এবং কনট্রাকটরীর ব্যবসা।

দি মহাজাতি এ্যাগ্রিকালচার এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জগবন্ধু নাথ। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০৮, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সর্ব্বপ্রকার খাদ্য-শস্য চাষ করার ব্যবসা।

জৈডকা মোটর কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আর কে জৈডকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩২, রসা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। আমদানী-রপ্তানী ব্যবসা সম্পর্কিত মোটর গাড়ী ও আনুষঙ্গিক সাজ-সরঞ্জাম নির্ম্মাণ ও মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান।

এ্যাগ্রিকালচারেল স্পেসিয়েলিষ্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ গৌরমোহন হালদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—কামরাবাদ। পোঃ কোনারপুর, ২৪ পরগণা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। মৎস্য চাষ ও পোলট্রি-ফার্ম্মিংএর ব্যবসা।

এলাইড ডায়েরী ফার্ম্ম লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭৯।১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।

কামাল পিক্‌চারস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ হরেন্দ্রনাথ ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সিনেমার ব্যবসা।

শেরগড় প্রপারটিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি সি চাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ হাজার টাকা। কয়লা ব্যবসায়ী।

এ বি এস সি ও লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ বি কে ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—২এ, কবীর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা
বিলিকৃত মূলধন— ৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ২ কোটী টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৭॥০ লক্ষ টাকা
মিঃ জি ডি বিড়লা (চেয়ারম্যান)
মিঃ এম এ ইস্পাহানি (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি সরাইয়া (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ভারতের সর্ব্বত্র শাখা ও পে অফিস আছে
মিঃ বি টি ঠাকুর জেনারেল ম্যানেজার
UCB 1

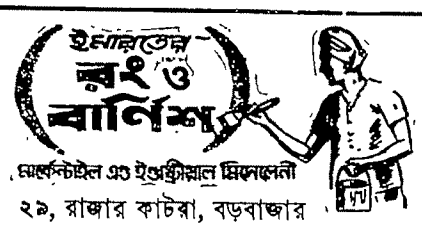

২৯, রাজার কাটরা, বড়বাজার কলিকাতা।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—
(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)
হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন: কলিঃ ৩৪৪৭
CALCUTTA CITY BANK LIMITED
—শাখাসমূহ—
বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, আরামবাগ, চাঁপাডাঙ্গা, মিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, দীঘিরপাড়, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, নাথনগর, ঘারভাঙ্গা, রায়পুর, পাটনা, পাটনা সিটি, ভিজিয়ানাগ্রাম বোলাঙ্গীর, কাটাবঞ্জী (পাটনা ষ্টেট), নাগপুর, সম্বলপুর।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন	৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা	রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল	২,৭৪,৩০,৬০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন	৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা	আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৫ তারিখে)	১,০৫,২৩,৬৪,৪০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	২,৫১,২৬,৬২৫৲ টাকা	হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই	

ভারতের সর্ব্বত্র ৩২০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।
স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ এইচ, সি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেন্টস্: বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেন্ট: দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।
কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; হাটখোলা—৭৫, শোভাবাজার ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুল্‌টী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মোগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংখি, বক্সার। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

মিসেলেনিয়াস ট্রেডিং কোং, লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ হিম্মৎসিংকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা, জাহাজের মালিক ও কমিশন এজেন্ট।

এলিক্সির ড্রাগ কোং, লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি এন মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১, রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসা।

সুবোধচন্দ্র চাটার্জ্জি এণ্ড সন্স লিঃ—গবর্ণিং ডিরেক্টর—মিঃ এস সি চাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—বনগাঁও বাজার, যশোহর। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা।

এণ্ডরুজ কেমিকেলস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৪, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। সুগন্ধি দ্রব্যাদি ও ঔষধ বিক্রেতা।

ওয়ার্কারস্ সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—ডাঃ আর চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫৯এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সি ও ম্যানেজারের ব্যবসা।

দি সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কর্পোরেশন—ডিরেক্টর—মিঃ প্রবোধকুমার মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, কমার্শিয়েল বিল্ডিংস। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। কৃষি, মৎস্য চাষ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

হিন্দ ফার্ম্মাসিউটিক্যাল এণ্ড কেমিকেলস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ গজেন্দ্র চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৯, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান ল্যাণ্ডস্ এণ্ড ফার্ম্মস লিঃ ডিরেক্টর—মিঃ সুতীশচন্দ্র দে। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২, আর জি কর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। কৃষিকার্য্যের ব্যবসা।

ইণ্ডিয়ান রিভার ক্র্যাফ্‌ট এণ্ড ট্রান্সপোরটেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সন্তোষ চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৬ লক্ষ টাকা। নদীপথে যাত্রী ও সর্ব্বপ্রকার মাল চলাচলের ব্যবসা।

দি পাঞ্জাব ন্যাশনাল আইস ফ্যাক্টরী লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এম ইউসুফ সাইগল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬।১, তিলজালা রোড, কলিকাতা, অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। বরফের কারখানার ব্যবসা।

প্যাটেল গ্যারেজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ডি এন লাহিড়ী। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ৬, মিশন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ট্রাক নির্ম্মাণকারী প্রতিষ্ঠান।

আনন্দ বনস্পতি—ডিরেক্টর—মিঃ মুঙ্‌তিরাম জয়পুরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। সাধারণ সওদাগরী ও এজেন্সীর ব্যবসা।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল পোষ্ট-ওয়ার প্ল্যানিং কর্পোরেশন লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ দেওয়ানদাস এন ধুশলনী। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-৩৯, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারস ও লৌহ ঢালাই করার ব্যবসা।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল কোং, লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পরেশচন্দ্র রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। আমদানী-রপ্তানী-কারক ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

দি আগরপাড়া কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ভুপাল সুগার ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪৸০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **মাদুরা মিলস্ কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কোহিনুর মিলস্ কোং, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৮৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

ফোন, ক্যাল ৫৪১

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গ্রাম ক্রয়েন্স

হেড অফিস ৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে. সি. চক্রবর্ত্তী।

মধ্য ও পূর্ব্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট

ফোন—বি, বি, ৯৮৭

অনুমোদিত মূলধন ... ... ২৫,০০,০০০৲

বিক্রয়ার্থ মূলধন ... ... ১৫,০০,০০০৲

আদায়ীকৃত মূলধন ... ... ৭,৭৩,২৭৭৲

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পাটনাসিটি, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : কলিঃ ৪৭১৯

স্থাপিত :—১৯১০ ইং গ্রাম :—'MOHABANK'

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ (প্রায়) ১৫,০০,০০০৲ টাকা

কার্য্যকরী তহবিল (প্রায়) ১,৫০,০০,০০০৲ টাকা

আমানত রাখিবার সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।

অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা সুপরিচালিত। দেশের সর্ব্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে। সুষ্ঠু পরিচালনা এবং কর্ম্মতৎপরতার দরুণ সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৫ই মার্চ্চ—কলিকাতার টাকার বাজারে যদিও আলোচ্য সপ্তাহে সুদের হারে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তবে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে 'কল' টাকার লেনদেনে বেশ কিছুটা "টানাটানি" ভাব (tight condition) পরিস্ফুট হইয়া উঠে। চাহিদার তুলনায় যোগান কম ছিল। বাজারের বর্ত্তমান অবস্থায় চলতি সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ৷৷০ আনা ও বোম্বাই-এ শতকরা ।০ আনা অদূর ভবিষ্যতে বাড়িবার সম্ভাবনা খুব অমূলক নয় বলিয়াই মনে হয়। টাকার বাজারের এই 'টানাটানি' ভাবটী বোম্বাইতেই প্রথম দেখা যায়। মনে হয় কোম্পানীর কাগজের বেচাকেনা বেশী হওয়ার দরুণই এই 'টানাটানি'র উদ্ভব ঘটিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের প্রাপ্ত টেণ্ডারের পরিমাণ আরও হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় ৯৯ লক্ষ টাকা পরিমাণ কম টেণ্ডার এবারে পাওয়া গিয়াছে। গড়পড়তা সুদের হার শতকরা ৷৷০ আনাই বহাল থাকে। গত ১২ই মার্চ্চ মঙ্গলবার ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়, মোট ১ কোটী ৫৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৸৵০ আনা এবং তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় টেণ্ডারই গৃহীত হইয়াছে। নিম্নমূল্যের টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ১ কোটী ৪৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৷৷০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। আগামী ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার বোম্বাই-এ সকাল ১১টা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত এবং অপরাপর কেন্দ্রে আগামী ১৮ই মার্চ্চ সোমবার কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের তরফ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার দিন টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ৮ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অনুকূলে মোট ৭ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহেও বিনিময় বাজারে বেশ কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে। রপ্তানীকারিগণ যথেষ্ট পরিমাণ 'কভারিং' এর কাজকারবার করিয়াছে। 'রেমিট্যান্সে'র যোগান সামান্য পরিমাণ কম ছিল। বিনিময় বাট্টার হারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বাট্টার হার নিম্নে দেওয়া হইল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ	৫৪½ পেঃ
ঐ দর্শনী (,, ,,)	,, ,,	,, ,,
টেলিঃ হুণ্ডি (,, ,,) (ব্যাঙ্কসমূহ কর্ত্তৃক ক্রীত নয় মাস পর্য্যন্ত অগ্রিম)	১ শিঃ	১৬৫২
ঐ দর্শনী ,, ,,		,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ	৬৫৮ ,,
ডি এ চার মাস (,,)	,,	৬১৫৮ ,,
ডলার (প্রতি শত)		৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১লা মার্চ্চের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২০৪ কোটী ৯৭ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১১৯৫ কোটি ৯০ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। গত ১লা মার্চ্চ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৪ কোটী ৬৯ লক্ষ ৯১ হাজার ও ২৯৪ কোটী ২৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৫ কোটী ২৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ও ২৯৬ কোটী ২৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৫ই মার্চ্চ—আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের উন্নতি অব্যাহত থাকে এবং বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের কেনা-বেচাও মোটের উপর সন্তোষজনক হয়। মঙ্গলবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব না হওয়ায় এবং আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার দরুণ শেয়ারসমূহের দরে সামান্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বুধবার চটকল শেয়ারসমূহের দর বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণভাবে অন্যান্য শেয়ারসমূহের দরেও উন্নতি দেখা যায়। বৃহস্পতিবার ষ্টীল কর্পোরেশন-এ আংশিক হরতাল প্রতিপালিত হওয়ার খবর কলিকাতার শেয়ার বাজারে ছড়াইয়া পড়ে; পারস্যে লাল ফৌজের অভিযান রহস্য এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দল কর্ত্তৃক ফিনান্স বিল অগ্রাহ্য হইলে গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের সম্বন্ধেও কলিকাতার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয় এবং ফলে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা দেয়। অদ্য শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের কেনা-বেচায় উৎসাহ পরিলক্ষিত না হইলেও, বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের দর প্রায় একভাবেই থাকে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও লাভান্বেষিগণ কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের ক্রয় ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। শতকরা ৩৷৷০ টাকা সুদের ঋণপত্র ১০২৸০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে উঠিয়াছিল। ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৭০-৭৫) ১০০।/০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ১০১/০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ১০০৸৵ আনা, ৩৲

NOTHING IS STRONGER - - -
- - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone: Cal. 3436

কুবের ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

৩ ও ৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঃ শাখাসমূহ ঃ

শ্যামবাজার, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিমতলা, হাটখোলা, তারকেশ্বর, ভদ্রক, বগুড়া, বাগেরহাট, কালিম্পং, দার্জ্জিলিং, ঢাকা, শিলিগুড়ি, ইছাপুর, কৃষ্ণনগর, ঝাড়গ্রাম, বেলুড়, মেদিনীপুর, হাওড়া, রাজসাহী, সূত্রগড়, বালি, রাণাঘাট, শালিমার, বাঁকুড়া, বালেশ্বর, শান্তিপুর, গিড্‌নি, কদমতলা।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস চক্রবর্ত্তী।

টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৭) ১০১৸৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ১০১॥৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৩-৫৫) ১০১।৶, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৯-৬১) ১০১৸০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের কোন বিকি-কিনি হয় নাই।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে বেশ উঠা-নামা দেখা যায়। চম্পদানী ৩৭০৲ টাকা হইতে ৩৯০৲, টাকা আগরপাড়া ৪৪৲ টাকা হইতে ৪৮৸০ আনা, এলায়েন্স ৯৫০৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৬০০৲ টাকা হইতে ৬৯০৲ টাকা, বালি ৬০৮৲ টাকা হইতে ৬৩০৲ টাকা, নেলিমারলা ৫৪৲ টাকা হইতে ৫৬।০ আনা, ইণ্ডিয়া ১০০৫৲ টাকা হইতে ১১৫০৲ টাকা, গ্লষ্টার ১৪০০৲ টাকা, উইলিয়ম ৬৬৫৲ টাকা, নৈহাটি ৫৩০৲ টাকা, লরেন্স ৫২০৲ টাকা, ন্যাশনাল ৪২॥০ আনা, হাওড়া ১৩১৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে কেনা-বেচা হইয়াছে।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকি-কিনি বৃদ্ধি পায় নাই এবং মূল্যের দিক হইতেও অবনতি দেখা যায়। বরাকর ৪৮৸০ আনা, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া ১৩।০ আনা, চুরুলিয়া ১৩।০ আনা, ইকুইটেবল ৮০।০ আনা, বেঙ্গল ৮৬২৲ টাকা, সাউথকরণপুরা ৪৩।০ আনা হইতে ৪১॥০ আনা, নিউ বীরভূম ৫৩৸০ আনা হইতে ৫১৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকি-কিনি সন্তোষজনক হইয়াছে। কানপুর টেক্সটাইল ১৭৸০ আনা, মুইর মিলস্ ৬৮০৲ টাকা, বাসন্তী ২১॥০ আনা, এলগিন ৮৬৲ টাকা, কেশোরাম ২৭৸০ আনা, নিউ ভিক্টোরিয়া ৮৸৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকি-কিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারসমূহের দরে বেশ উঠানামা করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৫৮॥০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৫২॥০ আনা হইতে ৫২।০ আনা, বার্ণ এণ্ড কোং ৫৫০৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন ১৭৩৲ টাকা, জেসপ এণ্ড কোং ৩৩৲ টাকা, মার্শালস ৯॥৵০ আনা, কুমারধুবী ১২৸৵০ আনা এবং টেক্সমাকো ১৮॥৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের তেমন কোন কাজকর্ম হয় নাই। হাতীক্ষিরা ৩৫।০ আনা, পত্রকোলা ১৪৭৩৲ টাকা এবং রুটেমা ৩০।০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক ১০৬৲ টাকা, হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ৫৫৲ টাকা, নাথ ব্যাঙ্ক ৩৩॥০ আনা এবং হিন্দ ব্যাঙ্ক ২৯৲ টাকা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৬ই মার্চ্চ—গবর্ণমেণ্ট গত জানুয়ারী মাসে পাটকলগুলিকে ৩০ হাজার গাঁইট চটের একটী অর্ডার দিয়াছিলেন। ঐ চট বাহিরে রপ্তানী করা হইবে বলিয়া তাঁহারা জানাইয়াছিলেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ঐ অর্ডারটি হঠাৎ বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এত বেশী পরিমাণ চট কাটতির সুযোগ এইভাবে নষ্ট হওয়ায় এসপ্তাহে বাজারে চটের দর কতকটা নামিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাটের বাজারেও দরের নিম্নগতি লক্ষিত হইয়াছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে চটকলগুলিতে ৯২ হাজার ৫০৩ টন চট উৎপন্ন হইয়াছে। জানুয়ারী মাসের তুলনায় ঐ মাসে উৎপাদন ১৩ হাজার ৪০৮ টন কম হইয়াছে। ৯২ হাজার ৫০৩ টন চট তৈয়ার করিতে গিয়া ফেব্রুয়ারী মাসে মোট ৫ লক্ষ ১১ হাজার ৫৪২ গাঁইট পাট খরচ হইয়াছে। এবারকার মরশুম জুলাই হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আট মাসে চটকলগুলি মোট ৪০ লক্ষ ১১ হাজার বেল পাট ব্যবহার করিয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রাশিয়া ও স্পেনের জন্য রপ্তানীকারকরা কিছু বেশী পাট ক্রয় করিয়াছে। কিন্তু এত কাটতি সত্ত্বেও বাজারে পাটের দর কিছু হ্রাস পাইয়াছে। বর্ত্তমানে বাজারে ফাষ্ট পাটের দর প্রতি গাঁইট ৮৪ টাকা এবং রেড লাইটনিং ও ডাণ্ডি ডেইজী যথাক্রমে ৯৪ টাকা, ৭৯ টাকা ও ৮৩ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আল্‌গা পাটের বাজারে এবার যোগান কম দেখা গিয়াছে। ফলে বিকিকিনিও হইয়াছে খুবই সামান্য।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৫ই মার্চ্চ—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায়ও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতিভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দাঁড়াইতেছে যথাক্রমে ৯৫৸০ আনা ও ৯২॥০আনা। গত সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ৯২/০ আনা ও ৯০৲ টাকা ছিল। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড গিনি ৬৩৲ টাকা দরে আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময় বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা—সোনার মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার মূল্যে গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য অবনতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দাঁড়াইতেছে যথাক্রমে ১৫৩৸০ আনা ও ১৫০ টাকা। গত সপ্তাহে উহা ছিল যথাক্রমে ১৫৫৸০ আনা ও ১৫৪।০ আনা।

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :- ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
শাখা
গৌহাটি, তেজপুর, নলবাড়ী, মাজবাট, বর্দ্ধমান, জামসেদপুর, বহুবাজার।
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জে, কে চৌধুরী এম,এ, ডিরেক্টর বিদ্যাসাগর কলেজ—
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এস, কে চেটার্জ্জী বি,এ,

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।
চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ২১২৫,৬৪৮৩
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান
—শাখাসমূহ—

আলিপুর দুয়ার	দিনাজপুর	বাঁকুড়া	লালমণিরহাট
আসানসোল	দুবরাজপুর	বালুর হাট	শ্যামবাজার
আজমগড়	নিউ মার্কেট	বেনারস	সাউথ কলিকাতা
এলাহাবাদ	নীলফামারী	ভাটপাড়া	সাহাজাদপুর
কাঁচরাপাড়া	নৈহাটী	রায়বেরিলী	সিরাজগঞ্জ
কুচবিহার	পাটনা	রংপুর	সিউড়ী
জলপাইগুড়ি	পাবনা	লক্ষ্ণৌ	সৈয়দপুর
জৌনপুর	বর্দ্ধমান	লাহিড়ী মোহনপুর	হিলি

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।
সেক্রেটারী—মিঃ সুধেন্দুকুমার নিয়োগী ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, রায়।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৮ই মার্চ্চ	১১ই মার্চ্চ	১২ই মার্চ্চ	১৩ই মার্চ্চ	১৪ই মার্চ্চ	১৫ই মার্চ্চ
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৯২।০	৯৫৸০	৯৫॥০	৯৪৲	৯৪৲	৯৩॥৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	—	৯০।৵০	—	৯০।০	৯২॥০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৪৮॥০	১৫৩৸০	১৫২৲	১৫০৸০	১৫০৸০	১৫০৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	—	১৫০৵০	—	১৫০৲	১৫০॥০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৬৩৲	৬৪॥০	৬৪৲	৬৩৲	৬৩৲	৬৩৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	—	—	—	—	—
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৯।/০	—	—	—	—	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০২৸৶-১০২৸/০	১০৩৵-১০২॥৵০	১০২॥৵০	১০২॥৶০-১০২॥৵	১০২৸/০	১০২৸/০-১০২৸০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	১০০৸৵০	—	১০১।০	—	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	১০১৲ ১০০৸৶১০	১০১৲	১০১।৵০	১০১।৵০	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	১১৪৸০	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৬০৸৵০-৬০।০	৬০।/০-৫৯৸০	৫৯৸০-৫৯।/০	৬০-৫৯।৵০	৫৯৶০-৫৮।০	৫৮৸০-৫৮।/০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৫৫॥৶০-৫৪॥৶০	৫৪॥৶০-৫৪।৵০	৫৪৶০-৫৩।৵০	৫৪/০-৫৩॥৵০	৫৩।৶০-৫২।০	৫৩৵০-৫৩৲
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১৩৸৶০-১৩॥৵০	১৩॥৵০-১৩।৶০	১০/০-৯৸৵০	১৩॥৵০-১৩।/০	১৩॥/০-১২৸৵০	১৩।০-১৩৲
ব্রেইতওয়েইট ...	১৭॥/০-১৭॥০	১৭৸০-১৭।০	১৭॥০-১৭।০	১৭॥/০-১৭।০	১৭।০-১৭৵০	১৭।০-১৬৸৶০
জেসপ ...	৩৪॥০-৩৪৵০	৩৪॥০-৩৩৸০	৩৩॥৵০	৩৩৸০-৩৩।৵০	৩৩।৵০-৩৩৲	—
মার্শালস ...	১০৵০-৯৸০	১০।০-৯৸৵০	—	১০৶০-৯৸৶০	৯৸৵০-৯॥/০	৯॥৶০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১৩৵০-১২৸০	১৩৵০-১২৸৵০	১২॥৶০	—	১২॥০	—
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	২৫৸০-২৫॥৶০	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৭/০-৬৸৶০	৭৶০-৬৸৶০	৭৲-৬৸৵০	৭/০-৭৲	৬৸৶০-৬৸/০	৬৸৶০-৬৸৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৫৵০-৫৲	৫/০-৫৲	৫৲-৪৸৵০	৪৸৵০	৫৲-৪৸/০	৪৸৵০-৪৸/০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫৮৲	১৫৭॥০	—	—	—	১৫৬॥০
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	১০৪৲-১০১॥০	১০৩॥০-১০১৸০	১০২॥০	১০৪৲-১০২৲	১০৩৲-১০২॥০	১০৩।০-১০৩৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৬॥৵০-১৬॥০	—	১৬॥৵০-১৬॥০	—	—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪॥৵০-১৪॥/০	১৪॥৶০-১৪॥৵০	১৪৸০-১৪॥৵০	১৪৸০-১৪॥৵০	১৪॥৶০-১৪॥৵০	১৪॥৶০-১৪॥৵০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫।০-১৫৵০	১৫৲-১৪৸৵০	—	১৫।০	১৫৵০	১৫।০-১৫৵০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	১০৸০-১০॥০	১০৸৵০-১০৸০	১০৸৵০-১০৸০	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৫৫৲	৫৪৸০	—	—	৫৫৲-৫৪।০	৫৩৸৶০-৫৩৸/০
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	৩৩।০	—	৩৪।০	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৫১৸০-৫১৶০	৫০৸০	৫০।৵০-৫০।০	৫০॥/০-৫০।০	৫০৵০-৪৮৸০	৪৯॥০-৪৯।৵০
তালচের ,, ,, ...	—	১২৸০	—	১১৸৵০	—	—
রাণীগঞ্জ ,, ...	—	৬৫৲	—	—	—	—
ইকুইটেবল ,, ,, ...	—	৮১।০-৮১৲	৮১৲-৮০৸০	৮০৸০	৮০।০-৮৯৸০	—
সাউথ করণপুরা ,, ...	৪৩৵০-৪২॥/০	৪২৸৵০-৪২।৵০	৪২।০-৪১৸৶০	—	৪২৵০-৪১॥০	৪১/০-৪১৲
ভুলনবরারি ...	—	—	—	—	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—	৫৩৲	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	১৪।৵০	১৫৲-১৪৸৵০	—	১৪।০	১৪৵০-১৩৸৵০	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৬৲	৪৫৸৵০	৪৫॥০-৪৫।৵০	৪৬৲-৪৫॥০	৪৬৲	—

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট। ফোন : বি, বি, ১৫৩৪

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, দারভাঙ্গা।

যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী— মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে গুহ

হেডঅফিস ফি.ফি.৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ রেজিষ্ট্রি ফি.ফি.২৬৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার, জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

—সুদের হার—

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪%

ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৮ই মার্চ্চ	১১ই মার্চ্চ	১২ই মার্চ্চ	১৩ই মার্চ্চ	১৪ই মার্চ্চ	১৫ই মার্চ্চ
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	১০।/০-৯৸৶০	১০/০-৯৸/০	৯৸/০-৯॥০	৯॥৶০-৯।৶০	৯॥০-৮৸৶০	৮৸৶০-৮॥৶০
বেনারস ...	১৪॥০-১৪।০	১৪॥০-১৪/০	১৩৸৶০-১৩৸৶০	১৪।৶০-১৪৲	১৪৲-১৩৸/০	—
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৭৸৶০-১৬॥৶০	১৭৸০-১৭।৶০	১৭।৶০-১৭।/০	১৭॥০-১৭।০	১৭৲-১৬।৶০	১৬৸৶০-১৬৷৴০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	৮৭৲-৮৬৶০	৮৮৲-৮৬।০	৮৭৲-৮৫॥০	৮৭॥০-৮৬॥০	৮৬।০-৮৫৲	৮৫৲
কেশোরাম ...	২৯॥০-২৮৸০	২৯৶০-২৮।৶০	২৮৸৶০-২৮।৶০	২৮৸৶০-২৮।৶০	২৮/০-২৭৸০	—
বঙ্গশ্রী ...	১৫৶০	১৫৲	১৫৶০-১৫/০	—	—	১৫॥/০-১৫।৶০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৮৶০	৮৶০	৮৲	৭৸৶০-৭৸/০	৭৸৶০-৭৸/০	৮।৶০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	৩২২৲-৩১৮৲	৩২৪৲-৩১৬৲	৩১৫৲	—	৩১৬৲	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	৩০।৶০-২৯।৶০	৩০৸০-২৯৸৶০	—	৩০।৶০-২৯৸/০	৩০৲-২৯৸০	—
টিটাগড় ...	৫৮॥৶০-৫৭।০	৫৮॥০-৫৭৲	৫৮॥০-৫৭৸৶০	৬০।৶০-৫৮।০	৫৯৸/০-৫৮।৶০	৬০॥৶০-৫৯।/০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৪৮৪৲	৪৯১৲	৪৭৩৲	৪৮০৲	৪৭৬৲-৪৭০৲	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৬৭৮৲-৬৭৩৲	৬৯৩৲-৬৮৩৲	৬৮৮৲-৬৮৫৲	৬৯৪৲-৬৯০৲	৬৮৮৲-৬৭৮৲	৬৮৬৲-৬৮২৲
কামারহাটি „ „ „ ...	১,০১০৲-১,০০৭	১,০০৭৲-১০০০৲	৯৯৬৲	১,০০২৲-৯৯৮৲	৯৯৬৲-৯৯০৲	৯৮৫৲
নদীয়া „ „ „ ...	১৮৮॥০-১৮৫৲	১৮৬৲	১৮৫৲-১৮২৲	১৯১৲-১৮৪৲	১৯১৲-১৮৪৲	১৮৭।০-১৮৬৲
প্রেসিডেন্সী „ „ „ ...	১৬।৶০-১৬/০	১৬॥০-১৬৶০	১৬৶০-১৬৲	১৬।০-১৬৲	১৬৶০-১৫৸০	—
রিলায়েন্স „ „ „ ...	১১২৲-১১১৲	১১২॥০-১১০৲	১১০৲-১০৯৲	১১১৲-১০৯॥০	১০৯॥০	—
নাকনাডা „ „ „ ...	৮৫১৲-৮৪৪৲	৮৪৯৲-৮৪০৲	৮৪০৲-৮৩৫৲	৮৪০৲	৮৪০৲-৮৩০৲	৮৩২৲
ওওডা „ „ „ ...	১৩১॥৶০-১৩০॥৶	১৩০॥৶০-১২৯৸৶	১২৯॥০	১৩০।০	১২৯।৶০-১২৮।/০	—
ডালহৌসী „ „ „ ...	৪৯৫৲-৪৮৬৲	৪৯৮৲-৪৮৮৲	৪৮৯৲	৪৯৫৲-৪৯৩৲	৪৮৮৲-৪৮৩৲	৪৮৬৲
বজবজ „ „ „ ...	৭২৬৲	৭৩৬৲-৭২৪৲	৭২৭৲	৭৩৫৲-৭২৩৲	৭৩০৲	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড „ „ ...	৪২৩৲	৪৩৭৲-৪২৬৲	৪৩০৲	৪৩৭৲-৪৩২৲	৪২৬৲	—
এলায়েন্স „ „ „ ...	৯৩৭৲-৯৩৫৲	৯৪২৲-৯২৮৲	৯৩৬৲-৯৩৫৲	৯৭৫৲-৯৭০৲	৯৬৩৲-৯৫০৲	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	—	১৬।৶০-১৬/০	—	১৬।০-১৬৲	—	—
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪৬৲	৪৬৶০-৪৫৸৶০	৪৬৶০-৪৫৸০	৪৬।০-৪৬৲	৪৬৲-৪৫।৶০	৪৬৲
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৪২৸০-৪০॥০	৪১॥৶০-৪০।৶০	৪০৸০-৪০।/০	৪১।০-৪০॥৶০	৪০।০-৩৯৲	৪০৶০-৩৯৸৶০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান „ „ „ ...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী „ „ „ ...	—	—	—	—	—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—	—	—	—	—	—
তেজপুর „ „ „ ...	৩০।৶০-৩০।০	৩০৸০-২৯॥০	—	—	—	৩০৲
বিশ্বনাথ „ „ „ ...	৫১৲	—	—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৮৶০	১৮।০	১৮৲-১৭৸৶০	১৮৶০-১৭৸৶০	—	—
বি আই কর্পোরেশন ...	১১॥৶০-১১।৶০	১১৸০-১১।০	১১।০-১১৶০	১১।/০-১১৶০	১১।৶০-১০৸৶০	১১৶০-১০৸/০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	২০৫৲-২০১৲	২০৫৲-২০০॥০	২০০৲	২০১৲	২০১৲-১৯৯৲	১৯৬৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৭৸০	১৮॥০-১৭॥৶০	১৮৶০-১৭৸০	১৮।০-১৭৸৶০	১৮৲-১৭৸/০	১৭৸/০-১৭৸০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	৩০৩৲-৩০০৲	৩০৩৲-২৯৭৲	—	৩০১৲-২৯৮৲	২৯৯৲-২৯৬৲	২৯৬৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট „ „ ...	২৫।৶০	—	২৫॥০	২৫॥৶০-২৫।৶০	২৫।০-২৫৲	২৫।০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	১৬৲-১৫॥৶০	—	১৫৸৶০-১৫॥৶০	১৬৲	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	১১॥০	১১৶০	—	—	—

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৭৫,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,৫০,০০০৲
শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ
এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৩৮৬১
শাখাসমূহ
টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড),
দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা,
দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস, বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ) ও চাইবাসা।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মূল্য কমিল !!!
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।
লখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা
ও গোধুলিয়া, বেনারস।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল	২নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)	বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

দি

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস : ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৫৩৮০

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—
কলিকাতা
১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং—ক্যালকাটা—৫৬০৭
২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।
৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড্-এ
(কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন্ রোড্ মোড়) খোলা হইয়াছে।

আসাম
শিলং, শিলচর, গৌহাটি, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নওগাঁ, হাতক, হবিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড— ৫,৫০,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲

বাঙ্গালা
চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—
১। সিলেট ৩। শিলচর
২। শিলং ৪। ঢাকা
কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার
মিঃ জে, এম, দাস, জেনারেল ম্যানেজার

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪

—মূলধন—

অনুমোদিত—	৩,০০,০০,০০০৲	
বিলিকৃত ও বিক্রীত	১,০০,০০,০০০৲	
আদায়ীকৃত—	৫৭,৫০,০০০৲	উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৬,৫০,০০০৲	উপর

শাখাসমূহ—
কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—
ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়
লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি
বিস্কুট
স্বাদে ও
গুণে
অপরা

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 25th March, 1946, সোমবার, ১১ই চৈত্র, ১৩৫২ [৪৫শ সংখ্যা

যুদ্ধকালীন কর্ম্মসংস্থান ও তাহার যুদ্ধোত্তর পরিণতি

যুদ্ধের সময়ে দেশে সামরিক ও বেসামরিক কর্ম্মধারা সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে বহু নূতন লোকের কাজ জুটিয়াছিল। সর্ব্বসমেত কত লোক এইভাবে কার্য্যে বহাল হইয়াছিল, তাহার সঠিক বিবরণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। তবে সৈন্য বিভাগ, রেলওয়ে, রেজিষ্ট্রীকৃত শিল্পকারখানা ও খনি প্রভৃতিতে নিয়োজিত লোকের একটা সংখ্যা-তালিকা গবর্ণমেণ্ট সংগ্রহ করিয়া থাকেন, আর সে তালিকা তাঁহারা সম্প্রতি প্রকাশও করিয়াছেন। এই বিবরণদৃষ্টে জানা যায়—সাধারণ সৈন্য বিভাগ, রাজকীয় নৌবাহিনী ও রাজকীয় বিমান বাহিনীতে যেখানে ১৯৩৮ সালে মোট ১ লক্ষ ৮৪ হাজার লোক নিযুক্ত ছিল সেখানে গত ১৯৪৫ সালে সেই সংখ্যা বাড়িয়া ২১ লক্ষ ১৩ হাজার হইয়াছিল। উইমেনস্ অক্সিলারী ফোর্সে যে ১২ হাজার নারী লওয়া হইয়াছিল তাহা ধরিলে ১৯৪৫ সালে সৈন্য বিভাগে মোট নিয়োজিতের সংখ্যা ২১ লক্ষ ২৫ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল বলা চলে। এই সংখ্যার ভিতর ১৯ লক্ষ ৪১ হাজার জনই ছিল নূতন চাকুরিয়া। গবর্ণমেণ্টের বরাদ্দ অনুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত কারখানা, রেলওয়ে ও খনির কাজে ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালে ১১ লক্ষের মত বেশী লোক নিযুক্ত ছিল। এই তিন শ্রেণীর কাজে কর্ম্মনিরতের সংখ্যা যথাক্রমে ৮ লক্ষ, আড়াই লক্ষ ও ৫০ হাজার করিয়া বাড়িয়াছিল। রেজেষ্ট্রীকৃত কারখানার মধ্যে গোলাগুলী তৈয়ারের কারখানায় ১৯৩৮ সালে ২২ হাজার ৬৫৭ জন লোক নিযুক্ত ছিল। ১৯৪৪ সালে সেই সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩২৭ জনে দাঁড়াইয়াছিল। ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা, ডক, টাঁকশাল ও চামড়ার কারখানায় ১৯৩৮ সালে যথাক্রমে ২,০৯,৫৬৮, ৪,২১০, ১,৭২৪ ও ১১,৭৪৭ জন লোক নিযুক্ত ছিল। ১৯৪৪ সালে সেই সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে ৪২৩,৯৯৫, ১৩,৬২১, ৭,৭৩২ ও ৩৪,১৬০ জনে পরিণত হইয়াছিল।

যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় ব্যাপক কর্ম্মসংস্থানের স্থলে এক্ষণে ব্যাপক কর্ম্মচ্যুতির পালা সুরু হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত সৈন্য বিভাগ হইতে ৩ লক্ষেরও বেশী লোকের চাকুরী গিয়াছে। আগামী মে মাস মধ্যে আরও ৩ লক্ষকে বরখাস্ত করা হইবে। ১৯৪৬ সালের জুন হইতে ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত অতিরিক্ত ৮ লক্ষ লোককে ছাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালের প্রথম হইতে উইমেনস অক্সিলিয়ারী ফোর্স টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইবে। কল-কারখানা হইতে যাহাদের চাকুরী যাইতেছে তাহাদের সংখ্যা এখনই অবধারণ করা সম্ভবপর নহে। দুই এক বৎসর পর কারখানা-সমূহে কর্ম্মনিরত লোকের হিসাব প্রকাশিত হইলে তখন তাহা বুঝা যাইবে।

যুদ্ধের সময়ে সমরপ্রচেষ্টায় লোকের সহযোগিতা আহ্বান করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর কর্ম্ম সংস্থানের ব্যাপক পরিকল্পনা অবলম্বন সম্পর্কে অনেক বড় বড় বুলি আওড়াইয়াছিলেন। যুদ্ধ শেষে নূতন চাকুরিয়াদের কাজ ফুরাইয়া আসিলে কৃষি, শিল্প ও যানবাহন উন্নতির নানাক্ষেত্রে তাহাদিগকে পুনর্ব্বহাল করা হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ভরসা দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ব্যাপকভাবে লোক ছাঁটাইয়ের কাজ সুরু হইলেও তাহাদিগকে পুনর্নিয়োগ করিবার সরকারী পরিকল্পনা এখনও বিশেষ কিছুই কার্য্যকরী হইতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১১৩৩-৪০
দুর্ভিক্ষের কবল হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার উপায়	১১৪১-৪২
কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা (১৪) মসল্লা	১১৪৩-৪৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১১৪৫-৪৬
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১১৪৭-৫১
কোম্পানী প্রসঙ্গ	১১৫২-৫৩
বাজারের হালচাল	১১৫৪-৫৮

ভারতের দারিদ্র্য ও তাহার সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যা

ইংরাজ জাতির কুশাসন ও অর্থনৈতিক শোষণের ফলে ভারতের লোকদের দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দ্দশা অফুরন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সে সত্য কথাটা স্বীকার না করিয়া কারসাজি করিয়া এদেশের ক্রমবর্দ্ধিত দুঃখ-দারিদ্র্যকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইংরাজ অর্থনীতিবিদ মালথ্যাস (Malthus) ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলেন—জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কোন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাই তাল রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে না। ফলে দিন দিনই মনুষ্যসমাজ দরিদ্রতর দশায় উপনীত হইবে। বহু লোককে অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে অকালমৃত্যু বরণ করিতে

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেপবো" কলিকাতা।
ফোন : পি কে—২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

হইবে। সেই মালথ্যাসীয় নীতির সূত্র ধরিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের বর্ত্তমান দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দ্দশাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণতি বলিয়াই বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যাখ্যা যে ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা সম্পর্কে বৃটীশ দায়িত্ব এড়াইবার হীন প্রচার-কার্য্য ছাড়া কিছুই নহে, সুপরিচিত লেখক মিঃ আর পামি দত্ত (Mr. R. Palm Dutt) তাঁহার এক সাম্প্রতিক পুস্তকে তাহা ভালভাবেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মাল-থ্যাস ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিতান্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়া সম্পূর্ণ নিরাশাবাদী মনোভাব হইতে তাঁহার নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীতে জনবৃদ্ধির তুলনায় দুনিয়ার অনেক দেশে পণ্য ও ধনসম্পদ উৎপাদনের সুনির্দ্দিষ্ট ক্রমবর্দ্ধিত গতি সেই নীতির অযৌক্তিকতা ও অসারতাই প্রমাণ করিয়াছে। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি এতই সুদূরপ্রসারী হইয়া দেখা দিতেছে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও ভোগ-বিলাসের উপকরণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবশ্য সে উপকরণ ও সম্পদ এখনও যথোচিত পরি-মাণে সাধারণ লোকদের ভোগে আসিতেছে না। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইহার কারণ নহে, ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনবণ্টনের অনুচিত বিভেদবৈষম্যই তাহার মূল কারণ। ভারতের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ পামি দত্ত বলিয়াছেন—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মালথ্যাসীয় নীতি অনুসরণ করিয়া যেভাবে এই দেশের দারিদ্র্যের কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা সকল দিক দিয়াই খুব অনুচিত ও অসঙ্গত বলা চলে। একেত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছু বেশী হইলে কোন দেশ দরিদ্র হইয়া পড়িবে বলিয়া কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। তাহার উপর দুনিয়ার সমুন্নত দেশসমূহের তুলনায় ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে বাস্তবিকই বেশী, সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ভার-তের জনসংখ্যা ছিল ১০ কোটি, বর্ত্তমানে উহা বাড়িয়া ৪০ কোটি হইয়াছে। ১৭০০ সালে বৃটেনের জনসংখ্যা ছিল ৫১ লক্ষ। বর্ত্তমানে তাহা ৪ কোটি ১০ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। তিন শতাব্দীতে বৃটেনের জনসংখ্যা ৮ গুণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও যেখানে ঐ দেশের সমৃদ্ধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে সেখানে তিন শতাব্দীতে ভারতের জনসংখ্যা মাত্র ৪ গুণ বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহা ঐ দেশের দারিদ্র্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে কেন? একথা সত্য যে, ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত ভারতের লোকসংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বেশী পরিমাণে বাড়িয়াছে। কিন্তু এই সময়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের জনসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়ি-য়াছে ভারতে তাহা সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। অথচ জনসংখ্যা বেশী বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ায় ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির কি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তই না দেখা গিয়াছে! আসল কথা, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ভারতের দারিদ্র্য বাড়ে নাই, ভারতের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে ঐ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্য। ঐ দেশকে পরাধীন রাখিয়া বৃটেন তাহার নিজ স্বার্থে উহাকে নির্বিচারে শোষণ করিতেছে। ভারতের যে প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল উন্নত প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে কৃষি ও শিল্প পরি-চালনার ব্যবস্থা হইলে ঐ দেশ দুনিয়ার অন্য অনেক দেশের তুলনায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু ভারতের বৃটিশ শাসকেরা নিজেদের বাণিজ্যস্বার্থ হইতে ভারতের সে আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে কোন আন্তরিক গরজ দেখাইতেছেন না; বরং নানাভাবে তাহার প্রতিকূলতাই করিতেছেন। ভারতের লোকদের দারিদ্র্যের মূল কারণ যে কি, মিঃ আর পামি দত্তের এই সব মন্তব্য হইতে তাহা সকলেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

বাঙ্গলায় খাদ্যের ঘাট্‌তি

১৯৪৬ সালে ভারতে খাদ্যের কি পরিমাণ ঘাট্‌তি দাঁড়াইবে ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগ সে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলার অবস্থা আলাদাভাবে জানিবার সুবিধা এতদিন হয় নাই। বাঙ্গলা সরকারের ডিরেক্টর জেনারেল অব ফুড মিঃ এস. কে চ্যাটার্জ্জি সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতা দিয়া সে তথ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। উডহেড কমিশন (দুর্ভিক্ষ কমিশন) বলিয়াছিলেন, ১৯৪৬ সালে বাঙ্গলায় ১ কোটি ৫ লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন হইবে। মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলিতেছেন, ১৯৪৫ সালের উদ্বৃত্ত হিসাবে এবার ৪ লক্ষ ২৭ হাজার টন চাউল পাওয়া যাইবে। ১৯৪৬ সালের অনুমিত উৎপাদন হইতেছে ৯৩ লক্ষ টন (বীজের জন্য রক্ষিত ধান বাদ দিয়া)। উহার সহিত গত বৎসরের উদ্বৃত্ত যোগ করিলে ১৯৪৬ সালে চাউলের মোট যোগান দাঁড়ায় ৯৭ লক্ষ ২৭ হাজার টন। কাজেই চল্‌তি বৎসরে চাউলের ঘাট্‌তি হইতেছে শতকরা মাত্র ৭ ভাগ।

বাঙ্গলার ডিরেক্টর জেনারেল অব ফুড চাউলের যে ঘাট্‌তি দেখাইয়াছেন, তাহা এই বিরাট প্রদেশের পক্ষে খুব সামান্য (যদিও নানা কারণে এই শ্রেণীর সরকারী তথ্য-তালিকার উপর একান্তভাবে নির্ভর করা চলে না)। দেশের মোট প্রয়োজন যেখানে ১০৫ লক্ষ টন সেখানে যোগান ৯৭ লক্ষ টন হওয়াতে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা যাওয়ার কোন কথা নাই। মিঃ চ্যাটার্জ্জি নিজেই বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলার প্রত্যেক লোক যদি তাহাদের ব্যবহার্য্য প্রতি এক সের চাউল হইতে সোয়া এক ছটাক করিয়া বাদ দেয় তবে এই ঘাট্‌তি অতি সহজেই পরিপূরিত হইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে—দেশের সকল শ্রেণীর লোককে সেরূপ স্বার্থত্যাগে বাধ্য করা কি ভাবে সম্ভবপর? ধনতান্ত্রিক সমাজে লোকের উদার সুবিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া যে কোন সুফল পাওয়া যায় না সে দৃষ্টান্ত আমরা অনেক সময়েই লক্ষ্য করিয়াছি। এক্ষেত্রে গবর্ণ-মেণ্টের উচিত সর্ব্বত্র কড়াকড়ি রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া ধনী-গরীবনির্ব্বিশেষে সকলের জন্যই কিছু কম চাউলের বরাদ্দ করা। কিন্তু সে সম্পর্কে বর্ত্তমান সরকারী পরিকল্পনা ও বিধিব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার কয়েকটি সহরে মাত্র রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহাতে সকলের ক্ষেত্রে প্রতি সেরে সোয়া এক ছটাক করিয়া কম চাউল ব্যবহৃত হওয়ার কোন আশা নাই। গ্রামাঞ্চলের লোকেরা অধিকাংশই দরিদ্র। কাজেই ইচ্ছা থাকিলেও বর্ত্তমান চড়া মূল্যে তাহারা পূরা মাত্রায় চাউল সংগ্রহ করিতে পারিবে না। কিন্তু সহরাঞ্চলে চাউলের অপচয় ও অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেকটি কেন্দ্রেই কড়াকড়ি রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তন করা সঙ্গত। রেশন প্রথার আড়ালে চোরাকার-বার ও দুর্নীতি প্রশ্রয় পাওয়ার ফলে ধনীদের পক্ষে বর্ত্তমানে প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল সংগ্রহ করা কঠিন হয় না। সেই ফাটল বন্ধ করার জন্যও গবর্ণমেণ্টকে আজ সুসঙ্কল্পিত হইতে হইবে।

খাদ্য রেশন হ্রাসের প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট

খাদ্য রেশন হ্রাসের প্রতিবাদে ২৪ পরগণা, হুগলী ও হাওড়ার শিল্পাঞ্চল এবং আসানসোল ও রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে ব্যাপক ধর্ম্মঘট সুরু হইয়াছে। প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যখন খাদ্যাভাব গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে তখন সকলেই ভরপেট খাইতে পাইবে এমন কোন সম্ভাবনা নাই এবং এরূপ সঙ্কটের সময় প্রত্যেকেরই কিছু কম খাইয়া অপরের ক্ষুন্নিবৃত্তিতে সাহায্য করাও মানবোচিত কর্ত্তব্য। কংগ্রেস নেতারাও এই কারণে খাদ্য রেশন হ্রাসের নীতি সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু যে গবর্ণমেণ্ট এই খাদ্য রেশন হ্রাসের নীতি অনুসরণ করিতেছেন সেই গবর্ণমেণ্টের উপর কাহারও আস্থা নাই। খাদ্য রেশন হ্রাসের ফতোয়া বিদেশী ও অকর্ম্মণ্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আসাতেই শ্রমিকদের মধ্যে এই ধরণের বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট যদি এই আদেশ জারী করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা সহরে ও মফঃস্বলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহের সুব্যবস্থা করিয়া, অন্যান্য খাদ্য অধিকতর পরিমাণে সরবরাহের আয়োজন করিয়া এবং জনসাধারণকে দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া এই ধরণের অপ্রিয় আদেশ জারী করিতে অগ্রসর হইতেন।

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সে ধরণের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই এবং ইহা করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই। কংগ্রেসও প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। তবে গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সরকারী খাদ্যনীতিতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি না করিয়া সমর্থনই জানাইয়াছেন। বর্ত্তমানে দেশের মধ্যে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আপাত অবসানের একমাত্র উপায় হইতেছে জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত খাদ্য রেশন হ্রাসের ব্যবস্থা স্থগিত রাখা। ইহার ফলে গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। আশা করি গবর্ণ-মেণ্ট ইহা বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে ব্যবস্থা অব-লম্বন করিবেন।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

ভারতে যৌথ চাষাবাদের প্রচলন

এদেশের কৃষিভূমি অনেক স্থলেই খুব ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত বলিয়া ভালভাবে জমি চাষাবাদের অসুবিধা হইতেছে। তাহাতে ফসলের ফলনও স্বভাবতঃই কম দাঁড়াইতেছে। আধুনিক যুগে সোভিয়েট রাষ্ট্র দুনিয়ার সমক্ষে যৌথ চাষাবাদের এক সমুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। বহু টুকরা জমিকে একত্র করিয়া রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে ট্রাক্টরের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত ভালভাবে ও কম খরচে চাষাবাদেব কাজ পরিচালনা করা হইতেছে। উহাতে ঐদেশের কৃষি সকল দিক দিয়াই বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ভারতে কৃষি-ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে ও এদেশের কৃষকদের আয় বাড়াইতে হইলে রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশেও ঐরূপ যৌথ ফার্ম্মের রীতি প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন। যৌথ চাষাবাদের প্রযোজনীয়তা ও সার্থকতা এদেশের গবর্ণমেণ্টের অবিদিত না থাকিলেও তাঁহারা এতদিন ঐ বিষয়ে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এসম্পর্কে কিছুটা উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। বোম্বাই গেজেটে একটি আইনের বিল প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রদেশে যৌথ চাষাবাদের রীতি প্রচলন সম্পর্কে একটি স্কীম উপস্থিত করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট নিজেরা প্রয়োজন বোধ করিলে কিংবা গ্রামের দুইজন বা ততোধিক জমির মালিক (যাহাদের অধীনে বেশী জমি রহিয়াছে) গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে তাঁহারা সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়া কোন গ্রামে যৌথ ফার্ম্ম গঠনেব ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এইরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহাদের আপত্তি থাকিলে গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওযার ৩০ দিন মধ্যে তাঁহাদিগকে সেই আপত্তি ল্যাণ্ড কনসোলিডেশন অফিসরের নিকট পেশ করিতে হইবে। যৌথ ফার্ম্মের যে জমি একত্র করা হইবে তাহার মধ্যে শতকরা ৩৩ ভাগের চেয়ে কম ভাগ জমির মালিক যদি ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি জ্ঞাপন করেন তবে তাঁহাদের সে আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া কনসোলিডেশন অফিসর সরাসরি যৌথ ফার্ম্ম গঠনের কাজে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিবেন। যদি ৩৩ ভাগের চেয়ে বেশীর ভাগ জমির মালিক কোন স্কীম সম্পর্কে বিরোধিতা করেন, তবে উপরোক্ত অফিসর তাঁহাদের সে আপত্তি গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিবেন। ঐরূপ আপত্তি সঙ্গত কি-না এবং ঐরূপ বিরোধিতা সত্ত্বেও যৌথ ফার্ম্ম গঠন করা ঠিক হইবে কি-না, গবর্ণমেণ্টই তাহা চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করিবেন।

বোম্বাই সরকারের উপরোক্ত স্কীম দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, ঐ প্রদেশে যৌথ চাষাবাদের রীতি প্রচলন সম্পর্কে তাঁহারা আন্তরিকভাবে ব্রতী হইতে চান। মুষ্টিমেয়ের আপত্তির জন্য যাহাতে এই শ্রেণীর কাজ বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেজন্য জনসাধারণের উপর আংশিকভাবে একটা বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করিতেও তাঁহারা সুসঙ্কল্পিত। যৌথ ফার্ম্ম গঠনেব কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অল্পসংখ্যক লোকের অনিচ্ছা গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিবেন না। যাঁহারা ৩২ ভাগের চেয়েও বেশী জমির মালিক তাঁহারা যদি উহার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেন, তবে সে আপত্তিব কারণ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু অযৌক্তিক মনে হইলে সে আপত্তি বাতিল করিযা দিযাও তাঁহারা যৌথ চাষাবাদেব স্কীম কার্য্যকরী কবিতে পাবিবেন। যৌথ কৃষিফার্ম্ম গঠন সম্পর্কে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাব আমরা খুব সঙ্গত বলিযাই মনে কবি। চাষেব জমি অসংখ্য ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত থাকাব ফলে এদেশের কৃষির উন্নতিব যে মাবাত্মক বিঘ্ন দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যৌথ ফার্ম্ম গঠনের ব্যাপক কার্য্যনীতি অবলম্বন ছাড়া আমাদের জাতীয সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে না। কৃষকেরা যদি স্বেচ্ছায ঐরূপ বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনে রাজী না হয, তবে দেশের কল্যাণে তাহাদিগেব উপব সেবিষযে কতকটা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা প্রাদেশিক সরকারসমূহের কর্ত্তব্য হইবে।

সিমেণ্টের চাহিদা

যুদ্ধোত্তব ভারতে স্বভাবতঃই গৃহ-নির্ম্মাণের হিড়িক পড়িবে। এতদিন কঠোর বিধিনিষেধ এবং মাল-মশলাব অভাবে অনেকেই বাড়ীঘর নির্ম্মাণ কবিতে পারেন নাই। তাঁহারা এখন বাড়ীঘব নির্ম্মাণ সুরু কবিবেন বা করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় বহু লোক যথেষ্ট অর্থার্জ্জন করিযাছেন। তাঁহাদের অনেকেই জাযগা-জমি কিনিয়া রাখিযাছেন। তাঁহারাও বাড়ীঘব নির্ম্মাণে মন দিবেন। জনবহুল অঞ্চলগুলিতে বাড়ীঘর করা লাভজনক ব্যবসাও বটে, কাজেই অর্থশালী বহু লোক বাড়ীভাড়া দিয়া নিবাপদ অর্থোপার্জ্জনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবেন, ইহাও স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টেরও গৃহ-নির্ম্মাণের বড বড় পরিকল্পনা প্রস্তুত হইযা রহিয়াছে। মোটের উপর, বাড়ীঘব নির্ম্মাণেব মাল-মশলার চাহিদা খুবই বাড়িয়া যাইবে, ইহা ধরিযা লওয়া যায। সিমেণ্ট গৃহ-নির্ম্মাণের একটী অতি প্রয়োজনীয় মশলা। বর্ত্তমানে ভারতের নিম্নলিখিত সিমেণ্ট প্রস্তুতকারী কোম্পানীগুলি বৎসরে নিম্নলিখিত পরিমাণ সিমেণ্ট প্রস্তুত করিয়া থাকেন বলিয়া জানা গিয়াছে—এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানী ১৮ লক্ষ ৬২ হাজার টন, ডালমিয়া ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টন, অন্যান্য কোম্পানী ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন, মোট ২৭ লক্ষ ৮২ হাজার টন। চাহিদার তুলনায় সিমেণ্টের উৎপাদন কম বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট আরও ৩০ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপাদনের অনুমতি দিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানী ও ডালমিয়া ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার টন সিমেণ্ট উৎপাদন বৃদ্ধির অনুমতি পাইয়াছেন।

মাদ্রাজের তিনেভেলী জেলায় ইণ্ডিয়া সিমেণ্টস লিমিটেড নামক একটী নূতন কোম্পানী এক লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপাদনের লাইসেন্স পাইয়াছেন। এই কোম্পানীর অনুমোদিত পুঁজির পরিমাণ দুই কোটি টাকা। এখনও সিমেণ্ট উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালী ধনীরা এইদিকে দৃষ্টি দিবেন বলিয়া আমরা আশা কবি।

রুশিয়ায় রেলওয়ে বিস্তারের পরিকল্পনা

ভারতবর্ষে যখন রেলওয়ের শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন উঠিযা দেশব্যাপী অশান্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে ঠিক তখনই সোভিয়েট রুশিয়ায় রেলওয়ে বিস্তারের বিরাট পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০ লক্ষ নূতন লোককে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। সাইবেরিয়ার সহিত সুদূর প্রাচ্যের এবং উরালের সহিত কুজবাস ও কারাগাণ্ডা কয়লাখনি অঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রেলপথসমূহ খোলা হইতেছে। সহস্র সহস্র মাইল বিস্তৃত রেলপথসমূহের জন্য স্বযংক্রিয় সিগন্যালের ব্যবস্থা করা হইতেছে। বহু লাইনে বিদ্যুতের সাহায্যে ট্রেণ চালানো হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মধ্য এশিয়া, উত্তর ককেশাস প্রভৃতি এলাকায় ডিজেল ইঞ্জিনের সাহায্যে ট্রেণ চালানোর ব্যবস্থা হইতেছে। ইহার জন্য বহু ডিজেল ইঞ্জিনও প্রস্তুত হইতেছে। ঐ সকল অঞ্চলে জলাভাবের জন্যই ডিজেল ইঞ্জিনের প্রবর্ত্তন করা হইতেছে।

বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও বস্ত্রাভাব

বোম্বাইয়ের মিলমালিক সমিতির সভাপতি স্যার বিঠল, এন, চন্দবরকর গত ২০শে মার্চ্চ উক্ত সমিতির সাধারণ বার্ষিক সভায় যে সকল তথ্য উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা জানিযা আমরা বিস্ময় বোধ করিতেছি। স্যার বিঠল প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৪৪-৪৫ সালে রপ্তানী ও সামরিক প্রযোজন

দি
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)
৩১-১-৪৬ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমা সহ), ও সংরক্ষিত তহবিল	৩২,৯৫,৪১৫৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	২,২৮,৫১,৪১০৲
আমানত	৩,৮৪,৭৩,৬৬০৲
কার্য্যকরী মূলধন	৪,৫৫,৬৫,৩৯৩৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন

টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা টেলিফোন : ক্যাল২০৭৩
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ
(স্থাপিত—১৯২৬)
হেড অফিস ঃ—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	২৫,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত	১২,৫০,০০০৲	"
বিক্রীত	১২,৫০,০০০৲	"
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ—১২,০০,০০০৲ টাকার উপর		
কোম্পানীর কাগজ ও নগদ	৫৬,০০,০০০৲	" "
কার্য্যকরী মূলধন—১,৪০,০০,০০০৲		" "

—শাখাসমূহ—
খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালনা, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), রাজসাহী, নাটোর, নওগাঁ, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

মিটাইয়াও জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য মিল ও তাঁতের মোট ৬ শত ৩০ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইত ৬ শত ২৬ কোটি গজ। স্যার বিঠলের হিসাবে দেখা যাইতেছে, যুদ্ধপূর্ব্ব যুগের তুলনায় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও বস্ত্র-সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বস্ত্রব্যবসায়ী ও মিলমালিকদের একটী বড় অংশ ব্যাপক চোরাকারবারে লিপ্ত আছেন এবং অকর্ম্মণ্য গবর্ণমেণ্ট সেই চোরাবাজার দমন করিতে পারেন নাই। অসাধু সরকারী কর্ম্মচারীদের সাহায্যে এই সকল চোরাকারবারী ভারতে উৎপন্ন কাপড়ের একটা মোটা অংশ চীন প্রভৃতি দেশে চালান দিতেছে বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। মজার কথা হইতেছে এই যে, বস্ত্রসঙ্কট চরমে উঠিবার পূর্ব্বে কিন্তু জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কাপড় প্রকৃত পক্ষেই কম উৎপন্ন হইয়াছে। স্যার বিঠলের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে জনসাধারণের জন্য ৫৮৬ কোটী ৮০ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। কাপড়ের চোরাকারবারে মোটা লাভের সম্ভাবনা আছে বলিয়া চোরাকারবারীরা যখন কাপড়ের দিকে শ্যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে তখন কাপড় অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়াও বস্ত্রসঙ্কট রোধ করা যায় নাই। স্যার বিঠল চন্দবরকর এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বস্ত্র ও সুতার নিয়ন্ত্রণ উঠাইবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। অভাব ও চোরাকারবার থাকা পর্য্যন্ত কন্‌ট্রোল বজায় রাখা সঙ্গত। কিন্তু সমস্যা হইতেছে এই যে, এই কন্‌ট্রোল ব্যবস্থা পরিচালনায় দায়িত্বগ্রহণের ক্ষমতা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের নাই। স্যার বিঠলের আর একটী তথ্যও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, ১৯৪৫ সালে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে ৩৮টী ধর্ম্মঘটের ফলে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার দিন নষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান সঙ্কটের সময় গবর্ণমেণ্ট ও মালিক উভয়েরই এ বিষয়ে একটা কর্ত্তব্য রহিয়াছে। শ্রমিকদের অসন্তোষ দূর করিয়া উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা বর্ত্তমানে একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য রাজনৈতিক অশান্তির জন্য হরতাল প্রভৃতির ফলেও ৮ লক্ষ ১০ হাজার কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে। শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ অবস্থায় দেশে কোন ঘটনা ঘটিলে শ্রমিকরা নীরব থাকিবে, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু ইহার জন্য জনসাধারণকেই দুর্ভোগ ভুগিতে হয়। এই দুর্ভোগ দূর করার সমস্ত দায়িত্ব বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তাদের—আর কাহারও নহে।

শ্রমিক-মালিক বিরোধ

যুদ্ধ মিটিয়া যাইবার ফলে যুদ্ধসংক্রান্ত বহু শিল্প কারবার গুটাইতে বাধ্য হওয়ায় এবং বহু শিল্পের মালের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের এবং মজুরী কর্ত্তনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মঘটও বাড়িয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের ঠিক পরবর্ত্তী অবস্থায় ইহা অনিবার্য্য। শ্রমিক-মালিক বিরোধকে কতটা সংযত রাখা যাইবে, তাহা প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণভাবে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে। ভারতে শিল্প সম্প্রসারণের সুযোগদান এবং শ্রমিক কল্যাণকর আইন প্রণয়নের দ্বারা এই বিরোধকে বহুল পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতীয় শিল্পপতি ও মজুর উভয় পক্ষকেই কিছুটা সুবিধা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রমিক-মালিক বিরোধ কোন সময়েই বিশেষ হ্রাস পায় নাই। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল, মে, জুন এই তিন মাসে বৃটিশ ভারতে ২১৭টী ধর্ম্মঘটে মোট ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৫ শত ১০ জন শ্রমিক লিপ্ত হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে ঐ তিন মাসে ১২৭টী ধর্ম্মঘটে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩ শত ৩৩ জন শ্রমিক যোগ দিয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মজুরী লইয়াই ভারতবর্ষে ধর্ম্মঘট হইয়া থাকে। ধর্ম্মঘটের কারণ ইহা হইতেই বুঝা যায়। যুদ্ধের খাতিরে দায়ে পড়িয়া অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

রাজস্থান

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস:- ২২, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

শাখাসমূহ: বসিরহাট, বাণীপুর, ভবানীপুর, বাহুড়িয়া, সোনারপুর, ঝুমরপুর-মজিলপুর, বসিরহাট বাজার, লক্ষ্মীকান্তপুর, মাল (জলপাইগুড়ি), জলপাইগুড়ি।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীলাল মোহন মুখার্জি

গ্রাম-"গোল্ডনেস্ট"
ফোন-কলিকাতা, ৪০৩৮

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, মেদিনীপুর, পুরী, হাটখোলা বেনারস ও জলপাইগুড়িতে আমাদের শাখা খোলা হইয়াছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্‌ড্ এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন— ... ৫০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড— ১৩,৭১,০০০৲ টাকার উপর
আমানত— ... ... ২,৭৫,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন— ... ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকার উপর

পৃষ্ঠপোষক— মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্-আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

প্রধান অফিস— আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)
রেজিষ্টার্ড অফিস— আখাউড়া (বি এ রেলওয়ে)
কলিকাতা অফিসসমূহ— ৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।

এলায়েড ব্যাঙ্ক

--লিমিটেড--

হেড অফিস :—ঢাকা

কলিকাতা অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন

ফো: কলি: ২৮৫৭

ময়মনসিংহ : কিশোরগঞ্জ : বাজিতপুর : নবাবপুর (ঢাকা)।

এলায়েড ব্যাঙ্ক একটী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

অজিতকুমার সোম, ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ্জ — হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সব মিলাইয়াও সেগুলি নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের দামে নাগাল পায় না বলিয়াই বিরোধের সৃষ্টি হয়। নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা মূল্য হ্রাস করার দিকে নজর না দিলে শুধু মজুরী বৃদ্ধির দাবী অগ্রাহ্য করিলেই এই গোলযোগ মিটানো যাইবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কচ্ছেদ

দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য সম্পর্কচ্ছেদের জন্য ভারত সরকার তিন মাসের নোটীশ দিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ভারতীয়-বিরোধী যে বিল উপস্থিত করিয়াছেন তাহা লইয়া সম্প্রতি তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের উন্নাসিকতা ও বর্ণবৈষম্যের নীতি সর্ব্বজনবিদিত। দীর্ঘকাল হইতেই দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের এবং ভারতীয়দের 'অস্পৃশ্য' বলিয়া গণ্য করিয়া আসিতেছেন।

বহু প্রকার বিধিনিষেধ সত্ত্বেও পরিশ্রমী ভারতীয়দের উন্নতির গতিরোধ করিতে না পারিয়া তাঁহারা অনেক দিন হইতে ভারতীয়দের জমিজমা হইতে বঞ্চিত করিয়া কোণঠাসা করিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছেন। পেগিং এ্যাক্ট বা কোনঠাসা আইন উক্ত নীতিরই পরিণতি। ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর বাহুবলে আফ্রিকা যখন নাৎসী জার্ম্মাণী ও ইতালীর কবল হইতে রক্ষা পাইল তখনই দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণসঙ্কর শ্বেতাঙ্গদের ভারতীয় বিদ্বেষ আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। দাম্ভিক জেনারেল স্মাটস্ পেগিং এ্যাক্টকে চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে এক নূতন বিল আইন সভায় উপস্থিত করিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে ইহার প্রতিবাদে তুমুল আন্দোলন সুরু হইলে ভারত সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, একটা আপোষ-মীমাংসার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধির সহিত আলোচনা করা হউক এবং আলোচনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিলটার আলোচনা স্থগিত রাখা হউক। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট এই সঙ্গত ও নম্র অনুরোধও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইহার ফলেই ভারত সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত যে বাণিজ্য-চুক্তি আছে তাহা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ত বিশেষ ক্ষতি হইবে না, কিন্তু এইরূপ ঔদ্ধত্যের পরিচয় যে দেশ দিয়াছে তাহার সহিত কোনরূপ সম্পর্ক বজায় রাখাও অবমাননাকর।

গত কয়েক বৎসরে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষ ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার মাল আমদানী করিয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ১০ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের নবেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রধানতঃ মদ্য, মূল্যবান প্রস্তরাদি আমদানী হয় এবং ভারত হইতে প্রধানতঃ কাপড়, তুলা, চা, পাটজাত দ্রব্য, চীনাবাদাম, চামড়া প্রভৃতি রপ্তানী হয়।

যাহা হউক এই বাণিজ্যের পরিমাণ এমন কিছু নহে, যাহার জন্য ভারতবর্ষকে অপমান স্বীকার করিয়াও বাণিজ্য চালাইতে হইবে।

ভারতে যৌথ কারবারের প্রসার

ভারতে যৌথ কারবারের প্রসারের বিপুল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় ধনী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের হাতে অর্থও সঞ্চিত হইয়াছে প্রচুর। বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত না হইলে প্রকৃতপক্ষে দেশেরই ক্ষতি হইবে। টাকা খাটাইবার জন্য বর্ত্তমানে বেশ ব্যগ্রতাও লোকের মধ্যে দেখা যাইতেছে। অর্থ সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়া রাখার মধ্যযুগীয় মনোভাব দেশ হইতে দ্রুত অন্তর্হিত হইতেছে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যৌথ ব্যবসায়ের মূলধন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বহাল ছিল। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের উদ্দেশ্যে ১৯৪৩ সালের মে মাসে এই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা জারী করা হইয়াছিল। ১৯৪৩ সালের মে হইতে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৩ হাজার ৭ শত ৮৪টী প্রতিষ্ঠান যৌথ ব্যবসায়ের জন্য আবেদনপত্র পেশ করেন। উহার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ১৩৩৫টী প্রতিষ্ঠানের আবেদন গ্রহণ করিয়া ২৬১ কোটী টাকা মূলধন মঞ্জুর করে ন

গ্রাম ঃ বন্দে হিন্দ

পি-৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল কমার্শিয়াল
এণ্ড এগ্রিক্যালচারাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শাখাসমূহ
আলমবাজার, মাণিকতলা,
বড়বাজার, বরানগর, খড়দহ,
শিলিগুড়ি ও গোণ্ডিয়া (সি, পি)

রায়পুর (সি, পি) ভালপুকুর, পাথুরিয়া-ঘাটা ও মান্দলা (সি, পি)
শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ ইউ, সি, সরকার

উক্ত ১৩৩৫টী প্রতিষ্ঠানকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পের জন্য মঞ্জুরীকৃত মূলধন নিম্নরূপ :—ধাতব শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং—৩৭৬টী, প্রায় ৪৩ কোটী টাকা। রাসায়নিক শিল্প—৩৯২টী, প্রায় ৩০ কোটী টাকা। খাদ্যশিল্প—১১৮টী, প্রায় ১২ কোটী টাকা। বয়নশিল্প ২৪৬টী—প্রায় ৪০ কোটী টাকা। চর্ম্ম, কাগজ ও অন্যান্য শিল্প—২০৩টী, প্রায় ১৩ কোটী টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাইকেল, জাহাজ, সিমেণ্ট, কাচ, দিয়াশলাই, চিনি, রবার প্রভৃতি শিল্পের জন্যও মূলধন মঞ্জুর করা হইয়াছে। ঠিক কতগুলি প্রতিষ্ঠানের জন্য কত টাকা মূলধন মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা—গবর্ণমেণ্ট বলেন নাই। মোটের উপর, বিভিন্ন শিল্পের প্রসারের জন্য টাকা ও উৎসাহের যে অভাব নাই, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের অজুহাতে ৩ হাজার ৭ শতাধিক আবেদনের মধ্যে মাত্র ১৩৩৫টী আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন। এতটা কড়াকড়ির দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় শিল্প-সম্প্রসারণে অনেকটা বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং-এর বিনিময়ে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিষ দিবার ব্যবস্থা না করিলে মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত কারণ দূর হইবে না। মূল সমস্যাকে চাপা দিয়া মূলধন নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে শিল্প-সম্প্রসারণে বাধা দিবার কোন অর্থ হয় না। শিল্প ও কৃষির উন্নতির দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিলেই মুদ্রাস্ফীতির অনিষ্টকারিতা দূর হইতে পারে।

বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্য

বৃটেনে শিল্প-সমৃদ্ধি সব কিছুই নির্ভর করে প্রধানতঃ রপ্তানী-বাণিজ্যের উপর। বৃটেনের খাদ্যেরও সংস্থান হয় এই রপ্তানী-বাণিজ্যের দ্বারা। কাজেই যুদ্ধোত্তর বৃটেন রপ্তানী-বাণিজ্যের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নজর দিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট রপ্তানী-বাণিজ্য বহুগুণ বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া বার বার ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেই ঘোষণা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করিতেছেন। গত জানুয়ারী মাসে ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। বাণিজ্য-বোর্ডের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর পূর্ব্বাভাষে প্রকাশ যে, এই বৎসরের শেষে রপ্তানীর পরিমাণ ১৯৩৮ সালের রপ্তানীর সমান দাঁড়াইবে। বৃটেনের রপ্তানী-বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতির প্রধান কারণ হইতেছে ইউরোপে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রতিদ্বন্দ্বী জার্ম্মানীর পরাজয়। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি অন্যান্য শিল্প-প্রধান দেশগুলিও যুদ্ধের ফলে এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যে, শীঘ্র রপ্তানী-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করার মত ক্ষমতা তাহাদের হইবে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের আপাততঃ কিছুকাল বিদেশ হইতেই মাল আমদানী করিতে হইবে। অবশ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট শিল্প-শক্তিকে বৃটেন অবজ্ঞা করিয়া চলিতে পারিবে না। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাহার উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির শিল্প-বাণিজ্য বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশাল বাজার করায়ত্ত করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। এখনই কয়েকটী ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে প্রতিযোগিতায় ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রতিমাসে বৃটেন ও আমেরিকা নিম্নলিখিত জিনিষগুলির কে কতটা প্রস্তুত করে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

জিনিষ	মাসিক উৎপাদন আমেরিকা	বৃটেন
মোটরগাড়ী	৫৮,৫৭৫	৬,৭০০
টায়ার	৪,৮০০,০০০	হিসাব নাই
রেডিও সেট	৫০০,০০০	২৫,০০০
রেফ্রিজারেটর	১০০,০০০	হিসাব নাই
সার্ট	৪৮,০০০,০০০	"
স্যুট	২৮,০০০,০০০	"

বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলা যায় যে, আপাততঃ কিছুকাল বৃটেনের রপ্তানী-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইলেও বৃটেনের রপ্তানী-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নহে।

রুশিয়ার মোটর শিল্পের সম্প্রসারণ

সোভিয়েট রুশিয়ায় মোটর শিল্প সম্প্রসারণের এক বিরাট পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫০ সালের মধ্যে সোভিয়েট মোটর কারখানাগুলিতে বৎসরে দশ লক্ষ মোটর গাড়ী ও লরী প্রস্তুত হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সোভিয়েট রুশিয়ায় বৎসরে মাত্র দুই লক্ষ মোটর গাড়ী ও লরী প্রস্তুত হইত। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মোটর শিল্প সম্প্রসারণের ফলে যত গাড়ী বা লরী প্রস্তুত হইবে সেগুলি সমস্ত দেশের মধ্যেই ব্যবহৃত হইবে। সোভিয়েট রুশিয়ায় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান কত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। দেশের মধ্যেই মালবিক্রয়ের বিরাট বাজার থাকায় সোভিয়েট রুশিয়াকে বিদেশের বাজারের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিতে হয় না এবং আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপার লইয়া প্রতিদিন মাথা ঘামাইতে হয় না।

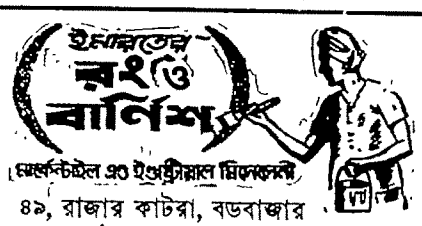

৪৯, রাজার কাটরা, বড়বাজার
কলিকাতা।

SREE BANK LIMITED

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ঃ শাখাসমূহ ঃ

কলিকাতা—শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, বহুবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, বজবজ, ল্যান্সডাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ডায়মণ্ডহারবার।

আসাম—সিলেট। **বাংলা**—সিলিগুড়ি, কার্সিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর।

বিহার—ঘাটশীলা, মধুপুর। **দিল্লী**—দিল্লী ও নয়াদিল্লী।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্
সুধাংশু বিশ্বাস
সুশীল সেনগুপ্ত

জীবন যাত্রার পাথেয়

নূতন বীমা
(১৯৪৫)
১২ কোটী টাকার উপর

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়; বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে —

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান পাথেয়—দুর্দ্দিনে সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—**হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।**

ভারত হইতে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী

ভারতবর্ষে যখন বস্ত্রাভাবের ফলে নারীরা আত্মহত্যা করিয়া সকল লজ্জার হাত হইতে ত্রাণ পাইতে বাধ্য হইতেছেন তখনও অন্য দেশের জন্য ভারত হইতে বস্ত্র রপ্তানী করা হইতেছে। সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ আই, বি, সেন তাঁহার একটী বিবৃতিতে এই বিষয়টীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদে গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, সম্প্রতি চীনে ভারত হইতে বিমানযোগে ১৫,৯৭৫ বেল বস্ত্রাদি পাঠানো হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর রপ্তানী-বাণিজ্যে ভারতবর্ষ যাহাতে স্থানলাভ করিতে পারে এই যুক্তি বর্ত্তমান অবস্থায় দেখানোর কোনই সার্থকতা নাই—ইহা মিঃ সেন পরিষ্কারভাবেই দেখাইয়াছেন এবং আমরাও ইতিপূর্ব্বে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছি। ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্প বিস্তার লাভ করুক এবং বাহিরের রপ্তানী-বাণিজ্যে ভারত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করুক, ইহা সকলেই কামনা করে। কিন্তু যখন দেশের মধ্যেই ব্যাপক বস্ত্রাভাব রহিয়াছে ঠিক তখনই অতিরিক্ত মুনাফার লোভে অথবা রপ্তানী-বাণিজ্য প্রসারের অজুহাতে দেশ হইতে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী করা আদৌ সঙ্গত নহে।

বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দেশের অভাব মিটাইবার পর বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী করা হইলে আপত্তির কিছুই থাকে না। বর্ত্তমান অবস্থায় বস্ত্র-রপ্তানীর দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের, মিল-মালিকদের নহে। রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইলে কোন অভিযোগের প্রতিকার আশা করা যায় না। ভারত হইতে বিদেশে বস্ত্র-রপ্তানীর ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়া স্বতঃই সন্দেহ হয় যে, ভারতে কৃত্রিম বস্ত্রাভাব সৃষ্টি করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারী মাল চালান দিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। যাহা হউক, ভারত সরকার যখন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপের চেষ্টা করিতেছেন তখন ভারতবাসীর স্বার্থ তাঁহারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষুণ্ণ করিবার আর চেষ্টা করিবেন না বলিয়াই আমরা আশা করি।

বাঙ্গলার সমবায় আন্দোলন

বাঙ্গলা সরকারের সমবায় বিভাগের পরামর্শদাতা স্যার হিউ হুড সম্প্রতি এক বক্তৃতায় এ প্রদেশে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে ১১৯টি সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও সমবায় ঋণদান সমিতি রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, বহুসংখ্যক সমবায় তন্তুবায় সমিতি, সেচ সমিতি ও পণ্য বিক্রয় সমিতিও দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। সংখ্যা হিসাবে উহারা বিপুল। আর সেদিক দিয়া সরকারী সমবায় বিভাগের উদ্যমও প্রশংসনীয়ই বলিতে হইবে। কিন্তু সমবায় সমিতির সংখ্যা বেশী হইলেও উহাদের ভিতর একটা মূলগত গলদ রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অর্থ ও সহযোগিতা দিয়া জনসাধারণকে এই সব সমিতি গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছেন; কিন্তু জনসাধারণ এই সমস্ত ভালভাবে পরিচালনা করিয়া যাহাতে নিজেদের উন্নতিতে সাহায্য করিতে পারে সে শিক্ষা তাঁহারা তাহাদিগকে দেন নাই। ফলে সমিতিগুলি দীর্ঘ সময়েও আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে নাই। নানা অব্যবস্থার জন্য অনেক সমিতি আজ মৃতপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্যার হিউ হুড বাঙ্গলায় সমবায় আন্দোলনের যে গলদ দেখাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে সত্য। এ প্রদেশে সমবায় আন্দোলন প্রসারের জন্য

কলকারখানার কাজে

যুদ্ধের সময় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন-শক্তি বাড়িয়ে তোলার দিকে মালিকদের প্রায় সবাইকেই বিশেষ করে' নজর রাখতে হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সমস্যা ছিল অন্যান্য সব দেশের চেয়ে জটিল। যুদ্ধরত সৈন্যদের চাহিদা অনুযায়ী মাল জোগানোর জন্যে এখানে যে-সব কলকারখানা করা হয়েছিল তার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ মজুরের অভাব ছিল একটা মস্ত বড় সমস্যা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সব কারখানায় উৎপন্ন মালের পরিমাণ আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে ভারতীয় চায়ের দান অনেকখানি। কিছুদিন আগেও কারখানার মালিকদের এই ধারণা ছিল যে নির্দিষ্ট কাজের সময়ের শেষের দিকে কর্মীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে বলে' এ সময় উৎপাদনের পরিমাণ কমে যেতে বাধ্য। কিন্তু বর্তমানে এ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা বদলে গেছে, কারণ তাঁরা বার বার পরীক্ষা করে দেখেছেন যে একটানা খাটুনির ফাঁকে কর্মীদের চা খেতে দিলে তাদের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং তারা আবার পূর্ণ উদ্যমে নিজ নিজ কাজে মন দিতে পারে। ফলে, উৎপাদনের হার সব সময় বাড়তির মুখেই থাকে। শিল্পপতিরা ইচ্ছে করলেই ক্যান্‌টীন্ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের কাছে জেনে নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে "ক্যান্‌টীন্‌স্ ফর্ দি ওয়ার্কার্স্" নামক একটি পুস্তিকাও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনার, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড, ১০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠালেই পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 257

সরকারীভাবে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, কিন্তু কোন সুপরিকল্পিত উন্নতি তাহাতে সম্ভবপর হয় নাই। শুধু সমিতির সংখ্যাই বাড়িয়াছে, তাহাদের কার্য্যকারিতা ও আত্মনির্ভরশীলতার পথ প্রশস্ত হয় নাই। ইহার কারণ স্বরূপ স্যার হিউ সমবায় সম্পর্কিত জ্ঞান প্রচারে সরকারী বিভাগের উপেক্ষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের লোকদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কথা তুলিয়া তাহাকে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হিসাবে জাহির করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তিনি যাহাই বলুন না কেন, গ্রামাঞ্চলের লোকদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতাকে সমবায় নীতি প্রসারের পক্ষে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হিসাবে ধরিতে আমরা রাজী নহি। এদেশের গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ ও নিরক্ষর বলিয়াই সরকারী চেষ্টায় তাহাদিগকে সমবায় পদ্ধতিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কিন্তু সেজন্য যে আন্তরিকতা ও কার্য্যকরী আগ্রহ দরকার, সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারীদের ভিতর তাহা মোটেই লক্ষিত হয় না। সেভাবে যোগ্যতা বিচার করিয়া দেখিয়া এদেশে অফিসর নিয়োগ করার নিয়ম নাই। তাহা যদি না হইত, তবে সাম্প্রদায়িক হার অনুপাতে সমবায় বিভাগের চাকুরী বণ্টিত না হইয়া শিক্ষা ও কার্য্যক্ষমতার ভিত্তিতেই এদেশে সমবায় বিভাগের অফিসর নিযুক্ত হইত। তথাকথিত শ্বেতাঙ্গ বিশেষজ্ঞের বদলে সমবায় বিভাগের পরামর্শদাতার পদে আমরা দেশের কোন বিচক্ষণ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিকেই অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইতাম।

কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির সমস্যা

কলিকাতা কর্পোরেশনের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার বাজেটে বাড়ীর করবৃদ্ধির যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কর্পোরেশনের ২১ জন সভ্য লইয়া গঠিত একটা স্পেশাল কমিটি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া নূতন সুপারিশ করিয়াছেন তাহা কর্পোরেশনের সভায় গৃহীত হইয়াছে। এই কমিটির মতে করদাতাদের উপর যথেষ্ট চাপ পড়িয়াছে, কাজেই আর করবৃদ্ধি করা সঙ্গত নয়। আয় বৃদ্ধির জন্য উক্ত কমিটি মিউনিসিপ্যাল মার্কেটগুলির দোকানদার ও বিক্রেতাদের খাজনা শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধির এবং জলের দাম (কর্পোরেশনের নিকট হইতে সমুদ্রগামী জাহাজগুলি জল ক্রয় করে) পেশা, ব্যবসায় ও ফিরিওয়ালা প্রভৃতির উপর ট্যাক্স ইত্যাদি বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াছেন।

কর্পোরেশনের স্পেশাল কমিটির এই সকল সুপারিশ একেবারে অগ্রাহ্য করার মত—এমন কথা আমরা বলি না, কিন্তু তাঁহারা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই সকল সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই ধরণের খুচরা কতকগুলি আয়বৃদ্ধির দ্বারা কর্পোরেশনের আর্থিক সমস্যার কোন সমাধান হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। প্রকৃত পক্ষে বাড়ীওয়ালাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই ধরণের সুপারিশ করিয়া কমিটি দায় এড়াইতে চাহিয়াছেন। কলিকাতায় শুধু ২।১ খানি বাড়ীর ভাড়ার উপর নির্ভরশীল কিছু লোক যে নাই তাহা নহে, কিন্তু অধিকাংশ বাড়ীওয়ালাই ধনী এবং ভাড়াটিয়াদের শোষণকার্য্যে দক্ষ। শতকরা দুই টাকা হারে করবৃদ্ধি হইলে তাঁহাদের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই। কর্পোরেশনের সুব্যবস্থার সুযোগে বাড়ীভাড়া বৃদ্ধির ক্ষীরটুকু তাঁহারা খাইবেন, অথচ কর্পোরেশন টাকার অভাবে দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইবে—এমন ব্যবস্থা কেহই সমর্থন করিতে পারেন না।

বর্ত্তমানে কর্পোরেশনকে একদিকে যুদ্ধের ধাক্কায় নগরীর যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার সংস্কার করিতে হইবে এবং আর একদিকে বৃহত্তর ও উন্নততর পরিকল্পনা অনুযায়ী নগরীর উন্নতিবিধানে মনোযোগী হইতে হইবে। কর্পোরেশনের শ্রমিক ও অন্যান্য নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের অভাব-অভিযোগের প্রতিও কর্পোরেশনকে দৃষ্টি দিতে হইবে। এই অবস্থায় অর্থের প্রয়োজন। ইহার জন্য বাড়ীওয়ালাদের উপর করবৃদ্ধিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, যাহাতে ভাড়াটিয়াদের স্কন্ধে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কর-ভার বাড়ীওয়ালারা চাপাইয়া না দিতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা করা দরকার।

কর্পোরেশনের আয়বৃদ্ধি ও ব্যয়হ্রাসের অন্যান্য যে সকল সুযোগ আছে সেগুলিও বিবেচনা করিতে হইবে। যুদ্ধের দরুণ কর্পোরেশনের রাস্তা প্রভৃতির যে ক্ষতি হইয়াছে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট কিছুটা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হইয়াছেন, কিন্তু সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে ইহা যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না।

গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়া আরও টাকা আদায়েরও চেষ্টা করিতে হইবে। মোটের উপর, কর্পোরেশনের সভ্যগণ সমগ্রভাবে সমস্যাটী আলোচনা করিয়া স্পেশাল কমিটীর সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না।

ওরিয়েণ্টাল শেয়ার এক্সচেঞ্জ
লিমিটেড
হেড অফিস:—১৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—Kanoarb ফোন: Cal 1359
সকলপ্রকার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
আংশিক ডিপোজিটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিয়া লাভবান হউন
স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।
নিজস্ব কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।
পোদ্দার এণ্ড কোং
ম্যানেজিং এজেণ্টস্

মনে পড়ে ছিয়াত্তর,
মনে পড়ে তেরশো-পঞ্চাশ?

শুধু মনে নয়, একথা চিন্তাশীলদের মুখে মুখে। বারবার দুর্ভিক্ষ মহামারীর কবলে পড়ে তাঁরা আজ বুঝতে পেরেছেন কেন দেশব্যাপী নিরন্নতা, কেন সর্ব্বত্র শ্মশানের হাহাকার!

আমরা দিনের পর দিন ধরণীর বুক থেকে রসধারা নিঙ্‌ড়িয়ে নিচ্ছি, তাকে রাখছি বুভুক্ষু। উপযুক্ত সার ও সেচের অভাবে দেশ আজ অনুর্ব্বর আর ক্রমশই হ'য়ে উঠছে আবাদের অযোগ্য। ফলে, জাতি আজ নিরন্ন, নগ্ন, ভগ্নোদ্যম। জাতির এই উদ্যমহীনতা দূর করতে হ'লে, তা'কে সুস্থ ও সবল করে গড়ে তুলতে হলে সর্ব্বাগ্রে চাই কৃষিকার্য্যের উন্নতি, দেশময় শিল্প-বাণিজ্যের অবাধ প্রসার। কিন্তু, সুদৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রথা আর বিশেষ উন্নতধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া তা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই সুকঠোর দায়িত্বপালন করতে আমরা হাওড়া থেকে ত্রিশ মাইলের মধ্যে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক প্রথায় ফিসারী ও ফার্মিংএর কার্য্য আরম্ভ করেছি। এই কল্যাণকর কার্য্যে দেশবাসীর আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতি পেলে আমরাই প্রমাণ করবো—

বসুমতী আজো অকৃপণা
বুকে তার অফুরন্ত শস্যের সম্ভার।

সানরাইজ ফার্মস্ লিমিটেড
৩৫নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, (দক্ষিণ) কলিকাতা।

দুর্ভিক্ষের কবল হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার উপায়

ভারতবর্ষে নূতন করিয়া দুর্ভিক্ষের সূচনা হইয়াছে। গত ১৯৪৩ সালে গবর্ণমেণ্ট আসল ব্যাপারটা গোপন করিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্ষুধার জ্বালায় লোক মরিতে আরম্ভ করা সত্ত্বেও 'দুর্ভিক্ষ' কথাটা তাঁহারা প্রথম প্রথম সরকারীভাবে উচ্চারণ করেন নাই। এবার সেদিক দিয়া অবস্থার গতি দাঁড়াইয়াছে অন্যরূপ। লোকের প্রয়োজনের তুলনায় দেশে খাদ্যদ্রব্যের ঘাট্‌তি দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট নিজেরাই এবার দুর্ভিক্ষের রব তুলিয়াছেন, আব জনসাধারণকে এখন হইতে সেবিষয়ে সজাগ হইবার উপদেশ দিতেছেন। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করিয়াছিলেন, খাদ্যের দিক দিয়া ভারতের মোট ঘাট্‌তি দাঁড়াইবে ৩০ লক্ষ টন। খাদ্য বিভাগের বিশেষজ্ঞরা ঐ ঘাট্‌তির অঙ্ক বাড়াইতে বাড়াইতে শেষ পর্য্যন্ত ৬০ লক্ষ টনে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কৃষি বিভাগেব সেক্রেটারী স্যার ফিরোজ খারেঘাট হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ভারতবর্ষে বৎসরে ৬ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে চাউলের পরিমাণ ২ কোটি ৯০ লক্ষ টন, গম ১ কোটি টন, বাজরা ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টন এবং যবের পরিমাণ ২৬ লক্ষ টন। এছাড়া ৪৫ লক্ষ টন ছোলা ও ৩৯ লক্ষ টন বিবিধ প্রকারেব ডাল প্রতি বৎসর লোকের ব্যবহারে আসিয়া থাকে। মোট ৬ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের মধ্যে বীজ ও ঝড়্‌তি পড়্‌তি বাবদ এক কোটি টন বাদ দিলে আহার্য্য হিসাবে ব্যবহৃত খাদ্যশস্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ কোটি ১০ লক্ষ টন। কয়েক স্থানে ফসল নষ্ট হওয়ায় এবার খাদ্যশস্যের যোগান ৬০ লক্ষ টন (শতকরা ১০ ভাগ) কমিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টনের মত দাঁড়াইবে। (আলাদাভাবে বাঙ্গলার খাদ্যসমস্যার কথা আলোচনা করিতে গিয়া বাঙ্গলা সরকারের ডিরেক্টর জেনারেল অব্‌ ফুড মিঃ এস কে চ্যাটার্জ্জি সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৬ সালে এ-প্রদেশে শতকরা ৭ ভাগ পরিমাণে চাউলের ঘাট্‌তি হইবে।) এই ৬০ লক্ষ টন ঘাট্‌তির জন্যই এবার নূতন করিয়া দেশে দুর্ভিক্ষ সূচিত হইয়াছে।

দেশে নূতন করিয়া দুর্ভিক্ষ সূচিত হইতে দেখিয়া জনসাধারণের উদ্বেগ ও আশঙ্কার সীমা নাই। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য দেশের হিতকামী মাত্রেই আজ বাহির হইতে উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে বলিতেছেন। আমদানী দ্বারা খাদ্যের মোট ঘাট্‌তি পূরণ করিতে পারিলে ও সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য-বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এদেশে লোকের অনাহার, অর্দ্ধাহার ও তজ্জনিত অকালমৃত্যু প্রতিরোধ করা যাইবে বলিয়াই অনেকের ধারণা। গবর্ণমেণ্টও সেই ধারণা হইতে আজ আমদানী বৃদ্ধি সম্পর্কে ও নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বণ্টন সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হইয়াছেন।

দেশে খাদ্যদ্রব্যের যে ঘাট্‌তি রহিয়াছে, বেশী ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া অচিরে তাহা পরিপূরণ করা সম্ভবপর নহে। সে হিসাবে বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী বাড়ানোর চেষ্টা আমাদিগকে দেখিতেই হইবে। খাদ্যদ্রব্য বণ্টন সম্পর্কে ও উহার মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে যথেষ্ট গলদ ও অসামঞ্জস্য লক্ষিত হওয়ায় সাধারণ সময়েই অনেক লোক খাদ্যের উপযুক্ত যোগান পায় না। এই ঘাট্‌তির দিনে সেই অসুবিধা আজ আরও মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করিতে হইলে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী বাড়াইবার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে উহার সুবণ্টনের ব্যবস্থাও আমাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে গবর্ণমেণ্ট এই উভয় বিষয়ে সুসঙ্কল্পিত চেষ্টা সুরু করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন, ইহা অনেকটা ভরসার বিষয় সন্দেহ নাই। তবে দুর্ভিক্ষের শোচনীয় গতি ও তজ্জনিত মর্ম্মান্তিক প্রাণহানি রোধ করিবার পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় উহাই যথেষ্ট বলিয়া আমরা মনে করি না। এ সম্পর্কে অন্য একটি বিষয়ও ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার আছে। সেই বিষয়ে আমরা এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

ভারতের লোকদের ব্যাপক অভাব-অনটন ও তাহাদের অনাহারে মৃত্যুব একটি মূল কারণ হইতেছে এ দেশেব জনসাধাবণের উপযুক্ত ক্রয়-ক্ষমতার (purchasing power) অভাব। মাথাপিছু আয় খুব স্বল্প বলিয়া অধিকাংশ লোকই তাহাদের প্রয়োজনীয় অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারে না। স্বাভাবিক সময়ে অন্ন-বস্ত্রেব ঘাট্‌তি না থাকিলেও উহাদিগকে মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। হাটে বাজারে ভোগ্য বস্তুর প্রচুর যোগান থাকা সত্ত্বেও অনেককে অনাহারে ও স্বল্পাহারে ক্রমে ক্রমে প্রাণ হারাইতে হয়। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেল স্যার জন মিগ (Sir John Megaw) এদেশের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া ১৯৩৩ সালে এক রিপোর্টে বলিযাছিলেন যে, সমস্ত ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৯ ভাগ মাত্র উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান পায়। শতকরা ৪১ ভাগের খাদ্য তাহাদের প্রয়োজন অনুপাতে অনুপযুক্ত, বাকী শতকরা ২০ ভাগ লোককে এমন স্বল্প পরিমাণ ও অপকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হয় যাহাতে জীবনযাত্রা নিতান্তই দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। বাঙ্গলাদেশের সম্বন্ধে স্যার জন মিগ বলিয়াছিলেন, এ প্রদেশে মাত্র শত করা ২২ জন লোক যথোপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য পায। শতকরা ৪৭ ভাগ লোকের খাদ্য তাহাদের প্রয়োজন অনুপাতে স্বল্প। বাকী ৩১ ভাগ লোকের ভাগ্যে যাহা জোটে তাহাতে দুঃখ-গ্লানির কোন সীমা থাকে না। ১৯৩৩ সালে এদেশে খাদ্যদ্রব্যের কোন বিশেষ অভাব দেখা দেয় নাই। তাহা সত্ত্বেও যে অধিকাংশ লোককে এরূপ দুঃখ-গ্লানির সম্মুখীন হইতে হইযাছিল আয়ের স্বল্পতা ও খাদ্যদ্রব্য কিনিবার উপযোগী-অর্থের অভাবই তাহার মুখ্য কারণ।

যুদ্ধের সময়ে খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারে এদেশে লোকের অসহায় অবস্থা আরও বেশী পরিমাণে মূর্ত্ত হইয়া উঠিযাছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ও সামরিক বিভাগের দাবী পূরণের জন্য খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন পূর্ব্বের তুলনায় অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দেশে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে না। বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া এই ঘাট্‌তি পূরণের সুব্যবস্থাও গবর্ণমেণ্ট করিতে পারেন নাই; বরং নির্ব্বিচারে এদেশের চাউল, গম প্রভৃতি বাহিরে রপ্তানী হইতে দিয়া তাঁহারা খাদ্যসমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছেন। এই অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে দেশে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য পূর্ব্বের তুলনায় অনেকগুণ বাড়িয়া গিযাছে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ বলিতে যাহাদের বুঝায় সেই কৃষক ও মজুরদের আয় যুদ্ধের সময়ে তদনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। অবশ্য সামরিক প্রচেষ্টার তোড়জোড়ের জন্য এই সময়ে দেশে মুদ্রাস্ফীতি যথেষ্ট পরিমাণেই ঘটিয়াছে। কিন্তু এদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং এদেশের সরকারী ব্যয় নীতি ও ট্যাক্স নীতির মূলগত গলদের জন্য সেই অতিরিক্ত অর্থ শুধু মুষ্টিমেয় ধনী ব্যবসায়ী, কন্‌ট্রাক্টর ও উচ্চ চাকুরিয়ার পকেট ভর্ত্তিতেই সাহায্য করিয়াছে। সাধারণ, মধ্যবিত্ত ও চাষী মজুরদের আয় উহাতে তেমন কিছু বাড়ে নাই। যেটুকু আয় বাড়িয়াছিল, চোরাকারবারের মারফতে তাহাও গিয়া ধনী ব্যবসায়ী ও অসাধু সরকারী চাকুরিয়াদের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এই অবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের চড়া মূল্য সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার এমনই ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়াছে যে, নিজেদের জীবনধারণের জন্য পূর্ব্বে যে স্বল্প আহার্য্য তাহারা সংগ্রহ করিতে পারিত, এক্ষণে তাহাও তাহাদের ভাগ্যে জুটিতেছে না।

বাজারের সাথে যোগাযোগ বিভিন্ন ধরণের কাজ

১। স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
২। ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
৩। হুণ্ডী ও বিল ডিসকাউণ্ট করা হয়।

আমাদের মধ্যস্থতায় বাজারের সংস্পর্শে আসুন

ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৮, লায়ন্স রেঞ্জ
কলিকাতা

ভারতের অন্য অনেক প্রদেশের লোকদের তুলনায় বাঙ্গলার জনসাধারণের মাথাপিছু আয় ও ক্রয়ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া এপ্রদেশে এই শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দ্দশা আরও বেশী প্রকট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া ফ্লাউড কমিশন ১৯৪০ সালে যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, এ প্রদেশে ৪ জন লোকবিশিষ্ট একটী কৃষক পরিবারের পক্ষে ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে তাহার হাতে ৫ একরের চেয়ে বেশী জমি আবশ্যক (যদি কোন কৃষক পরিবারের হস্তস্থিত জমিতে এক আমন ধান ছাড়া অন্য কোন শস্য উৎপন্ন না হয়, তবে সেক্ষেত্রে ঐ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কম পক্ষে ৮ একর জমি থাকা দরকার)। কিন্তু বাঙ্গলায় ৭৫ লক্ষ কৃষক পরিবার তাহাদের জীবিকার জন্য মুখ্যতঃ জমিজমার উপর নির্ভরশীল হইলেও এপ্রদেশে মাত্র ২০ লক্ষ পরিবারের হাতেই ৫ একরের চেয়ে বেশী জমি রহিয়াছে। বাকী ৫৫ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে ২০ লক্ষ পরিবারকে জীবন-ধারণের জন্য ২ একর হইতে ৫ একর জমির উপর ও ১৫ লক্ষ কৃষক পরিবারকে ২ একরের চেয়ে কম জমির উপর নির্ভর করিতে হয়। অবশিষ্ট ২০ লক্ষ কৃষক পরিবার ভূমিহীন কৃষক-শ্রমিকের পর্য্যায়ভুক্ত। এই বিবরণ হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে, বাঙ্গলা দেশে ২০ লক্ষ কৃষক পরিবারের হাতেই শুধু উপযুক্ত পরিমাণ চাষভূমি রহিয়াছে। ভাল ফসল হইলে নিজেদের খাইখরচ মিটাইয়া ইহারাই শুধু কম-বেশী পরিমাণে চাউল বিক্রয় করিতে পারে। বাকী ৫৫ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে অধিকাংশের হাতেই সম্বৎসরের খাইখরচ মিটাইবার উপযোগী চাউল উৎপাদনের জমি নাই। উহাদের মধ্যে যে ২০ লক্ষ কৃষক পরিবার কৃষি-শ্রমিক পর্য্যায়ভুক্ত, পরের ক্ষেতে কাজ করিয়া তৎলব্ধ মজুরী দ্বারাই তাহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা করিতে হয়। যে ৩৫ লক্ষ কৃষক পরিবারের হাতে দুই একরের চেয়ে বেশী বা দুই একরের চেয়ে কম জমি ছিল, যুদ্ধের সময়ে তাহাও তাহারা সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে পারে নাই। ইনফ্লেশনের বাজারে দায়ে পড়িয়া অনেককেই তাহাদের ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিতে হইয়াছে। ফলে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের পর বাঙ্গলায় ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সাধারণ সময়ে দেশে কৃষি-শ্রমিকদের গড় মজুরীর পরিমাণ ছিল সামান্য। যুদ্ধের সময়ে তাহা কিছু বাড়িয়া এক টাকা হইতে পাঁচসিকা দাঁড়াইয়াছে। শারীরিক অক্ষমতা ও অসুস্থতার জন্য শ্রমিকরা সব দিন কাজ করিতে পারে না। অনেক সময় কাজ জুটেও না। ইহাতে প্রায় কোন কৃষক-শ্রমিকেরই মাসিক আয় ২৫ টাকার উপরে যায় না। অথচ চাউলের দর দাঁড়াইয়াছে বর্ত্তমানে মণ প্রতি গড়ে ১৫ টাকা। ৪ জনের একটি কৃষক পরিবারে মাসে ২ মণ চাউল দরকার হয় বলিয়া ধরিলে ২৫ টাকা আয় দ্বারা তাহাদের চাউলের খরচই মিটে না বলা চলে। তাহার উপর কাপড়, লবণ, তেল, মসল্লা ও ডাল-তরকারীর খরচও আছে। এই অবস্থায় স্বল্পাহার ও সাময়িক অনাহারই দরিদ্র চাষী ও দরিদ্র কৃষি-শ্রমিকদের রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় চাউলের দর অত্যধিক চড়িয়া উঠায় এই শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক অনাহারে প্রাণ হারাইয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া ছিল, দেশে নূতন করিয়া দুর্ভিক্ষ দেখা যাওয়ায় ও খাদ্যসামগ্রীর মূল্য পুনরায় চড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করায় তাহাদিগকেও আজ মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইতেছে। যুদ্ধের সময়ে নানা সরকারী ও বে-সরকারী কাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর বহু লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছিল। মাহিয়ানা ও ভাতার হার কিছু কিছু করিয়া বাড়িয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সেদিক দিয়াও ভাঁটার পালা সুরু হইয়াছে। মাহিয়ানা ও ভাতার হার কমিয়া যাইতেছে, অনেককে কাজ হইতে বরখাস্ত করা হইতেছে। নূতন করিয়া খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় উহাদের সমক্ষেও বাঁচা-মরার সংগ্রাম আজ তীব্র হইয়া দেখা দিতেছে।

দুর্ভিক্ষের প্রতিকার হিসাবে কেবল বাহির হইতে খাদ্যসামগ্রী আমদানী করিলে ও নির্দ্ধারিত মূল্যে সমভাবে লোকের ভিতর খাদ্যবণ্টনের ব্যবস্থা করিলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা দূর হইবে না। অসহায় দুর্গতদের শোচনীয় মৃত্যুও প্রতিরোধ করা যাইবে না। চাউলের মূল্য ধাপে ধাপে বাড়িয়া উঠিতেছে। গবর্ণমেণ্ট বড়জোর তাহা মণপ্রতি ১৪।১৫ টাকা হারে নিয়ন্ত্রিত রাখিতে পারেন। কিন্তু জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা যেরূপ কম এবং বেকার-সমস্যা ও আয় হ্রাসের সমস্যা যে ভাবে নূতন করিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে উহাতেও বহু লোককে অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে থাকিতে হইবে। পরিণামে দেশে রোগ ও অকালমৃত্যুর ব্যাপক দুর্গতি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে।

গবর্ণমেণ্ট যদি সেই শোচনীয় পরিস্থিতি হইতে দেশকে রক্ষা করিতে চান তবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে দেশে খাদ্যশস্যের যোগান বাড়াইবার সঙ্গে দেশের শ্রমিক, দরিদ্র কৃষিজীবী ও দুঃস্থ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগকে সরকারী দায়িত্বে কম দামে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এই চড়াবাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণের সাধারণ কার্য্যনীতি দ্বারা সে দায়িত্ব পরিপালিত হইবে না। সরকারী সাবসিডি (Subsidy) বা অর্থসাহায্য দ্বারাই খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দরিদ্র জনসাধারণের নাগালের ভিতর আনিতে হইবে। ধনী ও সম্পন্ন গৃহস্থদের জন্য চাউলের মূল্য ১৪।১৫ টাকা দরে নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া সরকারী অর্থসাহায্যে গরীবদের জন্য তাহা মণপ্রতি ৫।৬ টাকায় নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট ক্ষতিস্বীকার করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও অকাল-মৃত্যু রোধ করিবার জন্য সে ক্ষতি বরণ করিয়া নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর দেখা যাইতেছে না। দরিদ্র জনসাধারণকে কম মূলে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করিতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সাবসিডি হিসাবে বৎসরে ২৫ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করিতেছেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ঐ বাবদ ১১ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করিবেন বলিয়া সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্টকেও আজ অনুরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতে হইবে। যুদ্ধের সময়ে দেশরক্ষার নামে কেন্দ্রীয় সরকার একাই যেখানে বৎসরে ৩৭৬ কোটি টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়াছেন সেখানে জনরক্ষার জন্য দুর্ভিক্ষের সময়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ মিলিয়া সাবসিডি হিসাবে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করাও কিছুমাত্র কঠিন নহে। এই দরিদ্র দেশের প্রকৃত সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা গবর্ণমেণ্টকে অচিরে ঐ বিষয়ে ব্রতী হইতে অনুরোধ করি।

সাবান প্রস্তুতের
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

পিপলস ক্রেডিট ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
—: হেড অফিস :—
পি-২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ৩৪৬।
শাখাসমূহ
শ্যামবাজার, শিবপুর, পাটনা, রাঁচি, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, চৌধুরী

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

(১৪) মসল্লা

ভোজ্যবস্তুকে উপাদেয় করিবার জন্য বাঙ্গালীর রন্ধনশালায় মসল্লার ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী বলিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন একটী পাঞ্জাবী, নেপালী, মারোয়াড়ী কিংবা ভাটিয়া পরিবারের খাদ্যের সহিত একটী মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের খাদ্যবস্তুর তুলনা করিলেই এই অভিযোগের মোটা-মুটি প্রমাণ পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামের দরিদ্র পরিবারে উচ্চমূল্যের মসল্লা সাধারণতঃ ব্যবহৃত না হইলেও অল্পমূল্যের মসল্লা যথা লঙ্কা, পিঁয়াজ, আদা প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। আধুনিক রুচিসম্পন্ন অল্পসংখ্যক পরিবারসমূহে প্রয়োজনাতিরিক্ত মসল্লা ব্যবহার করার প্রথা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে বটে; কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালী পরিবারের গৃহিণীগণ এখন পর্য্যন্তও স্তূপাকৃতি মসল্লা না দেখিলে সন্তুষ্টচিত্তে রন্ধনকার্য্যে মনো-নিবেশ করিতে পারেন না। স্বাস্থ্যের খাতিরে অতিরিক্ত মসল্লার ব্যবহার হ্রাস করা প্রয়োজন। প্রয়োজনাতিরিক্ত মসল্লার জন্য আমাদের যে অনাবশ্যক অর্থব্যয় এবং সময় নষ্ট হয়, তাহাও বিবেচনার বিষয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মসল্লার ব্যবহার হ্রাস করিলে সমষ্টিগতভাবে বাঙ্গলার আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কাও কম; কারণ আদা, হলুদ, লঙ্কা, ধনে প্রভৃতি কয়েকটী মসল্লা ব্যতীত প্রায় সকল শ্রেণীর মসল্লাই বাঙ্গলার বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। মসল্লার ব্যবহার হ্রাস পাইলে কয়েকজন ব্যবসায়ীর সামান্য ক্ষতি হইবে; কিন্তু ইহাতে যে অনাবশ্যক ব্যয়ের হ্রাস এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে তাহা বিবেচনা করিলে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর সামান্য আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া নেওয়া অবিবেচনার কাজ হইবে না।

কলিকাতা বাঙ্গলাদেশের মসল্লা ব্যবসায়ের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র। বাঙ্গলার বাহিরে সিঙ্গাপুর, মালয়, সিংহল, কোচীন, এলেপ্পি, বোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত মসল্লা আসে তাহা ষ্টীমারযোগে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে এবং কলিকাতা হইতে ব্যবসায়িগণের মারফৎ মফঃস্বলে প্রেরিত হয়। কলিকাতায় মসল্লা আমদানীর ব্যবসায় আড়াতলার জনকয়েক পশ্চিম ভারতীয় ব্যবসায়ীর একচেটীয়া। এই আমদানী ব্যবসায়ে একজনও বাঙ্গালী নাই। অবশ্য বাঙ্গলাদেশের উৎপন্ন লঙ্কা, হলুদ, আদা ও ধনের আমদানী ব্যবসায়ে জনকয়েক বাঙ্গালী আছে। কিন্তু কলিকাতা হইতে এই সমস্ত পণ্যের যে বিরাট রপ্তানী ব্যবসায় আছে তাহাতে বাঙ্গালীর কোন স্থান নাই বলিলেই চলে।

মসল্লার ব্যবসায় এবং মসল্লার আমদানী-রপ্তানী সম্পর্কে কোনরূপ নির্ভরযোগ্য তথ্য-তালিকা নাই। কিন্তু ব্যবসায়িমহলের সহিত আলোচনা করিয়া আমরা যে আনুমানিক হিসাব করিয়াছি তাহাতে দেখা যায়—কলিকাতায় প্রতি বৎসর প্রায় ৫ কোটী টাকার (বর্ত্তমান পাইকারী মূল্য অনুযায়ী) মসল্লা রেল এবং ষ্টীমারযোগে আমদানী হইয়া থাকে। এই ৫ কোটী টাকার মধ্যে বার্ষিক একমাত্র লঙ্কা আমদানীর মূল্য ১ কোটী টাকা এবং ৫ কোটী টাকা মূল্যের মোট আমদানীকৃত মসল্লার মধ্যে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ মসল্লা আমদানী হয় তাহার আনুমানিক মূল্য ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার মত। ইহাতে দেখা যায় যে, কলিকাতায় বার্ষিক যে ৫ কোটী টাকার মসল্লা আমদানী হয় তন্মধ্যে ৩ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মসল্লাই বাঙ্গলার বাহিরে বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া থাকে।

বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে নানা শ্রেণীর মসল্লা কি পরিমাণে আমদানী হয় তৎসম্পর্কে অনেকেরই অনুসন্ধিৎসা থাকিতে পারে। সর্ব্বপ্রথম লঙ্কার কথা ধরা যাউক। কলিকাতায় বার্ষিক প্রায় ২ লক্ষ মণ লঙ্কা আমদানী হয়। ইহার অধিকাংশ আসে বিহার প্রদেশের পাটনা, মোকামা, আরা প্রভৃতি স্থান হইতে এবং কতকাংশ আমদানী হয় চাঁদপুর, চৌমুহিনী এবং বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভোলা, পাতারহাট প্রভৃতি মোকাম হইতে। বাঙ্গলার সকল জেলাতেই অল্পবিস্তর লঙ্কার চাষ হয়। কিন্তু বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা জেলার কতকাংশে লঙ্কাচাষের বিশেষ প্রসার হইয়াছে। এই সমস্ত স্থান হইতে স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ লঙ্কা কলিকাতা, বাঙ্গলার

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য এবং অদ্যকার দিনের সর্ব-প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির সঙ্গে তাল রেখে চলবার উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান-কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট ও সজাগ।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এবং শাখাসমূহ।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা সিটী।

পে-অফিস ঃ মিরকাদিম।

জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি

আমাদের তৈয়ারী

রবারক্লথ	হটওয়াটার ব্যাগ	আইস ব্যাগ
এয়ার রিং	হাওয়া ভরা বালিস	এয়ার কুশন
ডাক্তারী দস্তানা	গাম বুট	ওভার শু

ইত্যাদি

এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

হেড অফিস ঃ ৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।

বিক্রয়-কেন্দ্র ঃ ১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য জেলা এবং আসামে রপ্তানী হয়। বিহার প্রদেশ হইতে যে লঙ্কা আমদানী হয় তাহা বাঙ্গলায় উৎপন্ন লঙ্কার তুলনায় ভাল বলিয়া ইহা প্রতিমণ প্রায় ২৲ টাকা বেশী মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। লঙ্কার বর্ত্তমান পাইকারী মূল্য প্রতিমণ ৫০৲ টাকার উপর এবং কলিকাতার পাইকারী ব্যবসায়িগণ প্রতিমণে প্রায় ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ করিয়া থাকে।

কলিকাতায় বার্ষিক হলুদ আমদানীর পরিমাণ ১॥ লক্ষ হইতে পৌণে ২ লক্ষ মণ। মাদ্রাজের অন্তর্গত এরোদ, কুদাপা এবং গঞ্জাম জেলার বহরমপুর হইতে ইহার অর্দ্ধেকেরও বেশী আমদানী হয়। বাকী অংশ বাঙ্গলায় উৎপন্ন। বাঙ্গলায় উৎপন্ন হলুদের তুলনায় মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে আমদানীকৃত হলুদ বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহা প্রতিমণ প্রায় ১০৲ টাকা বেশী মূল্যে বিক্রয় হয়। বর্ত্তমানে দেশী এবং মাদ্রাজী হলুদের পাইকারী মূল্য যথাক্রমে প্রতিমণ ১৫৲ এবং ২৫৲ টাকা। হলুদের পাইকারী ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ মণ-প্রতি ১৲ টাকা হইতে ২৲ টাকার বেশী সাধারণতঃ হয় না।

রংপুর এবং ঢাকা জেলা হইতে কলিকাতায় প্রায় ৩০ হাজার মণ আদা আমদানী হয়। আদার ব্যবসায়ে পাইকারী লাভের পরিমাণ প্রতিমণে ২৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত।

গুজরাট, বিহার এবং বাঙ্গলার কয়েকটী জেলা হইতে কলিকাতায় বার্ষিক প্রায় ৫০ হাজার মণ কালজিরা আসে। পাইকারী ব্যবসায়িগণ ইহাতে মণপ্রতি ৩।৪৲ টাকা লাভ করিয়া থাকে। কালজিরার বর্ত্তমান বাজার দর প্রতিমণ ৭০৲ টাকার উপর।

প্রায় ৫০ হাজার মণ বড এলাচ দার্জ্জিলিং এবং নেপালরাজ্য হইতে আমদানী হয়। বড এলাচের পাইকারী ব্যবসায়ে প্রতিমণে ৪।৫৲ টাকা লাভ থাকে। ইহার বর্ত্তমান পাইকারী দাম প্রতিমণ প্রায় ৭০৲ টাকা।

কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর প্রায় পৌনে ২ লক্ষ মণ ধনে আসিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রায় ১॥ লক্ষ মণ আসিয়া থাকে বাঙ্গলার কয়েকটী জেলা হইতে, বাকী ২০।২৫ হাজার মণ আমদানী হয় সংযুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ হইতে। ধনের বর্ত্তমান পাইকারী মূল্য ৩২।৩৩৲ টাকা। এই ব্যবসায়েও পাইকারী লাভের পরিমাণ প্রতি মণ ৩।৪৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

উপরে যে কয়টী মসল্লার বিবরণ দেওয়া গেল তাহা ব্যতীত আর কোন শ্রেণীর মসল্লাই—যথা লবঙ্গ, জোয়ান, মেথী, সাদাজিরা, গোলমরিচ, সাদা গোলমরিচ, ছোট এলাচ এবং দারুচিনি বাঙ্গলাদেশে উৎপন্ন হয় না। এই সমস্ত মসল্লার ব্যবসায় খুব লাভজনক। মণ প্রতি ৩৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত এবং কোন কোন মসল্লার (যেমন সাদা গোলমরিচ, ছোট এলাচ ও দারুচিনি) প্রতি মণে প্রায় ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। জাঞ্জিবার, মোম্বাসা এবং মাদাগাস্কার হইতে বার্ষিক প্রায় ১৫ হাজার মণ লবঙ্গ আমদানী হয়। বোম্বাই এবং গুজরাট অঞ্চল হইতে প্রায় ৪০ হাজার মণ জোয়ান এবং ২০ হাজার মণ মেথী আসিয়া থাকে। বার্ষিক সাদাজিরা আমদানীর পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ মণ। জয়পুর রাজ্য, সংযুক্তপ্রদেশ, আগ্রা ও বোম্বাই হইতে ইহা আসিয়া থাকে। গোলমরিচ আমদানী করা হয় মাদ্রাজের অন্তর্গত এলেপ্পি, কেনানুর, বেলীপট্টম এবং কোচীন রাজ্য হইতে। প্রতি বৎসর প্রায় ৮০ হাজার মণ গোলমরিচ এই সমস্ত কেন্দ্র হইতে কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। সাদা গোলমরিচ মসল্লা হিসাবে বিশেষ ব্যবহৃত না হইলেও প্রতি বৎসর প্রায় ১০ হাজার মণ সিঙ্গাপুর, মালয় দ্বীপ, কলম্বো এবং কোচীন হইতে আমদানী হইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে শ্রেণীর দারুচিনি বাজারে পাওয়া যাইত বর্ত্তমানে তাহা সংগ্রহ করা দুষ্কর। কলম্বো, হংকং এবং কোচীন হইতে প্রায় ৫ হাজার মণ দারুচিনি কলিকাতার বাজারে আসিতেছে। ইহার পাইকারী মূল্যই প্রতি মণ প্রায় ২০০৲ টাকা। ছোট এলাচও এখন যথেচ্ছপরিমাণ ক্রয় করা কষ্টকর ব্যাপার। ইহারও বর্ত্তমান পাইকারী দাম মণ প্রতি ২০০৲ টাকার উপরে। দক্ষিণ ভারত হইতে ২০।২৫ হাজার মণ ছোট এলাচ কলিকাতার বাজারে আমদানী হইতেছে।

বিভিন্ন মসল্লার আমদানীর পরিমাণ সম্পর্কে উপরে যে আনুমানিক হিসাব দেওয়া হইল, তাহা বর্ত্তমান সময়কার মোটামুটি বিবরণ। যুদ্ধের পূর্ব্বে সকল শ্রেণীর মসল্লাই আরও বেশী পরিমাণে আমদানী হইত। যুদ্ধের দরুণ দক্ষিণ ভারত হইতে কয়েকটী মসল্লা রপ্তানী করার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি স্থান হইতে এই সমস্ত শ্রেণীর উৎকৃষ্ট মসল্লা বহুল পরিমাণে কলিকাতায় আমদানী হইত। ঝাড়াই বা ধূলাবালি প্রভৃতি জঞ্জাল (Refraction) বর্জ্জিত মসল্লার মূল্য বেশী হইয়া থাকে। পাইকারী ব্যবসায়ী সাধারণতঃ নমুনা দৃষ্টে মসল্লা খরিদ করিয়া থাকে। নমুনায় যে পরিমাণ ধূলাবালি অনুমিত হইয়াছে সাকুল্য পরিমাণ মসল্লায় তদপেক্ষা বেশী পরিমাণ জঞ্জাল থাকিলে ব্যবসায়ীকে অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। আমদানী-রপ্তানী ব্যবসায়ে এরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা কম; কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িগণ দীর্ঘকাল যাবৎ পরস্পরের পরিচিত এবং এরূপ অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করিলে দুর্নাম রটিয়া ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। মসল্লার পাইকারী এবং খুচরা মূল্যে যে আকাশপাতাল প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহার কারণ খুচরা দোকানদারকে ঝাড়াই করিয়া মসল্লা বিক্রয় করিতে হয়।

বাঙ্গলায় প্রয়োজনাতিরিক্ত মসল্লার ব্যবহার সমর্থনযোগ্য নয় বলিয়া বাঙ্গলাদেশে মসল্লা ব্যবসায় এবং মসল্লার চাষ হ্রাস পাওয়া উচিত, এরূপ মত পোষণ করার কোন হেতু নাই। রন্ধন ব্যতীত ভেষজ হিসাবেও বহু পরিমাণ মসল্লা বাঙ্গলাদেশে ব্যবহৃত হয়। বহু প্রকার ডাক্তারী, আয়ুর্ব্বেদীয় এবং ইউনানী ঔষধের জন্য নানাপ্রকারের মসল্লার প্রয়োজন হয়। ঔষধের ব্যবসায় দিন দিনই প্রসার লাভ করিতেছে এবং এই সঙ্গে মসল্লার চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। এই চাহিদা মিটাইতে হইলে যে সমস্ত মসল্লা বাঙ্গলায় উৎপন্ন হয় না তাহা উৎপাদনের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদীয় এবং ডাক্তারী ঔষধ প্রস্তুতের যে কয়েকটী বৃহদাকার কারখানা বাঙ্গলাদেশের অভ্যন্তরে আছে তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষগণ উদ্যমশীল হইলে বাঙ্গলাদেশে মসল্লার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে।

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস ঃ ৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—বেলেঘাটা, মাণিকতলা (কলিঃ), সৈয়দপুর, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী, কাটিহার, সায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ঢাকা ও তেরপাখিয়া।
ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাসহ যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
Tele : PURSE-CAL. অশোক সেন এম-এ, বি, সেনগুপ্ত,
ফোন—বি, বি, ৬৭৭৯ জেনারেল ম্যানেজার ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

PHARMACEUTICALS...
SALTS, TINCTURES, AQUAE, INJECTABLES AND DRUGS OF GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS, manufactured in our well-equipped laboratories under the supervision of expert chemists.
Only the best and select raw materials are used in manufacture, to ensure guaranteed standards.
We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential Oils and Laboratory Reagents.
ASK FOR PRICE LISTS
THE CALCUTTA CHEMICAL CO. LTD. CALCUTTA

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বাঙ্গলার সাধারণ নির্ব্বাচন সুরু হইয়াছে। অধিকাংশ নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ শেষ হইয়াছে। আর মাত্র কতিপয় কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের কাজ বাকী আছে। দুই-তিন দিনের মধ্যেই সমগ্র বাঙ্গলার সমস্ত নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষিত হইবে। ফলাফল সম্পর্কে গবেষণার কোন প্রয়োজন নাই। অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এই প্রদেশেও কংগ্রেস প্রার্থীরা প্রায় সকলেই যে জয়লাভ করিবেন তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানা কথা। বিরোধী দলগুলির সর্ব্বপ্রকার প্রত্যক্ষ অনাচার ও পরোক্ষ অপকৌশল ব্যর্থ করিয়া দিয়া জাতীয়তাবাদী বাঙ্গলার ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকগণ ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার বিপ্লবী মর্য্যাদা যে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইবেন, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের সুবিপুল প্রাণচাঞ্চল্য হইতে সেই কথা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা গিয়াছে।

* * *

গত ১৮ই মার্চ্চ আসাম পরিষদে সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে শক্তিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে আসাম বন আইন (১৯৪৬) বিল উত্থাপিত হইলে মুসলিম লীগের ডেপুটি লীডার জনমত সংগ্রহার্থ বিলটির প্রচারের দাবী করিয়া এক সংশোধন প্রস্তাব আনেন। গবর্ণমেণ্ট এই সংশোধন প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলে বিরোধী দল ভোট গণনার দাবী করেন। প্রস্তাবের বিপক্ষে ৬৪ এবং পক্ষে মাত্র ৩৩টি ভোট পাওয়া যায়। আসাম পরিষদের এই প্রথম শক্তিপরীক্ষার ফল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, বিরোধী দলের অর্থাৎ মুসলিম লীগের তুলনায় কংগ্রেসের প্রভাব ও শক্তি সেখানে প্রায় দ্বিগুণ।

* * *

মিঃ জিন্নার পাকিস্থান পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত আসামের নূতন কংগ্রেসী সরকারের এই প্রথম জয়লাভের পর দিনই ১৯শে মার্চ্চ ভারতের অপর প্রান্তের "পাকিস্থানী" প্রদেশের মুসলিম লীগ কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্টকেও তাহার শক্তির পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল দাঁড়াইয়াছে লীগের পক্ষে বড়ই শোচনীয়। সিন্ধুর সদ্যোজাত মন্ত্রিমণ্ডল অল্পের জন্য আপাততঃ অকালমৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া গেলেন। স্বরাষ্ট্র সচিব মীর গোলাম আলীর বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থার প্রস্তাব ৩০-২৯ ভোটে অর্থাৎ মাত্র ১টি বেশী ভোটের জোরে অগ্রাহ্য হইয়াছে। মন্ত্রিসভা এ যাত্রা যে পার পাইয়া গেলেন তাহাও তাঁহাদের নিজেদের দলীয় শক্তি-সামর্থ্যের জোরে নয়, পরিষদের তিনজন ইউরোপীয় সদস্যের প্রদত্ত তিনটি ভোটের কৃপায়। 'পূর্ব্ব' ও 'পশ্চিম' এই উভয় পাকিস্থানেই মুসলিম লীগের শক্তিহীনতা প্রমাণিত হইয়া গেল!

* * *

গত ১৯শে মার্চ্চ বৃটিশ মন্ত্রী মিশন লণ্ডন হইতে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। 'আর্থিক জগৎ'-এর বর্ত্তমান সংখ্যা সোমবার প্রকাশিত হইয়া আপনাদের কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই লর্ড পেথিক-লরেন্স, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস ও মিঃ আলেকজান্দার নয়া দিল্লীতে পৌঁছিয়া যাইবেন। তাহার পর যে কতিপয় সপ্তাহ অতিবাহিত হইবে ভারতের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় অধ্যায় হইয়া থাকিবে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর কমন্স সভায় ঘোষিত নীতি ও প্রতিশ্রুতি যদি সত্য সত্যই অকপট হয়, তাহা হইলে ভারতের মুক্তিকামী নেতৃগণের সঙ্গে সন্তোষজনক আলোচনার দ্বারা একটা মীমাংসা সম্ভব ও সুনিশ্চিত এবং ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রত্যাসন্ন। আর যদি ক্রীপস্ মিশন ও সিমলা সম্মেলনেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে—অবশ্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেরূপ সম্ভাবনার কামনা করিতেছি না—তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে সমগ্র ভারতব্যাপী যে স্বাধীনতার শেষ প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কংগ্রেস নেতৃগণ উভয়বিধ সম্ভাবনার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আছেন। রাষ্ট্রপতি আজাদ ও সর্দ্দার প্যাটেল দেশবাসীকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন: কংগ্রেস আপোষ-মীমাংসার শান্তিপূর্ণ পথও জানে, আবার দুর্জ্জয় অহিংস গণসংগ্রামের সুকঠিন পন্থাও ভোলে নাই।

* * *

আলোচনার সাফল্য সম্পর্কে আমাদের অকপট শুভেচ্ছা সত্ত্বেও অতীতের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক নজির আমাদিগকে পুরাপুরি আশাবাদী হইতে দিতেছে না। 'আর্থিক জগৎ'-এ আমরা বহু বার লিখিয়াছি, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারত শাসনের মূলনীতির পরিবর্ত্তন ঘটিলে এদেশে তাহার শুভ লক্ষণ চোখে পড়িত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, এতাবৎ বন্দীমুক্তি বা খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে হোয়াইট হল হইতে নয়াদিল্লী পর্য্যন্ত কোথাও ভারতের জনসাধারণের মনোজয় বা তাহাদের আস্থা অর্জ্জনের জন্য কোন স্পষ্ট প্রয়াস লক্ষিত হইতেছে না। গত ২০শে মার্চ্চ মালয় অভিযাত্রী মেডিক্যাল মিশনের সদস্যদের সম্বর্দ্ধনা সভায় মৌলানা আজাদ কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "কিছু কাল যাবৎ ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের শাসন ব্যাপারে মস্ত পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছেন, কিন্তু যেভাবে তাঁহারা কাজ করিতেছেন তাহাতে কোন পরিবর্ত্তনের লক্ষণই দেশবাসী উপলব্ধি করিতেছে না।"

এই সংশয় সত্ত্বেও সমগ্র ভারতের সাগ্রহ দৃষ্টি আজ নয়াদিল্লীর দিকেই নিবদ্ধ। জাতীয়তাবাদী ভারত কেবল সংগ্রামের জন্যই সংগ্রাম চাহে না। তাহারা শেষ পর্য্যন্ত শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা আপোষ-মীমাংসারই পক্ষপাতী—অবশ্য সেই মীমাংসার ভিত্তি হইতে হইবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দ্বিধাহীন স্বীকৃতি।

* * *

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স
লিঃ
হেড অফিস: ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন: কলিঃ ৫৩৮০

গ্রাম: উদয়ের পথে
অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট
ট্রাষ্ট লিমিটেড
১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আপনার সঞ্চিত অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাটাইয়া লাভবান হইতে হইলে সত্বর আমাদের সহিত পরামর্শ করুন।
ম্যাঃ ডিরেক্টর—মিঃ কে, সি, মিত্র।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং
কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস: ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ
ফোন: ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম: ষ্ট্রংরুম
শাখাসমূহ:-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী
এফ, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

Pioneer Quality Manufacturer of:
Spring, Springwashers, Setscrews, Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler Tube, Brushes, Link & Wire Chains, etc.
S. K. Dutt
Manufacturer & Mill Furnisher,
20, STRAND ROAD
CALCUTTA
Phone: Cal. 1434

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

গত সপ্তাহে কমন্স সভায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর বক্তৃতায় এক নূতন সুর শুনা গিয়াছে। বৃটেনের ভারত সম্পর্কে এতকালের অনুসৃত নীতি পরিবর্ত্তন করার ঐ বিঘোষিত সঙ্কল্প এবার অকপট বলিয়াই মনে হয়। ইতিপূর্ব্বে কোন বৃটিশ মন্ত্রী ভারতের জাতীয় জাগরণের সর্ব্বত্রব্যাপী প্রচণ্ড প্রভাবের কথা এত স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করেন নাই। মিঃ এটলী বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও অন্যান্য বহুবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমন কি ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যেও জাতীয়তাবোধ তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে।...৪০ কোটি লোকের এই জাতি যে আজ স্বাধীনতা দাবী করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

* * *

মিঃ এটলীর বক্তৃতা নানা কারণেই আশাপ্রদ। চিরকাল ভারত প্রসঙ্গে অপকৌশলের যে সমস্ত যুক্তিজাল বিস্তার করা হয়, এবার বৃটিশ রাষ্ট্রের কর্ণধার সেই পথ মাড়ান নাই। সাম্প্রদায়িক অনৈক্য বা দেশীয় রাজ্যের প্রতি বাধ্যবাধকতার প্রশ্নকে বড় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা নাই। বরং ঐ দুইটি বিষয়ে মিঃ এটলীর বক্তৃতায় আপোষমুখীন মনোভাব ও সুস্থ সিদ্ধান্তের আভাষ পাওয়া গিয়াছে। মিঃ এটলী বলিয়াছেন, "ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের অধিকার সম্পর্কে আমরা সচেতন। তাহারা যাহাতে নির্ভয়ে বাস করিতে পারে আমরা সে ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু অপরদিকে আমরা কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে 'ভেটো' ক্ষমতা ব্যবহারের দ্বারা কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিতে দিব না।" প্রধান মন্ত্রীর এই ইঙ্গিত সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শেষ পর্য্যন্ত এই ঘোষিত আশ্বাস অনুসারে কাজ করা হইলে মুসলিম লীগের অনমনীয় মনোভাবের ফলে সিমলা সম্মেলনে যে ব্যর্থতা অনিবার্য্য হইয়াছিল, এবার সেই দুর্ভাগ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। দেশীয় রাজ্যের প্রশ্নও অন্তরায় হইবে না বলিয়া মিঃ এটলী আশ্বাস দিয়াছেন।

ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কেও প্রধান মন্ত্রীর স্বীকৃতি আরও স্পষ্ট এবং সুদূরপ্রসারী। তিনি বলিয়াছেন, "আমি আশা করি, ভারতবর্ষ বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিতে রাজী হইবে। এই বিষয়ে মত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতবর্ষের আছে। যদি সে স্বেচ্ছায় বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিতে রাজী হয়, কেবল তাহা হইলেই তাহা সম্ভব হইবে। ভারতবর্ষ নিজেই নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে, না বৃটিশ কমনওয়েলথের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্বন্ধের মধ্যে থাকিবে, ভারতবর্ষই তাহা নির্দ্ধারণ করিবে। ভারতীয় শাসনতন্ত্র কি হইবে সে সিদ্ধান্তও ভারতবর্ষের নিজেরই করণীয়।"

মিঃ এটলীর বক্তৃতার আর একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে কেন্দ্রে অবিলম্বে এক সাময়িক গবর্ণমেণ্টের গঠন। তিনি জানাইয়াছেন, "নবগঠিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট যতদিন না স্থাপিত হয়, ততদিনের জন্য বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের স্থলে ভারতীয়গণের পক্ষে যতদূর সম্ভব সমর্থনযোগ্য একটি সাময়িক গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইবে। বড়লাট যাহাতে এরূপ একটি সকলের আস্থাভাজন গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারেন, তজ্জন্য ভারতশাসন আইনের সংশোধন করা হইতেছে।"

* * *

যে জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক পটভূমিতে ভারত সমস্যা সমাধানের জন্য মন্ত্রী মিশন আসিতেছেন সেই দিক হইতে বিচার করিলে মিঃ এটলীর বক্তৃতার ভাষা ও মর্ম্ম একটা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু, রাষ্ট্রপতি আজাদ, সর্দ্দার প্যাটেল, কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা শরৎ বসু—জাতীয়তাবাদী সকল দলের নেতাদের প্রায় সকলেই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কমন্স সভার বক্তৃতায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ভূমিকা আশাপ্রদ। এবার কমন্স সভার কথায় ও মন্ত্রী মিশনের কাজে সম্পূর্ণ মিল দেখিতে পাইব এই আশায় আমরা নয়া দিল্লীর বা সিমলার দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকিব।

* * *

মিঃ এটলী যে দিন তাঁহার কমন্স সভার বক্তৃতায় ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ তীব্র হইয়া উঠিতেছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন সেই দিনই—সেই ১৫ই মার্চ্চ তারিখেই—দেরাদুনের এক সংবাদে তথাকার ক্যাণ্টনমেণ্টের সৈন্য শিবিরে বহুসংখ্যক গুর্খা সৈনিকের এক "নীরব বিপ্লবের" সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। এতকাল যাহারা সামরিক কার্য্যে একান্ত আজ্ঞাবহ ও যান্ত্রিক নিয়মানুবর্ত্তিতার চির অনুরক্ত বলিয়া বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে অকুণ্ঠ প্রশংসা পাইয়া আসিয়াছে, সেই গুর্খাদের মধ্যেও প্রতিরোধ বা প্রতিবাদের ঐ সংবাদে ভারতের জাতীয় চেতনা যে এখন কত গভীর ও কত ব্যাপক হইয়াছে সেই সত্যই প্রমাণিত হয়। সুখের বিষয়, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এই সত্য এবার প্রকাশ্যে কমন্স সভায় দাঁড়াইয়া স্বীকার করিলেন এবং কার্য্যের ক্ষেত্রেও যদি এই সত্যের মর্য্যাদা রাখেন তাহা হইলে মন্ত্রিদৌত্যের প্রচেষ্টার ফল ভারতের তথা জগতের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর হইবে।

* * *

ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশে অনুরুদ্ধ হইয়া জর্জ্জ বার্ণার্ড শ বলিয়াছেন, "স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হয়, উহা দানের সামগ্রী নহে। ভারতবাসীকে পাঁচ শত বৎসর অথবা আর মাত্র পাঁচ মাসকাল আন্দোলন চালাইতে হইতে পারে বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের স্বাধীনতা লাভ ঘটিবেই।...স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইলে ভারতকে কিছুকাল কষ্টের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কারণ সর্ব্বত্রই দেখা যায়, স্বাধীনতা লাভের পরবর্ত্তী কাল খারাপ যায়, পরে ঐ অবস্থার উন্নতি ঘটে।"

* * *

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে গৃহীত বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গৃহীত এক সুচিন্তিত ও সময়োচিত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, "অবিরাম বিরোধ ও যুদ্ধের বীজ হইতে শান্তি ও স্বাধীনতার সৃষ্টি হইতে পারে না। প্রধান শক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের ফলে এবং উপনিবেশসমূহ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল আঁকড়াইয়া থাকার ও তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টার ফলে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে যে উত্তাপ সৃষ্টি হইয়াছে, ওয়ার্কিং কমিটি উদ্বেগের সহিত তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ এখনও রহিয়াছে এবং তদতিরিক্ত নূতন সাম্রাজ্যবাদও জন্মলাভ করিতেছে। তৈল এখনও সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের প্রলোভন। পুরাতন ও নিন্দিত নীতির ফলে অধিকতর বিরাট ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই ভবিষ্যৎ বিপদ রোধ করিতে হইলে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে বৈদেশিক প্রভুত্বের অবসান ঘটাইতে হইবে এবং ইন্দোনেশিয়া, মাঞ্চুরিয়া, ইন্দোচীন, ইরান, মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী অপসারিত করিতে হইবে।"

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

ইহা প্রস্পেক্টাস নহে ঘোষণা মাত্র
কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কটন এণ্ড সিল্ক
মিলস লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেণ্টস্ঃ কাটোয়া ট্রেডিং কোম্পানী
রেজিঃ অফিস ঃ—১৮নং রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
অনুমোদিত মূলধন ... ... ২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ... ... ৫,০০,০০০৲ টাকা
১০৲ মূল্যের ৪০০০ অর্ডিনারী শেয়ার এখনও বিক্রয়ার্থ আছে। দরখাস্তের সহিত প্রত্যেকখানি অর্ডিনারী শেয়ারের জন্য ২॥০ টাকা ও ভর্ত্তি ফি (Admission Fee) ১৲ টাকা দিতে হয়।
১। ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ এবং এই ব্যাঙ্কের শাখাসমূহে শেয়ারের জন্য আবেদন করুন।
ফ্যাক্টরির গঠন কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

দামোদর ক্যানেলকর বৃদ্ধির প্রতিবাদ—সম্প্রতি দামোদর ক্যানেলকরের হার একর প্রতি ২॥/০ আনা হইতে বর্দ্ধিত করিয়া ৫॥০ আনা করার প্রতিবাদে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বর্দ্ধমান জেলার হাটগোবিন্দপুর উচ্চ ইংরেজী স্কুল ময়দানে দামোদর ক্যানেল অঞ্চলের কুড়মুন ইউনিয়ন, রায়ান ইউনিয়ন, হাটগোবিন্দপুর ইউনিয়ন প্রভৃতি অঞ্চলের সহস্র সহস্র কৃষকের উপস্থিতিতে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

যুদ্ধকালে কলিকাতার ক্ষতি—১৯৪১ সালের ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া জাপানীদিগের কার্য্যের ফলে মুখ্য ও গৌণভাবে কলিকাতা কর্পোরেশনের যে সকল ক্ষতি হইয়াছে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার এক বিবরণ দাখিল করিয়াছেন। কর্পোরেশনের গত ১৩ই মার্চ্চের অধিবেশনে উক্ত বিবরণ অনুমোদন করা হয় এবং গবর্ণমেণ্টকে আরও জানান হয় যে, এতৎসম্বন্ধে অতিরিক্ত বিবরণ সম্বলিত তালিকসমূহও প্রেরণ করা হইবে। কর্পোরেশনের উক্ত বিবরণীতে প্রকাশ যে, জাপানীদিগের কার্য্যের ফলে সরাসরি কর্পোরেশনের সম্পত্তির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার মূল্য ৪৯ হাজার ৪৮৲ টাকা। এই সম্পর্কে রাস্তার আলোর থাম, উহার সন্নিহিত রাস্তা ও জলের প্রধান পাইপসমূহের ক্ষতি হয়। গৌণ ক্ষতি সম্বন্ধে উক্ত বিবরণীতে উল্লেখ করা হয় যে, কর্পোরেশনের এ আর পি কার্য্য বাবদ ৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং কারখানাসমূহের যুদ্ধ বীমা বাবদ প্রায় ৯॥ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া দমনের ব্যবস্থা—প্রকাশ, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ভোর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাঁহারা সৈন্যদের ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ড হইতে চারিটি ও ওয়েষ্টার্ণ কম্যাণ্ড হইতে দুইটি ম্যালেরিয়া নিবারণকারী দল নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক দলে একজন করিয়া বিশেষজ্ঞ লইয়া প্রায় ৭৫ জন লোক রহিয়াছেন। দলগুলি ইতিমধ্যে রাণাঘাট, যশোহর, কান্দি, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও হুগলীতে কাজ করিতেছেন। আর্দ্রস্থান, জলাভূমি, স্রোতহীন জলাশয় প্রভৃতি যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার বীজ উৎপন্ন হয় সেই সকল স্থান নিয়ন্ত্রণ করাই উক্ত দলগুলির প্রধান কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা জলাশয় ও পুকুর হইতে আগাছা পরিষ্কার করাইবেন এবং বদ্ধ জলে স্রোতের ব্যবস্থা করিবেন।

ইউরোপে ভারতীয় আটক বন্দী—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ সত্যনারায়ণ সিংহের প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ওয়েটম্যান বলেন যে, ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইউরোপে ৩২ জন ভারতীয় আটক বন্দী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ২২ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। একজন হাসপাতালে আছেন বলিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয় নাই এবং ৯ জন এখনও বন্দী আছেন।

বিমান-ঘাঁটি ও তৎসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য—মিঃ সুবেদারের এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার গুরুনাথ বেওর বলেন, ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্য্যন্ত বিমানঘাঁটি ও তৎসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের বাবদে ২ কোটি ৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৫ শত টাকা খরচ করা হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে এই বাবদে ১ কোটি ৫১ হাজার ৪ শত ৫১৲ টাকা আয় হইয়াছে বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন।

আসামে সরকারী কৃষিক্ষেত্র খুলিবার সিদ্ধান্ত—ধুবড়ী সহরের নিকটে একটি সরকারী কৃষিক্ষেত্র খুলিবার জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট ৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে শিলং হইতে আসাম গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের অফিসারগণ স্থান মনোনয়নের জন্য সম্প্রতি ধুবড়ীতে পৌঁছিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে জাপানী মুদ্রা অচল—সম্প্রতি ব্রহ্ম শাসন-পরিষদে মিঃ উ বা পে-র এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার জন ওয়াইজ বলেন যে, জাপ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ব্রহ্মে আনুমানিক ৫ শত ৬২ কোটী টাকা প্রচলিত করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের ক্ষতি পূরণের জন্য শতকরা হিসাবে অর্থ পরিশোধ করিবেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে স্যার জন অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

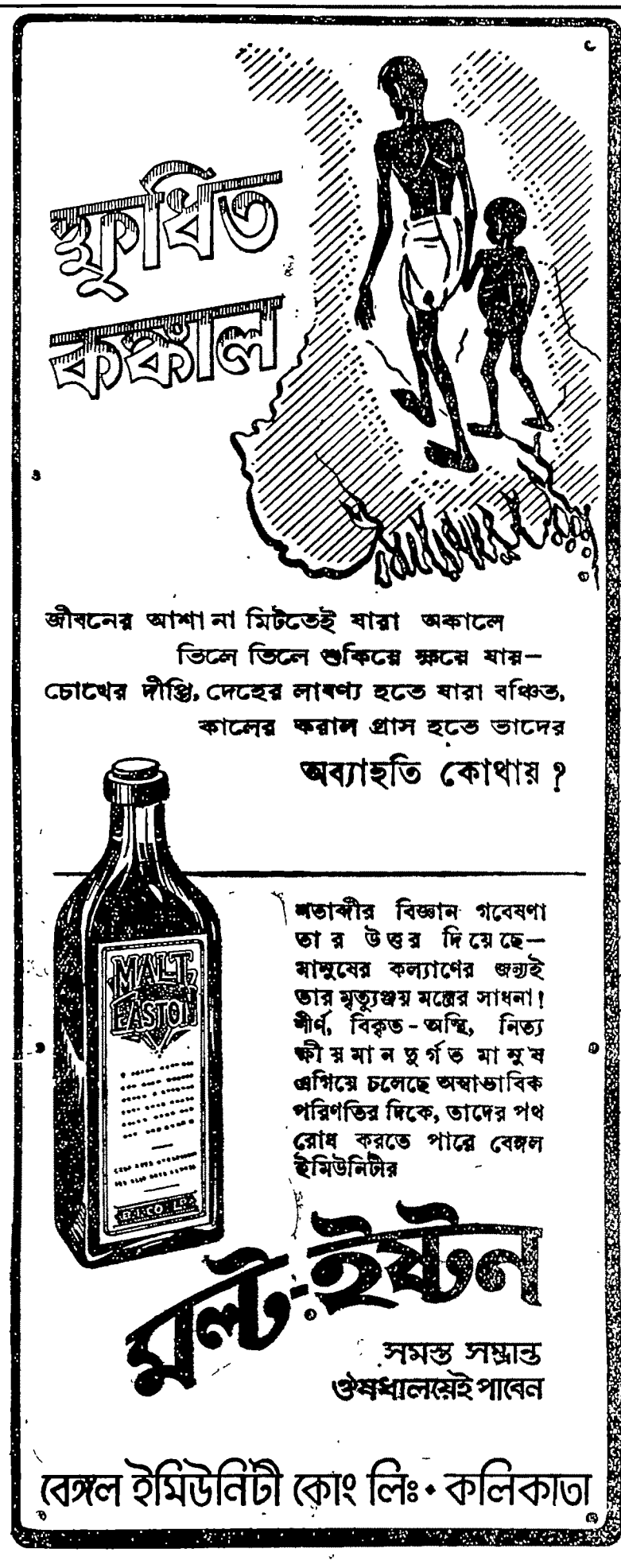

ভারতে বিজ্ঞান প্রচারে রকফেলার প্রতিষ্ঠানের সাহায্য—ভারতে বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের জন্য নিউ ইয়র্কের রকফেলার প্রতিষ্ঠান ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিট্যুট অব সায়েন্স-এর হাতে পনর হাজার টাকা দিয়াছেন। ভারতের পঁচিশটী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই অর্থ ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সীমান্ত প্রদেশের ঘাট্‌তি বাজেট—সীমান্ত প্রদেশের পরিষদে সম্প্রতি প্রাদেশিক সরকারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট পেশ করা হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে মোট পনর লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ঘাট্‌তি পড়িবে। রাজস্ব যাহা সংগৃহীত হইবে তাহার পরিমাণ দুই কোটী তেষট্টি লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা এবং ব্যয় দুই কোটী আটাত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের বরাদ্দ হ্রাস—কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, সংবাদপত্রের কাগজের যে শতকরা ২৫ ভাগ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, আগামী ১লা মে হইতে তাহা আবার ছাঁটাই করা হইবে। গত ১লা অক্টোবর হইতে নির্ব্বাচনের সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই অতিরিক্ত বরাদ্দ অনুমোদন করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে সংবাদপত্রের কাগজ সরবরাহে উন্নতি হওয়ার আশা নাই। গত ১৯৪৪ সালে ছাপার কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় কয়েকটি মাসিক ও সাময়িক পত্রিকা সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজে ছাপানোর আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত মাসিক ও সাময়িক পত্রিকাগুলিকে আবার ছাপার কাগজ ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে যে সকল পত্রিকা সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ ব্যবহার করিতে চাহিবে তাহাদের কাগজের বরাদ্দ শতকরা ২৫ ভাগ ছাঁটিয়া দেওয়া হইবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও প্রকাশ যে, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ সরবরাহ যতদিন না বাড়িতেছে ততদিন নূতন কোন সাময়িক পত্রিকাকে ঐ কাগজে ছাপিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

নিয়ন্ত্রিত মুনাফার উপর বিক্রয়-কর—গত ১৬ই মার্চ্চ তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে, বে-আইনী মজুত ও অতিলাভ নিবারক আইনের ৬ষ্ঠ ধারা অনুযায়ী আমদানী খরচ অথবা উৎপাদন খরচের উপরে যে অতিরিক্ত লাভ অনুমোদন করা হইয়াছে অথবা ভবিষ্যতে করা হইবে, তাহার মধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আরোপিত কোন প্রকার বিক্রয়-কর ধরা হইবে না।

বেতার-চালকদের পরীক্ষা—এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আগামী ৩০শে এপ্রিল হইতে কলিকাতার জর্জ্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে বেতার যন্ত্র চালনা সম্পর্কীয় পরীক্ষা গৃহীত হইবে। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদিগকে যথাযোগ্য সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে।

ভারতে বিমান উৎপাদনাদির কারখানা—প্রকাশ, ভারতে বিমান কারখানা স্থাপনের বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ে ভারত সরকারকে ওয়াকিবহাল করিবার জন্য ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বিলাত হইতে বৃটিশ বিমান দপ্তরের দুইজন এবং সোসাইটী অব বৃটিশ এয়ার ক্র্যাফ্‌ট্ প্রোডাকসনের দুইজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এক টেক্‌নিক্যাল মিশন শীঘ্রই ভারতে আসিতেছেন।

সোভিয়েটে মোটর উৎপাদন বৃদ্ধির নূতন প্রচেষ্টা—প্রকাশ, মোটর উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সোভিয়েট রাশিয়া এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে আগামী ১৯৫০ সাল হইতেই সোভিয়েট দেশে বাৎসরিক দশ লক্ষ খানি মোটর যান তৈয়ারী হইবে এবং এই উৎপাদনের সমস্ত অংশই আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের কার্য্যে নিয়োগ করা হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি বৎসরে মোট এক লক্ষ মোটর গাড়ী ও লরী রাশিয়ায় উৎপাদিত হইত।

ভারতে ধর্ম্মঘট—প্রকাশ, ১৯৪৫ সালের এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে মোট ২১৭টী ধর্ম্মঘট ভারতে ঘটে—এই সব ধর্ম্মঘটে জড়িত হইয়া পড়েন মোট এক লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচ শত দশজন শ্রমিক। ১৯৪৪ সালের এই তিন মাসে মোট ১৯৭টী ধর্ম্মঘট হয় এবং মোট এক লক্ষ তেষট্টি হাজার তিন শত তেত্রিশ জন শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেন। এই সব ধর্ম্মঘটের ফলে মোট চার লক্ষ সাতাশ হাজার তিন শত উনত্রিশটী "মনুষ্যদিবস" (man-days) নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মোট ষাটটী ক্ষেত্রে শ্রমিকরা বিজয় লাভ করেন এবং মোট এক শত আটটী ক্ষেত্রে তাঁহারা বিজয়ী হইতে পারেন নাই।

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ
২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা

বিলিকৃত মূলধন—
৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন—
২ কোটী টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড—
৭॥০ লক্ষ টাকা
মিঃ জি ডি বিড়লা
(চেয়ারম্যান)
মিঃ এম এ ইস্পাহানি
(ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি সরাইয়া
(ভাইস্ চেয়ারম্যান)
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ভারতের সর্ব্বত্র শাখা ও পে অফিস আছে
মিঃ বি টি ঠাকুর
জেনারেল ম্যানেজার

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং
কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪
—মূলধন—
অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত— ৫৭,৫০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ২৬,৫০,০০০৲ উপর
শাখাসমূহ—
কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।
লণ্ডন এজেণ্ট :—
ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

ফোন—ক্যাল: ৫৯৪৪ টেলিগ্রাম—ইকমিক ব্যাঙ্ক
ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৯
হেড অফিস :—৮৬-বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
----শাখাসমূহ----
বড়বাজার, সাউদার্ণ এভেনিউ (কলিকাতা), বাঁকুড়া, ঘাটাল, মেহেরপুর, সোণামুখী (বেঙ্গল), টাটানগর, পুরুলিয়া, নওয়াগড (বিহার), বড়পেটা (আসাম), এলাহাবাদ, বেনারস, জৈতপুরা, মীর্জ্জাপুর, বালিয়া দেওরিয়া, অরৌরা, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, ববার্টসগঞ্জ, মোরাদাবাদ, গান্ধীনগর (কাণপুর), জৌনপুর (ইউ-পি) দিল্লী।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মার্কিন সেনাবাহিনীর কলিকাতা ত্যাগ—প্রকাশ, স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনকারী মার্কিন সেনাবাহিনীকে লইয়া সর্ব্বশেষ দুইটী জাহাজ আগামী জুন মাসের শেষের দিকে ভারতের উপকূল ত্যাগ করিয়া যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করিবে। আরও প্রকাশ, কলিকাতা এবং কিলর্ণানি এষ্টেটে মার্কিন বাহিনীর বেতারকেন্দ্র আগামী মে মাসের শেষেই উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

ভারতে বেতার-যন্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি—গত জানুয়ারী মাসে বেতার-গ্রহণ যন্ত্র (Radio receiving set)-এর জন্য মোট কুড়ি হাজার পঁয়ত্রিশটী নূতন লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোন এক মাসে এত অধিকসংখ্যক বেতার লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই। জানুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত মোট দুই লক্ষ তিন হাজার আঠারটী বেতারযন্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে।

সেনাবাহিনীর ক্ষুন্নিবারণে গবাদি পশু হত্যা—সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরের সময়ে এক বিবরণীতে (রিপোর্ট) জানান হইয়াছে যে, ১৯৪৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে সেনাবাহিনীর (Defence Services) জন্য মোট পঁচিশ হাজার দুইশত উনপঞ্চাশটী গবাদি পশু হত্যা করা হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হত্যা করা হইয়াছে মোট চৌদ্দশত চুরাশীটী প্রাণী।

ভারতে বনস্পতি ঘিয়ের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা—সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে খাদ্য সচিব স্যর জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতে বনস্পতি ঘিয়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার এক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সাতশটী প্রতিষ্ঠানকে বনস্পতি ঘি উৎপাদনের কারখানা তৈয়ারী করিবার জন্য সাহায্য করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে বৎসরে এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশত টন বনস্পতি ঘি উৎপাদন করা যাইবে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বস্ত্রহরণ—করাচীর এক খবরে প্রকাশ যে, লারকানার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাঁহার পার্শ্বন্যাল এ্যাসিষ্টাণ্টের সহিত রাতোদারোর নিকটে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন কয়েকজন বস্ত্রাভাবক্লিষ্ট ব্যক্তি পথিমধ্যে তাঁহাদের ধরিয়া সমস্ত জামা-কাপড় খুলিয়া লইয়া সরিয়া পড়ে।

চা-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি—এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রচার করা হইয়াছে যে, আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের বাজারে চায়ের চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার বর্ত্তমান বৎসরেও (১৯৪৬-৪৭) চা-রপ্তানী সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
(৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

ভারতের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে মার্কিনী বিশেষজ্ঞ—প্রকাশ, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের ব্যাপারে দেশের রাস্তাঘাটের উন্নতি ও প্রসারের যে পরিকল্পনা ভারত সরকার করিতেছেন সেই সম্পর্কে ভারতে থাকিয়া আবশ্যক পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিবার জন্য মার্কিন মুল্লুক হইতে দুইজন পূর্ত্তবিশেষজ্ঞ আসিতেছেন।

বেসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের সম্প্রসারণ—নয়া দিল্লীর একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের বেসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরটীর আরও সম্প্রসারণ করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে এই দপ্তরে ইতিমধ্যেই তিনজন বৃটিশ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হইয়াছে।

জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি—প্রকাশ আগামী এপ্রিল মাসের শেষদিকে অথবা মে মাসের প্রথম ভাগে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির পূর্ণ অধিবেশন (plenary session) হইবে। আরও প্রকাশ, উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

বোম্বাই-এ বিক্রয়কর—প্রকাশ, শীঘ্রই বোম্বাই-এ বিক্রয়কর আইন জারী করা হইতেছে। তবে, এই বিক্রয় কর আইনটা নাকি আগামী ১লা জুলাই হইতে কার্য্যকরী হইবে। খাদ্য-শস্য, কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য, দুধ, শাকসব্জী, চিনি, লবণ তেঁতুল, কেরোসিন, সস্তা কাপড় এবং দিয়াশলাই প্রভৃতি এই বিক্রয়কর আইনের আওতায় পড়িবে না। খবরের কাগজের জন্য বিক্রয়কর দিতে হইবে।

উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের অর্দ্ধেক
কমারসিণ্ড
ডবল বেনিফিট স্কীম
সুদের হার
১ বৎসর...৫ প্রতিশত
২ ,, ...৫॥ ,, ,,
৩ ,, ...৬ ,, ,,
সাধারণতঃ আমাদের ডবল বেনিফিট স্কীমে ৫০০৲ বা ততোধিক টাকা জমা লইয়া নির্দ্দিষ্ট সুদ-ছাড়াও উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের শতকরা ৫০৲ টাকা দিয়া থাকি।
পত্র লিখিলে আমাদের 'সাপ্তাহিক শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট' পাঠান হয়।
কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স
সিণ্ডিকেট লিমিটেড
ফোন: হি,হি,৫৪৪১ ৩০।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
COMMERSYND
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর
মিঃ টি,দে, এম,এ; এফ,আর,জি,এস(লণ্ডন)
CSIC-UPS: ৫"×2

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২
কার্য্যকরী মূলধন—১২ কোটি টাকার উপর
—কলিকাতা অফিসসমূহ—
৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯-এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং ১৩৯-বি, রসা রোড
কলভাদেবী (বোম্বাই)
ঃ অন্যান্য অফিসসমূহ ঃ
কুমিল্লা, জোড়হাট, দ্বারভাঙ্গা, নারায়ণগঞ্জ, পুরাণবাজার, ভাগলপুর, গৌহাটী, ডিব্রুগড়, ধুবড়ী, পাবনা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ভৈরব, চট্টগ্রাম, ঢাকা, নিতাইগঞ্জ, পাটনা, বোম্বাই, ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, তিনসুকিয়া, নওগাঁ, পাটনা সিটি, বরিশাল, মজঃফরপুর, রাজসাহী
মাদ্রাজে এজেন্সী আছে—
বৈদেশিক এজেন্সীসমূহ ঃ লণ্ডন—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা—গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক, অষ্ট্রেলিয়া—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনী, আলেক্জাণ্ডিয়া—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি, এণ্ড ও, এ)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ—১৯৪৬-৪৭ সালের রেলওয়ে বাজেটের পরিকল্পনানুযায়ী ভারতে ৫৬টী নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য জরিপ কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে, বোম্বাই বরোদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে, যোধপুর রেলওয়ে, মাদ্রাজ এণ্ড সাদার্ণ মারাট্টা রেলওয়ে, নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে, অযোধ্যা এণ্ড ত্রিহুত রেলওয়ে এবং সাউথ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি রেলওয়ের অধীনে বিভিন্ন নূতন রেলপথের জরিপের কার্য্য চলিতেছে। নিম্নে বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের অধীনে যে সমস্ত নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য জরিপকার্য্য চলিতেছে তাহার উল্লেখ করা :—হইল ফরিদপুর-মাদারীপুর-বরিশাল, বনগাইগওয়ন-গোয়ালপাড়া এণ্ড ব্রহ্মপুত্রব্রিজ, সিলেট-ছাতক, বাহাদুরবাদ-মনকরচর,-মনকরচর-গোয়ালপাড়া, পাণ্ডু-গোয়ালপাড়া, রোহনপুর-নিথপুর-দিনাজপুর, খোয়ঙ্গ-ডিব্রুগড, গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) মহেন্দ্রগঞ্জ, সেইনথিয়া-বহরমপুর-ভেড়ামারা, জারিষা-ঝাঞ্জাইল-জানকারায়া।

নূতন রেলপথ ক্রয়—১৯৪৫-৪৬ সালে গবর্ণমেণ্ট পোদানুর-পোনাচী (মূল্য ১৪ লক্ষ ১২ হাজার), জাকোবাবাদ-কাশমর (মূল্য ২৪ লক্ষ ৮০ হাজার), ডিব্রু-সাদিয়া (মূল্য ১ কোটী ৮৬ লক্ষ ৩২ হাজার) প্রভৃতি ৩টি নূতন শাখা রেলপথ ক্রয় করিয়াছেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে গবর্ণমেণ্ট সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে (মূল্য ১ কোটী ৭২ হাজার), আমেদাবাদ- প্রাণ্টেজ (মূল্য ৩৮ লক্ষ ৭৫ হাজার), হোসিয়ারপুর-দোয়াব (মূল্য ৬৬ লক্ষ ৪৭ হাজার) এবং শিয়ালকোট-নারওয়াল (মূল্য ৩১ লক্ষ ৮৭ হাজার) প্রভৃতি চারিটি নূতন শাখা রেলপথ ক্রয়ের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

কর্পোরেশনের ট্যাক্সবৃদ্ধির প্রস্তাব বাতিল—কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে স্পেশ্যাল কমিটি যে সমস্ত সুপারিশ করেন, কর্পোরেশনের গত ২১শে মার্চ্চের অধিবেশনে সামান্য পরিবর্ত্তনান্তর তাহা গৃহীত হয়। ইহার ফলে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার বাজেটে কলিকাতায় ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ২৲ বৃদ্ধি করার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। বাজেট কমিটির সুপারিশ অনুসারে কর্পোরেশনের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে বৎসরান্তে তহবিলে ২১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। কমিটি কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত বাজেটে বাৎসরিক আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা এবং ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ এস এন সিংহ বলেন যে, তিনি আশা করেন, বৎসরান্তে কর্পোরেশনের হস্তস্থিত তহবিলের পরিমাণ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা হইতে পারে।

কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন—প্রকাশ, কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করা সম্পর্কে একদল ইঞ্জিনিয়ার পরিকল্পনা রচনায় রত আছেন। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হইবে, জানা গিয়াছে। প্রত্যেক এক্সচেঞ্জের জন্য নির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকিবে। এই চিহ্ন দুই তিনটি অক্ষর বা সংখ্যা হইবে। কোন্ ব্যবস্থা অধিকতর কার্য্যকরী হইবে, এবিষয়ে টেলিফোন ব্যবহারকারিগণের পরামর্শ গ্রহণ করা হইতেছে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আসন্ন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য মফঃস্বলে ১১৪টি এবং কলিকাতায় ২৯টি পরীক্ষা কেন্দ্র খুলিয়াছেন। অদ্য ২৫শে মার্চ্চ হইতে পরীক্ষা সুরু হইবে। মোট ৪৮৫৪৮ জন পরীক্ষার্থী এবারে পরীক্ষা দিবেন।

মহীশূরে সেচ-উন্নয়ন পরিকল্পনা—মহীশূরের সেচ ব্যবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য এক পঞ্চাবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্প্রতি অনুমোদিত হইয়াছে। পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিতে মোট দুই কোটী টাকা ব্যয় করিতে হইবে এবং ইহার ফলে মহীশূরের বিরানব্বুই হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে।

বস্ত্র রেশন কুপনের মেয়াদ—যে কোন তিন মাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট বস্ত্র রেশনের কুপনের মেয়াদ পরবর্ত্তী তিন মাস শেষ হওয়া পর্য্যন্ত চালু থাকিবে। কিন্তু গত নবেম্বর/ডিসেম্বরের কুপনের বরাদ্দ বস্ত্র ১৯৪৬ সালের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে লওয়া চলিবে। জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বস্ত্র রেশন কুপনের মেয়াদ ১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন শেষ হইবে; অর্থাৎ যে কোন কুপনের মেয়াদ ছয় মাস পর্য্যন্তই থাকিবে।

অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের ভারত আগমন সম্ভাবনা—প্রকাশ, ভারত সরকারের আমন্ত্রণে আগামী শরৎকালে অষ্ট্রেলিয়া হইতে এক বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ভারতে আসিতে পারেন।

ভারত-বোর্ণিও তার যোগাযোগ—তার বিভাগীয় এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বৃটিশ নর্থ বোর্ণিও, ব্রুনেই, খৃষ্টমাস দ্বীপ, লবুয়ান এবং সারাওয়াক প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে প্রেরণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী তার যথানির্দ্দিষ্ট হারে গ্রহণ করা হইবে।

জাতীয় ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৭৫,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,৫০,০০০৲
শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ
এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

দি
ব্যাঙ্ক অফ আসাম
লিমিটেড
আসাম প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক
ঘোষণা
জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য আমরা জানাইতেছি যে, ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিমিটেডের (আসাম ব্যাঙ্ক নহে) অফিস ৬নং ক্লাইভ রোতে অবস্থিত।
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক-এর ভূতপূর্ব্ব এজেণ্ট ও হিন্দ ব্যাঙ্ক-এর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মিঃ জে সি বোস আমাদের কলিকাতা শাখার ম্যানেজাররূপে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন।
হেড অফিস :
শিলং টেলিগ্রাম : BANKASSAM টেলিফোন : ২০ (২লাইন)
কলিকাতা অফিস :
৬, ক্লাইভ রো ; টেলিগ্রাম : ASSAMBANK টেলিফোন : ক্যাল ৬৯৪০
শাখাসমূহ :
ধুবড়ী, বড়পেটা, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, জোড়হাট, নওগাঁ ও আসাম।
মিঃ জে সি বোস
ম্যানেজার, কলিকাতা অফিস
মিঃ এইচ ব্যানার্জ্জী বি-এ, সার্ট, এ, আই, বি, (লণ্ডন)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

খাদ্য-সঙ্কট

আসন্ন খাদ্যসঙ্কটের সমাধানের অন্যতম ব্যবস্থা হিসাবে স্থির হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ৫০ জনের বেশী অতিথিকে ভোজদানের ছাড়পত্র আর দেওয়া হইবে না।

* * *

আসামের সুনামগঞ্জ এলাকায় 'খাদ্যাভাব' দেখা দিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে।

* * *

তাহেরপুর এবং জামালগঞ্জ থানার এলাকায় বহু নরনারী এক 'ভুখমিছিল' (hunger march) লইয়া সুনামগঞ্জের মহকুমা হাকিমের অফিসে গেলে তিনি ছয় টাকা মণ দরে প্রত্যেক পরিবারকে আধ মণ করিয়া চাল দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

* * *

বোম্বাই সরকার বিজাপুরের আরও ২৯টী গ্রামে 'খাদ্যাভাব' ঘোষণা করিয়াছেন।

* * *

ভারতস্থিত ৩৬ হাজার টন উদ্বৃত্ত মার্কিন খাদ্যদ্রব্য আসন্ন খাদ্য-সঙ্কট মোচনের জন্য পাওয়া যাইবে।

* * *

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জরুরী দুর্ভিক্ষ কমিটির সভাপতি মিঃ হুভারকে বড়লাট ভারতে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

* * *

হোলি উপলক্ষে প্রয়োজনমত বস্ত্র সরবরাহ ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য বরাদ্দ না করায় ভাগলপুরের সমগ্র পুলিশবাহিনী সম্প্রতি প্যারেডে যোগদান না করিবার জন্য ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে।

* * *

খাদ্য বরাদ্দের পরিমাণ অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়ার প্রতিবাদে এলাহাবাদ পুলিশ লাইনের বহু পুলিশ সম্প্রতি অনশন এবং কাশীতে ৩০০ রিজার্ভ কনষ্টেবল ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছে।

* * *

বরাদ্দ খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করার প্রতিবাদে বেলুড়ের (হাওড়া) তিন হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

* * *

আসাম সরকার 'পারমিট' ব্যতিরেকে এক মহকুমা হইতে অন্য মহকুমায় দশ মণের অধিক ধান বা চাউল আমদানী-রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ব্যবসায়ীর বাড়ী হইতে ত্রিশ মাইল দূরে ধান-চাউল প্রেরণ করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিনা লাইসেন্সে ধান-চাউলের ব্যবসা করা ও মজুদ করার নিষেধাজ্ঞাও জারী করা হইয়াছে। তবে বিনা পারমিটে কুড়ি মণ পর্য্যন্ত ধান বা চাউল রাখা চলিবে।

* * *

বরাদ্দ খাদ্য হ্রাস করার প্রতিবাদে আগডপাড়া চটকল ও প্রবর্ত্তক চটকলের প্রায় ৫৫০০ শ্রমিক একবেলার জন্য ধর্ম্মঘট করে।

* * *

বরাদ্দখাদ্য হ্রাস করার প্রতিবাদে জগদ্দল, আলমবাজার, বেলুড়, কামারহাটি ও বাঁশবেড়িয়ার অধিকাংশ মিলের শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে।

* * *

কলিকাতার সমস্ত ইলেকট্রিক শ্রমিক কম খাদ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

* * *

সোভিয়েট পত্রিকা 'নিউ টাইমস'-এ "মড়কের মধ্যে মচ্ছব" শিরোনামা দিয়া একটি প্রবন্ধে ভারতে খাদ্যসঙ্কটের জন্য ইংরেজ "উপনিবেশ স্থাপনকারী-দের" উপর দোষারোপ করা হইয়াছে।

* * *

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ভারতের দুর্ভিক্ষাতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—"আমাদের যথাসাধ্য এবং সম্ভবতঃ আমাদের প্রতিশ্রুতি অপেক্ষা বেশীই করিব।"

* * *

ভারত হইতে চীনেবাদাম, রাই এবং সরিষার রপ্তানী নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

* * *

নিরন্নদের বাসের জন্য তমলুক মহকুমায় আরও সাড়ে চার শত নূতন কুটীর তৈয়ারী করা হইতেছে। পুরাতন চার শত কুটীর মেরামত করা হইতেছে।

* * *

সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় বাঙ্গলার খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪৬ সালে বাঙ্গলার প্রয়োজন এক কোটী পাঁচ লক্ষ টন চাউল। তাহার মধ্যে ১৯৪৫ সালের মজুদ হইতে পাওয়া যাইবে চার লক্ষ সাতাশ টন। ১৯৪৬ সালে 'বোরো' এবং আউশ ধানের উৎপাদন স্বাভাবিক ধরিয়া এবং বীজধান বাদ রাখিয়া বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলায় মোট নব্বুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টন চাউল উৎপাদিত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। কাজেই বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলার প্রয়োজনের তুলনায় চাউল কম পড়িবে শতকরা সাত ভাগ মাত্র।

ব্যক্তিগত

গত ১৫ই মার্চ্চ অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স কমিটি ভবনে 'কমার্স' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ আর, ভি, মূর্ত্তিকে মিঃ জি, এল, মেটা চা-পানে আপ্যায়িত করেন।

* *

মিত্রশক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে জাপানে যাইবার জন্য পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ এল, সি, জৈন ভারত সরকার কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

* * *

প্রকাশ, অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ পেণ্ডরেল মুন ভারত সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের 'বিশেষ কর্ত্তব্য সম্পাদনের' অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। শীঘ্রই তিনি ইংল্যাণ্ড হইতে নয়া দিল্লীতে আসিবেন বলিয়া আশা করা হইতেছে। উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির সমন্বয় সাধন করাই হইবে তাঁহার 'বিশেষ কর্ত্তব্য'।

* * *

মিঃ এ, এ, আন্সারী, মিঃ এল, এন, বিড়লা, মিঃ এল, এম, মিত্র, মিঃ এফ, মেটল্যাণ্ড, মিঃ কে, এম, নায়ক, মিঃ এ, এম, রীজ ও মিঃ আর, কে গোস্বামী ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সানরাইজ ফার্ম্মস্ লিঃ

সম্প্রতি আমরা সানরাইজ ফার্ম্মস্ লিমিটেডের একটি প্রসপেক্টাস বা অনুষ্ঠানপত্র পাইয়াছি। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা, উহা ১০ টাকা মূল্যের ১০ হাজার সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। বর্ত্তমানে ঐ সমস্ত শেয়ার (মোট মূল্য ১ লক্ষ টাকা) বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে।

উন্নত ধরণের কৃষি ফার্ম্ম স্থাপন, হাঁস, মুরগী ও পশুপালনের ব্যবসা পরিচালনা ও ব্যাপকভাবে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করাই বর্ত্তমান কোম্পানীর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোম্পানী হাওড়া হইতে ত্রিশ মাইল দূরে একটি বিস্তীর্ণ ভূমি ও জলাশয় লইয়া ইতিমধ্যেই ফার্ম্ম ও ফিসারী গড়িয়া তুলিতে যত্নবান হইয়াছে। জনসংখ্যা অনুপাতে বাঙ্গলায় খাদ্যদ্রব্যের যোগান কম। ফলে দেশে শারীরিক পুষ্টিহীনতা ও অনাহার-অর্দ্ধাহারের শোচনীয় গ্লানি দিন দিনই প্রকট হইয়া দেখা দিতেছে। এই অবস্থায় আধুনিক ধরণের ফার্ম্ম, ফিসারী ও ডায়েরী গড়িয়া তুলিয়া সমুন্নত শ্রেণীর খাদ্যফসল, মাছ এবং হাঁস, মুরগী ও ডিম প্রভৃতি সরবরাহ করিতে পারিলে দেশে তাহার যথেষ্ট কাটতি দাঁড়াইবে। উহাতে ব্যবসাগত মুনাফার সুযোগও প্রসারিত হইবে। সে হিসাবে সানরাইজ ফার্ম্মস্ লিমিটেডের মত কোম্পানীগুলির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হইতেছে। যেরূপ উদ্যোগশীল ব্যবসায়ীদের লইয়া এই কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন দিকে কার্য্যধারা প্রসারিত করিয়া উহা অল্প সময় মধ্যে একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করিলে উপযুক্ত খাদ্যশিল্প গড়িয়া তুলিয়া উহারা দেশের অভাব পরিপূরণে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৫ই মার্চ্চ রায় বাহাদুর শ্রীবিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হুগলী ব্যাঙ্কের খিদিরপুর শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া সভাপতি মহাশয় এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, সুষ্ঠু পরিচালনার গুণে এই প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে আরও সাফল্যলাভ করে তজ্জন্য সকলকে সহযোগিতার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। ডিরেক্টরবর্গ ও কর্ম্মচারিগণ আদর-আপ্যায়নে অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে পরিতৃপ্ত করেন।

ইউনাইটেড জেনারেল ট্রান্সপোর্ট এণ্ড এজেন্সী লিঃ

যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতে রাস্তাঘাট ও যানবাহন সম্পর্কে ব্যাপক উন্নতিসাধনের কথা উঠিয়াছে। লোকের যাতায়াতের জন্য এবং কৃষিশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য এই শ্রেণীর ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। সুখের বিষয়, দেশের গবর্ণমেণ্ট ও দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মনোযোগ এই বিষয়ে ক্রমেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেছে। অবস্থার গতি যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে দেশে অদূর-ভবিষ্যতে মোটর গাড়ী, বাস, ট্রাক প্রভৃতির চলাচল খুবই বাড়িবে বলিয়াই মনে হইতেছে। দেশে মোটর গাড়ী, বাস, ট্রাক প্রভৃতির প্রচলন বাড়িলে তাহাদের জন্য জ্বালানি তেল সরবরাহের সমস্যা ও তাহাদের প্রয়োজনীয় মেরামত সমস্যা বড় হইয়া দেখা দিবে। সেই সমস্যা পূরণের জন্য শিল্প ও ব্যবসাকেন্দ্রসমূহে উপযুক্ত সংখ্যক সার্ভিস স্টেসন গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্য নিয়া বর্ত্তমান কোম্পানীটি স্থাপন করা হইয়াছে। দেশে এই শ্রেণীর সার্ভিস স্টেসনের সংখ্যা বর্ত্তমানে যেরূপ স্বল্প এবং অদূর-ভবিষ্যতে উহাদের প্রয়োজনীয়তা যেরূপ বাড়িবে, তাহাতে ইউনাইটেড জেনারেল ট্রান্সপোর্ট এণ্ড এজেন্সী লিমিটেডের উপরোক্ত ব্যবসা-পরিকল্পনা আমরা খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। এই ব্যবসা ভালভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিলে তাহাতে যথেষ্ট মুনাফার সুযোগ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কতিপয় সুশিক্ষিত ব্যক্তি ও উদ্যোগী ব্যবসায়ী নিয়া ইউনাইটেড জেনারেল ট্রান্সপোর্ট এণ্ড

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

পোষ্ট বক্স ২৪০৩: হেড অফিস ১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা টেলিগ্রাম: লেবরফেন: কলি:

DG4UPG.

বাজার করা কি যে ঝক্‌মারি!

এমন কথা অনেকের মুখেই শুন্‌তে পাওয়া যায়। দোকান থেকে নানান রকমের ও নানান দামের জিনিষের ভেতর থেকে আপনাকে পছন্দ করে জিনিষ কিন্‌তে হ'লো। অনেক হয়রাণি হয়ে যখন জিনিষটি কিনে বাড়ী আসলেন তখন মন্তব্য হলো "কি ছাই-ই না হয়েছে। না আছে কোন রংয়ের পছন্দ, না আছে কিছু।" হুকুম হলো "যাও-ফিরিয়ে দিয়ে এসো।" এমনই তো জিনিষ কিনতে প্রাণ বেড়িয়ে যায় তার ওপর আবার···কাজেই আপনি যে চটে গিয়ে এ রকম বলবেন, সেটা খুবই স্বাভাবিক।

সব চেয়ে ভাল হয় বাড়ী থেকে জিজ্ঞেস করে যাওয়া কোন্ কোম্পানীর জিনিষ আন্‌তে হবে। কাপড়-চোপড়ের বেলায় আপনাকে এটা জিজ্ঞেস না করলেও চল্‌বে—কেননা আপনি জানেন **ঢাকেশ্বরীর** কাপড় কেউ কখনও অপছন্দ করে না বা বদলাতেও বলে না।

ঢাকেশ্বরীর ধুতি, শাড়ী, লংক্লথ, সার্টিং প্রভৃতি এ দেশের বস্ত্র-শিল্পে এক নবতর যুগের প্রবর্ত্তন করেছে। যুদ্ধকালীন নানান রকম অসুবিধার ফলে মিলের কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে পারেন নি—কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে অচিরেই তাঁরা আবার আগেকার মতনই বস্ত্রাদি সরবরাহ করতে সমর্থ হবেন।

★

ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স্ লিমিটেড

হেড অফিস:—নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—শ্রীসূর্য্যকুমার বসু।

এজেন্সী লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। উহা ১০ টাকা মূল্যের ৫০ হাজার শেয়ারে বিভক্ত। ঐ সমস্ত শেয়ার বর্ত্তমানে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। দেশের দাদন-কারীরা এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া উহার ব্যবসায়িক প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে পারেন।

কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কটন এণ্ড সিল্ক মিলস্ লিঃ

বস্ত্রসঙ্কটের অভিজ্ঞতায় বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, বঙ্গদেশে আরও বহু কাপড়ের কলের প্রয়োজন রহিয়াছে। বস্ত্রশিল্প এক স্থানে কেন্দ্রীভূত না হইয়া বিভিন্ন স্থানে সম্প্রসারিত হওয়া আবশ্যক এবং কার্পাস বস্ত্রের অনুকল্প হিসাবে রেশম প্রভৃতির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। উপরোক্ত উপায়ে বস্ত্রসঙ্কট লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পব্যবসায়ী কর্ত্তৃক পচিশ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কটন এণ্ড সিল্ক মিলস লিমিটেড নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। রেলওয়ে সাইডিংএর সুবিধাসহ প্রায় একশত বিঘা জমি কাটোয়ায় (ই আই আর) এতদর্থে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁত ও আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে এবং রেশম উৎপাদনের কাজ অতি শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

কাটোয়া রেলরাস্তা এবং নদীপথে বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্র ও জনপদের সহিত সংযুক্ত থাকায় চলাচল ও আমদানী-রপ্তানীর যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, সেখানে সহজে ও সুলভে মজুর এবং খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়। কয়লাখনি অঞ্চলগুলিও দূরবর্ত্তী নহে।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও কয়লাখনির মালিক শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি, শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগজ্জ্যোতি মুখার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর এবং কাটোয়া ট্রেডিং কোং উহার ম্যানেজিং এজেন্টস্। ১৮নং রাজা উডমণ্ড ষ্ট্রীটে উক্ত কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস। আশা করা যায় যে, বাঙ্গলাদেশবাসী উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইবে না।

নূতন যৌথ কোম্পানী

দি ইণ্ডিয়ান সেনট্রাল ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস, কে, গঙ্গোপাধ্যায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবসা।

ন্যাশনাল গ্লাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিভূতিভূষণ সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্টস্ ও ম্যানেজার।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন, লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বাঙ্গালোর উলেন, কটন এণ্ড সিল্ক মিলস কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

যোগসূত্র...

রূপের ক্রমবিকাশ, বর্ণের অপূর্ব্ব শোভা ও মনোহর বিন্যাস প্রজাপতির পরিচয়।

পূর্ব্বরাগের প্রথম স্পর্শে অনুরাগের স্ফুরণ—গভীরতায় প্রেমের বিকাশ—বিনিময়ে সৃষ্টির সার্থকতা।

সকল কল্যাণ-কর্ম্মে, উৎসবে ও বিবাহে "দ্বারিকের" প্রথম পরিচয় ভবিষ্যতে নির্ভরতায় পর্য্যবসিত হয়।

"দ্বারিকের" শ্রেষ্ঠত্ব

স্বাদে, গন্ধে, বর্ণে, মনোহারীত্বে ও বিশুদ্ধতায়।

দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিমিটেড

ভারতের বৃহত্তম মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান।

স্থাপিত—১৯৩৩ টেলি—জাতীয়দীপ, কলিকাতা।

আসাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—শিলচর

সেণ্ট্রাল অফিস—পি-৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ। শাখা অফিস—কলিকাতা ও সাঁতরাগাছি (হাওড়া)

স্থায়ী আমানত সুবিধাজনক সুদের হারে গ্রহণ করা হয়।

বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত্তে ঋণ ও দাদন (অগ্রিম) দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডি, গুপ্ত

উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে বীমা করিয়া দেশের শিল্পে-বাণিজ্যকে বাড়াইয়া তুলুন।

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং

১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

—১৯৪৫ সালের নূতন জীবন বীমার পরিমাণ—৫৪ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২২শে মার্চ্চ—আলোচ্য সপ্তাহেও অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে সুদের হার (Bank rate) কমিবে, কিন্তু এই আশা ফলবতী হয় নাই, সুদের হারে পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কলিকাতার টাকার বাজারে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে 'কল' টাকার লেনদেন হইয়াছিল তাহার সুদের হার ॥০ আনাই বহাল ছিল। চাহিদার তুলনায় এ সপ্তাহে যোগান বেশী দেখা গিয়াছিল। বোম্বাইতেও সুদের হারে পরিবর্ত্তন ঘটে নাই—শতকরা ।০ আনা হারই বজায় থাকে। আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের প্রাপ্ত টেণ্ডারের পরিমাণে কিছু উন্নতি দেখা গেলেও আশানুরূপ টেণ্ডার পাওয়া যায় নাই। মোট দুই কোটী আটত্রিশ লক্ষ টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। গড়পড়তা সুদের হার শতকরা ॥০ আনাই বহাল থাকে। গত ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়, মোট ২ কোটী ৩৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৸৵০ আনা এবং তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় টেণ্ডারই গৃহীত হইয়াছে। নিম্নমূল্যের টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ২ কোটী ২৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ॥০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। আগামী ২৬শে মার্চ্চ মঙ্গলবার বোম্বাই-এ সকাল ১১টা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত এবং অপরাপর কেন্দ্রে আগামী ২৫শে মার্চ্চ সোমবার কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের তরফ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ২৯শে মার্চ্চ শুক্রবার দিন টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ১৫ই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যুবিভাগের অনুকূলে মোট ৫ কোটি ৯৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নাই। রেমিট্যান্সের যোগান আলোচ্য সপ্তাহেও কম ছিল। বিনিময় বাট্টার হারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা দেয় নাই। বাট্টার হার নিম্নে দেওয়া হইল :—

টেলি: হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শি:	৫৩/৪ পে:
ঐ দর্শনী („ „)	„ „	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শি:	৬৭/৮ „
ডি এ চার মাস („)	„	৬৭/৮ „
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা	

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৮ই মার্চ্চের হিসাবদৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২১৯ কোটী ১৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১,২০৪ কোটী ৯৭ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। গত ৮ই মার্চ্চ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৬ কোটী ৮৩ লক্ষ ৭০ হাজার ও ২৯৬ কোটী ১০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৪ কোটী ৬৯ লক্ষ ৯২ হাজার ও ২৯৪ কোটী ২৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২২শে মার্চ্চ—আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজার 'হোলি উৎসবের' জন্য বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার ও বুধবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্ব্বাচন ব্যাপারে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের জন্য কেনাবেচা চলিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার দরুণ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস দল কর্ত্তৃক ফিনান্স বিল অগ্রাহ্য হওয়ায় কলিকাতার

কেওকাঁদিল ফি.ফি.৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ফোন ফ্রীট ফি.ফি.২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ফ্রাইড ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

—সুদের হার—

কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

মূল্য কামল !!!

সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।

লিখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা ও গোধুলিয়া, বেনারস।

গ্রাম : জনসম্পদ — ফোন : কলি : ২৭৬৭

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা
লিমিটেড

কার্য্যকরী তহবিল
(৩১-১২-৪৫) পর্য্যন্ত দুই কোটি টাকার উপর

বিলিকৃত মুলধন— ১৪,০৮,৬২৫৲
বিক্রীত মুলধন— ১৩,০৭,০২৫৲
আদায়ীকৃত মুলধন— ১০,০৯,৬২৬৲

বাংলা দেশের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম
"যশোর লোন কোম্পানী লিঃ"
মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের অনুমতিক্রমে এই ব্যাঙ্কের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি

বেলেঘাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—বেলেঘাটা (ফোন বি বি ৫৬৬৪)

* ক্লিয়ারিং সুবিধাযুক্ত, স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
* ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সর্ত্ত সহজ ও সুবিধাজনক।
* পরিচালকবর্গ আস্থাভাজন, সেবাপরায়ণ, সৎ ও শক্তিমান।

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ফোন : ক্যাল ৩৯৫ — গ্রাম : LALLKAY, কলিকাতা।

লাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
পৃষ্ঠপোষক : সিকিমের মহামান্য মহারাজকুমার
চেয়ারম্যান—ডাঃ এস, কে, বসু, কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ কে, লাল
মিঃ জে, এম, কোহেন, মিঃ পি, গুপ্ত, মিঃ আর, এম, করঙ্গাই
ডিরেক্টর ফিনান্স ইন-চার্জ্জ। ডিরেক্টর ও ম্যানেজার। ডিরেক্টর জেনারেল সেক্রেটারী।
শাখাসমূহ : কালিম্পং, কুড়িগ্রাম, হাওড়া।
দার্জ্জিলিং শাখা সত্বর খোলা হইবে।

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনার উদ্ভব হয়। ফিনান্স বিল অগ্রাহ্য হওয়ার ফলে ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্স নীতিও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া কলিকাতার শেয়ার বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে বিশেষ অস্থিরতা দেখা দেয় এবং উহার ফলে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ার-সমূহের দরের উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটে। বৃহস্পতি-বার কলিকাতার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব না হওয়ায় শেয়ারসমূহের দরে অনেকটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের কেনা-বেচাও সাধারণভাবে সন্তোষজনক হয়। অদ্য শুক্রবারও কলিকাতার শেয়ার বাজারে মোটের উপর ভাল কাজকর্ম্ম হয় এবং শেয়ার বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা দেখা গিয়াছিল তাহা বহুলাংশে দূরীভূত হওয়ায় বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্যও সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুক্রবার বাজার বন্ধের সময় সাধারণভাবে কলি-কাতার শেয়ার বাজারে তেজীভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২২শে মার্চ্চ—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে সেরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নাই; দরেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। চট ও আলগা পাটের দরে কোন পরিবর্ত্ত ঘটে নাই। হেভি গুডস্ এর দর সপ্তাহের গোড়ার দিকে কিছুটা নামিয়া পড়িলেও শেষের দিকে আবার কিছুটা চড়িয়া যায়।

পাকা গাঁইটের বাজারে মাঝারি রকমের কর্ম্ম-ব্যস্ততা দেখা গিয়াছে। দরের কোন স্থিরতা ছিল না। রপ্তানীকারকরা ফ্রেঞ্চমিশন ও ডাণ্ডির জন্য বেশ কিছু পাট ক্রয় করিয়াছে। বর্ত্তমানে বাজারে ফার্ষ্ট পাটের দর প্রতি গাঁইট ৮৫৲ টাকা, লাইটনিস্ ৭৯॥০ আনা, ডাণ্ডি ডেইজী ২৩৩ ৮৩৲ টাকা, ডাণ্ডি তোষা ২৩৪ ৯৪৲ টাকা, ডাণ্ডি তোষা ৪ ৮৬॥০ আনা ও ডাণ্ডি তোষা ৯০৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে সর্ব্বোচ্চ দরে বেশ কিছু কেনাবেচা হইয়াছে।

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে বিশেষ কিছু কাজ-কারবার হয় নাই। অক্টোবর/ডিসেম্বর এবং অক্টোবর/মার্চ্চ ইলেভেন পোর্টার সর্ব্বোচ্চ দরে পাওয়া গিয়াছে। মার্চ্চ ও এপ্রিলের এ টুইল, কর্ণ-স্যাক, "E" ব্যাগ প্রায় সর্ব্বোচ্চ দরের কাছাকাছিতে রপ্তানীকারকরা মার্চ্চ ও এপ্রিলের 'এ' টুইল, কর্ণ-স্যাক 'ই' ব্যাগ এর কিছু ফরওয়ার্ড কাজকারবার করিয়াছে।

মফঃস্বলের বাজারে দর এখনও সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতে রহিয়াছে, আর আমদানী ও বিশেষ নাই। প্রাকৃতিক অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় এবারে নূতন পাট বাজারে উঠিতে দেরী হইবে। অনাবৃষ্টির দরুণ পাটের বুনানী আশানুরূপভাবে হয় নাই। গত বৎসরের তুলনায় এপর্য্যন্ত চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জে এক আনা, হাজিগঞ্জে ও সরিষাবাড়ীতে দুই পয়সা, ইলামিস ও সিরাজগঞ্জে এক পয়সা পরিমাণ জমিতে পাট বুনানী হইয়াছে। ঢাকা, আশুগঞ্জ, আখাউড়া ময়মনসিংহ, গাইবাঁধা ও নাকালিয়া এলাকায় এ পর্য্যন্ত কোনরূপ বুনানীই সম্ভব হয় নাই।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২২শে মার্চ্চ—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায়ও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতাই উহার প্রধানতম কারণ। এতদ্ব্যতীত, লাভান্বেষি-গণও সোনা ক্রয় ব্যাপারে আলোচ্য সপ্তাহে আবার উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। গত সপ্তাহে কলি-কাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ৯৫৸০ আনা ও ৯২॥০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৯৪।/০ আনা ও ৯৬৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি খণ্ড গিনি আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময় ৬৪৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রূপার চাহিদা বৃদ্ধিই উহার প্রধানতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দাঁড়াইতেছে যথা-ক্রমে ১৫২৲ টাকা ও ১৫৩॥০ আনা। গত সপ্তাহে উহা ছিল যথাক্রমে ১৫৩৸০ আনা ও ১৫০৲ টাকা।

NOTHING IS STRONGER - - -
- - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.
P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
সিকিউরিটী, স্বর্ণ, রৌপ্য, মালপত্র ইত্যাদির জামীনে টাকা ধার দেওয়া হয়
স্থানীয় হেড অফিস :
কলিকাতা • বোম্বাই
মাদ্রাজ
এতদ্ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ৪০০এর উপর শাখা ও সাব-অফিস রহিয়াছে।
লণ্ডন অফিস :
২৫, ওল্ড ব্রড ষ্ট্রীট।

কাপড়ের ঘাটতি এবং গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা !

"বর্ত্তমানে সকলপ্রকার কাপড়ের ঘাটতি এবং সেজন্য ভারতীয় কলসমূহের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা সন্দর্শনে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার আশা আমরা করিয়া-ছিলাম। ভারতলক্ষ্মী সিল্ক ও কটন মিলস্ লিমিটেড সংগঠিত হওয়ায় আমাদের অনুমান সত্যই হইয়াছে। জনসাধারণের জন্য এই কোম্পানী ১০৲ মূল্যের ১,১০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার ও ২৫৲ মূল্যের শতকরা ৭৲ লভ্যাংশসহ ৩২,০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি করিতেছেন। ডাইরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ১০৲ টাকা মূল্যের ৪০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা।"

—"ক্যাপিট্যাল", ১১ই অক্টোবর, '৪৫

ভারতলক্ষ্মী সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্
লিমিটেড
টেলিগ্রাম— 'HONEYCOMB'
* রেজিষ্টার্ড অফিস *
৫।১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা
ফোন— কলি: ৩৩৮১

জীবনবীমার ভার ডোমিনিয়নকে দিন
ডোমিনিয়ন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন কলিকাতা ৫৯৩০

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৫ই মার্চ্চ	১৮ই মার্চ্চ	১৯শে মার্চ্চ	২০শে মার্চ্চ	২১শে মার্চ্চ	২২শে মার্চ্চ
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৯৩॥৵০		৯৪/০	৯৪॥/০	৯৪৲	৯৪।/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৯২॥০		৯৪৲	৯৩॥০	৯২৸/০	৯৬৲
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৫০৸০		১৫২৲	১৫১৸০	১৫১।০	১৫১৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৫০॥০		১৫৩॥০	১৫৩॥০	১৫৩।/০	—
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৬৩৲		৬৪৲	৬৪॥০	—	৬৪৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—		—	—	—	—
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲		৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—		—	—	—	১০০॥০
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০২৸/০-১০২৸০		১০২৸/০-১০২৸০	১০২৸০-১০২॥/০	১০২॥৶০-১০২॥০	১০২।৶১০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—		১০১৲-১০০৸৶০	—	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—		—	১০১৶০	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—		—	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—		—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫৮৸০-৫৮।/০		৫৮।/০-৫৭৸৶০	৫৮॥৶০-৫৬॥৶০	৫৭॥০-৫৬৸০	৫৭।০-৫৬৸০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৫৩৶০-৫৩৲		৫৩।০-৫২৸০	৫২।০-৫১॥/০	৫২।৶০-৫১৲	৫১৸৶০-৫১।০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১৩।০-১৩৲		১৩।/০-১৩।০	১৩।৶০-১৩৶০	১৩।০-১৩৲	১৩৶০-১২৸/০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৭।০-১৬৸৶০	বাজার বন্ধ	১৭।০-১৬৸৶০	১৭/০-১৭৲	১৭৶০-১৭৲	১৭।/০
জেসপ ...	—		৩৩।০-৩২॥০	৩২॥৶০-৩১৸৶০	৩২।৶০-৩১৸৶০	৩২॥০
মার্শালস ...	৯॥৶০		৯৸৶০-৯।৶০	৯৸/০-৯॥/০	৯৸০-৯॥/০	৯॥৶০-৯।০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	—		—	১২॥৶০-১২।৶০	—	—
আর্থার বাটলার ...	—		—	—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৬৸৶০-৬৸৶০		৬৸৶০-৬॥৶০	৬॥৶০-৬॥/০	৬॥৶০-৬॥/০	৬৸০-৬॥/০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৪৸৶০-৪৸/০		৫৲-৪৸৶০	৫৲-৪৸/০	৫৲-৪৸৶০	৫৶০-৪৸৶০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫৬॥০		—	১৫৮৲-১৫৭॥০	১৫৭৲	১৫৬॥০
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	১০৩।০-১০৩৲		১০২৲-১০১৲	১০১॥০-১০০৲	১০১॥০	১০২৲-১০০৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	—	১৬॥৶০-১৬॥০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪॥৶০-১৪॥৶০		১৪॥/০-১৪॥০	১৪॥৶০	১৪৸/০-১৪৸০	১৪৸/০-১৪৸০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫।০-১৫৶০		১৫৶০	১৫৶০-১৫৲	১৫/০	১৫৶০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৫৩৸৶০-৫৩৸/০		—	৫৫৲-৫৪৲	—	৫৪৲-৫৩৸০
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—		—	৩৩।০-৩৩৲	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৯॥০-৪৯।৶০		৪৮৸/০-৪৮।৶০	৪৮॥০-৪৭৸০	৪৮৶০-৪৭॥৶০	৪৮৶০-৪৮/০
তালচের „ „ ...	—		—	—	—	—
রাণীগঞ্জ „ „ ...	—		—	৬২৲	—	—
ইকুইটেবল „ „ ...	—		৭৮।০	৭৭৲-৭৬।৶০	৭৬৸০-৭৬॥০	৭৮৲-৭৬৸০
সাউথ করণপুরা „ ...	৪১/০-৪১৲		৪১৶০-৪০।৶০	৪০।০-৩৯৸০	৪০।০-৩৯॥০	—
ভুলনবরারি ...	—		—	—	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—		—	—	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	—		—	—	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—		—	—	৪৩॥৶০	—

জয় হিন্দ!

ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স

অফ্ বেঙ্গল

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—জি, সি, কোয়ার এণ্ড কোং

মেম্বর অফ্ ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল

৪-৬, জি, টি, রোড (শক্তি ব্যাঙ্ক, হাওড়া)

আমাদের সিওর প্রফিট স্কীমে টাকা খাটালে কোম্পানীর লাভের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ লাভ এবং শতকরা ২৲ টাকা সুদ দেওয়া হয়।

গিরিশ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

=স্থাপিত ১৯৩০=

হেড অফিস ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রাম— লাইভ ব্যাঙ্ক

ফোন ক্যাল ৪৭৩১ ও ৩২৭৫

বাংলা ও বিহারের প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে শাখা প্রতিষ্ঠিত

চেয়ারম্যান:

রায় জে এন মুখার্জ্জি বাহাদুর

গভঃ প্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার, হুগলী

ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ্জ—মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জ্জি

ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করা সব দিক দিয়ে নিরাপদ।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৫ই মার্চ্চ	১৮ই মার্চ্চ	১৯শে মার্চ্চ	২০শে মার্চ্চ	২১শে মার্চ্চ	২২শে মার্চ্চ
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন্ মিলস্ লিঃ	৮৸৶০-৮॥৵০	বাজার বন্ধ	৮॥৶০-৭৸৵০	৮।৵০-৮৶০	৮।৶০-৮৶০	৮৸৶০-৮।০
বেনারস ...	—		—	—	১৩৶০-১২৸০	—
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৬৸৶০-১৬॥৴০		১৬॥০-১৫॥৵০	১৬।০-১৫॥০	১৬৴০-১৫৸০	১৬।৵০-১৬।৴০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	৮৫৲		৮৪॥৵০-৮৪৵০	৮৫৲-৮৩৵০	৮৩৸০-৮২৶০	৮৩॥০-৮৩৲
কেশোরাম ...	—		২৭৸৶০	২৭।৵০-২৬৸০	২৬।০	২৬॥৵০-২৬৶০
বঙ্গশ্রী ...	১৫॥৴০-১৫।৵০		১৫॥৴০-১৫॥০	১৫॥৵০-১৫॥০	১৫॥০-১৫।৶০	১৫॥০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৮।৵০		৮৵০	৮৶০	৮৵০-৮৴০	৮৵০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—		৩১২৲	—	৩০৩৲	৩০৪৲-৩০৩৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	—		২৯॥৵০-২৯।৵০	২৮৸৵০-২৮॥৴০	—	—
টিটাগড ...	৬০॥৵০-৫৯।৴০		৬২৸০-৬১॥০	৬১৵০-৫৯॥৴০	৬১৵০-৫৯৸৵০	৬০৸৴০-৫৯॥৵০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	—		৪৬৯৲-৪৬৬৲	৪৬৮৲-৪৬৫৲	—	৪৬২৲-৪৬১৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৬৮৬৲-৬৮২৲		৬৮৩৲-৬৭৮৲	৬৭৫৲-৬৬৮৲	৬৭৪৲-৬৬৯৲	৬৭৪৲-৬৬৮৲
কামারহাটি ,, ,, ,, ...	৯৮৫৲		—	৯৭০৲-৯৫৪৲	—	—
নদীয়া ,, ,, ,, ...	১৮৭।০-১৮৬৲		১৯১৲-১৮৩॥০	১৮৮৲-১৮৩॥০	১৯১৲-১৮৬৲	১৯১॥০-১৮৮৲
প্রেসিডেন্সী ,, ,, ,, ...	—		১৫৸০-১৫॥০	১৫।৶০-১৫৴০	১৫॥৴০-১৫।০	১৫।৵০
রিলায়েন্স ,, ,, ,, ...	—		১০৮।০-১০৭৸০	১০৭৲	১০৭৲-১০৬৸০	১০৬॥৵০-১০৬॥০
কাঁকনাড়া ,, ,, ,, ...	৮৩২৲		৮৩১৲-৮২৬৲	৮২৩৲-৮১৪৲	৮১৬৲	৮২৮৲-৮২০৲
হাওড়া ,, ,, ,, ...	—		১২৮৸০-১২৮॥৵০	১২৭॥৵০-১২৬।০	১২৮৲-১২৫৸৵০	১২৭।৵০-১২৬৵০
ডালহৌসী ,, ,, ,, ...	৪৮৬৲		—	৪৭৩৲-৪৭০৲	—	৪৮০৲
বজবজ ,, ,, ,, ...	—		৭২০৲	৭১০৲	—	৭১০৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ,, ,, ...	—		৪২১৲	৪১৩৲-৪০৯৲	৪১২৲	৪০৫৲
এলায়েন্স ,, ,, ,, ...	—		৯৪০৲	৯২৭৲-৯০৯৲	—	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	—		১৫॥৵০	১৫।৵০-১৫৲	১৫৶০-১৫৵০	১৫।৵০-১৫৶০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪৬৲		৪৫৸০-৪৫৸০	৪৫৸০-৪৫॥৶০	৪৫।৶০-৪৫৴০	৪৫।০-৪৫৵০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৪০৶০-৩৯৸৵০		৩৯॥০-৩৮৸৶০	৩৮॥৵০-৩৮।০	৩৮।৴০-৩৮৲	৩৮॥৴০-৩৮।৶০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—		—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান ,, ,, ,, ...	—		—	—	—	—
কল্যাণী ,, ,, ,, ...	—		—	—	—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—		—	—	—	—
তেজপুর ,, ,, ,, ...	৩০৲		—	—	—	২৯৲
বিশ্বনাথ ,, ,, ,, ...	—		—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	—		১৮৲-১৭৸৵০	১৭৸০-১৭॥৶০	১৭॥০-১৭।০	১৭॥৴০-১৭।৴০
বি আই কর্পোরেশন ...	১১৵০-১০৸৴০		১১৲-১০॥৵০	১০৸৴০-১০।৶০	১০৸৵০-১০॥৵০	১০৸৵০-১০॥৶০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৯৬৲		১৯৯৲-১৯৬৲	১৯৬৲-১৯৫৲	১৯৮৲-১৯৫॥০	—
বোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৭৸৴০-১৭৸০		১৮৲-১৭॥০	১৮।০-১৭।০	১৭॥৴০-১৭॥৶০	১৭।০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২৯৬৲		২৯৬৲-২৯২৲	২৯৫৲-২৯২৲	২৯৩৲-২৯২৲	২৯৬৲-২৯২॥০
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ,, ,, ...	২৫।০		২৫॥০-২৫৲	২৫৲-২৪॥৴০	২৪৸৴০-২৪৸০	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—		১৬।০-১৫৸৶০	১৭॥০-১৬৵০	১৮৵০-১৭।৵০	১৮৵০
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—		—	—	১০৸০	—

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ

কলিকাতা—বড়বাজার, হাওড়া, কালীঘাট, মাণিকতলা।
বেঙ্গল—বরাকর, বরিশাল, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, কৃষ্ণনগর, মালদহ, ময়মনসিংহ, নবদ্বীপ, নারায়ণগঞ্জ, নরশিংদি, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া।
বিহার—ভাগলপুর, চাইবাসা, দেওঘর, দুমকা, গয়া, হাজারিবাগ, কাটিহার, মুঙ্গের, মুজাফরপুর, পাটনা, রাঁচী, সাকচী (জামসেদপুর), সাহেবগঞ্জ।
আসাম—গৌহাটী, জোড়হাট, করিমগঞ্জ, শিলচর, শ্রীহট্ট, তেজপুর। **ইউ, পি**—বেনারস।

জে, এন, সেন, এফ আর ই এস (লণ্ডন), জেনারেল ম্যানেজার
এস্, দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

(২)

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।
কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা প্রাপ্ত।
আমাদের
"পেন্‌সন্ সার্টিফিকেটে"
৫,০০০৲ টাকা জমা দিলে
১০,০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।
পত্র লিখিলেই বিস্তারিত জানান হয়।
বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ২১টি শাখা দ্বারা জাতির সেবায় নিযুক্ত
অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ড
পাইয়াছেন।

১৯৪২ সনে	শতকরা	৫৲
১৯৪৩ সনে	,,	৫৲
১৯৪৪ সনে	,,	৭॥০

আর, রায়,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল
ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
হাওড়া শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।
হোজাই শাখা (আসাম) ২রা মার্চ্চ '৪৬ খোলা হইয়াছে।

জেনারেল ম্যানেজার :
মিঃ আর, চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মিঃ জে, ভৌমিক

অক্ষয় কুমার লাহা
ট্রেডমার্ক প্রিন্টিং কলার
বা ড়ীর ও কারখানার রং
১৮২, লক্ষ্মীতলা, ষ্ট্রীট কলিঃ ব্যাঙ্ক

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৯

হেড অফিস ঃ কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন—
১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত মূলধন—
১২,৫০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—
১০,২০,০০০৲
মোট কার্য্যকরী তহবিল—
২,০০,০০,০০০৲
টাকার অধিক

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, পাল

গ্রাম : যেশখু — ফোন : ক্যাল ২০৪৪

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্কের নিজস্ব ত্রিতল বাটী নির্ম্মিতপ্রায়।

শাখা : ভবানীপুর, খুলনা।
নড়াইল ও বাগেরহাট শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

চেয়ারম্যান,
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৭০ বৎসরাধিক কাল ব্যাপী অগণিত গৃহে ও পরিবারে "ওরিয়েণ্টাল" শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। একমাত্র ১৯৪৪ সালেই বীমাকারীর সংখ্যা ৮৭,৩৯৮ এবং মোট জীবনবীমার পরিমাণ প্রায়—

২২,০০,০০,০০০৲ টাকা

মূলধন ৩৬¾ কোটি টাকারও উপর

জীবনবীমা সংক্রান্ত যে-কোন প্রয়োজনে আপনি আমাদের নিকট আসিলে নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন।

ওরিয়েণ্টাল

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিমিটেড।
১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত।
হেড অফিস — বোম্বাই
— ব্রাঞ্চ অফিস —
— ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস —
২, ক্লাইভ রো :: কলিকাতা। ফোন — কলিঃ ৫০০

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

স্থাপিত—১৯০৪

রেজিষ্টার্ড অফিস ঢাকা।
সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও মতিহারি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।
ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—
মিঃ অমিয় গুহ।

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি
বিস্কুট
স্বাদে ও
গুণে—
অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 1st April, 1946, সোমবার, ১৮ই চৈত্র, ১৩৫২ [৪৬শ সংখ্যা

দরিদ্রের ট্যাক্সভার লাঘব

ভারত সরকারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট প্রস্তাব আলোচনাকালে আমরা বলিয়াছিলাম যে, এই বাজেটে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে ট্যাক্সভার হইতে অনেকটা রেহাই দেওয়ার প্রস্তাব হইলেও দরিদ্রের ঘাড় হইতে ট্যাক্সের বোঝা অপসারণের ব্যাপারে কিছুই করা হয় নাই, বরং সুপারির উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রস্তাব দ্বারা গবর্ণমেণ্ট দরিদ্রের উপর ট্যাক্সের বোঝা আরও দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। দেশের জনমতের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিগণও বাজেট সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন এবং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস পক্ষ এই দিক হইতে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। সুখের বিষয় যে, জনসাধারণের তরফ হইতে এই সব প্রতিবাদের ফলে কর্ত্তৃপক্ষের কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইয়াছে। গত ২৭শে মার্চ্চ তারিখে ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় অর্থসচিব সার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, (১) পোষ্টকার্ডের মূল্য আগামী ১লা জুলাই হইতে ৩ পয়সার পরিবর্ত্তে ২ পয়সা করা হইবে; (২) জনসাধারণ যাহাতে অদূরভবিষ্যতে ২ পয়সা মূল্যে দেশলাই ক্রয় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে; (৩) সুপারির উপর আমদানী ও উৎপাদন শুল্ক প্রতি পাউণ্ডে ২ আনার পরিবর্ত্তে দেড় আনা করা হইবে, (অর্থসচিব পরে গত ২৮শে মার্চ্চ তারিখে এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই শুল্কের পরিমাণ আরও দুই পয়সা কমাইয়া এক আনা করা হইবে।) (৪) সুপারির উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য ৩ লক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে ৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করা হইবে; (৫) কেরোসিনের উপর শুল্ক প্রতি গ্যালনে ৩ পয়সার পরিবর্ত্তে ৬ পয়সা হারে কমান হইবে এবং (৬) চলচ্চিত্রের ফিল্মের উপর শুল্ক ৬ পাই হইতে ৩ পাইয়ে হ্রাস করা হইবে। অর্থসচিব তাঁহার বাজেট প্রস্তাব এইভাবে সংশোধন করার পর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক উহা গৃহীত হইয়াছে—যদিও অর্থসচিব দরিদ্রের উপর ট্যাক্স যথোপযুক্তভাবে কমান নাই বলিয়া কংগ্রেস পক্ষ বাজেটের বিরুদ্ধেই ভোট দিয়াছিলেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

অর্থসচিব যে সমস্ত নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার ফলে তাঁহাদের পোষ্ট কার্ডের দফায় ১ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা, কেরোসিন শুল্ক বাবদ ১ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা, দেশলাই বাবদ ১॥ কোটী টাকা, সুপারি শুল্ক বাবদ ৫৫ লক্ষ টাকা, সুপারির উৎপাদন ও বিক্রয়ের সাহায্য বাবদ ৫ লক্ষ টাকা এবং ফিল্ম বাবদ ৬৪ লক্ষ টাকা—একুনে ৫ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে। কাজেই আগামী বৎসরে ভারত সরকারের বাজেটে যে ৪৪ কোটী ৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে—প্রকৃত প্রস্তাবে ঘাটতি তাহা অপেক্ষা ৫ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। তবে বাজেট উপস্থিত করিবার পর অর্থসচিব ভারতে মৃত্যুকর প্রবর্ত্তনের জন্য একটী আইনের খসড়া ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়াছেন। এই আইন যদি কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে এই দফায় আগামী বৎসরে ভারত সরকারের কম পক্ষে ১০ কোটী টাকা আয় হইবে। উহার ফলে দরিদ্রের উপর ট্যাক্স কমাইয়া ভারত সরকার যে ৫ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন তাহা পোষাইয়াও গবর্ণমেণ্টের লাভ থাকিবে।

অর্থসচিব দরিদ্রের ঘাড় হইতে ট্যাক্সের বোঝা যেটুকু লাঘব করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। কিন্তু পোষ্টকার্ড, দেশলাই, কেরোসিন, সুপারি প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি যেটুকু সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন লবণ, তামাক প্রভৃতি অন্যান্য জিনিষের সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ বিবেচনা করা উচিত ছিল। কারণ লবণ, তামাক প্রভৃতি জিনিষও দরিদ্রের পক্ষে দেশলাই, কেরোসিন প্রভৃতির মতই অপরিহার্য্য। অবশ্য লবণ ও তামাক হইতে দেশলাই, সুপারি ইত্যাদির তুলনায় ভারত সরকারের আয় অনেক বেশী হইয়া থাকে। আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত সরকার তামাকের আমদানী ও উৎপাদন

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১১৫৯-৬৭
বাঙ্গলা সরকারের বাজেট	১১৬৮-৬৯
বাজেট ও বেকার সমস্যা	১১৭০-৭১
অষ্ট্রেলিয়ার পশম শিল্প	১১৭২-৭৩
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১১৭৪-৭৫
খেয়ালীর খাতা	১১৭৬-৭৭
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১১৭৮-৭৯
কোম্পানী প্রসঙ্গ	১১৮০-৮১
বাজারের হালচাল	১১৮২-৮৬

শুল্ক হইতে ৩০ কোটী টাকা এবং লবণের উৎপাদন শুল্ক হইতে ৭ কোটী ৯৮ লক্ষ টাকা পাইবেন বলিয়া বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। এই দুইটী জিনিষের উপর টাকায় চার আনা হিসাবে শুল্ক কমাইলেও ভারত সরকারের ১০ কোটী টাকার মত ক্ষতি হইবে। কিন্তু দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জীবন-ধারণের পক্ষে লবণ সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য্য এবং তামাকই দরিদ্রের একমাত্র বিলাস সামগ্রী। এরূপ অবস্থায় ভারত সরকার এই দুইটী জিনিষের উপর শুল্ক কমাইয়া দরিদ্র জনসাধারণকে যদি ১০ কোটী টাকা শুল্কের বোঝা হইতে রেহাই দিতেন তাহা হইলে দরিদ্রের দুঃখ অপনোদন সম্পর্কে তাঁহাদের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাইত। যে গবর্ণমেণ্ট সামরিক ব্যয়ের জন্য চলতি বৎসরে পৌণে চার শত কোটী টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হইলেন তাঁহারা দরিদ্রের কথঞ্চিৎ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আগামী বৎসরে ১০ কোটী টাকার স্বার্থত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না—উহা নিতান্ত দুঃখ ও পরিতাপের কথা।

রি-ইন্সিওরেন্স বা পুনর্বীমা

কোন লোক ব্যক্তিগতভাবে অধিক টাকার বীমা করিতে চাহিলে একটি কোম্পানীর পক্ষে তাহার সাকুল্য দায়িত্ব গ্রহণ করা ঠিক নহে। সেরূপ করিতে গেলে বীমা কোম্পানীর উপর পলিসির ঝুঁকি অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবার আশঙ্কা আছে। কাজেই কোন কোম্পনীর পক্ষে একা বেশী টাকার বীমা পলিসির দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া তাহা অংশতঃ অন্য কোম্পানীতে রি-ইন্সিওরেন্স বা পুনর্বীমা করাই সাধারণ নিয়ম। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই শ্রেণীর পুনর্বীমার কাজ সংগ্রহ ও তাহার দায়িত্ব বহনের জন্য কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর বীমা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। অধিক টাকার বীমা পলিসি গ্রহণ করিয়া যে কোন সাধারণ জীবন বীমা কোম্পানী তাহার কতকাংশের দায়িত্ব সহজেই ঐ সব প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করিতে পারে। অনেকগুলি কোম্পানী মিলিয়া রিইন্সিওরেন্সের পারস্পরিক সুবিধা প্রদানের জন্য অন্যান্য দেশে একটি মিলিত পুল বা তহবিল গঠনেরও নিয়ম আছে। কোন কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট সরকারী রিইন্সিওরেন্স ডিপার্টমেণ্ট খুলিয়া নিজেরাও জীবন বীমা কোম্পানীসমূহকে বেশী টাকার পলিসি পুনর্বীমা করিবার বিহিত সুযোগ দিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতে রি-ইন্সিওরেন্স সম্পর্কে সেরূপ কোন সুব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। উহাতে বেশী টাকার কোন পলিসি পাইলে তাহা পুনর্বীমা করিতে গিয়া কোম্পানীসমূহকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। বড় দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর এ বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার রীতি বর্ত্তমানে কিছুটা গড়িয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু রিইন্সিওরেন্সের দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন কোম্পানীর দাবী ও সর্ত্ত এখনও এই শ্রেণীর কাজ প্রসারের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়া উঠে নাই। পলিসি পুনর্বীমা করিতে গিয়া অনেক সময়ে বিলম্বও যথেষ্টই ঘটিয়া থাকে। অন্য কোন দেশীয় কোম্পানীতে পলিসি রিইন্সিওরেন্সের সুযোগ সব সময়ে পাওয়া যায় না বলিয়া বহু ভারতীয় বীমা কোম্পানীকে বেশী টাকার পলিসি পুনর্বীমা করিবার জন্য অনেক সময়ে বিদেশী কোম্পানীর দারস্থ হইতে হয়। উহাতে দেশের লোকদের মোট জীবন বীমার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সহজেই বিদেশী কোম্পানীর হাতে চলিয়া যায়।

রি-ইন্সিওরেন্স সম্পর্কে ঐ সব অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া দেশের অনেক হিতকামী ব্যক্তি ভারত গবর্ণমেণ্টকে সেবিষয়ে একটা বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য চাপ দিতেছেন। যুদ্ধের সময়ে দেশে কল কারখানার সম্ভবপর ক্ষতিপূরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি বীমা তহবিল গঠন করিয়াছিলেন। বিমান আক্রমণে ও অন্যভাবে কল কারখানার তেমন কোন ক্ষতি সাধিত না হওয়ায় ঐ তহবিলে ৩২ কোটি টাকার মত উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে। অনেকেই আশা করিতেছিলেন এদেশের বীমা কোম্পানী সমূহকে পলিসি রিইন্সিওরেন্স সম্পর্কে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য গবর্ণমেণ্ট ঐ উদ্বৃত্ত টাকা দিয়া একটি রিইন্সিওরেন্স পুল বা পুনর্বীমা তহবিল গঠন করিবেন। কিন্তু অর্থসচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস সে সাধে বাদ সাধিয়াছেন। ভারত সরকারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করিতে গিয়া তিনি ক্ষতিপূরণ বীমার ঐ উদ্বৃত্ত হইতে ২৬ কোটি দশ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজস্ব তহবিলে টানিয়া নেওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। অর্থসচিবের এই ব্যবস্থা দেশের বীমা ব্যবসায়ী মহলে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। যুদ্ধকালীন ক্ষতি পূরণের জন্য কলকারখানার নিকট হইতে যে প্রিমিয়াম আদায় করা হইয়াছে তাহা সাধারণ রাজস্বের পর্য্যায়ে পড়ে না। কাজেই এই দিক দিয়া যে উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে তাহা কলকারখানাসমূহকে ফিরাইয়া দেওয়া কিংবা উহা দ্বারা ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের কল্যাণে একটি রিইন্সিওরেন্স পুল বা পুনর্বীমা তহবিল সৃষ্টির ব্যবস্থা করা তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত ছিল। সেকথা ভাবিয়া আমরা অর্থসচিবকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

আর্থিক জগতের

— বার্ষিক সংখ্যা —

এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে আর্থিক জগতের বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। ঐ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে এবং অন্যান্য অর্থ-নৈতিক ও সমাজনৈতিক বিষয়ে সময়োচিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ আহ্বান করা যাইতেছে।

খাদ্য-ফসলের চাষ বৃদ্ধি

লোকের প্রয়োজনের তুলনায় এবার ভারতবর্ষে ৬০ লক্ষ টন পরিমাণ খাদ্যের ঘাটতি পড়িবে। ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য ইতিমধ্যেই দেশে দুর্ভিক্ষের সূচনা হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ওয়াশিংটনস্থ সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়া বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রকাশ, উক্ত বোর্ড বাহির হইতে ভারতকে ১৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য যোগাইতে সম্মত হইয়াছেন। যেখানে ৬০ লক্ষ টন ঘাটতি পড়িয়াছে সেখানে মাত্র ১৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিয়া ভারতের প্রয়োজন মিটিবে না। তাহা ছাড়া ঐ ১৪ লক্ষ টন খাদ্য কবে আসিয়া পৌঁছিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত আদৌ তাহা সম্পূর্ণ পাওয়া যাইবে কিনা তাহার কোন নিশ্চয়তা দেখা যাইতেছে না। এই অবস্থায় একান্তভাবে আমদানীর উপর নির্ভর না করিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের কর্ত্তব্য—সুসঙ্কল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সর্ব্বত্র খাদ্যশস্যের উৎপাদন যথাসম্ভব বৃদ্ধির চেষ্টা করা। বেশী খাদ্যফসল উৎপাদনের একটি উপায় হইতেছে অন্য সব ফসলের চাষ নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধান, গম প্রভৃতির জন্য বেশী জমি নিয়োগের ব্যবস্থা করা। কয়েকটি প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট আজ সে বিষয়ে ব্রতী হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। বাঙ্গলায় পাট চাষের জন্য যথেষ্ট জমি নিয়োজিত হইয়া থাকে। এপ্রদেশে খাদ্য-শস্যের ঘাটতি দেখিয়া বাঙ্গলা সরকার এবার পাটের চাষ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ১৯৪০ সালে বাঙ্গলায় ৫৪ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। এবার সে তুলনায় মাত্র ছয় আনা পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়া হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার স্থির করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা যথাযথ কার্য্যকরী হইলে বাঙ্গলায় খাদ্য-ফসল চাষের জমি ৩৪ লক্ষ একর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। আবহাওয়ার অবস্থা ভাল থাকিলে এই ৩৪ লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ করিয়া অতিরিক্ত ১১ লক্ষ টন চাউল উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে। বাঙ্গলা প্রদেশের অনুকরণে মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়েও খাদ্য-ফসলের জমি বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। মাদ্রাজে তুলা ও চীনাবাদামের জন্য ও বোম্বাইয়ে তুলা চাষের জন্য যথেষ্ট জমি নিয়োজিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান খাদ্যাভাবের কথা বিবেচনা করিয়া ঐ দুই শ্রেণীর ফসলের পরিবর্ত্তে জমিতে যথাসম্ভব ধান চাষেরই ব্যবস্থা হইতেছে। কৃষকদিগকে ঐ বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাবসিডি ও বোনাস প্রদানের নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মাদ্রাজের কুয়াম্বাটোর জিলায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইত। ঐ জমি হইতে ১ লক্ষ একর ধান চাষের জন্য নিয়োগ করা চলে কিনা মাদ্রাজ সরকার তৎবিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। খাদ্য-ফসলের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহের এই উদ্যম আমরা খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। পাট, তুলা ও চীনাবাদাম এদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল বলিয়া পরিচিত। এই সমস্ত দ্বারা সাধারণ সময়ে কৃষকদের যথেষ্ট আয়ের সংস্থান হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে নূতন করিয়া দুর্ভিক্ষ দেখা যাওয়ায় খাদ্যাভাবে যেখানে লোক মারা যাইতে আরম্ভ করিয়াছে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেখানে ঐ সমস্ত ফসলের চাষ নিয়ন্ত্রিত করা ছাড়া উপায় নাই। দুর্ভিক্ষের দিনে পাট, তুলা, চীনাবাদাম প্রভৃতির তুলনায় ধান-চাউলের দর বেশী চড়া থাকিবার সম্ভাবনা। কাজেই এই সময় ধানচাষের প্রসার কৃষকদিগের আয় বৃদ্ধির দিক দিয়াও অধিকতর সহায়ক হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান

ইণ্ডিয়ান পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা

ফোন : কলি: ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.

আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।

আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার গলদ

গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের 'ফুড প্রকিউরমেণ্ট' নীতি অনুযায়ী নিজস্ব এজেণ্টদের মারফতে যে চাউল ক্রয় করেন কিছু বেশী সময় গুদামে সঞ্চয় করিয়া রাখা হইলে তাহা পচিয়া নষ্ট হইতে আরম্ভ করে। সংগৃহীত চাউলের মধ্যে যাহা রেশন ব্যবস্থায় জনসাধারণের ভিতর বণ্টিত হয় ধূলি ও কাঁকরের আধিক্য থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তাহাও অখাদ্য শ্রেণীর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দুর্ভিক্ষের দিনে চাউলের অপকৃষ্টতা ও অপচয়ের এই সব দৃষ্টান্ত দেখিয়া দেশের লোক বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঐ সবের কোন সঙ্গত কারণ তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না। গবর্ণমেণ্টও এ সম্বন্ধে কোন সমুচিত কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছেন না। যাহা হউক, বর্দ্ধমান রাইস মিলওনার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এম এল দাস সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রকিউরমেণ্ট নীতির যে সব গলদ দেখাইয়াছেন তাহাতে সরকারীভাবে সংগৃহীত চাউলের অপচয় ও অপকৃষ্টতার কারণ কতকটা বুঝা গিয়াছে। মিঃ এম এল দাস জানাইয়াছেন, সরকারী এজেণ্টরা বর্দ্ধমান জিলায় চাউলের কলগুলির নিকট হইতে বর্ত্তমানে প্রতি মণ ১১।০ আনা দরে চাউল ক্রয় করিতেছেন। ধানের মূল্য মণ প্রতি ৬॥০ আনা হারে নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া ও দেড় মণ ধানে এক মণ চাউল হয় ধরিয়া তদনুযায়ী চাউলের ঐ দর স্থির করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় চাউল কলের মালিকরা প্রতি মণ চাউলের জন্য দেড় টাকার বেশী পাইতেছে না। দেড় মণ ধান হইতে এক মণ চাউল পাওয়া সাধারণ নিয়ম হইলেও মিলে প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে ৩৮ সেরের বেশী চাউল হয় না। তথাপি সরকারী এজেণ্টরা এই নিয়ম বজায় রাখিবার উপর জোর দেওয়ায় কম-ছাঁটা ভিজা চাউল দিয়াই দেড় মণ ধানের হিসাবে এক মণ চাউল অনেক মিল সরবরাহ করিতেছে। এই কম ছাঁটা ভিজা চাউল গুদামে কিছুকাল রাখিলেই তাহা পচিয়া যাইতে থাকে। এপ্রদেশে সরকারী গুদামে এত বেশী চাউল সহজে পচিয়া নষ্ট হওয়ার ইহাই মূল কারণ। মিল হইতে যে চাউল সরবরাহ করা হয় তাহা অপকৃষ্ট শ্রেণীর হইলে সরকারী এজেণ্টরা তজ্জন্য মিলমালিকদিগকে নির্দ্ধারিত দরের চেয়ে অনেক কম মূল্য দিয়া থাকেন। কিন্তু কম মূল্যে অপকৃষ্ট চাউল কিনা হইলেও জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করার সময় গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য উৎকৃষ্ট চাউলের সমান মূল্য আদায় করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। সরকারীভাবে ক্রীত চাউলের মধ্যে প্রতি মণে আধ সেরের বেশী ধূলি ও কাঁকর থাকিবে না ইহাই বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের নিয়ম। কিন্তু সরকারী এজেণ্ট ও উক্ত বিভাগের হাত দিয়া জনসাধারণকে যে চাউল সরবরাহ করা হয় তাহাতে অনেক ক্ষেত্রে প্রতি মণে তিন হইতে চারি সের পর্য্যন্ত ধূলি ও কাঁকর লক্ষ্য করা গিয়াছে।

বর্দ্ধমান রাইস মিলওনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতির উক্ত বিবৃতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে গবর্ণমেণ্টের ক্রীত চাউলের মধ্যে যে ধূলি ও কাঁকরের আধিক্য থাকে এবং তাহাদের সংগৃহীত চাউল গুদামে রাখা হইলে যে অল্পদিনে পচিয়া নষ্ট হয় প্রকিউরমেণ্ট নীতির গলদ এবং সরকারী অফিসর ও এজেণ্টদের অবিবেচনা বা দুর্নীতিই তাহার কারণ। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের পথ সহজ করিয়া তুলিতে হইলে এই শ্রেণীর গলদ ও দুর্নীতি সর্ব্বাগ্রে দূর করিবার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

চা-বাগানের শ্রমিক

চা-শিল্প ভারতবর্ষে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতবর্ষের চা-বাগানগুলিতে ৯ লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে। কাজেই আর্থিক দিক হইতে চা-বাগানের শ্রমিক সমস্যার গুরুত্বও কম নহে। চা-শিল্প কৃষি, ও আধুনিক শিল্পের সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কারণেই চা-বাগানের শ্রমিক সমস্যা এবং কারখানাসমূহের শ্রমিক সমস্যা ঠিক একধরণের জিনিষ নহে। চা-বাগানগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষদের সংখ্যা প্রায় সমান। চা-বাগানে কাজ করিবার জন্য এক একটি পরিবারকেই নিযুক্ত করার দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়; কারণ চা-বাগানে এই ধরণের শ্রমিকরাই ভাল কাজ করিতে পারে। চা-পাতা তোলার কাজে স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই বেশী দক্ষ হয়। পুরুষরা কৃষি-সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ করিতে পারে। এই কারণে স্থায়ীভাবে এক একটী পরিবারকে চা-বাগানের এলাকায় থাকিতে দিয়া কাজ করানো সকল দিক দিয়া সুবিধাজনক। কিন্তু শ্রমিক সংগ্রহ এবং শ্রমিকদের কাজ দেওয়া সম্পর্কে পুরাতন ব্যবস্থা বহাল থাকায় প্রকৃত পক্ষে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে চা-শিল্পেরও ক্ষতি হইতেছে। প্রথমতঃ, সর্দ্দার দিয়া কুলী সংগ্রহের ব্যবস্থা বহাল থাকায় খরচ অত্যন্ত বেশী পড়ে। ইহা ছাড়া সর্দ্দারদের জুলুম ও অনাচার ত আছেই। দ্বিতীয়তঃ, কুলী সংগ্রহের অতিরিক্ত খরচ পোষাইবার জন্য মজুরী কম দেওয়া হয়। ইহার ফলে কুলীদের কর্ম্মক্ষমতা ও জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। ১৯৪২ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, আসাম উপত্যকার পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু কুলীদের গড়ে মাসিক আয় যথাক্রমে ৮৸৶৩, ৭৵১০ এবং ৫।০ মাত্র। সুরমা উপত্যকায় ঐ সময়ে পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু শ্রমিকদের গড়ে মাসিক আয় ছিল যথাক্রমে ৬৸৶০, ৫।৶১ এবং ৫।০ মাত্র।

এতদ্ব্যতীত চা-বাগানের শতকরা ৯০ জন মালিক "মজুরী চুক্তিতে" আবদ্ধ থাকায় শ্রমিকরা ইচ্ছামত এক বাগান হইতে আর এক বাগানে গিয়া কাজ লইতে পারে না। এক কথায় চা-বাগানের শ্রমিকদের কাজ লওয়া সম্পর্কে কোন স্বাধীনতা নাই।

চা-বাগানের কুলীদের বস্তীগুলিও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং মানুষের বসবাসের অযোগ্য। এই প্রকার বাসস্থানে থাকিয়া বহু কুলীর অকালমৃত্যু ঘটে। ১৯৪২ সালে আসাম উপত্যকায় ১৬,১০৮ জন কুলীর মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ৭,৬৪২ জন অর্থাৎ শতকরা ৪৩.৭ জনই শিশু।

চা-বাগানের শ্রমিকদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে যোগ্য অধিকার দেওয়ার প্রয়োজন ও সময় উপস্থিত হইয়াছে। মজুরীর হার বৃদ্ধি, উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা, কাজের ঘণ্টা নির্দ্ধারণ এবং ১০ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে আইন প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের উন্নতি বিধান করা উচিত, ইহা মালিকদেরও হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। ইহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা কম লাভবান হইবেন না। তাঁহাদের এবং গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আমরা চা-বাগানের শ্রমিকদের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছে, কাজেই তাঁহারা এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারেন।

কর্পোরেশনের কেলেঙ্কারী

মানুষের ব্যবহারের অনুপযুক্ত দুই শত টিন ঘৃত কর্পোরেশনের হাত হইতে অদৃশ্য হইয়াছে শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। কর্পোরেশনের সভায় এই বিষয় আলোচনাকালে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বলেন যে, ব্যাপারটী পুরাতন। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অব্যবহার্য্য দুই শত টিন ঘৃত নষ্ট করিয়া ফেলিবার জন্য তাঁহাদের হাতে দিয়াছিলেন এবং তাঁহার ধারণা ছিল যে ঐ ঘৃত নষ্ট

টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা টেলিফোন : ক্যাল ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত—১৯২৬)

হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত " ১২,৫০,০০০৲ "
বিক্রীত " ১২,৫০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন ও
রিজার্ভ—১২,০০,০০০৲ টাকার উপর
কোম্পানীর কাগজ
ও নগদ ৫৬,০০,০০০৲ " "
কার্য্যকরী মূলধন—১,৪০,০০,০০০৲ " "

—শাখাসমূহ—

খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালনা, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), রাজসাহী, নাটোর, নওগাঁ, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

চাঁদপুর

মডেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর

হেড অফিস :—

৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, ইটালী মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।

স্থাপিত :- ১৯২৬

ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস, আর, দাশ

করিয়া ফেলা হইয়াছে, কিন্তু এখন তিনি দেখিতেছেন ঐ ঘি উধাও হইয়াছে।

প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার বিবৃতিতে কাউন্সিলররা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। মানুষের জীবনরক্ষা যে কর্পোরেশনের অন্যতম কাজ সেই কর্পোরেশন মানুষের জীবন লইয়া এমন ছিনিমিনি খেলিতেছেন ইহা জানিলে ক্রোধের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। মোটা মোটা মাহিনা দিয়া নাগরিকদের টাকায় এই অব্যবস্থার রাজত্ব চালাইবার জন্যই কি কর্ম্মচারীদের পোষা হইতেছে? মানুষের অব্যবহার্য্য এই দুই শত টিন ঘৃত যে কর্পোরেশনের কোন "সাধু" কর্ম্মচারীর হাত দিয়া "সাধু" ব্যবসায়ীর আড়তে হস্তান্তরিত হওয়ার পর মানুষের ব্যবহার্য্য "খাঁটি গাওয়া ঘি" রূপে ঘরে ঘরে রোগ বিস্তার করিতেছে এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের এ ধারণাও বদ্ধমূল হইয়াছে যে, শুধু এই দুই শত টিন ঘৃত নহে, অনেক শত প্রকার অব্যবহার্য্য খাদ্যবস্তু কর্পোরেশনের "দক্ষ" এবং সাধু কর্ম্মচারীদের কৃপায় এইভাবে বাজারে চলিতেছে। এ বিষয়ে পূর্ণ তদন্তের পর সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের বরখাস্ত করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। জনসাধারণ এবং গবর্ণমেণ্ট ব্যাপারটী যেন ধামাচাপা পড়িতে না দেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বাঙ্গলায় চা'ল উৎপাদন

বাঙ্গলায় চা'ল উৎপাদন সম্পর্কে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা সম্প্রতি কতিপয় চিত্তাকর্ষক তথ্যতালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পত্র ডাঃ আকরয়েডের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, এই প্রদেশে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য গড়পড়তায় প্রতি বৎসরে ৩৬৫ পাউণ্ড চা'লের প্রয়োজন রহিয়াছে—কিন্তু গত ২৪ বৎসরে এই প্রদেশে চা'লের উৎপাদন সম্বন্ধে তথ্যতালিকা হইতে দেখা যায় যে, এই প্রদেশে প্রতি বৎসরে প্রতি ব্যক্তির জন্য গড়পড়তায় চা'ল পাওয়া যাইতেছে মাত্র ৩১৫ পাউণ্ড। কাজেই বাঙ্গলা দেশকে জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য চা'লের জন্য বরাবর বাহিরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশকে বাঁচিতে হইলে এই প্রদেশে বর্ত্তমানে যে জনসমষ্টি রহিয়াছে তাহাদের প্রয়োজনীয় সাকুল্য চা'ল এই প্রদেশের ভিতরে উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে—অধিকন্তু বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর যে ১০ লক্ষ করিয়া লোক বাড়িতেছে তাহাদের জন্য মাথাপিছু ৩৬৫ পাউণ্ড হিসাবে অতিরিক্ত চা'লের উৎপাদনের পথ দেখিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গলায় না আছে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা, না আছে এই প্রদেশের জমিতে উৎপন্ন চা'লের অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা। বাঙ্গলার কৃষককে ধানের চাষের জন্য প্রকৃতির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। এই প্রদেশে কোন বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য এবং কোন বৎসর অতিবৃষ্টির জন্য ধানের ফসলের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। নদীসমূহে বন্যা, কচুরীপানা ইত্যাদির জন্যও এই প্রদেশে প্রতি বৎসর ফসলের বিপুল অপচয় ঘটিয়া থাকে। উহার ফলে কোন বৎসরে চালের উৎপাদনের পরিমাণ যে কত দাঁড়ায় এই প্রদেশে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। গত ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলায় ৬০ লক্ষ ৪০ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হয়। ১৯৪৩-৪৪ সালে উহা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া ১ কোটী ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টনে পরিণত হয়। চলতি ১৯৪৫-৪৬ সালে উহা কমিয়া ৯৩ লক্ষ টনে পরিণত হইয়াছে। এদেশে চা'লের উৎপাদন কিভাবে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভরশীল তাহা এই সব বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয়। এই প্রদেশে এখনও ধান-চা'লের উপযোগী বহু জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। চা'লের ব্যাপারে বাঙ্গলাদেশকে স্বাবলম্বী করিতে হইলে দেশের সমস্ত জমিতে জল সিঞ্চন, সার প্রয়োগ, বন্যার উপদ্রব হইতে ধানের জমি রক্ষা, জমিতে উপযুক্তরূপ সার প্রয়োগ, কচুরীপানা বিনাশ, ধানের চাষ বাড়াইবার জন্য কৃষককে অর্থ সাহায্য—ইত্যাদি বহুবিধ ও ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন রহিয়াছে। এজন্য মূলধন হিসাবে শতাধিক কোটী টাকা ব্যয়েরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশের শাসনভার যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে তাঁহাদের এরূপ যোগ্যতা, সততা ও দূরদৃষ্টি নাই যাহাতে উহারা এরূপ একটী ব্যাপক ও ব্যয়বহুল কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। উহাদের কর্ম্মক্ষেত্র কিছু বীজ বিতরণ, কিছু ঋণ দান এবং কতিপয় কৃষি ফার্ম্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। উহাতে নিজের চাক পিটাইয়া ভোট সংগ্রহের সুবিধা হইতেছে বটে—কিন্তু জনসাধারণের ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে উহা কিছুই সাহায্য করিতেছে না।

পিপল্‌স ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

—ঃ হেড অফিস ঃ—

পি-২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ৩৪৬।

শাখাসমূহ

শ্যামবাজার, শিবপুর, পাটনা, রাঁচি, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, চৌধুরী

গ্রাম : ওভারড্রাফ্‌ট ফোন : ক্যাল ৫১৪১

ন্যাশনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস কাজ করিতেছে।

কুবের ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৩ ও ৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঃ শাখাসমূহ ঃ

শ্যামবাজার, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিমতলা, হাটখোলা, তারকেশ্বর, ভদ্রক, বগুড়া, বাগেরহাট, কালিম্পং, দার্জ্জিলিং, ঢাকা, শিলিগুড়ি, ইছাপুর, কৃষ্ণনগর, ঝাড়গ্রাম, বেলুড়, মেদিনীপুর, হাওড়া, রাজসাহী, সূত্রগড়, বালি, রাণাঘাট, শালিমার, বাঁকুড়া, বালেশ্বর, শান্তিপুর, গিড্‌নি, কদমতলা।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস চক্রবর্ত্তী।

শ্যামের চাউল

শ্যাম বা থাইল্যাণ্ড হইতে ভারতে চাউল আমদানী করা হইবে এই আশ্বাস ভারত সরকারের খাদ্য সচিব শ্রীযুক্ত জাওলাপ্রসাদ দিবার পর বহুদিন গত হইয়াছে, কিন্তু শ্যাম হইতে চাউলের এক কণাও এখনও ভারতে পৌঁছায় নাই। এখন বিলাতের কমন্স-সভায় বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন আর এক দফা আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, শ্যাম হইতে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে ভারত ও ব্রহ্মে চাউল রপ্তানীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অবহিত আছেন। গবর্ণমেণ্ট কি ভারতে, কি বিলাতে ভারতের অন্নকষ্ট সম্পর্কে অবহিত আছেন নিশ্চয়ই, নচেৎ খাদ্যাভাবের এত বিজ্ঞাপনও দেখা যাইত না, এত ডামাডোলও বাজিত না। কিন্তু কাজে কি হইল ভারতবাসী তাহা এখনও বুঝিতে পারিল না। যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের জন্য জগতের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছেন এবং সেই ভিক্ষার আবেদন এত বড় বড় হরফে প্রতিদিন ফলাও করিয়া প্রকাশ করিতেছেন সেই গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতি ভারতবাসী এখনও বিশ্বাস পোষণ করিতে পারিতেছে না, ইহা একান্তভাবেই ভারতীয়দেরই দোষ ছাড়া আর কি হইতে পারে।

উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে মিঃ বিড়লা

ভারতের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা আদায় সম্পর্কে যে জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া উহার চেয়ারম্যান মিঃ জি ডি বিড়লা তাহা নিয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন —ভারত সরকারের অর্থসচিবের মতে গত ৩১শে মার্চ্চ বৃটেনের নিকট এদেশের পাওনা উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩৩ কোটি পাউণ্ড। বৃটেনের মোট ঋণভারের উহা শতকরা ৩৮ ভাগ। যুদ্ধের সময়ে বিপাকে পড়িয়া ইংলণ্ড এদেশ হইতে ক্রেডিটে মাল ও সার্ভিস গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। সে বিপদ কাটিয়া যাওয়ার পর ইংলণ্ডের লোকেরা ঐ ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে আজ টালবাহানার ভাব দেখাইতেছে এবং দেনার অঙ্ক হ্রাস করিবার জন্য নানা মনগড়া যুক্তি উপস্থিত করিতেছে। ইংলণ্ডের কোন কোন সংবাদপত্র দাবী করিয়াছেন, যেহেতু ভারতবর্ষ যুদ্ধের সময়ে চড়া দরে জিনিষপত্র বিক্রী করিয়া এই বিরাট পাওনার অধিকারী হইয়াছে সেই হেতু ঐ পাওনা উপযুক্ত মাত্রায় হ্রাস করার ব্যবস্থা সঙ্গত। কিন্তু উহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, এদেশ হইতে কোন বাড়তি জিনিষপত্র রপ্তানী করিয়া এই পাওনা দাঁড়ায় নাই। যুদ্ধের সময়ে ভারতের জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া অনেক অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ বৃটেনের প্রয়োজনে ঐ দেশে রপ্তানী করিতে গিয়াই এই পাওনা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ ইহার সহিত জড়িত। ভারতবর্ষ এইভাবে জিনিষপত্র যোগাইতে গিয়া কোন চড়া মূল্য আদায় করে নাই। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশমত নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মাল রপ্তানী করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের উদারতার বিনিময়ে বৃটেন অবশ্য এদেশের উপর মুনাফাবৃত্তি খাটাইতে ছাড়ে নাই। ভারতের বাজারে রূপার যে দর ছিল তাহার তুলনায় অনেক কম মূল্যে যুদ্ধের সময়ে এদেশ হইতে ২০ কোটি আউন্স রূপা নিয়া লণ্ডনের বাজারে বিক্রয় করা হইয়াছে। অপর দিকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রেরিত সোনা ভারতের বাজারে অত্যধিক চড়া দরে বিক্রয় করিয়া যুদ্ধের সময় এদেশের উপর দিয়া যথেষ্ট মুনাফা করিয়া লইয়াছেন। এই অবস্থায় মুনাফাবৃত্তির অভিযোগ তুলিয়া ভারতের পাওনা হ্রাস করিবার চেষ্টা নিতান্ত অসঙ্গত বলা চলে।

গ্রাম ঃ বন্দে হিন্দ

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

পি-৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূতী কাপড়
ও ভারতীয় কার্পাস

নূতন সংস্কৃতি

পূর্ব্বে ভারতীয় কার্পাস তূলায় প্রস্তুত ভারতীয় বস্ত্রাদি সমগ্র জগতে পরম সমাদরের সহিত গৃহীত হইত। এ গৌরব অনেকদিন বিনষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য বর্ত্তমান রূপ ও রুচি-সঙ্গত আমাদের মিলজাত বস্ত্রসম্ভার আমাদেরই নিজ জমিতে চাষ করা ভারতীয় কার্পাস তূলায় বয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর নিজ জমিতে তূলার চাষ অচিরে আরম্ভ করিবার বন্দোবস্ত বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র মহাশয় এই কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজকুমারী
কটন মিলস লিঃ
১৫।বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
ফোন ঃ কলিঃ ৪৪৯৮

ভারতের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা এদেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগের সমান। এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য বাহির হইতে যে যন্ত্রপাতি আনয়নের কথা হইতেছে সে বিষয়ে এই পাওনাই ভারতের প্রধান সম্বল। এই পাওনা ষ্টার্লিং আদায় হইয়া না আসিলে এই দরিদ্র দেশের নিদারুণ ক্ষতি হইবে। কাজেই উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং হ্রাসের কোন প্রস্তাব ভারতের লোকেরা কোন মতেই সমর্থন করিবে না। উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে মিঃ বিড়লার এই সব মন্তব্য খুবই সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই আমরা মনে করি।

বৃটিশ ফার্ম্মের হাতে কয়লার খনি

বোখারোতে রেলওয়ের যে সকল কয়লার খনি আছে সেগুলি পরিচালনার ভার একটী বৃটিশ ফার্ম্মের উপর দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশ ফার্ম্মের হাতে এই খনিগুলি যাওয়ার কাহিনীটিও বেশ রহস্যজনক। যুদ্ধের সময় কয়লার অভাব হওয়ায় মার্কিন ও অন্যান্য জাতির বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া উক্ত খনিগুলি হইতে কয়লা তুলিবার ব্যবস্থা করা হয়। বিদেশ হইতে বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া এবং ভারতীয়দের শিক্ষা দিয়া কয়লা আহরণ করা হইতে থাকে। পরে নাকি দেখা যায় যে, ভারতে উক্ত খনিসমূহের যন্ত্রপাতি চালাইতে পারে এমন কোন লোক নাই, তখন লিণ্ডসে পার্কিন্‌সন্স্‌ নামক একটী বৃটিশ ফার্ম্মকে সাময়িকভাবে উক্ত খনিসমূহ পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। এক্ষণে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, আরও দুই বৎসরের জন্য উক্ত ফার্ম্মকেই খনি-সমূহ পরিচালনার ভার দেওয়া হউক। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হইলে ভারত সরকারের কোষাগার হইতে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইবে। দুই বৎসর পরে উক্ত বৃটিশ ফার্ম্মের খনিগুলির যন্ত্রপাতি কিনিয়া লওয়ার অধিকার থাকিবে।

এইভাবে কৌশলে রেলওয়ের কয়েকটী কয়লার খনি কার্য্যতঃ বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা উক্ত কয়লার খনিসমূহ পরিচালনার জন্য ভারতীয় বিশেষজ্ঞ গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করা আদৌ কঠিন ছিল না। যুদ্ধের সময় বিপদে পড়িয়াও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের চিরাচরিত ভারতীয়-বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে অথবা ভারতীয়-ভীতি পরিহার করিতে পারেন নাই। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। ভারত সরকার মুখে বড় বড় সদিচ্ছার বুলি আওড়াইলেও গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ঘাঁটিগুলি বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের জন্য সুরক্ষিত রাখাই যে তাঁহাদের নীতি, তাহা এই ছোট ব্যাপার হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

চাউল ক্রয়ের সরকারী এজেণ্ট

নূতন করিয়া দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখিয়া বাঙ্গলা সরকার এপ্রদেশের আরও কয়েকটি কেন্দ্রে রেশন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতেছেন। খাদ্য সঞ্চয় ও বণ্টনের জন্য নিজেরা বিপুল পরিমাণে চাউল ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন। দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য এই রীতিতে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সে হিসাবে বাঙ্গলা সরকারের উপরোক্ত কর্ম্মপদ্ধতি আমরা সময়োচিত বলিয়াই মনে করি। কিন্তু রেশনিং ও প্রকিউরমেণ্ট নীতির দায়িত্ব ও গুরুত্ব এতই বেশী যে, ন্যায্য বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সুসঙ্গত রীতিতে উহা পরিচালনা না করিলে জনকল্যাণের বদলে উহা দ্বারা জনসাধারণের অনিষ্ট ঘটিবারই আশঙ্কা রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা সরকার এখনও ঐ সব সম্পর্কে ন্যায্য বিধিব্যবস্থা অবলম্বন ও সুসঙ্গত রীতি অনুসরণের তেমন কোন গরজ দেখাইতেছেন না। রেশনিং প্রথা চালু করিতে গিয়া তাঁহারা জনসাধারণকে যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট চাউল সরবরাহের কোন দায়িত্ব বোধ করিতেছেন না। রেশন চাউলের মূল্যও সর্ব্বত্র খুব চড়া হারেই বলবৎ রাখা হইতেছে। ফলে বেশী দরে ধূলি ও কাঁকর মিশানো কদর্য্য চাউল খাইয়া লোকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। তাহা ছাড়া সরকারী-ভাবে চাউল ক্রয় ও মজুতের যে ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট গড়িয়া তুলিয়াছেন, নানা গলদ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাহার ভিতর দিয়াও অপচয় ও ক্ষতির অঙ্ক বড় হইয়া দেখা দিতেছে। চাউল ক্রয়ের সরকারী এজেণ্ট নিয়োগে অহেতুক অবিবেচনা ও পক্ষ-পাতিত্বের জন্য অনেক পুরাতন চাউল ব্যবসায়ীকে আজ তাহাদের পিতৃপিতামহের আমলের কারবার গুটাইতে হইতেছে। ন্যাশনেল চেম্বার অব কমার্সের বিদায়ী সভাপতি মিঃ আই বি সেন

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন : ক্যাল ৩৯৫ গ্রাম : LALIKAY, কলিকাতা।

লাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

পৃষ্ঠপোষক : সিকিমের মহামান্য মহারাজকুমার

চেয়ারম্যান—ডাঃ এস, কে, বসু, কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ কে, লাল

মিঃ জে, এম, কোহেন, মিঃ পি, গুপ্ত, মিঃ আর, এম, করঞ্জাই

ডিরেক্টর ফিনান্স ইন-চার্জ্জ। ডিরেক্টর ও ম্যানেজার। ডিরেক্টর জেনারেল সেক্রেটারী।

শাখাসমূহ : কালিম্পং, কুড়িগ্রাম, হাওড়া।

দার্জ্জিলিং শাখা সত্বর খোলা হইবে।

জয় হিন্দ!

*

ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স

অফ্ বেঙ্গল

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—জি, সি, কোয়ার এণ্ড কোং

মেম্বর অফ্ ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল

৪-৬, জি, টি, রোড (শক্তি ব্যাঙ্ক, হাওড়া)

আমাদের সিওর প্রফিট স্কীমে টাকা খাটালে কোম্পানীর লাভের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ লাভ এবং শতকরা ২৲ টাকা সুদ দেওয়া হয়।

গ্রাম : উদয়ের পথে

অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট

ট্রাষ্ট লিমিটেড

১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনার সঞ্চিত অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাটাইয়া লাভবান হইতে হইলে সত্বর আমাদের সহিত পরামর্শ করুন।

ম্যাঃ ডিরেক্টর—মিঃ কে, সি, মিত্র।

তাঁহার অভিভাষণে ঐ শেষোক্ত বিষয়টি নিয়া তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট চাউল ক্রয়ের জন্য বর্ত্তমানে তিনটি ব্যবসায়ী ফার্ম্মকে তাঁহাদের এজেণ্ট হিসাবে নিয়োগ করিয়াছেন। উপযুক্ত কমিশন পাওয়ার সর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের হইয়া সর্ব্বত্র উহারা চাউল ক্রয় করিতেছে। দেশে অন্য অনেক ব্যবসায়ী ফার্ম্ম থাকা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যাপারে তাহাদের সহযোগিতা লইতেছেন না। অনেক ব্যবসায়ীকে বাদ দিয়া মাত্র তিনটি ব্যবসায়ী ফার্ম্মকে সরকারী এজেণ্ট হিসাবে কাজ করিতে দেওয়ায় দেশে যথেষ্ট মনঃক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। বহু পুরানো ব্যবসায়ীর অনেক দিনের কারবার আজ বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের লোক মারফতে চাউল ক্রয়ের কাজ নির্ব্বাহ করিতেন তবে তাহার বিরুদ্ধে হয়ত কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু তাঁহারা যেখানে নিজেরা লোক নিয়োগ না করিয়া এজেণ্টের মারফতেই ঐ কাজ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন সেখানে অনেক পুরানো ব্যবসায়ীর দাবী উপেক্ষা করিয়া মাত্র তিনটি ফার্ম্মকে সে সুযোগ দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে অনুচিত। মাত্র তিনটি প্রধান ব্যবসায়ী ফার্ম্মের উপর নির্ভর না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি এক সঙ্গে যথাসম্ভব বেশীসংখ্যক ব্যবসায়ীকে চাউল ক্রয়ের কাজে নিয়োগ করেন তবে এপ্রদেশে চাউল ব্যবসায়ের বিহিত স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে। মিঃ আই বি সেনের এই মন্তব্য ও নির্দ্দেশ আমরা খুবই সমীচীন বলিয়াই মনে করি। মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী ফার্ম্মকে চাউল ক্রয়ের সরকারী এজেণ্ট নিয়োগ করায় ইতিমধ্যেই অনেক পুরানো চাউল ব্যবসায়ীর কাজকারবার হাতছাড়া হইয়াছে। নূতন করিয়া যখন গবর্ণমেণ্ট প্রকিউরমেণ্ট নীতির উপর জোর দিতেছেন, তখন সে অনিষ্টকর ব্যবস্থা সংশোধন করিয়া আজ বেশীসংখ্যক ব্যবসায়ীকে এজেণ্ট হিসাবে লওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

ইক্ষু চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি

প্রথম পূর্ব্বাভাষে আশা করা যাইতেছে যে, ১৯৪৫-৪৬ সালে ইক্ষু চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। এই বৎসর ১১ লক্ষ ১২ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। গত বৎসর ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। উড়িষ্যা ব্যতীত এ বৎসর সমস্ত প্রদেশেই চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া নিম্নলিখিত হিসাবে বুঝা যায়:—

	টনের হিসাব	
প্রদেশ	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৪-৪৬
যুক্তপ্রদেশ	৫,২৮,৯০০	৬,২৭,১০০
বিহার	১,৬৯,৯০০	২,১৫,৮০০
পাঞ্জাব+সীমান্ত প্রদেশ	১২,৩০০	১৩,৯০০
মাদ্রাজ	৪৬,৫০০	৫২,৯০০
বোম্বাই	৭৪,৯০০	৭৫,০০০
বাঙ্গলা	১২,০০০	২৫,০০০
উড়িষ্যা	২,৬০০	২,২০০

বাঙ্গলাদেশে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণ হইবে ইহা বিশেষ আশার কথা। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় চিনি-শিল্পে বাঙ্গলা কত পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে তাহা উল্লিখিত হিসাব দেখিলেই বুঝা যায়। বাঙ্গলায় চিনি-শিল্পের এখনও বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। চিনি-শিল্পে বাঙ্গলাকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য বাঙ্গলার ধনী ব্যক্তিরা উদ্যোগী হইলে আমরা সুখী হইব।

শ্রমশক্তির সহায়

কল-কারখানার কাজের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ মজুর ও অভিজ্ঞ কারিগর সংগ্রহ কারখানার মালিকদের কাছে একটা মস্ত বড় সমস্যা। এদিকে আবার যুদ্ধের দরুণ কারখানার কাজও গেছে অনেকখানি বেড়ে। ফলে চাহিদা অনুযায়ী মাল উৎপাদন করতে গিয়ে শ্রমিকের অভাবের সমস্যাটা আরো জটিল হয়ে পড়েছে।

আজ তাই শ্রমিকদের ব্যক্তিগত কর্মপটুতার ওপর বিশেষ করে নজর দেওয়া হচ্ছে। একটানা কাজ করতে করতে তারা যাতে হয়রান হয়ে না পড়ে এবং নির্দিষ্ট সময়ের শেষ পর্যন্ত যাতে তাদের কাজে উৎসাহ ও মনোযোগ বজায় থাকে সে সম্বন্ধে কারখানার মালিকরা যথারীতি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। এই ব্যাপারে চা তাঁদের অনেকখানি সাহায্য করেছে। কাজের ফাঁকে শ্রমিকদের চা খেতে দিয়ে তাঁরা দেখেছেন যে যতক্ষণ তাদের কাজের পালা ততক্ষণ তারা পূর্ণ উদ্যমেই কাজ করে যেতে পারে, কখনই শ্রান্ত বা ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। শিল্পপতিরা ইচ্ছে করলেই ক্যান্‌টীন্ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের কাছে জেনে নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে "ক্যান্‌টীন্‌স্ ফর্ দি ওয়ার্কার্স্" নামক একটি পুস্তিকাও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনার, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড, ১০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠালেই পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 258

উহা একটী বিবৃতিমাত্র—প্রস্পেক্টাস নহে

বর্ত্তমান শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের নিয়মাবলীর ৯৪এ ধারা অনুসারে প্রচলিত সর্ত্তে ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। সাধারণের পরিদর্শনের জন্য এই সব সর্ত্তের একটী সম্পূর্ণ কপি কোম্পানীর রেজেষ্টরীকৃত অফিসে রাখা হইয়াছে। উহা সুনিশ্চিত-ভাবে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত অনুমতি দিয়া ভারত সরকার কোম্পানীর কোন পরিকল্পনার আর্থিক নিরাপত্তা অথবা কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত কোন বিবৃতির সত্যতা অথবা কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত কোন মতামত সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

২৯শে মার্চ্চ, ১৯৪৬ তারিখ হইতে শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হইয়া ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৬ তারিখে অথবা ডিরেক্টরগণের সিদ্ধান্তমতে উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন তারিখে শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

ইণ্ডিয়া জেনারেল কনষ্ট্রাকশন কর্পোরেশন

লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে গঠিত)

অনুমোদিত মূলধন ----- ১,০০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রয়ার্থ মূলধন ----- ২৫,০০,০০০৲ টাকা

প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের ২৫০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত

প্রতি শেয়ারের জন্য আবেদনের সহিত ৫৲ টাকা এবং শেয়ার বিলি হইবার পর বাকী ৫৲ টাকা দেয়।

এই সব শেয়ারের মধ্যে ডিরেক্টরবর্গ ও তাঁহাদের বন্ধুগণ ১০,০০,০০০৲ টাকা মূল্যের প্রতি ১০৲ টাকা হিসাবে ১০০,০০০ শেয়ার ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং বর্ত্তমানে এতদতিরিক্ত বক্রী শেয়ার সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইতেছে।

এই শেয়ারের সাকুল্য অংশ আণ্ডাররাইটারগণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ডিরেক্টরগণ

স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া কে-সি-আই-ই, এম-ইনষ্ট-সি-ই, এল-এল-ডি, ডি-এস-সি, কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্গালোর এবং ৪৬ এফ, ওয়ার্ডেন রোড, মালাবার হিল, বোম্বাই; প্রেসিডেন্ট—অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অরগেনাইজেশন; ডিরেক্টর—দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী লিঃ, মহীশূর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ইত্যাদি—চেয়ারম্যান।

ডাঃ বি এন দে ডি-এস-সি (ইঞ্জিনিয়ারিং, গ্লাসগো) এম-আই-ই (ইণ্ডিয়া), কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার ১১নং লোয়ার রাউডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা: কলিকাতা কর্পোরেশন ও কলিকাতা সহরের ভূতপূর্ব্ব চিফ ইঞ্জিনিয়ার, স্পেশ্যাল অফিসার ও ইঞ্জিনিয়ারিং এডভাইসার; ডিরেক্টর—ন্যাশন্যাল অয়েল মাইনিং এণ্ড রিফাইনিং সিণ্ডিকেট লিঃ ইত্যাদি; ভাইস চেয়ারম্যান।

এ ভি টমাস এক্সোয়ার—প্লাণ্টার ও মার্চ্চেণ্ট এলেপ্পি (দক্ষিণ ভারত); ডিরেক্টর—এ ভি টমাস এণ্ড কোং লিঃ, ব্রাণ্টন এণ্ড কোং (ইঞ্জিনিয়ার্স) লিঃ ও দি সাউথ ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কোচিন; রেডিয়ো ইলেকট্রিক্যালস কোং লিঃ, মাদ্রাজ ইত্যাদি।

পি মুখার্জ্জি এক্সোয়ার—মার্চ্চেণ্ট, ৭নং ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা; ডিরেক্টর—আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং লিঃ, আসাম অক্সিজেন লিঃ, ইষ্টার্ণ কর্পোরেশন লিঃ, নেসকো লিঃ, ন্যাশন্যাল অয়েল মাইনিং এণ্ড রিফাইনিং সিণ্ডিকেট লিঃ।

নবাব স্যার কে জি এম ফারুকী—কেটি অব রতনপুর, ১০ রোল্যাণ্ড রোড, কলিকাতা; বাঙ্গলা সরকারের ভূতপূর্ব্ব (১৯২৯-১৯৩৭) সিনিয়র মন্ত্রী; ডিরেক্টর—কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল ইত্যাদি।

মেজর মণ্টেগু জয়বিক্রম—মালীকি স্বত্ববান প্লাণ্টার; "সালিমার" ওয়েলিগামা এবং ৪৮ ওয়ার্ড প্লেস, কলম্বো, সিংহল; ডিরেক্টর—সিলোন এক্সপোর্টস এণ্ড ইমপোর্টস লিঃ।

কে ইউ অদ্বাণী এক্সোয়ার—ষ্টক এণ্ড শেয়ার ব্রোকার, ৫২, আগা খাঁ বিল্ডিং, দালাল ষ্ট্রীট, বোম্বাই; ডিরেক্টর—কে ইউ অদ্বাণী লিঃ, বোম্বাই, মরকরা রাবার্স লিঃ, মাদ্রাজ; কোট্টানাদ প্লাণ্টেশনস্ লিঃ, মাদ্রাজ, রেডিয়ো এণ্ড ইলেকট্রিক্যালস লিঃ, মাদ্রাজ।

দি অনারেবল সর্দ্দার বাহাদুর স্যার সর্দ্দার শোভা সিং "বৈকুণ্ঠ", নিউ দিল্লী।

আণ্ডাররাইটারগণ

হিন্দুস্থান কর্পোরেশন, লিঙ্গি চেট্টি ষ্ট্রীট, মাদ্রাজ;

ভি এস কৃষ্ণস্বামী এণ্ড কোং, লিঙ্গি চেট্টি ষ্ট্রীট, মাদ্রাজ;

ইউনাইটেড শেয়ার্স কর্পোরেশন, পোষ্ট বক্স ৬৮৬, করাচী।

ব্রোকারগণ

কলিকাতা—নারায়ণদাস খাণ্ডেলওয়াল এণ্ড কোং, ২৫ নং সোয়ালো লেন।

বোম্বাই—কে ইউ অদ্বাণী এক্সোয়ার, ৫২ আগাখান বিল্ডিং; পি আর সুব্রহ্মণ্যিয়াম এক্সোয়ার, ৬১ ষ্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিংস।

মাদ্রাজ—দালাল এণ্ড কোং, ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স বিল্ডিংস।

মহীশূর—এন জি মানড্রে এক্সোয়ার, ব্যাঙ্ক অব মাইশোর বিল্ডিংস, ব্যাঙ্গালোর।

নিউ দিল্লী—আই আর সচদেব, ৩২ জি কনট সার্কাস।

কলম্বো (সিংহল)—কলম্বো ব্রোকার্স এসোসিয়েশন।

ব্যাঙ্কারগণ

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

দি ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

টমকোজ ব্যাঙ্ক লিঃ

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

ব্যাঙ্ক অব মাইশোর লিঃ

অডিটারগণ

মেসার্স গুপ্ত এণ্ড মিত্র, চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টস, উইণ্ডসর হাউস, কলিকাতা।

রেজেষ্টরীকৃত অফিস

২৪ ষ্টিফেন হাউস, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

সিংহল অফিস—"এসকিমো" হাউস, গল রোড, কলপেট্টি, কলম্বো।

ম্যানেজিং এজেণ্টগণ

ইণ্ডাষ্ট্রিজ (পোষ্ট-ওয়ার) লিঃ

২৪ ষ্টিফেন হাউস, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য

মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে যে সকল উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে সেই সকল উদ্দেশ্য এবং বিশেষভাবে বর্ত্তমানে এবং আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন গবর্ণমেণ্ট, দেশীয় রাজ্য এবং ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের অন্যান্য আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও শিল্পপতিগণ কর্ত্তৃক গৃহীত ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নির্ম্মাণকার্য্যে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণের জন্য এই কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে। তদনুসারে কর্পোরেশন আশা করেন যে, ভারতবর্ষ, সিংহল এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী

দেশসমূহের বিভিন্ন পরিকল্পনাসমূহ (শিল্প, জনকল্যাণ, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পূর্ত্তকার্য্য সংক্রান্ত) কার্য্যকরী করিবার ভার কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত হইলে, কর্পোরেশন দ্রুত অথচ দক্ষতার সহিত ঐগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন।

ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ উভয় দিক হইতেই নির্ম্মাণ কার্য্যের—যেমন রাস্তা অথবা খাল খনন, বাড়ীঘর নির্ম্মাণ, সেচকার্য্য অথবা বাঁধ এবং অন্যান্য বন্যা-নিয়ন্ত্রণ কার্য্যাদি, জলজ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা অথবা বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং বৃহৎ সহর উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনার বিপুল সুযোগ-সম্ভাবনা উপস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে আয়তন, সঙ্গতি ও যান্ত্রিক সাজ-সরঞ্জামের দিক হইতে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই যাহা বিভিন্ন প্রকারের নির্ম্মাণ কার্য্য সংক্রান্ত পরিকল্পনা আধুনিক পন্থায় কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ। সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং সীমাবদ্ধ সঙ্গতিসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কনট্রাকটরগণ অবশ্যই আছেন, ইমারত নির্ম্মাণকারী কনট্রাকটরগণও রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা চিরাচরিত পদ্ধতিতে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। স্থপতিগণও রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধহীন অবস্থায় কাজ করিয়া থাকেন। কাজের পরিকল্পনা এবং ডিজাইনিং, ড্রইং, ব্যয়বরাদ্দ এবং মাল-মসলা সংগ্রহ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের স্তরের ভিতর দিয়া উহাকে সুসম্পন্ন করিবার ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের কোন প্রচেষ্টা নাই। অন্য কথায় বলিতে গেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শদাতা এবং নির্ম্মাতাগণের এমন একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন, যেখানে একই সঙ্গে পরামর্শদাতা ইঞ্জিনিয়ারগণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কনট্রাক্টরগণের ব্যবহারিক জ্ঞানের সমাবেশ করা হইয়াছে।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই কর্পোরেশনের সংগঠন এমন ভাবে সংহত এবং ব্যাপক হইবে যে, পরিকল্পনার প্রাথমিক অবস্থা হইতে অথবা পরিকল্পনা এবং ডিজাইনিংয়ের যে কোন স্তর হইতে মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ী অথবা উহা অপেক্ষা উন্নত ধরণের আদর্শরূপ নির্ম্মাণ কার্য্যের শেষ স্তর পর্য্যন্ত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইবে। এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উক্ত কর্পোরেশন টেক্‌নিক্যাল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (প্ল্যানার্স, ডিজাইনার্স, ইঞ্জিনিয়ার্স), অর্থনীতিবিদ্ এবং নির্ম্মাতাগণের (কনট্রাক্টর এবং ফিল্ড সুপারভাইজার) মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগকে ভারতের যে কোন স্থান হইতে এবং প্রয়োজন হইলে ভারতের বাহির হইতেও আনয়ন করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ভারতের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে যেমন মাদ্রাজ, কোচিন, বোম্বাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, কলিকাতা এবং সিংহলে টেক্‌নিক্যাল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং নির্ম্মাতাগণের একটি করিয়া প্যানেল গঠিত হইবে। উল্লিখিত কেন্দ্রসমূহে এইরূপ প্যানেল গঠিত হওয়ার ফলে বিশেষজ্ঞগণের এবং কর্পোরেশনের বিশেষজ্ঞ ডিরেক্টরবর্গের তত্ত্বাবধানের সহিত স্থানীয় বিশেষজ্ঞগণের অভিজ্ঞতার সাহায্য পাওয়ার সুবিধাও পাওয়া যাইবে।

সাধারণতঃ পরিকল্পনাসমূহ কার্য্যকরী করিবার ভার গ্রহণ করিয়া ঐগুলির প্ল্যানিং, স্কিমিং এবং ডিজাইনিং ব্যাপারেই শুধু কর্পোরেশন যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করিবেন না, পরন্তু গৃহীত পরিকল্পনাসমূহকে সুসম্পন্ন করিবার জন্যও কর্পোরেশন কার্য্য চালাইয়া যাইবেন। যদি কোন গ্রাহক (client) স্থানীয় টেক্‌নিক্যাল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং কনট্রাক্টরগণের সহযোগিতা কামনা করেন, কর্পোরেশন তাঁহাদিগকেও নিয়োগ করিতে সম্মত থাকিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কর্পোরেশনের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য্য করিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই কার্য্য করিতেছেন এইরূপ টেক্‌নিক্যাল বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ (পরামর্শদাতা ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি প্রভৃতি) অথবা নির্ম্মাণকারী কনট্রাক্টরগণের সঙ্গে কর্পোরেশন কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা ত করিবেনই না, বরং সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের সহায়তা লাভ করিতে পারেন, সেই দিকেই কর্পোরেশন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবেন। একদিকে পরামর্শদাতা ইঞ্জিনিয়ার ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনাকারী এবং অপরদিকে প্রকৃত নির্ম্মাণকারী হিসাবে কর্পোরেশন সম্মিলিত পরামর্শদাতা ও নির্ম্মাণকারী প্রতিষ্ঠানরূপে কার্য্য চালাইয়া যাইবেন।

ম্যানেজিং এজেণ্টগণ ও তাঁহাদের পারিশ্রমিক

কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের নির্দ্দেশমত ইণ্ডাষ্ট্রীজ (পোষ্ট ওয়ার) লিঃ কোম্পানীর প্রথম ম্যানেজিং এজেণ্টস্ হইবেন। উহারা কোম্পানীর বার্ষিক লাভের শতকরা ১০ ভাগ পারিশ্রমিক হিসাবে পাইবেন। এতদতিরিক্ত উহারা মাসে ১৫০০৲ টাকা করিয়া অফিস এলাউন্স পাইবেন।

ডিরেক্টরদের স্বার্থ

কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মধ্যে মিঃ এ ভি· টমাস ও ডাঃ বি এন দে—এই দুই জন ডিরেক্টর কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স ইণ্ডাষ্ট্রীজ (পোষ্ট ওয়ার) লিঃরও ডিরেক্টর এবং এইরূপভাবে উহারা ম্যানেজিং এজেণ্টগণের প্রাপ্য পারিশ্রমিকের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট আছেন।

ভোটাধিকার ও শেয়ার হস্তান্তর

প্রত্যেক শেয়ার-হোল্ডার—যাঁহারা ভোটদানে অধিকারী—তাঁহারা যদি স্বয়ং অথবা এটর্নীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি (কোম্পানীর অংশীদার ছাড়া অন্য ব্যক্তি) মারফতে সভায় উপস্থিত থাকেন তবে তিনি হস্তোত্তোলন করিয়া একটী ভোট দিতে পারিবেন। 'পল' দাবী করা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ং অথবা তাঁহার প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি (Proxy) তাঁহার অধিকারভুক্ত প্রত্যেক শেয়ারের জন্য একটী করিয়া ভোটদানে অধিকারী হইবেন।

দলীলাদি

শেয়ার বিক্রয়ের সময়ে কোম্পানীর রেজেষ্টরীকৃত অফিসে স্বাভাবিক অফিস খোলা থাকার কালে কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন পরিদর্শন করা যাইবে।

আণ্ডাররাইটিং ও দালালী

শতকরা ৩৷৷০ টাকা হারে আণ্ডাররাইটিং কমিশন দেওয়া হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রতি শেয়ারে দুই আনা হিসাবে দালালী দেওয়া হইবে। আণ্ডাররাইটারদের ষ্ট্যাম্পযুক্ত আবেদনপত্র মূলে যে সমস্ত শেয়ার বিলি করা হইবে সেই সব শেয়ারের উপর ঐ দালালী দেওয়া হইবে এবং ব্যাঙ্কার ও দালালগণকে আণ্ডাররাইটারগণই এই দালালী প্রদান করিবেন।

শেয়ারের জন্য আবেদন

সঙ্গীয় ফরমে শেয়ারের জন্য আবেদন করিতে হইবে। এই ফরম কোম্পানীর রেজেষ্টরীকৃত অফিসে পাওয়া যাইবে। এই ফরম পূর্ণ করিয়া দেয় টাকা সহ তাহা কোম্পানীর রেজেষ্টরীকৃত অফিস অথবা কোম্পানীর আণ্ডাররাইটার বা দালাল অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কসমূহের অফিসসমূহে প্রেরণ করিতে হইবে।

ডিরেক্টর মহোদয়গণের সমীপে—

ইণ্ডিয়া জেনারেল কনষ্ট্রাকশন্ কর্পোরেশন লিঃ

২৪, ষ্টিফেন্স হাউস, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

তাং.....১৯৪৬

ভদ্র মহোদয়গণ,

আমি/আমরা উপরোক্ত কোম্পানীর প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের..... অর্ডিনারী শেয়ারের জন্য আবেদনক্রমে প্রতি শেয়ারে ৫৲ টাকা আমানত হিসাবে ড্রাফ্‌ট/চেক/নগদ/মনি অর্ডার যোগে মং.....(.....টাকা) পাঠাইলাম। আমি/আমরা এতদ্দ্বারা স্বীকার করিতেছি যে, আমার/আমাদের নামে উপরোক্ত সংখ্যক অথবা উহার কম যেকোন সংখ্যক শেয়ার বিলি হইবে তদ্বাবদ প্রতি শেয়ারে বক্রী ৫৲ টাকা হিসাবে বিলি হইবার তারিখের এক মাসকাল সময়ের মধ্যে প্রদান করিব। আমি/আমরা এতদ্দ্বারা কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী আমার/আমাদের নামে উপরোক্ত সংখ্যক শেয়ারের মালিক হিসাবে নাম রেজেষ্টরী করিবার জন্য আপনাদিগকে ক্ষমতা প্রদান করিতেছি।

পূর্ণ নাম (বড় অক্ষরে).....

ব্যবসা.....

পিতার/স্বামীর নাম.....

ঠিকানা.....

বিনীত—

স্বাক্ষর.....

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু এবার ফেব্রুয়ারী গিয়া মার্চ্চও অতীত হইতে চলিল—অথচ বাজেট সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবর নাই দেখিয়া অনেকেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। যাহা হউক, এতদিন পরে গত ২৮শে মার্চ্চ তারিখে বাজেটের হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। এবার বাঙ্গলায় কোন মন্ত্রি-মণ্ডলের অস্তিত্ব নাই বলিয়া ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারার ক্ষমতা বলে লাট সাহেবের দায়িত্বে বাজেট প্রকাশ করা হইয়াছে। বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার পর উহারা ইচ্ছা করিলে এই বাজেটের রদবদল করিতে পারিবেন।

বাঙ্গলা সরকারের এবারকার বাজেটে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বাঙ্গলা সরকার আগামী সরকারী বৎসরে দেশবাসীর উপর কোন নূতন ট্যাক্স ধরিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই। সম্প্রতি বিক্রয়কর বর্দ্ধিত করা উপলক্ষে যে অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল এবং যাহাতে বাঙ্গলা সরকার শেষ পর্য্যন্ত জনমতের কাছে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন তজ্জন্যই বোধ হয় লাটসাহেব দেশবাসীর উপর কোন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিতে সাহস পান নাই। তবে উহা হইতে দেশবাসীর ভরসা পাইবার কোন কারণ নাই। কেননা, বর্ত্তমান সাধারণ নির্ব্বাচনের ফল সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবার পর বাঙ্গলায় যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে তাঁহারা যে দেশের উপর নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিবেন না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

বাজেটের যে হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বাঙ্গলা সরকারের রাজস্বে ঘাটতি ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। গত ১৯৪৩-৪৪ সালে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের আধিক্যের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৭৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। ১৯৪৪-৪৫ সালে এই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ কোটী ৭৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। ১৯৪৫-৪৬ সালের সংশোধিত হিসাব অনুসারে বাঙ্গলা সরকারের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭ কোটী ৪৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালে গবর্ণমেণ্টের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে যথাক্রমে ৩১ কোটী ১৮ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা এবং ৫০ কোটী ৬৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। এই হিসাবমত আগামী বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের ১৯ কোটী ৪৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ঘাটতি হওয়ার কথা। তবে আগামী বৎসরে ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে ২০ কোটী টাকা অর্থসাহায্য করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। উহার ফলে আগামী বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৯ কোটী ৪৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বৎসরেই বরাদ্দকৃত ব্যয়ের তুলনায় ব্যয় এত বেশী করেন যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত ঘাটতির পরিমাণ বরাদ্দের তুলনায় বেশী হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় ১৯৪৬-৪৭ সালের ঘাটতি ৯॥ কোটী অপেক্ষা বেশী হওয়াও বিচিত্র নহে। বৎসরের পর বৎসর এইভাবে ঘাটতি হওয়ার দরুণ বাঙ্গলা সরকারের ঋণের পরিমাণও বাড়িয়াই চলিয়াছে। গত ২ বৎসর, চলতি বৎসর এবং আগামী বৎসর—এই ৪ বৎসরের ঘাটতির জন্যই বাঙ্গলার ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৪ কোটী ৩৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। এই ঋণ হইতেছে—যে ঋণের ফলে এক পয়সারও সম্পত্তি সৃষ্টি হয় নাই এবং যাহার বদলে গবর্ণমেণ্টের এক পয়সাও আয় হয় না সেই ঋণ। উহা ছাড়াও ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকারের আরও ২১ কোটী ৭২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ঋণ রহিয়াছে যাহার বদলে গবর্ণমেণ্টের হাতে সমপরিমাণ টাকার আয়জনক সম্পত্তি রহিয়াছে। কিন্তু এই সম্পত্তির বিস্তৃত তালিকা ঘাঁটিলে উহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে, এই সম্পত্তির একটা উল্লেখযোগ্য অংশের কোন অস্তিত্ব নাই। সেই হিসাবে বাঙ্গলা সরকারের আয়হীন ঋণের পরিমাণ ২৪ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী বলা যাইতে পারে।

বাঙ্গলা সরকারের আয়কে মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগ হইতেছে—বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক ধার্য্য বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্স হইতে আয় এবং দ্বিতীয় ভাগ হইতেছে বাঙ্গলা সরকারকে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত পাট রপ্তানী শুল্ক, আয়কর, অর্থসাহায্য ইত্যাদি দফায় আয়। প্রথম দফায় বাঙ্গলা সরকারের যে আয় হয় তাহা সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গলার অধিবাসিগণই প্রদান করিয়া থাকে। এই দফায় গত ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলা সরকারের মোট আয় ছিল ৯ কোটী ৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। চলতি ১৯৪৫-৪৬ সালে এই দফায় আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৪ কোটী ৪২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। উহার তাৎপর্য্য হইতেছে যে, ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলার অধিবাসীদের নিকট হইতে ট্যাক্স হিসাবে যে টাকা আদায় করিয়াছিলেন তাহার তুলনায় চলতি ১৯৪৫-৪৬ সালে উহারা ট্যাক্স হিসাবে আরও ১৫ কোটী ৬৯ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা বেশী আদায় করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গলা সরকারের ভারত সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণও বিপুল পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। উহা সত্ত্বেও বাঙ্গলা সরকারের ঘাটতির পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে ঋণের পরিমাণ পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিতেছে।

বাঙ্গলা সরকার ট্যাক্স বসাইয়া এবং ঋণ করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন এবং ভারত সরকারের নিকট হইতে নানাভাবে উহারা যে অর্থ পাইতেছেন তাহার যদি সদ্ব্যয় হইত—এই অর্থ যদি দেশবাসীর নিরাপত্তা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং দেশবাসীর আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যয়িত হইত তাহা হইলে ট্যাক্স ও ঋণের বিরুদ্ধে আমরা বিন্দুমাত্র আপত্তি জ্ঞাপন করিতাম না। কিন্তু বাঙ্গলা

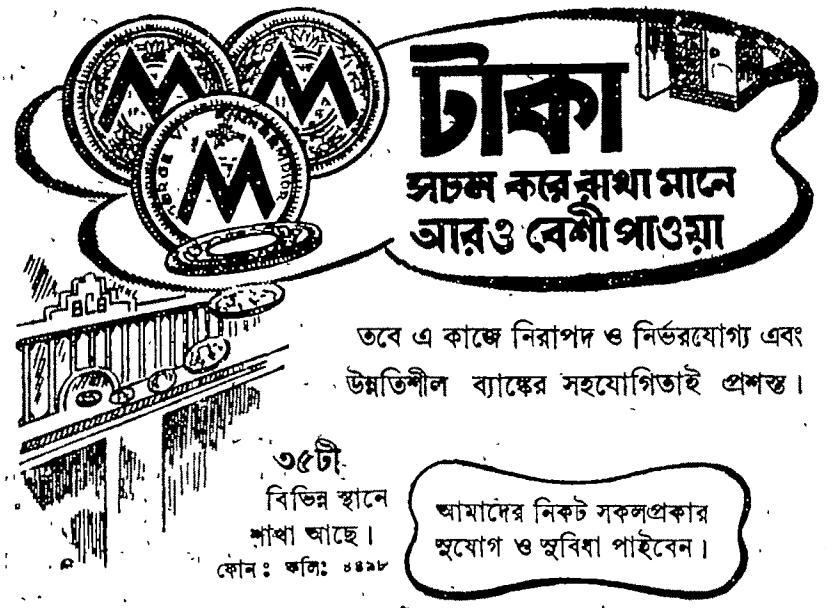

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ গত ১৯৩৭ সালে বাঙ্গলায় তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এরূপ অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের দ্বারা এই প্রদেশের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছে যাহার ফলে বাঙ্গলা সরকারের আয় ১৯৩৬-৩৭ সালের তুলনায় ৫ গুণ বর্দ্ধিত হইলেও বাঙ্গলার অধিবাসিগণ উহার কোন সুফলই ভোগ করিতে পারে নাই। গত দশ বৎসর কালের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মনীতির ফলে বাঙ্গালী জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালীর বিন্দুমাত্র উন্নতি তো ঘটেই নাই—বরং গবর্ণমেণ্টের অকার্য্য ও কুকার্য্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে এই প্রদেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালীর অবনতি ঘটার দরুণ দেশে অকালমৃত্যু ও রোগশোকের প্রাবল্য ঘটিয়াছে। গত ১০ বৎসরে কৃষি, শিল্প, পশুপালন ইত্যাদির মারফতে বাঙ্গলার জনসাধারণের আয় কিছুই বর্দ্ধিত হয় নাই, দেশে যানবাহনের কোন উন্নতি ঘটে নাই, শিক্ষার কোন প্রসার হয় নাই এবং জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা সাধিত হয় নাই। উহার কারণ এই যে, গত দশ বৎসরকালের মধ্যে বাঙ্গলা সরকারের হাত দিয়া রাজস্বের হিসাবে যে আড়াই শত কোটী টাকার মত খরচ হইয়াছে তাহার অধিকাংশই গবর্ণমেণ্টের কর্ণধার-শ্রেণীর পেটুয়া, অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের বেতন, ভাতা, রাহাখরচ, এলাউন্স ইত্যাদিতে ব্যয়িত হইয়াছে। বাঙ্গলার শাসন ব্যবস্থা এরূপ গলদপূর্ণ যে, গবর্ণমেণ্ট যে কাজে এক টাকা খরচ করেন জনসাধারণ সেই কাজের ফলে উহার এক-তৃতীয়াংশও উপকার পায় কি না সন্দেহ, বাকী দুই-তৃতীয়াংশ অপচয় হইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশের শাসনভার গত ১০ বৎসরকাল ধরিয়া যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে তাঁহারা যদি কোন যৌথ কোম্পানীর পরিচালক হইতেন তাহা হইলে বহু পূর্ব্বেই এই যৌথ কোম্পানী লিকুইডেশনে যাইত। উহারা যদি কোন জমিদারীর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিতেন তবে উহা বহু পূর্ব্বে ঋণের দায়ে বিকাইয়া যাইত। গত ১০ বৎসরে বাঙ্গলা সরকার যে আড়াই শত কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা হইতে যদি যথাযথভাবে ৫ কোটী টাকা ছোটখাট সেচকার্য্য ও বাঁধ নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইত তাহা হইলে খাদ্যের ব্যাপারে আজ বাঙ্গলায় ঘাটতি উপস্থিত হইত না। এই অর্থ হইতে যদি ২ কোটী টাকা ব্যয়ে এই প্রদেশে ৪।৫টী সুতাকাটা কল স্থাপিত হইত তাহা হইলে আজ বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ তাঁতী সুতার অভাবে বেকার হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে সামান্য ২০।২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যদি এই প্রদেশে কুইনাইন উৎপাদনের ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে আজ বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়ার এরূপ ধ্বংসলীলা চলিত না। এই প্রদেশের লবণ শিল্পের সাহায্যকল্পে বাঙ্গলা সরকার যদি ২০।২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন তবে আজ বাঙ্গলার অধিবাসী লবণের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইত। বাঙ্গলায় শর্করা শিল্পের জন্য ২।১ কোটী টাকা খরচ করিলে বাঙ্গলার আখচাষী উপকৃত হইত এবং গুড়-চিনির ব্যাপারে বাঙ্গলাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইত না। এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারকে গত ১০ বৎসরকালের মধ্যে কোন দিন জনকল্যাণমূলক কোন কাজে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা ও লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া এজন্য উপযুক্তরূপ ব্যয়ের বরাদ্দ করতঃ তাহা যথাযথভাবে ব্যয় করিতে আমরা দেখি নাই। এই প্রদেশের বিভিন্ন বৎসরের বাজেট ঘাঁটিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, গবর্ণমেণ্ট সরকারী অগণিত প্রকার দপ্তরগুলিকে বজায় রাখিবার জন্যই প্রাপ্য অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করিয়া এবং শিক্ষা-বিস্তার, স্বাস্থ্য-রক্ষা, চিকিৎসা, কৃষির প্রসার, সেচকার্য্য ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজে ছিটেফোঁটা হিসাবে কিছু কিছু অর্থের সংস্থান করিয়াছেন। উহার ফলে গবর্ণমেণ্ট জনকল্যাণমূলক বহুবিধ কাজে অর্থব্যয় করিতেছেন বলিয়া ঢাক পিটাইবার সুবিধা হইয়াছে—কিন্তু এজন্য যেটুকু জনকল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহা জনসাধারণ অনুভব করিতেও সমর্থ হয় নাই। চলতি বৎসরে বাঙ্গলা সরকার যে ৪৩ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার 'হরির লুঠ' দিয়াছেন এবং আগামী বৎসরে যে ৫০ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার অনুরূপ ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে, কেহ যদি তাহার বিভিন্ন দফা ঘাঁটিয়া দেখেন তাহা হইলে তাঁহারা আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এ যেন—যে আগুন নির্ব্বাপিত করিতে দশ কলসী জলের দরকার তাহাতে এক কলসী জল ঢালিয়াই কর্ত্তব্য সমাপ্ত করা। উহার ফলে আগুন তো নির্ব্বাপিত হয়ই না, বরং এক কলসী জলের অপচয় ঘটে। বাঙ্গলা সরকারের ব্যয় নীতির উহাই মূল কথা।

বাঙ্গলায় এরূপ লোকের হাতে দেশের শাসন-ভার অর্পিত হওয়া আবশ্যক যাঁহাদের কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, সততা, অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি ও কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার মত সাহস রহিয়াছে। একমাত্র এই শ্রেণীর লোক দ্বারাই বাঙ্গলার অধিবাসী অনশন, অকালমৃত্যু ও রোগশোকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। বাঙ্গলা সরকারের বাজেট দেখিয়া আমাদের বারম্বার এই কথাই মনে হইতেছে।

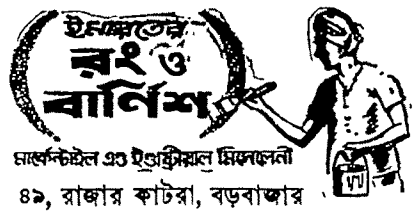

৪৯, রাজার কাটরা, বড়বাজার
কলিকাতা।

মূল্য কমিল !!!
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।
লিখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা
ও গোধুলিয়া, বেনারস।

গ্রাম : জনসম্পদ
ফোন : কলি : ২৭৬৭
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা
লিমিটেড
কার্য্যকরী তহবিল
(৩১-১২-৪৫) পর্য্যন্ত দুই কোটি টাকার উপর
বিলিকৃত মুলধন— ১৪,০৮,৬২৫৲
বিক্রীত মুলধন— ১৩,০৭,০২৫৲
আদায়ীকৃত মুলধন— ১০,০৯,৬২৬৲
বাংলা দেশের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম
"যশোর লোন কোম্পানী লিঃ"
মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের অনুমতিক্রমে এই ব্যাঙ্কের সহিত যুক্ত হইয়াছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা সিটী।
পে-অফিস : মিরকাদিম।
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জি, বি-কম ; সি, এ, আই, আই, বি

সাবান প্রস্তুতের
ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

বাজেট ও বেকার সমস্যা

যুদ্ধের পরে ভারতে যে সমস্যা সব চেয়ে জটিল হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা হইতেছে লোকের বেকার সমস্যা। ব্যাপকভাবে যুদ্ধপ্রচেষ্টা সুরু হওয়ার ফলে এদেশের সৈন্যবাহিনীতে গত কয় বৎসরে বহুসংখ্যক নূতন লোক নিয়োগ করা হইয়াছিল। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কলেবর স্ফীত করিয়া ও রেলওয়ের কার্য্যধারা প্রসারিত করিয়া লোকের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে এই দুই দিক দিয়াই দেশে প্রায় ২৩ লক্ষের মত নূতন লোকের চাকুরী জুটিয়াছিল। সামরিক - কারণে দেশে রাস্তা, এরোড্রোম ও সৈন্যাবাস নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হওয়ায় তাহাতে প্রায় দশ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান হয়। তাহা ছাড়া যুদ্ধের সময়ে পুরানো শিল্প-কারখানা-সমূহের কাজ প্রসারিত হওয়ায় ও কিছু-সংখ্যক নূতন কারখানা গড়িয়া উঠায় সে ক্ষেত্রেও ৭।৮ লক্ষ নূতন লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। প্রাদেশিক সরকারসমূহের দপ্তরে ও নানা শ্রেণীর বেসরকারী কাজকারবারে যে নূতন লোক লওয়া হয় তাহা না ধরিয়াও প্ল্যানিং বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সচিব স্যার আর্দ্দেশির দালালের মতে এইভাবে দেশে নব-নিযুক্ত লোকের সংখ্যা যুদ্ধের সময়ে ৪০ লক্ষের উপর দাঁড়াইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় ব্যাপক কর্ম্মসংস্থানের স্থলে এক্ষণে ব্যাপক কর্ম্ম-চ্যুতির পালা সুরু হইয়াছে। সৈন্য বিভাগ, সর-কারী দপ্তর এবং সরকারী ও বেসরকারী শিল্প-কারখানা—সকল স্থান হইতেই ক্রমে ক্রমে লোক ছাঁটাই করিয়া দেওয়া হইতেছে। সাধারণ সময়ে এদেশে বহু লোককে বেকার থাকিতে হইত। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই সমস্যা ভারতের পক্ষে নূতন কিছু নহে। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় এক্ষণে দেশের অবস্থা নানা কারণে যেরূপ জটিল তাহাতে আমাদের জাতীয় জীবনের উপর এইরূপ ব্যাপক কর্ম্মহীনতার প্রতিক্রিয়া খুবই মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবার আশঙ্কা আছে। গত কয় বৎসরে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দর বাড়িয়া যাওয়ায় এদেশে লোকের জীবনযাত্রাব্যয়ও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধ থামিলেও জীবনযাত্রাব্যয় বিশেষ কিছুই কমিতেছে না। কাজেই এখন হইতে যদি ব্যাপকভাবে লোক ছাঁটাইয়ের কাজ চলিতে থাকে এবং অন্য কোন দিকে যদি তাহাদিগকে পুনর্ব্বহাল না করা যায়, তবে দেশে বহু পরিবারের অফুরন্ত দুঃখ-গ্লানির কারণ ঘটিবে। সেই জাতীয় দুর্য্যোগের কথা ভাবিয়া বর্ত্তমানে সব চেয়ে প্রয়োজন হইতেছে দেশে লোকের কর্ম্মসংস্থানের নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

যুদ্ধের সময়ে সমরপ্রচেষ্টায় লোকের সহ-যোগিতা আহ্বান করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর কর্ম্মসংস্থানের ব্যাপক পরিকল্পনা অবলম্বন সম্পর্কে অনেক বড় বড় বুলি আওড়াইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ভরসা দিয়াছিলেন, যুদ্ধ শেষে নূতন চাকুরীয়াদের কাজ ফুরাইয়া আসিলে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যানবাহন উন্নতির নানা ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পুনর্ব্বহাল করা হইবে। ভারত সরকারের এবারকার নূতন বাজেটে, ঐ বিষয়ে কার্য্যকরী প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু সে আশা কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু ফলবতী হয় নাই। অর্থ-সচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্ তাঁহার বক্তৃতায় দেশের আসন্ন বেকার সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বেকারের কর্ম্মনিয়োগ সম্পর্কে সরকারীভাবে কোন ব্যাপক পরিকল্পনা অবলম্বনের সঙ্কল্প তাঁহার বাজেটে প্রকাশ পায় নাই। কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করিবার নামে তিনি অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের হাত দিয়া জাতিগঠনমূলক কাজে কিছু কিছু অর্থ ব্যয় করিবার কথা বলিয়া-ছেন। কিন্তু সে সব দিক দিয়া সরকারী পরিকল্পনার পরিসর এতই ক্ষুদ্র ও তৎবাবদ অর্থব্যয়ের বরাদ্দ এতই অনুপযুক্ত যে, দেশের আসন্ন কর্ম্মহীনতার সমস্যা তাহা দ্বারা কিছুমাত্রও সমাধান করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিল্প-পতি ডাঃ জন মাথাই সম্প্রতি বোম্বাইয়ের রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতা দিয়া সেদিক হইতে সরকারী বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাব সুচিন্তিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ডাঃ মাথাই-এর মন্তব্য ও নির্দ্দেশ-সমূহকে ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে, আমরা দেশের আসন্ন বেকার সমস্যা সমাধান সম্পর্কে সরকারী বাজেটের ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়া আলোচনা করিব।

প্রতি দেশেই মুখ্যতঃ দুইভাবে লোকের কর্ম্ম-সংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, বেসরকারী প্রচেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ফলে লোকের কাজ পাওয়ার সুযোগ হয়। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী অর্থব্যয় ও কর্ম্মধারার ফলেও কিছু পরিমাণ লোকের কাজ জুটিয়া থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রচেষ্টার সুযোগ খুবই বেশী; সে কারণে উহাই লোকের কর্ম্মসংস্থানের প্রধান অবলম্বন। তবে গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয় ও কর্ম্মধারার সহিত উহার যোগাযোগ রহিয়াছে যথেষ্ট। বেসরকারী প্রচেষ্টা ও অর্থব্যয়ের মাত্রা যাহাতে অনুচিতভাবে হ্রাস না পায় গবর্ণমেণ্টের উচিত সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের ট্যাক্সনীতি, ঋণ-নীতি ও ব্যয়-নীতি নিয়ন্ত্রণ করা। কোন কারণে বেসরকারী কর্ম্মধারার গতি মন্দীভূত হইয়া আসিলে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য পাব্লিক ওয়ার্কস্ বা জনহিতকর কার্য্যে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হইয়া সাক্ষাৎভাবে লোকের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করা।

যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকার সামরিক প্রচেষ্টার জন্য এদেশের পক্ষ হইতে ও বৃটেনের পক্ষ হইতে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাহাতে দেশে লোকের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় সেই অতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস করা আজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামরিক ব্যয় প্রায় সমস্তই আন-প্রডাক্টিভ বলিয়া দেশের স্বার্থের দিক হইতে তাহা যথাসম্ভব হ্রাস করাই সঙ্গত। ভারত সর-কারের অর্থ-সচিব ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে কতক পরিমাণে এই ব্যয়সঙ্কোচের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু সরকারী ব্যয় হ্রাস করিলে সেই অনুপাতে সরকারীভাবে লোক নিয়োগের সুযোগও কমিয়া আসিবে। এই দুর্দ্দিনে জীবনযাত্রাব্যয় বৃদ্ধির অতিরিক্ত চাপে যেখানে দেশের লোক যথেষ্ট দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে সেখানে সরকারী ব্যয়হ্রাসের ফলে লোকের কর্ম্মহীনতা বাড়িলে তাহাদের দুর্গতির আর সীমা থাকিবে না। কাজেই সামরিক বিভাগের ব্যয়সঙ্কোচের ফলে যে সব লোক বেকার হইবে তাহাদের পুনর্নিয়োগের উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্র সৃজন করিবার জন্য বাজেটে সমুচিত জাতিগঠন পরিকল্পনার নির্দ্দেশ ও তৎবাবদ উপযুক্ত অর্থব্যয়ের বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। বড়ই পরিতাপের বিষয়

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক
লিঃ
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঞ্চয়ের মূলনীতি
- সাধ্যমত মিতব্যয়ী হওয়া।
- নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করা।
- সঞ্চিত অর্থ খরচ না করা।

শাখাসমূহ
শ্যামবাজার, বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, হাওড়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, গোপালদি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া, পাবনা, জয়নগর-মজিলপুর, পুরান-বাজার, জলপাইগুড়ি, ভৈরব, নরসিংদি, আসানসোল, ভোলা, গৌহাটি, টেংলা, জোড়হাট, বদরপুর, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোলাঘাট, ইটওয়ারী, নাগপুর, রায়গড়, রায়পুর, পাটনা, বেনারস, শিলং, ডিব্রুগড়, তেজপুর, কাটিহার, আরা, বোম্বাই।

ফোন : ক্যাল. ২৫৪৬
গ্রাম : পেমেণ্ট

ফোন : ক্যাল : ৩৪৫৯
(ম্যাঃ ডিরেক্টর)

এল, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এই যে, স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডসের বর্ত্তমান বাজেটে সেদিক দিয়া- কোন সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা হয় নাই।

অর্থসচিব জানাইয়াছেন, ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত সরকারের সামরিক ব্যয়বহর ১৫০ কোটি টাকা পরিমাণে হ্রাস করা হইবে। অপর দিকে ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে সামরিক ব্যয় করা হইত তাহাও ঐ সালে ৪৫০ কোটি পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইবে। ঐ হিসাবে উভয় দফার ১৯৪৬-৪৭ সালে মোট ব্যয়সঙ্কোচের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৬০০ কোটি টাকা। দেশ রক্ষা খাতের এই ব্যয়সঙ্কোচের পরিবর্ত্তে অর্থসচিব অন্য দিকে নূতন করিয়া মাত্র ১২০ কোটি টাকা ব্যয়বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে সাহায্য দিতে গিয়া ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে জাতি-গঠনমূলক কয়েকটি স্কীম কার্য্যকরী করিতে গিয়া ঐ টাকা ব্যয়িত হইবে। সরকারী বাজেটে নানা কাজের জন্য যে ব্যয় ধরা হয় শেষ পর্য্যন্ত তাহার কতকাংশ অব্যয়িতই থাকিয়া যায়। সেদিক দিয়া বিচার করিলে উপরোক্ত ১২০ কোটি টাকার মধ্যে ১০০ কোটি টাকার বেশী ১৯৪৬-৪৭ সালে ব্যয় হওয়ার আশা নাই। এই হিসাবে এবৎসর গবর্ণমেণ্ট একদিকে ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া অপর দিকে মাত্র ১০০ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া ধরা যায়। তাহাতে ১৯৪৬-৪৭ সালে সরকারী ব্যয়সঙ্কোচের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৫০০ কোটি টাকা। এদেশের লোকদের মাথাপিছু আয় যেরূপ নিম্ন তাহাতে ঐ ৫০০ কোটি টাকা কম পক্ষে ৫০ লক্ষ লোকের ১ বৎসরের আয়ের সমান। সরকারী ব্যয়সঙ্কোচের ফলে ১৯৪৬-৪৭ সালে দেশের লোক ঐ পরিমাণ আয় হইতে বঞ্চিত হইবে, আর তাহাতে বেকার সমস্যা ও দুঃখ-দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইবে। সেই কর্ম্মহীনতা আশঙ্কা করিয়া অর্থসচিব তাঁহার বাজেটে লোকের পুনর্নিয়োগ ও লোকের আয় বৃদ্ধির কোন সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই, ইহা তাঁহার নিতান্ত গোঁড়ামী ও অদূরদর্শিতারই পরিচয় দিতেছে।

তবে কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত করিবার জন্য সাক্ষাৎভাবে ১২০ কোটি টাকার বেশী ব্যয়-বরাদ্দ উপস্থিত না করিলেও শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে বেসরকারী চেষ্টার সুযোগ বাড়াইবার জন্য অর্থসচিব নানাদিক দিয়া এবার কিছু কিছু রিলিফ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এতদিন যে অতিরিক্ত মুনাফা-কর আদায় করা হইতেছিল ১৯৪৬-৪৭ সাল হইতে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শিল্প পরিচালনার উপযোগী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানীর সুবিধার জন্য উহাদের উপর নির্দ্ধারিত আমদানী শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে আয়কর আদায় করিতে গিয়া ভবিষ্যতে করধার্য্যযোগ্য আয় হইতে উহাদের সম্পত্তির মূল্যাপকর্ষ বাবদ খরচ বেশী পরিমাণে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। অর্থসচিব আশা করিতেছেন, এই সব উদার বিধি-ব্যবস্থার ফলে দেশে নূতন শিল্প-কারখানা স্থাপন ও পুরানো কারখানা সম্প্রসারণের সুযোগ বাড়িবে। আর তাহাতে বেকারের কর্ম্ম-সংস্থানের পথও প্রশস্ত হইবে।

কিন্তু অর্থসচিব যত আশাই পোষণ করুন না কেন, এইভাবে দেশে অদূরভবিষ্যতে লোকের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ বিশেষ বাড়িবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। এদেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে বর্ত্তমানে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হইতেছে—উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব। একে বিদেশে যুদ্ধের সময়ে যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছু উৎপাদিত হয় নাই, তাহার উপর অন্যান্য দেশের বিরাট চাহিদার সমক্ষে দুনিয়ার হাট হইতে এই সমস্ত উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা ভারতের পক্ষে নিতান্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতক পরিমাণে ভারতকে উহা সরবরাহ করিতে পারিত কিন্তু ভারতের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং ও ডলার আটক করিয়া রাখিয়া বৃটেন সেই পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। অর্থসচিব যন্ত্রপাতির উপর আমদানী শুল্ক হ্রাস করিয়াছেন, ইহা ভাল কথা। কিন্তু বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি একেবারেই যেখানে সংগ্রহ করা যাইতেছে না সেখানে এই ব্যবস্থায় কোন আশু সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? নূতন শিল্প-কারখানা স্থাপন ও পুরানো কারখানার কাজ সম্প্রসারণ করিতে গেলে অপর প্রয়োজন হইতেছে নূতন ঘরবাড়ী গড়িয়া তোলা। কিন্তু বর্ত্তমানে সে বিষয়েও বিশেষ অসুবিধা ও বিঘ্ন দেখা যাইতেছে। দেশে জমির মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঘরবাড়ী তৈয়ারের মালমসলা এখনও নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য, দুঃখের বিষয়। বলা চলে। এই সব অসুবিধা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত দেশে বেসরকারী শিল্পপ্রচেষ্টার সুযোগ বিশেষ কিছু প্রসারিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। সামান্য রিলিফ ও সাহায্য দানে নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ না করিয়া গবর্ণমেণ্টের উচিত সেই সব অসুবিধা দূরীকরণে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হওয়া। নতুবা বেসরকারী শিল্পপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়া ব্যাপক কর্ম্মসংস্থানের আশা নিতান্তই বৃথা।

কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যানবাহনের দিক দিয়া এদেশে যথেষ্ট উন্নতিসাধনের সুযোগ রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সব দিক দিয়া ব্যাপক জাতি-গঠনমূলক কাজ সুরু করিলে তাহাতে লোকের কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ অবশ্যই প্রসারিত হইতে পারে। কিন্তু ভারত সরকারের অর্থসচিব এবারকার বাজেটে সেদিক দিয়া বিশেষ কোন কার্য্যকরী প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই। সামান্য অর্থসাহায্যের বরাদ্দ ধরিয়া প্রায় সমস্ত দায়িত্বই প্রাদেশিক সরকারসমূহের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয় স্বল্প, ট্যাক্স বাড়াইবার ও ঋণ করিবার সুবিধা তাঁহাদের কম। এই অবস্থায় কেবল তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া এদেশে আর্থিক উন্নতির কাজ তথা লোকের কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ প্রসারিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। সঙ্কীর্ণ গোড়া নীতি হইতে ভারত সরকারের বাজেট রচনা করিতে গিয়া অর্থসচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস সেই সব বড় সমস্যাকে আপাততঃ ধামাচাপা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা নিতান্ত

বেলেঘাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—বেলেঘাটা (ফোন বি বি ৫৬৬৪)

- ক্লিয়ারিং সুবিধাযুক্ত, স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
- ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সর্ত্ত সহজ ও সুবিধাজনক।
- পরিচালকবর্গ আস্থাভাজন, সেবাপরায়ণ, সৎ ও শক্তিমান।

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

SREE BANK LIMITED

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩-১, ব্যাকশাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ঃ শাখাসমূহ ঃ

কলিকাতা—শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, বহুবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, বজবজ, ল্যান্সডাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ডায়মণ্ডহারবার।

আসাম—সিলেট। বাংলা—সিলিগুড়ি, কার্সিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর।

বিহার—ঘাটশীলা, মধুপুর। দিল্লী—দিল্লী ও নয়াদিল্লী।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্
সুধাংশু বিশ্বাস
সুশীল সেনগুপ্ত

অষ্ট্রেলিয়ার পশম শিল্প

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর মিঃ কেসি অষ্ট্রেলিয়া হইতে পশম আনাইয়া মহাত্মা গান্ধীকে উপহার দিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব লাট ছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। কাজেই তাঁহাকে যদি আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ কোনও বিদেশী মহাপুরুষকে কোন বিশেষ উপহার দিতে হয় তবে তাঁহার মহাদেশের উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ দ্রব্য উপহার দেওয়াই তাঁহার পক্ষে সঙ্গত। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে মেরিণো পশমই শ্রেষ্ঠ।

আজ যদি অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের গর্ব্ব করিবার বা বিদেশীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিবার মত কিছু থাকে তাহা মেরিণো পশম (Merino Wool)। প্রকৃতপক্ষে মেরিণো জাতীয় মেষপালনের প্রকৃষ্ট স্থান বা উপযুক্ত আবহাওয়া থাকায় এবং ইংলণ্ডে এই মিহি পশমের চাহিদা থাকায় অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের যথেষ্ট সমৃদ্ধির কারণ ঘটিয়াছে। ক্যাপ্‌টেন্ জন্ ম্যাক্ আর্থার—যিনি নিউ সাউথওয়েলস্ রক্ষিদলপতি ছিলেন—তিনি নিজেই এই মহাদেশকে মেরিণো মেষপালনের উপযুক্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডের এই জাতীয় পশমের চাহিদা মিটাইতে পারে বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন। ফলে ইংলণ্ডবাসীরা দলে দলে মেষপালনের জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ায় মেষপালনের ব্যবসায় কিরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে নিম্নের বিবরণ হইতে তাহা বুঝা যাইবে—

বৎসর	লোকসংখ্যা (১০০০)	মেষসংখ্যা (১০০০)	জনপ্রতি মেষ
১৮৬০	১,১৪৬	২০,১৩৫	১৭.৬
১৮৮০	২,২৩২	৬২,১৮৪	২৭.৯
১৯০০	৩,৭৬৫	৭০,৬০৩	১৮.৮
১৯২০	৫,৪১১	৮১,৭৯৬	১৫.১
১৯৪০	৭,০০০	১১৯,৩০৫	১৭.০৪

এই মহাদেশ পশুপালনের একটী প্রধান কেন্দ্র। এখানে পশুপালন বলিতে মেষ চাষই প্রধান বলিয়া ধরিতে হইবে। কারণ ১৯৩৯ সালের হিসাবে মোট পশুসংখ্যার শতকরা ৮৯ ভাগ মেষ এবং মোট ১,৯০৩.৭ লক্ষ একর জমির মধ্যে মাত্র ২৩.৫ লক্ষ একর শস্য উৎপাদনের জন্য এবং ৬৫৫ লক্ষ একর অর্থাৎ মোট জমির শতকরা ৩৪.৪ ভাগ জমি মেষ চারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

মেষ চারণ যে শুধু পশম উৎপাদনের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা নয়, এই মহাদেশ গড়ে বৎসরে ১৯০ লক্ষ মেষ ও মেষশাবক বধ করিয়া থাকে মাংসখাদ্যের জন্য এবং এই মাংসের শতকরা ৭৩ ভাগ অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা ব্যবহার করে। আর পশুচারণের জন্য এই মহাদেশ উৎকৃষ্ট বলিয়া অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা বেশী মাংসাহারী। কোন্ দেশ গড়ে কত পাউণ্ড মাংস জনপ্রতি ব্যবহার করে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	অষ্ট্রেলিয়া (১৯৩৮-৩৯)	গ্রেট্ ব্রিটেন্ ১৯৩৭	যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৭
মেষ মাংস	৭৬.১১	৩০.০০	৬.৫
অন্য জাতীয় মাংস	১৫৭.৯৮	১১১.০০	১১৭.৮
মোট	২৩৪.০৯	১৪১.০০	১২৪.৪

এই মেষজাত দ্রব্যই অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের বহির্ব্বাণিজ্যের একটি প্রধান অঙ্গ।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের ৮টী রাষ্ট্রেই মেষপালনের বিরাট শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন্ রাজ্যে কত মেষ এবং পশম পাওয়া যায় তাহা দেখা যাউক—

(১৯৩৯-১৯৪০)

	মেষ (১০০০)	পশম (১০০০ পাঃ)	মেষ প্রতি পশম (পাঃ)
নিউ সাউথ ওয়েলস	৫৪,৬৩২	৫৪৮,৫০৬	১০.০৪
ভিক্টোরিয়া	১৮,২৫২	১৮৫,০০০	১০.১
কুইন্সল্যাণ্ড	২৪,১৯১	১৯০,০০০	৭.৯
দক্ষিণ ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া	১৯,৫১৫	১৮৬,২৬৬	৯.৫
অন্যান্য রাজ্য	২৭,১৬	১৮,৩৬৯	৬.৮
মোট	১১৯,৩০৬	১,১২৮,১৪১	৯.৪৬

উল্লিখিত উৎপন্ন পশমের মধ্যে মেরিণো জাতীয় মেষের পশমই প্রধান। ইহা অষ্ট্রেলিয়ার মোট পশম উৎপাদনের প্রায় ৮৪ ভাগ এবং পৃথিবীর মোট উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ পশমের ৫৭ ভাগ। কাজেই অষ্ট্রেলিয়ার পশম বলিতে মেরিণো পশমই বুঝায়।

এই পশম একপ্রকার অষ্ট্রেলিয়াজাত মেরিণো মেষ হইতে পাওয়া যায়। মেরিণো জাতীয় প্রসিদ্ধ মেষের আদিভূমি স্পেন দেশ বলিয়া কথিত। কিন্তু এই মেরিণো আদি স্পেন মেরিণো হইতে অনেক উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ। এই মেরিণো মেষ উৎপাদন করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশকে বিভিন্ন দেশ হইতে উন্নত ধরণের মেষের সমাবেশ করিতে হইয়াছিল। সাধারণতঃ, উত্তমাশার স্পেন মেরিণো, ফ্রান্সের রেম্‌বোলেট্, জার্ম্মাণীর নিগ্রেটি

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

জয় হিন্দ

বিশ্বভারতী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১২নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে

কলিকাতা অফিস খোলা হইল।

এ, কে, দাস, এম-এ, বি-এ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আমাদের তৈয়ারী

রবারক্লথ	হটওয়াটার ব্যাগ	আইস ব্যাগ
এয়ার রিং	হাওয়া ভরা বালিস	এয়ার কুশন
ডাক্তারী দস্তানা	গাম বুট	ওভার শু

ইত্যাদি

এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

হেড অফিস : ৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।

বিক্রয়-কেন্দ্র : ১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মেরিণো ও যুক্তরাষ্ট্রের ভারমন্ প্রভৃতি উন্নত মেষের সমন্বয়ে আজ অষ্ট্রেলিয়ার মেরিণো মেষের উৎপত্তি।

এই মহাদেশের নিউ সাউথ ওয়েলস্ রাজ্য মেষ পালনের একটি প্রধান কেন্দ্র। মোট মেষসংখ্যার শতকরা ৪৫.৪ ভাগ এই কেন্দ্রে পাওয়া যায়। এই রাজ্যকে পৃথিবীর মেরিণো উৎপাদন আধার ("The Merino breeding-bowl of the world") আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাই পৃথিবীর বৃহত্তম মেরিণো মেষের ঘুন্টী। এই স্থানে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার পালের মেষ (stud merino) আছে এবং ইহাদের বিচরণ করিবার জন্য প্রায় ৫ লক্ষ একর জমি সংরক্ষিত হইয়াছে।

এই রক্ষিত অঞ্চলের আবহাওয়া উন্নত Merino মেষ জন্মাইবার সহায়ক হইয়াছে। ইহা বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ এবং পাইন বৃক্ষের দ্বারা সজ্জিত। গ্রীষ্মে ১১৮° এবং শীতে (৩০°-৪০°) উত্তাপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বৃষ্টি গড়ে মাত্র ১৫´। এই আবহাওয়ায় মেষগুলি প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। আর এই দেশের তৃণ ব্যাধিমুক্ত এবং সুস্বাদু।

অষ্ট্রেলিয়ার মেষ যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে উন্নত তাহা মেষের উৎপাদন ক্ষমতা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

(১৯৩৮-৩৯ সাল)

	মেষ সংখ্যা লক্ষ	পশম উৎপাদন (কোটি পাউণ্ড)	গড়ে মেষ প্রতি পশম (পাউণ্ড)
অষ্ট্রেলিয়া	১,১১১	৯৮.৪	৮.৮৬
রাশিয়া	৮৪৫	৩০.৩	৩.৫৮
যুক্তরাষ্ট্র	৫৩৭	৪৫.৮	৮.৫৩
আর্জেণ্টাইন্	৪৩৭	৩৮ ৯	৮.৯০
উত্তর আফ্রিকা	৪১২	২৬.৪	৬.৪১
মোট	৩,৩৪২	২৩৯.৮	৭.১৮

অষ্ট্রেলিয়ায় ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রতি মেষ হিসাবে ৮.৮৬ পাউণ্ড পশম উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ঐ হার বাড়িয়া ৯.৪৬ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। আজ এই মহাদেশ মেষজাত পশম বা মেষপালনে পৃথিবীর একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। পৃথিবীর মোট মেষসংখ্যার প্রায় ⅕ অংশ অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত এবং পৃথিবীর মোট উৎপন্ন পশমের ⅓ অংশ এই মহাদেশে পাওয়া যায়। এই ব্যবসায়ে প্রায় ৭৫ কোটি পাউণ্ড মূলধন নিয়োজিত হইতেছে। আর পশম-জাত দ্রব্যের প্রাধান্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই মহাদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১০৫টী মেষ ছিল এবং মেষ প্রতি গড়ে ৩ পাউণ্ড পশম পাওয়া যাইত। আজ (১৯৩৯-৪০ সালের হিসাবে) মেষসংখ্যা ১১৯,৩০৫,১৯০ এবং মেষ প্রতি পশম ৯.৪৬ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশের ফট্‌কা বাজারের অনুরূপ অষ্ট্রেলিয়ায় "Wool Exchange" আছে। প্রথমতঃ উপযুক্ত পরীক্ষক (Wool classers) দ্বারা কর্ত্তিত মেষলোমগুলিকে ছাঁটাই ঘরে (Shearing sheds) শ্রেণী অনুযায়ী বাছাই করা হয়। পরে বিভিন্ন শ্রেণী হিসাবে পশম বস্তাবন্দী করিয়া বিক্রয়কেন্দ্রে রক্ষিত গুদামঘরে প্রেরিত হইয়া থাকে। এই পণ্যাগারে প্রেরিত বস্তাগুলি নির্দ্দিষ্ট স্কেলে মাপিয়া মহাজন বা মালিকদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয়। বিক্রয়ের পূর্ব্বে তালিকাযুক্ত ফর্দ্দ (Catalogue) ক্রেতা এবং মেষচাষীকে নিয়মিত পাঠান হয়। পশমের মূল্য ক্রেতা এবং দালাল উভয়ের দ্বারা ধার্য্য হইবার পর "Wool Exchange"-এ তাহা বিক্রী হইয়া থাকে। এই-ভাবে শতকরা ৯০ ভাগ পশম বিক্রয় হয় এবং অবশিষ্ট পশম লণ্ডনে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার পশম শিল্পকে সাহায্য করিবার জন্য ২০টী প্রধান Pastoral Finance Companies আছে। ইহাদের মূলধন সাধারণতঃ শেয়ার বা ডিবেঞ্চার দ্বারা সংগৃহীত হয়। এই সকল কোম্পানী খুব অল্প মেয়াদে টাকা ধার দিয়া থাকে। কোম্পানীগুলির মোট মূলধন ৩ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। এই মূলধন প্রকৃতপক্ষে মেষ পালকদিগের কার্য্যকরী মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সকল দিক দিয়া শিল্পপরিচালনার সুব্যবস্থা হওয়ার ফলেই অষ্ট্রেলিয়ার পশমশিল্প আজ ঐ দেশের বিপুল সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে।

(ইহা ঘোষণা মাত্র, প্রসপেক্টাস নহে)

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিমিটেড

অনুমোদিত মূলধন ---- ৫,০০,০০০৲ টাকা

প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা করিয়া ৫০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত।

শেয়ারের টাকা নিম্নলিখিতভাবে আদায় দিতে হইবে :—

দরখাস্তের সঙ্গে ২৲ টাকা ; বিলির পর ২৲ টাকা ;

বক্রী টাকা প্রতি শেয়ার বাবদ অনধিক ২॥০ টাকা হিসাবে তাগিদ অনুযায়ী আদায় দিতে হইবে। বিলি ও তাগিদের তারিখের মধ্যে অন্যূন দুই মাসের ব্যবধানে তাগিদ দেওয়া হইবে।

উপরোক্ত শেয়ারসমূহের মধ্যে দুই লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার ডিরেক্টরবর্গ এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনগণ লইয়াছেন অথবা লইবার জন্য সম্মত হইয়াছেন। বক্রী ৩,০০,০০০ টাকা মূল্যের শেয়ার এক্ষণে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ ছাড়া হইয়াছে।

উদ্দেশ্য :

কলিকাতা, উহার সহরতলী এবং অন্যান্য ক্রমবর্দ্ধমান সহরসমূহে ভূমির উন্নতিমূলক কারবার করিবার উদ্দেশ্য লইয়া এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই ব্যবসায়ে যে নিশ্চিতরূপে স্থায়ীভাবে উত্তম লাভ পাওয়া যাইবে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত।

ডিরেক্টরবর্গ :

১। **ডি ডি রায়**, এস্কোয়ার, বি এ ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ, ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ, বঙ্গলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স লিঃ ; ১২।৫এ, বাবুবাগান, ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা।

২। **এল এন হাজরা**, এস্কোয়ার, বি এ ; জমিদার, মার্চ্চেণ্ট ও কোলিয়ারী প্রোপ্রাইটার ; ডিরেক্টর, সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া।

৩। **দিলীপ রায়**, এস্কোয়ার, বি এ, ভূম্যধিকারী ; ডিরেক্টর, সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ ; ২৫, সাউদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা।

৪। **এ কে সেন**, এস্কোয়ার, এম এস্ সি ; ডিরেক্টর, বঙ্গলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স লিঃ ; ম্যানেজিং এজেণ্ট, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ ; ডিরেক্টর, এ কে সেন এণ্ড কোং লিঃ ; ইত্যাদি, ইত্যাদি ; ৭১, রসা রোড সাউথ, কলিকাতা।

৫। **এস কে নিয়োগী**, এস্কোয়ার, বি এ ; সেক্রেটারী, সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ ; ২৪, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলিকাতা।

৬। **শিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী**, এস্কোয়ার, বি এ ; ডিরেক্টর, বঙ্গলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স লিঃ ; জেনারেল সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউট।

৭। **এ কে ঘোষাল**, এস্কোয়ার, ভূম্যধিকারী ও ব্যাঙ্কার ; ডিরেক্টর, সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ ; ৩সি, নলিন সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কারস্ :

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ
সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ
ব্যাঙ্ক অব মাইমেনসিং গৌরীপুর লিঃ

অডিটারস্ :

মেসার্স সুর এণ্ড সেন,
রেজিষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টস্,
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সলিসিটরস্ :

মেসার্স কে বি ঘোষ এণ্ড কোং,
৬, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পি এন রায়, এস্কোয়ার, এম এ, বি এল,
৬, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড অফিস :

৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার ৯এ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ হেড অফিসে এবং কোম্পানীর ব্যাঙ্কারগণের সমস্ত অফিসে শেয়ারের জন্য দরখাস্ত গৃহীত হইবে। (১৩৫৪)

জীবনবীমার ভার ডোমিনিয়নকে দিন
ডোমিনিয়ন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
৯৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন কলিকাতা ৫৯৩০

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বাঙ্গলার নির্ব্বাচনের ফলাফল এতাবৎ যতটা ঘোষিত হইয়াছে তাহাতেই কংগ্রেসের অপরিসীম প্রভাব ও অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বহুসংখ্যক কংগ্রেস প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই বহু কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদী ভারতের সর্ব্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী অভিযানের সম্মুখে প্রতিপক্ষের সকল বাধা ও সর্ব্বপ্রকার কলকৌশল ব্যর্থ হইয়াছে।

কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণার শ্রমিক কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীর বিপুল ভোটে জয়লাভ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সব কেন্দ্রে কংগ্রেসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়াছিল কমিউনিষ্ট পার্টি। শ্রমিকদের প্রদত্ত ভোটের মোট সংখ্যা প্রমাণ করিয়াছে, অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় শ্রমিক সমাজের উপরেও কংগ্রেসেরই প্রভাব আর সকল দলের অপেক্ষা অধিক। কমিউনিষ্ট পার্টি কৃষক মজুরের পার্টি বলিয়া পরিচিত। অথচ উপরোক্ত চারিটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী কমিউনিষ্ট প্রার্থীর অপেক্ষা কোথাও তিনগুণ কোথাও চতুর্গুণ, কোথাও বা আট গুণেরও অধিক ভোট পাইয়াছেন। হাওড়ায় কমিউনিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখার্জ্জীর জামানত পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। শ্রমিক-কেন্দ্রে কংগ্রেসের এই বিরাট সাফল্যের ফল কংগ্রেসের তথা দেশের পক্ষে সুদূর-প্রসারী হইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এতাবৎ (২৯শে মার্চ্চ) বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনের যে ফলাফল জানা গিয়াছে তন্মধ্যে বিভিন্ন দল নিম্নোক্তরূপ আসন লাভ করিয়াছে :—

কংগ্রেস	...	৭৫
মুসলিম লীগ	...	৭০
শ্বেতাঙ্গ	...	২৪
স্বতন্ত্র	...	১১
এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	...	৪
মুসলিম পার্লামেণ্টারী বোর্ড		৪
কমিউনিষ্ট	...	৩
হিন্দুমহাসভা	...	১

* * *

গত সপ্তাহে আমরা লিখিয়াছিলাম, সিন্ধুর মন্ত্রিসভা অল্পের জন্য নিশ্চিত পতনের হাত হইতে বাঁচিয়া গেল। কিন্তু ইউরোপীয় সদস্যদের কৃপা-বর্ষণ-পুষ্ট টলটলায়মান মন্ত্রিমণ্ডল গত ২৫শে মার্চ্চ আর টিঁকিয়া থাকিতে সক্ষম হইলেন না। বন-বিভাগের বরাদ্দ সম্পর্কিত বিরোধী দলের এক প্রস্তাবে সিন্ধুর হিদায়েতুল্লা মন্ত্রিসভা ৩০-২৯ ভোটে পরাজিত হন। মুসলিম লীগদলের মীর বন্দে আলী খান তালপুর বিরোধী দলের পক্ষে ভোট দেন। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় মন্ত্রিসভার তখনই মৃত্যু ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী স্যার গোলাম হুসেন হিদায়েতুল্লা পরাজয়ের কথা স্বীকার না করিয়া পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাখার মতলব করেন। সিন্ধুর গবর্ণরও বোধ হয় এই সুযোগে ৯৩ ধারার অস্ত্র শাণাইতেছিলেন, নতুবা অবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা মিঃ সৈয়দকে নূতন এক মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান না করার পিছনে কি কারণ থাকিতে পারে?

* * *

মীর বন্দে আলীর ডিগবাজীই আমাদের সবিশেষ আলোচনার বিষয়। তিনি গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে ভোট দিয়া সংবাদপত্র মারফৎ এক বিবৃতি দিয়া বলিলেন, "অতঃপর পরিষদের মুসলিম লীগ দলের সদস্যপদে বহাল থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নহে। আর আমার বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারি না। এই প্রদেশের মুসলিম লীগের শীর্ষে যাঁহারা আসীন, আত্মীয়স্বজনদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনে তাঁহারা স্বাভাবিক সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা কেবল নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির ফিকিরে ব্যস্ত রহিয়াছেন।" মীর বন্দে আলী এহেন বীরোচিত উক্তি করিয়া বিরোধী দলে যোগ দেন এবং মিঃ সৈয়দের স্থলে দলপতি হওয়ারও সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে—চব্বিশ ঘণ্টা যাইতে না যাইতে—মীর বন্দে আলী আবার লীগ দলে ফিরিয়া যান। শুধু সাধারণ সভ্য হিসাবে ফিরিয়া যান নাই, সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া সিন্ধুর পঞ্চম মন্ত্রিরূপে তিনি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। হায় স্যার গোলাম হুসেন! একদিন আগে যাঁহাকে তিনি 'দুর্জ্জন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, পরদিন তিনি নিতান্ত চাপে পড়িয়াই সেই মীর বন্দে আলীকেই পঞ্চম মন্ত্রী করিয়া লইলেন। নতুবা ঐ শূন্য পদে তিনি ও তাঁহার দল মিঃ আবদাস সত্তারকে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। সুবিধাবাদী মীর বন্দে আলীর আকস্মিক বিদ্রোহের সকল রহস্য এইখানেই।

* * *

মীর বন্দে আলী খান তালপুরের এই তাল-মাত্রাহীন জঘন্য ডিগবাজী ও স্যার গোলাম হুসেনের এরূপ কদর্য্য কূটনীতিক খেলায় বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ১৯৪২ সালে তদানীন্তন গবর্ণর কর্ত্তৃক প্রধানমন্ত্রী আল্লাবক্স পদচ্যুত হওয়ার পরে স্যার গোলাম হুসেনের নেতৃত্বে যে দলীয় চক্রান্ত, উৎকোচ ও দুর্নীতির রাজত্ব চলিয়া আসিয়াছে, সিন্ধুর সেই অপরিবর্ত্তিত দূষিত আবহাওয়ায় এরূপ কদর্য্য কার্য্যকলাপ নিন্দনীয় হইলেও অস্বাভাবিক কিছু নহে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাইয়াও গবর্ণরের অনুগ্রহে ও তিনজন ইউরোপীয় সদস্যের অনুকম্পায় যেখানে গণতন্ত্রবিরোধী নীতির উপর মন্ত্রিসভা গঠিত সেখানে কদর্য্য সুবিধাবাদ ও স্বার্থান্ধতা ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। সিন্ধুর মন্ত্রিসভা দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক বন্দে আলীকে আবার দলের এক পরম বিশ্বাসভাজনরূপে ফিরিয়া পাওয়ায় পরিষদে তাঁহাদের সংখ্যাশক্তি আবার ২৯ হইতে ৩০শে উঠিল এবং বিরোধী দলের শক্তি ৩০ হইতে ২৯শে নামিয়া আসিল। তৎসত্ত্বেও আমরা মিঃ সৈয়দের নেতৃত্বে কংগ্রেস কোয়ালিশন দলকেই প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া মনে করি। মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থক উপরোক্ত ৩০ জনের মধ্যে ৩ জনই ইউরোপীয় সদস্য। তাঁহাদের বাদ দিলে লীগের শক্তি এখন ২৭ জন। এমতাবস্থায় সিন্ধুর গবর্ণর ও প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টারী বিধি-বিধান ও গণতান্ত্রিক মর্য্যাদাবোধ একেবারে জলাঞ্জলি না দিলে ২৫শে মার্চ্চের পরাজয়ের পরেই নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য মিঃ সৈয়দের কাছে আহ্বান আসিত।

* * *

কিন্তু সেই একমাত্র সুসঙ্গত পন্থা অনুসৃত হয় নাই। ২৮শে মার্চ্চ ৩০-২৯ ভোটের জোরে বন-বিভাগীয় বরাদ্দের সমস্ত দফাই পরিষদে মঞ্জুর লাভ করিয়াছে। কিন্তু এভাবে ইউরোপীয়দের কৃপা কুড়াইয়া ও নিজেদের মধ্যে প্রলোভনের টোপ ছাড়িয়া ছাড়িয়া সিন্ধুর মন্ত্রিসভা যে আর বেশীদিন টিকিতে পারিবে না, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যাহা হউক সিন্ধুর মুসলিম লীগ এই নিষ্ঠুর সত্য সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে। তাই

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট। ফোন : বি, বি, ১৫৩৪

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আড়া, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা।

যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী— মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে গুহ

গত ২৮শে মার্চ্চ মুসলিম লীগ পরিষদ দলের বৈঠকে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির স্বার্থরক্ষা কল্পে লীগ সর্ব্বদাই প্রস্তুত; তদনুসারে লীগ-কংগ্রেস মিলন ঘটাইবার জন্য কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। উদ্দেশ্য সাধু! কিন্তু উক্ত প্রস্তাবে পরক্ষণেই বলা হইয়াছে যে, বিরোধী দলের মুসলমান সদস্যরা যদি লীগে যোগ দেয় তবে তাহাদের মধ্য হইতে এক জনকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইবে। লীগে যোগদানের সর্ত্তে মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব আপোষের পথ পরিষ্কার করিবে না। এইরূপ সর্ত্ত না করিয়া যদি উভয় পক্ষের মধ্যে একটা মিলন ঘটে, তবেই সিন্ধুর টলটলায়মান গবর্ণমেণ্ট স্থায়ী ও দৃঢ় হইতে পারিবে, অন্যথা যতদিন আয়ু আছে ততদিন তাঁহাদিগকে কোনমতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্ব্বক্ষণ তটস্থ হইয়া থাকিতে হইবে।

* * *

মন্ত্রী মিশন নয়া দিল্লীতে পৌঁছিয়াছেন। এতাবৎ তাঁহারা বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং নয়া দিল্লীতে সমবেত বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণরদের সহিতও আলোচনা করিতেছেন। কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সহিত এখনও তাঁহাদের আলাপ-আলোচনা হয় নাই। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, মিঃ জিন্না প্রমুখ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্রদের সহিত মন্ত্রী মিশনের আলোচনার পূর্ব্বে কিরূপ পরিকল্পনার ভিত্তিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবার ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে আসিয়াছেন, তাহা জানা যাইবে না। ততদিন আমাদের আশা ও আশঙ্কার দোটানায় উদগ্রীব হইয়া থাকিতে হইবে।

আশার কারণ আছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলীর কমন্স সভার বক্তৃতায় যে নূতন সুর বিঘোষিত হইয়াছিল ভারতে আসিয়া ভারত-সচিব দিল্লীর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে যে সব উক্তি করিয়াছেন তাহাতে সেই পরিবর্ত্তিত মনোভাবের যথেষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছে। লর্ড পেথিক লরেন্স স্পষ্টই বলিয়াছেন, ভারতীয় সমস্যা সমাধানের ভিত্তিরূপে পূর্ণ স্বাধীনতাকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ স্বীকৃত বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠে না। অর্থাৎ ধাপে ধাপে স্বায়ত্তশাসন দান বা ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস দেওয়ার সেই পুরাতন বুলি উচ্চারিত হয় নাই। ভারতসচিবও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করিয়া মানিয়া লইয়াছেন যে, ভারতবর্ষ বৃটিশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে সমান অংশীদার হইয়া থাকিবে কিনা এবং ভারতের শাসনতন্ত্র কি হইবে বা কি ভাবে রচিত হইবে সেই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা ভারতবাসীই স্বাধীনভাবে করিবে।

* * *

ভারত-সচিবের সাংবাদিক বৈঠকের ভাষণে আবার আশঙ্কারও আভাস মিলিয়াছে। কমন্স সভায় মিঃ এটলী জানাইয়া দিয়াছিলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিবেচিত হইবে বটে, তবে কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাহাদের "ভিটো"র বলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে দেওয়া হইবে না। ঐ 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' শব্দটির দ্বারা স্পষ্টতঃই মুসলিম লীগকে বুঝায়। এই কারণেই মিঃ এটলীর বক্তৃতার পর মিঃ জিন্না ও অন্যান্য লীগ ধুরন্ধরগণ উষ্ণ হইয়া অসহযোগের হুমকি পর্য্যন্ত দিয়াছেন। এই বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত-সচিবকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল: শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের মতে মুসলমানরা কি একটি জাতি, না একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়? লর্ড পেথিক লরেন্স ইহার জবাবে বলেন, মুসলমানরা একটি সম্প্রদায় নহে, তাঁহারা ভারতের অন্যতম বৃহৎ গোষ্ঠি বলিয়া মনে করি। মুসলমানরা এক পৃথক জাতি কিনা এই স্পষ্ট প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব এড়াইয়া গিয়া ভারত-সচিব যে অস্পষ্টতার আড়ালে আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাতে শঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে। এই উক্তির পরে লীগ মহলে উষ্মা অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে, কিন্তু জাতীয়তাবাদী মহলগুলির মনে একটা খট্‌কা লাগিয়াছে। কেন-না ইতিমধ্যে নানা সূত্রে নানান পরিকল্পনার কথা শুনা যাইতেছে। কেহ বলিতেছেন, আপাততঃ একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা হইবে; পরে পাঁচ বৎসর পর গণভোটের দ্বারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবে। কেহ বলিতেছেন, কুপল্যাণ্ড পরিকল্পনাই ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষ তিন ভাগে বিভক্ত হইবে: হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও রাজস্থান। যাহা হউক, এই সব জল্পনা-গবেষণার উপর নির্ভর না করিয়া আমরা আসন্ন আলোচনার দিকেই সাগ্রহ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব। আমাদের আশা আছে, ভারতীয় সমস্যার মীমাংসার জন্য ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী যদি সত্যসত্যই কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মুসলমানরা যে একটি পৃথক জাতি বা মুসলিম লীগই যে মুসলিম ভারতের একমাত্র ও অদ্বিতীয় মুখপাত্র সেই অসঙ্গত দাবী তাঁহারা কিছুতেই মানিয়া লইবেন না।

* * *

গত ২৭শে মার্চ্চ লক্ষ্ণৌর এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি আজাদকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল: বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি মিঃ জিন্নার দুইটি গণপরিষদ গঠনের দাবী মানিয়া লয়েন, তাহা হইলে কংগ্রেস কিরূপ মনোভাব গ্রহণ করিবে? এই প্রশ্নের জবাবে মৌলানা আজাদ বলেন, "দুই গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কখনও মানিয়া লইবে না।"

জানেন কি?

ব্যবসা থেকে সরকারী ক্ষমতা কমিয়ে দেবার জন্য আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলি ৪৩টী দলে মিলিত হয়ে ব্যবসায়ীদের সাহায্য কচ্ছেন।

* * *

দেশের আর্থিক বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য দেশী ব্যাঙ্কদেরও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার। ব্যবসায়ীদের উচিত ভাল ব্যাঙ্কের পিছনে দাঁড়াবার, যেমন দরকার টাকা ভাল ব্যাঙ্কে জমা রাখবার। এ সবের জন্য একটী ভাল ব্যাঙ্ক

সুরমা ভেলী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস: সিলেট: কলিঃ অফিস: ১৪, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট

শাখা: আসামের সর্ব্ব বৃহৎ সহরে এবং বাংলাদেশে ঢাকায় ও কলিকাতায়।

আমাদের—

মার্জিন ডিপোজিট স্কীমে

টাকা খাটাইয়া আপনার অর্থের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন।

পরিমিত অর্থে পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করাই এই স্কীমের একমাত্র উদ্দেশ্য। সবিশেষ জানিবার জন্য পত্র লিখুন।

পত্র লিখিলে আমাদের—

সাপ্তাহিক শেয়ার মার্কেট রিভিউ পাঠান হয়।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স

টেলিগ্রাম: Commersynd | সিণ্ডিকেট লিমিটেড ৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। | ফোন: বি, বি, ৪৮৫৭

টি, (দ, এম-এ, এফ-আর-জি-এস, (লণ্ডন) সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর।

বি, এল, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, বি-এল ম্যানেজার।

খেয়ালীর খাতা

চার বছর পরে নয়াদিল্লীতে আবার ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীনতার আলোচনা সুরু হইতেছে। ১৯৪২ সালে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস আসিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালে লর্ড পেথিক লরেন্স, ক্রীপস ও অ্যালেকজেণ্ডার আসিলেন। ক্রীপস উইলিংডন বিমান ঘাঁটিতে পৌছিয়াছিলেন ২৩শে মার্চ্চ। পেথিক লরেন্স প্রভৃতি পালম বিমান ঘাঁটিতে নামিলেন ঠিক তার একদিন পরে ২৪শে। সেবারে ক্রীপস যখন আসিয়াছিলেন, জাপানীরা তখন প্রায় ঘরের দুয়ারে, বর্ম্মায় ইংরেজ কেবলই হারিয়া পিছাইয়া আসিতেছে। এবার জাপানীরা বিধ্বস্ত। দেশরক্ষার ব্যাপার লইয়া তখন যে-মতভেদ প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন তাহা নাই। তাহা ছাড়া আরও কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। 'অর্দ্ধনগ্ন বিদ্রোহী ফকির' বলিয়া গান্ধীজীকে যিনি উল্লেখ করেন সেই চার্চ্চিল সাহেব প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে বিতাড়িত। মুসলিম-লীগের অনুমতি না লইয়া কিছু করা হইবে না বলিয়া যিনি মিঃ জিন্নাকে সর্ব্বদা উস্কাইয়া দিতেন ভারতসচিব সেই আমেরী সাহেব নির্ব্বাচনে ধরাশায়ী এবং পরম করুণাময় লিন্‌লিথগো, যিনি একদল স্বার্থান্বেষী আত্মসর্ব্বস্ব দেশদ্রোহী দ্বারা নিজের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ভরিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনিও বিদায় লইয়াছেন। সে-বার ক্রীপস ব্যর্থ হইয়াছিলেন। এবার পেথিক লরেন্স সফলকাম হইবেন কি? দেবাঃ ন জানন্তি।

* * *

১৯৪২ সালে ক্রীপস যখন বিমান হইতে নামিলেন, তখন বিমান ঘাঁটিতে ছিলাম। এবারও মন্ত্রি-মিশনের আগমন সময়ে বিমান ঘাঁটিতে হাজির হইলাম। সেবারে আর যে-সব সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এবারেও তাঁহারা প্রায় সবাই আছেন। বিরলকেশ স্যার উষানাথ (অবশ্য গত-বারে তিনি শুধু 'মিষ্টার' ছিলেন) দুর্দ্ধর্ষ দুর্গাদাস, redoubtable পি, ডি, শর্ম্মা ইত্যাদি। তবে এবার সাংবাদিকদের জন্য অনেকটা দূরে সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। শঙ্কর তাঁহার লাইকা ক্যামেরাটি কাঁধে ঝুলাইয়া ঠিক পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নাই শুধু আয়েঙ্গার। ১৯৪২ সনের ট্রিবিউনের সংবাদদাতা আয়েঙ্গার ১৯৪৬ সনে গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের মোটা চাকুরী লইয়া প্রিন্সিপাল ইনফরমেশনে অফিসারে রূপান্তরিত হইয়াছেন। বিমান আসিয়া পৌছিল। এক রকম ছুটিয়াই সদ্য আগত মন্ত্রীদের কাছে আসিলাম। ক্রীপস্ সাংবাদিকদের মধ্যে কয়েক জনকে চিনিলেন দেখিলাম। আয়েঙ্গারের মেটামরফসিস্ (জন্মান্তর) দেখিয়া কৌতুক করিলেন। আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস শঙ্করের একজন বিশিষ্ট অনুরাগী। তাঁহাকে আলেকজেণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন "ভারতবর্ষের Low"। অ্যালেকজেণ্ডারের রসবোধ আছে। থিয়েটারী কায়দায় মাথার টুপী খুলিয়া শঙ্করকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন। "Make a note of the pimple on my nose. আমার কার্টুন আঁকিবার সময় এটা যেন বাদ না পরে।"

* * *

পরদিন প্রেস কনফারেন্স। গতবার প্রথম প্রেস কনফারেন্স হইয়াছিল সাউথ ব্লকের কমিটি রুমে। এবার কাউন্সিল হাউসে। কাউন্সিল হাউস ছাড়া এতবড় প্রেস কন্‌ফারেন্স অন্য কোথাও হওয়া কঠিন ছিল। কনফারেন্সে জয়েসও উপস্থিত ছিলেন। জয়েস্ নয়াদিল্লীর সাংবাদিক মহলে অনেকের কাছেই পরিচিত। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ইনফরমেশান ব্যুরোটি জয়েসেরই পরিকল্পনা। কনফারেন্সে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা করিয়া ইনফরমেশান ব্যুরো শুধু নূতনত্বের নয় বুদ্ধিরও পরিচয় দিয়াছেন। নয়াদিল্লীর প্রেস কনফারেন্সে সম্পাদকেরা উপস্থিত থাকেন না। কিন্তু এবার তাহার ব্যতিক্রম দেখা গেল। দিল্লীর দুইখানা প্রধান দৈনিকের সম্পাদক এই প্রেস কনফারেন্সে আসিয়াছেন। "ডন" মুসলীম-লীগের সরকারী মুখপত্র, জনাব জিন্নার পত্রিকা। হিন্দুস্থান টাইমস্ কংগ্রেসপন্থী, গান্ধীজীর পুত্র তাহার সম্পাদক। ডনের আলতাফ হোসেন এবং হিন্দুস্থান টাইমসের দেবীদাস গান্ধী উভয়েই 'মাইনরিটি' সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। পেথিক লরেন্সের বয়স সত্তরের উপরে। দাঁড়াইয়া

হেডঅফিস ফোন বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ফ্লাইভ ষ্ট্রীট ফোন বি.বি. ২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

—সুদের হার—

কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪%

ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

খাদ্য সমস্যার সমাধানকল্পে

পলাসীতে পোল্‌ট্রী ও ফিসারীর কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।

শীঘ্রই ভাল লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাইবে, আশা করা যায়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

সানরাইজ ফার্ম্মস লিমিটেড

৩৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, (দক্ষিণ) কলিকাতা।

দি

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

৩১-১-৪৬ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমা সহ), ও সংরক্ষিত তহবিল	৩২,৯৫,৪১৫৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	২,২৮,৫১,৪১০৲
আমানত	৩,৮৪,৭৩,৬৬০৲
কার্য্যকরী মূলধন	৪,৫৫,৬৫,৩৯৩৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ওরিয়েণ্টাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

— লিমিটেড —

হেড অফিস—সদর রোড, বরিশাল।

সেন্ট্রাল অফিস : ১৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল ১৩৫৯

ব্রাঞ্চ : চকবাজার (বরিশাল), হলদিয়া (ঢাকা), উত্তর কলিকাতা ও টর্কি বন্দর।

লোহজঙ্গ ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

এস্, সি, ঘোষ, বি-এ, জেনারেল ম্যানেজার

জে, আর, ঘোষ ম্যানেজিং ডিরেক্টর

কথাবার্ত্তা বলার সময়ে হাত কাঁপে লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু কনফারেন্সে তাঁহার লিখিত বিবৃতিটি বেশ জোরের সহিত পড়িয়াছেন। প্রশ্নের উত্তরগুলিও যেরূপ তৎপরতার সঙ্গে দিয়াছেন তাহাতে বার্দ্ধক্যের পরিচয় নাই।

* * *

ছেলেবেলায় যাঁহারা যাত্রাগান শুনিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভীমকে এখনও ভোলেন নাই। দলের মধ্যে সবচেয়ে মোটা, জোয়ান, লম্বা লোক বাছিয়া ভীমের পার্ট দেওয়া হয়। গলার আওয়াজ খানাও বাজখাই হওয়া চাই। কাঁধে এক বিরাট গদা। মনে আছে যাত্রার আসরে ঐ লোকটা কখন আসিবে তাহার জন্যই আমরা শিশুর দল উৎকর্ণ আগ্রহে বসিয়া থাকিতাম। কখন সে আসিয়া সুরু করিবে "লড়িব একাকী, নাশিব অরিকুল। পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া পর্ব্বত ডুবাইব সিন্ধুজলে বিপুলা মেদিনী—"। এই সব বড় বড় কথার মানে আমরাতো কিছুই বুঝিতাম না, যে পার্ট করিতেছে সেও যে বুঝিত তাহা নহে। কিন্তু শুনিয়া গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিত, চারিদিক হইতে মুহুর্মুহু হাত-তালি পড়িত এবং কেহবা 'ক্যাপিট্যাল' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতেন। ধন্য ভীম, ধন্য তোমার বীরত্ব, ধন্য তোমার গদা-আস্ফালন! বহুকাল হইল সে বয়স পার হইয়া আসিয়াছি, মাথায় চুলে সাদা ছোপ লাগিয়াছে, মনেও নিশ্চয়ই শৈশবের সে রঙ নাই। কিন্তু তবুও স্বীকার করিতেছি, গত মঙ্গল-বার কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন দেখিয়া পঞ্চাশ বছর আগেকার শিশু বয়সের সেই যাত্রার ভীমকে আর একবার স্মরণ করিলাম। শরীর ও গলার আওয়াজে আম্বেদকার যাত্রাদলের ভীমের যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার গদা নাই কিন্তু মোটা এক গাছা লাঠি আছে। না থাকিলেও ক্ষতি ছিল না। পার্ট নিখুঁত। "তপশীলীরা কংগ্রেসের নির্য্যাতন রোধ করিয়া নিজ অধিকার আদায় করিতে এবার রক্ত দিবে। রক্ত, রক্ত!" (সরকারী দলে ঘন ঘন 'হাততালি') "ক্যাপিট্যাল" বলিয়া আমিও চেঁচাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু একজন সহকর্ম্মী জামার খুট চাপিয়া ধরিয়া রাখাতে তাহা আর হইল না।

* * *

হাসি ঠাট্টার কথা নয়, সত্যি বলুন তো, ব্যাপার-খানা কি? ভারতবর্ষের হইতেছে কি? আম্বেদকার বলিতেছেন রক্ত দিবেন। যাঁহার সুটের ইস্তিরি ভাঙ্গিতে কেহ কখনও দেখে নাই সেই ব্যারিষ্টার জিন্না সাহেব বলিতেছেন বিপ্লব—révolution করিবেন, যাঁহার হাতে গবর্ণমেণ্ট মাসে তের হাজার টাকা গণিয়া দিতেছেন সেই বাঘা বিপ্লবী মানবেন্দ্র রায় কংগ্রেসী নেতাদের সরকারের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছেন বলিয়া গালি দিতেছেন! কল্কী কি তবে আসিয়া পড়িল? কোন কিছুতেই যে এখন আর ভরসা পাইতেছি না। কবে হয়তো শুনিব অথবা খবরের কাগজে দেখিব, সিভিলিয়ন পোর্টার সাহেব কংগ্রেসের সদস্য হইয়াছেন, তুলসী গোস্বামী রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিড়লা কমিউনিষ্টের খাতায় নাম লিখিয়াছেন এবং মিঃ ইস্পাহানী হাই কোর্টের জজ বনিয়া ঘুষের মামলার বিচার করিতেছেন!

* * *

মন্তব্য নয়, খবর। বাঙ্গলার বাহিরের একটি পত্রিকা হইতে তুলিয়া দিতেছি। সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের আমলে তাঁহার মোটরকারের বনেটে একটি ক্ষুদ্র ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা থাকিত। কোন লিখিত অনুশাসন না থাকিলেও আর কেহই নাকি মোটরে ঐ পতাকা ব্যবহার করিতেন না। রাস্তা দিয়া ত্রিবর্ণ পতাকা শোভিত মোটর গাড়ী চলিলেই সবাই বুঝিত সুভাষচন্দ্র যাইতেছেন, আমাদের এখানে যেমন সার্জ্জেণ্টের মোটর সাইকেল ও তাহার পিছনে মোটর গাড়ীতে ইউনিয়ন জ্যাক দেখিলেই বুঝিতে পারি লাট সাহেব যাইতেছেন। ব্রিটিশ সৈন্য পুনর্ব্বার সিঙ্গাপুর দখল করিবার পর আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের যেখানে যে চিহ্ন আছে তাহা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলে। জাতীয় পতাকা গাড়ীতে দূরে থাকুক, ঘরে রাখিতেও কেহ আর সাহস করে না। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ সে দিন দেখা গেল একটি মোটরকারের বনেটে একটি ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। পথের দুই পাশে ভারতীয়েরা হাত তুলিয়া অভিবাদন জানাইল, এক জায়গায় একদল জাপানী যুদ্ধবন্দী রাস্তা মেরামত করিতেছিল, তাহারাও কোদালি রাখিয়া সসম্ভ্রমে মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যাইতেছেন।

জয় হিন্দ।

—খেয়ালী।

ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারিজ লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিসঃ—১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।
ফোনস্ঃ—ক্যালঃ ১৪৬৪-১৪৬৫

অনুমোদিত ও বিক্রয়ার্থ মূলধন --- ২৫,০০,০০০৲
(পঁচিশ লক্ষ)

প্রতিখানি ১০৲ করিয়া ২,৫০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত

আবেদনের সহিত ৩॥০ (১৲ টাকা প্রবেশ ফি লইয়া), শেয়ার বিলির একমাসের মধ্যে ২॥০ এবং বাকী টাকা প্রতি কিস্তি অন্যূন দুই মাসের ব্যবধানে সমান দুই কিস্তিতে দেয়।

ডিরেক্টরস্, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনেরাই পাঁচ লক্ষ টাকার শেয়ার লইতে সম্মত হইয়াছেন।

কোম্পানী ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চলের নর্থ বোরারী নামক আধুনিক যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম সমন্বিত এবং চালু কয়লার খনিটী কিনিয়া লইয়া উহার সাকুল্য মূল্য ৬,৩০,০০০৲ টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন।

খনির অবস্থা

ঝরিয়া রেল ষ্টেশন হইতে মাত্র ৩ মাইল দূরে এবং জেলা বোর্ডের একটী পাকা রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত এই খনিতে সাতটীরও অধিক কয়লার সিম আছে এবং হার্ড কোকের জন্য সুসজ্জিত কোক-ওভেন (Coke-oven), খনির দুইটী কয়লা রাখিবার আঙ্গিনায় দুইটী রেলওয়ে সাইডিং এবং নাম মাত্র দামে কেনা ৮০০০ টন কয়লা ম্যানেজার, অফিসার, কেরাণী ও কুলিদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ, ওয়ার্কসপ ও ষ্টোর ইয়ার্ড আছে। বর্ত্তমানে উত্তোলিত কয়লার (প্রতি মাসে ৭০০০ টন) সমস্তই পাওয়া যায় কোম্পানী নিযুক্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে (Raising-Contractors)। ঠিকাদারদিগকে দেয় চুক্তিকৃত দর ও নিয়ন্ত্রিত বিক্রয়দরে পার্থক্য অনেক, ফলে কোম্পানীর মোটা রকমের নিশ্চিত লাভ থাকে। আরও উন্নতি সাধিত হইলে এই খনি হইতে আরও বেশী কয়লা উত্তোলন করা যাইবে আশা করা যায়। **এই কোলিয়ারীটী নিয়মিত গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়েকে কয়লা সরবরাহ করিয়া আসিতেছে।**

কয়লা বিক্রয়ের মুনাফা ছাড়াও কোম্পানীর নিজস্ব কোক-ওভেনে উৎপাদিত সফ্‌ট্ কোক ও হার্ড কোক বিক্রয় হইতেও প্রচুর লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রতিমাসে অন্যূন কুড়ি হাজার টন কয়লা উত্তোলন করিয়া যাহাতে আরও বেশী লাভ করা যায় তদুদ্দেশ্যে কোম্পানী আরও কতিপয় চালু কয়লার খনি কিনিবার জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

মান্দ্রাজ সরকারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট—মান্দ্রাজ সরকারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে প্রকাশ যে, ৬১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে এবং রাজস্বখাতে মোট ৪১ কোটী, ৪৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা আয় ও ৪০ কোটী, ৮২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা খরচ হইবে। আরও প্রকাশ যে, ১৯৪৫-৪৬ সালের হিসাব হইতে রাজস্ব রিজার্ভ ফণ্ডে ১০ কোটী জমা পড়িবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা ও বিধি সংস্কার—সম্প্রতি এক চা-প্রীতিসম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর মিঃ পি এন্ ব্যানার্জ্জি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা ও বর্ত্তমান নিয়ম-কানুনের পরিবর্ত্তন করিবার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

মার্কিণ বাজারে জাপানী রেশম—মিত্র বাহিনীর সদর দপ্তরের এক ঘোষণায় প্রকাশ যে, শীঘ্রই জাপান হইতে ছয় হাজার এক শত গাঁইট কাঁচা রেশম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করা হইবে। রেশম রপ্তানীর ফলে জাপানের যে অর্থ পাওনা হইবে তাহার দ্বারা জাপানের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার ক্রয় করা হইবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রৌপ্যের শিল্পসংক্রান্ত ব্যবহার—ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ যে, ১৯৪০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পাত্মক কার্য্যে মোট চার কোটী পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আউন্স রৌপ্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৪১ সালে শিল্পাত্মক কার্য্যে ব্যবহৃত রৌপ্যের পরিমাণ ছিল ১৯৪০ সালের পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৪৫ সালে শিল্পাত্মক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে প্রায় পনর কোটী আউন্স রৌপ্য।

বোম্বাই-এ খণ্ডজমি একত্রীকরণের চেষ্টা—খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত জমি একত্রিত করিয়া কৃষির উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে বোম্বাই সরকার ১৯৪৬ সালের বোম্বাই জমি একত্রীকরণ বিল নামে একটী খসড়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় কুইনাইন উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা—বার্ষিক এক লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট উৎপাদন করিয়া কুইনাইন সম্পর্কে ভারতকে প্রায় আত্মনির্ভরশীল করিবার উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকার ইতিমধ্যেই কাজ সুরু করিয়াছেন। দার্জ্জিলিং জেলাকে সাময়িকভাবে কার্য্যক্ষেত্র হিসাবে লওয়া হইয়াছে। আধুনিক মতে সিঙ্কোনার চাষ করিবার জন্য অফিসারদিগকে বিদেশ হইতে শিক্ষা লওয়াইয়া আনা হইবে এবং বর্ত্তমান কারখানাগুলিকেও আধুনিক উপকরণে সুসজ্জিত করা হইবে। এই পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিতে প্রায় সাত লক্ষ টাকা খরচ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে নূতন দ্বীপ—টোকিয়োর খবরে প্রকাশ যে, ইউকোসুকার জাপ নৌঘাঁটির তিনশত মাইল দক্ষিণে, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটী নূতন দ্বীপ উত্থিত হইয়াছে।

বাঙ্গলায় মৎস্য-সংরক্ষণ কেন্দ্র—প্রকাশ, কাঁথির সমুদ্রোপকূলে একটী আদর্শ মৎস্য-সংরক্ষণ কেন্দ্রের নির্ম্মাণকার্য্য ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে। এই কেন্দ্রটীই হইবে বাঙ্গলায় নির্ম্মিত প্রথম মৎস্য-সংরক্ষণ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে মৎস্যজীবীদিগকে মৎস্য-সংরক্ষণ বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

ভারতের কৃষি-শ্রমিকের অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান—ভারতের কৃষি-শ্রমিকদের কার্য্যের অবস্থা ও সর্ত্তাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি মান্দ্রাজের অর্থনীতিবিদ্ মিঃ রামকৃষ্ণানকে নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানকার্য্য শীঘ্রই সুরু হইবে। তবে বাধ্যতামূলক শ্রম (forced labour) সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কোন অনুসন্ধানকার্য্য চালনা করা হইবে না।

দশমিক মুদ্রা সম্পর্কে মহাত্মাজী—'হরিজন' পত্রিকায় 'দশমিক মুদ্রা ও উহার মূল্য শীর্ষক' একটী প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, দশমিক মুদ্রা বিজ্ঞানসম্মত হইলেও উহা প্রথমাবস্থায় দরিদ্রদের স্বার্থবিরোধী। তিনি আরও আশা করেন যে, কেন্দ্রীয় পরিষদে এতদ্‌সম্পর্কে 'বিল' উত্থাপিত হইলে পরিষদ উহা অগ্রাহ্য করিবে।

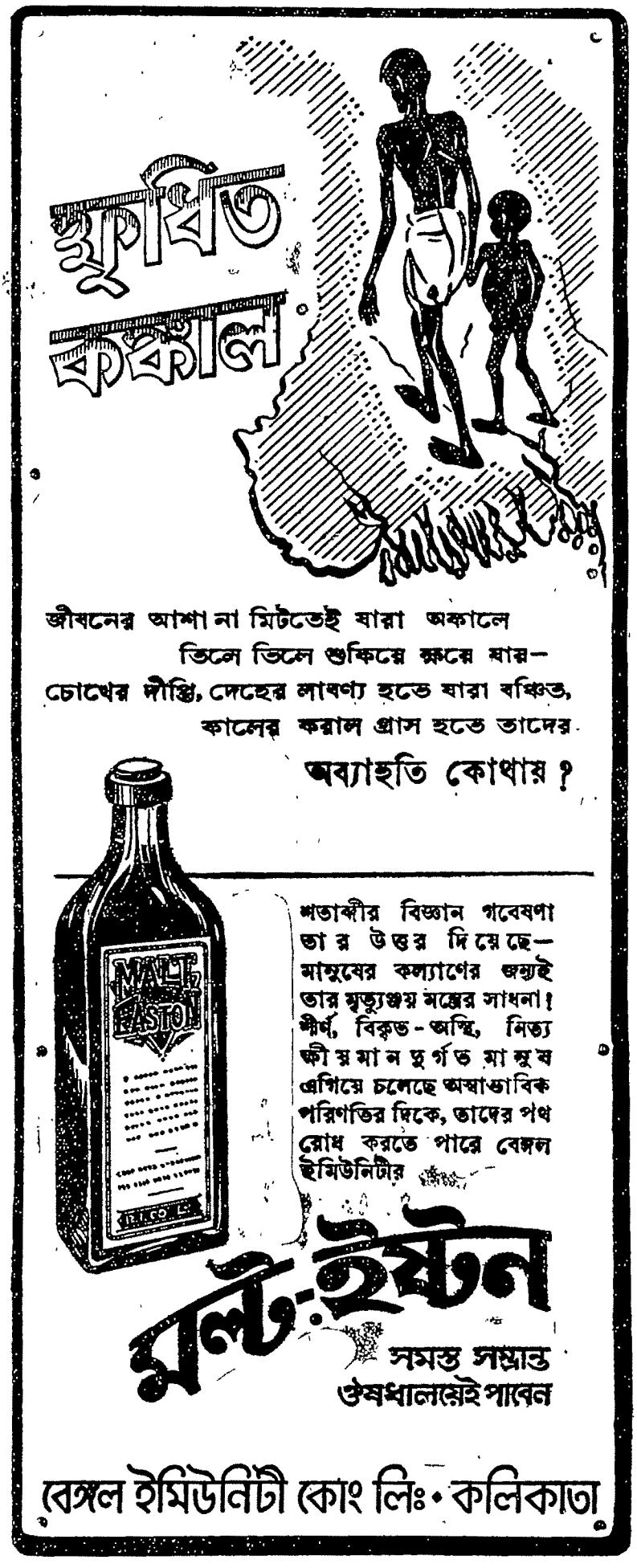

খাদ্য-সঙ্কট

প্রকাশ, লণ্ডনের জনৈক রুশ মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, সেভিয়েট সরকার ভারতবর্ষে খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য প্রকার খাদ্যদ্রব্য পাঠাইতে ইচ্ছা করেন।

* * *

মেহেরপুর মহকুমায় চাউলের বরাদ্দ-ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে।

* * *

নেত্রকোণার ৭,৯, এবং ১১নং ইউনিয়নে চাউল ধান্যের ভীষণ অভাব হইয়াছে। কোন কোন স্থানে গ্রামবাসিগণ এক বেলা এবং কোথাও বা দুই দিন অন্তর এক বেলা খাইয়া রহিয়াছে।

* * *

বরাদ্দ-খাদ্য হ্রাস করার প্রতিবাদ স্বরূপ গোরক্ষপুরে প্রায় দুইশত পুলিশ কনষ্টেবল অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

* * *

বিহার সিভিল সাপ্লাইজের কন্‌ট্রোলারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বিহারের বাহিরে সর্ব্বপ্রকার খাদ্য-শস্যাদির রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া বিহার গবর্ণর এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

* * *

কেন্দ্রীয় পরিষদে একটী প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী বলেন যে, কীট ও ইঁদুরের উপদ্রবে 'এবং অন্যান্য' কারণে সরকারী গুদামে এক বৎসরে ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়াছে। এই অপচয় বন্ধ করিবার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিয়াছেন।

* * *

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪

—মূলধন—

অনুমোদিত—	৩,০০,০০,০০০৲	
বিলিকৃত ও বিক্রীত	১,০০,০০,০০০৲	
আদায়ীকৃত—	৫৭,৫০,০০০৲	উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৬,৫০,০০০৲	উপর

শাখাসমূহ—

কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—
ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

শ্রমিকদের খাদ্য-বরাদ্দ হ্রাস করিয়া বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে আসানসোল ও রাণীগঞ্জ এলাকার কয়লাখনিসমূহের প্রায় কুড়ি হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে।

ব্যক্তিগত

মিঃ আই, বি, সেন অবসর গ্রহণ করায় তাঁহার স্থলে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, পি এইচ ডি (লণ্ডন), বার-এ্যাট-ল বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ ডি, এন, সেন ও মিঃ কে, বসু সহকারী সভাপতি এবং ডাঃ এস, সি, লাহা, এম-এ, পি এইচ, ডি কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের কমিটির এক বিশেষ অধিবেশনে মিঃ জে, এন, মুখার্জ্জি এবং মিঃ ইন্দ্রকুমার কারনানী ১৯৪৬ সালের জন্য যথাক্রমে উক্ত ফেডারেশনের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দেওয়ান বাহাদুর ডি, ডি, থ্যাকার, মিঃ অমৃতলাল জে, চঞ্চনী, মিঃ কে, বসু, মিঃ আর, এইচ, মোতি, মিঃ বি, এন, মণ্ডল, মিঃ বি, এন, ব্যানার্জ্জি, মিঃ ডি, ডি, পারথানি, মিঃ এন, বি, লাল সিংহ, মিঃ মোহনলাল গোয়েঙ্কা, মিঃ বি, পি, আগরওয়ালা এবং মিঃ ডি, এন, দাশ উক্ত ফেডারেশনের কার্য্যকরী পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

বোম্বাইএর মোরারজী গোকুল দাস স্পিনিং এ্যাণ্ড উইভিং কোং লিঃ-এর ডিরেক্টর মিঃ বি, এস, দাব্‌কে ভারত সরকারের ট্রেড্ মার্কস্ এডভাইসরী কমিটিতে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

ইউনাইটেড প্রভিন্সেস চেম্বার অব কমার্সের বিগত সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশনে মিঃ জে, কে, শ্রীবাস্তব, সভাপতি, মিঃ এইচ, এস, বাগলা সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেণ্ট, লালা মতিলাল জুনিয়র ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট এবং মিঃ বি, ট্যাণ্ডন সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পুস্তক-পরিচয়

নারীর অধিকার—শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল প্রণীত। প্রকাশক : শিল্পসম্পদ প্রকাশনী, ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। মূল্য ৸৶০।

সমাজ-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে নারীর অধিকারের প্রশ্ন আজ নূতন উত্থাপিত হয় নাই। কিন্তু মানব সমাজের প্রগতি অর্থাৎ ক্রমোন্নতির অর্থ সম্বন্ধে মানুষের ধারণার মধ্যেই আজ এক বিপুল পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের দিক হইতে পৃথিবীর জন সংখ্যার অর্দ্ধেক নারীজাতির অধিকারের দাবী একটা নূতন বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না। 'নারীর অধিকার' গ্রন্থে এই দিক হইতে গোপালবাবু নারীর অধিকারের প্রশ্নকে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা (Primitive Communism) হইতে বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন ধারার বিভিন্ন স্তরে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার কেন এবং কি ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে সংক্ষেপে সহজ অথচ বলিষ্ঠ ভাষায় এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এই বিশ্লেষণের আলোক সম্পাতেই গ্রন্থকার নারীর অধিকার দাবীর উত্তরের সন্ধান দিয়াছেন।

ভারতের নারী আন্দোলনের দিক হইতে খসড়া হিন্দু আইনকেও গ্রন্থকার নিপুণতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। খসড়া হিন্দু আইনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুক্তিগুলি খণ্ডনের জন্যে গ্রন্থকার যে সকল যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। যুক্তির সাধারণ স্থিতিস্থাপক গুণের (elastic) কথা বিবেচনা করিয়া সকলে তাঁহার সহিত একমত না হইলেও বিস্ময়ের কারণ হইবে না। কিন্তু গোপালবাবু যে সকল তথ্য এই গ্রন্থের ভিতর দিয়া দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব হিন্দু সমাজের কল্যাণকামীদের বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য।

নারীর অধিকার পুস্তকখানির স্বল্পপরিসরের মধ্যে বিপুল তথ্যেরই শুধু সমাবেশ করা হয় নাই, তথ্যের সার্থক প্রয়োগে এবং লিপিকুশলতায় পুস্তকখানি সুখপাঠ্যও হইয়াছে। অন্তর্দৃষ্টি, দূরদর্শিতা ও আন্তরিকতার দিক দিয়া বিচার করিলে শরৎ বাবুর 'নারীর মূল্য' ছাড়া বাঙ্গলা ভাষায় এই জাতীয় পুস্তক রচনার প্রচেষ্টা আর হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমরা নানা প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং পৃষ্ঠাসংখ্যার তুলনায় পুস্তকখানির মূল্য অত্যন্ত কম হইয়াছে।

দুর্বল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :- ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
শাখা
গৌহাটি, তেজপুর, নলবাড়ী, মাজবাট, বর্দ্ধমান, জামসেদপুর, বহুবাজার।
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জে, কে চৌধুরী এম,এ, প্রিন্সিপাল বিদ্যাসাগর কলেজ—
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এস, কে চক্রবর্ত্তী বি,এ,

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

১৯৪৫ সালের কার্য্যবিবরণী

আমরা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার গত ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৫১ লক্ষ ২৬ হাজার ৬২৫ টাকা এবং এই তারিখে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল ১০৫ কোটী ২৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৫০ টাকা। এতদ্ব্যতীত এই তারিখে ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলে ২ কোটী ২২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা মজুদ ছিল। এই সমস্ত এবং অন্যান্য তহবিল লইয়া বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১২৬ কোটী ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৬২৮ টাকা। এই টাকা বৎসরের শেষে যেভাবে নিয়োজিত ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফা এইরূপ —নগদ, ব্যাঙ্কে জমা, চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে দাদন, ট্রেজারি বিল, গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা ইত্যাদিতে ১৬ কোটী ৬৪ লক্ষ ১৬ হাজার ১৭ টাকা; কোম্পানীর কাগজ, ডিবেঞ্চার ও শেয়ার ৬৩ কোটী ৭৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩৩৩ টাকা, দাদন ও বিল ভাঙ্গানীতে নিয়োজিত ৪০ কোটী ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৪৪৮ টাকা, পাওনা বিল ২ কোটী ৩৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫০১ টাকা। এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, ব্যাঙ্কের অর্থ নিরাপদ এবং নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের মোট আয় হইয়াছে ৩ কোটী ১৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৯১ টাকা। উহা হইতে ব্যাঙ্কের যাবতীয় খরচা বাদ দিয়া মোট ১ কোটী ২২ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৯৮ টাকা লাভ হইয়াছে। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত টাকা লইয়া যে ১ কোটী ৩৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ১৭৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে তাহা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে লভ্যাংশ ও বোনাস বাবদ শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা হারে প্রদান করা হইয়াছে, ২০ লক্ষ টাকা মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং ট্যাক্স বাবদ ৫৫ লক্ষ টাকা ও কর্ম্মচারিগণের বোনাস বাবদ ৯॥ লক্ষ টাকা খরচ ধরিয়া চলতি বৎসরের হিসাবে লাভ হইতে ১৮ লক্ষ ১১ হাজার ৯১৩ টাকা জের টানা হইয়াছে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ভারতবাসীর পরিচালিত বৃহত্তম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক। বর্ত্তমানে উহার হেড অফিস এবং দেশের সর্ব্বত্র অবস্থিত তিন শতাধিক শাখা অফিস ও পে'-অফিসের মধ্য দিয়া ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ চলিতেছে। আমরা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার আরও উন্নতি কামনা করি।

ইণ্ডিয়া জেনারেল কনষ্ট্রাকশন কর্পোরেশন লিঃ

অন্যত্র উপরোক্ত কোম্পানীর একটী বিবৃতিপত্র প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমানে যুদ্ধাবসান হেতু ভারতের সর্ব্বত্র কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণ সমস্তের মারফতে দেশের ভিতরে সেচকার্য্য, রেল লাইন বিস্তার, রাস্তা ও বাড়ীঘর নির্ম্মাণ, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাজের বিপুল উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। এই ধরণের যাবতীয় কাজে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্য লইয়া এক কোটী টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতিসহ উপরোক্ত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে ভারতবর্ষ এবং সিংহলের কতিপয় স্বনামখ্যাত ব্যক্তি রহিয়াছেন। উহার মধ্যে পূর্ত্ত ও নির্ম্মাণকার্য্যে অশেষ খ্যাতিসম্পন্ন স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া এবং ডাঃ বি, এন, দে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এহেন একটী কোম্পানীর সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবসর থাকিতে পারে না। আমরা আশা করি দেশবাসী এই কোম্পানীর শেয়ার সাদরে গ্রহণ করিবেন।

চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ

শোক-সভা

গত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ জনসেবক এবং চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃর চট্টগ্রামস্থ ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর বাবু নলিনীকান্ত দাস মহাশয় কলিকাতায় অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করেন। এই উপলক্ষে শোক প্রকাশের জন্য উপরোক্ত ইলেকট্রিক কোম্পানীর হেড অফিস ১নং গঙ্গারাম পালিত লেনে উক্ত কোম্পানী এবং ন্যাশন্যাল কটন মিল লিঃর পরিচালক ও কর্ম্মচারিবৃন্দের গত ২৫শে মার্চ্চ তারিখে একটী সভা হয়। 'আর্থিক জগতে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় মিঃ কে, কে, সেন, রায় বাহাদুর ইউ, এল, রায়, রায় সাহেব এন, এল, সেন, মিঃ চন্দ্রশেখর সেন, শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য অনেকে পরলোকগত দাস মহাশয়ের গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। স্বর্গত দাস মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার পরিজনবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া সভায় একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এ্যাস্যুরেন্স কোং লিঃ

১৯৪৫ সালের কার্য্যবিবরণী ও উদ্বর্ত্তপত্র আগামী ২৪শে মার্চ্চ কোম্পানীর ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত হইবে। আমরা জানিতে পারিলাম, এই বৎসরে কোম্পানী সকল দিক হইতেই বিশেষভাবে অগ্রগতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালের নূতন ব্যবসার পরিমাণ ৫৬% বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট প্রিমিয়াম আদায়ের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার বেশী, তাহার মধ্যে প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম ১,৫৭,৩১১ টাকা ও রিনিউয়্যাল প্রিমিয়াম ৩,৭৯,৪৮৫ টাকা। প্রিমিয়াম ছাড়া সুদ, লভ্যাংশ ইত্যাদি খাতে আয়ের পরিমাণ ৮৫,৪০৬ টাকা। পরিচালনা ব্যয়ের পরিমাণ ১,৭৫,৩৮৩ টাকা ও দাবী প্রদান বাবদ ১,৯২,৩৫১ টাকা। বীমা তহবিল ১৮ লক্ষ ৭৮ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকায় উঠিয়াছে। কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই সকল সংখ্যা হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, কোম্পানী ১৯৪৫ সালে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতিসাধন করিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৪৩ সাল

অফিস ঃ

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্,
মিশন রো, কলিকাতা।

কোম্পানীর তহবিল সোনা, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জমি এবং সুদৃঢ় ভিত্তিশালী ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে খাটানো হয়। গত তিন বৎসর যাবৎ **"ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন"** আশানুরূপ লাভ করিতেছে ও উচ্চ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিতেছে।

বোর্ড অব ডিরেক্টর-এর চেয়ারম্যান ঃ

মিঃ এস, এম, ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমানে "ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন" নিম্নলিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিতেছে ঃ

এক বৎসরের জন্য—৩%

দুই বৎসরের জন্য—৩½%

তিন বৎসরের জন্য—৪%

প্রতি অর্দ্ধ বৎসরান্তে জানুয়ারী ও জুলাই মাসে প্রাপ্য সুদ দেওয়া হয়। স্থায়ী আমানতের আবেদন পত্রের জন্য লিখুন ঃ

সেক্রেটারী—**বিনয়ভূষণ মুখার্জ্জি**, বি-এ

ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২২শে মার্চ্চ কদমতলা জংসনে উক্ত ব্যাঙ্কের হাওড়া শাখা খোলা হইয়াছে। মিঃ জহরলাল চাটার্জী উক্ত উৎসবে পৌরোহিত্য করেন, এবং বিশিষ্ট জমিদার নন্দলাল চাটার্জী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জে, ভৌমিক তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন। মিঃ এল, এম, সিংহ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষকে কদমতলাতে তাঁহাদের হাওড়া শাখার স্থান নির্ব্বাচন করায় উৎসাহিত করেন। কারণ কদমতলায় শত শত মেশিনারী ও মেশিনের অংশ তৈয়ার করিবার মত ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম্ম ও অন্যান্য নানা প্রকারের কল-কারখানা আছে। একদিকে ঐ সকল কারখানার সাহায্যে যেমন ব্যাঙ্কের উন্নতি হইবে, অন্যদিকে ব্যাঙ্কের সহায়তায় ঐ সকল কল-কারখানারও সবিশেষ উন্নতি হইবে।

নূতন যৌথ কোম্পানী

রেডিকেল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিটি কোং—ডিরেক্টর—মিঃ জে, গোস্বামী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৮বি, আনন্দপালিত রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও প্রস্তরলেখ বিদ্যার ব্যবসা।

ফ্রি ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ শেখর দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—ডি ৪, ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। থিয়েটারের ব্যবসা।

দি ডেভিন কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন, এন, বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসা।

ডেভসন টি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন, দেব। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৩ সি, টাউনসেণ্ড রোড। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। চা-এর ব্যবসা।

উল-ওয়ার্থস্ প্রপারটিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সি ই রিচার্ড ওয়েবার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, ডালহৌসি স্কোয়ার, ইষ্ট। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। জমিক্রয়, পত্তনি ও ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা।

দি ইন্‌ল্যাণ্ড ন্যাশনাল এজেন্সিজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিকাশচন্দ্র সান্যাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এজেন্সি সংগ্রহের সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা।

এইচ চৌধুরী ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস সি চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০, ওয়েষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা।

দি জগলদাগা কোল কোং—ডিরেক্টর এস কে দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৫০, সোষালো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। কয়লা খনি মালিক।

পোষ্ট ওয়ার ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সুরপতি মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ৫৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কল-যন্ত্রাদির ব্যবসা।

সাদার্ণ ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—ফুতিগোদা পোষ্ট, সাউথ বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগণা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। জমি অথবা অন্যান্য প্রকার সম্পত্তি ক্রয়, উন্নয়ন ও বিক্রয়ের ব্যবসা।

ম্যানেজমেণ্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অরুণকুমার চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০০/১, ভূপেন্দ্র বসু এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা।

উলওয়ার্থস্ (মালয়) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সি ই রিচার্ড ওয়েবার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বাকিংহাম এণ্ড কার্ণাটিক কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬।০ আনা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **স্বদেশী কটন মিলস কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬০৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **আলবিয়ন জুট মিলস কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **সোসাইটি জেনারেল ইণ্ডাষ্ট্রীয়েলিভি চন্দননগর (সোসাইটি এনোনিমি)**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

নববর্ষের দিনপঞ্জী

আমরা ১৮৫-১ বি, বৌবাজার ষ্ট্রীট এবং ১৯৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড কলিকাতাস্থ ব্রডওয়ে পাবলিসিটি অব ইণ্ডিয়ার (জেনারেল এড্‌ভারটাইজিং এজেন্সি) এবং ভূতনাথ গড়াই-এর নিকট হইতে নববর্ষের ২টী সুদৃশ্য দিন-পঞ্জী উপহার পাইয়াছি।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৯শে মার্চ্চ—আলোচ্য সপ্তাহেও বোম্বাই-এর টাকার বাজারে বেশ একটু 'টানাটানি'-ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। চাহিদার তুলনায় টাকার যোগান কলিকাতা এবং বোম্বাই—উভয় স্থানেই এ সপ্তাহে কম ছিল। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে 'কল' টাকার লেনদেন হইয়াছিল তাহার সুদের হার কলিকাতা ও বোম্বাইতে অপরিবর্ত্তিতই ছিল—কলিকাতায় সুদের হার ছিল শতকরা ॥০ ও বোম্বাই-এ শতকরা ।০ আনা। বাজারের এই 'টানাটানি' প্রধানতঃ অধিক পরিমাণে কোম্পানীর কাগজের বেচাকেনা হইতেই ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অনুমান করা হইতেছে যে, আগামী ৩১শে মার্চ্চে বাজারের 'টানাটানি' আরও বাড়িবে। ৩১শে মার্চ্চ হইল ব্যাঙ্কসমূহের বাণ্মাসিক ছুটী। এই 'টানাটানি'র আশঙ্কা করিয়াই খুব সম্ভব আগামী সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হয় নাই বলিয়া মনে হয়। স্থায়ী আমানতের সুদের হারেও কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের প্রাপ্ত টেণ্ডারের পরিমাণে আবার অবনতি ঘটিয়াছে। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকার কম টেণ্ডার পাওয়া যায়। গড়পড়তা বার্ষিক সুদের হারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। গত ২৬শে মার্চ্চ মঙ্গলবার ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়, মোট ২ কোটী ৪ লক্ষ টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৸৵০ আনা এবং তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় টেণ্ডারই গৃহীত হইয়াছে। নিম্ন-মূল্যের টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ১ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকার টেণ্ডার গৃহীত হয়। গৃহীত টেণ্ডারের সুদের হার বার্ষিক শতকরা ॥০ আনা ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারীর বিলের কোন টেণ্ডার আহ্বান করা হয় নাই।

গত ২২শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অনুকূলে মোট ৮ কোটী ৫৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে বিশেষ কাজকারবার হয় নাই—'রপ্তানী' ও 'রেমিট্যান্স' বিভাগেও সেরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নাই। বিনিময় বাট্টার হারেও কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বাট্টার হার নিম্নে দেওয়া হইল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ	৫৬½ পেঃ
ঐ দর্শনী („ „)	„ „	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ	৬৬⅝ „
ডি এ চার মাস („)	„	৬১⅝ „
ডলার (প্রতি শত)	..	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১৫ই মার্চ্চের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২২০ কোটী ৮৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১,২১৯ কোটী ১৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। গত ১৫ই মার্চ্চ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৪ কোটী ৮৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ও ২৯৬ কোটী ৮৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৬ কোটী ৮৩ লক্ষ ৭০ হাজার ও ২৯৬ কোটী ১০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৯শে মার্চ্চ—আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার ও মঙ্গলবার কলিকাতার শেয়ার বাজারের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে ইস্পাত ও কাপড়ের মূল্যহ্রাসের সম্ভাবনা এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে 'ফিনান্স বিল' সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয় এবং উহার ফলে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ার-সমূহের দরেরও হ্রাস ঘটে। আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার ও মঙ্গলবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে যে অনিশ্চয়তা দেখা গিয়াছিল বুধবার তাহা প্রায় দূরীভূত হয় এবং ফলে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের কেনাবেচা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতে উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কেন্দ্রীয় পরিষদে ফিনান্স বিল পাশ হইয়া যাওয়ায় এবং 'ইস্পাতের মূল্য হ্রাস ঘটিলেও শেয়ার বাজারের উপর উহার তেমন প্রতিক্রিয়া হইবে না'—কলিকাতার শেয়ার বাজারে এইরূপ মনোভাব অভিব্যক্ত হওয়াই উহার প্রধানতম কারণ। বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকল এবং কয়লা-খনি শেয়ারসমূহের দরে উল্লেখ-যোগ্য উন্নতি দেখা যায়। অদ্য শুক্রবারও ইঞ্জিনিয়ার, চটকল এবং কয়লা-খনি শেয়ারসমূহের দরে বৃহস্পতিবার অপেক্ষাও আরও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। পারস্য পরিস্থিতি সম্পর্কে নূতন কোন সমস্যার উদ্ভব না হইলে আগামী সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারের বিভিন্ন শেয়ারসমূহের দরের উন্নতি অব্যাহতই থাকিবে আশা করা যায়।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও মূল্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০২৸০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছিল। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০০।০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৭০-৭৫) গত সপ্তাহের ১০০॥০ আনা হইতে ১০১৵০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকল শেয়ারসমূহের দরের উঠা-নামা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আলোচ্য

অক্ষয় কুমার লাহা
ষ্টেডিয়াম মার্কা সিমেন্ট কলার
বা ডীক্ষ্ণ ক্ষ
কলেরখানার ক্ষ
নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

বেঙ্গল কমার্শিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচার‍্যাল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
৫, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শাখাসমূহ
আলমবাজার, মাণিকতলা, বড়বাজার, বরানগর, খড়দহ, শিলিগুড়ি ও গোণ্ডিয়া (সি, পি) রায়পুর (সি, পি) মান্দ্‌লা (সি, পি)
পোস্তা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ ইউ, সি, সরকার

সপ্তাহে হাওড়া ১২৬।০ আনা হইতে ১২৯৸০ আনা, রিলায়েন্স ১০৭॥০ আনা হইতে ১১২॥০ আনা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৬৭৪৲ টাকা, মেঘনা ২৬০৲ টাকা, ন্যাশনাল ৪২।০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে তেমন কোন উন্নতি পরিস্ফুট না হইলেও বৃহস্পতিবার এই বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের দরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। বোখারো এণ্ড রামগড় ১১৩৲ টাকা, বরাকর ৪৭৸০ আনা হইতে ৪৯।০ আনা, সাউথ করণপুরা ৩৯৸০ আনা হইতে ৪১॥৵০ আনা, বেঙ্গল ৮৫০৲ টাকা, চুরুলিয়া ১৪৵০ আনা হইতে ১৪৸৵০ আনা, নিউ মানভূম ৬৩৸০ আনা, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ১৩৲ টাকা এবং সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ১৫।০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দরের উঠা-নামাও কলিকাতার বাজারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৫৬।০ আনা হইতে ৫৮৵০ আনা, ষ্টীল করপোরেশন ৫১৲ টাকা হইতে ৫৩।০ আনা, ব্রেইতওয়েইট ১৭।০ আনা, ইণ্ডিয়ান গ্যাল-ভেনাইজিং ৫৯৲ টাকা, ডেভেলপ এণ্ড কোং ৩২॥০ আনা, কুমারধুবী ১৩৲ টাকা এবং মার্শালস্ ৯৸৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা গেলেও বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার এই বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের বিকি-কিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কানপুর টেক্সটাইলস্ ১৬।৵০ আনা, এলগিন ৮৩৸০ আনা, মুইর মিলস্ ৬৪৫৲ টাকা, কেশোরাম ২৭।০ আনা হইতে ৩০৲ টাকা এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ৩৮।৵০ আনা হইতে ৩৮৸৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকি-কিনি হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের তেমন কাজকর্ম্ম হয় নাই। বীরপাড়া ৪৭৩৲ টাকা, পত্রকোলা ১৫০০৲ টাকা, তেজপুর ২৮॥০ আনা, হাতীক্ষিরা ৩৫৲ টাকা, বিশ্বনাথ ৫১৲ টাকা এবং সেপয় ২৯৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn., CALCUTTA.

Phone : Cal. 3436

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে মার্চ্চ—খাদ্য বরাদ্দ হ্রাসের প্রতিবাদে গত সপ্তাহে কলিকাতায় পাটের কল এলাকায় যে ধর্ম্মঘট সুরু হইয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা আরও ছড়াইয়া পড়ে। উপরন্তু কয়লার যোগান না থাকায় আরও কয়েকটী কল কাজ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হয়। ধর্ম্মঘটের ফলে প্রায় ২৪ হাজার তাঁত বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

এই সব অনিশ্চয়তার জন্য কলগুলি আলোচ্য সপ্তাহে সেরূপ কাজ-কারবার করে নাই এবং বেচাকেনাও বেশী হয় নাই।

মফঃস্বল হইতে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, পাট বুনানীর কাজ মোটামুটি ভালই চলিতেছে। ইহার ফলে নিউ ক্রপের দর সামান্য 'নরম' হয়।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য-চুক্তি বাতিল করিয়া দিবার নোটীশ দেওয়ার ফলে বাজার আবার কিছুটা 'গরম' হইয়া উঠে।

আলোচ্য সপ্তাহে পাকা গাঁইটের বাজারে কাজকারবার আরও কমিয়া গিয়াছে। ফলে দর সামান্য পরিমাণে নামিয়া যায়। রপ্তানীকারকরা বৃটেন, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের সহিত সামান্য কাজ কারবার করিয়াছে। বর্ত্তমানে বাজারে ফার্ষ্ট পাটের দর প্রতি গাঁইট ৮৪৲।৮৩৲ টাকা, মিল ফার্ষ্ট (রপ্তানীর জন্য) ৮৯৲ টাকা, লাইটনিংস্ ৭৮৲।৮০৲ টাকা, ঢাকা তোষা ১০৫৲ টাকা, ব্লু এল তোষা ৯৬৲ টাকা এবং এল স্পেশ্যাল লাইট-নিংস্ ৮৭৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আউটপোর্ট ডেইজী ২।৩এর দর ছিল ৭২॥০ আনা, হার্টসের ৭১৲ টাকা। ৮৫৲ টাকা দরে ডাণ্ডি ডেইজীর কেনা-বেচা হইয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে সেরূপ কাজকারবার হয় নাই। তবে ওল্ড ক্রপ সর্ব্বোচ্চ দরে কেনাবেচা হইয়াছে। বুনানী ভাল হওয়ার খবর আসায় নিউক্রপ আগের সপ্তাহের তুলনায় ।০ আনা কম দরেই পাওয়া যাইতেছিল। নিউক্রপ ডিষ্ট্রিক্টের আরও ।০ আনা কমিয়া যাওয়া একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে বিশেষ কাজ কার-বার হয় নাই। চটের খরিদ্দার বাজারে যথেষ্টই ছিল কিন্তু বিক্রেতা পাওয়া যায় নাই। আবার 'হেভি গুডস্'-এর বাজারে কর্ণস্যাক ও কিউব্যান হেভি কীম'-এর চাহিদা ভালই ছিল বটে কিন্তু যোগান সেরূপ দেখা যায় নাই। তবে বন্ধের মুখে হেভি গুডসের বাজারে একটা তেজীভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। অক্টোবর/ডিসেম্বর নাইন ও ইলেভেন পোর্টার সর্ব্বোচ্চ দরে বেচাকেনা হইয়াছে। বাজারে খরিদ্দারের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। জুলাই/সেপ্টেম্বর 'বি' টুইল ৬৫৸০ আনা, লিভারপুল ৭৫।০ আনা, কর্ণস্যাক ৬৭৸০ আনা ও হেভিকীম ৬৭॥০ আনা এবং অক্টোবর/ডিসেম্বর 'বি' টুইল ৬৫৸০ আনা, লিভারপুল ৭৪৸০ আনা, কর্ণস্যাক ৬৬৸০ আনা ও হেভিকীম ৬৬৸০ আনা দরে বেচাকেনা হইয়াছে। মফঃস্বলের বাজারে আমদানী না থাকায় দর চড়াই ছিল। সময়োপযোগী বৃষ্টি হওয়ায় বুনানীর কাজ ভালই চলিতেছে এবং নদীর জলের অবস্থাও এখন পর্য্যন্ত স্বাভাবিকই আছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৯শে মার্চ্চ—গত সপ্তাহের তুল-নায়ও আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। সোনার চাহিদা বৃদ্ধিই উহার প্রধানতম কারণ। এতদ্ব্যতীত, টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে লাভান্বেষিগণ প্রচুর পরিমাণ সোনা মজুদ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদর্শন করার দরুণও আলোচ্য সপ্তাহে সোনার মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই প্রতি ভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ দর ৯৭৲ টাকা। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে উহা ছিল যথাক্রমে ৯৪।৵০ আনা ও ৯৬৲ টাকা। কলিকাতার বাজারে প্রতি খণ্ড গিনি আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময় ৬৫৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা—সোনার দরের তেজীভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। চাহিদার তুলনায় রূপার স্বল্পতাই উহার প্রধানতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দাঁড়াইতেছে যথাক্রমে ১৫৮৲ টাকা ও ১৫৯৲ টাকা। গত সপ্তাহে উহা ছিল যথাক্রমে ১৫২৲ টাকা ও ১৫৩॥০ আনা।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া

লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৯৭ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ
৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর

চলতি বীমার পরিমাণ
১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর

দাবী শোধ
৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চীফ এজেন্টস্

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২২শে মার্চ	২৫শে মার্চ	২৬শে মার্চ	২৭শে মার্চ	২৮শে মার্চ	২৯শে মার্চ
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৯৪।/০	৯৬/০	৯৬/০	৯৬/০	৯৬॥/০	৯৭॥/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৯৬৲	৯৫৵০	৯৭৲	৯৬॥০	৯৬৸০	৯৬৸০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৫১৸০	১৫৫৲	১৫৬৲	১৫৭॥০	১৫৭॥০	১৫৮৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	১৫৬॥০	১৫৭৲	১৫৬॥০	১৫৮।০	১৫৯৲
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৬৪৲	৬৫৲	৬৫৲	৬৫৲	৬৫৲	৬৫॥০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	—	—	—	—	—
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—		—	—			—
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	১০০॥০	১০২/০-১০২৲	১০২/০-১০১॥৵০	১০০।/০	—	১০২৸৶০-১০২৸৵০
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০২।৶১০	—	—	১০২।/০-১০১৸৵	১০২৸০-১০২৶০	১০১৸০
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	১০০৸৶০	—	১০১/০	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—	—	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	—	—	—	—
৫৲ টাকা সুদেব ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—			—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫৭।০-৫৬৸০	৫৭।৶০-৫৬৸/০	৫৭৸০-৫৭৲	৫৭।-৫৬॥০	৫৭৸/০-৫৬॥৶০	৫৮॥৵০-৫৮৲
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৫১৸৵০-৫১।০	৫২।০-৫১॥০	৫২॥/০-৫১॥৶০	৫২।০-৫১॥০	৫৩৲-৫১৸৶০	৫৩৸৵০-৫৩/০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১৩৵০-১২৸/০	১৩৵০-১২৸/০	১৩৵০-১৩৲	১৩৲-১২৸/০	১৩৲-১২॥৶০	১৩৵০-১৩৲
ব্রেইতওয়েইট ...	১৭।/০	১৭।০-১৭/০	১৭।০-১৭/০	১৭৶০-১৭৲	১৭।০-১৭৲	১৭।৵০
জেসপ ...	৩২॥০	৩২।৵০-৩২।০	৩২।৵০-৩২৶০	৩২৲-৩১৸৶০	৩২।৶০-৩২৵০	৩৩৲-৩২॥৵০
মার্শালস ...	৯॥৶০-৯।০	৯৸৵০-৯॥/০	৯৸০-৯॥৶০	৯॥৶০-৯।৵০	৯৸/০-৯॥০	৯৸৵০-৯॥৵০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	—	১২৸০	১২৸/০-১২॥০	—	১২৸০-১২॥০	১২৸০-১২॥০
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৬৸০-৬॥/০	৬৸/০-৬॥/০	৬৸৵০-৬॥৵০	৬॥৶০-৬॥০	৬৸০-৬॥৵০	৬॥৶০-৬॥৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৫৵০-৪৸৵০	৫।৶০-৫৵০	৫॥০-৫।০	৫।৵০-৫।০	৫।৵০-৫।০	৫॥০-৫।/০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫৬॥০	—	—	১৫৬॥০	১৫৫৲	১৫৬৲-১৫৫।৵০
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	১০২৲-১০০৲	১০১৲-১০০৲	১০১৲-১০০।০	১০১৲-১০০॥০	১০১।০-১০০॥০	১০১॥০-১০১৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৬॥৵০-১৬॥০	—	—	—	—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪৸/০-১৪৸০	—	১৪॥৵০-১৪॥/০	১৪॥৵০	১৪॥৵০-১৪॥০	১৪॥৵০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫৵০	১৫৵০	১৫৵০	১৫৲	১৫।০-১৫৲	১৫৲
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	১০॥০-১০।০
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৫৪৲-৫৩৸০	—	৫৪॥০-৫৪।০	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৮৶০-৪৮/০	৪৮।৵০-৪৮/০	৪৮॥৵০-৪৮।০	৪৭॥৵০	৪৯/০-৪৭৸০	৪৯॥০-৪৯৶০
তালচের ,, ,, ...	—	১১৸৵০	১২।০	১২৶০	—	—
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	—	—	—	—	—	—
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৭৮৲-৭৬৸০	৭৮॥০-৭৭৸০	৭৯৲-৭৮৸৵০	৭৭৸০-৭৭॥০	৮২৲-৭৯॥০	৮৩৸০-৮২॥০
সাউথ করণপুরা ,, ...	—	৪০৸০-৪০৵০	৪০॥৵০	৪০॥০-৪০৵০	৪১॥৵০-৪০৸৵০	৪২৸০-৪১।৶০
ভুলনবরারি ...	—	—	—	৩০৸০	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	৫৪৲-৫৩৸০	৫৪॥০	—	৫৬৲-৫৫॥০	—
নিউ চুরুলিয়া ...	—	—	—	—	১৪।০-১৪৵০	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	৪৪॥০	৪৪৲	৪৪।৵০	৪৪।০	৪৪৸০

ওরিয়েণ্টাল শেয়ার এক্সচেঞ্জ
লিমিটেড
হেড অফিস :—১৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—Kanoarb ফোন : Cal 1359
সকলপ্রকার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
আংশিক ডিপোজিটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিয়া লাভবান হউন
স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।
নিজস্ব কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।
পোদ্দার এণ্ড কোং
ম্যানেজিং এজেণ্টস

জাতীয় ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স
লিঃ
হেড অফিস : ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৫৩৮০

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২২শে মার্চ্চ	২৫শে মার্চ্চ	২৬শে মার্চ্চ	২৭শে মার্চ্চ	২৮শে মার্চ্চ	২৯শে মার্চ্চ
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮৸/০-৮।০	৮॥৶০-৮॥/০	৮৸৶০-৮॥৶০	৮॥৶০-৮।৶০	৮৸/০-৮॥/০	৯৶০-৮৸৶০
বেনারস ...	—	১৩।০-১৩৶০	১৩৸০-১৩৶০	১৩৲-১২।৶০	—	—
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৬।৶০-১৬।/০	১৬।০-১৬৲	১৬॥৶০-১৬৶০	১৬।০-১৬৶০	১৬।/০-১৬৶০	১৬॥০-১৬।৶০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	৮৩॥০-৮৩৲	৮৩৸০	৮৪॥০-৮৩৲	৮২॥০	৮৩॥৶০-৮২॥০	৮৪।০-৮৩৲
কেশোরাম ...	২৬॥৶০-২৬৶০	৩০৲-২৬৸০	২৯।৶০-২৭৸৶০	২৮॥০-২৭॥৶০	২৮৸০-২৮৶০	২৯৲-২৮৸০
বঙ্গশ্রী ...	১৫॥০	১৫॥/০-১৫॥০	১৫॥০	১৪॥০	১৪॥০	১৫।৶০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৮৶০	৮৶০-৮৶০	৮।০	৮৶০	৮৶০	৮।০-৭॥৶০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	৩০৪৲-৩০৩৲	৩০৫৲-৩০২৲	৩১০৲-৩০০৲	৩০৪৲	৩০৩৲-৩০০৲	৩১০৲-৩০৯৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	—	২৮৲-২৬।০	২৭॥০	২৬৸৶০	২৭৲	২৭৸৶০
টিটাগড ...	৬০৸/০-৫৯॥৶০	৬০॥০-৫৯৸০	৬০৸/০-৫৯৶০	৫৯।৶০-৫৮।/০	৫৯৸৶০-৫৯।০	৬০৸০-৫৯৸০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৪৬২৲-৪৬১৲	৪৬৪৲-৪৬১৲	৪৭১৲-৪৬৭৲	—	৪৭২৲-৪৭০৲	৪৭৮৲-৪৭৪৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৬৭৪৲-৬৬৮৲	৬৭৪৲-৬৬৯৲	৬৭৮৲-৬৭২৲	৬৭৩৲-৬৬৬৲	৬৭৩৲	৬৮৪৲-৬৮১৲
কামারহাটি " " " ...	—	৯৬৫৲-৯৬৪৲	৯৭৬৲-৯৭৫৲	৯৬১৲	৯৮৩৲-৯৭৫৲	৯৯২৲-৯৮৫৲
নদীয়া " " " ...	১৯১॥০-১৮৮৲	১৯১৲-১৮৮৲	১৯১৲-১৯০৲	১৯০৲-১৮৮৲	১৯০৲-১৮৯৲	১৯৪৲-১৯১॥০
প্রেসিডেন্সী " " " ...	১৫৸৶০	১৫।৶০-১৫।০	১৬৲-১৫॥৶০	১৫৸/০-১৫॥৶০	১৬৲-১৫৸০	১৬।৶০-১৬৶০
রিলায়েন্স " " " ...	১০৬॥৶০-১০৬॥০	—	১০৮৲-১০৭॥০	১১২॥০-১০৭৸০	১১১৸০-১১০৲	১১২॥০-১১১॥০
কাঁকনাড়া " " " ...	৮২৮৲-৮২০৲	৮২৮৲-৮২২৲	৮২৮৲	৮৩০৲-৮১৯৲	৮৩৩৲-৮২৮৲	৮৪৬৲-৮৩৭৲
হাওড়া " " " ...	১২৭।৶০-১২৬৶০	১২৭॥০-১২৬॥০	১২৭৸৶০-১২৬॥০	১২৯৸০-১২৬।০	১৩০৲-১২৮।০	১৩০॥০-১২৯॥০
ডালহৌসী " " " ...	৪৮০৲	৪৭১৲-৪৬৮৲	৪৮০৲	—	৪৮০৲-৪৭২৲	৪৮২॥০
বজবজ " " " ...	৭১০৲	—	—	—	৭২০৲-৭১৮৲	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " " ...	৪০৫৲	৪১৭৲-৪১৪৲	৪২৫৲	৪১৪৲	৪২৫৲	৪৩২৲-৪২৫৲
এলায়েন্স " " " ...	—	৯৩৫৲	৯৩৯৲-৯৩৫৲	—	—	৯৬২৲-৯৬০৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৫।৶০-১৫।৶০	১৫।০	১৫।৶০-১৫৶০	—	—	—
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪৫।০-৪৫৶০	—	৪৫৲-৪৪৸।৶০	৪৫৲-৪৪।০	৪৬৲-৪৪৸।৶০	৪৬।/০-৪৬/০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩৮॥/০-৩৮।৶০	৩৮॥৶০-৩৮।৶০	৩৯।০-৩৮।০	৩৯।০-৩৮।৶০	৩৯॥৶০-৩৯৶০	৪০॥৶০-৩৯৸৶০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " " ...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী " " " ...	—	—	৫৫৲	—	—	৫৬৲-৫৫৲
লেবং এণ্ড সিনারেল ...	—	—	—	—	—	—
তেজপুর " " " ...	২৯৲	—	—	২৮॥০-২৮৲	—	—
বিশ্বনাথ " " " ...	—	—	৫১৲-৫০৲	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৭॥/০-১৭।/০	১৭৸০-১৭॥/০	—	১৭॥০	১৭৸/০-১৭৸০	—
বি আই কর্পোরেশন ...	১০৸৶০-১০॥৶০	১০॥৶০-১০।৶০	১০৸৶০-১০॥৶০	১০॥/০-১০।/০	১০॥৶০-১০॥/০	১০৸/০-১০॥৶০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	—	১৯৯৲-১৯৫৲	১৯৮৲-১৯৪৲	১৯৭৲-১৯৫৲	১৯৭৲-১৯৪৲	১৯৭৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৭।০	১৭॥০-১৬৸০	১৭॥৶০-১৭।৶০	১৭॥০-১৭।০	—	১৭॥৶০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২৯৬৲-২৯২॥০	৩০৮৲-২৯৫৲	৩১৫৲-৩০৯৲	৩১৫৲-৩০৭৲	৩১৮৲-৩১১॥০	৩২১॥০-৩১৮৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " " ...	—	২৫।/০-২৪৸০	২৫/০	—	—	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	১৮৶০	১৮৲-১৬৸৶০	১৭৸০-১৭॥০	১৭॥৶০-১৭।০	১৭॥৶০-১৭।৶০	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	১০॥৶০	১১৲	—	১০৸০	—
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	—	১০/১০-১০/০	—	—	—	১০৲

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)
হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার,	দীঘিরপাড়,	পাটনা সিটি,
বেলেঘাটা,	লাহেরিয়াসরাই,	ভিজিয়ানাগ্রাম
শ্যামবাজার,	ভাগলপুর,	বোলাঙ্গীর,
আরামবাগ,	নাথনগর,	কাটাবঞ্জী
চাঁপাডাঙ্গা,	দ্বারভাঙ্গা,	(পাটনা ষ্টেট),
মিরকাদিম,	রায়পুর,	নাগপুর,
নারায়ণগঞ্জ,	পাটনা,	সম্বলপুর।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট
ফোন—বি, বি, ৯৮৭

অনুমোদিত মূলধন	...	...	২৫,০০,০০০৲
বিক্রয়ার্থ মূলধন	...	...	১৫,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	...	...	৭,৭৩,২৭৭৲

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পাটনাসিটি, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা — ফোন : কলিঃ ৪৭১৯
স্থাপিত :—১৯১০ ইং — গ্রাম :—'MOHABANK'
সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ (প্রায়)	১৫,০০,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী তহবিল (প্রায়)	১,৫০,০০,০০০৲ টাকা

আমানত রাখিবার সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।

অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা সুপরিচালিত। দেশের সর্ব্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে। সুষ্ঠু পরিচালনা এবং কর্ম্মতৎপরতার দরুণ সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : জি সি পাল, বি-এল; এম-এল-এ

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।
কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা প্রাপ্ত।
আমাদের
"পেন্‌সন্ সার্টিফিকেটে"
৫,০০০৲ টাকা জমা দিলে
১০,০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।
পত্র লিখিলেই বিস্তারিত জানান হয়।
বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ২১টি শাখা দ্বারা জাতির সেবায় নিযুক্ত
অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ড পাইয়াছেন।

১৯৪২ সনে	শতকরা	৫৲
১৯৪৩ সনে	,,	৫৲
১৯৪৪ সনে	,,	৭॥০

আর, রায়,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

LOTUS brand OILS

The name you can trust.

LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৭৫,০০০৲, উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,৫০,০০০৲

শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ

এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত
মোহিনী মিলস্ লিঃ
এই মিলের
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল	২নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)	বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. No. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 8th April, 1946, সোমবার, ২৫শে চৈত্র, ১৩৫২ [৪৭শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সাময়িক প্রসঙ্গ

বৃটন উডস্ চুক্তি ও তাহার গলদ

ফেডারেশন চেম্বারের বার্ষিক সভায় উহার বিদায়ী সভাপতি স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিনি বৃটন উডস্ চুক্তি সম্পর্কেও সময়োচিত আলোচনা করিয়াছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী যে আন্তর্জ্জাতিক ধনভাণ্ডার গঠিত হইয়াছে তাঁহার মতে ভারতের পক্ষে উহাতে যোগদান করা সমুচিতই হইয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বৃটেন উডস্ পরিকল্পনায় কয়েকটী গলদ দেখাইয়া ভারতের মত অনুন্নত পরাধীন দেশের কয়েকটী অসুবিধার কথা উল্লেখ করিতেও তিনি ত্রুটী করেন নাই। ঐ পরিকল্পনায় সর্ত্ত করা হইয়াছে—আন্তর্জ্জাতিক ধনভাণ্ডারের সদস্য শ্রেণীভুক্ত কোন দেশ লোকের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করিতে গিয়া আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে ও অন্যান্য জাতির পক্ষে ক্ষতিকর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে না। এক দেশের ব্যাপক শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা যাহাতে অন্য দেশের লোকদের কর্ম্মহীনতার কারণ হইয়া না দাঁড়ায় সে বিষয় সকলকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ প্রসারিত করিবার জন্য ঐ চুক্তিতে সদস্য শ্রেণীভুক্ত দেশগুলিকে তাহাদের শিল্প সংরক্ষণ নীতি যথাসম্ভব শিথিল করিতে বলা হইয়াছে। স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কার মতে এই দুইটি সর্ত্তের ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থের নিদারুণ পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা আছে। শিল্পোন্নতির দিক দিয়া ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে অনেক দেশের তুলনায় খুবই পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। জাতীয় সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিবার জন্য ও লোকের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করিবার জন্য এখন হইতে সেই পশ্চাৎপদ অবস্থা কাটাইয়া উঠিবার সুসঙ্কল্পিত চেষ্টা ভারতকে সুরু করিতেই হইবে। শিল্পোন্নত দেশগুলির বিরাট প্রতিযোগিতার সমক্ষে উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়া এদেশে শিল্পের প্রসার সম্ভবপর নহে। সেজন্য রক্ষণ শুল্কের সুযোগ ভারতকে পরিপূর্ণভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের শিল্পোন্নতি গড়িয়া উঠিলে এদেশে বাহির হইতে বেশী মাত্রায় শিল্পদ্রব্য আমদানীর প্রয়োজন থাকিবে না। কাজেই কোন কোন দেশের রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া সেই সব দেশে লোকের কর্ম্মহীনতা বৃদ্ধির কারণ দাঁড়াইতে পারে। ঐ ধরণের অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া চলিতে হইলে ভারতের প্রকৃত জাতীয় উন্নতি গড়িয়া তোলা যাইবে না। কাজেই আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের নামে ও শিল্পোন্নত দেশসমূহে লোকের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বৃটন উডস্ চুক্তিতে বিভিন্ন দেশের সংরক্ষণ নীতি ও বিভিন্ন দেশের শিল্প প্রসার নীতিকে দমিত করিয়া রাখিবার যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে ভারতবর্ষ তাহা মানিয়া নিতে পারে না।

বৃটন উডস চুক্তি সম্পর্কে স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কার মত অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর এই মন্তব্য আমরা খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। ভারত, চীন ও অন্যান্য অনুন্নত দেশে বেশী পরিমাণে শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়া কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশ তাহাদের বিপুল জাতীয় ঐশ্বর্য্য গড়িয়া তুলিয়াছে। সেই ঐশ্বর্য্যের বনিয়াদ বরাবরের জন্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যেই ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধুরন্ধর নেতারা কারসাজি করিয়া বৃটন উডস্ চুক্তিতে অনুন্নত দেশের শিল্পোন্নতি প্রতিরোধ সম্পর্কে কতকগুলি সর্ত্ত জুড়িয়া দিয়াছেন। ভারতের মত অধঃপতিত দেশের পক্ষে এইসব সর্ত্ত মানিয়া লওয়া তাহার পশ্চাৎপদ অবস্থাকে কায়েম করিয়া রাখারই সামিল হইবে। এইসব অনিষ্টকর বিধান উঠাইয়া লওয়ার জন্য জগতের অনুন্নত দেশগুলির পক্ষ হইতে অচিরে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাবী জানানো প্রয়োজন।

চিনির বরাদ্দ হ্রাস

বাঙ্গলা সরকার ৮ই এপ্রিল হইতে বরাদ্দ চিনির পরিমাণ হ্রাস করিয়াছেন। সপ্তাহে মাথাপিছু এক পোয়া চিনির স্থলে এখন হইতে তিন ছটাক চিনি পাওয়া যাইবে। ভারত সরকার বাঙ্গলার প্রাপ্য চিনির পরিমাণ কমাইয়া

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১১৮৭-৯৫
ভারতে মৃত্যুকর প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব	১১৯৬-৯৭
ধনতন্ত্রবাদ ও শ্রমিক সমস্যায় মহাত্মা গান্ধী	১১৯৮
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১১৯৯-১২০১
খেয়ালীর খাতা	১২০২-০৩
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১২০৪-০৮
কোম্পানী প্রসঙ্গ	১২০৯
বাজারের হালচাল	১২১০-১৪

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি: "রেণবো" কলিকাতা।
ফোন: পি কে—২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দেওয়াতেই বাঙ্গলা সরকার এই ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, চিনির উৎপাদন কমিয়াছে, কাজেই তাঁহারা নাচার। মোটের উপর যুদ্ধোত্তর ভারতে যাঁহারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন গবর্ণমেণ্টের রূঢ় আঘাতে তাঁহাদের স্বপ্ন টুটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। সামরিক প্রয়োজনের অবসান হইয়াছে; মালগাড়ীর অভাবও বহুল পরিমাণে মিটিয়াছে, কিন্তু কোন জিনিষেরই অভাব দূর হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের সময় বহু জিনিষের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু সামরিক প্রয়োজনের এবং মাল আদান-প্রদানের অসুবিধা থাকায় জিনিষ মিলিত না। যুদ্ধোত্তর যুগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদন একটী বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে ইহাই অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা "উল্টা বুঝিলি রাম" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অদ্ভুত অবস্থার অবসান কবে হইবে?

সুপারির উপর উৎপাদন শুল্ক

ভারত সরকার গত ১৯৪৪-৪৫ সাল হইতে সুপারির উপর পাউণ্ডে দুই আনা হারে উৎপাদন শুল্ক আদায় করিয়া আসিয়াছেন। পান, সুপারি ও তামাক এদেশে দরিদ্র জনসাধারণের সামান্য বিলাস দ্রব্য বলিয়া সুপরিচিত। উহাদের উপর কর বসাইয়া গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করিয়াছেন। এই শ্রেণীর ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়া সম্পর্কে ক্রমাগত দাবী-দাওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা তাহা বাতিল করিতেছেন না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের সম্মিলিত দাবী এড়াইতে না পারিয়া ভারত সরকারের অর্থসচিব সম্প্রতি সুপারির উপর উৎপাদন শুল্ক অর্দ্ধেক কমাইয়া পাউণ্ডে এক আনা হারে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অর্থসচিব কিছুতেই সুপারির উপর ট্যাক্স একেবারে ছাড়িতেছেন না বটে, কিন্তু জনসাধারণের প্রতি অবিচারের কথা ছাড়িয়া দিলেও সরকারী ট্যাক্স হিসাবে উহার উপযোগিতা ও সার্থকতা আমরা আজ আর কোন দিক দিয়াই দেখিতেছি না। কোন শিল্পের উপর উৎপাদন শুল্ক বসাইতে গেলে উহার প্রতিক্রিয়ায় সেই শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত। তাহা ছাড়া এইরূপ শুল্ক দ্বারা উপযুক্ত আয়ের সংস্থান হইবে কি না, তাহাও বিশেষভাবে বিবেচ্য। এই দুই দিক হইতে বিশ্লেষণ করিলে সুপারির উপর উৎপাদন শুল্ক দ্বারা লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী করিয়া ঘটিয়াছে বলা চলে। প্রাক্তন অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান বরাদ্দ করিয়াছিলেন, সুপারির উপর পাউণ্ডে দুই আনা হারে শুল্ক বসাইবার ফলে ২ কোটি টাকার মত আয় হইবে। কিন্তু ১৯৪৪-৪৫ সালে উহা দ্বারা আয় হইয়াছে মাত্র ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। শুল্কের হার অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়ায় ঐ বাবৎ আয় ১৯৪৬-৪৭ সালে ৬০।৬৫ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। এইরূপ কম আয়ের জন্য সুপারির মত দরিদ্র জনসাধারণের ব্যবহার্য্য একটি জিনিষের উপর কর নির্দ্ধারিত রাখার কোন অর্থ হয় না। সুপারির উপর উৎপাদন শুল্ক দ্বারা বিশেষ কিছু আয়ের সংস্থান না হইলেও এই কর দেশে সুপারির উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে একটা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। যুদ্ধের পরে সুপারির দাম নামিয়া আসার সঙ্গে উহার যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে লোকের অবহেলা ভাল করিয়াই প্রকাশ পাইতেছে। উৎপাদন শুল্ক নির্দ্ধারিত রাখিয়া এইভাবে দেশীয় শিল্পের ক্ষতি ঘটানো খুবই অনুচিত। সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা অচিরে এই শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দেওয়ার জন্যই গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইতেছি।

ভারতের বস্ত্র-সমস্যা

কাপড়ের সমস্যার অনেক আলোচনা এবং অনেক আন্দোলন হইলেও তাহার কোন সমাধান আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে মিলমালিক সমিতির সভায় স্যার বিঠল চন্দ্রভারকর যে হিসাব দিয়াছিলেন তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে, কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য, ১৯৪৫ সালে ধর্ম্মঘট, হরতাল ইত্যাদির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল—ইহাও তিনি দেখাইয়াছিলেন। মোটের উপর স্যার চন্দ্রভারকরের বক্তৃতায় আমরা অদূরভবিষ্যতে বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হইতে পারে এমন একটা আশার রেশ পাইয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাজ থ্যাকারসে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে সে আশা অন্তর্হিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত থ্যাকারসে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৯৪৫ সালে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে ৪৬৮ কোটি ৭০ লক্ষ গজ কাপড় এবং ১৬২ কোটি ৫০ লক্ষ গজ সূতা প্রস্তুত হইয়াছিল। ধর্ম্মঘট, হরতাল প্রভৃতির জন্য ১৯৪৫ সালে ৭ কোটী ৮০ লক্ষ গজ কাপড় এবং ২ কোটী ৪০ লক্ষ গজ সূতা কম প্রস্তুত হইয়াছে।

১৯৪৫ সালে প্রায় ৩৮ কোটী ৭০ লক্ষ গজ কাপড়, ১ কোটী ৩০ লক্ষ গজ সূতা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। সৈন্যবিভাগের জন্য এই বৎসর ৪১ কোটী ৭০ লক্ষ গজ কাপড় এবং ২ কোটী ৫০ লক্ষ গজ সূতা সরবরাহ করিতে হইয়াছে। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য এই বৎসর নিট কাপড়ের পরিমাণ ছিল ৩৮৮ কোটী ৩০ লক্ষ গজ। ১৯৪৫ সালে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নিট কাপড়ের পরিমাণ ছিল ৩৭৯ কোটী ৪০ লক্ষ গজ। অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে কাপড়ের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার ফলে ৪০ কোটী লোক ধরিলে মাথা পিছু কাপড়ের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি বৎসর ১৪ গজ করিয়া। ১৯৪৬ সালে যদি অনুরূপভাবে কাপড়ের উৎপাদন চলিতে থাকে তাহা হইলে সামরিক ও অন্যান্য চাহিদা আরও হ্রাস পাওয়ায় মাথাপিছু কাপড়ের পরিমাণ ১৫ গজের কাছাকাছি দাঁড়াইতে পারে। যুদ্ধের পূর্ব্বে লোকে বৎসরে মাথাপিছু প্রায় ১৬ গজ কাপড় ব্যবহার করিত। শ্রীযুক্ত থ্যাকারসের হিসাব মত ১৯৪৬ সালেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই। শ্রীযুক্ত থ্যাকারসে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে, "বর্ত্তমানে বস্ত্রের আর মূল্যহ্রাসের কোন সম্ভাবনা নাই।" এক কথায় বস্ত্রসঙ্কট আপাততঃ চলিতেই থাকিবে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের দুর্দ্দশা দেখিয়াও নির্ব্বিকার রহিয়াছেন। মিলমালিকদের যন্ত্রপাতি আনার সুবিধা দিয়া এবং নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার উন্নতি-বিধান করিয়া কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে তাঁহারা আদৌ নজর দিতেছেন না।

ভারতের আবাদযোগ্য পতিত জমি

ভারতে জমির আয়তন ৫১ কোটি ২০ লক্ষ একর। উহার মধ্যে ২১ কোটি ৪০ লক্ষ একরে বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ হইয়া থাকে। ৯ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমি চাষাবাদের জন্য ব্যবহার করা চলিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানে উহা সেভাবে ব্যবহার করা হয় না। এই বিস্তর পরিমাণ জমি কেন আবাদ করা হইতেছে না উপযুক্ত জরীপ কার্য্য দ্বারা তৎসম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। ভারত সরকার এতদিন সেরূপ কোন জরীপ কার্য্যের ব্যবস্থা করেন নাই। খাদ্যসঙ্কটের ক্রমিক জটিলতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা সম্প্রতি যুক্ত-প্রদেশের খেরী জিলায় এক নমুনামূলক জরীপকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। উহার ফলে প্রকৃত তথ্য অনেক পরিমাণে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। খেরী জিলায় মোট জমির পরিমাণ ১৬ লক্ষ ২ হাজার একর। উহার মধ্যে ৯ লক্ষ ৩ হাজার একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষ হইয়া থাকে। ৫ লক্ষ ২২ হাজার একর জমি এতদিন Cultivable waste বা আবাদযোগ্য পতিত জমি হিসাবে গণ্য হইয়া আসিয়াছে। নমুনামূলক জরীপকার্য্যের ফলে এই জমি অনাবাদী থাকিবার অনেকগুলি কারণ প্রকাশ পাইয়াছে। খেরী জিলায় মোট ৫ লক্ষ ২২ হাজার একর আবাদযোগ্য পতিত জমির মধ্যে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার একর জমির কতকাংশ আগাছা ও বনে জঙ্গলে আবৃত, কতকাংশ হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত, কতকাংশ ম্যালেরিয়ায় প্রপীড়িত, কতকাংশ প্রায় প্রতিবৎসরেই বন্যার জলে বিধৌত হইয়া থাকে, কতকাংশের প্রাকৃতিক সংস্থান খুবই অসমতল। ফলে এই সমস্ত চাষাবাদের আমলে আসে না। বাকী ২ লক্ষ ৪৭ হাজার একর আবাদযোগ্য জমির মধ্যে ৩৮ হাজার একরে আম্রবন ও ১ লক্ষ ৩৭ হাজার একরে নানা শ্রেণীর বন্য বৃক্ষ রহিয়াছে। ৩৭ হাজার ৮০৫ একর জমিদারী স্বত্বের আমলে 'কাঠের বাগান' Timber Forests হিসাবে সংরক্ষিত। ২৪ হাজার ৫০০ একর গোচারণ ভূমি ও ২ হাজার ৬০০ একর শস্য মাড়াইবার খোলা অঞ্চল হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জরীপ কার্য্যের ফলে খেরী জিলায় জমি অনাবাদী থাকিবার যেসব কারণ ধরা পড়িয়াছে ভারতের অন্য অনেক অঞ্চলেও আবাদযোগ্য জমি পতিত থাকিবার উহাই কারণ। আগাছা ও বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, ম্যালেরিয়া ও হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া, বন্যাবিধৌত অঞ্চলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি রোধ করিয়া, তাহা ছাড়া জমির প্রয়োজনীয় জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া, ঐ সব অকর্ষিত পতিত জমির অনেকটাই চাষাবাদের আমলে আনা যাইতে পারে।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলি: ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

কুইনাইনের কেলেঙ্কারী

কুইনাইনের উপযুক্ত যোগানের অভাবে সাধারণ সময়েই বাঙ্গলাদেশে লক্ষ লক্ষ লোককে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে হইত। যুদ্ধের সময়ে দেশে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় ঐ দিক দিয়া লোকের দুঃখ-গ্লানি কয়েকগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এই জাতীয় দুর্য্যোগ প্রতিরোধ করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে কুইনাইনের উৎপাদন বাড়ানো ও সর্ব্বত্র তাহা সুবণ্টনের ব্যবস্থা করাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত ছিল। কিন্তু কুইনাইনের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা দূরের কথা বিদেশী কোম্পানীর স্বার্থের খাতিরে এদেশে কুইনাইনের নামে তাহাদের উদ্ভাবিত নানা অনুকল্প পদার্থ চালাইতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট অবস্থাকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁহাদের গত ৩০শে মার্চ্চের সংখ্যায় এ বিষয়ে কতকগুলি তথ্য-বিবরণ উপস্থিত করিয়া বাঙ্গলা সরকারের সে গাফিলতি ও কারসাজি সমস্তই বে-ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিতেছেন —যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়া যাওয়ায় কুইনাইনের চাহিদাও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময় কতকগুলি বৃটিশ ও মার্কিন রাসায়নিক কোম্পানী কুইনাইনের অনুকল্প হিসাবে এদেশে কুইনোক্রীন ও মেফাক্রীন যোগাইতে আরম্ভ করে। এই শ্রেণীর ঔষধের কার্য্যকরিতা সম্বন্ধে বহু চিকিৎসকের মনে যথেষ্ট দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকিলেও এবং শরীরের উপর উহাদের প্রতিক্রিয়া কোন কোন দিক দিয়া ক্ষতিকর হওয়ার আশঙ্কা থাকিলেও বাঙ্গলা সরকার বিদেশী কোম্পানীসমূহের লাভের খাতিরে এপ্রদেশে ঐ শ্রেণীর ঔষধই বেশী করিয়া চালাইতে থাকেন। তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন, বাঙ্গলায় কুইনাইনের উৎপাদন যেরূপ কম তাহাতে উহার পরিবর্ত্তে বিদেশী কুইনোক্রীন, মেফাক্রীন প্রভৃতি চালানো ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় কুইনাইনের উৎপাদন সম্পর্কে বর্ত্তমানে যে তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের ঐ অজুহাত অনেকটা মনগড়া যুক্তি বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। মংপোতে সিঙ্কোনা উৎপাদনের যে সরকারী বাগিচা রহিয়াছে তথাকার সিঙ্কোনা হইতে বৎসরে ১ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড করিয়া কুইনাইন তৈয়ার করা সম্ভবপর। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এপ্রদেশের জন্য সে ভাবে বেশী কুইনাইন প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন নাই। অধিক কি, সরকারী কারখানায় যে কুইনাইন কার্য্যতঃ তৈয়ার হইয়াছিল বিদেশী অনুকল্প পদার্থের কাট্‌তি বৃদ্ধির দুরভিসন্ধি নিয়া সেই কুইনাইনও তাঁহারা নিয়মিতভাবে বিক্রয় ও বণ্টনের ব্যবস্থা করেন নাই। ১৯৪৫-৪৬ সালে মংপোর কারখানায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ সালে উহার মধ্যে মাত্র ৪০ হাজার পাউণ্ড দেশের লোকদের ভিতর বণ্টনের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। বাকী ৭৫ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ঐ কারখানাতেই মজুত করিয়া রাখা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পূর্ব্বেকার উৎপন্ন কুইনাইনের মধ্যেও ৪০ হাজার পাউণ্ড তাঁহাদের কলিকাতার ডিপোতে অবিক্রীত অবস্থায় মজুত রাখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত বিবরণ সত্য হইলে তাহা বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে খুবই কেলেঙ্কারীর কথা। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মতে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত একজন রোগীকে সুস্থ করিয়া তুলিতে ২৫ গ্রেন কুইনাইন দরকার। সে হিসাবে ১ পাউণ্ড কুইনাইন দ্বারা ২৫০ জন রোগীকে আরোগ্য করা চলে। বাঙ্গলা সরকারের হাতে যে কুইনাইন মজুত আছে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দ্বারা তিন কোটি রোগীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইতে পারে। অথচ দেশে অসংখ্য লোক ম্যালেরিয়ায় ক্রমাগত ভুগিতে থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গলা সরকার উপযুক্ত পরিমাণে সে কুইনাইন বিক্রয় ও বণ্টনের ব্যবস্থা করিতেছেন না। অনুপযুক্ত বিদেশী ঔষধ দিয়া ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের একটা প্রহসনই শুধু তাঁহারা অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন। সরকারী কারখানা সম্প্রসারণ করিয়া বেশীমাত্রায় কুইনাইন তৈয়ারের ব্যবস্থা করা হইলে এই অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর দিক দিয়া এ প্রদেশ বরাবরের জন্য স্বাবলম্বী হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার বিদেশী ঔষধের কাট্‌তি বাড়াইয়া পরদেশী বণিকদের লাভের ব্যবসা গড়িয়া তুলিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া এ প্রদেশে কুইনাইনের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। বাঙ্গলা সরকারের এই নির্লজ্জ কারসাজি ও আত্মঘাতী নীতির নিন্দা করিবার মত ভাষা নাই।

বস্ত্র-শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা

ভারতের বস্ত্রশিল্প যে ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছে তাহা বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত কাপড়ের কলগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৬ শত ১৭ হইতে ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪ শত ৬৭ হইয়াছে অর্থাৎ শতকরা ২৬'৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমগ্র টেক্‌সটাইল শিল্পে (কার্পাস, পশম, পাট ইত্যাদি) শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৪ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ ১৪ হাজার ২৮ হইতে ১১ লক্ষ ৪২ হাজার ৪ শত ৬৭ হইয়াছে অর্থাৎ শতকরা ১২'৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাট কলগুলিতে ১৯৩৮ সালের তুলনায় শ্রমিক সংখ্যা শতকরা ৫'২ ভাগ বৃদ্ধি পাইলেও (অর্থাৎ ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ১ শত ৫২ হইতে ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৬ শত ২৪ হইলেও) ক্রমে উহা হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৪৪ সালে পাটকলগুলির শ্রমিক সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬ শত ৬৩ হয় অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের তুলনায় শ্রমিকদের সংখ্যা শত করা ২'২ ভাগ হ্রাস পায়।

বস্ত্রশিল্পের অবস্থা ভাল—ইহার আর একটী প্রমাণ হইতেছে বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধতা কাজের স্থায়িত্ব আছে বলিয়াই বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা এই স্থায়ী ও শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিয়াছে। ১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ হইতে ৭৫ হয় এবং সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯,১৫৩ হইতে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯ শত ৩১ হয়। ১৯৩০-৩১ সালে যেখানে বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিক সংখ্যার শতকরা মাত্র ৮'৭ জন ইউনিয়নের সভ্য ছিল, সেখানে ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট শ্রমিক সংখ্যার শতকরা ১৮'৩ জন রেজিষ্টার্ড ইউনিয়নের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়।

টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা টেলিফোন : ক্যাল ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত—১৯২৬)

হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত " ১২,৫০,০০০৲ "
বিক্রীত " ১২,৫০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন ও
রিজার্ভ—১২,০০,০০০৲ টাকার উপর
কোম্পানীর কাগজ
ও নগদ ৫৬,০০,০০০৲ " "
কার্য্যকরী মূলধন—১,৪০,০০,০০০৲ " "

—শাখাসমূহ—

খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালনা, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), রাজসাহী, নাটোর, নওগাঁ, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

PHARMACEUTICALS...

SALTS, TINCTURES, AQUAE, INJECTABLES AND DRUGS OF GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B P. C STANDARDS, manufactured in our well-equipped laboratories under the supervision of expert chemists

Only the best and select raw materials are used in manufacture, to ensure guaranteed standards.

We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential Oils and Laboratory Reagents.

ASK FOR PRICE LISTS

THE CALCUTTA CHEMICAL CO. LTD. CALCUTTA

বাঙ্গলায় আমন ধানের ফলন হ্রাস

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলায় আমন ধান্যের ফলন সম্পর্কে যে চূড়ান্ত সরকারী পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে সকলেই উদ্বেগবোধ করিবেন। বর্ত্তমান বৎসরে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৭ শত একর জমিতে আমন ধান্যের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে অর্থাৎ গত বৎসর ২ কোটি ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩ শত একর জমিতে (সংশোধিত হিসাব) আমন ধান্যের চাষ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে আমন ধান চাষের জমির পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৬.৪ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের কৃষিবিভাগের মতে প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য অনেক স্থানে ধান রোয়া বা বোনা সম্ভব না হওয়াতেই জমির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। জমির পরিমাণ হ্রাস পাইলেও বর্ত্তমান বৎসরে প্রতি একর জমিতে ধানের ফলন কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর প্রতি একর জমিতে স্বাভাবিক উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ ফলন হইয়াছিল। এবার প্রতি একর জমিতে স্বাভাবিক উৎপাদনের শতকরা ৮২ ভাগ ফলন হইয়াছে। কিন্তু জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় মোট ফসলের পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে প্রতি একর জমিতে স্বাভাবিক উৎপাদনের (প্রতি একর জমির স্বাভাবিক উৎপাদন ১২ মণ ১৬ সের চাউল ধরিলে) বর্ত্তমান বৎসরে ৭২ লক্ষ ৭২ হাজার ৭ শত টন (এক টন ২৭½ মণের সমান) চাউল হইয়াছে। গত বৎসর আমন ধান্যের চাউল হইয়াছিল ৭৫ লক্ষ ৭৯ হাজার ১ শত টন। ইহার অর্থ বর্ত্তমান বৎসরে আমন ধান্যের চাউল গত বৎসরের তুলনায় প্রায় ৮২ লক্ষ মণ কম হইয়াছে।

খাদ্য-সঙ্কট যখন ঘনাইয়া উঠিয়াছে তখন এই দুঃসংবাদে সকলেই বিচলিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত সরকারী হিসাব খুব নির্ভরযোগ্য নহে। আমন ধান্য আরও কম হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সতর্ক হইবার সময় আসিয়াছে। ফসল বাড়ানোর এবং খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয়-সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যদি জনসাধারণের সহযোগিতায় সুচিন্তিত নীতি নির্দ্ধারণ ও অনুসরণ না করেন তাহা হইলে বাঙ্গলায় আবার মহা মন্বন্তরের পুনরভিনয় হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। শীঘ্রই বাঙ্গলায় ৯৩ ধারার অবসান হইয়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইবে। কোন্ দলের মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইবে তাহা এখন বলা সম্ভব নয়, কিন্তু খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে কোন দলাদলির প্রশ্ন তোলার সার্থকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আগামী মন্ত্রিসভা যে দলের দ্বারাই গঠিত হউক না কেন খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে অপর সকল দলের সহযোগিতা কামনা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে। একমাত্র সকল দলের সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারাই বাঙ্গলায় খাদ্য-শস্যের ফলন বৃদ্ধি ও খাদ্য সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আগামী বৎসর আউশ ধান্য যাহাতে যথাসম্ভব বেশী হয় তজ্জন্য এখন হইতেই গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের তৎপর হওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য খাদ্যশস্যের ফলন বৃদ্ধির দিকেও নজর দিতে হইবে, নচেৎ খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করা দুষ্কর হইবে।

রুশিয়ায় রেশম-শিল্প

সোভিয়েট রুশিয়ায় রেশম উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে। রেশম ও অন্যান্য হাল্কা শিল্পের জন্য শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নের রুশ যুক্তরাষ্ট্রেই পাঁচ শতাধিক কোটি রুবল ব্যয় করা হইবে। ১৯৫০ সালের মধ্যে বৃহত্তম রেশমের কারখানাগুলি পুনর্গঠিত করিয়া পাঁচ শত কোটি গজ বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এছাড়া নূতন নূতন কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং ১৩টী বৃহৎ কৃত্রিম রেশমের কারখানাও স্থাপিত হইবে। আজারবাইজানই রুশিয়ার বৃহত্তম রেশম সরবরাহকারী অঞ্চল। আজারবাইজানের রেশম-শিল্প তিন শত বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। বর্ত্তমানে এই রেশম-শিল্পে অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আগে যেখানে দৈনিক ৩০ হইতে ৪০ পাউণ্ড রেশম-কীট পাওয়া যাইত এখন সেখানে দৈনিক ১১০ হইতে ১৫০ পাউণ্ড রেশম-কীট পাওয়া যায়। আলমান কলেক্টিভ ফার্ম্মে বৎসরে ১২ হইতে ২০ টন রেশম-কীট সৃষ্টি করা হয়। নূতন পরিকল্পনায় আজারবাইজানের সমস্ত কলেক্টিভ ফার্ম্মে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসানোর এবং তুঁত গাছের চাষবৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৫০ সালের মধ্যে আজারবাইজানে নূতন ১১২৫ একর জমিতে তুঁত গাছের বাগান চাষ করিয়া রেশম-কীট উৎপাদনের পরিমাণ অন্ততঃ পক্ষে আড়াই গুণ হইতে তিনগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। চাষীদের নিজ নিজ উদ্যানে এবং স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে রাস্তা ও খালের ধার দিয়া এবং স্কুল ও কলেজ-সমূহের উদ্যানে তুঁত গাছ লাগাইতে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। রেশম-কীটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রেশম-কীটের গুণানুসারে অধিক দাম দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যেমন, এক ঝুড়ি রেশম-কীটের ওজন যদি ৬৬ পাউণ্ড হইবে বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে উহার জন্য যে দাম দেওয়া হইবে ৬৬ পাউণ্ডের অধিক এবং ৮৮ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ওজন হইলে তাহার দ্বিগুণ দাম দেওয়া হইবে।

আমাদের বাঙ্গলা দেশের রেশম-শিল্পের উন্নতি-বিধানের জন্য গবর্ণমেণ্ট কি চেষ্টা করিতেছেন?

বাজারের সাথে যোগাযোগ বিভিন্ন ধরণের কাজ

১। স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
২। ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
৩। হুণ্ডী ও বিল ডিস-কাউণ্ট করা হয়।

আমাদের মধ্যস্থতায় বাজারের সংস্পর্শে আসুন

ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৮, লায়ন্স রেঞ্জ
কলিকাতা

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স
লিঃ
হেড অফিস: ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন: কলিঃ ৫৩৮০

ইষ্ট ইণ্ডিয়া
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ সুবিধা ও উদার সর্ত্তাবলী প্রাপ্ত হন।
কর্ম্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু কর্ম্মী এজেন্সি দ্বারা প্রচুর আয় করিতে পারেন। ম্যানেজারের নিকট আজই আবেদন করুন।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

কলিকাতায় উন্নততর জল সরবরাহের পরিকল্পনা

গত বৎসর বাঙ্গলা সরকার কলিকাতায় জল সরবরাহের উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য একটী বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। উক্ত কমিটি দুই কোটি টাকার একটী পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে তিন বৎসর লাগিবে এবং কাজ শেষ হইলে প্রতিদিন ১২ কোটি ২০ লক্ষ হইতে ১৩ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল সরবরাহ করা যাইবে। বর্ত্তমানে জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা আছে তাহা বিপজ্জনক ও অনিশ্চিত এবং উহার দ্বারা দৈনিক ৭ কোটি ২০ লক্ষ হইতে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ গ্যালনের বেশী পানীয় জল সরবরাহ করা যায় না। কলিকাতায় জনসংখ্যা ও বসতি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অদূরভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাইবে। এ অবস্থায় জল সরবরাহের অতি আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। পল্‌তা ও টালায় নূতন যন্ত্রপাতি খাটাইয়া ব্যবস্থার উন্নতি করার প্রস্তাব ছাড়াও উক্ত কমিটি ছয়টী আট ইঞ্চি ব্যাসের গভীর নলকূপ বসাইয়া বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত জলাধার হইতে দৈনিক দশ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল সরবরাহের সুপারিশ করিয়াছেন। উক্ত ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইলে ১৯৫১ সালে ঐরূপ আরও ছয়টী নলকূপ বসানো হইবে। এতদ্ব্যতীত মাণিকতলা অঞ্চলে স্বতন্ত্র জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। ময়লা জল সরবরাহ বৃদ্ধি ও জলের অপচয় নিবারণের জন্যও কমিটি কয়েকটী প্রস্তাব করিয়াছেন।

প্রথম বৎসরে প্রধানতঃ অপরিশ্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য ২৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। দ্বিতীয় বৎসরে পানীয় জল সরবরাহের উন্নতি বিধানে ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। তৃতীয় বৎসরে মাণিকতলা এলাকার জন্য পৃথক জল সরবরাহের ব্যবস্থা ধরিয়া ৪৮ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। মোটের উপর ২ কোটি টাকা খরচ হইবে বলিয়া ধরা যায়। আর্থিক দুর্গতি সত্ত্বেও কর্পোরেশন পরিকল্পনাটী গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্য হইবে কর্পোরেশনকে যথাসাধ্য সাহায্য করা।

শ্রমিক মঙ্গলের চেষ্টায় আপত্তি

যুদ্ধোত্তর ভারতে বিপুল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী—ইহা উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার বহু বিষয়ে পুরাতন ও জরাজীর্ণ নীতি ত্যাগ করিয়া প্রগতিশীল নীতি অনুসরণের চেষ্টা করিতেছেন। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হওয়ায় সনাতন নীতি বহাল রাখা সম্ভব হইবে না, ইহাও তাঁহারা বুঝিয়াছেন। শ্রমিকদের উন্নতিবিধানের জন্য নূতন নূতন আইন-কানুন প্রণয়ন করা এই নূতন উপলব্ধির একটা দিক মাত্র। মালিক শ্রেণীর অনেকে ইহা বুঝিয়া স্রোতের বিরুদ্ধে যাইবার চেষ্টা না করিলেও কেহ কেহ বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের মালিক সঙ্ঘের বিদায়ী সভাপতি মিঃ এইচ, এম, টাউন তাঁহার বক্তৃতায় শ্রমিকদের ছুটি সংক্রান্ত আইনের তীব্র সমালোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণ, স্বাস্থ্যবীমা ও সমাজবীমা প্রভৃতি শ্রমিকমঙ্গলসংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের বিরোধিতা করিয়াছেন। এই সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই, একথা অবশ্য মিঃ টাউন বলেন নাই! কিন্তু তাঁহার মতে ভারতীয় শিল্পগুলির বর্ত্তমান অবস্থায় এত চাপ দেওয়া সঙ্গত নয়।

মিঃ টাউনের যুক্তির কোন বাস্তব ভিত্তি আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ভারতীয় শিল্পসম্প্রসারণের পথে এখনও যে সকল বাধা আছে তাহা দূর করা হউক, ইহা সকলেই চাহে, কিন্তু ভারতীয় শিল্পগুলি শ্রমিক মঙ্গলের জন্য কয়েকটী আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলেই পঙ্গু হইয়া যাইবে—এমন কথা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। শ্রমিকদের কর্ম্মপটুতা বৃদ্ধির জন্য মালিকদেরই উদ্যোগী হইয়া এই সকল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে উৎসাহ দেওয়া উচিত। ভারতীয় শিল্পগুলির শৈশবাবস্থার অজুহাত দেওয়া বর্ত্তমানে হাস্যকর। ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইলে শ্রমিকদের উন্নতিবিধানের জন্য আরও ব্যাপক ও দূরপ্রসারী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, ইহাও মালিকদের স্মরণ রাখা উচিত। কোন কোন মালিক শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। সমগ্র দেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই গবর্ণমেণ্টকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং সমগ্র দেশে অধিকাংশ শিল্পেই শ্রমিকদের অবস্থা যে খুব সুখকর নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যাপক সরকারী বিধান ব্যতীত কোন দেশেই শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হয় নাই। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের সময় অধিকাংশ ভারতীয় শিল্পই প্রচুর মুনাফা করিয়াছেন। এই মুনাফা করিয়া সামান্য অংশ শ্রমিকদের মঙ্গলার্থ ব্যয়িত হইলে সমগ্র জাতিরই শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং মালিকদেরও লাভ ছাড়া লোকসান হইবার কোন কারণ নাই। শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে একদিকে তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে এবং আর একদিকে বিবিধ শিল্পও কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে সকলেই লাভবান হইবেন।

চীন-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক

চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের অন্যতম সেক্রেটারী মিঃ চেত্তুরের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি চীনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহারা যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা আশাপ্রদ।

চীনে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এখনও সম্পূর্ণরূপে মিটে নাই। কুওমিনটাং-কমিউনিস্ট বিরোধ দীর্ঘকালের। সহজেই তাহা মিটিয়া যাইবে এমন আশা কেহই করেন না। তথাপি উভয় পক্ষে যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে সকলেই অদূরভবিষ্যতে

গ্রাম—জনসম্পদ ফোন : ক্যাল ২৭৬৭

ব্যাঙ্ক অফ্ ক্যালকাটা লিঃ

বিলিকৃত মূলধন - - - - - - - - ১৪,০৮,৬২৫৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন - - - - - - - - ১৪,০০,০০০৲ „
আদায়ীকৃত মূলধন - - - - - - - - ১২,০০,০০০৲ „

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডঃ মুরারিমোহন চ্যাটার্জ্জী

নিরাপদ ও লাভজনক উপায়ে টাকা খাটাইতে হইলে আমাদের নিম্নলিখিত স্কীমে জমা রাখিয়া দুই প্রকারে লাভবান হউন—

নিম্নলিখিত বার্ষিক শতকরা সুদের হারে স্থায়ী আমানত গৃহীত হয়।
১ বৎসর ৫৲
২ „ ৫॥০
৩ „ ৬৲

ডবল বেনিফিট স্কীম

এই স্কীমে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট সুদ ছাড়াও উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের শতকরা ৫০৲ টাকা স্থায়ী আমানতকারিগণ পাইয়া থাকেন।

আমাদের সাপ্তাহিক শেয়ার মার্কেট রিভিউ-এর জন্য লিখুন।
সবিশেষ জানিবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স

টেলিগ্রাম : "Commersynd" | সিণ্ডিকেট, লিমিটেড ৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। | টেলিফোন : বি, বি, ৪৮৫৭

টি দে, এম-এ, এফ-আর-জি-এস, (লণ্ডন) সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর।
বি, এল, ব্যানার্জ্জি বি-এ, বি-এল ম্যানেজার।

C.S/10-U.P.S.

চীনের গৃহবিবাদ মিটিয়া যাইবে বলিয়াই মনে করিতেছেন। চীন বিশাল দেশ—শিল্পবাণিজ্য বিস্তারের বিরাট ক্ষেত্র সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। ঐক্যবদ্ধ চীনকে আর্থিক পুনর্গঠনের কার্য্যেই মনোযোগী হইতে হইবে। আর্থিক দিক হইতে সমৃদ্ধিশালী চীন ভারতকে সমৃদ্ধিশালী করিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই চীনের বাজারের প্রতি দৃষ্টি দিয়া ভারত সরকার সঙ্গত কাজই করিয়াছেন। মিঃ চেম্বুর বলিয়াছেন যে, এখনই চীনে ভারতের উদ্বৃত্ত মাল, বিশেষ করিয়া ছোট আঁশের তুলা এবং তামাক বিক্রয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ভারতের ছোট আঁশের তুলার সর্ব্বাপেক্ষা বড় খরিদ্দার জাপানের পতন হওয়ায় তুলা ব্যবসায়ী ও কৃষকরা উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। চীনে ছোট আঁশের তুলা বিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে জানিয়া তাঁহারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। অবশ্য, চীনে মার্কিন স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া চলা ভারত সরকার বা চীন গবর্ণমেণ্ট কাহারও পক্ষেই সম্ভব হইবে না। এক্ষেত্রে তুলা বিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে জানিয়া নিশ্চিন্ত না থাকিয়া চীন ও মার্কিন গবর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া চীন-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত।

বোম্বাই প্রদেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতবর্ষে যখন খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে তখন প্রত্যেক প্রদেশেরই খাদ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত, ইহা বলা বাহুল্য। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে এই প্রচেষ্টা কতটা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও এ সম্পর্কে উদাসীন থাকা যায় না। বোম্বাই প্রদেশের অবস্থা লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, গত ১০ বৎসরে (১৯৩১ হইতে ১৯৪১) বোম্বাই প্রদেশের লোক-সংখ্যা ৩০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু চাউল, গম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের উৎপাদন এই হারে বাড়ে নাই। জাওয়ার ও বজরা বোম্বাই প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে হয় বটে, কিন্তু এই সকল খাদ্য-শস্যের চাষ-আবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করে। অনাবৃষ্টি হইলে এই সকল ফসল নষ্ট হয় এবং যে সকল অঞ্চলে জাওয়ার ও বজরার চাষ হয় সেই সকল অঞ্চলে সেচের কোন ব্যবস্থা নাই এবং অনাবৃষ্টিও সেই সকল অঞ্চলে লাগিয়াই আছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনের স্বল্পতার জন্য বোম্বাই প্রদেশকে প্রতি বৎসরই প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টন খাদ্য শস্য আমদানী করিতে হয়। খাদ্য-শস্য সম্পর্কে বোম্বাই প্রদেশের পরনির্ভরতা দূর করার জন্য গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টার ফলে ১৯৪৪-৪৫ সালে খাদ্যশস্য চাষের জমির পরিমাণ ১৯৩৩-৩৪ হইতে ১৯৪২-৪৩ সাল এই দশ বৎসরের গড় জমির তুলনায় শতকরা ৯·৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রধানতঃ তুলা ও তামাক চাষের জমির পরিমাণ হ্রাসের দ্বারাই খাদ্যশস্য চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে কর্ষণযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ অনুমান প্রায় তিন লক্ষ একর হইবে। এই বিপুল পরিমাণ জমি চাষ-আবাদের দ্বারা এবং কৃষির উন্নতিবিধানের অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বোম্বাই প্রদেশকে খাদ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা আদৌ কঠিন নহে। বোম্বাইতে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের খাদ্য-সমস্যা সমাধানে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে ত্রুটি করিবেন না বলিয়াই আমরা আশা করি।

মেলবোর্ণ বন্দরের উন্নতির পরিকল্পনা

লোকসংখ্যা অল্প হইলেও শিল্পজগতে অষ্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির দিক হইতেও অষ্ট্রেলিয়া প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। সমাজমঙ্গলকর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দিক দিয়াও অষ্ট্রেলিয়া অতি আধুনিক রীতিনীতি অনুসরণ করিয়াছে। ক্রমবর্দ্ধমান সমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বন্দরকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত করার জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে ৪ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মেলবোর্ণ বন্দরের উন্নতি করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। পাঁচ বৎসরে এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে এবং এখনই ১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। এই টাকা ব্যয় করিয়া নূতন নূতন কপিকল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বসান হইবে, গুদাম, ডক, জেটি প্রভৃতির বিস্তার সাধন করা হইবে এবং অধিক-সংখ্যক জাহাজ যাহাতে বন্দরে থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। এতদ্ব্যতীত, যাত্রীদের জন্য বিশ্রাম-গৃহ ও অন্যান্য সুখ-সুবিধার সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থা করা হইবে। ডক শ্রমিকদের জন্য ভোজন-গৃহ, স্নানাগার, ধূমপানগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা হইবে।

খাদ্যশস্য ক্রয়ে সরকারী দুর্নীতি

আসামে ধান-চাউল সংগ্রহের সরকারী এজেণ্টদের দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য আসামের এ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ পরেশলাল সোম-এর সভাপতিত্বে একটী তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি উহার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যক্তি-গত লাভ ও দলীয় স্বার্থের খাতিরে মানুষকে কিরূপ নির্ম্মমভাবে বলি দেওয়া হইয়াছে তাহারই কলঙ্ক-জনক কাহিনীই প্রকাশিত হইয়াছে উক্ত তদন্ত বিবরণীতে। কমিটি বলিয়াছেন; কেবলমাত্র কম ওজন দিয়াই ১৯৪৪ সালে ধান-চাউল সংগ্রহের

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ২১২৫,৬৪৮৩

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান

—শাখাসমূহ—

আলিপুর দুয়ার	দিনাজপুর	বাঁকুড়া	লালমণিরহাট
আসানসোল	দুবরাজপুর	বালুর হাট	শ্যামবাজার
আজমগড়	নিউ মার্কেট	বেনারস	সাউথ কলিকাতা
এলাহাবাদ	নীলফামারী	ভাটপাড়া	সাহাজাদপুর
কাঁচরাপাড়া	নৈহাটী	রায়বেরিলী	সিরাজগঞ্জ
কুচবিহার	পাটনা	রংপুর	সিউড়ী
জলপাইগুড়ি	পাবনা	লক্ষ্ণৌ	সৈয়দপুর
জৌনপুর	বর্দ্ধমান	লাহিড়ী মোহনপুর	হিলি

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

সেক্রেটারী—মিঃ সুধেন্দুকুমার নিয়োগী ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, রায়।

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, মেদিনীপুর, পুরী, হাটখোলা বেনারস ও জলপাইগুড়িতে আমাদের শাখা খোলা হইয়াছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্‌ড্ এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন— ... ৫০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড— ১৩,৭১,০০০৲ টাকার উপর
আমানত— ... ... ২,৭৫,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন— ... ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকার উপর

পৃষ্ঠপোষক— মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্-আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

প্রধান অফিস—
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)
রেজিষ্টার্ড অফিস—
আখাউড়া (বি এ রেলওয়ে)
কলিকাতা অফিসসমূহ—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।

ব্যাপারে সরকারী এজেন্টদ্বয় শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার কৃষকদিগকে ঠকাইয়াছে পাঁচ লক্ষ টাকা। ৮২ তোলা এবং কোন কোন সময়ে ৮৪ এবং ৮৫ তোলা ওজনের সেরে শস্য ক্রয় করিয়া এই এজেন্টরা সেই শস্যই সরকারের নিকট বিক্রয় করিয়াছে ৮০ তোলা ওজনের সেরে। এজেন্টগণের কর্ম্মচারীরা শস্য ক্রয়ের সময়ে কম দাম দিয়াছে; ধান-চাউল রাখিবার স্থানের অভাব—এই অজুহাতে দাম কমাইবার চেষ্টা করিয়াছে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে অনেক ক্ষেত্রে রসিদ লওয়া হয় নাই। যাহাদের নিকট হইতে চাউল কিনা হইয়াছে তাহাদের নাম রেকর্ড করা হয় নাই; বিক্রেতাদিগকে দাম দেওয়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট হয়রাণী ও দেরী করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ উঠিয়া পড়িয়াছে। তদন্ত কমিটি বলিয়াছেন, আইন সভার সদস্যগণই, বিশেষ করিয়া তৎকালীন মন্ত্রিসভার সমর্থক সদস্যগণই সরকারী এজেন্ট, "সুরমা ভ্যালি কুড গ্রেণ সিণ্ডিকেট ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল এণ্ড আসাম কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট"এর অংশীদার। চুক্তির সর্ত্তাবলী সম্পর্কে রিপোর্টে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, সিণ্ডিকেটের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উক্ত সর্ত্তাবলী রচিত হইয়াছে, সরকারী স্বার্থ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। তাই কমিটি মনে করেন যে, আইন সভার সদস্যগণকে বিশ্বাস করিয়া ভুল করা হইয়াছে। অর্থাৎ জনসাধারণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় ভোট দিয়া যাঁহাদিগকে আইন সভায় পাঠাইয়াছিলেন তাঁহারাই জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন নিজেদের উদরপূর্ত্তির কদর্য্য মহোৎসবে!

তদন্ত কমিটির মতে সরকারী সরবরাহ বিভাগ এই ব্যাপারে অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অযোগ্যতা এবং অদূরদর্শিতা দেখাইয়াছেন। জনস্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারী কর্ম্মচারিগণ চুক্তি অনুযায়ী কাজ করেন নাই। যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী জনস্বার্থ রক্ষার গুরু দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিয়াছেন, অবিলম্বে তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করা ও সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপের জন্য তাঁহাদিগের বিচার করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। জনসাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়া যাঁহারা নিদারুণ সঙ্কটের দিনে নিছক রৌপ্য খণ্ডের লোভে জনসাধারণকে প্রতারণা করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে তৎপর হইয়া উঠেন, অবিলম্বে তাঁহাদিগকেও বিশেষভাবে গঠিত আদালতে আসামীরূপে খাড়া করিয়া তাঁহাদের বিচার সুরু করা দরকার। দোষ প্রমাণিত হইলে এই সব সমাজবিরোধী মুনাফাশিকারীদের কঠোরতম দণ্ড দেওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। তাহা হইলেই আসন্ন খাদ্য-সঙ্কটের দিনে অনুরূপ দুর্নীতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

বোম্বাইতে গৃহ-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

ভারতবর্ষে প্রধান প্রধান নগরী এবং সহরগুলিতে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকায় বসবাসের সমস্যা অতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। বোম্বাই নগরীর গৃহ-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও সুপারিশের জন্য যে প্যানেল বা কমিটি গঠিত হইয়াছিল সেই কমিটি অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সকল তথ্য হইতে বুঝা যায় বোম্বাইয়ের ন্যায় বৃহৎ নগরগুলিতে বসবাসের সমস্যা কিরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত কাঞ্জী দ্বারকাদাসই প্রথম প্রকাশ করেন যে, ১৯৩৯ সালে বোম্বাই নগরীতে একশত হইতে একশত কুড়ি বর্গগজ আয়তনের ২ লক্ষ ৪০ হাজার ঘর ভাড়া করিয়া ৮ লক্ষ নরনারী বাস করিত। বর্ত্তমানে এই ধরণের ভাড়া বাড়ীতে ১২ লক্ষ নরনারী-শিশু বাস করে। একটী ঘরে ১৩ জন পর্য্যন্ত লোক থাকিতেদেখা গিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাহ্নে বোম্বাই নগরীর জনসংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষ। ইহার মধ্যে ৮ লক্ষ লোকই এই প্রকার ভাড়া বাড়ীতে বাস করিত। শ্রীযুক্ত দ্বারকাদাস এই তথ্য প্রকাশ করার পর কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি বোম্বাইয়ের গৃহ-সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাহার ফলে গৃহ-সমস্যা-সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটি বোম্বাই নগরীর গৃহ-সমস্যা দূরীকরণের জন্য ১২০ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। কমিটি ৪ জনের একটী পরিবারের জন্য অন্ততঃপক্ষে আড়াই শত বর্গ ফুট আয়তনের কক্ষ নির্ম্মাণের সুপারিশ করিয়াছেন। একটী করিয়া ঘর ভাড়া দিবার মত ভাড়া বাড়ী বা বস্তিই বোম্বাইতে বেশী। কমিটি এই ধরণের বাড়ী করার বিরুদ্ধে সর্ব্বসম্মত রায় দিয়াছেন। কমিটির মতে বর্ত্তমান ভাড়া বাড়ী বা বস্তিগুলিকে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ বা পুনর্গঠিত করা যাইতে পারে এবং নব-নির্ম্মিত বা পুনর্গঠিত বাড়ীগুলিতে ছয় হইতে সাত লক্ষ লোকের জায়গা হইবে। বর্ত্তমানে বোম্বাইতে অনুমান কুড়ি লক্ষ লোক বাস করে। কমিটি বাকী ১৩।১৪ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪ লক্ষ লোককে নগরীর অভ্যন্তরে এবং অবশিষ্ট ৮ লক্ষ লোকের জন্য নগরীর উপকণ্ঠে বসবাসের ব্যবস্থা করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। নূতন কলকারখানা নগরীর মধ্যে না বসাইবার এবং পুরাতন কলকারখানাগুলি নগরীর উপকণ্ঠে স্থাপনে উৎসাহ দিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। নগরীর ভিতরে এবং নগরীর বাহিরে কি ধরণের ভাড়া বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং ন্যূনতম ও সর্ব্বোচ্চ ভাড়া কি ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে তাহাও কমিটির রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে।

আমরা কলিকাতা কর্পোরেশন, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এবং বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এই রিপোর্টের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। কলিকাতার গৃহ-সমস্যা বোম্বাইয়ের তুলনায় কিছুমাত্র কম নহে। ইহা লইয়া অনেক আন্দোলনও হইয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ কাজে কিছুই করা হয় নাই। মিঃ কেসী বাঙ্গলার গবর্ণর পদে আসীন থাকাকালীন বস্তিসমস্যা লইয়া খবরের কাগজে অনেক হৈচৈ করিয়াছিলেন এবং একটা আইনের খসড়াও নাকি প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু তাহার অধিক কিছুই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কলিকাতার গৃহ-সমস্যার সমাধানের প্রকৃত চেষ্টার কোন পরিচয় এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী, কর্পোরেশন এবং ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিলেই কলিকাতার গৃহ-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এ জন্য বোম্বাইয়ের ন্যায় এখানেও একটী গৃহ-সমস্যা সংক্রান্ত প্যানেল বা কমিটি গবর্ণমেণ্টের এখনই নিয়োগ করা উচিত।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা সিটী।
পে-অফিস ঃ মিরকাদিম।
জেনারেল ম্যানেজার ঃ
এ চ্যাটার্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি

ওরিয়েণ্টাল শেয়ার এক্সচেঞ্জ
লিমিটেড
হেড অফিস ঃ—১৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—Kanoarb ফোন : Cal 1359
সকলপ্রকার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
আংশিক ডিপোজিটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিয়া লাভবান হউন
স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।
নিজস্ব কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।
পোদ্দার এণ্ড কোং
ম্যানেজিং এজেণ্টস

(বাংলার যৌথ কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রারের নিকট এই প্রস্‌পেক্টাসের এক কপি দাখিল করা হইয়াছে।)

"অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে ছাড়া মূলধনের যে অংশ যথাযথভাবে ব্যয় করা যাইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন, মূলধনের সেই অংশ কতকগুলি সিকিউরিটিতে গচ্ছিত রাখিতে হইবে ; কেবলমাত্র এই সর্ত্তেই কেন্দ্রীয় সরকার এই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি (যে আদেশ অনুসারে উহা পাওয়া গিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ কপি কোম্পানীর হেড অফিসে জনসাধারণের দেখার জন্য রাখা হইয়াছে) দিয়াছেন। সিকিউরিটিতে লগ্নীকৃত টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার (কোন দেশীয় রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকিলে রাজপ্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া) বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, উক্ত টাকা তুলিয়া লইবার সময় হইয়াছে কিনা এবং এই সময়ে প্রচলিত যে কোন নিয়ন্ত্রণসূচক বিধি-ব্যবস্থার সহিত সমতা আছে এমন কোন উদ্দেশ্যেই টাকা তুলিয়া লওয়া হইতেছে কিনা এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে তবেই উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। একথা পরিষ্কার-ভাবে জানানো যাইতেছে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদর্থে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার আর্থিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা কোন বিবৃতির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।"

প্রসপেক্টাস

শ্রী অন্নপূর্ণা কটন মিলস লিমিটেড

(ভারতীয় কোম্পানী আইনানুসারে বৃটিশ ভারতে সমিতিবদ্ধ)

রেজিষ্টার্ড অফিস—২১৪, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন—বি, বি, ২৪৭১ টেলিগ্রাম—এক্সলারেট, কলিকাতা।

অনুমোদিত এবং বিক্রয়ার্থ মূলধন

প্রত্যেকটি ৫০৲ টাকা করিয়া 80,000 প্রেফারেন্স শেয়ার (শতকরা ৫৲ টাকা আয়করমুক্ত কিউমুলেটিভ রিডিমেবল)	২০,00,000৲ টাকা
প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা করিয়া ৩00,000 অর্ডিনারী শেয়ার	৩০,00,000৲ টাকা
	৫০,00,000৲ টাকা

এই সমস্ত শেয়ারের মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্টস, ডিরেক্টরবর্গ ও তাঁহাদের বন্ধুগণ ১১,১৬,৫৫০৲ টাকা মূল্যের ৮৬,৫২০ অর্ডিনারী শেয়ার ও ৫,০২৭ প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন এবং এই পর্য্যন্ত এই বাবদে ৪,১১,৬৩৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। বাকী ২১৩,৪৮০ অর্ডিনারী শেয়ার এবং ৩৪,৯৭৩ প্রেফারেন্স শেয়ার বর্ত্তমানে সমমূল্যে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত করা হইয়াছে। অর্ডিনারী শেয়ারের জন্য দরখাস্তের সঙ্গে শেয়ার প্রতি ৩৲ টাকা, বিলি হইবার পর শেয়ার প্রতি ২৲ টাকা এবং বাকী টাকা অন্যূন দুই মাসের ব্যবধানে সমান দুই কিস্তিতে দেয় ; প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য দরখাস্তের সঙ্গে শেয়ার প্রতি ২৫৲ টাকা এবং বিলি হইবার পর ২৫৲ টাকা দিতে হইবে। প্রেফারেন্স শেয়ারের মালিকগণ আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৫½ টাকা হারে কিউমুলেটিভ অগ্রগ্রাহ্য (preferential) লভ্যাংশ পাইবার অধিকারী হইবেন এবং এই সমস্ত প্রেফারেন্স শেয়ার তিন মাসের নোটিশ দিয়া আংশিক অথবা সমগ্রভাবে কোম্পানী পুনরায় ক্রয় করিতে পারিবেন ; কিন্তু কিছুতেই ১৯৫২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে এই সকল শেয়ার পুনরায় ক্রয়যোগ্য হইবে না। শেয়ার গুটাইয়া না লওয়া এবং মূলধন প্রত্যর্পিত না হওয়া পর্য্যন্তই প্রাপ্য বকেয়া লভ্যাংশ সম্বন্ধে তাঁহাদের অগ্রগ্রাহ্য অধিকার বহাল থাকিবে।

ডিরেক্টরবর্গ

১। **গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী**, চেয়ারম্যান, কুষ্টিয়া (নদীয়া) ; অংশীদার—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং ; ম্যানেজিং এজেন্টস—দি মোহিনী মিলস লিঃ ; ডিরেক্টর—দি মোহিনী মিলস্ লিঃ, দি নিউ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ, আদর্শ কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ, কুষ্টিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই লিঃ প্রভৃতি।

২। **এন সি চন্দ্র**, এম-এ, বি-এল, সলিসিটর, ২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; চেয়ারম্যান—মহালক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ, ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ; ডিরেক্টর—বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ প্রভৃতি।

৩। **সূর্য্যকুমার বসু**, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর—দি ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লিঃ ; ডিরেক্টর—আদর্শ কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ, দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, কেশবলাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট লিঃ প্রভৃতি।

৪। **এস সি রায়**, এম-এ, বি-এল, ১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ; জেনারেল ম্যানেজার এণ্ড ডিরেক্টর—আর্য্যস্থান ইনস্যুরেন্স কোং, লিঃ ; ডিরেক্টর—আদর্শ কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ, দি ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লিঃ, হুগলি রবসন, বার্ণেট এণ্ড কোং, (ইণ্ডিয়া) লিঃ প্রভৃতি।

৫। **রঘুনাথ দত্ত**, মার্চ্চেণ্ট, ৩৩/২, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ, জে এন পাল এণ্ড কোং, (পেপার) লিঃ, হুগলী ইঙ্ক কোং, লিঃ ; প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ ; ডিরেক্টর—বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ প্রভৃতি।

৬। **পদ্মলোচন মুখার্জ্জি** মার্চ্চেণ্ট, ৯৫, রায় এ সি ব্যানার্জ্জি বাহাদুর রোড, বালী, (হাওড়া) ; অংশীদার—ক্যালকাটা বাবার ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং প্রভৃতি।

৭। **এস পি মুখার্জ্জি**, এম এ, বি এল, মার্চ্চেণ্ট, ১৬, রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা ; ফাউণ্ডার, ডিরেক্টর ও ম্যানেজিং এজেন্ট—পাইওনিয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ ; ডিরেক্টর—চক্রবর্ত্তী মুখার্জ্জি এণ্ড কোং, লিঃ প্রভৃতি।

৮। **দেবীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী**, ২১৪, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ডিরেক্টর—চক্রবর্ত্তী মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ। অংশীদার—চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোম্পানী, চক্রবর্ত্তী ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং, ন্যাশনাল এজেন্সি, গিরিজা হোসিয়ারী, প্রভৃতি।

ব্যাঙ্কারস্

১। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
২। দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
৩। দি কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
৪। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ
৫। নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ
৬। নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

অডিটরস্

মেসার্স জি বসু এণ্ড কোং, ইনকরপোরেটেড একাউণ্টেণ্টস্, ৬, হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্

মেসার্স চক্রবর্ত্তী মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ২১৪, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সলিসিটরস্

মেসার্স জি সি চন্দ্র এণ্ড কোং, "টেম্পল চেম্বার", কলিকাতা।

উদ্দেশ্য

মেমোরেণ্ডাম অব্ এসোসিয়েশনে যে সকল উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে সেই সকল উদ্দেশ্য এবং বিশেষভাবে সকল শ্রেণীর কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনের (ডাইং, ব্লিচিং, মার্সিরাইজিং ও প্রিণ্টিং প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত যাবতীয় বস্ত্র সহ) উদ্দেশ্য নিয়া এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় আরও অধিকসংখ্যক কাপড়ের কলের প্রয়োজন রহিয়াছে। কার্পাস বস্ত্রশিল্প ভারতের সর্ব্বপ্রধান জাতীয় শিল্প। বস্ত্রের দিক দিয়া এদেশকে আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য এদেশে এই শিল্পের আরও প্রসারসাধন করা আবশ্যক।

বাঙ্গলাদেশে গেঞ্জির কলে ব্যবহৃত সূতা প্রায় সমস্তই বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। এই শ্রেণীর সূতা বিক্রয় করিয়া লাভের সুযোগও প্রচুর। কোম্পানীর পরিচালকগণ গেঞ্জিশিল্পের ব্যবহারযোগ্য সূতা প্রস্তুতে বিশেষভাবে মনোযোগী হইবেন।

শ্যামনগরে ১৩৫ বিঘা জমি ক্রয় সম্পর্কে কোম্পানী ইতিমধ্যেই চুক্তি করিয়াছেন। বাহির হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র ২৫ হাজার টাকু ও ৪০০ তাঁতের একটি কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। অভিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ লোকদের দ্বারা কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে। কতিপয় ডিরেক্টর বাঙ্গলার উন্নতিশীল কাপড়ের কলসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। বিশেষভাবে কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের সহিত মিঃ গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর ৩৫ বৎসরব্যাপী ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা এমনই সুবিদিত যে, তাহা বিশেষভাবে বর্ণনা করিতে যাওয়া অনাবশ্যক।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও তাঁহাদের পারিশ্রমিক

মেসার্স চক্রবর্ত্তী মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ কোম্পানীর প্রথম ম্যানেজিং এজেণ্টস। তাঁহারা কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশনের সময় হইতে ২০ বৎসর-কালের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। ম্যানেজিং এজেণ্টদের সম্বন্ধে কোম্পানীর সর্ত্তাবলী কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব্ এসোসিয়েশনের ১৩৩ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্পর্কিত চুক্তি-পত্র আর্টিকেলস্ অব্ এসোসিয়েশনের সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে। প্রথম প্রস্পেক্টাস ছাড়ার সময় হইতে কোম্পানী বস্ত্র তৈয়ারের কাজ সুরু না করা পর্য্যন্ত ম্যানেজিং এজেণ্টরা প্রতি মাসে ৫০০ টাকা হারে অফিস এলাউন্স পাইবেন। তৎপর এই এলাউন্স প্রতি মাসে ১ হাজার ৫০০ টাকা হইবে। তাহা ছাড়া উহারা কোম্পানীর নিট লাভের (১৯৩৬ সালে সংশোধিত ভারতীয় কোম্পানী আইনের ৮৭ (গ) ধারার ৩ নং উপধারা অনুযায়ী নির্ণীত) উপর শতকরা ৮ ভাগ হারে কমিশন পাইবেন। অর্ডিনারী শেয়ারের উপর প্রদেয় আয়করমুক্ত লভ্যাংশের হার শতকরা ৬ ভাগ কিংবা তাহার চেয়ে বেশী হইলে ঐ কমিশনের হার বাড়িয়া শতকরা ১২ ভাগ হইবে। ম্যানেজিং এজেণ্টরা কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে দুইজন সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবেন।

সর্ব্বনিম্ন শেয়ার

অর্ডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ার মিলাইয়া নিম্ন পক্ষে ৫ লক্ষ টাকার শেয়ারের আবেদন পাওয়ার পর ডিরেক্টরগণ শেয়ার বিলি আরম্ভ করিবেন।

ডিরেক্টরদের যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক

অন্যরূপ সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ডিরেক্টরগণ কোম্পানীর সভায় উপস্থিত থাকিলে প্রত্যেক সভার জন্য ২৫ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইবেন। কোম্পানীর জন্য কোন বিশেষ কাজে কোন ডিরেক্টর নিয়োজিত হইলে পরিচালক বোর্ড তজ্জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি নিজের নামে কিংবা অন্যের সহিত যুক্তভাবে অথবা কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর ট্রাষ্টি হিসাবে কোম্পানীর ২০০ অর্ডিনারী শেয়ার ক্রয় করিলে তিনি ডিরেক্টর হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন।

ডিরেক্টরদের স্বার্থ

মিঃ দেবীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এবং মিঃ শিবপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি এল ম্যানেজিং এজেন্সীর ডিরেক্টর ও সদস্য, আর এইভাবে তাঁহারা কোম্পানীর সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট আছেন। কোম্পানীর সলিসিটর ফার্ম্মের অংশীদার হিসাবে মিঃ এন সি চন্দ্র কোম্পানীর সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট। অংশীদার হিসাবে ছাড়া অন্য কোনভাবে আর কোন ডিরেক্টর কোম্পানীর সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট নহেন।

প্রাথমিক খরচপত্র

দালালী ও কমিশন বাদে কোম্পানীর প্রাথমিক খরচপত্র ৫০ হাজার টাকার বেশী হইবে না বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ভোটের ক্ষমতা

হস্ত উত্তোলন করিয়া ভোট দেওয়ার সময় প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিয়া একটি করিয়া ভোট প্রদান করিতে পারিবেন। পোল দাবী করা হইলে ব্যক্তিগতভাবে ও প্রক্সি বলে সভায় উপস্থিত অংশীদারগণ নিম্ন ব্যবস্থা অনুসারে ভোট দিবেন।

অর্ডিনারী শেয়ার

প্রতি ১০ টাকার শেয়ারে ১ ভোট, ৫০ টাকার শেয়ারে ২ ভোট, ১০০ টাকার শেয়ারে ৩ ভোট, ১০০ টাকার পর হইতে ১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রতি শত টাকার শেয়ারের জন্য ১ ভোট। ১ হাজার টাকার পর হইতে ১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ৫০০ শতের জন্য ১ ভোট। উল্লেখ থাকে যে, কোন ক্ষেত্রে কোন লোকই উর্দ্ধপক্ষে ২১০টির বেশী ভোটের অধিকারী হইবেন না।

প্রেফারেন্স শেয়ার

প্রতি ৫০ টাকা মূল্যের শেয়ারের জন্য ১ ভোট, প্রতি ৫০০ টাকার শেয়ারের জন্য ২ ভোট ও প্রতি ৫০০০ টাকার শেয়ারের জন্য ৩ ভোট। ৫ হাজার টাকার পর হইতে ১ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার পর্য্যন্ত প্রতি ৫ হাজার টাকার শেয়ারে ১ ভোট। উল্লেখ থাকে যে, প্রেফারেন্স শেয়ারের ক্ষেত্রে কোন লোকই ২২টির বেশী ভোট দিতে পারিবেন না।

কলের টাকা অনাদায়ী থাকিলে কোন অংশীদারই ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন না।

শেয়ার হস্তান্তরের অধিকার সংক্রান্ত বিধিনিষেধ

ডিরেক্টর বর্গ কোন প্রকার কারণ না দেখাইয়াই শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত রেজিষ্ট্রী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন। নাবালক অথবা বিকৃতচিত্ত ব্যক্তিগণের নিকট কোন প্রকার শেয়ার হস্তান্তর করা হইবে না।

প্রমোশন

প্রমোটারগণকে কোন প্রকার পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে না।

সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি

ম্যানেজিং এজেণ্টস এবং কোম্পানীর মধ্যে চুক্তির সর্ত্তাদি পূর্ব্বে বর্ণিত প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত হইয়াছে।

দলিলপত্রাদি

কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম এবং আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের কপিসমূহ এবং ম্যানেজিং এজেন্সির চুক্তিপত্র শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হইবার পর অফিস খোলা থাকার সময় কোম্পানীর রেজিষ্ট্রী অফিসে পরীক্ষা করা যাইবে।

শেয়ারের জন্য আবেদন

যথানির্দ্দিষ্ট ফরমে শেয়ারের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। প্রসপেক্টাসের সঙ্গে দরখাস্তের ফরম্ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রীকৃত অফিসে পাওয়া যাইবে। ম্যানেজিং এজেণ্টস্ অথবা শাখা সমেত কোম্পানীর ব্যাঙ্কারদের নিকট দরখাস্তের সঙ্গে দেয় অর্থ পাঠাইতে হইবে। শেয়ার বিলি সম্ভব না হইলে জমার টাকা সম্পূর্ণ ফেরৎ দেওয়া হইবে। যেক্ষেত্রে কোনরূপ শেয়ার বিলি করা হইবে না বা প্রার্থিত সংখ্যকের চেয়ে কমসংখ্যক শেয়ার বিলি করা হইবে, সেই ক্ষেত্রে জমার পূরা টাকা বা উদ্বৃত্ত টাকা (যে স্থলে যেরূপ হইবে) ফেরৎ দেওয়া হইবে।

কমিশন

কমিশনের পরিমাণ শেয়ারের লিখিত মূল্যের (Face Value) শতকরা ১০৲ টাকার অধিক হইবে না।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৯

হেড অফিস ঃ কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন—
১,০০,০০,০০০৲

বিলিকৃত মূলধন—
১২,৫০,০০০৲

আদায়ীকৃত মূলধন—
১০,২০,০০০৲

মোট কার্য্যকরী তহবিল—
২,০০,০০,০০০৲
টাকার অধিক

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, পাল

ভারতে মৃত্যুকর প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব

আধুনিক যুগে জগতের অনেক দেশেই মৃত্যুকর বা উত্তরাধিকার কর বিশেষ প্রচলন লাভ করিয়াছে। ট্যাক্স নির্দ্ধারণের ব্যাপারে সরকারী প্রয়োজন ও সামাজিক সুবিচার—এই দুই দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলাই নিয়ম। মৃত্যুকর দ্বারা সেই সামঞ্জস্য ভাল-ভাবেই রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রচুর ধনসম্পদ রাখিয়া কোন লোক পরলোক গমন করিলে সেই সম্পদ তাহার উত্তরাধিকারীদের অনার্জ্জিত আয়ের সামিল হইয়া দাঁড়ায়। উহা সমাজে ধনবৈষম্যের ক্ষেত্র প্রসারিত করে, লোকের ভিতর অর্থ ও সুখ-সম্ভোগের কৃত্রিম ব্যবধানকে অনুচিতভাবে বাড়াইয়া তোলে। গবর্ণমেণ্ট মৃত্যুকর বা উত্তরাধিকার কর দ্বারা এই শ্রেণীর অনার্জ্জিত আয়ের কতকাংশ টানিয়া লইলে তাহাতে একদিকে যেমন মোটা সরকারী আয়ের সংস্থান হয়, অপর দিকে তেমনই সামাজিক অসাম্য দূরীকরণের পথও প্রশস্ত হয়। মৃত্যুকর বাবদ আদায়ী সরকারী রাজস্ব প্রকৃত জাতিগঠনমূলক কাজে ব্যয়িত হইলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্ম্মসংস্থানের দিক দিয়া জনসাধারণ উন্নত জীবন-যাত্রার সুবিধা পায়। মৃত্যুকরের এই সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট বহু পূর্ব্ব হইতেই এই কর বলবৎ করিয়াছেন। উহার ফলে ধনী ও বিত্তশালী সম্প্রদায়ের সঞ্চিত আয়ের একটা অংশ তাঁহারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য পাইতেছেন।

কিন্তু অন্যান্য দেশে মৃত্যুকর একটা সাধারণ ট্যাক্স হিসাবে পরিগণিত হইলেও ভারতে এপর্য্যন্ত উহা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। অবশ্য ভারতে প্রবেট ও উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট প্রভৃতির উপর যে স্ট্যাম্প বা ফি নির্দ্ধারিত আছে তাহাও কতকটা উত্তরাধিকার ট্যাক্সের সামিল বলা চলে। কিন্তু এই শ্রেণীর ফি দ্বারা কোন বিশেষ সরকারী আয়ের সংস্থান হয় না। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি প্রায় সমস্তই ট্যাক্সের আওতার বাহিরে থাকিয়া যায়। ভারতের ট্যাক্সনীতি সম্পর্কে তদন্তের জন্য ১৯২৪ সালে যে টড হাণ্টার কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল এদেশে উত্তরাধিকার কর প্রবর্ত্তিত না থাকায় তাঁহারা উহা ট্যাক্সনীতির একটি বড় গলদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতে এই কর বসাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত ঐ কর সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

সরকারী রাজকোষের উপর যুদ্ধের চাপ ক্রমেই খুব মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবার ফলে ভারত সরকারের প্রাক্তন অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান ১৯৪৪ সালে এদেশে মৃত্যুকর প্রবর্ত্তন সম্পর্কে কার্য্যকরীভাবে বিচার-বিবেচনা আরম্ভ করেন। ১৯৪৪-৪৫ সালের সরকারী বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া তিনি মৃত্যুকর সম্পর্কে একটি বিল উপস্থিত করার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। কিন্তু ফেডারেল কোর্ট ভারত শাসন আইন অনুসারে মৃত্যুকর বসাইবার কোন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নাই বলিয়া সাব্যস্ত করায় স্যার জেরেমী তাঁহার সঙ্কল্প শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তাহার পর মৃত্যুকর স্থাপন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে যথোপযুক্ত ক্ষমতা দিয়া বৃটিশ পার্লামেণ্টে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের একটি সংশোধন প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, সেই সংশোধন আইনের বলে ভারত সরকারের বর্ত্তমান অর্থসচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতে মৃত্যুকর প্রবর্ত্তন সম্পর্কে একটি বিল (Estate Duty Bill) উপস্থিত করিয়াছেন।

এই বিলের আওতা হইতে কৃষিজাত সম্পত্তি একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কোন ব্যক্তি পরলোকগমন করিবার সময় ১ লক্ষ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের অন্ত যেসব সম্পত্তি রাখিয়া যাইবে এই বিলে তাহার উপর হইতে একটা কর আদায় করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সম্পত্তির মূল্য বেশী হইলে করের হারও গ্রেজুয়েটেড স্কেল অনুসারে বেশী হইবে। সম্পত্তির বিধিসঙ্গত উত্তরাধিকারী-দিগকে এই কর প্রদান করিতে হইবে। বাজার-দর অনুযায়ী মৃত্যুর পর লোকের সম্পত্তির মূল্য নির্ণীত হইবে; আর সেই অনুপাতেই তাহার উপর কর বসিবে। মৃত ব্যক্তির বীমা পলিসি বাবদ আদায়ী টাকা করধার্য্যযোগ্য সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। সম্পত্তির করধার্য্যযোগ্য মূল্য স্থির করিতে গিয়া মৃত ব্যক্তির দাহ-খরচ ও তাহার বকেয়া দেনা উহা হইতে বাদ দেওয়া হইবে। এই কর দ্বারা যে আয় হইবে, বিভিন্ন প্রাদেশিক সর-কারকে তাহা বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া অর্থসচিব ঘোষণা করিয়াছেন।

মৃত্যুকর বিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া অর্থসচিব জানাইয়াছেন, যুদ্ধের সময়ে নানাদিক দিয়া ট্যাক্সভার বাড়ানো সত্ত্বেও দেশের কয়েক শ্রেণীর লোক বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। এদেশে ধনবণ্টনের অসাম্য পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। যুদ্ধের সময়ে মুষ্টিমেয়ের হাতে অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চিত হওয়ার ফলে সেই অসাম্য এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। উপরোক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী মৃত্যুকর বলবৎ করিলে তাহা দ্বারা মুষ্টিমেয়ের সেই সঞ্চিত অর্থ কতকাংশে টানিয়া

বিশ্বভারতী কটন মিলস্ লিঃ

মিল ও রেজিষ্টার্ড অফিস—চাঁদপুর, ত্রিপুরা।

অবশিষ্ট ১০০৲ মূল্যের প্রেফারেন্স শেয়ার (৬৲ লভ্যাংশযুক্ত) ও ১০৲ মূল্যের অর্ডিনারী শেয়ার বিক্রয়ার্থ দেওয়া হইয়াছে।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ ও নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সকল অফিসেই শেয়ার পাওয়া যাইবে, সত্বর আবেদন করুন, শীঘ্রই শেয়ার বিক্রয় বন্ধ হইবে। মিলের বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে, মেশিনারী সংস্থাপন কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, শীঘ্রই সূতা ও বস্ত্র উৎপাদন কার্য্য আরম্ভ হইবে।

বাজার করা কি যে ঝক্‌মারি!

এমন কথা অনেকের মুখেই শুন্‌তে পাওয়া যায়। দোকান থেকে নানান রকমের ও নানান দামের জিনিষের ভেতর থেকে আপনাকে পছন্দ করে জিনিষ কিন্‌তে হ'লো। অনেক হয়রাণি হয়ে যখন জিনিষটি কিনে বাড়ী আসলেন তখন মন্তব্য হলো "কি ছাই-ই না হয়েছে। না আছে কোন রংয়ের পছন্দ, না আছে কিছু।" হুকুম হলো "যাও ফিরিয়ে দিয়ে এসো।" এমনই তো জিনিষ কিনতে প্রাণ বেড়িয়ে যায় তার ওপর আবার···কাজেই আপনি যে চটে গিয়ে এ রকম বলবেন, সেটা খুবই স্বাভাবিক।

সব চেয়ে ভাল হয় বাড়ী থেকে জিজ্ঞেস করে যাওয়া কোন্ কোম্পানীর জিনিষ আন্‌তে হবে। কাপড়-চোপড়ের বেলায় আপনাকে এটা জিজ্ঞেস না করলেও চল্‌বে—কেননা আপনি জানেন **ঢাকেশ্বরীর** কাপড় কেউ কখনও অপছন্দ করে না বা বদলাতেও বলে না।

ঢাকেশ্বরীর ধুতি, শাড়ী, লংক্লথ, সার্টিং প্রভৃতি এ দেশের বস্ত্র-শিল্পে এক নবতর যুগের প্রবর্ত্তন করেছে। যুদ্ধকালীন নানান রকম অসুবিধার ফলে মিলের কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে পারেন নি—কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে অচিরেই তাঁরা আবার আগেকার মতনই বস্ত্রাদি সরবরাহ করতে সমর্থ হবেন।

★

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

হেড অফিস :—নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীসূর্য্যকুমার বসু।

লওয়া সম্ভবপর হইবে। তাহাতে ধনবণ্টন সম্পর্কে অসামঞ্জস্য ও অব্যবস্থার কতকটা প্রতিকার হইবে। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় প্রদেশসমূহে যুদ্ধোত্তর উন্নতির পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার প্রয়োজনীয়তা আজ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। মৃত্যুকর বাবদ আয় প্রাদেশিক সরকারসমূহের ভিতর বণ্টন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ঐ প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারিবেন।

বিলের উপরোক্ত উদ্দেশ্য আমরা সর্ব্বথা সমর্থন-যোগ্য বলিয়াই মনে করি। এদেশে ধন-বণ্টনের অসাম্য হ্রাস করার জন্য এপর্য্যন্ত কোন সুপরিকল্পিত ট্যাক্সনীতি অনুসৃত হয় নাই। মৃত্যুকর বলবৎ করিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট উত্তরাধিকার সূত্রে অনার্জ্জিত আয় কতকাংশে টানিয়া লওয়ার সুব্যবস্থা করেন, তবে অন্য দেশের মত এদেশেও ট্যাক্সনীতি সম্পর্কে সামাজিক সুবিচারের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। সমাজ-জীবনে ধন-বণ্টনের অস্বাস্থ্যকর বিভেদ অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। মৃত্যুকর বাবদ আয় কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহের ভিতর বণ্টন করিয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, ইহাও খুব ভাল কথা। প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয় যে-রূপ সীমাবদ্ধ তাহাতে আর্থিক সাহায্যের ঐরূপ সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা ছাড়া যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠনের দায়িত্ব তাঁহাদের পক্ষে বহন করা অসম্ভব।

তবে অর্থসচিব যেভাবে মৃত্যুকর বিলটি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে নানা দিক দিয়া উহার অনুপযুক্ততা ও অসম্পূর্ণতা ভাল করিয়াই লক্ষ্য করা গিয়াছে। এই বিলে ১ লক্ষ টাকা ও তাহার নিম্ন-মূল্যের সম্পত্তি বাদ দিয়া শুধু উর্দ্ধমূল্যের সম্পত্তি হইতেই কর আদায় করিবার কথা বলা হইয়াছে। একে কৃষিজাত সম্পত্তি মৃত্যুকরের আমলে আসিবে না, তাহার উপর ১ লক্ষ টাকা ও তাহার নিম্নমূল্যের অন্যান্য শ্রেণীর সম্পত্তিও কর-ধার্য্যযোগ্য সম্পত্তি হইতে বাদ দেওয়ায় এই কর হইতে কার্য্যতঃ বেশী কিছু রাজস্ব পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। কৃষিজাত সম্পত্তি হিসাবে জমিদারীর আয় মৃত্যুকর হইতে বাদ পড়িলে ট্যাক্সনীতির দিক দিয়া তাহা একটা অনুচিত ও অসম ব্যবস্থার সামিল হইবে। ট্যাক্সেসন এন্কোয়ারী কমিটি ১৯২৪ সালে যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা ৫ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি বাদ দিয়া উর্দ্ধমূল্যের সম্পত্তির উপর মৃত্যুকর বসাইবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। এত নিম্নমূল্যের সম্পত্তির উপর কর বসিলে অপেক্ষা-কৃত কম সঙ্গতিপন্ন লোকরা তাহাতে বিব্রত হইবে বলিয়া যদি ধরা যায় তথাপি এক্জেম্পসন লিমিট ১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। ৫ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তির উপর মৃত্যুকর বসানো আপত্তিকর হইতে পারে, কিন্তু ৫০ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তির উপর মৃত্যুকর বসাইলে তাহা অন্যায় কিছু করা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। বিলটি পাশ করার সময়ে গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে একবার পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

গবর্ণমেণ্ট এদেশে এক লক্ষ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তির উপর মৃত্যুকর বসাইবার সঙ্কল্প করিলেও কি হারে কার্য্যতঃ এই কর আদায় করা হইবে সে নির্দ্দেশ তাঁহারা বর্ত্তমান বিলে উপস্থিত করেন নাই। মৃত্যুকর বাবদ আয় কি হারে বিভিন্ন প্রদেশের ভিতর বণ্টিত হইবে, সে সম্পর্কেও তাঁহারা আপাততঃ নীরব রহিয়াছেন। উহাতে বর্ত্তমান মৃত্যুকর বিলটি নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। বৃটেনে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্যের গড়ে শতকরা ১৩ ভাগ মৃত্যুকর দ্বারা টানিয়া লওয়ার ব্যবস্থা আছে। এদেশে প্রথম অবস্থায় যদিও শতকরা ১৩ ভাগের চেয়ে কম কর নির্দ্ধারিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তথাপি একটা হার স্থির করিয়া এখন হইতে তাহার ভিত্তিতেই মৃত্যুকর বিলের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। মৃত্যুকর বাবদ আয় কি নীতিতে প্রদেশগুলির ভিতর বণ্টিত হইবে তাহা এখন হইতে না জানিতে পারিলে ঐ শ্রেণীর আয়ের প্রকৃত সদ্ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের পক্ষে আশ্বস্ত হওয়া কঠিন। প্রকাশ, প্রথমে একটি বিল উপস্থিত করিয়া মৃত্যুকরের মূলনীতি ও তাহার প্রয়োজনীয়তা ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যদিগকে মানাইয়া লওয়া ও তৎপর একটি দ্বিতীয় বিল পেশ করিয়া মৃত্যুকরের হার ও ঐ বাবদ আয় বণ্টনের ভিত্তি স্থির করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ ভাবে কাজ অগ্রসর হইলে প্রথম হইতে একটা ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া মৃত্যুকর বিলের তাৎপর্য্য ও সার্থকতা পরিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা লোকের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। দুই দফায় বিল উত্থাপন করিবার ফলে এদেশে কার্য্যকরীভাবে মৃত্যুকর বলবৎ করিতেও যথেষ্ট বিলম্ব হইবে। সেদিক হইতে বিবেচনা করিয়া একসঙ্গে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়া মৃত্যুকর সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বিল উপস্থিত করিবার জন্যই আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪

—মূলধন—

অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত— ৫৭,৫০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ২৬,৫০,০০০৲ উপর

শাখাসমূহ—

কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—
ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

Bejon's

PALM CANDY

A Testimonial.

"In course of my official tour in Bengal I had the pleasure and satisfaction in visiting BEJON'S PALM CANDY FACTORY with Mr. H. Bhattacharjee, Statistician, Sugar Advisory Board, Government of Bengal, on 21st January, 1946, and I found it to be unique of its kind in Calcutta. The candy made here is purely from sugar obtained from Palmyrah Palm Gur. Mr. Saroj Kumar Gorai took up through all the stages of machineries using steam power. I believe Palmyrah Palm-candy of the kind has its own peculiar nutritive and medicinal values. Such industries should get due encouragement for developing on scientific lines."

Sd/-B. C. JOSHI,
M. Sc., F.I.I S.T.,
Chemist-in-charge,
Sugar Candy Research Scheme
(Govt. of India)

Sole Distributor :
BHUTNATH GORAI,
195, Mohorshi Devendra Road.
Calcutta.

ফোন : ক্যাল ৩৯৫ গ্রাম : LALI.KAY, কলিকাতা।

লাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
পৃষ্ঠপোষক : সিকিমের মহামান্য মহারাজকুমার
চেয়ারম্যান—ডাঃ এস, কে, বসু, কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ কে, লাল
মিঃ জে, এম, কোহেন, মিঃ পি, গুপ্ত, মিঃ আর, এম, করঞ্জাই
ডিরেক্টর ফিনান্স ইন-চার্জ্জ। ডিরেক্টর ও ম্যানেজার। ডিরেক্টর জেনারেল সেক্রেটারী।
শাখাসমূহ : কালিম্পং, কুড়িগ্রাম, হাওড়া।
দার্জ্জিলিং শাখা সত্বর খোলা হইবে।

ধনতন্ত্রবাদ ও শ্রমিক সমস্যায় মহাত্মা গান্ধী

সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ আজ সমগ্র জগতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে কার্ল মার্ক্সের মনে যে চিন্তাধারা স্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছিল শতাব্দীব্যাপী আন্দোলন, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়া সেই চিন্তাধারা পৃথিবীর সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশে সেই চিন্তাধারাকে ভিত্তি করিয়া একটী শক্তিশালী নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের পর যেমন ফ্রান্সের ভাবধারা সমস্ত দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, ঠিক তেমনই ভাবে রুশ বিপ্লবের পর মার্ক্স-এঙ্গেলস্-লেনিনের চিন্তাধারা ও মতবাদ সমস্ত দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শুধু যে ব্যতিক্রম হয় নাই তাহা নহে, পরাধীন ও দরিদ্র ভারতবর্ষে জনসাধারণের নিকট এই মতবাদ ও চিন্তাধারার একটী বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে।

সমগ্র ভারতবর্ষের নেতারূপে মহাত্মা গান্ধী এই কারণেই সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদকে উপেক্ষা না করিয়া গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গান্ধীজী, সত্য ও অহিংসার পূজারী। সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে যে সত্য রহিয়াছে, বহু পূর্ব্বেই তিনি তাহা মানিয়া লইয়াছেন। ধনী শ্রেণীর শোষণের অবসান ঘটাইয়া শ্রমিক ও কৃষকের 'রাজ' প্রতিষ্ঠাই তাঁহার আদর্শ। ধনবৈষম্য তাঁহাকে পীড়া দেয়, আর্থিক শোষণ ও সামাজিক অনাচারে তিনি ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হন, বর্ণবৈষম্য দূর করিবার জন্য তিনি হরিজন-আন্দোলনে ব্রতী হন। সর্ব্বোপরি বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদীদের শাসন ও শোষণে পীড়িত ভারতের জনগণের দুর্দ্দশায় বিচলিত হইয়া তিনি বিদ্রোহ করিতে দ্বিধা করেন না। কাজেই সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের মূল সত্যকে গান্ধীজী সর্ব্বতোভাবেই মানিয়া লইয়াছেন; কিন্তু এই সত্য বা আদর্শে পৌছিবার পথ লইয়াই সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র-বাদের সহিত তাঁহার মতবাদের মূলগত বিরোধ। সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীরা সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ধনিক শাসন ও শোষণের অবসান ঘটাইতে চাহেন। গান্ধীজী হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিপ্লব ঘটাইবার বিরোধী। গত ৩১শে মার্চ্চের "হরিজন"-এ এ বিষয়ে তাঁহার মত গান্ধীজী পরিষ্কারভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিষ্টরা বলে, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহারা ধন-বৈষম্যের অবসানের জন্য কিছুই করিতে পারে না। সুতরাং তাহারা প্রচারকার্য্য চালাইতেছে এবং তাহাদের বিশ্বাস প্রচারকার্য্য চালাইতে হইলে বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। তাহারা বলে, রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব পাইলেই তাহারা সাম্যের প্রবর্ত্তন করিবে। এ কথা আমি বুঝিতে পারি না। জনসাধারণের ইচ্ছায় রাষ্ট্র চলে, রাষ্ট্রের ইচ্ছায় জনসাধারণ চলে না। **আমি অহিংস উপায়ে ধনবৈষম্যের অবসান ঘটাইতে চাই।** এজন্য আমি নিজেকে দরিদ্রের দলে টানিয়া আনিয়াছি। ইহাই আমার পঞ্চাশ বৎসরের সাধনা। আমি নিজেকে অকৃত্রিম কমিউনিষ্ট বলিয়া মনে করি।" গান্ধীজীর এই মতবাদ নূতন নহে। দীর্ঘ কাল হইতেই তিনি এই মতবাদ প্রচার করিতে-ছেন। তাঁহার অস্ত্রে হিংসা-বিদ্বেষের স্থান নাই —তাঁহার অস্ত্র নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ। বিদেশী শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পারিবারিক ব্যাপারেও তিনি একই অস্ত্রপ্রয়োগের পক্ষপাতী। সত্যাগ্রহ জনমতকে সত্যাগ্রহীর অনুকূলে গড়িয়া তুলিবে এবং সমাজের সকল অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বিরোধী পক্ষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটাইবে। হিংসা এই পদ্ধতিতে বাধার সৃষ্টি করিয়া সমাজের প্রকৃত বিপ্লবকে দীর্ঘস্থায়ী করে। ইহাই গান্ধীজীর মতবাদ। অবশ্য, যে বিষয় লইয়া কমিউনিষ্ট বা সমাজতন্ত্রবাদীদের সহিত গান্ধীজীর এই মতভেদ, গান্ধীজী তাহার আলোচনা করেন নাই। কমিউনিষ্টরা মনে করেন যে, রাষ্ট্র প্রভুশ্রেণীর নির্য্যাতনযন্ত্র মাত্র এবং এই যন্ত্র পশু-শক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই পশু-শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে এই যন্ত্র অধিকার করা যাইবে না। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত হইলে যতদিন পূর্ব্বতন শাসক বা প্রভুশ্রেণীর প্রতিরোধ শক্তি বজায় থাকিবে ততদিন তাহা দমন বা চূর্ণ করিবার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইবে। এই কার্য্য শেষ হইলে রাষ্ট্রের আর কোন (withering away of the state) প্রয়োজন থাকিবে না। তখন নূতন ও মহত্তর সমাজ গড়িয়া উঠিবে। শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে কমিউনিষ্টদের এই ধারণার সহিত গান্ধীজীর ধারণার মূলগত পার্থক্য থাকায় কর্ম্মপন্থাতেও মূলগত পার্থক্য দেখা দিয়াছে।

কিন্তু এই মূলগত মতপার্থক্য সত্ত্বেও গান্ধীজীর সহিত কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীরা দুইটী বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হইবেন, সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, ধন-বৈষম্যের অবসান ঘটানো প্রয়োজন এবং দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণকে বুঝাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তির উদ্বোধন করা। জনসাধারণ যদি ধনবৈষম্যের অবসান ঘটাইতে না চায় এবং তাহার জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত না হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র চীৎকার বা রক্তপাত করিয়া সমাজের পরিবর্ত্তন ঘটানো সম্ভব নয়।

গান্ধীজীর অহিংসা বা সত্যাগ্রহের মূলভিত্তিও জনশক্তি। জনশক্তি যে পরিমাণে উদ্বোধিত এবং জনমত যে পরিমাণে সচেতন হইবে বিপ্লব বা সামাজিক পরিবর্ত্তনও তত স্বল্পায়াসে সাধিত হইবে। এই মূল মতবাদকে ভিত্তি করিয়া সম্প্রতি গান্ধীজী ধনতন্ত্রবাদ ও ধর্ম্মঘট সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত-বর্ষে শিল্পসভ্যতা যত বিস্তার লাভ করিতেছে ততই তাহার অনিবার্য্য পরিণতিরূপে শ্রমিক-মালিক বিরোধও বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা গান্ধীজীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। মার্কিন ধনিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বলপ্রয়োগ বা গুণ্ডাবাজীর দ্বারা শ্রমিক-বিক্ষোভ দমনের বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেকটী ধর্ম্মঘটের কারণ বিবেচনা করিয়া শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য বুঝাইয়া দিয়া ধর্ম্মঘটের মীমাংসা করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী ব্যতীত সকলেই সমর্থন করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গান্ধীজী প্রশ্ন করিয়াছেন—সুপরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠানে কেন ধর্ম্মঘট হইবে? তাঁহার মতে যেখানে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আছে এবং পরস্পরের সমানাধিকার যেখানে স্বীকৃত, সেখানে ধর্ম্মঘট হওয়া অসম্ভব। গান্ধীজী মালিকদের জনসাধারণের অছি বলিয়া বিবেচনা করেন। এই দিক হইতেই তিনি এই কথা বলিয়াছেন। মালিকরা গান্ধীজীর এই মতবাদ মানিয়া লইয়াছেন বা লইবেন কি না, আমরা জানি না; কিন্তু শ্রমিকরাও জাতির একটা বড় অংশ এবং জাতির সমৃদ্ধিবিধানে তাহাদের দানও কম নহে—এই কথা স্মরণ রাখিয়া মালিকরা যদি তাহাদের সঙ্গত দাবী মানিয়া লন এবং সুশৃঙ্খলভাবে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করেন তাহা হইলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ যে বহুল পরিমাণে তিরোহিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মালিকরা কেন নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, ভারতে মালিকরা বেশ সঙ্ঘবদ্ধ—অর্থের জোর এবং বুদ্ধিও তাহাদের আছে। পক্ষান্তরে, শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ নহে, শিক্ষা ও বুদ্ধির অভাব তাহাদের আছে। এই অবস্থায় দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিকরা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে এবং হিংসার আশ্রয় লয়। ইহাতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিকদেরই ক্ষতি হয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য গান্ধীজী শ্রমিকদের সংগঠন দৃঢ়তর করিবার ও অহিংসা নীতি অনুসরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লইবার এবং বিরোধের অবসান ঘটাইবার জন্য প্রয়োজন হইলে মালিকদের কলকারখানা ও সম্পত্তি শ্রমিকদের হাতে তুলিয়া দিয়া সরিয়া যাইতে বলিয়াছেন। শ্রমিকরা যখন বুঝিবে—তাহারাও কলকারখানা ও সম্পত্তির অধিকারী তখন আপনা হইতেই বিবাদের অবসান হইবে। মহাত্মা গান্ধীর মূলনীতির দিক হইতে এই উপদেশ যথাযথ হইয়াছে, কিন্তু মালিকরা কি এতটা অগ্রসর হইতে পারিবেন? যে মুনাফার মনোবৃত্তি বা প্রেরণায় মালিকরা কাজ করেন, তাহার অবসান না হইলে তাঁহারা গান্ধীজীর ন্যায় কখনই ভাবিতে পারিবেন না যে, তাঁহারা জনসাধারণের সম্পত্তির অছি এবং শ্রমিকদের অধিকার তাঁহাদেরই সমান।

Pioneer Quality Manufacturer of :

Spring, Springwashers, Setscrews, Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler Tube, Brushes, Link & Wire Chains, etc.

S. K. Dutt

Manufacturer & Mill Furnisher,
20, STRAND ROAD
CALCUTTA
Phone : Cal. 1434

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত ২রা এপ্রিল দ্বিপ্রহরে মিঃ সুরাবর্দ্দী লীগ পার্লামেণ্টারী দলের এক সভায় দলপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে (তিন চার ঘণ্টা পরেই) বাঙ্গলার গবর্ণর তাঁহাকে এই প্রদেশের মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন।... মিঃ সুরাবর্দ্দী গবর্ণরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

অনেকের অভিমত এই যে, বাঙ্গলার লাট এক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক আদর্শের দিক হইতে ঠিক কাজ করেন নাই। ২রা এপ্রিল বঙ্গীয় পরিষদের অন্যতম বৃহৎ দল কংগ্রেস তখনও তাহাদের পার্লামেণ্টারী দলপতি নির্ব্বাচিত করে নাই। অপিচ, তখন পর্য্যন্ত লীগ দলপতি ভিন্ন আর কোন দলের আর কোন নেতার সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণরের আরও কিছু সময় অপেক্ষা করার পর বিভিন্ন দলের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান উচিত ছিল। এত দ্রুত মন্ত্রিসভা গঠনের অগ্রগতিতে তাই পার্লামেণ্টারী মহলে বিশেষ বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

* * *

১৯৩৬ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আইন অনুসারে আসনসমূহ এমনভাবে বণ্টন করা হইয়াছে যে, যে কোন বৃহৎ দলের পক্ষে একা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ক্ষমতা নাই—ইউরোপীয় দলের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়। এবার সেই দুর্ভাগ্যের পুনরাবৃত্তি এড়াইবার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রপতি আজাদ ইউরোপীয় দলকে নিরপেক্ষ থাকিবার অনুরোধ করিয়া একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন। ইউরোপীয় দল সেই অনুরোধ রক্ষা করে নাই বলিয়া সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। কেন-না ইউরোপীয়দের সমর্থন ছাড়া পরিষদে মুসলিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না। সুতরাং বাঙ্গলার গবর্ণর যখন মিঃ সুরাবর্দ্দীকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং মিঃ সুরাবর্দ্দীও যখন লাট সাহেবকে স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠনের আশ্বাস দিয়াছেন, তখন ইউরোপীয়ানদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। ইউরোপীয় সমর্থন ছাড়াও মিঃ সুরাবর্দ্দীর পক্ষে নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠনের শুধু আর একটি মাত্র উপায়ই উন্মুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ ইউরোপীয়ান দলের সমর্থন না গ্রহণ করিলে কংগ্রেসের সহিত কোয়ালিশন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সেরূপ কোন অভিপ্রায় মিঃ সুরাবর্দ্দী তথা মুসলিম লীগের আছে কি?

* * *

কংগ্রেস সর্ব্বত্র সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। কিন্তু এতাবৎ সকল প্রদেশেই মুসলিম লীগের অসঙ্গত দাবীর জন্যই কোথাও লীগ-কংগ্রেস কোয়ালিশন সম্ভবপর হয় নাই। ফলে সিন্ধুতে যে গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে তাহার অস্তিত্ব টিকাইবার ভাবনায়ই লীগ সর্ব্বক্ষণ তটস্থ। অপর পক্ষে পাঞ্জাবের অ-লীগ গবর্ণমেণ্টই বরং শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত হইতে বাঙ্গলার লীগ কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছে কি? কোয়ালিশনের জন্য তাহাদের আগ্রহ অকপট হইলে অসঙ্গত দাবী তাহাদের প্রত্যাহার করিতে হইবে। তবেই কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশনের দ্বারা স্থায়ী ও শক্তিশালী মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে।

* * *

বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে, মিঃ সুরাবর্দ্দী কংগ্রেসের সহিত কোয়ালিশন করিবার পক্ষপাতী এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি নাকি সচেষ্টও হইয়াছেন। সংবাদ সত্য হইলে উহা ভরসার কথা, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে বাঙ্গলার ইতিহাসে এই প্রথম ইউরোপীয় সমর্থন ব্যতিরেকেই এক স্থায়ী ও মজবুত মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। আরও প্রকাশ যে, মিঃ সুরাবর্দ্দী আপাততঃ স্থির করিয়াছেন, ১২ জন লোক লইয়া তিনি তাঁহার মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন। তন্মধ্যে ৭ জন লীগের মন্ত্রী ও ৫ জন মন্ত্রী থাকিবেন কংগ্রেসের। যদি ইহার দ্বারা কোয়ালিশন গঠন সম্ভব না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রিসংখ্যা ১৪ জন করিয়া (লীগের ৮ জন ও কংগ্রেসের ৬ জন) মিঃ সুরাবর্দ্দী তাঁহার পরিষদ গঠন করিবার চেষ্টা করিবেন। মিঃ সুরাবর্দ্দী মন্ত্রী মিশনের সহিত সাক্ষাৎকারের পর দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে এই সব গবেষণার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করা সমীচীন হইবে না। কেননা দিল্লীতে কংগ্রেস-লীগ বোঝাপড়ার যে ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার সাফল্য বা ব্যর্থতার সহিত বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

* * *

সাধারণ নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। কিন্তু এই নির্ব্বাচনে স্থানে স্থানে গণতান্ত্রিক বিধিবিধান যে কিভাবে পদদলিত হইয়াছে, দিল্লী যাত্রার প্রাক্কালে মৌলানা আজাদ বিবৃতি প্রসঙ্গে তাহা বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি সরকারী কর্ম্মচারীদের এক আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন, "সরকারী হস্তক্ষেপ, দুর্নীতি ও ভীতি প্রদর্শন বাঙ্গলার নির্ব্বাচনকে এমনভাবে কলুষিত করিয়াছে যে, নির্ব্বাচনের ইতিহাসে উহার তুলনা মিলে না। ভারতের সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীরা নির্ব্বাচনে মুসলিম লীগের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছে। কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত নির্ব্বাচনে সর্ব্বত্র তাহারা প্রকাশ্যভাবে ও হীন পন্থায় মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছে। শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদের সম্পর্কেই এই কথা বিশেষ করিয়া বলা চলে। শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারিগণ লীগের সাফল্যের জন্য এত আগ্রহশীল কেন? ইসলাম বা মুসলমান প্রীতিই ইহার কারণ, কোন স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি একথা ভাবিতে পারেন না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিশ্বাস, ভারতীয় সমস্যার সমাধান স্থগিত রাখার পক্ষে লীগই তাহাদের শেষ ক্রীড়নক। ইহাই তাহাদের লীগ সমর্থনের কারণ।"

নয়া দিল্লী হইতেও রাষ্ট্রপতি আর একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন, "বাঙ্গলার নির্ব্বাচন একটা প্রহসনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। নির্ব্বাচনের সময় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় গবর্ণমেণ্টের ব্যর্থতা এমনভাবে সকলের চোখে পড়ে যে, লোকের মনে সহজেই সন্দেহ জাগে, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র আছে।"

মুসলিম লীগের অবাধ গুণ্ডামি এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের ঔদাসীন্যের (কোথাও বা প্রত্যক্ষ উস্কানি) তীব্র সমালোচনা করিয়া মৌলানা আজাদ এক নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানাইয়া বলেন, "যদি কোন নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল নিযুক্ত হয় তাহা হইলে উর্দ্ধতন ও অধস্তন বহু সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, হস্তক্ষেপ ও কর্ত্তব্যে অবহেলার অপরাধ প্রমাণিত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

* * *

সমগ্র ভারতের সতর্ক দৃষ্টি আজ নয়াদিল্লীর উপর নিবদ্ধ। মন্ত্রী মিশনের আলাপ-আলোচনার আসল পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যগণ ও বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণরের সহিত পরামর্শ-বৈঠকের পরে প্রথমেই আহূত হইয়াছেন ভারতের দুই প্রান্তবর্ত্তী দুইটি প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী। গত ১লা এপ্রিল আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদলুই ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটী নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ
মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর
দেব বর্ম্মণ

চীফ অফিস :—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।

রেজিষ্টার্ড অফিস :—গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।

টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ :

শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভানুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাদু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।

প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেবের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার লইয়া ইতিমধ্যেই বিস্তর জল্পনা-গবেষণার সৃষ্টি হইয়াছে। কোন কোন মহলের অনুমান এই যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত হইতে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার অজুহাতে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের দুই প্রান্তে বৃটিশ প্রভাবাধীন দুইটি অঞ্চল সৃষ্টি করিতে চান। ইহা অনুমানের কথা। ঐরূপ কোন মতলব থাকিলে নেতৃগণের সহিত আলোচনাকালে শীঘ্রই উহা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

* * *

২রা এপ্রিল মন্ত্রী মিশন নরেন্দ্র মণ্ডলীর চ্যান্সেলর ও অপর ৫ জন দেশীয় নৃপতির সহিত দেশীয় রাজ্যের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রকাশ যে, দেশীয় রাজাদের মনোভাব নাকি বেশ সন্তোষজনক—তাঁহারাও নাকি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় উদগ্রীব। কিন্তু যতদূর বুঝা যাইতেছে, দেশীয় নৃপতিরা তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্যের প্রচলিত পাটই বজায় রাখিতে চাহেন। এদিকে নয়াদিল্লী হইতে বিভিন্ন পত্রিকার সংবাদদাতারা যে সব সংবাদ পাঠাইতেছেন তাহাতে 'পাকিস্তান' ও 'হিন্দুস্থান'-এর মত 'রাজস্থান' পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যাইতেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড যদিও জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা (মন্ত্রী মিশন) কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা বাহির হইতে চাপাইয়া দিবেন না—সেরূপ কোন পরিকল্পনা লইয়াও তাঁহারা আসেন নাই, তথাপি লোকের মনে একটা খটকা লাগিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলনে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল: দেশীয় রাজ্যের প্রজাবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে কি ব্যবস্থা হইবে? তাহাদের প্রতিনিধিদেরও দিল্লী সম্মেলনে আহ্বান করা হইবে তো? এই প্রশ্নের জবাবে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড জানাইয়াছেন, এই বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে। অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণের প্রতিনিধিদের মন্ত্রী মিশন এখনও আমন্ত্রণ জানান নাই—শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের না-ও ডাকিতে পারেন। কিন্তু নরেন্দ্র-বৃন্দের সহিত তাঁহাদের ইতিমধ্যেই আলোচনার প্রথম পাট সম্পন্ন হইয়াছে। নৃপতিবৃন্দও তাঁহাদের প্রজাদের বাদ দিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন। এ-হেন দেশীয় রাজারা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতায় অর্থাৎ গণতান্ত্রিক কাঠামো স্থাপনে সাহায্যের জন্য উদগ্রীব হইয়াছেন! মন্ত্রী মিশন ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের ব্যাপারে ঐসব মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী জীবাশ্মগুলির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিলে ভুল করিবেন।

* * *

২রা এপ্রিল মন্ত্রী মিশন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও আসাম পরিষদের সরকার-বিরোধী দলপতিদের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ঐ দিবস তাঁহারা শয্যাশায়ী স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর সহিত তাঁহার বাসভবনে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছেন। প্রকাশ, স্যার তেজবাহাদুর মন্ত্রী মিশনকে অবিলম্বে কেন্দ্রে এক অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠনের জরুরী পরামর্শ দিয়াছেন।

* * *

৩রা এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মন্ত্রী মিশনের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। প্রকাশ, সাময়িক কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন, শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান গঠন ও ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান সম্পর্কিত প্রশ্নই রাষ্ট্রপতির সহিত আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল। মৌলানা আজাদ নাকি এইরূপ নিশ্চয়তা চাহিয়াছেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে গণ-পরিষদ যে সুপারিশ করিবেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাহা মানিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ গণ-পরিষদের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ওয়াকিবহাল মহলের কথাবার্ত্তায় প্রকাশ যে, কেন্দ্রে সাময়িক গবর্ণমেণ্টের ভিত্তি লর্ড ওয়াভেলের গত মে মাসের ঘোষণা অনুযায়ী বর্ণহিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যাসাম্য এবং শিখ, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে নাকি এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগকে লইয়া উহা গঠিত হইবে এবং ঐ মন্ত্রিসভার সদস্যের সংখ্যা ১৬ জনের বেশী হইবে না। আরও প্রকাশ, আলোচনা যদি সাফল্য-মণ্ডিত হয়, তাহা হইলে ১লা জুন হইতেই সাময়িক কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কাজ আরম্ভ হইবে।

* * *

রাষ্ট্রপতি আজাদ তাঁহার সহিত মন্ত্রী মিশনের আলোচনা-বৈঠকে নাকি দেশ রক্ষা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ও পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানাইয়াছেন। আলোচনার পরে তিনি সাংবাদিকদের বলিয়াছেন, "আলোচনার গতি-প্রকৃতি খুবই সন্তোষজনক এবং যে মনোভাব লইয়া আলোচনা অগ্রসর হইতেছে তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি আজ বৃটিশ মন্ত্রিসভা প্রতিনিধিদের নিকট কংগ্রেসের আদর্শ ও অভিপ্রায় খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। যে সব ক্ষেত্রে কংগ্রেস আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেছে, সে সব ক্ষেত্রে অখণ্ড ভারত ও পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার ভিত্তিতেই আমরা আলোচনা চালাইতেছি।"

* * *

দিল্লীর এই ঐতিহাসিক আলোচনায় মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ১লা এপ্রিল ভাঙ্গি পল্লীতে গিয়া স্যার ষ্ট্যাফোর্ড তাঁহার সহিত প্রথমে ৩৫ মিনিটকাল আলোচনা করেন। অতঃপর উভয়ে লর্ড পেথিক লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। এই আলোচনা এক ঘণ্টারও অধিককাল চলে এবং আলোচনা বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। যতদূর জানা যায়, তাহাতে মহাত্মাজী কংগ্রেসের সরকারী মুখপাত্র হিসাবে বা নিজে আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন না—তিনি পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করিবেন। কংগ্রেসের পক্ষে রাষ্ট্রপতি আজাদ ও ওয়ার্কিং কমিটির মনোনীত প্রতিনিধিগণই মন্ত্রী মিশনের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন ও চালাইবেন।

* * *

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড মিঃ জিন্নার সহিতও অনুরূপ ঘরোয়া আলোচনা করিয়াছেন। প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীদের সহিত সরকারীভাবে যে দেখা-সাক্ষাৎ হইতেছে তদপেক্ষা এই সমস্ত ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার উপরেই রাজনৈতিক মহল অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। বস্তুতঃ, এই সব নেপথ্যের প্রচেষ্টাই সাফল্য বা অসাফল্যের প্রধান নিয়ামক হইবে। তাই মহাত্মা গান্ধী, মিঃ জিন্না ও স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্-এর উপরই সকলের দৃষ্টি আজ বেশী করিয়া নিবদ্ধ।

* * *

৪ঠা এপ্রিল মিঃ জিন্না সরকারীভাবে মন্ত্রী মিশনের সহিত তিন ঘণ্টাকাল আলোচনা করিয়াছেন। প্রকাশ, বাহির হইয়া আসিবার কালে তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। কংগ্রেস মহলেও বেশ ভরসার ভাব দেখা যাইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ইহাতে অনেকে মনে করেন, মন্ত্রী মিশন মৌলানা আজাদের অভিমত সম্পূর্ণ গ্রহণ না করিলেও উহাকে সঙ্গত ও যুক্তিসম্মত বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এই সমস্তই অনুমান আর গবেষণার কথা। ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করাই সমীচীন। দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বিশেষ অধিবেশনও এই সঙ্গে আহূত হইয়াছে। মুসলীম লীগের ওয়ার্কিং কমিটিও দিল্লীতে সমবেত হইয়াছেন। যদিও মিঃ জিন্না প্রমুখ লীগ নেতারা পাকিস্তানের দাবী সম্পর্কে এখনও অনমনীয় মনোভাবই দেখাইতেছেন এবং সর্দ্দার প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল, ডাঃ খান সাহেব, শ্রীযুক্ত বরদলুই প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃগণ ও অদলীয় স্যার তেজবাহাদুর প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয়গণও অখণ্ড ভারতের দাবী জানাইতেছেন, তথাপি আশা করা যায় শেষ পর্য্যন্ত অকপট আলোচনা হইতে উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা পথ আবিষ্কৃত ও গৃহীত হইবে। মহাত্মা গান্ধীর উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে চাই: আশা লইয়া বাঁচিয়া থাকাই মনুষ্যত্ব।

মূল্য কমিল !!!
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।
লিখুন:—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা
ও গোধুলিয়া, বেনারস।

স্থাপিত—১৯৩৩ টেলি—জাতীয়দীপ, কলিকাতা।
আসাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—শিলচর
সেণ্ট্রাল অফিস—পি-৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ। শাখা অফিস—কলিকাতা ও সাঁতরাগাছি (হাওড়া)
স্থায়ী আমানত সুবিধাজনক সুদের হারে গ্রহণ করা হয়।
বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত্তে ঋণ ও দাদন (অগ্রিম) দেওয়া হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডি, গুপ্ত

ইহা একটি ঘোষণা মাত্র—প্রসপেক্টাস নহে

এই প্রস্‌পেক্টাসের এক কপি বাংলা গবর্ণমেণ্টের যৌথ কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে।

শ্রী ঔষধালয় লিমিটেড

অনুমোদিত মূলধন - - - - ৫,০০,০০০৲ টাকা

প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের ৫০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত

আবেদনের সঙ্গে ৩৲ টাকা; বিলি হইবার পর ৩৲ এবং বাকী টাকা সমান দুই কিস্তিতে অন্যূন এক মাসের ব্যবধানে দেয়।

প্রত্যেক আবেদনের সঙ্গে ভর্ত্তির ফি বাবদ ১৲ টাকা দিতে হইবে।

ডিরেক্টরগণ ইচ্ছা করিলে কোন নোটিশ না দিয়াই শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

ডিরেক্টরবর্গ

১। **বৈদ্যাচার্য্য কবিরাজ নলিনীরঞ্জন সেন,** কাব্য-ব্যাকরণ-সাঙ্খ্য-তর্কতীর্থ, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ, বাংলার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সংক্রান্ত জেনারেল কাউন্সিল ও ষ্টেট ফ্যাকাল্টির সদস্য, ১২৩, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা।

২। **মৌলভী এ কে ফজলুল হক,** এম-এ, বি-এল, বাংলার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী; কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট, ১১৪এ, নিউ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। **অধ্যাপক ডাঃ এস বি দাশগুপ্ত,** এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৯৮।৪, রসা রোড, কলিকাতা।

৪। **মিঃ এস চ্যাটার্জ্জি,** ম্যানেজিং ডিরেক্টর: বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ, মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ, ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ, লেবং এণ্ড মিনারেল স্প্রিং টি কোং লিঃ; ডিরেক্টর: এরিয়ান পেপার মিলস্ লিঃ, ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

৫। **মিঃ বি কে পোদ্দার,** বি-এ, মার্চ্চেণ্ট ও ব্যাঙ্কার; ডিরেক্টর: ঢাকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ, ন্যাশনাল ষ্টীম নেভিগেশন কোং লিঃ প্রভৃতি, ১৬, চাউল পট্টি রোড, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা ও লৌহজঙ্গ, ঢাকা।

৬। **মিঃ এস এন গুহরায়,** বি-এ, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ-এর ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ ও ম্যানেজিং এজেণ্ট; ডিরেক্টর: ক্যালকাটা হাউসিং ট্রাষ্ট লিঃ, ন্যাচারেল সায়েন্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ, ৩২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

৭। **মিঃ বারীন বোস,** বি-এস-সি, বিল্ডার ও কন্‌ট্রাক্টর, ভূস্বামী, ৫০।২, মহারাজা টেগোর রোড, ঢাকুরিয়া।

৮। **মিঃ ডি জে ব্যানার্জ্জি** (পদাধিকার বলে), মার্চ্চেণ্ট ও ভূস্বামী, ৯৮।৪, রসা রোড, কলিকাতা।

৯। **মিঃ আর সি মুখার্জ্জি,** (পদাধিকার বলে) মার্চ্চেণ্ট ও ভূস্বামী। ১৫।৬, নাথের বাগান লেন, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্

ডি আর ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

৯৮।৪, রসা রোড, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কারস্

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ

হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস

৯৮।৪, রসা রোড, কলিকাতা।

কারখানা

৪৩৮, রসা রোড, সাউথ টালীগঞ্জ, কলিকাতা

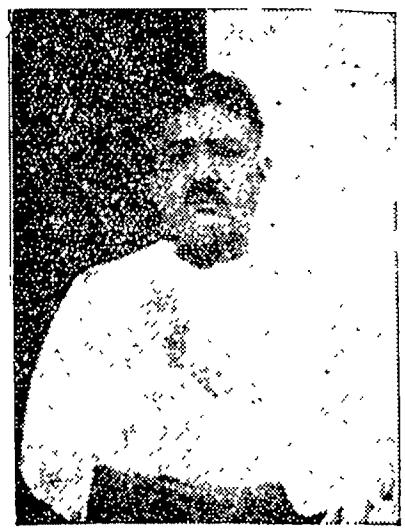

বৈদ্যাচার্য্য কবিরাজ নলিনীরঞ্জন সেন

উদ্দেশ্য

মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে যে সকল উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে সেই সকল উদ্দেশ্য এবং বিশেষভাবে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্যই এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ অপনোদন করিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, এই দেশের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। পাশ্চাত্য মনীষিগণও এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণকে ষ্টেট ফ্যাকাল্টির অধীনস্থ করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের এইরূপ স্বীকৃতি সমগ্র ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় এক অভূতপূর্ব্ব প্রেরণা দিয়াছে এবং উহার ফলে বহু আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ খোলা হইয়াছে এবং এই সকল আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ হইতে যোগ্য কবিরাজগণ শিক্ষালাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। প্রাচীনকালে কবিরাজগণ নিজেরাই তাঁহাদের রোগীদের প্রয়োজনীয় ঔষধাদি তৈয়ার করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর ইহা সম্ভব নয়। ডাক্তারকে তাঁহার ব্যবস্থাকৃত ঔষধ তৈয়ার ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে হয় না বলিয়াই এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা এত জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করুক ইহাই আমাদের কাম্য হইলে আমাদের কবিরাজ মহাশয়গণও যাহাতে তাঁহাদের রোগিগণের পরীক্ষা কার্য্যে অধিকতর সময় নিয়োগ করিতে পারেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কবিরাজ মহাশয়গণকেও কাঁচামাল সংগ্রহ জনিত এবং ঔষধ তৈয়ারীর উৎকণ্ঠা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই শ্রী ঔষধালয় লিঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। **কলিকাতাস্থ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ এবং বাংলার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সংক্রান্ত জেনারেল কাউন্সিল এবং ষ্টেট ফ্যাকাল্টির সদস্য বৈদ্যাচার্য্য নলিনীরঞ্জন সেন মহাশয়ের—ভারতের নেতৃস্থানীয় আয়ুর্ব্বেদবিদ্ হিসাবে যাঁহার খ্যাতি এই প্রদেশের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার** নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথিতযশা উপদেষ্টা সমিতির তত্ত্বাবধানে কোম্পানী কঠোর নিষ্ঠার সহিত শাস্ত্রের অনুশাসন প্রতিপালন করিয়া পরিচ্ছন্নতার সহিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করিবেন। শাস্ত্রনির্দ্দেশিত সূত্র (formula) অনুযায়ী কোম্পানীর প্রত্যেকটি ঔষধ অকৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া গ্যারাণ্টি দেওয়া হইবে। **কারখানার গৃহাদির নির্ম্মাণ কার্য্য ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে যে, আগামী মে মাসের মধ্যেই কোম্পানীর তৈয়ারী ঔষধ বাজারে ছাড়া হইবে।** ডিরেক্টর বোর্ডের সততা এবং ব্যবসায়ী পারদর্শিতা এই প্রদেশের সর্ব্বত্র সুবিদিত; কোম্পানী গোড়া হইতেই উহার সাফল্য সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয়।

শেয়ার

মেমোরেণ্ডাম এবং আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের সর্ত্তানুযায়ী হেড অফিস এবং বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সমস্ত শাখা অফিস, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিঃ-এর মারফৎ এই কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করা হইবে। **যে সমস্ত কবিরাজ এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিবেন তাঁহাদিগকে এই কোম্পানীর প্রস্তুত ঔষধ ক্রয় করিলে বিশেষ ধরণের কন্‌সেসন দেওয়া হইবে।**

কোম্পানীর অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

খেয়ালীর খাতা

আমার বড় মেয়ের মেঝ ছেলেটির বয়স বারো। কিন্তু এই বয়সেই তাহার যখন যে বাতিক চাপে তাহা লইয়া আমাদিগকে অনেক ভুগিতে হয়। কিছুদিন মার্ব্বেল লইয়া মাতিল। শোয়ার সময়ও মার্ব্বেল হাতছাড়া করিত না। তাহার পরে হইল লাটিম, তাহার পরে ঘুড়ি। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তাহার আর বিরাম নাই। সম্প্রতি সুরু হইয়াছে ছবি আঁকা। সাদা কাগজ দেখিলেই হইল। পেন্সিল দিয়া অমনি তাহার উপর মোটর-গাড়ী বা ঘোড়া, গরু ইত্যাদি আঁকিতে বসে। এমন কি তাহার বাবার ডাক্তারী বই, আমার রবি ঠাকুরের গ্রন্থাবলী, ঠাকুমার কৃত্তিবাসী রামায়ণ যেখানে যাহা পাইতেছে তাহার মধ্যেই ছবি আঁকা হইতেছে। তাহার এই চিত্রাঙ্কণ বিদ্যার দৌরাত্ম্যে আমরা বিব্রত হইতেছি এবং সে নিজে তাহার মার কাছ হইতে বিস্তর তাড়না লাভ করিতেছে। শুধু ছবি আঁকিয়াই শেষ নয়, বড় বড় অক্ষরে তাহার নীচে ছবির নামও লেখা হইতেছে। আজকাল মাসিকপত্রে দেখা যায় সব ছবির নীচেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার অংশ উদ্ধৃত করা হয়। আমার নাতিও পিছনে পড়িয়া থাকার পাত্র নয়। সে-দিন দেখিলাম এক পাখী আঁকিয়া তাহার নীচে মোটা মোটা অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে "মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর সঙ্গমে"—রবীন্দ্রনাথ। দেবতার গ্রাস পন্থটি তাহার বাংলা বইয়ে আছে।

* * *

আমার দৌহিত্রের চিত্রাঙ্কণ লইয়া যাঁহারা কৌতুক বোধ করিতেছেন তাঁহাদের জ্ঞাতার্থে গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের একটি কৃতিত্বের নমুনা দিতে চাই। খবরের কাগজে বর্ত্তমানে ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের নানারকম ছবি বাহির হইতেছে। খুব অল্পসংখ্যক পাঠকই বোধ হয় জানেন যে, এই ছবিগুলির বেশীর ভাগই সরকারী প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক বিতরিত। দিন চার পাঁচ পূর্ব্বে কলিকাতার ষ্টেটসম্যান, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি কাগজে মন্ত্রী মিশনের খানকয়েক ছবি বোধ হয় আপনারা সবাই দেখিয়াছেন। একখানা ছবিতে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ লর্ড পেথিক লরেন্সের সিগারেট ধরাইয়া দিতেছেন। অন্য একখানাতে ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল ভারত সচিবের হাতে একটি পেয়ালায় কফি ঢালিয়া দিতেছেন। দুইটি ছবির নীচেই পরিচয় লিপিতে লেখা হইয়াছে "বড়লাট ভবনের কাউন্সিল কক্ষে মন্ত্রী মিশন কাজ করিতেছেন"—Cabinet Mission at work in the Council room at Viceroy's house!

* * *

চট্টগ্রাম হইতে জনৈক পাঠক একটি পত্র লিখিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, কবি নবীনচন্দ্র সেনের শতবার্ষিকী সম্পর্কে আমি কিছুই বলি নাই কেন? তাঁহাকে কি আমি যথেষ্ট স্মরণযোগ্য কবি মনে করি না? আমার উত্তর এই যে, সপ্তাহে একবার মাত্র 'আর্থিক জগৎ' বাহির হয় এবং সেই একবারের মধ্যেও আমার 'খাতাটার' পরিমাণ সীমাবদ্ধ। প্রতি সপ্তাহেই এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যাহার উল্লেখ বা যাহার আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাহার কারণ ইহা নয় যে, ঘটনাগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ এই যে, সব বিষয় আলোচনা করিবার মতো জায়গা নাই। কবি নবীনচন্দ্রকে একদিক দিয়া আমি বাংলার অন্যান্য অনেক কবির চাইতে শ্রেষ্ঠ আসন দিই। সে তাঁহার দেশপ্রাণতার জন্য। কাব্যে দেশভক্তির সুর বাংলার প্রায় সকল কবিই কিছু না কিছু শুনাইয়াছেন। কিন্তু নবীনচন্দ্রের কাব্যে দেশপ্রাণতার মধ্যে যে পৌরুষ ও বীর্য্যবত্তার ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা খুব বেশী বাঙ্গালী কবির রচনায় নাই।

* * *

কবির কাব্য-প্রতিভা লইয়া শতবার্ষিকীর সময় বিভিন্ন সভাসমিতিতে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। সে-সম্পর্কে আর নতুন কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি শুধু নবীন সেনের একটি কাজের উল্লেখ করিব, যাহা খুব বেশী লোকে জানে না। নবীন সেন যখন ফেণীতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তখন চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলার মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি রেল লাইন স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কোন্ কোন্ জায়গার মধ্য দিয়া এই লাইন বসানো যাইতে পারে তাহার খসড়া, রেলের সম্ভাবিত আয়ের অনুমান প্রভৃতি খুঁটিনাটি আলোচনা করিয়া নবীন সেন গবর্ণমেণ্টে তাঁহার প্রস্তাব পাঠান। গর্ণবমেণ্ট এবিষয়ে কোন আগ্রহ দেখাইলেন না। বহু বছর পরে, নবীন সেন তখন চাকুরী হইতে অবসর লইয়াছেন, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে (বর্ত্তমানে যাহা ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সহিত যুক্ত হইয়া বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে নামে পরিচিত) ঐখানে রেলপথ স্থাপন করে। নবীন সেনের প্ল্যানে যে জায়গা দিয়া লাইন যাওয়ার কথা ছিল বর্ত্তমান রেলপথ হুবহু সেই পথ দিয়াই গিয়াছে। নবীন সেন ইহা উল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তীকালে কোম্পানী ও গবর্ণমেণ্টকে চিঠি দিয়াছিলেন, তাহাদের কেহই সেই পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার ছাড়া আর কিছুই করেন নাই। বিলাতে এই কাজের জন্য নবীন সেন সরকারের কাছ হইতে নাইটহুড এবং কোম্পানীর কাছ হইতে হাজার হাজার পাউণ্ড সেলামী পাইতে পারিতেন।

* * *

বোম্বে হইতে প্রকাশিত বিখ্যাত টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রিকা শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া দুই কোটি টাকায় কিনিয়া লইয়াছেন বলিয়া সংবাদ রটিয়াছে। সম্প্রতি টাইমসের কর্ত্তৃপক্ষ এক বিবৃতি দিয়া

LOTUS brand OILS
The name you can Trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

খাদ্য সমস্যার সমাধানকল্পে
পলাসীতে পোল্ট্রী ও ফিসারীর কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।
শীঘ্রই ভাল লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাইবে, আশা করা যায়।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।
ম্যানেজিং এজেণ্টস্ঃ
সানরাইজ ফার্মস লিমিটেড
৩৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, (দক্ষিণ) কলিকাতা।

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।
চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

বলিতেছেন, যাহা রটিয়াছে পুরাপুরি তাহা সত্য নয়। তবে হ্যাঁ, ইহার মালিকানা অনেকটা ভারতীয়ের হাতে গিয়াছে বটে। মোটের উপর এটুকু স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, টাইমসের স্বত্ব এখন আর বেনেট কোলম্যান কোম্পানীর নাই। টাইমস অব ইণ্ডিয়া পশ্চিম ভারতের সবচেয়ে নাম-করা কাগজ। এমন কি ভারতবর্ষে একমাত্র ষ্টেটসম্যান ব্যতীত অন্য কোন শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত পত্রিকার এত প্রচার ও প্রতিপত্তি নাই। টাইমস অব ইণ্ডিয়ার ছাপাখানাটি বোধ হয় ভারতবর্ষের সব চেয়ে ভালো মুদ্রন প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয়ের হাতে আসিয়াছে জানিয়া আমরা স্বভাবতঃই আনন্দিত হইব। কিন্তু ইহার জন্য যে দাম দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সংবাদ রটিয়াছে তাহা সত্য হইলে ঠিক খুশী হইতে পারিতেছি না।

* * *

কারণটা একটু স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি। সম্প্রতি অনেক বিলাতী কোম্পানী তাহাদের কারবার ভারতীয়ের কাছে বেচিয়া দিতেছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলি বিলাতী কোম্পানীর মালিক ভারতীয় হইয়াছেন। কিন্তু ইহার বেশীর ভাগ কোম্পানীই যুদ্ধের চড়া দামের সুযোগ লইয়া প্রকৃত মূল্যের অনেক বেশী টাকায় ভারতীয়দের কাছে বেচিয়াছেন। ইহাতে আমাদের ষ্টার্লিং পাওনা অনেকটা কম পাইতেছি। এক টাকা দিয়া বারো আনার মাল। কিছুদিন পরে কিনিলে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান দামের অনেক কম দামে এই কোম্পানীগুলি কেনা যাইত। ইহাতে যাঁহারা কিনিতেছেন তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবেও অনেকটা লাভবান হইতেন। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল সাহেবী কোম্পানীগুলি বর্ত্তমানে গুড উইল হিসাবে খুব মোটা টাকা পাইতেছেন, যাহা আর দুই তিন বছর পরে তাঁহারা অনেক কম হারে পাইতেন। 'গুড উইল' জিনিষটা ধরা-ছোঁয়ার ব্যাপার নয়, ধারণার বিষয়, বিলাতী কোম্পানীগুলির গুড উইলটা দাঁড়াইয়াছে অনেকটা আমাদের দাস-মনোবৃত্তি হইতে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিলাতী কোম্পানীতে বীমা করা, বিলাতী ব্যাঙ্কে টাকা রাখা, বিলাতী দোকানে জিনিষ কেনা আমরা অধিকতর নিরাপদ ও মর্য্যাদার চিহ্ন মনে করিতাম। ক্রমশঃ এই ধারণা বদলাইতেছে। আমরা বুঝিতেছি—লয়েডস-এর চাইতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক কম নিরাপদ নয়, নর্থ ব্রিটিশ অপেক্ষা ওরিয়েণ্টালের বীমা কম নির্ভরযোগ্য নয় এবং বাথগেটের চাইতে মহেশ ভট্টাচার্য্যের এলোপ্যাথিক ফার্ম্মেসীর অষুধ নিকৃষ্ট নয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে বিলাতী কোম্পানীগুলির গুড উইল হিসাবে এত বেশী টাকা দিতে হইবে না, যতটা এখন দিতে হইতেছে।

* * *

দিন কয়েক আগে কলিকাতার একজন নামজাদা বিস্‌নেস ম্যাগনেটের সঙ্গে আলাপ হইতেছিল। ভদ্রলোক একটি বিশিষ্ট ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বেসর্ব্বা, সম্প্রতি কয়েকটা নতুন কোম্পানী গড়িয়া কলকারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। বলিলেন কোম্পানীর কাজ চালাইবার মতো উপযুক্ত বাঙ্গালী পাইতেছেন না। কথাটা সত্যও বটে, মিথ্যাও বটে। সত্য এই দিক দিয়া যে, বড় বড় কলকারখানার ম্যানেজার বা ম্যানেজিং ডিরেক্টার রূপে কাজ করিতেছেন এমন বাঙ্গালীর সংখ্যা এখন বেশী নাই। মিথ্যা এই দিক দিয়া যে, সে কাজ করিবার যোগ্যতা আছে এমন বাঙ্গালী নিশ্চয়ই অনেক আছে। গবর্ণমেণ্টে এককালে এই ধারণা ছিল যে, আই-সি-এস ও সাহেব না হইলে খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ ভালভাবে চালাইতে পারে না। কিন্তু দেখা গিয়াছে, সাহেবের জায়গাগুলিতে ভারতীয়েরা যখন কাজ করিতে পাইয়াছে, তখন ভাল ছাড়া খারাপ কাজ করে নাই। স্যার জেমস্ টেইলরের চাইতে চিন্তামণি দেশমুখ এবং আর, ই ম্যারিয়টের তুলনায় নিবারণচন্দ্র ঘোষ কম কর্ম্মদক্ষ নন্-একথা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে প্রমাণ হইয়াছে। টাটা, বিড়লা এবং সিন্ধিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষেরা সকলেই ভারতীয়।

* * *

যে সকল বাঙ্গালী শিল্পপতি বৃহৎ কলকারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা যেন 'ভাল লোক নাই' এই ধুয়া তুলিয়া বাহির হইতে সাহেব আমদানীতে মাতিয়া না ওঠেন। সাহেব ম্যানেজার হইলেই কোম্পানীর গুরুত্ব বাড়িবে এমন নহে। যেক্ষেত্রে বিদেশী নিযুক্ত না করিয়া উপায় নাই, সেখানেও বাঙ্গালী শিক্ষানবিশ নিযুক্ত করিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাহেব তাড়াইবার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রত্যেক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া উদীয়মান ছাত্রদের এই শিক্ষানবীশের কাজে নিযুক্ত করিতে পারেন। সাহেব সম্পর্কে 'তাড়ানো' শব্দটি ব্যবহার করিলাম এই জন্য যে, যাহারা আমাদিগকে এতকাল মানুষ বলিয়াই গণ্য করে নাই, তাহাদিগকে আমাদের অর্থে জীবিকানির্ব্বাহের সুযোগ দিতে আমরা আর রাজী নই।

—খেয়ালী

—ইহা ঘোষণা মাত্র—

এসোসিয়েটেড এগ্রিকালচারেল ফার্ম্ম এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড

অনুমোদিত মূলধন ----- ১০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রয়যোগ্য মূলধন ----- ৫,০০,০০০৲ টাকা

প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের ৫০ হাজার অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত।

ডিরেক্টরবর্গ, ম্যানেজিং এজেণ্টস এবং তাঁহাদের বন্ধুগণের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ টাকার শেয়ার বিলি করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়যোগ্য শেয়ারের মূল্যের পরিমাণ ৪ লক্ষ টাকা।

পৃষ্ঠপোষক

ল্যাফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল মহামান্যবর মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর, ত্রিপুরা।

ডিরেক্টর বোর্ড

১। **অরুণকৃষ্ণ রায়, এস্কোয়ার,** ব্যাঙ্কার ও জমিদার, ভাগ্যকুল। 'রাজা-হাউস', ১০৪, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। **তড়িৎভূষণ দে,** এস্কোয়ার, বি-এ, ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট। ডিরেক্টর: ইণ্ডিয়ান কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট লিঃ, ভারত অয়েলক্লথ এণ্ড রাবার ওয়ার্কস্ লিঃ। প্রোপ্রাইটর: ইষ্টার্ণ আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ক্র্যাফ্‌ট। ১৪, গুরুপ্রসাদ রায় লেন, কলিকাতা।

৩। **রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,** এস্কোয়ার, বি-এ, মার্চ্চেণ্ট ও ব্যাঙ্কার। ডিরেক্টর: ইণ্ডিয়ান কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট লিঃ, ইণ্ডিয়ান মেটাল এণ্ড ষ্টীল প্রডিউস লিঃ, ভারত অয়েলক্লথ এণ্ড রাবার ওয়ার্কস্ লিঃ। ৪।১, অপূর্ব্ব মিত্র লেন, কলিকাতা।

৪। **চণ্ডীচরণ চাটার্জ্জি,** এস্কোয়ার, মার্চ্চেণ্ট ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ২৪।২; বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। **ভুপেন্দ্রলাল পাল,** এস্কোয়ার, মার্চ্চেণ্ট, মিরকাদিম, ঢাকা।

৬। **হীরেন্দ্রলাল অধিকারী,** এস্কোয়ার, এম-এ, মার্চ্চেণ্ট। ডিরেক্টর: ইকনমিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ, ভারত অয়েলক্লথ এণ্ড রাবার ওয়ার্কস্ লিঃ, প্রভিডেণ্ট ইনস্যুরেন্স হোম (ইণ্ডিয়া) লিঃ, ৩৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৭। **বীরেন্দ্রমোহন তপাদার,** এস্কোয়ার, মার্চ্চেণ্ট, মিরকাদিম, ঢাকা।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্

মেসার্স ইণ্ডিয়ান কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট লিঃ

২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কার্স

১। **এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ,**

২। **কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ।**

অডিটার

এন চক্রবর্ত্তী, এম-এ, আর-এ,

রেজিষ্টার্ড একাউণ্টেণ্ট।

১ বি, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড অফিস

২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য

মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে অধিকতর বিশদভাবে যে সকল উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে, সেই সকল উদ্দেশ্য এবং বিশেষভাবে কোম্পানীর সমস্ত শাখা অফিসে কৃষি, নার্সারী, ডেয়ারী-ফার্ম্মিং, শাকসব্জী ও ফলের বাগান, মৎস্য-চাষ, হংস-কুক্কুটাদি গৃহপালিত পক্ষী পালন (poultry) এবং খনি-খনন সংক্রান্ত ব্যবসা চালাইবার উদ্দেশ্যে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। উল্লিখিত সর্ব্বপ্রকার শিল্প আমাদের দেশের বহুবিধ প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া কোম্পানীর অধীনে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালিত হইবে। কোম্পানী আমলাগোরা গড়বেতা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে প্রায় ৩০০ বিঘা জমি লইয়াছেন এবং সেখানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সাহায্যে কৃষিকার্য্য পরিচালিত হইতেছে। উহার ফলাফল শুধু সন্তোষজনকই নয়, পরন্তু অভূতপূর্ব্বও বটে। একথা অতি সত্য যে, শিল্পকে কৃষি হইতে স্বতন্ত্র করা যায় না। কোম্পানী সেই জন্য ৫০ বিঘা শিল্পোপযোগী জমি তাঁহাদের কৃষি উপযোগী জমির ঠিক পাশাপাশিই লইয়াছেন। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে উহা মাত্র পাঁচ-মিনিটের রাস্তা। মৎস্য চাষ এবং বনজ শিল্প অনেকটা সংশ্লিষ্ট; কোম্পানীর অনতিবিলম্বে মৎস্য চাষ এবং বনজ শিল্প সংক্রান্ত ব্যবসা চালাইবারও সংকল্প রহিয়াছে।

শেয়ারের জন্য আবেদন পত্র এবং অন্যান্য সংবাদাদির জন্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক ম্যানেজিং এজেণ্টস্-এর নিকট আবেদন করুন।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

রেলওয়ের বাড়্তি শ্রমিক ছাঁটাই—গত জানুয়ারী মাসের ৩১শে পর্য্যন্ত মোট তের হাজার আটশত একষট্টি জন বাড়্তি লোককে রেলওয়ে হইতে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে। জানুয়ারী মাসেই ছাড়ান হইয়াছে এক হাজার নয় শত কুড়ি জনকে। কর্ম্মচ্যুত এই সব বাড়্তি লোকের মধ্য হইতে আবার জানুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত মোট বার হাজার নয় শত নয় জনকে পুনরায় কাজে বহাল করা হইয়াছে। জানুয়ারী মাসেই পুনরায় কাজে লওয়া হইয়াছে ইহাদের তিন হাজার দুই শত পঞ্চাশ জনকে।

টায়ার বরাদ্দ আদেশ বাতিল—যাত্রীবাহী গাড়ীর টায়ার ও টিউব সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলে গত ২৬শে মার্চ্চ হইতে ১৯৪৫ সালের টায়ার বরাদ্দ আদেশ বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশের রাস্তা-উন্নয়ন পরিকল্পনা—আগামী দশ বৎসরের মধ্যে জব্বলপুর বিভাগে রাস্তা তৈয়ারী ও তাহার উন্নতিবিধানের জন্য যুক্তপ্রাদেশিক সরকার পাঁচ কোটী টাকা ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জব্বলপুর, মন্দলা, সৌগর, হোসঙ্গাবাদ এবং নিমার জেলায় একশত কুড়িটীরও বেশী নূতন রাস্তা তৈয়ারী করা হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভারতীয় লঙ্কা—নিউইয়র্কের এক খবরে প্রকাশ যে, যুক্তরাষ্ট্রে হল্যাণ্ড হইতে আমদানীকৃত লঙ্কা বিশেষভাবে কমিয়া যাওয়ার ফলে আগামী বর্ষা সুরু হইবার পূর্ব্বেই মার্কিন সরকার ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে লঙ্কা ক্রয় করিয়া লইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র তিন হাজার টন লঙ্কা মজুত আছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার খাদ্য উৎপাদন-উন্নয়ন পরিকল্পনা—প্রকাশ, সোভিয়েট রাশিয়ার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে সোভিয়েট দেশে খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপক উন্নতি সংঘটিত হইবে। উক্ত পরিকল্পনা সফল হইলে ১৯৫০ সাল হইতে রাশিয়ায় তের হাজার টন মাংস-জাত খাদ্য, বার কোটী সত্তর হাজার টন খাদ্যশস্য, চব্বিশ লক্ষ টন চিনি, দুই কোটী ছাব্বিশ হাজার টন চিনি-বিট (Sugar beet) এবং দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টন জান্তব চর্ব্বি উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরেই মধ্য এশিয়ার সাধারণতন্ত্রে ধান-আবাদী জমির পরিমাণ যথেষ্ট বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং গবাদি পশুর সংখ্যা শতকরা উনচল্লিশ ভাগ, ঘোড়া শতকরা ছয়চল্লিশ ভাগ, ছাগল-ভেড়া শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বাড়াইবার চেষ্টা করা হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, এবারে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১৯৪০ সালের উৎপাদিত খাদ্য-শস্যের পরিমাণ তিন কোটী তিরাশী লক্ষ টনকেও ছাড়াইয়া যাইবে।

উড়িষ্যা সরকারের ঘাটতি বাজেট—সম্প্রতি উড়িষ্যার ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, এই বৎসরে মোট চৌত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা ঘাট্তি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। রাজস্ব খাতে মোট তিন কোটী সাতান্ন লক্ষ একান্ন হাজার টাকা আদায় ও মোট তিন কোটী নিরানব্বুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

যুক্তপ্রদেশের বাড়্তি বাজেট—যুক্তপ্রদেশের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে ষাট লক্ষ আটাশ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই বৎসরে যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের মোট আয় নয় কোটী পাঁচ লক্ষ আঠার হাজার টাকা এবং ব্যয় আট কোটী চুয়াল্লিশ লক্ষ নব্বুই হাজার টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় ইট উৎপাদনের সঙ্কট—বেঙ্গল ব্রিকফিল্ড ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সরকারের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা ও নিদারুণ ঔদাসীন্যের ফলে বাঙ্গলার ইট উৎপাদনে এক অচল অবস্থা উদ্ভবের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে যে শুধু ইটখোলার মালিকদেরই চিরতরে সর্ব্বনাশ ঘটিবে তাহা নহে, উপরন্তু দশ লক্ষাধিক শ্রমিকও কাজ হারাইয়া অনশন-মৃত্যুর সম্মুখীন হইবে।

মোটর ও বাসের বীমা—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট মোটর গাড়ী চালনা আইনে কয়েকটি নূতন নিয়ম যোগ করিতেছেন। তদনুসারে যে কোনও মোটর (প্রাইভেট, ট্যাক্সি অথবা যাত্রীবাহী বাস) গাড়ী চালনার দোষে দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত পথচারী কিংবা যাত্রীর সম্পর্কে ঐ সকল গাড়ী বীমা করাইতে হইবে। আগামী ১লা জুলাই হইতে এই আইন বলবৎ হইবে। এই আইনের মুসাবিদার মধ্যে বাস প্রভৃতি জনহিতকর যানবাহনের মালিকদের সমবায় বীমা সমিতির কার্য্যকলাপ সম্পর্কিত সর্ত্ত এবং বৃটিশ ভারতে বিদেশী ভ্রমণার্থীদের আমদানী করা মোটর গাড়ীর বীমা-সংক্রান্ত সর্ত্তেরও উল্লেখ আছে।

খাদ্যবস্তুর পাইকারী মূল্যের মান—ভারত গবর্ণমেণ্টের আর্থিক উপদেষ্টা সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ =১০০) খাদ্যবস্তুর পাইকারী মূল্যের যে সাপ্তাহিক

সুবল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
রত্নপাতি বিক্রেতা
৪নং ফুলিত ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অক্ষয় কুমার লাহা
এণ্ড কোং
অডিয়াম মার্বল সিমেণ্ট কলার
বা ড়ী র রং
কারখানার রং
৯নং বাগবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

সাবান প্রস্তুতের
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

আমাদের তৈয়ারী

রবারক্লথ	হটওয়াটার ব্যাগ	আইস ব্যাগ
এয়ার রিং	হাওয়া ভরা বালিস	এয়ার কুশন
ডাক্তারী দস্তানা	গাম বুট	ওভার শু

ইত্যাদি

এখন হইতে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ
হেড অফিস : ৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
বিক্রয়-কেন্দ্র : ১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, গত ২রা মার্চ্চ উহা ২৪৪.২ ছিল। উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ছিল ২৪১.৭। আলোচ্য সপ্তাহে তণ্ডুলজাতীয় শস্যাদির দর অপরিবর্ত্তিত ছিল; ডাল ও অন্যান্য খাদ্যবস্তুর দর যথাক্রমে '৬ এবং '৪ পরিমাণে বাড়িয়াছে।

ফলজাত খাদ্যবস্তু সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণাদেশ—ফলজাত খাদ্যবস্তু উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট গত ৫ই ডিসেম্বর (১৯৪৫) একটি নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করেন। তাহাতে ব্যবসায়ীদের পুরাতন মাল খালাস করিবার জন্য এক মাসের সময় দেওয়া হইয়াছিল। ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে অসুবিধা জানাইয়া সময় প্রার্থনা করা হইলে গবর্ণমেণ্ট মাল খালাসের তারিখ ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পিছাইয়া দেন। সম্প্রতি তাহা ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী ১লা মে হইতে ঐ নিয়ন্ত্রণাদেশ চালু হইবে বলিয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই তারিখ আর পরিবর্ত্তন করা হইবে না এবং ফলজাত খাদ্য উৎপাদক ব্যবসায়ীরা যেন আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যেই তাঁহাদের পুরাতন মাল খালাস করেন—এইরূপ জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পৃথিবীর সূক্ষ্মতম নল—প্রকাশ, বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারগণ পৃথিবীর মধ্যে সূক্ষ্মতম এবং লঘুতম নল তৈয়ার করিয়াছেন। নলটীর আবরণের স্থূলতাসহ ব্যাসের দৈর্ঘ্য '০০৬ ইঞ্চি এবং কেবল ছিদ্রটুকুর ব্যাস '০০৩৫ ইঞ্চি। ইন্‌জেকসন দিবার সূচ তৈয়ারীর জন্য এইগুলি তৈয়ারী হইতেছে। পূর্ব্বে এই ধরণের সূক্ষ্ম নল তৈয়ারীর কাজ জার্ম্মানদের একচেটিয়া ছিল।

ভারতে নূতন বিমানঘাঁটি—ডেইলী হেরাল্ডের এক খবরে প্রকাশ, বৃটিশ বে-সামরিক বিমান-সচিব লর্ড উইনস্‌টার ফ্লাইং বোটে (জল বিমান) অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতে স্থল ও জল বিমানের কয়েকটি নূতন ঘাঁটি ও অবতরণক্ষেত্র তৈয়ার করা সম্পর্কে তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া আসিয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলি পরস্পরের সহিত বিমান-পথে সংযুক্ত করার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড এই দেশগুলির মধ্যে নিয়মিতভাবে বিমান চলাচল করিবে। তাহা ছাড়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিউজিল্যাণ্ড, ফিজি, ক্যানটন দ্বীপ, হনলুলু, সানফ্রানসিস্‌কো এবং ভ্যাঙ্কুভারের মধ্যে নূতন বিমান-পথ খোলা হইবে বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন।

স্বয়ং-চালিত বিমান—ডেইলি হেরাল্ডের সংবাদদাতা খবর দিতেছেন যে, এখন হইতে বিমান চালানোর জন্য চালকের আর কোনরূপ দক্ষতার প্রয়োজন হইবে না। বিমানে বসিয়া কেবল একটি বোতামসমন্বিত যন্ত্র টিপিলেই বিমান আপনি উড়িবে। বিভিন্ন গন্তব্য স্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বোতাম থাকিবে। কোন স্থানে যাইতে হইলে একটি বিশেষ বোতাম টিপিলেই বিমান ঘাঁটি হইতে উপরে উঠিবে। তারপর আপনা হইতেই আকাশে উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে চলিতে থাকিবে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া আপনা হইতেই বিমানখানি নিরাপদে আবার মাটিতে নামিয়া আসিবে। চালককে কিছুই করিতে হইবে না। বিলাতের সামরিক বিমান বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ ল্যাঙ্কাষ্টার বিমানের উপর পরীক্ষা চালাইয়া এই চেষ্টায় সফল হইয়াছেন।

কলিকাতা-নাগপুর-বোম্বাই বিমানপথ—গত ২রা এপ্রিল হইতে কলিকাতা-নাগপুর-বোম্বাই বিমানপথে টাটা কোম্পানীর যাত্রীবাহী বিমান চলাচল সুরু হইয়াছে। এই পথে সপ্তাহে দুইবার করিয়া বিমান যাতায়াত করিতেছে। যাত্রী প্রতি ভাড়া ধার্য্য হইয়াছে ২৩০৲ টাকা।

পাঞ্জাবের বাড়্‌তি বাজেট—সম্প্রতি পাঞ্জাব পরিষদে পাঞ্জাবের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই বৎসরে মোট সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। রাজস্ব খাতে একুশ কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকা আদায় ও কুড়ি কোটী তিরাশী লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বিহার সরকারের উদ্বৃত্ত বাজেট—বিহার সরকারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে দেখা যায় যে, পঞ্চাশ লক্ষাধিক টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। বাজেট বরাদ্দে তের কোটী উননব্বুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার টাকা আয় এবং তের কোটী আটত্রিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। বাজেটে নূতন কোন উল্লেখযোগ্য কর ধার্য্যের ব্যবস্থা করা হয় নাই।

ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারিজ লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।
ফোনস্ ঃ—ক্যাল ঃ ১৪৬৪-১৪৬৫

অনুমোদিত ও বিক্রয়ার্থ মূলধন --- ২৫,০০,০০০৲
(পঁচিশ লক্ষ)

প্রতিখানি ১০৲ করিয়া ২৫০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত

আবেদনের সহিত ৩॥০ (১৲ টাকা প্রবেশ ফি লইয়া), শেয়ার বিলির একমাসের মধ্যে ২॥০ এবং বাকী টাকা প্রতি কিস্তি অন্যূন দুই মাসের ব্যবধানে সমান দুই কিস্তিতে দেয়।

ডিরেক্টরস্, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনেরাই পাঁচ লক্ষ টাকার শেয়ার লইতে সম্মত হইয়াছেন।

কোম্পানী ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চলের নর্থ বোরারী নামক আধুনিক যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম সমন্বিত এবং চালু কয়লার খনিটী কিনিয়া লইয়া উহার সাকুল্য মূল্য ৬,৩০,০০০৲ টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন।

খনির অবস্থা

ঝরিয়া রেল ষ্টেশন হইতে মাত্র ৩ মাইল দূরে এবং জেলা বোর্ডের একটী পাকা রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত এই খনিতে সাতটীরও অধিক কয়লার সিম আছে এবং হার্ড কোকের জন্য সুসজ্জিত কোক-ওভেন (Coke-oven), খনির দুইটী কয়লা রাখিবার আঙ্গিনায় দুইটী রেলওয়ে সাইডিং এবং নাম মাত্র দামে কেনা ৮০০০ টন কয়লা, ম্যানেজার, অফিসার, কেরাণী ও কুলিদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ, ওয়ার্কসপ ও ষ্টোর ইয়ার্ড আছে। বর্ত্তমানে উত্তোলিত কয়লার (প্রতি মাসে ৭০০০ টন) সমস্তই পাওয়া যায় কোম্পানী নিযুক্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে (Raising-Contractors)। ঠিকাদারদিগকে দেয় চুক্তিকৃত দর ও নিয়ন্ত্রিত বিক্রয়দরে পার্থক্য অনেক, ফলে কোম্পানীর মোটা রকমের নিশ্চিত লাভ থাকে। আরও উন্নতি সাধিত হইলে এই খনি হইতে আরও বেশী কয়লা উত্তোলন করা যাইবে আশা করা যায়। **এই কোলিয়ারীটী নিয়মিত গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়েকে কয়লা সরবরাহ করিয়া আসিতেছে।**

কয়লা বিক্রয়ের মুনাফা ছাড়াও কোম্পানীর নিজস্ব কোক-ওভেনে উৎপাদিত সফ্‌ট্ কোক ও হার্ড কোক বিক্রয় হইতেও প্রচুর লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রতিমাসে অন্যূন কুড়ি হাজার টন কয়লা উত্তোলন করিয়া যাহাতে আরও বেশী লাভ করা যায় তদুদ্দেশ্যে কোম্পানী আরও কতিপয় চালু কয়লার খনি কিনিবার জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ প্রতিপত্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।

মৃত্যুকর বিল—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকার পক্ষ হইতে সম্প্রতি ভারতীয় মৃত্যুকর বিল উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

যুদ্ধ-ফেরৎ ডাক্তারদের জন্য নূতন মেডিক্যাল কলেজ—প্রকাশ, যে-সব লাইসেন্সিয়েট ডাক্তার যুদ্ধের চাকুরীতে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা যাহাতে এম-বি উপাধি লাভ করিতে পারেন তাহার জন্য বাঙ্গলা সরকার কলিকাতায় একটী অস্থায়ী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজটিকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ন্যায় যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করা হইবে।

বোম্বাই-এ ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ প্রচেষ্টা—গত ১৬ই মার্চ্চ হইতে বোম্বাই সহরে ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ আইন কার্য্যকরী হওয়ার ফলে পুলিশ সহর ও সহরতলী হইতে প্রায় দুই শত লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বোম্বাই সরকারের বাড়তি বাজেট—বোম্বাই সরকারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট বরাদ্দে পাঁচ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা যাইতেছে। এই বৎসরে মোট ত্রিশ কোটী কুড়ি লক্ষ টাকা আয় ও ত্রিশ কোটী পনর লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে।

শিক্ষা বিস্তারে মাদ্রাজ সরকারের সাহায্য—মাদ্রাজ সরকার সম্প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়কে দুই লক্ষ টাকা এককালীন সাহায্য এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে এক লক্ষ সতর হাজার চার শত টাকা বার্ষিক সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

যাদবপুর কলেজের উন্নতিবিধান—সম্প্রতি যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ব্লুআর্থ নামক একটী কারখানা তের লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। এই বিরাট মার্কিন কারখানাটি নানাবিধ আধুনিকতম যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। কারখানাটীতে একটী পাওয়ার হাউসও আছে। এই কারখানা পাওয়ার ফলে যাদবপুর কলেজের কারখানাই প্রাচ্যের কলেজীয় কারখানাগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ববৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলায় টেক্সটাইল লাইসেন্সের শেষ তারিখ—বঙ্গীয় তুলাজাত বস্ত্র ও সূতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের ৩০শে এপ্রিল টেক্সটাইল লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিবার শেষ দিন ধার্য্য করা হইয়াছে।

ভারতে বৃটিশ শাসনের বিষময় ফল—বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের নিকট প্রেরিত এক খোলা চিঠিতে ভারতের বামপন্থী প্রতিরোধ আন্দোলনের কয়েকজন নেতা গত দুইশত বৎসরের প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্র-বিরোধী বৃটিশ শাসনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ অধিবাসীর নিদারুণ দারিদ্র্য, অমানুষিক লাঞ্ছনা এবং শোচনীয় জীবন যাত্রার মানের জন্য এই শাসন ব্যবস্থাই দায়ী। বৈষম্যমূলক শুল্কব্যবস্থা সাম্রাজ্যিক সুবিধা, বর্দ্ধিতমূল্য (Overvalued) মুদ্রা ব্যবস্থা, একচেটিয়া বিনিময় ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ ক্রূর ষড়যন্ত্রের মারফৎ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ঘোরতর প্রতিবাদকে উপেক্ষা করিয়া বৃটিশ রপ্তানী বৃদ্ধি ও ভারতীয় বাণিজ্য স্বার্থকে অবহেলা করিয়া বৃটিশ প্রভুত্ব ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন করিয়াছে।

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী-ভাতা—হাজার টাকা ও তদূর্দ্ধ বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদের মাগগীভাতা (অতীতেও প্রযোজ্য) দেওয়ার প্রতিবাদে কংগ্রেসী তরফ হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদে যে ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তাহা ৭১-৩১ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের নূতন বাজেট—মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে দেখা যায় যে, এই বৎসর ষাট লক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

ভারতের খাদ্যাভাবে বিদেশের সাহায্য—ভারতের খাদ্যাভাব-পীড়িত অঞ্চলে বিতরণের জন্য ইতিমধ্যে ভারতের বাহির হইতে ৭৫ হাজার টন চাউল আসিয়া পৌছিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আগামী জুন মাসের মধ্যে আরও ১৫ লক্ষ টন ময়দা ও ভুট্টা এবং দেড় লক্ষ টন চাউল আসিয়া পৌছিবে এরূপ আশা করা যায়। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমার্দ্ধে সমগ্র ভারতে ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছে। সুতরাং আরও ৩॥ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী হইলে জুনমাস পর্য্যন্ত খাদ্যাভাব-পীড়িত অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ য, বৃটিশ খাদ্য মন্ত্রীর মারফৎ ভারত গবর্ণমেণ্ট নিউজিল্যাণ্ড হইতে ২৩ হাজার ৮৮ পাউণ্ড ঘনীভূত দুধ, ১ লক্ষ ১২ হাজার ১৪৬ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ এবং ৩৩ লক্ষ ৪ হাজার ২৬৭ পাউণ্ড বিস্কুট ভারতের খাদ্যাভাব-পীড়িত অঞ্চলের সাহায্য-স্বরূপ পাইয়াছেন।

বিদেশ হইতে চিনি সরবরাহের ব্যবস্থা—এই বৎসর ভারতে ১১ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু শীতকালে বৃষ্টির অভাবে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে এবং তুষার পাতের ফলে পাঞ্জাবে আখ চাষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এই কারণে এই বৎসর ভারতে চিনির যে ঘাটতি দেখা দিবে তাহা পূরণ করিবার জন্য ২ লক্ষ টন চিনি বিদেশ হইতে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে ভারত গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

শ্রম শিল্পের কাঁচামালের মূল্য—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের আর্থিক উপদেষ্টা সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে শ্রমশিল্পের কাঁচামালের যে সাপ্তাহিক পাইকারী মান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে জানা যায়, গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উহা ২৭৮·৪ ছিল; পূর্ব্ব সপ্তাহে ছিল ২৭৮·৪। আলোচ্য সপ্তাহে তন্তু জাতীয় কাঁচামালের মূল্য ·৩ হারে বাড়িয়াছে; কিন্তু তৈলবীজ, খনিজদ্রব্য ও অন্যান্য বিভিন্ন জিনিষের মূল্য যথাক্রমে ·৩, ·৪ ও ·৪ হারে কমিয়াছে।

ইংলণ্ডে নূতন জনস্বাস্থ্য আইন—বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে জাতীয় স্বাস্থ্য বিলটি পাশ হইলে

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৩০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,২৬,৩২৫৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৭৪,৩০,৩০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৫ তারিখে) ১,০৫,২৩,৬৪,৪০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ৩২০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ এইচ, সি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেন্টস্: বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেন্ট: দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; হাটখোলা—৭৫, শোভাবাজার ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মোগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংখি, বক্সার। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

জীবন যাত্রার পাথেয়

নূতন বীমা
(১৯৪৫)
১২ কোটী টাকার উপর

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি, তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়; বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান পাথেয়—দুর্দ্দিনে সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

সেখানকার জনস্বাস্থ্য সংগঠনের এক নূতন অধ্যায় সুরু হইবে। এই নূতন আইনে ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলেই চিকিৎসার সমান অধিকার পাইবে। চিকিৎসার মানও খুব উন্নত ও আধুনিক হইবে এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, চিকিৎসা ও ঔষধ সরবরাহ করা হইবে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে। এই নূতন ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার জন্য স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর অধীনে একটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এবং পরামর্শ দিবার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা গঠিত একটি নূতন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-পরিষদ স্থাপিত হইবে এবং প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করিয়া চিকিৎসার উপকরণ সুসজ্জিত হাসপাতালে বিশেষ বিশেষ রোগের ব্যবস্থাও থাকিবে।

রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদকের আবেদন—নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি রক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, রবীন্দ্রস্মৃতি রক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ভাণ্ডারে গত ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মাত্র ১২ লক্ষ ১৯ হাজার ১১৬৷৴১০ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। কবিগুরুর আগামী জন্মদিবসের (৮ই মে, ২৫শে বৈশাখ) পূর্ব্বে ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করাই নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য। এই মহান উদ্দেশ্য যাহাতে সফলকাম হইতে পারে, তৎকল্পে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মজুমদার বিবৃতির উপসংহারে দেশবাসীর নিকট পুনরায় আবেদন জানাইয়াছেন। সমস্ত দান নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে :—সাধারণ সম্পাদক, নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ নাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতি, ৬।৩নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা অথবা ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জাপান হইতে মুক্ত ভারতীয়—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গত অক্টোবর মাসে কোবে ও টোকিওর যুদ্ধবন্দী শিবির হইতে ৫৭ জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা হইয়াছে ও তাঁহাদের নিকটতম আত্মীয়দিগকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ঐ উদ্ধারপ্রাপ্ত ভারতীয়দের আশা তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুক্তির সংবাদ মৃতের পুনর্জীবনের সংবাদের মত অনেকের নিকটেই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে হইয়াছে। বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, (সিন্ধু), কলিকাতা, বাঙ্গালোর, আমেদাবাদ, লাহোর, রামনাদ, করাচী, দিল্লী, শোলাপুর ও সুরাট প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নস্থানে ঐ উদ্ধারপ্রাপ্ত ভারতীয়দের বাড়ী। শুধু একজনের বাড়ী সাংহাইয়ে।

সম্মিলিত জাতি কমিশনে ভারতীয় সদস্য—সম্মিলিত জাতি "আর্থিক ও সামাজিক পরিষদের পক্ষ হইতে মিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ("মানুষের অধিকার" বিভাগে), অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ (সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগে) ও স্যর গুরুনাথ বেউরকে (যানবাহন ও যোগাযোগ বিভাগে) সদস্যপদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহারা উক্ত সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে। ভারত সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটী কমিশনার মেজর মিঃ মানি কিংবা তাঁহার স্থলে লণ্ডন প্রবাসী ডাঃ চুণীলাল কাটিয়ালকে উক্ত কমিশনের স্বাস্থ্য-বিভাগে যোগ দিবার জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

মিত্র দেশসমূহে খাদ্যবরাদ্দের সুপারিশ—সম্মিলিত রাষ্ট্র সাহায্য পুনর্গঠন পরিষদের নীতিনির্দ্ধারণ কমিটি এগার জন সদস্য লইয়া গঠিত সাবকমিটি কর্ত্তৃক রচিত খাদ্যসমস্যা সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সদস্য বলিয়া পরিগণিত দেশগুলির খাদ্য বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা উচিত এবং খাদ্য সরবরাহকারী দেশগুলি যাহাতে অভাবগ্রস্ত দেশসমূহে আরও অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহ করিতে পারে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের উচিত তাহার উপায় উদ্ভাবন করা।

সেনা বাহিনীতে ছাঁটাই—জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে মের মধ্যে ভারতের সেনাবাহিনী হইতে প্রায় সাত লক্ষ লোক ছাঁটাই করা হইবে। চূড়ান্ত ছাঁটাইএ প্রায় সাড়ে আট লক্ষ লোক পড়িবে। চূড়ান্ত ছাঁটাই-এর তারিখ ৩১শে মে হইতে পিছাইয়া ৩১শে জুলাই করা হইয়াছে।

বৃটেনের আর্থিক অবস্থার উন্নতি—সম্প্রতি যে আর্থিক বৎসর শেষ হইল তাহাতে বৃটেনের আয় হইয়াছে মোট তিন শত আটাশ কোটী চুয়াল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুই শত তিপ্পান্ন পাউণ্ড। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় এবারে আয় বাড়িয়াছে মোট চার কোটী তেষট্টি লক্ষ সাতাশী হাজার দুইশত চৌত্রিশ পাউণ্ড। এবারে মোট ব্যয় হইয়াছে পাঁচ শত সাতচল্লিশ কোটী সাতচল্লিশ লক্ষ উনআশী হাজার সাত শত দুই পাউণ্ড। এবারে ব্যয়ের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যয় অপেক্ষা আটান্ন কোটী ত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার এক শত চৌত্রিশ পাউণ্ড কম।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন—ক্যাল: ৫৯৪৪ টেলিগ্রাম—ইকনমিক ব্যাঙ্ক

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৯

হেড অফিস :—৮৬-বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

----শাখাসমূহ----

বড়বাজার, সাউদার্ণ এভেনিউ (কলিকাতা), বাঁকুড়া, ঘাটাল, মেহেরপুর, সোণামুখী (বেঙ্গল), টাটানগর, পুরুলিয়া, নওয়াগড় (বিহার), বড়পেটা (আসাম), এলাহাবাদ, বেনারস, জৈতপুরা, মীর্জ্জাপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, অরৌরা, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, রবার্টসগঞ্জ, মোরাদাবাদ, গান্ধীনগর (কাণপুর), জৌনপুর (ইউ-পি), দিল্লী।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রাম—লাইভ ব্যাঙ্ক ফোন : ক্যাল—৪৭৩১ ও ৩২৭৫

বাংলা ও বিহারের প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে শাখা প্রতিষ্ঠিত।

চেয়ারম্যান :

রায় জে এন মুখার্জ্জি বাহাদুর

গভঃ প্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার, হুগলী

ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ্জ :

মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জ্জি

ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করা সব দিক দিয়ে নিরাপদ।

ভারতের সংরক্ষণ শুল্ক বিল—বাণিজ্যসচিব কেন্দ্রীয় পরিষদে ১৯৪৬ সালের সংরক্ষণ শুল্ক বিল উপস্থাপিত করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমানে ট্যারিফ বোর্ড যুদ্ধকালীন শিল্পগুলির সাহায্য ও সংরক্ষণের দাবী সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন। আশা করা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে রপ্তানী শুল্কের হার বৃদ্ধির সুপারিশ করা হইবে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় কাগজের নূতন ব্যবহার—প্রকাশ, সোভিয়েট রাশিয়ার বিশেষ ধরণের কাগজের কলগুলি শীঘ্রই কাগজের আসবাব-পত্র উৎপাদন করিতে সুরু করিবে। এই সমস্ত 'কাগজের' আসবাবপত্র শুধু যে হাল্কা তাহাই নহে উপরন্তু এগুলি বিশেষ শক্ত ও আরামপ্রদও হইবে। আগামী পাঁচ বৎসরে সোভিয়েট রাশিয়ায় বিরাট বিরাট ছাব্বিশটি নূতন কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে।

ভারতীয় দখলে 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'—প্রকাশ, বিখ্যাত শিল্পপতি ডালমিয়া মেসার্স বেনেট কোলম্যান এণ্ড কোম্পানীর নিকট হইতে 'দি টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' 'ইলাষ্ট্রেটেড উইকলি' এবং 'ইভিনিং নিউজ' কিনিয়া লইয়াছেন। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া এতদিন বৃটিশ পুঁজিপতিদের মুখপত্র হিসাবে কাজ করিয়াছে।

খাদ্য-সঙ্কট

সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের নিকট বৃটিশ সরকার ও ভারতীয় খাদ্য প্রতিনিধিমণ্ডলীর আবেদনের ফলে উক্ত বোর্ড ভারতকে ১৪ লক্ষ টন গম ও জোয়ার এবং ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন চাউল দিতে সম্মত হইয়াছেন।

* * *

দেশব্যাপী খাদ্য সঙ্কটের জন্য মাদ্রাজ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রণকারী-সমেত ত্রিশ জনের অধিক সংখ্যক লোককে খাওয়ান চলিবে না। এই আদেশ অমান্য করিলে নিমন্ত্রণকারী এবং অতিথি উভয়েই দণ্ডনীয় হইবেন।

* * *

ভারতীয় কাপড়ের বিনিময়ে নেপাল হইতে চাউল আমদানীর চেষ্টা করা হইতেছে।

* * *

আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই ৯২ হাজার টন গম লইয়া অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বন্দর হইতে কয়েকটী জাহাজ ভারতের পথে যাত্রা করিবে। বর্ত্তমানে দুইটী জাহাজে গম বোঝাই করা হইতেছে এবং এক সপ্তাহ কালের মধ্যে আরও ১২টী জাহাজে মাল বোঝাই করা হইবে।

* * *

খাদ্য-বরাদ্দ হ্রাসের প্রতিবাদে নৈনী সেন্ট্রাল জেলের বন্দীরা সম্প্রতি পাঁচদিন অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন।

* * *

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে করাচী বন্দরে সাতাশ হাজার টন গম আসিয়া পৌছিয়াছে।

* * *

কেন্দ্রীয় পরিষদে একটী প্রশ্নের উত্তরে খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী ঘোষণা করেন যে, বর্ত্তমানে ভারতে মোট ৫৮৩টী সহরে বরাদ্দ-ব্যবস্থা চালু আছে। বরাদ্দ এলাকার অন্তর্ভুক্ত মোট লোকের সংখ্যা হইল ৫ কোটী ৪০ লক্ষ। ১৯৪৪-৪৫ সালে ৪৯৫টী সহরে বরাদ্দ-ব্যবস্থা চালু ছিল এবং বরাদ্দ এলাকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫ কোটী ২০ লক্ষ।

* * *

গত ১লা এপ্রিল হইতে আসামে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ পরিমাণ শতকরা ৩৩⅓ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। আগামী ১লা মে হইতে মজুরদের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ-খাদ্য দেওয়া হইবে।

* * *

সম্প্রতি 'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন যে, ভারতের দুর্ভিক্ষের কারণ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় নহে, শাসক শ্রেণীর কার্য্যাবলীই এই বিপদের মূল কারণ।

* * *

অদ্য ৮ই এপ্রিল হইতে বৃহত্তর কলিকাতা ও রেশনিং ব্যবস্থার অন্তর্গত অন্যান্য সহরে চিনির সাপ্তাহিক বরাদ্দ মাথাপিছু এক পোয়া (৮ আউন্স) হইতে কমাইয়া তিন ছটাক (৬ আউন্স) করা হইবে।

* * *

গত ২২শে মার্চ্চ হইতে ৩০শে মার্চ্চ এই সাত দিনে কলিকাতার রাস্তায় ৫ জন অনাহারে মৃতের শব পাওয়া গিয়াছে।

ব্যক্তিগত

কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লালা গুরুশরণ-লাল সম্প্রতি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

মিঃ রণজিৎ সিংহ, ও, বি, ই পুনরায় ১৯৪৬ সালের জন্য লক্ষ্ণৌ-এর নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া মার্কেণ্টাইল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

মিঃ জি, জি, মোরারজি, জে, পি, পুনরায় ফেডারেশন অব পিস্‌গুডস্ এ্যাণ্ড ইয়ার্ণ মার্চেণ্টস্ এ্যাসোসিয়েশনস্ অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

কলিকাতার রেলওয়ে লিয়াসন অফিসার মিঃ ভি, পি, ভাণ্ডাবকর মিঃ আর, জি, ম্যাসন-এর স্থলে বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

যুদ্ধের পরেও
"জীবন বীমাই শ্রেষ্ঠ পন্থা
ইণ্ডিয়ান মিউচ্যুয়াল
লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ
৯০ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

দি
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)
৩১-১-৪৬ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমা সহ), ও সংরক্ষিত তহবিল	৩২,৯৫,৪১৫৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	২,২৮,৫১,৪১০৲
আমানত	৩,৮৪,৭৩,৬৬০৲
কার্য্যকরী মূলধন	৪,৫৫,৬৫,৩৯৩৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন

গ্রাম : যেশখু ফোন : ক্যাল ২০৪৪
যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস : ১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্কের
নিজস্ব ত্রিতল বাটী নির্মিতপ্রায়।
শাখা : ভবানীপুর, খুলনা।
নড়াইল ও বাগেরহাট শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
চেয়ারম্যান,
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

শ্রীঅন্নপূর্ণা কটন মিলস লিঃ

অন্যত্র উপরোক্ত কোম্পানীর প্রসপেক্টাস মুদ্রিত হইল। কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্দেশ্যে ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহার মধ্যে ডিরেক্টরবর্গ ও তাঁহাদের বন্ধুগণ ১১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৫০ টাকা মূল্যের শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। কোম্পানী ইতিমধ্যে শ্যামনগরে ১৩৫ বিঘা জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোম্পানীর পরিচালকদের মধ্যে স্বনামখ্যাত মোহিনী মিলের ম্যানেজিং এজেন্ট শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী অন্যতম। বস্ত্রশিল্পে তাঁহার গত ৩৫ বৎসরকালের সাফল্যময় প্রচেষ্টার কথা কাহারও অবিদিত নাই। কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মধ্যে বস্ত্রশিল্পে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বসু, মিঃ এস সি রায়, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল বলিয়া মনে করি। বাঙ্গলাদেশ মোহিনী মিলকে যেভাবে সাহায্য করিয়াছে আশা করা যায় যে, এই নূতন কোম্পানীকেও এই প্রদেশের অধিবাসিগণ সেইরূপভাবে সাহায্য করিবে।

শ্রী ঔষধালয় লিমিটেড

অন্যত্র ৯৮।৪ রসা রোড, কলিকাতাস্থ শ্রী ঔষধালয় লিঃর একটী বিবৃতিপত্র প্রকাশিত হইল। শাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া ৫ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতিসহ উক্ত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ক্রমেই অধিকতর জনপ্রিয় হইতেছে। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের কাট্‌তি দেশে যে আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবসা যে বেশ লাভজনক তাহাও এই প্রদেশে একাধিক অনুরূপ প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালকদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বৈদ্যাচার্য্য কবিরাজ নলিনীরঞ্জন সেন এবং কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলা যাইতে পারে। আমরা আশা করি, কোম্পানীর ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় হইতে অধিক সময় লাগিবে না।

এলায়েড ব্যাঙ্ক

--লিমিটেড--

হেড অফিস :—ঢাকা

কলিকাতা অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন

ফোঃ কলিঃ ২৮৫৭

ময়মনসিংহ : কিশোরগঞ্জ :
বাজিতপুর : নবাবপুর (ঢাকা)।

এলায়েড ব্যাঙ্ক একটী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

অজিতকুমার সোম — ডিরেক্টর-ইন্‌-চার্জ্জ
হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য — ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এসোসিয়েটেড এগ্রিকালচারেল ফার্ম্ম এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, দেশের খাদ্য-সমস্যার চরম সন্ধিক্ষণে মেসার্স এসোসিয়েটেড এগ্রিকালচারেল ফার্ম্ম এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রতী হইয়াছেন। কোম্পানীর এই উদ্যম প্রশংসনীয় এবং খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে বলিতে হইবে। ইতিমধ্যেই কোম্পানী গড়বেতায় (বি এন রেলওয়ে) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি লইয়া চাষবাসের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। অদূরভবিষ্যতেই কোম্পানীর পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় তাঁহাদের ব্যাপক তুলা চাষ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার ব্যাপারেও ব্রতী হইবেন। কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ লইয়া গঠিত হইয়াছে। ত্রিপুরার মহারাজকুমারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কোম্পানীর দক্ষ পরিচালনাগুণে কোম্পানী নিয়মিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, আশা করা যায়।

নূতন যৌথ কোম্পানী

উলওয়ার্থস্ (দিল্লী) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সি ই রিচার্ড ওয়েবার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা।

এরিয়ান ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এল কে গঙ্গোপাধ্যায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ হাজার টাকা। থিয়েটার, সিনেমা 'হল' স্থাপন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

লোথিয়ান জুট মিলস্ কোং, লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১১৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে শতকরা বার্ষিক ১৩৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি ডানলপ রাবার কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **রামনগর কেইন এণ্ড সুগার কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা।

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস, বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ) ও চাইবাসা।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন লিমিটেড্

স্থাপিত—১৯৪৩ সাল

অফিস :

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্,
মিশন রো, কলিকাতা।

কোম্পানীর তহবিল সোনা, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জমি এবং সুদৃঢ় ভিত্তিশালী ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে খাটানো হয়। গত তিন বৎসর যাবৎ **"ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন"** আশানুরূপ লাভ করিতেছে ও উচ্চ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিতেছে।

বোর্ড অব ডিরেক্টর-এর চেয়ারম্যান :
মিঃ এস, এম, ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমানে "ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন" নিম্নলিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিতেছে :

এক বৎসরের জন্য—৩%
দুই বৎসরের জন্য—৩½%
তিন বৎসরের জন্য—৪%

প্রতি অর্দ্ধ বৎসরান্তে জানুয়ারী ও জুলাই মাসে প্রাপ্য সুদ দেওয়া হয়। স্থায়ী আমানতের আবেদন পত্রের জন্য লিখুন :

সেক্রেটারী—বিনয়ভূষণ মুখার্জ্জি, বি-এ

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১২ই মার্চ্চ—গত সপ্তাহে আলোচনা কালে টাকার বাজারের 'টানাটানি'র যে আশঙ্কা আমরা করিয়াছিলাম আলোচ্য সপ্তাহে সেই আশঙ্কা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। কারণ গোটা সপ্তাহেই ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে 'কল' টাকার আদানপ্রদানে বিশেষ 'টানাটানি' দেখা গিয়াছে এবং টাকার যোগানের তুলনায় চাহিদা খুবই বেশী ছিল। অবশ্য ব্যাঙ্কসমূহ এই চাহিদাও পুরাপুরিই মিটাইয়াছে। আমানতের সুদের হারে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বোম্বাইতেও টাকার বেশ চাহিদা ছিল। সেখানেও সুদের হারে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে টাকার লেন-দেন হইয়াছে তাহার সুদের হার কলিকাতা ও বোম্বাইতে অপরিবর্ত্তিতই ছিল—কলিকাতায় সুদের হার ছিল শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাইতে শতকরা ।০ আনা।

গত ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার ভারত সরকারের তরফ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের কোন টেণ্ডার আহ্বান করা হয় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে 'রপ্তানী'র তুলনায় 'রেমিট্যান্স' অনেক বেশী ছিল। এই সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহ ষ্টার্লিং, বিশেষ করিয়া এপ্রিল/মে ডেলিভারির ষ্টার্লিং কিনিবার জন্য খুবই উন্মুখ এবং ব্যস্ত ছিল। 'রেমিট্যান্স'-এর চাহিদা বেশী থাকা সত্ত্বেও বিনিময় বাট্টার হারে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাট্টার হার নীচে দেওয়া হইল :—

টেলি: হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শি:	৫৪½ পে:
ঐ দর্শনী („ „)	„ „	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শি:	৬৩½ „
ডি এ চার মাস („)	„	৬১½ „
ডলার (প্রতি শত)		৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২২শে মার্চ্চের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২২০ কোটী ৮১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১,২২০ কোটী ৮৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল, ১,২১৯ কোটী ১৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। গত ২২শে মার্চ্চ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০০ কোটী ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ও ২৯৬ কোটী ৪৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৪ কোটী ৮৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ও ২৯৬ কোটী ৮৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৬ কোটী ৮৩ লক্ষ ৭০ হাজার ও ২৯৬ কোটী ১০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৫ই এপ্রিল—গত সপ্তাহের শেষ ভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে যে উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার ও মঙ্গলবার তাহা বহুলাংশে অব্যাহত থাকে; অবশ্য মঙ্গলবার শেষের দিকে বিভিন্ন বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের দরের হ্রাস ঘটে। বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের সঙ্গে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক আলাপ-আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে কলিকাতার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয় এবং বিশেষতঃ এই কারণেই কলিকাতার শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকার মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কলিকাতার শেয়ার বাজারের শেয়ার-ক্রয়েচ্ছু জনগণের এই অপেক্ষা করিয়া থাকার মনোবৃত্তির দরুণ আলোচ্য সপ্তাহের বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং অদ্য শুক্রবার বিভিন্ন বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের বিকিকিনি সীমাবদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও অবনতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে ন্যাশনাল টুবাকো ৬৪৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা, বোখারো এণ্ড রামগড় ১১৫৲ টাকা হইতে ১৪৫৲ টাকা এবং করনপুরা ডেভেলপমেণ্টের ৫৪৲ টাকা হইতে ৭৯৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি কলিকাতার

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

রুদ্ধকারার দিনগুলি

বাইরের আকাশ কারাপ্রাচীরে আড়াল করেও মনের আকাশের মুক্তি যাদের কেড়ে নেওয়া যায় না বিজয়লক্ষ্মী সেই হার-না-মানা জাতের চিরবিদ্রোহিনী। যে-পরিবারে তাঁর জন্ম ভারতের স্বাধীনতার অভিযানের পুরোভাগে সে-পরিবার চিরদিন অগ্রণী হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'রুদ্ধকারার দিনগুলি' গত আগস্ট আন্দোলনের রোজনামচা। সবরকম পোশাকী আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত, সহজ অনাড়ম্বর স্বতঃস্ফূর্ত রচনা—প্রতিদিনের মনের কথাগুলি শুধু নিজের জন্য লেখা। আমাদেরই মতো নানা সুখ-দুঃখের সমস্যা জড়িত একটি পরিবারের খুঁটিনাটি ঘরোয়া খবর আমরা শুনি আর তারই মধ্যে শুনতে পাই দেশব্যাপী গণজাগরণের সাগর-কল্লোল। পণ্ডিত পরিবারের বিভিন্ন আলোকচিত্রে সজ্জিত, উচ্চশ্রেণীর ছাপা ও বাঁধাই। দাম ৩৲

সিগনেট প্রেসের বই

যে কোনো ভালো দোকানে পাওয়া যায়

১০-২, এলগিন রোড, কলিকাতা

হেড অফিস রি. নি. ৪১৮ * স্থাপিত ১৯২৯ * ক্লাইভ ষ্ট্রীট রি. নি. ২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট * ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

—সুদের হার—

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn., CALCUTTA,

Phone : Cal. 3436

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

অনুমোদিত মূলধন—	২,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	১,০০,০০,০০০৲	„
বিক্রীত মূলধন—	১,০০,০০,০০০৲	„
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কলসহ)	৬০,০০,০০০৲	টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৫,০০,০০০৲	„ „
আমানত—	১১,০০,০০,০০০৲	„ „
কার্য্যকরী মূলধন—	১৩,০০,০০,০০০৲	টাকার উপর

সকল প্রকার বৈদেশিক বিনিময়ে কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

শেয়ার বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অদ্য শুক্রবার বাজার বন্ধের সময় বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের দরের গতি সাধারণভাবে চড়্তির দিকে ছিল।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের মূল্যের দিক হইতে গত সপ্তাহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০০৸৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০২৸৶০ আনা হইতে ১০৩॥৶০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৭০-৭৫) ১০২।৴০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ১০২৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৯-৬১) ১০২৲ টাকা এবং ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৭) ১০২।০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৫ই এপ্রিল—গত দুই সপ্তাহ যাবৎ কলিকাতায় পাটের কল এলাকায় যে শ্রমিক ধর্ম্মঘট চলিতেছে আলোচ্য সপ্তাহে তাহার নিষ্পত্তি হয় নাই; ফলে প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক তাঁতে কোন কাজই হয় নাই। ধর্ম্মঘটের ফলে মার্চ্চ মাসে প্রায় ১৮ হাজার টন কম দ্রব্য উৎপাদিত হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারের সকল বিভাগেই কাজকর্ম্ম খুব কম ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের রপ্তানী বাজার সেরূপ কর্ম্মতৎপর ছিল না তবে সামান্য রকমের কাজকারবার তথায় হইয়াছে। ফ্রেঞ্চ মিশনের জন্যও সামান্য কাজকারবার হইয়াছে। বাজারে মন্দাভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। প্রায় সর্ব্ববিধ মার্কারই দর পড়িয়া যায়। ফার্ষ্ট পাটের দর প্রতি গাঁইট ৮৩৲ টাকা হইতে ৮১॥০ আনা, লাইটনিংসএর দর ৭৮৲ টাকা হইতে ৭৬॥০ আনা, আউট পোর্ট তোষা ২ ও ৩ ৮২৲ টাকা হইতে ৭৯৲ টাকা ও আউট পোর্ট ডেইলী ২ ও ৩ ৭২৲ টাকা হইতে ৭১॥০ নামিয়া পড়ে। হার্টস প্রতি গাঁইটের দর ছিল ৭১৲ টাকা। ডাণ্ডিতোষা (রপ্তানীর জন্য) ২ ও ৩এর দর ছিল ৯১৲ টাকা। ১১৩৲ টাকা দরে ঢাকা তোষা ৪ পাওয়া যাইতেছিল। কিন্তু গিল্ডড কাটিংসএর বেচাকেনা হইয়াছে সর্ব্বোচ্চ দরে। ডাণ্ডিফার্ষ্টএর দর ছিল ১২৪॥০ আনা।

আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। মিলগুলি বিশেষ বেচাকেনা করে নাই। চটের খরিদ্দার বাজারে যথেষ্টই ছিল, চাহিদাও ছিল খুবই। ফলে জুলাই/-সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া জানুয়ারী/মার্চ্চ অবধি চটের দর সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতেই ছিল। জানুয়ারী/মার্চ্চের পূর্ব্ববর্ত্তী চটের দর সর্ব্বোচ্চ দরকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল—'চোরাবাজারী' দরে অবশ্য কিছু পাওয়া অসম্ভব ছিল না। হেভি গুডসের দরও ছিল সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতে, তবে ফরওয়ার্ড-এর দর ছিল কিছু কম। সামান্য পরিমাণে হেভি কীজ বিক্রীত হইয়াছে। জুলাই/সেপ্টেম্বর নাইন ও ইলেভেন পোর্টার যথাক্রমে ২২৶০ আনা ও ২৯৲ টাকা, 'বি'টুইলস্ ৬৫॥০ আনা, লিভারপুল ৭৪।০ আনা, কর্ণস্যাক ৬৭।০ আনা ও হেভি কীজ ৬৭।০ আনা এবং অক্টোবর/ডিসেম্বর নাইন ও ইলেভেন পোর্টার যথাক্রমে ২২৶০ আনা ও ২৯৲ টাকা, 'বি' টুইল ৬৫।০ আনা, লিভারপুল ৭৪৸০ আনা, কর্ণস্যাক ৬৬৸০ আনা ও হেভি কীজ ৬৬৸০ আনা দরে বেচাকেনা হইয়াছে।

মফঃস্বলের বাজারে সামান্য আমদানী দেখা গিয়াছে,—দরেরও তারতম্য বিশেষ ঘটে নাই। তবে উত্তর অঞ্চলের বাজারে কিছুটা মন্দাভাব লক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বেশ ভাল রকম বৃষ্টি হওয়ায় বুনানীর কাজ হইয়াছে। নদীর জলও স্বাভাবিকই আছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৫ই এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায়ও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতাই উহার প্রধানতম কারণ। তাহাছাড়া লাভান্বেষিগণও আলোচ্য সপ্তাহে সোনা মজুদ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দাঁড়াইতেছে যথাক্রমে ১০০৶০ আনা ও ১০০৲ টাকা। উভয় বাজারেই গত সপ্তাহে ইহা ছিল ৯৭৲ টাকা। অদ্য কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড গিনি যথাক্রমে ৬৭।০ আনা ও ৬৯৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রূপার দরেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। চাহিদার তুলনায় রূপার যোগানের স্বল্পতাই ইহার প্রধানতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য দাঁড়াইতেছে যথাক্রমে ১৬৪।০ আনা ও ১৬৬॥০ আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৫৮৲ টাকা ও ১৫৯৲ টাকা।

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস ঃ ৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—বেলেঘাটা, মাণিকতলা (কলিঃ), সৈয়দপুর, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী, কাটিহার, সায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ঢাকা ও তেরপাখিয়া।
ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাসহ যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
Tele : PURSE-CAL. অশোক সেন এম-এ, বি, সেনগুপ্ত,
ফোন—বি, বি, ৬৭৭৯ জেনারেল ম্যানেজার ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জয় হিন্দ
বিশ্বভারতী ব্যাঙ্ক লিমিটেড
১২নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে
কলিকাতা অফিস খোলা হইল।
এ, কে, দাস, এম-এ, বি-এ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস ঃ—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৭৫,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,৫০,০০০৲
শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ
এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

গ্রাম ঃ ওভারড্রাফ্ট ফোন ঃ ক্যাল ৫১৪১
ন্যাশনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস ঃ—১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।
ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস কাজ করিতেছে।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৯শে মার্চ	১লা এপ্রিল	২রা এপ্রিল	৩রা এপ্রিল	৪ঠা এপ্রিল	৫ই এপ্রিল
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৯৭॥/০	৯৯।০	১০০৶/০	৯৮॥/০	৯৮৸/০	৯৮৸/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৯৬৸০	৯৯৲	৯৯॥০	৯৮॥০	১০০৲	৯৯৲
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৫৮৲	১৬৩॥০	১৬৪।০	১৬২৲	১৬৩॥০	১৬৩॥০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৫৯৲	১৬৪॥০	১৬৪৲	১৬২৲	১৬৬॥০	১৬৪॥৵০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৬৫॥০	৬৭।৵০	৬৬৸০	৬৭৲	৬৭।০	৬৭।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	—	—	৬৯॥০	৭০॥০	৬৯৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	—	—	১০০৸৶০	—	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০২৸৶-১০২৸৶	১০৩।০-১০৩/০	—	১০৩॥৵০	১০৩।/১০	১০৩॥৵০-১০৩৶০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	১০১৸০	—	১০২/০	—	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	১০২/০	১০১৸৶০	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	—	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫৮॥৵০-৫৮৲	৫৮৸০-৫৮৲	৫৮॥/০-৫৭৸৵০	৫৮।৶০-৫৭॥৶০	৫৮।০-৫৭৸০	৫৭॥৶০-৫৭।৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৫৩৸৵০-৫৩/০	৫৪৶০-৫৩৵০	৫৩৸৵০-৫৩৵০	৫৩।৶০-৫২৸৶০	৫৩৶০-৫২৸০	৫২৸৵০-৫২।৶০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১৩৵০-১৩৲	১৩৶০-১২৸৶০	১৩৵০-১৩৲	১৩৶০-১২৸০	—	১২৸৶০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৭।৵০	১৭।৵০-১৭।/০	১৬॥৵০-১৬॥/০	—	—	—
জেসপ ...	৩৩৲-৩২॥৵০	৩৩॥০-৩২৸০	৩৩৶০-৩৩৲	৩৩৶০-৩২॥৶০	৩২৸০	৩২।৵০
মার্শালস ...	৯৸৵০-৯॥৵০	৯৸৵০-৯॥০	৯॥৵০-৯।৵০	৯॥৵০-৯॥০	৯৸০	১০॥০-৯৸০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২৸০-১২॥০	১২৸০-১২॥০	১২৸০	১৩৲-১২॥৶০	—	১৩৵০-১২৸৶০
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৬॥৶০-৬॥৵০	৬৸০-৬॥৵০	৬॥৶০-৬॥০	৬॥৵০-৬॥০	৬॥০-৬।৶০	৬॥০-৬।৶০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৫॥০-৫।/০	৫॥০-৫।০	৫।৵০-৫৶০	৫।/০-৫৵০	—	৫৵০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫৬৲-১৫৫।৵০	১৫৬॥০	১৫৬৲	১৫৬৲-১৫৪৲	১৫৭॥০	১৫৬৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	১০১॥০-১০১৲	১০১৲-১০০৲	১০০॥০-৯৯॥০	—	১০১৲-১০০॥০	১০০॥০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	১৬॥০	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪॥৵০	—	১৪॥৵০	—	১৪॥০	১৪॥০-১৪।৶০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫৲	১৫৸০	১৫/০	—	১৫৵০	১৫৲
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	১০॥০-১০।০	—	১১৲-১০৸০	—	—	১২৲-১১৸০
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	৫৩॥০-৫৩৵০	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৯॥০-৪৯৶০	৫০।/০-৪৯/০	৫০॥/০-৪৯॥/০	৪৯৸৵০-৪৯৶০	৪৯।৵০	৪৯৵০-৪৮॥/০
তালচের " " ...	—	—	১২৶০-১২/০	১২৶০-১১৸৶০	—	—
রাণীগঞ্জ " " ...	—	—	—	—	৬২৲	৬১৸০
ইকুইটেবল " " ...	৮৩৸০-৮২॥০	৮৩।০-৮১৸০	৮৩৲-৮২৲	—	৮০৸০	৮০॥০-৮০।৶০
সাউথ করণপুরা " ...	৪২৸০-৪১।৶০	৪৩৶০-৪২॥/০	৪৩।/০-৪২।০	৪২।৵০-৪২/০	—	৪২৲-৪১৸৵০
ভুলনবরারি ...	—	—	৩২৵০-৩১৸০	—	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—	৬৪॥০-৬০॥০	৬৫৲-৬৪৸০	—
নিউ চুরুলিয়া ...	—	—	—	১৪৸০-১৪॥৵০	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৪৸০	৪৩৸০	৪৪॥/০-৪৪৵০	৪৪।/০	—	—

"... চিঠিখানি যেন হাসছে"

মেরামত-কার্য্য
সংরক্ষণ-ব্যবস্থা
স্পেয়ার পার্টস্
নির্ম্মাণ এবং
কণ্ট্রোল দরে বিলাতী
রিবন ও কারবন-এর
প্রচুর সমাবেশই
আমাদের বৈশিষ্ট্য।

● ছোট বা বড় ব্যবসায় যেমনই হউক—রাশি রাশি চিঠির প্রয়োজন হয় নিত্য আর প্রত্যেক চিঠিখানি যেন হাসছে—এমনই হওয়া চাই যখন সেখানি টাইপরাইটার মেশিন থেকে আসে টাইপ হয়ে।

● মাধুর্য্যমণ্ডিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিঠির জন্য টাইপ-রাইটার মেশিনের নিখুঁত কর্ম্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক। আমাদের কুশল শিল্পিগণের উপর ভার দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন।

ডি, জে, টাইপরাইটারস্
এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—মিঃ জয়কৃষ্ণ সিংহ
হেড অফিস :—ব্র্যাবোর্ণ কোর্ট ; ৭, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা।
ওয়ার্কশপ :—৪২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ :—বালু বাজার, কটক।

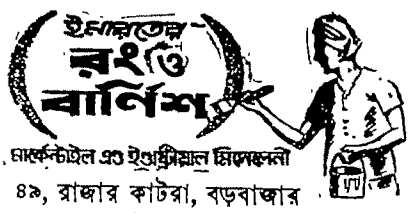

মার্কেন্টাইল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট
৪৯, রাজার কাটরা, বড়বাজার
কলিকাতা।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং
কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম
শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী
এফ, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

সাপ্তাহিক বাজার দর

		২৯শে মার্চ্চ	১লা এপ্রিল	২রা এপ্রিল	৩রা এপ্রিল	৪ঠা এপ্রিল	৫ই এপ্রিল
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ		৯৵০-৮৸৶০	৮৸০-৮॥৶০	৮॥৵০-৮।৶০	৮॥৶০-৮।৵০	৮॥৶০-৮।৵০	৮।৶০-৮।৵০
বেনারস	...	—	—	১৩৲	—	—	—
কাণপুর টেক্সটাইলস্	...	১৬॥০-১৬।৵০	১৬॥০-১৬৵০	১৬।০-১৫৸৶০	১৬৲-১৫॥৶০	১৫॥৶০-১৫।৵০	১৫॥৶০-১৫॥০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ	...	৮৪॥০-৮৩৲	৮৪।৵০-৮৩৲	৮৩৲	৮৩॥০-৮২॥৵০	৮৩৲-৮২৸০	—
কেশোরাম	...	২৯৲-২৮৸০	২৯৸৶০-২৯৵০	২৯৸০-২৯৲	২৯৲-২৮॥০	২৮৵০	২৮৵০
বঙ্গশ্রী	...	১৫।৵০	১৫॥০-১৫।৵০	১৫।৵০	—	১৫।৵০	১৫।৵০-১৫।০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্	...	৮।০-৭॥৶০	৮/০	৮/০	—	৮৵০	৮৶০-৮৵০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	...	৩১০৲-৩০৯৲	৩০৮৲	৩০৬৲-৩০৪৲	৩০৩৲-৩০২৲	৩০০॥০	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ	...	২৭৸৵০	২৭৸০-২৭॥৵০	২৮৲	২৮৸০-২৮৲	২৭৸০-২৭॥০	—
টিটাগড়	...	৬০৸০-৫৯৸০	৬০৸০-৫৯।০	৬০৶০-৫৯।০	৫৯॥৵০-৫৯।০	৫৯।৵০-৫৯৶০	৫৯॥৵০-৫৯৲
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ	...	৪৭৮৲-৪৭৪৲	৪৮৬৲-৪৭৬৲	৪৮২৲-৪৭৬৲	৪৭৪৲	৪৬৭৲-৪৬২৲	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ	...	৬৮৪৲-৬৮১৲	৬৮৮৲-৬৭৯৲	৬৮০৲-৬৭৩৲	৬৭৫৲-৬৬৬৲	৬৬৯৲-৬৬৮৲	—
কামারহাটি " " "	...	৯৯২৲-৯৮৫৲	১০০৯৲-১০০০৲	১০০৫৲-৯৯৫৲	৯৯৮৲-৯৯৪৲	৯৯৬৲-৯৯৫৲	৯৯৩৲-৯৯২৲
নদীয়া " " "	...	১৯৪৲-১৯১॥০	১৯৪৲-১৯০৲	১৯৪৲-১৮৮॥০	১৯০॥০-১৯০৲	১৯০৲-১৮৯৲	১৮৯৲-১৮৭৲
প্রেসিডেন্সী " " "	...	১৬।৵০-১৬৵০	১৬।/০-১৫৸৶০	১৬।০-১৬/০	১৬৲-১৫৸৵০	১৬৲-১৫৸/০	১৫৸৶০-১৫॥০
রিলায়েন্স " " "	...	১১২॥০-১১১॥০	১১৭৲-১১৪।০	১১৬।৵০-১১৫।০	১১৪৸৵০-১১৪॥০	—	১১৩॥০-১১৩৲
কাঁকনাড়া " " "	...	৮৪৬৲-৪৩৭৲	৮৫২৲-৮৪৫৲	৮৫৫৲-৮৫৪৲	৮৪৬৲-৮৩৯৲	৮৩৮৲	—
হাওড়া " " "	...	১৩০॥০-১২৯॥০	১৩২।০-১৩০॥৶০	১৩১॥৶০-১৩১/০	১৩০॥/০-১৩০।/০	১৩১৲-১৩০৸০	১৩১৲-১৩০॥৵০
ডালহৌসী " " "	...	৪৮২॥০	৪৯৬৲-৪৯০৲	৫১১৲-৪৮৪৲	৫০৫৲-৪৯৭॥০	৫০১৲-৪৯৫৲	৪৯৯৲-৪৯৬৲
বজবজ " " "	...	—	৭৩৪৲	৭২৪৲	৭২৪৲	৭২৫৲-৭২১৲	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " "	...	৪৩২৲-৪২৫৲	৪৩০৲	৪৩২৲-৪২৮॥০	৪২৬৲-৪২৪৲	৪২৮৲-৪২৬৲	৪২৬৲-৪২৫৲
এলায়েন্স " " "	...	৯৬২৲-৯৬০৲	—	৯৬৮৲	৯৭৩৲-৯৭২৲	৯৭৭৲-৯৭৫৲	৯৮০৲-৯৭০৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ	...	—	১৫॥০-১৫।৵০	১৫॥৵০-১৫।৶০	—	—	১৫।০-১৫৵০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ	...	৪৬।/০-৪৬/০	৪৬॥৵০ ৪৫৸৵০	৪৬।৵০-৪৬৵০	—	৪৬॥৵০-৪৫৸৵০	৪৬॥৵০-৪৬।৵০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ	...	৪০॥৵০-৩৯৸৵০	৪০।০-৩৯৸৵০	৩৯৸৶০-৩৯॥৶০	৩৯॥০-৩৮৸৵০	৩৮৸৶০-৩৮।৵০	৩৮॥৵০-৩৭৸৵০
চা বাগান—চন্দননগর টি	...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " "	...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী " " "	...	৫৬৲-৫৫৲	—	৫৪৲	—	—	—
লেবং এণ্ড গিনারেল	...	—	—	—	—	—	—
তেজপুর " " "	...	—	২৮।০	—	—	—	২৮॥০
বিশ্বনাথ " " "	...	—	৫০৸০-৫০॥০	—	—	—	৫০॥০
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ	...	—	১৭৸/০-১৭৸০	—	—	—	১৭।০
বি আই কর্পোরেশন	...	১০৸/০-১০॥৶০	১০৸০-১০।০	১০৸০-১০॥০	১০॥/০-১০।৵০	১০॥০-১০।৵০	১০॥০-১০।৶০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	...	১৯৭৲	১৯৮॥০-১৯৫৲	১৯৮৲-১৯৫৲	১৯৮৲-১৯৪॥০	১৯৫৲	—
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	...	১৭॥৵০	১৭॥০-১৭।৵০	১৭৸০	—	১৭॥০-১৭।০	১৭/০-১৬॥৵০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ	...	৩২১॥০-৩১৮৲	৩২৬৲-৩১৮॥০	৩২২৲-৩১৯৲	৩১৭৲-৩১৪৲	৩১৪৲	৩১৪৲-৩১২৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " "	...	—	২৪৸০	—	—	—	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস	...	—	—	১৭॥০	১৭।৵০-১৭।০	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স	...	—	—	১০৸৵০	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস্	...	১০৲	—	—	—	—	—

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জীবনবীমার ভার ডোমিনিয়নকে দিন

ডোমিনিয়ন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন কলিকাতা - ৫৯৩০

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ
বড়বাজার, দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, চৌমুহিনী, বসুরহাট, কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, সিরাজদিঘা, রাঙ্গাপাড়া, জামুগুড়িহাট, রহা, রাসড়া, আজমীর, হোজাই ও বেওয়ার।

হাওড়া শাখা ২২শে মার্চ '৪৬ খোলা হইয়াছে।

জেনারেল ম্যানেজার :
মিঃ আর, চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মিঃ জে, ভৌমিক

গ্রাম : উদয়ের পথে

অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিমিটেড

১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনার সঞ্চিত অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাটাইয়া লাভবান হইতে হইলে সত্বর আমাদের সহিত পরামর্শ করুন।

ম্যাঃ ডিরেক্টর—মিঃ কে, সি, মিত্র।

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—

কলিকাতা

১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং—ক্যালকাটা—৫৬০৭

২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।

৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড্-এ

(কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ মোড়) খোলা হইয়াছে।

আসাম

শিলং, শিলচর, গৌহাটি, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নওগাঁ, ছাতক, হবিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড—

৫,৫০,০০০৲

কার্য্যকরী মূলধন—

প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲

বাঙ্গালা

চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—

১। সিলেট ৩। শিলচর

২। শিলং ৪। ঢাকা

কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার

মিঃ জে, এম, দাস, জেনারেল ম্যানেজার

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৪

রেজিষ্টার্ড অফিস ঢাকা।

সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও মতিহারি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।

ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—

মিঃ অমিয় গুহ।

শুভ-উদ্বোধন

তারিখ—৮ই এপ্রিল

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত

স্থান—বঙ্গবাসী সিনেমা হল, হাওড়া কমিশনার, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি

ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স অব বেঙ্গল

আমাদের সিওর প্রফিট স্কীমে টাকা খাটালে কোম্পানীর লাভের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ লাভ এবং শতকরা ২৲ টাকা সুদ দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং এজেন্টস্ - জি, সি, কোয়ার এণ্ড কোং

মেম্বর অফ্ ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল

৪-৬, জি, টি, রোড (শক্তি ব্যাঙ্ক, হাওড়া)

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। মিঃ এম্, সি, চন্দ্র,
ডিরেক্টর :—হ্যাশন্যাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ; বাসন্তী কটন মিলস্ লিমিটেড, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ; ইত্যাদি।

২। খান বাহাদুর এম্, এ, মোমিন সি-আই-ই,
ডিরেক্টর :—নিউ এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ ইত্যাদি।

৩। রায় বাহাদুর জি, ভি, সোয়াইকা,
প্রোপ্রাইটর :—সোয়াইকা অয়েল মিলস্; ডিরেক্টর :—বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—সোয়াইকা কেমিক্যাল এণ্ড মিনারেল কোম্পানী লিমিটেড; সোয়াইকা ষ্ট্যাণ্ড অয়েল এণ্ড বার্ণিশ কোম্পানী লিমিটেড; সোয়াইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্পোর্ট লিঃ; সোয়াইকা ফার্টিলাইজার; সোয়াইকা প্রোপার্টিজ্ লিমিটেড; মুর্ এভেনিউ প্রপার্টিজ্ লিঃ ইত্যাদি।

৪। মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি
ভূতপূর্ব্ব চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন; ডিরেক্টর :—আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং, ইত্যাদি।

৫। মিঃ ডি, এন্, দত্ত,
পার্টনার :—এঙ্গাস্ কিথ্ এণ্ড কোং।

৬। মিঃ বি, সি, ঘোষ, কণ্ট্রোলার :—হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ।

৭। মিঃ এস্, দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জে, এন্ সেন, এফ্ আর্ এস (লণ্ডন)
(১) জেনারেল ম্যানেজার।

উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে বীমা করিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যকে বাড়াইয়া তুলুন।

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

—১৯৪৫ সালের নূতন জীবন বীমার পরিমাণ—
৫৪ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে।

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE: T. B. 6382

REGD. NO. C. 2506

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 15th April, 1946, সোমবার, ২রা বৈশাখ, ১৩৫৩ [৪৮শ সংখ্যা

দশমিক মুদ্রা

দশমিক মুদ্রা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব লইয়া আমাদের দেশে কিছু মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ইহার বিরুদ্ধে এবং পণ্ডিত জওহরলাল ইহার পক্ষে মত প্রকাশ করায় ব্যাপারটী আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা বিজ্ঞানসম্মত, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে কিনা ইহা লইয়াই মতভেদ দেখা দিয়াছে। গান্ধীজী শ্রীকিশোরীলাল মশরুওয়ালার যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালার মতে দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা তত্ত্বের দিক হইতে সমর্থন লাভের যোগ্য হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার ফলে কয়েক বৎসর কাল ধনীদের স্বার্থের নিকট দরিদ্রদের স্বার্থ বলি দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বৃটেনের গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু সে দেশের জনসাধারণ দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই বলিয়া সে দেশে এখনও দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই। শাসক শ্রেণী নিজেদের দেশে যে ব্যবস্থা চালু করিতে পারেন নাই, সেই ব্যবস্থা জোর করিয়া আমাদের দেশের কোটি কোটি মূক নরনারীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে।

শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালার যুক্তির মূল্য নাই, একথা কেহই বলিবে না। কিন্তু তিনি ধরিয়া লইয়াছেন ভারতবাসী যেমন নিরপেক্ষ ও পরাধীন আছে তেমনই থাকিয়া যাইবে। ইহা ধরিয়া লইলে তাঁহার যুক্তি অখণ্ডনীয় বলিয়া মনে হইবে। গান্ধীজীও সেই দিক হইতে বিষয়টী লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিত জওহরলাল তাহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। আজ যখন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিবর্ত্তন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তখন আমরাও এ বিষয়ে গান্ধীজী ও শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। ভারতবর্ষ আর পিছাইয়া থাকিবে না, সমস্ত ক্ষেত্রেই অগ্রসর হইয়া চলিবে। এরূপ অবস্থায় দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থার ন্যায় বিজ্ঞানসম্মত ও প্রগতিশীল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া একান্ত কাম্য। নূতন ব্যবস্থায় জনসাধারণ প্রথমে কিছুদিন অসুবিধা বোধ করিলেও অল্পকালের মধ্যে সকলেই ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গলার প্রতি অবিচার

বস্ত্রশিল্পের যুদ্ধোত্তর উন্নতির জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশের কাপড় ও সূতার কলগুলির জন্য টাকু সরবরাহের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, ঐ পরিকল্পনা অনুসারে মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব প্রদেশকে যথাক্রমে পাঁচ লক্ষ ও পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকু দেওয়া হইবে। আর বাঙ্গলা ও আসামকে একত্র ধরিয়া ঐ অঞ্চলের জন্য মোট টাকু সরবরাহ করা হইবে সাড়ে চারি লক্ষ। বাঙ্গলার লোকসংখ্যা মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের তুলনায় বেশী, এ প্রদেশের বস্ত্রশিল্প মাদ্রাজ ও অন্য কয়েকটি প্রদেশের তুলনায় খুবই পশ্চাৎপদ। এই অবস্থায় মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের তুলনায় বাঙ্গলাকে এত কম পরিমাণ টাকু যোগাইবার কোন অর্থ হয় না। তাই আমরা টাকু বণ্টনের ব্যাপারে এই অনুচিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম ('আর্থিক জগৎ', ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫)। সম্প্রতি আমরা জানিয়া আরও বিশেষ আশঙ্কিত হইলাম যে, ভারত সরকার বাঙ্গলা ও আসামের জন্য প্রথমে যে পরিমাণ টাকু যোগাইবার মতলব করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহারা তাহা সে তুলনায় আরও হ্রাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। পূর্ব্বে সাড়ে চারি লক্ষ টাকু সরবরাহের পরিকল্পনা হইয়াছিল, এক্ষণে বাঙ্গলা ও আসামকে সোয়া তিন লক্ষের বেশী টাকু দেওয়া হইবে না বলিয়া স্থির হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বাঙ্গলা ও আসামের লোকসংখ্যা যেরূপ বিপুল এবং এই দুই প্রদেশের ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫ শত তাঁতের জন্য যেরূপ বেশী পরিমাণ সূতা প্রয়োজন তাহাতে বাঙ্গলা ও আসামের জন্য মাত্র সোয়া তিন লক্ষ টাকু যোগাইবার প্রস্তাব নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়াই আমরা মনে করি। ইহা

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১২১৫-২২
বীমা কোম্পানীর দাদন সমস্যা	১২২৩-২৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১২২৫-২৮
খেয়ালীর খাতা	১২২৯-৩০
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১২৩১-৩৫
কোম্পানী প্রসঙ্গ	১২৩৬-৩৭
বাজারের হালচাল	১২৩৮-৪২

বস্ত্রের দিক দিয়া বাঙ্গলাকে বরাবরের জন্য পর-নির্ভরশীল করিয়া রাখিবার হীন ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নাই। বাঙ্গলা সরকার ও এপ্রদেশের জনসাধারণ এইরূপ অযৌক্তিক ও অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমবেতভাবে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি ও তাহার অপব্যবহার

যুদ্ধের সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে বহু প্রকারের নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যুদ্ধ থামিয়া গেলেও আজ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত অনেক পরিমাণে জিয়াইয়া রাখা হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে, দেশের স্বার্থে ও জনসাধারণের কল্যাণে আরও কিছুকাল নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ রাখা দরকার। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্বারা দেশের স্বার্থ কত দূর সংরক্ষিত হইতেছে সে বিষয়ে সকলেরই যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। 'ফেডারেশন' চেম্বারের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া মিঃ জি ডি বিড়লা সেদিক হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যুদ্ধের সময়ে ও বর্ত্তমানে দেশে পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। দেশরক্ষা ও আর্থিক পরিকল্পনার নামে গবর্ণমেণ্ট যেসব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা কার্য্যতঃ সেই উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশেষভাবে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য তথাকার প্রয়োজনে সদ্ব্যবহার করিবার নামে গবর্ণমেণ্ট সাবান, প্রসাধন দ্রব্য, বনস্পতি ঘৃত ও অন্যান্য জিনিষ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলাচল করিবার সুযোগ সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু বাহির হইতে এই ধরণের যেসব জিনিষ আমদানী হয় দেশে তাহার চলাচল তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করেন নাই। ভারতের উৎপন্ন এক স্থানের জিনিষ আর এক স্থানে পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হইতেছে না, কিন্তু বিদেশী জিনিষ সব সহরেই কম বেশী পরিমাণে মিলে। ইহাতে একদিকে বিদেশী জিনিষ আমদানী ও বিক্রয়ের সুযোগ বাড়িয়া যাইতেছে, অপর দিকে দেশীয় জিনিষের কাট্‌তি কমিয়া তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও দেশীয় সামগ্রীর প্রতিকূলে বিদেশী সামগ্রীকে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইতেছে। সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ ছাড়া বিদেশ হইতে আমদানীকৃত অন্য কোন কাগজের মূল্য এদেশে নিয়ন্ত্রণ করা হয় নাই। কিন্তু ভারতের উৎপন্ন কাগজের দর কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখা হইতেছে। উহাতে দেশে কাগজের উৎপাদন বাড়াইবার উৎসাহ লোপ পাইতে বসিয়াছে। আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে গিয়াও গবর্ণমেণ্ট কোন কোন শ্রেণীর শিল্প-কোম্পানীর সংখ্যা ও তাহাদের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত রাখিবার কথা বলিতেছেন। দেশের স্বার্থের দিক হইতে এই নির্দ্দেশও সর্ব্বথা আপত্তিকর। ভারতে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম। দেশের কল্যাণে আগামী ২০ বৎসর মধ্যে অনেক কিছুরই উৎপাদন ৪।৫ গুণ বাড়ানো দরকার। কিন্তু বেশী পণ্য তৈয়ারের ব্যবস্থা না করিয়াই গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে পণ্যের যোগান অত্যধিক হইবে আশঙ্কায় এখন হইতে উহার উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিবার প্ল্যান আঁটিতেছেন। দেশের একান্ত প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া এইভাবে দেশীয় পণ্যের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে বর্ত্তমানে যথেষ্ট ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ভবিষ্যতেও এই কারণে যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টির আশঙ্কা আছে।

মিঃ জি ডি বিড়লা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণ নীতির যে স্বরূপ উন্মোচন করিয়াছেন তাহাতে বিদেশী পণ্যের অনুকূলে এদেশে দেশীয় পণ্যের উৎপাদন ও কাট্‌তি সীমাবদ্ধ রাখিবার সরকারী কারসাজি ভাল করিয়াই ধরা পড়িয়াছে। দেশের স্বার্থে ও জনসাধারণের কল্যাণে এই শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ নীতি অচিরে তুলিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ সে বিষয়ে অবিলম্বে সুস্পষ্ট দাবী উপস্থিত করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

তৈলের লড়াই

শিল্প ও যুদ্ধের জন্য আজিকার যুগে তৈলের প্রয়োজন অত্যধিক। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই "তৈলের রাজনীতি" পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল রাজনীতিতে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও এই 'তৈল রাজনীতি'র অবসান হয় নাই। সোভিয়েট-ইরাণ বিরোধের ব্যাপার লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মাথা ব্যথাতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য, রুশিয়াই শেষ পর্য্যন্ত 'বোড়ের চালে কিস্তি মাৎ' করিয়া দিয়াছে। গত ৪ঠা এপ্রিল ইরাণ ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে যে চুক্তি হইয়া গিয়াছে তদনুযায়ী রুশিয়া ৫০ বৎসরের জন্য উত্তর ইরাণে তৈল আহরণের অধিকার পাইয়াছে। প্রথম ২৫ বৎসর নূতন তৈল কোম্পানীর শতকরা ৪৯ ভাগ শেয়ার ইরাণ এবং শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার রুশিয়া পাইবে এবং পরবর্ত্তী ২৫ বৎসরের জন্য উভয় দেশের শেয়ারের পরিমাণ সমান সমান হইবে। তৈল সন্ধান এবং তৈলকূপ খননের যাবতীয় খরচ রুশিয়া বহন করিবে।

এই চুক্তির ফলে ইরাণের তৈলশিল্পে ইঙ্গ-মার্কিন একচেটিয়া অধিকার লোপ পাইল। ইরাণ সোভিয়েটের নিকট অনেকটা সুবিধাও পাইয়াছে। ইহাতে ইরাণের লাভ হইবে। এ্যাংলো-ইরাণিয়ান তৈল কোম্পানী ইরাণকে এইরূপ সুবিধা দেয় নাই। নূতন চুক্তির ফলে ইরাণে সোভিয়েটের প্রভাবও বৃদ্ধি পাইবে, কাজেই ইহার রাজনৈতিক গুরুত্বও দূরপ্রসারী। বিশ্বব্যাপী "তৈল রাজনীতি" ভারতবর্ষের দ্বারদেশেও বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে—ইহাই আমরা কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিতেছি।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের প্রস্তুতি

গত ১২ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ বিষ্ণু সহায় আসন্ন দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রস্তুতির উল্লেখ করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, সমগ্রভাবে বিচার করিলে ১৯৪৩ সালের অবস্থার তুলনায় বর্ত্তমান অবস্থা অনেক খারাপ। অধিক পরিমাণে শস্যহানির ফলে খাদ্যসম্পদ আরও হ্রাস পাইয়াছে। অবস্থা ক্রমেই অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতেছে। এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ সহায় বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট এবার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভালভাবে প্রস্তুত। প্রমাণস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, মোটামুটিভাবে বর্ত্তমানে ১৮ কোটি লোক বা ৪০ কোটি নরনারীর প্রতি ৪ জনে, সম্ভবতঃ প্রতি ৩ জনে একজন কঠোর রেশন ব্যবস্থার আমলে আসিয়াছে অথবা সরকারী সাহায্য পাইতেছে।

মিঃ সহায়ের এই হিসাব কতটা নির্ভরযোগ্য তাহা বলা কঠিন। বাঙ্গলা দেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে এই হিসাব মানিয়া লওয়া কঠিন। কলিকাতা নগরীতে শুধু বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা নহে, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশাগত দুঃস্থের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। মিঃ সহায়ের হিসাব সম্পূর্ণ সত্য হইলে এই দৃশ্য চোখে পড়িত না। মিঃ সহায় বলিয়াছেন যে, আর্থিক অবস্থার যুদ্ধকালীন পরিবর্ত্তনের ফলে কৃষকরা নগদ টাকার লোভে চা, লঙ্কা ও নারিকেলের দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়ায় দক্ষিণ ভারতে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। মিঃ সহায়ের একথা সত্য হইলে অবিলম্বে খাদ্যশস্যের নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া এবং কৃষকদের ন্যায্য লাভের উপযুক্ত গ্যারাণ্টি দেওয়া গবর্ণমেণ্টের প্রথম কর্ত্তব্য। একমাত্র এই উপায়েই তাহাদের খাদ্যশস্য চাষে উৎসাহিত করা সম্ভব।

চীনে আর্থিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

চীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সান ইয়াট সেনের প্রস্তাব অনুযায়ী চীনের আর্থিক উন্নয়নের জন্য চীন গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন দপ্তর পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। ডাঃ সান ইয়াট সেন রাস্তা, রেলপথ, পোতাশ্রয়, আধুনিক সহর, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, সিমেণ্টের কারখানা, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র নির্ম্মাণ, কৃষি ও সেচের উন্নতি এবং অরণ্যসম্পদ বৃদ্ধির উপর জোর দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান পরিকল্পনাগুলিতেও এই-গুলির উপর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ সান এক লক্ষ মাইল রেলপথ ও এক লক্ষ মাইল পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে চীনে নিউ ইয়র্ক পোতাশ্রয়ের অনুরূপ ৩টী বৃহৎ পোতাশ্রয় সহ ৩১টী নূতন পোতাশ্রয় নির্ম্মাণ করা উচিত।

ডাঃ সানের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে কোটি কোটি মুদ্রা ও দীর্ঘ সময় লাগিবে। কিন্তু চীনের ন্যায় বিরাট দেশের পক্ষে এই পরিকল্পনাকে কোনক্রমেই খুব বড় কিছু বলা যায় না। চীন গবর্ণমেণ্ট এখন হইতে বর্ত্তমান অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলে অচিরেই চীনের বিপুল উন্নতি সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা লাঘবের উপায়

যুদ্ধের সময়ে পণ্যমূল্যের হার চড়িয়া যাওয়ায় সামান্য ক্রয়-ক্ষমতা নিয়া দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় মাত্রায় জিনিষপত্র সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এই শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা লাঘব করিবার জন্য একটি কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। উপযুক্ত সরকারী সাবসিডি বা অর্থসাহায্য দিয়া ইংলণ্ডে খাদ্যসামগ্রী ও অন্য নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের দর নিম্নস্তরে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জিনিষপত্রের যোগান এখনও তেমন কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে না। কাজেই বাজারের স্বাভাবিক চড়াভাব লক্ষ্য করিয়া সরকারী সাবসিডির সাহায্যে জিনিষপত্রের মূল্য দাবাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আরও কিছুকাল অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। দরিদ্র জনসাধারণকে কম মূল্যে খাদ্যসামগ্রী যোগাইতে গিয়া তাঁহারা এতদিন সাবসিডি হিসাবে গড়ে বৎসরে ২৫ কোটি পাউণ্ড করিয়া ব্যয় করিতেছিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নূতন বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া চেন্সেলার অব এক্সচেকার ডাঃ হিউ ডেল্টন ১৯৪৬ সালে ঐ প্রকার সাবসিডি হিসাবে ৩৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন।

দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ লাঘবের জন্য সরকারী সাবসিডি দ্বারা পণ্যমূল্য নিম্নস্তরে বাঁধিয়া রাখার এই নীতি আমরা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি। দুঃখের বিষয়, ভারত সরকারের বাজেট বরাদ্দে এই ধরণের সাবসিডির কোন স্থান নাই। এদেশের লোকদের মাথাপিছু আয় খুব সামান্য বলিয়া সাধারণ সময়েই তাহারা তাহাদের ভরণপোষণের উপযোগী খাদ্য-বস্ত্র ক্রয় করিতে পারে না। যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দর চড়িয়া তাহা অধিকাংশের নাগালের বাহিরে দাঁড়াইয়াছে। ফলে খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে ভারতে জনসাধারণের দুঃখ-গ্লানি অপরিসীম হইয়া দেখা দিয়াছে। ১৯৪৩ সালে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করায় বাঙ্গলায় অর্দ্ধ কোটি লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছিল। ১৯৪৬ সালে যে নূতন দুর্ভিক্ষের সূচনা হইয়াছে তাহাতে ১৯৪৩ সালের তুলনায় ভারতে আরও বেশী লোকের মৃত্যু ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। ভারত সরকার দুর্ভিক্ষ প্রতিকারের জন্য নির্দ্ধারিত মূল্যে খাদ্যবণ্টনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় জনসাধারণের দুঃখ বিশেষ কিছু লাঘব হইবে বলিয়া মনে হয় না। চাউলের মূল্য ধাপে ধাপে বাড়িয়া উঠিতেছে। গবর্ণমেণ্ট বড় জোর তাহা মণ প্রতি ১৪।১৫ টাকায় নিয়ন্ত্রিত রাখিতে পারেন। কিন্তু এদেশে জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা যেরূপ কম এবং বেকার-সমস্যা ও আয়হ্রাসের সমস্যা যেভাবে নূতন করিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে চাউলের মূল্য ১৪।১৫ টাকা নির্দ্ধারিত থাকিলেও বহু লোককে অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে থাকিতে হইবে। পরিণামে দেশে রোগ ও অকালমৃত্যুর ব্যাপক দুর্গতি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই শোচনীয় পরিণাম হইতে দেশকে রক্ষা করিতে চান তবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে দেশে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধির চেষ্টা করা ও দেশের শ্রমিক, দরিদ্র কৃষিজীবী ও দুঃস্থ মধ্যবিত্তদিগকে সরকারী দায়িত্বে কম দামে তাহা যোগাইবার ব্যবস্থা করা। এই চড়া বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণের সাধারণ কার্য্যনীতি দ্বারা সে দায়িত্ব পরিচালিত হইবে না। সাবসিডি বা অর্থ সাহায্য দ্বারাই খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য দরিদ্র জনসাধারণের নাগালের ভিতর আনিতে হইবে। ধনী ও সম্পন্ন গৃহস্থদের জন্য চাউলের মূল্য ১৪।১৫ টাকা দরে নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া সরকারী অর্থসাহায্যে গরীবদের জন্য তাহা মণ প্রতি ৫।৬ টাকায় নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু অগণিত জনসাধারণের শোচনীয় দুঃখ-গ্লানি দূর করিবার জন্য সে ক্ষতি বরণ করিয়া নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর দেখা যাইতেছে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে অচিরে ঐ বিষয়ে মনোযোগী হইতে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

ভারতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা

গত ৫ই এপ্রিল স্যার যোগেন্দ্র সিং কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের এক অধিবেশনে বলেন যে, ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরের হিসাব ধরিলে দেখা যায় যে, ঐ সময়ের মধ্যে ভারতের চাষের জমি ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর বাড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২০ লক্ষ একরেরও অধিক পরিত্যক্ত উর্ব্বর জমি এবং প্রায় ৩ লক্ষ একর পতিত জমিতে নূতন আবাদ করা হইয়াছে। স্যার যোগেন্দ্র সিং এ ভরসাও দিয়াছেন যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন রাতারাতি বাড়ানো যায় না। কাজেই কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ খাদ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবে একথা শুনিলে আনন্দিত হইবারই কথা। কিন্তু সরকারী কেতা-দুরস্ত হিসাব দেখিয়া দেখিয়া আমাদের এমনই অনাস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে, সহসা উহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। সারা ভারতের হিসাব কুড়াইয়া একটা মোটা অঙ্ক দেখাইলেই লোকে পুলকিত হইয়া উঠিবে এমন আশা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অন্যায়। সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার এবং খাদ্যের চাহিদার তুলনায় চাষের জমি কতটা বাড়িয়াছে স্যার যোগেন্দ্র সিং তাহার হিসাব দেন নাই। যে পরিমাণ চাষের জমি বাড়িয়াছে তাহাতে খাদ্যশস্য উৎপাদন কি পরিমাণ হইয়াছে তাহারও হিসাব পাওয়া যায় নাই। ভারত সরকার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ সাহায্য করিয়াছেন চাষীদের মাথাপিছু হিসাব ধরিলে তাহার পরিমাণও যৎসামান্য। মোটের উপর ফসল উৎপাদনের বাহ্যিক আড়ম্বর ও প্রচেষ্টার দ্বারা বিশেষ কিছুই হইবে না। কৃষকদের সুবিধা ও সাহায্য না দিলে এবং বর্ত্তমান ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কার না করিলে কৃষির উন্নতি তথা ফসল বৃদ্ধির আশা একান্তই দুরাশা মাত্র।

রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা

রাস্তাঘাটে মোটর দুর্ঘটনায় পড়িয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে বহু পথচারী আহত ও হত হইত। যুদ্ধের সময়ে সামরিক লরীর সংখ্যা ও তাহাদের চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ঐরূপ মর্ম্মান্তিক ঘটনা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় গত বৎসর দৈনিক ১০।১৫টি করিয়া দুর্ঘটনা ঘটিত। অনেক প্রতিবাদ ও অভিযোগ সত্ত্বেও দুর্ঘটনার সংখ্যা আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু হ্রাস পাইতেছে না। ফলে ইহা নিয়া নাগরিকদের আশঙ্কা ও উদ্বেগের আজ আর সীমা নাই। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি মাসে কতটি করিয়া দুর্ঘটনা ঘটিতেছে তাহার কোন নির্ভরযোগ্য সংখ্যাবিবরণ পাওয়া কঠিন। তবে সাধারণ সময়ে যে দুর্ঘটনা ঘটিত তাহার একটি হিসাব গত বৎসর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সেফটি ফার্ষ্ট এক্সিবিসনে দেওয়া হইয়াছিল। উহাতে বলা হইয়াছিল, ভারতে গড়ে প্রতি মাসে ৪৫০টি মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। বৎসরে প্রতি ১০ হাজার মোটরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ জন ও ইংলণ্ডে ৩১ জন লোকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। প্রতি ১০ হাজার মোটরে ভারতের মৃত্যুসংখ্যা হইতেছে বৎসরে ৯৩। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে মোটর দুর্ঘটনা ও তৎবাবদ মৃত্যুসংখ্যা এতদূর বেশী হওয়ার কারণ—অন্যান্য দেশের মত এদেশে রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণে সুপরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করা হয়

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, ইটালী মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।
স্থাপিত :- ১৯২৬
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস, আর, দাশ

টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা টেলিফোন : ক্যাল ২০৭৩
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ
(স্থাপিত—১৯২৬)
হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত " ১২,৫০,০০০৲ "
বিক্রীত " ১২,৫০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ—১২,০০,০০০৲ টাকার উপর
কোম্পানীর কাগজ ও নগদ ৫৬,০০,০০০৲ " "
কার্য্যকরী মূলধন—১,৪০,০০,০০০৲ " "
—শাখাসমূহ—
খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালনা, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), রাজসাহী, নাটোর, নওগাঁ, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

না। পথচারীরা দেখিয়া শুনিয়া পথ চলিতে অভ্যস্ত নহে। পথচারীদিগের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য অন্য দেশে যে সব প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় এদেশে তাহার অভাব। তাহা ছাড়া মোটর চালনায় অসতর্ক হইলে অন্যান্য দেশে যেরূপ শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এদেশে তাহা নাই। ফলে সকল দিক দিয়া ভারতবর্ষে দুর্ঘটনার সুযোগ খুবই বেশী। এই ধরণের মর্ম্মান্তিক অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে কেবল বাহ্যিক সহানুভূতি দেখাইয়া ও ফাঁকা আশা-ভরসা দিয়া কাজ হইবে না। উপরে যেসব গলদ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণকে সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

নূতন ইঙ্গ-ভারতীয় কোম্পানী

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বৃটিশ ধনিকরা ভারতে নিরাপদে পুঁজি খাটাবার জন্য ভারতীয় ধনিকদের সহিত সম্মিলিতভাবে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনে মনোযোগী হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই বিড়লা-ন্যুফিল্ড প্রভৃতি চুক্তির কথা প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি মেসার্স টার্ণার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেডের সহিত মিঃ এইচ, এম, মালিকের একটি চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী ২৫ লক্ষ টাকা মূলধন সহ মালিক-ডিজেল (টার্ণার) এঞ্জিন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড নামক একটী নূতন কোম্পানী গঠিত হইতেছে। এই কোম্পানী ভারতে সর্ব্বপ্রকার ডিজেল এঞ্জিন প্রস্তুত করিবেন। অবশ্য যতদিন পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিক পাওয়া না যাইবে ততদিন উক্ত কোম্পানীর কারখানায় বৃটেনে প্রস্তুত ডিজেল এঞ্জিনের খোলা অংশ আনিয়া জোড়া দেওয়া হইবে।

ভারতে ডিজেল এঞ্জিন প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিলে সকলেরই আনন্দিত হইবার কথা, কিন্তু উল্লিখিত চুক্তি লক্ষ্য করিলে আনন্দ অপেক্ষা উদ্বেগেরই সৃষ্টি হয়। কারণ চুক্তির সর্ত্তাবলী কি তাহা প্রকাশিত হয় নাই; কাজেই কিভাবে এই কোম্পানী পরিচালিত হইবে এবং তাহাতে ভারতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে কি ক্ষুণ্ণ হইবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, যতদিন দক্ষ শ্রমিক না পাওয়া যায় ততদিন বৃটেন হইতে আমদানী করা ডিজেল এঞ্জিনের অংশগুলি একত্র করিয়া ভারতের বাজারে ছাড়াই উক্ত কোম্পানীর কাজ হইবে—এই কথার অর্থ কি তাহা বুঝাও কঠিন। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতে দক্ষ শ্রমিক গড়িয়া তোলার কোন ইঙ্গিত সংবাদে নাই। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ধোঁয়াটে কথা বলিয়া যদি ভারতে বিলাতী এঞ্জিন আমদানী করাই উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে জনমত উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যাইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ, টার্ণার কোম্পানীর কি পরিমাণ শেয়ার বা নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা উক্ত প্রতিষ্ঠানে থাকিবে তাহাও প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা আশা করি, নূতন প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে এই সকল সন্দেহ নিরাকরণের ব্যবস্থা করিবেন।

ভারতের জাহাজী ব্যবসা

বিদেশী জাহাজ কোম্পানীসমূহের প্রতি অহেতুক আনুকূল্য দেখাইতে গিয়া ভারত সরকার যে এদেশীয় জাহাজী ব্যবসায়কে কিরূপ পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছেন এবং উহার ফলে যাত্রী ও মাল-ভাড়ার ভিতর দিয়া যে কিরূপ বেশী পরিমাণ অর্থ বিদেশী বণিকদের পকেটস্থ হইতেছে শ্রীযুক্ত গগন-বিহারীলাল মেহতা সম্প্রতি পাটনায় এক বক্তৃতায় তাহা ভালভাবেই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে মাল ও যাত্রী চলাচলের কার্য্যে নিযুক্ত জাহাজী কোম্পানীগুলির মোট আয় হইয়াছিল ৫৭ কোটি টাকা। উহার মধ্যে দেশীয় জাহাজ কোম্পানীর অংশ ছিল মাত্র ৭ কোটি টাকা। বর্ত্তমানে দুনিয়ায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টনের বাণিজ্য জাহাজ রহিয়াছে। উহার মধ্যে বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজের পরিমাণ ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন। ভারতের নিজস্ব যে বাণিজ্য জাহাজ রহিয়াছে টন হিসাবে তাহার পরিমাণ ১ লক্ষ টনেরও কম। ইংলণ্ডের বাণিজ্য স্বার্থে ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের জাহাজী ব্যবসায়কে দমাইয়া রাখিতেছেন। এদেশের জাহাজ কোম্পানীসমূহের আত্মপ্রসারণের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া বিদেশী কোম্পানীসমূহকে উহাদের সহিত অসম প্রতিযোগিতা করিবার সুযোগ দিতেছেন। উহার ফলেই জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতের স্থান আজ এত নগণ্য; উহার ফলেই ভারতবর্ষ ও বিভিন্ন দেশের ভিতর যাত্রী ও মালপত্র চলাচল করিয়া বিদেশী কোম্পানীসমূহই একচেটিয়াভাবে লাভবান হইতেছে। দুনিয়ার স্বাধীন দেশসমূহ তাহাদের উপকূল বাণিজ্য সর্ব্বতোভাবে দেশীয় জাহাজ কোম্পানীর জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখে। ভারতবর্ষে সেরূপ কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হইতেছে না। ভারতের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরের এবং এদেশের সহিত নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের যে উপকূল-বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে তাহাতে দেশীয় জাহাজ কোম্পানীগুলির অংশ মাত্র শতকরা ২০ ভাগ। বাকী শতকরা ৮০ ভাগই বিদেশী জাহাজ কোম্পানী কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ভারতের অর্থনৈতিক কল্যাণ দেখিতে হইলে এই অবস্থার সমুচিত প্রতিকার দরকার। বিদেশী বণিকদের অন্যায় প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিয়া এদেশে জাতীয় জাহাজী শিল্প ও জাহাজী ব্যবসার প্রকৃত উন্নতির পথ প্রশস্ত করা প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত গগন-বিহারীলাল মেহতার এই দাবী আমরা খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। এদেশের জাহাজী ব্যবসা সম্পর্কে ভারত সরকারের উপেক্ষা ও উদাসীনতা দেশের লোক বরাবর ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। নানা দিক দিয়া যুদ্ধোত্তর উন্নতির পরিকল্পনা গঠন করিতে গিয়া জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতি সম্পর্কে সুপারিশ দেওয়ার জন্যও ভারত সরকার বর্ত্তমানে একটি কমিটি বসাইয়াছেন। জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া ঐ কমিটি দেশীয় জাহাজী ব্যবসায়ের সমুচিত উৎকর্ষ বিধানের উপায় নির্দ্দেশ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

১০২-বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"কেউঞ্ঝরগড় শাখা"

গত ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৬ ইং কেউঞ্ঝর ষ্টেটের শাসনকর্ত্তা মহোদয় কর্ত্তৃক খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ সি পাল

ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স অব বেঙ্গল

আমাদের সিওর প্রফিট স্কীমে টাকা খাটালে কোম্পানীর লাভের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ লাভ এবং শতকরা ২৲ টাকা সুদ দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং এজেন্টস্:- জি, সি, কোয়ার এণ্ড কোং

মেম্বর অফ্ ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল

৪-৬, জি, টি, রোড (শক্তি ব্যাঙ্ক, হাওড়া)

— ঘোষণা —

দি দার্জ্জিলিং টেরাই টি করপোরেশান লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অনুমোদিত ও বিক্রয়ার্থ মূলধন- - - ৫,০০,০০০৲ (পাঁচ লক্ষ) টাকা

প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা মূল্যের ৩০০০০ হাজার অর্ডিনারী শেয়ার ও প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা মূল্যের শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা সুদের আয়করমুক্ত ও শেয়ারের সমমূল্যে পরিশোধযোগ্য (Redeemable at par) ২০০০ হাজার কিম্যুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত।

প্রত্যেকটি অর্ডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য আবেদনের সহিত যথাক্রমে ৫৲ টাকা ও ৫০৲ টাকা এবং শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে বাকী টাকা দিতে হইবে। প্রতি আবেদনপত্রে ১৲ টাকা করিয়া প্রবেশ ফি লাগে

ডিরেক্টর্স, ম্যানেজিং এজেন্টস্ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবেরা শতকরা ৫০টী প্রেফারেন্স শেয়ার ও শতকরা ৫০টী অর্ডিনারী শেয়ার নিজেরা কিনিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আগামী ৩০শে এপ্রিল অথবা ডিরেক্টরগণ ইচ্ছা করিলে তৎপূর্ব্বে যে কোন সময়ে শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

ব্যাঙ্কার্স

মেসার্স সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
মেসার্স কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

সলিসিটর্স

এস, এন, সেন, এস্কোয়ার, বি-এল
১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অডিটর্স

মেসার্স ইউ, এম, চৌধুরী এণ্ড কোং, আর, এ,
১২।১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রোকার্স

মেসার্স বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেন্টস্

মেসার্স এরিয়ান প্লান্টার্স এজেন্সি
(টি প্লান্টার্স, ব্যাঙ্কার্স এণ্ড মার্চেন্টস্)
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অনুষ্ঠানপত্র

চায়ের আবাদ, উৎপাদন, ব্যবসায় এবং দার্জ্জিলিংয়ের তিনধারিয়া চা-বাগানটীর মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লইবার জন্য এবং কোম্পানীর অনুষ্ঠান-পত্রোক্ত কার্য্যাদি পরিচালনের উদ্দেশ্যে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ১০৭৫ একর ভূমি এবং মূল্যবান বনসম্পদ, আবাদের সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও ইমারতাদিসহ উক্ত তিনধারিয়া চা-বাগান ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। বনসম্পদ, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি সহ উক্ত সম্পত্তির সাকুল্য মূল্য ৪,২৫,০০০৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। নিম্নে উহার বর্ণনা দেওয়া গেল।

রেজিষ্ট্রেশন ফি, ষ্ট্যাম্পের মূল্য, সলিসিটর্সের রাহাখরচ এবং দলিল ক্রয়ের জন্য দালালির খরচ কোম্পানীর তহবিল হইতে দেওয়া হইবে।

বাগানের অবস্থান ও জমির পরিমাণ

মোট জমির পরিমাণ ১০৭৫ একর
(গভর্ণমেণ্ট লিজ)
চা উৎপন্ন হইতেছে ৩৭৩ একর
বাৎসরিক কর ও সেস ১৩৭৩৸০

ইমারতাদি

স্বত্বাধিকারীর বাংলো ৭৫´×৩৬´
ষ্টোন ওয়াল করোগেটেড রুফিং
পাহাড়ের উপর অবস্থিত।
গেষ্ট হাউস্ ৩০´×১৮´ রান্নাঘর ৩০´×১৮´
ফ্যাক্টরি বিল্ডিং ১৫০´×৬৯´
সি, আই, সিট্ রুফ, ব্রিক ওয়াল।
ষ্টীল লিফ উইদারিং হাউস ১০০´×২৫´
সি, আই সিট এণ্ড ওয়াল (অল ষ্টীল কনষ্ট্রাকসান)
তিন মহলা।
ম্যানেজারের বাংলো ৪২´×৪০´
সি, আই, সিট, এফ, সি, ওয়াল ২ বারান্দা, ১ পোর্টিকো, ১৯৩৭ সালে তৈয়ারী
আউট সাইড্ হাউস্ সি, আই, রুফ ২৯´×২১´
রান্নাঘর ২০´×১৫

অফিস কোয়ার্টার্স

(১) ৪০´×১৮´ সি, আই, সিট রুফ, উডেন ওয়াল।
(২) ২৬×১৮ সি. আই. সিট রুফ, উডেন ওয়াল।
(৩) ৩৭´×১৯´ সিট রুফ উডেন ওয়াল।
(৪) ২৪´×১৭´ সি. আই. সিট রুফ এবং সি. আই সিট ওয়াল।
আস্তাবল সিট রুফ এণ্ড ওয়াল ২৮´×১৩´
কুলিশেড—সি. আই. সিট ১৫টী কাঁচা ৪৩টী
দোকান—
(১) সি আই. সিট রুফ এণ্ড ওয়াল ২৪´×২২´
(২) সি. আই. সিট রুফ এণ্ড ওয়াল ৪০´×২০´
ফায়ার উড্ শেড্ ৪০´×৩০´
রিজেক্টেড সিট, প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বের তৈয়ারী।

মেশিনারী

(১) পাওয়ার :—(ক) র‍্যাম্‌সমস্ লিঃ লোকোমোটিভ বয়লার
(খ) হাইড্রোলিক পাওয়ার (টারবাইন) ২৬ এইচ, পি,
(২) রোলার্স :—
(ক) ডাবল্ এ্যাকসান (রাউণ্ডটেবল্)
" " (স্কোয়ার টেবল্)
(২) কাচ সিফটার……লোকাল মেড
(৪) ড্রাইং মেসিন :—(ক) ৭২´´ ভেনিট্রাম
(খ) ডাউন ড্রাফ্‌ট্
(৫) টি কাটার :—(ক) স্যাভেজ কাটার ২টী (তিন রোলারযুক্ত)
একটী আট বৎসর আগের কেনা এবং অপরটী প্রায় ১৮ বৎসর আগের কেনা।
(খ) রিডস্ ব্রোকার্স
(৬) সিফটার্স :—(ক) ডেফিডসন্‌স্ রাউণ্ড সিফটার ১৯৩৮ সালে কেনা
(খ) আরনটস্ ফিলারেট সফটার ১৯৩৮ সালে কেনা
(৭) ফ্যানার……ডিফ্লেক্টর ফ্যানার ১৯৩৮ সালে কেনা।

এক্সপোর্ট কোটা

ফসল হারে ১,১৯,৬০৬ পাঃ ; ফসল ১৯৪৩ সাল ১০১,৮৬৫ পাঃ ফসল ১৯৪৪ সাল ৮৪,১৮০ পাউণ্ড ১৯৪৬ সালে আনুমানিক ১২০,০০০ পাউণ্ড ফসল আশা করা যায়।

রেনফল গড়পড়তা ১৬৫·৫৮

গভর্ণমেণ্টের চুক্তিকৃত দর :—
১৯৪৫ ১৭·৫৩ পেন্স (প্রায় ১৲ টাকা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্

অনুষ্ঠানপত্রে কলিকাতার মেসার্স এরিয়ান প্লান্টার্স এজেন্সিকে (ব্যাঙ্কার্স, মার্চেন্টস ও টি প্লান্টার্স) ২০ বৎসরের জন্য কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত করা হইয়াছে। পারিশ্রমিক বাবদ এই ম্যানেজিং এজেন্টস্ প্রতি মাসে ৫০০৲ টাকা করিয়া পাইবেন ; এতদ্ব্যতীত উক্ত এজেন্সি কোম্পানীর নীট লাভের পুরাপুরি শতকরা ১০ ভাগ কমিশনবাবদ পাইবেন।

শেয়ারের জন্য আবেদন

এতৎসহ সংশ্লিষ্ট ফর্ম্মে দরখাস্ত করিতে হইবে। এবং এই আবেদনপত্র কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস মেসার্স এরিয়ান প্লান্টার্স এজেন্সির ১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতাস্থ কার্য্যালয়ে অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কার্স মেসার্স কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, মেসার্স সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ, কলিকাতা অথবা উহার শাখাসমূহের নিকট পাঠাইতে হইবে।

যদি আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে আবেদনের সহিত প্রেরিত টাকা সম্পূর্ণ ফেরৎ দেওয়া হইবে। যদি বিলিকৃত শেয়ারের সংখ্যা আবেদনে উল্লিখিত সংখ্যার কম হয়, তবে মঞ্জুরীকৃত শেয়ারের ডিপোজিট বাদে উদ্বৃত্ত টাকা বিলিবাবদ আদায় দেওয়া হইবে।

বিলিকৃত শেয়ার বাবদ দেয় টাকার কোন কিস্তি খেলাপ হইলে পূর্ব্বের প্রদত্ত সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ বা উহার ব্যাঙ্কার্সদের যে কোন অফিস হইতে শেয়ারের জন্য আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে।

শেয়ার ক্রয়ের আবেদনের ফরম্

দি দার্জ্জিলিং টেরাই টি করপোরেশান লিঃ-এর ডাইরেক্টরগণ সমীপেষু—
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি/আমরা উপরোক্ত কোম্পানীর প্রতিটী……টাকার…… শেয়ার আমার/আমাদের নামে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। কোম্পানীর স্মারকলিপি ও অনুষ্ঠানপত্রোক্ত (Memorandum & Articles of Association) সর্ত্তানুযায়ী উপরোক্ত সংখ্যক বা তদপেক্ষা কম যে কোন সংখ্যক শেয়ার আমার/-আমাদের নামে বণ্টন করা হইলে আমি/আমরা তাহা গ্রহণে সম্মত আছি। আমি/আমরা অত্র সহ প্রতিটী শেয়ার বাবদ……জমা হিসাবে এবং প্রবেশ ফি ১৲ মোট……টাকা চেক বা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইলাম। শেয়ার বণ্টনের এক মাসের মধ্যে বক্রী টাকা দিতে প্রস্তুত আছি। শেয়ার বণ্টন ব্যবস্থানুসারে আমি/আমরা আমার/আমাদের নাম মেম্বরদের রেজিষ্টী বহির অন্তর্ভুক্ত করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি।

ব্রোকার……সাধারণ সহিঃ……
পূর্ণ নাম……
ঠিকানা……
পেশা…… তাং……

বাঙ্গলায় ধান চাষের উন্নতি

চাউল বাঙ্গলার প্রধান খাদ্য হইলেও বাঙ্গলায় ধান চাষের ও তাহার ফলনের অবস্থা আশাপ্রদ নহে। জাপানে প্রতি বৎসরে গড়ে প্রতি একরে ধান জন্মে প্রায় বিয়াল্লিশ মণ, মিশরে সাড়ে চৌত্রিশ মণ, স্পেনে প্রায় সাড়ে একাত্তর মণ এবং ইটালীতে সাড়ে উনপঞ্চাশ মণ। আর বাঙ্গলায় প্রতি একরে ফলন মাত্র সাড়ে বার মণ। বাঙ্গলার ধানের ফলন এইরূপ কম হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। মান্ধাতার আমল হইতে যে পদ্ধতিতে জমি চাষ হইয়া আসিতেছে, বাঙ্গলায় আজও তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই—অবশ্য ইতিমধ্যে জমির মালিকানার পরিবর্ত্তন আটকাইয়া থাকে নাই। বাঙ্গলা সরকারের ইকনমিক বটানিষ্ট মিঃ এস হিদায়েতুল্লা এই অবনতির কারণ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাজার হাজার বৎসর আবাদের ফলে জমিতে 'মিশালী' ফসল উৎপাদিত হওয়া ফলন হ্রাসের অন্যতম কারণ। উপরন্তু কৃষকের অজ্ঞতাও ইহার জন্য কম দায়ী নহে। কোন্ জমিতে কিরূপ আবহাওয়ায় কোন্ জাতের ধান বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হইবে এ সম্পর্কে আমাদের কৃষক সমাজের অজ্ঞতা সর্ব্বজনবিদিত। তৃতীয়তঃ, উৎকৃষ্ট বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থার অভাব।

বাঙ্গলায় বৎসরে এক কোটী দশ লক্ষ টন চাউল প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় বৎসরে উৎপন্ন হয় এক কোটী ছয় লক্ষ আটষট্টি হাজার টন চাউল। কাজেই কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই বাঙ্গলায় চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার। এই উৎপাদন বৃদ্ধি দুই উপায়ে সম্ভব হইতে পারে—ধান আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও আবাদী জমির ফলন বৃদ্ধি করিয়া। বিল অঞ্চলে বোরো ধানের আবাদের ব্যবস্থা বাদ দিলে প্রথমোক্ত উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ বিশেষ নাই। তবে দ্বিতীয় উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার সুযোগ আছে যথেষ্টই। ইহার জন্য প্রয়োজন উন্নত ধরণের নির্ব্বাচিত বীজ সংগ্রহ, বেশী ফসল ফলে এইরূপ ধরণের সংমিশ্রিত (Hybridized) বীজ উৎপাদন, নূতন জাতের ধানের আবাদ, উন্নততর চাষের ও সেচের ব্যবস্থা। চাউলের দিক দিয়া বাঙ্গলার প্রয়োজন মিটাইতে হইলে সেই সব দিকে আজ আমাদিগকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে।

ভারতে বৃটিশ মূলধনের পরিমাণ

বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি দল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকারের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক মহলে ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ মূলধন অপসারণ অথবা ভারতস্থিত বৃটিশ সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রশ্ন লইয়া জোর আলোচনা সুরু হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ভারতে বৃটীশ সম্পত্তির পরিমাণ কত এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্যতালিকা না থাকায় জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেও আমরা এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্যতালিকা সংগ্রহের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের মারফৎ এই ধরণের তথ্যতালিকা সংগ্রহ করা সম্ভব—একথাও আমরা বলিয়াছিলাম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কিছুই করেন নাই। অথচ এই ধরণের একটী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে ইঙ্গ-ভারত আর্থিক সম্পর্কের ন্যায় একটী জটিল বিষয়ের মীমাংসা হওয়া কঠিন।

সম্প্রতি বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহে ভারতে বৃটিশ সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে যে সকল হিসাব দেওয়া হইতেছে তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহের আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে মুদ্রাস্ফীতি ধরিয়াও ভারতে বৃটিশ সম্পত্তির মূল্য ২০ কোটী পাউণ্ডের অধিক হইবে না। এই হিসাবে ভারতে বৃটিশ সম্পত্তির পরিমাণ কম করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বৃটিশ সম্পত্তির পরিমাণ সামান্য, তাহা অপসারণ বা হস্তান্তরের দ্বারা ভারতের বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে না এই যুক্তি দেখানোই সম্ভবতঃ বৃটিশ পত্রিকাগুলির উদ্দেশ্য। ১৯৪২ সাল হইতে বর্ত্তমান বৎসর পর্য্যন্ত কয়েকটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠান ভারতীয়দের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে বৃটিশ সম্পত্তি রহিয়াছে একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। ওয়াশিংটনে ইঙ্গ-মার্কিন ঋণচুক্তির আলোচনাকালে বলা হয় যে, বৃটেন ১৯৪৫ সালে ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও মধ্য প্রাচ্য হইতে সুদ ও ডিভিডেণ্ড বাবদ ১ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড পাইবে বলিয়া আশা করে। ইহার মধ্যে যদি ভারতবর্ষের ৭০ লক্ষ পাউণ্ডও ধরা যায় তাহা হইলে শতকরা ৫ পাউণ্ড সুদ ধরিলে ১৪ কোটী পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি হইতে ঐ পরিমাণ সুদ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এই ধরণের ভাসা ভাসা কয়েকটী তথ্য ছাড়া ভারতে বৃটিশ সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণের কোন উপায় নাই। ভারতীয় মুদ্রায় বৃটিশ ধনিকদের যে টাকা খাটিতেছে তাহা ধরিলে ভারতে বৃটিশ মূলধন বা সম্পত্তির পরিমাণ ৮০ হইতে ১০০ কোটী পাউণ্ডের কম হইবে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্যতালিকা সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের সকল সন্দেহের নিরসন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

বাঙ্গলার খাদ্য-সঙ্কট

ওয়াশিংটনে ভারতীয় খাদ্য প্রতিনিধিদল জানাইয়াছেন যে, ৪০ লক্ষ টন খাদ্য ভারতবর্ষকে সরবরাহ না করা হইলে ভারতে অন্ততঃ ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যু হইবে। এদিকে বাঙ্গলা দেশের রাজধানী কলিকাতা নগরীতে অনশনে মৃত্যু আরম্ভ হওয়ায় সর্ব্বত্র উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতার জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ানে প্রকাশ যে, ২৯শে মার্চ্চ হইতে ২রা এপ্রিলের মধ্যে ৬ জন লোকের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে এই বিষয় লইয়া শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্যাল মুলতুবী প্রস্তাবও উত্থাপন করিয়াছিলেন। খাদ্যসচিব শ্রীযুক্ত জওলাপ্রসাদ এবং খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর সেন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে বলিয়া আশ্বাস দিবার পর মুলতুবী প্রস্তাবটী প্রত্যাহার করা হয়। বাঙ্গলার মহামন্বন্তরের পর স্বভাবতঃই বাঙ্গালী খাদ্য সম্পর্কে সর্ব্বদা উদ্বেগ পোষণ করে। লীগ নেতা মিঃ সিদ্দিকী কেন্দ্রীয় পরিষদে আলোচনাকালে লঘুচিত্ততার পরিচয় দিয়া যে ভাবে সমস্যাটীকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন কোন বাঙ্গালীই তাহা সমর্থন করিতে পারেন না।

খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর সেন স্বীকার করিয়াছেন যে, কলিকাতার অতিরিক্ত

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

পৃষ্ঠপোষক
ও
অনুগ্রাহকবর্গকে
নব-বর্ষের
প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি

সেণ্ট্রাল পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক
—ঃ লিমিটেড ঃ—

স্থাপিত—১৯৩০ গ্রাম—কেরিয়ার
হেড অফিস—১, শম্ভু মল্লিক লেন, বড়বাজার, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ :—বেনারস, গয়া, নবীনগর, বাঁকুড়া, কটক, পুরী, জটনী, পাটনা ও জাপলা।

বি এন আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

বি মিশ্র
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

হাসপাতালসমূহে বাহির হইতে আগত নিঃস্বদের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের সাম্প্রতিক প্রেস নোটেও দুঃস্থদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং দলে দলে কলিকাতায় আসার চেষ্টার কথা স্বীকার করা হইয়াছে। তথাপি কি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, কি বাঙ্গলা সরকার কেহই বিষয়টীর উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। অথচ সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, বালীগঞ্জ ষ্টেশন ও বৈঠকখানা বাজারের আশে পাশে দুঃস্থদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। ২৪ পরগণার ক্যানিং অঞ্চল ও হাওড়া জেলার আমতা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বিভিন্ন পথে দুঃস্থরা কলিকাতায় আসিয়া ভীড় করিতেছে। সরকারী লরীগুলি এই দুঃস্থদের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং দুঃস্থদের লরী বোঝাই করিয়া প্রথমে সরকারী দুঃস্থনিবাসে লইয়া গিয়া পরে তাহাদের নিজ নিজ গ্রামে বা জেলায় পৌঁছাইয়া দিতেছে।

অনশন নিবারণের ইহাই যদি সরকারী ব্যবস্থা হইয়া থাকে তাহা হইলে সকলেই বিপদ গণিবেন, সন্দেহ নাই। লরী বোঝাই করিয়া গ্রামে ফেরৎ পাঠাইয়াই যদি দুঃস্থদের অনশন ও দুঃস্থতা নিবারণ করা যাইত, তাহা হইলে খাদ্য-সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজনই থাকিত না। "হরুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর" মত অনশন নিবারণের এই চমৎকার পন্থাটী বাঙ্গলা সরকারকে কে বাৎলাইয়াছে—আমরা জানি না। তবে এমন প্রতিভাসম্পন্ন লোক আর বেশী দিন বাঙ্গলা সরকারের দপ্তরে বিরাজ না করিলেই লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে।

বাঙ্গলা সরকার যখন দুঃস্থ অপসারণের উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে যখন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে ঠিক তখনই বাঙ্গলা সরকারের খাদ্যবিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এস, কে, চ্যাটার্জ্জী এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, খাদ্যাভাবের ফলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে না, আতঙ্কই আমাদের প্রধান শত্রু। মিঃ চ্যাটার্জ্জীর মতে বাঙ্গলায় খাদ্যের বিশেষ অভাব নাই। মিঃ চ্যাটার্জ্জী বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের হাতে মোট ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন খাদ্য মজুত আছে এবং গত বৎসরের তুলনায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খাদ্যসংগ্রহের অবস্থারও উন্নতি হইয়াছে। মিঃ চ্যাটার্জ্জী আমন ধানের ফলনেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং আউস ধানের সম্পর্কে আশার কথা বলিয়াছেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জীর সহিত আমরা মূল বিষয়ে একমত অর্থাৎ আতঙ্কই যে আমাদের প্রধান শত্রু, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা এ কথাও মনে করি যে, এবার বাঙ্গলায় খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ খুব মারাত্মক হইবে না, তথাপি মিঃ চ্যাটার্জ্জী যেরূপ আত্মতুষ্টির ভাব দেখাইয়াছেন আমরা তাহার বিরোধী।

প্রথমতঃ, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের হাতে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন খাদ্য মজুত আছে বলিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জী হিসাব দিয়াছেন। এই মজুত খাদ্যের কতখানি মানুষের অব্যবহার্য্য খাদ্যে পরিণত হইয়াছে তাহার কোন হিসাব তিনি দেন নাই। অথচ প্রতিদিন সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে যে, হাজার হাজার মণ খাদ্যবস্তু পচিয়া নষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গত বৎসরের তুলনায় এবার আমন ধানের চাউল প্রায় ৮২ লক্ষ মণ কম হইয়াছে। বোরো ধানও গতবারের তুলনায় এবার প্রায় ৮ লক্ষ মণ কম হইবে। গতবারের তুলনায় এবার বোরো ধানের জমির পরিমাণ শতকরা ২'৬ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। আউস ধানের চাষ বেশী না হইলে এবং ফসল ভাল না হইলে বাঙ্গলায় খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ নিতান্ত কম দাঁড়াইবে না।

ধান-চাউলের বর্ত্তমান যে দর রহিয়াছে তাহাতে জনসাধারণের বিরাট অংশের পক্ষেই ধান-চাউল সংগ্রহ করা কঠিন। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়টী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান বাঙ্গলায় দুঃস্থতা ও অনশনের প্রধান কারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার অভাব। সমগ্র বাঙ্গলায় অবিলম্বে চাউল সরবরাহের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের জন্য স্বল্পমূল্যে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা না করিলে বাঙ্গলা সরকার অচিরাৎ সঙ্কটের সম্মুখীন হইবেন বলিয়াই আমরা আশঙ্কা করি।

সিংহলে ভারতীয়দের অবস্থা

সিংহলস্থিত ভারতীয় প্রতিনিধির নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং সম্প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে সিংহলে আট লক্ষ ভারতীয় ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছয় লক্ষই চা ও রবার বাগানের কুলী। সিংহলে চা ও রবার বাগানের সংখ্যা ১,৫১৬। এই রিপোর্ট হইতে বুঝা যায় যে, ভারতীয়রা প্রধানতঃ শ্রমিক হিসাবেই সিংহলে অর্থোপার্জ্জন করিতে যায়। সিংহলের চা ও রবার বাগানের মালিকেরাও শ্রমিকের জন্য ভারতবর্ষের উপরেই ভরসা করিয়া থাকেন। অবশ্য, এই সকল মালিকের মধ্যে কতজন সিংহলী তাহা জানা যায় নাই। যাহা হউক, ভারতবর্ষের উপকূলবর্ত্তী সিংহল দেশের সহিত ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকাই উচিত, কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধির রিপোর্টে দেখা যায় যে, সিংহল-প্রবাসী ভারতীয়দের সামাজিক মর্য্যাদা, ভোট দিবার অধিকার এবং সিংহলে বসবাসের অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে কোনও উন্নতি হয় নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তবে যে পর্য্যন্ত সিংহলে এবং ভারতে বৃটিশ শাসন বজায় থাকিবে ততদিন উভয় দেশের মধ্যে প্রকৃত সভ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া কঠিন বলিয়াই আমরা মনে করি। সিংহলে বৃটিশ ধনিকদের স্বার্থ জিয়াইয়া রাখিবার জন্যই ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সিংহলীদের বিদ্বেষ জিয়াইয়া রাখা হইতেছে এবং তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতীয়দের মধ্যে সিংহলীদের বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হইতেছে। এই বিদ্বেষের ভাব দূর করিবার এবং ভারতের সহিত সিংহলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

রাজপথ নির্ম্মাণের আয়োজন

যুদ্ধোত্তর রাজপথ নির্ম্মাণ পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ কলিকাতার সহিত আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী, দার্জ্জিলিং এবং চট্টগ্রামের সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে পাঁচটী দীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণের উদ্যোগআয়োজন চলিতেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় জরীপের কাজ সুরু হইয়াছে।

বাংলার নববর্ষের আজ সুরু

এই শুভ সুযোগে আমরা আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও শুভার্থিগণকে সকৃতজ্ঞ নমস্কার ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। তাঁদের সকলের সাথে সুর মিলিয়ে আমরা বলতে চাই "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু"—নববর্ষের এই অভিযান দেশবাসীর সর্ব্বতোমুখী কল্যাণবিধানের কারণ হোক্! অমঙ্গলের সমস্ত সম্ভাবনা দূরীভূত করে দেশের উপর খুলে দিক্ শান্তি ও সমৃদ্ধির পূত মন্দাকিনীধারা! '১৩৫৩ সাল' আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সোনার পাতায় বেঁচে থাক্, প্রার্থনা করি।

ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ

আসাম প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

হেড অফিস :—শিলং কলিকাতা অফিস :—৬, ক্লাইভ রো।

—ঃ শাখাসমূহ ঃ—

ধুবড়ী, বড়পেটা, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, জোড়হাট ও নওগাঁ।

এই রাজপথগুলির মধ্যে যে সকল নদী-নালা পড়িবে সেগুলির উপর সেতুনির্ম্মাণের এবং বড় নদীগুলি পারাপারের জন্য মোটর-বোটের ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কলিকাতা-দার্জ্জিলিং, কলিকাতা-চট্টগ্রাম এবং কলিকাতা-আসাম রাজপথ তিনটী যথাক্রমে প্রায় ২৯০, ১৭০ ও ২৫০ মাইল দীর্ঘ হইবে। এই রাস্তাগুলি নির্ম্মিত হইলে উত্তর-বঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের সহিত কলিকাতার যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হইবে, অভ্যন্তরভাগে যাতায়াতের সুবিধা হইবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা হইবে। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লীর সহিত কলিকাতার রাজপথ মারফৎ যোগস্থাপনের ঠিক এতটা গুরুত্ব নাই, অবশ্য সামরিক গুরুত্বের কথা আলাদা।

রাস্তাগুলি নির্ম্মাণের কাজ যত শীঘ্র আরম্ভ হয় ততই ভাল, কারণ ইহার ফলে বহু লোকের কর্ম্মসংস্থান হইবে। তবে এই সকল রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য যে সকল জমি-জায়গা দখল করিতে হইবে সেগুলির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া কৃষকেরা যাহাতে জমির পরিবর্ত্তে জমি পায় যতদূর সম্ভব সেইরূপ ব্যবস্থা করা কৃষির দিক হইতে মঙ্গলজনক হইবে। আশা করি গবর্ণমেণ্ট এই সকল বিষয় বিবেচনা করিবেন।

ভারতের অভ্র-শিল্প

অভ্র একটী গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসম্পদ। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি এবং রেলওয়েতে অভ্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। রং, রবার, টায়ার মেরামত, অগ্নি-বারক জিনিষ ইত্যাদিতে অভ্রচূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসম্পদে ভারতবর্ষ সম্পদ-শালী। বিহারে হাজারীবাগ, গয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বহু অভ্রের খনি আছে এবং এই সকল অঞ্চলেই পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর "বেঙ্গল রুবি" নামে অভিহিত অভ্র পাওয়া যায়। যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিতে অভ্রের চাহিদা খুবই বাড়িয়াছিল। ইহার ফলে ১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষ হইতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার হন্দর অভ্র বিদেশে রপ্তানী হয়। যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী অভ্রের ৮০ হইতে ৯০ ভাগই ভারতবর্ষ হইতে সরবরাহ করা হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে ভারতবর্ষ হইতে ২ কোটি ৭৩ লক্ষ ১ হাজার ৪ শত ৫৮ টাকার অভ্র আমেরিকায় রপ্তানী করা হয়। ইংলণ্ডেও প্রচুর অভ্র রপ্তানী হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বেও সমগ্র পৃথিবীর অভ্রের চাহিদা শতকরা ৭০ ভাগ ভারতবর্ষই সরবরাহ করিত।

ভারতীয় অভ্রশিল্পের অবস্থা ও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ১৯৪৪ সালে একটী তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লিখিত তথ্যগুলি দিয়া বলা হইয়াছে, ভারতীয় অভ্রশিল্পের প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। উক্ত রিপোর্টে ভারতের সমস্ত অভ্রের খনিগুলিকে একটী কেন্দ্রীয় পরিচালনা ব্যবস্থার অধীনে আনার, বৈজ্ঞানিক ও উন্নত প্রণালীতে অভ্রের শ্রেণীবিভাগ, বাণিজ্যিক লেনদেন ও দরের উন্নতিবিধানের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। অভ্রের রপ্তানী মূল্যের শতকরা ছয় ভাগ শুল্ক হিসাবে আদায় করিয়া এই আয় হইতে আনুষঙ্গিক পরিচালন-ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যও রিপোর্টে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় অভ্রশিল্পের গুরুত্ব এবং সম্প্রসারণের সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট তদন্ত কমিটির সুপারিশগুলি গ্রহণ করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। অদূরভবিষ্যতে ব্রেজিল ও রুশিয়ার অভ্রশিল্পের সহিত ভারতীয় অভ্রশিল্পের প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা আছে। ভারতীয় অভ্র-শিল্পের মালিকদের এবং গবর্ণমেণ্টের ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এখন হইতেই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। অভ্রশিল্প সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি অভ্রের খনিসমূহের শ্রমিকদের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। বর্ত্তমানে শ্রমিক-সমস্যা যেরূপ জটিল আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে ইহা উপেক্ষা করা উচিত হইবে না। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত তদন্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও খনি মালিকগণ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে গোলযোগের সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে।

মধ্য প্রাচ্যে তৈল উৎপাদনে ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্য

মধ্য প্রাচ্য পৃথিবীর তৈল উৎপাদনের অন্যতম বৃহত্তম কেন্দ্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে এই তৈলকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্ত্তিত হয়। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে এই তৈলের অধিকার লাভের জন্য অক্টোপাশের মত মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তথ্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে—

(১) ইরাণ—রুশ-ইরাণ চুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইরাণে এ্যাংলো-ইরাণিয়ান অয়েল কোম্পানী তৈল আহরণের একমাত্র অধিকারী ছিল এবং রুশ-ইরাণ কোম্পানী গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত একমাত্র উক্ত কোম্পানীই তৈল আহরণ করিতে থাকিবে। দক্ষিণ-পশ্চিম ইরাণে এ্যাংলো-ইরাণিয়ান অয়েল কোম্পানী একলক্ষ বর্গমাইল এলাকা ইজারা লইয়াছে। ১৯৪৫ সালে এই কোম্পানীর তৈল উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটী ৭০ লক্ষ টন।

(২) ইরাক—এ্যাংলো-ইরাণিয়ান ক্ষুদ্র শাখা প্রতিষ্ঠান খানাগীন অয়েল কোম্পানী ছাড়াও ইরাকে ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী এবং ইহার দুইটী শাখা প্রতিষ্ঠান মোসুল ও বসরা পেট্রোলিয়াম কোম্পানী তৈল খনির ইজারা পাইয়াছে। ১৯৪৫ সালে ইরাকে তৈল উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৭ লক্ষ টন। আর ৫ বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোটী ২০ লক্ষ টন দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হয়। মোসুল পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর খনিতে তৈল পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তৈল আহরণের কাজ আরম্ভ হয় নাই।

(৩) মিশর—মিশরে এ্যাংলো-ইজিপশিয়ান অয়েল ফীল্ডস্ কোম্পানী ছাড়া আর কোন তৈল কোম্পানী নাই। এই কোম্পানীর দুইটী তৈল খনি হইতে বৎসরে প্রায় ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টন তৈল আহরিত হয়।

(৪) আরব—আরেবিয়ান-আমেরিকান অয়েল কোম্পানী দামনানের তৈল খনি হইতে বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টন তৈল সংগ্রহ করিতেছে। এই তৈলের অধিকাংশই বাহেরিনে পরিস্রুত হয়। বাহেরিন অয়েল কোম্পানী বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টন তৈল উৎপাদন করেন। উল্লিখিত কোম্পানীগুলির সবগুলিই ইঙ্গ-মার্কিন ধনিকদের হাতে।

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যার "আর্থিক জগতে"র ১১৮৮ পৃষ্ঠায় "ভারতের বস্ত্র-সমস্যা" শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে সূতার ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই "পাউণ্ড" স্থলে "গজ" ছাপা হইয়াছে। পাঠকবর্গ ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবেন। —আঃ সঃ

ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন লিমিটেড্

স্থাপিত—১৯৪৩ সাল

অফিস ঃ

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্,
মিশন রো, কলিকাতা।

কোম্পানীর তহবিল সোনা, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জমি এবং সুদৃঢ় ভিত্তিশালী ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেব শেয়ারে খাটানো হয়। গত তিন বৎসর যাবৎ **"ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন"** আশানুরূপ লাভ করিতেছে ও উচ্চ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিতেছে।

বোর্ড অব ডিরেক্টর-এর চেয়ারম্যান ঃ
মিঃ এস, এম, ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমানে "ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন" নিম্ন-লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিতেছে ঃ

এক বৎসরের জন্য—৩%
দুই বৎসরের জন্য—৩½%
তিন বৎসরের জন্য—৪%

প্রতি অর্দ্ধ বৎসরান্তে জানুয়ারী ও জুলাই মাসে প্রাপ্য সুদ দেওয়া হয়। স্থায়ী আমানতের আবেদন পত্রের জন্য লিখুন ঃ

সেক্রেটারী—**বিনয়ভূষণ মুখার্জ্জি**, বি-এ

বীমা কোম্পানীর দাদন সমস্যা

যুদ্ধের সুরু হইতে অন্যান্য দেশের মত ভারতেও কোম্পানীর কাগজের উপর দেয় সুদের হার বিশেষভাবে কমিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক শতকরা ৪।৫ টাকা হারে সুদ দেওয়ার সর্ত্তে তাঁহাদের ঋণপত্র বিক্রয় করিতেন। যুদ্ধের সময় তাঁহারা নূতন ঋণপত্রের উপর প্রদেয় সুদের হার তিন টাকা পর্য্যন্ত হ্রাস করেন। এক্ষণে সেই হার আরও কমাইয়া বার্ষিক শতকরা ২৸০ আনায় পরিণত করা হইয়াছে। কোম্পানীর কাগজের দেয় সুদের হার এইভাবে হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে অন্যান্য দিক দিয়াও দাদনী টাকার উপর বেশী সুদ আদায়ের সুযোগ দিন দিনই সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিল দাদন সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া দেখা দিতেছে। ভারতীয় বীমা আইনে বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী ও আধা-সরকারী সিকিউরিটীতে দাদন করা কোম্পানীসমূহের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। উহাতে সুদের হার দিন দিন কমিয়া আসা সত্ত্বেও বীমা কোম্পানীগুলিকে এত বেশী পরিমাণ অংশ ঐ সব দিকেই নিয়োগ করিতে হইতেছে। বীমা তহবিলের বাকী ৪৫ ভাগ ইচ্ছামত দাদন করার অধিকার কোম্পানীসমূহের রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যুদ্ধের বাজারে নানা অসুবিধার ভিতর সেটুকু সুযোগও তাহারা পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য এতদিন শিল্প-প্রতিষ্ঠা, বাড়ীঘর নির্ম্মাণ ও মিউনিসিপ্যালিটী, পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির কার্য্যধারা প্রসার সম্পর্কে বেসরকারী প্রচেষ্টার সুযোগ অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। গবর্ণমেণ্ট সমর-সম্ভার তৈয়ারের শিল্প সম্পর্কে বিশেষভাবে জোর দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ঐ দিকে অর্থনিয়োগের দায়িত্বও মুখ্যতঃ তাঁহারাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে বীমা তহবিলের শতকরা ৪৫ ভাগ অন্য দিকে দাদন করিবার যে অধিকার কোম্পানীসমূহের ছিল কার্য্যতঃ তাহারা পূর্ণভাবে তাহারও সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই। ভারতীয় বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে ভারত সরকারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্সিওরেন্স যে সর্ব্বশেষ রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৪৪ সালের গত ৩১শে ডিসেম্বর এদেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১২২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। ঐ টাকার কত অংশ কোন্ কোন্ ধরণের সম্পত্তিতে নিয়োজিত ছিল এবং গত ১৯৪৩ সালের তুলনায় তাহার পরিমাণ কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল নিম্নে তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

ভারতীয় বীমা কোম্পানীর দাদন

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

	১৯৪৩	১৯৪৪
ভারত সরকারের সিকিউরিটি	৬২৮১	৭৪৪২
ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার	৮৬৭	১১৫৩
পলিসি বন্ধকে ঋণ	৭৯০	৭২৯
মিউনিসিপ্যালিটি পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির সিকিউরিটি	৬৮২	৬৭৮
জমি ও বাড়ী	৫৮০	৫৬০
এজেণ্টদের নিকট পাওনা ও অনাদায়ী প্রিমিয়াম প্রভৃতি	৪৬০	৫৫৪
সম্পত্তি বন্ধকে ঋণ	১৫৬	১৩০
বিদেশী গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি	৯৯	৮৭
দেশীয় রাজ্যের ঋণপত্র	৬২	৮১
অন্যান্য ঋণপত্র	৪৪	৫৭
শেয়ারের জামীনে ঋণ	১৫	১৮
বিবিধ	৬৪৪	৭৩২
মোট	১০৬৮০	১২২২১

উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, ১৯৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালে ভারত সরকারের সিকিউরিটিতে বীমা কোম্পানীসমূহের নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ৬২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা হইতে ৭৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ারে দাদনের পরিমাণ সামান্য বাড়িয়া ৮ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা হইতে ১১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা হইয়াছে। অন্য অনেক দিকে যথা জমিবাড়ীতে, সম্পত্তি বন্ধকে ও মিউনিসিপ্যালিটী, পোর্ট ট্রাষ্ট এবং ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ঋণপত্রে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ভারত সরকারের সিকিউরিটিতে প্রদেয় সুদের হার সব চেয়ে কম। তথাপি ১৯৪৪ সালে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ উহাতেই তাহাদের দাদনী টাকার শতকরা ৬১ ভাগের মত নিয়োজিত রাখিয়াছিল। এত বেশী পরিমাণ অর্থ সরকারী সিকিউরিটিতে নিয়োজিত রাখিতে কোম্পানীসমূহ বাধ্য নহে। অন্যান্য দিকে টাকা নিয়োগ করিবার বিশেষ সুযোগ না পাইয়াই যে কোম্পানীসমূহ বেশী পরিমাণে সরকারী সিকিউরিটির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার ফলে দাদনী তহবিলের উপর কোম্পানীসমূহের আদায়ী সুদের গড়পড়তা হার বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪০ সালে ভারতীয় কোম্পানীসমূহ তাহাদের তহবিল নিয়োগ করিয়া শতকরা ৪·৩৭ ভাগ সুদ পাইয়াছিল। ১৯৪৩ সালে তাহা কমিয়া শতকরা ৩·৪৪ ভাগ হয়। ১৯৪৪ সালে তাহা আরও হ্রাস পাইয়া শতকরা ৩·৬৪ ভাগে পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় হইতে দেশে পণ্যমূল্য বিশেষভাবে চড়িয়া উঠায় বীমা কোম্পানীসমূহকে কার্য্যপরিচালনা বাবদ বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। ১৯৪১ সালে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৭·৪ ভাগ কার্য্যপরিচালনা বাবদ ব্যয় করিয়াছিল। ১৯৪৪ সালে তাহাদের ব্যয়ের হার বাড়িয়া শতকরা ৩১·২ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধ থামিয়া গেলেও পণ্যমূল্যের হার এখনও নামিয়া আসিতেছে না। এই অবস্থায় আরও কয়েক বৎসর বীমা কোম্পানীসমূহকে ঐরূপ বেশী হারে খরচপত্র করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আয় কমিয়া ব্যয় বেশী হইতে থাকিলে তাহাতে উহাদের দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিবে। সে কথা বিবেচনা করিয়া বীমা কোম্পানীসমূহের কর্ণধারদের পক্ষে আজ টাকা দাদনের উপযুক্ত লাভজনক ক্ষেত্র নির্ব্বাচনের চেষ্টা করা এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সে বিষয়ে তাহাদিগকে যথাসম্ভব সুবিধা দেওয়া কর্ত্তব্য।

সরকারী সিকিউরিটিতে অর্থনিয়োগ ছাড়া বীমা কোম্পানীসমূহের সমক্ষে বর্ত্তমানে টাকা দাদনের অন্য যে সব ক্ষেত্র রহিয়াছে তাহার মধ্যে পলিসি বন্ধকে ঋণ, জমিবাড়ী ক্রয়, সম্পত্তি বন্ধকে ঋণ, পোর্ট ট্রাষ্ট ও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ঋণপত্র ক্রয় এবং শিল্প-কোম্পানীর শেয়ারক্রয়ের কথা এইস্থলে বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। পলিসি বন্ধকে ঋণ প্রদান করা বীমা তহবিল দাদনের একটি বিশেষ নিরাপদ ও লাভ-

জীবনবীমার ভার ডোমিনিয়নকে দিন

ডোমিনিয়ন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

৯৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন কলিকাতা ৫৯৩০

গ্রাম : ওভারড্রাফ্‌ট ফোন : ক্যাল ৫১৪১

ন্যাশনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস :—১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস কাজ করিতেছে।

জনক পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই শ্রেণীর দাদন বাড়ানো কোম্পানীসমূহের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, পলিসি গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুপাতেই উহার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। গত ১৯৪২ সালে পলিসি বন্ধকে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের ৮ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা নিয়োজিত ছিল। ১৯৪৩ সালে ঐরূপ দাদনের পরিমাণ কমিয়া ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা হয়। ১৯৪৪ সালে তাহা ৭ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে, ১৯৪৩ সালে ও ১৯৪৪ সালে লোকের হাতে অর্থাগমের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াতেই ঐ সময়ে তাহারা পলিসি বন্ধকে ঋণগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছে কম। আব সেজন্যই ঐদিক দিয়া বীমা কোম্পানীসমূহের মোট দাদনের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। ভবিষ্যতে অবস্থার গতি কি দাঁড়াইবে তাহা বলা চলে না। কিন্তু এই শ্রেণীর দাদনের সুযোগ স্বভাবতঃই যেরূপ সীমাবদ্ধ তাহাতে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে উহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে যাওয়া বৃথা।

জমিবাড়ী ক্রয়ে ও বন্ধকী ঋণে অন্যান্য দেশের বীমা কোম্পানীগুলি প্রচুর অর্থ নিয়োগ করিয়া থাকে। এদেশে এই শ্রেণীর দাদন যুদ্ধের পূর্ব্বে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় পরে তাহা আবার কমিয়া আসিয়াছে। গত ১৯৪২ সালে জমিবাড়ীতে ও বন্ধকী সম্পত্তিতে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের যথাক্রমে ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা নিয়োজিত ছিল। ১৯৪৪ সালে ঐরূপ দাদনেব পরিমাণ যথাক্রমে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে জমিবাড়ীর দর যথেষ্ট পরিমাণে চড়িয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধ থামিলেও এখনও উহাদের মূল্য নামিয়া আসিতেছে না। এই সময় জমিবাড়ীতে অর্থ নিয়োগ করিবার ঝুঁকি খুবই বেশী। যে কোন সময়ে দাম পড়িয়া গিয়া লগ্নি টাকার ও সম্পত্তির মূল্যের অপকর্ষতা ঘটিতে পারে। জমি ও বাড়ীর দাম অস্বাভাবিকরূপ চড়া বলিয়া সম্পত্তি বন্ধকে বেশী টাকা ঋণপ্রদান করিতে যাওয়াও অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক মনে হইবে। এই অবস্থায় এই শ্রেণীর দাদন বর্ত্তমানে বিশেষ বৃদ্ধি করা বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে যুদ্ধের পরে দেশে নূতন বাড়ীঘর তৈয়ারের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্ধারিত সুদের গ্যারাণ্টি দিয়া ঐ উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে ঋণগ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট সুদের গ্যারাণ্টি পাইলে তাহাদের হাউসিং স্কীমে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিতে যাওয়া তখন বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে।

মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্ট ট্রাষ্ট ও ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির ঋণপত্রে অর্থ নিয়োগ করা বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে একটি বিবেচনাসম্মত দাদন-নীতি বলিয়া সুপরিচিত। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া এই সব ঋণপত্র বাহির করিতে হয়। উহাদের উপর দেয় সুদ সম্পর্কেও কর্ত্তৃপক্ষ গ্যারাণ্টি দিয়া থাকেন। কিন্তু এদেশে এই ধরণের ঋণপত্র এত কম পরিমাণে বাহির করা হয় যে, সেদিকে বেশী পরিমাণ অর্থ দাদন করিবার সুবিধা বীমা কোম্পানীসমূহের নাই। অদূরভবিষ্যতে ঐ দিক দিয়া অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি না।

শিল্প-কোম্পানীর শেয়ারে বীমা তহবিলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দাদন করিয়া রাখা আধুনিক যুগে জগতের অনেক দেশেই আজ বীমা কোম্পানী-সমূহের রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শ্রেণীর দাদন দ্বারা আয়ের সংস্থান হয় বেশী। তাহা ছাড়া পরোক্ষভাবে উহা দ্বারা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতেও সাহায্য করা হয়। কাজেই সকল দেশের বীমা কোম্পানীই আজ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে অর্থ দাদন করিতে বেশী পরিমাণে আগ্রহ দেখাইয়া থাকে। ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ারে গত ১৯৪১ সালে এদেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির ৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকা নিয়োজিত ছিল। ১৯৪৩ সালে তাহা বাড়িয়া ৮ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা হয়। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ারে বীমাপ্রতিষ্ঠান-সমূহের নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। নূতন কাজের পরিমাণ দিন দিন খুব বাড়িয়া চলাতে বীমা কোম্পানীর হাতে যে বিপুল তহবিল সঞ্চিত হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধের সময় বেসরকারী শিল্প-প্রচেষ্টার সুযোগ সীমাবদ্ধ না থাকিলে ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ারে তাহাদের দাদনের পরিমাণ আরও অনেক বৃদ্ধি পাইত, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য ও লোকের কর্ম্মসংস্থানের সুবিধার জন্য এদেশে শিল্প-প্রসারের ব্যাপক কার্য্যনীতি অবলম্বনের কথা উঠিয়াছে। শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষ যেরূপ পশ্চাৎপদ, তাহাতে এ বিষয়ে সমুচিত উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইলে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া গবর্ণমেণ্ট ও দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে আজ সুসঙ্কল্পিতভাবে কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। নূতন শিল্প-কোম্পানী স্থাপন ও পুরানো শিল্পকারখানা সম্প্রসারণের যথাসম্ভব সুযোগ দেখিতে হইবে। ব্যাপক শিল্প-সাধনার সেই আয়োজন-উদ্যোগের পূর্ব্বাভাসই আজ আমরা দেশে লক্ষ্য করিতেছি। ইহাতে অদূর-ভবিষ্যতে শিল্প-কোম্পানীর শেয়ারে ভারতীয় বীমাপ্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে অধিক অর্থ নিয়োগ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। শিল্পের সুযোগ-সম্ভাবনা বুঝিয়া ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সুপরিচালনা সম্বন্ধে নজর রাখিয়া কোম্পানীসমূহ যদি এই দিকে বেশী অর্থ দাদন করে তবে টাকার নিরাপত্তাও বজায় থাকিবে, লাভের সুযোগও প্রশস্ত হইবে। বৃহদাকার মৌলিক শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যেসব কোম্পানী গঠিত হইবে, দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাদের শেয়ারের উপর দেয় লভ্যাংশ সম্পর্কে একটা গ্যারাণ্টি দেন তবে দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মূলধন সরবরাহের ব্যাপারে বিশেষভাবে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে। ইহাতে দেশের শিল্পোন্নতির সমস্যা ও বীমা কোম্পানীসমূহের অর্থদাদন সমস্যা—দুইই সমাধানের উপায় হইতে পারে। দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ নীতি অবলম্বনে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

স্বাগত বাংলার নববর্ষ, ১৩৫৩ সাল।

আজ নববর্ষারম্ভে আমরা আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুবর্গকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও অকৃত্রিম কল্যাণ-কামনা জানাচ্ছি। '১৩৫৩' তাঁদেরকে এনে দিক শান্তি-সুখ-সমৃদ্ধি, এনে দিক দেশকে প্রদীপ্ত সম্ভাবনার অভ্রান্ত ইঙ্গিত—শিল্পে, বাণিজ্যে, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পুচ্ছতাড়নায় পর্য্যুদস্ত ও দুর্য্যোগের পুনরাশঙ্কায় ম্রিয়মান বাংলা সঞ্জীবিত হয়ে উঠুক স্বাস্থ্য ও সম্পদের অমৃতনিষেকে, নবপ্রভাতের স্বর্ণরেণু গায়ে মেখে সে হোক্ সোনার বাংলা! '১৩৫৩' আমাদের কাছে হয়ে থাক্ অবিস্মরণীয়! জয় হিন্দ্!

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস : আখাউড়া (বি, এ, রেলওয়ে)

প্রধান অফিস : আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

কলিকাতা অফিসসমূহ :
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড

—ঃ শাখাসমূহ ঃ—
মেদিনীপুর, পুরী, হাটখোলা, জলপাইগুড়ি ও বেনারস।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত "জাতীয় সপ্তাহ" পালন করিয়া জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের শহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছে। সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩ই এপ্রিল তারিখে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর গোমস্তা ওডায়ারের শাসিত পাঞ্জাব প্রদেশের এই বধ্যভূমিতে হিন্দু-মুসলমান, শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সকলের রক্ত এক সঙ্গে মিশিয়াছিল। নিরস্ত্র অসহায় স্বদেশবাসীর সেই রক্তস্রোত দেখিয়া সমগ্র ভারত যেন সেদিন পরাধীনতার গ্লানি নূতনভাবে উপলব্ধি করে। তদবধি জাতি নূতন শক্তিতে উদ্দীপিত হইয়া পরাধীনতা-শৃঙ্খলে পুনঃ পুনঃ আঘাত হানিয়া আসিতেছে। সহস্র বীর সন্তান কারাযন্ত্রণা, ফাঁসীর রজ্জু, মেসিনগানের গুলী উপেক্ষা করিয়াছে। অত্যাচারীর নির্ম্মম আঘাতে বহু পরিবার আজ নিঃস্ব ও নিরাশ্রয়, বহু গ্রাম শ্মশান। "বীরের এই রক্তস্রোত, মাতার এই অশ্রুজল" ব্যর্থ হয় নাই—হইতে পারে না। জাতি আজ স্বাধীনতার স্বর্ণ-সিংহদ্বারে উপনীত। চক্রীর চক্রান্ত শেষ হয় নাই সত্য, বিভীষণের দেশদ্রোহী ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হইতে এখনও বাকী আছে। কিন্তু আসমুদ্র-হিমাচল যে অদম্য মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে, তাহাকে রুখিবার সাধ্য কাহারও নাই। সকল প্রতিবন্ধক চূর্ণ করিয়া—সমস্ত প্রতিকূলতা ভেদ করিয়া জাতির মহামুক্তির দ্বারা জালিয়ান-ওয়ালাবাগের শহীদদের ঋণপরিশোধের পবিত্র মুহূর্ত্ত আজ সত্যই আগতপ্রায়।

* * *

আগষ্ট আন্দোলনের বিপ্লবী বীর সদ্য কারামুক্ত শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ ও ডাঃ রামমনোহর লোহিয়াকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। ১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর অতর্কিত হীন আক্রমণে যখন সমগ্র ভারতব্যাপী অভ্যুত্থান ঘটে, তখন সেই নেতৃহীন অসংবদ্ধ গণ-অভ্যুত্থানকে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের কয়েকজন নেতা বৈপ্লবিক রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ দলের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ পূর্ব্ব হইতে কারাগারে ছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত্ত গণ-আন্দোলনকে যথার্থ বিপ্লবের পথে পরিচালনের উদ্দেশ্যে তিনি এই সময় তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মী—বহুকালের নির্য্যাতিত দেশসেবক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শুকুলকে সঙ্গে লইয়া কারাগার হইতে পলায়ন করেন। কিছু দিন পরে যোগেন্দ্রবাবু ধরা পড়েন। জয়প্রকাশ নারায়ণ দীর্ঘকাল বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে আন্দোলন পরিচালনা করেন; অতঃপর তিনি উত্তর ভারতে ধৃত হন। ডাঃ রামমনোহর লোহিয়াও বহু দিন পর্য্যন্ত আত্মগোপন করিয়া আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইঁহাদের গোপন রাজনৈতিক তৎপরতার কাহিনী দেশবাসীর অজ্ঞাত। উহা প্রকাশিত হইলে বহু বিস্ময়কর তথ্য জানার সুযোগ ঘটিবে।

* * *

কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির ভূতপূর্ব্ব সদস্য—কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত অচ্যুত পটবর্দ্ধন এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধী শক্তিরূপে অবস্থান করিতে চায়। তিনি এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, কংগ্রেসের পতাকাতলে জাতীয় সংগ্রামে নিয়োজিত শক্তিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; নতুবা উহা অন্য দলে চলিয়া যাইতে পারে। কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উহার অভ্যন্তরে বিরোধী শক্তির অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। কংগ্রেস শ্রেণীগত প্রতিষ্ঠান নহে—বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য নানাবিধ স্বার্থসম্পন্ন বহু শ্রেণী কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মূলনীতির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন কোনও শক্তিকে অস্বীকার করা চলে না। বিরোধী শক্তি সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা ফ্যাসিস্ত মনোবৃত্তির পরিচায়ক—উহা কংগ্রেসের ঐতিহ্যের বিরোধী।

* * *

মিঃ জিন্না সম্প্রতি বৈদেশিক সাংবাদিকদের নিকট পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁহার মনের এক একটি গোপন দ্বার খুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৃটিশ শ্রমিক দলের মুখপত্র 'ডেলী হেরাল্ডের' প্রতিনিধি মিঃ পিটার ষ্টার্সভার্টের নিকট তিনি বলেন যে, বাঙ্গলা, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান—এই ৬টি প্রদেশের বর্ত্তমান সীমান্তের মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবে। কাশ্মীর সম্বন্ধে আপাততঃ তাঁহার দাবী নাই; কারণ উহা দেশীয় রাজ্য। তবে, তিনি আশা করেন যে, কাশ্মীর পরে পাকিস্তানে যোগ দিবে। আসামে ও কলিকাতায় হিন্দুর সংখ্যাধিক্যের কথা উল্লেখ করিলে মিঃ জিন্না বলেন যে, তিনি মাথা গণিতে চান না; ৮ কোটি মুসলমান একটা স্বতন্ত্র জাতি, তাহাদের জন্য তিনি সার্ব্বভৌম ও স্বতন্ত্র রাজ্য চান। এই স্বতন্ত্র রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা দিতে হইবে। 'নিউজ ক্রনিকলের' বৈদেশিক সম্পাদক মিঃ নরম্যান্ ক্লিফের নিকট মিঃ জিন্না বলিয়াছেন যে, তিনি নিজেকে ভারতীয় বলিয়া মনে করেন না। ভারতবর্ষ বহু সম্প্রদায় ও দুইটি প্রধান জাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র; ইহার একটি

ভারতের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় ------৩

জল সরবরাহের উন্নত ব্যবস্থা

মাঠে ও বাগানে উপযুক্ত জল সরবরাহের যন্ত্রের অভাব এতদিন কৃষি ভারতকে ভোগ করতে হয়েছে। ভারতের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় এই উন্নত জল সরবরাহের অসুবিধা দূর করতে মায়া পাম্প যথেষ্ট সাহায্য করবে।

মায়া ইকনমিক ও গার্ডেনিং পাম্পগুলি ২৫ ফুট পর্য্যন্ত গভীর নদী, পাতকুয়ো, টিউব ওয়েল প্রভৃতি থেকে প্রচুর পরিমাণে জল সরবরাহ করতে পারে। এই পাম্পগুলির সাহায্যে কৃষকরা সকল ঋতুতে ও সর্বপ্রকার আবহাওয়ায় মাঠে ও বাগানে ফসল ফলাতে পারবে।

সুদৃঢ় ডিজাইনে এবং শিল্পকৌশলে নিখুঁত অথচ দামে সস্তা এই পাম্পগুলি অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায়ও কাজের উপযোগী। বিশদ বিবরণের জন্য লিখুন।

মায়া ইকনমিক ও গার্ডেনিং পাম্প

মায়া ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস-এ প্রস্তুত
৩৬এ, রসা রোড, কলিকাতা।

জাতির জন্য তিনি স্বতন্ত্র সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র চাহিতেছেন।

* * *

মিঃ জিন্না মাথা গণিতে চান না। কিন্তু সম্প্রতি মাথা গণনার সময় মুসলিম লীগের পাণ্ডারা যখন বিরোধী পক্ষের সমর্থকদের মাথা ভাঙ্গিতেছিল, তখন মিঃ জিন্না তাহাদের সেই কার্য্যের নিন্দা করিয়া একটি কথাও বলেন নাই। সে যাহা হউক, মিঃ জিন্না এই অভিনব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ভারতীয় মুসলমানরা ইহুদীদের মত স্বদেশহারা নিরাশ্রয় জাতি; স্বতন্ত্র স্বদেশের দাবীই হইতেছে তাহাদের পাকিস্তানের দাবী। কিন্তু প্রশ্ন এই—মিঃ জিন্না ও তাঁহার সমর্থকরা যদি ভারতবাসী না হন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে এই "স্বদেশ" প্রতিষ্ঠার দাবী কেন? অত্যুৎসাহে মিঃ জিন্না ভারতের অমুসলমানদিগকে প্যালেষ্টাইনের আরবদের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। কলিকাতা সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার দাবী শুনিয়া হিটলারের ডান্‌জিগ সংক্রান্ত দাবীর কথা মনে পড়ে। হিটলার বলিয়াছিলেন—ফ্রান্সের পক্ষে যেমন মার্সাই অপরিহার্য্য, জার্ম্মানীর পক্ষে ডান্‌জিগও তেমনি। হবু পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ ফুরারও সেই সুরে বলিতেছেন—কলিকাতা তাঁহার পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য এবং করাচী তাঁহার পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য অপরিহার্য্য। আসাম ও কলিকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগুরু অমুসলমানদের আপত্তি শুনিতে মিঃ জিন্না নারাজ; মধ্য পাঞ্জাবের সংখ্যাগুরু শিখদের আপত্তি তিনি উপেক্ষা করিতে চান। অথচ তিনি প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে আরবদের সমর্থক!

* * *

পূর্ব্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য "করিডোর" সংক্রান্ত কথাটা 'ডেলী হেরাল্ডের' প্রতিনিধির সহিত আলোচনার সময় মিঃ জিন্না এড়াইয়া গিয়াছিলেন। ওয়েল্‌সের জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকার প্রতিনিধি মিঃ ভিক্টর লুইয়ের সহিত আলোচনার সময় তিনি এই করিডোরের দাবী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের হিন্দুপ্রধান কতকটা অঞ্চলও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

* * *

দিল্লীতে মুসলিম লীগ কন্‌ভেন্‌সনে গৃহীত প্রস্তাবে ৬টি প্রদেশ লইয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী জানান হইয়াছে। এই দাবী মানিয়া না লইলে মুসলিম লীগ কেন্দ্রে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিবে না। লীগের দাবী উপেক্ষা করিয়া কোনও শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিলে লীগ সর্ব্বপ্রকার সম্ভবপর উপায়ে তাহার বিরোধিতা করিবে। এই কন্‌ভেন্‌সনে লীগের নবাব ও নাইট নেতারা বহু গরম গরম কথা বলিয়াছেন। গরম কথা বলায় ও গরম কাজ করায় যে পার্থক্য আছে, তাহা এই নবাব ও নাইটদের পক্ষে উপলব্ধি করা স্বাভাবিক নয়। কাজেই, এই আস্ফালনে গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন নাই। লীগ বর্ত্তমানে ব্যাপকভাবে মুসলিম জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়াছে সত্য; কিন্তু সেই জনসাধারণকে প্রকৃত সংগ্রামের পথে চালিত করিবার শক্তি নবাব-নাইটদের নাই; সংগ্রাম আসিবামাত্র ইঁহাদের নেতৃত্বের আয়ু ফুরাইবে।

* * *

মিঃ সুরাবর্দ্দি লীগ কন্‌ভেনসনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করিলেও বাঙ্গলায় মন্ত্রিত্ব গঠনের ব্যাপারে কংগ্রেসের সহিত একটা আপোষ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি দিল্লীতে মৌলানা আজাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গলার ব্যবস্থা পরিষদে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইলেও অধিকাংশ তপশীলী আসন এবার কংগ্রেস অধিকার করিয়াছে। কাজেই, এবার কংগ্রেসকে বাদ দিয়া বাঙ্গলায় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে হইলে মুসলিম লীগকে সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় দলের অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হইবে। এই জন্যই মিঃ সুরাবর্দ্দি কংগ্রেসের সহিত একত্র হইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। প্রকাশ, মোট ১২টি মন্ত্রিপদের মধ্যে তিনি ৫টি কংগ্রেসকে দিতে চাহিয়াছেন; অবশিষ্ট ৭টি লীগের থাকিবে। কংগ্রেস নাকি মন্ত্রিমণ্ডলে সমানসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমানের দাবী জানাইয়াছে; অথবা ৬ জন হিন্দু মন্ত্রী ও ৭ জন মুসলমান মন্ত্রীর প্রস্তাব উত্থাপন

ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারিজ লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস:—১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।
ফোনস্:—ক্যাল: ১৪৬৪-১৪৬৫

অনুমোদিত ও বিক্রয়ার্থ মূলধন --- ২৫,০০,০০০৲
(পঁচিশ লক্ষ)

প্রতিখানি ১০৲ করিয়া ২৫০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত

আবেদনের সহিত ২৷৷০, শেয়ার বিলির একমাসের মধ্যে ২৷৷০, এবং বাকী টাকা প্রতি কিস্তি অন্যূন দুই মাসের ব্যবধানে সমান দুই কিস্তিতে দেয়। প্রতি আবেদনপত্রে ১৲ টাকা করিয়া প্রবেশ ফি লাগে।

ডিরেক্টরস্, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনেরাই পাঁচ লক্ষ টাকার শেয়ার লইতে সম্মত হইয়াছেন।

কোম্পানী ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চলের নর্থ বোরারী নামক আধুনিক যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম সমন্বিত এবং চালু কয়লার খনিটী কিনিয়া লইয়া উহার সাকুল্য মূল্য পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন।

খনির অবস্থা

ঝরিয়া রেল ষ্টেশন হইতে মাত্র ৩ মাইল দূরে এবং জেলা বোর্ডের একটী পাকা রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত এই খনিতে সাতটীরও অধিক কয়লার সিম আছে এবং হার্ড কোকের জন্য সুসজ্জিত কোক-ওভেন (Coke-oven), খনির দুইটী কয়লা রাখিবার আঙ্গিনায় দুইটী রেলওয়ে সাইডিং এবং নাম মাত্র দামে কেনা ৮০০০ টন কয়লা, ম্যানেজার, অফিসার, কেরাণী ও কুলিদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ, ওয়ার্কসপ ও ষ্টোর ইয়ার্ড আছে। বর্ত্তমানে উত্তোলিত কয়লার (প্রতি মাসে ৭০০০ টন) সমস্তই পাওয়া যায় কোম্পানী নিযুক্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে (Raising-Contractors)। ঠিকাদারদিগকে দেয় চুক্তিকৃত দর ও নিয়ন্ত্রিত বিক্রয়দরে পার্থক্য অনেক, ফলে কোম্পানীর মোটা রকমের নিশ্চিত লাভ থাকে। আরও উন্নতি সাধিত হইলে এই খনি হইতে আরও বেশী কয়লা উত্তোলন করা যাইবে আশা করা যায়। **এই কোলিয়ারীটী নিয়মিত গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়েকে কয়লা সরবরাহ করিয়া আসিতেছে।**

কয়লা বিক্রয়ের মুনাফা ছাড়াও কোম্পানীর নিজস্ব কোক-ওভেনে উৎপাদিত সফ্‌ট্ কোক ও হার্ড কোক বিক্রয় হইতেও প্রচুর লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রতিমাসে অন্যূন কুড়ি হাজার টন কয়লা উত্তোলন করিয়া যাহাতে আরও বেশী লাভ করা যায় তদুদ্দেশ্যে কোম্পানী আরও কতিপয় চালু কয়লার খনি কিনিবার জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

শেয়ার ও অন্যান্য বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টস্-এর নিকট আবেদন করুন।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ প্রতিপত্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।

ইহা ঘোষণামাত্র

এলায়েড ড্রাগ ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সমিতিবদ্ধ)

অনুমোদিত মূলধন -- ১০,০০,০০০৲ টাকা

নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত ঃ

প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা করিয়া ১০,০০০ (রিডিমেবল) প্রেফারেন্স শেয়ার	...	১,০০,০০০৲ টাকা
প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা করিয়া ১৯,০০০ অর্ডিনারী (এ শ্রেণী) শেয়ার	...	১,৯০,০০০৲ টাকা
প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা করিয়া ৭,০০০ অর্ডিনারী (বি শ্রেণী) শেয়ার	...	৭,০০,০০০৲ টাকা
প্রত্যেকটি ১৲ টাকা করিয়া ১০,০০০ ডেফারড শেয়ার	...	১০,০০০৲ টাকা
	...	১০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রয়ার্থ এবং বিক্রীত মূলধন

(বর্ত্তমানে বিক্রয়যোগ্য মূলধন বাদ দিয়া)

প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা করিয়া ১৯,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার	....	১,৯০,০০০৲ টাকা
প্রত্যেকটি ১৲ টাকা করিয়া ১০,০০০ ডেফারড শেয়ার	...	১০,০০০৲ টাকা
	...	২,০০,০০০৲ টাকা

আদায়ীকৃত মূলধন -- ১,৪৫,০৭৫৲ টাকা

বর্ত্তমানে বিক্রয়যোগ্য মূলধন ঃ

প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা করিয়া ৪৩৫০ অর্ডিনারী ('বি' শ্রেণীর) শেয়ার	...	৪,৩৫,০০০৲ টাকা

'বি' শ্রেণীর অর্ডিনারী শেয়ারসমূহ সর্ব্বপ্রকারে অর্ডিনারী 'এ' শ্রেণীর সমপর্য্যায়ভুক্ত।

এই সব শেয়ার প্রথমে কোম্পানীর বর্ত্তমান শেয়ার-হোল্ডারদের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইতেছে। বর্ত্তমান শেয়ার-হোল্ডারগণ উহার মধ্যে যে সমস্ত শেয়ার ক্রয় করিবেন তদতিরিক্ত যে সমস্ত শেয়ার অবশিষ্ট থাকিবে তাহা কোম্পানীর নিকট হইতে প্রচলিত সর্ত্তে সাধারণ কর্ত্তৃক ক্রীত হইতে পারিবে।

'বি' শ্রেণীর প্রতি শেয়ারের টাকা নিম্নলিখিতভাবে আদায় করিতে হইবে :

দরখাস্তের সঙ্গে ২৫৲ টাকা, বিলির পর ২৫৲ টাকা এবং বক্রী ৫০৲ টাকা দুই কিস্তিতে (প্রতি কিস্তি ২৫৲ টাকা করিয়া) অন্যূন দুই মাসের ব্যবধানে ডিরেক্টরবর্গের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাগিদ অনুযায়ী আদায় দিতে হইবে।

প্রত্যেক আবেদনের সঙ্গে ভর্ত্তির ফি বাবদ ১৲ টাকা দিতে হইবে।

ডিরেক্টরবর্গ

১। **মেজর ডি এস ম্যাকগিল,** ডি এস ও, এম সি।

২। **ক্যাপ্টেন পি কে সেনগুপ্ত,** এম এস সি, এম বি, সি এইচ বি (এডিন), আই এম এস (রিটায়ার্ড), ডিরেক্টর : গ্লুকোনেট লিমিটেড।

৩। **রায় এ টি গাইন, বাহাদুর** (মার্চ্চেন্ট)।

৪। **নরসিং দাস আগরওয়ালা,** এস্কোয়ার, ডিরেক্টর : ন্যাশন্যাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোং, লিঃ। ষ্টার্লেন হাউস, কলিকাতা।

৫। **ডাঃ বি কে সেনগুপ্ত,** এম বি।

৬। **এন সি মজুমদার,** এস্কোয়ার, এম এ (কমার্স)।

৭। **এন সি সেনগুপ্ত,** এস্কোয়ার, বি এস সি, (ইংলণ্ড)। ডিরেক্টর : ক্যালকাটা ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ।

৮। **সি এম সাহানী,** এস্কোয়ার, বি এস সি (এডিন), এ এম ইনষ্টিটিউশন, সি, ই, প্রভৃতি।

৯। **সুধেন্দুকুমার সেনগুপ্ত,** এস্কোয়ার, বি এস সি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর : সপ্তসেনী লিঃ।

ম্যানেজিং এজেন্টস ঃ

মেসার্স সপ্তসেনী লিঃ,
২, মিশন রো; কলিকাতা।

অডিটরস্ ঃ

মেসার্স ব্যানার্জ্জি, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং,
১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আইন সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা ঃ

মিঃ পূর্ণেন্দু শেখর বসু, এম-এ, বি-এল।
এডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট; কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন।

ব্যাঙ্কার্স

১। **মেসার্স কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ,**
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। **মেসার্স পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ,**
বড়বাজার, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড অফিস—২, মিশন রো।

টেলিফোন ঃ ক্যাল ৪,১৪১

টেলিগ্রাম : Adiseptule, Cal.

উদ্দেশ্য

মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে যে সকল উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে সেই সকল উদ্দেশ্য এবং বিশেষভাবে সর্ব্ব প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধাদির উপকরণ ও ঔষধাদি প্রস্তুত ও উহাদের কারবার পরিচালনা করার জন্য কোম্পানী প্রথমে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে রেজিষ্টরীকৃত হইয়া ১৯৪১ সালে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে। এ ডি আই পার্ক, ইটালী, কলিকাতাস্থ কোম্পানীর কারখানার সহিত সংলগ্ন সুসজ্জিত গবেষণাগার (Laboratories) আছে। কোম্পানী নিজ গবেষণার ফলে অতীব উচ্চ মানের বিশুদ্ধ ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কোম্পানী অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবেই কার্য্যাদি চালাইয়া যাইতেছেন এবং বিগত কয়েক বৎসরে উল্লেখযোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ঘোষিত লভ্যাংশ ঃ

১৯৪৩ শতকরা ৬¼ (আয়করমুক্ত)।
১৯৪৪ শতকরা ৬¼ (আয়করমুক্ত)।
১৯৪৫ হিসাব সংক্রান্ত অডিটের কার্য্যাদি চলিতেছে ; তবে আশা করা যায় ১৯৪৫ সালেও উপরে উল্লিখিত শতকরা ৬¼ (আয়করমুক্ত) হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাইবে।

কোম্পানীর প্রস্তুত ঔষধাদির ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা এবং যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতবর্ষ ও পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে কোম্পানীর ব্যবসা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করার ও ঔষধ প্রস্তুত সংক্রান্ত ব্যাপারে নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন এবং প্রচারকার্য্য বৃদ্ধির প্রয়োজনও হইয়া পড়িয়াছে। যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সংক্রান্ত ব্যাপারে গবেষণাগার এবং কারখানার আরও সম্প্রসারণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তবে যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এবং কাঁচামালের জন্য অর্ডার দেওয়ার কাজে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। এই জন্য কোম্পানীর আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন। কোম্পানীর মূলধন এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়া ১০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বৃহত্তর অঞ্চলব্যাপী কাজকর্ম্মের বৃদ্ধির দরুণ ভবিষ্যতে কোম্পানীর আরও অধিকতর লাভের (Returns) সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভোটের ক্ষমতা

হস্ত উত্তোলন করিয়া ভোট দেওয়ার সময় প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিয়া অথবা এটর্ণিকে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে একটি করিয়া ভোট প্রদান করিতে পারিবেন। পোল দাবী করা হইলে ব্যক্তিগতভাবে, প্রক্সিবলে অথবা এটর্ণিকে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপস্থিত অংশীদারগণ প্রত্যেক শেয়ারের জন্য একটি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন।

কলের টাকা অথবা অন্য কোন কারণে কোম্পানীকে দেয় টাকা অনাদায়ী থাকিলে ভোট দেওয়া অথবা প্রক্সি দেওয়ার অধিকারী হইবেন না।

যথানির্দ্দিষ্ট ফরমে শেয়ারের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। কোম্পানীর রেজিষ্টরীকৃত অফিসে দরখাস্তের ফরম্ পাওয়া যাইবে এবং ইহা দেয় অর্থসহ কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্-এর নিকট পাঠাইতে হইবে।

করিয়াছে। যাহা হউক বাঙ্গলায় কংগ্রেস ও লীগের সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী নাই; গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে মিঃ সুরাবর্দ্দি ষ্টেটসম্যানের 'প্রতিনিধির' নিকট এইরূপ আভাস দিয়াছেন যে, কংগ্রেসদলের সহিত তাঁহার আলোচনা সফল হইবার সম্ভাবনা কম; তাঁহার ও শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের মধ্যে যে সব পত্র-বিনিময় হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে।

* * *

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত মন্ত্রী-মিশনের আলোচনার প্রথম পর্ব্বের অবসান হইয়াছে। গত সপ্তাহে তাঁহারা কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রীদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। মন্ত্রী-মিশনের আলোচনার প্রথম পর্ব্বে একদিকে পাকিস্তান সম্পর্কে মুসলিম লীগের অসম্ভব দাবী এবং অন্যদিকে ভারত বিভাগ সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রবল আপত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। লীগ ব্যতীত প্রায় অন্য সকল পক্ষ হইতেই ভারত-বিভাগের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হইয়াছে। এখন মন্ত্রী-মিশন দুইটি প্রধান পক্ষের মধ্যে মীমাংসার জন্য সচেষ্ট হইতেছেন; গত বৃহস্পতিবারে তাঁহারা সকলের গ্রহণযোগ্য মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। কংগ্রেস ও লীগের নেতৃবৃন্দের সহিত পুনরায় মন্ত্রী-মিশনের আলোচনার ব্যবস্থা হইতেছে। আগামী সপ্তাহের পর মিশন কিছুকাল বিশ্রামের জন্য কাশ্মীরে যাইবেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহারা লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে মীমাংসা সম্পর্কে তাঁহাদের প্রস্তাব দুই পক্ষের নিকট উপস্থাপিত করিবেন।

* * *

বৃটিশ ও মার্কিন কূটনীতিকরা পুনঃ পুনঃ রুশিয়ার নিকট পরাজিত হইতেছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জসঙ্ঘের অধিবেশনের সময় বৃটেনের প্ররোচনায় ইরাণ সম্পর্কে একটি সোভিয়েট-বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রস্তাবের আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ইরাণের মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হইয়া আপোষে সোভিয়েট-ইরাণ সমস্যার মীমাংসার ব্যবস্থা হয়। এবার নিউ ইয়র্কের অধিবেশনে ইরাণ সম্পর্কে রুশিয়ার বিরুদ্ধে বহু তর্জ্জন-গর্জ্জন শোনা গিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত ইরাণের সকল ব্যাপারের আপোষ-মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া এখন সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের নিউ ইয়র্কের অধিবেশনে সোভিয়েট বিরোধী প্রস্তাবকে অসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করিবার দাবী জানাইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে, মধ্য প্রাচ্য হইতে সোভিয়েট রুশিয়াকে দূরে রাখিবার যে প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে; সোভিয়েট রুশিয়া ইরাণে তৈল নিষ্কাশনের অধিকার লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য —সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট হইতে ইরাণ যে সব সুবিধাজনক সর্ত্ত লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে মধ্য প্রাচ্যে বৃটিশ ও মার্কিন তৈলপিপাসুদের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কলিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট
ফোন—বি, বি, ৯৮৭

অনুমোদিত মুলধন	...	...	২৫,০০,০০০৲
বিক্রয়ার্থ মুলধন	...	...	১৫,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মুলধন	...	...	৭,৭৩,২৭৭৲

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পাটনাসিটি, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

অভূতপূর্ব্ব সমাদর

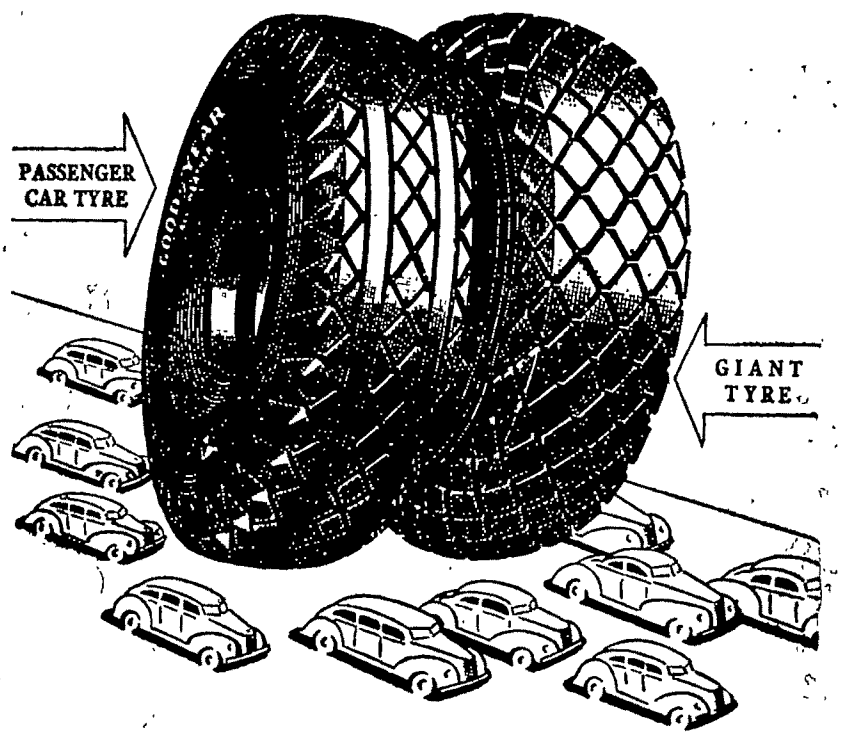

গত ৩০ বৎসর যাবৎ উপর্য্যুপরি সমস্ত পৃথিবীর লোক গুড ইয়ার টায়ারকেই প্রথমে মনোনীত করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু বর্ত্তমানে গুড ইয়ার টায়ারের সমাদর নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে। কারণ, বর্ত্তমান যুদ্ধের জরুরী অবস্থার সময়েও অসংখ্য এই সমস্ত গুড ইয়ার টায়ার ইহাদের কার্য্যকারিতার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। অন্যান্য মেকারের টায়ারের তুলনায় গুড ইয়ার টায়ার বর্ত্তমানে যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। গুড ইয়ার টায়ারের এইরূপ কার্য্যকারিতা এবং সমাদর লাভ, যে অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের সাহায্যে উহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং নৈপুণ্যের সমন্বয়ে গুড ইয়ার টায়ার নির্ম্মিত হয় বলিয়াই অতিরিক্ত মাইল চলাচল, ন্যূনতম খরচ এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাপত্তা গুড ইয়ার টায়ারের বৈশিষ্ট্য।

আপনার ব্যবসায়ীর নিকট গুড ইয়ার টায়ারের অনুসন্ধান করুন—তাহার নিকট গুড ইয়ার টায়ার মজুদ আছে।

GOOD YEAR
THE GREATEST NAME IN RUBBER

NO. 105

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড

ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত মুলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও বিলিকৃত মুলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মুলধন—১৮,৭৫,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,৫০,০০০৲

শাখাসমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ

এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

খেয়ালীর খাতা

সরকারী কর্ম্মচারীরা রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন এবং কোন কোন রাজনৈতিক দলকে নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন বলিয়া বহু অভিযোগ হইয়াছে। সম্প্রতি মৌলানা আজাদ নির্ব্বাচনে সরকারী কর্ম্মচারীরা মুসলিম লীগকে যে-ভাবে সাহায্য করিয়াছে তাহার এক বিস্তৃত তালিকা দিয়া খবরের কাগজে এক বিবৃতি দিয়াছিলেন। শোনা যাইতেছে, দিল্লীর বড়কর্ত্তারা ইহাতে চঞ্চল হইয়াছেন। সরকারী কর্ম্মচারীরা গোপনে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে যাহাতে শাস্তি দেওয়া যায়, সে-সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা চিন্তা করিতেছেন। ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন এতকাল শুধু কর্ম্মচারী নিয়োগের কাজ করিতেন। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, তাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারীদের আচরণ তদন্ত করিবেন এবং শাস্তিবিধান করিবেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে খুশী হইব।

* * *

বাঙ্গলাদেশের কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সরকারী কর্ম্মচারীরা কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে কিরূপ প্রকাশ্যে সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহা নতুন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। মফঃস্বলে এই দুর্নীতির প্রচলন অধিক। সুদূর গ্রামাঞ্চলে সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রশ্রয় ও উস্কানি দিয়া এই দলের প্রভাব বিস্তারে কতখানি সহায়তা করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অল্প-বিস্তর আমাদের সকলেরই আছে। শুধু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মারফতে সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ইহা বন্ধ করা যাইবে না। কারণ, যদি দেখা যায় কোন একটি বিশেষ দলকে সাহায্য করিলে সেই দল ক্ষমতা পাইয়া সাহায্যকারীদের প্রমোশন দেন তবে কর্ম্মচারীদের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা কঠিন। সরকারী কলেজের একজন লেকচারার খবরের কাগজে রাজনৈতিক দলের সমর্থন করিয়া দিনের পর দিন প্রবন্ধ লিখিয়া চারশ' টাকার চাকুরী হইতে পনরশ' টাকা বেতনে সেক্রেটারিয়েটে বড় চাকুরী পাইয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখে থাকিলে অন্য চাকুরীয়ারা করিবে কি?

* * *

মুসলিম লীগকে সাহায্য করিবার ঝোঁক অনেক ইউরোপীয়ান কর্ম্মচারীর মধ্যেও সংক্রমিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি আজাদের বিবৃতিতে একজন ডেপুটি কমিশনারের উল্লেখ আছে, যিনি শুধু নিজেই যে নির্ব্বাচনে লীগের প্রার্থীদের সাহায্য করিয়াছেন তাহা নয়, তাঁহার স্ত্রীও বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাঁহাদের জন্য ভোট যোগাড় করিয়াছেন। ইউরোপীয়ান কর্ম্মচারীদের এই লীগ-প্রীতির কারণ অবশ্য শুধু নিজেদের চাকুরীর সুবিধার জন্য নয়, বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে। ভারতবর্ষে মুসলিম লীগকে জীয়াইয়া রাখিতে পারিলে স্বাধীনতার প্রশ্নকে ঠেকাইয়া রাখা যায় এই নীতির জন্যই তাঁহারা লীগকে সমর্থন করেন। বাঙ্গলা দেশের লীগকে খাড়া রাখিতে স্যার জন হার্ব্বার্টের অপকীর্ত্তির কথা সবাই জানেন। সদ্য-গত গবর্ণর কেসী সাহেবের লীগ-প্রীতিও গোপন নাই। ইহার আগে বাঙ্গলা গবর্ণরের একজন সেক্রেটারী কি ভাবে লীগকে সাহায্য করিতেন সে-তথ্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার জনসাধারণকে বলিতে পারিবেন। লর্ড ওয়েভেলের সিমলা সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় অফিসার লীগকে কতখানি সাহায্য করিয়াছেন সে-সম্পর্কেও বহু কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরিয়াছে। লীগকে বাদ দিয়াই অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন হইয়া যাইবে বলিয়া মিঃ জিন্না যখন ভয় পাইয়াছিলেন এবং নিজের জিদ ছাড়িয়া সহযোগিতা করিবেন কি করিবেন না ভাবিয়া দোমনা হইয়াছিলেন, জনরব এই যে, তখন এই শ্বেতাঙ্গ মহাপ্রভু গোপনে জিন্নাকে জানাইয়া দেন—"ঘাবড়াও মাৎ, লীগ বাঁকিয়া বসিয়া থাকিলে, ওয়েভেল কিছু করিবেন না।"

* * *

গত সপ্তাহে সঙ্গীত সম্মিলনীর কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর উদ্যোগে ভবানীপুর আশুতোষ কলেজে স্বর্গীয়া প্রমদা চৌধুরীর যে স্মৃতিসভার আয়োজন হইয়াছিল তাহা সম্পাদকদের মোটেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। বাঙ্গলা দেশের আধুনিক সাংস্কৃতিক জীবনে প্রমদা চৌধুরীর একটি বিশেষ অংশ আছে একথা স্মরণ না করিলে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় হইবে। বাঙ্গালী শিক্ষিত ভদ্রপরিবারে সঙ্গীতের চর্চ্চা, বিশেষ করিয়া

জাতীয় শিল্পের প্রসার

অল্প পুঁজিতে স্বাধীনভাবে অর্থ উপায়

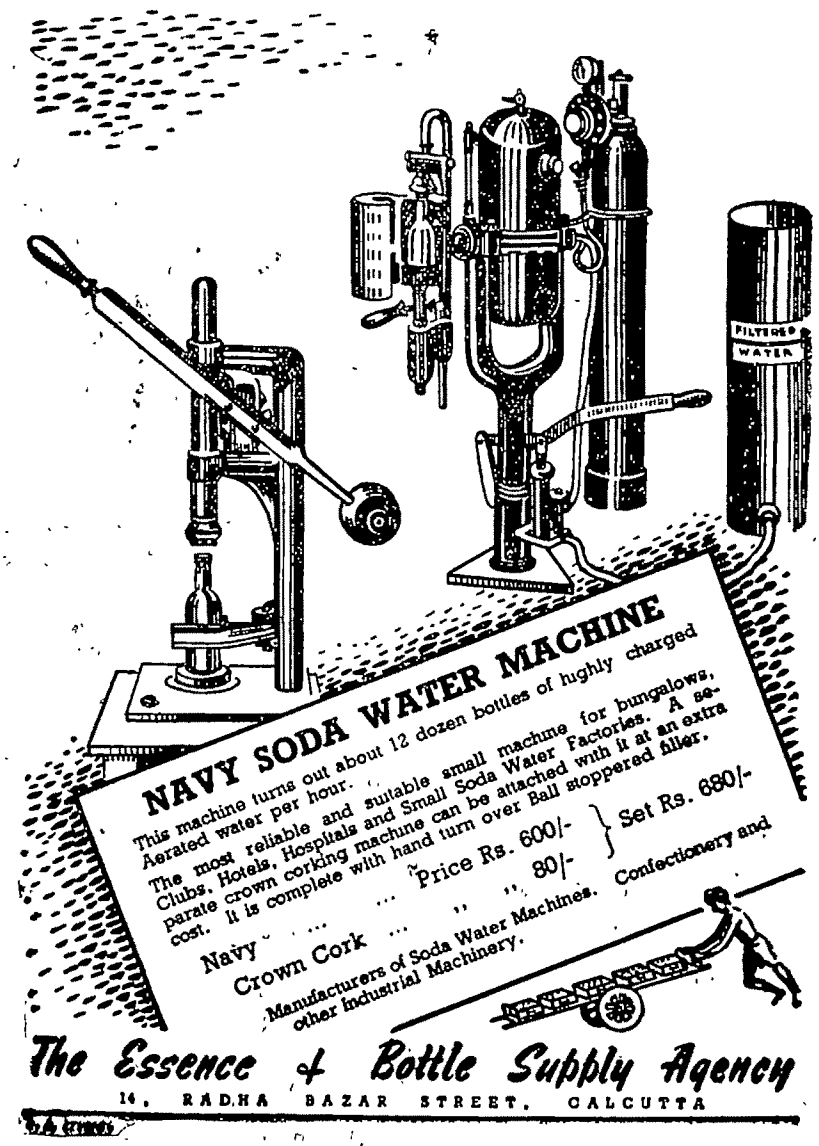

সোডা ওয়াটার তৈরীর জন্য

নেভি মেশিন

কিনুন

লজেন্স, টেবলেট ও ফিল্টার (অয়েল, স্পিরিট ও জল) মেশিন পাওয়া যায়

প্রস্তুত প্রণালী ও বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

দি এসেন্স এণ্ড বটল সাপ্লাই এজেন্সী

১৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মেয়েদের গানবাজনার যে-প্রচলন হইয়াছে তাহার পিছনে পরলোকগতা এই মহিলার চেষ্টা, আগ্রহ ও উৎসাহ অনেকখানি। মিসেস বি এল চৌধুরী নামেই তিনি কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে অধিক পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত সম্মিলনীই ভদ্রঘরের মেয়েদের জন্য সঙ্গীত শিক্ষার একমাত্র এবং প্রথম প্রতিষ্ঠান ছিল এবং বাঙ্গলা-দেশের শিক্ষিত সঙ্গীত-শিল্পীদের মধ্যে এমন লোক কমই আছেন, যাঁহারা কোন না কোন রকমে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বা ইঁহার কাছে ঋণী নহেন। ব্যক্তিগত জীবনে মিসেস চৌধুরী অসাধারণ স্নেহ-শীলা ও সামাজিক ছিলেন। তাঁহার 'পাতানো' সম্পর্কের বোন, বোনঝি ও ননদ, ঠাকুরপোর সংখ্যা কলিকাতায় অগুণতি।

বহু বছর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের উদ্যোগে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এক জলসায় শ্রীমতী রেবা রায়ের নৃত্যপ্রদর্শনী হয়। ঠাকুর বাড়ীর 'নটীর পূজা' বাদ দিলে ভদ্রঘরের মেয়েদের প্রকাশ্য সভায় নাচ বোধ করি সেই প্রথম। দেশনেতা পরলোকগত কৃষ্ণকুমার মিত্র ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়া 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। সেই সময় মিসেস চৌধুরীর সহিত আমার প্রথম পরিচয়। সে পরিচয় প্রখর তর্কের দ্বারা সুরু হইয়াছিল, কিন্তু প্রীতিদ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। শ্রীমতী রেবা রায় মিসেস চৌধুরীর আত্মীয়া। মিসেস চৌধুরীর ছাত্র-ছাত্রীদের অভাব নাই। তাঁহার গুণমুগ্ধ অনুরাগীদের সংখ্যাও বিস্তর। তাঁহারা নিউ এম্পায়ার বা অন্য কোথাও একদিন একটি প্রথমশ্রেণীর গানের আসর বসাইয়া রসিক ও সুধীজনের কাছে মিসেস্ চৌধুরীর জীবনব্যাপী সাধনার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে পারেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা ষ্টেশনেও তাঁহার একটি "স্মৃতিরাত্রি"র আয়োজন করিয়া সঙ্গীত সম্মিলনীর ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রদ্ধানিবেদন করিতে পারেন। এই সঙ্গীতপ্রাণা মহিলার যথার্থ স্মৃতি-তর্পণ শোকসভায় সঘন করতালিযুক্ত বক্তৃতাদ্বারা নয়, প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত পরিবেষণের দ্বারাই হওয়া উচিত।

* * *

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সদ্য প্রকাশিত বই "ডিস্কভারী অব ইণ্ডিয়া" পড়িয়া খুশী হই নাই, এ-কথা বলি না, কিন্তু ঠিক যে প্রত্যাশা লইয়া পড়িতে বসিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইয়াছে এমন কথাও বলিতে পারি না। তাঁহার ইংরেজী সম্পর্কে আমার সার্টিফিকেট প্রয়োজন করে না। তাঁহার লিখনভঙ্গী যে-কোন প্রথম শ্রেণীর ইংরেজ সাহিত্যিকের পক্ষেও ঈর্ষার বিষয়। এই বইটিতে পণ্ডিতজী আলোচনা করিয়াছেন বহু বিষয়, বেদ, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত, কবীর, নানক, আওরঙ্গজেব, সিপাহীবিদ্রোহ, ক্রিপস আলোচনা, আগষ্ট বিপ্লব ইত্যাদি। কিন্তু সমস্তই যেন ভাসা ভাসা, ইংরেজীতে যাহাকে বলে scrapy. মনে হয় যেন ইন্দিরা নেহেরুর (বর্ত্তমানে গান্ধী) নিকট লেখা আর একখণ্ড পত্রসংগ্রহ পড়িতেছি। মনে হয় যেন পণ্ডিতজী হেলা-ফেলাভাবে তাড়াতাড়ি কোনমতে বইখানা লিখিয়া শেষ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পণ্ডিতজী মহেঞ্জোদারো সম্পর্কে আলোচনার সর্ব্বশেষ ভিত্তি করিয়াছেন গর্ডন চাইল্ডের রচনা। সে-রচনা আমাদের ভারতীয়দের পক্ষে অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ হইলেও স্বীকার করা প্রয়োজন যে, গর্ডন চাইল্ডের পরে ঐ সম্পর্কে আরও দুইখানা প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যাহা দ্বারা গর্ডন চাইল্ডের বহু মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। বইখানার ছাপা, বাঁধাই ও বহিঃসজ্জা অত্যন্ত হতাশাজনক। মনে হয় যেন কলেজের পাঠ্য মেটাফিজিক্সের কোন বই। দাসমনোভাবের চিহ্ন হইলেও বলিব পণ্ডিতজী অতঃপর তাঁহার বইগুলি যেন জন ডে, অথবা বড্‌লী হেডকে দিয়াই প্রকাশ করেন।

* * *

দিল্লীতে মুসলিম এম-এল-এদের সম্মেলনে বাঙ্গলার লীগ নেতা মিঃ সহিদ সুরাবর্দ্দী যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমরা নিঃসন্দেহ হইলাম, তিনি বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রিত্বের জন্য যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তি। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হকের সিংহাসনের যোগ্য অধিকারী। ফজলুল হকের 'সাতানা' বক্তৃতার সুর, ভঙ্গী ও কথা নকল করিয়া তিনিও সমুদয় হিন্দুদের শাসাইয়াছেন, "দেখ্ ল্যাঙ্গা।" কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, বাঙ্গলার শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির বাহক হিন্দুদের নির্ম্মূল করিয়া একমাত্র ইস্পাহানী ও সিদ্দিকী দুই তাল বেতালকে দুই পাশে লইয়া তক্তে বসিলে শেষ পর্য্যন্ত সেটা পাকীস্থান না হইয়া ফাঁকিস্থান হইয়া উঠিবে।

* * *

কলিকাতার রাস্তায় মিলিটারী লরী ছেলে বুড়া যখন যাহাকে ইচ্ছা চাপা দিয়া মনের আনন্দে পার পাইয়া যাইত। খবরের কাগজে বহু আবেদন-নিবেদন সমালোচনা করিয়া এতকাল কোন প্রতিকার হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি কলি-কাতার নাগরিকেরা একটা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অষুধ ব্যবহার করিয়া মিলিটারী চালকদের এই মানুষ চাপা দেওয়া রোগের ভালো চিকিৎসা করিয়াছে। অষুধটি এই যে, মানুষ চাপা দেওয়া মাত্রই আশে-পাশের লোকেরা চালককে ধরিয়া আধ-মরা করিয়া উত্তম মধ্যম প্রদান, তাহার গাড়ী বা লরীটি পোড়াইয়া দেওয়া এবং উহার পরেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ রাস্তায় মিলিটারী গাড়ী চলাচল অসম্ভব করিয়া তোলা। এই অষুধটি যে আরও আগেই ব্যবহার করা দরকার ছিল সে-কথা 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। দেখিয়া খুসী হইলাম ইহার ফলে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অনেক নতুন নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তন করিয়া মিলিটারী লরী-চালকদের সংযত করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন।

—খেয়ালী

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪

—মূলধন—

অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত— ৫৭,৫০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ২৬,৫০,০০০৲ উপর

শাখাসমূহ—

কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—
ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
মিঃ এন, সি, দত্ত, প্রাক্তন এম-এল-সি।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

বিলিকৃত মূলধন—
৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন—
২ কোটী টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড—
১৭॥০ লক্ষ টাকা

মিঃ জি ডি বিড়লা
(চেয়ারম্যান)
মিঃ এম এ ইস্পাহানি
(ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি সরাইয়া
(ভাইস্ চেয়ারম্যান)

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতের সর্ব্বত্র শাখা ও পে অফিস আছে

মিঃ বি টি ঠাকুর
জেনারেল ম্যানেজার

UCB 1

ক্রিসেণ্ট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
—লিমিটেড—
৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

গোপনে ভারত হইতে তিব্বত ও চীনে বস্ত্রাদি রপ্তানী—প্রকাশ, কালিম্পং ও গ্যাংটক হইতে প্রভূত পরিমাণে কাপড়, আটা, মিষ্টদ্রব্যাদি, টিনে ভর্ত্তি নানাজাতীয় খাদ্য, কেরোসিন, চা, দিয়াশলাই, সাবান, মোমবাতি এবং অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি গোপনে তিব্বতে চালান দেওয়া হইতেছে। আরও প্রকাশ, এইভাবে আসামের ভিতর দিয়া চীনেও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রপ্তানী করা হইতেছে।

সংরক্ষণ শুল্ক বিল পাশ—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাণিজ্য সচিবের উপস্থাপিত সংরক্ষণ-শুল্ক বিল গৃহীত হইয়াছে। এই বিলের ক্ষমতাবলে আমদানী মালের উপরে অবিলম্বে সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য্য করা যাইবে।

মিউনিসিপ্যালিটির প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা—সাউথ সুবার্ব্বন মিউনিসিপ্যালিটি বর্ত্তমান বৎসর হইতে তাঁহাদের স্থায়ী ঝাড়ুদার, মেথর প্রভৃতির জন্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ড প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

বাঁকুড়ায় নিদারুণ বস্ত্রসঙ্কট—প্রকাশ, বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নিদারুণ বস্ত্রসঙ্কট দেখা দিয়াছে। মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটী কয়েকটী এলাকায় বস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করিতেছেন। তাঁহাদের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, এই সব গ্রামের অধিকাংশ পরিবারেই দুই তিন জনের জন্য একখানা করিয়া কম্বল আছে। বাকী সকলকে প্রকৃতির প্রকোপ সহ্য করিতে হয়। বয়স্ক বালক-বালিকারাও বস্ত্রাভাবে সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

বৃটেনের অতিরিক্ত মুনাফাকর—কমন্স সভায় বাজেট বক্তৃতা প্রসঙ্গে অর্থসচিব ডাঃ ডালটন ঘোষণা করেন যে, ৩১শে ডিসেম্বর হইতে অতিরিক্ত মুনাফাকর রহিত করা হইবে।

বরোদায় অতিরিক্ত মুনাফাকর বাতিল—গত ১লা এপ্রিল হইতে বরোদারাজ্যে অতিরিক্ত মুনাফাকর উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় অভিনব রেলগাড়ী—প্রকাশ, সোভিয়েট রাশিয়ায় এক অভিনব রেলগাড়ীর প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই অভিনব গাড়ীখানি মস্কো হইতে সোচিতে যাতায়াত করে। সোভিয়েট নাগরিকেরা ছুটির দিনে সোচিতে প্রমোদ-ভ্রমণে যান। এই গাড়ীর কামরার দেওয়ালগুলি মনোরম চিত্রসজ্জা ও রেলপথের নক্সায় সজ্জিত, মেঝেতে নরম কার্পেট পাতা, আর জানালাগুলিও আবৃত থাকে রঙ্গীন রেশমী পর্দ্দায়। এই গাড়ীতে ছোট গ্রন্থাগার, পাঠাগার, ডাকবাক্স, দাবার ছক, খেলারযন্ত্র, ধারাস্নানাগর, ক্ষৌরশালা, জুতা সারার দোকান, কাপড়চোপড় রিপুশালাও আছে। ইচ্ছা করিলে গাড়ীতেই টুথ পেষ্ট, টুথ ব্রাশ, লিখিবার সরঞ্জামাদিও পাওয়া যায়। মস্কো-বিলিসি (Moscow-Tbilisi) পথে যে প্রমোদ-গাড়ীখানি চলে তাহাতে আবার নাকি টেলিফোনের বন্দোবস্তও আছে। বড় বড় ষ্টেশনে গাড়ীর টেলিফোন ব্যবস্থাকে স্থানীয় টেলিফোন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়—গাড়ী হইতে না নামিয়াই যাত্রী টেলিফোনে ইচ্ছামত বন্ধুবান্ধবদের সহিত বাক্যালাপ করিতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে নাকি এমনই ষাটখানি প্রমোদ-গাড়ী সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান প্রধান রেলপথে যাতায়াত সুরু করিবে।

ত্রিবাঙ্কুরে নূতন নিষেধাজ্ঞা—ত্রিবাঙ্কুর সরকার সম্প্রতি নারিকেল তৈলের ব্যবসা সম্পর্কে এক নূতন আদেশ জারী করিয়াছেন। ঐ আদেশের বলে গত ১লা এপ্রিল হইতে নারিকেল তৈল সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার অগ্রিম চুক্তি (Forward Contract) নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

রুশ-পারস্য তৈল চুক্তি—সম্প্রতি রাশিয়া ও পারস্যের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসরের মেয়াদে একটী তৈল সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী রুশো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। উক্ত কোম্পানীতে প্রথম পঁচিশ বৎসরে রাশিয়া শতকরা একান্নভাগ ও পারস্য শতকরা উনপঞ্চাশ ভাগ এবং পরবর্ত্তী পঁচিশ বৎসরে উভয়ে সমান সমান ভাগের অধিকারী হইবে।

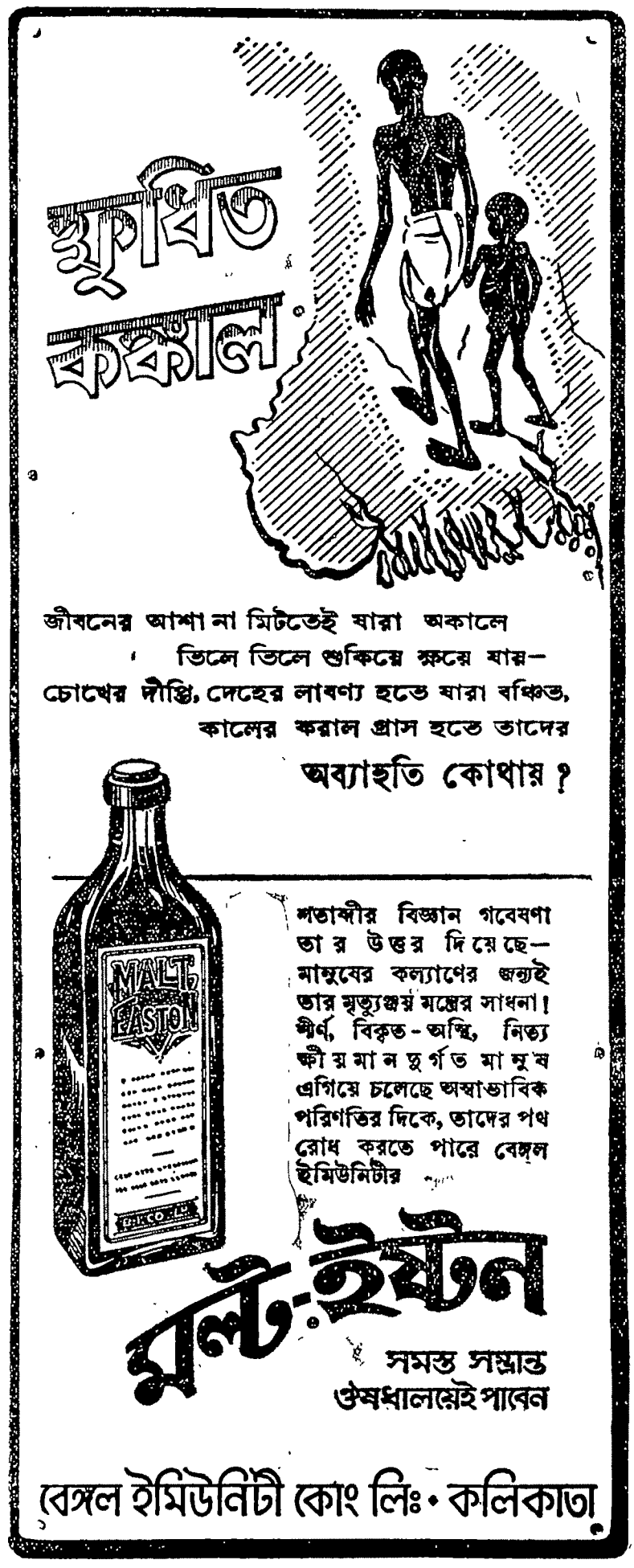

পারস্যের নূতন উদ্যম—দেশের আর্থিক উন্নতিবিধানের জন্য ইরাণ (পারস্য) সরকার সম্প্রতি একটী রয়্যাল এ্যাডভাইসরী কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। ইরাণের প্রধানমন্ত্রী মিঃ গাভাম-এস-সুলতানে উক্ত কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

জার্ম্মানীর রুশ অধিকৃত অঞ্চলে নূতন ব্যবস্থা—প্রকাশ, জার্ম্মানীর সোভিয়েট রাশিয়ার অধিকৃত অঞ্চলে আড়াই শত একরের উপর জমি সম্বলিত সকল ফার্ম্ম এবং নাজী অফিসার ও যুদ্ধ অপরাধীদের সকল জমি কৃষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। আরও প্রকাশ যে, ভূমিহীন চাষী, সাইলেসিয়া হইতে বহিরাগতের দল—সকলকেই জমি দেওয়া হইতেছে। প্রত্যেক একর জমির জন্য দশ বৎসরে আশী মার্ক (জার্ম্মান মুদ্রা) দিতে হইবে। সকল পশুও ভাগ করিয়া প্রত্যেক পরিবারকে একটী গরু অথবা ঘোড়া, একটী ভেড়া ও একটী শূকর দেওয়া হইতেছে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক গ্রামের জন্য বীজ, সার ও কমপক্ষে একখানি করিয়া কলের লাঙ্গলও দেওয়া হইতেছে। জমিদাররাও নাকি অন্যান্য জনসাধারণের মত একই সর্ত্তে পনর হইতে কুড়ি একর পর্য্যন্ত জমি পাইতে পারে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রমিকের ছুটীর ব্যবস্থা—প্রকাশ, সোভিয়েট রাশিয়ায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কর্ম্মীদের জন্য যুদ্ধের পর এই বৎসর আবার গ্রীষ্মকালীন ছুটী উপভোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নের হিসাবমতে পনর লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে প্রত্যেকেই আগামী কয়েক মাসের মধ্যে একমাস করিয়া কৃষ্ণসাগর ও বাল্টিক সাগরের তীরে বিভিন্ন স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করিবে। বিভিন্ন ইউনিয়ন কর্ত্তৃক পরিচালিত সাত শত বিশ্রামকেন্দ্রে এই সব শ্রমিকদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। অপেক্ষাকৃত উৎসাহী ভ্রমণকারীদের জন্য মস্কো, লেলিনগ্রাদ ও ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনেরও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই কাজে রেলওয়ে কমিশারিয়েট একশত সাতাত্তর খানি নূতন গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নীপারের জলজ-বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘাঁটি—লণ্ডনের খবরের প্রকাশ যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় নীপার জলজ-বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘাঁটির কাজ বর্ত্তমান বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে আরম্ভ হইবে। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রথম টারবো জেনারেটরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইবে। এই বৎসরের মধ্যেই নয়টী জেনারেটরের সবগুলিরই কাজ আরম্ভ হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত নীপারের দুইলক্ষ কিউবিক মিটার পরিমিত কংক্রিট সরাইয়া জমি পরিষ্কার করিয়া নব্বুই হাজার কিউবিক মিটার নূতন কংক্রিট স্থাপন করা হইয়াছে। নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইলে নূতন 'নীপার' পুরাতন 'নীপার' অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বিদ্যুৎ-সরবরাহ কেন্দ্র হইয়া উঠিবে। তাহার উৎপাদন ক্ষমতা আরও নব্বুই হাজার কিলওয়াট বৃদ্ধি পাইবে।

ভারত সরকারের নূতন প্রচেষ্টা—প্রকাশ, ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় নয় লক্ষ টন হাড় পাওয়া গেলেও মাত্র তিনলক্ষ টন হাড় কাজে লাগান হয়। তাই বৎসরে ছয়লক্ষ টন হাড় যাহাতে আর নষ্ট না, হয় তাহার জন্য ভারত সরকার নাকি চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নাকি প্রাদেশিক সরকারসমূহের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন। প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার নাকি অর্থসাহায্য করিয়াও হাড়ের অপচয় বন্ধ করিতে ইচ্ছুক আছেন। হাড় হইতে খুব উন্নত-ধরণের সার প্রভৃতি হইতে পারে।

বেঙ্গল মিলওনার্স এ্যাসোসিয়েশন—বেঙ্গল মিলওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মিঃ বি এম বাগ্‌রী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বাঙ্গলার স্বদেশী কাপড়ের কলগুলি দেশের বস্ত্রসঙ্কট দূর করিবার জন্য তাহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। প্রসঙ্গতঃ তিনি আরও বলেন যে, ভারত সরকার বর্ত্তমানে যে ৪৮ ঘণ্টা সপ্তাহ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন তাহার ফলে কলগুলির উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য—প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও জীববিদ্যা বিভাগের উন্নতিবিধানের জন্য বাঙ্গলা সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে চব্বিশ পরগণা জেলার হরিণঘাটায় তিনশত ত্রিশ একর জমি দিতে সম্মত হইয়াছেন।

ভারতে উৎকৃষ্ট ভার্জ্জিনিয়া তামাকের চাষ—সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় তামাক কমিটির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই অধিবেশনে গৃহীত এক পরিকল্পনা অনুসারে বিহারের মজঃফরপুর অঞ্চলে উৎকৃষ্ট ভার্জ্জিনিয়া তামাকের চাষ সুরু করা হইবে। উচ্চ শ্রেণীর সিগারেটের উপযুক্ত ভার্জ্জিনিয়া তামাকের বীজ এই অঞ্চলের চাষীদিগকে বিতরণ করা হইবে এবং তাহার ফলন ও তামাক পাতা তৈয়ারীর পদ্ধতিও তাহাদিগকে শেখানো হইবে। তামাক সম্পর্কে গবেষণার জন্য কয়েকটি গবেষণাকেন্দ্র খোলার প্রস্তাবও উক্ত অধিবেশনে বিবেচিত হইয়াছে। একটি কেন্দ্র রাজমুন্দ্রিতে খোলা হইবে, জানা গিয়াছে। এখানে বিড়ি তৈয়ারী সম্পর্কে গবেষণা হইবে। তাহা ছাড়া হুঁকা ও খৈনি সম্পর্কে গবেষণার জন্য বিহারে একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র থাকিবে। ইম্পিরিয়েল টোবাকো কোং তামাক বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য যে বৃত্তি দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটির পরিমাণ বাৎসরিক ৫ শত পাউণ্ড। উপরোক্ত কমিটির নির্ব্বাচিত দুইজন শিক্ষার্থী এই বৃত্তিলাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছেন। তাঁহারা দুই বৎসরকাল শিক্ষালাভ

ফোন : ক্যাল ৩৯৫ গ্রাম : LALI.KAY, কলিকাতা।

লাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
পৃষ্ঠপোষক : সিকিমের মহামান্য মহারাজকুমার
চেয়ারম্যান—ডাঃ এস, কে, বসু, কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ কে, লাল
মিঃ জে, এম, কোহেন, মিঃ পি, গুপ্ত, মিঃ আর, এম, করঞ্জাই
ডিরেক্টর ফিনান্স-ইন-চার্জ্জ। ডিরেক্টর ও ম্যানেজার। ডিরেক্টর জেনারেল সেক্রেটারী।
শাখাসমূহ : কালিম্পং, কুড়িগ্রাম, হাওড়া।
দার্জ্জিলিং শাখা সত্বর খোলা হইবে।

Asia Fan
A.C. D.C.

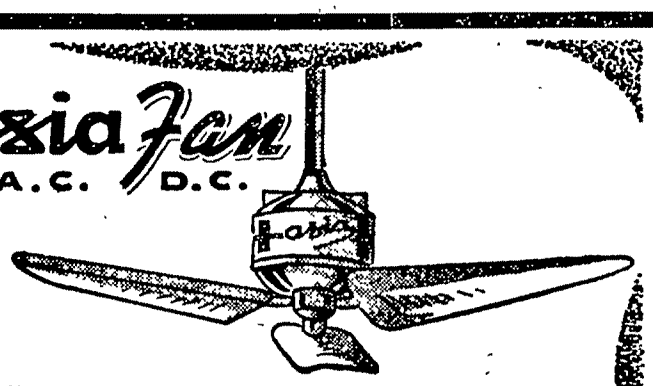

LONG DURATION
LOW CONSUMPTION
BETTER AIR DISPLACEMENT
AT GOVT. CONTROLLED RATES

Sole Distributors :
THE G.S. EMPORIUM, LTD.
47A, Chittaranjan Avenue, Calcutta
Phone : B. B. 4457 & 316

Asia Electric Works, Calcutta.

করিবেন। তামাকের বাজার সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য সহজ ভাষায় লেখা পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তামাক-চাষীদের মধ্যে বিতরণ করার এক পরিকল্পনাও কমিটি অনুমোদন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে চলচ্চিত্রে শিক্ষামূলক ছবি দেখানোরও আয়োজন হইবে বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতায় সামরিক যানের গতিবেগ হ্রাস—প্রকাশ, কলিকাতা সহরের রাস্তায় যানবাহনজনিত দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সচেষ্ট হইয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে 'সাব-এরিয়া কম্যাণ্ডার' সামরিক যানবাহনের সর্ব্বোচ্চ গতিবেগ হ্রাস করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 'ষ্টাফ কার' 'ষ্টেশন ওয়াগন' ও জীপ গাড়ীসমূহের গতিবেগ ঘণ্টায় পঁচিশ মাইলের বেশী হইবে না এবং অপরাপর যানবাহন ঘণ্টায় কুড়ি মাইলের বেশী গতিবেগে চলিতে পারিবে না। কেবলমাত্র অভিজ্ঞ ড্রাইভারগণই যাহাতে কলিকাতায় গাড়ী চালাইতে পারে তাহার জন্য দ্বিতীয় গ্রেডের কোন ড্রাইভারকে কলিকাতায় গাড়ী চালাইতে দেওয়া হইবে না। কলিকাতায় অহেতুক মোটরচালনা বন্ধ করিবার জন্য কাজের পরিচয়পত্র ড্রাইভারের সঙ্গে থাকিবে। সামরিক গাড়ীগুলি পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে। রাস্তায় সামরিক ড্রাইভারগণ অসামরিক পুলিশের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে। যানবাহন চলাচল আইনের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যের জন্য সাধারণ আদালতে তাহাদের বিচার হইবে।

উদ্বৃত্ত মার্কিন বিমান ও যন্ত্রপাতি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত মাল হিসাবে প্রচুর বিমান ও আনুষঙ্গিক উচ্চ শ্রেণীর যন্ত্রপাতি ভারত গবর্ণমেণ্ট কিনিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহাদের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করিবার মত শিক্ষিত লোকজন গবর্ণমেণ্টের হাতে না থাকায় ভারত গবর্ণমেণ্ট 'টাটা এয়ার ক্র্যাফ্‌ট লিঃ' কোম্পানীর উপর ইহার ভার দিবেন, স্থির করিয়াছেন। বিমান এবং যন্ত্রপাতির বিলিব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুযায়ীই হইবে এবং সাধারণভাবে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। উক্ত টাটা কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন।

বেতারযন্ত্রের ক্ষুদে সংস্করণ—আজকাল বেতারযন্ত্র বাড়ী হইতে গাড়ীতে পর্য্যন্ত লাগাইবার ব্যবস্থা প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়াছে। মোটরে কোথাও যাইতে যাইতে বেতারে বক্তৃতা, গান ইত্যাদি শুনিবার সখ অনেকের তাহাতে মিটে। সম্প্রতি 'উইডোর' নামে এক ধরণের ছোট্ট বেতারযন্ত্র ইংলণ্ডের এক কারখানায় তৈয়ারী হইতেছে। ইহাতে ছোট চারিটি ভাল্‌ভ আছে এবং ব্যাটারীর সাহায্যে ইহা চলিবে। ঢাক্‌নি খুলিয়া দিলেই আপনা হইতেই যন্ত্রটি চলিতে সুরু করিবে। অর্থাৎ বেতারের গান-বাজনা সমস্ত শুনিতে পাওয়া যাইবে। আর কোনও কলকব্জা সেজন্যে চালাইতে হইবে না। এই ছোট যন্ত্রটির ওজন মাত্র দুই সের এবং আয়তন ৮½ × ৩½ × ৩½ ইঞ্চি। অনায়াসেই ইহা কোটের পকেটে নিয়া যাওয়া যাইতে পারিবে।

কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে আর্থিক নিয়মাবলী—সম্প্রতি কলিকাতায় জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আর্থিক নিয়মাবলী নির্ণয়ার্থ গঠিত পরামর্শদাতা সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের বৈদ্যুতিক কমিশনার, মিঃ এইচ এম ম্যাথিউস তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি এবং উহার মাশুলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যে খসড়া আইনকানুন রচনা করিয়াছেন তাহাকে ভিত্তি করিয়াই অধিবেশনে আলোচনা চলে। প্রকাশ যে, আরও দুই তিনটি অধিবেশনের পর উক্ত পরামর্শদাতা সমিতি তাঁহাদের রিপোর্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকটে দাখিল করিবেন।

পেনিসিলিন অপেক্ষা শক্তিশালী ঔষধ—সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ক্রাসিলনিকভ পেনিসিলিন অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর একটি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই নূতন ঔষধটির নাম দেওয়া হইয়াছে "এ্যাসপারগিলিন।" প্রকাশ, যক্ষ্মা, আমাশয়, টাইফয়েড ও কলেরা রোগে এই ঔষধটি বিশেষ ফলপ্রদ হইবে।

বিলাতের ঘরে ঘরে টেলিভিশনের ছবি—আগামী মাসেই বিলাতের ঘরে ঘরে টেলিভিশনের ছবি দেখিতে পাওয়া যাইবে এইরূপ এক সংবাদ সম্প্রতি 'ডেইলি মেইল' প্রকাশ করিয়াছেন। আলেকজান্দ্রা প্রাসাদে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বেতার ব্যবসায়ী মহলে ইহা লইয়া বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। লণ্ডনের বাহিরে মফঃস্বল সহরগুলিতেও টেলিভিশনের বিস্তার করা তাঁহাদের অভিপ্রায়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যেই বিস্তর টেলিভিশন সেট তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা সিটী।

পে-অফিস ঃ মিরকাদিম।

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম; সি, এ; আই, আই, বি,

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

SREE BANK LIMITED

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

ঃ শাখাসমূহ ঃ

কলিকাতা—শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, বহুবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, বজ্‌বজ্‌, ল্যান্সডাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ডায়মণ্ডহারবার।

আসাম—সিলেট। বাংলা—সিলিগুড়ি, কার্সিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পাঁচকুড়া।

বিহার—ঘাটশীলা, মধুপুর। সংযুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ। দিল্লী—দিল্লী ও নয়াদিল্লী।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্‌

সুধাংশু বিশ্বাস

সুশীল সেনগুপ্ত

নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সমিতি—সৈয়দ নওশের আলীর সভাপতিত্বে গত ৩রা নবেম্বর কলিকাতায় ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের এক সভা হয়। ঐ সভায় একটি নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সমিতি (All India Bank Employees Association) গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের প্রতিনিধি লইয়া ঐ উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন বসাইবার জন্য উক্ত সভায় সাময়িকভাবে একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি আগামী ২০শে ও ২১শে এপ্রিল কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে সমস্ত ভারতের ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। এই সম্মেলনের প্রত্যেক ডেলিগেটকে দুই টাকা করিয়া ফি দিতে হইবে। দর্শক হিসাবে যেসব ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদের ফি সাব্যস্থ হইয়াছে মাথাপিছু ৫৲ টাকা। ডেলিগেটের নাম ও ফি প্রভৃতি পাঠাইবার ঠিকানা—মিঃ দেবব্রত ঘোষ এ্যাক্‌টিং সেক্রেটারী, অল্ ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক এম্প্লয়িজ এসোসিয়েশন, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভারতীয় যক্ষ্মা সমিতির বার্ষিক অধিবেশন—ভারতীয় যক্ষ্মা সমিতির বার্ষিক অধিবেশন গত ২৭শে মার্চ্চ নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে পঠিত সমিতির ১৯৪৫ সালের বার্ষিক বিবরণীতে জানা যায়, সমগ্র ভারতের বিভিন্ন যক্ষ্মা চিকিৎসাকেন্দ্রে ও হাসপাতালে সর্ব্বশুদ্ধ ৪ হাজার ৩৮৪ জন যক্ষ্মা রোগীর থাকার ব্যবস্থা আছে; চিকিৎসাকেন্দ্র আছে ১২৪টি এবং হাসপাতাল ৭০টি।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

রুদ্ধকারার দিনগুলি

বাইরের আকাশ কারাপ্রাচীরে আড়াল করেও মনের আকাশের মুক্তি যাদের কেড়ে নেওয়া যায় না বিজয়লক্ষ্মী সেই হার-না-মানা জাতের চিরবিদ্রোহিনী। যে-পরিবারে তাঁর জন্ম ভারতের স্বাধীনতার অভিযানের পুরোভাগে সে-পরিবার চিরদিন অগ্রণী হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'রুদ্ধকারার দিনগুলি' গত আগস্ট আন্দোলনের রোজনামচা। সবরকম পোশাকী আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত, সহজ অনাড়ম্বর স্বতঃস্ফূর্ত রচনা—প্রতিদিনের মনের কথাগুলি শুধু নিজের জন্য লেখা। আমাদেরই মতো নানা সুখ-দুঃখের সমস্যা জড়িত একটি পরিবারের খুঁটিনাটি ঘরোয়া খবর আমরা শুনি আর তারই মধ্যে শুনতে পাই দেশব্যাপী গণজাগরণের সাগর-কল্লোল। পণ্ডিত পরিবারের বিভিন্ন আলোকচিত্রে সজ্জিত, উচ্চশ্রেণীর ছাপা ও বাঁধাই। দাম ৩৲

সিগনেট প্রেসের বই
যে কোনো ভালো দোকানে পাওয়া যায়
১০-২, এলগিন রোড, কলিকাতা

খাদ্য-সঙ্কট

খাদ্যবরাদ্দ হ্রাসের প্রতিবাদে পাবনার পুলিশ-বাহিনী তাহাদের বরাদ্দ খাদ্য গ্রহণ করিতেছে না।

* * *

মার্চ্চের শেষ সপ্তাহে ভারতে ৩৪হাজার টনেরও অধিক গম আমদানী করা হইয়াছে।

* * *

যশোহর জেলার সর্ব্বত্র ধানচাউলের দর দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে। বর্ত্তমানে চাউলের দর প্রতি মণ ১৮৲।২০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

* * *

ভোলার সরকারী গুদাম হইতে আনুমানিক চারশত মণ অড়হর ও ছোলার ডাইল সিভিল সাপ্লাই-এর কণ্ট্রোলার ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীদের উপস্থিতিতে ভোলাবাজারের মধ্যবর্ত্তী খালে নিক্ষেপ করা হয়।

* * *

গোটা ২৪ পরগণা জেলায় দারুণ খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে। বাজারে চাউল ১৭৲।১৮৲ টাকা দরে বিক্রী হইতেছে।

* * *

নদীয়া জেলার বেলডাঙ্গার পথে ভাগীরথী নদীতে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের একখানি পাহারাদার নৌকার সহিত বে-আইনী ধানের ব্যবসায়ী বলিয়া কথিত একটি দলের সহিত সংঘর্ষে কয়েকজন পাহারাদার আহত হইয়াছে। পাহারাদার নৌকাখানি ডুবিয়া গিয়াছে।

* * *

খাদ্যনীতির বর্ণনা প্রসঙ্গে যুক্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বলেন-"আমরা কাহাকেও অনশনে থাকিতে দিব না।"

* * *

খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে কলিকাতায় মেয়র বলিয়াছেন—সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে ১৯৪৩-৪৪ সালে যে অবস্থা হইয়াছিল সহরে পুনরায় সেই অবস্থার অবতারণা হইতে পারে।

* * *

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে একটী প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যসচিব জানান যে, ১৯৪৫ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা হইতে যথাক্রমে ২১০২৪ টন ও ৩১২৫ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে। মে হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে ৬১৭৯৭ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪২ হাজার টন সিংহলে এবং ১৬ হাজার টন মহীশূরের জন্য প্রেরিত হয়।

* * *

প্রকাশ, সম্প্রতি ভারত সরকারের খাদ্য দপ্তরের আমন্ত্রণে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের এক সম্মেলন হয়। ঘাটতি এলাকার জনসাধারণকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের সমস্যা, গুঁড়া দুধ ও মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট আমদানী ও বিতরণ ব্যবস্থা, জরুরী খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র উদ্বোধন, বাদাম প্রভৃতিকে মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহারের প্রশ্নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়া আসন্ন দুর্ভিক্ষ রোধের ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ভারতীয় রেডক্রশ, মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটী, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণের বিষয়টীও আলোচনা করা হইয়াছে।

* * *

কিশোরগঞ্জ মহকুমায় ইতিমধ্যে অন্নাভাবে দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে।

* * *

নেত্রকোণা, জামালপুর ও সদর মহকুমা হইতে কিশোরগঞ্জে খাদ্যশস্য প্রেরণ নিষিদ্ধ করার ফলে কিশোরগঞ্জে খাদ্যশস্যের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

* * *

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত নরনারী হাঁটিয়া কলিকাতায় আসিতে সুরু করিতেছে দেখিয়া বাঙ্গলা সরকার

কুবের দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

জয় হিন্দ
বিশ্বভারতী ব্যাঙ্ক লিমিটেড
১২নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে
কলিকাতা অফিস খোলা হইল।
এ, কে, দাস, এম-এ, বি-এল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সম্প্রতি এই নিরন্নের অভিযান বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

* * *

ধর্ম্মসংক্রান্ত ও সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আর রেশনের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইবে না বলিয়া বাঙ্গলা সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

* * *

গত ১লা এপ্রিল হইতে কলিকাতা ও মফঃস্বলে গম ও গমজাত দ্রব্যের খুচরা দর বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

* * *

সম্প্রতি বোম্বাই-এ চিনির সাপ্তাহিক বরাদ্দ মাথাপিছু ১২ আউন্স হইতে কমাইয়া ৯ আউন্স করা হইয়াছে। হোটেল, রেষ্টুরাণ্ট এবং ময়রার দোকানগুলির চিনির সাপ্তাহিক বরাদ্দও শীঘ্রই শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করা হইবে। অপরাপর বড় বড় সহরেও অনুরূপ বরাদ্দ হ্রাস করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

* * *

দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলির মধ্যে মহীশূরের দক্ষিণাঞ্চল, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর।

* * *

এবারে বাংলায় মোট ৭২ লক্ষ ৭২ হাজার ৭ শত টন ধান উৎপাদিত হইবে বলিয়া সরকারী কৃষি বিভাগের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে ঘোষণা করা হইয়াছে। গত বৎসর বাংলায় উৎপাদিত ধানের পরিমাণ ছিল ৭৫ লক্ষ ৭৯ হাজার ১ শত টন।

ব্যক্তিগত

শেঠ শান্তিলাল মঙ্গলদাস বর্ত্তমান বৎসরের জন্য আমেদাবাদের মিলওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

বোম্বাইএর মেসার্স টাটা সন্স লিমিটেডের সম্পাদক মিঃ আর, ডি, লাম চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

* * *

মিঃ জে, কে মেটা শীঘ্রই ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্টস্ চেম্বারের সম্পাদকপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। উক্ত চেম্বারের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই মিঃ মেটা উহার সম্পাদক ছিলেন।

* * *

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪৬-৪৭ সালের জন্য ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

সভাপতি—লালাগুরুশরণ লাল; সহকারী সভাপতি—মিঃ এম,এ, মাষ্টার; অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ—ডাঃ এম, বি, দত্ত; সভ্য—লালা করমচাঁদ থাপার (শর্করা শিল্পের পক্ষে), মিঃ জে, সি, শীতলবাদ (বীমা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে), মিঃ বি, পি, খৈতান (তালিকা-বহির্ভূত শিল্পের পক্ষে), মিঃ এম পি, ভীরমানি ও মিঃ এম, এ, ইস্পাহানী (তালিকা-বহির্ভূত ব্যবসা ও বাণিজ্যের পক্ষে)। মিঃ জি, ডি, বিড়লা, মিঃ জি, এন, মেটা, মিঃ এ, ডি, শ্রফ, মিঃ পাকরলাল বলাভি, মিঃ কে,ডি জালান এবং মোহম্মদ হাসান প্রেমজীকে কমিটিতে কো-অপ্ট করিয়া লওয়া হইয়াছে।

* * *

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪৬-৪৭ সালের জন্য বেঙ্গল মিলওনার্স এ্যাসোসিয়েসনের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

সভাপতি—ডাঃ ডি, এন দত্ত; সহকারী সভাপতি—মিঃ এস, সি, রায়; সভ্যগণ—মিঃ বি, এন, বাগ্রী, মিঃ এম, এল, সাহা, মিঃ আর, এল, গোয়েঙ্কা, মিঃ জে, সি ঘোষ ও মিঃ আর, এন, দত্ত।

শ্রমজীবীর কল্যাণে

চা

বিগত নয় বৎসর ধরে শ্রমিক জগতে একটি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছে ভারতীয় চা। দেশের বড় বড় শিল্পপতিরা আজকাল তাদের কর্মীদের জন্য স্বল্পব্যয়ে ভালো চায়ের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। এ কথা বেশ জোর করেই বলা চলে যে দেশে ছোটো বড়ো এ-হেন প্রতিষ্ঠান নেই, যারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে কর্মীদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা না রাখেন। চা শ্রান্ত দেহে শক্তি আনে, মনে উৎসাহ সঞ্চার করে।

শুধু প্রয়োজনের দিক ছাড়া সামাজিক কল্যাণের দিক থেকেও চায়ের একটা মূল্য আছে। ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান বোর্ড স্থানে স্থানে ছোট বড় যতগুলো ক্যান্টীন্ স্থাপন করেছেন, তার সব ক'টাই সর্বত্র বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। ক্যান্টীনে বসে চা পানের অভ্যাসের মধ্য দিয়েই কর্মীদের পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটেছে। এই যোগাযোগে মালিকদের সঙ্গে তাঁদের প্রীতির বন্ধন আরো নিবিড় হওয়ায় যে বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের সম্ভাবনার সূত্রপাত হলো সেটা মালিক ও তাঁদের কর্মী উভয়ের পক্ষেই আশার কথা। শিল্পপতিরা ইচ্ছা করলেই ক্যান্টীন্ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের কাছে জেনে নিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে "ক্যান্টীন্ ফর্ দি ওয়ার্কার্স" নামক একটি পুস্তিকাও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনার, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান বোর্ড, ১০১ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠালেই পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়।

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যানশান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 2886

কোম্পানী প্রসঙ্গ

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ ও নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ-এর ডিরেক্টর বোর্ড উক্ত উভয় ব্যাঙ্ককে একত্রিত করিয়া একটি বৃহত্তর ব্যাঙ্কে পরিণত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, এই উভয় ব্যাঙ্কের উপরেই জনসাধারণের সর্ব্বাধিক আস্থা আছে। এই উভয় ব্যাঙ্কই সিডিউলভুক্ত এবং উভয়েই সরাসরিভাবে ক্যালকাটা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের সদস্য। আমরা এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি এবং ভরসা করি যে, এক্ষণে এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান যে অত্যধিক সুবিধা লাভ করিবে তাহার ফলে দেশের সর্ব্বত্র ইহার অফিসসমূহের মারফৎ ইহা যথাযথভাবে ব্যাঙ্কিং কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে।

দি দার্জ্জিলিং টেরাই টি কর্পোরেশন লিঃ

টি প্লাণ্টার হিসাবে মেসার্স এরিয়ান প্লাণ্টার্স এজেন্সির (১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা) নাম আজ সুপরিচিত। উহার স্বত্বাধিকারী মিঃ এস চাটার্জ্জী প্রায় ২৫ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ চায়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন এবং তাঁহার পরিচালনাধীন সমস্ত চা কোম্পানীগুলিই নিয়মিত উচ্চহারে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে।

সম্প্রতি এই কোম্পানী ১০৭৫ একর (গবর্ণমেণ্ট লিজ) সমন্বিত দার্জ্জিলিংয়ের তিনধারিয়া চা-বাগানটী কিনিয়া লইয়াছেন। এই বাগানের ৩৭৫ একর জমিতে বর্ত্তমানে চা উৎপন্ন হইতেছে। ১৯৪৬ সালে এই বাগান হইতে আনুমানিক ১২০,০০০ পাউণ্ড ফসল উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই বাগানটি সর্ব্বপ্রকার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত এবং তাহাতে বিদ্যুতের ব্যবস্থাও আছে এবং বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্যকালের উপরেই ভাল লভ্যাংশের সম্ভাবনা আছে। কোম্পানীর বিক্রয়ার্থ প্রতিটি ১০৲ টাকা মূল্যের ৩০০০০ হাজার অর্ডিনারী ও প্রতিটি ১০০৲ টাকা মূল্যের শতকরা বার্ষিক ৬৲ সুদের (আয়করমুক্ত) সমমূল্যে পরিশোধযোগ্য ২০০০ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার উপস্থিত করিতেছেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডিয়া বার্ম্মা লোন এণ্ড ফিনান্স কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ বি, চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। দাদনী ব্যবসা।

সিংহ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জগবন্ধু লাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৮, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। এজেন্সির ব্যবসা।

এস কর্ম্মকার এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ব্যাসচন্দ্র কর্ম্মকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ৩২, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ইট প্রস্তুত সংক্রান্ত ব্যবসা।

জয়হিন্দ প্রিণ্টারস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ উগর সেন গোয়েল। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৯, স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১লক্ষ টাকা। সংবাদপত্র, মাসিকপত্র এবং প্রকাশকের ব্যবসা।

এ্যাসবী এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ কে চাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৮, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫লক্ষ টাকা। লোহা ঢালাইয়ের ব্যবসা।

জুবিলি এজেন্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সুরযরতন মোহত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫লক্ষ টাকা। সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা।

বিজয় পেপার কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ এল গোয়েঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১এ, ভান্সিটার্ট রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা।

কে এম প্যাটেল ট্রেডিং কোং, লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এম রহমান। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, মিশন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এজেন্টস্ ও সেক্রেটারী।

(ইহা প্রস্পেক্টাস নহে—ঘোষণাপত্র মাত্র)

দি ন্যাশন্যাল কটন মিলস্ লিঃ

(১৯১৩ ইং ভারতীয় কোম্পানী আইনানুযায়ী গঠিত)

হেড অফিস—১নং গঙ্গারাম পালিত লেন, পোঃ ধর্ম্মতলা, কলিকাতা
টেলিফোন—কলিঃ ১১৭১

মিল—হালিসহর, চট্টগ্রাম
(কর্ণফুলী নদীর তীরে, সম্মুখে রেলওয়ে ও সুবিস্তৃত পাকা রাস্তা সংযুক্ত)

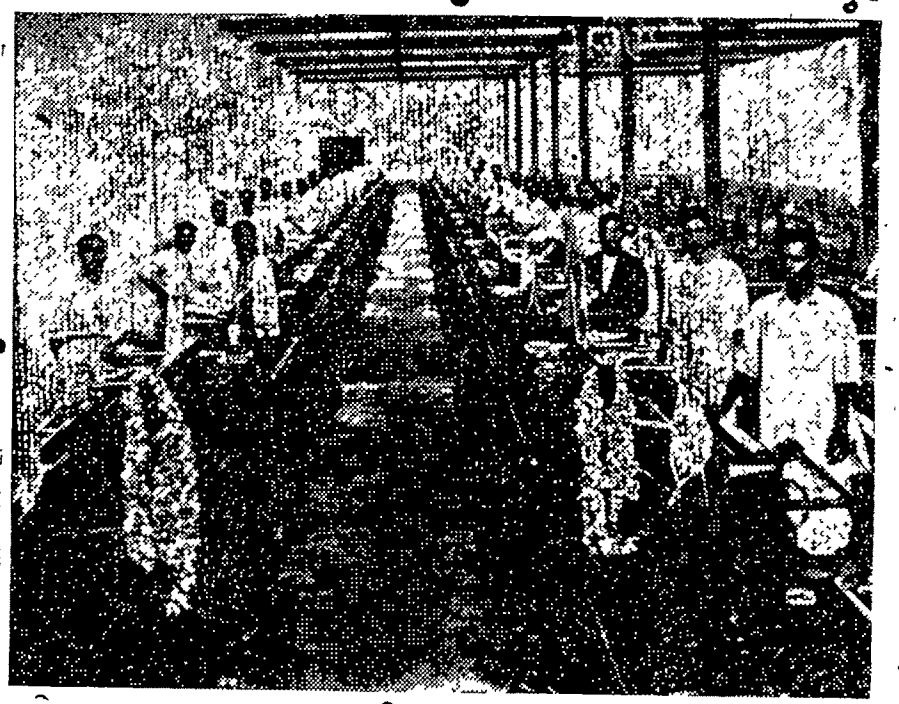

১৯৪১ ইং ৩রা সেপ্টেম্বর মিলের উদ্বোধন দিনে চট্টগ্রামের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ কর্ম্মিগণ সমবেতভাবে দেশবাসীর জন্য কাপড় প্রস্তুত করিতেছেন।

অনুমোদিত মূলধন ... ২৫,০০,০০০৲ টাকা—৫০৲ টাকা মূল্যের ৫০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত
বিলিকৃত মূলধন ... ২০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ... ৪।৪।৪৬ ইং পর্য্যন্ত ২০,১১৭ শেয়ার ১০,০৫,৮৫০৲ টাকা
বাকী মাত্র ... ... ১৯,৮৮৩ শেয়ার

সুতা কাটিবার (Spinning) এবং অতিরিক্ত Weaving Machinery

ভারত গভর্ণমেণ্টের Textile Commissioner বিলাতের বিখ্যাত মেসিনারী সাপ্লাইয়ার কোম্পানীকে নির্দ্দেশ দিতেছেন যে, "**ন্যাশন্যাল কটন মিলের** জন্য সুতাকাটার যে সকল নূতন মেসিনারীর জন্য আপনাদিগকে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, সেই সম্পর্কে আপনাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আপনারা এই অর্ডারকে বিশেষ অগ্রগণ্য অর্ডার বলিয়া বিবেচনা করিবেন.....অর্থাৎ এই orderকে অন্যান্য সকল orderএর সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া যেন গ্রাহ্য করা হয়।"

Import License—১৯৪৬ ইং জুন মাসের মধ্যে মাল আমদানী করিবার Import License পাওয়া গিয়াছে।

ডিভিডেণ্ড:—১৯৪৩-৪৪ ইং শতকরা ৪৲ টাকা (আয়করমুক্ত)
১৯৪৪-৪৫ ইং শতকরা ৪৲ টাকা "

কে, কে, সেন,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এভারেষ্ট গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এম রহমান। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, মিশন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। গ্লাস প্রস্তুত ও বিক্রয়সংক্রান্ত ব্যবসা।

আগরওয়ালা মাইনিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অর্জ্জুন আগরওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ক্রয়, ইজারা ও দখল সংক্রান্ত ব্যবসা।

ইণ্ডিয়ান সিনেমা লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি কে পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০১-১, আর দাশ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। থিয়েটারের মালিক ও ম্যানেজার।

চক্রবর্ত্তী মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১৪, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা।

রহমতগঞ্জ ট্রেডারস্ এণ্ড কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ বীরেন্দ্রলাল রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮৯, ওয়াটার ওয়ার্কস রোড, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। খাদ্যশস্যের ব্যবসা।

দি ক্যালকাটা পাবলিসিটি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ শঙ্কর রায় চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। এড্ভারটাইজিং-এর ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ধনলক্ষ্মী মিলস্, লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। **রাজা টেক্সটাইলস্, লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নিউ মানভূম কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৭॥০ আনা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ব্রিজ এণ্ড রুফ কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ আনা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **হুগলী ডকিং এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৸০ আনা। ১৯৪৪ সালে প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কোলাবল্যাণ্ড এণ্ড মিল লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **এম্পায়ার ডাইং এণ্ড ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২॥০ টাকা। **নিউ সিটি অব বোম্বে ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২॥০ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **সুশান মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ টাকা।

গ্রাম : উদয়ের পথে

অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট

ট্রাষ্ট লিমিটেড

১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনার সঞ্চিত অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাটাইয়া লাভবান্ হইতে হইলে সত্বর আমাদের সহিত পরামর্শ করুন।

ম্যাঃ ডিরেক্টর—মিঃ কে, সি, মিত্র।

খাদ্য রেশনিং

কীভাবে আপনার সহায়তা করে

★ খাদ্যসামগ্রী রেশন করার উদ্দেশ্য — প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমপরিমাণে এবং নিশ্চিতভাবে খাদ্য সরবরাহের বন্দোবস্ত করা।

★ খাদ্যবণ্টনের একমাত্র ন্যায্য পন্থা রেশনিং — ধনীরা যা পাবে দীনদরিদ্রও তাই পাবে—খাদ্যাভাব-পীড়িত অঞ্চলের লোকেরা, খাদ্য সচ্ছল অঞ্চলের লোকদের সমানই পাবে। রেশনিং-এর সাহায্যে জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেওয়া যায় এবং মাল মজুত করা বা অতিরিক্ত লাভ করা বন্ধ করা যায়।

বর্তমানে ভারতে ৫৫৬টি সহরে ৫ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি লোক রেশনিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেশব্যাপী খাদ্যসামগ্রীর টানাটানি হওয়ার ফলে এখন আরো অনেকগুলি অঞ্চলে সহরে সহরে শিগগিরই রেশনিং-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হচ্ছে। খাদ্যশস্যের রেশনের পরিমাণ কমানো হচ্ছে।

★ **স্মরণ রাখবেন খাদ্যসংরক্ষণ করে স্বদেশবাসীদের জীবন রক্ষা করা আপনার কর্তব্য।**

★ খাদ্যরেশনিং ব্যবস্থার সহায়তা করা আপনার কর্তব্য। রেশনিং-এর বিধিনিয়মগুলি যথাযথ মেনে চলে আপনার কর্তব্য পালন করুন এবং দুস্থজনের জীবন রক্ষা করুন।

ন্যায্য দামে ® সকলের জন্য খাদ্য

নিউ দিল্লী থেকে "গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া ডিপার্টমেণ্ট অব ফুড" কর্তৃক প্রচারিত

AC-66

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা; ১২ই এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারের অবস্থা আবার বেশ 'সহজ' হইয়া উঠিয়াছে। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী দেখা গিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে 'কল' টাকার লেনদেন হইয়াছিল তাহার সুদের হার কলিকাতা ও বোম্বাইতে অপরিবর্ত্তিতই ছিল; কলিকাতায় সুদের হার ছিল শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাই-এ শতকরা ।০ আনা। আমানতের সুদের হারেও কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সম্ভবতঃ সাময়িকভাবে ট্যাক্স আদায় বন্ধ রাখা এবং ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ বন্ধ থাকাতেই টাকার বাজারে এই 'সহজ' ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

আলোচ্য সপ্তাহের গোড়ার দিকে বিনিময় বাজারে সেরূপ কাজকারবার হয় নাই। কিন্তু পরে 'রপ্তানী'র কাজকারবার হইয়াছে যথেষ্ট। রপ্তানীর যোগান বেশী ছিল সত্য, কিন্তু রেমিট্যান্সের চাহিদা ছিল আরও অনেক বেশী। ফলে এ সপ্তাহেও ব্যাঙ্কসমূহ ষ্টার্লিং, বিশেষ করিয়া এপ্রিল/মে ডেলিভারির ষ্টার্লিং বিশেষভাবে কিনিতে থাকে। তবে বিনিময় বাট্টার হারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বাট্টার হার নীচে দেওয়া হইল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৩/৪ পেঃ
ঐ দর্শনী (" ")	" " " "
ডি. এ. তিন মাস (" ")	১ শিঃ ৬৩/৪ পেঃ
ডি. এ. চার মাস (" ")	১ শিঃ ৬৩/৪ পেঃ
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৯শে মার্চ্চের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২১৮ কোটী ৭৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১,২২০ কোটী ৮১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২২০ কোটী ৮৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। গত ২৯শে মার্চ্চ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০০ কোটী ৭৯ লক্ষ ৭২ হাজার ও ২৯৬ কোটী ৩৭ লক্ষ ২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০০ কোটী ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ও ২৯৬ কোটী ৪৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৪ কোটী ৮৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ও ২৯৬ কোটী ৮৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১২ই এপ্রিল—গত সপ্তাহের শুক্রবার বাজার বন্ধের সময় কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে যে উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার তাহা সম্পূর্ণভাবেই অব্যাহত থাকে; মঙ্গলবার সোমবারের উন্নতি ত অব্যাহত থাকেই, পরন্তু সোমবার অপেক্ষাও মঙ্গলবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দরও বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহের বুধবার 'রামনবমী' উপলক্ষে কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে। বৃহস্পতিবারও কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের দরের গতি সাধারণভাবে চড়তির দিকে ছিল। অদ্য শুক্রবার সাধারণভাবে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনি অনেকটা ব্যাহত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে ন্যাশনাল টুবাকো, আগরপাড়া জুট, ইণ্ডিয়ান কেবলস্, করণপুরা ডেভেলপমেণ্ট এবং সাউথ করণপুরার মূল্য বৃদ্ধি কলিকাতার শেয়ার বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহেও কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০৩।৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল; শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০১।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ১০২॥৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ১১৪॥৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকল শেয়ারসমূহের দরের উঠানামা কলিকাতার শেয়ার বাজারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অকল্যাণ্ড ৪৭৫৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৬৭৪৲ টাকা, কামারহাটি ১০০৪৲ টাকা, নদীয়া ১৯৫৲ টাকা, প্রেসিডেন্সী ১৬॥০ আনা, রিলায়েন্স ১১৭॥০ আনা, কাঁকনাড়া ৮৪২৲ টাকা, হাওড়া ১৩১।৶০ আনা, ডালহৌসী ৫০৮৲ টাকা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৪৩৭৲ টাকা এবং এলায়েন্স ৯৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিলেও, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার কয়লা-খনির বিভিন্ন শেয়ারসমূহের দরে অনেকটা অবনতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে বরাকর ৫২॥৶০ আনা, তালচের ১৪৸৶০ আনা, রাণীগঞ্জ ৭১৲ টাকা, ইকুইটেবল ৮৫॥০ আনা, সাউথ করণপুরা ৪৭।৶০ আনা, ভুলনবরারি ৩৪৶০ আনা, নিউচুরুলিয়া ১৪॥৶০ আনা, ভালগোরা

মূল্য কমিল !!!
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।
লিখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা ও গোধুলিয়া, বেনারস।

বেলেঘাটা ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—বেলেঘাটা (ফোন বি বি ৫৬৬৪)
* ক্লিয়ারিং সুবিধাযুক্ত, স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
* ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সর্ত্ত সহজ ও সুবিধাজনক।
* পরিচালকবর্গ আস্থাভাজন, সেবাপরায়ণ, সৎ ও শক্তিমান।
শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৩ ও ৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ঃ শাখাসমূহ ঃ
শ্যামবাজার, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিমতলা, হাটখোলা, তারকেশ্বর, ভদ্রক, বগুড়া, বাগেরহাট, কালিম্পং, দার্জ্জিলিং, ঢাকা, শিলিগুড়ি, ইছাপুর, কৃষ্ণনগর, ঝাড়গ্রাম, বেলুড়, মেদিনীপুর, হাওড়া, রাজসাহী, সূত্রগড়, বালি, রাণাঘাট, শালিমার, বাঁকুড়া, বালেশ্বর, শান্তিপুর, গিড্‌নি, কদমতলা।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস চক্রবর্ত্তী।

৩৩৸০ আনা এবং নিউ বীরভূম ৫৪॥০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেলেও, সপ্তাহের শেষের দিকে সামান্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে নিউ ভিক্টোরিয়া ৮॥৵০ আনা, কানপুর টেক্সটাইলস ১৭।০ আনা, এলগিন ৮৪৲ টাকা, কেশোরাম ২৯।০ আনা, বঙ্গশ্রী ১৫।৵০ আনা এবং বঙ্গেশ্বরী ৮।৵০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের দরের উঠানামা কলিকাতার শেয়ার বাজারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৫৮॥৵০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৫৩॥৵০ আনা, কুমারধুবী ১৩॥০ আনা, ব্রেইতওয়েইট ১৯৸০ আনা, জেসপ ৩৫৸০ আনা, মার্শালস ১০৸৵০ আনা, ভার্ত্তিয়া ৩২৵০ আনা, ন্যাশনাল আয়রণ ১৩।৵০ আনা এবং বার্ণ ৫৩৩৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১২ই এপ্রিল—খাদ্যবরাদ্দ হ্রাসের প্রতিবাদে কলিকাতার চটকল এলাকায় যে শ্রমিক ধর্ম্মঘট গত তিন সপ্তাহ যাবৎ চলিতেছে আলোচ্য সপ্তাহেও তাহার বিশেষ সুরাহা হয় নাই। ধর্ম্মঘট এবং কয়লা সরবরাহের গোলযোগে আলোচ্য সপ্তাহের গোড়ার দিকে প্রায় অর্দ্ধেকসংখ্যক তাঁত বন্ধ ছিল। তবে সোমবারে কয়লা সরবরাহের কিছুটা উন্নতি ঘটে। কিন্তু ধর্ম্মঘট চলিতেছেই।

মঙ্গলবার কাষ্টসম্ অফিস হইতে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, এখন হইতে ব্রহ্মদেশ ও সুদূর প্রাচ্যে পাটজাত দ্রব্য নিজেদেরই রপ্তানী করা চলিবে—তবে রপ্তানী নির্দ্দিষ্ট 'কোটা'র বেশী হইতে পারিবে না। পুরাতন বা নূতন রপ্তানীকারী-দিগকেও রপ্তানী লাইসেন্স দেওয়া হইবে। যুদ্ধের আগে ব্রহ্মদেশ ও সুদূর প্রাচ্যই ছিল 'হেভি গুডসের' প্রধান বাজার—ভারতের মোট 'হেভি গুড্স্'-এর ⅔ ভাগই রপ্তানী করা হইত এই সব বাজারে। তাই এইসব বাজারে মাল রপ্তানীর সুযোগের খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে 'হেভি গুড্স্'-এর বাজার বেশ সতেজ হইয়া উঠে।

সন্তোষজনক বুনানীর খবর আসায় আলাদা পাটের বাজারে সরবরাহ বাড়িয়া উঠে; মিলমালিক-গণও এই সুযোগের সুবিধা গ্রহণ করে।

গুল্ড ক্রপ ইণ্ডিয়ান জাত মার্কা পাট সর্ব্বোচ্চ দরে এবং পরে ।০ আনা কম দরে বেচাকেনা হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রীক্ট সর্ব্বোচ্চ দরের ॥০ আনা কম দরে বিক্রয় হইয়াছে।

নিউ ক্রপ ইউরোপীয়ান মার্কা সর্ব্বোচ্চ দরে বেচাকেনা হইয়াছে এবং ইউরোপীয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড মার্কারও দর ছিল সর্ব্বোচ্চ। সুপারভাইজড্ ইণ্ডিয়ান জাত মার্কা পাটের কাজকারবার মোটামুটি ভালই হইয়াছে। দরও ছিল ।০ আনা কম। ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রীক্ট-এর দর ছিল সর্ব্বোচ্চ দরের ॥০ আনা কম। বন্ধের দিকে ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রীক্ট মিডল-এর দর ছিল ৫৸০ আনা এবং বটম-এর দর ছিল ১২৸০ আনা।

আলোচ্য সপ্তাহেও পাটজাত দ্রব্যের বাজারে সেরূপ কাজকারবার হয় নাই। মিলগুলিও বিশেষ কাজকারবার করে নাই। সর্ব্বোচ্চ দরে অক্টোবর/ডিসেম্বর এবং অক্টোবর/মার্চ্চ চটের বেচাকেনা করিতে কোনই বেগ পাইতে হয় নাই। সুদূর প্রাচ্যে রপ্তানীর সম্পর্কে কাষ্টম কর্ত্তৃপক্ষের উপরোক্ত ঘোষণার ফলে রপ্তানীকারীরা বেশ 'গরম' হইয়া উঠে এবং সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 'বি' টুইল, হেভি কীজ এবং কর্ণস্যাকের কাজকারবার খুব ভালই চলে।

বাজার বন্ধের মুখে 'হেভি গুডস' এর দর আট আনা বার আনা চড়িয়া যায় এবং সর্ব্বোচ্চ দরেও কাছাকাছি ডেলিভারির 'হেভি গুডস' পাওয়া যায় নাই। জুলাই/সেপ্টেম্বর হেভি কীজ ৬৭৲ টাকা, 'বি' টুইল ৬৫৸০ আনা, লিভারপুল ৭৪।০ আনা এবং অক্টোবর/ডিসেম্বর হেভি কীজ ৬৬॥০ আনা, 'বি' টুইল ৬৫॥০ আনা, কর্ণস্যাক ৬৭৲ টাকা ও লিভারপুল ৭৩৸০ আনা দরে বেচাকেনা হইয়াছে।

মফঃস্বলের বাজারে সামান্য আমদানী দেখা গিয়াছে। বুনানীর কাজ ভালই চলিতেছে—বোনা ক্ষেতে চারাও দেখা যাইতেছে ভালই। নদীজলও স্বাভাবিকভাবেই বাড়িতেছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১২ই এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের উঠানামা কলিকাতার শেয়ার বাজারের অন্যতম প্রধান ঘটনা। আলোচ্য সপ্তাহে সোমবার ও মঙ্গলবার কলিকাতায় প্রতি ভরি সোনার দর যথা-ক্রমে ৯৯।০ আনা ও ৯৯৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু অদ্য শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর দাঁড়াইতেছে ৯৮৸৵০ আনা। বোম্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার ও মঙ্গলবার প্রতি ভরি সোনার দর ছিল যথাক্রমে ৯৯॥০ আনা ও ৯৯৲ টাকা। গত বৃহস্পতিবার ও অদ্য শুক্রবার তাহা ৯৮॥০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। অদ্য কলিকাতা ও বোম্বাই-এর বাজারে প্রতিখণ্ড গিনি যথাক্রমে ৬৬৸০ আনা ও ৬৮॥০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাই-এর বাজারে রূপার দরের উন্নতি সপ্তাহের আগা-গোড়াই অব্যাহত থাকে। রূপার চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগানের স্বল্পতাই ইহার প্রধান কারণ। তাছাড়া লাভান্বেষিগণও রূপা মজুদ ব্যাপারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন; রূপার মূল্যবৃদ্ধির ইহাও অন্যতম প্রধান কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি শত ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দাঁড়াইতেছে যথাক্রমে ১৬৪॥৵০ আনা ও ১৬৫৲ টাকা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৬৪।০ আনা ১৬৬॥০ আনা।

NOTHING IS STRONGER
THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.
P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA.
Phone : Cal. 3436

খাদ্যসমস্যার সমাধানকল্পে
পলাসীতে পোল্ট্রী ও ফিসারীর কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।
শীঘ্রই ভাল লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাইবে, আশা করা যায়।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।
ম্যানেজিং এজেন্টস্ঃ
সানরাইজ ফার্মস লিমিটেড
৩৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, (দক্ষিণ) কলিকাতা।

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স
লিঃ
হেড অফিস : ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৫৩৮০

সাবান প্রস্তুতের
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
ফোনঃ—
বড়বাজার ঃ—১৩৯৭ অফিস
" ঃ—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৫ই এপ্রিল	৮ই এপ্রিল	৯ই এপ্রিল	১০ই এপ্রিল	১১ই এপ্রিল	১২ই এপ্রিল
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৯৮৸/০	৯৯/০	৯৯৵০		—	৯৮৸/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৯৯৲	৯৯॥০	৯৯৲		৯৮॥০	৯৮॥০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৬৩॥০	১৬৩৸০	১৬৩।০		—	১৬৪॥৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৬৪॥৵০	১৬৫৲	১৬৪॥৵০		১৬৪৲	১৬২৸৶০
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৬৭।০	৬৬৸০	৬৬৸০		—	৬৬৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৬৯৲	৬৯৲	৬৮॥০		৬৯৲	৬৮॥০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲		৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	—	—		১০১।০	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০৩॥৵০-১০৩৶	—	১০৩।৶০-১০৩।৵		১০২৸০	১০৩/০-১০২৸০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	—	—		—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—	১০২।/০		১০২॥৶০	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	১১৪॥৵০-১১৪।৵০	—		—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—		—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫৭॥৶০-৫৭।৵০	৫৮॥০-৫৭৸৵০	৫৮॥৵০-৫৮৶০		৫৭॥/০	৫৭॥/০-৫৭৶০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৫২৸/০-৫২।৶০	৫৩॥৵০-৫৩৵০	৫৩৸৶০-৫৩॥০		৫২৶০	৫২৸০-৫২।০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১২৸৶০	—	১৩॥০-১৩।০		১৩৵০	১৩।/০-১৩৵০
ব্রেইতওয়েইট ...	—	১৮৲-১৭৸৵০	১৯॥০-১৮।০		১৯৸০-১৮৸৵০	১৯৸০-১৮৸৶০
জেসপ ...	৩২।৵০	—	৩৩।৵০-৩২৸৵০		৩৫৸০	৩৫৶০
মার্শালস ...	১০॥০-৯৸০	১০॥৵০	১০৸৵০-১০।৵০		—	১০॥/০-১০।৵০
ভার্ত্তিয়া ...	—	—	৩২॥৵০-৩২।৵০		৩২॥০	৩২।০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১৩৵০-১২৸/০	—	১৩।৵০-১৩৵০		১৩৵০-১৩৲	—
আর্থার বাটলার ...	—	—	—		—	—
বার্ণ ...	—	—	—		—	৫৩৩৲
খনি—বার্ম্মা কর্পোরেশন ...	৬॥০-৬।৶০	৬॥০-৬।৶০	৬॥/০-৬।৶০		৬॥০-৬।০	৬।৵০-৬৶০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৫৵০	৫॥০-৫।০	৫।৵০-৫।/০		—	৫৵০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫৬৲	—	১৫৮৲-১৫৭৲		১৫৯॥০	১৬৪৲-১৬০৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	১০০॥০	—	১০০৲		—	—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—		১৬॥০	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪॥০-১৪।৶০	—	—		১৪॥৵০-১৪॥০	১৪॥৶০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫৲	১৫।০	১৫৲		১৬/০-১৬৲	১৫।৵০-১৫।০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—		—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	১২৲-১১৸০	১৩৵০-১৩৲	—		—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—		—	৫৩।০-৫২৲
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—		—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৯৵০-৪৮॥/০	৫১৲-৫০৵০	৫২॥৵০-৫১॥০		৫১।৵০-৫০৸০	৫১।০
তালচের " " ...	—	১৪৸৵০-১২।০	১৪৸০-১৪।০		১৪॥৵০-১৪৲	১৪৵০
রাণীগঞ্জ " " ...	৬১৸০	—	৭১৲-৬৬৲		৬৬৸০-৬৬।০	৬৬।০
ইকুইটেবল " " ...	৮০॥০-৮০।৶০	৮৪৲-৮২৲	৮৫।০-৮৪৲		৮৫॥০-৮৪।০	৮৫॥০
সাউথ করণপুরা " ...	৪২৲-৪১৸৵০	৪৪।৵০-৪৩৸৵০	৪৭।৶০-৪৪৶০		৪৬॥০-৪৬।০	৪৬৲
ভুলনবরায়ি ...	—	—	৩৪৲-৩৩।৵০		৩৪৲	৩৪৵০
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	৭০৲		—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	—	—	১৪॥৶০-১৪॥০		—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	—	—		৪৭॥০-৪৫৸৵০	৪৬॥৵০
ভালগোরা ...	—	৩৩৲-৩২৸০	৩৩।৵০-৩৩/০		৩৩৸০-৩২৸৵০	৩২৸৵০-৩২৸০
নিউ বীরভূম ...	—	৫১॥০	৫৪॥০-৫২৸০		৫৩॥০-৫৩৵০	৫২৸৵০-৫২।০

বাজার বন্ধ

দি
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)
৩১-৩-৪৬ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমাসহ), ও সংরক্ষিত তহবিল	৩৩,৫৩,৪০৬৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	২,৩০,৪৬,৯৪৮৲
আমানত	৪,০৭,০২,৩৪১৲
কার্য্যকরী মূলধন	৪,৭৮,৬৫,৬৪২৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন
ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস—কুমিল্লা
স্থাপিত—১৯২৮ ইং
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫, লোয়ার চিৎপুর রোড।
দক্ষিণ কলিকাতা ব্রাঞ্চ—
১৪০এ, রাসবিহারী এভিনিউ (দেশপ্রিয় পার্কের দক্ষিণ)

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৫ই এপ্রিল	৮ই এপ্রিল	৯ই এপ্রিল	১০ই এপ্রিল	১১ই এপ্রিল	১২ই এপ্রিল
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮।৶০-৮।০	৮॥৶০-৮।৶০	৮॥৶০-৮॥/০	বাজার বন্ধ	৮॥০	৮॥০-৮৶০
বেনারস	—	—	—		—	—
কাণপুর টেক্সটাইলস্	১৫॥৶০-১৫॥০	১৬।০	১৭।০-১৬৶০		১৬।৶০-১৬	১৬।৶০-১৬৶০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ	—	৮৩৸০-৮৩	৮৪		৮৩।০-৮৩	৮৩।০-৮২৸৶
কেশোরাম	২৮৶০	—	২৯।০-২৮৸৶০		—	২৭॥/০
বঙ্গশ্রী	১৫।৶০-১৫।০	১৫।৶০-১৫।০	১৫।৶০		১৫।৶০-১৫।৶০	১৫।০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্	৮৶০-৮৶০	৮৶০	৮৶০		৮।৶০-৮।/০	৮।৶০-৮।/০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	—	—	৩০৫		৩০৬	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ	—	—	২৭৸০-২৭॥৶০		২৭৸০	২৭॥/০
টিটাগড়	৫৯॥৶০-৫৯	৬৫।০-৬২।৶০	৬৭-৬৪৸/০		৬৫-৬৪	৬৪৸৶০-৬৪৶০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ	—	৪৭৪	৪৭৪		৪৭৫	৪৭২
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ	—	—	৬৭৪-৬৬৮		৬৭৩-৬৭০	৬৬২-৬৫৪
কামারহাটি " " "	৯৯৩-৯৯২	—	১০০৪		৯৯৭	৯৯৪-৯৮৪
নদীয়া " " "	১৮৯-১৮৭	১৮৯	১৯৫-১৯২		১৯১-১৮৮	১৮৮-১৮৬॥০
প্রেসিডেন্সী " " "	১৫৸৶০-১৫॥০	—	১৬॥০-১৬		১৬/০-১৫৸৶০	১৫৸/০-১৫॥৶০
রিলায়েন্স " " "	১১৩॥০-১১৩	১১৬	১১৭॥০-১১৬		১১৬।০-১১৫॥০	১১৬॥০-১১৫৸০
কাঁকনাড়া " " "	—	—	৮৪০		৮৪২-৮৩০	৮৩০-৮২৫
হাওড়া " " "	১৩১-১৩০॥৶০	১৩১॥০-১৩০৸৶০	১৩২		১৩১।০-১৩০।০	১৩১।৶০-১৩০৸/০
ডালহৌসী " " "	৪৯৯-৪৯৬	—	৫০৮-৫০২		৫০১-৪৯৭	—
বজবজ " " "	—	—	—		—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " "	৪২৬-৪২৫	—	৪৩৭-৪৩২		৪৩২-৪২৪	—
এলায়েন্স " " "	৯৮০-৯৭০	—	—		৯৮০	৯৭৭
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ	১৫।০-১৫৶০	—	—		১৫।৶০-১৪৸৶০	১৫।০-১৫৶০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ	৪৬॥৶০-৪৬।৶০	৪৭-৪৬।০	৪৭॥০-৪৬৸৶০		৪৭॥৶০-৪৭।০	৪৭।৶০-৪৬৸০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ	৩৮॥৶০-৩৭৸৶০	৩৯।০	৪০৸০-৩৯৸৶০		৩৯॥৶০-৩৮৸৶০	৩৮৸৶০-৩৮৶০
চা বাগান—চন্দননগর টি	—	—	—		—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " "	—	—	—		—	—
কল্যাণী " " "	—	—	৫৪		৫৬-৫৫	—
লেবং এণ্ড মিনারেল	—	—	—		—	—
তেজপুর " " "	২৮॥০	২৮৸৶০	২৮৸০		২৮৸০	২৯-২৮৸৶০
বিশ্বনাথ " " "	৫০॥০	—	—		৫০॥০	৪৯
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ	১৭।০	—	১৭।৶০		—	১৭।৶০-১৭
বি আই কর্পোরেশন	১০॥০-১০।৶০	১০॥৶০-১০॥০	১০৸০-১০॥০		১০॥/০-১০॥০	১০॥৶০-১০॥০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	—	—	১৯৪		১৯৫॥০-১৯৪	১৯৬-১৯৫
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	১৭/০-১৬॥৶০	১৭।০	১৭।০-১৭		১৭।০-১৭৶০	১৭৶০-১৬॥৶০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ	৩১৪-৩১২	৩১৯	৩২৮-৩২৪		৩২০-৩১৭	৩১৪-৩১২
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " "	—	—	২৮/		২৫।০-২৫/০	২৫।০-২৪৸৶০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস	—	—	—		১৭৸০-১৭।৶০	১৭॥০-১৭।৶০
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স	—	—	—		১০৸০-১০॥০	১১-১০॥৶০
হিন্দুস্থান মোটরস্	—	—	১০৶০-১০/০		—	—

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

অক্ষয় কুমার লাহা

টেলিগ্রাম মার্কা সিমেণ্ট কলার

বা ড়ী র ক বাবহারের জন্য

১নং ২ ক্যাভেন্ডার স্ট্রীট কলিকাতা

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

পোষ্ট বক্স—২২৮২ স্থাপিত—১৯২৮ ফোন—বি, বি, ৫৬৩৮

হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

শাখা অফিস :—জাকলাবান্ধা (আসাম), মাণিকতলা (কলিকাতা)

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—মিঃ এস, বি, বিশ্বাস

রেজিষ্টার্ড অফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ টেলিগ্রাম ষ্ট্রীট বি.বি.২৭৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

—সুদের হার—

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড্ অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : কলি: ৪৭১৯
স্থাপিত :—১৯১০ ইং গ্রাম :—'MOHABANK'
সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ১৫,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী তহবিল ১,৫০,০০,০০০৲ টাকার উপর

আমানত রাখিবার সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।

অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা সুপরিচালিত। দেশের সর্ব্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে। সুষ্ঠু পরিচালনা এবং কর্ম্মতৎপরতার দরুণ সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ

হিন্দুস্থান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :- ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

শাখা

গৌহাটি, তেজপুর, নলবাড়ী, মাজবাট, বর্দ্ধমান, জামসেদপুর, বহুবাজার।

চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জে, কে চৌধুরী এম,এ, প্রিন্সিপাল বিদ্যাসাগর কলেজ—
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এম, কে চক্রবর্ত্তী বি,এ,

আমাদের—

মার্জিন ডিপোজিট স্কীমে

টাকা খাটাইয়া আপনার অর্থের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন।

পরিমিত অর্থে পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করাই এই স্কীমের একমাত্র উদ্দেশ্য। সবিশেষ জানিবার জন্য পত্র লিখুন।

পত্র লিখিলে আমাদের—
সাপ্তাহিক শেয়ার মার্কেট রিভিউ পাঠান হয়।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স

টেলিগ্রাম : Commersynd
সিণ্ডিকেট লিমিটেড
৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : বি, বি, ৪৮৫৭

টি, দে, এম-এ, এফ-আর-জি-এস, (লণ্ডন)
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর।

বি, এল, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, বি-এল
ম্যানেজার।

C S/9-U. P. S.

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য এবং অদ্যকার দিনের সর্ব-প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির সঙ্গে তাল রেখে চলবার উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান-কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট ও সজাগ।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এবং শাখাসমূহ।

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 22nd April, 1946, সোমবার, ৯ই বৈশাখ, ১৩৫৩ [৪৯শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার মূল্য

বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার মূল্য হঠাৎ চড়িয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন কোম্পানীর কাগজের দর বৃদ্ধি পাওয়া ও অন্য অনেক ব্যাঙ্কের শেয়ার মূল্য বাড়িয়া উঠাই উহার কারণ। আবার কাহারও কাহারও মতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সম্পর্কে ভারত সরকারের অর্থসচিব সম্প্রতি যে উক্তি করিয়াছেন তাহার ফলেই ঐ ব্যাঙ্কের শেয়ার মূল্য চড়িয়া উঠিবার কারণ ঘটিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে 'ফিনান্স বিল' বা রাজস্ব বিল আলোচনা প্রসঙ্গে কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অদ্যাপি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইতেছে না বলিয়া অভিযোগ করেন। তদুত্তরে অর্থসচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্ জানান, "অদূরভবিষ্যতে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সরকারীভাবে খাস করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইবে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।" রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতি ১০০ টাকার শেয়ারের বাজার দর ছিল ১৫৭৲ টাকা। ঐ উক্তির পর ক্রমে বাড়িয়া তাহা ১৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। বর্ত্তমানে যদিও উহা আবার কিছু নামিয়া গিয়াছে তথাপি পূর্ব্বের তুলনায় উহার মূল্য এখনও খুব বেশীই বলা চলে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার প্রস্তাব ঐ ব্যাঙ্কের শেয়ার মূল্য চড়িবার প্রধান কারণ কিনা তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তবে জাতীয়করণ নীতি অবলম্বিত হইলে অংশীদারদের বিশেষ লাভ হইবে বলিয়া বাজারের কোন কোন মহলে যে একটা ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, আর সে ধারণা যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধিতে অন্ততঃ কতক পরিমাণ সাহায্য করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইলে উহার সকল শেয়ার সরকারীভাবে কিনিয়া লওয়া হইবে। ইহাতে কোন অংশীদারই শেয়ারের সাবেক মূল্য হইতে বঞ্চিত হইবে না। তাহা ছাড়া বাজারে গুজব উঠিয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার আদায়ী মূলধনের সমপরিমাণ যে মজুত তহবিল গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাও অংশীদারদেরই প্রাপ্য হইবে। সে হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে জাতীয়-করণ নীতি অবলম্বিত হইলে প্রত্যেক অংশীদার তাহার ক্রীত শেয়ারের দ্বিগুণ মূল্য পাইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইলে উহার অংশীদাররা শেয়ারের নির্দ্দিষ্ট দাম পাইবে সত্য, কিন্তু কোন অবস্থায় মজুত তহবিল যোগ হইয়া তাহা যে দ্বিগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে সে সম্ভাবনা আমরা মোটেই দেখিতেছি না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৫৭নং ধারায় স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, ঐ ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে গেলে উহার মজুত তহবিলের শতকরা ৭৫ ভাগ সপারিষদ বড়লাট বাহাদুরের হাতে দেওয়া হইবে। বাকী শতকরা ২৫ ভাগ অংশীদাররা পাইবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে দেওয়া হইলে কোন অবস্থায়ই শেয়ার মূল্যের উপর ঐ ব্যাঙ্কের প্রতি বৎসরের হিসাবে (for each year after the commencement of this Act) অংশীদারদের শতকরা ১ ভাগের বেশী অতিরিক্ত পাওনা দাঁড়াইবে না। ঐ ব্যবস্থা দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি সরকারীভাবে খাস করিয়া লওয়া হয় তবে যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসাবে উহার ১২ বৎসর কালের অস্তিত্বের কথা বিবেচনা করিয়া প্রতি ১০০ টাকার শেয়ারের জন্য উহার অংশীদাররা ১১২ টাকা মাত্রই পাইতে পারেন। এই অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া ঐ ব্যাঙ্কের শেয়ার মূল্য চড়াইয়া দেওয়ার যৌক্তিকতা আমরা কিছুই দেখিতেছি না।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১২৪৩-৪৯
ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা	১২৫০-৫২
বাঙ্গলার সুপারির ব্যবসায়	১২৫৩-৫৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১২৫৫-৫৬
খেয়ালীর খাতা	১২৫৭-৫৮
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১২৫৯-৬১
কোম্পানী প্রসঙ্গ	১২৬২-৬৩
বাজারের হালচাল	১২৬৪-৬৮

মৃত্যুকর ও বীমা ব্যবসায়

ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্ এদেশে মৃত্যুকর বা উত্তরাধিকার কর প্রবর্ত্তনের জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিল উপস্থিত করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি পরলোক গমন করিবার সময়ে ১ লক্ষ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তি (কৃষিজাত সম্পত্তি বাদে) রাখিয়া গেলে ঐ বিল অনুসারে তাহার উপর হইতে একটি

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

টেলিঃ—Rainbow স্থাপিত—১৯৩১ ফোন : পি, কে ২৬৮১

হেড অফিস—ভবানীপুর, কলিকাতা।

—ঃ ব্রাঞ্চ ঃ—

কলিকাতা: ডালহৌসী স্কোয়ার, বড়বাজার, নিউ মার্কেট

বেঙ্গল: ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, বাকুড়া

বিহার: ঝরিয়া, হাজারীবাগ, কাতরাসগড, পুরুলিয়া, রাঁচী, পাটনা, জামসেদপুর, ধানবাদ

উড়িষ্যা: কটক (চৌধুরীবাজার), খুরদা রোড, আঙ্গুল, বেরহামপুর (গঞ্জাম), পুরী

আসাম: গৌহাটী, তেজপুর, চারালী, শ্রীহট্ট

ইউ, পি ; সি, পি: বেনারস, নাগপুর

—ঃ পে আফিস ঃ—

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, বেহালা, ইছাপুরা (ঢাকা), আসানসোল, মেদিনীপুর, ভাগলপুর, সম্বলপুর, কিডকেণ্ড (বিহার), খুরদা, কেন্দ্রাপাড়া, সোনপুর (ই, এস, এ)

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বি, মুখার্জ্জী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

কর আদায় করার ব্যবস্থা হইবে। সম্পত্তির বিধিসঙ্গত উত্তরাধিকারীদিগকে সেই কর দিতে হইবে। প্রদেশ-সমূহে আর্থিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে সাহায্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত কর প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা দ্বারা পরোক্ষ-ভাবে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের প্রসার সম্পর্কেও যথেষ্ট সাহায্য হইবে। মৃত্যুকর বলবৎ থাকার জন্য ইংলণ্ড ও অন্য অনেক দেশে বিত্তশালী লোকদের পরলোক গমনের পর তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে প্রচুর টাকা রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব হইতে নগদ টাকার সংস্থান না রাখিলে ঐরূপ কর দিতে গিয়া উত্তরাধিকারী-দিগকে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হয়। অন্য কোন উপায় না থাকিলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কর প্রদান করিতে তাঁহারা বাধ্য হন। নিজেদের অর্জ্জিত সম্পত্তি মৃত্যুর পর এইভাবে বিকাইয়া যাউক, ইহা অনেক বিত্তশালী লোকই চান না। এইজন্য মৃত্যুর পর যাহাতে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কর দিতে না হয় সেজন্য অনেক ধনী ব্যক্তি ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের সুবিধার্থ মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রচুর টাকা বীমা করিয়া যান। আজীবন বীমা পলিসি (Whole Life Insurance Policy) এই ক্ষেত্রে তাঁহারা খুবই উপযোগী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। মৃত্যুর পর এই সব পলিসির টাকা উত্তরাধিকারীদের হাতে আসে। একসঙ্গে প্রচুর নগদ টাকা পাইয়া তখন উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তি বিক্রয় বা হাতছাড়া না করিয়াই মৃত্যুকর পরিশোধ করিতে পারেন। ইংলণ্ডের ধনী লোকদের ভিতর এই কারণে আজীবন বীমা পলিসি গ্রহণের রীতি খুবই প্রচলিত। এই রীতি প্রচলিত থাকার জন্য বীমা ব্যবসায়ের প্রসারও ইংলণ্ডে খুবই বেশী। ভারতবর্ষে মৃত্যুকর প্রবর্ত্তিত হইলে উত্তরাধিকারীদের পক্ষে যাহাতে সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া ঐ কর প্রদানের সুবিধা হয় সেজন্য এদেশেও বহু বিত্তশালী লোক মৃত্যুর পূর্ব্বে উপযুক্ত টাকার বীমা করিতে চাহিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কাজেই মৃত্যুকর বলবৎ হইলে পরোক্ষভাবে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের প্রসারের পক্ষে তাহা সহায়ক হইবে, সন্দেহ নাই।

ট্রেড ইউনিয়ন স্বীকৃতির প্রশ্ন

ভারত সরকারের শ্রমিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ডাঃ আম্বেদকর কেন্দ্রীয় পরিষদে ট্রেড ইউনিয়ন স্বীকৃতি বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন। বিলটী সরাসরি আলোচনা না করিয়া সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর কথা হইয়াছিল এবং ডাঃ আম্বেদকর তজ্জন্য একটী প্রস্তাবও পেশ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ বিলটীর তীব্র বিরোধী জানিতে পারিয়া গবর্ণমেণ্ট বিলটী বর্ত্তমান অধিবেশনে উত্থাপন না করিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশনে উত্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে কি সুবিধা হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। মুসলিম লীগ তাঁহাদের অনৈতিহাসিক, অবৈজ্ঞানিক এবং অভূতপূর্ব্ব "দুই জাতি তত্ত্ব"কে শ্রমিকদের সঙ্ঘ গঠনের ব্যাপারেও প্রয়োগ করিতে যাওয়াতেই বিপত্তির সৃষ্টি হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার না দিলে মুসলিম লীগ বর্ত্তমান ট্রেড ইউনিয়ন স্বীকৃতি বিলের বিরোধিতা করিবেন। কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েই লীগের এই আবদার মানিয়া লইতে রাজী নহেন। অবশ্য, গবর্ণমেণ্ট ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিগুলিতে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের যথেষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া দিতে রাজী আছেন। আমরা এই সুবিধাদানেরও সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রমিক মাত্রেই কর্ম্মক্ষেত্রে সমান। সেখানে হিন্দু-মুসলমানের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। হিন্দু শ্রমিক ও মুসলমান শ্রমিকের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার মধ্যে সম্প্রদায়-গত কোন পার্থক্য থাকিতে পারে ইহা বাতুলেও চিন্তা করিতে পারে না। অথচ লীগ নেতারা তাঁহাদের "জাতিতত্ত্ব" প্রমাণের জন্য মুসলমান শ্রমিকদের উপর সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত ট্রেড ইউনিয়ন চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে দ্বিধা করিতেছেন না। এই নীতি ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসারে অনুসৃত হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে কি অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইবে লীগ নেতারা স্থির মস্তিষ্কে তাহা চিন্তা করিবেন কি ?

মুসলমান জনসাধারণের বিপদের সময় অঙ্গুলি-মাত্রও উত্তোলন না করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহাদের জন্য দরদে আতিশয্য দেখানো ইদানীং লীগ নেতাদের দস্তুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দরদাতিশয্যের ফলে শেষ পর্য্যন্ত মুসলমান জনসাধারণই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার স্বীকারের অর্থ গত অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী আন্দোলনের ফলে ভারতে যে শ্রমিক সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া। ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের শক্তি উপেক্ষণীয় নহে। ভারতীয় শ্রমিকদের সর্ব্বজনস্বীকৃত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দীর্ঘকাল-ব্যাপী জাতীয় সংগ্রামে বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবীকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আদর্শ। জাতীয় কংগ্রেসও এই আদর্শকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এইভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সহিত প্রগতিশীল শ্রমিক আন্দো-লনের এক নিবিড় যোগের সৃষ্টি হইয়াছে।

গঠনমূলক অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচীর দিক হইতেও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দান কম নহে। কাজেই আজ মুসলিম লীগ নেতাদের অসঙ্গত আবদারকে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ শুধু সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করিয়া দেওয়া নহে, সমগ্র জাতীয় আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা।

সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগের নীতি

কেন্দ্রীয় সরকার মাদ্রাজ গবর্ণরের প্রাক্তন এডভাইসর বা পরামর্শদাতা স্যার হিউ হুডকে ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করিয়াছেন। রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য হিসাবেও সম্প্রতি তাঁহারা মিঃ রওলারসন নামক একজন শ্বেতাঙ্গকে নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উপযুক্ত ভারতীয়দের কথা বিবেচনা না করিয়া এইসব দায়িত্বশীল পদে যথানিয়মে শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মকর্ত্তা বসাইবার রীতি দেশে যথেষ্ট বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। কংগ্রেস দলের সদস্যরা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুলতুবী প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সেই বিক্ষোভ ভালভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণ-মেণ্ট পক্ষ হইতে অবশ্য ঐ সব পদে শ্বেতাঙ্গ নিয়োগের অনেক কারণ দেখানো হইয়াছে। কিন্তু সেইসব কারণ এমনই মামুলী ধরণের যে, নিতান্ত অবান্তর কৈফিয়ৎ ছাড়া তাহাকে অন্য কোনভাবে ব্যাখ্যা করা চলে না।

১৯২২ সালের পূর্ব্বে ভারতে উচ্চ সরকারী চাকুরীতে একান্তভাবে ইউরোপীয় নিয়োগ করাই ভারত সরকারের রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেশবাসীর সঙ্গের দাবীদাওয়া অস্বীকার করিতে না পারিয়া ঐ সময় হইতে তাঁহারা ইণ্ডিয়া-নাইজেশন বা ভারতীয়করণের নীতি ঘোষণা করেন। শ্বেতাঙ্গ অফিসরের স্থলে এই নীতি অনুযায়ী ক্রমে ক্রমে সমস্ত শ্রেণীর চাকুরীতেই উপযুক্ত ভারতীয়দের নিয়োগ করার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গত ২৪ বৎসরে ইণ্ডিয়ানাইজেশন নীতির যতটুকু প্রসার আশা করা গিয়াছিল তাহা কার্য্যতঃ ততটুকু ফলবতী হয় নাই। উপযুক্ত ভারতীয় পাওয়া সত্ত্বেও অনেক দায়িত্বশীল সরকারী পদ এখনও শ্বেতাঙ্গদের একচেটিয়া করিয়া রাখা হইয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে লর্ড সিংহ প্রথম ভারতীয় গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর স্থায়ীভাবে গবর্ণরের পদে মাত্র একজন ভারতীয়কে সম্প্রতি নিয়োগ করা হইয়াছে। রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যরা পূর্ব্বে সকলেই ছিলেন ইউরোপীয়। এক্ষণে মাত্র দুই একজন ভারতীয়কেই এই বোর্ডে লওয়া হইয়াছে। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতির প্রধান দায়িত্বশীল পদগুলিতে আজ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয়কে বসানো হইতেছে না। বিশ্বস্ত শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মকর্ত্তারাই এই সব অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাহা ছাড়া সমষ্টিগতভাবে সকল শ্রেণীর সরকারী চাকুরীতে এই দীর্ঘ সময়ে ইউরোপীয়ের সংখ্যা যতদূর হ্রাস করা হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল তাহা কার্য্যতঃ ততদূর হ্রাস করা হয় নাই। বৃটিশ সরকার সম্প্রতি এদেশের শাসনভার ত্যাগ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়া-ছেন। ভারতের সহিত একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য সম্প্রতি তিনজন মন্ত্রীকে তাঁহারা এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা আশা করিয়াছিলাম, পূর্ব্বে যাহাই হউক না কেন এখন অন্ততঃ সরকারী চাকুরীতে নূতন করিয়া শ্বেতাঙ্গ নিয়োগের কোন ব্যবস্থা হইবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মিঃ হিউ হুডকে ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীর পদে ও মিঃ রওলারসনকে রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য হিসাবে নিয়োগ করায় সেদিক দিয়াও আমরা আজ বিশেষভাবে নিরাশ হইয়াছি। ভারতবাসীর হাতে এদেশের শাসনভার হস্তান্তর করাই যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে দায়িত্বশীল পদে ইউরোপীয় নিয়োগ করিয়া এদেশের শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম করিয়া রাখার এ অপচেষ্টা কেন ?

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

ভারতে ব্যাঙ্কের প্রসার

ভারতে ব্যাঙ্কের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে, আর ভারত গবর্ণমেণ্ট নূতন ব্যাঙ্ক আইন প্রবর্ত্তন করিয়া নানা কড়াকড়ি ব্যবস্থা দ্বারা দেশে ব্যাঙ্ক আফিসের প্রসার নিয়ন্ত্রিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা অধিক বাড়িয়া চলিয়াছে মনে করিয়া তাহা প্রতিরোধ করিতে যাওয়ার সময় যে এখনও আসে নাই, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ যোধরাজ সম্প্রতি এক বক্তৃতায় তাহা জোর দিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে দেশীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা এখনও নগণ্য। ভবিষ্যতে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে এই অভাব আরও মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবার আশঙ্কা আছে। সে কথা বিবেচনা করিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যদি এদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সম্প্রসারণে যত্নবান না হন তবে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিই সে সুযোগ গ্রহণ করিয়া লাভবান হইবে। মিঃ যোধরাজের এ মন্তব্য দেশের একটি বড় প্রয়োজন সম্বন্ধে উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

কি ভাবে দেশে ব্যাঙ্কের অভাব মিটানো যাইতে পারে, মিঃ যোধরাজ তাঁহার বক্তৃতায় সে বিষয়েও সময়োচিত আভাষ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এদেশে (১) পুরানো সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কগুলির শাখা আফিসের সংখ্যা বাড়াইয়া, (২) নূতন ব্যাঙ্ক কোম্পানী স্থাপন করিয়া ও (৩) পুরানো সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কগুলির উদ্যোগে তাহাদের সাবসিডিয়ারী বা প্রতিপূরক ব্যাঙ্ক কোম্পানী গড়িয়া তুলিয়া এদেশে ব্যাঙ্কিংয়ের সমুচিত প্রসারসাধন করা যাইতে পারে। সাব-সিডিয়ারী ব্যাঙ্ক কোম্পানীর কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিতে গিয়া মিঃ যোধরাজ মন্তব্য করেন "দেশের অনেক অঞ্চল বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কিংয়ের আওতার বাহিরে আছে। এইসব অঞ্চলের লোকদের সঞ্চিত অর্থ যথাসম্ভব টানিয়া আনিয়া তাহা দেশের সম্পদবৃদ্ধির কাজে নিয়োগ করিতে হইলে আমানতের উপর সাধারণ সুদের চেয়ে কিছু বেশী হারে সুদ দিতে হইবে। পুরানো সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কগুলির নূতন শাখা আফিস স্থাপন করিয়া তাহাদের মারফতে এরূপ বেশী সুদে আমানত গ্রহণ করা সকল ক্ষেত্রে সঙ্গত হইবে না। সেরূপ করিতে গেলে হেড আফিসের অবলম্বিত নীতির সহিত তাহার অসামঞ্জস্য ঘটিবার আশঙ্কা আছে। এই অবস্থায় পুরানো বড় ব্যাঙ্কের পক্ষে সাক্ষাৎভাবে শাখা আফিস স্থাপন না করিয়া সাবসিডিয়ারী ব্যাঙ্ক কোম্পানী গঠন করিয়া তাহার মারফতে মফঃস্বলে ব্যাঙ্কিংয়ের কাজ প্রসার করিবার চেষ্টাই অধিকতর সঙ্গত হইবে। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় পুরানো বড় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি কার্য্যকরীভাবে যথাসম্ভব সাহায্য করিবে সত্য, কিন্তু সাবসিডিয়ারী কোম্পানী হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে উহাদের হিসাবপত্র রক্ষিত হওয়ায় সেদিক দিয়া তাহাদিগকে বিশেষ কোন ঝুঁকি নিতে হইবে না।" পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্কিংয়ের প্রসার সম্পর্কে সাবসিডিয়ারী ব্যাঙ্ক কোম্পানী গঠনের এই প্রস্তাব আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। মিঃ যোধরাজের মত অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্যক্তির এই সময়োচিত নির্দ্দেশ এদেশের বড় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা ভালভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

ব্রহ্মদেশে ধান্য চাষ বৃদ্ধির ব্যবস্থা

যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ হইতে প্রধানতঃ চাউলই বিদেশে রপ্তানী হইত। এই চাউলের অর্দ্ধেকেরও বেশী রপ্তানী হইত ভারতবর্ষে। ব্রহ্মের চাউল আনা বন্ধ হওয়ার ফলে মাদ্রাজ, বাঙ্গলা প্রভৃতি প্রদেশগুলির কিরূপ দুর্গতি হইয়াছে তাহা সুবিদিত। পূর্ব্বে ব্রহ্মে ১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে ধান্যের চাষ হইত এবং ৩৫ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী হইত। যুদ্ধের সময় ব্রহ্মে চাউল উৎপাদন হ্রাস পায়। জাপানীদের অধীনে চাউল রপ্তানীর সুযোগ না থাকায়, বহু গবাদি পশু হত্যা হওয়ায় এবং যানবাহনের অভাব থাকায় চাউলের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল। যুদ্ধের পর এই সকল সমস্যার সমাধান হয় নাই এবং এত শীঘ্র হওয়া সম্ভবও নয়। যাহা হউক, বর্ত্তমানে ধান্যচাষের জমি আরও ২০ লক্ষ একর বাড়ানোর জন্য ব্রহ্ম সরকার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহার জন্য গবর্ণ-মেণ্টের তরফ হইতে কৃষকদিগকে প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে এবং পতিত জমিতে চাষ করিবার জন্য আরও ২০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। যানবাহনের সুব্যবস্থার জন্য ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত রেলপথগুলি মেরামত করিয়া প্রায় ৮ শত মাইল রেলপথ নূতন করিয়া পাতা হইয়াছে এবং আরও ১২ শত মাইল রেলপথ মেরামতের কাজ এপ্রিল মাসেই শেষ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৃটেন হইতে চার হাজার মালবাহী লরী ব্রহ্মে পাঠানো হইতেছে। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের ধান্যচাষ বৃদ্ধির পরিকল্পনা কতটা কার্য্যকরী হইবে তাহা বলা কঠিন, তবে বাঙ্গলাদেশের অধিবাসী রূপে এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করা আমাদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক।

সংশোধিত ফ্যাক্টরী আইন

১৯৩৪ সালের ফ্যাক্টরী আইন সংশোধনের জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদে যে বিল আনা হইয়াছিল তাহা গৃহীত হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে এই সংশোধিত ফ্যাক্টরী আইন বলবৎ হইবে। এই আইন অনুসারে সারা বৎসর চালু থাকে এইরূপ কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশী এবং সারা বৎসর চালু থাকে না এরূপ কারখানা-গুলিতে শ্রমিকদের সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টার বেশী খাটান চলিবে না। অবশ্য প্রয়োজন হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি কোন কারখানাকে এই আইন হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন। উক্ত সংশোধিত আইনে 'ওভার টাইম' বা অতিরিক্ত খাটুনীর জন্য দ্বিগুণ মজুরী দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সংশোধিত ফ্যাক্টরী আইন শ্রমিকদের একটী গুরুতর অভিযোগের অবসান ঘটাইল। দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা খাটুনীর সময় নির্দ্ধারণের জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য সভ্য দেশে বহু পূর্ব্বেই ৪৮ ঘণ্টা সপ্তাহে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এতদিনে ভারতীয় শ্রমিকদের অন্যতম প্রধান দাবী গৃহীত হওয়ায় একদিকে শ্রমিক শ্রেণীর উল্লাসের কারণ ঘটিল, আর একদিকে মানবতার দিক হইতে ভারতীয় শ্রমিকদের কঠোর শ্রমের লাঘব হওয়ায় এবং সভ্য নাগরিক-রূপে শ্রমিকরা বিশ্রাম উপভোগ, জ্ঞানচর্চ্চা, সামাজিক মেলামেশা প্রভৃতির সুযোগ লাভ করায় সর্ব্বশ্রেণীর ভারতবাসীই ইহাতে আনন্দিত হইবেন। বিলটি গৃহীত হওয়ার সময় কেন্দ্রীয় পরিষদে সকল দলের সভ্যদের হর্ষধ্বনিই ইহা প্রমাণ করিয়াছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে প্রয়োজন হইলে এই আইনের আওতা হইতে কোন কারখানাকে বাদ দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই। সমস্ত প্রদেশেই জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে, কাজেই নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাঁহারা শ্রমিকশ্রেণীকে অতিরিক্ত খাটিতে বাধ্য করিবেন এমন আশঙ্কা অমূলক। কোন বিশেষ জিনিষের উৎপাদন বৃদ্ধি জনসাধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন হইলেই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি তাঁহাদের ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশরূপে

টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা টেলিফোন : ক্যাল ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত—১৯২৬)

হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত " ১২,৫০,০০০৲ "
বিক্রীত " ১২,৫০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ—১২,০০,০০০৲ টাকার উপর
কোম্পানীর কাগজ ও নগদ ৫৬,০০,০০০৲ " "
কার্য্যকরী মূলধন—১,৪০,০০,০০০৲ " "

—শাখাসমূহ—

খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কাল্না, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), রাজসাহী, নাটোর, নওগাঁ, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস, বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ) ও চাইবাসা।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রমিকশ্রেণীই অতিরিক্ত শ্রম করিতে অগ্রসর হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি। কাজেই বর্ত্তমান জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলীগুলির নির্দ্দেশ আমলাতান্ত্রিক কঠোরতার বা হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলিয়া তাহাদের নিকট প্রতিভাত হইবে না।

কাগজের অভাব

যুদ্ধের সময় কাগজের বিপুল চাহিদা মিটানো সম্ভব না হওয়ায় কঠোব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হইয়াছিল। সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলি ক্ষীণ কলেবর লইয়া কোনরূপে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল এবং অনেক সাময়িক পত্রের আয়ু শেষ হইয়াছিল। যুদ্ধের পর আর কাগজের অভাব থাকিবে না এই আশায় এতদিন সকলেই বুক বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু যতই দিন যাইতেছে ততই সে আশা চূর্ণ হইতেছে। কাগজের সরবরাহ বিশেষ কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই, নিউজ প্রিণ্ট বা সংবাদপত্রের কাগজের অভাবও চরমে উঠিযাছে। বরাদ্দ কাগজের উপর আরও শতকরা ২৫ ভাগ বেশী কাগজ ব্যবহারের যে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল তাহা ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ফলে সংবাদপত্রগুলি কিঞ্চিৎ স্ফীতি লাভ করিতে না করিতেই 'পুনর্মূষিকোভব' হইয়া শীর্ণকায় হইতেছে। এদিকে পূর্ব্বের তুলনায় পুস্তক, সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রাদির চাহিদা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। কাগজের অভাবের অর্থ জনসাধারণের জ্ঞানান্বেষণে এবং শিক্ষালাভে গুরুতর বাধার সৃষ্টি হওয়া; ইহার রাজনৈতিক গুরুত্বও কম নহে। সংবাদ-পত্রের অভাব হইলে গুজব মহারাজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন এবং ফলে নিরীহ ও অশিক্ষিত জনসাধারণ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিক্ষিত লোকেও বিমূঢ় হইয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন না।

অন্যান্য স্বাধীন দেশে অন্নবস্ত্রেব সমস্যার সহিত জ্ঞানবিস্তারেব সমস্যাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হইযা থাকে। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসন-কর্ত্তারা এ বিষযে একেবারেই উদাসীন। অন্নবস্ত্রেব সমস্যার সমাধান আজও তাঁহারা করিতে পারেন নাই; কাজেই জ্ঞানবিস্তারের সমস্যার সমাধানের মত ছোটখাট ব্যাপার লইয়া তাঁহাদের মাথা ঘামাইবার সময়ই নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে কাগজ-শিল্প প্রধানতঃ ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির করায়ত্ত ছিল। ভারতীয় কাগজের কারখানা কয়েকটি স্থাপিত হইলেও ভারতে কাগজের মোট উৎপাদন মোট চাহিদার তুলনায় কম ছিল। ১৯৩৯ সালে ভারতে মোট ৬৫,৫৯১.৫ টন কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল এবং বিদেশ হইতে মোট কাগজ আমদানী হইয়াছিল (নিউজ-প্রিণ্ট বা সংবাদপত্রের কাগজসহ সর্ব্ব প্রকার কাগজ) ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৩ শত ৫০ টন। ১৯৩৯ সালের পর বিদেশের রপ্তানী কাগজের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকায় কাগজের সঙ্কট উপস্থিত হয়। যুদ্ধের অবসান হইলেও এই সঙ্কট কাটে নাই। যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের পর বিদেশ হইতে প্রচুব কাগজ পাওয়া যাইবে তাঁহারা যে ভুল করিয়াছিলেন তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের ফলে সুইডেন প্রভৃতি ইউরোপের প্রধান কাগজ প্রস্তুতকারী দেশগুলির অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না এবং এখনও স্বাভাবিক হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পুস্তক ও পত্রিকাদির চাহিদা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অথবা পূর্ব্বের অনুরূপ চাহিদা মিটাইবার মত ক্ষমতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির নাই। কাজেই ইউরোপের এই সকল দেশের চাহিদা মিটানোই সুইডেন প্রভৃতি কাগজ প্রস্তুতকারী দেশগুলির পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিযাছে। সোভিয়েট রুশিয়ায় জ্ঞানচর্চ্চা যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে পৃথিবীর ইতিহাসে সেরূপ কখনও দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। একা সোভিয়েট রুশিয়াই নাকি সুইডেনের নিকট এই পরিমাণ কাগজ চাহিয়াছে যে, তাহা সরবরাহ করিতে হইলে সুইডেন আর কোন দেশে কাগজ যোগাইতে পারিবে না। আমেরিকা ও ইউরোপের চাহিদা মিটাইয়া কানাডা প্রভৃতি দেশগুলিও আমাদের জন্য খুব বেশী পরিমাণ কাগজ যোগাইতে পারে কিনা সন্দেহ। এই অবস্থায় ভারতে কাগজ শিল্পের দ্রুত প্রসারের চেষ্টা ছাড়া গত্যন্তর নাই। নিউজ প্রিণ্ট বা সংবাদপত্রের কাগজ আমাদের দেশে প্রস্তুতই হয় না। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী। অবিলম্বে নিউজ প্রিণ্ট উৎপাদনের উপযুক্ত কলকারখানা স্থাপনের দিকে গবর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় ধনিকদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি

ভারতে যে সব কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাদের অধিকাংশই ৩০।৪০ বৎসরের পুরানো যন্ত্রপাতি নিয়া কাজ করিতেছে। যুদ্ধের সময়ে কয়েক দল শ্রমিক নিয়া অনেক মিলে দীর্ঘ সময় কাজ চালানো হইয়াছে। উহাতেও যন্ত্রপাতির পরমায়ু বিশেষভাবে ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। ফলে এদেশে কাপড়ের কলের পুরানো যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থলে নূতন যন্ত্রপাতি বসানো আজ অত্যাবশ্যক হইয়া দেখা দিয়াছে। ভারতের কাপড়ের কলসমূহের ৫০ ভাগ যন্ত্রপাতি আজ এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, আগামী পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে এ সমস্ত পরিবর্ত্তন না করা হইলে কাপড়ের উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পাইবার আশঙ্কা আছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য ১ কোটি নূতন টাকু ও ২ লক্ষ নূতন তাঁত দরকার হইবে। ৫ বৎসরের মধ্যে ৩৩ লক্ষ নূতন টাকু ও ৫০ হাজার নূতন তাঁত বসাইতে না পারিলে বর্ত্তমানে জন-পিছু গড়ে ১২ গজ করিয়া যে কাপড়ের যোগান পাওয়া যাইতেছে তাহাও কাপড়ের কলসমূহ সরবরাহ করিতে পারিবে না। বোম্বাই পরিকল্পনায় এদেশের লোকদের জন্য মাথাপিছু বৎসরে ৩০ গজ বস্ত্র যোগাইবার কথা

খাদ্যসমস্যার সমাধানকল্পে

পলাসীতে পোল্ট্রী ও ফিসারীর কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।
শীঘ্রই ভাল লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাইবে, আশা করা যায়।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ঃ

সানরাইজ ফার্ম্স লিমিটেড

৩৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, (দক্ষিণ) কলিকাতা।

কাপড়ের ঘাটতি এবং গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা !

"বর্ত্তমানে সকলপ্রকার কাপড়ের ঘাটতি এবং সেজন্য ভারতীয় কলসমূহের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা সন্দর্শনে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার আশা আমরা করিয়াছিলাম। ভারতলক্ষ্মী সিল্ক ও কটন মিলস্ লিমিটেড সংগঠিত হওয়ায় আমাদের অনুমান সত্যই হইয়াছে। জনসাধারণের জন্য এই কোম্পানী ১০৲ মূল্যের ১,১০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার ও ২৫৲ মূল্যের শতকরা ৭৲ লভ্যাংশসহ ৩২,০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি করিতেছেন। ডাইরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ১০৲ টাকা মূল্যের ৪০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা।"

—"ক্যাপিট্যাল", ১১ই অক্টোবর, '৪৫

ভারতলক্ষ্মী সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড

টেলিগ্রাম— 'HONEYCOMB'

* রেজিষ্টার্ড অফিস *
৫।১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

ফোন— কলি: ৩৩৮১

বলা হইয়াছে। এইরূপ বেশী কাপড়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা মাথাপিছু বৎসরে ১৮ গজ কাপড় যোগাইবার একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথাও ধরি, তবে উপরোক্ত ১ কোটি টাকু ও ২ লক্ষ তাঁত ছাড়া আরও ২৪ লক্ষ টাকু ও ৬৮ হাজার তাঁত আবশ্যক হইবে। দুঃখের বিষয়, যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও বাহির হইতে অচিরে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি আমদানীর কোন সুযোগ এখনও দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের ফলে জার্ম্মানী ও জাপান শিল্প-ব্যবসায়ের দিক দিয়া যেরূপ পশ্চাৎপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বাহিরে রপ্তানীর মত কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি উৎপাদন করিতে এই দুই দেশের বহু বিলম্ব হইবে। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে নূতন করিয়া যন্ত্রপাতি উৎপাদনের তোড়জোড় সুরু হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই দুই দেশ তাহাদের নিজস্ব প্রয়োজন মিটাইতে যেরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে শীঘ্র কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি পাওয়ার আশা ভারতের নাই। দুই বৎসরের পূর্ব্বে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে ঐ দুই দেশ কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির অর্ডার গ্রহণ করিতে রাজী নহে। কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি আমদানীর এই নিদারুণ অসুবিধা দেখিয়া ভারতের বস্ত্র-সঙ্কট সমাধানের জন্য এদেশে যন্ত্রপাতি তৈয়ারের একান্ত আবশ্যকতা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি।

রেলওয়ে শ্রমিকদের জন্য সালিশীর ব্যবস্থা

সমগ্র ভারতবর্ষ ছাঁটাই ও মজুরী হ্রাসের সম্মুখীন হওয়ায় রেলওয়ে শ্রমিদের মধ্যে যে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সকলেই উদ্বেগ বোধ করিতেছেন। মওলানা আজাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ রেলওয়ে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মিটাইবার জন্য এবং জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধানের নিমিত্ত সালিশী নিয়োগের জন্য ইতিপূর্ব্বেই আবেদন জানাইয়াছেন। কিন্তু এযাবৎ গবর্ণমেণ্ট উহাতে কর্ণপাত না করায় রেলওয়ে শ্রমিকরা ধর্ম্মঘটের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ইতিমধ্যেই বহুস্থানে ধর্ম্মঘট সম্পর্কে ভোট গৃহীত হইয়াছে বা হইতেছে। ১৬ই এপ্রিল সংবাদ পাওয়া যায় যে, গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে শ্রমিকদের দাবী বিবেচনার জন্য এডজুডিকেশন বোর্ড বসাইতে সম্মত হইয়াছেন। রেলওয়ে শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা মিঃ গুরুস্বামী এই ঘোষণা করিয়া বর্ত্তমানে ধর্ম্মঘট সম্পর্কে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এতদিনে গবর্ণমেণ্টের সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। রেলওয়ে ধর্ম্মঘটের ফলে যে কি গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে আমরা সে সম্বন্ধে বার-বার গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়াছি। বর্ত্তমানে এডজুডিকেটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় শ্রমিক ও জনসাধারণ নিদারুণ উদ্বেগের হাত হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইল। শেষ পর্য্যন্ত একটা সঙ্গত মীমাংসা হইয়া গেলে দেশবাসী, শ্রমিক-শ্রেণী ও গবর্ণমেণ্ট সকলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

খাদ্যের ঘাট্‌তি নিবারণের জাতীয় পরিকল্পনা

ভারতবর্ষে বৎসরে ২ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ৩ কোটি টন খাদ্যের ঘাট্‌তি নিবারণের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির খাদ্য সাব-কমিটি একটী ব্যাপক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। মে মাসে পরিকল্পনা কমিটির অধিবেশনে উহা বিবেচিত হইবে।

বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষে কৃষির অধোগতি এবং শিল্পের আশানুরূপ প্রসার না ঘটায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকায় ভারতবর্ষের ন্যায় প্রকৃতির দানে সমৃদ্ধ ও সুজলাসুফলা দেশেও প্রতি বৎসরই খাদ্যের ঘাট্‌তি হয়। এই ঘাট্‌তির পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর হইতে পারে তাহা এ যাবৎ আমরা কখনও কল্পনাও করিতে পারি নাই। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী হইয়াছে, খাদ্যের মূল্যও স্বাভাবিক অবস্থায় সামান্য ছিল। কাজেই স্থানে স্থানে আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থার জন্য স্থানীয় দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হইলেও খাদ্যাভাবের ব্যাপক ভয়াবহতা দেশবাসী কখনও অনুভব করে নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাত প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষকে সহ্য করিতে হয় নাই, কাজেই খাদ্য পরিস্থিতির উপর তাহার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র প্রাচ্য জড়িত হইয়া পড়ায় খাদ্যাভাবের পরিণতি কি ভয়ঙ্কর ও দুর্ব্বিষহ হইতে পারে তাহা আমরা উপলব্ধি করিলাম। 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বাঙ্গলা দেশের উপর দিয়াই মহামন্বন্তরের প্রলয়ঙ্কর ঝড় বহিয়া গেল। আমাদের উপলব্ধি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে কঠিন রূপ লাভ করিল। কিন্তু সেই কঠোর অভিজ্ঞতার ক্ষতচিহ্ন মিলাইতে না মিলাইতেই ভারতবর্ষব্যাপী তথা জগদ্ব্যাপী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ঘোষিত হওয়ায় আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। দুর্ভিক্ষের এই বিভীষিকার অমানিশার মধ্যে কংগ্রেসের মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের চেষ্টা ক্ষীণ আশার আলোরূপে দেখা দিল। ইহার পর বড়লাটের আহ্বান, বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিদের আগমন, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা—সব মিলাইয়া এই ক্ষীণ আশার আলো এখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির খাদ্য সাব-কমিটি ঠিক এই মুহূর্ত্তে খাদ্যের ঘাট্‌তি নিবারণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে, দুই এক মাসের মধ্যে কেন্দ্রে অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই অবস্থায় একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার একান্ত প্রয়োজন ছিল। ভারত সরকারের মোটা মাহিনাভোগী চাকুরিয়াদের দ্বারা প্রস্তুত পরিকল্পনার উপর নির্ভর করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নহে। জনসাধারণের সহিত সম্পর্ক-বিরহিত প্রাণহীন ও আমলাতান্ত্রিক পরিকল্পনা কংগ্রেসের কোন কাজে লাগিবে বলিয়া মনে হয় না। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি সাহায্যের জন্য বিদেশের দ্বারস্থ হওয়া অপেক্ষা দেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির উপরেই জোর দিয়াছেন। এই পরিকল্পনার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ হইতেছে কৃষির পুনরুজ্জীবন প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে দশ বৎসর মেয়াদে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ৫০ কোটি টাকা জাতীয় ঋণ গ্রহণ করিয়া কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে বলা

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ ৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বেলেঘাটা, মাণিকতলা (কলিঃ), সৈয়দপুর, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী, কাটিহার, সায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ঢাকা ও তেরপাখিয়া।

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাসহ যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

Tele : PURSE-CAL. ফোন—বি, বি, ৬৭৭৯

অশোক সেন এম-এ, জেনারেল ম্যানেজার

বি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

PHARMACEUTICALS...

SALTS, TINCTURES, AQUAE, INJECTABLES AND DRUGS OF GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS, manufactured in our well-equipped laboratories under the supervision of expert chemists.

Only the best and select raw materials are used in manufacture, to ensure guaranteed standards.

We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential Oils and Laboratory Reagents.

ASK FOR PRICE LISTS

THE CALCUTTA CHEMICAL CO, LTD. CALCUTTA

হইয়াছে। কৃষির পুনরুজ্জীবনের জন্য যে ১৫ দফা কার্য্যসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহাতে জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি পরাশ্রয়ী ভূম্যধিকারীদের লোপ-সাধন করিতে বলা হইয়াছে। উক্ত কার্য্যসূচীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটী অংশ নিম্নে দেওয়া হইল :—(১) কর্ষণযোগ্য পতিত জমি চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে; সাব-কমিটির হিসাব অনুসারে ভারতবর্ষে কর্ষণযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ১২ কোটি ৫০ লক্ষ একরের মত হইবে; (২) আইল বাঁধিয়া অকারণ জমি নষ্ট করা বন্ধ করা এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমবায়ের ভিত্তিতে সমগ্র কৃষিব্যবস্থার পুনর্গঠন করিতে হইবে; (৩) জাতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সামগ্রিক পুনর্গঠনের দ্বারা কৃষকদের নিষ্ফলা ঋণের বোঝা হ্রাস করিতে হইবে; (৪) সরকার কর্ত্তৃক কিছুকাল অন্তর অন্তর খাজনা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা এবং খাজনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে জমির আয় হইতে কৃষকের পরিবার প্রতিপালন ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় মাত্র নির্ব্বাহিত হয় সে সকল ক্ষেত্রে খাজনা চাওয়াই হইবে না। এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা, কৃষির জন্য উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি সরবরাহ, উৎকৃষ্ট সার ও বীজ সরবরাহ; জমির ভাগাভাগি বন্ধ করার জন্য উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্ত্তন, বন্যা ও উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইতে জমিরক্ষা, অনিষ্টকর কীট, পতঙ্গ ও আগাছা দূরী-করণের ব্যবস্থা ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় উক্ত কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতে বিস্তারিত-ভাবে আলোচিত হইবার পর এই পরিকল্পনা যদি কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থায় এক বিরাট ও কল্যাণকর পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মে পক্ষপাতিত্ব

ব্রহ্মে বৃটিশ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইংরাজ প্রভুরা স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম ও ভারতবাসীদের সমস্ত স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা বৃটিশ ধনিকদের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না। ব্রহ্মের ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সঙ্ঘের নেতা মেজর জেনারেল আউঙ্গ সান বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের এই নিন্দনীয় প্রচেষ্টাকে "ফ্যাসিষ্ট প্রচেষ্টা" আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে যুদ্ধকালে নিদারুণ "ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী" এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্যাসিষ্ট তোষণকারী বৃটিশ প্রভুরা কিছুমাত্র লজ্জিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মের ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতীয়দের বিশিষ্ট স্থান ছিল। ইহার জন্য ব্রহ্মদেশবাসীদের মধ্যে ভারতীয় বিদ্বেষের বিষও কিছু পরিমাণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধের পর বিভেদের নীতি অনুসরণ করিয়া বৃটিশ প্রভুরা ভারতীয় বিতাড়নে মনোযোগী হইয়াছেন। অবশ্য, ভারতীয় বিতাড়নের ষোল আনা লাভ ভোগ করিতেছেন বৃটিশ ধনিকরা। বৃটিশ ফার্ম্মগুলিকে তাহাদের কাজ চালাইবার জন্য নূতন লোক নিয়োগ করিতে দেওয়া হইতেছে; কিন্তু ভারতীয় ফার্ম্মগুলিকে এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ইহার ফলে দশ হাজার ভারতীয় ফার্ম্ম বিপন্ন হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রহ্মের সমগ্র চাউলের ব্যবসা ভারতীয়দের হাতে ছিল। এখন বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে দুইটী বৃটিশ ফার্ম্ম চাউলের কারবারের একচেটিয়া অধিকার পাইয়াছেন। ব্রহ্মে ভারতীয়দের প্রায় ৩০ লক্ষ একর জমি আছে, কিন্তু এই সকল জমির মালিকদের ব্রহ্মে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। খনিসমূহ পরিচালনার সুযোগ কেবলমাত্র বৃটিশ ফার্ম্মগুলিকেই দেওয়া হইতেছে। এক কথায় ব্রহ্মের সমগ্র অর্থনীতি বৃটিশের মুঠার মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। এই নীতি অনুসরণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ লাভবান হইবেন বলিয়া মনে হয় না। এই নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের ফলে ভারতবর্ষ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবাসীরাও বৃটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মাথা তুলিবে। মেজর জেনারেল আউঙ্গ সান, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী উ স প্রভৃতির উক্তি হইতেই এই আসন্ন বিদ্রোহের আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

ভারতের রেশম-শিল্প

বাঙ্গলা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি দীর্ঘকাল হইতেই দেশীয় রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। রেশম উৎপাদনের এই ধরণের স্বাভাবিক অনুকূল অবস্থাসম্পন্ন বহু অঞ্চল ভারতে থাকা সত্ত্বেও সরকারী ঔদাসীন্যের ফলে ভারতীয় রেশম-শিল্পের কোন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। ভারতে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ পাউণ্ড কাঁচা রেশম খরচ হয়। ইহার মধ্যে ২৫ লক্ষ পাউণ্ড রেশমই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর ২ কোটি ২০ লক্ষ গজ রেশমতন্তু আমদানী করা হইয়া থাকে। ভারতীয় রেশম-শিল্পের কেন্দ্রগুলির উন্নতিসাধনের দিকে দৃষ্টি দিলে বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই করা হয় নাই। রুশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে রেশম-শিল্পের বিপুল উন্নতি সাধন করা হইতেছে, বড় বড় পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াই ঐ সকল দেশের গবর্ণমেণ্টগুলি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। কিন্তু আমাদের দেশে সবই উল্টা। কি করা হইবে তাহার ফিরিস্তি লিখিতে এবং শুনিতেই এখানে সকল শক্তি ফুরাইয়া যায়।

ফোন : ক্যাল ৩৯৫ গ্রাম : LALLKAY, কলিকাতা।

লাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

পৃষ্ঠপোষক : সিকিমের মহামান্য মহারাজকুমার

চেয়ারম্যান—ডাঃ এস, কে, বসু, কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ কে, লাল

মিঃ জে, এম, কোহেন, ডিরেক্টর ফিনান্স-ইন-চার্জ্জ। মিঃ পি, গুপ্ত, ডিরেক্টর ও ম্যানেজার। মিঃ আর, এম, করঞ্জাই ডিরেক্টর জেনারেল সেক্রেটারী।

শাখাসমূহ : কালিম্পং, কুড়িগ্রাম, হাওড়া।

দার্জ্জিলিং শাখা সত্বর খোলা হইবে।

বাজার করা কি যে ঝক্‌মারি!

এমন কথা অনেকের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়। দোকান থেকে নানান রকমের ও নানান দামের জিনিষের ভেতর থেকে আপনাকে পছন্দ করে জিনিষ কিনতে হ'লো। অনেক হয়রাণি হয়ে যখন জিনিষটি কিনে বাড়ী আসলেন তখন মন্তব্য হলো "কি ছাই-ই না হয়েছে। না আছে কোন রংয়ের পছন্দ, না আছে কিছু।" হুকুম হলো "যাও ফিরিয়ে দিয়ে এসো।" এমনই তো জিনিষ কিনতে প্রাণ বেড়িয়ে যায় তার ওপর আবার···কাজেই আপনি যে চটে গিয়ে এ রকম বলবেন, সেটা খুবই স্বাভাবিক।

সব চেয়ে ভাল হয় বাড়ী থেকে জিজ্ঞেস করে যাওয়া কোন্ কোম্পানীর জিনিষ আনতে হবে। কাপড়-চোপড়ের বেলায় আপনাকে এটা জিজ্ঞেস না করলেও চল্‌বে—কেননা আপনি জানেন **ঢাকেশ্বরীর** কাপড় কেউ কখনও অপছন্দ করে না বা বদলাতেও বলে না।

ঢাকেশ্বরীর ধুতি, শাড়ী, লংক্লথ, সার্টিং প্রভৃতি এ দেশের বস্ত্র-শিল্পে এক নবতর যুগের প্রবর্ত্তন করেছে। যুদ্ধকালীন নানান রকম অসুবিধার ফলে মিলের কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে পারেন নি—কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে অচিরেই তাঁরা আবার আগেকার মতনই বস্ত্রাদি সরবরাহ করতে সমর্থ হবেন।

★

ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স্ লিমিটেড

হেড অফিস :—নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীসূর্য্যকুমার বসু।

শ্রমিক অনুসন্ধান সমিতি

ভারতীয় শ্রমিকদের সামাজিক, আর্থিক, সকল প্রকার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট মিঃ ডি, ভি, রেজির সভাপতিত্বে একটি শ্রমিক অনুসন্ধান সমিতি নিয়োগ করিয়াছিলেন। উক্ত সমিতির সভ্যগণ সমগ্র ভারতের ৩৮টী শিল্পাঞ্চল পরিদর্শন করিয়া ৩৫টী বিবরণী পেশ করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে শ্রম-সচিব ডাঃ আম্বেদকর ২০টী বিবরণী কেন্দ্রীয় পরিষদে আলোচনার্থ উপস্থিত করিয়াছেন। উক্ত অনুসন্ধান সমিতি কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, স্বর্ণ, অভ্র, লবণ, চা, কফি, রবার, তুলা, পাট, রেশম, সিমেণ্ট, দিয়াশলাই, ট্রামওয়ে, রেলওয়ে, বাস, বন্দর ও মিউনিসিপ্যালিটির শ্রমিক, রিক্সাওয়ালা প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প ও প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্বন্ধে রিপোর্ট দিয়াছেন।

শ্রমিক-সমস্যা যখন জটিল আকার ধারণ করিতেছে তখন গবর্ণমেণ্ট এই ধরণের অনুসন্ধান সমিতি নিয়োগ করিয়া ভালই করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এত তাড়াতাড়ি এরূপ একটী ব্যাপক ও জটিল ব্যাপার শেষ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন কেন তাহা বুঝা কঠিন। অনুসন্ধান সমিতিতে ভারতীয় শ্রমিকদের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ভারতের বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস প্রভৃতি হইতে সভ্য লওয়া হইলে এই অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য অনেক ভালভাবে পরিচালিত হইতে পারিত এবং উক্ত সমিতির রিপোর্টের গুরুত্বও অনেক বৃদ্ধি পাইত। ইহা না করিয়া একজন আই, সি, এস-কে সভাপতি এবং জনসাধারণের কোন অংশেরই প্রতিনিধি নহেন (হইতে পারেন তাঁহারা পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞ) এরূপ তিনজন লোককে লইয়া অনুসন্ধান সমিতি গঠনের পিছনে অন্য কোনরূপ মতলব আছে কি? ডাঃ আম্বেদকরই আশা করি ইহার জবাব দিবেন।

ভারত সরকারের শিল্প সংরক্ষণ নীতি

যুদ্ধের সময়ে ভারতে যেসব নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে ভারত সরকারকে তাহাদের সম্পর্কে উপযুক্ত সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ সম্প্রতি একটি বিল পাশ করিয়াছেন। এই বিল উপস্থিত করিতে গিয়া ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব জানাইয়াছিলেন—যুদ্ধের সময়ে স্থাপিত বিভিন্ন শিল্পের সংরক্ষণ দাবী সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই একটি টেরিফ বোর্ড গঠন করিয়াছেন। ঐ বোর্ড বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে তাঁহাদের নির্দ্দেশ প্রকাশ করিলে গবর্ণমেণ্ট তদনুযায়ী উপযুক্ত রক্ষণ শুল্ক প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিবেন। সেরূপ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি আবশ্যক হইবে। কিন্তু টেরিফ বোর্ডের রিপোর্ট যখন পাওয়া যাইবে তখন ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকিতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে যাহাতে উক্ত বোর্ডের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কোন শিল্প সম্পর্কে অচিরে সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অসুবিধা না হয় সেজন্যই গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়া রাখিবার জন্য এই বিল উপস্থিত করিয়াছেন।

বিলটির উদ্দেশ্য খুবই ভাল। সে হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ উহা পাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নিজ হাতে ক্ষমতা নিলেও শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে অবিলম্বে কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থা কতদূর অবলম্বিত হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। যুদ্ধের সময়ে যেসব শিল্প দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যুদ্ধোত্তরকালে তাহাদের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রায় এক বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিলেও আজ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সে সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়া হইতেছে না। বাহিরের প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ায় ইতিমধ্যেই দেশীয় শিল্পের বিপদের সূচনা দেখা গিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট টেরিফ বোর্ড বসাইয়া তাঁহাদের বিচার-বিবেচনার নামে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে অযথা টালবাহনা করিতেছেন। যুদ্ধের পরে বাহির হইতে দ্রব্য-সামগ্রী আমদানী হইয়া যেখানে এদেশের হাটে বিপুল প্রতিযোগিতা সুরু করিতে আরম্ভ করিয়াছে সেখানে টেরিফ বোর্ডের তদন্তের অপেক্ষায় তাহাদের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে দেরী করা চলে না। যুদ্ধকালীন শিল্প সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে রক্ষণ-শুল্কের আশ্বাস দিয়াছিলেন। অচিরে সেই সব শিল্পকে রক্ষণ-শুল্কের সাময়িক সুবিধা দিয়া পরে সুবিধামত টেরিফ বোর্ড দ্বারা তাহাদের অবস্থা তদন্ত করাই গবর্ণমেণ্টের উচিত।

"খেয়ালীর খাতা"

"আর্থিক জগতের" প্রতি সংখ্যায় "খেয়ালীর খাতা" শীর্ষক যে সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়, পাঠক মহলে তাহা অত্যধিক সমাদর লাভ করিয়াছে। এই সন্দর্ভ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বহু পাঠক আমাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া পত্র দিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে সরস রচনাভঙ্গী, নিপুণ বিশ্লেষণ, ব্যাপক বিষয়বস্তু ইত্যাদির গুণে আমরা নিজেরাও "খেয়ালীর" লেখাকে বিশেষ মূল্যবান মনে করিয়া থাকি। কিন্তু এই সম্পর্কে একটি কথা আমাদের দিক হইতে জানান আবশ্যক যে, "খেয়ালী" তাঁহার খেয়ালমাফিক যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করেন তাহার সহিত সব সময়ে একমত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অন্য কথায়—"আর্থিক জগতের" পৃষ্ঠায় "খেয়ালী" যে সব মত প্রকাশ করেন তাহার সহিত সব সময়ে আমরা একমত নহি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, গত ১৫ই এপ্রিল তারিখে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কর্ত্তৃক রচিত সদ্যপ্রকাশিত "ডিস্কভারি অব ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকের বিষয়বস্তু, ছাপা, বাঁধাই ও বহিঃসজ্জা সম্বন্ধে "খেয়ালী" যে সমস্ত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত নহি।

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।
চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

জয়হিন্দ
ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স
অব বেঙ্গল
আমাদের সিওর প্রফিট স্কীমে টাকা খাটালে কোম্পানীর লাভের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ লাভ এবং শতকরা ২৲ টাকা সুদ দেওয়া হয়।
ম্যানেজিং এজেন্টস্:- জি, সি, কোয়ার এণ্ড কোং
মেম্বর অফ্ ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল
৪-৬, জি, টি, রোড (শক্তি ব্যাঙ্ক, হাওড়া)

ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

বৃটিশ মন্ত্রী-মিশন ভারতীয় সমস্যার মীমাংসার জন্য এদেশে আসিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনা চালাইয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কি সর্ত্তে ও কি ভাবে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে তাহা নিয়াই বর্ত্তমান আলোচনা সুরু হইয়াছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। ভারতকে অধীন করিয়া রাখিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদিন যেভাবে শাসনকার্য্য চালাইয়াছেন তাহাতে কোন দিক দিয়া এদেশের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের দাবী ও ভারতবাসীর মনুষ্যোচিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী পদদলিত করিয়া বৃটিশ বাণিজ্যের স্বার্থে এদেশকে অবিরাম শোষণ করিয়া যাওয়ার নীতিই আমরা এতদিন সকল ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই অর্থনৈতিক শোষণের ফলে ভারতবর্ষ দিন দিন চরম দারিদ্র্য ও দুঃখগ্লানির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। এই শোচনীয় পরিণতি হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ এদেশবাসীর রাজনৈতিক স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাকে ভিত্তি করিয়া দেশের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা প্রয়োজন। ভারতীয় সমস্যার মীমাংসার জন্য বর্ত্তমানে যে আলোচনা সুরু হইয়াছে তাহার ফলে এই উভয়বিধ স্বাধীনতা লাভের পথ কতদূর প্রশস্ত হইবে তাহা এখনই বলা কঠিন। বর্ত্তমান আলোচনা সম্পর্কে মনে রাখিবার বিষয় এই যে, ইহা দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বৈঠক নহে—ইহা এক পরাধীন দেশের প্রতিনিধিদের সহিত তাহার শাসক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদেরই বৈঠক। ভারতবাসীরা কি চায় তাহাই এই ক্ষেত্রে একমাত্র আলোচনার বিষয় নহে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশের দাবী-দাওয়া আপাততঃ কতদূর মানিয়া লইতে রাজী আছেন তাহাও এই ক্ষেত্রে বিবেচ্য। ভারতের সহিত আপোষ-মীমাংসা করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার সহিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার একটা বন্ধন রক্ষা করিয়া চলিতে চান। যতদূর বুঝা যাইতেছে ভারতকে কতকগুলি অধিকার প্রদান কবার সঙ্গে এদেশের নিকট হইতে কতকগুলি কাযেমী সুবিধা আদায় করিয়া নিবার লক্ষ্যও তাঁহাদের রহিয়াছে। ভারতেব সহিত রাজনৈতিক মীমাংসার ভিত্তি স্থির হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশের সহিত ভবিষ্যৎ পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা সম্পর্কে একটি চুক্তি করিবেন। সেই চুক্তিদ্বারা নিজেদের স্বার্থ তাঁহারা যথাসম্ভব গোছাইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। ভারতের সহিত আপোষ-রক্ষা করিতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে এদেশের ন্যায্য দাবী-দাওয়া এড়াইয়া যাইতে না পারে তাহা দেখা ভারতীয় প্রতিনিধিদের কর্ত্তব্য। রাজনৈতিক দিক দিয়া ভারতের ন্যূনতম দাবী কি তাহা আমরা আলোচনা করিতে যাইব না। এদেশের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার জন্য বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্ দিক দিয়া আমাদের দাবী-দাওয়া কি হইতে পারে তাহাই শুধু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ভারতে প্রচুর মূলধন দাদন করিয়া বৃটিশ বণিকেরা এদেশ হইতে সুদ ও লভ্যাংশ হিসাবে প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থ আত্মসাৎ করিতেছে। এই মূলধনের কল্যাণে অনেক বড বড় শিল্প কারখানা গড়িয়া তুলিয়া তাহারা স্বকীয় স্বার্থে তাহা পরিচালনা করিতেছে। এই সব প্রতিষ্ঠান অন্যায় প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিয়া শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে দেশীয় প্রচেষ্টার সুযোগ সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। ভারত শাসন আইনের ১১১ হইতে ১২১ ধারায় এদেশে বৃটিশ মূলধনের অনুকূলে কতকগুলি রক্ষাকবচ জুড়িয়া দেওয়া হইযাছে। ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ যাহাতে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের কল্যাণে এদেশের বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারে সেই জন্য ঐ সব ধারায় নানা অনুচিত নির্দ্দেশ পরিকল্পিত হইয়াছে। সেই সুযোগে ভারতের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টাকে দাবাইয়া রাখিয়া বৃটিশ বণিকেরা এদেশে বিরাট লাভের কারবার গড়িযা তুলিয়াছে। বৃটিশ মূলধন ও বৃটিশ শিল্প-ব্যবসায়ের এই নাগপাশ দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পথে আজ বিরাট প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ দেখিতে হইলে এই নাগপাশ বরাবরের জন্য ছিন্ন করা দরকার।

যদি বৃটিশ মন্ত্রী-মিশনের আলোচনাব ফলে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সহিত কোন আপোষ-রফা হয় তবে বৃটিশ মূলধন ও বৃটিশ ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থ দূর করা সম্পর্কে একটা সর্ত্ত তাহাতে স্থান পাওয়া উচিত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে কোন সুবিধা দাবী করিলে তাহা কোন মতেই গ্রাহ্য করা ঠিক হইবে না। প্রথমতঃ বৃটিশ মূলধন ও বৃটিশ শিল্প-বাণিজ্যের অনুকূলে ভারত শাসন আইনে যে সব রক্ষাকবচ রহিয়াছে ঐ আইন সংশোধন করিয়া অচিরেই তাহা উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এদেশের রেলওয়ে, এদেশের শিল্প-কারখানা এবং এদেশের সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ঋণপত্রে যে সব বৃটিশ অর্থ নিয়োজিত রহিয়াছে (আনুমানিক ১ হাজার কোটি টাকা) তাহা মিটাইয়া দেওয়ার পরিপূর্ণ অধিকার ভারতের জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে। এই ধরণের ব্যবস্থা ছাড়া ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হইবে না, ভারতের শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না।

শিল্পোন্নতির সহিত রক্ষণ-শুল্ক নির্দ্ধারণের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেদিক দিয়াও ভারতের অবাধ অধিকার পাকাপাকিভাবে স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে এদেশে সরকারীভাবে কোন নীতি অবলম্বিত হয় নাই। ইণ্ডিয়ান ফিস্‌ক্যাল কমিশন ১৯২৩ সালে যে রিপোর্ট প্রদান করেন তাহাতে কতকগুলি সর্ত্তে এদেশীয় শিল্পকে রক্ষণ-শুল্কের সুবিধা প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়। সেই সুপারিশ অনুসারে ভারত গবর্ণমেণ্ট গত ১৯২৪ সাল হইতে discriminative protection বা

ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন লিমিটেড্

স্থাপিত—১৯৪৩ সাল

অফিস ঃ

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্,
মিশন রো, কলিকাতা।

কোম্পানীর তহবিল সোনা, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জমি এবং সুদৃঢ় ভিত্তিশালী ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে খাটানো হয়। গত তিন বৎসর যাবৎ **"ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন"** আশানুরূপ লাভ করিতেছে ও উচ্চ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিতেছে।

বোর্ড অব ডিরেক্টর-এর চেয়ারম্যান ঃ

মিঃ এস, এম, ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমানে "ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন" নিম্ন-লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিতেছে ঃ

এক বৎসরের জন্য—৩%

দুই বৎসরের জন্য—৩½%

তিন বৎসরের জন্য—৪%

প্রতি অর্দ্ধ বৎসরান্তে জানুয়ারী ও জুলাই মাসে প্রাপ্য সুদ দেওয়া হয়। স্থায়ী আমানতের আবেদন পত্রের জন্য লিখুন ঃ

সেক্রেটারী—**বিনয়ভূষণ মুখার্জ্জি**, বি-এ

বিচারমূলক সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বনের নীতি গ্রহণ করেন। একে ফিসক্যাল কমিশনের নির্দ্ধারিত সর্ত্তগুলি খুবই অনুদার, তাহার উপর বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতের প্রকৃত 'ফিস্‌ক্যাল অটোনমি' বা আর্থিক স্বাতন্ত্র্য একেবারেই নাই বলা চলে। কাজেই শিল্প সংরক্ষণের নীতি গৃহীত হইলেও দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য তাহা কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু প্রয়োগ করা সম্ভবপর হইতেছে না। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোন প্রস্তাব বা নির্দ্দেশ সপারিষদ বড়লাট কার্য্যকরী করিতে বাধ্য নহেন। উক্ত পরিষদ কোন শিল্পকে রক্ষণ-শুল্কের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করিলে বড়লাট তাহা বাতিল করিয়া দিতে পারেন। ট্যারিফ বোর্ডের প্রস্তাব ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলেও বৃটিশ বাণিজ্য-স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া বিবেচনা করিলে বড়লাট তাহা অগ্রাহ্য করিতে দ্বিধা করেন না। কোন কোন স্থলে প্রস্তাবসমূহ যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়াই তাহা কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা হয়। উহার ফলে উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ ভারতীয় শিল্পগুলি আজও পাইতেছে না। রক্ষণ-শুল্ক নির্দ্ধারণের যেটুকু অধিকার কাগজপত্রে স্বীকৃত হইয়াছিল বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ নির্দ্দেশে তাহাও কার্য্যতঃ প্রয়োগ করার কোন সুবিধা হইতেছে না।

শিল্পোন্নত দেশসমূহের বিরাট প্রতিযোগিতার সমক্ষে উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়া এদেশে শিল্পের প্রসার সম্ভবপর নহে। সেজন্য রক্ষণ-শুল্কের সুযোগ ভারতকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। শিল্পের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের স্বার্থ অনেক দিক দিয়াই ভারতের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সে হিসাবে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি বিলাতী পণ্য সম্পর্কে কোন কনসেশন বা সুযোগ-সুবিধা দাবী করেন তবে তাহা মানিয়া লওয়া ভারতের শিল্পোন্নতির পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হইবে।

ভারতবর্ষ বৃটেনের পদানত থাকায় বহির্ব্বাণিজ্য ক্ষেত্রে অনেক সময়েই এদেশে তাহার স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি খাটাইতে পারে না। নিজের সুবিধা বুঝিয়া যে কোন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়িয়া তোলার সুযোগ তাহার নাই। এদেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কড়া নজর রাখিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ কোন্ দেশে কি মাল বিক্রয় করিবে ও কোন্ দেশ হইতে কি মাল খরিদ করিবে, ইংলণ্ডের বাণিজ্য-স্বার্থ বুঝিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। অন্যান্য দেশ যাহাতে ভারতের সহিত অবাধ বাণিজ্য চালাইবার সুযোগ না পায় সেজন্য ইংলণ্ড নানা কারসাজিপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে ১৯৩২ সালে ইংলণ্ড ও বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির ভিতর যে অটোয়া-চুক্তি সমাধা হইয়াছিল তাহাতে এই নীতি ভালভাবেই ধরা পড়িয়াছিল। অটোয়া-চুক্তির ফলে ভারতে বৃটিশ পণ্য ও সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির পণ্য কাটতির যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু বাহিরে ভারতের মাল কাটতির তেমন কিছু সুবিধা হয় নাই। এই চুক্তির বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার ফলে ভারতের অনেক বড় খরিদ্দার এদেশ হইতে মাল ক্রয়ের মাত্রা হ্রাস করিয়াছিল। উহাতে বহির্ব্বাণিজ্যের দিক দিয়া ভারতের নিদারুণ ক্ষতির কারণ ঘটিয়াছিল। নিজের স্বার্থ বুঝিয়া বিদেশের সহিত কোন বাণিজ্য চুক্তি করিবার সুবিধা বর্ত্তমানে ভারতের বিশেষ নাই। সেরূপ চুক্তি করিতে গেলে ভারতের অভিভাবক সাজিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই নিজ স্বার্থ অনুযায়ী সকল সর্ত্ত স্থির করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন; অন্ততঃ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ না করিয়া এসব বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কিছু করা সম্ভবপর হয় না। বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার অভাব ভারতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের শাসন কর্ত্তৃত্ব ছাড়িতে রাজী হইলে বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে এদেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার দাবী তাহাকে পরিপূর্ণ ভাবে মানিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্ব হইতে কোন সর্ত্ত জুড়িয়া দিয়া কোনমতে তাহা সীমাবদ্ধ রাখা চলিবে না।

কেবল শিল্প-বাণিজ্যের দিক দিয়াই নহে ভারতের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়াও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে এরূপ একটা পরোক্ষ কর্ত্তৃত্ব জাহির করিতেছেন, যাহা এদেশের আর্থিক কল্যাণের পক্ষে মোটেই পরিপোষক নহে। ১৯৩১ সালে বৃটেন স্বর্ণমান পরিহার করিবার পর হইতে

ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারিজ লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।
ফোনস্ ঃ—ক্যাল ঃ ১৪৬৪-১৪৬৫

অনুমোদিত ও বিক্রয়ার্থ মূলধন --- ২৫,০০,০০০৲
(পঁচিশ লক্ষ)

প্রতিখানি ১০৲ করিয়া ২৫০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত

আবেদনের সহিত ২৷৷০, শেয়ার বিলির একমাসের মধ্যে ২৷৷০ এবং বাকী টাকা প্রতি কিস্তি অন্যূন দুই মাসের ব্যবধানে সমান দুই কিস্তিতে দেয়। প্রতি আবেদনপত্রে ১৲ টাকা করিয়া প্রবেশ ফি লাগে।

ডিরেক্টরস্, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনেরাই পাঁচ লক্ষ টাকার শেয়ার লইতে সম্মত হইয়াছেন।

কোম্পানী ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চলের নর্থ বোরারী নামক আধুনিক যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম সমন্বিত এবং চালু কয়লার খনিটী কিনিয়া লইয়া উহার সাকুল্য মূল্য পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন।

খনির অবস্থা

ঝরিয়া রেল ষ্টেশন হইতে মাত্র ৩ মাইল দূরে এবং জেলা বোর্ডের একটী পাকা রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত এই খনিতে সাতটীরও অধিক কয়লার সিম আছে এবং হার্ড কোকের জন্য সুসজ্জিত কোক-ওভেন (Coke-oven), খনির দুইটী কয়লা রাখিবার আঙ্গিনায় দুইটী রেলওয়ে সাইডিং এবং নাম মাত্র দামে কেনা ৮০০০ টন কয়লা, ম্যানেজার, অফিসার, কেরাণী ও কুলিদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ, ওয়ার্কসপ ও ষ্টোর ইয়ার্ড আছে। বর্ত্তমানে উত্তোলিত কয়লার (প্রতি মাসে ৭০০০ টন) সমস্তই পাওয়া যায় কোম্পানী নিযুক্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে (Raising-Contractors)। ঠিকাদারদিগকে দেয় চুক্তিকৃত দর ও নিয়ন্ত্রিত বিক্রয়দরে পার্থক্য অনেক, ফলে কোম্পানীর মোটা রকমের নিশ্চিত লাভ থাকে। আরও উন্নতি সাধিত হইলে এই খনি হইতে আরও বেশী কয়লা উত্তোলন করা যাইবে আশা করা যায়। **এই কোলিয়ারীটী নিয়মিত গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়েকে কয়লা সরবরাহ করিয়া আসিতেছে।**

কয়লা বিক্রয়ের মুনাফা ছাড়াও কোম্পানীর নিজস্ব কোক-ওভেনে উৎপাদিত সফ্‌ট্ কোক ও হার্ড কোক বিক্রয় হইতেও প্রচুর লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রতিমাসে অন্যূন কুড়ি হাজার টন কয়লা উত্তোলন করিয়া যাহাতে আরও বেশী লাভ করা যায় তদুদ্দেশ্যে কোম্পানী আরও কতিপয় চালু কয়লার খনি কিনিবার জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

শেয়ার ও অন্যান্য বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টস্-এর নিকট আবেদন করুন।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ প্রতিপত্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।

পরিপূর্ণভাবে একটা ষ্টার্লিং মানের ভিত্তিতে এদেশের মুদ্রানীতি পরিচালিত হইতেছে। সকল অবস্থায় ষ্টার্লিংয়ের সহিত টাকার বিনিময় হার ১ শিলিং ৬ পেন্স হারে নির্দ্ধারিত রাখা ও ইংলণ্ডের সহিত ভারতের লেনদেন মিটাইবার তাগিদে টাকাকে বিনা আয়াসে ষ্টার্লিংয়ে পরিবর্ত্তন করিবার সুযোগ দেওয়া—ঐ সময় হইতে ইহাই হইতেছে ভারত সরকারের মুদ্রানীতির লক্ষ্য। কিন্তু এই মুদ্রানীতি সকল দিক দিয়া বৃটিশ স্বার্থের পরিপোষক হইলেও ভারতের জাতীয় অর্থ নৈতিক স্বার্থের দিক হইতে তাহা যথেষ্ট ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুযায়ী ষ্টার্লিংয়ের সহিত সকল অবস্থায় টাকার বিনিময় মূল্য স্থির রাখিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট এদেশের মুদ্রাকে কৃত্রিম-ভাবে একটা ভিন্ন দেশের মুদ্রামানের সহিত সংযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ফলে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের সহিত কোন যোগসূত্র না রাখিয়া ইংলণ্ডে পাউণ্ড মুদ্রার উত্থান-পতন দ্বারা এদেশেও টাকার মূল্যের উঠতি-পড়তি ঘটিতেছে। অর্থ নৈতিক অবস্থার দিক দিয়া ইংলণ্ডের সহিত ভারতের কোন মিল বা সাদৃশ্য একেবারেই নাই। অথচ কৃত্রিম-ভাবে একটা ষ্টার্লিংমান বজায় রাখার জন্য ঐ দেশের অবস্থা দ্বারাই কার্য্যতঃ ভারতে টাকার মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এদেশে লোকের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবসাগত চাহিদার সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া ভারত সরকারের মুদ্রানীতি নিতান্ত অহেতুকভাবে ডিফ্লেশন (অর্থসঙ্কোচন) হইতে ইনফ্লেশনে (অর্থ প্রসারণ) ও ইনফ্লেশন হইতে ডিফ্লেশনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া জাতীয় কার্য্যধারা সম্প্রসারণের জন্য যখন ভারতে টাকা সুলভ হওয়া প্রয়োজন তখন তাহা সুলভ না হইয়া হয়ত অকারণভাবে চড়া থাকিয়া যাইতেছে। আবার অন্য সময় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের স্বাভাবিক সুযোগ বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও হয়ত বা দেশে সস্তা মুদ্রার প্রচলন ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিতেছে। টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনীর মত চড়া হারে বাঁধিয়া রাখায় বাহিরে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ ক্ষুণ্ণ হইতেছে। অপরদিকে ভারতীয় শিল্পের ক্ষতি করিয়া বিদেশী বণিকেরা এদেশে প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী মাল আমদানী করিবার সুবিধা পাইতেছে। ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে টাকার বিনিময় মূল্য পাকাপাকি স্থির রাখিবার এইসব অসুবিধা বিবেচনা করিয়া ভারতের লোক বহুদিন যাবৎ এবিষয়ে একটা পুনর্ব্বিবেচনা দাবী করিতেছে। ভারতের সহিত একটা বোঝাপড়া করিতে হইলে এদেশের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার খাতিরে সে দাবী বৃটেনকে মানিয়া নিতে হইবে। নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বুঝিয়া স্বাধীন ভারতের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন ভিত্তিতে এদেশের মুদ্রামান ও বিনিময় হার স্থির করিতে পারিবেন, এবিষয়ে কর্তৃত্ব জাহিরের কোন সুযোগ বৃটেনের থাকিবে না।

আমরা উপরে যে সব দাবীর কথা আলোচনা করিলাম তাহা ছাড়া ভারতের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার দিক হইতে অন্য অনেক দাবীও বিবেচনা করিবার আছে। এই প্রবন্ধে সবগুলি নিয়া বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর নহে। একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা আদায়ের কথা ও এদেশে সরকারী চাকুরীতে ইউরোপীয়ের বদলে এখন হইতে শুধু ভারতীয় নিয়োগ করিবার কথা এস্থলে আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে পারি। যুদ্ধের সময়ে বিস্তর স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ ১৭০০ কোটি টাকার উপর ষ্টার্লিং সঞ্চয় করিয়াছে। নানা অজুহাতে এই দেনা যথাসম্ভব এড়াইয়া যাওয়াই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দরিদ্র ভারতবাসী তাহাদের কষ্টার্জ্জিত এই পাওনা কিছুতেই পরিহার করিতে পারেনা। ভারতে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন মিটাইয়া দিবার জন্য ও এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্য মাল-মসল্লা ক্রয় করিবার নিমিত্ত এই পাওনা অর্থ তাহাদিগকে আদায় করিতেই হইবে। কাজেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশের শাসনভার ত্যাগ করিবার সময় তাঁহাদের নিকট হইতে এবিষয়ে একটা খোলাখুলি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা ভারতের পক্ষে নিতান্ত দরকার। বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আমলে ভারতে বড় সরকারী চাকুরীতে মোটা বেতনের ইউরোপীয় অফিসর নিয়োগ করা একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহাতে প্রকৃত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়রা অনেক দায়িত্বশীল পদ লাভ করিতে পারিতেছে না। শ্বেতাঙ্গদের কর্তৃত্বের ফলে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গলদ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ভারতের শাসনভার এদেশবাসীর হাতে আসিলে নূতন করিয়া ইউরোপীয় অফিসর ও কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। যেসব শ্বেতাঙ্গ নানা কাজে নিয়োজিত আছেন তাঁহাদের চাকুরী বাতিল করিয়া দিবার অবিচ্ছিন্ন ক্ষমতাও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত করিতে হইবে। ভারতের সঙ্গে বৃটেনের যে চুক্তি হইবে তাহাতে এইসব বিষয়ে বৃটেনকে কোন অন্যায় সুবিধা প্রদান করা একেবারেই ঠিক হইবে না।

ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে আজ যাঁহারা বৃটিশ মিশনের সহিত আপোষ-মীমাংসার আলোচনা করিতেছেন এদেশের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদিগকে আমরা উপরোক্ত ন্যূনতম দাবীগুলি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে পা বাড়াইয়া তাঁহারা যদি ঐসব দিক দিয়া দেশের অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণে যত্নবান না হন তবে আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথ প্রশস্ত হওয়া কঠিন।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ

কলিকাতা—বড়বাজার, হাওড়া, কালীঘাট, মাণিকতলা।

বেঙ্গল—বরাকর, বরিশাল, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, কৃষ্ণনগর, মালদহ, ময়মনসিংহ, নবদ্বীপ, নারায়ণগঞ্জ, নরশিংদি, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া।

বিহার—ভাগলপুর, চাইবাসা, দেওঘর, দুমকা, গয়া, হাজারিবাগ, কাটিহার, মুঙ্গের, মুজাফরপুর, পাটনা, রাঁচী, সাকচী (জামসেদপুর), সাহেবগঞ্জ।

আসাম—গৌহাটী, জোড়হাট, করিমগঞ্জ, শিলচর, শ্রীহট্ট, তেজপুর। **ইউ, পি**—বেনারস।

জে, এন, সেন, এফ আর ই এস (লণ্ডন), জেনারেল ম্যানেজার (২)

এস্, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর

নিরাপদ ও লাভজনক উপায়ে টাকা খাটাইতে হইলে আমাদের নিম্নলিখিত স্কীমে জমা রাখিয়া

দুই প্রকারে লাভবান হউন—

নিম্নলিখিত বার্ষিক শতকরা সুদের হারে স্থায়ী আমানত গৃহীত হয়।

১ বৎসর	৫৲
২ "	৫॥০
৩ "	৬৲

ডবল বেনিফিট স্কীম

এই স্কীমে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট সুদ ছাড়াও উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের শতকরা ৫০৲ টাকা স্থায়ী আমানতকারিগণ পাইয়া থাকেন।

আমাদের সাপ্তাহিক শেয়ার মার্কেট রিভিউ-এর জন্য লিখুন।
সবিশেষ জানিবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স

টেলিগ্রাম: "Commersynd"

সিণ্ডিকেট, লিমিটেড
৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন: বি, বি, ৪৮৫৭

টি দে, এম-এ, এফ-আর-জি-এস, (লণ্ডন)
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর।

বি, এল, ব্যানার্জ্জি বি-এ, বি-এল
ম্যানেজার।

C.S/10-U.P.S.

বাঙ্গলার সুপারির ব্যবসায়

ভারত সরকার কর্ত্তৃক সুপারির উপর উৎপাদন-শুল্ক (Excise duty) ধার্য্য হওয়ার পর সুপারির ব্যবসায় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সম্প্রতি ১৯৪৬-৪৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রতি পাউণ্ড সাড়ে পাঁচ আনা হারে সুপারির উপর যে আমদানীশুল্ক ধার্য্য হইয়াছে তাহাতে সুপারির ব্যবসায় সম্পর্কে জনসাধারণের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক।

সুপারির উৎপাদন এবং সুপারির ব্যবসায়ে সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙ্গলাদেশের স্থান সর্ব্বপ্রধান। বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ সুপারি উৎপন্ন হয় ভারতের অন্য কোন প্রদেশে কিংবা দেশীয় রাজ্যে তাহার সমপরিমাণ সুপারি উৎপন্ন হয় না। সুপারি আমদানী এবং রপ্তানীর ব্যাপারেও বাঙ্গলার স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাঙ্গলা, আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যা—এই কয়টী প্রদেশেই সুপারির চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশী। আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ সুপারি আমদানী হয় তাহা প্রধানতঃ বাঙ্গলা হইতেই রপ্তানী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সংযুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, এমন কি বোম্বাই প্রদেশেও বাঙ্গলা হইতে সুপারি রপ্তানী হয়। বিদেশ হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যে প্রায় ২০ লক্ষ মণ সুপারি আমদানী হয় তন্মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলাদেশেই কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের মারফতে ১৪।১৫ লক্ষ মণ সুপারি আসিয়া থাকে। ইহা হইতে আমরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, উৎপাদন-শুল্ক এবং আমদানীশুল্ক দ্বারা সুপারির ব্যবসায় হইতে ভারত সরকারের মোট যে পরিমাণ অর্থ আয় হইবে তাহার শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী অর্থ সংগৃহীত হইবে বাঙ্গলাদেশ হইতে।

বাঙ্গলার সকল জেলাতেই অল্পবিস্তর সুপারির চাষ আছে। কিন্তু বাখরগঞ্জ এবং নোয়াখালী জেলা, খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমা এবং ত্রিপুরা জেলার কতকাংশে যে সুপারির চাষ হয় তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য জেলায় যে পরিমাণ সুপারি উৎপন্ন হয় তাহাতে স্থানীয় চাহিদা মিটে না। বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী খুলনা এবং ত্রিপুরা জেলা হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ সুপারি বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য এবং এমন কি ব্রহ্মদেশে পর্য্যন্ত রপ্তানী হয়। মোটামুটি হিসাব আছে যে, এই চারিটী জেলা হইতে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ মণেরও বেশী পরিমাণ সুপারি বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মোট রপ্তানী ১০ লক্ষ মণের অর্দ্ধেক রপ্তানী হইয়া থাকে কলিকাতায়। কলিকাতার আমড়াতলা সুপারি ব্যবসায়ের একটী বিশিষ্ট কেন্দ্র। ভারতবর্ষের বাহির হইতে যে সুপারি আমদানী হয় তাহাও প্রধানতঃ আমড়াতলা অঞ্চলের ব্যবসায়িগণের প্রচেষ্টার ফল। কলিকাতা হইতে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বিহার, উড়িষ্যা, সংযুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে এই সমস্ত সুপারির কতকাংশ চালান হইয়া থাকে। বাখরগঞ্জ জেলার পাতারহাট, ভোলা, নলচিঠি, নোয়াখালী জেলায় চৌমুহিনী, ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর, লাকসাম এবং হাজিগঞ্জ এবং খুলনা জেলার বাগেরহাট সুপারি ব্যবসায়ের বড় কেন্দ্র। প্রত্যেকটী কেন্দ্রে সুপারির বড় বড় আড়তদার আছে। ইহারা ফড়িয়া এবং ব্যাপারির মারফত বিভিন্ন উৎপাদনকেন্দ্র হইতে সুপারি ক্রয় করিয়া রপ্তানী ব্যবসায় করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যবসায়কেন্দ্রে পূর্ব্বে বোম্বাই এবং ব্রহ্মদেশের ব্যবসায়িগণের প্রতিনিধি থাকিত। ফড়িয়া এবং ব্যাপারিগণ নৌকাযোগে আড়তদারদের গুদামে সুপারি পৌছাইয়া দিয়া থাকে। তৎপর ষ্টীমারে এই সমস্ত সুপারি রপ্তানী হয়। মঘাই, টাঠি, ধ্বজি, হাসা প্রভৃতি কয়েকটী নামে সুপারির শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে টাঠি শ্রেণীর সুপারির পরিমাণই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বাঙ্গলার বাহিরে সাধারণতঃ মঘাই ও টাঠি এই দুই শ্রেণীর সুপারি রপ্তানী হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ, বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশে প্রধানতঃ মঘাই সুপারি এবং আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও সংযুক্ত-প্রদেশে টাঠি সুপারি চালান হইয়া থাকে। প্রধান প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র এবং ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে বার্ষিক মোট কি পরিমাণ সুপারি রপ্তানী হইয়া থাকে এবং কলিকাতায় কি পরিমাণ সুপারি চালান হয় নিম্ন তালিকায় তাহার বিবরণ প্রদর্শিত হইল।—

রপ্তানী কেন্দ্র	মোট রপ্তানীর পরিমাণ (মণ)	কলিকাতায় রপ্তানীর পরিমাণ (মণ)
পাতারহাট	১৬০,০০০	১৪০,০০০
চৌমুহিনী	১৩০,০০০	১১৭,০০০
ভোলা	১২৫,০০০	৪৫,০০০
বাগেরহাট	৬২,০০০	৫২,০০০
ভাণ্ডারিয়া	১৪,০০০	১২,০০০
নিয়ামতপুর	৫০,০০০	২৫,০০০
দৌলতখান	১১০,০০০	২০,০০০
ভবানীগঞ্জ	২২,০০০	২,০০০
নলচিঠি	৯০,০০০	৮০,০০০

জাতীয় ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা।

এলায়েড ব্যাঙ্ক
--লিমিটেড--
হেড অফিস :—ঢাকা
কলিকাতা অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন
ফো: কলি: ২৮৫৭
ময়মনসিংহ : কিশোরগঞ্জ :
বাজিতপুর : নবাবপুর (ঢাকা)।
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
অজিতকুমার সোম — ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ্জ
হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য — ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ইউনাইটেড
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা সিটী।
পে-অফিস : মিরকাদিম।
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি,

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২
কার্য্যকরী মূলধন—১২ কোটি টাকার উপর
—কলিকাতা অফিসসমূহ—
৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯-এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং ১৩৯-বি, রসা রোড
কলভাদেবী (বোম্বাই)
: অন্যান্য অফিসসমূহ :
কুমিল্লা, জোড়হাট, দ্বারভাঙ্গা, নারায়ণগঞ্জ, পুরাণবাজার, ভাগলপুর, গৌহাটী, ডিব্রুগড়, ধুবড়ী, পাবনা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ভৈরব, চট্টগ্রাম, ঢাকা, নিতাইগঞ্জ, পাটনা, বোম্বাই, ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, তিনসুকিয়া, নওগাঁ, পাটনা সিটি, বরিশাল, মজঃফরপুর, রাজসাহী
মাদ্রাজে এজেন্সী আছে—
বৈদেশিক এজেন্সীসমূহ : লণ্ডন—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা—গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক, অষ্ট্রেলিয়া—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনী, আলেক্জাণ্ড্রিয়া—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি, এণ্ড ও, এ)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

চাঁদপুর হইতে রপ্তানীর পরিমাণ সম্পর্কে কোনরূপ তথ্য পাওয়া যায় নাই। চাঁদপুর পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র বলিয়া বাখরগঞ্জ এবং নোয়াখালী জেলার উৎপন্ন সুপারির একটা বিশিষ্ট অংশ এখানে মজুদ হয় এবং ষ্টীমার ও নৌকাযোগে আসাম এবং বাঙ্গলার অন্যান্য জেলায় প্রেরিত হয়। চাঁদপুর হইতে বার্ষিক রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় ১½ লক্ষ মণ এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না।

বাঙ্গলা হইতে ভারতবর্ষের বাহিরে যে সমস্ত স্থানে সুপারি রপ্তানী হইয়া থাকে তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম হইতে প্রতি বৎসর ব্রহ্মদেশে প্রায় ২ লক্ষ মণ সুপারি রপ্তানী হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ ব্যতীত অল্প পরিমাণ সুপারি সিংহল, এডেন, আফ্রিকা, বৃটিশ গিয়েনা এবং আমেরিকাতেও রপ্তানী হয়।

ভারতবর্ষের বাহির হইতে বাঙ্গলাদেশে যে সুপারি আমদানী হয় কলিকাতার বাজারে তাহা সিঙ্গাপুরী সুপারি বলিয়া অভিহিত হয়। বহির্ভারত হইতে বাঙ্গলায় যে প্রায় ১৪।১৫ লক্ষ মণ সুপারি আমদানী হয় পূর্ব্বে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ষ্ট্রেটস্ সেটেল্‌মেণ্ট এই সুপারি আমদানীর সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র। ষ্ট্রেটস্ সেটেল্‌মেণ্ট হইতে বাঙ্গলায় সুপারি আমদানীর পরিমাণ সাধারণতঃ ১০ লক্ষ মণেরও উপর। আমদানীর দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্র নন্-ফেডারেটেড মালয় ষ্টেটস্। এখান হইতে বাঙ্গলায় রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় ৭০ হাজার মণ। জাভা, সুমাত্রা, ফেডারেটেড মালয় ষ্টেটস্, শ্যামদেশ, চীন, জাঞ্জিবার, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং ব্রহ্মদেশ হইতেও সামান্য পরিমাণ সুপারি আমদানী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে একমাত্র কোচীন এবং মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডিয়া অঞ্চল হইতে অল্প পরিমাণ সুপারি কলিকাতা, মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলায় আমদানী হইয়া থাকে।

যুদ্ধের দরুণ বহির্ভারত হইতে সুপারি আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি পুনর্ব্বার এই আমদানী আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে। আগামী কয়েক বৎসর যদি ১০ লক্ষ মণ হিসাবেও সুপারি বাঙ্গলাদেশে বহির্ভারত হইতে আমদানী হয় তাহা হইলে প্রতিসের এগার আনা আমদানীশুল্কের দরুণ দেশের অভ্যন্তরে সুপারির মূল্য বিশেষ হ্রাস পাইবে না এরূপ ধরিয়া লওয়া যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে জনসাধারণ ছয় আনা সের সুপারি ক্রয় করিয়াছে। যুদ্ধকালীন মূল্যবৃদ্ধি এবং উৎপাদন শুল্কের দরুণ সুপারির খুচ্‌রা দর দাঁড়াইয়াছে প্রতিসের দুই টাকা। তদুপরি প্রতিসের এগার আনা আমদানীশুল্ক দিতে হইলে দেশের অভ্যন্তরে সুপারির চাহিদা যে বর্ত্তমানের তুলনায় আরও হ্রাস পাইবে তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাখরগঞ্জ এবং নোয়াখালী জেলায় যে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা হয় তাহাতে বহুসংখ্যক সুপারি গাছ নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতেও সুপারির মূল্য বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমান উৎপাদন শুল্ক এবং কেন্দ্রীয় এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্টের জটিল নিয়মকানুনের দরুণ সুপারি চালান দেওয়া বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী এবং খুলনা জেলার ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার দরুণও সুপারির মূল্য হ্রাস পাইতেছে না।

উৎপাদনশুল্ক এবং আমদানীশুল্কের আয় হইতে কতকাংশ সুপারির উৎপাদন এবং বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নত করার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে বলিয়া ভারত সরকারের অর্থসচিব ঘোষণা করিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশের সুপারির চাষ এবং সুপারির বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে এই অর্থের একটা বিশিষ্ট অংশ ব্যয়িত হওয়া উচিত। এই সম্পর্কে ভারত সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন তাহাতে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এবং বাঙ্গলার সুপারি উৎপাদক ও ব্যবসায়িগণের মতামত গ্রহণ করা হইবে কিনা আমরা জ্ঞাত নহি। ভারত সরকার অনুরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া থাকিলে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটী নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ
মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর
দেব বর্ম্মণ

চীফ অফিস :—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।
রেজিষ্টার্ড অফিস :—গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ :
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভানুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মান্নু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।

রোগীর শুশ্রূষায়..

রোগের অকল্যাণের মধ্য দিয়ে সেবা-ব্রতের কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

আমাদের তৈরী
রবার ক্লথ • হট্ ওয়াটার ব্যাগ্ • আইস্ ব্যাগ্ • এয়ার রিং ও কুশন্ • রবারের এপ্রণ • দস্তানা ইত্যাদি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

AKB/1 কলিকাতা • নাগপুর • বোম্বাই

হেড অফিস—৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

সমগ্র ভারতের দৃষ্টি এখন নয়াদিল্লীর প্রতি নিবদ্ধ। ভারতের প্রধান দুইটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃদ্বয়ের সহিত মন্ত্রী মিশনের আলোচনা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায়ে পৌছিয়াছে। গত সপ্তাহে মিশন তাঁহাদের পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত কার্য্যসূচী অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন দল ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের প্রেসিডেণ্টের সহিত তাঁহাদের দ্বিতীয়বার দীর্ঘকাল আলোচনা হইয়াছে। এই আলোচনার ফলাফলের উপরই ভারতের আশু ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আলোচনার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরে কিছু প্রকাশিত না হইলেও অনুমান ও জল্পনাকল্পনা বন্ধ হয় নাই। মন্ত্রী মিশন নাকি মিঃ জিন্না ও মৌলানা আজাদের নিকট একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মতামত তাঁহাদিগকে জানাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় নাকি দুইটি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে দুইটি সার্ব্বভৌম যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হইয়াছে। এই দুইটি যুক্তরাষ্ট্রের উপরে একটি কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মুদ্রা বিভাগ থাকিবে। কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদ কোনও আইন সভার নিকট দায়ী থাকিবে না। দেশীয় রাজ্যগুলি সার্ব্বভৌম পাকিস্তানী যুক্তরাষ্ট্র ও হিন্দুস্থানী যুক্ত-রাষ্ট্রের অধীন হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির সীমান্ত নির্দ্ধারণ করিয়া পৃথক সার্ব্বভৌম যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। স্বতন্ত্র ও সার্ব্বভৌম যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বৃটিশের পৃথক্ চুক্তি হইবে এবং দেশরক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে দুইটি স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি থাকিবে।

* * *

এই বিকল্প প্রস্তাবদ্বয় সত্যই উত্থাপিত হইয়াছে কি না এবং হইয়া থাকিলে এই সম্পর্কে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মনোভাব কিরূপ, তাহা নিশ্চিত জানিবার উপায় নাই। প্রস্তাব দুইটির প্রথমটিতে সর্ব্বভারতীয় ঐক্য বজায় রাখার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু এই ঐক্যসূত্র ধরিয়া থাকিবেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ স্বয়ং। কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদ দেশবাসীর নির্ব্বাচিত কোনও প্রতিনিধি পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন না, দায়ী হইবেন খাস বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত বড়লাটের নিকট। অর্থাৎ সর্ব্ব-ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষে বসিয়া বড়লাটই ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র নীতি ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। কোনও বিষয়ে দুইটি যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ ঘটিলে তিনিই মধ্যস্থতা করিবেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি মিঃ জিন্নার জিদের নিকট নতিস্বীকার মাত্র। অবশ্য মিঃ জিন্না ৬টি প্রদেশকে বর্ত্তমান আকারেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিতে চান; এই প্রস্তাবে মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির সীমান্ত নির্দ্ধারণের কথা আছে। ইহা ছাড়া, এই প্রস্তাবে সর্ব্ব-ভারতীয় ঐক্য সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

* * *

সম্প্রতি ডাঃ এম্, আর জয়াকর মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান গঠনের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ইহাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনই সমাধান হইবে না। পাকিস্তানে ৬ কোটী মুসলমান এবং ৪॥ কোটী অমুসলমান থাকিবে; হিন্দুস্থানে থাকিবে ১৫ কোটী অমুসলমান এবং ২ কোটী মুসলমান। মিঃ জিন্না সম্প্রতি হুমকি দিয়াছেন যে, এই ২ কোটী মুসলমানের ভাগ্য সম্বন্ধে পাকিস্তান উদাসীন থাকিবে না; প্রয়োজন হইলে তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা হইবে। এই হুমকির মধ্যে ডাঃ জয়াকর পাকিস্তানের ৪॥ কোটী অমুসলমানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং তাহাদিগকে প্রতিভূরূপে ব্যবহারের আভাস পাইয়াছেন। এইভাবে নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে না; ইহাতে এই সমস্যা আরও তীব্র ও চিরস্থায়ী হইবে।

* * *

গত সপ্তাহে আমরা বলিয়াছিলাম—মিঃ জিন্না তাঁহার পাকিস্তানের দাবী সম্পর্কে এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিতেছেন যে, ভারতীয় মুসলমানরা স্বদেশহারা ইহুদীদের মত কৃপার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মৌলানা আজাদ সম্প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের উদ্দেশে এক আবেদনে এই বিষয়টির প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহুদীদের মত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী ভীরুতার পরিচায়ক। ইহাতে মানিয়া লওয়া হইতেছে যে, সর্ব্বভারতীয় ব্যবস্থায় মুসলমানরা তাহাদের সঙ্গত অধিকার রক্ষা করিতে পারিবে না। মৌলানা আজাদ নিজে মুসলমানরূপে সমগ্র ভারত সম্পর্কে তাঁহার দাবী ত্যাগ করিতে রাজী নন। ৯ কোটী মুসলমান তাহাদের সঙ্গত অধিকার রক্ষা করিতে অক্ষম—এই কথা মনে করা তাঁহার পক্ষে অপমানকর। মৌলানা আজাদ দেখাইয়াছেন—ভারতবর্ষ যদি হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানরূপে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে অকস্মাৎ একদিন হিন্দুস্থানের মুসলমানরা উপলব্ধি করিবে যে, তাহাদের পুরুষানুক্রমিক বাসস্থানে তাহারা প্রবাসী; অবিমিশ্র হিন্দু রাজের অধীনে, শিক্ষায়, শিল্পে ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে অপরের কৃপাপ্রার্থী। পক্ষান্তরে, পাকিস্তানে মুসলমানদের অবস্থা নিষ্কণ্টক হইতে পারে না; কারণ সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যায় বিরাট পার্থক্য থাকিবে না। মৌলানা আজাদের এই সুযুক্তিপূর্ণ আবেদনের কোনও ফল হইবার আশা নাই। কারণ প্রধানতঃ ভাবপ্রবণতাই পাকিস্তানের দাবীর ভিত্তি; যাঁহারা এই দাবীর অত্যুৎসাহী সমর্থক, তাঁহাদের অনেকেরই এখন শান্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই।

* * *

জয় হিন্দ

বিশ্বভারতী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—১২নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভাণ্ডারিয়া ও দম-দম ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ এ, কে, দাস, এম-এ, বি-এল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক
লিঃ
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঞ্চয়ের মূলনীতি

- সাধ্যমত মিতব্যয়ী হওয়া।
- নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করা।
- সঞ্চিত অর্থ খরচ না করা।

ফোন : ক্যাল. ২৫৪৬
গ্রাম : পেমেণ্ট

ফোন : ক্যাল : ৩৪৫৯
(ম্যাঃ ডিরেক্টর)

শাখাসমূহ

শ্যামবাজার, বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, হাওড়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, গোপালদি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া, পাবনা, জয়নগর-মজিলপুর, পুরান-বাজার, জলপাইগুড়ি, ভৈরব, নরসিংদি, আসানসোল, ভোলা, গৌহাটি, টেংলা, জোড়হাট, বদরপুর, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোলাঘাট, ইটওয়ারী, নাগপুর, রায়গড়, রায়পুর, পাটনা, বেনারস, শিলং, ডিব্রুগড়, তেজপুর, কাটিহার, আরা, বোম্বাই।

এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বাঙ্গলায় কংগ্রেস ও লীগের সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্পর্কে মিঃ সুরাবর্দ্দি ও শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ের মধ্যে কলিকাতায় আরও আলোচনা হইয়াছে ; তবে, এখনও কোনরূপ সিদ্ধান্ত হয় নাই। কংগ্রেস পার্লামেটারী দলের সহিত আলোচনার পর কিরণবাবু পুনরায় মিঃ সুরাবর্দ্দির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ইতিমধ্যে মিঃ সুরাবর্দ্দি কংগ্রেস দলের সহিত তাঁহার আলোচনার গতি ও ধরণ গবর্ণরকে জানাইয়াছেন। এদিকে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে নাকি কলিকাতায় আসিয়া কংগ্রেস-লীগ সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য তার করা হইয়াছে।

* * *

অন্নহীন, বস্ত্রহীন, এবং স্বার্থান্বেষী নীচ ব্যবসায়ী ও অসৎ সরকারী কর্ম্মচারীর উৎপীড়নে বিক্ষুব্ধ বাঙ্গলার দুঃখমোচনের জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা আবশ্যক। অনশনক্লিষ্ট ও অর্দ্ধনগ্ন লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ দলগত ও সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে থাকিবে, ইহাই বিপন্ন বাঙ্গলা আশা করে। এই জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালী আজ মিঃ সুরাবর্দ্দি ও শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ের আলোচনার ফলাফল জানিবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছে। আমরা আশা করি, কংগ্রেস ও লীগ নেতা তাহাদিগকে নিরাশ করিবেন না।

* * *

নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্যের প্রজা সম্মেলনের প্রেসিডেণ্টরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, শাসনতন্ত্র গঠনকারী পরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মন্ত্রী মিশন প্রজাদের কোনও প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ না করায় পণ্ডিতজী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা হইতে দেশীয় রাজ্যগুলি দূরে সরিয়া থাকিতে পারিবে না। অথচ অবশিষ্ট ভারতবর্ষে যখন আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন তাহার সহিত মধ্যযুগীয় স্বৈর শাসকদের সহযোগ সম্ভব নহে। গণতান্ত্রিক ভারত সহযোগিতা করিবে কেবল গণতান্ত্রিক দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত। পণ্ডিতজী বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছেন যে, আপাততঃ তাঁহারা বিরোধ এড়াইয়া চলিতে চান ; কাজেই, দেশীয় রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার পুরোভাগে নৃপতিদের অবস্থিতিতে তাঁহারা আপত্তি করিবেন না ; তবে প্রজাদিগকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করিয়া তাহাদিগকে নিয়মানুগ নৃপতিরূপে অবস্থান করিতে হইবে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে হয় বৃটিশ প্রদেশগুলির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে অথবা ঐ সব রাজ্য একত্র করিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশ্রিত এই মধ্যযুগীয় স্বৈর শাসকদের এখন নিজেদের অবস্থা উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে। ভারতবাসীর দুর্নিবার স্বাধীনতা-কাঙ্ক্ষা বহু পূর্ব্বেই তাঁহাদের রাজ্যের দুর্লঙ্ঘ্য সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। এই সত্য বুঝিয়া তাঁহারা যদি এখন হইতে সতর্ক না হন, তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। আমরা আশা করি, পণ্ডিতজীর সময়োচিত সতর্কবাণী আশ্রিত ও আশ্রয়দাতা উভয়কেই এই বিষয়ে সচেতন করিবে।

* * *

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগকে ইউরোপীয় অঞ্চলে বাসের ও জমিক্রয়ের অধিকারে বঞ্চিত করিবার জন্য সেখানকার পার্লামেণ্টে একটি বিল সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। "গরু মারিয়া জুতা দানের" মত এই বিলে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দিগকে সেখানকার পরিষদের জন্য ৩ জন এবং সেনেটের জন্য ১ জন ইউরোপীয়কে নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দিবার ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী শ্বেতাঙ্গদের বর্ণাভিমান এত বেশী যে, আলোচনাকালে বিলের শেষোক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ জানান হইতেছে। কিন্তু মার্শাল স্মাট্‌স্ বর্ণসাম্যের অবতার সাজিয়া মুরুব্বিয়ানা চালে এইসব প্রতিবাদের জবাব দিতেছেন। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই বিল পাস হইলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা-সংক্রান্ত বিষয়টি সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সঙ্ঘে উত্থাপিত হইবে। রাষ্ট্রপুঞ্জ সঙ্ঘের কোনও প্রশংসনীয় কাজের পরিচয় আমরা এখনও পাই নাই। এই সঙ্ঘে নিপীড়িত জাতিগুলির যে সব প্রকৃত মিত্র আছেন তাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ ; কাজেই, তাঁহাদের পক্ষে ভোটের জোরে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করান সম্ভব নহে। তবুও প্রচারের দিক হইতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আলোচনার মূল্য আছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ দক্ষিণ আফ্রিকার কর্ত্তৃপক্ষকে ভারতীয়দের সম্পর্কে সঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য করাইতে পারিবেন এইরূপ আশা করিবার কোন কারণ নাই। তবে, যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পর সমানাধিকার, বর্ণসাম্য প্রভৃতি সম্পর্কে যে সব গালভরা কথা বলা হইয়াছিল, তাহা কতদূর অন্তঃসারশূন্য, রাষ্ট্রসঙ্ঘের আলোচনায় সমগ্র জগৎ তাহা বিশেষভাবে জানিতে পারিবে।

(১৯।৪।৪৬)

সুখের ভবিষ্যৎ গড়তে হলে সুশিক্ষার প্রয়োজন। আর আপনার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে হলে তাদের জন্য এক একটি 'এডুকেশন পলিসি' নেওয়াই সবচেয়ে ভালো। "ন্যাশন্যালের" সাহায্যে এ ব্যবস্থা আপনি খুব সহজেই করতে পারেন।

N.F. ৪/৮-৩

ন্যাশন্যাল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড্

৭ নং, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট

ফোন : ক্যাল : ৫৭২৬

ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্ত্তমান।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

বিলিকৃত মূলধন— ৪ কোটী টাকা

আদায়ীকৃত মূলধন— ২ কোটী টাকা

রিজার্ভ ফাণ্ড— ১৭॥০ লক্ষ টাকা

মিঃ জি ডি বিড়লা (চেয়ারম্যান)

মিঃ এম এ ইস্পাহানি (ভাইস্ চেয়ারম্যান)

মিঃ রমণলাল জি সরাইয়া (ভাইস্ চেয়ারম্যান)

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতের সর্ব্বত্র শাখা ও পে অফিস আছে

মিঃ বি টি ঠাকুর জেনারেল ম্যানেজার

UCB 1

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) — ২নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

খেয়ালীর খাতা

বছর খানেক আগে যখন 'খেয়ালীর খাতা' লেখা সুরু করি তখন ভূমিকায় যে-কথাটা বলিয়াছিলাম, পাঠকদের আর একবার তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে দুইটি কারণে পুস্তক রচিত হয়, —সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূরীকরণার্থে কিম্বা বন্ধু-বান্ধবদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে—এই লেখাগুলির পিছনে তাহার কোনটিই নাই। আমি খেয়ালী। নিজের খেয়াল ছাড়া ইহার মূলে আর কোন তাগিদ নাই। জনসাধারণের কল্যাণ সাধন, দেশের জ্ঞানবৃদ্ধি ইত্যাদি বড় বড় ব্যাপার আমার ক্ষমতার বাহিরে, সেদিক দিয়া আমার কোন উচ্চাভিলাষ নাই। সুতরাং আমার মতামতকে যাঁহারা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের সহৃদয়তার প্রশংসা করিব, বুদ্ধির সুখ্যাতি করিতে পারিব না। 'আর্থিক জগতে'র ভোজ্য তালিকায় অর্থাৎ 'মেনু'তে খেয়ালীর খাতাটা চাট্‌নী। প্রতি সপ্তাহে সম্পাদকীয় হইতে সুরু করিয়া শেয়ার বাজার ও কোম্পানী প্রসঙ্গ প্রভৃতি যে-সকল গুরুপাক পথ্য পরিবেষিত হয় তাহার সঙ্গে মুখ বদলাইবার জন্যই ইহার ব্যবস্থা। আপনারা চাট্‌নীকে চাট্‌নী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহার মধ্যে ভাইটামিন খুঁজিতে গেলে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয় না, ভোজন রসেরও ব্যাঘাত ঘটে।

* * *

আরও একটা কথা আছে। খেয়ালীর পাতায় যে-সকল মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহাকে কেহ যেন সম্পাদকের মতামত বলিয়া ভুল না করেন। এ কথাটা গোড়াতে একান্ত অনাবশ্যক মনে করিয়াই বলি নাই। সংবাদপত্রে নাম সহি করিয়া যে-সকল লেখা বাহির হয়, তাহার বক্তব্যকে সম্পাদকের বলিয়া যাহাতে ভ্রম না হইতে পারে সেই জন্য লেখকের নাম দেওয়া হয়। সে-নাম ছদ্মনাম বা প্রকাশ্য নাম যাহাই হউক না কেন। জেমস্ এ্যাগেট রিগ্যাল থিয়েটারে 'জার্ণিস এণ্ড' নাটক দেখিয়া যে-সমালোচনা লেখেন সেটাকে ট্যাট্‌লার পত্রিকার সম্পাদকের অভিমত বলিয়া কোন ইংরেজ পাঠক মনে করে না। 'ষ্ট্র্যাটাজিকাস' যুদ্ধসমালোচনা করিয়া যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার জন্য ইংলণ্ডের সমর দপ্তর 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান ও নেশান' পত্রিকার সম্পাদক কিংসলে মার্টিনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করে নাই। ঘরের কোণে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা 'সহিদ' হিন্দুদের যে-ভাবে প্রত্যেক সপ্তাহে আদ্যশ্রাদ্ধ করেন তাহা যদি আইয়েন ষ্টিফেন্সের নিজস্ব মত বলিয়া কেহ ভুল করিত তবে নিশ্চয়ই ষ্টিফেন্সকে অবিলম্বে মুসলিম লীগের সভাপতি করা হইত। (যদিও জেমস্ এ্যাগেট বা ষ্ট্র্যাটাজিকাসের সঙ্গে 'সহিদের' নামোল্লেখটা রাণী ভবানী ও ক্ষিরি গয়লানীর তুলনার মতো শুনাইবে সন্দেহ নাই।) স্বদেশীযুগে বাংলাদেশে ছেলে বন্দে মাতরম বলিলে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী বাবাকে পুলিশে ধরিত। সে-আইন সি-আই-ডির সংবাদপত্রের নহে। আমার মতামত একান্তভাবে আমারই—অন্য আর কারও নহে।

* * *

বাংলাদেশে কংগ্রেস ও লীগ কোয়ালিশন গঠনের যে চেষ্টা চলিতেছে তাহার ফলাফল কী হইবে, সে সম্পর্কে একাধিক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন। সংসারে লেখক হওয়ার বিপদ আছে। বিশেষ করিয়া সংবাদপত্রের লেখকদের। তাহাদের নানাপ্রকার প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। কলিকাতার একজন বিশিষ্ট সম্পাদক বন্ধুকে একবার এক পাঠক পত্র লেখেন, "মহাশয়, আপনার পত্রিকায় জ্বরনাশিনী পাচন ও জ্বরকালান্তক বটিকা নামক দুইটি ঔষধের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। দুইটি ঔষধই কালাজ্বর, পালাজ্বর, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর চব্বিশ ঘণ্টায় ছাড়ে বলিয়া দাবী করিতেছে। ইহার মধ্যে কোন্ ঔষধটি আপনি উৎকৃষ্ট মনে করেন লিখিয়া জানাইবেন।" শুনিয়াছি পত্র পড়িয়া সম্পাদকের নিজেরই জ্বর আসিবার উপক্রম হইয়াছিল। সুরাবর্দ্দী ও কিরণ বাবুর আলাপ-আলো-

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্,

মিশন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২,০০,০০,০০০৲ টাকা

বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত মূলধন ৩০,০০,০০০৲ টাকা

রিজার্ভ ফাণ্ড ১১,০০,০০০৲ টাকার অধিক

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং জগতে "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" আজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। "ক্যালকাটা ন্যাশনাল"-এর গৌরবময় উন্নতির মূলে রহিয়াছে ইহার নির্ভরযোগ্যতা, তৎপর ও সুষ্ঠু কর্ম্মপদ্ধতি, সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতি ও ক্রমোন্নতির সুপরিচিত ইতিহাস।

ডিরেক্টর বোর্ড ঃ

মিঃ এস, এম, ভট্টাচার্য্য, চেয়ারম্যান

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, কাশিমবাজার

বাঙ্গলা সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী,

মিঃ রাজেন্দ্র সিং সিংগী, জমিদার

মিঃ টি, সি, রায়, সলিসিটার

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃর চেয়ারম্যান

মিঃ টি, সি, চ্যাটার্জি, বি, এ।

মিঃ এইচ, সি, সরকার, বি এস, সি, (ইকন লণ্ডন)

জেনারেল ম্যানেজার

কলিকাতার বিভিন্ন শাখা ঃ

বড়বাজার শাখা ঃ
১৯৯।৫, হ্যারিসন রোড্

ক্যানিং ষ্ট্রীট শাখা ঃ
২৯নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্

শ্যামবাজার শাখা ঃ
১৩৬।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

ভবানীপুর শাখা ঃ
৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড্

বালিগঞ্জ শাখা ঃ
১৬১, রাসবিহারী এভিনিউ

অন্যান্য শাখা ঃ

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, কটক, ডিব্রুগড়, পাটনা, গয়া, মজঃফরপুর, বেরিলি, আগ্রা, মাদ্রাজ, দিল্লী, সদরবাজার (দিল্লী), লক্ষ্ণৌ, আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ), কাণপুর, মেষ্টন রোড (কানপুর), অমরাবতী, রায়পুর, আজমীড়, বোম্বাই (ফোর্ট), স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড (বোম্বাই), কলবা দেবী (বোম্বাই), আহমেদাবাদ, মসকোটি মার্কেট (আহমেদাবাদ), করাচী, নাগপুর, ইটওয়ারী (নাগপুর), জব্বলপুর, জব্বলপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, অমৃতসর, লাহোর, মীরাট, বেনারস, এলাহাবাদ।

কারেণ্ট একাউণ্ট ঃ ×½% হারে সুদ দেওয়া হয়। অনুমোদিত সিকিউরিটির বিনিময়ে সন্তোষজনক সর্ত্তে ওভারড্রাফ্‌ট দেওয়া হয়।

সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট ঃ "ক্যালকাটা ন্যাশনাল"এর সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ব্যাঙ্কের যে কোন শাখায় মাত্র ১০৲ জমা দিয়া আপনি একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিতে পারেন। সপ্তাহে একবার চেক দ্বারা ১০০০৲ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত তোলা যায়। বাৎসরিক ১½% হারে সুদ দেওয়া হয়।

স্থায়ী আমানত ঃ এক বৎসর বা তন্ন্যূন সময়ের জন্য গ্রহণ করা হয়। এক বৎসরের স্থায়ী আমানত ২½% হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। প্রতি অর্দ্ধ বৎসরান্তে জানুয়ারী ও জুলাই মাসে সুদ প্রাপ্য হয়।

ফরেন এক্সচেঞ্জ ঃ ব্যবসায় করা হয়। লণ্ডনস্থ **মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ** আমাদের লণ্ডনের এজেণ্ট।

চনার শেষ পরিণতি কী হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। আমি গ্রন্থকার মাত্র, গণৎকার নই। prophesy করা আমার profession নয়।

* * *

কী হইবে তাহা বলিতে যে দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন তাহা একমাত্র যোগী-ঋষিদেরই থাকে। কী হইতেছে তাহা বলিতে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, তাহা জার্ণেলিষ্টদের থাকে। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া বর্ত্তমানের কথাই কিছুটা বলিতেছি। একটা ব্যাপার অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কোয়ালিশন গঠনের প্রস্তাবটি বাংলাদেশে কংগ্রেস ও লীগ দুই দলীয় পত্রিকাগুলিই খুব প্রীতির চক্ষে দেখিতেছে না। কারণ কী? প্রথমে লীগের কথাটাই বলিতেছি। বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে, ব্যবস্থা পরিষদে লীগদলে বর্ত্তমানে তিনটি শাখা আছে। প্রথমটি ঢাকা দল। ইহারাই গত নয় বছর বাঙ্গলা দেশে লীগ পার্টিতে একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। এবার নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে সুরাবর্দ্দী সাহেব স্যার নাজিমুদ্দিন ও তস্য ভ্রাতাকে উৎখাত করিয়া লীগদলে তাহাদের প্রভাব হ্রাস করেন। কিন্তু একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান লীগ পার্টিতে ঢাকা দলের সদস্য-সংখ্যা বোধ হয় বাইশ জন। ইহাদের নেতা ফজলুর রহমান, খানবাহাদুর মহম্মদ আলী ও নুরুদ্দিন। দ্বিতীয় শাখার চাঁই এম, এইচ, ইস্পাহানী। তাঁহার দলকে হাই-কম্যাণ্ডের দল আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সহীদ সুরাবর্দ্দী যে লীগ হাই-কম্যাণ্ডের একেবারে বিশ্বস্ত ও অনুগত ব্যক্তি নহেন সে-তথ্য লোকে এখনও ভালো করিয়া জানে না। ইস্পাহানী-দলের সদস্য সংখ্যা চল্লিশের মতো। বাকী লীগ সদস্যেরা সুরাবর্দ্দীর অনুগামী। প্রাদেশিক লীগের সেক্রেটারী আবুল হাসীম এই দলের অন্যতম স্তম্ভ।

* * *

কোয়ালিশনে লীগ পক্ষ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আপত্তি ঢাকা-দলের। কারণ কোয়ালিশন না হইলে বেশীর ভাগ মন্ত্রীই লীগের হইবে এবং তাহা হইলে ফজলুর রহমান ও মহম্মদ আলীর মন্ত্রিত্বের আশা থাকে, নসরুল্লা, নুরুদ্দিন প্রভৃতির পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী হইবার সম্ভাবনা রহে। কোয়ালিশন হইলে পাঁচ জন বা ছয় জন মন্ত্রীর মধ্যে উহাদের ভরসা থাকে না। বিশেষ করিয়া ফজলুর রহমান ও সুরাবর্দ্দীর মধ্যে কতখানি সম্প্রীতি আছে তাহা বিতর্কের বিষয়। এই কারণেই কোয়ালিশন যাহাতে না হয় সেজন্য নুরুদ্দিনের পত্রিকা 'মর্ণিং নিউজে' প্রথম ব্যানার হেডিং দেওয়া হয়—Congress bows to League. বোধ হয় আশা ছিল যে, ইহাতে কংগ্রেস চটিয়া আলাপ-আলোচনা বন্ধ করিবে। কিন্তু তাহা না হওয়াতে পরের দিনই আবার সম্পাদকীয় লেখা হইল যাহার মূল কথা এই যে, League bows to Congress। উদ্দেশ্য এবারেও ঐ একই।

* * *

বাংলা 'আজাদ' পত্রিকার মৌলানা আক্রাম খাঁ—যাঁহাকে আক্রমণ খাঁ বলিলেই বোধ হয় বেশী ঠিক হয়—স্যার নাজিমুদ্দিনের বন্ধু, দ্বিতীয়তঃ হাই-কম্যাণ্ডেরও অন্যতম। সুতরাং দুইদিক দিয়াই তিনি সুরাবর্দ্দীর খুব একজন অনুরাগী নহেন। সুতরাং তাঁহারাও এই কোয়ালিশনকে খুব ভালো চোখে দেখিতে পারেন না। কিরণশঙ্কর রায় ও সহীদ সুরাবর্দ্দী দীর্ঘদিনের পুরাতন বন্ধু, অক্সফোর্ডে তাঁহারা একসঙ্গে বহু বছর কাটাইয়াছেন, দেশে ফিরিয়াও অনেক কাল একসঙ্গে কংগ্রেসের কাজ করিয়াছেন। সুতরাং লীগদলে কাহারও কাহারও মনে এইরূপ আশঙ্কা আছে যে, ইঁহাদের দুইজনে মিলিয়া মন্ত্রিত্ব গঠন করিলে সুরাবর্দ্দীর উপরে কিরণবাবুর প্রভাব পড়িবে। বাংলা গবর্ণমেণ্টের অনেক হোমরা চোম্‌রা কর্ম্মচারীও লীগ কোয়ালিশনকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট কারণে পছন্দ করেন না এবং কে না জানে যে, বাংলার মন্ত্রিত্ব গঠনে বরাবরই পার্মেনেণ্ট অফিসারদের অনেকখানি কৃতিত্ব থাকে?

* * *

এবার কংগ্রেসদলের কাহিনী। এই দলেও তিনটি শাখা। প্রথম শাখা খাদিদল সুরেশ বন্দ্যো, অন্নদা চৌধুরী, ধীরেন মুখার্জ্জী ইত্যাদির নেতৃত্বে, দ্বিতীয় শাখা বি, পি, সি, সি,। কিরণবাবু, অমর ঘোষ, ভূপতি মজুমদার ইত্যাদি এই শাখার প্রধান। তৃতীয় শাখা শরৎ বাবু ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সংমিশ্রণে। সতীশ বসু, জ্যোতিষ ঘোষ, হেমন্ত বসু ইত্যাদি। যদি কোয়ালিশন হয় তবে মন্ত্রিত্বে খাদি ও বি, পি, সি, সি শাখা হইতেই আসন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এই কারণে ফরোয়ার্ড ব্লকের ধ্বজাবাহক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ইহা পছন্দ করিতে পারিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, এবার কংগ্রেসী মন্ত্রী হিসাবে কিরণবাবু হোম অথবা সিভিল সাপ্লাইজের ভার পাইবেন ইহাও তাহাদের পছন্দ হইবার কথা নয়। সেই কিরণবাবু যিনি ফরোয়ার্ড ব্লকের বিরোধিতা করিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর একদল লোকের আপত্তি আছে, যাঁহারা মনে করেন কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে এমন মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে যে, ইহাদের দুই দলের কোয়ালিশন একমাত্র তখনই সম্ভব যখন কোন এক পক্ষের নেতৃস্থানীয়েরা মন্ত্রিত্বের লোভে প্রতিষ্ঠানের নীতিকে ক্ষুণ্ণ করিতে রাজী হইবেন। এই দলের মধ্যে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের অন্যতম হইল—

—খেয়ালী

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

গিরিশ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩০
হেড অফিস—২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গ্রাম—লাইভ ব্যাঙ্ক ফোন : ক্যাল—৪৭৩১ ও ৩২৭৫

বাংলা ও বিহারের প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে শাখা প্রতিষ্ঠিত।

চেয়ারম্যান : রায় জে এন মুখার্জ্জি বাহাদুর
গভঃ প্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার, হুগলী
ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ্জ :
মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জ্জি

ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করা সব দিক দিয়ে নিরাপদ।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

সাবানের মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ নাকচ—এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্ট গত ১৯৪৫ সালের ২১শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত সাবানের মূল্য সম্পর্কে এক বিজ্ঞপ্তি নাকচ করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কয়েক প্রকার সাবানের খুচরা ও পাইকারী দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন হইতে এই সকল সাবানের দর বে-আইনী মজুত ও অতিলাভ দমন আইনের ৬নং ধারা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সুইডেনে তৈয়ারী ষ্টোভ ও বাতি বিক্রয়—ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্ট সুইডেনে তৈয়ারী ষ্টোভ, ডে-লাইট প্রভৃতি ও ইহাদের বিভিন্ন অংশের আমদানী খরচের উপরে মুনাফার হার বাঁধিয়া দিয়াছেন। আমদানীকারক ব্যবসায়িগণ পাইকারী বিক্রেতা ও অন্যান্য বিক্রেতাগণের নিকট যথাক্রমে শতকরা ৩০ ও ৬০ ভাগ হারে লাভ রাখিয়া এই সকল মাল বিক্রয় করিতে পারিবেন।

ভারতে মার্কিণ স্বর্ণ বিক্রয়—ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ভি নরহর রাও সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ সারপৎ সিংকে জানান যে, ১৯৪৩ সালের ৮ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারতে কোন স্বর্ণবিক্রয় করা হয় নাই; এই সময়ের মধ্যে শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেই স্বর্ণ বিক্রয় করা হইয়াছে। মিঃ ভি নরহর রাও আরও উল্লেখ করেন যে, উক্ত সময়ের মধ্যে ভারতে ৫৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩০ লক্ষ আউন্স পরিমাণ মার্কিন স্বর্ণ বিক্রয় করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন—গত ৯ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব বর্ত্তমান ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন সংশোধন ও সুসংহত করিয়া যে খসড়া আইন প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

সুদীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণ—যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার একটা অঙ্গ হিসাবে কলিকাতার সঙ্গে আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী, দার্জ্জিলিং এবং চট্টগ্রামকে পাকা রাস্তা দিয়া সংযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ৫টি সুদীর্ঘ রাজপথ তৈয়ারী করার প্রস্তাব সম্পর্কে এক্ষণে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় জমির প্রয়োজনীয় জরীপ করার কাজ চলিতেছে। উক্ত জাতীয় রাজপথগুলির পথে যে সমস্ত নদী-নালা পড়িবে, সেগুলির উপর সেতু নির্ম্মাণ করার এবং বড় বড় নদনদীগুলির পারাপারের জন্য যন্ত্রচালিত খেয়া নৌকার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হইয়াছে।

বোম্বাই-কলিকাতা বিমান-ডাক চলাচল সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ১লা এপ্রিল হইতে বোম্বাই ও (নাগপুর হইয়া) কলিকাতার মধ্যে সপ্তাহে দুই বার করিয়া টাটা এয়ার লাইনস্ কোম্পানীর বিমানে ডাক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য আভ্যন্তরীণ বিমান ডাকে চিঠিপত্র পাঠাইতে অতিরিক্ত মাশুলাদি সম্পর্কে যে হার ও নিয়মকানুন নির্দ্দিষ্ট আছে এই ক্ষেত্রেও সেই নিয়মেই মাশুলাদি দিতে হইবে। এই বিমান-ডাকে চিঠিপত্রাদি পাঠাইবার সময় সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ স্থানীয় ডাকঘরেই পাওয়া যাইবে।

ক্যানসারের ঔষধরূপে বিষ বাষ্পের ব্যবহার—নিউ ইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধের সময়ের বিষ বাষ্প বিশেষতঃ 'নাইট্রোজেন মাষ্টার্ড' জাতীয় বাষ্পকে ক্যানসারের ঔষধরূপে ব্যবহারের চেষ্টা হইয়াছিল। এই চেষ্টা এতদূর সফল হইয়াছে যে, এই সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা চালানো হইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা সংশোধন কমিটি—প্রায় ত্রিশ বৎসরের পুরাতন পাঠ্যতালিকা সংশোধন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সম্প্রতি পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কমিটি নামে একটী কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার মিঃ পি. এন. ব্যানার্জ্জী, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, ডাঃ বি. সি. রায়, ডাঃ হাসান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার), বাঙ্গলা সরকারের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও মিঃ কে. জাকারিয়া উক্ত কমিটির অন্যতম সদস্য।

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনে সরকারী সাহায্য—কেন্দ্রীয় পরিষদে মনোনীত শ্রমিক সদস্যা শ্রীমতী মণিবেন কারার প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের প্রচার সচিব বলেন যে, নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সদস্যদের রাহা খরচ কোন কোন ক্ষেত্রে যে ভারত সরকার বহন করিয়া থাকেন একথা সরকার অবগত আছেন। এই ব্যবস্থা ১৯৪১ সালের মে মাস হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। সম্মেলনের সদস্যদের এই বাবদ যে অর্থ দেওয়া হইত তাহার পরিমাণ একবারের যাতায়াতের প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার বেশী নহে এবং বৎসরে মাত্র চারবার এই ব্যয়ভার সরকার বহন করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সহিত এক চুক্তিতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সরকার যখন কোন সম্পাদক সম্মেলন আহ্বান করিবেন তখনই তাঁহাকে সদস্যদের যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। এই বাবদ সরকার মোট সাতান্ন হাজার তিনশত টাকা দিয়াছেন।

যুদ্ধফেরৎ ডাক্তারদের বিলাতী উপাধি লাভের ব্যবস্থা—সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, যুদ্ধফেরৎ ডাক্তারগণ তাঁহাদের বিভাগীয় অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত প্রশংসাপত্রসহ আবেদন করিলে বিলাতের

ফোন—ক্যাল: ৫৯৪৪ টেলিগ্রাম—ইকমিক ব্যাঙ্ক

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৯

হেড অফিস :—৮৬-বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

----শাখাসমূহ----

বড়বাজার, সাউদার্ণ এভেনিউ (কলিকাতা), বাঁকুড়া, ঘাটাল, মেহেরপুর, সোণামুখী (বেঙ্গল), টাটানগর, পুরুলিয়া, নওয়াগড (বিহার), বড়পেটা (আসাম), এলাহাবাদ, বেনারস, জৈতপুরা, মীর্জ্জাপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, অরৌরা, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বর্বাটসগঞ্জ, মোরাদাবাদ, গান্ধীনগর (কাণপুর), জৌনপুর (ইউ-পি), দিল্লী।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট। ফোন : বি, বি, ১৫৩৪

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আড়া, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা।

যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ

রয়্যাল কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স-এর উপাধি এল. আর. সি. পি. এবং রয়্যাল কলেজ অব সার্জ্জেনস্-এর উপাধি এম. আর. সি. এস উপাধির ক্লাসে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। আরও প্রকাশ, অনুরূপ প্রশংসাপত্রসহ আবেদন করিলে যুদ্ধফেরৎ ডাক্তারগণ ঐ কলেজদ্বয়ের উচ্চতর উপাধির ক্লাসেও ভর্ত্তি হইতে পারিবেন।

কাঁচা চামড়ার রপ্তানী নিয়ন্ত্রণাদেশ বাতিল—একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত ১লা এপ্রিল হইতে মাত্র দুই মাসের জন্য সকলপ্রকার কাঁচা চামড়ার উপর হইতে রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ আদেশ সাময়িকভাবে রহিত করা হইয়াছে। পাদুকা ব্যতীত অন্যান্য চামড়ার জিনিষের উপর হইতেও উক্ত দুই মাসের জন্য রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

বিলাতে আমদানী নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা হ্রাস—লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, বিলাতে বিদেশী মালের আমদানী সম্পর্কে যে কড়াকড়ি ছিল সম্প্রতি তাহা কিছুটা হ্রাস করা হইয়াছে। যেসব দেশের সহিত বৃটেনের আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে কোন বাধা নাই কেবল সেইসব দেশের কোন কোন মাল এখন বৃটেনে আমদানী করা চলিবে। এখন সেখানে যে সব জিনিষের উৎপাদন বন্ধ আছে, অথবা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে, সে সব জিনিষ এখন বৃটেনে আমদানী করা চলিবে না।

বেঙ্গল টিউবার-কিউলোসিস এ্যাসোসিয়েশন—প্রকাশ, কলিকাতা ও হাওড়ার আটটী যক্ষ্মা ক্লিনিকে আর একজন অতিরিক্ত পরিদর্শক ডাক্তার নিয়োগ করিবার জন্য বাংলা সরকার বেঙ্গল টিউবারকিউলোসিস্ এ্যাসোসিয়েশনকে এককালীন পাঁচহাজার নয়শত বাহান্ন টাকা সাহায্য দিয়াছেন।

বোম্বাই-এর প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্ম্মঘটের অবসান—বোম্বাই-এর এক খবরে প্রকাশ যে, গত ১১ই মার্চ্চ হইতে বোম্বাই প্রদেশের চল্লিশ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের যে ধর্ম্মঘট চলিতেছিল প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীর নিকট হইতে আশ্বাস পাওয়ায় সম্প্রতি তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রী নাকি শিক্ষকদের অভাব-অভিযোগগুলির প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন—আগামী ৬ই জুন হইতে যুক্তরাষ্ট্রের সীটল সহরে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সংসদের (I. L. O.) যে ২৮শ সম্মেলনের অধিবেশন হইবে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য ভারতবর্ষও নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

ভারত সরকারের নয়া প্রচেষ্টা—প্রকাশ, জার্ম্মানীর নিকট হইতে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের টাকা বাবদ ভারত সরকার উৎপাদক সামগ্রী (capital goods) আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিভিন্ন শিল্পের জন্য জার্ম্মানী হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানীর কথাও নাকি ভারত সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা আইন—ভারতীয় মুদ্রা আইন সংশোধনের জন্য অর্থসচিব যে বিল উপস্থাপিত করেন কেন্দ্রীয় পরিষদ তাহা প্রচারের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। অর্থসচিব প্রথমে বিলটী সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন; কিন্তু মুসলিম লীগের মিঃ ইসাক সাইৎ ও কংগ্রেসের শ্রীযুক্ত সান্যাল জনমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিলটী প্রচারের জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্যর আর্চ্চিবল্ড রোল্যান্ডস্ তাহাতে সম্মত হন। এই বিলে বর্ত্তমান মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করা হইয়াছে।

বিলাতী পুস্তক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা—কলিকাতার কোন বৃটিশ পুস্তক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানের অধুনা প্রকাশিত একখানি পুস্তকে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সম্পর্কে 'কুইসলিং,' ও 'দলত্যাগী' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করার প্রতিবাদস্বরূপ উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত কোন পুস্তকই পাঠ্য হিসাবে অনুমোদন না করিবার জন্য গত ১২ই এপ্রিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভায় এক প্রস্তাব বিবেচনা করা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ষ্টাডিজ ইন ইংলিশের জনৈক সদস্যকে এই প্রতিষ্ঠানটি জানাইয়াছে যে, 'কুইসলিং' ও 'দলত্যাগী' কথা দুইটী বাতিল করিয়া দিয়া পুস্তকে একটী ক্রোড়পত্র জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

মন্ত্রী ও পরিষদ সদস্যদের বেতন সম্পর্কে মহাত্মাজী—সম্প্রতি 'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন যে, "মন্ত্রী ও পরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের নিজ নিজ প্রদেশের জনসাধারণের ভৃত্য মাত্র। সুতরাং বিলাতী হারে যদি তাঁহারা বেতন দাবী করেন তবে জনসাধারণকে বঞ্চিত করা হইবে। তাহা ছাড়া বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট হইলেই যে সেই অনুসারে বেতন গ্রহণ করিতে হইবে তাহারও কোন অর্থ নাই। বেতনের নির্দ্দিষ্ট হারের তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা উহার অধিক বেতন পাইবেন না। ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে পূরা বেতন বা আংশিক বেতন গ্রহণ করাও হাস্যোদ্দীপক। যাঁহারা অবৈতনিকভাবে জনসেবা করিতে অক্ষম তাঁহাদের জন্যই বেতনের ব্যবস্থা। তাঁহারা বিশ্বের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি। দরিদ্র ব্যক্তিদের দান হইতেই তাঁহাদের বেতন দেওয়া হয়। একথা সর্ব্বদা তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।"

গ্রাম : ওভারড্রাফ্ট ফোন : ক্যাল ৫১৪১

ন্যাশনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস :—১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস কাজ করিতেছে।

জীবন যাত্রার পাথেয়

নূতন বীমা
(১৯৪৫)
১২ কোটী টাকার উপর

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়; বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে —

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান পাথেয়—দুর্দ্দিনে সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

খাদ্য-সঙ্কট

নোয়াখালী জেলার কুতুবপুর গ্রামে ভারতচন্দ্র নাথ নামে একজন তাঁতী তাঁহার নিজের ও পরিবারের খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া কয়দিন অনাহারে থাকিয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

* * *

আমেরিকার রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভারতকে দশ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় বার হাজার পঞ্চাশ মণ) ময়দা উপহার দিতেছেন।

* * *

সম্প্রতি অভ্র খনির চার হাজার শ্রমিক এক দিনের জন্য ধর্ম্মঘট করিয়া গিরিডি সহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় শোভাযাত্রা করিয়া চাউলের রেশন পুনর্ব্বহালের দাবী জানান।

* * *

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা পরিদর্শন করিয়া তথাকার দুর্ভিক্ষের অবস্থা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পার্ব্বতীপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও সুতাহাটা থানার অধীনস্থ অন্য পঁচিশটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, তাহাদের শতকরা পঁচিশ জনকে কোন কিছু না খাইয়াই শিক্ষালয়ে আসিতে হয়। অনেক পরিবারে প্রায়ই দিনের পর দিন এক মুষ্টি খাদ্যও মিলে না। অন্নাভাবে জনসাধারণ হতাশ হইয়া কলিকাতা অভিমুখে ছুটিতেছে।

* * *

নালিতাবাড়ী সরকারী এজেন্টের গুদামে বর্ত্তমানে তিন হাজার চার শত মণ আউশ ও বোরো চাউল পচিয়া মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে।

* * *

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি ও পাকুন্দিয়া থানায় চাউলের দর হইয়াছে ১৮৲ টাকা। গ্রামে গ্রামে উপবাস সুরু হইয়াছে।

* * *

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া ও সদর মহকুমায় আট হাজার মণ খারাপ চাউল সস্তা দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

* * *

বিখ্যাত সাহিত্যিকা পার্ল বাক এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন—ভারতের খাদ্যাবস্থা বর্ত্তমানে শোচনীয়।...এখনই যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ না করা হইলে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ভারতের পঞ্চাশ লক্ষ হইতে এক কোটী অধিবাসীর মৃত্যু ঘটিবে।

* * *

বাঁকুড়া জেলার খবরে প্রকাশ যে, ইন্দপুর, সদয়, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাটী, বড়জোরা, এবং ওন্দা—এই ছয়টি মাত্র থানার সাড়ে চার লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়াছে। প্রায় পঁচিশ হাজার লোক ইতিমধ্যেই এই অঞ্চল হইতে জেলার বাহিরে পলাইয়াছে।

কুবল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪ নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্যক্তিগত

কানপুরের বেগ সাদার্ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড কোং লিমিটেডের ডিরেক্টর মিঃ সি. ডাব্লিউ টস ১৯৪৬ সালের জন্য আপার ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

বেঙ্গল গ্লাস ম্যানুফ্যাক্চারার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ডি. এন. সেন ১৯৪৬ সালের জন্যও অল ইণ্ডিয়া গ্লাশ ম্যানুফ্যাক্চারার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী মিঃ ভি. এম. ভট্ট সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের আর্ত্তত্রাণ (U. N. R. R. A.) সমিতির অর্থ-নৈতিক বিশ্লেষণ ও প্রচারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া শীঘ্রই চীনে যাইতেছেন।

* * *

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বৎসরের জন্য বোম্বে চেম্বার অব কমার্সের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—

সভাপতি, মিঃ এ ডাব্লিউ. পার্সী; সহকারী সভাপতি, মিঃ এল. এ. হ্যালসাল; সদস্যগণ, মিঃ সি পি. ব্র্যাম্বল, মিঃ আর. এল. ফেরার্ড, মিঃ সি. আর. আগর, মিঃ সি. জে. দামল, মিঃ এ. ডি ফিলী, মিঃ এইচ. এফ. মিলুনে, মিঃ ই. ডাব্লিউ. এ. রিচার্ডসন ও মিঃ ডাব্লিউ. জি. জে. শ।

Pioneer Quality Manufacturer of :
Spring, Springwashers, Setscrews, Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler Tube, Brushes, Link & Wire Chains, etc.
S. K. Dutt
Manufacturer & Mill Furnisher,
20, STRAND ROAD
CALCUTTA
Phone : Cal. 1434

সাদার্ণ ব্যাঙ্কিং লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL

Phone Cal. 4655. Estd. 1925
A BANK TO WIN YOUR
* CONFIDENCE *
INVESTMENT AGAINST PROPER
SECURITIES
Bharat Mercantile Bank Limited
17, Mangoe Lane, Calcutta.

বেলেঘাটা ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—বেলেঘাটা (ফোন বি বি ৫৬৬৪)
* ক্লিয়ারিং সুবিধাযুক্ত, স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
* ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সর্ত্ত সহজ ও সুবিধাজনক।
* পরিচালকবর্গ আস্থাভাজন, সেবাপরায়ণ, সৎ ও শক্তিমান।
শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত চৌধুরীর নূতন উদ্যম

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সহকারী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্লানিং অফিসার শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুরী অভ্র সম্পর্কিত ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই একটী যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে অভ্র শিল্প সম্পর্কে তাঁহার ন্যায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি খুব কমই আছেন। তাঁহার প্রণীত "ইণ্ডিয়ান্ মাইকা" এবং "হ্যাণ্ডবুক অব মাইকা" নামক দুইখানা ইংরাজী পুস্তক কেবল ভারতবর্ষে নহে—সুদূর জার্ম্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। ইদানীং আমেরিকায় তাঁহার "হ্যাণ্ডবুক অব মাইকা" নামক পুস্তকখানার একটী নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী ইতিপূর্ব্বে কতিপয় বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ব্যবসায়ের কার্য্যকরী অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় শ্রীযুক্ত চৌধুরীর নূতন উদ্যম সহজেই সাফল্যলাভ করিবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ফেব্রিকস্ প্রিন্টিং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস. কে. মুন্সী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। বাণিজ্য, এজেন্টস্ ও প্রতিনিধি।

ব্রোচো এ্যাণ্ড কোং—ডিরেক্টর—মিঃ এস. এস. চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭, ওয়েষ্টার্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনিয়ার্স, বিল্ডার্স ও ঠিকাদার।

ব্রস এ্যাণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জে. এম. মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, সান ইয়াৎ সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। তামাকের ব্যবসা।

হিন্দ ডিষ্ট্রিবিউটর্স লিঃ—ডিরেক্টর—হেমচন্দ্র সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা।

হিন্দুস্থান ন্যাশন্যাল গ্ল্যাস ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ. এল. গোয়েঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ লক্ষ টাকা। সর্ব্বপ্রকারের কাঁচ উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবসা।

কার্পেট ম্যানুফ্যাক্চারার্স এ্যাণ্ড এক্সপোর্টার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ও. এস. পোদ্দার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬১/১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। কার্পেট প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসা।

ষ্টার প্রেস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জগদীশকুমার গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—২, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। খবরের কাগজের প্রকাশক ও মালিকের ব্যবসা।

বরিশাল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি. এম. দাশগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, কলিমপুর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদির ব্যবসা।

মাইকা কনসার্ণস (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ খগেন্দ্রনাথ দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০, গড়িয়াহাট রোড, ২৪ পরগণা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। খনির ব্যবসা।

পেণ্টা বোস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি, কে, বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্ট-এর ব্যবসা।

হাওড়া প্রেস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অসিতকুমার বোস্। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২২-১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। মুদ্রাকর ও প্রকাশকের ব্যবসা।

সিবটম টী কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন. সি. গোয়েঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—গোয়েঙ্কা চেম্বার, দার্জ্জিলিং। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। চা, কফি, সিঙ্কোনা প্রভৃতির চাষ।

৮টি অপরিহার্য কারন রেশনিং এর বিস্তৃত প্রবর্তন প্রয়োজনীয়

★ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

★ প্রয়োজনের অনুপাতে খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন যথেষ্ট নয়।

★ পৃথিবীব্যাপী খাদ্যের টানাটানির ফলে বিদেশ থেকে খাদ্যবস্তু আমদানি করেও ঘাটতি পুরোপুরি মেটানো সম্ভব নয়।

★ প্রধান খাদ্যসামগ্রীগুলি কোনোমতেই জুয়াড়ী ব্যবসাদারদের হাতে পড়তে দেওয়া চলবে না।

★ জিনিসপত্রের মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

★ অপচয় বন্ধ করতেই হবে।

★ খাদ্য যেখানে পর্যাপ্ত সেখানে রেশনিং প্রবর্তন করলে খাদ্যাভাবপীড়িত অঞ্চলগুলিতে খাদ্য সরবরাহ সম্ভবপর হবে।

★ যে অঞ্চলে প্রয়োজন অনুপাতে খাদ্য কম রেশনিং-ব্যবস্থায় সেখানে সকলের ভাগেই সমান খাদ্য মিলবে।

ইতিমধ্যেই ৫৫৬টি সহরে ৫ কোটি ৩০ লক্ষের ও বেশি লোক রেশনিং-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আরো বহু সহর ও অঞ্চলে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হচ্ছে। দুর্গতঅঞ্চলে পাঠাবার জন্য এবং কিছু খাদ্য ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে খাদ্য শস্যের রেশনের পরিমাণ কমাতে হয়েছে। রেশনিং-ব্যবস্থায় সহায়তা করা আপনার কর্তব্য। রেশনিং-এর বিধিনিয়মগুলি যথাযথ মেনে চলে আপনার কর্তব্যপালন করুন এবং দুস্থজনের জীবনরক্ষা করুন।

ন্যা য্য দা মে ® সকলের জন্য খাদ্য

নিউ দিল্লী থেকে "গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া ডিপার্টমেণ্ট অফ ফুড" কর্তৃক প্রচারিত

AC-67

পঞ্চপ্রদীপ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, বম্পাস রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। কণ্ট্রাক্টরস্ ও অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

দি বাম্বু সাপ্লায়ার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ. এল. গোয়েঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস— ১এ, ভ্যান্সিটার্ট রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। বাঁশ উৎপাদন, সরবরাহ, সংরক্ষণ প্রভৃতির ব্যবসা।

এসিয়ান শেয়ার ডিলার্স সোসাইটী লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ প্রফুল্লকুমার কুণ্ডু। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪-২, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। শেয়ার, ব্রোকার ও দালাল।

ইউনাইটেড ম্যানেজমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি. মুখার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সীর ব্যবসা।

এ, বি, সন্স এণ্ড কোং লি—রেজিষ্টার্ড অফিস—উইণ্ডসর হাউস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। প্রচার ও বিজ্ঞাপনের ব্যবসা।

দি বেদিক প্রেস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ, কে ভট্টাচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৪, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ছাপা ও প্রকাশকের ব্যবসা।

ইউনিভার্স্যাল ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীবিরাজমোহন রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১।১, ভ্যান্সিটার্ট রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ঔষধাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসা।

মুখার্জ্জি এ্যাণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৪, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও সেক্রেটারী।

এ, বি. এজেন্সীস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দাশ। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

এপোলো মিলস্, লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২॥০ আনা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। **শিবপুর কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২১৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের জনও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। **নবাবগঞ্জ সুগার মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও প্রতি শেয়ারে অনুরূপ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। **সোয়ান মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরেও প্রতি শেয়ারে অনুরূপ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। **গোকাক মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৩৲ টাকা (অন্তর্ব্বর্ত্তীকালের শতকরা ৫৲ টাকা সমেত)। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। **বোম্বে ডাইং এ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরেও প্রতি শেয়ারে অনুরূপ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। **বসন্ত মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে অনুরূপ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। **আসাম স মিলস্ এ্যাণ্ড টিম্বার কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৭॥০ আনা। উহার পূর্ব্ব বৎসরেও প্রতি শেয়ারে অনুরূপ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল।

গ্রাম : উদয়ের পথে

অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিমিটেড

১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনার সঞ্চিত অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাটাইয়া লাভবান হইতে হইলে সত্বর আমাদের সহিত পরামর্শ করুন।

ম্যাঃ ডিরেক্টর—মিঃ কে, সি, মিত্র।

সাবান প্রস্তুতের

ফোন ঃ—
বড়বাজার ঃ—১৩৯৭ অফিস
„ ঃ—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

গ্রাম—জনসম্পদ ফোন : ক্যাল ২৭৬৭

ব্যাঙ্ক অফ্ ক্যালকাটা লিঃ

বিলিকৃত মুলধন - - - - - - - - ১৪,০৮,৬২৫৲ টাকা
বিক্রীত মুলধন - - - - - - - - - ১৪,০০,০০০৲ „
আদায়ীকৃত মুলধন - - - - - - - - ১২,০০,০০০৲ „

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডঃ মুরারিমোহন চ্যাটার্জ্জী

বিশ্বভারতী কটন মিলস্ লিঃ

মিল ও রেজিষ্টার্ড অফিস—চাঁদপুর, ত্রিপুরা।

অবশিষ্ট ১০০৲ মুল্যের প্রেফারেন্স শেয়ার (৬৲ লভ্যাংশযুক্ত) ও ১০৲ মুল্যের অর্ডিনারী শেয়ার বিক্রয়ার্থ দেওয়া হইয়াছে।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ ও নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সকল অফিসেই শেয়ার পাওয়া যাইবে, সত্বর আবেদন করুন, শীঘ্রই শেয়ার বিক্রয় বন্ধ হইবে। মিলের বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে, মেশিনারী সংস্থাপন কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, শীঘ্রই সুতা ও বস্ত্র উৎপাদন কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

বড়বাজার, দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, চৌমুহিনী, বসুরহাট, কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, সিরাজদিঘা, রাঙ্গাপাড়া, জামুগুড়িহাট, রহা, রাসডা, আজমীর, হোজাই ও বেওয়ার।

হাওড়া শাখা ২২শে মার্চ '৪৬ খোলা হইয়াছে।

জেনারেল ম্যানেজার : মিঃ আর, চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ জে, ভৌমিক

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ১৯শে এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে আবাব 'টানাটানি' দেখা দিয়াছে। যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশী হইয়া পড়িয়াছে। তবে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে যে 'কল' টাকার লেনদেন হইয়াছে তাহার সুদের হার অপরিবর্ত্তিতই ছিল। কলিকাতায় সুদের হার ছিল শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাই-এ শতকরা ।০ আনা। কলিকাতার প্রায় সব ব্যাঙ্কই শতকরা ॥০ আনা সুদে 'কল' টাকা ধার লইয়াছে। বোম্বাই-এর ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের কলিকাতার শাখার মারফতে প্রভূত পরিমাণে ঋণ-গ্রহণ করিয়াছে। সাময়িক-ভাবে ট্যাক্স আদায় বন্ধ থাকা সত্ত্বেও টাকার এই 'টানাটানি'র কারণ খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই কঠিন। তবে অনেকের ধারণা, সম্ভবতঃ অমূলকও না হইতে পারে যে, বোম্বাই নগদ দামে যথেষ্ট পরিমাণে ষ্টার্লিং খরিদ করিতেছে বলিয়াই এই 'টানাটানি' অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। স্থায়ী আমানতের সুদের হারও অপরিবর্ত্তিতই ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 'রপ্তানী' ও 'রেমিট্যান্স' প্রায় প্রয়োজনানুরূপই ছিল। তবে 'রপ্তানী'র অধিকাংশ ছিল 'ফরওয়ার্ড'। ডলারের বিশেষ কাজকারবার হয় নাই। বিনিময় বাট্টার হারে কোনরূপ পরিবর্ত্তনই ঘটে নাই। বাট্টার হার নীচে দেওয়া হইল :—

টেলিঃহুণ্ডি (প্রতিটাকায়) (বিক্রয় দর)	১ শিঃ ৫৩/৪ পেঃ
ঐ দর্শনী (" ")	" " " "
টেলিঃ হুণ্ডিঃ (" ") (ক্রয় দর)	১ " ৬৩/৪ "
ঐ দর্শনী (" ") (" ")	১ " ৬১/৪ "
ডি. এ. তিন মাস (" ")	১ শিঃ ৬৩/৪ পেঃ
ডি. এ. চার মাস (" ")	১ শিঃ ৬১/৪ পেঃ
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৪ঠা এপ্রিলের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২৩৮ কোটী ৪৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১,২১৮ কোটী ৭৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২২০ কোটী ৮১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। গত ৪ঠা এপ্রিলের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক-সমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৫ কোটী ৭৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ও ২৯৭ কোটী ৫৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। একসপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০০ কোটী ৭৯ লক্ষ ৭২ হাজার ও ২৯৬ কোটী ৩৭ লক্ষ ২ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০০ কোটী ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ও ২৯৬ কোটী ৪৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৫ সালের ৬ই এপ্রিলে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬০৪ কোটী ২২ লক্ষ ৫৩ হাজার ও ২২১ কোটী ৬৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৯শে এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কাজকারবারে খানিকটা ভাটা পড়ে। মনে হয় চৈত্রসংক্রান্তি ও ইষ্টারের ছুটী প্রায় একসঙ্গে পড়িয়া যাওয়াতেই বুঝি কাজকারবার কিছু পরিমাণে কমিয়াছে। তাহা ছাড়া শেয়ার কারবারীরাও যেন সাময়িকভাবে তাহাদের খাটানো টাকার পরিমাণ বাড়াইতে সেরূপ উৎসাহ দেখাইতেছিল না। এসবের জন্য যে দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, মন্ত্রিদূত আলোচনা প্রভৃতি অংশতঃ দায়ী এরূপ মনে করিলে হয়তঃ ভুল না হইবারই সম্ভাবনা। আজ শুক্রবার ইষ্টারের ছুটী উপলক্ষে বাজার বন্ধ আছে। ছুটীর শেষে আগামী মঙ্গলবার দিন আবার বাজার খুলিবে।

আলোচ্য সপ্তাহের সুরুতে সোমবারে বাজার মোটামুটি স্থিরই ছিল, তবে ঐদিন বিকালের দিকে প্রচুর পরিমাণে ইণ্ডিয়ান আয়রণ বিক্রয় করার ফলে বাজার মন্দার ভাব লইয়া বন্ধ হয়। মঙ্গলবারেও সাধারণভাবে এই মন্দার ভাবই বজায় থাকে, কাজ-কারবারও বিশেষ হয় নাই। বন্ধের মুখে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কর্পোরেশন আরও বিক্রয় হওয়ায় বাজার আরও নামিয়া পড়ে। বুধবারে অবশ্য বাজার খানিকটা ভাল হইয়া উঠে, দরও আবার সামান্য বৃদ্ধি পায়। বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে মাত্র দ্বিপ্রহর দুইটা পর্য্যন্ত বেচাকেনা হইয়াছে; তবে এই অল্পসময়ের মধ্যেই মোটামুটি ভাল কাজ-কারবার হইয়াছে। বাজারও কিছুটা তেজী হইয়া উঠে।

কোম্পানীর কাগজ—টাকার বাজারের 'টানাটানি' ঘটায় আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বেচাকেনা হ্রাস পায় এবং দরও কিছুটা পড়িয়া যায়। মঙ্গলবার দিন ৩৲ টাকা সুদের মেয়াদি ঋণপত্র (১৯৭০-৭৫) ১০২৸/০ আনা পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু বৃহস্পতিবার আবার ১০২৷৷/০ আনায় নামিয়া পড়ে। সোমবারে ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০২৸৵০ আনা পর্য্যন্ত দরে বেচাকেনা হইয়াছিল, পরে বুধবার দাম ৶০ আনা পড়িয়া যায়; তবে বৃহস্পতিবার আবার দর বাড়িয়া ১০৩৲ টাকায় বাজার বন্ধ হয়। আলোচ্য সপ্তাহে ৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্রের (১৯৬০-৭০) দর বাড়িয়াছে—বৃহস্পতিবারে সর্ব্বোচ্চ দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে; তখন ইহার দর ছিল ১১৫।০ আনা।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকলের শেয়ারের কাজকারবার বিশেষ হয় নাই, ফলে দরও পড়িয়া যায় প্রায় সব শেয়ারেরই। তবে বৃহস্পতিবার দিন বাজার আবার চড়িয়া যায়। এলায়েন্সের দর ১,০৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। বুধবার বাজার দর ৫৯৫৲ পর্য্যন্ত নামিলেও বৃহস্পতিবার বন্ধের মুখে দর চরিয়া ৬০০৲ টাকা হয়। চাঁপাদানীর দর ৩৭৫৲ হইতে ৩৮৫৲ টাকার মধ্যে ওঠানামা করে। কামারহাটীর দর ১০০০৲ পর্য্যন্ত উঠিলেও বন্ধের সময়ে ১০৲ টাকা পড়িয়া যায়। কাকনাড়ার চড়া দর ৮০২৲ টাকাও বন্ধের মুখে ৬৲ টাকা নামিয়া পড়ে। নদীয়ার কিছু কাজকারবার হইয়াছে, দর ছিল তার ১৮৮৲ টাকা।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪

—মূলধন—

অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲

বিলিকৃত ও বিক্রীত ১,০০,০০,০০০৲

আদায়ীকৃত— ৫৭,৫০,০০০৲ উপর

রিজার্ভ ফাণ্ড— ২৬,৫০,০০০৲ উপর

শাখাসমূহ—

কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেন্ট :—

ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

নিউইয়র্ক এজেন্ট :—

ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্ট :—

ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—

মিঃ এন, সি, দত্ত,

মূল্য কমিল !!!

সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।

লিখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং

সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা ও গোধুলিয়া, বেনারস।

NOTHING IS STRONGER---
--------THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA.

Phone : Cal. 3436

আগডপাডার দর বিশেষ উঠানামা করে নাই, তাই ৫৩৲ টাকা দরেই হাত বদলাইয়াছে। ইণ্ডিয়া আর-গ্যাঞ্জেসের যোগান ছিল, তবে চাহিদা বিশেষ ছিল না। কেলভিনের দর ১৮২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। গত সপ্তাহের দরের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ডালহৌসীর দর নামিয়া পড়ে প্রায় ২০৲ টাকা।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহেও ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর শেয়ারের দিকে কারবারীরা নজর দিয়া উঠেন নাই। ফলে দরও নামিয়া পড়ে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৫৫॥৵০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। ষ্টীল কর্পোরেশনের বন্ধের দর ছিল ৫০৸০ আনা। কুমারধুবী ১৩।৵০ আনা, ব্রেইথ-ওয়েট ১৯।০ আনা, জেসপ ৩৫৸০ আনা, মার্শাল ১০।৴০ আনা, ভার্ত্তিয়া ৩২॥০ আনা, ন্যাশন্যাল আয়রণ ১৩৲ টাকা ও বার্ণ ৫৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহেও বেচাকেনা হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৯শে এপ্রিল—খাদ্য-বরাদ্দ হ্রাসের প্রতিবাদে চটকল এলাকায় যে ধর্ম্মঘট চলিতেছিল তাহার প্রায় সুরাহা হইয়া আসিয়াছে, কাশীপুরের কাঁচা পাট আমদানীকারীদের ধর্ম্মঘটও মিটিয়াছে। কিন্তু আবার সুরু হইয়াছে গরু ও মহিষের গাড়ী চালকদের ধর্ম্মঘট।

সন্তোষজনক বুনানীর খবর আসায় আলগা পাটের বাজার একটু 'নরম' হয়। কিন্তু পাটজাত দ্রব্যের বাজারে সর্ব্বোচ্চ দরেও চট পাওয়া যায় নাই। 'হেভি গুডসে'রও দর ছিল সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতেই।

পাটের রপ্তানী বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। ডাণ্ডি সরাসরি কিছু কাজকারবার করিয়াছে। ক্র্যাক ফার্ষ্ট-এর দর ছিল ১২০৲ টাকা, লাইটিংস-এর দর ছিল ১১৫৲ টাকা এবং হার্টস-এর ১০০৲ টাকা। ৮০৲ টাকার কাছাকাছি দরে সামান্য পরিমাণ সেপ্টেম্বর/-অক্টোবর নিউ ক্রপ ফার্ষ্ট-এর কাজকারবার হইয়াছে। কলমালিকগণের মধ্যে কাছাকাছি ডেলিভারীর জন্য ৭৭৲ টাকা দরে কিছু পরিমাণ লাইটিংসের কাজকারবার হইয়াছে—ইহার উপর ট্যাক্স দিতে হইয়াছে ক্রেতাকে। 'ফরওয়ার্ড' লাইটিংসের দর ছিল ৭৬॥০ টাকা—ট্যাক্স দিয়াছে বিক্রেতা। ডাণ্ডি তোষা ৪-এর দর ছিল ৮১৲ টাকা নিট। আগষ্ট/অক্টোবর নিউ ক্রপ মিল ফার্ষ্ট ৮৬৲ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে—আবার এপ্রিল/মে রপ্তানীর দর ছিল ৮৫৲ টাকা। দশ হাজার গাঁইট এপ্রিল/মে ব্লু এল্ তোষা ৯৮৲ টাকা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। ৯৪৲ টাকা দরে কিছু প্রাইভেট মার্কা তোষারও কাজ হইয়াছে। ধর্ম্মঘট ও গণ্ডগোলের জন্য কাশীপুরে কোন বেচাকেনাই হয় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নাই। অবশ্য সামান্য কিছু কাজকারবারও হইয়াছে। নিউ সুপারভাইজড্ জাত মিডিল-এর দর ছিল ১৬॥০ আনা আর বটমের দর ছিল ১৩॥০ আনা। পরে দর আরও।০ আনা নামে। সুপারভাইজড্ ডিষ্ট্রিক্ট নিউ ক্রপ ১৫৸০ আনা ও ১২৸০ আনা দরে বেচাকেনা হইয়াছে—বাজারে বিক্রেতা ছিল অনেক। সর্ব্বোচ্চ দরের ॥০ আনা ও ৸০ আনা নীচে মোটামুটি কিছু বেচাকেনা হইবার পরে দর ১৲ নামিয়া পড়ে। নর্দার্ণ মিডিল ও বটম যথাক্রমে ১৫৲ টাকা ও ১২৲ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে। নিউক্রপের মোট ৬ লক্ষ গাঁইট পর্য্যন্ত মিলগুলি বেচাকেনা করিয়াছে আর জাহাজীরা লইয়াছে প্রায় ১ লক্ষ গাঁইট। পুরাতন পাটের আমদানী বিশেষ নাই।

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে গত সপ্তাহে যে উন্নতি দেখা গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহার কোনরূপ অবনতি ঘটে নাই। চাহিদার তুলনায় যোগান ছিল কম। বস্তুতঃ, এই বাজারে খরিদ্দারের সংখ্যা যথেষ্ট থাকিলেও বিক্রেতার দেখা বিশেষ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ সুদূর প্রাচ্যের সহিত সহজ বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনের সম্ভাবনাতেই 'হেভি গুডসের' বাজারে তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সপ্তাহের দরের উপরেও আলোচ্য সপ্তাহে হেভিগুডসের দর আরও ১॥০ টাকা মত বাড়িয়াই যায়। আগামী বৎসরের জানুয়ারী/জুন ডেলিভারির জন্যও সর্ব্বোচ্চ দরের ক্রেতা ছিল। কাছাকাছি ডেলিভারির কাজে আবার চোরাবাজারী দর প্রাধান্যলাভ করিতেছিল। অক্টোবর/ডিসেম্বর 'বি' টুইল ও হেভি কীজ সর্ব্বোচ্চ দরে বেচাকেনা হইয়াছে। অক্টোবর/ডিসেম্বর এবং শেষের দিকে অক্টোবর/মার্চ্চ লিভারপুল টুইলও সর্ব্বোচ্চ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৭৫,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,৫০,০০০৲

শাখাসমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ

এজেন্সী :—

ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

মফঃস্বলের অবস্থা মোটামুটী ভালই। বুনানীর কাজও বেশ আগাইয়া চলিয়াছে। নদীর অবস্থাও স্বাভাবিক। গত বৎসরের তুলনায় এ পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জ এলাকায় ॥৵১০ আনা, ঢাকায় ॥০ আনা চাঁদপুরে ৸১০ আনা, হাজীহাটে ৸০ আনা, আশুগঞ্জে ৸৵০ আনা, আখাউড়ায় ৸৴০, সরিষা-বাড়ীতে।৵০ আনা, ময়মনসিংহে।৵০, সিরাজগঞ্জে।৴০ আনা, নাকালিয়ায়।১০ আনা ও ভাঙ্গুড়ায় ॥০ আনা পরিমাণ জমিতে বুনানীর কাজ শেষ হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে নারায়ণগঞ্জে।৴০ আনা, ঢাকায় ৶১০ আনা, চাঁদপুর ৸৴৫ আনা, হাজীহাটে ॥৴০ আনা, আখাউড়ায় ৻১০ পয়সা, সরিষাবাড়ীতে ৴১০ আনা, ময়মনসিংহে ৴১০ আনা, সিরাজগঞ্জে।৵১০ আনা, নাকালিয়ায় ৵৫ আনা ও ভাঙ্গুড়ায় ৶১৫ আনা পরিমাণ জমিতে বুনানী হইয়াছিল।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৯শে এপ্রিল—পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই ও কলিকাতার বাজারে সোনার দরের কতকটা পড়তি লক্ষ্য করা গিয়াছে। গত ১৫ই এপ্রিল বোম্বাইএ প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৯৮॥০ আনা। গত ১৮ই এপ্রিল তাহা কমিয়া ৯৭৲ টাকা হইয়াছে। কলিকাতায় গত ১৫ই এপ্রিল প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৯৮৸৴০ আনা। ১৮ই এপ্রিল তাহা ৯৮৴০ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে।

রূপা—সোনার দর কিছু হ্রাস পাইলেও এ সপ্তাহে রূপার দর প্রায় পূর্ব্বের হারেই বলবৎ ছিল। গতকল্য (১৮ই এপ্রিল) বোম্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ১৬১৸০ আনা ও কলিকাতায় তাহা ১৬৩॥০ আনা দাঁড়াইয়াছিল। গিনির দর কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে যথাক্রমে ৬৭৲ টাকা ও ৬৬৲ টাকা ছিল।

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগৎ'-এর পাটের বাজারের (১২৩৯ পৃঃ) ১৭শ লাইনে লিখিত '½ ভাগই'-এর স্থলে '⅓ ভাগই' হইবে।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম
শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী
এফ্, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ. বি-এল

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১২ই এপ্রিল	১৫ই এপ্রিল	১৬ই এপ্রিল	১৭ই এপ্রিল	১৮ই এপ্রিল	১৯ই এপ্রিল
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৯৮৸/০	৯৮৸/০	৯৮৸/০	৯৮৸/০	৯৮/০	বাজার বন্ধ
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৯৮॥০	৯৮॥০	৯৮৸০-৯৮॥০	৯৭॥০-৯৭৲	৯৭।০-৯৭৲	
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৬৪॥৵০	১৬৩।০	১৬৪।০	১৬৩৸০	১৬৩॥০	
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৬২৸৶০	১৬১৸০	১৬২॥/০-১৬২৵০	১৬২৲-১৬১।০	১৬২॥০-১৬১৸০	
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৬৬৸০	৬৬৸০	৬৬৸০	৬৬৸০	৬৬৲	
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৬৮॥০	৬৮৸০	৬৮৸০	৬৭।০	৬৭৲	
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	
কোম্পানীর কাগজ—			—			
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	—		১০০৸৶০	—	
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০৩/০-১০২৸০	১০২৸৶০	১০২৸৵০	১০২৸/০-১০২॥৶	১০৩৲	
৩৲ টাকা সুদেব ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	১০২॥৵০	—	১০২॥/০	—	
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—	—	—	—	
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	—	১১৫/০	১১৫।০	
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫৭॥/০-৫৭৶০	৫৭॥০-৫৬।৶০	৫৬॥/০-৫৫॥/০	৫৬।৵০-৫৫॥৵০	—	
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৫২৸০-৫২।০	৫৩৲-৫১।৶০	৫১॥৶০-৫০৸/০	৫০॥০-৫০৸০	—	
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১৩।/০-১৩৵০	১৩।৵০-১৩/০	১৩।৵০-১২॥০	—	১৩।/০-১৩৵০	
ব্রেইতওয়েইট ...	১৯৸০-১৮৸৶০	১৯।০-১৮॥৵০	১৯/০-১৮॥৶০	১৮৸/০-১৮॥০	১৮৸৵০-১৮॥৶০	
জেসপ ...	৩৫৶০	৩৫৸০-৩৪॥০	৩৫৲-৩৪৸৵০	৩৫৵০-৩৪৸০	৩৫।০-৩৪৸৵০	
মার্শালস ...	১০॥/০-১০।৵০	১০।/০-১০৶১০	১০।/০-১০/০	১০৶০-১০৲	১০/০-১০৲	
ভার্ত্তিয়া ...	৩২।০	৩২॥০-৩১।০	৩১॥০	৩১৵০	৩১॥/০	
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	—	১৩৲	১২৸৵০	১৩৲-১২৸৶০	—	
আর্থাব বাটলার ...	—	—	২৫।০-২৪৸৵০	—	—	
বার্ণ ...	৫৩৩৲	—	৫৪০৲	৫৪০৲-৫৩৮৲	—	
খনি—বার্ম্মা কর্পোরেশন ...	৬।৵০-৬৶০	৬।৶০-৬৵০	৬৶০-৬৵০	৬৶০-৬/০	৬।/০	
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৫৵০	৫।০-৪৸৶০	৫/০-৪৸৶০	৫/০-৫৲	৫৲	
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১ ৬৪৲-১৬০৲	১৬৪॥০-১৬৩৲	১৬৫৲-১৬৩৲	১৬৪॥০-১৬৪৲	১৬৪৲-১৬৩॥০	
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	১০০৲	১০০৲-৯৮৸০	৯৯।০-৯৮৲	—	
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪॥৶০	১৪॥/০-১৪।০	—	১৪॥৵০ ১৪॥০	১৪॥/০-১৪॥০	
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫।৵০-১৫।০	১৫।০	১৫৵০	১৫/০-১৫৲	১৫৲	
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৫৩।০-৫২৲	—	—	৫৩৸০-৫৩৲	—	
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	৩৩৸০	—	
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৫১।০	৫১৸৵০-৫০।৵০	৫০৸৶০-৫০৲	৫১॥/০-৫০৸৵০	—	
তালচের „ „ ...	১৪৵০	১৪৵০-১৪/০	১৪৵০-১৩৸৵০	১৪৲-১৩।০	১৪৵০	
রাণীগঞ্জ „ „ ...	৬৬।০	৬৩৲	৬৩।৵০	৬৩৸০-৬৩।০	—	
ইকুইটেবল „ „ ...	৮৫॥০	৮৫৲-৮৪৲	৮৪৸৶০-৮৪।৵০	৮৩৸৶০-৮৩৲	৮৪।৵০-৮৪৵০	
সাউথ করণপুরা „ ...	৪৬৲	৪৬॥৶০-৪৫॥৵০	৪৫৸০-৪৫।৵০	৪৬৲-৪৫॥০	—	
ভুলনবরারি ...	৩৪৵০	৩৬৸০-৩৪॥০	৩৪৲	৩৪৲-৩৩৵০	—	
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—	—	—	
নিউ চুরুলিয়া ...	—	১৫৵০-১৪৸০	১৫৲-১৪৸/০	—	১৫॥০-১৫।০	
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৬॥৵০	৪৬।৵০-৪৬।০	—	—	—	
ভালগোরা ...	৩২৸৵০-৩২৸০	৩২।৵০-৩২৶০	৩২॥০-৩২।০	৩২৲-৩১৵০	৩১৸৶০-৩১।৵০	
নিউ বীরভূম ...	৫২৸৵০-৫২।০	৫২৸৵০-৫২।৵০	৫২৸০-৫২৲	৫২।০-৪৯।০	৫৩৲-৫২।৶০	

গ্রাম : যেশখু ফোন : ক্যাল ২০৪৪

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্কের নিজস্ব ত্রিতল বাটী নির্মিতপ্রায়।

শাখা : ভবানীপুর, খুলনা।

নড়াইল ও বাগেরহাট শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

চেয়ারম্যান,
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

দি

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

৩১-৩-৪৬ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমাসহ), ও সংরক্ষিত তহবিল	৩৩,৫৩,৪০৬৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	২,৩০,৪৬,৯৪৮৲
আমানত	৪,০৭,০২,৩৪১৲
কার্য্যকরী মূলধন	৪,৭৮,৬৫,৬৪২৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১২ই এপ্রিল	১৫ই এপ্রিল	১৬ই এপ্রিল	১৭ই এপ্রিল	১৮ই এপ্রিল	১৯শে এপ্রিল
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮॥০-৮৶০	৮।৶০-৮।৴০	৮॥০-৮।৶০	৮।৶০	—	বাজার বন্ধ
বেনারস ...	—	—	—	—	—	
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৬।৶০-১৬৶০	১৬।৶০-১৬৶০	১৬৲-১৫৸০	১৫৸৶০-১৫॥৶০	—	
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	৮৩।০-৮২৸৶০	৮৩॥০-৮৩৲	৮৩৲-৮২৲	৮২॥০	৮৩৲-৮২॥৶০	
কেশোরাম ...	২৭॥৴০	২৭৸০-২৭৶০	২৭।৴০-২৭৶০	২৭।৶০-২৬॥০	২৭॥৶০-২৭।৶০	
বঙ্গশ্রী ...	১৫॥০	১৫।৶০-১৫।০	১৫৶০	১৫।৶০-১৫।০	—	
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৮।৶০-৮।৴০	—	৮।৴০	৮।৶০-৮।০	৮॥০-৮।৶০	
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—	৩০৩৲-৩০২৲	৩০৪৲-৩০১৲	৩০৪৲	৩০৫৲	
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	২৭॥৴০	—	—	—	—	
টিটাগড় ...	৬৪৸৶০-৬৪৶০	৬৬॥০-৬৪৲	৬৫৲-৬৪॥৶০	৬৪৸০-৬৩৸০	৬৪৸৶০-৬৪৲	
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৪৭২৲	৪৭৩৲-৪৭২৲	৪৬৭৲-৪৬৬৲	৪৬১৲	—	
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৬৬২৲-৬৫৪৲	৬৬২৲-৬৫৯৲	৬৬২৲-৬৫৭৲	৬৬৩-৬৫৩৲	—	
কামারহাটি „ „ „ ...	৯৯৪৲-৯৮৪৲	৯৯৪৲-৯৮৮৲	৯৮৮৲-৯৮৫৲	৯৮২৲	১,০০০৲-৯৯০৲	
নদীয়া „ „ „ ...	১৮৮৲-১৮৬॥০	১৯০॥০-১৮৮॥০	১৮৭॥০-১৮৫৲	১৮৮৲-১৮৫৲	১৮৮৲	
প্রেসিডেন্সী „ „ „ ...	১৫৸০-১৫॥৶০	১৫৸০-১৫॥০	১৫॥৶০	১৫।৶০-১৫।৴০	—	
রিলায়েন্স „ „ „ ...	১১৬॥০-১১৫৸০	১১৮॥০-১১৬।০	১১৭॥০-১১৫৲	১,১৬।০	১১৬।৶০-১১৬৲	
কাঁকনাড়া „ „ „ ...	৮৩০৲-৮২৫৲	৮৩২৲-৮২৫৲	৮৩০৲-৮২৪৲	৮১৯৲	৮৩২৲-৮২৬৲	
হাওড়া „ „ „ ...	১৩১।৶-১৩০৸৶০	১৩২৸০-১৩০৸০	১৩২৶০-১৩০।৴০	১৩১৶০-১৩০৸০	—	
ডালহৌসী „ „ „ ...	—	৪৮৯৲	৪৮৮৲	—	—	
বজবজ „ „ „ ...	—	—	৬৯৬৲	৬৯৭৲	৬৯৫৲	
ষ্ট্যাণ্ডার্ড „ „ ...	—	৪৩৪৲-৪২৬৲	৪২৮৲-৪১৯৲	৪১৪৲	—	
এলায়েন্স „ „ „ ...	৯৭৭৲	—	১০১৫৲-৯৯০৲	১০১২৲-১০১০৲	১০৭০৲	
চিনির কল—বেঙ্গসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৫।০-১৫৶০	১৫।০-১৪৸৶০	১৪৸০-১৪॥৶০	১৪৸৶০-১৪॥৴০	১৪৸৶০	
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪৭।৶০-৪৬৸০	৪৭।০-৪৭৲	৪৭৲-৪৬৸০	৪৬৸০-৪৬॥০	৪৭৲-৪৬৸৶০	
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩৮৸৶০-৩৮৶০	৩৯৴০-৩৮।০	৩৮॥৶০-৩৮৲	৩৯৴০-৩৮৸০	৪০৲-৩৯।৶০	
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান „ „ „ ...	—	—	—	—	—	
কল্যাণী „ „ „ ...	—	—	৫৪৲	—	৫৫৲	
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—	—	—	—	—	
তেজপুর „ „ „ ...	২৯৲-২৮৸৶০	২৯৶০	২৯।০-২৮৸০	—	—	
বিশ্বনাথ „ „ „ ...	৪৯৲	৫২৲-৫১৲	৫২৲-৫১৸০	৫২৲	—	
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৭।৶০-১৭৲	১৭॥০-১৭।৴০	১৭।০	১৭॥০-১৭৶০	১৭৸০-১৭।৶০	
বি আই কর্পোরেশন ...	১০॥৶০-১০॥০	১০।৶০-১০।০	১০।৶০-১০৲	১০।৴০-১০৶০	১০।০-১০৲	
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৯৬৲-১৯৫৲	১৯৬॥০-১৯৩৲	১৯৪৲	১৯৩৲-১৯০৲	—	
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৭৶০-১৬॥৶০	১৭।০-১৭৲	১৭।০-১৬৸৶০	১৬॥০	১৭।৴০-১৭।০	
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	৩১৪৲-৩১২৲	—	৩০৯৲	২৯৮৲-২৯৪৲	৩০০৲-২৯৭৲	
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট „ „ ...	২৫।০-২৪৸৶০	—	২৪৸০-২৪॥০	২৪॥৶০-২৪॥০	২৪৸০-২৪॥০	
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	১৭॥০-১৭।৶০	১৭॥৴০-১৭।৶০	১৭॥৶০-১৭৲	১৭৸৶০-১৭।৶০	১৮৸০-১৮।০	
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১১৲-১০॥৶০	১০।৶০	—	—	১০৸০	
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	—	—	—	৯৸৶০-৯৸৴১০	—	

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, মেদিনীপুর, পুরী, হাটখোলা, বেনারস ও জলপাইগুড়িতে আমাদের শাখা খোলা হইয়াছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্‌ড্ এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন— ... ৫০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড— ১৩,৭১,০০০৲ টাকার উপর
আমানত— ... ... ২,৭৫,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন— ... ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকার উপর

পৃষ্ঠপোষক—
মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্-আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

প্রধান অফিস—
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)
রেজিষ্টার্ড অফিস—
আখাউড়া (বি এ রেলওয়ে)
কলিকাতা অফিসসমূহ—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স
লিঃ
হেড অফিস : ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৫৩৮০

জীবনবীমার ভার ডোমিনিয়নকে দিন
ডোমিনিয়ন
ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
৯৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন কলিকাতা ৫৯৩০

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—

কলিকাতা

১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং—ক্যালকাটা—৫৬০৭

২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।

৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড-এ

(কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ মোড়) খোলা হইয়াছে।

আসাম

শিলং, শিলচর, গৌহাটি, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নওগাঁ, ছাতক, হবিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড— ৫,৫০,০০০৲

কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲

বাঙ্গালা

চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—

১। সিলেট ৩। শিলচর

২। শিলং ৪। ঢাকা

কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার

মিঃ জে, এম, দাস, জেনারেল ম্যানেজার

অক্ষয় কুমার লাহা

ট্রেডমার্ক

৪নং হেমাতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

রেজিষ্টার্ড ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

—সুদের হার—

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

ওরিয়েণ্টাল শেয়ার এক্সচেঞ্জ

লিমিটেড

হেড অফিস :—১৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—Kanoarb ফোন : Cal 1359

সকলপ্রকার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

আংশিক ডিপোজিটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিয়া লাভবান হউন

স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

নিজস্ব কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

পোদ্দার এণ্ড কোং

ম্যানেজিং এজেণ্টস

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৪

রেজিষ্টার্ড অফিস ঢাকা।

সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা) শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও মতিহারি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।

ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—

মিঃ অমিয় গুহ।

পিপল্‌স ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

—ঃ হেড অফিস ঃ—

পি-২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ৩৪৬।

শাখাসমূহ

শ্যামবাজার, শিবপুর, পাটনা, রাঁচি, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : —এস, চৌধুরী

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৯

হেড অফিস : কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন— ১,০০,০০,০০০৲

বিলিকৃত মূলধন— ১২,৫০,০০০৲

আদায়ীকৃত মূলধন— ১০,২০,০০০৲

মোট কার্য্যকরী তহবিল— ২,০০,০০,০০০৲ টাকার অধিক

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, পাল

ক্রিসেণ্ট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

—লিমিটেড—

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 29th April, 1946, সোমবার, ১৬ই বৈশাখ, ১৩৫৩ [৫০শ সংখ্যা

কার্টেল বা শিল্পসঙ্ঘের দুর্নীতি

সুইডেন ও বৃটেনের কয়েকটি শিল্প কোম্পানী কতিপয় মার্কিন শিল্পব্যবসায়ীর সহিত মিলিয়া দিয়াশলাইয়ের উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কার্টেল বা শিল্পসঙ্ঘ গঠন করিয়াছিল। কোন নূতন কোম্পানীকে দিয়াশলাই শিল্পে প্রতিযোগিতা করিবার সুযোগ না দিয়া দিয়াশলাইয়ের ব্যবসা সর্ব্বতোভাবে নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করাই ছিল ঐ কার্টেল গঠনের উদ্দেশ্য। মার্কিন গবর্ণমেণ্টের অভিযোগক্রমে তথাকার কোর্ট এই কার্টেল ভাঙ্গিয়া দিয়া একটি ডিক্রি পাশ করিয়াছেন। উহাতে কয়েকটি বড় কোম্পানীর পক্ষে জোট পাকাইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একচেটিয়াভাবে দিয়াশলাইয়ের ব্যবসা পরিচালনা করা আর সম্ভবপর হইবে না। জনসাধারণের স্বার্থ না দেখিয়া কার্টেল বা শিল্পসঙ্ঘগুলি কয়েকটি শিল্প কোম্পানীর মুনাফার দিকে চাহিয়াই শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। অন্য কোন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে জিনিষ-পত্রের দর কমাইয়া দিয়া তাহারা উহার ক্ষতি ঘটাইতে আরম্ভ করে। শিল্প-পণ্য উৎপাদনের কোন নূতন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইলে উহারা তাহা কিনিয়া নিজেদের একচেটিয়া করিয়া রাখে। ফলে উহাদের সমক্ষে কোন নূতন প্রতিষ্ঠান-মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার সুযোগ দাবাইয়া রাখিয়া উহারা জিনিষ-পত্রের বাজার নিজেদের অধীন করিয়া রাখে। চড়া দরে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিয়া স্থায়ী-ভাবে অপরিমিত মুনাফার সুবিধা করিয়া লইতে তখন আর কোন বাধা থাকে না। দুনিয়ার কতকগুলি বড় শিল্প কোম্পানী এইভাবে কার্টেল গঠন করিয়া নিজেদের লাভের খাতিরে শিল্প দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। আর উহাদের সে স্বার্থপর শোষণে ক্রেতা-সাধারণ বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এই শ্রেণীর কার্টেল বা শিল্পসঙ্ঘ আধুনিক যুগে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এক বড় অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুনিয়ার কল্যাণে এই ধরণের কার্টেলের বিলোপসাধনে যত্নপর হওয়া আজ সকল দেশের গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। মার্কিন গবর্ণমেণ্ট ঐ দেশে দেয়াশলাইয়ের কার্টেল ভাঙ্গিয়া দিয়া আজ ঐ বিষয়ে এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, সন্দেহ নাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মিঃ সুরাবর্দ্দীর প্রতিশ্রুতি

প্রধান মন্ত্রীর গদিতে বসিয়াই মিঃ সুরাবর্দ্দী দরাজ মেজাজে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়া বসিয়াছেন। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অর্থাৎ লীগের সহিত সহযোগিতা না করায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ও অন্যান্য দল তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিবেন বলিয়া তিনি আশাও ব্যক্ত করিয়াছেন। "ব্রেন ট্রাষ্ট" গঠন হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারী প্রথা লোপের অজস্র প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়াছেন। কিন্তু নিজেদের 'কোট' বজায় রাখিয়া একদলীয় মন্ত্রিত্ব যাঁহারা গড়িয়াছেন তাঁহারা সমস্যার চাপে হয় গদী হারাইবেন আর না হয় হাবুডুবু খাইয়া শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের ক্রোড়ে আশ্রয় লইবেন—এই সম্ভাবনাই আমরা দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গলার জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধাংশের প্রতিনিধি কংগ্রেসকে বাদ দিয়া লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর কিছুই করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। মিঃ সুরাবর্দ্দী কংগ্রেসের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গেলেন যে, কংগ্রেসও বাঙ্গলার জনসাধারণের দুঃখ-কষ্টের লাঘবের জন্য তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গত প্রস্তাবসমূহ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা সেই সহযোগিতায় প্রসারিত হস্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কংগ্রেসের সমস্ত আদর্শ তিনি ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিবেন, আর কংগ্রেস তাঁহার সহিত যাচিয়া সহযোগিতা করিবে এমন আশা মিঃ সুরাবর্দ্দী কি করিয়া পোষণ করিতেছেন?

মিঃ সুরাবর্দ্দী বড় বড় কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গলার অধিকাংশ মুসলমান ও হিন্দু কৃষকের স্বার্থ যে পাটের দরের সহিত জড়িত সে সম্বন্ধে তিনি একটী কথাও বলেন নাই কেন? পাটের দর উচ্চস্তরে বাঁধিয়া দিবার জন্য দীর্ঘকাল আন্দোলন চলিতেছে। পাটের দর মণ প্রতি ২৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা অনায়াসেই বাঁধিয়া দেওয়া যায় এবং ইহার ফলে বাঙ্গলার বিপুল সংখ্যক কৃষকের আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হইয়া বাঙ্গলা ধনে জনে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে পারে। অথচ মিঃ সুরাবর্দ্দী এই সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই করেন নাই। ইউরোপীয় প্রভুদের অসন্তোষের ভয়েই কি মিঃ সুরাবর্দ্দী এ বিষয়ে নীরব থাকা সঙ্গত মনে করিয়াছেন?

রেল ধর্ম্মঘটের প্রস্তুতি

গবর্ণমেণ্ট রেল শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে বিবেচনা করিবার এডজুডিকেটর নিয়োগ করিতেছেন এবং রেল শ্রমিকরা ইহাতে খুশী হইয়া ধর্ম্মঘট সম্পর্কে ভোট লওয়া স্থগিত রাখিতেছেন—এই সংবাদ পাইয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট রেল শ্রমিকদের মূল দাবী অগ্রাহ্য করিয়া ছোটখাট কয়েকটী অভিযোগ সম্পর্কে এডজুডিকেটর নিয়োগ করিতে চাহেন। ইহার ফলে পুনরায় রেল শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ধর্ম্মঘট সম্পর্কে ভোট গ্রহণ সুরু হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের মতিগতি দেখিয়া আমরাও উদ্বেগবোধ করিতেছি। এডজুডিকেটর নিয়োগে যখন গবর্ণমেণ্ট রাজী হইলেন তখন শ্রমিকদের সর্ব্বপ্রকার অভিযোগ ও দাবীদাওয়া সম্পর্কে অভিমত প্রকাশের অধিকার এডজুডিকেটরকে দেওয়াই উচিত। ইহার অন্যথা হইলে স্বতঃই গবর্ণমেণ্টের প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয়। এদিকে দেখা যাইতেছে, রেল শ্রমিকরা ক্রমেই অধিক-সংখ্যায় বেকার হইতেছে। এই বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে অবস্থা আরও জটিল হইয়া উঠিবে। রেলওয়ে বোর্ডের হিসাবে প্রকাশ যে, ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত মোট ৩৪,৬৫৮ জন রেল শ্রমিক বেকার হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৮,৯১০ জনকে নূতন কাজ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু ১৫,৭৪৮ জন লোককে বরখাস্ত করিতে হইয়াছে।

রেলওয়ে সম্প্রসারণের বিপুল ক্ষেত্র পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও কেন যে রেল শ্রমিকদের বেকার

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১২৬৯৭৯
বীমা আইনের সংশোধন	১২৭৬-৭৮
তামাকের ব্যবসায় ও বাঙ্গলা	১২৭৯-৮০
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১২৮১
খেয়ালীর খাতা	১২৮২-৮৩
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১২৮৪-৮৬
কোম্পানী প্রসঙ্গ	১২৮৭
বাজারের হালচাল	১২৮৮-৯২

হইতে হইবে ইহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ অবিমৃষ্যকারিতা বা হঠকারিতার পরিচয় না দিয়া রেল শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের মীমাংসা করিয়া জনসাধারণের উদ্বেগ দূর করিবেন।

খাদ্য-ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা

জনসংখ্যা অনুপাতে খাদ্যদ্রব্যের যোগান কম হওয়ায় ভারতে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের সূচনা হইতেছে। ভারতে চাষভূমির আয়তন কম নহে। এদেশের দুর্ভাগ্য—এদেশে জমির উৎপাদন শক্তি অন্য অনেক দেশের তুলনায় সামান্য। দেশে খাদ্যদ্রব্যের যোগান বাড়াইতে হইলে সেই উৎপাদন শক্তি আজ যথা-সম্ভব বৃদ্ধি করিতে হইবে। জমিতে বেশী খাদ্য-ফসল উৎপাদন করিবার উপায় চাষাবাদের উন্নত প্রক্রিয়া প্রবর্ত্তন, জমির জলসেচের সুবন্দোবস্ত, মাটিতে ভাল সার প্রয়োগ ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ বপনের ব্যবস্থা করা। এই ভাবেই স্পেন, ইটালী, মিশর ও জাপানে ধান ও অন্য খাদ্য-ফসলের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো সম্ভবপর হইয়াছে। এসিয়া ভূখণ্ডের অন্যতম দেশ হিসাবে জাপানের উন্নত কৃষি প্রণালীর দৃষ্টান্ত এস্থলে ভারতবাসীর সমক্ষে বিশেষভাবে উপস্থিত করা যাইতে পারে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ভিতর ধানের উৎপাদন আড়াই-গুণ বৃদ্ধি করিয়া জাপান খাদ্য-ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক সমুচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। জাপানে ধান চাষের জমির পরিমাণ ভারতের তুলনায় এক-দশমাংশের ($\frac{১}{১০}$) বেশী নহে। কিন্তু এইরূপ কম জমি লইয়াও জাপান ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ধান উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। জমি চাষাবাদের ব্যাপারে উন্নত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই জাপানীরা যে এই কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের জমিতে ব্যাপকভাবে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধান্য বীজ বপনের আজও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। কিন্তু কৃষি বিজ্ঞানের গবেষণা চালাইয়া জাপানীরা নিজেদের জমির উপযোগী উন্নত ধান্য বীজ আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছে। জাপানের মোট ধানের জমির শতকরা ৮০ ভাগ হইতে ৯০ ভাগ অংশে বর্ত্তমানে সেই সব উন্নত ধান্য বীজই বপন করা হইতেছে। ভারতের জমিতে ব্যাপকভাবে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সার প্রয়োগের আজও কোন সুবন্দোবস্ত হইতেছে না। জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের রীতি আজ অনেক দেশে বহুল প্রচলিত হইলেও ভারতে এখনও তাহার রেওয়াজ বিশেষ কিছু গড়িয়া উঠে নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে জমির সার হিসাবে মোটমাট ৮০ হাজার টন এমোনিয়াম সালফেট ব্যবহৃত হইত। ঐ সারের মধ্যে মাত্র ১৫ হাজার টন ধানের জমিতে প্রয়োগ করা হইত। ভারতের চেয়ে অনেক কম জমি লইয়াও যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপান ৪ লক্ষ টন রাসায়নিক সার ব্যবহার করিত। জাপানের প্রতি একর ধানের জমি ৮০ হইতে ১০০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন ও ৬০ হইতে ৭০ পাউণ্ড ফস্‌ফোরিক এসিড দ্বারা সমৃদ্ধ হইত। ভারতে খাদ্য-ফসলের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর ও ফাঁকা আশ্বাসে কাজ হইবে না। জাপান ও অন্যান্য দেশের অনুকরণে এদেশের জমিতে ব্যাপক-ভাবে উৎকৃষ্ট সার প্রয়োগ ও উন্নত বীজ বপনের ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টকে করিতে হইবে।

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন

যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয়ের সুবিধার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইউ, কে, সি, সি বা ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন নামে একটী একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠানটী যুদ্ধের সময় বৃটেনের যথেষ্ট কাজে লাগিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের ন্যায় অসহায় দেশগুলি এবং বৃটিশ প্রভাবাধীন অন্যান্য দেশের জনসাধারণ এবং শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়াও এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটী বৃটেনের মঙ্গলসাধন করিতে দ্বিধা করে নাই। ভারতের জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া যে ভাবে বিবিধ অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ ভারত সরকারের সহায়তায় ইউ, কে, সি সি বিদেশে চালান দিয়া বহুগুণ উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলেও গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হয়। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধের অজুহাতে এবং বৃটেনের যুদ্ধজয়ে সহায়তা করিবার জন্য একদল বৃটিশ ধনিককে উক্ত একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের মারফৎ যদৃচ্ছা ক্রয়বিক্রয় ও লাভের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে বৃটিশ ধনিকরা যাহাতে শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রভাব অপ্রতিহত রাখিতে পারেন প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠানটী গঠিত হইয়াছিল, ইহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ ধনিকরা বেশ শক্ত শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। এখন ধীরে ধীরে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটী গুটাইয়া লওয়া হইতেছে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, মিশর, ইরাক, ইরাণ, সিরিয়া, লেবানন, ফরাসী উত্তর আফ্রিকা ও এডেনস্থিত ইউ, কে, সি, সি-এর শাখাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বৃটেন ও রুশিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক

বৃটেনের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হইতে তিক্ততর হইয়া উঠিতেছে। বৃটেন তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিতে এবং অন্যান্য অঞ্চলে যে চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিতে চায়, সোভিয়েট তাহার বিরোধী। এ দিকে বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে অনুসৃত সাম্রাজ্য-নীতি পরিহারে অনিচ্ছুক এবং সোভিয়েট রুশিয়া কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির মারফৎ গণতন্ত্র রক্ষার অজুহাতে বৃটেনের সাম্রাজ্য-স্বার্থে থাবা মারিতে চায় বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন। ফলে বিরোধ পাকিয়া উঠিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য সম্পর্ক কার্য্যতঃ ছিন্ন হইয়াছে। এতদিন এই সংবাদ গুজবের আকারে প্রচারিত হইতেছিল। এক্ষণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-বোর্ডের জনৈক কর্ম্মচারী সরকারীভাবে উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এখন জানা গিয়াছে যে, বৃটেন যদি রুশিয়াকে ঋণ দেয় তবেই রুশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে। কিন্তু কত ঋণ দেওয়া হইবে এবং কতদিন ধরিয়া দেওয়া হইবে এ সম্বন্ধে মতৈক্য না হওয়ায় ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য-আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে বৃটেন বা রুশিয়া কেহই লাভবান হইবে না এবং আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতির উপর ইহার প্রতিক্রিয়াও সামান্য হইবে না।

কলিকাতায় দমকল কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট

গত ২০শে এপ্রিল হইতে কলিকাতা ও সহর-তলীর মোট ২২টী দমকল ষ্টেশনের দুই হাজার কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছেন। কাজের ঘণ্টা হ্রাস, ছাঁটাই বন্ধ, মাহিনা-হ্রাস বন্ধ, ২২৲ টাকা হারে মাথাপিছু মাগ্‌গী ভাতা প্রভৃতির দাবী জানাইয়া দমকল কর্ম্মচারীরা নিয়মানুযায়ী নোটিশ দিয়া-ছিলেন। তৎসত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। কর্ত্তৃপক্ষকে বিবেচনার সুযোগ দিবার জন্য দমকল কর্ম্মচারীরা নোটিশের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কয়েকদিন পরে ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। তথাপি কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করিতে রাজী হন নাই। শেষ পর্য্যন্ত দমকল কর্ম্ম-চারীদের দমকল ষ্টেশনগুলি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন কি তাঁহাদের জিনিষপত্র পর্য্যন্ত লইতে দেওয়া হয় নাই বলিয়া প্রকাশ।

দমকল কর্ম্মচারীদের দাবী কতটা সঙ্গত অথবা অসঙ্গত ইহা বিচার না করিয়াও বলা যায় যে, কর্ত্তৃপক্ষ অনায়াসে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা সহজ এবং যুক্তিসঙ্গত পন্থা অবলম্বন না করিয়া আমলাতান্ত্রিক ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের অবিবেচনার ফলে কলিকাতা নগরীর লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই নিদারুণ গ্রীষ্মে সামান্য অগ্নিকাণ্ড হইলে কি ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অবিলম্বে দমকল কর্ম্মচারীদের নিজ নিজ ষ্টেশনে ফিরিয়া যাইবার ও থাকিবার অনুমতি দিয়া এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়া গবর্ণমেণ্টের এই ধর্ম্মঘট মিটাইয়া ফেলা উচিত। দমকল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ যে অবিবেচনা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়া নাগরিক জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের আচরণ সম্পর্কে উপযুক্ত তদন্ত ও ব্যবস্থা অবলম্বন করাও উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা।
ফোন : কলি: ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal.
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

বৃটিশ ধনিকদের কারসাজী ?

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়া বৃটেনে ও ভারতে আন্দোলন ও আলোচনা প্রবল হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টার্লিং মূলধন লইয়া গঠিত বৃটিশ কোম্পানীগুলিকে ভারতীয় মুদ্রার মূলধনে গঠিত কোম্পানীতে রূপান্তরিত করা সুরু হয়। মন্ত্রিমিশন ভারতে আসিবার পর হইতে বৃটিশ কোম্পানী-গুলির উল্লিখিত রূপান্তর দ্রুতবেগে চলিতেছে। "ইষ্টার্ণ এক্সপ্রেস" পত্রিকায় এই প্রকার রূপান্তরের কয়েকটী উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ যে, বামারলরী, ম্যাকলিয়ড, জেসপ প্রভৃতি কোম্পানীর মূলধন ষ্টার্লিং হইতে ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত হইয়াছে। অস্লার, ব্ল্যাক উডস ব্রাইসন কোম্পানী (বর্ত্তমান ভারতীয় রূপ ব্ল্যাক উডস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড) প্রভৃতি বিলাতী কোম্পানীর শেয়ারও বাজারে ছাড়া হইয়াছিল। শেয়ারগুলির চাহিদা এত বেশী হয় যে, স্বল্পকালের মধ্যেই সমস্ত শেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত শাওয়ালেস, বেগ-ডানলপ এবং মার্টিন-বার্ণ এই তিনটী নামকরা বিলাতী কোম্পানীও শীঘ্রই তাঁহাদের মূলধন ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

বিলাতী কোম্পানীগুলি যদি তাঁহাদের শেয়ার ভারতীয়দের নিকট বিক্রয় করেন এবং অধিকাংশ শেয়ার ভারতীয়দের হস্তগত হইয়া কোম্পানী পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব যদি ভারতীয়দের হাতে আসে তাহা হইলে আপত্তির কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু বিলাতী কোম্পানীগুলি সেরূপ কোন উদ্দেশ্য লইয়া ষ্টার্লিং মূলধন ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। কিছু শেয়ার তাঁহারা ভারতীয়দের নিকট বিক্রয় করিতেছেন, কিন্তু অধিকাংশ শেয়ার তাঁহাদের হাতেই থাকিয়া যাইবে। এইভাবে তাঁহারা অদূরভবিষ্যতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং বিদেশী মূলধন সম্বন্ধে কোন আইন পাশ হইলে অনায়াসে তাহার ফাঁক দিয়া গলিয়া যাইতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে বৃটিশ কোম্পানীগুলি ভারতীয় রূপ ধারণ করিয়া 'ভোল' বদলাইতেছে মাত্র।

এতদ্ব্যতীত, এই সকল বিলাতী কোম্পানীর শেয়ার অত্যন্ত অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রয় হইতেছে। ভারতীয়রা অতিরিক্ত মূল্যে বিলাতী কোম্পানীগুলির শেয়ার কিনিয়া শেষ পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। বৃটিশ কোম্পানীগুলি তাঁহাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এইভাবে প্রচুর মুনাফা করিতেছেন। ভারতবর্ষে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট থাকিলে অবিলম্বে বিদেশী কোম্পানীগুলির এই মুনাফাখোরী বন্ধ করিয়া দিতেন। বৃটেনে যুদ্ধের পূর্ব্বে এই ধরণের মুনাফা-শিকার সুরু হওয়া মাত্র গবর্ণমেণ্ট কঠোরহস্তে তাহা দমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে গবর্ণমেণ্ট উদাসীন। এদেশের গবর্ণমেণ্ট যাহাদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হন তাহারাই বিলাতী কোম্পানীগুলির মালিক। কাজেই ভারতের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলেও গবর্ণমেণ্ট অঙ্গুলী উত্তোলন করিবেন না। তথাপি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এদিকে লক্ষ্য রাখিলে এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারতের জাতীয় স্বার্থরক্ষার দাবী জানাইলে আপোষ-আলোচনার মুহূর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। বৃটিশ কোম্পানীর শেয়ার দেখিয়াই যে কোন মূল্যে তাহা ক্রয় করিবার জন্য উন্মত্ত না হইতে আমরা জনসাধারণের নিকটেও আবেদন জানাইতেছি।

পরলোকে লর্ড কীনস্

সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কীনস্ সম্প্রতি ৬২ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। অর্থনীতি শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়া তিনি দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়নীতি, মুদ্রানীতি ও বিনিময়নীতি নিয়ন্ত্রণে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ ও নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধকালীন অর্থনীতির অনেক জটিল সমস্যা সমাধানে সমর্থ হইয়াছিলেন। যুদ্ধের সূচনা হওয়ার পর ইংলণ্ডের সমর-ব্যয় মিটানোর জন্য লর্ড কীনস্ একটি কমপাল্‌সরী সেভিংস্ প্ল্যান বা বাধ্যকরী অর্থসঞ্চয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হওয়ার ফলে বৃটেনের যুদ্ধপ্রচেষ্টা পরিচালনায় তাহা বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল। লর্ড কীনস্ ছিলেন ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের অন্যতম ডিরেক্টর। আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-নীতির পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে আমেরিকার বৃটন উডস সহরে যে বৈঠক হয় প্রধান বৃটিশ প্রতিনিধি হিসাবে তিনি তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ বৈঠকে আন্তর্জ্জাতিক ধনভাণ্ডার গঠনের ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক স্থাপনের যে স্কীম প্রস্তুত হয় তাহাতে লর্ড কীনসের দান ছিল যথেষ্ট। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মার্কিন গবর্ণমেণ্ট যখন লেণ্ড লীজ বা ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা বিলোপ করিবার সিদ্ধান্ত করেন তখন তাঁহার প্রতিক্রিয়ায় ইংলণ্ডের যথেষ্ট ক্ষতি ও অসুবিধার কারণ দেখা দেয়। একটা বড রকমের জাতীয় দুর্য্যোগ প্রতিরোধ করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হিসাবে লর্ড কীনস্ সত্বর আমেরিকায় গিয়া ৩৭৫ কোটি পাউণ্ড ঋণ আদায় সম্পর্কে মার্কিন গবর্ণমেণ্টের সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করেন। আন্তর্জ্জাতিক ধনভাণ্ডার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা গঠনে লর্ড কীন্‌সের দান স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠানের ভাইস চেয়ারম্যান পদে বৃত করার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু নিতান্ত অকস্মাৎ তিনি ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মত কৃতী পুরুষকে হারাইয়া ইংলণ্ডের লোকেরা আজ খুবই মর্ম্মাহত হইয়াছে। লর্ড কীন্‌সের অর্থনৈতিক পাণ্ডিত্য ও তাঁহার মৌলিক চিন্তাধারার কথা মনে করিয়া দুনিয়ার অন্যান্য দেশের লোকেরাও তাঁহার অভাব আজ তীব্রভাবে অনুভব করিবে, সন্দেহ নাই। গত মহাযুদ্ধের পর ভার্সেলিস চুক্তিতে যখন বিজিত দেশগুলির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের পাকা ব্যবস্থা হয় তখন তিনি ঐ সব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সময়োচিত প্রতিবাদ জানাইয়া Economic Consequences of the Peace নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক অধঃপতন ঘটাইবার পরিকল্পনা ভবিষ্যতে নূতন যুদ্ধের সূচনা করিবে বলিয়া তিনি উহাতে মন্তব্য করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ভীক সমালোচনা ও দূরদর্শী মতবাদ গ্রন্থকার হিসাবে তখন হইতে তাঁহার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছিল। তারপর অর্থনীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লর্ড কীনস্ ক্রমে ক্রমে বহু পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই রচনার ভিতর দিয়া তাঁহার মৌলিক চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। মুদ্রানীতি বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। এ বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত পুস্তকাবলী বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মোড় ঘুরাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। সমাজের ধনতান্ত্রিক কাঠামো অব্যাহত রাখিয়া কিভাবে লোকের বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যায়, লর্ড কীনস্ তাহা নিয়া যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছিলেন। সেই গবেষণার ফলে তিনি দেশের মুদ্রানীতি ও দাদননীতি পরিবর্ত্তন করিয়া সামগ্রিক কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করা সম্পর্কে অনেক কার্য্যকরী নির্দ্দেশ প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মত বিচক্ষণ অর্থনীতি-বিদের এই আকস্মিক মৃত্যু খুবই পরিতাপের

টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্ক" কলিকাতা টেলিফোন : ক্যাল ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত—১৯২৬)

হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত " ১২,৫০,০০০৲ "
বিক্রীত " ১২,৫০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন ও
রিজার্ভ—১২,০০,০০০৲ টাকার উপর
কোম্পানীর কাগজ
ও নগদ ৫৬,০০,০০০৲ " "
কার্য্যকরী মূলধন—১,৪০,০০,০০০৲ " "

—শাখাসমূহ—

খড়্গপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল, তমলুক, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কাল্‌না, কাটোয়া, চুঁচুড়া, নৈহাটী, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, চরমুগুরিয়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর (বাংলা), রাজসাহী, নাটোর, নওগাঁ, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বিষয়। একটা বড় রকম যুদ্ধের পর দুনিয়ার সর্ব্বত্রই আজ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। লর্ড কীনস্ আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার মৌলিক চিন্তাধারা দ্বারা তিনি ঐ সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

বিশ্বব্যাপী খাদ্যসঙ্কট প্রতিরোধের চেষ্টা

সমগ্র বিশ্বে যে গুরুতর খাদ্যসঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্বন্ধে সমস্ত দেশই সজাগ হইয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে খাদ্যসঙ্কট প্রতিরোধের আন্তর্জ্জাতিক প্রচেষ্টা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সম্পদশালী রাষ্ট্র অন্যান্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতায় খাদ্যসঙ্কট সমাধানে অগ্রবর্ত্তী হওয়ায় সর্ব্বত্র আশার সঞ্চার হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে অনুসন্ধানের ভার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট মিঃ হুভারের উপর দিয়াছেন। মিঃ হুভার অনুসন্ধানের পর স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে, বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কটের ফলে পৃথিবীর ১৫ কোটি লোক বিপন্ন হইবে। অনশনে মৃত্যুর হাত হইতে এই ১৫ কোটী লোককে বাঁচাইতে হইলে আগামী চারি মাসের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ১ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যের প্রয়োজন। কিভাবে এই খাদ্য সরবরাহ করা যাইতে পারে তাহার পন্থাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর খাদ্য সরবরাহের প্রধান দায়িত্ব অর্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন, রুশিয়া, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, যুগোশ্লাভিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশগুলিকে যথাসম্ভব ত্যাগস্বীকার করিবার জন্য মিঃ হুভার আবেদন জানাইয়াছেন। মিঃ হুভার হিসাব করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, স্বাভাবিকভাবে ৬০ লক্ষ টন খাদ্য পাওয়া যাইবে। বাকী ৫০ লক্ষ টনের ঘাটতির অনেকখানি বিভিন্ন দেশের ত্যাগ-স্বীকার ও সহযোগিতার ফলে পূরণ করা সম্ভব হইবে। অবশিষ্ট ঘাটতিটুকু দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ-গুলিকে নিজেদের চেষ্টায় পূরণ করিতে হইবে। মিঃ হুভার যে ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা সমস্ত দিক হইতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে। অবশ্য, মিঃ হুভার দৈনিক মাথা-পিছু দেড় হাজার ক্যালরী বিশিষ্ট খাদ্যের ভিত্তিতে তাঁহার হিসাব করিয়াছেন। যে পরিমাণ খাদ্য পাইলে মানুষের জীবনীশক্তি বজায় থাকে তাহার ন্যূনতম পরিমাণ ধরিয়াও মিঃ হুভার দেখিয়াছেন যে খাদ্যের ঘাটতি পড়িতেছে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—মাথা পিছু যে পরিমাণ খাদ্য তিনি ধরিয়াছেন তাহা বিপজ্জনকভাবে কম।

মিঃ হুভারের ঘোষণা প্রচারিত হইবার পর সমস্ত দেশেই খাদ্যসঙ্কট সমাধানের জন্য একটী সক্রিয় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাইতেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইউরোপ ও এশিয়ার অনশনক্লিষ্ট জনগণের জন্য এই বৎসরের প্রথম ছয় মাসের প্রতিমাসে দশ লক্ষ টন করিয়া গম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে রপ্তানী করা হইবে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি খাদ্য উৎপাদনকারী দেশগুলি প্রভূত পরিমাণে খাদ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের হাতে কয়েক লক্ষ টন খাদ্য শস্য দেওয়াও হইয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশ এইভাবে সহ-যোগিতা করিলে খাদ্যসঙ্কটের ভয়াবহতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে সন্দেহ নাই।

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির দাবী

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকারের প্রশ্ন লইয়া বর্ত্তমানে নয়া দিল্লীতে যে আলোচনা চলিতেছে বৃটিশ ব্যবসায়ী ও ধনিকরা তাহা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের ক্ষতি হইবে এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া ইতিমধ্যেই তাঁহারা বাণিজ্য সম্পর্কে দ্বিতীয় চুক্তির ধুয়া তুলিয়াছেন। ১৫ই এপ্রিলের "স্কটসম্যান" পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন—ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই চুক্তির সম্পাদন যদি একান্তই স্থগিত রাখিতে হয়, তাহা হইলেও মন্ত্রী-মিশন ভারতবর্ষে থাকিবার সময়েই উহার সাধারণ সর্ত্তাবলী স্থির করিতে হইবে। ভারতবর্ষের স্বার্থ-সম্পন্ন বৃটিশরা চান উভয় দেশের স্বার্থের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের মত ব্যবহার। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষে যে সব ইংরাজের ব্যবসা আছে এবং সে দেশে যে সব ইংরাজ কাজ করে তাহারা ভারতীয় কর্ম্মচারী এবং বৃটেনে অথবা ভারতবর্ষে ব্যবসারত ভারতীয়দের অপেক্ষা কম সুবিধা পাইবে না।

স্কটসম্যানের মন্তব্য পড়িয়া আমরা সুখী হইতে পারি নাই। হুকুমের আকারে এইরূপ রূঢ় মন্তব্য বর্ত্তমান আপোষ-আলোচনায় বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়াকে ক্ষুণ্ণ করিবে বলিয়াই আমরা মনে করি। স্বাধীন ভারতবর্ষ বন্ধুরূপে স্বাধীন বৃটেনের সহিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে নিশ্চয়ই উদ্যোগী হইবে, কিন্তু ভারতে কায়েমী স্বার্থ-সম্পন্ন বৃটিশরা কি চাহেন না চাহেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখার কর্ত্তব্য স্বাধীন ভারতবর্ষকে সমঝাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নহে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড ও নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ দুইটি ব্যাঙ্ককে একত্র করিয়া একটি সম্মিলিত বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন এদেশে বাঙ্গালী পরিচালিত প্রধান কয়েকটি ব্যাঙ্কের অন্যতম। নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কও বাঙ্গলার একটি বিশেষ উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক হিসাবে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম

গ্রাম : ওভারড্রাফ্‌ট ফোন : ক্যাল ৫১৪১

ন্যাশনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস :—১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস কাজ করিতেছে।

গিরিশ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩০
হেড অফিস—২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গ্রাম—লাইভ ব্যাঙ্ক ফোন : ক্যাল—৪৭৩১ ও ৩২৭৫
বাংলা ও বিহারের প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে শাখা প্রতিষ্ঠিত।
চেয়ারম্যান : রায় জে এন মুখার্জ্জি বাহাদুর
গভঃ প্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার, হুগলী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জ্জি

ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করা সব দিক দিয়ে নিরাপদ।

অর্জ্জন করিয়াছে। এই উভয় ব্যাঙ্কই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত এবং ক্যালকাটা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশনের সদস্যশ্রেণীভুক্ত। এহেন দুইটি প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ককে একত্রিত করিয়া একটি মিলিত ব্যাঙ্ক গঠনের প্রস্তাব আমরা খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। ইহাতে দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় ক্ষেত্রে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের পদমর্য্যাদা যে যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে এবং অধিকতর শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী হইয়া উহা যে দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে সাহায্য করিতে পারিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্রায়তন ব্যাঙ্কের ঝুঁকি বেশী। উহা দ্বারা জনসেবার সুযোগও স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ। সেজন্য দুনিয়ার অনেক উন্নতিশীল দেশেই ছোট ব্যাঙ্কসমূহকে পরস্পরের সহিত একীভূত করিবার কিংবা বড় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সহিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাঙ্ককে সংযুক্ত করিবার রেওয়াজ আজ খুবই প্রচলিত। এইরূপ একত্রীকরণ নীতিতে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণসাধনে তাহাদের উপযোগিতা বাড়িয়া যায়। ইংলণ্ডে যে ৫টি বৃহত্তম ব্যাঙ্ক আছে তাহারা ঐরূপ একত্রীকরণ নীতিতেই আজ সুবিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থলে বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ও লয়েডস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড প্রথমে ২০টি প্রাইভেট ব্যাঙ্ক একত্র করিয়া গঠিত হইয়াছিল। পরে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত উহার সহিত আরও ৪০।৪৫টি ব্যাঙ্ক যুক্ত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের লয়েডস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড গত ১৮৬৫ সালে গঠিত হয়। ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত ৬০।৬৫টি ব্যাঙ্ক উহার সহিত একত্রিত হয় এবং সেই একত্রীকরণের ফলে উহা ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান জাতীয় ব্যাঙ্কে পরিণত হয়। ছোট ও মাঝারি ব্যাঙ্ককে সম-পর্য্যায়ের ব্যাঙ্ক বা বড় ব্যাঙ্কের সহিত একত্র করিয়া মিলিত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার এই নীতি আমাদের দেশেও অনুসৃত হওয়া দরকার। সেই হিসাবে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের সহিত নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ককে একত্র করিবার বর্ত্তমান প্রচেষ্টা আমরা দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের পক্ষে খুবই শুভ সূচনা বলিয়া মনে করি। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন সি দত্ত এবং নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি কে দত্ত যেরূপ দূরদৃষ্টি নিয়া ঐ দুইটি ব্যাঙ্ককে একত্র করিবার সংকল্প করিয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহাদিগের এই সময়োচিত উদ্যমকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করিতেছি।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের "গয়ংগচ্ছ" নীতি এবং অনেক ক্ষেত্রে শিল্পপতিদের আত্মতুষ্টির মনোভাবের ফলে অদূরভবিষ্যতে এরূপ একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও উন্নতিশীল শিল্পও কিরূপ কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া বিপন্ন হইতে পারে তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সাকারলাল বালাভাই দেশের মহদুপকার করিয়াছেন। আমেদাবাদ মিল মালিক সমিতির বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে তিনি তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য দেশে যখন যন্ত্রশিল্পের বিপুল উন্নতিসাধন করা হইতেছে তখন ভারতবর্ষে শুধু পরিকল্পনাই প্রস্তুত হইতেছে। গত দেড় বৎসরের মধ্যে অর্থনীতিবিদ্‌রা শুষ্ক অঙ্কের তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু কাজে কিছুই করা হয় নাই। বিদেশ হইতে নূতন যন্ত্রপাতি আনিবার উপায় নাই, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে শিল্পের উন্নতি-সাধনের উপায় নাই। এক কথায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্প্রসারণের বিরাট বিরাট পরিকল্পনা কাগজে পত্রেই রহিয়া গিয়াছে—বস্ত্রশিল্প যেখানে ছিল সেখানেই আছে, এক পদও অগ্রসর হইতে পারে নাই। অথচ অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশের গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী এবং শিল্পপতিরা সচেষ্ট হইলে গত দেড় বৎসরে বস্ত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা সম্ভব হইত। বাহির হইতে এখনই প্রচুর যন্ত্রপাতি না আনিয়াও বর্ত্তমান মিলগুলিরই যথেষ্ট উন্নতি করা যায়। প্রত্যেক মিলের উৎপাদন-ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতির অবস্থা প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞরা অপচয় নিবারণ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় রদবদলের পরামর্শ দিতে পারেন এবং সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ করিলে এখনই বস্ত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। শ্রীযুক্ত বালাভাই দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকার ম্যাসাচুসেট প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত প্রদেশে ৪টী কাপড়ের কলে অনেক দিন যাবৎ লাভের পরিবর্ত্তে লোকসানই হইতেছিল। কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বার্ণেস টেক্সটাইল এসোসিয়েশন নামক একটী প্রতিষ্ঠান সমস্ত খবর লইয়া উক্ত ৪টী মিলের ভারগ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই মিলগুলি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ভারতবর্ষে এই ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বনের যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে বলিয়াই মনে হয়।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প কেন ভারতের চাহিদা মিটাইতে পারে না—শ্রীযুক্ত সাকারলাল বালাভাই এই প্রশ্ন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার প্রশ্নের জবাবে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানে ভারতের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটি

জয়হিন্দ
ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স
অব বেঙ্গল
আমাদের সিওর প্রফিট স্কীমে টাকা খাটালে কোম্পানীর লাভের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ লাভ এবং শতকরা ২৲ টাকা সুদ দেওয়া হয়।
ম্যানেজিং এজেন্টস্:- জি, সি, কোয়ার এণ্ড কোং
মেম্বর অফ্ ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল
৪-৬, জি, টি, রোড (শক্তি ব্যাঙ্ক, হাওড়া)

সাবান প্রস্তুতের
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
ফোন ঃ—
বড়বাজার ঃ—১৩৯৭ অফিস
" ঃ—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

খাদ্যসমস্যার সমাধানকল্পে
পলাসীতে পোল্ট্রী ও ফিসারীর কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।
শীঘ্রই ভাল লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাইবে, আশা করা যায়।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।
ম্যানেজিং এজেন্টস্ ঃ
সানরাইজ ফার্মস লিমিটেড
৩৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, (দক্ষিণ) কলিকাতা।

বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

যুদ্ধের সুযোগ লইয়া কিছু লোক রাতারাতি বড়লোক হওয়াতেও বস্ত্রের চাহিদা কিছুটা বাড়িযাছে। যাহা হউক বর্ত্তমানে বস্ত্রশিল্পের যে অবস্থা চলিতেছে তাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চাহিদা দূরের কথা, স্বাভাবিক অবস্থায় যে চাহিদা থাকে তাহাও মিটাইতে তাহারা সক্ষম হইতেছে না। অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট ও শিল্পপতিগণ বস্ত্রশিল্পের দিকে দৃষ্টি না দিলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে বিলম্ব হইবে না।

রিক্সা-শ্রমিকদের অবস্থা

ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত রিজে কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া একটী রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে রিক্সা-টানা শ্রমিকদের সম্পর্কে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় ১৯২০ সালে রিক্সার সংখ্যা ছিল ৬১২ এবং রিক্সা-টানা শ্রমিকের সংখ্যাছিল ১১৯৬। ১৯৪৪ সালে রিক্সার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ হাজার এবং রিক্সা-টানা শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ হাজার। রিক্সা-শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি। সর্ব্বত্রই জমিহীন কৃষকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রামে থাকিয়া অন্নসংস্থানের অন্য কোন উপায় নাই। শিল্পের তেমন প্রসার না হওয়ায় কল-কারখানার কাজ পাইবার সুযোগও সীমাবদ্ধ। কাজেই কঠিন পরিশ্রমসাধ্য কাজ করিয়া যৎসামান্য রোজগারের জন্যও মানুষ প্রাণপণে ছুটাছুটি করিতেছে। কলিকাতায় রিক্সাপিছু ৫ জন রিক্সা-টানা শ্রমিকই এই কথা প্রমাণ করে। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বস্তি বা 'খাটালে' থাকিয়া অথবা ফুটপাতে রাত্রিযাপন করিয়া এবং নিকৃষ্ট খাদ্য গলাধঃকরণ করিযা কলিকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি সহরের সহস্র সহস্র রিক্সা-চালক কোনরূপে দিনা-তিপাত করিতেছে। অনেকের ধারণা আছে যে, রিক্সা-চালকরা যথেষ্ট আয় করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা সত্য নহে। রিক্সার মালিকরা বাঁধা দরে রিক্সা ভাড়া দিয়া থাকেন। রিক্সার ভাড়া দিয়া রিক্সা-শ্রমিকদের মাসিক আয় ৩০৲ হইতে ৪০৲ টাকার বেশী হয় না। রিজে কমিটি রিক্সা-শ্রমিকদের দেনার যে তথ্যতালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই রিক্সা-শ্রমিকদের আর্থিক দুরবস্থা সহজে উপলব্ধি করা যায়। রিজে কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ যে, রিক্সা-চালকদের মাথাপিছু দেনা কলিকাতায় ১২০৲ টাকা, সিমলায় ৪৮২৲ টাকা এবং মাদ্রাজে ১১২৲ টাকা। রিক্সা-শ্রমিকের কাজ মনুষ্যত্বের অবমাননাকর, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া রিজে কমিটি রিক্সার পরিবর্ত্তে হাল্কা মোটর সাইকেলযুক্ত রিক্সা প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়াছেন। চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দরিদ্র দেশ-গুলিতেই রিক্সার প্রচলন দেখা যায়। শিল্পে উন্নত কোন দেশে রিক্সার চলন নাই। জাপানেও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মোটর-চালিত রিক্সা চালু হইয়াছিল বলিয়া আমরা পত্রিকাদিতে সংবাদ দেখিয়াছি। রিক্সা-শ্রমিকদের কাজ মনুষ্যত্বের অবমাননাকর সন্দেহ নাই, কিন্তু যে অর্থনৈতিক অবনত অবস্থা ইহার মূল কারণ তাহা দূর না হইলে রিজে কমিটির সুপারিশ বিশেষ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। মোটর-চালিত রিক্সার প্রচলন হইলে বহু রিক্সা-চালক বেকার হইবে—ইহাও বিবেচনার বিষয়।

ভারতের খাদ্য-সমস্যায় অন্যান্য দেশের সহানুভূতি

পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে খাদ্য-সঙ্কট চরম আকারে দেখা দিয়াছে ভারতবর্ষ তাহাদের অন্যতম। ১৩৫০ সালের মহামন্বন্তরের পর ভারতের প্রতি সমস্ত সভ্য জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বৃটিশ শাসনের ব্যর্থতা এই দুর্ভিক্ষে যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার আর কোন তুলনা মেলে না। এই কারণেই যুদ্ধোত্তর ভারতে আবার ব্যাপক আকারে দুর্ভিক্ষ ঘনাইয়া আসায় শাসকবর্গ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। বিশ্বের জনমতের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইবার সাহস তাঁহাদের নাই। তাই ভারতে খাদ্য আমদানীর জন্য গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা কামনা করায় এবং বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী খাদ্য-সমস্যা সমাধানে বদ্ধপরিকর হওয়ায় গবর্ণ-মেণ্টের প্রচেষ্টা অন্যান্য দেশের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সম্মিলিত খাদ্যবোর্ড ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের জন্য এখনই ৬০ হাজার টন গম পাঠানো হইবে এবং ভারত-বর্ষের জন্য শুধু এপ্রিল মাসেই মোট ২ লক্ষ ৯২ হাজার ৫ শত টন গম সরবরাহ করা হইবে। মিঃ হুভার ভারতে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শনের জন্য আসিয়াছেন। গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতাদের সহিত তাঁহারা আলাপ-আলোচনাও হইয়াছে। কাজেই ভারতবর্ষের খাদ্যাভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে তাঁহার বিলম্ব হইবে না। ইহার ফলে ভারতের ভাগ্যে খাদ্যের বরাদ্দ আরও কিছু বাড়িতে পারে।

ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ শারীয়ার বস্ত্রের বিনিময়ে ভারতবর্ষকে লক্ষ টন

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৬১,৫৮,৭২৫৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ৩,০৫,২৩,১০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৫ তারিখে) ১,০৫,২৩,৬৪,৪০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ৩২০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ. পি. মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ এইচ. সি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেণ্টস্: বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট: দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৬৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; হাটখোলা—৭৫, শোভাবাজার ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেটিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, নৌগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওঘর, বলমংখি ও বক্সার। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

কাপড়ের ঘাটতি এবং গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা!

"বর্ত্তমানে সকলপ্রকার কাপড়ের ঘাটতি এবং সেজন্য ভারতীয় কলসমূহের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা সন্দর্শনে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার আশা আমরা করিয়াছিলাম। ভারতলক্ষ্মী সিল্ক ও কটন মিলস্ লিমিটেড সংগঠিত হওয়ায় আমাদের অনুমান সত্যই হইয়াছে। জনসাধারণের জন্য এই কোম্পানী ১০৲ মূল্যের ১,১০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার ও ২৫৲ মূল্যের শতকরা ৭৲ লভ্যাংশসহ ৩২,০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি করিতেছেন। ডাইরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ১০৲ টাকা মূল্যের ৪০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা।"

—"ক্যাপিট্যাল", ১১ই অক্টোবর, '৪৫

ভারতলক্ষ্মী সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড

টেলিগ্রাম—'HONEYCOMB'

* রেজিষ্টার্ড অফিস *
৫১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

ফোন—কলি: ৩৩৮১

চাউল দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতে বস্ত্রাভাবও চরমে উঠিয়াছে। তথাপি বস্ত্রের বিনিময়ে খাদ্য পাইয়া জীবনরক্ষা করিতে পারিলে সকলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিবে। এতদ্ব্যতীত কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং নির্ম্মমভাবে চোরা-বাজার দমনের ব্যবস্থার দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থাতেও সকলের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বস্ত্র যোগাইয়াও কিছু কিছু বাহিরে রপ্তানী করা চলিতে পারে বলিয়াই মনে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ডাঃ শারীযাবের প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি।

বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতি

বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্য দ্রুত উন্নতিলাভ করিতেছে। যুদ্ধের সময় বৃটেনের বিভিন্ন শিল্পে অতি আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সেই অনুপাতে অপচয়ও নিবারিত হইয়াছিল। এক্ষণে বৃটেনের বাণিজ্য বিস্তারে শিল্পের এই উন্নতি সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিতেছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেন ছয় কোটি পাউণ্ড মূল্যের মাল রপ্তানী করিয়াছে। ইহার অর্থ গত দুই মাসের মধ্যে রপ্তানীর পরিমাণ যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের শতকরা ৪৫ ভাগ হইতে শতকরা ৯০ ভাগের সমান দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে, আমদানী হ্রাস পাইয়াছে প্রভূত পরিমাণে। যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগে যত টাকার মাল বৃটেনে আমদানী হইত ফেব্রুয়ারী মাসে তাহার মাত্র শতকরা দশ টাকা মূল্যের এবং পরিমাণের দিক হইতে যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের আমদানী মালের অর্দ্ধেকের কিছু বেশী পরিমাণ মাল বৃটেনে আমদানী হইয়াছে। জিনিষপত্রের দামের দিক হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের হিসাব-নিকাশ করিলে দেখা যায় যে, বৃটেনের নিকট অন্যান্য দেশের পাওনা দাঁড়াইয়াছে মাত্র ১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। পক্ষান্তরে, ১৯৪৫ সালে গড়ে প্রতি মাসে বৃটেনের দায়ের পরিমাণ ৫ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী হইত। কাজেই গত ফেব্রুয়ারী মাসের অবস্থা লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান শতাব্দীর কোন মাসে বৃটেনের দায়ের পরিমাণ এত কম দাঁড়াইয়াছে কিনা সন্দেহ। ফেব্রুয়ারী মাসে জাহাজ ভাড়া, বিভিন্ন দেশের নিকট পাওনা সুদ প্রভৃতি ধরিলে বৃটেনের দায় নাই, ইহা স্বচ্ছন্দে ধরা যাইতে পারে। বৃটেনের বাণিজ্যের ইতিহাসে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সন্দেহ নাই। কোন একটী মাসের হিসাব-নিকাশ করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব না হইলেও বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিতে পুনর্গঠনের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতি অব্যাহত থাকিবে, ইহা একরূপ ধরিয়া লওয়া যায়।

কয়লা খনির শ্রমিক-মঙ্গল তহবিল

১৯৪৪ সালে কয়লা খনির শ্রমিকদের জীবন-যাত্রার উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে কয়লা খনির শ্রমিক-মঙ্গল তহবিল নামে একটী অর্ডিনান্স জারী করা হয়। উক্ত অর্ডিনান্সের বলে প্রতি টন কয়লার উপর চারি আনা শুল্ক আদায় করিয়া একটী শ্রমিক-মঙ্গল তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। একটী উপদেষ্টা কমিটির সাহায্যে ভারত সরকার এই তহবিল পরিচালনা করেন। এই তহবিল সম্পর্কে সম্প্রতি যে সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, শ্রমিক-মঙ্গল তহবিলের টাকা এ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ রোগ প্রতিরোধের জন্য, বিশেষ করিয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। উপদেষ্টা কমিটি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কয়লার উপর শুল্ক বসাইয়া ৫০ হইতে ৬০ লক্ষ টাকার অধিক আয় হইবার সম্ভাবনা নাই; কাজেই সর্ব্ব প্রকার শ্রমিক-মঙ্গলকর ব্যবস্থা এই টাকায় করা সম্ভব নহে। এরূপ অবস্থায় সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়াই তাঁহারা সঙ্গত মনে করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন খনি অঞ্চলে হাসপাতাল ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপন, জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিবিধান, প্রধান প্রধান খনি অঞ্চলে ছোট ছোট সহর গড়িয়া তুলিয়া শ্রমিকদের বাসস্থানের সুব্যবস্থা পরিকল্পনা তাঁহাদের আছে। এতদ্ব্যতীত, শিক্ষাবিস্তারের জন্য এবং খনিমালিকদের খনির উপর স্নানাগার নির্ম্মাণের আইনতঃ যে বাধ্যবাধকতা আছে সেগুলি কার্য্যকরী করিবার জন্যও উপদেষ্টা কমিটি চেষ্টা করিবেন। মোটের উপর কয়লা খনির শ্রমিকদের মঙ্গল সাধনের জন্য গবর্ণমেণ্ট কিছুটা সচেষ্ট হইয়াছেন ইহা বুঝা যায়; তবে এ যাবৎ পরিকল্পনা ছাড়া কাজ বিশেষ কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

যতটা সম্ভব বিভিন্ন কল্যাণকর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার জন্য ভারত সরকার ও উপদেষ্টা কমিটি আরও সচেষ্ট হইলেই আমরা সুখী হইব। মাত্র ৫০ কি ৬০ লক্ষ টাকার সাহায্যে সহস্র সহস্র খনিমজুরের মঙ্গলের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু করা সম্ভব কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। অন্য কোন পন্থায় এই তহবিলের আয় বৃদ্ধি করা যায় কিনা তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ভারতের রসায়ন শিল্প

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ভারতে যে সকল নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে অথবা যে সকল শিল্প সামান্য সূচনা হইতে বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছে রসায়ন শিল্প তাহাদের অন্যতম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে রসায়ন সম্পর্কে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ বৃটেন ও জার্ম্মানীর উপর নির্ভরশীল ছিল। এই সময় ভারতে যে পরিমাণ রসায়ন দ্রব্য আমদানী হইত তাহার শতকরা ৩৯ ভাগ বৃটেন পাঠাইত। ১৯৩৭-৩৮ সালে বিভিন্ন দেশ হইতে কত লক্ষ টাকার রসায়ন দ্রব্য ভারতে রপ্তানী হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	বৃটেন	জার্ম্মানী	মার্কিন	জাপান
রসায়ন দ্রব্য (রং, সার এবং ঔষধাদি ব্যতীত)	১৭৯	৪৯	১৭	২৩
সালফেট অব এমোনিয়া	৪৬	১	—	২
রং (আলকাৎরা হইতে প্রস্তুত)	৩৭	২১	৮	১০
ঔষধাদি	৪৮	৭৫	২৮	১৭

বর্ত্তমানে জার্ম্মানী ও জাপানের রসায়ন শিল্প কার্য্যতঃ পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত ভারতবর্ষে রসায়ন দ্রব্য রপ্তানীর মত কোন দেশ আর নাই। এই অবস্থায় ভারতে যুদ্ধকালীন সঙ্কটের সুযোগে রসায়ন শিল্পের যে প্রসার হইয়াছে তাহা বজায় রাখা এবং রসায়ন শিল্পে ভারতকে স্বাবলম্বী করার প্রয়োজন ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। জমির সারের জন্য বিপুল পরিমাণে সালফেট অব এমোনিয়া উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট বড় বড় কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কিছুকাল পূর্ব্বে বৃটেনের বৃহত্তম রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ইম্পিরিয়াল কেমিকেল ইনডাষ্ট্রিজ ও টাটা কোম্পানীর ভিতর যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতেও ভারতীয় রসায়ন শিল্পের প্রসারের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। অবশ্য, ভারতের রসায়ন শিল্প যদি পাকেচক্রে বৃটিশ ধনিকদের মুঠার মধ্যে চলিয়া যায় তাহা হইলে ভারতবর্ষের লোকসান ছাড়া লাভের কোন আশা নাই।

টেলি, ক্যাল ৫৪১
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
গ্রাম ক্রেয়েন্স
হেড অফিস ৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে. সি. চক্রবর্ত্তী।
মধ্য ও পূর্ব্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন : ক্যাল ৪৬৫৫ স্থাপিত—১৯২৫
আপনার বিশ্বাসভাজন হইবার যোগ্য একটী জাতীয় ব্যাঙ্ক
উপযুক্ত সিকিউরিটির জামিনে দাদন দেওয়া হয়।
ভারত মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
১৭নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

বীমা আইনের সংশোধন

কিছুদিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় বীমা আইনের একটি সংশোধক বিল পাশ হইয়াছে। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট বীমা আইনের আর একটি নূতন সংশোধক বিল উপস্থিত করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় বিলটি বিবেচনা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কতিপয় সদস্য নিয়া একটি সিলেক্ট কমিটি বা নির্ব্বাচিত কমিটি গঠিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের খুব ইচ্ছা সত্ত্বেও বীমা আইনের প্রথম সংশোধক বিলটিতে অনেক প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। বীমা কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় ও দাদননীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার, বীমা কোম্পানীর খরচের হার বাঁধিয়া দেওয়ার ও এজেণ্টদের কমিশনের হার কমাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা খুবই বিতর্কমূলক হইবে মনে করিয়া তাঁহারা তাহা এতদিন বিচার-বিবেচনার জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি ঐ সব বিষয়ে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব সংযোজিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট বীমা আইনের দ্বিতীয় সংশোধক বিলটি উত্থাপন করিয়াছেন। আর্থিক জগতের গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যায় আমরা প্রথম বিলটি নিয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে দ্বিতীয় বিলের প্রস্তাবগুলি আমরা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিব।

যুদ্ধের সময় এদেশে বীমা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ও তাহাদের দাদননীতি পরিচালনা সম্পর্কে কতকগুলি দুর্নীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে অনেক ব্যাঙ্কের হাতে বিপুল অর্থ আসিয়াছে। ঐ অর্থ লইয়া কোন কোন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী বীমা কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া লইয়া তাহাদের উপর নানাভাবে কর্ত্তৃত্ব-প্রসারের চেষ্টা করিতেছেন। বীমা কোম্পানীর শেয়ার মূলধন কম, অথচ পলিসি বিক্রয় করিয়া তাহাদের অনেকেরই হাতে তহবিল সঞ্চিত হয় প্রচুর। কাজেই কোনমতে বীমা কোম্পানীর কতকাংশ শেয়ার কিনিয়া লইতে পারিলে বীমা কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনায় ও তাহাদের দাদননীতি নিয়ন্ত্রণে সহজেই প্রভুত্ব খাটানো যায়। দেশের কোন কোন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী বর্ত্তমানে সে চেষ্টাই করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। ইতিমধ্যে দেশের কয়েকটি বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃত্ব ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। বীমাকারীদের স্বার্থ দেখিয়া বিবেচনাসম্মত উপায়ে কোম্পানী পরিচালনা ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য নহে। একদিকে কোম্পানীর বড় বড় পদে নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ করা ও অপর দিকে কোম্পানীর তহবিলে সঞ্চিত টাকা যথাসম্ভব ফাটকাবাজির কাজে লাগাইয়া নিজেদের অপরিমিত মুনাফার পথ প্রশস্ত করা—এই সমস্তই হইতেছে উহাদের লক্ষ্য। বীমা আইন অনুসারে বীমা তহবিলের ৫৫ ভাগ সরকারী ও আধা-সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন করার একটা বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, কিন্তু বীমা তহবিলের বাকী শতকরা ৪৫ ভাগ কোম্পানী পরিচালকরা ইচ্ছামত দাদন করিতে পারেন। দায়িত্বহীন লোকদের হাতে বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বভার আসিলে উহা নিয়া ছিনিমিনি খেলিতে তাহাদের অসুবিধা হয় না। কোন কোন ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ী বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বভার লইয়া ইতিমধ্যেই কোম্পানীর তহবিলের কতকাংশ চোরা-কারবারে নিয়োগ করিতে সুরু করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাঙ্ক কোম্পানীর টাকা বীমা কোম্পানীর শেয়ারে ও বীমা কোম্পানীর টাকা ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ারে দাদন করিয়া তাঁহারা হিসাবের মারপ্যাচে ফাঁকা মূলধন বাড়াইয়া চলিয়াছেন বলিয়াও শুনা যাইতেছে। এইরূপ কারসাজির কথা জানিতে পারিয়া ভারত সরকার তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া বীমা কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় ও দাদন-নীতি পরিচালন বিষয়ে সুনির্দ্দেশ প্রদানের জন্য স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে কিছু দিন পূর্ব্বে একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। ঐ কমিটি যেসব সুপারিশ দিয়াছেন তাহাকে ভিত্তি করিয়াই বীমা আইনের দ্বিতীয় সংশোধক বিলে গবর্ণমেণ্ট বীমা কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় ও দাদন-নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন।

বীমা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে নূতন সংশোধক বিলে যেসব প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটি এইরূপ :—(১) ভবিষ্যতে জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ কেবল অর্ডিনারী বা সাধারণ শেয়ারই বিক্রয় করিতে পারিবে; (২) বিক্রীত শেয়ারের আদায়ীকৃত মূল্য অনুপাতে অংশীদারদের ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ থাকিবে; (৩) জীবনবীমা কোম্পানীর যাঁহারা শেয়ার কিনিয়াছেন ঐ শেয়ার ক্রয় ও সংরক্ষণ সম্পর্কে তাঁহাদের মুখ্য বা গৌণ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য কি প্রত্যেককে সে সম্পর্কে কোম্পানীর নিকট একটি ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে; (৪) কোন শেয়ার কাহারও নামে ট্রান্সফার বা হস্তান্তর করিতে হইলে যাঁহার নামে শেয়ার পরিবর্ত্তিত হইবে তিনি নিজের স্বার্থে বা অন্য কাহারও স্বার্থে শেয়ার নিতেছেন কিনা তাহা তাঁহাকে খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে (৫) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে নূতন শেয়ার রেজেষ্ট্রি করিতে গিয়া যদি কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা দশ ভাগ বা তাহার বেশী মূল্যের শেয়ার ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়, তবে কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে সেরূপ ট্র্যান্সফার অনুমোদন করিবেন না।

কোন ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ী যাহাতে সহজে বীমা কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া লইয়া তাহার উপর অন্যায়ভাবে কর্ত্তৃত্ব বিস্তারের সুযোগ না পায় সেজন্যই গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বিলে উপরোক্তরূপ কড়া বিধিব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও তাঁহাদের কয়েকটী নির্দ্দেশ সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বীমা কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা দশ ভাগ বা তদূর্দ্ধ পরিমাণ মূলধন কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে বর্ত্তমান বিলে যে নিষেধ পরিকল্পিত হইয়াছে বরাবরের জন্য এদেশে সেরূপ কড়া নিয়ম প্রযুক্ত হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না। যুদ্ধের সময়ে ব্যাঙ্কসমূহের হাতে প্রচুর টাকা সঞ্চিত হইয়াছে, আর তাহার ফলেই বীমা কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ীদের আগ্রহ দেখা গিয়াছে। এই ঝোঁক

আমাদের—

মার্জিন ডিপোজিট স্কীমে

টাকা খাটাইয়া আপনার অর্থের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন।

পরিমিত অর্থে পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করাই এই স্কীমের একমাত্র উদ্দেশ্য। সবিশেষ জানিবার জন্য পত্র লিখুন।

পত্র লিখিলে আমাদের—

সাপ্তাহিক শেয়ার মার্কেট রিভিউ পাঠান হয়।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স

টেলিগ্রাম : Commersynd

সিণ্ডিকেট লিমিটেড
৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : বি, বি, ৪৮৫৭

টি, (দ, এম-এ, এফ-আর-জি-এস, (লণ্ডন)
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর।

বি, এল, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, বি-এল
ম্যানেজার।

খুবই সাময়িক। যুদ্ধকালীন অবস্থা কাটিয়া যাওয়ার পর ইনফ্লেশনের স্থলে যখন ডিফ্লেশন সূচিত হইবে তখন এই শ্রেণীর কাজকারবারেও স্বভাবতঃই ভাটা দেখা দিবে। কাজেই বীমা কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে বরাবরের জন্য একটা বড় অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া রাখা ঠিক নহে। বর্ত্তমান বিলে যে ভাবে অংশীদারদের ভোটাধিকার খর্ব্ব করার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে বীমা কোম্পানীর শেয়ারে অর্থনিয়োগ সম্পর্কে ভবিষ্যতে জনসাধারণ অনিচ্ছুক হইতে পারে। ফলে বীমা কোম্পানীব জন্য উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করা তখন কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। জীবনবীমা কোম্পানীগুলিকে অর্ডিনারী শেয়ার ছাড়া অন্য কোন শেয়ার বিক্রয় করিতে না দেওয়া ভাল কথা। কিন্তু পুরানো কোম্পানীগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর যে সব শেয়ার ইতিমধ্যে বিক্রয় করিযাছে ও তাহাদের সম্পর্কে যে ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে পূর্ব্বেকার চুক্তি ভঙ্গ করিয়া তাহা রদবদলের কোন প্রস্তাব একেবারেই বাঞ্ছনীয নহে।

জীবনবীমা কোম্পানীর বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সবকাবী ও আধা-সবকারী সিকিউবিটিতে দাদন করিয়া যে ৪৫ ভাগ অবশিষ্ট থাকে তাহা বর্ত্তমানে কোম্পানীর পরিচালকগণ ইচ্ছামত যে কোন দিকে নিয়োগ করিতে পারেন। বীমা-আইনের বর্ত্তমান সংশোধক বিলে তাঁহাদের সেই স্বাধীনতাও বিশেষভাবে খর্ব্ব করার চেষ্টা হইয়াছে। ঐ বিল অনুসারে বীমা কোম্পানীসমূহ ভবিষ্যতে তাহাদের বাকী শতকরা ৪৫ ভাগ কেবল নিম্নলিখিত সিকিউরিটিতে দাদন করিতে পারিবে —(১) সরকারী ও আধা-সরকারী সিকিউরিটি; (২) সম্পত্তির জামিনযুক্ত ডিবেঞ্চার—যাহার উপর অন্তত: ৫ বৎসর যাবৎ সুদ দেওয়া হইতেছে; (৩) এমন কোম্পানীর প্রেফারেন্স শেয়ার ও ডিবেঞ্চার যে কোম্পানী অন্তত: ৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে; (৪) এমন কোম্পানীর সাধারণ শেয়ার যে কোম্পানী অন্তত: ৭ বৎসর যাবৎ শতকরা ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ (বোনাসসহ) দিয়া আসিতেছে; (৫) অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকে প্রথম ঋণ—যে ঋণ কোন অবস্থায সম্পত্তির মূল্যের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী হইবে না; (৬) কোম্পানীর ব্যবহারেব জন্য ক্রীত সম্পত্তি। তাহা ছাড়া বলা হইযাছে (১) ভবিষ্যতে কোন জীবনবীমা কোম্পানী বীমা তহবিলের বাকী শতকরা ৪৫ ভাগের শতকরা ২ ভাগের বেশী অর্থ অথবা ব্যাঙ্ক কোম্পানীর বিক্রীত শেয়ার মূলধনের শতকরা ২ ভাগেব বেশী অর্থ (যাহাই অপেক্ষাকৃত কম বলিযা সাব্যস্ত হইবে) কোন ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেযারে নিযোগ করিতে পারিবে না। (২) কোন জীবনবীমা কোম্পানীর পক্ষে ঐ শতকরা ৪৫ ভাগের শতকরা ২ ভাগের বেশী অর্থ কোন ব্যাঙ্কের চলতি ও স্থায়ী আমানতে জমা রাখাও নিষিদ্ধ হইবে। (৩) কোন যৌথ কোম্পানীর (ব্যাঙ্ক ছাড়া) ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে গেলে জীবনবীমা কোম্পানীর বীমা তহবিলেব শতকরা ৪৫ ভাগের ৫ ভাগ অনুপাতে কিংবা যৌথ কোম্পানীর বিক্রীত শেয়াব মূলধনের শতকরা ১০ ভাগ অনুপাতে তাহা সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। (৪) জীবনবীমা কোম্পানী ভবিষ্যতে পলিসি বন্ধকে, জমি-বাড়ী বন্ধকে বা এজেন্টদিগকে ছাড়া অন্য কোন দিকে কোন ঋণ প্রদান করিতে পারিবে না।

বীমা আইন সংশোধক বিলে বীমা কোম্পানীর তহবিল দাদন বিষয়ে উপরোক্ত যে সব নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের নিকট অত্যধিক কঠোর বলিয়াই মনে হইতেছে। চলতি বীমা-আইনের ২৭নং ধারায় বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী ও আধা-সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন করা সম্পর্কে কোম্পানীসমূহের উপর একটা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় হইতে সরকারী ও আধা-সরকারী সিকিউরিটির প্রদেয় প্রথম সুদের হার বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ায় সেই ব্যবস্থায় বীমা কোম্পানীসমূহের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ দেখা দিয়াছে। সেই ক্ষতির কথা বিবেচনা করিয়া চলতি বীমা-আইনের ২৭নং ধারা সংশোধন করা দূরের কথা, বীমা তহবিলের বাকী ৪৫ ভাগ লাভজনকভাবে নিয়োগ করিবার যেটুকু সুবিধা বীমা কোম্পানীসমূহের ছিল গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে তাহাও খর্ব্ব করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। যৌথ কোম্পানীব শেয়ারে বীমা তহবিলের অর্থ নিয়োগ করা সম্পর্কে যে সব বিধিবিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে এই শ্রেণীর সিকিউরিটিতে বীমা কোম্পানীর টাকা দাদন করিবার সুযোগ ভবিষ্যতে খুবই সীমাবদ্ধ হইয়া আসিবে। ফলে আয় পড়িয়া গিয়া ভবিষ্যতে তাহাদের যথেষ্ট দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ ঘটিবে। শিল্প

খাদ্য রেশনিং

সকলের জন্য সমান বরাদ্দ

★ সকলের দাবী পুরোপুরি মেটাবার মতো খাদ্য দেশে নেই। যা আছে তাই সবাইকে সমান ভাগ করে নিতে হবে।

★ একমাত্র রেশনিং ব্যবস্থাই অজন্মা অঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্যাভাব এবং অনাহারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এই ব্যবস্থা ধনী বা দরিদ্র কাউকেই বেশি খাতির করে না; ন্যায্য মূল্যে প্রত্যেকেই যাতে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখে—প্রত্যেকেই তাদের বরাদ্দ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

ইতিমধ্যেই ৫৫৬টী সহরে ৫ কোটী ৩০ লক্ষেরও বেশি লোক রেশনিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। খাদ্যসামগ্রীর টানাটানি হওয়ার ফলে আরো অনেকগুলি অঞ্চলে সহরে সহরে শিগগিরই রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে।

আপনাদের কল্যাণের জন্যই রেশনিং-এর প্রবর্তন। কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক হিসেবে আপনারা যদি রেশনিং ব্যবস্থার নিয়মকানুনগুলি ঠিকভাবে মেনে চলেন তবেই সরকারের পক্ষে আসন্ন খাদ্য সঙ্কট রোধ করা সহজ হবে।

ন্যা য্য দা মে ® সকলের জন্য খাদ্য

নিউ দিল্লী থেকে "গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া ডিপার্টমেণ্ট অব ফুড" কর্তৃক প্রচারিত

AC-68

কোম্পানীর শেয়ারে ও ডিবেঞ্চারে বীমা কোম্পানী-সমূহ বিশেষ কিছু অর্থ নিয়োগ করিতে না পারায় প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে দেশের শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইবারও আশঙ্কা আছে।

বীমা কোম্পানীর উপর কতিপয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর অন্যায় কর্ত্তৃত্ব ও তাহাদের নিজস্ব স্বার্থে বীমা তহবিল নিয়োগের অনিষ্টকর রীতি দেখিয়াই ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ারে ও ব্যাঙ্কের আমানতে টাকা দাদনের সুযোগ বিশেষ-ভাবে খর্ব্ব করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ দিক দিয়াও এতদূর কড়াকড়ি নিয়ম বীমা কোম্পানীর স্বার্থের কতদূর পরিপোষক হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ারে অবশিষ্ট ৪৫ ভাগের শতকরা ২ ভাগের বেশী অর্থ নিয়োগ করা হইলেই সকল ক্ষেত্রে তাহা খারাপ দাদন বলিয়া মনে করা যায় না। ইম্পি-রিয়াল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার মত ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ারের কদর ও মূল্য বাজারে খুবই বেশী। এই শ্রেণীর এক একটি ব্যাঙ্কের শেয়ারে বীমা তহবিলের শতকরা-২ ভাগের (বাকী ৪৫ ভাগের মধ্যে) বেশী অর্থ নিয়োজিত থাকিলে তাহাতে কোন বীমা কোম্পানীর নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা নাই। উপরে যে সব ব্যাঙ্কের নাম করা হইল তাহাদের মত প্রতিষ্ঠানের চল্‌তি ও স্থায়ী আমানতে শতকরা ২ ভাগের চেয়ে বেশী অর্থ নিয়োগ করাতেও জীবন-বীমা কোম্পানীর কোন ঝুঁকি দাঁড়াইবার কথা নহে। ট্রেজারী বিল ও মিয়াদী ঋণপত্রে জীবন-বীমা কোম্পানী যে সব টাকা লগ্নি করিয়া থাকে তাহা আদায় হইয়া আসিবার ফলে বীমা কোম্পানীর হাতে অনেক সময় টাকার খুব প্রাচুর্য্য দেখা দেয়। অন্য কোন দিকে পুনরায় দাদন না করা পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কে তাহা গচ্ছিত রাখাই সাধারণ নিয়ম। বর্ত্তমান সংশোধক বিলে বীমা কোম্পানী-সমূহ তাহাদের তহবিলের বাকী ৪৫ ভাগের শতকরা ২ ভাগের বেশী অংশ কোন ব্যাঙ্কের চল্‌তি ও স্থায়ী আমানতে জমা রাখিতে পারিবে না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহাতে সেইভাবে টাকা রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে।

বীমা কোম্পানীর দাদননীতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে সব কড়া বিধান পরিকল্পিত হইয়াছে সকল কোম্পানী সম্পর্কেই তাহা প্রযুক্ত হইবে সত্য, কিন্তু একদিক দিয়া তাহা হইতে রেহাই পাওয়ার সুবিধাও কোম্পানীসমূহকে দেওয়া হইয়াছে। বীমা সংশোধক বিলে একটি ধারা যোগ করিয়া বলা হইয়াছে যে, কোন বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ একমত হইলে তাঁহারা বীমা তহবিলের বাকী শতকরা ৪৫ ভাগ যে কোন সিকিউরিটিতে দাদন করিতে পারিবেন। সেরূপ ক্ষেত্রে সংশোধক বিলের বিধিনিষেধ তাঁহাদের উপর বলবৎ হইবে না। কিন্তু স্বাধীনভাবে দাদননীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার এই সামান্য সুযোগও শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকিবে কিনা সন্দেহের বিষয়। কেন না, বীমা সংশোধক বিলের অন্য একটি ধারায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কোন কোম্পানীর পরিচালকবর্গ একমত হইয়া কাজ করিলেও ভারত সরকারের বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইচ্ছা করিলে কোন কোম্পানীকে উপরোক্ত বিধিনিষেধ অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে তাঁহাদের দাদনী টাকার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। একদিক দিয়া যে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল অপরদিক দিয়া তাহাই কারসাজি করিয়া খর্ব্ব করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ফলে সংশোধক বিলটি যথাযথ পাশ হইলে কোন বীমা কোম্পানীই অর্থদাদন সম্পর্কে উহার কড়া বিধান হইতে কার্য্যতঃ রেহাই পাইবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।

যেভাবে সংশোধক বিলের নির্দ্দেশসমূহ পরি-কল্পিত হইয়াছে তাহাতে এদেশে বীমা কোম্পানীর অর্থনিয়োগ সম্পর্কে সকল দিক দিয়া সরকারী কর্ত্তৃত্ব জাহিরের একটা চেষ্টা সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যেভাবে সরকারী দপ্তর পরিচালনা করিয়া থাকেন ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহের কার্য্যধারাও প্রায় সেভাবেই নিয়ন্ত্রণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। পুরাপুরি জাতীয়করণনীতি অবলম্বন না করিয়া এইভাবে সরকারী কর্ত্তৃত্ব বিস্তারের প্রয়াস আমাদের কাছে নিতান্ত খাপছাড়া নীতি বলিয়াই মনে হইতেছে। একদিকে বীমার কাজ সম্প্রসারণের দায়িত্ব ব্যক্তি ও কোম্পানীসমূহের উপর ছাড়িয়া দিয়া অপরদিকে নানা বিধিনিষেধ দ্বারা তাহাদের স্বাধীন কর্ম্মপ্রচেষ্টার সুযোগ একান্তভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। দেশের প্রয়োজনে বীমা তহবিল দাদনের ক্ষেত্র যথাসম্ভব প্রসারিত না রাখিয়া সনাতন গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতা হইতে তাহাকে সরকারী ও আধা-সরকারী সিকিউরিটিতে বেশী পরিমাণে আবদ্ধ করিয়া রাখার চেষ্টাও খুবই অযৌক্তিক। সে-সব দিক হইতে বীমা কোম্পানীর শেয়ার-বিক্রয় ও দাদন-নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থাগুলি পুনর্বিবেচনা করিয়া সিলেক্ট কমিটি বীমা আইন সংশোধন বিলটিকে যথোচিতভাবে সংশোধন করিয়া লইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। বীমা-আইন সংশোধক বিলে বীমা কোম্পানীর ব্যয়সঙ্কোচ সম্পর্কে ও এজেণ্টদের কমিশন হ্রাস সম্পর্কে যে-সব বিধান পরিকল্পিত হইয়াছে, আমরা পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স
লিঃ
হেড অফিস: ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন: কলিঃ ৫৩৮০

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং
কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪
—মূলধন—
অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত— ৫৭,৫০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ২৬,৫০,০০০৲ উপর
শাখাসমূহ—
কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলি-কাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্ট-গ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগল-পুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণ-গঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।
লণ্ডন এজেণ্ট:—
ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট:—
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট:—
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—
মিঃ এন, সি, দত্ত,

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, চাঁদপুর ও ইম্ফলে আমাদের শাখা খোলা হইয়াছে।
দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
(সিডিউল্‌ড্ এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক)
অনুমোদিত মূলধন— ... ৫০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড— ১৩,৭১,০০০৲ টাকার উপর
আমানত— ... ... ২,৭৫,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন— ... ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকার উপর
পৃষ্ঠপোষক— ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্-আই
রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
প্রধান অফিস—
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)
রেজিষ্টার্ড অফিস—
আখাউড়া (বি এ রেলওয়ে)
কলিকাতা অফিসসমূহ—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।
শাখাসমূহ:
বাঙ্গলা, আসাম, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশের সর্ব্বত্র।

তামাকের ব্যবসায় ও বাঙ্গলা

বাঙ্গলার কৃষিজাত পণ্যসমূহের মধ্যে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া বাহিরে রপ্তানী করার মত পণ্য তিনটী, যথা—পাট, চা ও তামাক। চটকল এবং পাটের ব্যবসায় হইতে যে মুনাফা হয় তাহার মোটা অংশই অবাঙ্গালী ভারতীয় এবং গুটীকয়েক ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর পকেটে যায়। বড় বড় চা-বাগানগুলি এবং চায়ের রপ্তানী ব্যবসায় হইতে যে মোটা আয় হয় তাহার প্রায় সম্পূর্ণই নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী ইউরোপীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু তামাকের ব্যবসায় সম্পর্কে একথা বলা চলে না। বাঙ্গলা দেশে যে তামাক উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবসায়টী এখনও প্রধানতঃ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের হাতে রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বিহার প্রদেশ তামাক চাষের জন্য উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজের গুণ্টুর জেলায় উৎপন্ন ভার্জ্জিনিয়া তামাক দ্বারা গুণ্টুর জেলায় ভার্জ্জিনিয়া তামাকের চাষ এত প্রসার লাভ করিয়াছে যে, ইহাতে আমেরিকা হইতে ভার্জ্জিনিয়া তামাকের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে এবং প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ ভার্জ্জিনিয়া তামাক মাদ্রাজ হইতে ভারতবর্ষের বাহিরে ইংলণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী দেশে রপ্তানী হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে নাটু নামক আর একপ্রকার দেশীয় তামাক উৎপন্ন হয়। ইহাতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর সিগারেট, নস্য প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বোম্বাই প্রদেশে যে তামাক উৎপন্ন হয় তাহা প্রধানতঃ বিড়ির জন্য ব্যবহৃত হয়। বিহারের তামাক দ্বারা খৈনী ও হুক্কা তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশে 'জাতি' ও 'মতিহারী' এই দুই শ্রেণীর তামাক চাষ হয়। মতিহারী প্রধানতঃ হুক্কা তামাকের জন্য ব্যবহৃত হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 'জাতি' দ্বারা সিগার ও চুরুট প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত হুক্কা তামাক, সিগারেট, দোক্তা, নস্য প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্যও 'জাতি' তামাকের ব্যবহার আছে। বাঙ্গলাদেশে উৎপন্ন তামাকের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বিড়ি ব্যতীত প্রায় সকল প্রকারের তামাকজাত দ্রব্যেই উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সমগ্র বাঙ্গলায় প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমীতে তামাকের চাষ হয় এবং মোট বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ মণ। বর্ত্তমান বাজার দর মত ইহার মূল্য প্রায় ৬ কোটী টাকা। তামাকের চাষ অল্পবিস্তর সকল জেলাতেই আছে। কিন্তু রংপুর জেলার সদর ও নীলফামারী মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি জেলার সদর মহকুমায় যে তামাকের চাষ হয় ব্যবসায়ের দিক দিয়া তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য জেলায় যে পরিমাণ তামাক উৎপন্ন হয় তাহাতে এই সকল স্থানের চাহিদা মিটে না। সমগ্র বাঙ্গলায় যে পরিমাণ তামাকের জমি আছে তাহার অর্দ্ধেকেরও বেশী রহিয়াছে রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার এই তিনটী মহকুমায়। কুচবিহার রাজ্যও তামাক চাষের জন্য বিখ্যাত। কুচবিহারের, বিশেষতঃ কুচবিহারের অন্তর্গত আদাবাড়ী অঞ্চলের তামাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রংপুর ও জলপাইগুড়ির প্রথম শ্রেণীর জাতি তামাকের দর যখন ১০৲ মণ তখন আদাবাড়ীর তামাক ৪০৲।৫০৲ মূল্যে বিক্রয় হয়। কুচবিহারের উৎপন্ন তামাকের একটা বিশিষ্ট অংশ রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার তামাকের পাইকারী ব্যবসায় কেন্দ্রসমূহের মারফৎ বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। রংপুর জেলার নীলফামারী, হাবাগাছ, লোহাকুচি, ডোমার, মোগলহাট, কইশরী, জলচাকা, সৈদপুর প্রভৃতি এবং জলপাইগুড়ি জেলার পাটগ্রাম তামাক ব্যবসায়ের প্রধান পাইকারী কেন্দ্র। এই সমস্ত কেন্দ্রে দুই শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছে। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী চাষী এবং ছোট ছোট ব্যাপারীর নিকট হইতে তামাক ফসল মাঠ হইতে উঠার পরই এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া গুদামজাত করিয়া থাকে। পরে তামাক শুকাইয়া, শ্রেণীঅনুযায়ী আটি বাঁধিয়া আসাম, কলিকাতা, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং ব্রহ্মদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর ব্যবসায়িগণকে স্থানীয় ভাষায় 'দালাল' নামে আখ্যা দেওয়া হয়। ব্রহ্মদেশ এবং বোম্বাই অঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক খরিদ্দার আসিয়া দালালদের সাহায্যে তামাক ক্রয় করিয়া স্ব স্ব স্থানে তামাক চালান দিয়া থাকে। আর এক শ্রেণীর পাইকারী ব্যবসায়ী বা আড়তদার মতিহারী এবং অল্পমূল্যের জাতি-তামাক ক্রয় করিয়া বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা এবং আসামে রপ্তানী করিয়া থাকে। ইহারা প্রায় সকলেই পূর্ব্ববঙ্গের লোক এবং ভৈরব, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, ঝালকাঠি, আঙ্গারিয়া প্রভৃতি মোকামে ইহাদের মূল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত আছে।

ব্রহ্মদেশে তামাক রপ্তানীর ব্যবসায় স্থানীয় দালালদের পক্ষে একটী খুব লাভজনক পেশা। রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ২ লক্ষ মণ উচ্চশ্রেণীর জাতি-তামাক ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হইত। অধুনা-সমাপ্ত যুদ্ধে ব্রহ্মদেশ জাপকবলিত হওয়ার পর এই রপ্তানী ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। জাহাজের অভাবে এখন পর্য্যন্তও ব্রহ্মদেশে তামাক রপ্তানীর সুযোগ হইতেছে না। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা এবং কলিকাতা ব্যতীত এই সমস্ত অঞ্চল হইতে তামাক রপ্তানীর উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র আসাম এবং উড়িষ্যা প্রদেশ। এই দুই প্রদেশে বার্ষিক মোট রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ১½ লক্ষ মণ এবং ৪০ হাজার মণ। রেলপথ এবং ষ্টীমারযোগে এই পরিমাণ তামাক রপ্তানী হইয়া থাকে। নৌকা-যোগে কি পরিমাণ তামাক চালান হয় তাহার কোন হিসাব নাই। কিন্তু নৌকাযোগেও আসাম

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত ও
বিলিকৃত মূলধন—২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৭৫,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৩,৫০,০০০৲
শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ
এজেন্সী :—
ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

বেঙ্গল কমার্শিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শাখাসমূহ
বড়বাজার, মাণিকতলা, বরানগর, আলমবাজার, খড়দহ, আলুপুস্থা (কলিকাতা), রায়পুর, গুণ্ডিয়া ও মান্দলা (সি পি)
ইউ, সি, সরকার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

প্রদেশে রপ্তানীর পরিমাণ বার্ষিক ১৫।২০ হাজার মণের কম নয় এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কিছুকাল পূর্ব্বে রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার হইতে ২৫।৩০ হাজার মণ "বিষপাত" তামাক (তামাক গাছের গোড়ার দিকের পাতা) জাপান, দেনমার্ক, জার্ম্মানী এবং ইংলণ্ডে রপ্তানী হইত। উত্তরবঙ্গের মতিহারী তামাক এখনও সিংহলের অন্তর্গত মালদ্বীপে অল্প পরিমাণে রপ্তানী হইতেছে। কুচবিহার, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলা হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য এবং কলিকাতায় মোট রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় ৪ লক্ষ মণ। কলিকাতা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় বার্ষিক তামাক আমদানীর পরিমাণ ২½ লক্ষ হইতে ৩ লক্ষ মণ। এই আমদানীর মধ্যে বিহার প্রদেশ হইতে "গাছ" নামীয় তামাকের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বাঙ্গলার জেলাসমূহ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় প্রায় ৪½ লক্ষ মণ তামাক আমদানী এবং কলিকাতা হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং বাঙ্গলার জেলাসমূহে প্রায় ১½ লক্ষ মণ তামাক রপ্তানী হইয়া থাকে। কলিকাতা এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে কয়েকটী সিগারেট প্রস্তুতের কারখানা আছে বলিয়াই কলিকাতায় কাঁচা তামাকের আমদানী এত বেশী। মাদ্রাজ প্রদেশ ব্যতীত আমেরিকা হইতেও প্রচুর পরিমাণ ভার্জ্জিনিয়া তামাক কলিকাতায় আসিয়া থাকে। হাওড়াপুলের নিকটবর্ত্তী আত্মশ্রাদ্ধ ঘাট রোড এবং তদঞ্চল কলিকাতায় কাঁচা তামাক ব্যবসায়ের প্রধান পাইকারী কেন্দ্র।

১৯৪০ সালের প্রারম্ভ হইতেই রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় তামাকের মূল্য হ্রাস পাইতেছিল। ১৯৪১ সালে তামাকের গড়পড়তা দর ১০৲ টাকা হইতে ৩৲ হইতে ৫৲ টাকার মধ্যে নামিয়া আসে। ব্রহ্মদেশে রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় তামাকের বাজারে আরও মন্দা দেখা দেয়। কিন্তু ১৯৪২ সালের মধ্যভাগ হইতে অন্যান্য পণ্যের মূল্যের ন্যায় তামাকের মূল্যও আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ে বিহার এবং সংযুক্তপ্রদেশ হইতে তামাকের আমদানী মালগাড়ীর অভাবে বিশেষ হ্রাস পায়। ১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তামাকের মূল্য প্রতি মণ ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা—এমন কি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোন কোন তামাক ১৫০৲ টাকা মণ পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৪৫ সাল হইতেই তামাকের ব্যবসায়ে পুনরায় মন্দার সূচনা হইয়াছে এবং বহু সংখ্যক ব্যবসায়ীর ক্ষতির কারণ হইয়াছে। বিহার হইতে যে 'গাছ' তামাক আমদানী হইতেছে কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক ধরিয়াও তাহার মূল্য ২৫৲ টাকার বেশী নহে। সংযুক্ত প্রদেশ হইতে যে গুড়া তামাক আসিতেছে তাহার উপর উৎপাদন শুল্কের হার মণ প্রতি ১৫।৶০ আনার স্থলে ৫৲ টাকা মাত্র। ইহার জন্যও বাঙ্গলায় উৎপন্ন তামাকের ব্যবসায় ব্যাহত হইতেছে। কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক তামাক ব্যবসায় এবং জনসাধারণের পক্ষে একটী গুরুতর প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল শ্রেণীর এবং সকল মূল্যের কাঁচা তামাকের উপর মণ প্রতি ১৫।৶০ আনা উৎপাদন শুল্ক দেয়। বর্ত্তমানে ৫৲ টাকা মণের বিষপাত এবং ৪০৲ টাকা মণের জাতি তামাক—উভয় শ্রেণীর তামাকের উপর উৎপাদন শুল্ক ১৫।৶০ আনা। পণ্যের শ্রেণী এবং মূল্য বিচার না করিয়া একই হারে উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করার নীতি তামাকের ব্যবসায় সম্পর্কে আমরা সমর্থনযোগ্য মনে করি না। আমরা যতদূর অবগত আছি—এই উচ্চ উৎপাদন শুল্কের দরুণ অল্প মূল্যের তামাক বিক্রয় হইতেছে না এবং রংপুর ও জলপাইগুড়ির তামাক-চাষীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে। খরিদ্দার জনসাধারণের প্রতিও এই উচ্চ শুল্ক দ্বারা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট অবিচার করিয়াছেন। দেশের অভ্যন্তরে কাঁচা তামাকের শতকরা ৯০ ভাগের খরিদ্দার দরিদ্র চাষী এবং শ্রমিক। ৫৲ টাকা মণের তামাকের উপর ১৫।৶০ আনা উৎপাদন শুল্ক খরিদ্দারকেই দিতে হয়। এই উৎপাদন শুল্ক প্রকারান্তরে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের নিকট হইতেই আদায় করা হইতেছে।

তামাকের চাষ এবং বিক্রয়-ব্যবস্থা উন্নীত করার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পাট কমিটি এবং তুলা কমিটির অনুরূপ একটী কমিটি গঠন করিয়াছেন। তামাক বাঙ্গলার একটী প্রধান অর্থকরী ফসল। উক্ত কমিটি বাঙ্গলার তামাক চাষ এবং তামাকের ব্যবসায় সম্পর্কে কিরূপ উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা আমরা বিশেষ উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিব।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্,

মিশন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২,00,00,000৲ টাকা

বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত মূলধন ৩০,00,000৲ টাকা

রিজার্ভ ফাণ্ড ১১,00,000৲ টাকার অধিক

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং জগতে "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" আজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। "ক্যালকাটা ন্যাশনাল"-এর গৌরবময় উন্নতির মূলে রহিয়াছে ইহার নির্ভরযোগ্যতা, তৎপর ও সুষ্ঠু কর্ম্মপদ্ধতি, সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতি ও ক্রমোন্নতির সুপরিচিত ইতিহাস।

ডিরেক্টর বোর্ড ঃ

মিঃ এস, এম, ভট্টাচার্য্য, চেয়ারম্যান

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, কাশিমবাজার
বাঙ্গলা সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী,
মিঃ রাজেন্দ্র সিং সিংগী, জমিদার

মিঃ টি, সি, রায়, সলিসিটার
বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃর চেয়ারম্যান
মিঃ টি, সি, চ্যাটার্জি, বি, এ।

মিঃ এইচ, সি, সরকার, বি এস, সি, (ইকন লণ্ডন)
জেনারেল ম্যানেজার

কলিকাতার বিভিন্ন শাখা ঃ

বড়বাজার শাখা : ১৯৯।৫, হ্যারিসন রোড্

শ্যামবাজার শাখা : ১৩৬।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

ক্যানিং ষ্ট্রীট শাখা : ২৯নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্

ভবানীপুর শাখা : ৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড্

বালিগঞ্জ শাখা : ১৬১, রাসবিহারী এভিনিউ

অন্যান্য শাখা ঃ

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, কটক, ডিব্রুগড, পাটনা, গয়া, মজঃফরপুর, বেরিলি, আগ্রা, মাদ্রাজ, দিল্লী, সদরবাজার (দিল্লী), লক্ষ্ণৌ, আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ), কাণপুর, মেষ্টন রোড (কাণপুর), অমরাবতী, রায়পুর, আজমীড়, বোম্বাই (ফোর্ট), স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড (বোম্বাই), কলবা দেবী (বোম্বাই), আহমেদাবাদ, মসকোটি মার্কেট (আহমেদাবাদ), করাচী, নাগপুর, ইটওয়ারী (নাগপুর), জব্বলপুর, জব্বলপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, অমৃতসর, লাহোর, মীরাট, বেনারস, এলাহাবাদ।

কারেণ্ট একাউণ্ট ঃ ×½% হারে সুদ দেওয়া হয়। অনুমোদিত সিকিউরিটির বিনিময়ে সন্তোষজনক সর্ত্তে ওভারড্রাফ্ট দেওয়া হয়।

সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট ঃ "ক্যালকাটা ন্যাশনাল"এর সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ব্যাঙ্কের যে কোন শাখায় মাত্র ১০৲ জমা দিয়া আপনি একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিতে পারেন। সপ্তাহে একবার চেক দ্বারা ১০০০৲ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত তোলা যায়। বাৎসরিক ১½% হারে সুদ দেওয়া হয়।

স্থায়ী আমানত ঃ এক বৎসর বা তন্ন্যূন সময়ের জন্য গ্রহণ করা হয়। এক বৎসরের স্থায়ী আমানত ২½% হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। প্রতি অর্দ্ধ বৎসরান্তে জানুয়ারী ও জুলাই মাসে সুদ প্রাপ্য হয়।

ফরেন এক্সচেঞ্জ ঃ ব্যবসায় করা হয়। লণ্ডনস্থ **মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ** আমাদের লণ্ডনের এজেণ্ট।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

আসাম; সিন্ধু, পাঞ্জাব—কোনও প্রদেশেই কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্ভব হয় নাই। বাঙ্গলায় উভয় পক্ষের আগ্রহ দেখিয়া আশা হইয়াছিল, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং এই প্রদেশের বিচিত্র অবস্থার জন্য এখানে এই অঘটন ঘটিতেও পারে। বিশেষতঃ, অন্যান্য প্রদেশে প্রধানতঃ লীগের বাহিরের মুসলমানকে মন্ত্রিমণ্ডলে গ্রহণের প্রশ্ন লইয়া সম্মিলিত মন্ত্রিত্বের আলোচনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গলায় এই প্রশ্ন বড হইয়া ওঠে নাই। মিঃ ফজলুল হককে স্পীকার নির্ব্বাচিত করিবার কথা একবার উঠিয়াছিল। কিন্তু মিঃ সুরাবর্দ্দি আপত্তি করায় ইহা লইয়াও আর পীড়াপীড়ি করা হয় নাই। তবুও বাঙ্গলায় সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল হইল না। যে একদলীয় মন্ত্রিত্বের আমলে বাঙ্গলার ৩৫ লক্ষ হিন্দু মুসলমানের ভবযন্ত্রণা দূর হইয়াছে, শত শত পল্লী শ্মশান হইয়াছে এবং অন্যদিকে মুনাফাখোর, চোরাবাজারী ও অসাধু সরকারী কর্ম্মচারীরা মহোৎসব করিয়াছে, সেই একদলীয় মন্ত্রিত্ব আবার বাঙ্গলার ঘাড়ে চাপিল।

* * *

মিঃ সুরাবর্দ্দি প্রথম হইতে মিটমাটের আগ্রহ দেখাইলেও তাঁহার মনোভাব মোটেই আপোষ-মূলক ছিল না। "গ্রহণ কর, নতুবা বর্জ্জন কর"—এইভাবে একটা অপরিবর্ত্তনীয় মীমাংসার প্রস্তাব তিনি কংগ্রেসের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। মন্ত্রিপদের বণ্টন সম্পর্কে তাঁহার মূল প্রস্তাব তিনি কিছুতেই সংশোধন করিতে সম্মত হন নাই। প্রধান মন্ত্রী বাদে কংগ্রেস ও লীগের সমান সংখ্যক মন্ত্রীর প্রস্তাবে তাঁহাকে সম্মত করান যায় নাই। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুত কিরণ শঙ্কর রায় কিন্তু শেষে এই বিষয়ে তাঁহার দাবী ত্যাগ করেন; ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা স্বরাষ্ট্র ও সরবরাহ দপ্তর চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ সুরাবর্দ্দি তাহাতেও রাজী নন; স্বরাষ্ট্র বিভাগটি তাঁহার নিজের চাই। বন্দিমুক্তি সম্পর্কেও তিনি কংগ্রেসের প্রস্তাবে সায় দিতে পারে নাই।

* * *

বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলে কংগ্রেস ও লীগের সমান সংখ্যক মন্ত্রীর প্রস্তাব মুসলীম লীগের গ্রহণযোগ্য হইল না। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে ইহাই মুসলীম লীগের প্রধান দাবী। সংখ্যার দিক হইতে বিবেচনা করিলে বাঙ্গলায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাধিক্যের অনুপাতে সমগ্র ভারতে অমুসলমান সংখ্যাধিক্য বহুগুণে অধিক। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় মুসলীম লীগ বরাবর সমান অধিকার দাবী করিয়া আসিতেছে। আর বাঙ্গলা সম্পর্কে তাহার এই অযৌক্তিক একগুঁয়ে মনোভাব। সর্ব্বোপরি বন্দিমুক্তি সম্পর্কে মিঃ সুরাবর্দ্দি সম্পূর্ণরূপে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তি দিতে তাঁহার এই দ্বিধার কারণ কি? বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই ইহারা অপরাধ আচরণ করিয়াছিল। ইহাদের মুক্তিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের আপত্তি থাকিতে পারে—দেশবাসীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির আপত্তি থাকা স্বাভাবিক নয়। মিঃ সুরাবর্দ্দি এই আপত্তি তুলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কোনরূপ অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে প্রস্তুত নন। ইহাতে হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর নিকটই মিঃ সুরাবর্দ্দির মর্য্যাদা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল। বাঙ্গলার এই বন্দিমুক্তির প্রশ্ন সাম্প্রদায়িকতা ও দলগত রাজনীতির উর্দ্ধে।

* * *

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরই মিঃ সুরাবর্দ্দি বাঙ্গলার সকল দুঃখ দূর করিবার প্রতিশ্রুতি শুনাইয়াছেন। প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করা এক কথা নহে। বাঙ্গলার একজন ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী এত গালভরা কথা না বলিয়া সবিনয়ে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকল বাঙ্গালীর ডালভাতের ব্যবস্থা করিবেন। মিঃ সুরাবর্দ্দিও সেই মন্ত্রিমণ্ডলের একজন বড় পাণ্ডা ছিলেন। তাঁহাদের প্রতিশ্রুত সেই ডালভাতের ব্যবস্থা কতদূর হইয়াছিল, তাহা ১৯৪৩ সালে নিদারুণভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ সুরাবর্দ্দি অবশ্য কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন এবং সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সংক্রান্ত আলোচনার ব্যর্থতা কোনরূপ তিক্ততা সৃষ্টি করে নাই বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মনোভাব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্পর্কে তাঁহার যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই সহযোগিতা প্রার্থনায় বিশেষ উৎসাহ বোধ করা সম্ভব নয়। তাঁহার প্রস্তাবিত পরামর্শ পরিষদে দলগত বিরোধ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস প্রকৃত কাজ করিবার স্বাধীনতা নষ্ট করিবে কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। দলগত বৈষম্যের জন্য কেহ এই পরিষদে যোগ দিতে অস্বীকার করিলে তাঁহার প্রতি দোষারোপের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখাই হয়ত মিঃ সুরাবর্দ্দির এই সহযোগিতার আমন্ত্রণের পরোক্ষ উদ্দেশ্য।

* * *

মন্ত্রিমিশন কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই বড়লাটের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তাহার পর, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ মিশনের পক্ষ হইতে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সহিত ঘরোয়া আলোচনা করিতেছেন। আলোচনা সম্পূর্ণ গোপন এবং আলোচনার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ নীরব। তবুও আবার জনরব ও জল্পনা-কল্পনার গাঙ্গে বান ডাকিয়াছে। এবার নাকি মন্ত্রিমিশন কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে মীমাংসা সম্পর্কে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন এবং সেই সম্পর্কেই ঘরোয়া আলোচনা চলিতেছে। অন্য একটি সূত্রে প্রকাশ, কেন্দ্রে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের প্রসঙ্গই এবার নাকি আলোচ্য বিষয়। শেষোক্ত অনুমানই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা তাঁহারা জরুরী প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন; কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি যদি নির্ব্বিবাদে কাজ করিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে অন্যান্য সমস্যার জটিলতা অনেকখানি কমিয়া যাইবে। সর্দ্দার প্যাটেলের এই কথা খুবই সত্য। কিন্তু কেন্দ্রে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের সমস্যাটিও কম জটিল নহে। সিমলা বৈঠকে মিঃ জিন্না যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার সেই মনোভাব যদি পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, মিঃ জিন্না গত কিছুকাল হইতে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, এখন যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে; সুতরাং কোনরূপ অস্থায়ী ব্যবস্থা করিবার আর সঙ্গত কারণ নাই।

* * *

বৃটেনের স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের সেক্রেটারী মিঃ ফেণার ব্রকওয়ে একটি গোপন ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, মন্ত্রিমিশনের আলোচনা ব্যর্থ হইলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দমনমূলক নীতি প্রয়োগের গোপন আয়োজন চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে নয়া দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে; সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে বেসামরিক শাসন ব্যাপার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এমন কি বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস কর্ম্মীদের নামের তালিকাও নাকি প্রস্তুত হইতেছে। মিঃ ব্রকওয়ের এই উক্তি শুনিবার পর নয়া দিল্লীর কর্ত্তারা হলপ করিয়া বলিয়াছেন যে, এমন কথা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না। ইন্সপেক্টর জেনারেলদের সম্মেলন নাকি নিয়মানুগ ব্যাপার; সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে বেসামরিক শাসন বিভাগের কাজ শিক্ষা দেওয়ার মধ্যেও নাকি নূতনত্ব নাই। বিলাতে সরকারী মহল মিঃ ব্রকওয়ের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। নয়া দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষ হলপ করায় এবং বিলাতের সরকারী মহলের হাসিতে সম্পূর্ণরূপে উড়িয়া যাইবার মত কথা ইহা নহে। মিঃ ব্রকওয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি কংগ্রেসের নাম করায় তাঁহার উক্তি আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাসযোগ্য মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের বামপন্থী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা যে কর্ত্তৃপক্ষের শিরঃপীড়ার কারণ হইতেছে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতের নানা স্থানে যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয় তাহার সহিত বামপন্থী দলগুলির সংযোগ সন্দেহ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দারুণ বিষোদ্গার করা হইয়াছিল। ইহা হইতে মিঃ ব্রকওয়ের উক্তির প্রকৃত ভিত্তি কোথায় তাহা সহজেই বোঝা যায়।

* * *

"ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়াছে"—মাদ্রাজ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচিত নেতা মিঃ টি, প্রকাশম্ গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের দায়িত্ব লইয়াছেন; তবে এই সম্পর্কে তিনি কিছু সময় চাহিয়াছেন। উপদলীয় নোংরা রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কতদূরে যাইতে পারে, মাদ্রাজের সাম্প্রতিক রাজনীতির গতি তাহা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা নির্ব্বাচনের ব্যাপারটা এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, মাদ্রাজ আইন সভায় কংগ্রেস দলের বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও, একমাত্র নির্ব্বাচিত নেতার অভাবেই হয়ত সেখানে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইত না এবং ইহার ফলে ৯৩ ধারার শাসন চলিতে থাকিত। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত তিনটি উপদলের বিরোধের একটা সাময়িক মীমাংসা হইয়াছে। তবে, পরে আবার এই বিরোধ মাথা উঁচু করায় কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের কাজে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি না হয়।

গ্রাম—জনসম্পদ ফোন: ক্যাল ২৭৬৭

ব্যাঙ্ক অফ্ ক্যালকাটা লিঃ

বিলিকৃত মুলধন - - - - - - - - ১৪,০৮,৬২৫৲ টাকা
বিক্রীত মুলধন - - - - - - - - ১৪,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মুলধন - - - - - - - - ১২,০০,০০০৲ "

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডঃ মুরারিমোহন চ্যাটার্জ্জী

খেয়ালীর খাতা

কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন শেষ হইল। পরিষদের অধিবেশনে সব দিন হাজির থাকিতে পারি নাই। তবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলিতে প্রায়ই উপস্থিত রহিয়াছি। আগের পরিষদের সঙ্গে নতুন পরিষদের পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করিবার মতো। পরিষদের এবারের অধিবেশনকে বোধ হয় রেকর্ড বলা যাইতে পারে—সময়ের দিক হইতে। প্রায় তিন মাস ব্যাপিয়া পরিষদ চলিয়াছে। ছুটির দিনগুলি বাদ দিয়া ৬০টি সিটিং হইয়াছে। সবচেয়ে বেশীসংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিলেন সভাপতি নির্ব্বাচনের দিন। সে-দিনের উপস্থিত সংখ্যা ছিল ১৩১ জন। পরিষদে সবচেয়ে কম সদস্য উপস্থিত ছিল রেল বাজেট যে-দিন পেশ করা হইয়াছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী। এইখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, সভাপতি নির্ব্বাচনেই এবার সবচেয়ে বেশী শক্তি-পরীক্ষা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও লীগ একসঙ্গে জোট বাঁধিয়া কংগ্রেসকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ব্যর্থ হইয়াছে।

* * *

পরিষদে সবচেয়ে বেশী উত্তেজনা গিয়াছে বোম্বেতে নৌবাহিনী বিদ্রোহ সম্পর্কিত মুলতুবী প্রস্তাব আলোচনার সময়। পরিষদের সকল দল সমস্বরে গবর্ণমেণ্টকে তিরস্কার করিয়াছেন। ঐ দিন কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার আসফ আলীর বক্তৃতাটি দীর্ঘকালের জন্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বক্তৃতার প্রসঙ্গে একথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান পরিষদে প্রথম শ্রেণীর বক্তা খুব বেশী নাই। লীগ দলের মিঃ জিন্না তো পরিষদে বিশেষ আসেনই না। তাঁহার লেফটেন্যাণ্ট লিয়াকৎ খারাপ বলেন না বটে, কিন্তু ক্রমশঃই একঘেয়ে হইয়া পড়িতেছেন। স্বতন্ত্র সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বক্তা বিশেষ কেহই নাই। স্যার কওয়াসজী ও ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমারকে মিডিওকার অর্থাৎ চলনসই পর্য্যন্ত বলা যায়। ইউরোপীয় দলের গ্রিফিথস্ ভালো বক্তা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ফ্রাঙ্ক এণ্টনিও মন্দ নয়। কিন্তু ইহাদের সম্পর্কেও লিয়াকৎ আলীর মতোই একঘেয়েমীর কথাই খাটে। ইউরোপীয় দলের আর প্রায় সবাই লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন মাত্র।

* * *

আগের পরিষদগুলিতে "richest in debating talent" বলিয়া কংগ্রেসদলের খ্যাতি ছিল। এবার তাঁহাদের সে-খ্যাতি অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই দলে প্রথম শ্রেণীর বক্তা হিসাবে শরৎ বাবু প্রভৃতি ২।৩ জনের অধিক ব্যক্তির নাম করা যায় না। অবশ্য কংগ্রেস দলে ভালো দ্বিতীয় শ্রেণীর বক্তা অনেকেই আছেন। আসফ আলী, চামন লাল ও মনু সুবেদারই এই দলের বক্তৃতায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। আসফ আলী নিছক উচ্ছ্বাস বা নির্জ্জলা গালাগালি কোনটাই করেন নাই—যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট সদস্যদের মধ্যে হোমরা-চোমরা জন দুইএর সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি আসফ আলীর বক্তব্য তাঁহারা যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। দেওয়ান চামনলালও বিশেষ নাম করিয়াছেন। অধ্যাপক রঙ্গ দলের পক্ষে একজন নির্ভরযোগ্য বক্তা। মাসানী ও আবদুল গণি তাঁহাদের প্রথম বক্তৃতার দ্বারা যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন শেষ অবধি তাহা বজায় রাখিয়াছেন। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র যে নির্ব্বাচন

কারখানায় ক্যান্‌টীন্

বর্তমান যুগে পৃথিবীর সর্বত্র শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যে-সব বিধি ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার মধ্যে ক্যান্‌টীন্ প্রথার প্রবর্তন হলো অন্যতম। ভারতবর্ষে কারখানার মালিকরা প্রথমত শ্রমজীবিদের নানারকম খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের দিকটার ওপরেই বেশি জোর দেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁরা কর্মীদের কল্যাণে তাদের স্বাস্থ্য ও সেই সঙ্গে কর্মপটুতা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারেও সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। ক্যান্‌টীনের মারফৎ কর্মীদের মধ্যে চা পরিবেশন করে' কারখানার মালিকরা একই সঙ্গে ব্যবসা-বুদ্ধি ও সমাজ-সেবার প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

শ্রমজীবিদের কল্যাণের প্রতি মালিকদের এই সচেতনতা লক্ষ্য করেই ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন কারখানার

অবস্থা বুঝে ছোটবড় নানা ধরণের ক্যান্‌টীন্ স্থাপন করেছেন। এই সব ক্যান্‌টীনে কর্মীরা আজ বেশ সহজে ও সস্তায় ভালো চা পান করতে পারেন। চায়ের এই ক্যান্‌টীনগুলিকে কেন্দ্র করেই শ্রমজীবিদের সামাজিক কল্যাণের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়ে গড়ে উঠেছে।

আজ প্রায় ন'বছর ধরে বোর্ড এই ক্যান্‌টীন্ স্থাপনের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। এ সম্বন্ধে বোর্ডের বিস্তৃত অভিজ্ঞতার বিবরণ যে-কেউ ইচ্ছে করলেই জেনে নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে "ক্যান্‌টীন্‌স্ ফর্ দি ওয়ার্কার্স" নামক একটি পুস্তিকাও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনার, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড, ১০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠালেই পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 256

কেন্দ্র হইতে আসিয়াছিলেন এবার শশাঙ্ক সান্যালও সেখান হইতে আসিয়াছেন এবং বক্তৃতা ভালোই করিয়াছেন। কংগ্রেস দলে ব্যাক-বেঞ্চারস্‌গণের মধ্যে যথেষ্ট ভালো মাল-মশলা আছে, সন্দেহ নাই।

* * *

আসামের রোহিণী চৌধুরী একজন সুদক্ষ রাজনীতিক ও করিৎকর্ম্মা লোক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিষদে তাঁহার বিশেষ গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায় নাই। আমার মনে হয়, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় তিনি অনেক মূল্যবান কাজ করিতে পারিতেন। মহিলাদের মধ্যে স্বামীনাথন ও মণিবেন কারা মোটের উপর ভালোই, যদিও একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শ্রীমতী বেণুকা রায় ইহাদের দুই জনার চাইতেই বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ভালো কথা, —শ্রীমতী স্বামীনাথনের পরিচ্ছদ সম্পর্কে আমি মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। খদ্দরের শাড়ী শুনিলেই যে-সকল জর্জ্জেট-বিলাসিনীরা নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্তা স্বামীনাথনের শাড়ীগুলি একবার দেখিয়া আসিলে মত বদলাইতে বাধ্য হইবেন।

* * *

বাংলার প্রতিনিধিদের মধ্যে আব্দার রহমান সিদ্দিকী বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এমন কি, পরিষদে প্রথম দিনের বক্তৃতা শুনিয়া অনেকেই মনে করিয়াছিল যে, এবারকার পরিষদে সিদ্দিকীই star। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেজাজ এবং রসনা দুইটিই সিদ্দিকী সাহেব বেশীক্ষণ সংযত রাখিতে পারেন না। অনেক সময়ে তিনি শালীনতার সীমানা প্রায় ছাড়াইয়া গিয়াছেন এবং একদিন সভাপতি মাভলঙ্কার তাঁহাকে পরিষদ হইতে বাহিরও করিয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গলা ব্যবস্থা পরিষদে 'কাটা নোটের' কাহিনী যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহাদের কাছে ইহা অবশ্য নতুন কিম্বা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়।

* * *

বিগত পরিষদে ক্ষিতীশ নিয়োগীর বক্তৃতা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ইত্যাদি যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহাদের কাছে নিয়োগী মশায়ের এবারকার নির্ব্বাক উপস্থিতি আশ্চর্য্য মনে হইয়াছে। তাঁহাকে কি যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয় নাই? শ্রীপ্রকাশের কথা আরও আগেই উল্লেখ করা উচিত ছিল, কারণ সরস বক্তৃতা, রসালো টিপ্পনী ও প্রচুর হাস্যরস পরিবেশনে তাঁহার কোন জুড়ী নাই। স্যার এডোয়ার্ড বেন্থলকে অত্যন্ত চতুর্থ শ্রেণীর 'লীডার অব দি হাউস' বলা যাইতে পারে এবং একমাত্র ম্যাসন্ ব্যতীত সরকারী দলে ভালো বক্তা একজনও নাই। রামস্বামী অনর্গল বলিতে পারেন, কিন্তু উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গী কোনটাই প্রশংসনীয় নয়। স্যার আজিজুল হক যেখানে এক কথা বলিলেই যথেষ্ট সেখানে পাঁচ কথা বলেন যদিও তাঁহার ইংরেজী সর্ব্বদা নেসফিল্ডের ব্যাকরণের সমুদয় নিয়ম মানিয়া চলে না।

* * *

এবারের সভাপতি ও ডেপুটি প্রেসিডেন্ট দুইই বিগত পরিষদের চাইতে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রীভুলাভাই দেশাই ও সত্যমূর্ত্তির স্থান পূর্ণ করিতে পারেন এই পরিষদে এমন একজনও নাই। পরিষদের বাহিরেও অবশ্য সে-রকম লোক খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইবে। এই পরিষদের একটি বিশেষত্ব এই যে, গবর্ণমেণ্ট দল অন্যান্যবারের চাইতে অনেকটা বেশী পরিষদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। বোধ করি তাঁহাদের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে একথা বুঝিতে পারিয়াই ঝানু আই, সি, এস সেক্রেটারীরাও এবার অনেকটা নরম ভাব দেখাইয়াছেন। এবার অল্প সময়ের নোটিশে গবর্ণমেণ্ট অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন, পরিষদের দুইটি বড় ছাঁটাই প্রস্তাব—একটি রেল-রোড সমন্বয় সংক্রান্ত অপরটি ইনফরমেশান বিভাগ সংক্রান্ত—মানিয়া লইয়াছেন। স্যার গুরুনাথ বেভুরের ন্যায় বুরোক্র্যাট আই, সি, এস—একমাত্র গায়ের রংটা ছাড়া আর সবই যাঁহার সাহেবী—তিনিও এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—I would not make a foul libel on Indians, my own countrymen!

* * *

অর্থসচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডসের কথা বলিয়া এবারকার পরিষদ প্রসঙ্গ শেষ করিব। কারণ "এই পরিষদে এই আমার প্রথম ও শেষ উপস্থিতি, এই আমার প্রথম ও শেষ বাজেট" এই বলিয়া স্যার আর্চ্চিবল্ড আরম্ভ করিয়াছিলেন। আশা করি, তাঁহার এবং সঙ্গে আমাদেরও আশা পূর্ণ হইবে। স্যার আর্চ্চিবল্ডের বক্তৃতা করিবার দক্ষতা খুব যে আছে, তাহা নয়। কিন্তু তাঁহার রসবোধ আছে। মাঝে মাঝে তিনি উপভোগ্য রসিকতা করিয়াছেন। কোন এক অঞ্চলে নুনের দাম বাড়িয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া জনৈক সদস্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত প্রশ্নের সময় সদস্যটি জিজ্ঞাসা করিলেন, নুনের দাম বাড়িলে তাহার ফলে মানুষ এবং গৃহপালিত পশুদের উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ঘটে একথা অর্থসচিব জানেন কি? জবাবে স্যার আর্চ্চিবল্ড বলিলেন, "গৃহ-পালিত পশুদের সঙ্গে এখনও আলাপ করিতে পারি নাই"—Have not been able to consult the cattles!

—খেয়ালী

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা
বিলিকৃত মূলধন— ৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ২ কোটী টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড— ১৭॥০ লক্ষ টাকা
মিঃ জি ডি বিড়লা (চেয়ারম্যান)
মিঃ এম এ ইস্পাহানি (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি সরাইয়া (ভাইস্ চেয়ারম্যান)
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ভারতের সর্ব্বত্র শাখা ও পে অফিস আছে
মিঃ বি টি ঠাকুর জেনারেল ম্যানেজার
UCB 1

মূল্য কমিল !!!
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক ও হোমিও ঔষধ।
লিখুন :—হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা ও গোধুলিয়া, বেনারস।

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ
ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য এবং অদ্যকার দিনের সর্ব-প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির সঙ্গে তাল রেখে চলবার উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান-কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট ও সজাগ।
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং শাখাসমূহ।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিক্রয়করের উচ্ছেদ দাবী—সম্প্রতি কলিকাতার এক জনসভায় বিক্রয়কর পুরাপুরিভাবে উঠাইয়া লইবার জন্য দাবী করা হইয়াছে। উক্ত সভার বিক্রয়করের অবসান ঘটাইবার জন্য নব-নির্ব্বাচিত ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদিগকেও বিশেষ অনুরোধ জানান হইয়াছে।

ময়মনসিংহের জন্য সরকারী সাহায্য—সাম্প্রতিক ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ময়মনসিংহ জেলার দুর্গাপুর, কালমাকান্দা, বারহাট্টা ও মোহনগঞ্জ থানার সাহায্যের জন্য বাঙ্গলা সরকার তেষট্টি হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহা হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা কৃষিঋণ, দশ হাজার টাকা গৃহনির্ম্মাণ ঋণ ও তিন হাজার টাকা সাহায্য কার্য্য বাবদ ব্যয়িত হইবে।

লায়ালপুরে শ্রমিক ধর্ম্মঘট—লায়ালপুর সূতাকলে সম্প্রতি শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। শ্রমিকদের দাবী—এক ঘণ্টা ছুটীসহ এককালীন নয় ঘণ্টা কাজ কর্ত্তৃপক্ষ মানিয়া না লওয়াতেই ধর্ম্মঘট সুরু হইয়াছে।

দারিদ্র্যের জ্বালায় আত্মহত্যা—সম্প্রতি বরিশালের শ্রীযুক্ত কামিনী সেনগুপ্ত নামে এক ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ দারিদ্র্যের জ্বালায় আত্মহত্যা করিয়াছেন।

সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের ভারতীয় মহিলা সদস্যা—এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, মানবিক অধিকার সম্পর্কিত মূল কমিটির মধ্যে নারীদের অবস্থা সম্পর্কীয় সাব-কমিটির সদস্যা হওয়ার জন্য নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সভানেত্রী মিসেস হংস মেটাকে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে।

ভারতীয় পূর্ত্ত-ইঞ্জিনিয়ারদের বিদেশে শিক্ষালাভ—সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, রাস্তাঘাট তৈয়ার সম্পর্কে অভিজ্ঞ চব্বিশ জন ভারতীয় চাকুরীয়া ইঞ্জিনিয়ারকে উচ্চতর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার জন্য বৃটেনে ও যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইঁহারা বিদেশে গিয়া বড় বড় রাস্তা ও সড়ক নির্ম্মাণ সম্পর্কিত গবেষণা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন।

গ্রেট বৃটেনের ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন—গ্রেট বৃটেনের ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশ্য অধিবেশনে সম্প্রতি গৃহীত এক প্রস্তাব প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, কোন না কোন অজুহাতে ইংরেজগণ যদি এখনও ভারতের জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না করে তবে বৃটিশ পণ্য বয়কট করিয়া এবং বর্ত্তমান বৃটিশ শাসনের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া সারা দেশব্যাপী এক ব্যাপক আন্দোলন সুরু করিবার আশু প্রয়োজনীয়তার অভিমতই এই সম্মেলন দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিতেছে।

কৃত্রিম পেট্রল উৎপাদনে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক—ঢাকার এক খবরে প্রকাশ যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ কে, এম, চক্রবর্ত্তী কৃত্রিম পেট্রল উৎপাদনের উন্নতিবিধানের জন্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মেনীতে ইতিমধ্যেই এই নূতন প্রক্রিয়াটী পরীক্ষায় কার্য্যকরী প্রমাণিত হইয়াছে। এই নূতন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত কৃত্রিম পেট্রলের উৎপাদন-ব্যয় প্রচলিত পন্থায় কয়লা হইতে উৎপাদিত কৃত্রিম পেট্রলের উৎপাদন-ব্যয় হইতে নাকি অনেক কম পড়িবে।

হাওড়া জলকলে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের অবসান—হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর জলকলের শ্রমিকগণ সংশোধিত আকারে "যে সকল দাবী জানাইয়াছেন, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার-গণ ৩০শে এপ্রিলের পূর্ব্বে তাহার বিষয় বিবেচনা করিবেন বলিয়া উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় জলকলের শ্রমিকগণ গত ১৬ই এপ্রিলে তাঁহাদের ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিয়াছেন। সাতদিন ধর্ম্মঘট চালাইবার পরে শ্রমিকগণ গত ১৬ই তারিখে কাজে যোগ দিয়াছেন।

বিভিন্ন প্রদেশের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট ঃ

প্রদেশের নাম	আনুমানিক আয়	আনুমানিক ব্যয়	বাড়তি (+) বা ঘাটতি (—)
বাংলা	৪১ কোটী ১৯ লক্ষ	৫০ কোটী ৬৫ লক্ষ	— ৯ কোটী ৪৫ লক্ষ
আসাম	৫ কোটী ১৬ লক্ষ	৫ কোটী ৫ লক্ষ	+১১ লক্ষ
বিহার	১৩ কোটী ৮৯ লক্ষ	১৩ কোটী ৩৯ লক্ষ	+৫০ লক্ষ
পাঞ্জাব	২১ কোটী ৩০ লক্ষ	২০ কোটী ৮৩ লক্ষ	+৪৭ লক্ষ
সিন্ধু	৮ কোটী ৩ লক্ষ	৮ কোটী	+৩ লক্ষ
যুক্তপ্রদেশ	২৭ কোটী ৭ লক্ষ	২৭ কোটী ৩ লক্ষ	+৪ লক্ষ
উড়িষ্যা	৩ কোটী ৫৮ লক্ষ	৩ কোটী ৯২ লক্ষ	—৩৪ লক্ষ
মান্দ্রাজ	৪১ কোটী ৪৪ লক্ষ	৪০ কোটী ৮২ লক্ষ	+৬২ লক্ষ
বোম্বাই	৩০ কোটী ২০ লক্ষ	৩০ কোটী ১৫ লক্ষ	+৫ লক্ষ
মধ্যপ্রদেশ	৯ কোটী ৫ লক্ষ	৮ কোটী ৪৪ লক্ষ	+৬০ লক্ষ
সীমান্ত	২ কোটী ৬৩ লক্ষ	২ কোটী ৭৮ লক্ষ	—১৫ লক্ষ

রোগীর শুশ্রূষায়..

রোগের অকল্যাণের মধ্য দিয়ে সেবা-ব্রতের কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

আমাদের তৈরী
রবার ক্লথ • হট্ ওয়াটার ব্যাগ্ • আইস্ ব্যাগ্ • এয়ার রিং ও কুশন্ • রবারের এপ্রণ • দস্তানা ইত্যাদি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

AKB/I কলিকাতা • নাগপুর • বোম্বাই

হেড অফিস—৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক নূতন বিলাতী ঔষধ—প্রকাশ, ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক নূতন একটী বিলাতী ঔষধ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঔষধটীর নাম 'পলুড্রিন'। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় আর 'এটেব্রিণে'র প্রয়োজন হইবে না। সপ্তাহে পলুড্রিনের দুইটী বড়ি ব্যবহারেই ম্যালেরিয়া জ্বর নিরাময় হইবে। তবে এই ঔষধটী বাজারে আসিতে নাকি এখনও এক বছর লাগিবে।

বাণিজ্যশুল্ক হ্রাসের চেষ্টা—ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ যে, যুক্তরাষ্ট্র শীঘ্রই বৃটেনের সহিত এক বাণিজ্যচুক্তির আলোচনা সুরু করিবে; বাণিজ্য শুল্ক ও সুবিধাজনক (Preferential) শুল্ক হ্রাসের বিষয়েও আলোচনা হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি আরও তেরটী দেশকে যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তির আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতেছে। একটী প্রাথমিক আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনে এই সব আলাপ-আলোচনা প্রথমে করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

বৃটেনের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটেনের শ্রমিক সরকার বৃটেনের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিণত করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি কমন্স সভায় সরবরাহ সচিব ঘোষণা করেন যে, এই শিল্পটীর তত্ত্বাবধান ও উন্নতিবিধানের জন্য শীঘ্রই একটী নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হইবে।

পাট কলে শ্রমিক ধর্ম্মঘট—২৪ পরগণার অন্তর্গত গার্ডেন রীচের একটী পাট কলের চার হাজার শ্রমিক খাদ্যবরাদ্দ হ্রাসের প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছে। মাগ্‌গী ভাতা ও মজুরী বৃদ্ধিও তাহাদের অন্যতম দাবী।

বাটা শ্রমিকের ধর্ম্মঘট—শ্রমিকদের ভিক্টোরী বোনাস্, উৎপাদন বোনাস্, ছুটী, চিকিৎসা-ব্যবস্থা, বাসস্থান প্রভৃতি দাবীগুলি বাটা কর্ত্তৃপক্ষ পূরণ না করার ফলে বাটা কারখানার চুয়াত্তর শত কর্ম্মী গত ১৮ই এপ্রিল হইতে ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছেন।

জামসেদপুর টীনপ্লেট কোম্পানীতে শ্রমিক ধর্ম্মঘট—সম্প্রতি উক্ত কোম্পানীর প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারীই (প্রায় তিন হাজার) ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন। ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ, শতকরা ১২॥ ভাগ মজুরী বৃদ্ধি, গ্র্যাচুইটী, চাকুরীর স্থায়িত্ব ও গ্রেড এবং মাগ্‌গী ভাতা প্রভৃতির দাবীতে এই ধর্ম্মঘট সুরু হইয়াছে।

গুড় নিয়ন্ত্রণ আদেশ—ইণ্ডিয়া গেজেটের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ১৯৪৬ সালের গুড় নিয়ন্ত্রণ আদেশের বলে গুড় কণ্ট্রোলার যে কোন অঞ্চলে গুড়ের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ, একস্থান হইতে অন্যস্থানে ইক্ষু ও গুড় প্রেরণাদি নিয়ন্ত্রণ এবং গুড় তৈয়ারী নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন। উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, এই আদেশ অমান্য করিলে দণ্ড হিসাবে মজুত গুড় আটক করা হইবে। সমগ্র বৃটিশ ভারতই এই আদেশের আওতায় পড়িবে এবং ইহার ফলে ১৯৪৩ সালের গুড় নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাতিল হইবে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী আদেশ অনুসারে যে সকল বিজ্ঞপ্তি ও বিধানাবলী প্রচার করা হইয়াছে, প্রত্যাহৃত বা সংশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা বলবৎ থাকিবে।

কোচিন রাজ্যের পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টা—প্রকাশ, কোচিনের পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের সচিব উক্ত রাজ্যের পল্লী অঞ্চলের উন্নতিবিধানের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সম্প্রতি একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। পল্লীর সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য উক্ত কমিটিকে এক ত্রৈবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করিতে বলা হইয়াছে।

ফরাসী উপনিবেশে বাধ্যতামূলক শ্রমের অবসান—প্যারিসের এক খবরে প্রকাশ যে, ফরাসী উপনিবেশ হইতে বাধ্যতামূলক শ্রমের অবসান ঘটাইবার জন্য ফরাসী কন্‌ষ্টিটুয়েণ্ট ন্যাশান্যাল এসেম্বলী একটি আইন পাশ করিয়াছেন।

দিল্লীতে শেয়ার বাজার—নয়াদিল্লীর খবরে প্রকাশ যে, দিল্লী ষ্টক এ্যাণ্ড শেয়ারস্ এক্সচেঞ্জ লিঃ নামে দিল্লীতে একটি নূতন শেয়ার বাজারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। চাঁদনী চকের মহালক্ষ্মীবাজারে এই নূতন বাজার অবস্থিত। রায় সাহেব বি. পি, জয়পুরিয়া উক্ত শেয়ার বাজার কমিটির সভাপতি হইয়াছেন।

কাগজ ও বোর্ডের মূল্য হ্রাস—১৯৪৫ সালের কাগজের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধন করিয়া সম্প্রতি একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে। সকল প্রকার কাগজ ও বোর্ডের বর্ত্তমান (বেসামরিক) নিয়ন্ত্রিত মূল্য আগামী ১লা জুন হইতে কমাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া তাহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে। তদনুযায়ী বর্ত্তমান নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা ছাপিবার সাদা কাগজের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে সাড়ে পাঁচ পাই হিসাবে কমিবে। অন্যান্য কাগজের দরও কমিবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় নূতন স্বর্ণভাণ্ডার—লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেটের ওভেণ্ডালস্‌রষ্ট-এর পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এক নূতন স্বর্ণখনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই স্বর্ণখনি অপরাপর চালু স্বর্ণখনির তুলনায় স্বর্ণসম্ভারে অধিকতর সমৃদ্ধ। ভারতীয় স্বর্ণখনির তুলনায় এই খনি হইতে মিশ্রধাতু হইতে একশতগুণ বেশী স্বর্ণ পাওয়া যাইবে। প্রতিটন মিশ্রধাতু (Ore) হইতে এখানে প্রায় তেইশ হাজার ইঞ্চ পেনিওয়েট স্বর্ণ পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

বোম্বাইয়ে রেলওয়ে ওয়ার্কশপে ধর্ম্মঘট—মাতুঙ্গা রেলওয়ে ওয়ার্কশপে (জি, আই, পি,) সাড়ে চার হাজার শ্রমিক গত ১৫ই তারিখ হইতে অবস্থান ধর্ম্মঘট করিয়া আছেন। তাঁহাদের অন্যান্য দাবীর মধ্যে মাহিনা বৃদ্ধির দাবী অন্যতম।

জগদ্দল ই. এস. ডি. কারখানায় ধর্ম্মঘট গত ১২ই এপ্রিল হইতে জগদ্দলের ই-এস-ডি (মেশিনারী) মিলিটারী ডিপোর চার হাজার শ্রমিক বাৎসরিক বেতনবৃদ্ধি, মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি, ছুটী, খাদ্য বরাদ্দ হ্রাসের ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি দাবীর জন্য ধর্ম্মঘট চালাইতেছেন।

চীনে জাহাজ তৈয়ারীর চেষ্টা—প্রকাশ, চীন সরকার জাহাজ তৈয়ারীর জন্য একটী বিরাট সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। উসাং-এর নিকটে নাকি প্রতিষ্ঠানটীর জন্য একশত সত্তর একর জমি লওয়া হইয়াছে। এই কারখানায় নদী ও উপ-কূলগামী হাজার টনের ষ্টীমার হইতে আরম্ভ করিয়া মহাসাগরগামী দশ হাজারাধিক টনের জাহাজও তৈয়ারী করা হইবে। ডক কারখানার জন্য মার্কিন বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে। আমেরিকা আর কানাডাও নাকি চীনের নিকট গোটা ডক কারখানার সরঞ্জামাদি বিক্রয় করিতে রাজী আছে।

সাহারার বুকে ফল্গুধারা—প্রকাশ, সাভানিন নামক জনৈক ফরাসী অধ্যাপক চল্লিশ বৎসর গবেষণা করার পর সাহারা মরুর গর্ভে প্রচুর জল-সম্পদের সন্ধান পাইয়াছেন। এই জলের সাহায্যে প্রায় পাঁচ শতাধিক মরুদ্যান রচিত হইবে এবং এক লক্ষ লোকের জলের সংস্থান হইবে।

সুবল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

জয় হিন্দ
বিশ্বভারতী ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—১২নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ভাণ্ডারিয়া ও দম-দম ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
মিঃ এ, কে, দাস, এম-এ, বি-এল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আসাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাতিল বৃত্তি মঞ্জুর—প্রকাশ, আগষ্ট আন্দোলনে যোগদান করায় যে সকল ছাত্রের বৃত্তি বাতিল করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান আসাম গবর্ণমেণ্ট পুনরায় সেইগুলি মঞ্জুর করিবেন।

ভারতীয় কর তদন্ত কমিটি—নয়া দিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ সচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্ বাজেট বক্তৃতায় যে ঘোষণা করিয়াছিলেন তদনুসারে শীঘ্রই ভারতীয় কর তদন্ত কমিটি গঠিত হইবে। কাশ্মীর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য স্যার গোপালস্বামী আয়েঙ্গার উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন বলিয়াও প্রকাশ। শ্রীযুক্ত মনু সুবেদার কমিটির একজন সদস্য হইবেন, জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, উক্ত কমিটি গঠন সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ বিভাগ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন।

ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলি জাতীয়করণের প্রস্তাব—সম্প্রতি ফরাসী গণ-পরিষদের এক অধিবেশনে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলি জাতীয়করণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আগামী ১লা আগষ্ট হইতে ইহা কার্য্যকরী হইবে।

খাদ্য-সঙ্কট

গত ১৫ই এপ্রিল হইতে ২২শে এপ্রিলের মধ্যে কলিকাতার রাজপথ হইতে সরকারী লরী করিয়া ৪৩১ জন দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

* * *

বৃটেনের নিজস্ব সঞ্চয় হইতে ৬০ হাজার টন গম ভারতের জন্য দিতে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের আর্ত্তত্রাণ সমিতি (U. N. R. R. A.) রাজী হইয়াছে।

* * *

বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়ায় বাউড়ী নামক একজন শ্রমজীবী অনাহারে মারা গিয়াছে।

* * *

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের আর্ত্তত্রাণ সমিতি এপ্রিল মাসের বাবদ ভারতকে আরও ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত টন গম দিতে রাজী হইয়াছে।

* * *

ভারত সরকার ত্রিপুরা রাজ্য হইতে মান্দ্রাজের জন্য দেড় লক্ষ মণ ধান বরাদ্দ করিয়াছেন। শীঘ্রই ঐ ধান মান্দ্রাজে পাঠান হইবে।

* * *

বাঁকুড়া জেলার ব্রজরাজপুর গ্রামের দীনবন্ধু মাল অনাহারে মারা গিয়াছে।

* * *

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ হুভার সম্প্রতি মহীশূর পরিদর্শনকালে দেখেন যে, খাদ্যাভাবে লোকজন জঙ্গলের ফলমূল ভক্ষণ করিতেছে।

* * *

মান্দ্রাজ সরকারের মতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মান্দ্রাজের জন্য প্রতিমাসে দুই লক্ষ টন খাদ্য দরকার।

* * *

মহীশূর সরকারের মতে মহীশূরের জন্য প্রতি মাসে ত্রিশ হাজার টন খাদ্য প্রয়োজন।

* * *

বৃটেনের "ডেইলী ওয়ার্কার", "দি টাইমস" প্রভৃতি সংবাদপত্রের মতে অবিলম্বে ভারতে ষাট লক্ষ টন খাদ্য সরবরাহ না করা হইলে এক কোটি হইতে দেড় কোটি ভারতবাসী অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

* * *

বোম্বাই-এর প্রধান মন্ত্রী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে সম্প্রতি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন—"কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী একটী লোককেও খাদ্যাভাবে মরিতে দিবেন না।"

* * *

ইন্দোনেশিয়ার নেতা ডাঃ এল, শারিয়ার ভারতকে পাঁচ লক্ষ টন খাদ্যশস্য দিতে চাহিয়াছেন।

* * *

বিভিন্ন জেলার খাদ্যশস্যের অবাধ গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে বিহার সরকার বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন।

* * *

সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ায় পাক্ষিক পত্রিকা 'নিউ টাইমস্'-এ মঃ এ দিয়াকভ এক প্রবন্ধে ভারতের দুর্ভিক্ষ ও রাজনীতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভারতের দুর্ভিক্ষ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পৃথিবীর আর কোন দেশে দুর্ভিক্ষে ভারতের মত এত লোক প্রাণ হারায় নাই। ভারতবাসীর পক্ষ হইতে অনেক ভণ্ড মাঝে মাঝে বলিয়া থাকে যে, ভারতের নৈসর্গিক আবহাওয়ার জন্য এই দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই কথা কিছুতেই সত্য নহে। ভারতের সমাজ ব্যবস্থাই ফসল নষ্ট ও অজন্মার জন্য দায়ী আর ইহাই লইল দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী।

ব্যক্তিগত

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ভারত সরকারের কারিগরী শিক্ষা পরিষদের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

* * *

মিঃ জে, কে, মেটা অবসর গ্রহণ করায় মিঃ এ, সি, রামলিঙ্গম তাঁহার স্থলে বোম্বাই-এর ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্টস্ চেম্বারের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

* * *

মিঃ বি, পি, আগরওয়ালা বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ঝরিয়ার ইণ্ডিয়ান কলিয়ারী ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

আগামী আন্তর্জ্জাতিক নৌ-সম্মেলনে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তরফ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন :—

মিঃ আফতার আলি (নেতা), মিঃ দীনকর দেশাই, মিঃ মহীউদ্দিন, মিঃ জর্জ্জ এ, বীড এবং সরফ আলী।

* * *

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে কানাডার মন্ট্রিল সহরে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের যে অধিবেশন হইবে তাহাতে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তরফ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য মনোনীত হইয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু (নেতা), শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ মানেক গান্ধী, মিঃ আবিদ আলী জাফরভাই, মিঃ এন, ভি, ফাদকে, মিঃ এ, এম, মালিক ও মিঃ টি, কে, গাইকোয়াড় (পরামর্শদাতা)।

* * *

কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য অধ্যাপক এন, জি, রঙ্গ আন্তর্জ্জাতিক কিষাণ সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আগামী ১লা মে বিমানযোগে লণ্ডন যাত্রা করিতেছেন।

আসামের সর্ব্বপ্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ

হেড অফিস :—শিলং

টেলিফোন : শিলং ২০ (২টি লাইন) টেলিগ্রাম : ব্যাঙ্কআসাম

কলিকাতা অফিস :—৬, ক্লাইভ রো

টেলিফোন : কলিকাতা ৬৯৪০ টেলিগ্রাম : আসামব্যাঙ্ক

শাখাসমূহ :

বড়পেটা, ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া,
গৌহাটী, জোড়হাট, নওগাঁ,
ডিব্রুগড় ও ইম্ফলে

শীঘ্রই শাখা অফিস খোলা হইবে।

অনুমোদিত মূলধন	...	...	২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	...	...	১০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন	...	...	
(অগ্রিম তাগিদ ও রিজার্ভসহ)	...	...	৬,৪৩,৪৪০৲ "
ডিপজিট	...	...	১,০০,০০,০০০৲ "
নগদ ও কোম্পানীর কাগজ	...	...	
(অডিট সাপেক্ষ ৩১-৩-৪৬ পর্য্যন্ত)		...	৬,২৯,৫২,০০০৲ "

কার্য্যকরী তহবীল ১ কোটি টাকার উপর

জে, সি, বসু
ম্যানেজার, কলিকাতা অফিস

এইচ. ব্যানার্জ্জী।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

কোম্পানী প্রসঙ্গ

নূতন যৌথ কোম্পানী

প্রভাকর গ্ল্যাস ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর—ঞ্চেরলা রামব্রহ্মম। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৫, ডেনহাম রোড, পি. টি, মাদ্রাজ। অনুমোদিত পন—১০ লক্ষ টাকা। সর্ব্বপ্রকার কাচ ও জাত সামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য কর গ্লাস এ্যাণ্ড পোর্সিলেন ওয়ার্কসের সমুদয় ত্তি প্রভৃতির মালিকানা।

মোদী-স্পিনিং এ্যাণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—রায় বাহাদুর শেঠ নীমল মোদী। রেজিষ্টার্ড অফিস—মোদীনগর াট), ইউ. পি.। অনুমোদিত মূলধন—১ টাকা। যুক্তপ্রদেশে একটি কাপড়ের কল ষ্ঠা করিয়া সূতা তৈয়ারী, বুনানী, রং, ধোলাই ই করা, কাপড় তৈয়ারী ও ছাপা প্রভৃতির।

ডনসুকিয়া ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পো-া লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন. সি. দত্ত। ষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। াদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। বৈদ্যুতিক উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবসা।

কোয়েম্বাটুর অয়েল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর ঃ এন. সি. রাজাগোপালন। রেজিষ্টার্ড স—২২।২৬০, রাজা ষ্ট্রিট, কোয়েম্বাটুর। াদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। সর্ব্বপ্রকার াতি তৈল, তজ্জাত অপরাপর দ্রব্যাদির াদন ও ব্যবসা।

নবযুগ ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—কুমার কে. দেব। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৪, বেণ্টিক কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩০ লক্ষ । কলিকাতা ও উপকণ্ঠ ও ভারতের াপর সহরাদিতে জমি ক্রয়-বিক্রয়াদির ব্যবসা।

রীজ হোটেলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—ডাঃ স্যার এম. আলাগাপ্পা চেট্টিয়ার। রেজিষ্টার্ড অফিস অ্যাপোলো ষ্ট্রীট, বোম্বাই। অনুমোদিত —৫০ লক্ষ টাকা। হোটেল, রেস্তোরাঁর ।

রিয়েণ্টাল ডেভেলপমেণ্ট এ্যাণ্ড াকশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আই. কে. রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪ সি, গার্ষ্টিন প্লেস, কাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ন্নয়ন ও গৃহনির্ম্মাণাদির ব্যবসা।

ষ্টার্ণ জুট মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মোহন সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন— ক্ষ টাকা। চটকল স্থাপন ও তাহার ব্যবসা।

ী ইণ্ডিয়া থিয়েটারস্ লিঃ—ডিরেক্টর—স. আর. দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—ডি-৫ বিল্ডিংস্, ৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ছায়াছবি উৎপাদন, প্রযোজন, প্রদর্শন ও সরবরাহের ।

নিভার্স্যাল ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্—ডিরেক্টর—ডাঃ এ. বি. মুখার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড স—১।১, ভ্যার্ণীটার্ট রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ইন্‌জেক্‌শন, রাসায়নিক, জীবাণুঘটিত ঔষধাদি তৈয়ারীর ব্যবসা।

শ্রীনারায়ণ এ্যাণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন. সি. ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেণ্টের ব্যবসা।

ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড রিভার সার্ভিস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিভূতিভূষণ মুখার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। মোটরলঞ্চ প্রভৃতির পরিচালনার ব্যবসা।

গ্লাস্‌কো লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—উইণ্ডসর হাউস, ১৪, মিশন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কাচ, পোর্সিলেন প্রভৃতির উৎপাদনের ব্যবসা।

দি ইণ্ডো-বৃটিশ ট্রেডিং এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ প্রমথনাথ গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৪এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সর্ব্বপ্রকারের এজেন্সী ব্যবসা।

সরস্বতী মাইনিং ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এম. এল. শা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। অভ্র, কয়লা প্রভৃতির খনি ইজারা লওয়ার ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ব্রেইথওয়েট এ্যাণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭½ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং কোং (১৯২৪) লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **খাস কাজোরা কোল কোম্পানী লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নিউ ভিক্টোরিয়া মিলস্ কোম্পানী লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যা 'আর্থিক জগৎ'-এর 'কোম্পানী প্রসঙ্গে' (১২৬২ পৃঃ) মুদ্রাপ্রমাদবশতঃ "সিংটম্ টী কোং লিঃ"-এর নাম "সিবটম টী কোং লিঃ" লিখিত হইয়াছে।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও পাটনা সিটী।

পে-অফিস ঃ মিরকাদিম।

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি,

Asia Fan

A.C. D.C.

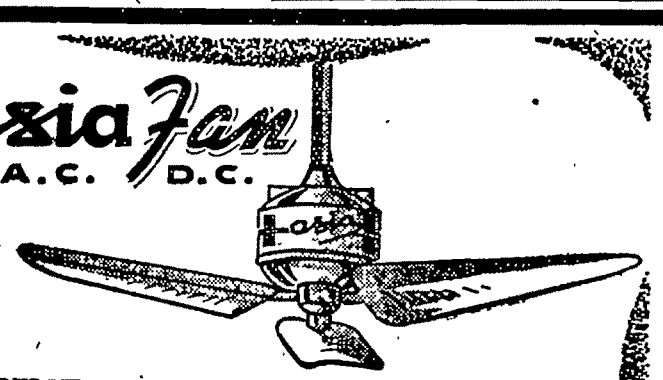

LONG DURATION
LOW CONSUMPTION
BETTER AIR DISPLACEMENT
AT GOVT. CONTROLLED RATES

THE G.S. EMPORIUM, LTD.

Sole Distributors :

47A, Chittaranjan Avenue, Calcutta

Phone : B. B. 4457 & 316

Asia Electric Works, Calcutta.

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৬শে এপ্রিল—ইষ্টারের ছুটীর জন্য গত শুক্রবার কলিকাতার টাকার বাজার বন্ধ হইয়া গত মঙ্গলবারে খুলিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারের অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্ত্তনই দেখা দেয় নাই। টাকার যোগান ভালই ছিল। রবিশস্যের কাজকারবারের জন্য মফঃস্বলে সামান্য টাকার চাহিদা ছিল। তুলার কারবারে টাকা খাটাইবার মরশুম প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে 'কল' টাকার যে আদান-প্রদান হইয়াছে তাহার সুদের হারেও কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। কলিকাতায় সুদের হার ছিল শতকরা ॥০ আনা এবং বোম্বাই-এ শতকরা ।০ আনা। স্থায়ী আমানতের সুদের হারও অপরিবর্ত্তিতই থাকে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় বিনিময় বাজারে বিশেষ কাজকারবার হয় নাই। বিনিময় বাট্টার হারেও কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। বাট্টার হার নীচে দেওয়া হইল :—

টেলিঃ হুণ্ডিঃ (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ	৫৩/৪ পেঃ
ঐ দর্শনী (" ")	"	" "
ডি. এ. তিন মাস (" ")	১ শিঃ	৬৬/৮ পেঃ
ডি. এ. চার মাস (" ")	১ শিঃ	৬৬/৮ পেঃ
ডলার (প্রতি শত)		৩৩২৸০ আনা।

আলোচ্য সপ্তাহেও ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ট্রেজারী বিলের কোন টেণ্ডার আহ্বান করা হয় নাই।

গত ১৯শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অনুকূলে মোট ৫ কোটী ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১৯শে এপ্রিলের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২৩৭ কোটী ৯৫ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১,২৩৮ কোটী ৪৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২১৮ কোটী ৭৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। গত ১৯শে এপ্রিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৩ কোটী ২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ও ৩০০ কোটী ৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৫ কোটী ৭৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ও ২৯৭ কোটী ৫৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০০ কোটী ৭৯ লক্ষ ৭২ হাজার ও ২৯৬ কোটী ৩৭ লক্ষ ২ হাজার টাকা। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৫ সালের ১৩ই এপ্রিলে এই দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬০৫ কোটী ২৩ লক্ষ ১৬ হাজার ও ২২৩ কোটী ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৬শে এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। আলোচ্য সপ্তাহের মঙ্গলবার গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার বাজার বন্ধের সময় কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে যে তেজী ভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে অব্যাহত ত থাকেই, পরন্তু মঙ্গলবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রায় অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের কর্ম্মপ্রবণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি দেখা যায়। বুধবার বাজার খোলার সময় তেজী ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিলেও, শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকার মনোবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে, ফলে শেয়ার বিক্রেতাগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের দরেও অবনতি পরিলক্ষিত হয়। বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার বাজারের কর্ম্মপ্রবণতা অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও, বিভিন্ন শেয়ারসমূহের মূল্যের দিক হইতে উন্নতিই পরিলক্ষিত হয়। অদ্য শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও তেজী ভাব বিশেষভাবেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অদ্য কোন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব না হইলে আশা করা যায় যে, আগামী ৬ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের মূল্যহ্রাস ত ঘটিবেই না, বরং আগামী সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনাই অধিক। ব্রস এঞ্জেলো, বরারি কোক, ইণ্ডিয়ান উড এবং মেটাল কর্পোরেশনের মূল্যবৃদ্ধি আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের কাজকর্ম্ম তেমন না হইলেও, সপ্তাহের শেষের দিকে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০১।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০৩৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৭০—৭৫) ১০২॥০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৯—৬১) ১০২।৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৭০—৭৫) ১০২॥০ আনা, পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের কোন বিকিকিনি হয় নাই।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে সামান্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। হাওড়া রিলায়েন্সের বোনাস ঘোষণার সংবাদ সমর্থিত হওয়াই উক্ত অবনতির প্রধানতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে হাওড়া ১৩২৲ টাকা, রিলা ১১৬॥০ আনা, ন্যাশনাল ৪৫॥০ আনা, কামার ১০২৫৲ টাকা, এলায়েন্স ১১০০৲ টাকা, এ্যাং ইণ্ডিয়া ৬৫৪৲ টাকা, বালী ৫৯১৲ টাকা, বরা ৪৫৫৲ টাকা, উইলিয়াম ৭০৩৲ টাকা হইতে ৬৯০ টাকা, নদীয়া ১৮৪৲ টাকা এবং ষ্টাণ্ডার্ড ৪৩ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকি-কিনি হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগে শেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম্ম হইয়াছে এবং মূল্যের দিক হইতেও এই বিভাগের শেয়ারসমূহে উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৬৪।০ আনা, হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ৫৩৸০ আনা এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ১০৪॥০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্যের উঠা-নামা কলিকাতার শেয়ার বাজারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD

P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA.
Phone : Cal. 3436

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—"CLEARING" ফোন : ক্যাল ৪১০১

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ৫,৭৫,০০০৲ উর্দ্ধে
নগদ সম্পত্তি শতকরা ৯৪·৫ পারসেণ্ট
ডিভিডেণ্ড ১৯৪৫ শতকরা ৫৲ টাকা (আয়করমুক্ত)

মিঃ আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ওয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন ২০৫৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান য়রণ ৫৬॥০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৫১॥০ আনা, সপ ৩৬৲ টাকা, ব্রেইথওয়েইট ১৮৸০ আনা, ষা ইলেকট্রিক ৩১।০ আনা, কুমারধুবী ১৩।০ া, মার্শাল ১০৲ টাকা, বার্ণ ৫৭০৲ টেক্সমাকো ৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান মেলিয়েবল্ কাষ্টিংস্ ১০৲ কা, পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৬শে এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে লিকাতার পাটের বাজারে রপ্তানীর চাহিদা দেখা যায়, ফলে 'বাজার গরম' হইয়া উঠে। বিক্রেতারা কাজকারবার করিতে বিশেষ দেখায় নাই। বিশেষ করিয়া আলগা পাটের রে তো বিক্রেতারা মোটেই আগ্রহ দেখায় ।

মিক ধর্ম্মঘট প্রায় মিটিয়া গিয়াছে। বিশ্বস্ত জানা গেল যে, পাটকল মালিকসমিতি নাকি দের মজুরী শতকরা ১৫।২০ ভাগ বৃদ্ধি তে রাজী হইয়াছেন।

পাটের রপ্তানী বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের ডার দিকে কিছুটা অনিশ্চয়তার ভাব ফুটিয়া , ফলে কাজকারবার বিশেষ হয় নাই তবে এই ভাবটী কাটিয়া যায় এবং কলমালিকরা বেচাকেনা করে। এপ্রিল/মে ফার্ষ্ট ৮১॥০ নিট আর কাছাকাছি ডেলিভারির এক্সপোর্ট টিংস ৭৭৲ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে। জী কারবারীরা ফ্রেঞ্চ মিশনের জন্য মোটামুটি ভাল কাজকারবার করিয়াছে। জুন/জুলাই -এর দর ছিল ৮২৲ টাকা, লাইটিংস-এর দর ৭৮৲ টাকা। আউট পোর্ট তোষার বেচাকেনা াছে ৮০॥০ আনা দরে। ডাণ্ডি তোষা রেড -এর দর ছিল ৯০৲ টাকা।

আলগা পাটের বাজারে নূতন ইণ্ডিয়ান জাত ০ আনা এবং ১৩।০ আনা দরে বেচাকেনা াছে। সুপারভাইজড-এর দর ছিল আরও ।০ া বেশী। নিউক্রপ ইষ্টার্ণ ডিষ্ট্রিক্টস্-এর দর ছিল ।০ আনা ও ১২৸০ আনা। নর্দার্ণ ডিষ্ট্রিক্টএর ছিল ॥০ আনা কম। কাজকারবার খুব বেশী াণে হয় নাই সত্য, তবে বাজারের ভাবটী বেশ 'তেজী'। তাই আরও ।০ আনা দর চাওয়া হইতেছিল।

পাটজাত দ্রব্যের বাজারের গত দুই সপ্তাহে উন্নতি দেখা গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহেও র অবনতি ঘটে নাই। বরঞ্চ কোন কোন দর এ সপ্তাহে আরও চড়িয়া যায়। চাহিদার যোগান ছিল কম। বস্তুতঃ, খরিদ্দার াকিলেও বিক্রেতার দেখা বিশেষ পাওয়া নাই। ফলে এমনকি সি গ্রুপের ১৯৪৭ এপ্রিল/জুন চটের জন্যও সর্ব্বোচ্চ দর পাওয়া তবে বেচাকেনা হইয়াছে সামান্যই। ডেসের বাজারে সর্ব্বোচ্চ দরে কয়েক দফায় রি/মার্চ্চ 'বি' টুইল ও হেভি 'সি'-জ বেচা- হইয়াছে। মে/জুন হেভি সি-জ ৬৮৸০ আনা, ছিল ৬৭॥০ আর কর্ণস্যাক ৬৮৸০ ও লিভারপুল আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ঃস্বলের বাজারে পুরাতন পাটের আমদানী নাই।

নীর অবস্থা এখন পর্য্যন্ত মোটামুটী জনক। বুনানীর কাজ গত বৎসরের তুলনায় বেশ আগাইয়া চলিয়াছে। নদীর অবস্থা বিক। গত বৎসরের তুলনায় এ পর্য্যন্ত ম ও নারায়ণগঞ্জে ৸০ আনা, চাঁদপুরে ৸৵১০ হাজীগঞ্জে ১/০ আনা, আশুগঞ্জে ৸৶০ আনা, ডায় ৸৵০ আনা, সরিষবাড়ীতে ও সিংহে ॥৵০ আনা, নাকানিয়া ও সিরাজগঞ্জে আনা ও ভাঙ্গুরায় ॥৵০ আনা পরিমাণ তে বুনানীর কাজ শেষ হইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৬শে এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। চাহিদার তুলনায় সোনার যোগানের স্বল্পতাই ইহার প্রধানতম কারণ। তাহা ছাড়া লাভান্বেষিগণও সোনা মজুদ ব্যাপারে আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। আলোচ্য সপ্তাহে সোনার মূল্যবৃদ্ধির ইহাও অন্যতম প্রধান কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দাঁড়াইতেছে যথাক্রমে ৯৯৵০ আনা ও ৯৯৲ টাকা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ৯৮৵০ আনা ও ৯৮॥০ আনা। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময় প্রতিখণ্ড গিনি ৬৬৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা—সোনার দরের উন্নতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রূপার চাহিদা বৃদ্ধিই ইহার প্রধানতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দাঁড়াইতেছে যথাক্রমে ১৬৪৲ টাকা ও ১৬৫॥০ আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৬৩॥০ আনা ও ১৬১৸০ আনা।

ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারিজ লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিসঃ—১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।
ফোনস্ঃ—ক্যালঃ ১৪৬৪-১৪৬৫

অনুমোদিত ও বিক্রয়ার্থ মূলধন --- ২৫,০০,০০০৲
(পঁচিশ লক্ষ)

প্রতিখানি ১০৲ করিয়া ২৫০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত

আবেদনের সহিত ২॥০, শেয়ার বিলির একমাসের মধ্যে ২॥০ এবং বাকী টাকা প্রতি কিস্তি অন্যূন দুই মাসের ব্যবধানে সমান দুই কিস্তিতে দেয়। প্রতি আবেদনপত্রে ১৲ টাকা করিয়া প্রবেশ ফি লাগে।

ডিরেক্টরস্, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনেরাই পাঁচ লক্ষ টাকার শেয়ার লইতে সম্মত হইয়াছেন।

কোম্পানী ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চলের নর্থ বোরারী নামক আধুনিক যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম সমন্বিত এবং চালু কয়লার খনিটী কিনিয়া লইয়া উহার সাকুল্য মূল্য পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন।

খনির অবস্থা

ঝরিয়া রেল ষ্টেশন হইতে মাত্র ৩ মাইল দূরে এবং জেলা বোর্ডের একটী পাকা রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত এই খনিতে সাতটীরও অধিক কয়লার সিম আছে এবং হার্ড কোকের জন্য সুসজ্জিত কোক-ওভেন (Coke-oven), খনির দুইটী কয়লা রাখিবার আঙ্গিনায় দুইটী রেলওয়ে সাইডিং এবং নাম মাত্র দামে কেনা ৮০০০ টন কয়লা, ম্যানেজার, অফিসার, কেরাণী ও কুলিদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ, ওয়ার্কসপ ও ষ্টোর ইয়ার্ড আছে। বর্ত্তমানে উত্তোলিত কয়লার (প্রতি মাসে ৭০০০ টন) সমস্তই পাওয়া যায় কোম্পানী নিযুক্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে (Raising-Contractors)। ঠিকাদারদিগকে দেয় চুক্তিকৃত দর ও নিয়ন্ত্রিত বিক্রয়দরে পার্থক্য অনেক, ফলে কোম্পানীর মোটা রকমের নিশ্চিত লাভ থাকে। আরও উন্নতি সাধিত হইলে এই খনি হইতে আরও বেশী কয়লা উত্তোলন করা যাইবে আশা করা যায়। **এই কোলিয়ারীটী নিয়মিত গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়েকে কয়লা সরবরাহ করিয়া আসিতেছে।**

কয়লা বিক্রয়ের মুনাফা ছাড়াও কোম্পানীর নিজস্ব কোক-ওভেনে উৎপাদিত সফ্‌ট্ কোক ও হার্ড কোক বিক্রয় হইতেও প্রচুর লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রতিমাসে অন্যূন কুড়ি হাজার টন কয়লা উত্তোলন করিয়া যাহাতে আরও বেশী লাভ করা যায় তদুদ্দেশ্যে কোম্পানী আরও কতিপয় চালু কয়লার খনি কিনিবার জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

শেয়ার ও অন্যান্য বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টস্-এর নিকট আবেদন করুন।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ প্রতিপত্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৯শে এপ্রিল	২২শে এপ্রিল	২৩শে এপ্রিল	২৪শে এপ্রিল	২৫শে এপ্রিল	২৬শে এপ্রিল
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...			৯৮৵০	৯৮৵০	৯৯৵০	৯৮॥৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...			৯৮৲	৯৯৲-৯৮৲	৯৯৲-৯৭॥০	৯৭৸০-৯৭॥০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...			১৬৩৸০	১৬৩৲	১৬৪৲	১৬৩॥০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...			১৬৪॥০-১৬৪৲	১৬৫॥০-১৬৪৲	১৬৫॥০-১৬৪॥০	১৬৪।৵০-১৬১।০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...			৬৬৲	৬৬৲	৬৬৲	৬৬৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...			৬৬৲	৬৫॥০	৬৫।০	৬৫।০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...			৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...			—	—	১০১।০-১০০৸০	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...			১০৩৵০-১০২৸০	১০২৸৵০ ১০২৸০	১০৩৵০-১০২॥০	১০২।০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...			—	—	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...			১০২।৵০	—	১০২।/০	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...			—	১১৫৵০	১১৫/০-১১৪৸০	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...			—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ	৫৭৲-৫৬৲	৫৬॥৶০-৫৬।৵০	৫৭/০-৫৬॥/০	৫৭।৵০-৫৭/০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...			৫২৸০-৫১॥০	৫১॥/০-৫১॥০	৫১॥৵০-৫১।৵০	৫১৸/০-৫১॥৵০
কুমারধুবী—অর্ডি ...			১৩৸০-১৩।৵০	১৪।০-১৩॥০	১৩৸৵০-১৩॥৶০	১৩৸৶০-১৩॥৵০
ব্রেইতওয়েইট ...			১৯।০-১৮॥/০	১৮৸/০-১৮।৵০	১৮॥/০-১৮।৶০	১৮॥৵০
জেসপ ...			৩৫।৶০-৩৫৶০	৩৫॥০-৩৫৲	৩৫।৵০-৩৫৵০	৩৫।/০-৩৫।০
মার্শালস ...			১০৶০-১০/০	১০৶০-১০/০	১০৲	১০/০-১০৲
ভার্ত্তিয়া ...			৩১৲	৩১৵০-৩০।০	৩১।০-৩০।০	৩০৸৵০-৩০৸০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...			১২৸০	১৩৲-১২৸৵০	—	১৩/০
আর্থার বাটলার ...			২৫॥০-২৫৲	২৫।০	২৫।০-২৫৲	২৬৲-২৫।০
বার্ণ ...			৫৪৫৲-৫৪৩৲	৫৫০৲-৫৪৫৲	৫৬৯৲-৫৫৬৲	৫৬২৲-৫৬০৲
খনি—বার্ম্মা কর্পোরেশন ...			৬।৵০-৬৶০	৬॥০-৬।/০	৬॥০-৬।৵০	৬॥০-৬।৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...			৫/০-৪৸৶০	৫৲-৪৸৶০	৫৲-৪৸৶০	৫৲-৪৸৶০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...			১৬৪।০-১৬৪৲	১৬২৲-১৫৯৲	১৬১॥০-১৫৯৲	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...			১০২৲-৯৯॥০	১০১॥০-১০০৲	১০৪॥০-১০০৲	১০৪৲-১০২॥০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...			১৬॥৵০	—	—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...			—	—	—	—
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...			—	—	—	—
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...			—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...			—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...			—	৫৩৸০-৫৩॥০	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...			—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...			৫২৲-৫১।৵০	৫১৸/০-৫১।/০	৫১৸০-৫১/০	৫২৸/০-৫১॥৶০
তালচের „ „ ...			—	১৩৸৶০	—	—
রাণীগঞ্জ „ „ ...			—	—	৬৫৲	৬৫৸০
ইকুইটেবল „ „ ...			—	৮২॥০-৮১॥০	—	৮২৸০-৮২৵০
সাউথ করণপুরা „ ...			৪৬৵০ ৪৫৸০	৪৫।৵০-৪৫।/০	৪৪৸৵০	৪৫৸/০-৪৫॥/০
ভুলনবরারি ...			—	—	৩৩॥০	৩৪৲-৩৩॥৵০
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...			—	—	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...			১৬৶০-১৫।০	১৫।৵০-১৪৸৵০	১৫।০	১৫৶০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...			৪৬॥০-৪৬।/০	৪৬॥০-৪৬৲	৪৬৸০-৪৬।৵০	৪৬॥৵০-৪৬৲
ভালগোরা ...			৩২।০	৩২৲-৩১৸৶০	৩১৸৵০	৩২।৵০-৩১৸/০
নিউ বীরভূম ...			৫২।০	৫৩।০-৫২॥০	৫২॥/০-৫২।৵০	—

ফোন : ক্যাল ৩৯৫ গ্রাম : LALIKAY, কলিকাতা।

লাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

পৃষ্ঠপোষক : সিকিমের মহামান্য মহারাজকুমার

চেয়ারম্যান—ডাঃ এস, কে, বসু, কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ কে, লাল

মিঃ জে, এম, কোহেন, মিঃ পি, গুপ্ত, মিঃ আর, এম, করঞ্জাই

ডিরেক্টর ফিনান্স-ইন-চার্জ্জ। ডিরেক্টর ও ম্যানেজার। ডিরেক্টর জেনারেল সেক্রেটারী।

শাখাসমূহ : কালিম্পং, কুড়িগ্রাম, হাওড়া।

দার্জ্জিলিং শাখা সত্বর খোলা হইবে।

দি

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

৩১-৩-৪৬ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমাসহ), ও সংরক্ষিত তহবিল	৩৩,৫৩,৪০৬৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	২,৩০,৪৬,৯৪৮৲
আমানত	৪,০৭,০২,৩৪১৲
কার্য্যকরী মূলধন	৪,৭৮,৬৫,৬৪২৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৯শে এপ্রিল	২২শে এপ্রিল	২৩শে এপ্রিল	২৪শে এপ্রিল	২৫শে এপ্রিল	২৬শে এপ্রিল
ড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ	৮॥০	৮॥৵০	৮॥৵০-৮॥০	৮৸০-৮।৶০
বেনারস ...			—	১৩৲-১২৸৵০	১২॥৵০	—
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...			১৬/০	১৬/০-১৫৸৶০	১৬৵০	১৬॥০-১৬৵০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...			৮২॥০	৮৩৵০	৮৪॥৵০-৮৩৲	৮৭॥০-৮৬৲
কেশোরাম ...			২৭।৵০-২৭।/০	২৭।৵০-২৭।০	—	২৭।৶০
বঙ্গশ্রী ...			—	—	—	১৫৵০-১৫/০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...			—	—	—	৮/০-৮৲
গজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...			৩০৪৲-৩০৩৲	—	৩০৫৲-৩০৩৲	৩০৬৲-৩০৫৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...			২৭॥/০-২৭৵০	২৭॥০	—	—
টিটাগড ...			৬৫।/০-৬৪॥৶০	৬৫৵০-৬৪৵০	৬৪৵০-৬৩॥/০	৬৪৵০-৬৪৲
ল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...			৪৭২৲	—	৪৬৩৲	৪৬৩
্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...			৬৬৯৲-৬৬৩৲	৬৬৬৲-৬৬২৲	৬৬৬৲-৬৫৪৲	৬৬৪৲
কামারহাটি " " " ...			১,০২৫৲-১,০১২৲	১,০১৭-১,০০৮৲	১,০১৩৲-১,০১০৲	১,০১৩৲-১,০১০৲
দীয়া " " " ...			১৮৯৲-১৮৮॥০	১৯০॥০-১৮৬৲	১৮৫৸০-১৮৫৲	১৮৮৲-১৮৬।০
প্রেসিডেন্সী " " " ...			১৬।/০-১৫৸৶০	১৬৲-১৫৸/০	—	—
বিলায়েন্স " " " ...			১১৭॥০-১১৬॥০	১১৫৲	১১৪৸০-১১৪৲	১১৬॥০-১১৬।০
কাঁকনাড়া " " " ...			৮৫০৲-৮৩৮৲	৮৪২৲-৮৩১৲	৮৩৫৲-৮২৮৲	৮৩৪৲-৮৩৩॥০
হাওড়া " " " ...			১৩২৲-১৩১॥৵০	১৩১।০-১৩০।৵০	১৩০৲-১২৮৸০	১৩০৲
ডালহৌসী " " " ...			৪৯২৲	৪৯৬৲-৪৯৩৲	৪৯০৲-৪৮৫৲	—
বজবজ " " " ...			৭০৫৲-৭০০৲	৭০৬৲-৭০০৲	—	৭০৫৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড " " ...			৪৪৬৲-৪৩৭৲	৪৩৬৲-৪৩৪৲	৪৩১৲-৪৩০৲	—
এলায়েন্স " " " ...			১০৯৭৲-১০৭৭৲	১০৬৯৲-১০৬৩৲	১০৬৯৲-১০৬০৲	১,০৭৮৲-১,০৭৫৲
নির কল—বেঙ্গল সুগার কোং লিঃ ...			১৫৲-১৪৸০	১৫৲-১৪৸০	১৪৸/০-১৪৸০	—
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...			৪৭॥০-৪৭৵০	৫০॥৶০-৪৭৸০	৫০।০-৪৯॥০	৪৯৸৵০-৪৮৸০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...			৪০॥৵০-৩৯৸৵০	৪০৵০-৩৯॥/০	৪৬৲-৪৫।৵০	৩৯৸/০-৩৯॥০
বাগান—চন্দননগর টি ...			—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান " " " ...			—	—	—	—
কল্যাণী " " " ...			—	—	—	—
লেবং এণ্ড গিনাবেল ...			—	—	—	—
তেজপুর " " " ...			২৯॥০	২৯॥০-২৯।০	—	—
বিশ্বনাথ " " " ...			৫২॥০-৫০॥০	৫২৲	—	—
বিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...			—	—	১৭।/০	—
বি আই কর্পোরেশন ...			১০৸/০-১০।/০	১০৸০-১০॥/০	১০৸/০-১০॥/০	১১॥৵/০-১০।/০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...			১৯৪৲-১৯১৲	১৯৫৲-১৯২৲	১৯৪৲-১৯২৲	১৯২৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...			১৭৸০-১৭৲	১৭৸০-১৭॥০	১৮৲-১৭॥৵০	১৭৸৶০-১৭৸০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...			—	২৯৭৲	২৯৮৲-২৯৩৲	৩০০৲-২৯৫৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট " " ...			২৪৸/০	২৪৸৶০-২৪৸০	২৫৲-২৪৸০	২৫॥০-২৫।/০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...			১৯॥০-১৮৸৶০	২০৲-১৯।৵০	২০৵০-১৭॥/০	১৯৸৵০-১৯॥৵০
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...			—	—	১১৲	১১৲
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...			—	—	—	—

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬
কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪
অন্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জীবনবীমার ভার ডোমিনিয়নকে দিন
ডোমিনিয়ন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
১৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন কলিকাতা ৫৯৩০

ফোন : ক্যাল ৪০৫৩
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড
৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
শাখা :—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, শিয়াখালা।
চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস্ শতকরা ২॥০
স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্—মিঃ এস্ কে ভট্টাচার্য্য, মিঃ এন্ এল্ মুখার্জ্জি।

গ্রাম : উদয়ের পথে
অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিমিটেড
১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আপনার সঞ্চিত অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাটাইয়া লাভবান হইতে হইলে সত্বর আমাদের সহিত পরামর্শ করুন।
ম্যাঃ ডিরেক্টর—মিঃ কে, সি, মিত্র।

ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন লিমিটেড্

স্থাপিত—১৯৪৩ সাল

অফিস ঃ

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্,
মিশন রো, কলিকাতা।

কোম্পানীর তহবিল সোনা, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জমি এবং সুদৃঢ় ভিত্তিশালী ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে খাটানো হয়। গত তিন বৎসর যাবৎ **"ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন"** আশানুরূপ লাভ করিতেছে ও উচ্চ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিতেছে।

বোর্ড অব ডিরেক্টর-এর চেয়ারম্যান ঃ
মিঃ এস, এম, ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমানে "ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন" নিম্ন-লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিতেছে ঃ

এক বৎসরের জন্য—৩%
দুই বৎসরের জন্য—৩½%
তিন বৎসরের জন্য—৪%

প্রতি অর্দ্ধ বৎসরান্তে জানুয়ারী ও জুলাই মাসে প্রাপ্য সুদ দেওয়া হয়। স্থায়ী আমানতের আবেদন পত্রের জন্য লিখুন ঃ

সেক্রেটারী—বিনয়ভূষণ মুখার্জ্জি, বি-এ

অক্ষয় কুমার লাহা

লাটিয়াম মার্ব্ব পিমেণ্ট কলার — বা ড়ীর ক্ষ কারখানার জন্য

৯৭ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

ফোন-কলিকাতা ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ টেলিগ্রাম ষ্ট্রীট ২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

—সুদের হার—

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% ক্যোস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, লান ও ওভারড্রাফ্টের জন্য লিখুন।

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়

জানেন কি ?

ব্যবসা থেকে সরকারী ক্ষমতা কমিয়ে দেবার জন্য আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলি ৪৩টী দলে মিলিত হয়ে ব্যবসায়ীদের সাহায্য কচ্ছেন।

দেশের আর্থিক বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য দেশী ব্যাঙ্কদেরও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার। ব্যবসায়ীদের উচিত ভাল ব্যাঙ্কের পিছনে দাঁড়াবার, যেমন দরকার টাকা ভাল ব্যাঙ্কে জমা রাখবার। এ সবের জন্য একটী ভাল ব্যাঙ্ক

সুরমা ভেলী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ সিলেট ঃ কলিঃ অফিস ঃ ১৪, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট
শাখা ঃ আসামের সর্ব্ব বৃহৎ সহরে এবং বাংলাদেশে ঢাকায় ও কলিকাতায়।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

অছি ও ট্রাষ্টির কাজ গ্রহণ করা হয়। ব্যাঙ্কের যে কোন অফিসে এই সব কাজের সর্ত্ত জানা যায়।

স্থানীয় হেড অফিস :
কলিকাতা • বোম্বাই
মাদ্রাজ

এতদ্ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ৪০০এর উপর শাখা ও সাব-অফিস রহিয়াছে।

লণ্ডন অফিস :
২৫, ওল্ড ব্রড ষ্ট্রীট।

ক্রিসেণ্ট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

—লিমিটেড—

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি লিলি বিস্কুট

লিলি
বিস্কুট
স্বাদে
গুণে—
অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা